বাংলা বিশ্বকোষ

সম্পাদক
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বিশ্বকোষ

ENCYCLOPÆDIA INDICA

ইহাতে ব্যুৎপত্তি সমেত সমস্ত বৈদিক ও সংস্কৃত শব্দ, প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং তাহাদের মত ও বিশ্বাস, আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বিবরণ, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, জ্যোতিষতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, গণিততত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব এবং ইন্দ্রজাল, পাকবিদ্যা প্রভৃতির সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে বর্ণিত আছে।

তৃতীয় ভাগ

বঙ্গের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের সহযোগিতায়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বি আর পাবলিসিং কর্পোরেশন
দিল্লী ১১০০০৭

প্রথম প্রকাশন ১৮৮৬-১৯১১

সাঙ্কেতিক সংখ্যা B00392 (Set)
B00395 (Vol.3)

অং মাঃ পুঃ সঃ 81-7018-501-7 (Set)
81-7018-504-1 (Vol.3)

পুনর্মুদ্রণ দ্বারা : বি. আর. পাবলিশিং কর্পোরেশন
বিভাগ ডি. কে. পাবলিসার্স ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিষ্টার্ড অফিস ১৯/৯, শক্তি নগর, নাগিয়া পার্ক. দিল্লী-১১০০০৭
প্রিন্টেড দ্বারা ডি. কে. ফাইন আর্ট প্রেস, দিল্লী
প্রিন্টেড: ভারত

বিশ্বকোষ

ক

ক ১ ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম অক্ষর, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ইহার বামরেখা ব্রহ্মা, দক্ষিণরেখা বিষ্ণু, অধোরেখা রুদ্র, মাত্রা সরস্বতী, অঙ্কুশাকার রেখা কুণ্ডলী ও মধ্যস্থ শূন্যস্থান সদাশিব। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র) তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ককারের নাম— ক্রোধী, ঈশ, মহাকালী, কামদেবপ্রকাশক, কপালী, তৈজস, শান্তি, বান্‌ধব জয়, অনল, চক্রী, প্রজাপতি, সৃষ্টি, দক্ষিণবক্ষ, বিশাম্পাত, অনন্ত, পার্থিব, বিন্দু, তাপিনী, পরমাত্মক, বর্গাদ্য, মুখী, ব্রহ্মা, সর্বাদ্য, অন্তঃ, শিব, জল, মাহেশ্বরী, তুলা, পূর্ণা, মঙ্গল, চরণ, কর, নিত্যা, কামেশ্বরী, মুখ্য, কামরূপ, গজেন্দ্রক, শ্রীপুর, রমণ ও রক্তকুসুমা।

কামধেনু-তন্ত্রে ককারতত্ত্ব এইরূপ লিখিত আছে,— "ককারের বামরেখা জবাপুষ্প ও অলক্তকবর্ণ, দক্ষিণরেখা শরচ্চন্দ্র তুল্য, অধোরেখা মরকতপ্রভ, মাত্রা শঙ্খকুন্দসদৃশ ও সাক্ষাৎ সরস্বতী, অঙ্কুশাকৃতি কুণ্ডলী কোটিবিদ্যুল্লতার ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং মধ্যদেশের শূন্যস্থান সদাশিব কোটি-চন্দ্র সমবর্ণ। শূন্যগর্ভে কৈবল্যপ্রদায়িনী কালী অবস্থান করেন। ককার হইতেই সমগ্র কাম, কৈবল্য, অর্থ ও ধর্ম উৎপন্ন হয়। ককারই সর্ব্ববর্ণের মূল প্রকৃতি, কামদা, কামরূপিণী, অব্যয়া, কামনীয়া প্রভৃতি সুন্দরী ও সর্ব্বদেবগণের মাতা। ককারের ঊর্দ্ধকোণে কামা নাম্নী ব্রহ্মশক্তি, বামকোণে জ্যেষ্ঠা নাম্নী বিষ্ণুশক্তি ও দক্ষিণকোণে বিন্দুনাম্নী সংহাররূপিণী রৌদ্রশক্তি। ককারস্থ দেবগণমধ্যে ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তিমান্, বিষ্ণু জ্ঞানশক্তিমান্ ও রুদ্র ক্রিয়াশক্তিমান্। আত্মবিদ্যা, মঙ্গল ও মন্ত্র সর্ব্বদা ককারে অবস্থিত আছে। পঞ্চদেবতাময় ককার ত্রিপুরাদেবীর আসনস্বরূপ, ঈশ্বর সেই ককারস্থ ত্রিকোণে অবস্থান করেন। জবা, অলক্তক ও সিন্দুরসম রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, কদম্ব-কোরকাকৃতি স্তনদ্বয়বিশিষ্টা, রত্ন, কঙ্কণ, নূপুর, অঙ্গদ, রত্নহার ও পুষ্পহারাদিশোভিত কামিনীকে ধ্যান করিয়া দশবার ককার জপ করিলে, তাহার ইষ্টসিদ্ধি হয়।"

২ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ। ক অনুবন্ধ থাকিলে, সেই ধাতু চুরাদিগণীয় বুঝিতে হইবে। (কচুরাদিঃ। কবিকল্প।) চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর স্বার্থে ণিচ্ হইয়া থাকে।

৩ পাণিনি ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয়বিশেষ। কক্, কন্, কপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়েরও ক অবশিষ্ট থাকে।

ক (ক্লী) কায়তি শব্দং করোতি জীবো যস্মিন্ সতীতি শেষঃ, কৈ-ড, (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা ৩।২।১০১।) ১ মস্তক। ২ (কায়তি শব্দায়তে স্রোতোবেগেন) জল। ৩ সুখ। ৪ (কচ্যতে সংবধ্যতে, কচ্-ড) কেশ, চুল।

ক (পুং) কচতি দীপ্যতে যেন জ্যোতিষা, কচ্-ড। ১ ব্রহ্মা। ২ বিষ্ণু। ৩ প্রজাপতি। ৪ দক্ষ। ৫ কন্দর্প। ৬ অগ্নি। ৭ বায়ু। ৮ যম। ৯ সূর্য্য। ১০ আত্মা। ১১ রাজা। ১২ গ্রহ। ১৩ ময়ূর। ১৪ মন। ১৫ শরীর। ১৬ কাল। ১৭ ধন। ১৮ শব্দ। ১৯ প্রকাশ। ২০ পক্ষী। ২১ রুদ্র। ২২ পরলোক। ২৩ কিরণ। ২৪ (ত্রি) সর্ব্বনাম শব্দ, কে কি প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত হয়।

কই (দেশজ) ১ মৎস্যবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম কবয়ী, কবিকাপুচ্ছ, ক্রকচপৃষ্ঠী। (Cojus Cobojus) অন্যান্য মৎস্য অপেক্ষা এই মৎস্য জলশূন্য স্থানে অধিকক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, কাটার পরও কিছুক্ষণ ইহাদিগকে নড়াচড়া করিতে দেখা যায়। কই মাছ তালগাছে উঠিতে পারে বলিয়া একটা প্রবাদ আছে, বস্তুতঃ ইহারা কর্ণদেশস্থ কাঁটার অবলম্বন রাখিয়া উচ্চস্থানে উঠিতে সমর্থ, সমভূমিতেও ঐরূপ ভাবে বহুদূর চলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। যশোর জেলায় এই মৎস্য বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, ঐ সকল কই অন্যান্য দেশের কই অপেক্ষা বৃহদাকার ও সুস্বাদু। বৈদ্যক-

মতে ইহার গুণ,—মধুর স্নিগ্ধ বলকর, বায়ু ও কফনাশক এবং কিঞ্চিৎ পিত্তকর। বৈদ্যগণ অনেক স্থলে কই, মাগুর শিঙ্গি প্রভৃতি মৎস্যের যূষ পথ্য প্রদান করিয়া থাকেন। ২ কোথায়? এই প্রশ্নের স্থলে কই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ৩ সাবেগে কোন বিষয়ের অনুসন্ধানকালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কইলা দেশজ গোবৎস বাছুর।

কঈ (দেশজ) কই মাছ। [কই দেখ।]

কউতব (দেশজ, কাপোত শব্দের অপভ্রংশ) পায়রা।

কএক (দেশজ) ১ কতকগুলি। ২ কতিপয় কিছু।

কএথা দেশজ কথা, কয়েদ বন্দ।

কএদ্ (আরবী) যে স্থানে অপরাধী বাঁধা থাকে, বন্ধ।

কএদখানা (পারস্য) কারাগার যেখানে অপরাধীদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হয়।

কএদী (আরবী কএদ্ শব্দজ) বন্দী। বিচারালয়ে যাহারা অপরাধী প্রমাণ হইয়া কারাগারে রুদ্ধ হইয়া থাকে।

কঁয্য (ত্রি) কং সুখমস্ত্যস্মিন্ কম্-যস্ (কংশংভ্যাং বভযুস্ তুতযস. । পা ৫।২।১৩৮) সুখী।

কঁয্য (ত্রি) কং সুখমস্ত্যস্মিন্ কম্-যুস (কংশংভ্যাং বভযুস্তুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮) সুখশালী।

কঁবুর (পারস্য শব্দজ) নীলকণ্ঠ ক বর্ষাকালীন পক্ষী বিশেষ।

কংশ পুং ক্লী মদ্যাদির পানপাত্র।

কংশহরীতকী (স্ত্রী) শ্বেতরোগনাশক রাক্ত বৈদ্যক ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ— বেলছাল, শোনা ছাল, গাম্ভারছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কন্টকারী ও গোক্ষুর এই সমুদায় একত্র ১২। সের ১২৪ সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে সেই সময়ে ১০০টা হরীতকী বস্ত্রখণ্ডে পুঁটুলী করিয়া তাহাতে সিদ্ধ করিতে দিবে, ৩১ সের অবশিষ্ট থাকিতে ঐ কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ১২॥ সের গুলিয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া লইতে হইবে এবং ১০০টি হরীতকী সহ মৃদু পাকে পাক করিতে হইবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহাতে ত্রিকটু দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও যবক্ষার প্রত্যেক ✓ তোলা প্রক্ষেপ দিবে, শীতল হইলে ✓২ সের মধু মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ ঐ হরীতকী ১টি ও ।০ তোলা পরিমিত লেহ সেবন করিলে শোথ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। (চক্রদত্ত)

কংস (ক্লী, পুং) কামাকে কাম্যতে বা অনেন পাতুম্ কম্-স (বৃতৃবদিহনিকমিকষিভ্যঃ সঃ। উণ্ ৩।৬২।) ১ মদ্যাদি পান করিবার পাত্র, ইহার পর্য্যায় পানভাজন, কংশ ও কাংস্য। ২ ধাতুদ্রব্য। ৩ স্বর্ণরৌপ্যাদি নির্ম্মিত পানপাত্র। ৪ পরিমাণবিশেষ, আঢক, বৈদ্যকমতে ৮টি সেরকে আঢক বা কংস বলে। ৫ কাঁসা। সাত ভাগ তাম্র ও দুই ভাগ বঙ্গ, এই উভয় ধাতুর মিশ্রণে কাঁসা প্রস্তুত হয়, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কাংস্য, কংসাস্থি ও বিদ্যুৎপ্রিয়। চীন ও ভারতবর্ষে কাঁসার বাসন ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে খাগড়ার কাঁসার বাসনই প্রসিদ্ধ, এখানকার উত্তম কাঁসার বাসন দেখিতে ঠিক রূপার মত। কাঁসার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮·৬৩২ কাঁসা পরীক্ষা করিলে, এই কয়েকটি ধাতু বাহির হয়।—

তামা	৪০·৮ ভাগ
দস্তা	২৫·৪ ভাগ।
রূপদস্তা	১ ভাগ।
লোহ	২·৬ ভাগ।

বিলাতের লোকেরা ইহাকে এক প্রকার জর্ম্মণ রৌপ্য (German Silver) বলিয়া থাকেন। ৬ গোলাকার বক্ষ পাত্রবিশেষ। ৭ (পুং) (কংস শাস্তি শমনং, কংস স) অসুরবিশেষ, ইনি মথুরারাজ উগ্রসেনের পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের মাতুল। হরিবংশে কংসের উৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে,—

'কোন সময়ে ঋতুস্নাতা উগ্রসেনপত্নী সুযামুন নামক পর্ব্বত দর্শনে গিয়াছিলেন তখন সৌভপতি দ্রুমিল তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কামবশে অধীর হইয়া উঠিল এবং কৌশলে পরিচয় জানিয়া উগ্রসেনের মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত রমণ করিল। উগ্রসেনপত্নীর পতি অপেক্ষা তাহার বিপরীত ক্রিয়া দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং ক্রোধভরে তাহাকে 'কস্ত্বং' বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দ্রুমিল পরিচয় প্রদান করিবামাত্র, তিনি বারম্বার তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। দ্রুমিল বলিল অনেক লোক মানবপত্নী ব্যভিচার দ্বারাই দেবসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন, সুতরাং ব্যভিচার জন্য তোমারও কোন দোষ হইতে পারে না। তুমি আমায় 'কস্ত্বং' বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এজন্য তোমার 'কংস' নামক শত্রুবধকারী পুত্র উৎপন্ন হইবে।" (হরিবংশ ৮৫ অ.।) দুষ্ট চরিত্র কংস বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, স্বীয় পিতাকে কারাবদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিল। যদুবংশীয় বসুদেবের সহিত তাহার ভগিনী দেবকীর বিবাহ কালে, 'দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্রহস্তে তাহার প্রাণনাশ হইবে, এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া কংস ভগিনী ও ভগিনীপতিকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং একে একে তাঁহাদিগের ছয়টি পুত্র বিনষ্ট করিয়াছিল।

দৈব-কোশলে বসুদেব অষ্টমপুত্র কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নন্দঘোষের নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন, পরে সেই শ্রীকৃষ্ণের হস্তেই কংস নিহত হইয়াছিল। [কৃষ্ণ দেখ।]

কংস ১ নদীবিশেষ। মঙ্গলচণ্ডী প্রণেতা মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, এই নদী কলিঙ্গদেশে ; ইহার তটে দেবীর মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যথা—

"আনিয়াত বিশ্বস্তর, মঠ গড়াও সত্বর,
কলিঙ্গে করিবে তোমা পূজা।
কংস নদীর তটে, গঠহ সুন্দর মঠে,
অনুবল দিহ হনুমান ॥"

এই নদী বর্ত্তমান উড়িষ্যা-প্রদেশের বালেশ্বর জেলায় কংসবাঁস নদী বলিয়া বোধ হয়। [কংসবাঁস দেখ।]

২ তৈরভুক্তের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। (ব্রহ্মখণ্ড ৪৮। ২৭৯।)

কংসক (ক্লী) কংস-সংজ্ঞায়াং কন্। হীরাকসবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পুষ্পকাসীস ও নয়নৌষধ। [কাসীস দেখ।] (দ্বিতীয়ং পুষ্পকাসীসং কংসকং নয়নৌষধম্। হেম ৪। ১২৩।)

কংস—ন, — কামরূপের অন্তর্গত বরুণকুণ্ডের নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। (কালিকাপুরাণ ৭৯ অঃ)।

কংসকার (পুং) কংসং তাম্রপাত্রং করোতি, কংস-কৃ-অ অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১) জাতিবিশেষ, কাঁসারি। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের মতে ব্রাহ্মণ ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে কাঁসারির উৎপত্তি ; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে,—বিশ্বকর্ম্মা শূদ্রাগর্ভে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, কুম্ভকার ও কংসকার এই ছয়জন শিল্পকর উৎপাদন করেন। উশনস্ বলেন,—ক্ষত্রিয়াগর্ভে বৈশ্যের ঔরসে তন্তুবায় ও কংসকারের উৎপত্তি। সুতরাং এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ গোল যাগ। তবে এই তিন মতেই এই জাতি শঙ্কর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। যাহা হউক, এই জাতি সৎশূদ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, ব্রাহ্মণগণও ইহাদিগের স্পৃষ্টজলাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কংসকৃষ্ (পুং) কংসং কৃষ্টবান্, কংস কৃষ ক্বিপ্। শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কংসের কেশাকর্ষণ করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন।

কংসজিৎ (পুং) কংসং জিতবান্, কংস-জি-ক্বিপ্। শ্রীকৃষ্ণ।

কংসবণিক্ (পুং) কংসস্য বণিক্, ৬তৎ। ১ কাঁসার ক্রয়-বিক্রয়কারী। ২ কাঁসারি।

কংসবতী (স্ত্রী) কংসের ভগিনী, বসুদেবের কনিষ্ঠপত্নী।

কংসবাঁস, উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় প্রবাহিত একটি নদী। দেশীয়েরা ইহাকে কাঁসবাঁশ নদী কহে। এই নদী বীরপাড়া হইতে বিধায়া হইয়। ক্রমাগত দক্ষিণপূর্ব্বে আসিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে, উহার মোহনায় লায়চনপুর।

কংসহান্ (পুং) কংসং হতবান্, কংস-হন্-ক্বিপ্। ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ বিষ্ণু।

কংসা (স্ত্রী) কংসভগিনী, উগ্রসেনের কন্যা ও দেবভাগের পত্নী।

কংসার (ক্লী) কংসবৎ আকারমৃচ্ছতি, কংস-ঋ-অণ্। অস্থি, কাঁসার ন্যায় শুক্লবর্ণ অস্থি।

কংসারাতি (পুং) কংসস্য অরাতিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। ১ কংস-শত্রু, শ্রীকৃষ্ণ। ২ বিষ্ণু। (কংসারাতিরধোক্ষজঃ। অমর।)

কংসারি (পুং) কংসস্য অরিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। শ্রীকৃষ্ণ।

কংসাস্থি (ক্লী) কংসমস্থীব, উপমিং। ১ ধাতুবিশেষ, কাঁসা। ২ কংসার।

কংসিক (ত্রি) কংসেন আঢ়কমানেন আহৃতম্, কংস-টিঠন্ (কংসাট্টিঠন্। পা ৫। ১। ২৫।) এক আঢ়ক বা আট সের পরিমাণে যে বস্তু আহরণ করা হইয়াছে।

কংসোদ্ভবা (স্ত্রী) কংসাৎ ধাতুবিশেষাৎ উদ্ভবতি, কংস-উৎ-ভূ-অচ্-টাপ্। সুগন্ধি মৃত্তিকাবিশেষ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—আঢ়কী, তুবরী, কাক্ষী, মৃদালবরা, সৌরাষ্ট্রী, পার্ব্বতী, কালিকা, পর্পটী ও সতী। বৈদ্যোক্ত অনেক ঔষধেই ইহার ব্যবহার উপদেশ আছে, কিন্তু এখন এই মৃত্তিকার নিতান্ত অভাব হওয়ায়, পরিভাষার উপদেশানু-সারে ইহার পরিবর্ত্তে পঙ্কপর্পটী ব্যবহার হইয়া থাকে।

কক (ধাতু) ভ্বা° আত্ম° সক° সেট্°। গমন করা। (ককিত্ৎ ব্রজানে। কবিকল্প।)

কক (ধাতু) ভ্বা° আত্ম° অক° সেট্°। ১ গর্ব্ব। ২ চপল হওয়া। ৩ ইচ্ছা হওয়া। (কক্ লৌল্যাগর্ব্বচাপল্যে। কবিকল্প।)

ককুৎস্থ (পুং) সূর্য্যবংশীয় রাজ বিশেষ।

ককন্দ (পুং) ককো গর্ব্বাদিকং ভবত্যস্মাৎ, কক-অন্দচ্। স্বর্ণ। (ককন্দঃ কনকে পুংসি। শব্দার্ণ।)

ককর (পুং) কক্-অরচ্। পক্ষীবিশেষ।

ককরঘাট (পুং) ককিষং করহাটে অস্য, পৃষোদরাদিত্বাৎ হত্ত ষঃ। মূলবিষবৃক্ষবিশেষ, যে সকল বৃক্ষের মূলভাগ (শিকড়) বিষাক্ত।

ককরাউল, দ্বারভাঙ্গার একটি গ্রাম। দ্বারভাঙ্গা নগরের প্রায় ছয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে অতি উত্তম কাপড় বোনা হয়, এই কাপড় নেপালীয়া বড় ভালবাসে। এখানে প্রবাদ আছে যে, এই গ্রামে কপিলমুনি বাস করিতেন। প্রতিবর্ষে মাঘমাসে এখানে মেলা হয়।

ককবাল, বদাযুন জেলার দাতাগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটি নগর। এখানে হিন্দু ও মুসলমানের বাস। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার মুসলমানেরা উত্তেজিত হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃঃ, এপ্রেল মাসে জেনারেল পেনি বিদ্রোহীদিগকে শাসন করিবার জন্য এখানে আগমন করেন কিন্তু বিদ্রোহীর হস্তে তাঁহাকে পরলোক গমন করিতে হইল, তাঁহার সৈন্য সামন্তগণ বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করেন।

ককরালা নগরে হিন্দুর দেবমন্দির ও মুসলমানের মসজিদ্ আছে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে এখানে ভাল ভাল বড়ীঘর ছিল, কিন্তু ঐ সময়ে বিদ্রোহীরা পোড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলে, এখন মাটির ঘরই অধিক। এখানে সরাই ডাকঘর ও পুলিষ আছে।

ককর্দ্দু (পুং) হিংসা। "ককর্দ্দবে বৃষভো যুক্ত আসীৎ।" ঋক্ ১০। ১০২। ৬। ককর্দ-ব শব্দ হিংসনায়। (ভাষ্য।)

কবশিহ (কঙ্কশৃঙ্গ?)—একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। দক্ষিণপশ্চিম প্রদেশে মরবাগ হইতে সিংহপুর যাইবার পথ হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ দূরে, বরদিয়া নালার পশ্চিমে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ে অসংখ্য শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখনও ১২টি মন্দির নষ্ট হয় নাই, প্রত্যেক মন্দিরে ৫৬ ফিট উচ্চ এক একটী শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরগুলি দেখিলে বোধ হয়, উহা চারি শত বর্ষের পুরাতন।

ককাইব (ককাইর) নাগপুরের একটি নগর। অক্ষা° ২০° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি ১৮°৩৩ পূঃ, মহানদীর দক্ষিণতট এবং দুর্গ পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ শৈলমালার ব্যবধানে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর মহারাষ্ট্রদিগের অধীন ছিল, তখন এখানকার রাজাকে যুদ্ধকালে ৫০০ সৈন্য যোগাইতে হইত। ১৮০৯ খৃঃ, রাজার বেদখল হইল, কিন্তু অপাস হরের পলায়নকালে তখনকার রাজা কতকগুলি বিদ্রোহীর সহিত যোগ দিয়া এই স্থান পুনরায় অধিকার করেন। এখন এখানকার রাজাকে প্রতি বর্ষে ৫০০ টাকা কর দিতে হয়।

ককাটিকা (স্ত্রী) ১ ঘাড়, কৃকাটিকা। ২ ললাটের অস্থি।

ককান (দেশজ) ১ অতিশয় রোদনকালে দম্ বন্ধ হওয়ার মত হওয়া। ২ কাতরতাপ্রকাশ।

ককানি (দেশজ) ১ অতিরিক্ত রোদনকালে একটানা শব্দবিশেষ। ২ কাতরোক্তি।

ককুঞ্জল (পুং, স্ত্রী) কং জলং কুঞ্জয়তি যাচতে, ক কুঞ্জ-অলচ্, (পৃষোদরাদিত্বাৎ নম্ হ্রস্বশ্চ।) চাতকপাখী।

ককুৎ [দ্] (স্ত্রী) কং সুখং কায়রতি প্রাপয়তি গৃহস্থাদিভি-শেষঃ, ক-কু ণিচ্ ক্বিপ্-তুগাগমঃ হ্রস্বশ্চ, (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) ১ বৃষের পৃষ্ঠদেশস্থ অবয়ববিশেষ, ঝুঁটি। ২ ধ্বজ। ৩ শ্রেষ্ঠ। ৪ ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন। ৫ পর্ব্বতশৃঙ্গ।

ককুৎসল (ক্লী বৈদিক) ককুদ্ নামকং স্থলং অবয়ববিশেষঃ, (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ককুদ্ নামক বৃষাবয়ব, ঝুঁট্।

ককুৎস্থ (পুং) ককুদি তিষ্ঠতীতি, ককুদ স্থা ক। সূর্য্য বংশীয় পুরঞ্জয় নামক রাজবিশেষ। ইহার পিতার নাম শশাদ। পুরঞ্জয়ের রাজ্যশাসনকালে স্বর্গে দেবগণ দৈত্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিষ্ণু তাঁহা-দিগকে পুরঞ্জয়ের সাহায্য লইতে উপদেশ দেন, তদনুসারে দেবগণ তাঁহার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলে তিনিও তাহাতে সম্মত হইয়া, বৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদ্স্থলে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহার সেই যুদ্ধে সমগ্র দৈত্য-গণ পরাজিত হওয়ায়, দেবগণ প্রীত হইয়া, তাঁহাকে 'ককুৎস্থ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। (ভাগবত ৯। ৬। ১১।)

ককুদ্ (স্ত্রী) [ককুৎ দেখ।]

ককুদ (পুং, ক্লী) কং সুখং কৌতি শব্দায়তীতি, ক-কু ক্বিপ্-তুক্ চ। ১ বৃষের ঝুঁট্। ২ প্রধান। ৩ রাজচিহ্ন। ৪ পর্ব্বতাগ্রভাগ।

ককুদাক্ষ (ত্রি) ককুদং রাজচিহ্নং অক্ষোতি ককুদ অক্ষ অণ্। রাজচিহ্নধারক।

ককুদাবর্ত্ত (পুং) ককুদি আবর্ত্তঃ কর্ম্মধা। বৃষের ককুদ স্থলস্থ রোমাবর্ত্তবিশেষ।

ককুদ্মৎ (পুং) ককুদস্ত্যস্য, ককুদ মতুপ্। ১ বৃষ। ২ পর্ব্বত। ৩ ঋষভক নামক বৈদ্যোক্ত দ্রব্যবিশেষ। ৪ উর্ম্মী ঢেউ।

ককুদ্মতী (স্ত্রী) ককুদিব অতিশয়িতো মাংসপিণ্ডোঽস্ত্যস্যাম্, ককুদ্ মতুপ্ ঙীপ্। নিতম্বদেশ।

ককুদ্মিন্ (পুং) ককুদস্ত্যস্তি, ককুদ্ মিনি। ১ বৃষ। ২ পর্ব্বত। ৩ রৈবতরাজা, ইঁহার পিতার নাম রেবত, বলদেব ইঁহার জামাতা।

ককুদ্মিসুতা (স্ত্রী) ককুদ্মিনঃ রৈবতস্য সুতা, ৬তৎ। রেবতী কৃষ্ণাগ্রজ বলদেবের ভার্য্যা।

ককুন্দর (ক্লী) কম্ভ শরীরস্য কুং অবয়ববিশেষং দৃণাতি, ককু দৄ-খচ্ মুম্ চ। নিতম্বস্থলের উভয় পার্শ্বস্থ গর্ত্তদ্বয়.

ককুপ [ভ্] (স্ত্রী) কং বাতং স্কুভ্-ক্বিপ্ (পৃষোদরা দত্বাৎ।) ১ দিক্। ২ রাগিণীবিশেষ। ৩ শোভা। ৪ চম্পকমালা। ৫ শাস্ত্র। ৬ প্রবেণী।

ককুভ্ (স্ত্রী) কং সুখং স্কুম্নাতি বিস্তারয়তীতি, ক-স্কুভ-ক্বিপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) ১ রাগিণীবিশেষ, ইহার অপর নাম 'কুহু'। রাজা রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পদ্রুমে সঙ্গীত-

দামোদরোক্ত ককুভের যেরূপ ধ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। কারণ কামোদী রাগিণীর ধ্যান ককুভার বর্ণিত হইয়াছে। দামোদর মিশ্র প্রণীত সঙ্গীতদর্পণে লিখিত আছে,

"সুপোষিতাঙ্গী রতির্মণ্ডিতাঙ্গী চন্দ্রাননা চম্পকদামযুক্তা।
কটাক্ষিণী স্যাৎ পরমা বিচিত্রা দানেন যুক্তা ককুভা মনোজ্ঞা॥"

ককুভার অঙ্গ সুন্দর ও বর্দ্ধিত, রতিরসে মণ্ডিত, মুখ চন্দ্রের মত, চম্পকমালা পরিশোভিত, দেখিতে পরম রমণীয়া, মনোহরা, দানশীলা ও কটাক্ষযুক্তা।

"ধৈবতাংশগ্রহন্যাসা সম্পূর্ণা ককুভা মতা।
তৃতীয়মূর্চ্ছনোৎপন্না শৃঙ্গাররসমণ্ডিতা॥"

সম্পূর্ণ ককুভা রাগিণী ধৈবতের অংশ ও তৃতীয় মূর্চ্ছনা হইতে উৎপন্না ইহা শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—ধ নি স রি গ ম প ধ।

২ দিক্। ৩ দক্ষকন্যাবিশেষ ধর্ম্মের পত্নী। [অন্যান্য অর্থ ককুপ্ শব্দ দেখ।]

ককুভ (পুং) কস্য বায়োঃ কুঃ স্থানং ভাতি অস্মাৎ, ক কু ভা-ক। কং বাতং স্কুভাতি বিস্তারয়তীতি বা, ক স্কুভ ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ। ১ অর্জ্জুন নামক বৃক্ষবিশেষ। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—শীতল, ভগ্ন, ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেহ মেদঃ, ব্রণ ও হৃদ্রোগনাশক। [অর্জ্জুন দেখ।] ২ বীণার প্রান্ত দেশস্থ বক্র কাষ্ঠ, ইহার অপর সংস্কৃত নাম প্রসেবক। বীণার উপরিদেশে যে বস্ দেওয়া হয়। ৪ বীণার অলাবু অংশ বস্। ৫ রাগবিশেষ। ৬ শিব। ৭ পক্ষিবিশেষ। ৮ তীর্থ বিশেষ এখানে কশ্যপাদি বাস করেন। (লিঙ্গপুং ৪৯।৬০)

ককুভা (স্ত্রী) ১ দিক্। ২ রাগিণীবিশেষ। [ককুভ্ দেখ।]

ককুভাদনী (স্ত্রী) নলী নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [নলী দেখ।]

ককুভাদিচূর্ণ (ক্লী) হৃদ্রোগাধিকারোক্ত বৈদ্যক ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ—অর্জ্জুনছাল, বচ, রাস্না বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, হরীতকী, শঠী, কুড় পিপুল ও শুট প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া ॥০ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উপযুক্ত পরিমাণে গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

ককুম্ভতী (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোবিশেষ। ("একস্মিন্ পঞ্চকে ছন্দঃ শঙ্কুমতী ষটকে ককুম্ভতীতি।" কাত্যাং।)

ককুহ (ত্রি) কস্য সুখস্য কুং স্থানং জিহীতে অতিক্রামতীব, ক কু হা ক। ১ অতিশয় উন্নত। ২ মহৎ।

ককেঙ্কক (পুং) একপ্রকার কীট। এই কীট পাকস্থলীতে জন্মে।

ককোর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Nauclea parvifolia.)

এই গাছ হিন্দীতে—কাদম, কুমায়ুনে—কলম্ব, পঞ্জাবে—কমল বা কদম, মহারাষ্ট্রে—কদম, তামিল ভাষায় —নীর কদম্ব বা বোট কাদমি তৈলঙ্গতে বট কদমী এবং বাঙ্গালার কেহ কেহ চকোর বলে। এই গাছ ৩০ ফিট পর্যন্ত বড় হয়। ইহা ভারতের গঞ্জাম ও গুমসরে, বোম্বাই প্রদেশে, কানাড়া ও সতারার বনজঙ্গলে নম্রমলয়ে, সিমলার পশ্চিমে সাঁয়া নামক স্থানে, শিবালিক গিরিমালা হইতে বিপাশা নদীর তট পর্য্যন্ত নানাস্থানে, সিংহল ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে জন্মে।

ইহার কাঠ কড়ি বরগা প্রভৃতি কার্য্যে লাগে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইহার তক্তায় ঘরের মেজিয়া হয়। এই কাঠ অতি কঠিন, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, ইহার এক ঘনফুট ওজনে প্রায় বিশ সের। ৪০ বর্ষ পর্যন্ত এই কাঠ নষ্ট হয় না।

ককোরা, বদাউন জেলার একটি গ্রাম। বদাউন নগর হইতে ছয় ক্রোশ দূরে গঙ্গানদীর তটে অবস্থিত। এখানে প্রতি বর্ষে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় মহোৎসব হয়, সেই সময়ে কাণপুর, দিল্লী, ফরখাবাদ এবং রোহিলখণ্ডের নানা স্থান হইতে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। যাত্রীরা এখানকার পুণ্যসলিলা গঙ্গায় তর্পণ ও অবগাহনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া ব্যবসায় মন দেয়। সেই সময়ে এখানে হাট বসে। ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে জিনিসপত্র আসিয়া থাকে। গৃহস্থের আবশ্যক মত সকল দ্রব্যই সে সময়ে পাওয়া যায়।

কক্ক (ধাতু) ভ্বাং পরং অকং সেট্ং। হাস্য করা। (কক্ক হাসে। কবিংকংদ্রুং।)

কক্কট (পুং স্ত্রী) কক্ক অটন্। মৃগবিশেষ, অশ্বমেধযজ্ঞে এই মৃগের আবশ্যক হইত। (মহীধর)

কক্কুল (পুং) কক্ক উলচ। বকুল বৃক্ষ।

কক্কোল (পুং) ককতে প্রকাশতে, কক ক্বিপ্, কোলতি সংস্ত্যায়তি, কুলজ্বলাদিত্বাৎ ণ, কক্ চাসৌ কোলশ্চেতি, কর্মধাং। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কোলক, কোষফল, কৃতফল কটুকফল মেয়া স্থূলমরিচ, কক্কোলক, মারবোচিত, কাল কটুফল ও মরিচ। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ—লঘু তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, তিক্ত হৃদ্য, রুচিকারক, মুখের দুর্গন্ধ, হৃদ্রোগ, কফ ও বায়ুজন্য রোগ এবং নেত্ররোগনাশক। (ভবপ্রং।)

কক্কোলক (ক্লী) কক্কোলস্য ইদম্ বা স্বার্থে কক্কোল-কন্। ১ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, [কক্কোল দেখ।] ২ শাল্মলীদ্বীপের অন্তর্গত প্রথম বর্ষ পর্ব্বত। (বিষ্ণু পুং ২। ৪ অঃ।)

কক্থ (ধাতু) ভ্বাং পরং অকং সেট্ং। হাস্য করা। (কক্থ হাসে। কবিংকংদ্রুং।)

কক্খট (পুং) ১ কঠিন। ২ (কক্খতীতি, কক্খ-অটন্) (ত্রি) হাস্যযুক্ত।

কক্খটপত্র (পুং) কক্খটানি প্রকাশান্বিতানি পত্রাণি যস্য, বহুব্রী০। বৃক্ষবিশেষ, (Corchorus olitorius) যাহা হইতে পাট উৎপন্ন হয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পট্ট, বাজশণ, শাণ ও চিম।

কক্খটী (স্ত্রী) কক্খতি প্রকাশয়তি ঘর্ষণেন বর্ণান্, কক্খ-অটন্ ঙীপ্। খড়ী। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—খটিকা, বর্ণলেখা, কঠিনী, খটী। [খড়ি দেখ]

কক্ষ (পুং) কষতীতি, কষ স, (বৃতৃবদিহনিকমিকষিভ্যঃ সঃ। উণ্ ৩।৬২। বৃ তৃ বদ্ হ কম ও কষ ধাতুর উত্তর স প্রত্যয় হয়।) ১ বাহুমূল, বগল। ২ তৃণ। ৩ লতা। ৪ শুষ্কতৃণ। ৫ কচ্ছ। ৬ শুষ্ক বন। ৭ পাপ। ৮ বন। ৯ বপ্র। ১০ ভিত্তি। ১১ পার্শ্ব। ১২ প্রকোষ্ঠ, গৃহ। ১৩ কক্ষারোগ, বাকবিড়ালি-রোগবিশেষ। [কক্ষা দেখ।] ১৪ কাছা। ১৫ অঞ্চল, আঁচল। ১৬ গ্রহণের মুক্তিবিশেষ। ১৭ প্রতিযোগিতা, বিরোধ। ১৮ নৌকার অবয়ববিশেষ। ১৯ কোমরবন্ধ। ২০ রাজান্তঃপুর। ২১ মহিষ। ২২ বহেড়া। ২৩ অঙ্গণের শব্দ। ২৪ সাদৃশ্য তুলনা। ২৫ সেকরার পরিমাণবিশেষ, এক রতি। ২৬ তারযোক্ত জাতিবিশেষ। [কচ্ছ দেখ।]

কক্ষক (পুং) রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকালে দগ্ধ সর্পবিশেষ।

কক্ষতু (পুং) কক্ষ ইব তনুতে, কক্ষ-তন্ ডু। বৃক্ষবিশেষ।

কক্ষধরা (স্ত্রী) কক্ষাং ধারয়তি, কক্ষা-ধৃ-অচ্, (পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্ব।) সুশ্রুতোক্ত দশ ৭ কক্ষদেশের মধ্য মর্ম্মস্থানবিশেষ। এই স্থান বিদ্ধ হইলে পক্ষাঘাত হইয়া থাকে।

কক্ষপ (পুং) কক্ষে জলপ্রায়দেশে পিবতি, কক্ষ-পা-ক। কচ্ছপ, কাছিম।

কক্ষরুহা (স্ত্রী) কক্ষে জলপ্রান্তে রোহতি, কক্ষ-রুহ ক। নাগরমুথা, ইহা জলপ্রায় দেশেই অধিকাংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কক্ষশায় (পুং) কক্ষে শুষ্কতৃণে শেতে, কক্ষ-শী-ণ। কুকুর।

কক্ষশায়িনী (স্ত্রী) কক্ষ-শী ণী ঙীপ্। কুকুরী, মাদী কুকুর।

কক্ষশায়ু (পুং) কক্ষে শেতে, কক্ষ-শী উণ্। কুকুর।

কক্ষসেন (পুং) ১ রাজবিশেষ, পরীক্ষিতের পুত্র ও অভিমন্যুর পৌত্র। ২ ঋষিবিশেষ, ইঁহার পুত্রের নাম অভি প্রতারী।

কক্ষা (স্ত্রী) কক্ষ টাপ্। ১ হস্তী বাঁধিবার রজ্জু। ২ চন্দ্রহার। ৩ প্রকোষ্ঠ, কুঠারী। ৪ দেওয়াল। ৫ সাম্য। ৬ রথের অঙ্গবিশেষ। ৭ কাছা। ৮ বিরোধ। ৯ মধ্যদেশ। ১০ রাজার অন্তঃপুর। ১১ আঁচল। ১২ রোগবিশেষ। সুশ্রুত বলেন,—বামপার্শ্বে ও বগলে বেদনাযুক্ত যে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে কক্ষা বলে, ইহা পিত্তজ রোগ। এই রোগ পিত্তজন্য বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসার উপদেশ থাকায়, ইহাতে পদ্মমৃণালসংলগ্ন কর্দ্দম, শুলঞ্চ ও ঝিণ্টক পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা শিরিষাটি ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। বটের মূল, মুথা, কলার মূল, পদ্মমৃণালের গ্রন্থি পেষণ করিয়া শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। (চক্রদত্ত।)

6-III

কক্ষাপট (পুং) কক্ষাকারঃ পটঃ বস্ত্রম্। কৌপীন।

কক্ষাবান্ [ৎ] (পুং) কক্ষা সাম্যমস্যাস্তীতি, কক্ষা-মতুপ্, মস্য বঃ। মুনিবিশেষ।

কক্ষাবেক্ষক (পুং) কক্ষায়া অবেক্ষকঃ, ৬-তৎ। ১ অন্তঃপুর-পালক, কঞ্চুকী। ২ উদ্যানপালক। ৩ নাট্যকারক। ৪ কবি। ৫ লম্পট। ৬ দ্বাররক্ষক।

কক্ষিন্ (ত্রি) কক্ষং পাপমস্ত্যস্য, কক্ষ-ইনি। পাপী।

কক্ষীকৃত (ত্রি) কক্ষ-চ্বি কৃ-ক্ত। আয়ত্তীকৃত, অধীন।

কক্ষীবান্ (পুং) ঋষিবিশেষ। ইঁহার পিতার নাম দীর্ঘতমা।

কক্ষেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্র। দশ অপ্সরাগর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশটি পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে ঘৃতাচী গর্ভজাত পুত্রের নাম কক্ষেয়ু।

কক্ষোত্থা (স্ত্রী) কক্ষাৎ কচ্ছভূমিতঃ উত্তিষ্ঠতি, কক্ষ-উৎ-স্থা-ক-টাপ্। ভদ্রমুস্তা, নাগরমুথা।

কক্ষ্য (স্ত্রী) কক্ষায়ৈ সাম্যায় ভবম্, কক্ষা-যৎ। ১ নিকির বাটী। (ত্রি) ২ কক্ষপূর্ণকারক। ৩ (কক্ষে ভবম্) কক্ষোৎপন্ন। ৪ (পুং) রুদ্র। ৫ উত্তরীয় বস্ত্র। ৬ প্রকোষ্ঠ। ৭ সাদৃশ্য। ৮ রাজান্তঃপুর। ৯ পার্শ্বভাগ।

কক্ষ্যা (স্ত্রী) কক্ষে ভবা, কক্ষ-যৎ-টাপ্। ১ কাছদড়ী, কাছি। ২ হস্তী বাঁধিবার চর্ম্মরজ্জু। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—চূষা, বরত্রা, দূষা, দূষ্যা, দূষ্যা ও কক্ষা। ৩ প্রকোষ্ঠ। ৪ মহল। ৫ চন্দ্রহার। ৬ সাদৃশ্য। ৭ উদ্‌যোগ। ৮ বৃহতী। ৯ উত্তরীয় কাপড়। ১০ চন্দ্রহার বাঁধিবার দড়ি। ১১ গুঞ্জা। ১২ অঙ্গুলি। ১৩ কোমরবন্ধ।

কক্ষ্যাবান্ (পুং) কক্ষ্যা অস্ত্যস্য, কক্ষ্যা-মতুপ্, মস্য বঃ। হস্তী।

কক্ষ্যাবেক্ষক (পুং) [কক্ষাবেক্ষক দেখ।]

কখন (দেশজ) কোন্ সময়ে।

কখনও (দেশজ) কোন সময়ে।

কখ্যা (স্ত্রী) কখ-যৎ টাপ্ (কক্ষা দেখ।)

কঙ্ক (পুং) কঙ্কতে উদ্‌গচ্ছতি, কক্-অচ্-নুম্‌চ। ১ পক্ষিবিশেষ; সাধারণতঃ ইহাকে কাঁক বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লোহপৃষ্ঠ, সদংশবদন, খর, রণালঙ্করণ, ক্রূর,

আমিষপ্রিয়, অরিষ্ট, কালপুষ্ট, কিংশারু, লোহপৃষ্ঠক, দীর্ঘপাদ, ও দীর্ঘপাৎ। ২ যম। ৩ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ। ৪ যুধিষ্ঠির, অজ্ঞাত বাসকালে তিনি 'কঙ্ক' নামে বিরাটরাজের সদস্য হইয়াছিলেন। ৫ কংসাসুরের ভ্রাতা। ৬ ক্ষত্রিয়। ৭ শাল্মলী-দ্বীপান্তর্গত পঞ্চম বর্ষ পর্ব্বত। ৮ চূত নামক রাজা। ৯ সুদেবের কনিষ্ঠ। ১০ জনপদবিশেষ। (মার্ক° ৫৮। ৮) মহাভারতে লিখিত আছে, রাজসূয়যজ্ঞকালে এখানকার লোকেরা রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য উপহার লইয়া গিয়াছিল; এই জনপদ নেপালে অথবা তিব্বতের পূর্ব্বাংশে বলিয়া অনুমিত হয়। ১১ উড়িষ্যার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র জমিদারী।

কঙ্কা (স্ত্রী) কংসের ভগিনী, বসুদেবের ভ্রাতৃবধূ।

কঙ্কট (পুং) কং দেহং কটতি আবৃণোতি, ক-কট-অচ্, কঙ্ক, অটন্ বা (শকাদিভ্যোঽটন্। উণ্ ৪। ১৮।) কবচ, বর্ম্ম। (কঙ্কটঃ পুংসি সন্নাহে তদ্বৎ কঙ্কটকোঽপি চ। শব্দাব্ধি।)

কঙ্কটক (পুং) কঙ্কট স্বার্থে কন্। কবচ।

কঙ্কটেরী (স্ত্রী) হরিদ্রা, হলুদ। (কঙ্কটেরী হরিদ্রায়াম্। শব্দার্ণ।)

কঙ্কণ (ক্লী, পুং) ইতি কণতি, কং-কণ-অচ্। ১ হস্তাভরণ বিশেষ, ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—করভূষণ ও কৌতুক। ২ হস্তসূত্র। ৩ ভূষণমাত্র। ৪ শেখর। ৫ (কমিত্যব্যয়ং জলং, তস্য কণা) (পুং) জলকণা।

কঙ্কণী (স্ত্রী) কঙ্ক গতৌ ঘঞ্, কঙ্কে গমনে কণতি শব্দায়তে, কঙ্ক-কণ-অচ্ ঙীষ্। কং হতি কণতি, কংকণ পচাদ্যচ্ ঙীষ্ হতি বা। ক্ষুদ্র ঘণ্টা, ঘুঙ্গুর।

কঙ্কণীকা (স্ত্রী) পুনঃ পুনঃ কণতি, কণ-যঙ্ (লুক্)-ঈকন্, ধাতোঃ কঙ্কণাদেশশ্চ (চঙ্কণঃ কঙ্কণ চ। উণ্ ৪। ১৮।) ক্ষুদ্রঘণ্টা, ঘুঙ্গুর।

কঙ্কত (ক্লী) কঙ্কতে শিরোমলং প্রাপ্নোতি, ককি-অতচ্। ১ কাঁকুই, চিরুনী। ২ (পুং) বৃক্ষ। ৩ অল্পবিষ প্রাণিবিশেষ।

কঙ্কতদেহী (পুং, স্ত্রী) প্রাণিবিশেষ, ইংরাজিভাষায় ইহার নাম সিডিপ (Cydippe.) ইহার আকৃতি মেষপিত্তের ন্যায়, তাহাতে চিরুনীর ন্যায় দাঁত আছে।

কঙ্কতিকা (স্ত্রী) কঙ্কত-ঙীষ্-স্বার্থে কন্, হ্রস্বশ্চ। ১ চিরুনী; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—প্রসাধনী, কঙ্কতী, কঙ্কত, প্রসাধন, কেশমার্জ্জন, ফণী, ফণিকা ও ফণি। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—কেশঘ্ন ধূলী, জন্তু, মলা ও শিরোরোগনাশক, কান্তিকারক, কেশবৃদ্ধি ও কেশের প্রসন্নতাকারক।

কঙ্কতী (স্ত্রী) কঙ্কত-ঙীষ্। চিরুনী।

কঙ্কত্রোট (পুং) কঙ্কবৎ ত্রোটয়তি, কঙ্ক-ত্রুট-ণিচ্-অচ্। কঙ্কাৎ পক্ষিবিশেষাৎ আত্মানং ত্রায়তে বা, কঙ্ক-ত্রা অটন্, (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) মৎস্যবিশেষ; ইহার সাধারণ নাম কাঁকিলা, সংস্কৃতপর্য্যায়—জলব্যধ।

কঙ্কত্রোটি (পুং) কঙ্কস্য ত্রোটিরিব ত্রোটিশ্চঞ্চুর্যস্য, মধ্যপদলো°। মৎস্যবিশেষ; সংস্কৃতপর্য্যায় জলসূচি, সাধারণ নাম কাঁকিলা।

কঙ্কপক্ষ (ক্লী) কঙ্কস্য পক্ষং ৬-তৎ। কঙ্কপক্ষীর পালক।

কঙ্কপত্র (পুং) কঙ্কস্য পক্ষিবিশেষস্য পত্রমিব পত্রং যস্য। ১ বাণ। ২ কঙ্কপক্ষীর পক্ষ।

কঙ্কপত্রী [ন্] (পুং) কঙ্কস্য পত্রমস্যাস্তি, কঙ্ক-পত্র-ইনি। বাণ।

কঙ্কপর্ব্বা [ন্] (পুং) কঙ্কবৎ পর্ব্ব অস্য। সর্পবিশেষ।

কঙ্কপুরী (স্ত্রী) কং সুখং কায়তি সূচয়তি, ক-কৈ-ক কঙ্কাপুরী, কর্ম্মধা°। কাশীপুরী।

কঙ্কমালা (স্ত্রী) কঙ্কং করচাপল্যং মলতে ধারয়তি, কঙ্ক-মল-অচ্-টাপ। করতালী।

কঙ্কমুখ (পুং) কঙ্কস্য মুখমিব মুখং যস্য। ১ সন্দংশ, সাঁড়াশি। ২ অস্থিপ্রবিষ্ট শল্যউদ্ধারের জন্য যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যস্থ যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের অগ্রভাগ কঙ্কপক্ষীর মুখের ন্যায়, ইহা মসূরাকৃতি কীলকদ্বারা আবদ্ধ। সুশ্রুতে অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা এই যন্ত্রের ঔৎকর্ষ বর্ণিত আছে,—"কঙ্কমুখ যন্ত্র সহজেই অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়া শল্যগ্রহণপূর্ব্বক বহির্গত হয় এবং সর্ব্বস্থানেই উপযোগী হয় বলিয়া সকল যন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" ৩ বাণবিশেষ।

("ব্যাঘ্রসিংহমুখান্ বাণান্ কাককঙ্কমুখানপি।"
রামা° ৬। ৭৯ অঃ।)

কঙ্কর (ত্রি) কং সুখং কিরতি ক্ষিপতি,ক-কৄ-অচ্। ১ কুৎসিত। ২ (ক্লী) কং জলং কীর্য্যতে অত্র, ক-কৄ-আধারে অপ্। তক্র, ঘোল। ৩ কাঁকর। (Nodular limestone) ভারতবর্ষে এই সকল স্থানে কাঁকর পাওয়া যায়—আলীগড়, আলাহাবাদ, অমৃতসহর, খাম্বৎ (কাম্বে), চম্পারণ, চাঁদসী, গিরোয়া, গুজরাট, হায়দরাবাদ, হরীক, খাঁদেশ, কৈম্বাতুর, ঢাকা, ঘোলপুর, এত্তাবা, জয়পুর, জালন্ধর, জৌনপুর, ঝালাবার খেরি, লুধিয়ানা, মুঙ্গের, মুলতান্, মুর্শিদাবাদ, মথুরা, মজাফরপুর, মহিসুর, নরসিংহপুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, প্রতাপগড়, পাটনা, পেশাবর, পঞ্জাব, পূর্ণিয়া, শাহারণপুর, সারণ, শাহাবাদ, শাহজহানপুর, শিয়ালকোট, সিংহভূম, সীতাপুর, সুলতানপুর, তিনেবল্লী, উৎরোলা, বর্দা, বালিয়া,

বাজ্ঞা, বাঁকুড়া, বস্তি, বিজনী, বিকানীর, বদাউন, বুলন্দ-সহর। ৪ কর্কশ।

কঙ্করোল (পুং) কঙ্ক ইব লোলশ্চঞ্চলঃ, লস্য রঃ। ১ নিকোচক বৃক্ষ। ২ কাঁকরোল। [কাঁকরোল দেখ।]

কঙ্কলোড্য (স্ত্রীং) কঙ্ক ইব লোড্যতে আলোড্যতে, কঙ্ক-লোড-ণ্যৎ। কঙ্কলোড়া, চিকোড়মূল। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—গুরু, অজীর্ণকারী ও শীতল।

কঙ্কশত্রু (পুং) কঙ্কস্য শত্রুঃ। পৃশ্নিপর্ণী, চাকুন্দে; ইহার কঙ্কনাশক শক্তি আছে। [পৃশ্নিপর্ণী দেখ।]

কঙ্কবাজ (পুং) কঙ্কস্য বাজ ইব বাজঃ পক্ষোঽস্য, যথাপদলো; ১ পক্ষপত্র নামক বাণবিশেষ। ২ কঙ্কপক্ষীর পক্ষ।

কঙ্কবাজিত (পুং) কঙ্কস্য বাজো জাতোঽস্য, কঙ্কবাজ ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫। ২। ৩৬।) কঙ্কপক্ষযুক্ত বাণ।

কঙ্কশত্রু (পুং) কঙ্কস্য শত্রুঃ, ৬তৎ। পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। প্রয়োগানুসারে এই উদ্ভিদ্দ্বারা কঙ্কপক্ষী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কঙ্কশায় (পুং) কঙ্ক ইব শেতে, কঙ্ক শী ণ। কুক্কুর।

কঙ্কা (স্ত্রী) ১ উগ্রসেনের কন্যা, কংসভগ্নী। ২ উৎপলগন্ধিকা।

কঙ্কাল (পুং) কং শিরঃ কালয়তি ক্ষিপতি, কং-কল ণিচ্-অচ্। শরীরাস্থি। ইহার সংস্কৃত পর্যায়, করঙ্ক ও অস্থিপঞ্জর। কঙ্কাল বা অস্থিপঞ্জর দেহের সার। ত্বক্‌মাংস বিনষ্ট হইলেও অস্থি নষ্ট হয় না। তাই মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"অভ্যন্তরং গতৈঃ সারৈর্যথা তিষ্ঠন্তি ভূরুহাঃ।
অস্থিসারৈস্তথা দেহা ধ্রিয়ন্তে দেহিনাং ধ্রুবম্॥
তস্মাচ্চিরবিনষ্টেষু ত্বঙ্মাংসেষু শরীরিণাম্।
অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারাণ্যেতানি দেহিনাম্॥
মাংসান্যত্র নিবদ্ধানি শিরাভিঃ স্নায়ুভিস্তথা।
অস্থীন্যালম্বনং কৃত্বা ন শীর্য্যন্তে পতন্তি বা॥"

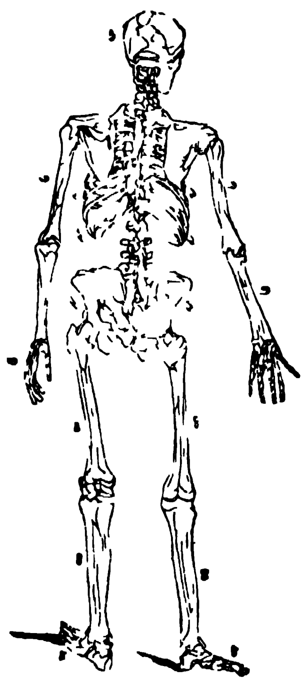
বৃক্ষ যেরূপ অভ্যন্তরস্থ সার আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ অস্থিসার আশ্রয় করিয়া মানব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। শরীরের ত্বক্ ও মাংস প্রভৃতি নষ্ট হইলেও অস্থির বিনাশ হয় না। অস্থি সমস্ত দেহের সার। তাহাকে শিরা ও স্নায়ুর দ্বারা মাংস বদ্ধ থাকে, অস্থি অবলম্বন করিয়া আছে বলিয়া মাংস শীর্ণ বা পতিত হয় না। (সুশ্রুত শারীর-স্থান)। চরকের মতে,—

"ত্বঙ্‌মাংসাদিবহিতঃ স্বস্থানস্থিতঃ শারীরাস্থিচয়ঃ কঙ্কাল-সংজ্ঞো ভবতি। স চ কঙ্কালঃ ষড়ঙ্গো ভবতি যথা শাখাশ্চতস্রো মধ্যং পঞ্চমং ষষ্ঠং শির ইতি॥"

ত্বক্ ও মাংসাদি রহিত স্বস্থানে অবস্থিত দেহের অস্থি সমুদয়কে কঙ্কাল কহে। কঙ্কাল ছয় অংশে বিভক্ত—চারি শাখা, পঞ্চম মধ্যাঙ্গ ও ষষ্ঠ মস্তক। ঊর্দ্ধশাখাদ্বয়কে বাহু ও অধঃশাখাদ্বয়কে সক্থি বলে।

য়ুরোপীয় শারীরতত্ত্ববিদেরাও কঙ্কালকে প্রধানতঃ তিন অঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা,—উত্তমাঙ্গ বা মস্তক (Head) মধ্যাঙ্গ বা স্কন্ধ (Trunk) এবং শাখা (Extremities)

কঙ্কাল।



১ চিহ্নিত অংশ মস্তক। ২ মধ্য, ৩ ঊর্দ্ধ ও ৪ অধঃশাখা।

মহর্ষি সুশ্রুতের মতে অস্থি পাঁচ প্রকার—"কপাল, রুচক, তরুণ, বলয় ও নলকাস্থি। জানু, নিতম্ব, অংশ, গণ্ড, তালু, শঙ্খ ও মস্তক এই সকল স্থানের অস্থিখণ্ডকে কপাল, দন্তের অস্থিখণ্ডকে রুচক; নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও চক্ষুকোটরস্থিত অস্থিকে তরুণ; হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর এবং বক্ষ এই সকল স্থানের অস্থিকে বলয় এবং অবশিষ্ট সকল অস্থিকে নলকাস্থি বলে। (১)

(১) "কপালরুচকতরুণবলয়নলকসংজ্ঞানি। তেষাং জানুনিতম্বাংস-গণ্ডতালুশঙ্খশিরঃসু কপালানি, দশনাস্তু রুচকানি, ঘ্রাণকর্ণগ্রীবাক্ষি-কোষেষু তরুণানি। পাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠোদরোরঃসু বলয়ানি, শেষাণি নলকসংজ্ঞানি।" (সুশ্রুত)

মহর্ষি সুশ্রুত লিখিয়াছিলেন, বেদজ্ঞেরা বলেন যে, অস্থির সংখ্যা ৩০৬ খানি। কিন্তু শল্যতন্ত্রের মতে ৩০২। যথা—

প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া		...		১৫
পদতল ও গুল্ফে	...		...	১০
গোড়ালিতে	...	...	...	১
জঙ্ঘাতে	..	..	...	২
জানুতে	...	...	...	১
উরুদেশে	...	..	...	১
এইরূপ অপর পাদে		..	...	৩০
দুই হাতে ৩০টি করিয়া		...	...	৬০
কটিদেশে	...	...	...	১
মলদ্বারে	...	...	...	১
যোনিদেশে	...	...	...	১
দুই নিতম্বে	...	...	...	২
দুই পার্শ্বে ৩৬টি করিয়া		..	..	৭২
পৃষ্ঠে	...	..	...	৩০
বক্ষে	..	...	...	৮
বৃত্তাকার অক্ষক নামক		...	...	২
গ্রীবাদেশে	.	...	...	৯
কণ্ঠদেশে	...	...	...	৪
দুই হনুতে	...	...	...	২
দন্তে	...	...	...	৩২
নাসিকাতে	..	...	...	৩
তালুতে	...	...	...	৩
গণ্ড, কর্ণ ও শঙ্খ প্রত্যেকে ২টি করিয়া			...	৬
মস্তকে	...	...	..	৬

সর্ব্বশুদ্ধ ৩০২ খানি :

চরকের মতে অস্থিসংখ্যা ৩৬০। উলূখল অর্থাৎ দন্তমূলে ৩২, দন্ত ৩২, নখ ২০, শলাকা ২০, অঙ্গুলির অস্থি ৬০, পার্ষ্ণিতে ২, কূর্চ্চশিরে ২, হস্তের মণিকা ৪, পদের গুল্ফে ৪, অরত্নির অস্থি ৪, জঙ্ঘার ৪, জানুতে ২, কুনুইয়ে ২, উরুতে ২, বাহুতে ২, কণ্ঠের নীচে ২, তালুতে ২, নিতম্বদেশে ২, যোনি বা লিঙ্গে ১, ত্রিকদেশে ১, গুহ্যদেশে ১, পৃষ্ঠে ৩৫, গ্রীবায় ১৫, জত্রুতে ২, হনস্থি ১, হনুমূলবন্ধন ২, ললাটে ২, চক্ষুতে ২, গণ্ডদ্বয়ে ২, নাসিকায় ৩, উভয়পার্শ্বে পঞ্জরাস্থি ২৪ খানি করিয়া ৪৮, পঞ্জরাস্থির গোলাকার স্থালিকা ২৪, ললাটে ২, মস্তকে ৪ ও বক্ষদেশে ১৭। (এইরূপে শরীরের অস্থিসমষ্টি ৩৬০।)

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে, নরকঙ্কালে সর্ব্বশুদ্ধ ২২৩ খানি অস্থি আছে। যথা—করোটিতে ৮, মুখমণ্ডলে ১৪, কর্ণাভ্যন্তরে ৮, কশেরুতে ২৩, বক্ষে ২৬, বস্তিদেশে ১১, ঊর্দ্ধ-শাখা বা বাহুতে ৬৮, অধোশাখা বা সক্থিতে ৬৪ খানি।

কশেরু মেরুদণ্ডস্বরূপ, ইহাতে ২৪ খানি অস্থি আছে। উপরে ৭ খানি, তাহার নাম গ্রীবাকশেরুকা (Cervical vertibræ), মধ্যে ১২ খানি, তাহার নাম পৃষ্ঠকশেরুকা (Dorsal vertibræ), অধোভাগে ৫ খানি তাহার নাম কটিকশেরুকা (Lumbar vertibræ)। কশেরু বা মেরুদণ্ডের তলভাবে ত্রিকাস্থি (Sacrum) উপরে থাকে। যদিও ত্রিকাস্থি বস্ত্যস্থিরই অংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতরূপে বলিতে গেলে এই অস্থি মেরুদণ্ডেরই সন্নিহিত অস্থি বলিয়া স্বীকার করা যায়। এই অস্থিখানি দেখিতে ত্রিকোণাকার, এই জন্য ইহার নাম ত্রিক (Sacrum), ইহা ৫।৬ খানি ক্ষুদ্র কশেরুকায় গঠিত, তাহার নাম ত্রিককশেরুকা (Sacral vertibra)। মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্নভাগে অধকশেরু (Coccyx), ইহা পশ্বাদির লাঙ্গূলের অভ্যন্তর অস্থিরূপে থাকে। মানবের পক্ষে সেরূপ নহে। মানবজাতির অধঃকশেরুকার অস্থি ক্ষুদ্র, স্বল্পায়তন এবং চারি পাঁচ খানির অধিক নহে। বস্ত্যস্থির উভয়পার্শ্বে ও সম্মুখে শ্রোণীফলকাস্থি (Os Innominata) এই অস্থি আবার তিনভাগে বিভক্ত, কট্যস্থি (Ilium), বঙ্ক্ষণাস্থি (Ischium) এবং উপস্থাস্থি (Pubis)।

মেরুদণ্ডের প্রধান অংশ বক্ষঃস্থল (Chest or Thorax) ইহার পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠকশেরুকা, সম্মুখভাগে বুকাস্থি, উভয়-পার্শ্বে ১২ খানি করিয়া পঞ্জরা ও তাহাদের উপাস্থি আছে। পঞ্জরাগুলি মেরুদণ্ডের সহিত এক একখানি পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছে। কেবল উপরের উভয় পার্শ্বের ৭ খানি বুকাস্থির সহিত এক একটি স্বতন্ত্রভাবে মিলিত আছে। এই সাতখানি স্বাভাবিক পঞ্জরা এবং নীচের উভয়পার্শ্বের ৫ খানিকে কৃত্রিম পঞ্জরা বলা যায়।

বয়োবৃদ্ধদিগের বুকাস্থি ১ খানি, যুবকদিগের ২ খণ্ড এবং শিশুদিগের আরও কতকগুলি অংশে গঠিত দেখা যায়। যৌবনকালে যখন বুকাস্থি দুইখণ্ড থাকে, তাহার উপরের খণ্ডকে মুষ্টি (Manubrium) কহে। বয়োবৃদ্ধির সময়ে বুকাস্থি এক হইয়া যায়, ইহার অধোভাগ হইতে উপরিভাগ সরু হইতে ক্রমশঃ মোটা দেখায়, মধ্যে এক একটি কড়া থাকে, তাহার নাম অগ্রকড়া (Ensiform or xiphoid cartilage) নরকপালের করোটিতে ১ খানি ললাটাস্থি (Frontal bone), ২ খানি পার্শ্বকপালাস্থি (Parietal bone), ১ খানি পশ্চাৎ কপালাস্থি (Occipital bone) ১ খানি কীলকাস্থি (Sphen-

oid), ২ খানি শঙ্খাস্থি (Temporal bone) এবং ১ খানি ঝোঁঝরাস্থি (Ethmoid) আছে। মুখমণ্ডলে ২ খানি নাসাস্থি (Nasal bone) ২ খানি হাচাস্থি (Superior maxillary), ২ খানি তালবস্থি (Palate), ২ খানি গণ্ডাস্থি (Malar), ২ খানি অশ্রুজননাস্থি (Lachrymal), ২ খানি অধোবেষ্টনাস্থি (Inferior Turbinated), ১ খানি ফালাস্থি (Vomer) এবং হন্বস্থি (Inferior Maxillary) আছে। [কপাল ও মুখ দেখ।]

কঙ্কালের ঊর্দ্ধশাখার অংসফলকাস্থি (Scapula), জত্রুস্থি (Clavicle), চক্রদণ্ডাস্থি (Radius), প্রকোষ্ঠাস্থি (Ulna) মণিবন্ধ (Carpus), করভ বা করতল (Metacarpus) ও অঙ্গুল্যস্থিসকল আছে। ইহার মধ্যে অংসফলকাস্থি ও জত্রুস্থি শ্রোণীফলকাস্থির মতন। হস্তে মণিবন্ধ, করভ ও অঙ্গুল্যস্থি আছে। ইহার মধ্যে মণিবন্ধে সর্ব্বশুদ্ধ ৮ খানি অস্থি দুই থাকে আছে। প্রথম থাকে ৪ খানি, তাহাদের নাম নাবাস্থি (Scaphoid) অর্দ্ধচন্দ্রাস্থি (Semi lunar), কোণাস্থি (Cuneiform), বদরাস্থি (Pisiform)। দ্বিতীয় থাকেও ৪ খান, তাহাদের নাম সমদ্বিপার্শ্বাস্থি (Trapezium), চতুষ্কোণাস্থি (Trapezoid), স্থূলাস্থি (Os-magnum), ও বড়িশাস্থি (Unciform)।

অঙ্গুলির অস্থিসকলকে অঙ্গুল্যস্থি (Phalanges) কহে, প্রত্যেক অঙ্গুষ্ঠে দুইখানি এবং অপর অঙ্গুলিতে ৩ খানি করিয়া অস্থি থাকে। প্রত্যেকটি অপর পর্ব্ব এবং করতলের অস্থি হইতে পৃথক্, এইজন্য প্রত্যেকটি স্বাধীনভাবে বিস্তারিত হইতে পারে।

অধঃশাখার ঊর্ব্বস্থি (Femur), জানুফলকাস্থি (Patella), জঙ্ঘাস্থি (Tibia), নলকাস্থি (Fibula), গুল্ফ (Tarsus), প্রপদ (Metatarsus) ও পদতল (Toes) আছে।

অঙ্গের অস্থি মধ্যে ঊর্ব্বস্থি সর্ব্ববৃহৎ। ইহার শিরোভাগ শ্রোণীফলকাস্থি হইতে পৃথক্ হইয়া আছে। জঙ্ঘাস্থি পদের সম্মুখ ও অন্তভাগে থাকে, ইহার শিরোভাগ অধোভাগ হইতে বড়, ইহার উপরটা দেখিতে বাদামী, উপরের দুইটি বাদামী ভাঁজের উপর ঊর্ব্বস্থির গাঁইট (Condyles) অবস্থিত। নলকাস্থি জঙ্ঘাস্থির ঠিক পার্শ্বে এবং পদের বাহভাগে স্থাপিত। ইহা দেখিতে লম্বা, ক্ষীণ, অধিকাংশই ত্রিপার্শ্বাত্মক এবং শেষদিকে বঙ্কিত। জানুফলকাস্থি (Patella Knee-pan) দেখিতে প্রায় ত্রিকোণাকার, ইহার অধোভাগ নিতান্ত সরু, অগ্রভাগ অল্প সূক্ষ্ম এবং দেখিতে অস্থান, পশ্চাদ্ভাগ বেশ কোমল, মধ্যে এক আলি দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। গুল্ফ সাতখানি অস্থিতে নির্ম্মিত, যথা—গুল্ফাস্থি (Astragalus), ২ পার্ষ্ণ্যস্থি (Os calcis), নাবাস্থি (Navicular) ৪ ঘনাস্থি (Cuboid), ৫ অভ্যন্তরকোণাস্থি (Internal Cuneiform), ৬ মধ্যকোণাস্থি (Middle cuneiform), ৭ বাহ্যকোণাস্থি (External cuneiform)।

প্রপদ ও পদাঙ্গুলির অস্থিসকলের গঠনপ্রণালী প্রায় করভ ও অঙ্গুলির অস্থির মত। পদাঙ্গুলির অস্থিগুলি লম্বা, বড় কৃশ এবং করাঙ্গুলির অস্থিসকল অপেক্ষা ঘেঁস ঘেঁস থাকে। পায়ের দুইটা বুড়া আঙ্গুল ছাড়া অপরগুলি ছোট।

এতদ্ভিন্ন শরীরে আরও অতি কোমল উপাস্থি বা তরুণাস্থি আছে। শরীরের দৃঢ় ও সবল অঙ্গ সকল অর্থাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। মণিবন্ধ ও গুল্ফ প্রভৃতি স্থানে অর্থাস্থি বা ক্ষুদ্রাস্থি সকল আছে। সমস্ত অস্থি অন্তভাগে ও বহির্ভাগে কলা অর্থাৎ ঝিল্লি দ্বারা বেষ্টিত থাকে। কিন্তু ইহাদের সন্ধিস্থান ঝিল্লিদ্বারা আবৃত নয়, সন্ধিস্থান পাতলা উপাস্থিদ্বারা আবৃত দেখা যায়। অস্থির গর্ভ পীতবর্ণ স্নেহবিশেষ দ্বারা পূর্ণ থাকে। তাহাকে মজ্জা বলে। অস্থিসমূহের গায়ে কোথাও গর্ত্তবৎ খাত, কোনখানে উচ্চতা দেখা যায়।

দেহের অস্থিময় পদ (Acetabulum) সকল কপালাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত।

কঙ্কালকেতু (পুং) দানববিশেষ।

কঙ্কাল-ভৈরব-তন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ।

কঙ্কালমালা [ন্] (পুং) কঙ্কালানাং মালা অস্ত্যস্য, কঙ্কাল-মালা-ইন (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ১১৬।) মহাদেব।

কঙ্কালমালিনী (স্ত্রী) কঙ্কালমালিন্ ঙীপ্। কালী।

কঙ্কালয় (পুং) কঙ্কালং যাতি, কঙ্কাল-যা-ক। দেহ, শরীর।

কঙ্কালী (স্ত্রী) কঙ্কাল-ঙীপ্। মহাকালীমূর্ত্তি। কমলা রাজ্যের অন্তর্গত বোরিয়া গ্রাম হইতে ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত একটি অতি প্রাচীন দুর্গ আছে। দুর্গের অবস্থা অতি শোচনীয়, ইহার চারি দিক ভূমিসাৎ হইয়াছে, যৎসামান্য অবশিষ্ট আছে। এই দুর্গে কঙ্কালীদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর ১৮ হাত, হাতে নরকপাল ধনুর্ব্বাণাদি অস্ত্রশস্ত্র বিরাজ করিতেছে, তাঁহার নিকটে ত্রিশূলধারী শিব মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নিকটেই গণেশমূর্ত্তি। এই দুর্গ ও কঙ্কালীদেবীর মূর্ত্তি বহুপ্রাচীন, প্রায় ৮।৯ শত বর্ষের হইবে।

দুর্গ হইতে নগরধ্বজ (চেদিসংবৎ ৭০০), গোপালদেব (চেদি সম্বৎ ৮৪০), এবং যশোরাজ (চেদি সংবৎ ১১১০) প্রভৃতি কতক জনের শিলানুশাসন পাওয়া গিয়াছে।

কঙ্কু (পুং) কঙ্কতে উদ্ধতং প্রাপ্নোতি, কঙ্ক-উন্। ১ উগ্রসেনের

পুত্র, কংসাসুরের ভ্রাতা। সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহু, রাষ্ট্রপাল, সৃষ্টি ও তুষ্টিমান এই আটটি কংসের ভ্রাতা ছিল। ২ ধান্যবিশেষ।

কঙ্কুষ্ঠ (স্ত্রী) কঙ্কোঃ সমীপে তিষ্ঠতি, কঙ্ক-স্থা-ক-ষত্বঞ্চ। পার্ব্বতীয় মৃত্তিকাবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কালকুষ্ঠ, বিরঙ্গ, রঙ্গদায়ক, রেচক, পুলক, শোধক ও কালপালক। ভাবপ্রকাশের মতে হিমালয়শিখরে এই মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়, ইহা নালিক ও রেণুক নামে দ্বিবিধ, নালিক রৌপ্যবর্ণ ও রেণুক স্বর্ণবর্ণ; উভয়ের মধ্যেই রেণুকই অধিক গুণশালী, উভয়ের গুণ—গুরু, স্নিগ্ধ, বিরেচক, তিক্ত, কটু, উষ্ণ, বর্ণ কারক, ক্রিমি, শোথ, উদরাধ্মান, গুল্ম, আনাহ ও কফনাশক।

কঙ্কৃস (পুং) কক্কি-উষন্। আভ্যন্তর দেহ, শরীরের অভ্যন্তর-প্রদেশ।

কঙ্কেরু (পুং) কঙ্কতে লৌল্যং প্রাপ্নোতি ভক্ষণায়েতি শেষঃ, কক্কি এরু। কাকবিশেষ, দ্বারবলিভুক্।

কঙ্কেলি (পুং) কং সুখং তদর্থং কেলির্যত্র, বহুব্রী°। অশোক-বৃক্ষ। (কাঙ্কেলিঃ পুংস্যশোককে। শব্দাব্ধি।)

কঙ্কেল্ল (পুং) কাক-এল্ল। বাস্তূক শাক, বেতো শাক।

কঙ্কেল্লি (পুং) কঙ্ক-বাহুলকাৎ এলি, (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) অশোক বৃক্ষ। অমর এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ধরিয়াছেন। ("স্ত্রিয়াং ত্বশোকে কঙ্কেল্লিঃ।" অমর)

কঙ্কোল (পুং) ১ নাগরাজবিশেষ। ২ 'গণপত্যারাধন' নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

কঙ্খা (স্ত্রী) কং সুখং খলতি অনেন, কং-খল বাহুলকাৎ ড ১ পাপভোগ।

কঙ্গিয়া (দেশজ) তৃণবিশেষ। (Roscoea pentandra.)

কঙ্গু (স্ত্রী) কং সুখম্ অজয়তি, কং-অগি-ণিচ্-কু। ধান্য-বিশেষ। কাঙ্গিনী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—প্রিয়ঙ্গু, প্রিয়ঙ্গ, ও কঙ্গু। ভাবপ্রকাশের মতে এই ধান্য চারি প্রকার—কৃষ্ণ, রক্ত, শ্বেত ও পীত; পীত কঙ্গুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কঙ্গুর গুণ—ভগ্নসন্ধানকারক, বাতবর্দ্ধক, বৃংহণ, গুরু, শ্লেষ্মনাশক এবং অশ্বদিগের বিশেষ উপকারক।

কঙ্গুকা (স্ত্রী) কঙ্গু স্বার্থে কন্-টাপ্। ধান্যবিশেষ। [কঙ্গু দেখ।]

কঙ্গুজুড়িয়া (দেশজ) কঙ্গুর ন্যায় এক প্রকার তৃণ।

কঙ্গুনী (স্ত্রী) কঙ্গ্বানীয়তে কঙ্গুশব্দেন জ্ঞায়তে কঙ্গুনী বাহুলকাৎ ড-ঙীষ্। তৃণধান্যবিশেষ। পশ্চিমে মালকা-ঙ্গনী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জ্যোতিষ্মতী, কটভী, বহ্নি, রুচি, চিণক, জ্যোতিকা, পারাবতপদী, পণ্যালতা, পীততণ্ডুলা, সুকুমারী, কুকুন্দনী। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—ধাতুশোষক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, রূক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, পুষ্টি-কারক, গুরু ও ভগ্নসন্ধানকারী।

কঙ্গুনীপত্রা (স্ত্রী) কঙ্গুন্যাঃ পত্রমিব পত্রমস্যাঃ, মধ্যপদ-লো°। পণ্যান্ধা নামক তৃণবিশেষ।

কঙ্গুল (পুং) কঙ্গুং লাতি গৃহ্লাতি অনেন, কঙ্গু-লা-ক। হস্ত, হাত।

কঙ্গ্ (স্ত্রী) কাঙ্গনী ধান। [কঙ্গু দেখ।]

কঙ্গ্র (পুং) কঙ্গ্ং লাতি অনেন, কঙ্গ্-লা-ক, লস্য রঃ। হস্ত।

কচ (পুং) কচতে শোভতে শিরসি, কচ পচাদ্যচ্। ১ কেশ, চুল। ২ শুষ্ক ব্রণ। ৩ মেঘ। ৪ (ভাবে ঘ) বন্ধ। ৫ শোভা। ৬ বৃহস্পতি পুত্র। মহাভারতে ইহাঁর চরিত্র এইরূপ বর্ণিত আছে—

দেবাসুরের যুদ্ধকালে দেবনিহত অসুরগণকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনীবিদ্যাবলে পুনর্জীবিত করিতেন। দেবগুরু বৃহস্পতির ঐ বিদ্যা না থাকায় দেবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া গুরুপুত্র কচকে শুক্রাচার্য্যের নিকট ঐ বিদ্যা শিক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন। কচও দেবকার্য্যসাধনের জন্য শুক্রা-চার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিরতিশয় ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রূরমতি অসুরগণ কচের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে ক্রমে দুইবার বিনাশ করিল। শুক্র-কন্যা দেবযানী স্নেহবশতঃ পিতাকে অনুরোধ করিয়া দুইবারই তাঁহাকে জীবিত করিলেন। তৃতীয়বার দৈত্যেরা কচের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া মদ্য সহ শুক্রাচার্য্যকে ভোজন করাইল; তখন দেবযানীও তাঁহার জীবনের জন্য পিতাকে অত্যন্ত অনুরোধ আরম্ভ করিলেন। শুক্রাচার্য্য এবারেও কন্যার অনু-রোধে তাঁহাকে জীবিত করিতে ইচ্ছা করিয়া, কচ কোথায় আছ? জিজ্ঞাসা করিলেন; কচ উদর মধ্য হইতে তাঁহার বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন শুক্রাচার্য্য নিরুপায় হইয়া কন্যাকে বলিলেন, কচকে বাঁচাইতে হইলে আমার প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা উদর হইতে সে কিরূপে বহির্গত হইবে? দেব-যানী বলিলেন,—উভয়ের বিচ্ছেদই আমার তুল্য কষ্টদায়ক, অতএব উভয়েরই যাহাতে জীবন রক্ষা হয়, তদ্রূপ বিধান করুন। তখন শুক্রাচার্য্য বলিলেন, কচ! তুমি দেব-যানীর স্নেহলাভ করিয়াই সিদ্ধ হইয়াছ, তোমায় সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রদান করিতেছি, তুমি নির্গত হইয়া আমায় জীবিত করিও। এইরূপে কচ সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ করিয়া শুক্রোদর হইতে নির্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে জীবিত করিলেন। অনন্তর দেবযানী তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি সম্বন্ধদোষে তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। দেবযানী তাহাতে ব্যথিত হইয়া 'তোমার বিদ্যা নিষ্ফল হইবে' বলিয়া অভিশাপ দিলেন,

কচও ক্রুদ্ধ হইয়া 'তুমি ক্ষত্রিয়পত্নী হইবে' বলিয়া দেবযানীকে প্রতিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি অন্যায় অভিশাপ দিয়াছ, এজন্য আমার বিদ্যা নিষ্ফল হইলেও, আমি যাহাকে বিদ্যাদান করিব, তাহার বিদ্যা সুসিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া তিনি দেবপুরী প্রস্থান করিলেন।" (ভারত সম্ভব° ৩৬ অঃ।)

কচকি (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus monodactylus.)

কচগ্রহ (পুং) কচানাং গ্রহো গ্রহণং যত্র, বহুব্রী°। কেশাকর্ষণযুক্ত যুদ্ধ।

কচঙ্কন (পুং) কচং মেঘং কনতি উৎপাদয়তি, ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ, কচ-কন্ অচ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) সমুদ্র।

কচঙ্গন (ক্লী) কচস্য জনরবস্য অঙ্গনম্, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সন্ধি°। করহিত বিক্রয়স্থান, নিষ্কর হাটতলা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়, নির্ঘণ্ট ও পণ্যাজির।

কচঙ্গল (পুং) কচাতে কণ্ঠ্যতে বেলয়া, কচ বাহুলকাৎ অঙ্গলচ্। কচস্য মেঘস্য অঙ্গং লাতি গৃহ্লাতি বা লা-ক। সমুদ্র।

কচটা (দেশজ) মর্দ্দিত।

কচটান (দেশজ) মর্দ্দন করা, চটকান।

কচড়া (দেশজ) দীর্ঘস্থূল রজ্জু, কাছি।

কচনার (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Bauhinia variegata and Purpurea)

কচপ (ক্লী) কচতে শোভতে, কচ-কপন্ (উষি-কুটি-দলি-কচিখজিভ্যঃ কপন্। উণ্ ৩।১৪২। উষ্, কুট, দল, কচ, খজ, এই সকল ধাতুর উত্তর কপন্ প্রত্যয় হয়।) ১ তৃণ। ২ শাকপত্র। (কচপং শাকপত্রম্। উজ্জ্বলদত্ত।)

কচপক্ষ (পুং) কচানাং কেশানাং পক্ষসমূহঃ ৬তৎ। কেশসমূহ।

কচপাশ (পুং) কচানাং কেশানাং পাশঃ সমূহঃ, ৬তৎ। কেশসমূহ।

কচনাল (পুং) কচং কচবৎ কান্তিং মলতে ধারয়তি কচ-মলঅণ্। ধুম। কেহ কেহ 'খতমান'ও বলিয়া থাকেন।

কচরিপুফলা (স্ত্রী) কচস্য রিপুঃ ফলমস্যাঃ, বহুব্রী°। শমীবৃক্ষ।

কচরকচর (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ কোন কথা বিরক্তভাবে বারংবার উচ্চারণ করিলেও তাহাকে কচরকচর করা কহে।

কচহস্ত (পুং) কচানাং হস্তঃ সমূহঃ, ৬তৎ। কেশসমূহ।

কচা (স্ত্রী) কচ্যতে বধ্যতে শৃঙ্খলাদিভিরিতি শেষঃ। কচ-অচ্-টাপ্। ১ হস্তিনী। ২ শোভা। ৩ সন্ধিচ্যুতি। ৪ দণ্ড। ৫ যষ্টি। ৬ তৃণবিশেষ।

কচাকচি (অব্য) কচেষু কচেষু গৃহীত্বা প্রবৃত্তং যুদ্ধং, কচাহারে ইচ্, পূর্ব্বদীর্ঘশ্চ। ১ পরস্পর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক যুদ্ধ। ২ বিবাদ। চলিত ভাষায় কচ্‌কচি কহে।

কচাকু (ত্রি) কচ ইব অকতি বক্রং গচ্ছতি, কচ-অক উন্। ১ দুঃশীল। ২ দুরাধর্ষ। ৩ (পুং) সর্প।

(কচাকুস্তু দুরাধর্ষে দুঃশীলে না বিলেশয়ে। মেদিনী।)

কচাগ্র (ক্লী) কচানামগ্রম, ৬তৎ। ১ কেশের অগ্রভাগ। ২ কেশাগ্রের ন্যায় পরিমাণবিশেষ, এই পরিমাণ ত্রসরেণুর অষ্টমভাগ।

কচাচিত (ত্রি) কচৈঃ আসুলায়িতকেশৈরাচিতো ব্যাপ্তঃ, ৩তৎ। অসংস্কৃত কেশের দ্বারা ব্যাপ্ত। ("কচাচিতৌ বিষ্বগিবাগজৌ গজৌ।" কিরাতার্জ্জুনীয়।)

কচাটুর (পুং) কচবৎ মেঘ ইব অটতি শূন্যে গচ্ছতি, কচ অট উরচ্। পক্ষিবিশেষ। ইহার সাধারণ নাম 'ডাক্', সংস্কৃত পর্য্যায়, শিতিকণ্ঠ, দাত্যূহ, কালকণ্ঠ।

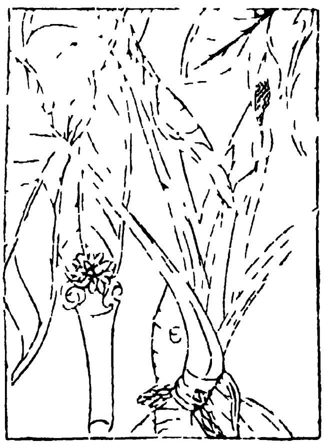
কচান (দেশজ) অঙ্কুরিত হওয়া, গজান।

কচামোদ (ক্লী) কচম্ আমোদয়তি সুগন্ধিকরোতি, কচ-আমদ ণিচ্-অচ। বালা নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [বালা দেখ।]

কচাল (দেশজ) ১ বিবাদ, মৌখিক কলহ। ২ বৃথা বাক্যব্যয়।

কচি (দেশজ) ১ কোমল। ২ নূতন উৎপন্ন।

কচিরি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। ইহা কচুজাতীয়। পুষ্করিণীর ধারে গাছ এই দেখিতে পাওয়া যায়। (Arum fornicatum।



কচিরি।

এই গাছ বঙ্গদেশ ও চট্টগ্রামে জন্মে। ইহার বৃন্ত প্রকাশিত পত্রগুলি তলদেশের প্রায় মধ্যভাগে বৃন্তসংযুক্ত, পত্রাংশের

চারিদিকে কোণবিশিষ্ট ও বর্ত্তুলাকার; ইহা কচু ফুলের তায় ত্রিজাতীয়, ফুলের ডাঁটা ঊর্দ্ধভাগে ক্রমশঃ মোটা হয়; ফুলের বহিরাবরণ ফুলের ডাঁটার মত সমান, ইহার মধ্যে দুই তিনটি বীজ জন্মে।

কচু (দেশজ) কন্দবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় কচ্বী, বিতণ্ডা। রাজবল্লভমতে ইহার গুণ—ভেদক, গুরু, কটু, আম, বায়ু ও পিত্তকারক এবং পিচ্ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রমতে, দুর্গোৎসবের নবপত্রিকা মধ্যে কচু পরিগণিত।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে কচু অনেক রকম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মান (মানক) কচু, বাঁশপোর বা বাঁশপোল, শোলা-কচু, ঢেঁকি বাঁশপোল, নারিকেলীকচু, মুখীকচু চৌমুখীকচু ও শুঁড়কচুই (যাহার শাক খায়) প্রধান।

মানকচু—ইহা দোয়াঁস ও কালমাটীতে অতি উত্তম জন্মে, খিয়ারমাটীতে বাড়ে না; পলি মাটীতেও হয় তবে বড় সুবিধামত হয় না। কচুর ফুল হয়, কিন্তু ফল হয় না, সুতরাং বীজের চারা হয় না। পুরাতন গাছ উঠাইয়া ফেলিলে মাটীতে যে সকল শিকড় থাকে, তাহা হইতেই চারা জন্মে। গাছ না তুলি[illegible]য়, কিন্তু অল্প। এই চারা তুলিয়া লাগাইতে হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেই চারা বাহির হয়। পুরাতন মানের মুখ চারি কি ছয় ইঞ্চি পরিমাণে কাটিয়া লইয়া লাগাইতে পারা যায়। গৃহস্থেরা বাটীতে এইরূপে দুই চারিটী গাছ করিয়া থাকে। মুখকাটা চারার মান খুব বড় হয়।

যাহারা মানের চাষ করিতে চাহে, তাহাদিগের পক্ষে শিকড়ের চারা লাগানই যুক্তি-সঙ্গত। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই চারা লাগান কর্ত্তব্য, ইহাই মানকচু রোপণের প্রকৃত সময়। অন্য সময়েও রোপণ করা যাইতে পারে, কিন্তু সে সময় চারা পাওয়া যায় না, মুখ কাটিয়া লাগাইতে হয়। মাঘ-মাসের পূর্ব্বে কিন্তু মুখ কাটিয়া লাগাইলে চারা ভাল হয় না, শীতের প্রবলতা কমিলেই লাগাইতে পারা যায়। মানকচুর ক্ষেত্র গভীর করিয়া কর্ষণ করিতে হয়, কারণ যত নীচ পর্য্যন্ত মাটী আল্‌গা থাকিবে, কচু সহজে তত বড় হইবে। ইহাতে লাঙ্গল দিবার আবশ্যক হয় না, তবে চাষারা কার্য্যের সুবিধার জন্য লাঙ্গল দিয়াই চাষ দেয়, কিন্তু কোদালি দ্বারা কোদ্‌লাইয়া দিলেই ভাল হয়। খনা বলিয়াছেন—"কোদালে মান, তিলে হাল।" লাঙ্গল দিয়া চষিয়া বা কোদ্‌লাইয়া দিয়া, মাটী গুঁড়াইয়া চূর্ণবৎ করিয়া দিতে হয়, ঘাস মুথা বাছিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর মই দিয়া সমতল করিয়া লইতে হয়। পরে দুই ফিট কি দেড়হাত অন্তর এক এক শ্রেণী চারা লাগাইবে। প্রত্যেক চারাটীর মধ্যেও দুই ফিট্ কি দেড়হাত ফাঁক রাখা আবশ্যক।

চারা যেমনই হউক না কেন (অতি ক্ষুদ্র হইলেও) লাগাইতে পারা যায়। ক্ষেত্র নিয়ত পরিষ্কার ও গাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে আলগা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মানকচুতে ছাই-য়ের সারই প্রশস্ত। ছাইয়ের সারে মান বাড়ে। আজকাল অনেক স্থলে পাথুরিয়া কয়লা চলিত হইয়াছে। ইহার ছাই সারের জন্য ব্যবহার করিতে নাই, কারণ ইহার তেজে গাছের উপকার না হইয়া অপকার হয়। কাঠ, তৃণ, লতা পাতা, আবর্জ্জনা, গোময় পোড়াইয়া ছাই করা কর্ত্তব্য। পোড়া মাটীও সার দেওয়া যাইতে পারে। কাঁচা গোময় বা অন্য সার দিলে মান বড় হয় বটে, কিন্তু মুখ ধরে, সুতরাং সে সার দেওয়ায় কোন ফল হয় না। খনা বলেন—"কচুবনে যদি ছড়াস্ ছাই, খনা বলে তার সংখ্যা নাই।" "ওলে কুটী মানে ছাই, এইরূপে কষি করগে ভাই।" নদীর ধারে কচু পুতিলে কচু খুব লম্বা হয়—এইজন্য পল্লীগ্রামে পুষ্করিণী বা নালার ধারে গৃহস্থেরা কচু পুতিয়া থাকে। খনা বলেন—"নদীর ধারে পুতলে কচু, কচু হয় তিন হাত নীচু।" গৃহস্থেরা নিজ বাটীতে দুই চারিটী কচু পুতিতে ইচ্ছা করিলে, একহাত গভীর ও এক হাত বেড় গর্ত্ত করিয়া ছাই ও গুঁড়া মাটীতে গর্ত্তটী ভরিয়া একটী চারা কি পুরাতন মানের মোখা লাগাইয়া দিবে। এইরূপে যে কয়টা ইচ্ছা সেই কয়টা গাছ করিতে পারা যায়।

মানকচু দুইবৎসর পরে তুলিতে পারা যায়, চারি পাঁচ বৎসর পরে উঠাইলে, বেশ বড় কচু পাওয়া যায়। যশোহরে এক প্রকার মানকচু জন্মে, তাহা প্রায় এক হাতের অধিক দীর্ঘ হয় না। [illegible]লা বড় সুস্বাদু হয়, আর মোটে মুখ ধরে না। উক্ত জেলায় ইহার আবাদ খুব বেশী হয়। রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় বহুস্থানে মানকচুর বিস্তর আবাদ আছে। এই দুই জেলায় যত্ন করিলে ছয় সাত হাত দীর্ঘ ও তদুপযুক্ত স্থূল মানকচু জন্মে। মাটী বেশী রসাল ও ছায়াবিশিষ্ট হইলে, সেখানে মানকচু লাগাইতে নাই, কারণ সেখানকার মানে নিশ্চয় মুখ ধরে। অন্যান্য জেলায় কচু খুব অল্প জন্মে, কারণ ইহার স্বতন্ত্র আবাদ নাই।

যশোহরের মানকচুই কেবল একবৎসরে পরিপুষ্ট হয় ও উঠাইয়া লইতে পারা যায়।

মানকচুর গুণ—সুস্বাদু, শীতল, গুরু, শোথঘ্ন, ঈষৎ কটু। ইহা ঔষধেও ব্যবহৃত হয়।

মানকচুর অনেকগুলি ব্যঞ্জন অতি সুন্দর হয়। ধনো-

হরের মানকচু ব্যতীত অপরস্থানের মানকচু কুটিয়া সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, তৎপরে ডাল্‌না, কালিয়া, অম্ল, চচ্চড়ি প্রভৃতি ব্যঞ্জন হইয়া থাকে। যশোহরে "কচুর মুড়কী" ও "কচুর মোহনভোগ" নামে দুই প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, তাহা অতি সুখাদ্য।

"কচুর মুড়কী"—প্রথমতঃ কচুগুলি ডুমি ডুমি করিয়া (ছানার মুড়কীর ছানা যেরূপ আকারে কাটিয়া লইতে হয়, সেইরূপে কাটিয়া লইয়া) সিদ্ধ করিয়া লয়। তৎপরে ঘৃতে অত্যল্প ভাজিয়া লইতে হয়। তৎপরে চিনি বা গুড়ের রস পাক করিয়া, যহদের মুড়কীর রসপাকের ন্যায় বাচ মারিয়া লইয়া ভাজা কচুর টুকরোগুলি ঢালিয়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে হয়। রস যখন কচুর গায়ে শুকাইয়া আসিতে থাকে, তখন এলাচীর গুঁড়া, ইচ্ছানুসারে কর্পূর, গোলাপজল প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য মিশাইয়া দিতে হয়।

"কচুর মোহনভোগ"—কচুগুলি বেশ সিদ্ধ করিয়া চটকাইয়া রাখ। পরে আগে ঘৃত চড়াইয়া লবঙ্গ ও এলাচি দিয়া ঈষৎ ভাজিয়া লও। পরে তাহাতে চিনির রস বা চিনির জল ঢালিয়া দিয়া সিদ্ধ করিতে থাক। যখন রস মরিয়া আসিলে কচু কড়ার গায়ে না লাগিয়া যায়, এজন্য ঈষৎ দুগ্ধ দেওয়া প্রয়োজন। পরে নামাইয়া সুগন্ধি দ্রব্যাদি দিয়া লও।

এই দুই মিষ্টান্নের জন্য কচু বাছিয়া লইতে হইবে, কারণ যে কচুতে মুখ ধরে, তাহাতে ঘৃত সহিবে না।

বাঁশপাল ও শোলাকচু—ইহা দোয়াঁস ও পলি মাটীতে ভাল হয়। ইহার ক্ষেত্রে পূর্ব হইতে সার দিয়া রাখা আবশ্যক। বর্ষায় যে জমিতে এক কি দেড়ফুট জল থাকে সেই জমিতে ইহা রোপণ করিতে হয়, উচ্চভূমিতে হয় না।

ইহাও মানকচুর মত মুখ কাটিয়া লাগাইলে উত্তম হয়। শিকড়ের চারায় আবাদ করা যাইতে পারে। ইহার চারা শ্রাবণ ভাদ্র মাসেই হইয়া থাকে। মানকচুর ন্যায় ইহার ক্ষুদ্র চারা রোপণ করিলে মরিয়া যাওয়া সম্ভব, সুতরাং দুইমাস বিলম্ব করিয়া অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে চারা পুঁতিতে হয়, মাঘমাস পর্য্যন্তও রোপণ করা যাইতে পারে। ক্ষেত্র গভীর করিয়া কর্ষণ করিতে হয়। মানকচুর ন্যায় ইহারও পাট করিতে হয়, বেশার ভাগ কেবল ইহার ক্ষেত্রে জল আটকাইয়া রাখা প্রয়োজন, এইজন্য উচ্চ করিয়া আল বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক।

ক্ষেত্রে আবাদের সুবিধা না হইলে বাটীর নিকটে নিম্ন স্থানে অর্থাৎ যেখানে জল আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে, এরূপস্থানে ঐরূপ নিয়মে চারা লাগাইলে, গৃহস্থের প্রয়োজন-মত ফসল হইতে পারে। ইহা মানকচুর মত বেশীদিন রাখিতে হয় না, জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত খাবার যোগ্য হইয়া থাকে। প্রয়োজনমত বাছিয়া বড় বড়-গুলি উঠাইতে হয়। প্রতিবৎসর ইহার আবাদ করিতে হয়। এই কচু উত্তম তরকারি, মুখ ধরে না।

ঢেঁকিবাঁশপোর কচু।—ইহা সাধারণতঃ বাঁশপোল অপেক্ষা বড় হয় বলিয়া ঢেঁকিয়া বাঁশপোর বলে। ইহার আবাদ বাঁশপোলের তুল্য। রঙ্গপুরে ইহা অধিক জন্মে।

নারিকেলীকচু—ইহাও একপ্রকার শোলাকচু। ইহার আবাদপ্রণালীও ঐরূপ। ইহাতে ঈষৎ নারিকেলের গন্ধ আছে।

যশোহর, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় ইহার অধিক আবাদ হয়। অন্যত্র অতি অল্পমাত্র আবাদ হইয়া থাকে।

মুখীকচু—ইহাকে কলিকাতা অঞ্চলে কচুরমুখী, আর কোথাও কোথাও কয়েকচু, বয়ে, বৈকচু বলে।

ইহার নিমিত্ত হাল্‌কা পলি ও দোয়াঁস মৃত্তিকাই প্রশস্ত। কঠিন ও বেলে মাটীতে ইহা ভাল হয় না। গোলআলুর মত একটি গাছের নীচে ইহা অনেক উৎপন্ন হয়।

আলু তুলিবার মত ইহাও ছোট বড় বাছিয়া তুলিতে হয়। মাঝারি কচুগুলি বীজের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। এইগুলিতে অঙ্কুর বাহির হইলে, উঠাইয়া ক্ষেতে লাগাইয়া দিতে হয়, অথবা যে কচু তুলিয়া লওয়া হয়, তাহা হইতে বাছিয়া পরিপুষ্টগুলি অঙ্কুর বাহির হইবার পূর্ব্বেই ক্ষেত্রে বসান যাইতে পারে ফাল্গুন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত ইহা রোপণ করা কর্ত্তব্য।

ক্ষেত্রে উত্তমরূপ চাষ দেওয়া আবশ্যক। জমিতে সার দেওয়া উচিত। ছাই ও গোময় দুইই দেওয়া যাইতে পারে, তবে ছাইই ভাল। মই দিয়া ক্ষেত্রে সমতল করিয়া যে কয়টী সারি করিতে হইবে, সেই কয় স্থানে এক একবার লাঙ্গল টানিয়া সাত আট ইঞ্চি গভীর জোল করিবে। প্রত্যেক জোল পরস্পর দেড় ফুট অন্তর হইবে। প্রত্যেক জোলে পাঁচ ছয় ইঞ্চি অন্তর এক একটি বীজকচু রোপণ করিয়া গোড়ায় মৃত্তিকা চাপা দিয়া রাখিতে হয়। চারা যত বাড়িবে ততই গোড়ায় মাটী চাপা দিবে। মূল প্রবল হইবার পর গোল আলুর মত গোড়ার নিকটে মাটী চাপা দিয়া, সেইরূপে কান্দী বাঁধিয়া দিবে। ক্ষেত্রে যাহাতে জল জমিতে না পায়, তাহাতে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ইহার ফুলে উত্তম শাক হয়। আশ্বিন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত এই কচু উঠান যায়। যদি ভালরূপ ফসল হয়,

তাহা হইলে ইহার এক একটা গাছে পাঁচ ছয় সের কচু হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এই ফসলে বিস্তর উপকার পায়। ভদ্রলোকে বড় ব্যবহার করে না।

চৌমুখীকচু—ইহাকে চৌমুখা কচুও বলে। দোয়াঁস মৃত্তিকাতেই ইহা অধিক হয়, খিয়ার মৃত্তিকাতেও হয়। গারো পর্ব্বতে ইহার আবাদ অধিক হয়, অন্য স্থানে অতি সামান্য পাওয়া যায়।

ইহার গাছের গায়ে অনেক চোখ ও মুখী হয়। সেই চোখ কাটিয়া ও মুখী ভাঙ্গিয়া লইয়া পুঁতিতে হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পুঁতিলেই ভাল হয়। অন্য সকল সময়েই রোপণ করা যাইতে পারে।

ইহার ক্ষেত্রের পাট হইতে চারা বসান সবই মানকচুর ন্যায়। আট দশ মাস পরে খাইবার যোগ্য হয়। যত অধিক দিন রাখিবে, ততই আস্বাদ বৃদ্ধি ও বড় হয়। দুই বৎসরকাল রাখা যাইতে পারে, তৎপরে শক্ত হইয়া যায়। সকল প্রকার কচু অপেক্ষা এই কচুই সুস্বাদু। ইহার তরকারী সিদ্ধ, ভাজা ও বড়া বেশ হয়। ইহাতে একপ্রকার পায়সও হয়। সক[illegible]হার বীজ আনাইয়া আবাদ করা কর্ত্তব্য।

গুঁড়ি কচু—ইহার শাকই লোকে খাইয়া থাকে। গুঁড়ি কচুর মধ্যে "অমৃতমান' নামে এক শ্রেণীই অতি সুন্দর। ইহাতে মোটে মুখ ধরে না এবং খাইতে বড় স্বাদু। ইহার পাতা পর্য্যন্ত খাইতে পারা যায়। সাধারণ কচুর শাক কৃষ্ণবর্ণ হয়, কিন্তু ইহাতে সবুজের ভাগ অধিক, আর পাতা খুব বড় হয়, ডাঁটায় ও পাতার তলায় খড়ির গুঁড়ার মত একপ্রকার পদার্থ লাগিয়া থাকে। ইহার নির্ব্বিষত্বের প্রমাণ [illegible]টি প্রবাদে জানা যায়—"মিঠে কথা অমৃতমান, শুনলে পরে জুড়ায় প্রাণ।"

বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানেই পুষ্করিণীর ধারে গুঁড়ি কচু আপনি জন্মে। যত্নপূর্ব্বক ইহার আবাদ করিতে হয় না।

ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন বাঙ্গালীর "অরন্ধন পর্ব্ব" হইয়া থাকে। এই দিন সকলেই পূর্ব্ব দিনের পাক করা অন্নব্যঞ্জনাদির দ্বারা মনসাদেবীর পূজা দিয়া থাকে। কচুশাকের ঘণ্ট এই দিনের প্রধান অবশ্যকর্ত্তব্য ব্যঞ্জন। এই দিন কলিকাতায় ২টা কচুর ডাটা এক পয়সায় বিক্রীত হয়। কৃষকশ্রেণীর ইহা একপ্রকার নিত্য খাদ্য। কচু শাকের ঘণ্টে হিং, নারিকেল কোরা, বড়ি ভাজা প্রভৃতি দিয়া রাঁধিলে অতি সুন্দর উপাদেয় তরকারী হইয়া থাকে।

কচুরী (দেশজ) পিষ্টকবিশেষ। ইহার সংস্কৃত নাম পূরিকা। ভাবপ্রকাশের মতে, মাষকলাইএর সহিত লবণ, আদা ও হিং মিশ্রিত করিয়া ময়দার মধ্যে তাহা পূরণ করিবে। পরে তাহার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া তৈল বা ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইলে তাহাকে কচুরী বা পূরিকা কহে। তৈলপক্ক কচুরীর গুণ—মুখরোচক, মধুরস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, রক্তপিত্তজনক, পাকে উষ্ণ, বায়ুনাশক ও চক্ষুর তেজোনাশক। ঘৃতপক্ক কচুরী চক্ষুর হিতকারক, রক্তপিত্তনাশক ও তৈলপক্কের ন্যায় অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

কচ্চট (ক্লী) কু কুৎসিতং চটতি, কু চট্-অচ্, বাহুলকাৎ কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত। ২ জলপিপ্পলী।

কচেল (ক্লী) কচ্যতে বধ্যতে অনেন, কচ-এলচ্। লেখ্যপত্র বাঁধিবার সূত্রাদি।

কচকচ্ (দেশজ) ১ অব্যক্তশব্দ। ২ অনর্থক বাক্য।

কচ্‌কচী (দেশজ) ১ মৌখিক কলহ। ২ অসম্বদ্ধ বাক্য উচ্চারণ।

কচ্চর (ত্রি) কু কুৎসিতং চরতি, কু চর-অচ্, কোঃ কদাদেশঃ। ১ মলিন। ২ কুৎসিত। ৩ (ক্লী) (কেন জলেন চর্য্যতে ব্যবহ্রিয়তে, পৃষোদরাদিত্বাৎ) তক্র, ঘোল। (কচ্চরং কুৎসিতে বাচ্যলিঙ্গং তক্রে নপুংসকম্। (মেদিনী) ৪ দুর্ব্বৃত্ত।

কচ্চিৎ (অব্য) কাম্যতে, কম্-বিচ্, চীয়তে নিশ্চীয়তে, চি-ক্বিপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ মস্য দত্বম।) কচ্চ চিচ্চ যয়োঃ সমাহার ইতি বা। ১ প্রশ্ন। ২ হর্ষ। ৩ মঙ্গল। ৪ স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ।

কচ্চিদধ্যায (পুং) মহাভারতের অন্তর্গত অধ্যায়বিশেষ, ইহাতে ভঙ্গীক্রমে নারদ রাজনীতির উপদেশ দিয়াছেন। (ভারত স° ৫ অঃ।)

কচ্ছ (পুং) কেন জলেন ছণোতি দীপ্যতে ছাদ্যতে বা, ক-ছদ্-ড কং জলং ছাতি পরিচ্ছিনত্তি বা, ক-ছো-ক। (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩।) ১ জলের নিকটবর্ত্তী স্থান, কাছাড়। ২ নদী বা সরোবরের প্রান্তভাগ। ৩ নদী পর্ব্বতাদির সমীপস্থান। ৪ নৌকার অবয়ববিশেষ। ৫ পরিধান বস্ত্রের অঞ্চল, (কাছা)। ৬ বৃক্ষবিশেষ, তুঁদগাছ। ৭ জলময় দেশ বা স্থান। ৮ প্রাচীন রাজধানীবিশেষ। ৯ (স্ত্রী) ঝিঁঝিঁ পোকা, ঝিল্লি। ১০ মুখ সম্পুট। ১১ আকাশাচ্ছাদন। ১২ কূর্ম্মের খোলা। ১৩ (স্ত্রী) বারাহী।

কচ্ছ, ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি প্রদেশ। অক্ষা° ২২°৪৬´ হইতে ২৪° উঃ মধ্যে এবং দ্রাঘি° ৬৮° ২২´ হইতে ৭১°৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর-পূর্ব্ব এবং দক্ষিণপূর্ব্বসীমা রণ, দক্ষিণে কচ্ছ উপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর এবং উত্তরপশ্চিমে কোরি বা লকপৎ নদী।

রণ বা রণা উষরভূমিতে খড়িয়ার দ্বীপ, পচ্ছম ও বন্নী নামক ভূভাগ।

কচ্ছের এই কয়েকটী প্রধান বিভাগ—১ পাবর, ২ গর্দা, পথক, ৩ অব্‌ড়াসা, ৪ কুণ্ড পরগণা; ৫ কাঠা বা কাঠী; ৬ মীয়াণি এবং ৭ বাগড়।

পাবর বিভাগেই পূর্ব্বে কাঠিজাতির রাজধানী ছিল। এই স্থান দৈর্ঘ্যে ৫০ মাইল এবং প্রস্থে ২০ মাইল, রণের দক্ষিণধারে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণসীমায় চার্ব্বড় গিরিমালা। পাবরের প্রধাননগর ভুজ, এই নগর ১৬০৫ সংবতে খঙ্গার কর্তৃক স্থাপিত হয়।

আমঅবড়ার নামানুসারে অবড়াসা বিভাগের নাম হইয়াছে, এই বিভাগ চাব্বড় গিরিমালা ও আরবসাগরের মধ্যে অবস্থিত।

মীয়াণি বিভাগ পাবরের পূর্ব্বে, মীয়াণাজাতি হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছে।

এখন যাহাকে সাধারণে কচ্ছ উপসাগর বলিয়া থাকে, তাহারই নাম কান্তি ছিল, পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি ঐ উপসাগরের নাম করিয়াছিলেন। (Ptolemy's Geog. Lib. vii. Ch. I)

পেরিপ্লাস্ বারকে নামে এই উপসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায়, ইহার মধ্যে বরকে নামে একটী দ্বীপ ছিল। কেহ কেহ এখনকার ওখমণ্ডলকে পেরিপ্লাস বর্ণিত বারকে দ্বীপ বলিয়া মনে করেন। আমাদের বিবেচনায় বারকে দ্বারকা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। মাগধী ভাষায় দ্বারকা স্থানে বারবৰাঅ বা বয়ববাঅ শব্দ প্রযুক্ত হয়। এখনও জৈনবণিকেরা কোথাও কোথাও মাগধী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব বোধ হইতেছে, পেরিপ্লাস্ কোন বণিকের নিকট হইতে সন্ধান পাইয়া বারকে নামে দ্বারকার উল্লেখ করিয়াছেন।

টলেমি বর্ণিত উক্ত কান্থি বা কান্তি উপসাগরের নাম হইতেই কচ্ছ প্রদেশের কান্তিবিভাগের নাম হইয়াছে।

ইতিহাস—কচ্ছপ্রদেশের প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায় না। মহাভারতে এই জনপদের নামমাত্র উক্ত হইয়াছে। (ভারত ভীষ্ম ৯। ৫৬, জৈনহরিবংশ ১২। ৭৮)।

প্রবাদ এইরূপ যে, পূর্ব্বে কচ্ছপ্রদেশের তেজ নামক প্রাচীন নগর সুরাষ্ট্ররাজ্যের রাজধানী ছিল, তেজকর্ণ নামে একজন রাজা ঐ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। (Asiatic Researches, Vol. IX. 231.)। উইলসন সাহেবের মতে ষ্ট্রাবো বর্ণিত সিগর্তিস্ (ত্রীগর্ত্ত) নামক জনপদের বর্ত্তমান নাম কচ্ছ। (Ariana Antiqua, 212.) ১৪৪ খৃঃ পূঃ অব্দে, মিনান্দর এই স্থান জয় করিয়াছিলেন।

৬৪০ খৃঃ অব্দে, চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ঙ্ আগমন করেন, তিনি এখানে অনেকগুলি দশাবতারের মন্দির দেখিয়া যান। তিনি লিখিয়াছেন, “এই জনপদ মালবরাজ্যের অন্তর্গত, এখানে অনেক ধনবান্ লোকের বাস।”

পূর্ব্বকালে কচ্ছদেশে কাঠি ও আহীর জাতির প্রাধান্য ছিল। সে সময়ে কাশিয়া পাবরগড়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কচ্ছের দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকারে ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইহাদিগকে শক বা জিৎ জাতির শাখা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সম্মারা প্রবল হইয়া উঠিলে কাঠিদিগের প্রতাপ খর্ব্ব হয়। তৎপরে খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাম অবড়া কর্তৃক কাঠিরা এককালে কচ্ছদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

তারীখুস্ সিন্দ নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে—

“খাফীয়ের মৃত্যুর পর দেশের সকল মাননীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অমরের পুত্র এবং পৃথুর পৌত্র দূদাকে সিংহাসন প্রদানে এক মত হইলেন। অভিষেকের কার্য্য সম্পন্ন হইল। একদিন সিংহার নামক একজন জমিদার বার্ষিক কর দিতে আসিলেন। দূদার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। সিংহার দূদাকে ভয় দেখাইয়া জানাইলেন যে কচ্ছপ্রদেশের সম্মাজাতি ঠাঠা আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। এখন তাঁহার প্রস্তুত হওয়া উচিত। সংবাদ পাইবামাত্র দূদা সসৈন্যে কচ্ছপ্রদেশে আসিলেন, এখানকার সকলে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। তৎপরে সম্মা জাতীয় সাখা নামক এক ব্যক্তি রাজদূত হইয়া এবং কচ্ছের ঘোটকাদি উপহার লইয়া দূদার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। দূদা ধন রত্ন ও খিলাত দ্বারা রাজদূতের সম্মান রাখিলেন।” এই ঘটনা দ্বাদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল।

সম্মা বা জাড়েজা (ঝাড়েজা) রাজগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বংশাবলী পাঠে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণপুত্র নরকাসুরের পুত্র বাণাসুর ও তাঁহার বংশধরেরা শোণিতপুর ও মিসরে রাজত্ব করিতেন। এই বংশে জাম নরপৎ নামক একজন রাজকুমার তিনটি ভাইকে সঙ্গে লইয়া মিসর (ইজিপ্ট) হইতে পলাইয়া আসেন। তিনি উর্খার নামক বন্দরে পোতারোহণ করিয়াছিলেন; সুরাষ্ট্রের ওখা নামক স্থিতিতে আসিয়া অবস্থান করেন। এখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

পশপৎ (অশ্বপতি) মুসলমান হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগপৎ বহুদিন সুরা ষ্ট্র ছিলেন, এখনও সুরাষ্ট্রের চূড়াসমা-বংশীয়েরা গজপতের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

নরপৎ একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ফিরোজ-শাহকে বিনাশ করিয়া খাখাৎ (কাথে) অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র শম্মা। ইনিই শম্মাদিগের আদিপুরুষ, তিনি মরুবাসী জাতীয় কুমুবা নাম্নী একজন সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে থেহ বা তেজকরের জন্ম। তেজকর প্রমাররমণীকে বিবাহ করেন। এই রমণী হইতে জামনেত নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। জামনেত একজন বীরপুরুষ, একজন রাঠোরকন্যা তাঁহার পত্নী। সেই পত্নীর গর্ভে জাম নৌতিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। নৌতিয়ারের পুত্রের নাম জাম উধরণ্দ্। উধরবদের প্রপৌত্র জাম অবড়া, ইনি কচ্ছের আড়াসা বিভাগের স্থাপয়িতা। ইহাঁর পুত্র জাম লাখিয়ার, তিনি সিন্ধুপ্রদেশে নগরসামই নামক স্থানে রাজত্ব করেন। লাখিয়ার একজন শোধী রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার অঙ্কলক্ষ্মী করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে ... তুরা (ঘোড়ার)। লাখার পুত্র উনড়। উনড়ের দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মোড় ও মনাই। শম্মাজাতীয় উক্ত কয়জনেই সিন্ধুপ্রদেশে এক একজন নায়ক ছিলেন। উনড় পিতার রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহা তাঁহার দুই ভায়ের প্রাণে সহিল না। উভয়ে মিলিয়া উনড়কে বিনাশ করিলেন। কিন্তু দেশের সকলেই তাঁহাদের উপর বিরক্ত হইল, কাজেই মোড় ও মানই উভয়ে কচ্ছপ্রদেশে পলাইয়া আসিলেন। এই সময়ে কচ্ছপ্রদেশে দুই ভায়ের কুটুম্ব বাগম্ চাবড়া রাজত্ব করিতেছিলেন। উভয়ে বাগম চাবড়াকেও যমালয়ে পাঠাইয়া এবং সাতপ্রকার বাঘেলাজাতিকে স্ববশে আনিয়া কচ্ছপ্রদেশ অধিকার করিলেন। পাঁচ পুরুষ রাজত্বের পর এই বংশের লোপ হয়।

উক্ত পাঁচজন রাজার মধ্যে ৪র্থ লাখা ফুলানির নামই কচ্ছপ্রদেশে প্রসিদ্ধ। তিনি খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কাঠিয়াবাড়ের আদকোট নামক স্থানে লাখা ফলানির পালিয়া আছে।

১৩১৬ সম্বতে লাখা ফুলানি খেড়কোটে রাজত্ব করিতেন। তিনি কাঠিজাতকে পরাস্ত করিয়া কাঠিয়াবাড়ের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। কেহ বলেন আদকোটে লাখা ফুলানির মৃত্যু হয়; আবার কেহ বলেন তাঁহার জামাতা তাঁহাকে বিনাশ করেন। ১৩০১ সম্বতে ফুলানির ভ্রাতুষ্পুত্র পুবরা গহানি রাজা হন। অল্পদিন রাজত্বের পর যক্ষের হাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি রাজী নাম্নী আপন বিধবা পত্নীকে রাখিয়া যান। রাজী লাখা জামকে কচ্ছদেশে ডাকাইয়া আনেন। লাখা জাম বৃজির পুত্র এবং জাম আড়ার পোষ্যপুত্র। ১৪০৬ সম্বতে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। তৎপরে সাহেব পুত্র জাড়া রাজা হইলেন, তাঁহা হইতে জাড়েজা-বংশের উৎপত্তি। প্রায় ১৪২১ সম্বতে লাখার পুত্র রত রায়ধন রাজা হন। তাঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র গজন কচ্ছের পশ্চিমাংশস্থিত বারা নামক ভূখণ্ড শাসন করিতেন।

১৫২৫ খৃঃ, ভীমজীর পুত্র জাম হামীরজী শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৫৩৭ খৃঃ, তিনি জাম রাবল হালা কর্ত্তৃক নিহত হন। রাবল হালাকেও দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। তিনি কাঠিয়াবাড় আসিয়া নবানগর পত্তন করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে হামীরজীর পুত্র খঙ্গার জন্মভূমি ছাড়িয়া আহ্মদাবাদে পলাইয়াছিলেন। এখানে মহ্মুদ শাহের সাহায্যে ১৫৪৮ খৃঃ (১৬০৫ সম্বতে) তিনি পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন। ভুজনগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। পরে পাঁচজন রাজার রাজত্বের পর মহারাও শ্রীপ্রাগমলজী রাজা হইলেন। তিনি রাজ্যলোভে আপন ভ্রাতা বেবজীকে বিনাশ করিয়াছিলেন। প্রাগমলের ভ্রাতা নাগলজী কোতারা, কোটড়ি, নজর, গোধ্রা প্রভৃতি নগর সংস্থাপন করেন। অবড়াসার জাড়েজাজাতীয় হলানীরা এই নাগলজীর বংশধর। জাড়েজাবংশীয়েরা নানা শাখায় বিভক্ত। অনেকেই মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুরুষানুক্রমে যে উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা কেহ পরিত্যাগ করেন নাই।

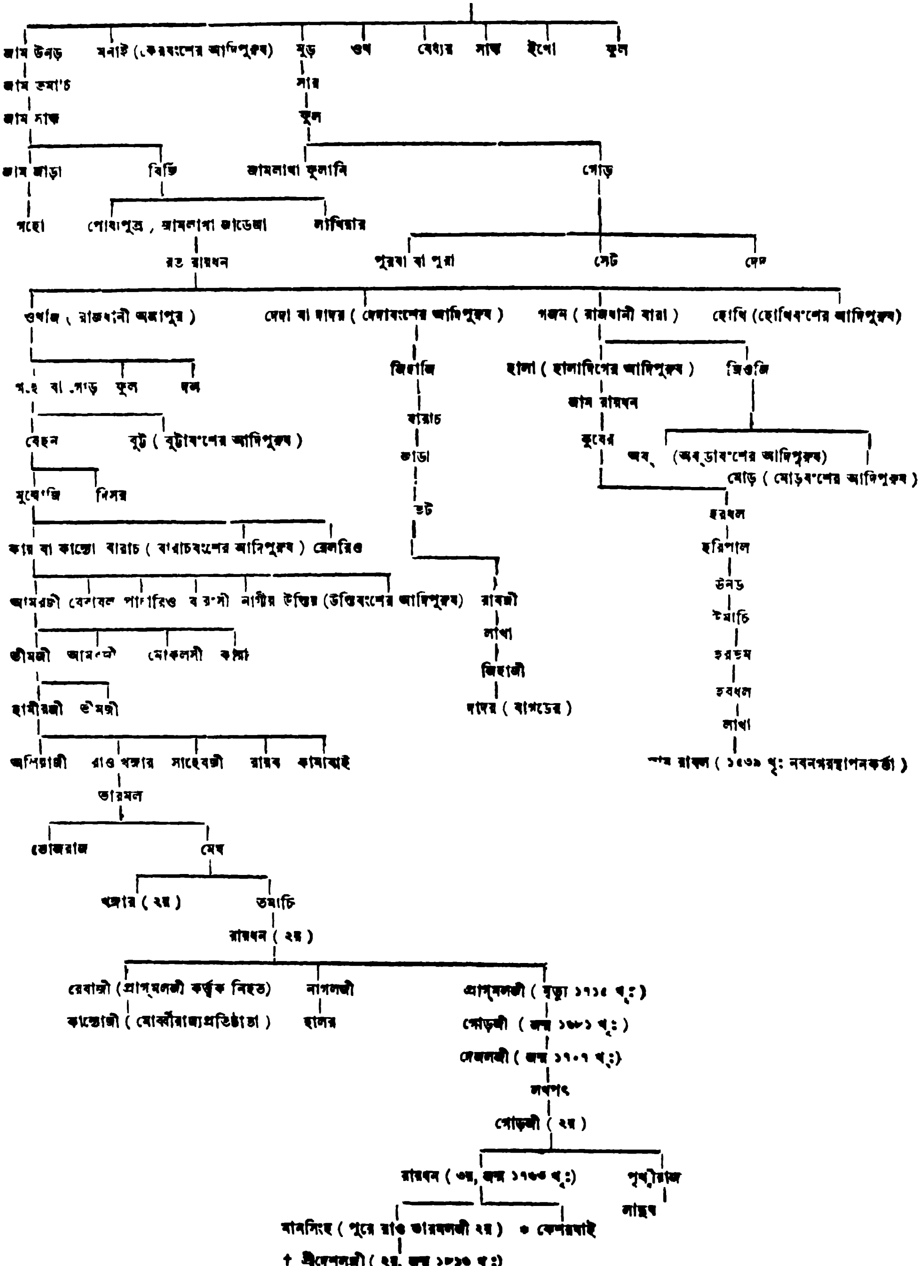
[জাড়েজা রাজবংশাবলী পর পৃষ্ঠায় দেখ]

কচ্ছপ্রদেশে কাঠি, আহীর জাতি ও জাড়েজাবংশ ছাড়া এই কয়প্রকার জাতি বাস করে। কোলি, মীয়াণা, চাবড়া, বাঘেলা রাজপুত, ভংসালী, লোহাণা বা লবাণা, সংহার, ভাটিয়া, বারড়, ভণীয়া, ছুপর, দল, ঝালা, খাওাগরা, মারড়া, কনডে, পশায়া, পেহা, মোকলসী মোকা রেলডীয়া, বরাংসা ও বেয়ার রাজপুত।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ঔদীচ, সারস্বত, পোখর্ণা, নাগর, সাচোরা, শ্রীমালী, গির্ণারা, মোঢ ও রাজগুরু ব্রাহ্মণ। মিস্ত্রী, কন্দোই, মোনি, সুরাঠিয়া, মূঢ ও বাইড়া নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। কাচ্ছেলা, মারুণা ও তুম্বেল এই তিন প্রকার চারণ।

কচ্ছে অনেক ব্রাহ্মণ ও রাজপুত মুসলমান হইয়াছে, তাহারা নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—মেহমণ, বোহোরা,

লাখা গোড়ারা।



* জুনাগড়ের নবাবের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। † [illegible]বংশাবলীতে এই রাজার নাম শেষ পাওয়া যায়।

আগরীয়া, আগা, ভাণ্ডারী, ভট্টি, দারাজ, মল্লারিয়া, ওটার, পাড়িয়ার, মুল, রাজড়, রায়মা সেড়াত, বেহন, হালিপুত্রা, নারঙ্গপুত্রা, নোড়, হিন্দোরা ও হিন্দোরাজা।

এখন কচ্ছপ্রদেশ ইংরাজদিগের অধিকারে।

ভূতত্ত্ব—কচ্ছপ্রদেশ গিরি ও শৈলময়, কেবল দক্ষিণভাগে সাগরপ্রান্তে উর্ব্বরা ভূখণ্ড পড়িয়া আছে। এখনাকার গিরিমালা এক একটি স্বতন্ত্র, কোনটি পূর্ব্বাভিমুখে, কোনটি পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে। রণের ধারে কতকগুলি দুর্গম গিরিমালা আছে। এই সকল পাহাড়ে বেলেপাথর, কয়লার স্তর, স্লেটের মাটি, স্লেট ও চূণ পাওয়া যায়।

কচ্ছের দক্ষিণভাগেও পাহাড় আছে, এই পাহাড় আগ্নেয়গিরির উপাদানে গঠিত।

কচ্ছপ্রদেশ নদীমাতৃক নয়, এখানে নদীর পরিবর্ত্তে নালা আছে, বর্ষাকালে চারিদিক্ জলময় হইলে ঐ নালা দিয়া জল বাহির হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে।

(কচ্ছপ্রদেশের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য—Elliot's History of India, Vol I. VI ; Indian Antiquary, Vol. V. P [illegible] Journal A S. Bengal, I. 296 ; Trans, Roy. A. S. II 569 , Travel's in Western India, P. 3 8 421 , Burnes's Narative of a visit to the Court of Sind, p. 286 ; Postans's Cutch, p 135 : Trans. Bombay, Lit. Soc II p. 239 ; Bombay Government Selection, No. XIII, XV , Archæological Survey of Western India, II , Report on the Architectural and Archaeological Remains in the province of Katch by D. P. Khakhar &c.)

কচ্ছ (ত্রি) কেন জলেন ছৃণাতি দীপ্যতে, বা ছদ্ ড। জলপ্রান্ত। ("নদীকচ্ছোদ্ভবং কান্তমুচ্ছ্রিতং ধ্বজসন্নিভম্।" ভারত সভাপ ৭০ অঃ।)

কচ্ছক (পুং) কচ্ছ-সংজ্ঞায়াং কন্। তুন্নবৃক্ষ, তুঁদ।

কচ্ছটিকা (স্ত্রী) কচ্ছং কচ্ছস্থলম্ অটতি প্রাপ্নোতি, কচ্ছ-অট্-অচ্, সংজ্ঞায়াং কন্, অত ইত্বঞ্চ। কচ্ছ, কাছা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়— কচ্ছ, কক্ষা, কচ্ছা, কচ্ছোটিকা ও কচ্ছাটিকা।

কচ্ছনাগ, নাগাজাতিবিশেষ। ইহারা আসামের নাগাপর্ব্বতে বাস করে। [নাগা দেখ।]

কচ্ছপ (পুং) কচ্ছে অনূপদেশে আত্মানং পাতি রক্ষতি, কচ্ছম্ তীরমো মুখসম্পুটং পাতীতি বা ; কচ্ছ-পা-ড। ১ কাছিম। সংস্কৃত পর্য্যায়—কূর্ম্ম, কমঠ, গূঢ়াঙ্গ, ধরণীধর, কচ্ছেষ্ট, বহুনাবাস, কঠিনপৃষ্ঠক, পঞ্চগুপ্ত, ক্রোড়াঙ্গ, পঞ্চনখ, গুহ, পীবর ও জলগুল্ম। বৈদিক নাম অকূপার। নিরুক্তকার যাস্ক লিখিয়াছেন, "কচ্ছপোঽপ্যকূপার উচ্যতে-ঽকূপারো ন কূপমৃচ্ছতীতি। কচ্ছপঃ কচ্ছং পাতি কচ্ছেন পাতীতি বা কচ্ছেন পিবতীতি বা। কচ্ছঃ খচ্ছঃ খচ্ছদঃ। অয়মপীতরো নদীকচ্ছ এতস্মাদেব কমুদকং তেন ছাদ্যতে।" (নিরুক্ত ৪।১৮)

ইংরাজীতে স্থলকচ্ছপকে টর্টয়স্ (Tortoise) এবং সমুদ্রকচ্ছপকে টার্টল (Turtle) কহে। ইহার য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক নাম চিলোনিয়া (Chelonia)।

পৃথিবীর নানাদেশে নানাপ্রকার কচ্ছপ দেখা যায়। আরিষ্টটল্ গ্রীকভাষায় তিনপ্রকার কচ্ছপের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—স্থলকচ্ছপ, জলকচ্ছপ এবং সমুদ্রকচ্ছপ। য়ুরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিদেরা কচ্ছপজাতিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—স্থলকচ্ছপ (Testudo), জলা কচ্ছপ (Emys), কঠিন আবরণযুক্ত কচ্ছপ (Chelydes), সমুদ্রকচ্ছপ (Chelonia) এবং কোমল কচ্ছপ (Trionyx)।

ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ডুমেরি এই কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—চারসিয়ান বা স্থলকচ্ছপ (Chersites), ইলোদিয়ান্ বা বিলকচ্ছপ (Elodites), পোটেমিয়ান্ বা নদীকচ্ছপ (Potamites), থালসিয়ান্ বা সমুদ্রকচ্ছপ (Thalassites)

সকল কচ্ছপের মুণ্ড সর্পাদি সরীসৃপের মত, একখানি অস্থিতে নির্ম্মিত, কিন্তু করোটি সকল জাতির সমান নয়।

স্থলকচ্ছপের মস্তক অণ্ডাকার এবং অগ্রভাগ বিষম; দুইটি চক্ষুর ব্যবধান কিছু বেশী, নাসিকার ছিদ্র বড়, পশ্চাৎভাগে চাপা। অক্ষকোটর গোলাকার ও বৃহৎ। পার্শ্বকপালাস্থি পশ্চাৎ কশেরুর মধ্যে ঝুঁকিয়া আছে এবং উভয় পার্শ্বে দুইখানি বৃহৎ শঙ্খাস্থি আছে। ঐ দুই মধ্যে মস্তকের বড় স্বরাস্থির গর্ত্ত।

কচ্ছপের উত্তমাঙ্গে নাসাস্থি থাকে না। সজীব অবস্থায় নাসিকাচ্ছিদ্র, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাতের ন্যায় অস্থিসকল দেখিতে পাওয়া যায়। নাসিকার অস্থিময় ছিদ্র একদিকে দীর্ঘ। ইহা কপালাস্থি, মাড়াস্থি, হনুস্থি এবং দুই ললাটাস্থি দ্বারা গঠিত।

জলাকচ্ছপের মস্তক চেপ্টা, ইহাদের সম্মুখ ললাট বিস্তৃত হইলেও অক্ষকোটর পর্য্যন্ত পৌঁছে না।

কোমল কচ্ছপের মুণ্ড সম্মুখদিকে বসা এবং পশ্চাদ্দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। ইহাদের পার্শ্বকপালের স্বরাস্থি ললাটের পশ্চাদ্ভাগ, শঙ্খাস্থি এবং গণ্ডাস্থি পরস্পর সংলগ্ন। ইহাদের মুখস অপর কচ্ছপ অপেক্ষা ছোট, অক্ষকোটর অনেকটা লম্বা, এবং নাসিকার ছিদ্র অতি ক্ষুদ্র।

কচ্ছপের নীচের কস কুম্ভীরের কসের ন্যায়। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিদের মতে ঠিক পাখীর কসের মত। ইহাদের অস্থিসকল পাখীর অস্থির ন্যায় অবিচ্ছিন্ন।

জলায় কচ্ছপ মানবের বিশেষ কার্য্যে আসে না। বঙ্গদেশের কেবল নীচ লোকেরা এই কচ্ছপ খায়। কিন্তু সমুদ্রকচ্ছপ মানবজাতির অনেক উপকারে লাগে। কেহ ইহা খায়, আবার কেহ ইহার অস্থিতে বাঁচকড়া প্রস্তুত করে।

স্থলকচ্ছপেরাও জল বড় ভালবাসে, তাহারা এককালে অধিক জল পান করে এবং কাদায় গড়াগড়ি দেয়। সাগর বেষ্টিত দ্বীপসমূহে স্থলকচ্ছপ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা বহুসংখ্যক একত্র দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়। যেখানে প্রস্রবণ আছে এমনতর স্থানই কচ্ছপের প্রিয়। তাহারা নানাস্থানে গর্ত্ত করিয়া রাখে, পথিকেরা পথে জল না পাইলে সেই গর্ত্ত ধরিয়া জলের সন্ধান করিতে পারে।

আমরা মহাভারতে গজকচ্ছপের যুদ্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইয়া থাকি, কিন্তু এখানকার চাথাম দ্বীপের কচ্ছপের বিবরণ শুনিলে সেই ঘটনা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ডারুইন সাহেব চাথাম দ্বীপে অতি বৃহদাকার কচ্ছপ দেখিয়াছিলেন। আর্কিপেলেগো দ্বীপপুঞ্জে এক একটি অতি বৃহৎ কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ এক একটি কচ্ছপের কেবলমাত্র মাংস ওজনে প্রায় ২॥০ মণ (২০০ পাউণ্ড) একটা কচ্ছপ সাত আট জন লোকে তুলিতে পারে কি না সন্দেহ। এই জাতীয় কচ্ছপের স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরাই বড়। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের লাঙ্গুলও বড় হয়। এই কচ্ছপেরা যখন জলশূন্য স্থানে থাকে, অথবা জল পান করিতে পায় না, তৎকালে গাছের পাতার রস খাইয়া থাকে।

যে সকল স্থলকচ্ছপ উচ্চস্থানে অথবা ঠাণ্ডা জায়গায় বাস করে, তাহারা তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট গাছের পাতা খায়। চাথাম দ্বীপবাসীরা বলে যে এখানকার স্থলকচ্ছপেরা ৩। ৪ দিন পর্য্যন্ত জলের ধারে থাকে, তৎপরে নিম্ন ভূমিতে ফিরিয়া আসে। কোন কোন স্থানে স্থলকচ্ছপেরা বৃষ্টির জল ভিন্ন অপর সময়ে জল খাইতে পায় না। তবু তাহারা জীবিত থাকে। পথে পিপাসা হইলে উক্ত দ্বীপবাসীরা কচ্ছপ মারিয়া তাহার থলি হইতে জল লইয়া পান করে, ঐ জল অতি পরিষ্কার, খাইতে কিছু কটু। সেখানকার স্থলকচ্ছপ প্রত্যহ দুই ক্রোশ হাঁটিতে পারে। শরৎকালে কচ্ছপের মিলনের সময়, এই সময়ে স্ত্রীপুরুষ একত্র হয়, পুরুষ সুখাবেশে মত্ত হইয়া প্রাণ ভরিয়া চিৎকার করিতে থাকে, সেই কর্কশধ্বনি ২০০ হাত দূর হইতে শুনা যায়। তখন দ্বীপনিবাসিগণ বুঝিতে পারে, এইবার কচ্ছপের ডিম্বপ্রসবের সময় হইয়াছে। যেখানে বালি পায়, কচ্ছপী সেইখানে ডিম পাড়ে, পরে ডিমের উপর বালি চাপা দেয়। পাহাড়ের উপর যেখানে সেখানে গর্ত্ত মধ্যে ডিম পাড়িয়া থাকে। এই ডিম দেখিতে সাদা, এক একটি ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হয়। একস্থানে ৭।৮ টি ডিম থাকে। ইহারা বধির, এই জন্য কেহ পশ্চাদ্দিক দিয়া ধরিতে আসিলে জানিতে পারে না। এই কচ্ছপ প্রায় শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকে।

বিলকচ্ছপ—অপর কচ্ছপজাতি হইতে বিলকচ্ছপের স্বভাব স্বতন্ত্র। স্থলকচ্ছপের মত ইহারা আস্তে চলে না, ইহারা জলে ও স্থলে অতি শীঘ্র যাতায়াত করিতে পারে। ইহার কেবল শাকসবজীতে সন্তুষ্ট নয়, সুবিধা পাইলে জীবজন্তু মৎস্যাদি ধরিয়া উদরপোষণ করে। ইহাদের ডিম প্রায়ই গোলাকার, শম্বুকাদির মত চূর্ণোৎপাদক আবরণে আচ্ছাদিত, বর্ণ সাদা। মাটিতে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ডিম পাড়ে, সচরাচর বিলের ধারেই গর্ত্ত করিয়া থাকে এবং যাহাতে শত্রুকর্ত্তৃক ডিম নষ্ট না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ সতর্ক হয়। বিলকচ্ছপ নানাপ্রকার। এসিয়ায় ১৬, আমেরিকায় ১৯, য়ুরোপে ২, এবং আফ্রিকায় ১ প্রকার বিলকচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়।

নদীকচ্ছপ—এই জাতীয় কচ্ছপ সর্ব্বদাই জলে বাস করে, সময়ে সময়ে ডাঙ্গায় উঠে। ইহারা অধিক বড় হয়, বড় হইলে এক একটা ওজনে পঁয়ত্রিশ সাড়ে পঁয়ত্রিশ সের পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহাদের খোলা পরিমাণে ১৩½ ইঞ্চ। জলমধ্যে এবং জলের উপরে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। দেহের নিম্নভাগ দেখিতে অল্প শ্বেতবর্ণ, গোলাপী অথবা নালের মত। কিন্তু উপরিভাগ নানাবিধ, সচরাচর পিঙ্গল বা পাংশুবর্ণ, তাহার উপর ছোট ছোট ফিট্‌কী দেখা যায়। রাত্রি আসিলে ইহারা আপনাদিগকে নিরাপদ্ মনে করে, এই সময় নদীতটে, নদীর নিকটে পতিত বৃক্ষশাখায় অথবা নদীর উপর ভাসমান কোন কাঠের উপর উঠিয়া বিশ্রাম করে, মানবের স্বর অথবা অপর কোন প্রকার শব্দ শুনিলে তৎক্ষণাৎ নদীগর্ভে ডুব মারে। এই কচ্ছপ বড় মৎস্যপ্রিয়, ইহারা ছোট ছোট কুমীরের ছানা পাইলে তাহাকেও ধরিয়া উদরসাৎ করে। শিকার অথবা আত্মরক্ষা করিবার সময় ইহারা তীববৎ মস্তক ও গ্রীবা সঞ্চালন করে। কাহাকে কামড়াইয়া ধরিলে শীঘ্র ছাড়ে না, দষ্টস্থান ছিঁড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দেয়। এই নিমিত্ত সকলেই এই জাতীয় কচ্ছপদিগকে ভয় করিয়া থাকে। এদেশের লোকেরা বলিয়া থাকে যে, একবার কচ্ছপ কামড়াইয়া ধরিলে মেঘ না ডাকিলে ছাড়ে না। এই জাতীয় স্ত্রীর সংখ্যাই অধিক, পুরুষের সংখ্যা অতি অল্প। স্ত্রীলোকে একবারে ৫০।৬০টি ডিম পাড়ে। স্ত্রীলোকের বয়সানুসারে ডিমের কমিবেশী হয়।

সমুদ্র-কচ্ছপ—সমুদ্রজলে সন্তরণ জন্ত এই জাতীয় কচ্ছপের মৎস্যের ন্যায় ডানা আছে, এরূপ অপর কোন জাতীয় কচ্ছপের নাই। ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও সন্তরণোপযোগী। ডিম পাড়িবার সময় ভিন্ন ইহারা প্রায় তটে উঠে না। কেহ কেহ বলেন, ইহারা রাত্রিকালে নির্জ্জন প্রান্তরে চরিয়া বেড়ায়।

সামুদ্রিক কচ্ছপেরা কখন কখন তাহাদের প্রিয় পাতা-লতা খাইবার জন্য উপকূলে উঠিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত গমন করে। ইহারা সমুদ্রের জলে নিস্পন্দভাবে ভাসিতে থাকে, দেখিলেই মৃত বলিয়া বোধ হয়। সন্তরণে ইহারা বিশেষ পটু; সামুদ্রিক উদ্ভিদ্‌গণই ইহাদের প্রধান খাদ্য, তবে যে যে সামুদ্রিক কচ্ছপের গাত্র হইতে কস্তুরিকার ন্যায় গন্ধ বাহির হয়, তাহারা ঝিনুকাদি ধরিয়া খায়।

ডিম পাড়িবার সময় এই জাতীয় স্ত্রীগণ রাত্রিকালে পুরুষকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র ছাড়িয়া অনেক দূরে কোন দ্বীপমধ্যে বালুকাময় স্থানে উপস্থিত হয়। বালির মধ্যে দুই ফিট একটি গর্ত্ত করে, সেই গর্ত্তে এককালে ১০০টি ডিম পাড়ে। এইরূপ দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে আরও দুইবার ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিমের আয়তন ছোট ছোট গোলাকার, সূর্য্যের উত্তাপে ১৫ হইতে ২৯ দিনের মধ্যে ফুটিয়া থাকে। ডিম ফুটিলে প্রথমে সেই কচ্ছপশিশুর পৃষ্ঠাবরণ হয় না। তখন শ্বেতবর্ণ দেখায়। এই সময়ে ইহাদের দারুণ বিপদ্। স্থলে পক্ষী, আবার জলে গিয়া পড়িবার সময় কুম্ভীর ও সামুদ্রিক মৎস্যগণ ইহাদিগকে ধরিয়া খায়। অতি অল্প-সংখ্যক মাত্র জীবিত থাকে। যে কয়টি বাঁচে, তাহারা সমুদ্র গর্ভে বর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে বৃহদাকার প্রাপ্ত হয়। তখন এক একটি ওজনে ২০ মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই জাতীয় কচ্ছপ মানবজাতির অনেক উপকারে আসে। নানা স্থানের লোকেরা ইহার মাংস খায়; বিশেষতঃ যেখানে কচ্ছপের খুব বড় খোলা পাওয়া যায়, সেখানকার লোকেরা ঐ খোলার নৌকা, কুটীর-আচ্ছাদন, গবাদির জাব দিবার পাত্র এবং অপর কয়েক প্রকার ব্যবহারের জিনিস নির্ম্মাণ করে।

এই জাতি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, উহা আবার ৯। ১০ প্রকার। এই কচ্ছপ জাতির খোলা পৃষ্ঠাবরণ হইতে উৎকৃষ্ট কাচকড়া তৈয়ারী হয়। [কাচকড়া দেখ।]

ভগবান্ মনুর মতে কচ্ছপ ভক্ষ্য পঞ্চনখান্তর্গত।

"শ্বাবিধং শল্যকং গোধা খড়্গকূর্ম্মশশাংস্তথা।

ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতো দতঃ॥" মনু ৫।১৮।

বরাহমিহির কচ্ছপজাতির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—

"স্ফটিকরজতবর্ণো নীলরাজীব চিত্রঃ

কলসসদৃশমূর্ত্তিশ্চারুবংশশ্চ কূর্ম্মঃ।

অরুণসমবপুর্বা সর্ষপাকারচিত্রঃ

সকলনৃপমহত্বং মন্দিরস্থঃ করোতি॥

অঞ্জনভৃঙ্গশ্যামবপুর্বা বিন্দুবিচিত্রোহব্যঙ্গশরীরঃ।

সর্পশিরা বা স্থূলগলো যঃ সোহপি নৃপাণাং রাষ্ট্রবিবৃদ্ধ্যৈ॥

বৈদূর্য্যত্বিট্‌স্থূলকণ্ঠস্ত্রিকোণো

গূঢচ্ছিদ্রশ্চারুবংশশ্চ শস্তঃ।

ক্রীড়াবাপ্যাং তোয়পূর্ণে মণৌ বা

কার্য্যঃ কূর্ম্মো মঙ্গলার্থং নরেন্দ্রৈঃ॥"

(বৃহৎসংহিতা ৬৭ অঃ)

যে কচ্ছপের বর্ণ স্ফটিক ও রজতের ন্যায়, দেহের উপর নীলপদ্মের মত চিহ্নিত, যাহার মূর্ত্তি কলসের ন্যায় পৃষ্ঠ মনোহর। অথবা যে কচ্ছপের দেহ অরুণবর্ণ ও সর্ষপের ন্যায় চিহ্নিত, এরূপ কচ্ছপ বাটীতে রাখিলে রাজার মহত্ত্ব-প্রকাশ করে।

যে কচ্ছপের শরীর অঞ্জন ও ভ্রমরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ বিন্দু বিন্দু চিত্রবিচিত্র, অথবা যাহার মাথা সাপের মত বা গলা স্থূল, এরূপ কচ্ছপ রাজাদিগের রাষ্ট্র বৃদ্ধি করে।

যে কচ্ছপ বৈদূর্য্যবর্ণ, স্থূলকণ্ঠ, ত্রিকোণ, গূঢ়চ্ছিদ্র ও মনোহর পৃষ্ঠদণ্ডবিশিষ্ট, তাহা ক্রীড়াবাপী প্রভৃতি অথবা জলপূর্ণ কলসে মঙ্গলার্থ রাখিলে রাজাদিগের কল্যাণ হয়।

বৈদ্যক মতে কচ্ছপমাংসের গুণ,—বায়ুনাশক, শুক্র-বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, বলবর্দ্ধক, মেধা ও স্মৃতিকারক, স্রোতঃসংশোধক, শোষদোষনাশক। ইহার চর্ম্ম পিত্তনাশক, পদ কফহারক ও ডিম্ব শুক্রবর্দ্ধক ও মধুর।

২ অবতার বিশেষ, [কূর্ম্ম দেখ।] ৩ নন্দীবৃক্ষ। ৪ কুবেরের নিধি বিশেষ। ৫ মল্লদিগের যুদ্ধকৌশল বিশেষ। ৬ বিশ্বা-মিত্রের পুত্র, হরিবংশে বিশ্বামিত্রের এই কয়েকটি পুত্রের নামোল্লেখ আছে,—দেবরাজ, দেবশ্রবা, কাত, হিরণ্যাক্ষ, রেণুমান্, সাঙ্কৃতি, গালব, মুদ্গল, বিশ্রুত, মধুচ্ছন্দা, প্রভৃতি, দেবল, অষ্টক, কচ্ছপ ও পূরিত। ৭ সর্পবিশেষ।

কচ্ছপিকা (স্ত্রী) কচ্ছপ-স্বার্থে কন্ অত ইত্বম্ টাপ্ চ। ক্ষুদ্র পীড়কাবিশেষ। প্রমেহরোগ হইতে উৎপন্ন হয়। সুশ্রুত মতে ইহার লক্ষণ,—দাহযুক্ত ও কচ্ছপাকৃতি, কফ ও বায়ু এই রোগের উৎপাদক। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার চিকিৎসা—এই রোগে প্রথমতঃ স্বেদক্রিয়া করিয়া, হরিদ্রা, কুড়, শর্করা, হরিতাল ও দারুহরিদ্রা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পাকিলে ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

কচ্ছপী (স্ত্রী) কচ্ছপ-ঙীষ্ (জাতেরস্ত্রীবিষয়াদয়োপধাৎ।

পা ৭ । ১ । ৩৩।) ১ কচ্ছপী। ২ পীড়কাবিশেষ। [কচ্ছ [illegible] পদ।] ৩ বীণাবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম কাছুয়া [illegible] । [illegible] খোল কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় চেপ্টা [illegible] না কচ্ছপী বা কূর্ম্মী বীণা। [illegible] [illegible] টেস্টাডা ও কচ্ছপী এই তিনই এক [illegible] এখনকার য়ুরোপীয় গীটার যন্ত্রের সহিত [illegible] সাদৃশ্য [illegible] হয়। য়ুরোপীয় গীটার [illegible] কচ্ছপী হইতেই গীটার সৃষ্টি [illegible] সহজেই স্বীকার করা যায়। [illegible] [illegible] নামে ব্যবহার করেন, উহা কচ্ছপীর অবয়বের মাত্র। [[illegible] শব্দ।] সরস্বতীর বীণা।

কচ্ছবতা [illegible] কচ্ছ [illegible], কচ্ছ [illegible] ([illegible] [illegible] । ১১৫। টাপ। দুর্ব্বা। (কচ্ছবহা [illegible]

কচ্ছা ([illegible] [illegible] ছাদয়তি, কচ্ছ [illegible] [illegible] অঞ্চল। ২ কচ্ছ। ৩ ঝিঁঝি [illegible] । ৪ বরা [illegible] ।

কচ্ছাট, [illegible] অন্তর্গত [illegible] মধ্যবর্ত্তী একটি [illegible] ([illegible])

কচ্ছাটিক [illegible]) কচ্ছ এব [illegible] অটন্ স্বার্থে কন্ টাপ্ চ। কচ্ছ, কাছা।

কচ্ছু [illegible]) [illegible] কষ উ ছাদ্যাদেশশ্চ ([illegible] । উ ১। ৮৬ [illegible]) [illegible] রোগবিশেষ [illegible] [illegible] পীড়কা, জ্বর, [illegible] [illegible] তাহার নাম কচ্ছু।

[illegible] । সোমরাজী [illegible] চাকুন্দ, [illegible] প্রত্যেক সমভাগে [illegible] সহিত [illegible] করিয়া প্রলেপ দিবে। ২। বাসকের কাঁচপাতা ও হরিদ্রা গোমূত্র [illegible] পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে [illegible] কচ্ছুরোগ বিনষ্ট হয়। ৩। হরিদ্রা পেষণ করিয়া [illegible] গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ৪। হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিবে। ৫। আকন্দ পত্রের রস ও হরিদ্রা কল্ক সহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে। ৬। [illegible] [illegible] রসে তৈল পাক করিয়া সেবন করিবে ([illegible])।

কচ্ছুঘ্না (স্ত্রী [illegible] কচ্ছু [illegible] টক্ ([illegible] পা ৩। ২। ৫ ।) [illegible] । ১ পটোল। ২ [illegible] দ্রব্যবিশেষ

কচ্ছুর (ত্রি) কচ্ছু [illegible] কচ্ছুর [illegible] কচ্ছ্বা [illegible] । পা ৫। ২। ১০৭ কাশিকা ৩।) রঃ। ১ কচ্ছুরোগযুক্ত। ২ পরস্ত্রীগামী। ৩ পামর।

কচ্ছুরা (স্ত্রী) কচ্ছুং কণ্ডুং রাতি দদাতি কচ্ছু রা ক (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩। ১। ১৩৬।) টাপ। ১ শূক শিম্বী। ২ দুরালভা। ৩ শঠী। ৪ যবাস। ৫ গ্রাহিণী, কীকট বৃক্ষ। ৬ বেশ্যা স্ত্রী।

কচ্ছুরাক্ষস তৈল (ক্লী) ভাবপ্রকাশোক্ত কচ্ছুরোগনাশক তৈলবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—সর্ষপতৈল ৴৮ সের, কল্কার্থ মনঃশিলা, হরিতাল, হীরাকষ গন্ধক, গৈরিক স্বর্ণক্ষীরী, পাষাণভেদী, শুণ্ঠী, কুড় পিপ্পলী বিষ লাঙ্গলা, করবীর, চক্রমর্দ্দ, বিড়ঙ্গ, চিতা, দন্তী ও নিমপাতা, প্রত্যেক এক তোলা। আকন্দের আঠা ও সিজের আঠা, প্রত্যেক এক পল। গোমূত্র ১৬ ষোল সের। মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে, দুঃসাধ্য কচ্ছু, পামা কণ্ডু ও অন্যান্য চর্ম্মরোগ এবং রক্তদোষ নষ্ট হয়।

কচ্ছুমতী (স্ত্রী) কচ্ছুঃ সাধনত্বেন অস্ত্যস্য ম, কচ্ছু মতুপ্ ঙীপ্। ১ শূক শিম্ব, আলকুশী। ২ কচ্ছুরোগযুক্তা স্ত্রী।
(কচ্ছুমতী শূকশিম্ব্যাং কচ্ছু [illegible] বাচ্যবৎ। শব্দার্থ।)

কচ্ছূ (স্ত্রী) কষ [illegible] হিনস্তি দেহম্, কষ উ, ছাদ্যাদেশশ্চ (কষেশ্ছশ্চ। উণ্ ১। ৮৩।) রোগবিশেষ। [কচ্ছু দেখ।]

কচ্ছোটিকা (স্ত্রী) কচ্ছ অটন্ [illegible] কন্ অত ইত্বং-টাপ্ চ, (পৃষো [illegible]) উকারাদেশঃ। কচ্ছ, কাছা।
(কচ্ছা কচ্ছোটিকা কক্ষা প [illegible] । হেম ১। ৩৩৯।)

কচ্ছোব ([illegible]) কেনশিরসা [illegible] লিপ্য [illegible] কচ্ছুর [illegible] [illegible]

কচ্ লোন। দশক [illegible] । [illegible] বার বার এক [illegible]

কচ্লা) দেশজ) ধোতবস্ত্র।

কচ্বী (স্ত্রী) কচু ঙীপ। কচু নামক কন্দবিশেষ।

কজ (ক্লী) কে জলে জায়তে, ক জন্ ড। কমল পদ্ম।

কজিঙ্গ (পুং) মহাভারতোক্ত ভারতের প্রাচীন জনপদবিশেষ। [illegible]) । সিংহলীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে এই স্থান "কজঙ্গেলে নিগমে" নামে উক্ত হইয়াছে। চৈনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ু [illegible] (কজুঘীর বা কজিঙ্গর) নামে এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন— "এই জনপদ প্রায় ২০০০লি (দেড় শত ক্রোশ) এখানকার ভূমি সমতল উর্ব্বরা যথারীতি কর্ষিত হয় এবং এখানে যথেষ্ট শস্য জন্মে। আবহাওয়া—গরম, অধিবাসীরা সরল, তাহারা বিদ্যা ও বিদ্বানের আদর করিয়া থাকে। এখানে ৬৭টি বৌদ্ধসঙ্ঘারাম এবং দশটি (হিন্দুর) দেবমন্দির আছে,

অনেকে দেবতাদর্শনে আসিয়া থাকে। কয়েক শত বর্ষ হইল, এখানকার রাজার মৃত্যু হয়,—তৎপরে নিকটস্থ রাজ্যের অধীন শাসিত হইত। নগর সকল উচ্ছন্ন হইয়াছে, অধিবাসীরা অনেকে আশে পাশে গ্রামমধ্যে ছড়াইয়া আছে। এই জনপদের দক্ষিণ প্রান্তে অনেক বন্য হস্তী বাস করে। উত্তর সীমান্তে গঙ্গার নিকটে একটি অত্যুচ্চ বৃহৎ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির আছে, ইহা অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যে বিভূষিত। ইহার চারিদিকে সিদ্ধগণ, দেবগণ ও বুদ্ধগণের মূর্ত্তি খোদিত আছে।"

চম্পা হইতে ৯২ মাইল দূরে এখনও কজেরি নামে একটী গ্রাম রহিয়াছে, অনেকে এই অঞ্চলে কজিঙ্গের অবস্থান সম্বন্ধে মত দিয়া থাকেন।

কজ্জল (ক্লী) কু কুৎসিতং জলম্ অস্মাৎ, কুৎসিতং চক্ষুঃস্থং যস্মাৎ জলং দূরীভূতং ভবত্যস্মাৎ, বহুব্রী, কোঃ কদাদেশঃ। অঞ্জন, কাজল। ইহার অপর সংস্কৃত নাম লোচক। আয়ুর্ব্বেদমতে নেত্ররোগে উপকারপ্রদ কতিপয় কজ্জল ব্যবহৃত [illegible] এইরূপ—১। ত্রিফলার জল, ভীমরাজের রস, শুঁটির ক্বাথ, মধু, ঘৃত, ছাগমূত্র ও গোমূত্র এই সকল দ্রব্যে ৭ বার সীসা নিষিক্ত করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়।

২। ত্রিফলার জল, ভীমরাজের রস, ঘৃত, বিষকন্দ, ছাগদুগ্ধ, মধু, এই সমুদায়ে প্রত্যহ এক খণ্ড উত্তপ্ত সীসা নিষিক্ত করিবে, এইরূপ ৭ বার করিয়া পরে ঐ সীসাদ্বারা শলাকা প্রস্তুত করিয়া পাতে অঞ্জনের সহিত প্রয়োগ করিলে বিবিধ নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

৩। তাম্র বা কাংস্যের পাত্রে তেঁতুল পত্রের রস রাখিয়া তাহাতে বচের মূল ও সৈন্ধব লবণ মর্দ্দন করিবে, পরে ঐ চূর্ণের সহিত শঙ্খচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে কাচ, অর্ম্ম ও অর্জ্জুন প্রভৃতি নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

৪। মাঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব লবণ একত্র চূর্ণ করিয়া, চক্ষে অঞ্জন দিলে তিমির রোগ নষ্ট হয়।

৫। বেণামূলের ক্বাথে সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিবে, ইহার অঞ্জনে সর্ব্বপ্রকার তিমির রোগ নষ্ট হয়।

[অঞ্জন দেখ।] ২ কৃষ্ণবর্ণ, কাল। ৩ (পুং) (কুৎসিতমপি দ্রব্যজাতং লতাগুল্মাদিকং জলয়তি জীবয়তি বর্ষণেন ইতি শেষঃ কু জল ণিচ্ অচ্-ত্বয়ঃ, কদাদেশশ্চ।) মেঘ। (কজ্জলস্তু পুমান্ মেঘেঽপ্যঞ্জনেঽপি চ। শব্দার্থ।) ৪ কামরূপের অন্তর্গত পর্ব্বতবিশেষ। (কালিকাপু°)

কজ্জলধ্বজ (পুং) কজ্জলং ধ্বজ ইব যস্য, বহুব্রী। প্রদীপশিখা। (প্রদীপঃ কজ্জলধ্বজঃ। হেম ৩।৯৮৩।)

কজ্জলরোচক (পুং ক্লী) কজ্জলং রোচয়তি, কজ্জল-রুচ-ণিচ্-অচ্ স্বার্থে কন্। দীপাধার, দেরকো, পিলসুজ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কৌমুদীবৃক্ষ, দীপবৃক্ষ, শিখাতরু দীপধ্বজ ও জ্যোৎস্নাবৃক্ষ। (কজ্জলরোচকোঽস্ত্রী দীপবৃক্ষকে। শব্দার্থ।)

কজ্জলা (স্ত্রী) মৎস্যবিশেষ, (Cyprinus atratus) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, কজ্জলী ও অসগুা।

কজ্জলিত (ত্রি) কজ্জলং জাতমস্য, কজ্জল ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) যাহা কাজল করা হইয়াছে।

কজ্জলী (স্ত্রী) কজ্জলমিবাচরতি, কজ্জল, ক্বিপ্ (নাম ধাতু) অচ্-ঙীষ্ চ। মিশ্রিত পারদ ও গন্ধক। সাধারণতঃ কজ্জলীসমপরিমাণ পারদ ও গন্ধক একত্র খলে মর্দ্দন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, পারদ গন্ধকে মিশ্রিত হইলেই কাল হইয়া উঠে, পরে সুচিক্কণ হইলেই ব্যবহারোপযোগী কজ্জলী প্রস্তুত হয়। ঔষধবিশেষে দ্বিভাগ গন্ধক দ্বারাও কজ্জলী প্রস্তুতের উপদেশ আছে।

কজ্জলীতীর্থ (ক্লী) কাজল। [কজ্জল দেখ।]

কঞ্চট (ক্লী) কঞ্চতে দীপ্যতে, কচি-অট্। জলজ শাকবিশেষ, কাচড়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জলজ, লাঙ্গলী, শারদী, তোয়পিপ্পলী, শকুলাদনী ও জলতণ্ডুলীয়। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—শ্লেষ্মনাশক, ধারক, শীতল, পিত্ত ও রক্তনাশক, লঘু, তিক্ত ও বায়ুনাশক।

কঞ্চটাদি (ক্লী) অতীসার রোগাধিকারের বৈদ্যকোক্ত পাচনবিশেষ। কাচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পানিফল পত্র, বালা, মুথা ও শুঁট, প্রত্যেক ২ তোলা /০ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া সেবন করিলে অতিবেগবান্ অতীসারও রুদ্ধ হয়। (চক্রদত্ত।)

কঞ্চটাবলেহ (পুং) বৈদ্যকোক্ত অতীসারাদি রোগাধিকারের ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—কাঁচড়াদাম /১ সের, তালমূলী /১ সের, ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, ঐ ক্বাথে চিনি /১ সের দিয়া পাক করিবে; চতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকি ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে, তাহাতে বরাক্রান্তা, ধাইফুল, আকনাদি, বেলশুঁট, পিপুল, সিদ্ধপত্র, আতইচ, যবক্ষার, সচললবণ, রসাঞ্জন ও মোচরস ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে মধু /০ এক

দোষা মিশ্রিত করিবে। দোষ, বল ও কাল বিবেচনাপূর্ব্বক মাত্রানুসারে প্রয়োগ করিলে, ইহা দ্বারা অতীসার, সংগ্রহ, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, উদররোগ, কোষ্ঠজ বিকার, শূল ও অরুচি নিবারিত হয়।

কঙ্কড় (পুং) কঙ্কতে শোভতে, কচি-অড়ন্, ইতিবাচ্য্। কাঁচড়াবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঙ্কট, কাচ, চক্রমর্দ্দ ও অঘূপ।

কঙ্কার (পুং) কং জলং চারয়তি রশ্মিভিরিতি শেষঃ ; ক চর-ণিচ্ অচ্। সূর্য্য। (কঙ্কারস্তু পুমান্ রবৌ। শব্দার্ক।)

কঙ্কিকা (স্ত্রী) কঙ্কতে বেণৌ প্রকাশতে, কচি বুল্-টাপ্, ইত্বঞ্চ। বংশশাখা, কঙ্কী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কুঞ্চিকা, ধ্বজ্ঞ ও ক্ষুদ্রাম্ফাট।

কঙ্কী (স্ত্রী) কঙ্কতে বেণৌ প্রকাশতে, কচি-অচ্ ইদিত্বাৎ-নুম,-ঙীপ্। বংশশাখা।

কঞ্চুক (পুং) কঞ্চতে সর্ব্বশরীরং দীপ্যতে, কচি বাহুলকাৎ উকন্ ইদিত্বাৎ নুম্। ১ সর্পত্বক্, সাপের খোলস্। ২ বর্ম্ম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বারবাণ ও বাণবার। ৩ স্ত্রীলোকের বক্ষআবরণ, কাঁচুলি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চোল, কঞ্চুলিকা, কূর্পাসক ও অঙ্গিকা। ৪ পুত্রাদির জন্মোৎসবাদি উপলক্ষে প্রভুর অঙ্গ হইতে বলপূর্ব্বক ভৃত্যরা যে বস্ত্র গ্রহণ করে।

(কঞ্চুকো বারবাণে স্যান্নির্ম্মোকে কবচেঽপি চ।
বদ্ধাপকগৃহীতাঙ্গবস্ত্রবস্ত্রে চ চোলকে। মেদিনী।)

৫ বস্ত্রমাত্র।

("দেবাংশ্চ তচ্ছ্বাসশিখাহতপ্রভান্।
ধূম্রাম্বরস্রগ্বরকঞ্চুকাননান্।" ভাগবত ৮।৭।১৫।)

৬ জামা।

কঞ্চুকালু (পুং) কঞ্চুকাঃ সন্ত্যস্য, কঞ্চুক-আলুচ্। সর্প। (কঞ্চুকালুঃ পুমানহৌ। শব্দাব্ধি।)

কঞ্চুকী [ন] (পুং) কঞ্চুকোঽস্ত্যস্য, কঞ্চুক-ইনি। ১রাজাদিগের অন্তঃপুররক্ষক ; ভরত মতে ইহার লক্ষণ, বিবিধ গুণশালী।

"অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধো বিপ্রো গুণগণান্বিত।
সর্ব্বকার্য্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে।"

সর্ব্বকার্য্যে নিপুণ, অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ বিপ্রকে কঞ্চুকী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সৌবিদল্ল, স্থাপত্য ও সৌবিদ। ২ যব। ৩ চোল। ৪ সর্প। ৫ লম্পট। ৬ ক্ষোদক বৃক্ষ। ৭ আবদ্ধকবচ, বর্ম্মিত ব্যক্তি।

কঞ্চুকী (স্ত্রী) কঞ্চয়তি রোগাদিকমুপশময়তি, কঞ্চ-ণিচ্-বাহুলকাৎ উকন্-ঙীষ্। ১ ঔষধবিশেষ। ২ ক্ষীরীশবৃক্ষ।

কঞ্চুলিকা (স্ত্রী) কঞ্চতে অঙ্গানি আবৃণোতি, কচি উলচ্ ভাব-স্বার্থে কন, হ্রস্বঃ টাপ্ চ। কাঁচুলি। ("স্ফুট মুক্তাফলৈর্ব্বিরচিত কঞ্চুলিকয়া ধৎসে মনোহারিণীম্।" অমরুশতক।)

কঞ্চুল (স্ত্রী) কচি উলচ্, স্ত্রীদিগের অলঙ্কার বিশেষ।

কঞ্জ (পুং) কে জলে শিরসি চ জায়তে, কম জন্ ড। ১ ব্রহ্মা। ২ কেশ চুল। ৩ (ক্লী) অমৃত। ৪ পদ্ম।

(কঞ্জঃ কেশে বিরিঞ্চৌ চ কঞ্জং পীযূষপদ্মযোঃ। মেদিনী।)

কঞ্জক (পুং) কঞ্জতে বাক্যানুচ্চারয়িতুং শক্নোতি কজি ণ্বুল্। পক্ষিবিশেষ, ময়না।

কঞ্জগিরি। কামরূপের সীমান্ত পর্ব্বতবিশেষ।

"উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াস্তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠাদিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে॥"

যোগিনীতন্ত্র ১১ পটল।

কঞ্জকী (স্ত্রী) কঞ্জক ঙীপ্। ময়না।

কঞ্জজ (পুং) কঞ্জাৎ বিষ্ণোর্নাভিপদ্মাৎ জাতঃ, কঞ্জ-জন-ড। ব্রহ্মা। ভাগবতে ব্রহ্মার নাভিপদ্ম হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে,—মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড জলময় হইলে, বিষ্ণু সমুদায় আপনাতে লীন করিয়া জলশায়ী হইয়া রহিলেন। এইরূপে সহস্র চতুর্যুগ অতীত হওয়ার পর তিনি স্বেচ্ছায় নাভি হইতে একটি পদ্মকোষ উৎপাদন করিলেন, তাহা হইতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (ভাগ° ৩। ৩। ১৯।।) ২ কাম।

(কঞ্জজো ব্রহ্মকাময়োঃ। শব্দার্ক।)

কঞ্জন (পুং) কং সুখং জনয়তি কম জন অণ্। ১ কন্দর্প। ২ পক্ষিবিশেষ, ময়না। (কঞ্জনস্তু পক্ষিভেদে কামেঽপি চ। শব্দাব্ধি।)

কঞ্জনাভ (পুং) কঞ্জং পদ্মং নাভৌ অস্য, কঞ্জনাভ সংজ্ঞায়াং অচ্। বিষ্ণু। ("ব্যজোদ যেন রূপেণ কঞ্জনাভস্তিরোদধে।" ভাগবত ৩। ৯। ৪৪।)

কঞ্জর (পুং) কং জলং মৃণাতি আকর্ষতি জারয়তি বা, কম কাজ-অরন্। ১ সূর্য্য। ২ ব্রহ্মা। ৩ উদর। ৪ হস্তী। ৫ ময়ূর। ৬ অগস্ত্যমুনি। ৭ আকন্দগাছ।

কঞ্জল (পুং) কঞ্জতে পঠিতুং শক্নোতি কজি কলচ্। মদনপক্ষী, ময়না। (কঞ্জলঃ পুমান পক্ষিভেদে। শব্দাব্ধি।)

কঞ্জলতা (স্ত্রী) লতাবিশেষের নাম (Asclepius odoratissima)

কঞ্জার (পুং) কং জলং জারয়তি, কম্ জৄ ণিচ্-অণ্। কজি-আরন্ বা (কঞ্জিমৃজিভ্যাং চিৎ। উণ্ ৩। ১৩৭।) ১ সূর্য্য। ২ ব্রহ্মা। ৩ অগস্ত্যমুনি। ৪ হস্তী। ৫ ময়ূর। ৬ ব্যঞ্জন।

কঞ্জিকা (স্ত্রী) কঞ্জতে ভূষিং ক্রিয়া উৎপদ্যতে, কঞ্জি-ণ্বুল্-টাপ্ ইত্বঞ্চ। ব্রাহ্মণযষ্টিবৃক্ষ, বামুনহাটী।

কঞ্জিয়া। মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার উত্তর প্রান্তস্থিত একটি প্রাচীন নগর। পূর্ব্বে এই স্থান বুন্দেলাদিগের অধিকারে ছিল। তৎকালে এখানকার শাসনকর্ত্তার করপীড়নে প্রজামাত্রে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিল। এখন এই স্থানের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে।

এখানকার প্রথম বুন্দেলা শাসনকর্ত্তা দেবীসিংহ, তাঁহার পুত্র শাহজী নগরের নিকটে পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই দুর্গ চতুষ্কোণাকার, চারি পার্শ্বে ৪টি গড়বাটী এখন ভগ্নপ্রায় পড়িয়া আছে।

১৭২৬ খৃঃ, ফুর্কাইয়ের নবাব হসন-উল্লা খাঁ শাহজীর বংশধর বিক্রমাদিত্যকে কঞ্জিয়া হইতে তাড়াইয়া দেন। বিক্রমাদিত্য পিপ্‌রাসি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই গ্রামে তাঁহার বংশধর অমৃতসিংহ ১৮৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত নিষ্কর পঞ্চগ্রামের আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

১৭৭৮ খৃঃ পেশোবার প্রতাপে হসনউল্লা বিতাড়িত হইলেন। পেশোবা আপন প্রিয় কর্ম্মচারী খণ্ডরাও ত্রিম্বককে এই নগর অর্পণ করিলেন। ১৮১৮ খৃঃ, খণ্ডরাওয়ের উত্তরাধিকারী রামচন্দ্র বল্লাল পেশোবাকে কঞ্জিয়া ও মলহারগড় ছাড়িয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইতাবা লইলেন। এই বর্ষে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই নগর সিন্ধিয়াকে প্রদান করেন। সাতান্ন সালের বিদ্রোহের সময়ে এখানকার বুন্দেলেরা অমৃতসিংহকে আপনাদিগের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু অমৃতসিংহ অল্প দিন মধ্যেই অপমানিত হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বুন্দেলাগণ নগর লুটপাট করিতে লাগিল। এই সময়ে সার হিউগ্ রোজ সসৈন্যে বুন্দেলাদিগের বিপক্ষে অগ্রসর হন। ইংরাজ সেনাপতির আগমনবার্ত্তা পাইয়া বুন্দেলাগণ ছত্রভঙ্গ হইল।

১৮৬০ খৃঃ, এই নগর বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীন সাগর জেলার সামিল হইল।

অক্ষা ২৪°২৩′৩০″ উঃ, এবং ৭৮°১৫′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

কট (পুং) কটতি মদবারি বর্ষতি, কট-অচ্। ১ হস্তীর গণ্ডস্থল। ("বহ্নস্থিনঃ কটকটাহতটং মিমঙ্ক্ষোঃ।" শিশুপা°।) ২ কটিদেশ। ৩ কটিদেশের পার্শ্বস্থ স্থান। ৪ মাঁদুর। ৫ দরমা। ৬ তৃণবিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত দড়ী, এই দড়ীর দ্বারা মসাই বেষ্টন করা হয়, ইহার সাধারণ নাম 'বড়'। ৪ তৃণাদি নির্ম্মিত পরদা। ৫ তৃণাদি নির্ম্মিত আসন। ৬ তক্তা। ৭ অতিশয়। ৮ শর। ৯ সময়। ১০ তৃণ। ১১ শব। ১২ শবরথ। ১৩ ওষধিবিশেষ। ১৪ শ্মশান। ১৫ রাক্ষসবিশেষ। ১৬ (ত্রি) কটয়তি প্রকাশয়তি ক্রিয়াং, কট্-ণিচ্-অচ্। ক্রিয়াকারক। ১৭ পাশা খেলিবার উপকরণবিশেষ।

("ত্রেতাহৃতসর্ব্বস্বঃ পাবরপতনাচ্চ শোষিতশরীরঃ।
নর্দ্দিতদর্শিতমার্গঃ কটেন বিনিপাতিতো যামি।" মৃচ্ছক°।)

কটক (পুং, ক্লী) কট্যতে নির্গমাতে অস্মাৎ নির্ঝরিণ্যাদিভিঃ, কট্-বুন্ (কৃঞাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং বুন্। উণ্ ৫। ৩৫) ১ পর্ব্বতের মধ্যদেশ; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়, নিতম্ব ও মেখলা। ২ বলয়। ৩ চক্র। ৪ হস্তিদন্তের ভূষণ। ৫ সৈন্ধবলবণ। ৬ রাজধানী। ৭ সৈন্য। ৮ নগরী। ৯ শিবির, যেখানে সৈন্যগণ সন্নিবেশিত হয়। ১০ সানু, পর্ব্বতের সমতল ভূমি।

কটক। উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্য জেলা। অক্ষাঃ ২০° ১′ ৫০″ ও ২১° ১০′ ১০″ উঃ মধ্যে এবং দ্রাঘি ৮৫° ৩৫′ ৪৫″ ও ৮৭° ৩′ ৩০″ পূ. মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ৩৮০৮ বর্গমাইল।

সীমা—কটকজেলার উত্তরসীমা বৈতরণীনদী এবং ধামরানদীর মোহনা; দক্ষিণে পুরী জেলা; পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে উড়িষ্যার অর্দ্ধস্বাধীন করদরাজ্যসমূহ।

এই জেলা ৩ প্রধান ভূভাগে বিভক্ত। ১—সমুদ্রের ধারে জলা ও জঙ্গল ৩ হইতে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার জঙ্গল ভূভাগ অনেকটা সুন্দরবনের জঙ্গলাদির ন্যায়, কিন্তু গঙ্গাতটের বনশোভা যেমন দর্শকের নয়নপ্রীতিকর এখানে তাহার অভাব আছে।

২—শস্যশ্যামল ধান্যভূমি, এই ভূভাগের একদিকে সমুদ্রতট এবং অপরদিকে গিরিমালা. ইহা প্রায় ২০ ক্রোশ বিস্তৃত। এই ভূমিখণ্ডে অপর্য্যাপ্ত ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে তাল, তমাল, আম্র, খর্জ্জুর প্রভৃতি গাছও বিস্তর জন্মে।

৩—পার্ব্বতীয় ভূভাগ; ইহা কটকজেলার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। পশ্চিমপ্রান্তে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড়। এই ভূভাগ হইতে শালতক্তা, লাক্ষা, গঁদ, তসরকীট, মৌচাক, শণ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এখানকার পাহাড়গুলি ছোট ছোট, সর্ব্বোচ্চ শিখর ২৫০০ ফিটের বেশী নয় বটে কিন্তু প্রায় সকলগুলি হিন্দুদিগের অতি পবিত্র দেবস্থান বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

কটকের পাহাড়ের মধ্যে এই কয়টি প্রধান—

আসিয়া পাহাড় (আলমগীর)—এই পাহাড় অনেকটা জায়গা যুড়িয়া আছে, ইহার প্রাচীন নাম চতুষ্পীঠ। পূর্ব্বে

এখানে নানাস্থান হইতে হিন্দুগণ তীর্থ করিতে আসিতেন। ইহার চারিটী বড় শৃঙ্গ, তন্মধ্যে একটি বিরূপা নদীর দিকে, তাহার বর্ত্তমান নাম আলমগীর, এই শৃঙ্গের উপর একটি উচ্চ মস্‌জিদ্ আছে। ১৭১৯-২০ খৃঃ অঃ, উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তা সুজা উদ্দীন এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মস্‌জিদ্ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যানও প্রচলিত আছে—

"একদিন মুহম্মদ ব্যোমপথে যাইতেছিলেন, সঙ্গে তাঁহার দলবলও ছিল। নেমাজের সময়ে সকলে নল্‌তিগিরি শৃঙ্গে নামিলেন। গিরিশৃঙ্গ দুলিতে লাগিল, তাঁহাদিগকে ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। তখন মুহম্মদ নল্‌তিগিরিকে অভি-শাপ করিয়া এখন যেখানে মস্‌জিদ্ আছে, সেইখানে আসিয়া অবস্থান করিলেন। যেথা'য় মুহম্মদ নেমাজ করিয়াছিলেন, এখনও তথায় তাঁহার পদচিহ্ন একখানি প্রস্তরের উপর রহিয়াছে। পূর্ব্বে এখানে জল পাওয়া যাইত না, মুহম্মদ আপন যষ্টি দ্বারা আঘাত করিবামাত্র স্বচ্ছসলিল প্রস্রবণ উৎপন্ন হইল। মুসলমান যাত্রীগণ পদচিহ্ন ও সেই প্রস্রবণ এখনও দেখিতে গিয়া থাকেন। সুজাউদ্দীন্ কটকে আসি-বার কালে হরাকপুরে শিবির স্থাপন করেন। এই স্থান হইতে তিনি গিরিশৃঙ্গোত্থিত নেমাজের ধ্বনি শুনিতে পান। তাঁহার অনুচরবর্গ নেমাজ শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিল, সকলেই গিরি-শৃঙ্গাভিমুখে যাইতে চাহিল। কিন্তু সুজা নিষেধ করিয়া বলিলেন, যদি আমরা উপস্থিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি, তবে ফিরিবার সময়ে সকলে ঐ গিরিশৃঙ্গে গিয়া নেমাজ করিব। সুজাউদ্দীনের জয় হইল, তিনি সসৈন্যে শৃঙ্গোপরি আসিয়া নেমাজ করিলেন। এইখানে তিনি সুন্দর মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।"

হিন্দুরা এই শৃঙ্গকে মণ্ডপ বলিয়া থাকেন। শৃঙ্গের নীচেই মণ্ডপগ্রাম, অতিপ্রাচীনকালে এখানে হিন্দুরা মণ্ডযজ্ঞ করিতেন।

উদয়গিরি—আসিয়া গিরিমালার ৪টি শৃঙ্গের মধ্যে উদয়-গিরিও একটি। আসিয়া গিরিমালার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধগণের দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। শৃঙ্গের উচ্চভাগ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিলে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি নয়নগোচর হয়। বৌদ্ধদিগের আধিপত্য কালে এখানে যে অনেক সঙ্ঘারাম ও বৌদ্ধচৈত্য ছিল, এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে।

উদয়গিরির পাদদেশে এক প্রকাণ্ড পদ্মপাণি বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে, এখানে আসিলে দর্শক অগ্রে মূর্ত্তি দেখিতে পান। মূর্ত্তিটি উচ্চে প্রায় ৯ ফিট্, একখানি পাথর খুদিয়া এই মূর্ত্তি গড়া হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক জঙ্গলে আচ্ছন্ন আর কতকাংশ ভূগর্ভে প্রোথিত। পদ্মপাণির বামহস্তে পদ্ম; নাসিকা, বাহু ও বক্ষঃস্থলে অলঙ্কার শোভা পাইতেছে; ডানহাত ও নাসিকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পদ্মপাণির মূর্ত্তি ছাড়াইয়া অনতিদূরে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, ইহারই নিকটে পাহাড়ের উপর একটি কূপ কাটা হইয়াছে, কূপ বিস্তারে ২৩ ফিট্, জল তুলিবার স্থান হইতে জল পর্য্যন্ত ২৮ ফিট্, চারিদিকে পাথরের বেড়া, উহা দৈর্ঘ্যে সাড়ে ৯৮½ ফিট, প্রস্থে ৩৮ ফিট ১১ ইঞ্চি। প্রবেশপথে দুইটা বড় বড় থাম আছে, এখন থামের মাথাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

শৃঙ্গের ৫০ ফিট্ উপরে জঙ্গল মধ্যে একটি চৈত্য পড়িয়া আছে, বৌদ্ধরাজদিগের সময়ে এখানে বৌদ্ধযতিগণের সমা-বেশ হইত। বৌদ্ধদিগের অবসান হইলে হিন্দুগণ এখানে অনেকগুলি দেবদেবী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। দেবদ্বেষী মুসলমানেরা অনেক মূর্ত্তির মস্তক ও বাহু ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এখানকার হিন্দুরা ঐ সকল মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। এই জঙ্গল মধ্যে একটী বৃহৎ তোরণের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, এই তোরণের সম্মুখে এক বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি ধ্যাননিমীলিত নেত্রে বসিয়া আছেন। তোরণের গঠন অতি চমৎকার, তিনখানি সুবৃহৎ প্রস্তরে গঠিত। মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তোরণের সোজা পাথরখানি পাঁচ স্তবকে বিভক্ত, স্তবকগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন দুই এক দিন হইল এই তোরণটি নির্ম্মিত হইয়াছে, স্তবকের ভিতরে যেন সহস্র নীলপদ্ম ফুটিয়া আছে, পাহাড় কাটিয়া কত যত্নের সহিত ঐ পদ্মগুলি খোদাই করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দ্বিতীয় স্তবকে কতকগুলি সশস্ত্র নরনারীমূর্ত্তি। মধ্য-স্তবকে কুসুমমালা বিভূষিত। চতুর্থ স্তবকে হাত ধরাধরি করিয়া পুরুষরমণী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান, সকলেই ফুলমালা দিয়া আবদ্ধ। শেষ স্তবক দেখিলে নয়ন মন জুড়ায়, কি সুন্দর কুসুমচিত্র! আহা এই নির্জ্জন বনমধ্যে কে সাধ করিয়া পাথরে ফুলের মালা গাঁথিল, ভাবিতে হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

তোরণ ছাড়াইয়া ১১ হাত গমন করিলে, একখানি ক্ষুদ্র গৃহ দেখা যায়। গৃহখানির চারিদিক কাঁটা গাছে ঢাকা। গৃহমধ্যে এক প্রকাণ্ড ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তি ৫½ ফিট উচ্চ। দেবদ্বেষী যবনেরা ইহার দক্ষিণ হস্ত ও নাসিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

অচল-বসন্ত—আসিয়া গিরির আর একটি শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গের নীচে মাঝিপুর নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে,

পূর্ব্বে এই নগরে এখানকার হিন্দুরাজগণের আবাস ছিল। এখনও তোরণ, প্রস্তরের উন্নতপ্রাঙ্গণ ও সুদৃঢ়প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়।

বড়দেবী—আসিয়াগিরির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। ইহার পাদদেশে এখানকার দুর্গাধিপতির আবাস ছিল, মুসলমান ও মারাঠা-দিগের সময় এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। প্রথমে যখন বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এখানকার জমির বন্দোবস্ত করিতে যান, এখানকার রাজা অবাধ্য হইয়া বৃটীশের অধীনতা অস্বীকার করেন, তখন হইতে এই স্থান মোগলবন্দীর সামিল হইল। এখন সেই প্রাচীন রাজার পরিবারবর্গ নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, সেই রাজারই এক পুরাতন দাস গড়নায়ক এক খণ্ড ভূমিদান করিয়াছেন, তাহাতেই রাজপরিবারের কায়-ক্লেশে জীবিকানির্ব্বাহ হয়।

নলতিগিরি—এই গিরিও আসিয়া গিরির অংশ, কেবল মধ্যে বিরূপানদীর দ্বারা দুইটী স্বতন্ত্র হইয়াছে। মটকদনগর পরগণার উত্তরপশ্চিম কোণে ইহার অবস্থিতি। এখানে চন্দনগাছ ভিন্ন অপর গাছ গাছড়া বড় একটা জন্মে না। গিরির নিম্ন শৃঙ্গে অতি প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, পূর্ব্বকালে উহাই বৌদ্ধমন্দিররূপে সুশোভিত ছিল। মণ্ডপ এককালে নষ্ট হইয়াছে, ৭।৮ ফিট উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ সকল এবং তাহারই নিকট দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই ধ্বংসা-বশেষের কাছে মুসলমানদিগের একটি ভগ্ন গোরস্থান দৃষ্ট হয়। বোধ হয় বৌদ্ধমন্দির ভাঙ্গিয়া ঐ গোরস্থান নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। মন্দিরের মণ্ডপ না থাকিলেও এখনও ঘর পড়িয়া আছে, উহার চারিদিকে প্রাচীর, মধ্যে অনেকগুলি অলঙ্কৃত বুদ্ধমূর্ত্তি। এখানকার লোকে ঐ সকল মূর্ত্তিকে অনন্ত-পুরুষোত্তম বলিয়া থাকেন।

নলতিগিরির উচ্চতর শৃঙ্গ উচ্চে সহস্র ফিট। এই শৃঙ্গের উপর প্রস্তর নির্ম্মিত একটি বৃহৎ মন্দির ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র পড়িয়া আছে। ইহারই ৫০০ ফিট নিম্নে হাতিখাল নামে একটি গুহা আছে, গুহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, এই-খানে ছয়টি বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই নিকট প্রাচীন কুটিল অক্ষরে খোদিত বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। অদূরে দুইটি সিংহোপরি শতদল-আসনা সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

অমরাবতী—এই পাহাড়কে এক্ষণে সকলে চটীয়া পাহাড় বলে। পাহাড়ের পূর্ব্বপাদদেশে প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গটী পাথর দিয়া যেরূপ দুর্ভেদ্য করা হইয়াছে, তাহা সাতিশয় প্রশংসনীয়। এই ভগ্নদুর্গের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, মধ্যে গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগের লোকেরা এই দুর্গের পাথর খুলিয়া লইয়া রাস্তায় লাগাইয়াছে। এই ভগ্ন দুর্গের এক দিকে ২টি সুসজ্জিত ইন্দ্রাণীর প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এই পাহাড়ের উপর অর্দ্ধ মাইল জুড়িয়া নীলপুকুর নামে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে।

মহাবিনায়ক—বারুণীবান্টা গিরিমালার একটি শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গ অতি পূর্ব্বকাল হইতে শৈবদিগের একটি পুণ্যপ্রদ তীর্থস্থান, যদিও এখন বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন হওয়ায় পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু শৈবযাত্রীগণ দলে দলে এখানে আসিয়া থাকেন। এই শৃঙ্গের মধ্যে একস্থান দেখিতে হস্তী শুণ্ডাকার, উহাকে লোকে মহাবিনায়ক বা গণেশমূর্ত্তি বলিয়া থাকেন। উহার উপর বিনায়কের মন্দির আছে। পাহাড়ের দক্ষিণমুখ শিব এবং বামমুখ গৌরী বলিয়া পূজিত হয়। এখান হইতে ৩০ ফিট্ উচ্চে একটি জলপ্রপাত আছে, তাহার জলেই দেবার্চ্চনা হয়। প্রপাতের নিকট শিবের অষ্টলিঙ্গ আছে।

নদী—কটক জেলা তিন প্রধান নদীতে বিভক্ত, উত্তরে কলুষনাশিনী বৈতরণী, মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণী এবং দক্ষিণে মহানদী। বৈতরণী নদী মহাভারতের সময় হইতে পুণ্যসলিলা গঙ্গার ন্যায় পূজনীয়া। পঞ্চপাণ্ডব এই নদীতে আসিয়া তর্পণ ও অবগাহন করিয়াছিলেন। বৈতরণী প্রবাহিত ভূমিখণ্ডকে পূর্ব্বকালে যজ্ঞীয় দেশ বলিত। [উৎকল, কলিঙ্গ, বৈতরণী দেখ।] এই তিন নদীর গুণে কটক জেলা শস্যশালিনী। নদীগুলি উচ্চ স্থান হইতে ক্রমশঃ নিম্নভূমিতে প্রবাহিত নয়, অথবা অপর নদী গ্রহণ করে নাই, নদীগুলি সমতল ভূমির উপর প্রবাহিত, এবং শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া কটক জেলাকে সুজলা সুফলা করিয়া রাখিয়াছে। কটক জেলায় জম্বু, বাকুদ প্রভৃতি কয়েকটি খালও আছে।

নগর—কটক জেলার এই কয়েকটি নগর—১ কটক, ২ যাজপুর, ৩ কেন্দ্রাপাড়া, ৪ জগৎসিংহপুর।

১ কটক—যেখানে মহানদী দ্বিধারা হইয়া দ্বীপাকার হইয়াছে, সেইখানে মহানদী ও কাটজুড়ি নদীর মুখে কটক নগর অবস্থিত। অক্ষা ২০°২৯´৪´´ উঃ, দ্রাঘি ৮৫° ৫৪´২৯´´পূঃ।

কটক নগর আজকালের সহর নয়। মাদলাপঞ্জীর মতে এই নগর প্রায় নয় শত বর্ষ পূর্ব্বে কেশরীবংশীয় কোন নৃপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারও অনেক পূর্ব্বে আর এক কটক সংস্থাপিত হইয়াছিল। ভবগুপ্তের অনুশাসন পত্রে কটকের উল্লেখ আছে। ভবগুপ্ত খৃষ্টের পঞ্চম শতা-ব্দীতে রাজত্ব করেন, অতএব ঐ সময়ে সেই কটক বিদ্যমান

ছিল। (Indian Antiquaray, Vol. V. 60.) কটকনগরের দেড়ক্রোশ পূর্ব্বে চৌদ্বার নামে একটি গ্রাম আছে, ইহাকে সাধারণে কটকচৌবার বলিয়া থাকে। এক সময়ে এই স্থানে উৎকলরাজ্যের রাজধানী ছিল। উৎকলের পঞ্জীর মতে এই নগর সর্পযজ্ঞ কালে রাজা জনমেজয় কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয়, এই কটকচৌদ্বারই তবগুপ্তের অনুশাসনোক্ত কটক হইবে। যদিও কটকচৌদ্বারের আর পূর্ব্বশ্রী নাই কিন্তু কোন সময়ে যে অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহা এই স্থান পরিদর্শন করিলেই জানা যায়। এই প্রাচীন নগরের পার্শ্বে কপালেশ্বর নামে একটি দুর্গ আছে, উৎকলরাজ চোরগঙ্গার সময়ে এই দুর্গ মধ্যে একটি সুবিস্তীর্ণ জলাশয় খনন করা হইয়াছিল, এখনও এখানকার লোকে এই জলাশয়কে চোরগঙ্গার পুকুর বলিয়া থাকে।

বর্ত্তমান কটকনগরেও বড়বাটী নামে একটি দুর্গ আছে। খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাজা অনঙ্গভীম এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৭৫০ খৃঃ, আহ্মদশাহের শাসনকালে এই দুর্গের উত্তরপশ্চিম প্রাকারসংযুক্ত ও পূর্ব্ব তোরণ নির্ম্মিত হয়। দুর্গটি দুই দফা পাথরের প্রাচীরে ঘেরা, চারিদিকে গড়খাই কাটা, দুর্গের মধ্যে একটা উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ আছে, তাহারই উপর জয়পতাকা উড়িত। আইন অকবরীর মতে এই দুর্গ মধ্যে রাজা মুকুন্দদেবের নয়তলা বাটী ছিল, কিন্তু এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। এখন কটকনগরে দেওয়ানী আদালত ও কমিশনরের প্রধান কার্য্যালয় আছে।

২ যাজপুর—এই নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুদিগের পুণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে, এইখানে আমাদের পুরাণোক্ত বিরজাক্ষেত্র, এই নগরে দেখিবার জিনিস অনেক আছে। এখন এই নগর যাজপুর সবডিভিজনের প্রধান স্থান।

[যাজপুর ও বিরজা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

৩ কেন্দ্রাপাড়া—এই নগর মহানদীর চিত্রতলা নাম্নী শাখার উত্তরে কিয়দ্দূরে অবস্থিত। মহারাষ্ট্রদিগের সময়ে এখানে একজন ফৌজদার ছিলেন, কুজঙ্গের রাজা তৎকালে নানাস্থানে লুটপাট আরম্ভ করিতেছিলেন, উক্ত রাজাকে শাসন করিবার জন্যই এখানে ফৌজদার অবস্থান করিতেন।

উদ্ভিজ্জ—কটক জেলায় ধান বেশ জন্মে, এখানে বিয়ালী, ঘোকসলী ও সাথিয়া ধানই প্রধান। বঙ্গদেশে যেমন আমন, এখানে সেইরূপ 'শারদ' জন্মে। আমনের ন্যায় শারদও নানাপ্রকার। বুট, ছোলা, মুগ, ব্রীহি, অড়হর, প্রভৃতি ডাল, সরিষা, তামাক, হলুদ, মেথী, পানমৌরী, পিয়াজ, রশুন, তিসি, খসা, পান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

ঔষধবৃক্ষের মধ্যে—আমলা, আক্রান্ধা, অর্জ্জুন, অর্ক, আশুরাবট, অশ্বগন্ধা, অশোক, আম, বেল, ভৃঙ্গরাজ, বামনহাটি, বকুল, বজ্রমূলা, ভালিয়া, বহেড়া, বেগুনীয়া, বেণা, বাসং, ভূতারি, বায়গোবা, বরকোলি, ভুঁই-বারুণী, বাকুচী, অনন্তমূল, চিরেতা, চিতামূল লালচিতামূল, চাকুন্দা, দাড়িম, ধুতুরা, দারুহরিদ্রা, দন্তী, দুধিয়া-লতা, গজপিপুল, ঘৃতকুমারী, গোলঞ্চ, গাব, গোখুর, হস্তীকর্ণ, হাড়ভাঙ্গা, হিজলীবাদাম, হরিতকী, ইন্দ্রযব, ইন্দ্রবারুণী, ইসপগুল, জাম, জৈত্রী জায়ফল, কৃষ্ণপর্ণী, কাঁটাকুসুম, কুচিলা, কালাদানা, কামরাঙ্গা, খেৎপাপড়া, কাসন্দী, মুথা, মটমটিয়া, মানকচু, মহানিম, নিম, নাগেশ্বর, ওল, ফুটফুটিয়া, পটোল, নালতে, পলাশ, রক্তচন্দন, তেঁতুল, তালমূলী, সোমরাজ, সজিনা, সোঁদাল, শালপাণী, সোণামুখ প্রভৃতি গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

কটকজেলায় হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি নানা শ্রেণী লোকের বাস। ইংরাজরাজত্বের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ বিদেশীয় আক্রমণে কটকজেলা নিতান্ত দরিদ্র ও হীনাবস্থা হইয়া পড়িয়াছিল। এখন আবার অবস্থা ক্রমশঃই ভাল হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন লোকে পরিশ্রমী ছিল, এখন আর তেমন নাই; কৃষকেরাও বিলাসী হইয়া পড়িতেছে। ক্রমশঃই এখানে বিলাতী দ্রব্যের আদর বাড়িতেছে, দেশী দ্রব্যাদির উপর শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতেছে।

[বালেশ্বর, পুরী প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কটকট (ত্রি) কটপ্রকারঃ, প্রকারে দ্বিত্বম্। ১ অত্যন্ত। ২ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৩ (পুং) মহাদেব। ৪ অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কটকটা (অব্য) কটকট-ডাচ্ (অব্যক্তানুকরণাদ্ দ্ব্যজবরার্দ্ধাদনিতৌ ডাচ্। পা ৫। ৪। ৫৭।) অনুকরণ শব্দবিশেষ।

("মুষ্টিভিশ্চ মহাঘোরৈরন্যোহন্যমভিজঘ্নতুঃ।
ততঃ কটকটাশব্দো বভূব সুমহাত্মনোঃ॥"
ভারত বন ১৫৭ অঃ।)

কটকার (ত্রি) কটং করোতি, কট-কৃ অণ্। শিল্পকার জাতিবিশেষ, শূদ্রাগর্ভে গোপনে বৈশ্য কর্ত্তৃক এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। মাদুর, দড়মা প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ইহাদিগের ব্যবসায়।

কটকী [ন্] (পুং) কটকো হস্ত্যাস্তি, কটক-ইনি। ১ পর্ব্বত। ২ (ত্রি) কটকযুক্ত।

কটকীয় (ত্রি) কটকায় হিতঃ, কটক-ছ। বলয়াদি প্রস্তুতের উপকরণ, স্বর্ণাদি।

কটকোল (পুং) কটতি বর্ষতি, কট্-অচ্; কটস্য কোলো ধনী তাবে যত্র, বহুব্রী। নিষ্ঠীবনপাত্র, পিকদানী।

(কটকোলঃ পুংসি পতদ্‌গ্রহে। শব্দাব্ধি।)

কটখাদক (ত্রি) কটং তৃণাদিকং সর্ব্বমেব খাদতি, কট-খাদ-ণ্বুল্। ১ সর্ব্বভক্ষক। ২ (কটং শবং খাদতি) শবখাদক। ৩ (পুং) কাচকলস। ৪ কাক। ৫ শৃগাল।

কটঘোষ (পুং) কটপ্রধানো ঘোষঃ, মধ্যপদলো°। ১ গোয়ালপাড়া। ২ পূর্ব্বদেশীয় গ্রামবিশেষ।

কটঙ্কট (পুং) কটং শবং কটতি জ্বালয়া আবৃণোতি, কট-কট্ বাহুলকাৎ খচ্। ১ অগ্নি।

("কটঙ্কটায় তারায় নমঃ পঞ্চশলায় চ।" অগ্নিপু°।)

২ স্বর্ণ। ৩ চিত্রাবৃক্ষ। ৪ গণেশ। ৫ রুদ্র।

কটঙ্কটেরী (স্ত্রী) কটঙ্কট° বহ্নিজং সুবর্ণতুল্যং বা কান্তিম্ ঈরয়তি প্রাপয়তি, কটঙ্কট ঈর-অণ্-ঙীপ্। ১ হরিদ্রা। ২ দারুহরিদ্রা।

কটচ্ছুরি (পুং) জাতি ও গোত্রবিশেষ। নাগরখণ্ডে কটচ্ছুরী নামে উক্ত হইয়াছে। (নাগর ২৭০। ৪)

পূর্ব্বকালে কটচ্ছুরি নামে এক প্রবল জাতি ভারতের নানাস্থানে রাজত্ব করিতেন, শিলালিপিতে এই জাতি কলচুরি নামে অভিহিত হইয়াছে। [কলচুরি দেখ।]

কটদান (স্ত্রী) কটে দেহবর্ত্তনং দীয়তেঽত্র কট-দা-ল্যুট্। শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বপরিবর্ত্তন উপলক্ষে উৎসববিশেষ। এই উৎসব ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রের মধ্যপাদযোগে সন্ধ্যাকালে কর্ত্তব্য। দেশভেদে নাম 'করোট দেওয়া।'

কটন (স্ত্রী) কটেন তৃণাদিনা অণ্যতে সম্পদ্যতে, কট-অন-অচ্। গৃহাচ্ছাদন, চাল।

কটনগর (স্ত্রী) পূর্ব্বদেশীয় নগরবিশেষ।

কটপল্বলা (স্ত্রী) প্রাগ্‌দেশীয় গ্রামবিশেষ।

কটপূতন (পুং) কটস্য শবস্য পূতাং তনোতি কটপূ-তন-অচ্। প্রেতবিশেষ। ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মত্যাগী হইলে এই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া শব ভক্ষণ করে।

"অমেধ্য কুণপাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপূতনঃ॥" মনু ১২। ৭১।

কটপ্রূ (পুং) কটে শ্মশানে প্রবতে বিচরতি, কট-প্রু কিপ্ দীর্ঘশ্চ। (কিব্বচি-প্রচ্ছি-শ্রিস্রুদ্রু-প্রজ্বাং দীর্ঘোঽসম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ২। ৫৭।) ১ মহাদেব। ২ রাক্ষস। ৩ বিদ্যাধর। ৪ পাশাক্রীড়ক।

(কটপ্রূঃ পুংসি রাক্ষসে। বিদ্যাধরে মহাদেবে তথা তাদক্ষদেবকে। মেদিনী।)

৫ কীট। ৬ বহুরূপী। (কটপ্রূঃ কামরূপী কী°°। উজ্জ্বলদত্ত।)

কটপ্রোথ (পুং, স্ত্রী) কটস্য কট্যাঃ প্রোথঃ মাংসপিণ্ডঃ ৬-তৎ। কটিদেশস্থ মাংসপিণ্ড, নিতম্ব।

(কটপ্রোথঃ স্ফিচি পুমান্। শব্দাব্ধি।)

কটভঙ্গ (পুং) কটানাং শস্যানাং হস্তেন ভঙ্গঃ। ১ হাত দিয়া শস্য ছেঁড়া। ২ (কটস্য সৈন্যসংঘস্য ভঙ্গো যস্মাৎ) রাজবিনাশ।

(কটভঙ্গস্তু শস্যানাং হস্তচ্ছেদে নৃপাত্যয়ে। মেদিনী।)

কটভী (স্ত্রী) কটবদ্ ভাতি, কট-ভা-ড-ঙীষ্। ১ জ্যোতিষ্মতীলতা, নয়াকটুকী। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—কটু ও তিক্ত রস, সারক, কফ ও বায়ুনাশক, অত্যন্ত উষ্ণ, বমনকারক, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, বুদ্ধিজনক ও স্মৃতিশক্তিপ্রদ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কটভী, জ্যোতিষ্ক, কঙ্গুনী, পারাবতপদী, পণ্যালতা ও কুকুন্দনী। ২ অপরাজিতা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নাস্তিক, শৌণ্ডী, পাটলী, কিণিহী, মধুরেণু, ক্ষুদ্রশ্যামা, কৈড়র্য্য ও শ্যামলা। রাজনির্ঘণ্ট মতে ইহার গুণ—কটু উষ্ণ, বায়ু, কফ ও অজীর্ণরোগনাশক। কটভী শ্বেত ও নীলভেদে দ্বিবিধ, উভয়ই সমগুণবিশিষ্ট। ইহার ফলেরও ঐ সকল গুণ, তবে ফল কফশুক্রকারী। [অপরাজিতা দেখ।] ৩ কাটাশিরীষ নামক বৃক্ষবিশেষ।

কটমালিনী (স্ত্রী) কটানাং কিণ্বাদ্যৌষধীনাং মালা সাধনত্বেন অস্ত্যাঃ অস্তি, কটমালা-ইনি-ঙীপ্। মদিরা; কিণ্বাদি ঔষধসমূহের দ্বারা ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কটম্ব (পুং) কটতি, কট অম্বচ্ (কৃকদিকডিকটিভ্যোঽম্বচ্। উণ্ ৪। ৮২।) ১ বাদ্যবিশেষ। ২ (কট্যতে আশ্রিয়তে শক্রুরনেন) বাণ। (কটম্বস্তু বাদ্যভিদি বাণে। শব্দাব্ধি।)

কটম্বরা (স্ত্রী) কটং গুণাতিশয়ং বৃণোতি ধারয়তি, কট-বৃ অচ্-টাপ্। কটুকী। [কটুকী দেখ।]

কটম্ভর (পুং) কটং গুণাতিশয়ং বিভর্ত্তি, কট-ভৃ-অচ্, মুম্ চ (সংজ্ঞায়াং ভৃ° বিজিধারিসহিতাপদমঃ। পা ৩।২।৪৬।) ১ শোণাবৃক্ষ। ২ কটভীবৃক্ষ।

কটম্ভরা (স্ত্রী) কটম্ভর-টাপ্। ১ রাজবালা। ২ প্রসারিণী, গন্ধভাদুলে। ৩ কটুকী। ৪ হস্তিনী। ৫ কলম্বিকা। ৬ গোলা। ৭ পুনর্ণবা। ৮ মূর্ব্বা।

(কটম্ভরা প্রসারিণ্যাং গোলায়াং গজযোষিতি।
কলম্বিকায়াং রোহিণ্যাং বর্ষাভূমূর্ব্বয়োরপি॥
হেম অনে ৪। ২৪৬-৭)

কটরকটর (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কটরমটর (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ। ছোলাভাজা প্রভৃতি চর্ব্বণকালে যে শব্দ হয়, তাহা এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কটব্রণ (পুং) কটঃ উৎকটঃ ব্রণো যুদ্ধকণ্ডুরস্য, বহুব্রী। ভীমসেন। [ভীমসেন দেখ।]

(কটব্রণঃ পুমান্ ভীমে। শব্দাব্ধি।)

কটশর্করা (স্ত্রী) কটঃ নলঃ শর্করেব মিষ্টরসত্বাৎ যস্যাঃ, বহুব্রী। গাঙ্গেষ্টীলতা, নাটাকরঞ্জ।

(কটশর্করা তু নাটাকরঞ্জকে স্ত্রিয়াম্। শব্দাব্ধি।)

কটা (স্ত্রী) কট্‌কী। ২ (দেশজ) কপিশ গৌরবর্ণ, কটাসে।

কটাকু (পুং) কটতি কৃচ্ছ্রেণ জীবিকাং নির্ব্বাহয়তি, কট কাকু (কটিকষিভ্যাং কাকুঃ। উণ্ ৩।৭৭।) পক্ষী।

কটাক্ষ (পুং) কটৌ অতিশায়িতৌ অক্ষিণী যত্র, কট-অক্ষি-ষচ্ (বহুব্রীহৌ সক্‌থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্। পা ৫।৪।১১৩।) কটং গণ্ডং অক্ষতি ব্যাপ্নোতি, কট-অক্ষ-অচ্ বা। ১ অপাঙ্গ দর্শন, আড়চোখে দেখা। ২ অপরের দোষদর্শন।

("ইতালঃ উপজীব্যানাং মাস্তানাং ব্যাখ্যানেষু কটাক্ষনিক্ষেপেণ।" সাহিত্যদং।)

কটাগ্নি (পুং) কটেন তৃণাদিবেষ্টনেন জাতোঽগ্নিঃ ৩-তৎ। তৃণাদি বেষ্টনের দ্বারা যে অগ্নি উৎপন্ন করা হয়।

"উভাবপি তু তাবেব ব্রাহ্মণ্যা গুপ্তয়া সহ।
বিপ্লুতৌ শূদ্রবদ্দণ্ড্যৌ দগ্ধব্যৌ বা কটাগ্নিনা॥"

মনু ৮।২৭৭।

কটাটঙ্ক (পুং) শিব।

কটাৎ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কটায়ন (ক্লী) কটস্য আসনবিশেষস্য অয়নং উৎপত্তিস্থানং, ৬-তৎ। বেণামূল। (কটায়নন্তু বীরণে। শব্দাব্ধি।)

কটার (পুং) কটং কন্দর্পমদং ঋচ্ছতি, কট ঋ-অণ্। ১ কামী। ২ লম্পট।

কটাল (ত্রি) কটোঽস্যাস্তি কট-লচ্-আত্বং (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭।) মন্দ গণ্ডযুক্ত।

কটাস (কটাক্ষ)। পঞ্জাবপ্রদেশের বিতস্তানদীতীরবর্ত্তী একটি তীর্থস্থান। এইখানে সাতঘরামন্দির আছে। এই তীর্থ দর্শন করিতে বিস্তর লোক আগমন করিয়া থাকে। এই স্থানে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং বর্ণিত 'পুণ্য প্রস্রবণ' ছিল।

কটাহ (পুং) কটং উত্তাপাদিকং আহন্তি নিবারয়তি, কট-আ-হন্-ড. ১ কাছিমের খোলা। ২ দ্বীপবিশেষ। ৩ পাক-পাত্রবিশেষ, কড়া। ৪ ভাজনাখোলা। ৫ কটং শক্রং আহন্তি। অল্পশৃঙ্গযুক্ত মহিষশাবক। ৬ নরকবিশেষ। ৭ কর্পর। ৮ কূপ। ৯ দুর্গা। ১০ মাথার খুলি। ১১ কাছাড়।

কটাহক (ক্লী) কটাহ-স্বার্থে কন্। কড়া।

কটি (পুং, স্ত্রী) কট্যতে বস্ত্রাদিনা দুঃপ্রিয়তেঽসৌ, কট-ইন্। শরীরের মধ্যদেশ, কোমর, কাঁকাল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কট, শ্রোণিফলক, শ্রোণী, ককুদ্মতী, শ্রোণিফল, কটী, শ্রোণি, কলত্র, কটীর, কাঞ্চীপদ ও করভ।

সুশ্রুত মতে কটিদেশে পাঁচখানি অস্থি আছে, তন্মধ্যে গুহ্য, যোনি ও নিতম্বদেশে ৪ খানি এবং ত্রিক স্থানে ১ খানি, অস্থিসংঘাতক ১, অস্থিসন্ধি ৩, এই সন্ধির নাম তুন্নসেবনী। স্নায়ু ৬০, পেশী উভয় নিতম্বে ৫টি করিয়া ১০টি, কটিদেশস্থ মর্ম্ম আম্রমর্ম্ম ইহার নাম কটীক, তরুণ অস্থি পৃষ্ঠবংশ অর্থাৎ মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অনতি নিম্নে কুকুন্দর নামক দুইটি মর্ম্ম আছে, তাহা হইতে কোনরূপে শোণিতস্রাব হইলে স্পর্শ-জ্ঞানশূন্য ও নিম্ন শরীরের চেষ্টা (গমনাগমন উত্থান প্রভৃতি) বিনষ্ট হইয়া যায়। নিতম্বের উপরিভাগে পার্শ্বান্তরে প্রতিবদ্ধ নিতম্ব নামক মর্ম্মদ্বয়, তাহা হইতে শোণিত ক্ষয় হইলে অধঃ-কায়ের শুষ্কতা ও দৌর্ব্বল্য ঘটিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কটিদেশের অভ্যন্তরস্থ মাংস ও রক্তবিশিষ্ট আশয়ের নাম মূত্রাশয় বা বস্তি ; অশ্মরীরোগ ব্যতীত অন্য কারণে তাহার উভয় দিক্ বিদ্ধ হইলে সদ্যঃমৃত্যু হয়। এক পার্শ্বভেদ করিলে মূত্রস্রাবী ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাও কষ্টসাধ্য। কটি-দেশে শিরা সংখ্যা ৮ বিটপস্থলে অর্থাৎ কুঁচকি ও কেশের মধ্যস্থলে দুই দুইটি করিয়া ৪টি ও কটিকতরুণে ৪টি। (সুশ্রুত শারীর ৫।৬ অঃ।)

কটিকা (স্ত্রী) প্রশস্তা কটিরস্যাঃ, কটি-কন্-টাপ্। যে স্ত্রীর কটিদেশ অতি সুন্দর।

কটিকূপ (ক্লী) কটিদেশস্থং কূপম্, মধ্যপদলো°। নিতম্বস্থ গর্ত্তদ্বয়, ককুন্দর।

কটিতট (ক্লী) কটিরেব তটং স্থানম্। কটিদেশ।

কটিত্র (ক্লী) কটিং ত্রায়তে, কটি-ত্রৈ-ক। ১ পরিধেয় বস্ত্র। ২ চন্দ্রহার। ৩ কটিবস্ত্র। ৪ চক্রাঙ্গ। ৫ কোমরবন্ধ।

("মৃণালগৌরং শিতিবাসসং স্ফুরৎ।
কিরীটকেয়ূরকটিত্রকঙ্কণম্॥" ভাগ ৬।১৬।৩০।)

কটিদেশ (ক্লী) কটিনামকঃ দেশঃ অবয়বম্, মধ্যপদলো°। কোমর, কাঁকাল।

কটিন্ (ত্রি) কটোঽস্তস্য, কট-ইনি (বৃহণকঠজিল ইত্যাদি। পা ৪।২।৮০।) কটিযুক্ত। [কটি দেখ।]

কটিপ্রোথ (পুং) কট্যাঃ প্রোথঃ মাংসপিণ্ডঃ, ৬তৎ। কটি-দেশস্থ মাংসপিণ্ড, নিতম্ব। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—স্ফিক্, পূলক, কটীপ্রোথ, কটি, প্রোথ ও পূল।

কটিভূষণ (ক্লী) কটের্ভূষণম্, ৬-তৎ। কটিদেশের অলঙ্কার, চন্দ্রহার।

কটিমালিকা (স্ত্রী) কটৌ মালেব, কটিমাল-কন্-ইত্বম্। চন্দ্রহার।

কটিরোহক (পুং) কটিং হস্তিপশ্চাদ্ভাগং রোহতি, কটি রুহ-ণ্বুল্। হস্তীর পশ্চাদ্ভাগ দিয়া যে হস্তীতে আরোহণ করে।

কটিল্ল (পুং) কটতি লতায়াং উৎপদ্যতে, কট্-বাহুলকাৎ ল্ল। কারবেল্ল, করেলা।

কটিল্লক (পুং) কটিল-স্বার্থে কন্। করেলা।

কটিবন্ধ (পুং) কটির্বধ্যতে যেন, কটি-বন্ধ-অচ্। কোমরবন্ধ, যাহা দ্বারা কটিদেশ বন্ধন করিয়া রাখা যায়।

কটিশীর্ষক (পুং) কটিঃ শীর্ষমিব, কটিশীর্ষসংজ্ঞায়াং কন্। কটিদেশ। (স্যাৎ কটিশীর্ষকঃ স্ফিচি। শব্দাব্ধি।)

কটিশূল (পুং) কটিস্থঃ শূলঃ শূলরোগঃ, কর্মধা০। কটিদেশস্থ শূলরোগ, কফ ও বায়ুজন্য কটিদেশে শূল উৎপন্ন হয়। গরুড় পুরাণের মতে—ইহার ঔষধ, একভাগ কুড় ও দুইভাগ হরীতকী উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কটিশূল নিবারণ হয়। [শূল দেখ।]

কটিশৃঙ্খলা (স্ত্রী) কট্যাঃ শৃঙ্খলা, ৬-তৎ। কটিদেশে ধারণের উপযুক্ত শৃ . . .

কটিসূত্র (ক্লী) কট্যাং ধার্য্যং সূত্রম্, মধ্যপদলো০। ১ চন্দ্রহার। ২ ঘুন্সি। স্মৃতিশাস্ত্রের মতে কেবল কার্পাস সূত্র ধারণ নিষিদ্ধ।

কটী [ন্] (ত্রি) কটঃ গণ্ডস্থলং প্রাশস্ত্যেনাস্যাস্তীতি কটশব্দার্থে ইনি (বৃহন্ কঠবিলসেনি ইত্যাদি। পা ৪। ২। ৮০) হস্তী।

কটী (স্ত্রী) কটি ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ৪১। ১ পিপ্পলী। ২ শ্রোণিদেশ।

কটীতল (পুং) কট্যাং তলমাস্পদমস্য। অস্য কটিদেশধারণ-প্রসিদ্ধেঃ কটীতল ইতি খ্যাতিঃ। বক্রখড্গ, তলবার।

কটীর (পুং) কট্যতে আশ্রিয়তেহসৌ, কট্যতে গম্যতেহনেন ইতি কর্ম্মণি করণে বা কট-ইরন্ (কৃশৄকটিপটিশৌটিভ্য ইরন্। উণ্ ৪। ৩০) ১ কন্দর। ২ জঘনদেশ। ৩ নিতম্ব। ৪ কটি। (ক্লী) কট্যতে আশ্রিয়তে ইদং বাসনা ইতি কর্ম্মণি কট-ইরন্। কটি।

কটীরক (পুং) কটীর-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা, কন্। ১ জঘন। ২ কন্দর, গিরিগহ্বর। (পুং, ক্লী) কটি।

কটু (ক্লী) কটতি সদাচারমাবৃণোতীতি। কট-উণ্। ১ অসৎকার্য্য। ২ দূষণ।

কটু (পুং) কটতি তীক্ষ্ণতয়া রসনাং মুখং বা আবৃণোতি যদ্বা কটতি বর্ষতি চক্ষুর্মুখনাসিকাদিভ্যো জলং স্রাবয়তীতি। কট্-উণ্ (অধশ্চ (১৮) উণাদিসূত্রে চকারাৎ) কটিবটিভ্যাং চ।) বাল।

বাভটমতে কটুরসের লক্ষণ—জিহ্বা চিম্ চিম্ করিয়া অত্যন্ত উদ্বেজিত হইয়া উঠে, মুখ হইতে লালাস্রাব হয়, এবং গণ্ডদ্বয় ও মুখমধ্যে অতিশয় দাহ করে। চরকের মতে ইহার গুণ—মুখশোধক, অগ্নির উদ্দীপক, ভুক্ত বস্তুর পরিশোধক, নাসিকা ও চক্ষুঃস্রাবকারক, ইন্দ্রিয়সকল প্রফুল্লজনক; অলসক, শোথ, উদর্দ্দ, অভিষ্যন্দ, স্নেহ, স্বেদ, ক্লেদ ও মলনাশক ; অন্নের রুচিকারক ; কণ্ডু, ব্রণ ও ক্রিমিবিনাশক, ঘনীভূত রক্ত ভিন্নকারক। ইহাতে স্রোতঃসকল আবৃত এবং শ্লেষ্মার উপশম করে।

কটুরস অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে, শুক্রহানি, গ্লানি, অবসাদ, কৃশতা, মূর্চ্ছা, প্রান্তি, কণ্ঠদাহ, শারীরিক তাপ, বলক্ষীণ, তৃষ্ণা; এবং বায়ু ও অগ্নির বাহুল্য জন্য ভ্রম, মদ, বেদনা, কম্প, সূচীবেধবৎ পীড়া, ভেদ ও বাহুপার্শ্বে অন্যান্য বায়ুজন্য বিকার উপস্থিত হয়। ২ চাঁপাগাছ। ৩ চীনকর্পূর। ৪ পটোল। ৫ কটীলতা। (স্ত্রী) ৬ কটুকী। ৭ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। ৮ রাইসর্ষপ। (ত্রি) ৯ তিক্ত। ১০ কষায়। ১১ বিরস। ১২ পরশ্রীকাতর। ১৩ অপ্রিয়। ১৪ তীক্ষ্ণ। ১৫ উষ্ণ। ১৬ সুরভি। ১৭ দুর্গন্ধ। ১৮ কুৎসিত। ১৯ কটুরসবিশিষ্ট। ২০ (ক্লী) অকার্য্য।

কটুক (ক্লী) কটূনাং কটুরসানাং ত্রয়ং, কটু সংজ্ঞায়াং কন্। ১ ত্রিকটু ; শুঁট, পিপুল ও মরিচ। ২ (কটু-স্বার্থে কন্) (ত্রি) অপ্রিয়। ("দুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ কটুকান্যভ্যভাষতাম্।"

ভারত অনুদ্যূত ৭৭। ১

(পুং) ৩ কটুরস। ৪ পটোল। ৫ সুগন্ধি তৃণ। ৬ কুটজবৃক্ষ। ৭ আকন্দবৃক্ষ। ৮ রাজসর্ষপ। ৯ নাটা।

কটুকত্রয় (ক্লী) কটুকানাং কটুরসানাং ত্রয়ম্, ৬-তৎ। ত্রিকটু, শুঁট, পিপুল ও মরিচ।

কটুকত্ব (ক্লী) কটুকস্য ভাবঃ, কটুক-ত্ব (তস্য ভাবস্তলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) কটুতা।

কটুকন্দ (পুং) কটুঃ কন্দো মূলমস্য। ১ সজিনাগাছ। ২ আদা। ৩ লশুন। (কটুকন্দঃ পুমান্ শিগ্রৌ শৃঙ্গবেরসোনয়োঃ। মেদিনী।)

কটুকফল (ক্লী) কটুকং ফলমস্য, বহুব্রী। কঙ্কোল।

কটুকভক্ষী [ন্] (পুং) গোত্রপ্রবরবিশেষ।

কটুকরঞ্জ (পুং) নাটা করঞ্জ।

কটুকরোহিণী (স্ত্রী) কটুকা সতী রোহতি, কটুক-রুহ-ণিনি। কটকী।

কটুকবল্লী (স্ত্রী) কটুকা চাসৌ বল্লী চেতি, কর্মধা। কটকী।

কটুকা (স্ত্রী) কটু-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্। ১ কটকী, ইহার

সংস্কৃত পর্য্যায়—অননী, তিক্তা, রোহিণী, তিক্তরোহিণী, চক্রাঙ্গী, মৎস্যপিত্তা, বকুলা, শকুলাদনী, সাদনী, শতপর্ব্বা, বিজাঙ্গী, মলভেদিনী, অশোকরোহিণী, কৃষ্ণা, কৃষ্ণভেদী, মহৌষধী, কটী, অঞ্জনী, কাণ্ডরুহা, কটু, কটুরোহিণী, কটুকরোহিণী, কেদারকটুকা, অরিষ্টা, পাষাণী, কটম্ভরা, কটুম্ভরা ও অশোকা। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—অতি কটু, তিক্ত, শীতল, পিত্ত, রক্ত, দাহ, কফ, অরুচি, শ্বাস ও জ্বরনাশক। ২ তাম্বূলী। ৩ কুলিক বৃক্ষ। ৪ রাইসরিষা। ৫ তিতলাউ।

কটুকাদ্যলোহ (ক্লী) শোথাধিকারের বৈদ্যকোক্ত ঔষধ বিশেষ। এই ঔষধ কটকী ত্রিকটু, দন্তিমূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপ্পলী, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ লৌহের সহিত মিশ্রিত করিলে প্রস্তুত হয়। ইহা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শোথরোগ বিনষ্ট হয়।

কটুকীগ্রাম। চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। (ব্রহ্মখণ্ড ৪২। ৮২)

কটুকাটব্য (ক্লী) কটু চ তৎ কাটব্যঞ্চেতি, কর্ম্মধা। ১ অত্যন্ত কর্কশ বাক্য। ২ গালাগালি।

কটুকালাবু (পুং) কটুকশ্চাসৌ অলাবুশ্চেতি, কর্ম্মধা। তিক্ত অলাবু, তিতলাউ।

কটুকী (স্ত্রী) কটু-স্বার্থে কন্-ঙীষ্। কটকী।

কটুকীট (পুং) কটুস্তীক্ষ্ণঃ দংশনেন দুঃখপ্রদঃ কীটঃ কর্ম্মধা। মশক, মশা। (কটুকীটস্তু মশকে। শব্দার্থ।)

কটুকীটক (পুং) কটুকীট-স্বার্থে কন্। মশক।

কটুকাণ (পুং) কটুঃ কর্কশঃ কাণঃ শব্দো যস্য, বহুব্রী। টিট্টিভ পক্ষী।

(টিট্টিভস্ত কটুকাণ উৎপাদ শয়নশ্চ সঃ। হেম ৪। ৩৯৬।)

কটুগ্রন্থি (ক্লী) কটুস্তীব্রো গ্রন্থিমূলস্য, বহুব্রী। ১ পিপ্পলী মূল। ২ শুণ্ঠী।

কটুকতা (স্ত্রী) কটু দূষিতং করোতি, কটু-কৃ-ড মুম্ (পৃষো-দরাদিত্বাৎ।) তস্য ভাবঃ, কটুক-তল্-টাপ্। নিত্যকর্ম্ম ও আচারে নিষ্ঠুরতা।

(নিত্যকর্ম্মসমাচারনিষ্ঠুরত্বে কটুকতা। হারা।)

কটুচাতুর্জাতক (ক্লী) চতুর্ভ্যো জাতকং স্বার্থে অণ্, কটু চ তৎ চাতুর্জাতকঞ্চেতি, কর্ম্মধা। এলাইচ, দারুচিনি, তেজ-পত্র ও মরিচ এই চারিটী বস্তুবোধক।

কটুচ্ছদ (পুং) কটুশ্ছদঃ পত্রমস্য, বহুব্রী। টগর বৃক্ষ। (কটুচ্ছদস্ত টগরে। শব্দার্থ।)

কটুতা (স্ত্রী) কটু-তল্-টাপ্। ১ উগ্রতা। ২ তীক্ষ্ণতা। ৩ অপ্রিয়তা। ৪ কর্কশতা।

কটুতিক্তক (পুং) কটুশ্চাসৌ তিক্তশ্চেতি, কটুতিক্ত স্বার্থে-কন্। ১ শোণগাছ। ২ চিরাতা।

কটুতিক্তা (স্ত্রী) বিপাকে কটুঃ স্বাদে তিক্তা। তিতলাউ।

কটুতিক্তিকা (স্ত্রী) কটুতিক্ত-স্বার্থে কন্ টাপ্, অত ইত্বম্। তিতলাউ।

কটুতুণ্ডিকা (স্ত্রী) কটুতুণ্ড-স্বার্থে কন্-টাপ্, অত ইত্বম্। তিতলাউ।

কটুতুণ্ডী (স্ত্রী) কটু তীব্রং তুণ্ডমস্যাঃ, কটুতুণ্ড-স্বার্থে কন্, অত ইত্বম্। লতাবিশেষ, তিক্তঝিঙা। কটুতরাই। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তিক্ততুণ্ডী, তিক্তাখ্যা, কটুকা।

রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত; কফ, বমন, বিষ, অরোচক, রক্ত ও পিত্তনাশক, স্রোতঃশোধক এবং বিরেচক।

কটুতুম্বী (স্ত্রী) কটুশ্চাসৌ তুম্বী চেতি, কর্ম্মধা। তিক্ত অলাবু, তিতলাউ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—ইক্ষ্বাকু, কটুকালাবু, নৃপাত্মজা, কটুতিক্তিকা, কটুফলা, তুম্বিনী, কটুতুম্বিনী, বৃহৎ-ফলা, রাজপুত্রী, তিক্তবীজা ও তুম্বিকা।

রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, বমনকারক, শ্বাস, বায়ু, কাস, শোথ, ব্রণ, শূকবিষ, পাণ্ডু, কৃমি ও কফনাশক, শোধক এবং লঘুপাকী। [অলাবু দেখ।]

কটুতৈল (ক্লী) কটু তীক্ষ্ণং তৈলং কর্ম্মধা। সরিষার তৈল। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—অগ্নিদীপক, কটুরস ও পাকে কটু, লঘু, শরীরের কৃশতাকারক, লেখন, উষ্ণস্পর্শ ও উষ্ণ-বীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রক্তপিত্তদূষিতকর, কফ, মেদ, বায়ু, অর্শঃ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শিত্র (ধবল) কোঠ ও দুষ্টব্রণনাশক। রাইসরিষা ও শ্বেতসরিষার তৈলও এইরূপ গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ তাহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপন্ন হয়।

সর্ষপতৈলের দ্বারাও আয়ুর্ব্বেদ মতে অনেক রোগনাশক তৈল প্রস্তুত হয়, সেই সকল তৈল প্রস্তুতের পূর্ব্বে তৈলে মূর্চ্ছাপাক দিতে হয়।

কটুতৈলের মূর্চ্ছাপাক এইরূপ—দৃঢ় কড়ায় করিয়া তৈল মৃদু মৃদু জ্বাল দিতে হয়, ফেনশূন্য হইলে উনুন বা চুলী হইতে নামাইয়া মঞ্জিষ্ঠা, আমলা, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, দাড়িম্বছাল, নাগেশ্বর, কৃষ্ণজীরা, বালুকা ও বহেড়া ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিবে। প্রত্যেক বস্তুই শিলে পেষণ করিয়া জলে গুলিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিতে হয়। /৹ চারিসের তৈলের উপযুক্ত

দ্রব্য পরিমাণ —মঞ্জিষ্ঠা ২ পল, অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, জল।৬ সের।

কটুত্রয় (ক্লী) কটুনাং কটুরসানাং ত্রয়ম্, ৬তৎ। ত্রিকটু; শুঁট পিপুল ও মরিচ। বাভটে লিখিত আছে,—ত্রিকটু স্থূলতা, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, শ্লীপদ ও পীনস রোগ নষ্ট করে।

কটুদলা (স্ত্রী) কটু দলং পত্রং যস্যাঃ, বহুব্রী। কর্কটী, কাঁকুড়।

কটুনিষ্পাব (পুং) কটুশ্চাসৌ নিষ্পাবশ্চেতি, কর্ম্মধা। নদী-তীরে উৎপন্ন নিষ্পাব ধান্যবিশেষ।

কটুপত্র (পুং) কটু তীব্রং পত্রং যস্য, বহুব্রী। পর্পট, ক্ষেৎপাপড়া।

কটুপত্রিকা (স্ত্রী) কটু পত্রং যস্যাঃ কটুপত্র কপ্-টাপ্-অচ্-ইত্বম্। কণ্টকারীবৃক্ষ। [কণ্টকারী দেখ।]

কটুপাক (ত্রি) কটুঃ পাকোঽস্য। ১ যে সকল দ্রব্য পাক কালে কটু হয়। ২ যে সকল দ্রব্য পরিপাক হইলে কটু হয়, তেজ, বায়ু ও আকাশ গুণবহুলদ্রব্য কটুপাক হইয়া থাকে। কটু* * *, বায়ুবর্দ্ধক। (ভাবপ্রকাশ)

কটুপাকী [ন্] (ত্রি) কটুঃ পাকোঽস্ত্যস্য কটুপাক ইনি। কটুপাকযুক্ত দ্রব্য।

কটুফল (পুং) কটু ফলমস্য, বহুব্রী। পটোল। [পটোল দেখ।]

কটুফলা (স্ত্রী) কটু ফলমস্যাঃ বহুব্রী। শ্রীবল্লীবৃক্ষ।

কটুভঙ্গ (পুং) কটু একৈকদেশভঙ্গশ্চ যস্য। শুণ্ঠী।

কটুভদ্র (ক্লী) কটু অতি ভদ্রং হিতজনকম্। ১ শুণ্ঠী। ২ আর্দ্রক, আদা।

কটুভাষী [ন্] (ত্রি) কটু কর্কশং ভাষতে কটু-ভাষ-ণিনি। যে কটুবাক্য বলে।

কটুমঞ্জরিকা (স্ত্রী) কটু তীক্ষ্ণা মঞ্জরী অস্তি অস্যাঃ, কটুমঞ্জরী অচ্-ঙীষ্ সংজ্ঞায়াং কন্, পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। অপামার্গ, অপাং। [অপামার্গ দেখ।]

কটুমোদ (ক্লী) কটুরেব মোদঃ গন্ধোঽস্য, বহুব্রী। জ্বরাদি নাশক সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

কটুম্ভরা (স্ত্রী) কটু বিভর্ত্তি, কটু-ভৃ-খচ্-মুম্-টাপ্। ১ কটকী। ২ গন্ধভাদ্রুলে।

কটুর (ক্লী) কটতি বর্দ্ধতি মন্থনেন গুণান্তরং বা, কট-উরন্ তক্র, ঘোল। [তক্র দেখ]

কটুরব (পুং) কটুঃ কর্কশো রবো ধ্বনি যস্য, বহুব্রী। ভেক, ব্যাঙ্।

কটুরোহিণী (স্ত্রী) কটু চাসৌ রোহিণী চেতি কর্ম্মধা। কটুঃ সতীরোহতি কটু রুহ-ণিনি-ঙীপ্ বা। কটকী।

কটুলিঙ্গ গৌড়জাতির শাখাবিশেষ। ইহাদের আচার ব্যবহার হিন্দুর ন্যায়।

কটুবর্গ (পুং) কটুরসবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ। সুশ্রুতে এই সকল দ্রব্য কটুবর্গের মধ্যে লিখিত আছে, যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা আদা মরিচ, গজপিপ্পলী, করেণুকা, এলা যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, মহানিম্বফল, হিঙ্গ, বামনহাটী মধুরস, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ, কটকী; সুরসা, শ্বেতসুরসা, ফণিজ্ঝক, অর্জক প্রভৃতি তুলসী সকল, গন্ধতৃণ, সুগন্ধক, সুমুখ, কালমান, কাসমর্দ্দ, ক্ষবক, খরপুষ্প, কটফল, সুরসী, নিসিন্দা, কুলাহক, ইন্দুরকাণী, পুরাতন আমলকী, কাকমাচী বিষমুষ্টি, সজিনা, মধুশিগ্রু নামক অন্যবিধ সজিনা মূলা, লশুন, মৌরী, কুড়, দেবদারু, বলগুঞ্জফল, গুগ্গুল, মুথা, লাঙ্গলকী, শুকনাশা, পীলু প্রভৃতি দ্রব্যসকল। ধূনা প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্যও এই গণের অন্তর্ভুক্ত।

কটুবার্ত্তাকী (স্ত্রী) কট্বী চাসৌ বার্ত্তাকী চেতি, কর্ম্মধা। শ্বেত কণ্টকারী।

কটুবিপাক (ত্রি) কটুঃ কটুরসো বিপাকে যস্য, বহুব্রী। কটুপাক দ্রব্য।

কটুবীজা (স্ত্রী) কটু বীজং ফলং যস্যাঃ, বহুব্রী। পিপ্পলী, পিপুল।

কটুশৃঙ্গাল (ক্লী) কটুনাং শৃঙ্গায় প্রাধান্যায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কটু-শৃঙ্গ অল্-অচ্। গৌরসুবর্ণ শাকবিশেষ।

কটুস্নেহ (পুং) কটুস্তীক্ষ্ণঃ স্নেহো যস্য, বহুব্রী। ১ সর্ষপ। ২ শ্বেতসর্ষপ, রাইসরিষা। ৩ (কর্ম্মধা) কটুতৈল, সরিষার তৈল।

কটূৎকট (ক্লী) কটুষু উৎকটম্, ৭তৎ। আদা।

কটূৎকটক (ক্লী) উটূৎকট-সংজ্ঞায়াং কন্। শুঁট।

কটোদক (ক্লী) কটায় প্রেতায় দেয়মুদকং। প্রেতের উদ্দেশে যে তর্পণ করা হয়।

কটোর (ক্লী) কট্যতে বৃষ্যতে নিষিচ্যতে বা ভক্ষ্যদ্রব্যং যত্র, কট-ওলচ্, লস্য রত্বম্। পাত্রবিশেষ, বাটী কটোরা।

কটোরক (ক্লী) কটোর-স্বার্থে কন্। বাটী।

কটোরা (স্ত্রী) কটোর-টাপ্। বাটী। মৃত্তিকানির্ম্মিত বাটীর ন্যায় ক্ষুদ্রপাত্রকেই বাঙ্গালায় 'কটোরা' বা 'কটরা' বলা হয়। কিন্তু হিন্দুস্থানীগণ বাটী মাত্রকেই কটোরা বা কট্রী বলিয়া থাকে।

কটোল (পুং) কটোতি আবৃণোতি সদাচারং অন্তরসং বা' কট-উলচ্ (কপিগাডিগণ্ডিকটিপাটিভ্য ওলচ্। উণ্ ১'৬৭।) ১ কটুরস। ২ (ত্রি) কটুরসযুক্ত দ্রব্য। (কটোলঃ কটুঃ কটোলশ্চাণ্ডালঃ উজ্জ্বলদত্ত।)

কটোলবীণা (স্ত্রী) কটোলস্য চণ্ডালস্য বীণা বাদ্যবিশেষঃ, ৬তৎ। চণ্ডালদিগের বাদ্যবিশেষঃ, ইহার সাধারণ নাম কেন্দুড়া।

(কটোলবীণা কেন্দুড়াহ্বয়যন্ত্রকে। শব্দার্থ।)

কট্কট (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ যাতনাবিশেষ।

কট্কটানি (দেশজ) যাতনাবিশেষ।

কট্কটে (দেশজ) ১ শুষ্ক, নীরস। ২ যে সকল বালকবালিকা বয়সের অনুপযুক্ত কথা বলে। ৩ যে সকল দ্রব্য 'কট্কট' শব্দ করে, যেমন কট্কটে খাড় প্রভৃতি। ৪ চালক। ৫ ৺জগন্নাথদেবের প্রসাদবিশেষ।

কট্কিনা (দেশজ) ১ কঠিনতা। ২ এক বৎসরের জন্য জমি ইজারা দেওয়ার নাম।

কট্কিনাদার (পারস্য) যে ব্যক্তি এক বৎসরের জন্য জমি ইজারা লয়।

কট্কেনা (দেশজ) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, কঠিন নিয়ম পালন করা। "তুলিয়া সে মাটী, দিবে ছড়াছাটি, বাঁধিবার এটী কটকেনা।" বাসু।

কট্কা (দেশজ) কটকাশব্দের অপভ্রংশ, ঔষধবিশেষ।

কট্ফল (পুং) কটতি কটুতয়া অন্তরসং আবৃণোতি, কট-কিপ্। কট্ ফলং যস্য, বহুব্রী। বৃক্ষবিশেষ, কায়ফল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্রীপর্ণিকা কুমুদিকা, কুম্ভী, কৈটর্য্য, সোমবল্ক, সোমবৃক্ষ, রোহিণী, কৃষ্ণগর্ভ, প্রচেতসী, ভদ্রাবতী, মহাকুম্ভী, রামসেনক, কুমুদা, উগ্রগন্ধ, ভদ্রা, রঞ্জনক, লঘুকাশ্মর্য্য, শ্রীপর্ণী, কাফল, পরুষকুমুদা। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, বায়ু, কফ জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কাস, কণ্ঠরোগ ও অরুচিনাশক।

কট্ফলা (স্ত্রী) কটু ফলমস্যাঃ, বহুব্রী। ১ গাম্ভারী গাছ। ২ বৃহতী। ৩ কাকমাচী। ৪ দেবদালী। ৫ বার্ত্তাকী। ৬ মৃগেব্বারু।

কট্ফলাদি [বৃহৎ] (পুং) বৈদ্যকোক্ত পাচনবিশেষ। কট্ফল, মুথা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেৎপাপড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধনে, শঠী, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, কট্কী, হরীতকী, বালা, চিরাতা, বামনহাটী, হিঙ্গ্, বেড়েলা, শোনাছাল, গাম্ভারছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণী চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও পিপুলমূল, সমুদায় ১ তোলা, ৩২ তোলা জলের সহিত জ্বাল দিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ আদার রস ও হিঙ্গ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সান্নিপাতিক জ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভঙ্গ, গলরোগ, কর্ণমূলের শোথ, হনুগত রোগ, মুখরোগ, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, শিরোরোগ, মস্তকের ভার ও বাতশ্লেষ্মজন্য বধিরতা নষ্ট হয়।

কট্বঙ্গ (পুং) কটু অঙ্গমস্য, বহুব্রী। ১ শোণাগাছ। (কট উগ্রং বীর্য্যমঙ্গকং অঙ্গং কলেবরমস্য) ২ দিলীপ নামক সূর্য্যবংশীয় রাজাবিশেষ।

(কট্বঙ্গ দিলীপ কে। সূর্য্যবংশরাজান্তরে শ্যোনাকে। শব্দার্থ।)

[খট্বাঙ্গ দেখ।]

কট্বর (ক্লী) কটতি বর্ধতে রসাস্বাদং, কটু-ষরচ্ (ছিত্বর ছত্বর ধীবর পীবর মীবর চীবর তীবর নীবর গহ্বর কট্বরসংযদ্বরাঃ। উণ্ ৩।১।) ১ দধির সারবিশিষ্ট ঘোল। ২ ব্যঞ্জন। (কট্বরং ব্যঞ্জনম্। উজ্জ্বল।)

কট্বরতৈল (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত জ্বররোগের তৈলবিশেষ। ইহা স্বল্প ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ।

স্বল্প কট্বরতৈল—তিলতৈল /১ সের, কট্বর ।।৪ সের ও সচললবণ, শুঁট, কুড়, মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা সমুদায়ে /১ সের, কাথের সহিত পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে শীত ও দাহযুক্ত জ্বর নিবারিত হয়।

বৃহৎ কট্বরতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, তক্র /৭ সের, কাঁজি /৪ সের, দধিমাত ৪ সের, তক্র /৪ সের, গোড়ালেবুর রস /৪ সের। কল্কার্থ পিপ্পলী, চিতামূল, বচ, বাসকছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, পিপুলমূল, এলাইচ, আতইচ, রেণুক, শুট, পিপুল, মরিচ, যমানী, দ্রাক্ষা, কণ্টকারী, চিরেতা, বেলছাল, রক্তচন্দন, বামনহাটী, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলা, শালপাণী, মূর্ব্বামূল, জীবা, সর্ষপ, হিঙ্গ, কট্কী ও বিড়ঙ্গ, সমুদায়ে /১ সের। যথারীতি পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে বিবিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

কট্বার (পুং) অস্ত্রবিশেষ, কাটারি।

(কট্বারো না শস্ত্রভেদে। শব্দার্থ।)

কট্বী (স্ত্রী) কটতি কটুরসতয়া স্বাদতে অনুভূয়তে বা, কট-উন্-ঙীপ্। ১ কট্কী। ২ কটুরসযুক্ত।

কঠ (পুং) কঠেন প্রোক্তমধীতে, কঠশাখামভিজানাতি বা, কঠ-ণিনে লুক্ (কঠচরকাল্লুক্। পা ৪।৩।১০৭।) মুনিবিশেষ।

ইনি বেদের কঠশাখার প্রবর্ত্তক। মহাভাষ্য মতে ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য। ইহার প্রবর্ত্তিত শাখা 'কাঠক' নামে প্রসিদ্ধ। এখন এই শাখার বেদসংহিতা লোপ হইয়া গিয়াছে। কাঠক শাখাধ্যায়ীগণও 'কঠ' নামে অভিহিত। ইহাঁদের সহিত সামের কলাপ ও কৌথুমশাখীদিগের সংস্রব ছিল। রামায়ণেও কঠকালাপগণ একত্র উক্ত হইয়াছে—

"পণ্ডকাশ্চ সর্ব্বাভির্গবাং দশশতেন চ।
যে চেমে কঠকালাপা বহবো দণ্ডমানবাঃ॥"

অযোধ্যা ৩২। ১৮।

হরদত্তের মতে, কঠশাখারও বহ্‌বৃচাদি আছে।

"বহ্‌বৃচাদাবপ্যস্তি কঠশাখা।"

[সিদ্ধান্তকৌমুদী বৈদিক প্রক্রিয়া ৭। ৪। ৩৮ সূত্র দেখ।]

১ মুনিবিশেষ। ২ কঠশাখাধ্যায়ী। ৩ ঋক্‌বিশেষ। ৪ স্বরবিশেষ। ৫ ব্রাহ্মণ। ৬ দেবতা। ৭ উপনিষদ্‌বিশেষ।

("ঈশকেনকঠপ্রশ্নমুণ্ডমাণ্ডুক্যতিত্তিরি।" মুক্তিকোপনিষৎ)

৮ দুঃখ। ৯ কষ্ট।

কঠকোপনিষদ্ (স্ত্রী) তর্কাদিপূর্ণ উপনিষদ্‌বিশেষ।

কঠমর্দ্দ (পুং) কঠং কষ্টজীবনং মৃদ্নাতি, কঠ মৃদ্-অণ্। শিব।
(কঠমর্দ্দো মহাদেবে। শব্দাব্ধি।)

কঠর (ত্রি) কঠ্-অরন্। কঠিন।

(কঠরঃ কঠিনে ত্রিষু। শব্দাব্ধি।)

কঠবল্লী (স্ত্রী) অথর্ব্ববেদান্তর্গত উপনিষদ্‌বিশেষ।

কঠশাখা (স্ত্রী) কঠেন প্রোক্তা শাখা, মধ্যপদলো°। যজুর্ব্বেদান্তর্গত কঠপ্রণীত শাখাবিশেষ।

কঠশাঠ (পুং) ঋষিবিশেষ।

কঠশ্রোত্রীয় (পুং) কঠশ্রুতিং বেত্তি অধীতে বা, কঠশ্রুতি-ঘ্যঞ্। ১ কঠশ্রুতিজ্ঞ। ২ যে কঠশ্রুতি অধ্যয়ন করে।

কঠাকু (পুং) পক্ষিবিশেষ, কাঠঠোকরা।

কঠাহক (পুং) কঠং কঠিনং আহন্তি, কঠ-আ-হন্-ড, কঠাহঃ তাদৃশং কং শিরো যস্য। দাত্যূহ পক্ষী, ডাহুপাখী।

কঠিকা (স্ত্রী) কঠ-বাহুলকাৎ বুন্। খড়ী।

কঠিঞ্জর (পুং) কঠিং কঠিনং জরয়তি, কঠ-জৄ-ণিচ্-খচ্-মুম্‌চ। কঠি-জৄ-অণ্ বা (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) তুলসীবৃক্ষ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পর্ণাস, কুঠেরক, লোপিকা, জাতুকা, পর্ণিকা, পত্তূর শ্বীবক, সুবর্চ্চলা, কুরুবক, কুন্তলিকা, কুরণ্টিকা, তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গৌরী, ভূতঘ্নী ও দেবদুন্দুভি। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—কটু ও তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, দাহকারী, পিত্তকারক, অগ্নিদীপক, এবং কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, পার্শ্বশূল কফ ও বায়ুনাশক। শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে তুলসী দুই প্রকার, উভয়ই তুল্য গুণবিশিষ্ট।

[তুলসী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কঠিন (ত্রি) কঠ-ইনচ্ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২। ৪৯।) ১ দৃঢ়, শক্ত। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কঠর, কক্খট, ক্রূর, কঠোর, নিষ্ঠুর, দৃঢ়, জঠর, মূর্ত্তিমৎ, মূর্ত্ত, কক্খটি, কঠোল, জরঠ, কর্কশ, কাঠিন ও কঠ্যাদিক। ২ নিষ্ঠুর। ৩ দুর্ব্বোধ, যে সকল বিষয় সহজে বুঝা যায় না। ৪ তীক্ষ্ণ। ৫ দুঃসহ, যাহা সহজে সহ্য করা যায় না।

("নিতান্তকঠিনাং রুজং মম ন বেদ সা মানসীম্।"

বিক্রমোর্ব্বশী।)

৬ স্তব্ধ। ৭ (স্ত্রী) পাত্রবিশেষ, স্থালী, হাঁড়ী।

(কঠিনমপিনিষ্ঠুরে স্যাৎ স্তব্ধেঽপি ত্রিষু নপুংসকং স্থাল্যাম্।

মেদিনী।)

কঠিনচিত্ত (ত্রি) কঠিনং চিত্তং যস্য, বহুব্রী। নির্দ্দয়

কঠিনতা (স্ত্রী) কঠিনস্য ভাবঃ, কঠিন-তল-টাপ্। ১ দৃঢ়তা। ২ নিষ্ঠুরতা। ৩ তীক্ষ্ণতা। ৪ দুঃসহতা। ৫ দুর্ব্বোধতা। ৬ স্তব্ধতা।

কঠিনপৃষ্ঠ (পুং) কঠিনং পৃষ্ঠমস্য, বহুব্রী। কচ্ছপ, কাছিম।

কঠিনপৃষ্ঠক (পুং) কঠিন-পৃষ্ঠ-স্বার্থে সংজ্ঞায়াঞ্চা কন্। কচ্ছপ।

কঠিনা (স্ত্রী) কঠিন-টাপ্। ১ শর্করা। ২ মিছরি, গুড়ের সার, গুড়ের নিম্নদেশে যে শক্ত দানা দানা জমিয়া থাকে।

(কঠিনী তু খটিকা স্যাৎ কঠিনা গুড়শর্করা।

হেম° অনে° ৩। ৩৫২)

কঠিনিকা (স্ত্রী) কঠিন-ঙীষ্ স্বার্থে কন্-টাপ্-হ্রস্বশ্চ। ১ কঠিনী, খড়ী। ২ স্থালী, হাঁড়ী।

(কঠিনিকা চ কঠিনী স্থাল্যাঞ্চ খটিকায়াং চ। শব্দাব্ধি।)

কঠিনীভূত (ত্রি) অকঠিনং কঠিনং ভূতম্, চ্বি। যে সকল দ্রব বস্তু শক্ত হইয়া যায়।

কঠিনী (স্ত্রী) কঠিন-ঙীষ্ (ষিদ্‌গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ৪১।) খটিকা, খড়ী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পাকশুক্লা, অমিলা ধাতু, কক্খটী, খটী, খড়ী, বর্ণলেখিকা, শাতুপল ও কাঠিনিকা।

("গুণিগণগণনারম্ভে ন পততি কঠিনী সসম্ভ্রমাদ্ যস্য।
তেনাম্বা যদি সুতিনী বদ বন্ধ্যা কীদৃশী ভবতি॥" (হিতোপদেশ।)

[খড়ী দেখ।]

কঠিন্যাদিপেয়া (স্ত্রী) বৈদ্যকোক্ত পেয়াবিশেষ। মুলখড়ী ৮ তোলা, বিহার ৪ তোলা, গঁদ ৪ তোলা, মৌরী ২ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, একত্র উত্তম কুটিয়া কোন মৃৎপাত্রে ১০ সের জলের সহিত রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে নাড়িয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে, উপরের জল নির্ম্মল হইবে। সেই স্বচ্ছ জলপানে গ্রহণী, আমাশয় ও রক্তপিত্তের উপশম হয়। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহের সহিত লবঙ্গ ২ তোলা ও ধনে ২ তোলা মিশ্রিত করিলে অগ্নিদীপক, এবং ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত কেবল বেলশুঁট ২ তোলা যোগ করিলে রক্তাতিসারে উপকার হইয়া থাকে।

কঠিল্ল (পুং) কঠাত ভোজনে দুঃখং উদ্বেগং বা জনয়তি, কঠ বাহুলকাৎ ইল্ল। কারবেল্ল, করেলা।

কঠিল্লক (পুং) কঠিল্ল স্বার্থে কন্। ১ করেলা। ২ পুনর্নবা। ৩ তুলসী।

(কঠিল্লঃ পুংসি চ কঠিল্লকঃ স্যাৎ কারবেল্লকে। শব্দার্থি।)

কঠী (স্ত্রী) কঠ ঙীষ্। ১ কঠশাখাধ্যায়ীর পত্নী। ২ ব্রাহ্মণী।

কঠের (পুং) কঠাত কৃচ্ছ্রেণ জীবাত, কঠ-এরক্ (পতিকঠি-কুঠিগডিগুডিদংশিভ্য এরক্। উণ। ১। ৫৯।)

কাষ্ঠে যে জীবিকা নির্বাহ করে, দরিদ্র।

কঠেরণি (পুং) ঋষিবিশেষ।

কঠেরু (পুং) কঠ-এরু। চামরের বাতাস। (কঠেরুমহরো পুংসি। শব্দার্থ।)

কঠোর (ত্রি) কঠতি পারুষ্যমাচরতি, কঠ-ওরন্ (কঠিচকিভ্যা-মোরন্। উণ্ ১। ৬৫।) ১ কঠিন। ২ পূর্ণ। (কঠোরঃ কঠিনঃ পূর্ণশ্চ। উজ্জ্বলদত্ত।)

('কঠোরতারাধিপলাঞ্ছনচ্ছবিঃ ;" মাঘ ১। ২০।)

৩ জরঠ। ৪ কঠিন নিয়ম। ৫ দারুণ। ৬ দুঃসহবোধা। ৭ নিষ্ঠুর। ৮ ক্রূরকর্ম্মা। ৯ ভয়ানককর্ম্মা।

কঠোরগিরি, শৈলবিশেষ। অরুণাচল ও ত্রিচিনপল্লীর মধ্য-বর্ত্তী। এই শৈলের উপর শিবমন্দির আছে, এখানে নানা স্থান হইতে যাত্রীগণ দেবদর্শনে আসিয়া থাকেন।

কঠোল (ত্রি) কঠ ওলচ্। ১ কঠোর। ২ কঠিন।

কড় (ত্রি) কড়্‌তি মাদ্যতি, কড-পচাদ্যচ্। ১ মূর্খ। ২ পাগল। ৩ ভক্ষ্যদ্রব্য। (দেশজ) ৪ শঙ্খনির্ম্মিত স্ত্রীলোকের করভূষণ বিশেষ। (বিবাহকালে অনেক বালিকা শঙ্খ পরিতে অসমর্থ হয়, এজন্য তাহাদিগকে এক একগাছি শঙ্খের 'কড়' পরান হয়।) ৫ গালা নির্ম্মিত বালা। ৬ মৎস্য ধরিবার সূত্রবিশেষ।

কড়ক (ক্লী) কড্যতে অস্যতে, কড়-অচ্-সংজ্ঞায়াং কন্। করকচ লবণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সামুদ্র, ত্রিকূট, অক্ষীব, বশির, সামুদ্রজ, সাগরজ ও উদধিসম্ভব। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর, বিপাক, ঈষৎ তিক্ত ও মধুর রসযুক্ত, গুরু, অতিশয় উষ্ণ বা শীতল নহে, অগ্নিদীপক, ভেদক, ক্ষারযুক্ত, অবিদাহী, কফকারক, বায়ুনাশক, তীক্ষ্ণ ও অরুক্ষ।

কড়কচ (ক্লী) সামুদ্রলবণ। (কড়কং স্যাৎ কড়কচং সামুদ্র-লবণে দ্বয়ম্। শব্দার্থি) এই লবণ সাদা ও কাল দুই প্রকার হইয়া থাকে, বীরভূম জেলায় সাদা করকচ ভিন্ন কাল পাওয়া যায় না। কাল করকচ অপেক্ষা সাদা করকচ কিছু শক্ত বলিয়া বোধ হয়। করকচ সৈন্ধবলবণের ন্যায় বিশুদ্ধ, এজন্য স্মৃতিশাস্ত্রে বিধবাদিগের সৈন্ধব ও সামুদ্র উভয় লবণ ভোজনের বিধান আছে।

কড়কন (দেশজ) ১ কণ্ঠস্থান শুষ্ক হইয়া যাওয়া। ২ অঙ্কুরিত হওয়া, গজান। ৩ ভয় দেখাইয়া শাসান।

কড়কড় (দেশজ) ১ শুষ্ক। ২ ঝরঝরে। ৩ মেঘের শব্দ।

কড়ঙ্গ (পুং) কড়ং মাদকতাশক্তিং গময়তি জনয়তি কড়-গম-ড। ১ মদ্যবিশেষ। ২ দেশবিশেষ। (কড়ঙ্গো না সুরা-ভেদে দেশভেদেহপি কীর্ত্তিতঃ। শব্দার্থি।)

কড়ঙ্গর (পুং) কড়াৎ ভক্ষণীয় শস্যাদেঃ সকাশাৎ গিরতে ক্ষিপ্যতে কড়-গৄ-অচ্। কড়ং ভক্ষণীয় শস্যাদিকং গিরতি আত্মনঃ সকাশাৎ কড়-গৄ-অচ্ বা। ১ আগ্‌ড়া। (বুষে কড়ঙ্গরঃ। হেম ৪। ২৪৮।) ২ তুষ। ৩ মুগ প্রভৃতির কলায়ের গাছ বা খোষা।

কড়ঙ্গরীয় (ত্রি) কড়ঙ্গরং বুষং অর্হতি কড়ঙ্গর ঘন্। তুষ বা আগড়া ভক্ষক, গরু প্রভৃতি পশু।

("নীবারপাকাদি কড়ঙ্গরীয়ৈরামৃশ্যতে জানপদৈন কশ্চিৎ।"

রঘু ৬। ৯।)

কড়ত্র (ক্লী) গড্যতে সিচ্যতে জলাদিকম্, গড-অত্রন্ গকারস্য ককারঃ (গেডেরাদেশ্চ কঃ। উণ্ ৩। ১০৬। গড ধাতুর উত্তর অত্রন্ প্রত্যয় হয় এবং আদিস্থিত গকারের স্থানে ককার হয়।) পাত্রবিশেষ।

কড়ম্ব (পুং) কড় অম্বচ্ (কৃকদিকড়ি কটিভ্যোহম্বচ্। উণ্ ৪। ৮২। কৃ-কদ-কড়্ কট ধাতুর উত্তর অম্বচ্ প্রত্যয় হয়।) ১ শাকের ডাঁটা। ইহার অপর নাম কলম্ব। ২ অগ্রভাগ। (কড়ম্বোহগ্রভাগঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ৩ কোণ। ৪ অঙ্কুর। ৫ কুঁড়ি। ৬ কদম্ব। ৭ বাণ। ৮ (দেশজ) বংশরক্ষক শিশু।

কড়ম্বক (পুং) কড়ম্ব-স্বার্থে-কন্। শাকের ডাঁটা।

(নাকড়ম্বকড়ম্বকৌ শাকনাড্যাম্। শব্দার্থ।)

[কড়ম্ব দেখ।]

কড়ম্বা (স্ত্রী) কড়ম্বো ভূয়সা বিদ্যতে২স্যাঃ, কড়ম্ব-অচ্ (অর্শ আদিভ্যো২চ্। পা ৫। ২। ১২৭।) টাপ্। কলমীশাক।

[কলম্বী দেখ।]

কড়রা (দেশজ) ১ কর্কশ, খড়খড়ে। ২ শক্ত। ৩ দৃঢ়।

কড়বক (পুং) অপভ্রংশ নিবন্ধের অধ্যায়, বিরামসূচক সর্গ। (অপভ্রংশ নিবন্ধে২স্মিন্ সর্গাঃ কড়বকাভিধাঃ। সাহিত্যদ°।)

কড়া (দেশজ, কটাহশব্দের অপভ্রংশ) ১ লৌহ নির্ম্মিত পাক-পাত্র, কটাহ। ২ ঘাঁটা, কোন বস্তুর বারম্বার ঘর্ষণ লাগিয়া যে দাগ হয়, বা সেই স্থান শক্ত হয়। ৩ ধাতু নির্ম্মিত বলয়। ৪ কপর্দ্দক, কড়ি। ৫ তীক্ষ্ণ, উগ্র। ৬ দেশবিশেষ।

কড়াই (দেশজ) ১ কটাহ। ২ কলায়।

কড়াকড়া (দেশজ) ১ শক্ত শক্ত। ২ অতিশয় উগ্র।

কড়াৎ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কড়ার (পুং) গড় সেচনে-কারন্, কড়াদেশশ্চ (গড়েঃ কড় চ। উণ্ ৩।১১৫।) ১ পিঙ্গলবর্ণ। ২ দাস। ৩ দানমানবিধি। (কড়ারঃ পিঙ্গলে দাসে দানমানবিধাবপি। শব্দাব্ধি।) ৪ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। (দেশজ) ৫ কালনিরূপণ। ৬ অঙ্গীকার। ৭ কৃতাদি স্থানের পলেণ বিশেষ।

কড়ালিঙ্গী (পুং) উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসী শ্রেণীতে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন—ইহারা "কড়ালিঙ্গী" নামে পরিচিত। ইহাঁরা সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকেন ও আপনাদিগের জিতেন্দ্রিয়তা রক্ষার জন্য সর্ব্বদা লিঙ্গের উপর একটী লৌহ কড়া দিয়া রাখেন। নানকপন্থীদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত আছে।

কড়ি (দেশজ) ১ কপর্দ্দক। ২ আড়া। ৩ গৃহাদির ছাদ রক্ষার্থ যে বৃহৎ স্থূল কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।

কড়িকা (স্ত্রী) কলিকা, কুঁড়ি।

কড়িকান (দেশজ) শুকান. শুষ্ক হওয়া।

কড়িকৃষ্ট (দেশজ) কৃপণ।

কড়িতুল (পুং) কট্যাং তুলা তোলনং গ্রহণং যস্য (পৃষোদরাদিত্বাৎ টস্য ডঃ।) খড়্গ, তরবারি। (কড়িতুলশ্চ খড়্গাকে। শব্দাব্ধি।)

কড়িয়াল (দেশজ) ধনী. অর্থবান্।

কড়িয়ালা (স্ত্রী) লাগাম, অশ্বের মুখরজ্জু।

কড়ুয়া (দেশজ) কটু, ঝাল।

কড়ূলী (স্ত্রী) অস্ত্রবিশেষ, কুড়ুল।

কড়ে (দেশজ) ১ কনিষ্ঠ। ২ ক্ষুদ্র। ৩ অঙ্গুলিস্পর্শদ্বারা সুড়সুড়ি দেওয়া।

কড়েরাঁড় (দেশজ) বালবিধবা।

কড়্কড়্ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ। যেমন কড়্কড় করিয়া আকাশ ডাকা।

কড়্কি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Rottbœlla Perforata)

কড়্খা (দেশজ) স্তুতিপাঠকেরা যে সকল গান করিয়া রাজাদিগকে স্তব করে।

কড়্চা (পারস্য) যে খাতায় প্রত্যেক ব্যক্তির উসুল বাকী প্রভৃতির হিসাব পৃথক্ পৃথক্ করে লিখিত হয়।

কড়্মড়্ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ, কঠিন দ্রব্যের চর্ব্বণ শব্দ।

কণ (পুং) কণতি অতি সূক্ষ্মত্বং গচ্ছতি, কণ-পচাদ্যচ্। ১ অতিসূক্ষ্ম। ২ বস্তুর অতি অল্পাংশ। ৩ চাউল প্রভৃতির ক্ষুদ্র অংশ।

("কণান্ বা ভক্ষয়েদব্দং পিণ্যাকং বা সকৃন্নিশি।" মনু ১২।৯২।

কণগুগ্গুলু (পুং) কণশ্চাসৌ গুগ্গুলুশ্চেতি, কর্ম্মধা। গুগ্গুলুবিশেষ, মহিষাক্ষ গুগ্গুলু। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—গন্ধরাজ স্বর্ণকর্ণ, সুবর্ণ, কনক, বংশপীত, সুরভি ও পলঙ্কষ রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, সুগন্ধি, বায়ু, শূল, গুল্ম, উদরাধ্মান ও কফনাশক, এবং রসায়ন।

কণজীর (পুং) কণশ্চাসৌ জীরশ্চেতি, নিত্য কর্ম্মধা। শ্বেত জীরক, সাদাজীরা।

কণজীরক (ক্লী) কণং ক্ষুদ্রং জীরকম্, কণজীর-স্বার্থে কন্। ক্ষুদ্রজীরা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—হ্রস্বগন্ধি ও সুগন্ধ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—রুক্ষ, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, ..বক, পিত্তবর্দ্ধক, মেধাজনক, গর্ভাশয়শোধক, জ্বরনাশক, পাচক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকারক, কফনাশক, চক্ষুর হিতজনক, এবং বায়ু, উদরাধ্মান, গুল্ম, বমি ও অতিসারনাশক। [জীরক দেখ।]

কণপ (পুং) কণ-পা-ক। অস্ত্রবিশেষ, বরষা।

("অয়ঃকণপচক্রাশ্মভুশুণ্ডুদ্যতবাহবঃ।" ভারত আদি।)

[কুণপ দেখ।]

কণ্ফট্, (কন্ফট্) (হিন্দী, পুং) কণ্ = কর্ণ, ফট্ বা ছিদ্র। শৈব-উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণতঃ দুইটী শ্রেণী দেখা যায়,—সন্ন্যাসী ও যোগী। যোগীরা যোগাবলম্বন করিয়া সাধনার পথবিশেষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই যোগী শ্রেণী আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। "কণ্ফট্" ঐরূপ একটী শ্রেণীর নাম। ইহাঁরা উভয়কর্ণ ছিদ্র করিয়া থাকেন বলিয়া ইহাঁদিগকে "কণ্ফট্-যোগী" বলে। কেবল যে কণ্ফট্ যোগীদিগকেই কর্ণে ছিদ্র করিতে হয় তাহা নহে, সকল শ্রেণীর যোগীরাই কর্ণে ছিদ্র করিয়া থাকেন। অন্য শ্রেণী হইতে ইহাদের আরও একটু বিশেষত্ব আছে,—কণ্ফটেরা ঐ ছিদ্রদ্বয়ে এক একটি কুণ্ডল ধারণ করেন। এই কুণ্ডলগুলি প্রস্তর, বেলোয়ার বা গণ্ডারের শৃঙ্গে নির্ম্মিত হয়। দীক্ষার সময় এই কুণ্ডল প্রথম ধারণ করিতে হয়। এই কুণ্ডলকে যোগীরা মুদ্রা বলেন, ইহার আরও একটী নাম দর্শন, এইজন্য কণ্ফট্ যোগীরা "দর্শন-যোগী" নামেও গণ্য হন। এই কুণ্ডল ভিন্ন ইহারা ২।৩ অঙ্গুলিপ্রমাণ একটী কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ পশমের সূতায় গাঁথিয়া গলায় পরিধান করিয়া থাকেন। ঐ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থটিকে "নাদ" ও পশমের সূতাটিকে "সেলি" বলিয়া থাকে। নাদ, সেলি ও দর্শন বিশিষ্ট যোগী দেখিলে সহজেই

তাহাকে কণ্‌ফট্‌-যোগী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন ইহারা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, জটাধারণ, ভস্মলেপন ও বিভূতির ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া থাকেন।

গুরু গোরক্ষনাথ ইহাদের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক। ইহারা গোরক্ষনাথকে শিবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। গোরক্ষনাথই হঠযোগের প্রচারকর্ত্তা। কণ্‌ফট্‌ যোগীরাও এই গুরু আদিগুরুর প্রচারিত পথ অবলম্বন করিয়া যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন।

সন্ন্যাসীদের ন্যায় কণ্‌ফট্‌-যোগীরাও নানা গুরু স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সকল গুরুরা আবার নিজের অভি-প্রায় মত কেহ কেহ শিষ্যকে মস্তক মুণ্ডন করিতে, কেহ বা শিষ্যকে কর্ণে মুদ্রা ধারণ করিতে, কেহ বা শিষ্যকে জ্যোৎমার্গে প্রবিষ্ট হইতে আদেশ দিয়া থাকেন।

[জ্যোৎ-মার্গ দেখ]

ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে এই শ্রেণীর যোগী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই শিবপূজায় কাল যাপন করেন, কোন না কোন শিবমন্দির ইহাদের আশ্রম। কোথাও কোথাও বা ইহারা অনেকে একত্রে থাকিয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আর কেহ কেহ বা তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া জীবনাতিপাত করেন।

কণ্‌ফট্‌-যোগিগণের মধ্যে অধিকাংশ যোগীই উদাসীন। কেহ কেহ বা বিষয়কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের উপাধি নাথ।

গুরু গোরক্ষনাথের নামানুসারে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে অনেকগুলি স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এই সকল স্থান কণ্‌ফট্‌ যোগীদের তীর্থভূমি। পেসবারে গোরক্ষক্ষেত্র নামে একটি স্থান আছে। দ্বারকার নিকটেও আর একটি "গোরক্ষক্ষেত্র" নামক স্থান আছে। হরিদ্বারের নিকট একটি সুড়ঙ্গ আছে। এই "সুড়ঙ্গ" ও দ্বারকার "গোরক্ষক্ষেত্র" কণ্‌ফট্‌ যোগীদের অতি শ্রদ্ধের তীর্থ। নেপালের পশুপতিনাথ, মেবারের একলিঙ্গ প্রভৃতি বিখ্যাত শিবমন্দিরগুলি ইহাদের সম্প্রদায়সংক্রান্ত। কলিকাতার নিকট দমদমার "গোরক্ষ-বাসলী" নামক একটি স্থান আছে, সেখানে তিনটি মনুষ্য-মূর্ত্তি এবং শিব, কালী ও হনুমান প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি আছে। এখানকার পূজকেরা মূর্ত্তি ৩টিকে দত্তাত্রেয়, গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ বলিয়া পরিচয় দেন। ত্রিবেণীর ৪।৫ ক্রোশ দক্ষিণে মহানাদ নামক গ্রামে জটেশ্বর নামক একটি শিব-মন্দির আছে। এই মন্দিরও কণ্‌ফট্‌ যোগী সম্প্রদায়ের অধিকৃত। জটেশ্বরের মন্দিরের নিকট বশিষ্ঠগঙ্গা নামে একটি জলাশয় আছে, যোগীরা ও তীর্থযাত্রীরা এই জলাশয়কে প্রকৃত গঙ্গার ন্যায় মান্য করিয়া থাকেন। এই মন্দিরে একটী যোগী বাস করেন, তাঁহার বিষয়াদি যথেষ্ট, জমীদারীও আছে; ইহাকে লোকে যোগীরাজ বলিয়া থাকে। এই যোগী-রাজবংশ বহুকাল হইতে প্রচলিত। ইহারা দারপরিগ্রহ করেন না, যোগীরাজের মৃত্যু হইলে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে একজন মন্দির ও বিষয়াদির উত্তরাধিকারী হন। জটেশ্বর শিব ও বশিষ্ঠগঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে,—কোন সময়ে মহানাদ গ্রামে একটি দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পতিত ছিল, বায়ু লাগিয়া তাহা হইতে "মহানাদ" অর্থাৎ মহাশব্দ উত্থিত হয়। দেবতারা সেই শব্দে চমকিত হন এবং তথায় উপনীত হইয়া জটেশ্বরের লিঙ্গ ও বশিষ্ঠগঙ্গা প্রতিষ্ঠা করেন। শঙ্খের মহানাদ হইতে গ্রামের নামও মহানাদ হইয়াছে।

কণ্‌ফট্‌ যোগীদের মধ্যে চৌরাশীজন সিদ্ধযোগীর নাম বিশেষ বিখ্যাত। হঠযোগপ্রদীপিকায় হঠযোগের মাহাত্ম্য-বর্ণন স্থলে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লিখিত আছে। যথা—আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, সারদানন্দ, ভৈরব, চৌরঙ্গি, মীন, গোরক্ষ, বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মন্থান, ভৈরব সিদ্ধবোধ, কন্থড়ী, কোরণ্টক, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটী, কর্ণে পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কাপালি, বিন্দুনাথ, কাকচণ্ডী-শ্বর, অল্লাম, প্রভুদেব, ঘোড়াচুলী, টিণ্টিণী, ভল্লটী, নাগ-বোধ ও খণ্ডকাপালিক—ইহারা মহাসিদ্ধ।

উত্তরপশ্চিমের গোরক্ষপুর ইহাদের প্রধান স্থান। পূর্ব্বে এখানে ইহাদের একটি মন্দির ছিল, আলাউদ্দীন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেই স্থলেই মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কিছুকাল পরে ঐ মসজিদের নিকট আর একটি মন্দির নির্ম্মিত হয়, কিন্তু তাহাও অরঙ্গজেব ভাঙ্গিয়া দিয়া তথায় মুসলমান-দিগের ভজনালয় নির্ম্মাণ করেন। তাহার পর বুদ্ধনাথ নামে একজন যোগী আবার একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া উহার দক্ষিণে পশুপতিনাথ নামক শিবলিঙ্গ এবং হনুমানের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই মন্দির ৩টি এখনও আছে।

কণ্‌ফট্‌ যোগীরা বলেন—এখনও অনেকগুলি সিদ্ধযোগী পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছেন এবং আজও নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

রাজস্থানের একলিঙ্গের গোস্বামীরাও এই কণ্‌ফট্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা দার-পরিগ্রহ করেন না বটে, কিন্তু বাণি-জ্যাদি করিয়া থাকেন। ইহাদের অধীনস্থ শত শত যোগী আবশ্যক হইলে দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধাদিও করেন।

কণগু (পুং) কণ ইব ভাতি, কণ-ভা-ক। অগ্নিপ্রকৃতি কীট-বিশেষ। ইহা দংশন করিলে বিসর্প, শোথ, শূল, জ্বর, বমি ও শরীরের অবসন্নতা হয়। (ভাবপ্রকাশ)।

কণভক্ষ (পুং) কণান্ ভক্ষয়তি, কণ-ভক্ষ-অণ্। কণাদমুনি।

কণভক্ষক (পুং) কণান্ ভক্ষয়তি, কণ-ভক্ষ-ণ্বুল্। পক্ষি-বিশেষ, ভারিট পক্ষী।

কণভুক্ [জ্] (পুং) কণান্ ভুঙ্‌ক্তে, কণ-ভুজ্-ক্বিপ্। কণাদ ঋষি।

কণলাভ (পুং) কণানাং লাভো যস্মাৎ, বহুব্রী। ১ পেষণ করিবার যন্ত্রবিশেষ, জাঁতা। ২ (কণলাভঃ সাদৃশ্যেন অত্যাতি, কণ্-লাভ-অর্শ আদিত্বাৎ অচ্।) আবর্ত্ত, জলের ঘূর্ণী। (অথাবর্ত্তঃ কণলাভে। শব্দাব্ধি।)

কণশঃ ([স্]) (অব্য) কণ-বীপ্সার্থে শস্। অল্পে অল্পে।

কণা (স্ত্রী) কণ টাপ্। ১ জীরা। ২ কুম্ভীরমক্ষিকা, কুমীরে পোকা। ৩ পিপুল। (কণা জীরক-কুম্ভীরমক্ষিকা-পিপ্পলীষু চ। মেদিনী।) ৪ শ্বেতজীরা। ৫ অন্ন।

"...নধান্যং কণামাত্রমপকৰ্কম্।" তিথ্যাদিতত্ত্ব।)

কণাটীন (পুং) কণায় অটতি, কণ-অট-ইনন্, দীর্ঘশ্চ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) খঞ্জনপক্ষী। [খঞ্জন দেখ।]

কণাটীর (পুং) কণায় অটতি, কণ-অট-ঈরন্। খঞ্জনপক্ষী।

কণাটীরক (পুং) কণাটীর-স্বার্থে কন্। খঞ্জনপক্ষী।

(কণাটীনঃ কণাটীরঃ কণাটীরক ইত্যপি খঞ্জনে স্মৃতাঃ। শব্দাব্ধি।)

কণাদ (পুং) কণং অত্তি ভক্ষয়তি, কণ-অদ্-অণ্। ১ মুনি-বিশেষ। ইনিই বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা; ইঁহার অন্য নাম ঔলূক্য, কণভক্ষ, কণভুজ ও কাশ্যপ।

মহর্ষি কণাদ 'বিশেষ' নামে এক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তৎকৃত দর্শনসূত্রকে বৈশেষিক দর্শন বলে।

কণাদের মতে ছয়টি ভাব পদার্থ আর একটি অভাব পদার্থ, সমুদায়ে সাতটি।

ভাবপদার্থ এই ছয়টি—১ দ্রব্য, ২ গুণ, ৩ কর্ম্ম, ৪ সামান্য, ৫ বিশেষ, ৬ সমবায়।

"পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশংকালোদিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যানি।" বৈশে সূ ১।১।৫।

দ্রব্য প্রথম পদার্থ—ইহা নয় প্রকার। যথা—

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এইগুলি দ্রব্য পদার্থ।

যাহাতে গন্ধ আছে, তাহার নাম ক্ষিতি। যদিও জলে আমরা গন্ধ অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ সেই গন্ধ জলের নয়, পৃথিবী হইতে জলে ঐ গন্ধ সংক্রামিত হয় বলিয়া জলে গন্ধ অনুভূত হয়। যেমন নূতন কোন মৃৎপাত্রে জল রাখিয়া কিছুকাল পরে সেই জল পান করিলে সেই জলে নূতন পাত্রের গন্ধ অনুভব করিয়া থাকি। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে আশ্রয়ের গন্ধই জলে অনুভূত হয়।

যাহাতে কেবলমাত্র শুক্লরূপ আছে কিম্বা স্বাভাবিক দ্রবত্ব আছে, তাহাকে জল বলে। শুক্ল পীত প্রভৃতি নানা বিধ রূপ পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় বলিয়া এবং স্বভাবসিদ্ধ দ্রবত্ব না থাকাতে পৃথিবীকে জল বলা যাইতে পারে না। যাহার স্বাভাবিক উষ্ণতা আছে, তাহাকে তেজ বলে। যে স্পর্শ কোনরূপ পাক দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই অথবা অনুষ্ণ ও অশীতল, সেই স্পর্শ যাহাতে আছে তাহাকে বায়ু বলে। যাহাতে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আকাশ বলে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বায়ুতেই শব্দ উৎপন্ন হয়, সুতরাং আকাশ স্বীকার করার কোন যুক্তি নাই, এই সন্দেহের দূরীকরণার্থ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন লিখিয়াছেন—

"ন চ বায়ববয়বেষু সূক্ষ্মশব্দক্রমেণ বায়ৌ কারণগুণপূর্ব্বকঃ শব্দ উৎপদ্যতামিতিবাচ্যং অযাবদ্দ্রব্যভাবিত্বেন বায়োর্বিশেষগুণত্বাভাবাৎ॥" সিদ্ধা, মু।

প্রথমতঃ বায়ুর অবয়বে সূক্ষ্ম শব্দ উৎপন্ন হয়। পরে সেই শব্দ হইতে স্থূল বায়ুতে স্থূল শব্দ উৎপন্ন হয়; এইরূপ বলা যাইতে পারে না যে হেতু আশ্রয়নাশ, যাহার নাশের কারণ নয়, তাহা বায়ুর বিশেষগুণ হইতে পারে না। আশ্রয় বিদ্য-মান থাকিলেও যখন শব্দের বিনাশ অনুভূত হয়, তখন আশ্রয়-নাশকে শব্দনাশের কারণ বলা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। একমাত্র শব্দই আকাশ সিদ্ধির হেতু। এই সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য।" ২ অ ১ আ ২৭ সূ।

অন্য অষ্টবিধ দ্রব্যে শব্দ থাকা অসম্ভব বলিয়া শব্দই এক-মাত্র আকাশের লিঙ্গ (অনুমাপকহেতু)।

জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বাদি জ্ঞানের কারণ যে পদার্থ তাহাকে কাল বলে।

দূরত্ব ও নিকটত্বাদি জ্ঞানের কারণ পদার্থকে দিক্ বলে।

কৃতজ্ঞান প্রভৃতি যাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে আত্মা বলিয়া থাকে।

যে পদার্থ থাকাতে আমরা সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি অনুভব করি এবং বিজাতীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহাকে মন বলে।

গুণ—গুণপদার্থ ২৪টি যথা—রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ, সংখ্যা,

পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, পাপ ও ধর্ম্ম। (বৈশে সূ° ১।১।৬)

কর্ম্ম—পাঁচ প্রকার, উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন। (বৈশে° সূ ১।১।৭)

সামান্য—দুই প্রকার, সাধারণ ধর্ম্ম বা জাতিবিশেষ, যে পদার্থ থাকায় পরমাণুগণের ভেদ সাধিত হয়, তাহাকে বিশেষ বলে। (বৈশে সূ° ১।২।৩।)

সমবায়—নিত্য সম্বন্ধকে সমবায় বলে। (বৈশে সূ° ৭।২।২।) যেমন দ্রব্যের সহিত তাহার পরমাণুর সম্বন্ধ, ঘটের সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ ইত্যাদি।

অভাব—চারি প্রকার, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব। [অভাব দেখ।]

কণাদ বলেন, অন্ধকার কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, তেজের অভাবকেই অন্ধকার বলা যায়।

কণাদের মতে, প্রমাণ দুই প্রকার প্রত্যক্ষ ও অনুমান, উপমানও অনুমানের অন্তর্ভূত।

মহর্ষি কণাদই সর্ব্বপ্রথমে পরমাণুবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন, একমাত্র পরমাণু সৎস্বরূপ নিত্য পদার্থ, তাহার আর কারণ নাই।

"সদকারণবন্নিত্যম্।" বৈশে সূ° ৪।১।১।

আমরা যে যাবতীয় জড়পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, ঐ সমুদায় পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি পদার্থ আছে, তাহারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়।

তাঁহার মতে অদৃষ্ট কারণ বিশেষ দ্বারা পরমাণু সমুদায়ের সংযোগ হইয়া এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে।

কণাদ জড়পদার্থের মূলতত্ত্ব আপন সূত্র মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাহার কারণ কি? বৈশেষিক উপস্কারে স্পষ্ট লিখিত আছে—

"দৃষ্টে কারণে সত্যাদৃষ্টকল্পনানবকাশাৎ।"

যে হেতু দৃষ্টকারণসত্ত্বে অদৃষ্টকারণ কল্পনার আবশ্যক নাই।

বাস্তবিক মহর্ষি কণাদ যাহা আপনার চতুর্দ্দিকে দেখিতেন, তাহারই জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যে পরমাণু বা জড়তত্ত্ব কণাদ আপনসূত্রে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আজকাল ভারতবর্ষে তাহার বিশেষ চর্চ্চা বা আদর না থাকিলেও য়ুরোপীয় দার্শনিকেরা সমাদর করিয়া থাকেন। খৃঃ জন্মের ৪৪০ পূর্ব্বে গ্রীকদেশে ডেমক্রিটস্ পরমাণুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে এপিকিউরাস্ এই মত সবিশেষ প্রচার করেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত ঠিক কণাদের মত, তাঁহার মত লুক্রেসিয়া প্রকাশ করিয়া যান। লুক্রেসিয়া তৎকৃত কাব্যাদর্শনে লিখিয়াছেন—

"Nunc age, quo motu genitalia materiai
Corpora res varias gignunt, genitasque resolvant
Et qua vi facere id cogantur, quaeve sit ollis
Reddita mobilitas magnum per inane meandi
Expediam" II 61-64*

পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্তি তাহা লুক্রেসিয়া স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক লুক্রেসিয়ার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিলে কণাদের মতের সঙ্গে অনেকটা ঐক্য দেখা যায়।

এখন কথা এই, পরমাণুবাদ সর্ব্বপ্রথমে কে প্রচার করিলেন, মহর্ষি কণাদ না গ্রীসের ডেমক্রিটস?

কণাদ কোন্ সময়ের লোক, তাহা জানিবার উপায় নাই। আমাদের দেশীয় প্রবাদ ধরিলে তিনি ৫।৬ হাজার বর্ষের লোক হইয়া পড়েন। তবে ভগবদ্‌গীতায় বৈশেষিকের মত গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং গীতার রচনা হইবার পূর্ব্বে মহর্ষি কণাদ বিদ্যমান ছিলেন। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, ডেমক্রিটসের অনেক পূর্ব্বে কণাদের জন্ম। অতএব বোধ হইতেছে মহর্ষি কণাদই সর্ব্বাগ্রে পরমাণুবাদ প্রচার করেন। ডেমক্রিটসের জীবনী পাঠে জানা যায় তিনি, সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, বোধ হয় তিনি সন্ন্যাসীর মুখে কণাদের মত জানিয়া আপন গ্রন্থে কতক বৈশেষিক মত লিখিয়া যান।

কণাদ যে অঙ্কুর রোপণ করিয়া যান, ভারতে তাহার সুফল ফলিল না। সুদূর য়ুরোপ খণ্ডে ডেলটন সাহেব তাহার পুনরুদ্ধার করিলেন, এখন য়ুরোপে পরমাণুবাদ সর্ব্ববাদিসম্মত।

[পরমাণু শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

অনেকে বলিয়া থাকেন, কণাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতেন না, কারণ কণাদ—সূত্রের কোনখানেই ঈশ্বরের নামোল্লেখ নাই। যখন জগতের কারণ নির্দ্ধারণ করা দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন যদি ঈশ্বরকে বিশ্বকারণ বলিয়া

* "Thus the Great World's eternally renewed,
Thus endless atoms are with power endued,
Successive generations to supply;
Some creatures flourishing, while others die,
Like racers, each revolving age, we find,
Retires, and leaves the lamp of life behind.
If you suppose that seeds at rest convey,
Motion to bodies, wide from truth you stay,
Through the Vast Void as these primordials rove,
By foreign force, or gravity they move.'

কণাদের বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তদ্বিষয় স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতেন।

তবে কি কণাদ নাস্তিক ছিলেন অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল? না, তাহা হইতে পারে না। যিনি বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।" বৈশে সূ° ১।২।৩।

যিনি আত্মজ্ঞান সম্পন্নকেই মোক্ষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, যিনি স্বর্গ ও অপবর্গপ্রদ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য আপন সূত্র প্রণয়ন করেন। * পরমতত্ত্ববিৎ মাধবাচার্য্য যে কণাদের কোন অংশে প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—

"দ্বিত্বে চ পাকজোৎপত্তৌ বিভাগে চ বিভাগজে।

যস্য ন স্খলিতা বুদ্ধিস্তং বৈ বৈশেষিকং বিদুঃ॥"

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

দ্বিত্বোৎপত্তি, পাক দ্বারা রূপাদির উৎপত্তি, ও বিভাগজ বিভাগের উৎপত্তিতে যাহার বুদ্ধি বিচলিত হয় না, তাহাকে বৈশেষিক জানিবে।—সেই কণাদঋষি যে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, এরূপ যুক্তিসঙ্গত নয়। শঙ্করমিশ্র কণাদসূত্রের (১।১।৩) ব্যাখ্যাকালে স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

"তদিত্যনুক্তমপি প্রসিদ্ধিসিদ্ধতয়েশ্বরং পরামৃশতি।" তৎশব্দের অর্থ ঈশ্বর ইহা প্রসিদ্ধ, অতএব পূর্ব্বে সূচনা না থাকিলেও এখানে উহা ঈশ্বরবাচক বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে। ঈশ্বরশব্দের উল্লেখ না করিলেও, কণাদ গৌণভাবে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। [ঈশ্বরশব্দ ২৯২ পৃঃ দেখ।]

= স্বর্ণকার।

কণারক। উড়িষ্যার অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। ইহার প্রকৃত নাম কোণার্ক বা কোণারক, কিন্তু অপভ্রংশ করিয়া কেহ কেহ কণারক উচ্চারণ করিয়া থাকেন। [কোণারক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কণি (দেশজ) নখের কোণে যে একরূপ রোগ জন্মে, ইহার সংস্কৃত নাম চিপ্প ও কুনখ। [কুনখ দেখ।]

কণিক (পুং) কণেব, কণ-স্বার্থে কন্, অত ইত্বম্। ১ কণা। ২ শত্রু। ৩ আরাত্রিক নিয়মবিশেষ। ৪ গোধূমচূর্ণ, ময়দা। ৫ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিবিশেষ।

"কণিকং মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠং ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদ্বচঃ॥"

ভারত সম্ভব ১৪১ অঃ।

কণিকা (স্ত্রী) কণাঃ সন্ত্যস্যাঃ, কণ-ঠন্ (অতইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) ১ অত্যন্ত সূক্ষ্মবস্তু। ২ অগ্নিমন্থ, গণিকারিকা বৃক্ষ। ৩ কণা। ৪ তণ্ডুলবিশেষ। জলাদির সূক্ষ্মাংশ।

("স্বামুখাপ্য স্বজলকণিকা শীতলেনানিলেন।" মেঘ।)

(কণিকাত্যন্তসূক্ষ্মে চ গণিকার্য্যাং লবেহপি চ। শব্দাব্ধি)

কণিত (ক্লী) কণ আর্ত্তনাদ-ভাবে-ক্ত। পীড়াজন্য যাতনা সূচক শব্দ। (পীড়িতানাঞ্চ কণিতং হেম ৬। ৪৭।)

কণিশ (ক্লী) কণো বিদ্যতেঽস্য, কণ হানি (কনিন্, কণনঃ লোপশ্চ আগমন্, কণিন্-শী ড। শস্যমঞ্জরী, ধান্যাদির শীষ।

কণিষ্ঠ (ত্রি) কণ-ইষ্ঠন (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫) ১ অন্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র, ছোট। ২ অন্য অপেক্ষা হীন।

কণী (ত্রি) কণ ঈকন্। অল্প।

কণীক (স্ত্রী) কণ ঙীপ্। কণিকা।

কণীচি (পুং) কণ-ঈচি (মৃকণিভ্যামীচিঃ। উণ্ ৪।৭০। মৃ ও কণ ধাতুর উত্তর ঈচি প্রত্যয় হয়।) ১ পল্লবী, ছোট ডাল। ২ নিনাদ, শব্দ। (কণীচিঃ পল্লবাপাক্ত নিনাদ-রূপি চ দৃশ্যতে। উজ্জ্বলদত্ত।) (স্ত্রী) ৩ পুষ্পিতা লতা। ৪ গুঞ্জা, কুঁচ। ৫ শকট, গাড়ী।

(কণীচিঃ পুষ্পিতা লতা গুঞ্জয়োঃ শকটে স্ত্রিয়াম। মেদিনী।)

কণীয়ঃ [স্] (ত্রি) কণ ঈয়সুন্ (দ্বিবচনবিভজ্যোপপদেতর-বীয়সুনৌ। পা ৫।৩।৫৭।) কনিষ্ঠ।

কণীয়ান্ [স] (পুং) কণ ঈয়সুন্। ১ কনিষ্ঠ। ২ ক্ষুদ্র। ৩ হীন।

কণুই (দেশজ) কফোণি শব্দের অপভ্রংশ। হাতের মধ্যদেশের সন্ধিস্থল। [কফোণি দেখ।]

কণে (অব্য) কণ-এ। শ্রদ্ধার বাধাত। (দেশজ) কন্যা শব্দের অপভ্রংশ। নববধূ। এ দেশের বিবাহকালে কন্যাকে কণে বা কনে বলে।

কণের (পুং) কণ-এর। কর্ণিকার বৃক্ষ, সোনালু বৃক্ষ।

কণেরা (স্ত্রী) কণের-টাপ্। ১ বেশ্যা। ২ হস্তিনী।

কণেরু (স্ত্রী) কণ-এরু। ১ বেশ্যা। ২ হস্তিনী। ৩ কর্ণিকার বৃক্ষ, সোনালু।

(কণেরুঃ কর্ণিকারে চ করিণীবেশ্যয়োঃ স্ত্রিয়াম। মেদিনী।)

কণ্‌কণ্ (দেশজ) যাতনাবিশেষ, অত্যন্ত শীতল জলস্পর্শে বা হাড় প্রভৃতি স্থানে আঘাত লাগিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়।

কণকণে (দেশজ) যাহাতে কণ্‌কণ্ করে, অত্যন্ত ঠাণ্ডা, যেমন কণ্‌কণে জল ইত্যাদি।

কণ্ট (ত্রি) কটি-অচ্। কণ্টক।

কণ্টক (পুং ক্লী) কটি-ণ্বুল্। ১ সূচীর অগ্রভাগ। ২ ক্ষুদ্র শত্রু। ৩ রোমাঞ্চ। ৪ মৎস্য প্রভৃতির হাড়। ৫ বৃক্ষের

* "যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" বৈশে সূ ১।২। যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্গ পাওয়া যায়, তাহারই নাম ধর্ম।

অবয়ববিশেষ, কাঁটা। ৬ নৈয়ায়িক পর্ভৃতির দোষোক্তি।
(কণ্টকো ন ত্রিয়াং ক্ষুদ্রশত্রো মৎস্যাদি কীকসে।)
নৈয়ায়িকাদি দোষোক্তৌ স্যাদ্রোমাঞ্চক্রমাঙ্গয়োঃ। মেদিনী।
৭ কর্ম্মস্থান। ৮ দোষ। ৯ বিঘ্ন। ১০ বেণু। ১১ ক্ষতিকর।
১২ বিরক্তিজনক। ১৩ কেন্দ্র। (লগ্নাম্বুদ্যূন কর্ম্মাণিকেন্দ্র মুক্তক কণ্টকম।" জ্যোতিষ।) ১৪ কাঁটাল। [কাঁটাল দেখ।]

কণ্টকদেহী [ন] (ত্রি) কণ্টকপ্রধানো দেহোহস্যাস্তি কণ্টকদেহ ইনি। ১ যাহার কণ্টকাবৃত শরীর (পুং) ২ সজারু। ৩ মৎস্যবিশেষ।

কণ্টকদ্রুম (পুং) কণ্টকপ্রধানো দ্রুমঃ, কণ্টকৈন আচিতো বা দ্রুমঃ, মধ্যপদলো°। ১ শাল্মলিবৃক্ষ। ২ কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ বাবলা প্রভৃতি। ৩ কাঁটাল গাছ।

কণ্টকপত্রক (ত্রি) কণ্টকং পত্রং যস্য ততঃ স্বার্থে কন। যাহার পত্র অর্থাৎ ডানায় কাঁটা থাকে। কৈ মাছ প্রভৃতি।

কণ্টকপত্রফলা (স্ত্রী) করমচা, গাক্ষুর কাঁটা, শতমূলী ও কোলেকড়া। বৈদ্যক মতে ইহারা রক্তপিত্ত, সর্ব্বপ্রকার মেহ, শুক্রদোষ, তিন প্রকার শোথ ও শ্লেষ্মা নষ্ট করে।

কণ্টকপ্রাবৃতা (স্ত্রী) কণ্টকৈঃ প্রাবৃতা ব্যাপ্তা, ৩তৎ। ঘৃতকুমারী।

কণ্টকফল (পুং) কণ্টকবাচিতং ফলং যস্য, মধ্যপদলো। ১ কাঁটাল গাছ। ২ গোক্ষুর বৃক্ষ।

কণ্টভুক্ [জ] (পুং) কণ্টকান ভুঙ্ক্তে কণ্টক ভুজ ক্বিপ্। উষ্ট্র, উট ইহারা কাঁটা গাছ খাইতে অধিক ভালবাসে।

কণ্টবৃন্তাকী (স্ত্রী কণ্টকান্বিতা বৃন্তাকী মধ্যপদলো°। বার্ত্তাকু বেগুন।

কণ্টশৃঙ্গ (পুং) পর্ব্বতবিশেষ, মহাভদ্রের উত্তরে অবস্থিত। (লিঙ্গপু° ৪৯। ৫৫)

কণ্টকশ্রেণী (স্ত্রী কণ্টকানাং শ্রেণী যত্রাস, বহুব্রী কণ্টকারী।

কণ্টকস্থল (পুং আর্য্যাবর্ত্ত দেশবিশেষ। (শাক)

কণ্টকাগার পুং) কণ্টকঃ আগারমিব অথবা কণ্টকং আগারে যস্য বহু। সরটনামক জন্তু ...।

কণ্টকাঢ্য (পুং) কণ্টকৈরাঢ্যঃ, ৩তৎ। কুব্জকবৃক্ষ।

কণ্টকার (পুং কণ্ট মৃচ্ছতি কণ্টক ঋ অণ্ ১ শিমুলগাছ। ২ বইচগাছ।

কণ্টকারিকা স্ত্রী) কণ্টকান্ ইয়র্ত্তি ঋ ... বা, কণ্টক ... ... নামক বৃক্ষ বিশেষ।

কণ্টকারী (স্ত্রী) কণ্টকার ঙীপ। ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (S...num Jacquini) ... ... বালো ...,



কণ্টকারী বৃক্ষ।

ব্যাঘ্রী, বৃহতী, প্রচোদনী, কুলী, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রপর্ণী, রাষ্ট্রিকা, অনাক্রান্তা, ভণ্টাকী সিংহী, ধাবনিকা, কণ্টকারিকা, কণ্টকিনী ক্ষুদ্রপর্বসিনী নিদিগ্ধা, দাবনী, ক্ষুদ্রকা কা ... কণ্টা ক্ষুদ্রফলা কণ্টালিকা ও চিত্রফলা।

এদেশে কণ্টিকারী, পশ্চিমে কটেরী বা ভটকটেরী কহে। শ্বেত কণ্টকারীকে এদেশে ক্ষুদ্রা. পশ্চিমে কটীলা বা কটা শালা, দাক্ষিণে দোৰ্লিকাফল, তামিলে কণ্ডনঘত্রী এবং তৈলঙ্গে বকুদ কায়া বা নোলমুলকু বলে।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—সারক তিক্ত ও কটুরস, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক; কাস, শ্বাস, জ্বর, শ্লেষ্মা, বায়ু, পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি ও হৃদ্রোগ নাশক।

কণ্টকারী ও বৃহতী উভয়ই এক পর্য্যায় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। সুশ্রুতের মতে যে জাতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র ভণ্টাকী নামে প্রসিদ্ধ, তাহাকেই বৃহতী বলে। বৃহতী—ধারক, হৃদয়-গ্রাহী, পাচক, কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, বায়ু, মুখের বিরসতা, মল, অরুচি, কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, শূল, কাস ও অগ্নিমান্দ্যনাশক।

কণ্টকারী শ্বেত ও নীল ভেদে দ্বিবিধ, শ্বেত কণ্টকারীর নাম শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষ্মণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্দ্দভা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পী ও প্রিয়ঙ্করী, ইহার গুণও ঐরূপ, বিশেষতঃ হৃদ্য, গর্ভপ্রদ। ইহাদের মূল, অভাবে সমস্ত অংশ ব্যবহার্য্য। মাত্রা ১ মাষা।

এই গাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে, শীতকালে ফুল ধরে। ফল দেখিতে বাজা হয়।

কণ্টকারীর ফলের গুণ—তিক্ত, রসে ও পাকে কষায়, বীর্য্যানঃসারক, ভেদক, তীক্ষ্ণ, পিত্ত ও অগ্নিবর্দ্ধক, হালকা, কফ, বাত, কণ্ডূ, কাস, মেদ, ক্রিমি, ও জ্বররোগনাশক। মতান্তরে এই ফল তীক্ষ্ণ, হালকা, কটু, দীপন, রুক্ষ, উষ্ণ এবং শ্বাস, কাস, জ্বর ও কফনাশক।

ক্ষুদ্রাকণ্টকারী ফলের গুণ—কটু, তিক্ত, রেচক, পিত্তকর, মূত্রকারক, তিক্ত, ছর্দ্দি, যকৃৎ, শ্বাস, কাস, কফ, কণ্ডূ, বাত, ক্রিমি ও জ্বরনাশক।

ডাক্তার উইলসনের মতে কণ্টিকারী কটু ও বাতরেচক; পদতলে প্রদাহ ও জলপূর্ণ ফুসকুড়ি হইলে ইহা ব্যবহার করা যায়।

দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হইলে কণ্টিকারীর ধূম ও উত্তাপ বিশেষ উপকারী।

ডাক্তার মোরহেড বলেন, ইহার বিশেষ গুণ কফ-নিঃসারক।

কণ্টকারীঘৃত (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত কাসরোগের ঔষধবিশেষ। ইহা স্বল্প, অপর ও বৃহৎ ভেদে ত্রিবিধ।

স্বল্প,—কণ্টকারী ৩০ পল, গুলঞ্চ ৩০ পল, ৬০ সের জলের সহিত কাথ করিবে, ।৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া এই কাথের সহিত /৪ সের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পানে বাতাধিক্য ও কাসরোগ নষ্ট হয় এবং অগ্নির উদ্দীপন হইয়া থাকে।

অপর,—কণ্টকারীর কাথ ।৬ সের, ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থে রাস্না, বেড়েলা, ত্রিকটু ও গোক্ষুর, সমুদায় মিলিয়া /১ সের, যথাবিধি পাক করিয়া সেবনে পঞ্চবিধ কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ,—মূল পত্র ও শাখাযুক্ত কণ্টকারীর কাথ ।৬ সের, ঘৃত /৪ সের, বেড়েলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, শটী, চিতা, সচল-লবণ, যবক্ষার, বেলশুঁট, আমলকী, কুড়, শ্বেতপুনর্নবা, বৃহতী, হরীতকী, যমানী, দাড়িম, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, রক্তপুনর্নবা, আতইচ, দুরালভা, আমরুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁই আমলকী, বামুনহাটী, রাস্না ও গোক্ষুর, সমুদায় মিলিয়া /১ সের, এই সমস্তের কল্ক-সহ পাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ ও কফরোগ নিবারিত হয়।

ইহা ভিন্ন স্বরভেদ রোগাধিকারে একরূপ কণ্টকারী ঘৃত আছে, তাহা এইরূপ—কণ্টকারী কণ্টকারীর রসের দ্বারা (অভাবে আটগুণ জলদ্বারা) কাথ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে, বেড়েলা, গোক্ষুর ও ত্রিকটুর কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে স্বরভঙ্গ ও পঞ্চবিধ কাস বিনষ্ট হয়। রোগীর বলাবল দৃষ্টে ।৷০ অর্দ্ধতোলা হইতে ঘৃতের মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। অনুপান ও রোগীর অবস্থানুসারে, উষ্ণদুগ্ধ প্রভৃতি বাবস্থেয়।

কণ্টকার্য্যাদি (পুং) বৈদ্যকোক্ত জ্বরাধিকারের পাচন-বিশেষ। কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শুঁট, দুরালভা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুথা, পলতা ও কটকী, সমুদায় ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া পান করিলে ত্রিদোষজ জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, কাস, হৃদয় ও পার্শ্বের বেদনা নিবারিত হয়।

কণ্টকাল (পুং) কণ্টং কণ্টকব্যাপ্তং ফলং কালয়তি উৎপাদয়তি, কণ্ট-কল-ণিচ্ অণ্। কণ্টকৈঃ কণ্টকাকীর্ণ-ফলৈরলংকৃত শোভিত, কণ্টক-অল অচ্ ইতি বা। ১ কাঁটাল গাছ। ২ মাদার। (কণ্টকালস্তু পনস মন্দারে। শব্দাব্ধি।)

কণ্টকালুক (পুং) কণ্টকৈরলাতি, কণ্টঃ কালয়াতি বা, কণ্টক-অল্, কণ্ট কল বা উকঞ্। যবাস বৃক্ষ।

কণ্টকাশন (পুং) কণ্টকং অশ্নাতি, কণ্টক-অশ-ল্যু। উষ্ট্র, উট্।

কণ্টকাষ্ঠীল (পুং) কণ্টকঃ অষ্ঠীলেব যস্য, বহুব্রী। মৎস্য-বিশেষ; ইহার অপর নাম কুম্ভীর।

কণ্টকিত (ত্রি) কণ্টকো রোমাঞ্চো জাতোঽস্য, কণ্টক-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) ১ রোমাঞ্চিত। ২ কণ্টকযুক্ত।

কণ্টকিনী (স্ত্রী) কণ্টকাঃ সন্ত্যস্যাঃ, কণ্টক-ইনি-ঙীপ্। ১ বার্ত্তাকী, বেগুন। ২ শোণঝিণ্টি। ৩ মধু খর্জ্জুরী।

কণ্টকিফল (পুং) কণ্টকি কণ্টকযুক্তং ফলং যস্য, বহুব্রী। ১ কাঁটাল গাছ। ২ (কর্ম্মধা) কাঁটাল। (কণ্টকিফলঃ পুমান্ পনসে স্যাৎ। শব্দাব্ধি।) [কাঁটাল দেখ।]

কণ্টকিল (পুং) কণ্টকো হস্যাস্ত, কণ্টক-অস্ত্যর্থে ইলচ্। বাঁশবিশেষ, বেউড় বাঁশ।

কণ্টকিলতা (স্ত্রী) কণ্টকিনী চাসৌ, লতাচেতি, কর্ম্মধা। শসার লতা।

কণ্টকী [ন্] (পুং) কণ্টকো হস্যাস্তি, কণ্টক-ইনি। ১ মৎস্য। ২ খদিরবৃক্ষ। ৩ ময়নাগাছ। ৪ গোক্ষুরগাছ। ৫ বেউড় বাঁশ। ৬ কুলগাছ। ৭ কাঁটাল। ৮ (ত্রি) কাঁটাযুক্ত।

কণ্টকা (স্ত্রী) কণ্টক-অর্শ আদিত্বাৎ অচ-ঙীষ্। বার্ত্তাকী-বিশেষ; কাঁটাবেগুন। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, রক্ত ও পিত্তপ্রকোপকর, কণ্ডূ ও কচ্ছুনাশক এবং দোষজনক। [বেগুন দেখ।]

কণ্টকীদ্রুম (পুং) কণ্টকী চাসৌ দ্রুমশ্চেতি, কর্ম্মধা (পৃষো-দরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ)। ১ খদিরবৃক্ষ। ২ (কণ্টকী এব দ্রুমঃ) বার্ত্তাকীবৃক্ষ।

কণ্টকাফল (পুং) কণ্টকি কণ্টকাচিতং ফলমস্য বহুব্রী (পৃষোদরাদিত্বাৎ) দীর্ঘঃ। কাঁটাল। [কাঁটাল দেখ।]

কণ্টকুরণ্ট (পুং) কণ্টঃ কণ্টকপ্রধানঃ কুরণ্টঃ মধ্যপদলো°। ঝিণ্টি, ঝাঁটি। [ঝিণ্টি দেখ।]

কণ্টতনু (স্ত্রী) কণ্টা কণ্টকান্বিতা তনুর্যস্যাঃ, মধ্যপদলো°। বৃহতী।

কণ্টদলা (স্ত্রী) কণ্টং কণ্টকাচিতং দলং যস্যাঃ, মধ্যপদলো°। কেতকী ফুল।

কণ্টপত্র (পুং) ১ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচগাছ। ২ শৃঙ্গাটক, শিঙ্গাড়া, পানিফল।

কণ্টপত্রক (পুং) কণ্টপত্র-স্বার্থে কন্। শৃঙ্গাটক, পানিফল। (কণ্টপত্রকঃ শৃঙ্গাটকে। শব্দাব্ধি।)

কণ্টপত্রফলা (স্ত্রী) ব্রহ্মদণ্ডীবৃক্ষ।

কণ্টপাদ (পুং) বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচ।

কণ্টফল (পুং) কণ্টঃ কণ্টকান্বিতং ফলং, মধ্যপদলো°। ১ ছোট গোক্ষুর। ২ কাঁটাল। ৩ ধুতুরা। ৪ লতাকরঞ্জ। ৫ তেজঃফল। ৬ এরণ্ডফল। ৭ (বহুব্রী) ঐ সকল ফলের গাছ।

কণ্টফলা (স্ত্রী) কণ্টং কণ্টকাচিতং ফলং যস্যাঃ। দেবদালীলতা।

কণ্টল (পুং) কণ্টঃ অস্ত্যস্য, কণ্ট-অলচ্। কণ্টেন কণ্টকেন অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কণ্ট-অল-অচ্, ইতি বা। বাবলাগাছ; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—বাবল, স্বর্ণপুষ্প ও সূক্ষ্মপুষ্প।

কণ্টবল্লী (স্ত্রী) কণ্টা কণ্টকান্বিতা বল্লী, মধ্যপদলো°। শ্রীবল্লীবৃক্ষ।

কণ্টবৃক্ষ (পুং) কণ্টঃ কণ্টকবহুলো বৃক্ষঃ, মধ্যপদলো°। তেজঃফলবৃক্ষ।

কণ্টাকারী (পুং) বিকঙ্কতবৃক্ষ, বঁইচ। (অথবিকঙ্কতে কণ্টাকারী পুংসি। শব্দাব্ধি।)

কণ্টাফল (পুং) কণ্ট ভাবে অপ্, কণ্টা কণ্টকোপলক্ষিতং ফলং যস্য। ১ কাঁটালগাছ। ২ (কর্ম্মধা) কাঁটাল। (কণ্টাফলস্তু পনসে পুমান্। শব্দাব্ধি।)

কণ্টার্ত্তগলা (স্ত্রী) নীলঝিণ্টি।

কণ্টালু (পুং) কণ্টায় কণ্টকায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কণ্ট-অল-উণ্। ১ বাঁশবিশেষ। ২ বৃহতী। ৩ বার্ত্তাকী। ৪ বাবলা।

কণ্টাহ্বয় (ক্লী) কণ্টং কণ্টকং আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে, কণ্ট-আ-হ্বে-ক। পদ্মের গেঁড়া।

কণ্টী [ন্] (পুং) কণ্টঃ কণ্টকঃ অস্ত্যস্য, কণ্ট-ইনি। ১ কলায়। ২ অপামার্গ। ৩ খদির। ৪ গোক্ষুর।

কণ্ঠ (পুং) কণ্-ঠ (কণঠঃ। উণ্ ১। ১০৫।) ১ গলদেশ, গ্রীবার সম্মুখভাগ। সুশ্রুতের মতে এইস্থানে ৪ খানি তরুণাস্থি ও মণ্ডলা নামক ৩টি অস্থিসন্ধি আছে। কণ্ঠনাড়ীর উভয় পার্শ্বে ৪টি ধমনী, দুইটির নাম নীলা ও দুইটির নাম মন্যা; কোনরূপে সেই ধমনী বিদ্ধ হইয়া গেলে মূকতা, স্বরবিকৃতি ও রস গ্রহণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

২ অনেকস্থলে গ্রীবার সমুদায় অংশও কণ্ঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কণ্ঠব্যতীত গ্রীবার অন্যান্য অংশ কণ্ডরা ৪, কূর্চ্চ ১, অস্থি ৯, অস্থিসন্ধি ৮, স্নায়ু ৩৬, পেশী ৪, গ্রীবার উভয়পার্শ্বে সিরা ৪, তাহাদিগের নাম মাতৃকা; সেই সকল সিরা বিদ্ধ হইলে সদ্যঃ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। (সুশ্রুত, শারীর।) গৌতমতন্ত্রের মতে কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ নামক ষোড়শ-স্বরযুক্ত, ধূম্রবর্ণ, মহাপ্রভাবিশিষ্ট ষোড়শদল পদ্মের অবস্থান।

("তদূর্দ্ধে বিশুদ্ধাখ্যং দলষোড়শপঙ্কজম্।
স্বরৈঃ ষোড়শভির্যুক্তং ধূম্রবর্ণৈর্মহাপ্রভম্॥
বিশুদ্ধপদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্যং মহাদ্ভুতম্।"

৩ ধ্বনি, কণ্ঠের শব্দ। ৪ নিকট। ৫ মদনবৃক্ষ।

(কণ্ঠো গলে সন্নিধানে ধ্বনৌ মদনপাদপে। (উজ্জ্বলদত্ত।)

৬ হোমকুণ্ডের বাহিরে অঙ্গুলিপরিমিতস্থান।

("খাতাদ্বাহ্যোঽঙ্গুলঃ কণ্ঠঃ সর্ব্বকুণ্ডেষয়ং বিধিঃ।" তিথ্যাদিতত্ত্ব।)

৭ মুনি। ৮ ফেন। (শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠক (পুং) কণ্ঠ-স্বার্থে কন্। কণ্ঠ। [কণ্ঠ দেখ।]

কণ্ঠকূণিকা (স্ত্রী) কণ্ঠ ইব কণ্ঠধ্বনিরিব কূণয়তি, কণ্ঠ-কূণ-

ধূল-টাপ, অত ইত্বম্। বীণা, কণ্ঠস্বরের ন্যায় ইহার স্বর অতি সুস্পষ্ট।

(বীণা পুনর্ঘোষবতী বিপঞ্চী কণ্ঠকূণিকা। হেম ২। ২০১।)

কণ্ঠগত (ত্রি) কণ্ঠং গতঃ, ২তৎ। ১ কণ্ঠস্থ। ২ কণ্ঠাগত।

কণ্ঠতলাসিকা (স্ত্রী) কণ্ঠতলে অশ্বানাং কণ্ঠদেশে আস্তে, কণ্ঠতল-আস-ধূল-টাপ্-অত ইত্বং। অশ্বের গ্রীবাবেষ্টক চর্ম্ম-রজ্জু প্রভৃতি।

কণ্ঠদঘ্ন (ত্রি) কণ্ঠঃ পরিমাণমস্য, কণ্ঠ-দঘ্নচ্ (প্রমাণেদ্বয়সজ্ দঘ্নঞ্ মাত্রচঃ। পা ৫। ২। ৩৭।) গল পরিমাণ।

কণ্ঠধান (পুং) দেশবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ১৪। ২৬)

কণ্ঠনালী (স্ত্রী) কণ্ঠগতা নাড়ী, মধ্যপদলো° ঙস্য লত্বম্। কণ্ঠ-দেশস্থিত স্থূলধমনী, ভুক্ত দ্রব্য এই নাড়ীদ্বারা অধোগত হয় এবং শব্দাদিও এই নাড়ীর দ্বারা নিঃসৃত হইয়া থাকে।

কণ্ঠনীড়ক (পুং) কণ্ঠে প্রাসাদবৃক্ষাদীনাং শিরোভাগে নীড়ং যস্য, কণ্ঠনীড়-কপ্। চিলপক্ষী। (কণ্ঠনীড়কো না চিল্লে। শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠনীলক (পুং) কণ্ঠং ধারকস্য কণ্ঠাদিকমূর্দ্ধদেহং নীলয়তি স্বপ্রকাশজ্বলেন নীলবর্ণং করোতি, কণ্ঠ নীল-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ মসাল। ২ চিল্পাখী।

(কণ্ঠনীলকঃ চিল্লেপক্ষিণি চোল্কায়াম্। শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠপাশক (পুং) কণ্ঠে পাশ ইব কায়তি প্রকাশতে, কণ্ঠ-পাশ-কৈ-ক। ১ হস্তীর গলবেষ্টন দড়ী। ২ কণ্ঠরজ্জু। কণ্ঠপাশকঃ।

(হস্তিনাং কণ্ঠবন্ধো চ কণ্ঠরজ্জৌ নিগদ্যতে। শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠবন্ধ (পুং) কণ্ঠে বন্ধঃ, ৭তৎ। গলবন্ধন, গলার ফাঁস।

কণ্ঠভূষা (স্ত্রী) কণ্ঠস্য ভূষা অলঙ্কারঃ, ৬তৎ। গলদেশের অল-ঙ্কার, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—গ্রৈবেয়, গ্রৈব, কচক ও নিষ্ক।

কণ্ঠমণি (পুং) কণ্ঠে ধার্য্যো মণিঃ, মধ্যপদলো°। গলদেশে ধারণোপযোগী মণি, ইহার সংস্কৃত নামান্তর কাকল।

কণ্ঠমালা (স্ত্রী) কণ্ঠে ধার্য্যা মালা হারবিশেষঃ, মধ্যপদলো°। স্ত্রীলোকের কণ্ঠভূষণবিশেষ।

কণ্ঠরত্ন (ক্লী) কণ্ঠে ধার্য্যং রত্নম্, মধ্যপদলো°। কণ্ঠদেশে ধারণীয় রত্ন।

কণ্ঠলতা (স্ত্রী) কণ্ঠে লতা ইব, উপমি°। অশ্বের গলদেশস্থ রজ্জু প্রভৃতি।

কণ্ঠরোগ (পুং) কণ্ঠগতো রোগঃ, মধ্যপদলো°। কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরজাত রোগসকল। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে কণ্ঠনালীতে অষ্টাদশ প্রকার রোগ জন্মে; রোহিণী ৫ প্রকার, কণ্ঠশালুক, অধিজিহ্ব, বলয়, বলাস, একবৃন্দ, শতঘ্নী, শিলাষু, গলবিদ্রধি, গলৌঘ, স্বরঘ্ন, মাংসতান এবং বিদারী।

রোহিণী—দূষিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত গলদেশস্থ মাংসকে দূষিত করিয়া মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাতে কণ্ঠরোধ হয় ও শীঘ্র প্রাণ বিনাশ করে। ইহাকে রোহিণীরোগ বলে। বায়ু জন্য রোহিণীরোগে জিহ্বার চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত কণ্ঠরোধক মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং রোগী স্তম্ভত্ব প্রভৃতি বাতজনিত উপদ্রবসমূহে পীড়িত হইয়া থাকে। পিত্ত জন্য রোহিণীরোগে অতিশয় দাহ ও পাকযুক্ত মাংসাঙ্কুর শীঘ্র বাহির হয়। বিশেষতঃ রোগীর অত্যন্ত বেগবান্ জ্বর হইয়া থাকে। কফজন্য রোহিণীরোগে মাংসাঙ্কুর গুরু, স্থির ও বিলম্বে পাকে এবং কণ্ঠস্রোত রুদ্ধ হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক রোহিণীরোগে উক্ত তিন দোষের লক্ষণ দেখা যায় এবং মাংসাঙ্কুর গম্ভীর-ভাবে পাকিয়া থাকে। এই রোগ চিকিৎসাসাধ্য নয়। রক্তজন্য রোহিণীরোগে জিহ্বামূল স্ফোটক দ্বারা ব্যাপ্ত হয় এবং পিত্তের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভাবমিশ্র বলেন—ত্রিদোষিক রোহিণীরোগে রোগীর জীবন সদ্য নষ্ট হয়, কফজ রোহিণী তিন রাত্রির মধ্যে, পৈত্তিক রোহিণী পাঁচ রাত্রির মধ্যে, এবং বাতজ রোহিণী সাত রাত্রির মধ্যে রোগীর জীবন হরণ করিয়া থাকে।

সাধ্য রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডূষ-ধারণ এবং নস্য হিতকারক। বাতজ রোহিণীরোগে রক্ত-মোক্ষণ করিয়া সৈন্ধব দ্বারা প্রতিসারণ করিবে এবং অল্প গরম স্নেহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ গণ্ডূষ ধারণ করিবে। পিত্তজ ও রক্তজ রোহিণীতে রক্ত মোক্ষণ করিয়া প্রিয়ঙ্গুচূর্ণ, চিনি ও মধু একত্র করিয়া ঘর্ষণ এবং দ্রাক্ষা ও ফল্সার কাথ দ্বারা কবল করিবে। কফজ রোহিণীরোগে আগারধূম (কোল), শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে।

কণ্ঠশালুক—কুপিত কফ দ্বারা কুলের আঁটির ন্যায়, কাষ্ঠবৎ বা শূকবৎ বেদনাজনক খর ও স্থির গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে তাহাকে কণ্ঠশালুক কহে, এই রোগ শস্ত্রসাধ্য। এই রোগে রক্ত মোক্ষণ করিয়া তুণ্ডিকেরী রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। স্নিগ্ধ যবান্ন অল্প পরিমাণে একবার ভোজন করাইবে।

অধিজিহ্ব—রক্তমিশ্রিত কফ কর্ত্তৃক জিহ্বার উপর জিহ্বাগ্রের ন্যায় শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অধিজিহ্ব বলে। শোথ পাকিলে এই রোগ অসাধ্য হয়।

বলয়—শ্লেষ্মার দ্বারা গলনালীতে আয়ত ও উন্নত শোথ উৎপন্ন হইয়া ভুক্ত দ্রব্যের পথ রোধ করিলে তাহাকে বলয় রোগ বলে, এই রোগ অসাধ্য।

বলাস—শ্লেষ্মা ও বায়ু কর্ত্তৃক গলদেশে বেদনাযুক্ত শোথ

জন্মিলে এবং রোগীর মর্ম্মচ্ছেদ দারুণ বেদনা উপস্থিত হইলে তাহাকে বলাসরোগ কহে, এই রোগ অসাধ্য।

একবৃন্দ—গলদেশে যে ফুলা গোল ও উন্নত হইয়া উঠে, দাহ ও কণ্ডুবিশিষ্ট এবং ভার ও কোমল বোধ হয়, তাহার নাম একবৃন্দ। এই রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া বিরেচনাদি দ্বারা শোধন করিবে।

বৃন্দ—রক্তপিত্ত জন্য গোল ও অতিশয় উন্নত শোথ জন্মিয়া রোগীর অত্যন্ত জ্বর ও দাহ হইলে তাহাকে বৃন্দরোগ বলে, ইহাতে বেদনা হইলে বাতজ বলা যায়।

শতঘ্নী—গলনালীতে মোটা পলিতার মত, কঠিন, কণ্ঠরোধকারী, বাতজাদি ভেদে নানাপ্রকার বেদনাযুক্ত অথচ মাংসাঙ্কুরের দ্বারা অধিক ব্যাপ্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে নানাপ্রকার যাতনা উপস্থিত হইলে তাহাকে ত্রিদোষ জন্য শতঘ্নী রোগ কহে। এই রোগে রোগী প্রায়ই বাঁচে না।

শিলাঘ—যে রোগে দূষিত কফ ও রক্ত হইতে গলার ভিতর আমলকীর আঁঠির মত স্থির ও অল্প বেদনাযুক্ত গ্রন্থি জন্মে, ভুক্ত দ্রব্য সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে শিলাঘ রোগ বলে, এই রোগ শস্ত্রসাধ্য। সুশ্রুতমতে ইহার নাম গিলায়ু রোগ।

গলবিদ্রধি—সমস্ত গলদেশ ফুলিয়া উঠিলে, এবং তাহাতে নানাপ্রকার যাতনা হইলে তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। এই রোগ যদি মর্ম্মস্থানগত না হয় অথচ সুপক্ক হয়, অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে।

গলৌঘ—কফ ও রক্ত জন্য গলদেশ অত্যন্ত ফুলিয়া অন্ননালী বা জলপ্রবেশের পথ রোধ করিলে এবং তাহাতে বায়ুর গতি নষ্ট ও তীব্র জ্বর হইলে গলৌঘ রোগ বলে।

স্বরঘ্ন—এই রোগে রোগী মূর্চ্ছিত হয়, সর্ব্বদা শ্বাস ত্যাগ করে, স্বরভঙ্গ ও কণ্ঠ শুষ্ক হয় (রোগী কিছু চিনিতে পারে না) এবং শ্বাসের পথ আবৃত হয়।

মাংসতান—এই রোগে গলদেশের ফুলা ক্রমে বাড়িয়া কণ্ঠনালী প্রায় রোধ করে এবং ফুলা বিস্তৃত, অতি ক্লেশদায়ক ও লম্বমান হয়। ইহাতে রোগী বাঁচে না।

বিদারী—এই রোগে পিত্তের প্রকোপ জন্য গলদেশে ও মুখে তাম্রবর্ণ, দাহ ও বেদনাযুক্ত ফুলা হয়, উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পচা মাংস খসিয়া পড়ে, রোগী যে পার্শ্বে অধিক শয়ন করে, সেই পার্শ্বেই এই রোগ জন্মে।

সাধারণতঃ কণ্ঠরোগ মাত্রেই,—১। দারুহরিদ্রা, নিমছাল, শালবৃক্ষ, ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিবে, অথবা হরীতকীর কষায় মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ২। কটকী, আতইচ, দেবদারু, আকনাদি, মুথা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ৩। পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা, শুঁট, সাজিমাটী, যবক্ষার, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিবে। ৪। মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধব ও দারুহরিদ্রা, এই সকলের চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত মুখে ধারণ করিলে, মুখরোগ ও গলরোগ বিনষ্ট হয়। ৫। যবক্ষার, গজপিপ্পলী, আকনাদি, রসাঞ্জন, দেবদারু, হরিদ্রা ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মধুর সহিত গুড়িকা করিবে, এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে গলরোগ নিবারিত হয়। ৬। বেলমূলের ছাল, সোণামূলের ছাল, গাম্ভারীর ছাল, পারুলের ছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই দশমূলের কাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিবে। (চক্রদত্ত।)

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে কণ্ঠরোগ নানাপ্রকার। তন্মধ্যে সামান্য কণ্ঠশোথ (Simple Sore throat), ক্ষতযুক্ত কণ্ঠশোথ (Ulcerated Sore throat), গলগ্রন্থিপ্রদাহ (Quinsy or Tonsilitis), সাংঘাতিক কণ্ঠশোথ (Malignant Sore throat), সান্নিপাতিক কণ্ঠরোগ (স্বরহাবন) বা ডিফ্‌থিরিয়া (Diphtheria)

কণ্ঠশোথ হইতে কণ্ঠে প্রদাহ, গিলিতে কষ্টবোধ, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট, কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন ও জ্বর হয়। প্রথমে বাধা না পাইলে ক্রমে বাড়িয়া উঠে, জিহ্বা কোলে এবং খারাপ হইয়া থাকে। গলগ্রন্থি রক্তবর্ণ, গলদেশের পশ্চাতে ছোট ছোট পীতবর্ণ ফুলা হয়। তৃষ্ণা, নাড়ী প্রবল, কখন গাল ফুলিয়া রক্তবর্ণ হয়। চক্ষু জলে, রোগ বৃদ্ধি হইলে চিত্তবিভ্রম ঘটে। যতই রোগ বাড়ে, গলগ্রন্থিও তত ফুলিয়া উঠে, তাহাতে পূয জন্মে। স্ফোটক ফাটিয়া গেলে আরাম বোধ হয়। কখন কখন ফাটিবার পর গ্রন্থিতে আবার পূর্ব্ববৎ ফুলিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিকিৎসা করা চাই, নহিলে সাংঘাতিক হইয়া উঠে, এরূপস্থলে কঠিন জ্বর হয়।

সামান্য কণ্ঠশোথে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিশেষ উপকারী।

ভিজার পর ঠাণ্ডা লাগিয়া সামান্য কণ্ঠশোথ হইলে ডাল্‌কামরা। বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা হইলে জেলসেমিনম্‌। জ্বরের সঙ্গে শীত বোধ হইলে একোনাইট্‌। কণ্ঠবেদনা, কণ্ঠ শুষ্ক, শিরঃপীড়া এবং মুখ লাল হইলে বেলেডোনা। কণ্ঠ আড়ষ্ট, গিলিতে কষ্ট ও কফ বাহির হইতে থাকিলে মার্কুরিয়াস্‌।

ক্ষতযুক্ত কণ্ঠশোথে প্রথমে বেলেডোনা। ছোট, পাংশুবর্ণ

অথচ অরিষ্টদায়ক ক্ষত হইলে এসিড নাইট্রিক। দুর্গন্ধ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য ঘটিলে ব্যাপ্‌টিসিয়া, কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্‌।

গলগ্রন্থিপ্রদাহ (Tonsilitis)—গলদেশে কোনস্থানে প্রদাহ হইলে এই রোগ জন্মে। এই রোগও নানাপ্রকার। স্তন্যপায়ী শিশুসন্তানের এই রোগ বড় একটা হয় না। পাঁচ হইতে দশ বৎসর সময় হইতে এই রোগ অধিক দেখা যায়। আবার পঞ্চাশ বর্ষের সময়ও এই রোগ জন্মে। এই রোগ সকল ঋতুতেই হয়, বিশেষ শীতকালে প্রবল হইয়া থাকে। শীতল বা হিম, আর্দ্র বা দূষিত বায়ুসেবন, শীত, পৈতৃক দোষ প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। যাহাকে দেখিতে ভাল এরূপ লোককেই এই রোগ প্রায় আক্রমণ করে। গণ্ডমালা-রোগ আরাম হইবার পরও কখন কখন এই রোগ হইতে দেখা যায়। এই রোগ জন্মাইবার পূর্ব্বে রোগী বেশ সুস্থ অবস্থায় থাকে, কখন কখন সামান্য পেটের গোলমাল হয়। এই রোগ হইলে শীতবোধ, কম্পন, চর্ম্মে উত্তাপ, উত্তেজিত নাড়ী, তৃষ্ণা, শিরঃপীড়া অথবা ক্ষুধামান্দ্য, অসুখবোধ, প্রত্যঙ্গে ব্যথা বা শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়, যেন গলদেশে কিছু চাপান হইয়াছে এরূপ বোধ হইয়া থাকে। দুই এক ঘণ্টার মধ্যে সামান্য হইতে অতি দারুণ যন্ত্রণা প্রদাহ ও গিলিবার ইচ্ছা হয়। ঢোক গিলিবার সময় কখন কখন এত কষ্ট হয় যে তখন আক্ষেপ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। কাসি, ছেপ বা কফ ফেলিবার ইচ্ছা, কণ্ঠে দোষের সঞ্চার, কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস, কণ্ঠ হইতে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ, কখন কখন রোগ কঠিন হইলে এককালে স্বররোধ হয়। কোন কোন স্থলে গলায় ফুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, নিশ্বাস ফেলিবার সময় বেদনাবোধ, কখন কখন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। এই রোগ অতি পীড়াদায়ক, সচরাচর সাত দিন হইতে চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

ফুলা কাটিয়া না দিলে কথা কহিবার সময়, বমি করিবার সময় অথবা কাসিবার সময় ফাটিয়া যায়। ঘুমের সময়ও ফাটিয়া থাকে, এ অবস্থায় ফাটিলে রোগী অধিক কষ্ট ভোগ করে না, ঘুম ভাঙ্গিলে রোগী অনেকটা শান্তি বোধ করে। ৫।৭ দিনের মধ্যে ভাল হয়। শ্বাসবদ্ধ হইলে মৃত্যুর ভয়, নচেৎ নয়।

চিকিৎসা—রোগের প্রথম অবস্থায় একটি পাত্রে গরম জলে খানিকটা কর্পূর ও আধছটাক ভিনিগার রাখিয়া হাঁ করিয়া তাহার উত্তাপ গ্রহণ করিবে। ধূম লাগিয়া বা অন্য কোন কারণে অধিক কাসি হয়, তবে শয়নকালে মৃদুবিরেচক এবং প্রাতঃকালে ভেদক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, গরম জলে লবণ ও রাইসরিষা মিশাইয়া তাহাতে হাত পা ডুবাইয়া রাখিবে। পূর্ব্বে এই রোগ হইলে চিকিৎসকেরা ফুলা কাটিয়া দিতেন। আবার কেহ কস্টিক্ দিয়া পোড়াইয়া দিতেন। তাহাতেও অনিষ্ট ভাবিয়া কেহ কেহ অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা রক্ত নিঃসারণ করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল, মদ্যভোজী, অথবা অসুস্থ ব্যক্তির এই রোগ হইলে রোগী বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এরূপ অবস্থায় রক্ত নিঃসারণ করিবে না। সহজ উপায়ে চিকিৎসা করিবে। ২ ড্রাম লুনার কস্টিক ২ ঔন্স চোঁয়ান জল মিশাইয়া তুলি দিয়া সাবধানে প্রলেপ দিবে। দিবসে ডিকক্সন্ অব সিন্‌কোনা, টিংচার সিন্‌কোনা এবং এসেটেট্ অব অ্যামোনিয়া প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধটি কিয়ৎকাল কণ্ঠে রাখিয়া তৎপরে গিলিতে দিবে। কেহ কেহ এই রোগে পদতল বিদ্ধ করিয়া রক্ত বাহির করিয়া থাকেন।

হোমিওপ্যাথিমতে—এই রোগে বেলেডোনা, মার্কুরিয়াস্, হেপার আর্সেনিক, সাইলেসিয়া প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের এক প্রকার কণ্ঠশোথ হয় তাহাকে ইংরাজীতে থ্রস (Thrush) ও বাঙ্গালায় কোন কোন চিকিৎসক ছারু বলেন। এই রোগে মুখ মধ্যে এক প্রকার কোড়ক জন্মে। মুখে প্রথমে ছোট সাদা দাগ হয়, তাহা দেখিতে বাতির কোঁটার মত। রোগীর জ্বর বোধ, তন্দ্রা, উদরাধ্মান, শূলব্যথা, অজীর্ণ রোগ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। শিশু স্তন্যপান করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। চটচটে ও সবুজ ভেদ হয়। এই রোগে মধু দিবে। ২ ভাগ কার্ব্বনেট অব সোডা ও ১ ভাগ গ্রে পাউডার মিশাইয়া দুই গ্রেণ হইতে পাঁচ গ্রেণ পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনবার খাইতে দিবে। লাইম ওয়াটার, বিসমথ্ চক্ ইত্যাদিও উপকারক।

হোমিওপ্যাথিমতে—নরম তুলি দিয়া বোর‍্যাক্স বাহ্য প্রয়োগ করিবে। অধিক পরিমাণে কফ নির্গত হইলে অথবা ক্ষত হইলে মার্কুরিয়াস্, পরে সাল্‌ফার দিবসে ও রাত্রে খাওয়াইবে। অধিক দুধ তুলিলে বা অম্ল হইলে পালসটিলা বা নাক্স দিবে। রোগ কঠিন হইয়া উঠিলে ছয় কিম্বা চার ঘণ্টা অন্তর প্রথমে আর্সেনিকম্, পরে এসিড নাইট্রিক্ প্রয়োগ করিবে।

সাজ্ঘাতিক কণ্ঠশোথ (বিদারী)—এই রোগ সচরাচর শরৎকালের প্রারম্ভে দেখা দেয়, ইহা বহুব্যাপী ও সংক্রামক। ইহার লক্ষণ—শীত, কম্পন, তাপ, দৌর্ব্বল্য, হৃদয়ে বেদনা, বমন, ভেদ, চক্ষু জলময় ও আলাযুক্ত, ওষ্ঠ খুব রক্তবর্ণ, নাড়ী দুর্ব্বল ও গোলমেলে, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ। গিলিতে অতি কষ্ট বোধ, কণ্ঠ লাল হইয়া ফোলে। কণ্ঠের উপর নানা আকারে

নালি ঘা উৎপন্ন হয়। কখন কখন ঐ নালি উপরে নাসিকা এবং নীচে নলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রথম হইতে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। রোগী মাঝে মধ্যে এলোমেলো বকে, নিশ্বাসে খারাপ গন্ধ এবং রোগী দুর্গন্ধ অনুভব করে। গলিতাবস্থা উপস্থিত হইলে কম্পন, নাড়ী দুর্ব্বল, মুখ বসিয়া পড়ে, কঠিন ভেদ, নাক ও মুখ দিয়া রক্তপাত—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ সাংঘাতিক জানিবে।

চিকিৎসা—এই রোগের প্রথম হইতে অধিক জ্বর হইলে দুই ঘণ্টা অন্তর একোনাইট। তৎপরে বেলেডোনা। মুখে বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ, গাঢ় কফযুক্ত, গলগ্রন্থি নালিযুক্ত হইলে, শীতবোধ, কম্পন, মধ্যে গা গরম এবং রাত্রিতে ঘাম হইলে দুই ঘণ্টা অন্তর মার্কুরিয়াস্। রোগ অত্যন্ত কঠিন হইলে রস। এ ছাড়া সালফার, সাইলিসিয়া আর্সেনিক, এসিড নাইটিক প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

ত্বক্‌ছাদন (Diptheria)—কণ্ঠের মধ্যে শ্লৈষ্মিকঝিল্লির উপর প্রদাহজনিত কৃত্রিম ঝিল্লি (False membrane) জন্মে; এই কণ্ঠরোগকে ডাক্তারেরা ডিফ্‌থিরিয়া বলেন। (অপর নাম Cynanche maligna বা Angina maligna)। এই রোগ ১ বর্ষ হইতে ৮ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শিশুদিগের প্রায় হইতে দেখা যায়। বাহ্য বায়ুর দোষে, এবং শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ জন্মে। কৃত্রিম ঝিল্লি গলগ্রন্থি বা তালুতে প্রথমে উৎপন্ন হয়; কখন তালুমূলে, কখন শ্বাসনলী (Larynx and Trachea) পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। শ্বাসনলীতে এই রোগ জন্মিলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

লক্ষণ—কণ্ঠের ভিতরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ফুলা ও রক্তবর্ণ দেখায়। সহজ পীড়াতে জ্বর, গলায় অল্প বেদনা, গ্রীবার গ্রন্থি কিছু ফুলিয়া উঠে ও ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়। স্বরভঙ্গ, নাসারন্ধ্রে শব্দ, অল্প অল্প শ্বাসও হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড অসাড় হইলে সহজেই মৃত্যু ঘটিতে পারে। কণ্ঠের স্থানবিশেষ আক্রমণকালে রোগের লক্ষণও বিভিন্ন হয়। যথা—১ নাসাত্বক্‌ছাদন (Nasal Diptheria), কোন কোন চিকিৎসকের মতে এই রোগ নাসা হইতে জন্মিয়া গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, কিন্তু সচরাচর গলদেশ হইতেই নাসিকায় ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই রোগে শ্বাসরোধের সম্ভাবনা, রোগী প্রায়ই বাঁচে না। ২ ত্বক্‌ছাদানক কাশ (Diphtheric Croup)—এই রোগে ঘড়ঘড়ে কাশের লক্ষণ লক্ষিত হয়, ইহা সাংঘাতিক। ৩ বহিস্ত্বক্‌ছাদন (Cutaneous Diphtheria)—সচরাচর কণ্ঠ রোগ হইবার পর ত্বকের যে স্থানে ক্ষত থাকে বা ছড় হয়, উহাতে কৃত্রিম ঝিল্লি জন্মিতে দেখা যায়।

রোগ সহজ হইলে আট দিনের বেশী থাকে না। কঠিন হইলে ১ পক্ষ থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের পথ রুদ্ধ হইলে দুই দিনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা—২ ড্রাম কষ্টিক্ ৬ ড্রাম চোয়ান জলে দ্রব করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় তুলি দিয়া গলার ভিতর লাগাইবে। কেহ কেহ ষ্ট্রং হাইড্রোক্লোরিক এসিড ১০ গুণ জলে মিশাইয়া প্রলেপ দিতে বলেন। শিশু কুলকুচ করিতে জানিলে ১ ড্রাম টিংচর ফেরিমিউরিয়স্ ৪ ঔন্স জলে মিশাইয়া ব্যবহার করা যায়। জ্বরের সময় ১ ফোঁটা টিংচর একোনাইট ১ ঔন্স জল দিয়া তাহার অর্দ্ধ ড্রাম ২ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

হোমিওপ্যাথী—অধিক জ্বর, অবসন্নতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যথা ও শিরঃপীড়া থাকিলে একোনাইট, ১ বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর। কণ্ঠ ও গলগ্রন্থি ঘোর লাল, ফুলার চারিদিকে বিজকুড়ি হইলে এবং গলা হইতে রেদ নির্গত হইলে, গন্ধযুক্ত কফ জমিলে মার্কুরিয়াস্, ১ ঘণ্টা অন্তর। এ ছাড়া আর্সেনিক, হাইড্রেষ্টিস্ প্রয়োগ করা যায়।

কণ্ঠশুণ্ডী (স্ত্রী) তালুগত মুখরোগ বিশেষ;—দূষিত কফ ও রক্ত তালুমূলে দীর্ঘাকৃত অথচ বায়ুপূর্ণ ভিস্তির ন্যায় যে শোথ উৎপাদন করে, তাহার নাম কণ্ঠশুণ্ডী। এই রোগে পিপাসা, কাস ও শ্বাস উপস্থিত হয়। কণ্ঠশুণ্ডী গলশুণ্ডী ও তালুশুণ্ডী প্রভৃতি ইহার নামান্তর দৃষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ।

চিকিৎসা—১। গলশুণ্ডীরোগে শোথ ছেদন করিয়া, ত্রিকটু, বচ, মধু ও সৈন্ধব, অথবা কুড়, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, আকনাদি ও গুগ্‌গুলু এই সকল দ্রব্য দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। ২। উক্ত ঔষধ সকল ঘৃতসহ ঘর্ষণ করিবে এবং নাসিকার সমীপবর্ত্তী স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করিবে। ৩। সিউলী গাছের মূল চর্ব্বণ করিলে গলশুণ্ডী রোগ বিনষ্ট হয়। ৪। আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কটকী ও নিমছাল এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া কবল করিলে গলশুণ্ডী নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত।)

কণ্ঠসজ্জন (ক্লী) কণ্ঠে সজ্জনম্ ৭তৎ। কণ্ঠে লগ্ন হইয়া আলিঙ্গন।

কণ্ঠসূত্র (ক্লী) কণ্ঠে সূত্র ইব উপমি°। ১ মালা। ২ আলিঙ্গন বিশেষ।

"যং কুর্ব্বতে বক্ষসি বল্লভস্য স্তনাভিঘাতং নিবিড়োপঘাতাৎ পরিশ্রমার্ত্তাঃ শনকৈর্বিদগ্ধাস্তৎ কণ্ঠসূত্রং প্রবদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ ॥"

রতিশাস্ত্র।

কণ্ঠস্থ (ত্রি) কণ্ঠে তিষ্ঠতি, কণ্ঠে-স্থা-ক। মুখস্থ, যাহা অত্যন্ত অভ্যাস করা হইয়াছে।

কণ্ঠস্থালী। চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত একটি প্রাচীন মহাগ্রাম। (ব্রহ্মখণ্ড ১৭। ১৬) [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।]

কণ্ঠা (দেশজ) ১ কণ্ঠদেশস্থ হাড়। ২ মৎস্যের কণ্ঠদেশ।

কণ্ঠাগত (ত্রি) কণ্ঠে আগতঃ, ৭তৎ। বহির্গমনোন্মুখ, কণ্ঠে উপস্থিত।

"পঞ্চপ্রাণ কণ্ঠগত হল তার আসি।
বিধাতা কাতর দেখি প্রভু ব্রহ্মরাশি॥"

দুঃখীশ্যাম—গোবিন্দম° ৬১।

কণ্ঠাগ্নি (পুং) কণ্ঠে কণ্ঠাভ্যন্তরে অগ্নিঃ পাচকাগ্নির্যস্য, বহুব্রী। পক্ষী, উহাদের আহার গলাধঃকরণ হইলেই পরিপাক হইয়া যায়।

কণ্ঠাভরণ (ক্লী) কণ্ঠে ধার্য্যং আভরণম্, মধ্যপদলো°। গলদেশের অলঙ্কার।

কণ্ঠার। স্বর্গভূমির উত্তরস্থিত একটি মহাগ্রাম। ভবিষ্যোক্ত ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—দুর্গা দুর্গাসুরের মস্তক ছেদন করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার কণ্ঠ এইখানে নিক্ষেপ করেন। দুর্গাসুরের কণ্ঠ এখানে পতিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম কণ্ঠার হয়। কলিকালে এখানে চৌহান ও রাজপুত জাতি বাস করিবে। রাজপুত জাতির সহিত যবনদিগের যুদ্ধ হইবে। কণ্ঠারবাসীরা গ্রামে আগুন লাগাইয়া পলায়ন করিবে।

(ব্রহ্ম। ৬ ৪৬। ২৯ ৪১)

কণ্ঠাল (পুং) কণ্ঠি আ চ্ ১ শূল। ২ যুদ্ধ। ৩ নৌকা। ৪ খনিত্র। ৫ উষ্ট্র। ৬ শূন দণ্ডবিশেষ। ৭ বৃক্ষবিশেষ।

কণ্ঠালা (স্ত্রী) কণ্ঠাল টাপ্। জালের দড়া। ২ বামুনহাটী। (শব্দাব্ধি)। দ্রোণীবিশেষ। (কণ্ঠালা তু ভবেদ্দ্রোণী প্রভেদে না ক্রমেলকে। (মেদিনী।)

কণ্ঠিকা (স্ত্রী) কণ্ঠে ভূষাত্বয়া অস্ত্যস্যাঃ, কণ্ঠ-ঠন্-টাপ্। কণ্ঠাভরণবিশেষ, একনরী মালা। (হারো যষ্টিভেদাদেকাবল্যেকযষ্টিকা, কণ্ঠিকাপি। হেম ৩। ৩২৬।)

কণ্ঠী (স্ত্রী) কণ্ঠ-অস্ত্যর্থে ঙীপ্। ১ গলদেশ। ২ অশ্বের গলবেষ্টন কারবার চর্ম্মদড়ী প্রভৃতি।

কণ্ঠীধারী (দেশজ) ১ মালাধারী। ২ হিন্দু। ৩ বৈষ্ণব।

কণ্ঠীরব (পুং) কণ্ঠ্যা° রবো যস্য, বহুব্রী। ১ সিংহ। ২ মত্ত হস্তী। ৩ পায়রা, কপোত।

কণ্ঠীরবী (স্ত্রী) কণ্ঠীরব-ঙীষ্। বাসকবৃক্ষ। [বাসক দেখ।]

কণ্ঠীল (পুং) [কণ্ঠাল দেখ।]

কণ্ঠেকাল (পুং) কণ্ঠে কালঃ বিষপানজো নীলিমা যস্য অলুক্‌সমা°। মহাদেব। (কণ্ঠেকালঃ শঙ্করো নীলকণ্ঠঃ শ্রীকণ্ঠোগ্রৌ ধূর্জটি ভীমভর্গৌ। হেম ২। ১১৯।)

কণ্ঠ্য (ত্রি) কণ্ঠে ভবঃ, কণ্ঠ শরীরাবয়বত্বাৎ যৎ (শরীরাবয়বাচ্চ। পা ৪। ১। ২১৩।) ১ গলদেশজাত। ২ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত বর্ণ সকল। ০। অকুহবিসর্জ্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ। সি° কৌ°। অ আ অ ক খ গ ঘ ঙ হ এই কয়েকটি বর্ণকে কণ্ঠ্যবর্ণ কহে। কণ্ঠায় কণ্ঠস্বরায় হিতম্, যৎ। ৩ কণ্ঠস্বরের উপকারী।

(যবকোলকুলত্থানাং যূষঃ কণ্ঠ্যোঽনিলাপহঃ। সুশ্রুত।)

কণ্ঠ্যবর্ণ (পুং) কণ্ঠ্যশ্চাসৌ বর্ণশ্চেতি কর্ম্মধা। অ আ অ ক খ গ ঘ ঙ হ এই কয়েকটি কণ্ঠ্যবর্ণ।

কণ্ডন (ক্লী) কডি ভাবে ল্যুট্ ইদিত্বাৎ নুম্। ১ চাউল নির্ম্মল করা, কাড়া। ২ (কর্ম্মণি ল্যুট্) চাউল হইতে যে অপরিষ্কার গুঁড়া বাহির করা হয়, কুঁড়ো।

("ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ ভিষক্ পশ্চাৎ শালীতণ্ডুলকণ্ডনৈঃ।" সুশ্রুত।)

কণ্ডনী (স্ত্রী) কণ্ড্যন্তে তুষাদিরপনীয়তে অনয়া, কডি-করণে ল্যুট্, ইদিত্বাৎ নুম। উদূখল, উখল।

কণ্ডরা (স্ত্রী) কডি-অরন্ ইদিত্বাৎ নুম টাপ চ। ১ মহানাড়ী। ২ মহাস্নায়ু। মহর্ষি সুশ্রুতমতে—সর্ব্বাঙ্গে ১৬টি কণ্ডরা আছে, তন্মধ্যে হস্তে ৪, পদে ৪, গ্রীবাদেশে ৪ ও পৃষ্ঠদেশে ৪। এই সকল কণ্ডরা দ্বারা শরীর আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে পারা যায়। হস্ত ও পদগত কণ্ডরার প্ররোহ বা প্রান্তসীমা নখ, গ্রীবা ও হৃদয়বন্ধনীর অধোগত কণ্ডরাগণের প্ররোহ মেঢ্র, পৃষ্ঠনিবদ্ধ কণ্ডরাগণের প্ররোহ নিতম্ব, মস্তক, উরু, বক্ষ, অংস ও স্তনপিণ্ড। (ভাবপ্রকাশ।)

বাহুপৃষ্ঠ হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যে সকল কণ্ডরা আছে, তাহা বাতপীড়িত হইলে বাহুদ্বয়ের কার্য্য বিনষ্ট হয়, এই রোগের নাম বিশ্বাচী।

কণ্ডরীক (পুং) সপ্তজাতিস্মর মধ্যে বিপ্রবিশেষ। (হরিবংশ)

কণ্ডাগ্নি (পুং) পক্ষী।

কণ্ডানক (পুং) মহাদেবের অনুচর।

কণ্ডিকা (স্ত্রী) কডি-ণ্বুল টাপ। বেদের একদেশ, অধ্যায় প্রপাঠক প্রভৃতির অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বাক্যসমূহ।

কণ্ডু (পুং) ঋষিবিশেষ, ইহাঁর পিতার নাম কণ্ব। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—কোন সময়ে কণ্ডুমুনি গোমতী তীরে উৎকট তপস্যা আরম্ভ করেন, ইন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়া প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য পাঠাইয়া দেন। মুনিও তাহার রূপলাবণ্য এবং হাবভাব দর্শনে বিমোহিত হইয়া তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুকাল তাহার সহিত একত্রে অতিবাহিত করিলেন। বহুকাল পরে একদিন সন্ধ্যাকালে কণ্ডু সন্ধ্যাবন্দনা করিতে ইচ্ছা করিলেন, প্রম্লোচা তাহার কথা শুনিয়া উপহাস করিয়া উঠিল।

তাহাতে তাঁহার দেহ বিদগ্ধ হইল, তিনি পুনর্ব্বার পুরুষোত্তমে উদ্ধবাহু হইয়া তপস্যা দ্বারা মুক্তিলাভ করিলেন। ২ (স্ত্রী) কণ্ড্যতে শরীরং, কণ্ডূ (মৃগয়াদয়শ্চ। উণ্ ১।৮৮।) একপ্রকার চুল্‌কান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কাবিশেষ। [চুলকণা দেখ।]

কণ্ডুক (পুং) কণ্ডূ কন। ১ কণ্টক। ২ কণ্ড।

কণ্ডুর (পুং) কণ্ডূং রাতি দদাতি, কণ্ডূ রা ক (আতোহনুপসর্গে। পা ৩।২।৩) পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। ১ করলা-লতা। ২ কুন্দবৃক্ষ।

কণ্ডুরা স্ত্রী কণ্ডুর টাপ। ১ শূকশিম্বী আলকুশী। ২ অজাম্রপর্ণী।

কণ্ডূ স্ত্রী কণ্ডূয় সম্পদাদিত্বাৎ কর্ম্মণি ক্বিপ্ যলোপশ্চ। ১ চুলকান। ২ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কাবিশেষ। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়,—খর্জ্জু, কণ্ডূয়া, কণ্ডূতি ও কণ্ডূয়া।

[illegible]

[illegible]

[illegible] [পামা দেখ।]

কণ্ডূক (ক্লী) কণ্ডূ স্বার্থে কন্। কণ্ডূ।

কণ্ডূকরা (স্ত্রী) কণ্ডূং করোতি, কণ্ডূ কৃ ট টাপ্। শূকশিম্বী, আলকুশী।

কণ্ডুঘ্ন (পুং) কণ্ডূং হন্তি কণ্ডূ হন টক্। ১ আরগ্বধ, সোন্দাল। ২ শ্বেতসর্ষপ।

কণ্ডূঘ্নবর্গ (পুং) [illegible] চন্দন, নেপাল, [illegible], নিম্ব, কুটজ, [illegible], মোথা, দারুহরিদ্রা ও [illegible], এই দশটী কণ্ডূঘ্ন। (চরক।)

কণ্ডূতি (স্ত্রী) কণ্ডূ ভাবে ক্তিন, কণ্ডূয়তের্যলোপশ্চ। কণ্ডূয়ন চুলকান।

("সুভগ। ত্বম্ [illegible] কণে কণ্ডূতি পালসা।" সাহিত্যদ°।)

কণ্ডূমকা (স্ত্রী) কীটবিশেষ। এই কীট দংশন করিলে রোগীর অঙ্গ পীড়ন, বমন, অতিসার প্রভৃতি হইয়া থাকে।

কণ্ডূয়ন (ক্লী) কণ্ডূয় ভাবে ল্যুট। ১ চুলকান। ২ চুলকণা।
("[illegible]
কণ্ডূয়নৈঃ [illegible]।" ভাগবত ৭।৯।৪৫।)
(বৈদ্যক) ক্রোধাক্রান্তদিগের চুলকাইবার জন্য দ্রব্যবিশেষ, কৃষ্ণশৃঙ্গ, গাত্রে কণ্ডূ উপস্থিত হইলে যাহারা এই শৃঙ্গের দ্বারা চুলকাইয়া থাকেন। (কর্ক।)

কণ্ডূয়নক (ক্লী) কণ্ডূয়ন স্বার্থে কন্।

কণ্ডূয়না (স্ত্রী) কণ্ডূয়ন টাপ্। কৃষ্ণশৃঙ্গ।

কণ্ডূয়া (স্ত্রী) কণ্ডূ যক্ (কণ্ড্বাদিভ্যো যক্। পা ৩।১।২৭।) অ টাপ্ কণ্ডূ। (কণ্ডূয়নক কণ্ডূয়া কণ্ডূবার্থে। শব্দার্থ।)

কণ্ডূরা (স্ত্রী) কণ্ডূং রাতি, কণ্ডূ রা ক-টাপ। আলকুশী। (কণ্ডূরাশী শূকশিম্বী। শব্দার্থ।)

কণ্ডূল (পুং) কণ্ডূ অস্ত্যর্থে লচ্। ১ কণ্ডূকারক শূরণ প্রভৃতি। (ত্রি) ২ কণ্ডূযুক্ত।

কণ্ডোল (পুং) কাড বাহুলকাৎ ওলচ্। ১ বাঁশ প্রভৃতি নির্ম্মিত ধান্যাদি রাখিবার পাত্রবিশেষ, ডোল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পিট, পিটক ও পেটক। ২ উষ্ট্র। ৩ গুজরাটের থানা জেলায় একটি পাহাড়, এখানে অতি প্রাচীন দেবমন্দির আছে। কণ্ডোল সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে—
"থান কণ্ডোলা মাণ্ডোলী নবাস [illegible] কুবা।
রাণী পেলা বাদ্যার [illegible]॥

কণ্ডোলক (পুং) কণ্ডোল স্বার্থে কন। কণ্ডোল। (হেম ৪।৮৩।)

কণ্ডোলবীণা (স্ত্রী) [illegible], কণ্ডোলা বীণা বা। চণ্ডাল দলের [illegible], ইহা সাধারণ [illegible] বেঁদড়া। সংস্কৃত [illegible]। চাণ্ডালিকা, চণ্ডালবল্লকী, চণ্ডালিকা ও কণ্ডোলবীণা।

কণ্ডোলা (স্ত্রী) কণ্ডোলশব্দবাচ্যোহস্ত্যস্যাঃ, কণ্ডোল অর্শ আদিত্বাৎ অচ্ টাপ্। কণ্ডোলবীণা।

কণ্ডোষ (পুং) [illegible]। শূককীট, শুঁয়া-পোকা। এই পোকা [illegible] কণ্ডূ উৎপন্ন হইয়া, পরে তাহা পাকিয়া উঠে। [শূকর দেখ।]

কণ্ (ক্লী) [illegible] কাণ। ১ পাপ। ২ ঋগ্বেদোক্ত ঋষিবিশেষ। [illegible] ইনি ঘোরপুত্র ও অঙ্গিরস গোত্রসম্ভূত। ঋক্‌সংহিতার [illegible] অষ্টক ইহার রচিত। ইনি যজুর্ব্বেদীয় কণ্বশাখার প্রবর্তক।

বেদে আরও কয়েকজন কণ্বের নাম পাওয়া যায়, যথা—কণ্বনার্ষদ, [illegible], কণ্বশ্রায়স। ইহারা সকলে কণ্ববংশীয়। মেনকা [illegible] সম্ভবতঃ কণ্ব কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

[illegible] কণ্ব নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন '[illegible] তত্ত্ববিজ্ঞান [illegible] সংসারজং দুঃখম্ [illegible] সংসারাসক্তিঃ [illegible]।" এর অর্থাৎ [illegible] প্রভাবে দুঃখময়, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের অবিদ্যা অজ্ঞান জন্য সংসারে কোনরূপ

মার্গিত নাই, সুতরাং সংসার জন্য সুখমনও নহেন। ৩ পুরুবংশীয় রাজবিশেষ, তপস্যাবলে ইনিও মুনি হইয়াছিলেন। ৪ রাজবিশেষ, প্রতিরথের পুত্র ও মেধাতিথির পিতা। মতান্তরে অনাধৃষ্টের পুত্র। ৬ ধর্ম্মশাস্ত্রকার মুনিবিশেষ। (ত্রি) ৭ বধির।

তীর্থবিশেষ, (ভারত ৩। ৮২। ৪৪।) (ত্রি) ৯ বিষ্ঠাক্রিয়াহীন। ১০ মেধাবী। ১১ স্তাবক। ১২ স্তবনীয়, যাহাকে স্তব করা হয়।

বথন্তর (ক্লী) কথেন গীতং রথন্তরম্, মধ্যপদলো। সামবিশেষ।

সুতা (স্ত্রী) কণ্ব প্রতিপালিতা সুতা। শকুন্তলা। কথিত আছে, বিশ্বামিত্রের উগ্রতপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাহার তপোবিঘ্নের জন্য মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে পাঠাইয়া দেন। বিশ্বামিত্র তাহার রূপলাবণ্যাদি দর্শনে বিমোহিত হইয়া তদ্গর্ভে একটী কন্যা উৎপাদন করিলেন। মেনকা সেই সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে বন মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যায়। দৈববশে কণ্বমুনি সেই কন্যাটিকে দেখিতে পাইলেন এবং আহ্লাদ চিত্তে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিয়া, তনয়ার ন্যায় লালনপালন করিতে লাগিলেন। [শকুন্তলা দেখ]

আশ্রম (পুং) কণ্বস্য আশ্রমঃ, ৬তৎ। ১ কণ্বমুনির আশ্রম, এই আশ্রম মালিনীনদীতীরে অবস্থিত, এই স্থান আদিব্রহ্মারণ্য বলিয়া বিখ্যাত, এখানে প্রবেশ মাত্রেই সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া থাকে। (ভারত) ২ কোটার দক্ষিণে চম্বল নদীর নিকট একটী কণ্বাশ্রম আছে। এই আশ্রমের নিকট মৌর্য্যবংশীয় শিবগণরাজের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

স্মৃতি (স্ত্রী) কণ্বেন প্রণীতা স্মৃতিঃ মধ্যপদলো। শুক্লযজুর্বেদ হইতে কণ্বমুনি সংগৃহীত ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ।

(অব্য) ১ ঈষৎ, অল্প। ২ কুৎসিত। ৩ কাথ। ৪ খর্ব্ব।

(পুং) কং জলং তকং হসোতি, ক-তক্ ড। ১ নির্ম্মলী ২ মুনিবিশেষ, বিশ্বামিত্রের একতম পুত্র। ৩ (দেশজ) অপরিমাণ। ৪ অধিক পরিমাণ।

ক (পুং) তক্ হাসে বাহুলকাৎ ঘ, কস্য জলস্য তকঃ হাসঃ প্রকাশো যস্মাৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়— অম্বুপ্রসাদ, কত, তিক্তফল, রুচ্য ছেদনীয়, গুচ্ছফল, কতফল তিক্তমরিচ। এই গাছ বঙ্গে নির্ম্মলী, উত্তরপশ্চিমে নির্ম্মলী বা নির্ম্মালী, ডংকণে কাতক, তৈলঙ্গে কতকমু, চিল্ল চেট্টু, অথবা চিল্ল, তামিল ভাষায় তেত্তমরম্ বা তেত্তকোট্টে, দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে চিলবিজ এবং সিংহলে ইঙ্গিনি বলে। (Strychnos potatorum)

অতি পূর্ব্বকাল হইতে এই গাছ ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ। আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিগণ ইহার ফল দ্বারা জলসংশোধন করিয়া লইতেন। [সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৫ অঃ দেখ।] ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন—

"ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকম্।

ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি॥" মনু ৬।৬৭।

কতকের ফল জলে দিলেই জল পরিষ্কার হয়, কিন্তু তাহার নাম গ্রহণ করিলেই জল স্বচ্ছ হয় না।

এই গাছ ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশে, বাঙ্গলায় দাক্ষিণাত্যে ও সিংহলের কোন কোন স্থানে জন্মে। এক একটি ৩০ ফিট হইতে ৬০ ফিট পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠে তক্তা হয়, তাহাতে গৃহস্থের আবশ্যক মত বহুবিধ জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কতকের ফল দেখিতে বাদামী, এক একটি আধ ইঞ্চি বড়, পাকিলে লাল হয়। ইহার ফল চর্ব্বিতাক্ত ধূসর বর্ণ, রেশমের মত পাতলা রোঁয়া আছে। ইহার শেতসার আস্বাদহীন।

রাজনির্ঘণ্টের মতে কতকের গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, চক্ষুর হিতকর, রুচিকর এবং ক্রিমিদোষ ও শূলদোষনাশক। বীজের গুণ জলনির্ম্মলকারী।

ভাবপ্রকাশ মতে ফলের গুণ—জল পরিষ্কারক, চক্ষুর হিতকারী, বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক, শীতল, মধুর, গুরু ও কষায় চক্রদত্ত বলেন, চক্ষু হইতে জলপড়া নিবারণ এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে মধু ও কর্পূরের সহিত নির্ম্মলী ঘষিয়া প্রয়োগ করিবে।

মুসলমান চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ—শীতল ও শুষ্ক, পেটের উপর ব্যবহার করিলে পেটব্যথা ভাল হয়, ইহা চক্ষুর হিতকর এবং সর্পবিষহর। তালিফ-ই-সারিফী নামক পারস্য গ্রন্থে লিখিত আছে—মেহ ও মূত্রাশয় সম্বন্ধীয় কোন প্রকার পীড়ায় নির্ম্মলী বিশেষ উপকারী।

তামিল বৈদ্যদিগের মতে পক্ক ফলের গুঁড়া বমনকারক।

কার্কপাট্রিক সাহেব লিখিয়াছেন, নির্ম্মলী মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

যুদ্ধযাত্রাকালে ঐ ফল সেনাদিগের কাছে থাকে। তাহার কারণ পথে কোনরূপ ময়লা জল পাইলে, তাহা নির্ম্মলী দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়। জল পরিষ্কার হয় বলিয়া ইংরাজেরা ইহার নাম দিয়াছেন ক্লিয়ারিং নাট (Clearing [illegible] nut)

২ রামায়ণের একখানি প্রাচীন টীকা। রামানুজ প্রভৃতি রামায়ণের টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় কতকের উল্লেখ করিয়াছেন। বুর্ণেলের মতে, কতক সম্ভবতঃ খৃঃ চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু অপর টীকাকারদিগের উক্তি অনুসারে কতক টীকাকার ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক হওয়াই সম্ভব। কতক টীকাকার গ্রন্থারম্ভে কালহস্তিকের স্তব করিয়াছেন, ইহাতে অনেকটা অনুমান হয় যে তিনি দাক্ষিণাত্যদেশবাসী।

৩ কুচিলা। (কতকঃ কুচিলা খ্যাতে নির্ম্মলাখ্যফলদ্রুমে। শব্দাব্ধি।) ৪ (দেশজ) কতিপয় কিছুপরিমাণ।

কতচেতা (পুং) মুনিবিশেষের নাম।

কতদ্রেণ (পুং) সিন্ধুরাজ্যের অন্তর্গত নগরবিশেষ।

কতফল (পুং) কতং জলপ্রসাদকং ফলমস্য, বহুব্রী°। ১ নির্ম্মলীবৃক্ষ। ২ (কর্ম্মধা) নির্ম্মলীফল।

কতম (ত্রি) কিম্ ডতমচ্। বহু পদার্থের মধ্যে কোন একটি পদার্থ।

কতমাল (পুং) কস্য জলস্য তমায় শোষণায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি, ক তম-অল-অচ্। অগ্নি; ইহার পর্য্যায় কচমাল ও খচমাল।

কতর (ত্রি) কিম-ডতরচ্। দুইটি পদার্থের মধ্যে কোন একটি। (যঃ স্তনমজ্জিতয়া কতরো বরস্তে। নৈষধ।)

কতি (ত্রি) কা সংখ্যা পরিমাণং এষাম, কিম-ডতি (কিমঃ সংখ্যাপরিমাণে ডতি চ। পা ৫।২।৪১।) ১ কি পরিমাণ, কত। ২ বিশ্বামিত্রের একতম পুত্র।

কতিচিৎ (অব্য) কতি চিৎ। কতকগুলি, অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ।

কতিথ (ত্রি) কতি-পূরণে ডট্, থুকচ। (ষট্কতিকতিপয়চতুরাং থুক। পা ৫।২।৫১।) কতিপয়, কতসংখ্যার পূরণ।

কতিধা (অব্যয়) কতি-বিধার্থে ধা। কতপ্রকার, কতরূপ।

কতিপয় (ত্রি) কতি-অয়ক-পুকচ। কতকগুলি, কিছু।

কতিবিধ (ত্রি) কতিঃ বিধা প্রকারা যস্য, বহুব্রী। কতপ্রকার, কতরূপ।

কতিরা (স্ত্রী)। হিমালয় ও পারস্যাদি দেশজাত সাদা বৃক্ষনির্য্যাস। গঁদের মত, জলে ভিজাইলে বৃদ্ধি হয়। ইহার গুণ—শীতল, বাতনাশক, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বিবিধ মেহরোগনাশক।

কতিশঃ (অব্য) কতি-বীপ্সার্থে শস্ (সংখ্যৈকবচনাচ্চ বীপ্সায়াম্। পা ৫।৪।৪৪) কত কত।

কতীমুখ (স্ত্রী) অগ্রহারের নাম।

কতেক (দেশজ) কতিপয়, কয়েক।

কতেহার। রোহিলখণ্ডের পূর্ব্বাংশের প্রাচীন নাম।

কৎকৎ (দেশজ) দুঃখে বা শোকে বুক ধড় ধড় করা।

কত্তৃণ (ক্লী) কু কুৎসিতং তৃণং, কোঃ কদাদেশঃ (তৃণে চ জাতৌ। পা ৬।৩।১০৩।) ১ সুগন্ধি তৃণবিশেষ, গন্ধতৃণ, বাঙ্গলায় রামকর্পূর ও হিন্দীতে সোন্ধিয়া বা রোহিষ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পৌর, সৌগন্ধিক, ধ্যাম, দেবজগ্ধক, রোহিষ, সুগন্ধ, তৃণশীত, সুশীতল; রোহিষতৃণ, কাতৃণ, ভূতি, ভূতিক, শ্যামক, ধ্যামক পূতি; মুদ্গল ও দেবদগ্ধক। ভাব প্রকাশের মতে ইহার গুণ—কটুপাক, তিক্ত ও কষায় রস, হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, পিত্ত, রক্ত, শূল কাস ও জ্বর নাশক। রাজনির্ঘণ্টের মতে কটু ও তিক্ত রস; কফদোষ, শস্ত্র ও শল্যদোষ এবং বালকদিগের গ্রহদোষ নিবারক। ২ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। (কত্তৃণং তৃণভিৎপৃশ্ন্যোঃ। মেদিনী।)

কত্তোয (ক্লী) কু কুৎসিতং তোয়ং যত্র, বহুব্রী। মদ্য। (কত্তোয়মপি মস্তকে। শব্দাব্ধি।)

কত্ত্রি (ত্রি) কুৎসিতাস্ত্রয়ঃ, (রথে চ। পা ৬।৩।১০১। বার্ত্তিক।) কুৎসিত তিনটি পদার্থ।

কত্ত্র্যাদি (পুং) পাণিনি উক্ত জাত্যাদি অর্থে ঢকঞ্ প্রত্যয়ের জন্য শব্দ সমূহ। কত্ত্রি, উম্ভি, পুষ্কল, মোদন, কুম্ভী কুণ্ডিন, নগরী, মাহিষ্মতী, বর্ম্মতী উখ্যা ও গ্রাম, এই কয়েকটি শব্দ কত্ত্র্যাদিগণের অন্তর্ভূত।

কৎপয (ক্লী) কং সুখকরং পয়োহস্য বহুব্রী। ১ সুখকর জলাশয়। ২ (কর্ম্মধা) সুখকর জল।

কৎলু খাঁ, (কুৎলু খাঁ)—একজন লোহানি আফগান। কৎলু খাঁর সময়ে বঙ্গে মোগলবিদ্রোহ ঘটে। এই সুযোগে (১৫৮০ খৃঃ) কৎলু পাঠানদৈন্য সংগ্রহ করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। ক্রমে কৎলুখাঁর পতাকাতলে চারিদিক হইতে পাঠান সৈন্যগণ আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। কৎলু তাঁহাদিগের সাহায্যে সাতগাঁর শাসনকর্ত্তা মির্জ্জা নজাতকে পরাস্ত করিয়া মেদিনীপুর, বসন্তপুর এমন কি দামোদর নদীর দক্ষিণ তীর পর্য্যন্ত জয় করিলেন। এই সময় সম্রাট্ আকবর মির্জ্জা আজিজকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও কৎলুর কাছে পরাস্ত হন। ১৫৮৩ খৃঃ মোগলবাহিনীর নিকট দামোদর নদীর তীরে মোগলপাঠানের যুদ্ধ হয়, তাহাতে সাদিক খাঁ ও শাহকুলী মহরম কৎলুকে হারাইয়া দেন। ১৫৮৩ খৃঃ, আকবরের কর্ম্মচারীর সহিত কৎলু খাঁর সন্ধি হয়, তদনুসারে কৎলু উড়িষ্যা আপন দখলে রাখিতে পাইলেন। কিন্তু সম্রাট আকবর সেই সন্ধি অগ্রাহ্য করিলেন। কৎলুকে শাসন করি-

তার বজ্র মানসিংহ বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্তা হইয়া আসিলেন। ধরপুরের নিকট যুদ্ধ বাধিল। কৎলু সম্রাটের সৈন্যদিগকে পরাজয় ও বিষ্ণুপুর অধিকার করিলেন, এই সময়ে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বিপক্ষ হস্তে বন্দী হইলেন। কিছুদিন পরেই কৎলুখাঁর মৃত্যু হইল। কৎলুর প্রধান উজীর ইসা খাঁ মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া জগৎসিংহকে ছাড়িয়া দেন।

কৎসবর (ক্লী) কৎস-বৃ-অপ্। তক্র। (ক্লীবে কৎসবরং মতং তক্রে। শব্দাব্ধি।)

কথং (অব্য) কেন প্রকারেণ, কিম্ থমু (কিমশ্চ। পা ৫।৩।২৫।) কিরূপে।

("কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাম্ প্রভো।" ম ৫।২।)

কথক (পুং) কথয়তীতি, কথ-কর্ত্তরি-ণ্বুল্। ১ বক্তা। ২ যাঁহারা পৌরাণিক কথা কহিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ৩ নাটকের বর্ণনাকারী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—একনট ও কথাপ্রাণ। ৪ গ্রন্থকর্ত্তা বিশেষ।

("বাহ্যাকসাধানিয়মচ্যুতোঽপি কথকৈকপাধিকসম্ভাষ্যঃ।"
অণু° চিন্তা।)

কথকতা (স্ত্রী) কথক তল্-টাপ্। ১ বাক্যালাপ। ২ ধর্ম্ম-বিষয়ক আলোচনা।

কথকতা বলিলে এদেশে কথককর্ত্তৃক পুরাণাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত উপাখ্যানাদিবর্ণনা বুঝাইয়া থাকে।

কথকতা পাঠ (পারায়ণ) হইতে বিভিন্ন। [পাঠ ও পারায়ণ দেখ।] পাঠকার্য্য প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য। কিন্তু কথকতা বৈকালে হইয়া থাকে।

কথকতার সৃষ্টি হইবার কারণ কি?—এদেশের জন-সাধারণ প্রায়ই প্রাতঃকালে নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, বিশেষতঃ সংস্কৃতভাষায় পাঠ হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণের বোধগম্য হয় না, কিন্তু কথকতা তেমন নয়, ইহাতে আড়ম্বর চাই, বিলক্ষণ সঙ্গীতবিদ্যা জানা চাই, বিশেষতঃ লোকের সহজেই মনস্তুষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। কথকতা দেশীয় সরল ভাষায় হইয়া থাকে, সুতরাং সহজেই সাধারণের ভাল লাগে। মিষ্ট কথায় সাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার পক্ষে ইহা এক সহজ উপায়। যে কোন শ্রেণীর লোক হউক না কেন, কথকতা সকলেরই প্রিয়। কথকের তেমন গুণ থাকিলে সাধারণে সহজেই আকৃষ্ট হয়। এখন বাঙ্গালায় যেরূপ কথকতা চলিত আছে, তাহা বেশীদিনের নয়, বড় জোর শতাধিক বর্ষ হইতে পারে।

এখন বঙ্গদেশে যে প্রণালীতে কথকতা হইয়া থাকে, দুই ব্যক্তি তাহার প্রবর্ত্তক, সেই দুইজনের নাম গদাধর ও রামধন শিরোমণি। গদাধর শিরোমণি বর্দ্ধমান জেলায় সোণামুখী গ্রামে বাস করিতেন, রাঢ় অঞ্চলের কথকেরা তাঁহার শিষ্য অথবা প্রশিষ্য, সকলেই প্রায় তাঁহার রচিত 'সাট' অনুসারে কথকতা করিয়া থাকেন।

রামধন গোবরডাঙ্গা নিবাসী, তাঁহার অনেকগুলি খ্যাত-নামা শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রামধনের ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণি বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ, ধরণির কণ্ঠ অতি মধুর, তিনি সঙ্গীত বিদ্যাও তেমনি জানিতেন, কাজেই যিনি একবার তাঁহার কথকতা শুনিয়াছেন, তিনি আর ইহ জন্মে তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। ধরণির কতকগুলি শিষ্য এখনও জীবিত আছেন। কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানের কথকেরা রামধনের 'সাট' অবলম্বন করিয়া কথকতা করিয়া থাকেন।

কথকতার 'সাট'কে চূর্ণী বলে। চূর্ণীতে মধ্যে মধ্যে কথকের আবশ্যকীয় কতকগুলি সঙ্কেত থাকে, যথা—ভী উ= ভীষ্ম উবাচ ইত্যাদি। চূর্ণীর মধ্যে যে সকল কথা থাকে, তাহাকে চূর্ণক কহে। চূর্ণী ছাড়া কথককে রাত্রিবর্ণনা, মধ্যাহ্নবর্ণনা, গ্রীষ্মবর্ণনা, বসন্তবর্ণনা, দেশবর্ণনা, বেশ্যাবর্ণনা প্রভৃতি মুখস্থ রাখিতে হয়, বর্ণনার স্বতন্ত্র পুঁথিও থাকে। এই সকল বর্ণনায় অনুপ্রাসের আড়ম্বরই অধিক। কথকতা-কালে আবশ্যক মত বর্ণনা প্রয়োগ করিতে হয়।

কথকতা করিবার প্রারম্ভে বেদীতে শালগ্রামশিলা স্থাপন-পূর্ব্বক কথক বেদীতে উপবেশন করেন। প্রথমে মঙ্গলো-চ্চারণপূর্ব্বক কথার সূচনা করেন। মঙ্গলাচরণ সংস্কৃত-বাঙ্গলা মিশ্রিত ভাষায় এবং গীত সহযোগে হইয়া থাকে। তৎপরে কথক যে বিষয়ের কথকতা হইবে, তাহাই বলিতে থাকেন। যাহাতে সাধারণের মনঃসংযোগ হয়, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখাই কথকের একান্ত কর্ত্তব্য।

এদেশে মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবত ইত্যাদির কথকতা হইয়া থাকে। যে গ্রন্থের কথা দেওয়া যায়, প্রতিদিন তাহা হইতে এক এক বিষয়ের কথা হইয়া থাকে, সেই এক এক বিষয়কে কেহ কেহ 'পালা' বলিয়া থাকেন; যেমন বামনভিক্ষা, ধ্রুবচরিত্র প্রহ্লাদচরিত্র ইত্যাদি।

৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কথকথার বড় আদর ছিল। তৎকালে অনেক ভাল কথক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়কার প্রবীণলোকেরা কথকতার পক্ষপাতী ছিলেন। কি রাজা, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র সকলেই কথকতা শুনিতে ভালবাসিতেন। এখন আর কথকতার তেমন সমাদর নাই; দুই এক জন ছাড়া সেরূপ ভাল কথকও আর দেখা যায় না।

কথঙ্কথিক (ত্রি) কথং কথমিতি পৃচ্ছতি যো যঃ, কথং কথং শব্দাৎ ঠন্। প্রষ্টা, যে প্রশ্ন করে।

কথঙ্কথিকতা (স্ত্রী) কথঙ্কথিকস্য ভাবঃ, কথঙ্কথিক তল্ টাপ্। প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা।

(প্রশ্নঃ পৃচ্ছা ঽনুযোজনম্ কথঙ্কথিকতা। হেম ২। ১৭৭।)

কথঙ্কার (অব্য) কথং কৃ ণমুল্। কিরূপ, কেমন করিয়া।

("কথঙ্কারমনালম্ব্য কীর্ত্তির্দ্যামধিরোহতি। শিশুপালবধ।")

কথঞ্চন (অব্য) কথং চন। ১ কোন অংশে। ২ কোনরূপে, কোন উপায়ে।

কথঞ্চিৎ (অব্য) কথং চিৎ। ১ কিঞ্চিৎ, কিছু। ২ কোনরূপে।

কথন (ক্লী) কথ ভাবে ল্যুট্। কথা, বাক্য।

কথনীয় (ত্রি) কথ অনীয়র্ (তব্যত্তব্যানীয়রঃ। পা ৩। ১। ৯৬) বক্তব্য, বলিবার উপযুক্ত।

কথম্ (অব্য) কিম্ প্রকারে থমু, কিম্ থমু কাদেশশ্চ (কিমশ্চ। পা ৫। ৩। ২৫।) ১ হর্ষ। ২ নিন্দা। ৩ কিরূপ। ৪ সম্ভ্রম। ৫ প্রশ্ন। ৬ সম্ভাবনা।

(কথম্ হর্ষে চ গর্হায়াং প্রকারার্থে চ সম্ভ্রমে। প্রশ্নে সম্ভাবনায়াঞ্চ। মেদিনী।)

কথমপি (অব্য) কথঞ্চ অপিচ, দ্বন্দ্ব। ১ কোন প্রকারে। ২ অতিযত্নে। ৩ অতিকষ্টে। ৪ অতিগৌরবে। ৫ চেষ্টায়।

কথম্ভাব (পুং) কথম ভূ ঘঞ্। ১ কিপ্রকার। ২ কিরূপ ভাবাপন্ন।

কথম্ভূত (ত্রি) কথম ভূ ক্ত। ১ কিরূপ। ২ কিরূপ উৎপন্ন।

কথয়িতব্য (ত্রি) কথ ণিচ তব্য। (তব্যত্তব্যানীয়রঃ। পা ৩। ১। ৯৬।) বলিবার যোগ্য, বক্তব্য।

কথা (স্ত্রী) কথ অঙ্ (চিন্তিপূজিকথিকুম্বিচর্চশ্চ। পা। ৩। ৩। ১০৫।) টাপ্। ২ প্রবন্ধের বহুমিথ্যা ও অল্প সত্যপূর্ণ কল্পনা। ৩ নৈয়ায়িকগণ বিবিধ বক্তা পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত বিশিষ্ট বাক্যসন্দর্ভকে 'কথা' বলেন।

"তত্ত্বনির্ণয়বিজয়াচ্ছতরস্বরূপবাদা। ন্যায়ানুগতবচনসন্দর্ভঃ কথা।" (ন্যায়বৃত্তি ১। ৪।)

পদার্থের যাথার্থ্য নিশ্চয় কিম্বা প্রতিপক্ষ পরাজয় প্রয়োজক বাক্যকে কথা বলে। ন্যায়দর্শনের মতে কথা ত্রিবিধ—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। নৈয়ায়িকদিগের মতে, শ্রবণপ্রিয় প্রভৃতির বাক্যের কোন দোষ নাই, যিনি সাধারণ লোককর্ত্তৃক স্বীকৃত বিষয় স্বীকার করিতে কোন তর্ক করেন না ও অকলহকারী, স্বীয় কথাতে সাধারণের বিশ্বাসোৎপাদন জন্য যুক্তি প্রভৃতি বলিতে ও বস্তুর যাথার্থ্য নির্ণয়ে সমর্থ কি বিপক্ষ পরাজয় কামনাশালী ব্যক্তিই এই কথাতে একমাত্র অধিকারী। যথা—

"কথাধিকারিণস্তু তত্ত্বনির্ণয়াবসানভাগাচার্য্যাদিঃ সর্ব্বজনসিদ্ধানুভবাপলাপিনঃ শ্রবণাদিপটবঃ অকলহকারিণঃ কথোপযিকব্যাপারসমর্থাঃ। (ন্যায়বৃত্তি ১। ৪১)

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের মতে বাদি প্রতিবাদির পক্ষ ও প্রতিপক্ষ পরিগ্রাহক "কথা" বলে। যথা—

"বাদিপ্রতিবাদিনাং পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ কথা।"

সর্ব্বদর্শনসং—অক্ষপাদ।

৩ বার্ত্তা। ৪ বাক্য। ৫ বিবরণ।

কথাক্রম (পুং) কথায়াঃ ক্রমঃ ৬ তৎ। কথাপ্রসঙ্গ।

কথাদি (পুং) পাণিনি উক্ত ঠক্ প্রত্যয়ের জন্য শব্দগণ বিশেষ,—কথা, বিকথা, বিশ্বকথা, সঙ্কথা। বিতণ্ডা, কুষ্টবিদ, জনবাদ, জনেবাদ, বৃত্তিবাদ ... অমৃত ... (ঠক্) প্রত্যয় হয়। এই কয়েকটী কথাদিগণ ... ।

কথানক (ক্লী) কথা ... অল্প, ... আনক্। ১ গল্প। ২ কথাবিশেষ। ... গল্পকে কথানক কহে।

কথান্তর (ক্লী) কথায়া অন্তরং অবকাশঃ। ১ কথাবসর। ২ অন্যকথা। ৩ কলহ।

কথাপীঠ (ক্লী) কথায়াঃ পীঠমিব, উপমি। কথা প্রস্তাব সূচক প্রস্তাবনা।

কথাপ্রবন্ধ (পুং) কথায়াঃ প্রবন্ধঃ ৬ তৎ। কথাপুস্তক।

কথাপ্রসঙ্গ (পুং) কথায়াঃ প্রসঙ্গঃ ৬ তৎ। ১ নানাবিধ কথোপকথন। ২ (ত্রি) (... বহুব্রী) অবিশ্রান্ত গল্পকারক। ... (কথাপ্রসঙ্গা বাতুল বিষবৈদ্যে চ বাচ্যবৎ। মেদিনী)

৫ বার্ত্তা। ৬ গোষ্ঠীবচন, ... একত্রিত হইয়া কথায় কথায় যে সকল গল্প করে।

("মিথঃ কথাপ্রসঙ্গ ...)

কথাপ্রাণ (পুং) ... অচ্। কথায়াং প্রাণাঃ জীবনং যস্য ... ১ ... ২ নাটকাভিনেতা।

কথাভাস (পুং) ... বাদী ও প্রতিবাদী কর্ত্তৃক উত্থাপিত অসৎ তর্কমূলক বাক্য।

কথাবার্ত্তা (স্ত্রী) কথা চ বার্ত্তা চ দ্বন্দ্ব। ... ।

কথাময় (ত্রি) কথা ময়ট্। ... ।

কথামুখ (ক্লী) কথায়া আমুখং ... গ্রন্থের প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধ।

কথাযোগ (পুং) কথায়াঃ যোগঃ, ৬তৎ। কথা প্রসঙ্গ।
("পটুত্বং সত্যবাদিত্বং কথাযোগেন বুধ্যতে।" হিতোপ।)

কথারম্ভ (পুং) কথায়াঃ আরম্ভঃ, ৬তৎ। কথার আরম্ভ।

কথালাপ (পুং) কথায়াঃ আলপঃ, ৬তৎ। কথোপকথন।

কথাশেষ (ত্রি) কথা মাত্রং শেষো যস্য, বহুব্রী। ১ মৃত; মৃত্যুর পর যে ব্যক্তির কথামাত্রই অবশিষ্ট থাকে। ২ (পুং) কথার শেষ, কথাসমাপ্তি।

কথাসরিৎসাগর (পুং) সংস্কৃত কথাগ্রন্থবিশেষ, সোমদেব ভট্ট নামক জনৈক কবি কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের মহিষীর চিত্তবিনোদনের জন্য পৈশাচী ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাতে কৌশাম্বীরাজ বৎসরাজের পুত্র ও নরবাহন দত্তের চরিত্র বর্ণিত আছে।
[গুণাঢ্য, সোমদেব ও ক্ষেমেন্দ্র দেখ।]

কথি (দেশজ) কোথা, কোন্ স্থানে।

কথিক (ত্রি) কথ-ঠন। কথক, পুরাণবক্তা।

কথিত (ত্রি) কথ-ক্ত। ১ উক্ত, যাহা বলা হইয়াছে। ২ বর্ণিত, যাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। ৩ উচ্চারিত। ৪ ব্যাখ্যাত। ৫ প্রতিপাদিত। ৬ (পুং) পরমেশ্বর, বিষ্ণু। ৭ (ভাবে ক্ত) (ক্লী) কথন।

কথিতপদতা (স্ত্রী) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত দোষবিশেষ, একার্থ-বাচক দুইটি শব্দ এক স্থানে সন্নিবেশিত হইলে, তাহাকেই কথিতপদতা কহে, ইহার নামান্তর পুনরুক্তি।
("রতিলীলাশ্রমং ভিন্তে সলীলমনিলো বহন্।" (সাহিত্যদ°।) এখানে লীলা শব্দ পুনরুক্তি, যেহেতু রতিশ্রম বলিলেই অর্থের প্রকাশ হইত, অথচ অনর্থক লীলা শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে।
আবার অনেক স্থলে এই দোষ গুণের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে,—
"কথিতঞ্চ পদং পুনঃ।
বিহিতস্যানুবাদ্যত্বে বিষাদে বিস্ময়ে ক্রুধে ॥
দৈন্যেঽথ লাটানুপ্রাসে হ্যনুকম্পায়াং প্রসাদনে।
অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যে হর্ষেঽবধারণে ॥"
বিহিতানুবাদ, বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, দীনতা, লাটানুপ্রাস, অনুকম্পা, প্রসাদন, অর্থান্তরবাচ্য, হর্ষ ও অবধারণে কথিতপদতা দোষ না হইয়া গুণই হইবে।
(সাহিত্যদ° ৭ম পরি°।)

কথীকৃত (ত্রি) অকথা কথা সম্পদ্যমানা ক্রিয়তে, কথা চ্বি-কৃ-ক্ত। কথামাত্রে অবশিষ্ট কৃত, মৃত।
("অবগম্য কথীকৃতং বপুঃ।" কুমার। ৪। ১)

কথোদয় (ত্রি) কথায়াঃ উদয়ঃ প্রকাশো যস্য, বহুব্রী। ১ কথা হইতে উৎপন্ন। ২ (পুং) কথায়াঃ উদয়ঃ) কথার উত্থাপন।

কথোদ্‌ঘাত (পুং) নাটকের প্রস্তাবনাবিশেষ।
"সূত্রধারস্য বাক্যং বা সমাদায়ার্থমস্য বা।
ভবেৎ পাত্রপ্রবেশশ্চেৎ কথোদ্ঘাতঃ স উচ্যতে ॥"
সাহিত্যদ° ৬ষ্ঠপরি।
প্রথম অভিনেতা সূত্রধারের বাক্য বা বাক্যের অর্থবিশেষ অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিলে, তাহাকে কথোদ্‌ঘাত কহে।
রত্নাবলীতে সূত্রধারের বাক্য অবলম্বন করিয়া এবং বেণী-সংহারে সূত্রধারের বাক্যার্থ গ্রহণ করিয়া পাত্রের প্রবেশ আছে।

কথোপকথন (ক্লী) কথায়াং উপকথনং, ৭তৎ। কথার উপর কথা, বিবিধ কথা, দুই চারি জন একত্রিত হইয়া কোন বিষয়ের পরামর্শ বা আন্দোলন।

কথ্য (ত্রি) কথ যৎ। ১ বলিবার উপযুক্ত বিষয়। ২ বলিবার যোগ্য পাত্র। ("ভরতস্য সমীপে তেনাস্য কথ্যঃ সন্দেশঃ।" রামা ২। ৩৭ অঃ।)

কথ্যমান (ত্রি) কথ-কর্ম্মণি-শানচ্। যাহা বলা হইতেছে।

কদ্‌ (দেশজ) কপিত্থ, কদ্‌বেল। [কদ্‌বেল দেখ।]

কদ (পুং) কং জলং দদাতি, ক-দা-ক। ১ মেঘ। ২ (ত্রি) জলদাতা। ৩ সুখদায়ক।

কদক (পুং) কদঃ মেঘ ইব কায়তি প্রকাশতে, কদ-কৈ ক। চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়াঃ।
(অথোল্লোচো বিতানং কদকো হপি চ। হেম।)

কদক্ষর (ক্লী) কু কুৎসিতং অক্ষরম্, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত অক্ষর। ২ (বহুব্রী) (ত্রি) যাহার হস্তাক্ষর কুৎসিত।

কদগ্নি (পুং) কুৎসিতো অগ্নিঃ, কোঃ কদাদেশঃ। ১ মন্দাগ্নি। ২ (ত্রি) মন্দাগ্নিযুক্ত।

কদধ্বা [ন্] (পুং) কুৎসিতো হধ্বা, কোঃ কদাদেশঃ। নিন্দিত পথ। সংস্কৃত পর্য্যায়—ব্যধ্ব, দুরধ্ব, বিপথ ও কাপথ।

কদন (ক্লী) কদ্যন্তে দুঃখং প্রাপ্যন্তে অনেন, কদ-ণিচ্-ল্যুট্ ঘটাদিত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ। ১ পাপ। ২ মর্দ্দ। ৩ যুদ্ধ। ৪ মারণ, বিনাশ।

কদন্ন (ক্লী) কুৎসিতং অন্নং, কোঃ কদাদেশঃ। কুৎসিত আহার।
("হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ ॥" (উদ্ভট।)

কদত্তনাদ। মান্দ্রাজের মালবার জেলার মধ্যে প্রাচীন নাদ রাজ্যগুলির মধ্যে ইহাও একটি নাদরাজ্য। ইহার অবস্থান ১১°৩৬´ হইতে ১১°৮´ উত্তর অক্ষান্তরে এবং ৭৫°৩৬´ হইতে

৭৫°৫২´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায়। এই রাজ্য সমুদ্রোপকূল হইতে পশ্চিমঘাটের পশ্চিমপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ইহার সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান অত্যন্ত উর্ব্বরা। পূর্ব্বদিকে পার্ব্বত্য প্রদেশে বন যথেষ্ট। এই বনে এলাইচ গাছ যথেষ্ট আছে।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য একজন নায়ক সর্দ্দারের দ্বারা স্থাপিত হয়। এই ব্যক্তি কোলাত্রী রাজ্যের রাজা তেক্কালঙ্কুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। টিপু সুলতান শেষে এই বংশকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দেন, অবশেষে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ প্রাচীন বংশধরকে রাজ্যে স্থাপিত করেন।

ইহার রাজধানী কত্তিপুরম্ (কীর্ত্তি"র ?)।

কদন্নভোজী [ত্রি] কুৎসিতং অন্নং ভুঙ্‌ক্তে, কোঃ কদাদেশঃ কদন্ন ভুজ ণিনি। যে কদন্ন অর্থাৎ অখন্ত ভোজন করে।

কদপা। মান্দ্রাজ প্রদেশের একটি জেলা। এই জেলার উত্তরে কর্ণূল জেলা, পূর্ব্বে নেল্লুর, দক্ষিণে উত্তর অরুকড্ ও কোলার জেলা এবং পশ্চিমে বেল্লারি জেলা। ভূমিপরিমাণ ৮৭৪৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ১১, ২১, ৩৩৮। জমির খাজনা ১৬১৭৪৩৲ টাকা।

এই জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অংশ পার্ব্বতীয়, দক্ষিণপশ্চিম ও পশ্চিমভাগ সমতল। দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে হিন্দুদিগের পুণ্য-শৈল ত্রিপতী। পালকোণ্ডা ও শেষাচল নামে দুইটী পাহাড় এই জেলাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে—একভাগ নিম্ন আর একভাগ উচ্চভূমি। উক্ত পাহাড় দুইটী পেন্নার (পিণাকিনী) নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পালকোণ্ডার অর্থ 'দুগ্ধ-শৈল', বোধ হয় এখানে সুন্দর গোচরণক্ষেত্র থাকায় ঐ নাম হইয়া থাকিবে।

এই জেলার পেন্নার নদীই প্রধান, এই নদীর দুইটী শাখা কুণ্ডের্ ও সগলের্। এ ছাড়া পাপঘ্নী, বেহের, ও চিত্র-বতী নামে আরও কয়েকটী নদী আছে।

এখানে বনজঙ্গলও অনেক, ঐ সকল জঙ্গল হইতে ভাল ভাল কাঠও পাওয়া যায়।

খনিজ পদার্থ—এখানে লৌহ, তামা, চূণাপাথর, স্লেট, ও বেলেপাথর উৎপন্ন হয়। কদপানগরের ৩৫ ক্রোশ উত্তরে পিণাকিনী নদীর ধারে চেণ্ণূরের নিকট হইতে হীরা পাওয়া গিয়াছে।

উদ্ভিজ্জ—ছোলা, বজ্রু, কোড়া, ধান, গম, তামাক, লঙ্কা, মরিচ, নানাপ্রকার তৈলবীজ, ইক্ষু, নীল, জাফরাণ, কার্পাস এবং পাট প্রভৃতি নানাপ্রকার শস্য জন্মে।

ইতিহাস—পূর্ব্বকালে এই জেলা চোলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনবিষয়ক নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

এখানে বহুদিন হিন্দুরাজত্ব ছিল। এখানকার পাহাড়ের উপর অনেকগুলি দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ থাকায় মুসলমানেরা সহজে অধিকার করিতে পারে নাই, শেষে অনেক কষ্টে জয় করিল। ১৫৬৫ খৃঃ, তালিকোটের দুর্ঘটনার পর, কর্ণা-টক জয় করিয়া মুসলমানেরা কদপার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে থাকে। এই সময়ে গোলকুণ্ডার অধীনস্থ প্রধান প্রধান মুসলমান সামন্তগণ নানাস্থান আপনারা ভাগযোগ করিয়া লইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন গুরুমকুণ্ড নবাব কদপা অধিকার করিলেন। এই নবাব খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি আপনার নামে মুদ্রাদি প্রচলন করিয়াছিলেন।

চিরদিন কিছু সমান যায় না। এখানকার মুসলমান-দিগের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল, মহারাষ্ট্রীয়গণ ১৬৪২ খৃঃ, এই স্থান জয় করিয়া লইলেন। মহাবীর শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে এখানকার দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া-ছিলেন। কিছুদিন পরে মুসলমানেরা আবার দখল করিল। নবীখাঁ নামক একজন পাঠান কদপার স্বাধীন নবাব হইলেন। ইহার পর ক্রমান্বয়ে তিনজন নবাব প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করেন। শেষ নবাবের সহিত (১৭৩২ খৃঃ) মহারাষ্ট্র-দিগের সঙ্গে বিবাদ ঘটিল। এই সময় হইতে এখানকার নবাবের ক্ষমতা হ্রাস হইতে লাগিল। ১৭৫০ খৃঃ, কদপার নবাব কর্ণাটিক যুদ্ধকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। পরবর্ষে তিনি নিজাম মুজঃফর জঙ্গের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন, তাহাতেই লুক-রেড্ডীপল্লী নামক গিরিপথে নিজাম প্রাণ হারাইলেন। ১৭৫৭ খৃঃ, মহারাষ্ট্রীয়েরা কদপানগর জয় করিলেন, কিন্তু এই সময়ে নিজামের সৈন্যদল কদপাভিমুখে অগ্রসর হওয়ায়, মহারাষ্ট্রগণ কিছু করিতে পারিলেন না।

মহিসুরে হায়দার আলী প্রবল হইয়া উঠিলেন, ১৭৬৯ খৃঃ, তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া, কদপাজয়ের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে কদপা জয় করা বড় সহজ কথা নয়। কাজেই তিনি গুপ্তভাবে নিজামের সহিত সন্ধি করিলেন,—উভয়ে মিলিয়া করমণ্ডল উপকূল জয় করিবেন, অয়লব্ধ জনপদাদির মধ্যে তিনি কদপা লইবেন এইরূপ ঠিকঠাক হইল। অনেকবার যুদ্ধ চলিল। ১৭৮২ খৃঃ, হায়দার আলীর মৃত্যু হইলে কদপার শেষ নবাবের একজন বংশধর সিংহাসনের দাবী করিলে

কতকগুলি ইংরাজসৈন্য তাঁহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু উভয় দলে দেখা হইবামাত্র মুসলমানেরা সেই ইংরাজ সৈন্যদিগকে অন্যায়রূপে বিনাশ করিল। ইহার পর কদপার কিছু দিন কোন গোলযোগ ঘটে নাই। ১৭৯০ খৃঃ, নিজাম এই স্থান উদ্ধার করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন।

১৭৯২ খৃঃ, সন্ধিপত্রানুসারে টিপু সুলতান নিজামকে সমস্ত কদপা জেলা ছাড়িয়া দেন। নিজাম আবার রেমণ্ড সাহেবকে জায়গির দেন। তৎপরে কয়েক বর্ষ ধরিয়া পলিগারেরা কদপায় দুর্গ অধিকার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। ১৭৯৯ খৃঃ, নিজাম আপনার দেয় টাকা পরিশোধের জন্য ইংরাজদিগকে কদপা প্রদান করেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দ হইতে কদপা ইংরাজদিগের হইল। এই সময়ে কদপার পার্ব্বতীয় স্থান পলিগারদিগের অধিকারে ছিল। পলিগারেরা মধ্যে মধ্যে বড় উৎপাত করিত। দস্যুবৃত্তি দ্বারা তাহাদের এক প্রকার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। প্রথমে ইংরাজেরা তাহাদিগকে শাসন করিতে পারেন নাই, ক্রমে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করায় পলিগারেরা একে একে বশ্যতা স্বীকার করে। তাহাদের বংশধরেরা এখনও কদপার নানা স্থানে জমি জমা ভোগ করিতেছে। ১৮৩২ খৃঃ, কোন মস্জিদ্ লইয়া এখানকার পাঠানদের সহিত ইংরাজদের গোলযোগ ঘটে, তাহাতে এখানকার সমস্ত মুসলমান বিদ্রোহী হইয়া তখনকার সব-কালেক্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে বিনাশ করিল। এই ঘটনার চারি বর্ষ পরে এখানকার একজন পলিগার গবর্ণমেণ্ট নিকট হইতে তাহার মনোমত বৃত্তি না পাওয়ায় প্রায় দুই হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কয়েকবার যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা কেহ হত, কেহ আহত, কেহ বা পলায়ন করিল। তদবধি কদপায় শান্তি স্থাপিত হইল।

এখানে হিন্দু ও মুসলমান জাতির বাস। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক; ব্রাহ্মণেরা সকলেই প্রায় শৈব, ক্ষত্রিয়েরা প্রায়ই বৈষ্ণব। এতদ্ব্যতীত যনদী, যেরুকল, চেঞ্চুয় ও সুগলা প্রভৃতি কয়েক প্রকার জাতি বাস করে।

কদপা জেলার প্রধান নগর—কদপা, বদভোল, প্রোদ্দতুর, জম্মলমড়ু, কদিরি, মদনপল্লী, পুলিবেন্দল, রায়চোটি, বেম্পলী, বদলপহ।

২ কদপানগর। এই নগর অক্ষা° ১৪°২৮′ ৪৯″ উঃ দ্রাঘি° ৭৮° ৫১′ ৪৭″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

কদপা শব্দ সংস্কৃত কৃপা শব্দের অপভ্রংশ। কেহ বলেন, গমপ হইতে কদপা হইয়াছে। তৈলিঙ্গ গমপ শব্দের অর্থ 'দ্বার', ত্রিপতী যাইবার পথ বলিয়াই গমপ (কদপা) নাম হইয়াছে।

বিজয়নগরের রাজাদিগের সময়ে কদপার বেশ সুখ-সমৃদ্ধি ছিল। সেই সময়ের প্রাচীন নগর এখন আর নাই, তাহারই পার্শ্বে বর্ত্তমান কদপা নগর স্থাপিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কূর্ণার নবাব এই স্থানে স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করেন।

কদপত্য (স্ত্রী) কুৎসিতং অপত্যম্, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুপুত্র। ২ (বহুব্রী) যাহার পুত্র অতিশয় মন্দ।

কদব। মহীশূর রাজ্যের তুমকুর জেলার অন্তর্গত একটি তালুক। ইহার পরিমাণ ৪৯৮ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে ১০১ বর্গমাইল আবাদ হয়। ইহার লোকসংখ্যা (১৮০১) ৬৮,১৩৮। এই তালুকের প্রধান নদী সিমশা, উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত। কদব ও গব্বি নামক দুইস্থলে এই নদীর গর্ভে দুইটি হ্রদ আছে। এই জেলার সদর থানা গব্বি। এখানে একটি মাজিষ্ট্রেটী আদালত ও ৯টী থানা আছে।

এই জেলার মধিঘাটার নিকট পর্ব্বতে কাচবৎ একপ্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, ইংরাজীতে ইহাকে (Horn-blende) বলে। এই ধাতু কাচশলাকার ন্যায়, লম্বা ও সরু। ইহা ৩ প্রকার, যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাই হর্ণব্লেণ্ড, যাহা সবুজবর্ণ তাহাকে অ্যাকৃটিনোলাইট (Actinolite), আর যাহা সাদা তাহাকে ট্রিমোলাইট (Tremolite) বলে। এই পদার্থে ম্যাগ্‌নেসিয়া, চূর্ণ ও লৌহের অংশ আছে।

এই জেলায় কদবগ্রামে শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগের একটি উপনিবেশ আছে। ইহা অনেক দিনের প্রাচীন গ্রাম বলিয়া বিখ্যাত। ইহাতে একটি বৃহৎ সরোবর আছে, সিমশা নদীতে বাঁধ দেওয়ায় এই সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র লঙ্কাজয়ের পর প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই বাঁধ বাঁধিয়া গিয়াছেন।

কদভ্যাস (পুং) কুৎসিতোঽভ্যাসঃ কর্ম্মধা। মন্দ অভ্যাস, কু অভ্যাস।

কদম (দেশজ) ১ কদম্ববৃক্ষ। ২ কদম্বফুল। ৩ বড়িমা। ৪ ঘোড়ার গতিবিশেষ।

কদমা (দেশজ) মিষ্ট খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, ব.ক্ক, বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে ইহার প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়।

কদমীলতা (দেশজ) লতাবিশেষ।

কদম্ব (পুং) কদি অম্বচ্। (কৃকদিকডিকটিভ্যোঽম্বচ্। উণ্ ৪।৮২। কৃ, কদ্, কড় এবং কট্‌ ধাতুর উত্তর অম্বচ্ প্রত্যয় হয়।)

১ বৃক্ষবিশেষ, কদম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নীপ, প্রিয়ক, হলিপ্রিয়, কাদম্ব, ষট্‌পদেষ্ট, প্রাবৃষেণ্য, হরিপ্রিয়, বৃত্তপুষ্প, সুরভি, ললনাপ্রিয়, কাদম্বর্য্য, সীধুপুষ্প, মহাঢ্য ও কর্ণপূরক। কদম্বকে বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে কদম, কর্ণাটি ভাষায় কদম্বে, তামিলে বেল্ল কদম্ব, তৈলঙ্গে কোদম, কদম্বা, কদিমীবাহু বা কদম চেট্টু কহে।

এই সুন্দর গাছ ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও সিংহলদেশে জন্মে। এক একটি গাছ ৭০।৮০ ফিট বড় হয়। ইহার কাঠে নৌকা ও নানাবিধ আসবাব প্রস্তুত হয়। কদম্বফুল শ্রীকৃষ্ণের বড় প্রিয়, এই জন্য ঝুলন উপলক্ষে কদমফুল ব্যবহৃত হয়। অপর দেবতার পূজায় এই ফুল দেওয়া যায়। কদম্ব গাছ হইতে মদ্য বাহির হয়, এই জন্য মদ্যের একটি নাম কাদম্বরী।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, "বলরামকে গোপগোপীগণের সহিত বেড়াইতে দেখিয়া বরুণ বারুণীকে (মদিরাকে) বলিলেন, হে মদিরে! তুমি যাহার অভিলাষের পাত্র, সেই অনন্তদেবের উপভোগার্থ গমন কর। বরুণের কথা শুনিয়া বারুণী বৃন্দাবনোৎপন্ন কদম্বগাছের কোটরে আগমন করিলেন। বলরাম বেড়াইতে বেড়াইতে উত্তম মদিরাগন্ধ পাইলেন। তাঁহার পূর্ব্বানুরাগ উদয় হইল। তিনি কদম্ব বৃক্ষ হইতে বিগলিত মদ্য দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তখন গোপগোপীগণ গান করিতে লাগিলেন; তিনি তাহাদের সহিত একত্র মদিরা পান করিলেন।

কাদম্বরী মদ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে হরিবংশে আবার এইরূপ লিখিত আছে—"একদিন বলরাম একাকী শৈলশিখরে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রফুল্ল কদম্বতরুর ছায়ায় উপবেশন করিলেন, অকস্মাৎ মদগন্ধযুক্ত বায়ু বহিতে লাগিল। বায়ুবশে মদগন্ধ তাঁহার নাসাবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাত্রিতে মদ্যপান করিলে প্রভাতে যেমন মুখশোষ উপস্থিত হয়, সেইরূপ মদ-পিপাসা বলবতী হইলে তিনি কদম্ব বৃক্ষ দেখিতে লাগিলেন। বর্ষার বৃষ্টির জল সেই প্রফুল্ল কদম্ব কোটরে পড়িয়া মদ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। বলরাম নিতান্ত তৃষ্ণাকুল হইয়া সেই মদবারি পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিলেন। সেই বারিপানে মত্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার শরীর বিচলিত হইল, তাঁহার শারদীয় মুখশশী ঈষৎ চঞ্চললোচনে ঘুরিতে লাগিল। সেই অমৃতবৎ দেবানন্দবিধায়িনী বারুণী কদম্বকোটরে উৎপন্ন হইল বলিয়া তাহার নাম কাদম্বরী হইল।

(কদম্বকোটরে জাতা নাম্না কাদম্বরীতি সা।

হরিবংশ ৯৩ অঃ)

ভাবপ্রকাশের মতে কদম্বের গুণ মধুর, কষায় ও লবণ-রস, শীতল, গুরু, বিরেচক, বিষ্টম্ভকারী, কফ, মল, শুক্র ও বায়ুবর্দ্ধক।

নীপ, মহাকদম্ব, ধারাকদম্ব, ধূলিকদম্ব, ভূকদম্ব প্রভৃতি কদম্বের বিবিধ ভেদ আছে। ২ সর্ষপ। ৩ দেবতাড়ক তৃণ। ৪ (স্ত্রী) সমূহ।

(কদম্বং নিকুরম্বে স্যান্নীপসর্ষপয়োঃ পুমান্। মেদিনী।)

৫ বন্ধু। (যাদিকস্ত কদম্বং তাং। মেঘ। ৪।২।) ৬ (কং উপস্থেন্দ্রিয়ং দময়তি) জিতেন্দ্রিয়। ৭ (কদং কদনং বিনাশং যাতি গচ্ছতি প্রলয়ে ইতি শেষঃ) জগৎ।

("স এব সৌম্য নিত্যং যাবতে মূলে বিকল্পকত পরমো বৈ পুরুষ আত্মা।" শ্রুতি।)

কদম্ব (কাদম্ব) দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন পরাক্রান্ত জাতি। এক সময়ে এই জাতি দক্ষিণভারতে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তৎকালে তাপ্তীনদীর দক্ষিণ হইতে গোমন্তক (গোয়া) পর্য্যন্ত কাদম্বরাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালিপি পাঠ করিলে এই জাতি সম্বন্ধে অনেকটা জানা যায় কিন্তু এই জাতি দক্ষিণ ভারতের আদিমনিবাসী কি না? ইহারা অনার্য্য অথবা আর্য্য, কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল? তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। কোন কোন জাতিতত্ত্ববিদের মতে, ইহারা দাক্ষিণাত্যের আদিমনিবাসী, বর্ত্তমান কুড়ুব জাতির নামের সহিত এই জাতিরও অনেকটা সংস্রব আছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়; কুড়ুব স্বতন্ত্র অনার্য্য জাতি, এই জাতির সহিত যে পরাক্রান্ত কদম্বগণের কোনরূপ সংস্রব ছিল, তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন ও প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। তবে কাদম্বগণ যে উত্তরভারতের প্রাচীন আর্য্যগণের শাখা তাহাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু এই জাতি যে কোন সময়ে সভ্যতাবলে আর্য্যদিগের সহিত সমান আসন অধিকার করিয়াছিল, তাহা ঠিক।

কদম্ব জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই শৈব ছিলেন, অথচ তাঁহারা অপর দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। এই জন্য এই জাতিকে পুরাণকার অসুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

স্কন্দপুরাণের তাপীখণ্ডে একজন কদম্বরাজকে অসুর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই অসুররাজের বিবরণ এইরূপ—কদম্বাসুর অতিশয় শিবভক্ত ছিল, তাহার নিকট এক শিবলিঙ্গ ছিল, সেই শিবলিঙ্গের জন্য দেবতারাও তাহার কিছু করিতে পারিতেন না, সময়ে সময়ে তাহাকে ভয় করিতে হইত। কৃষ্ণ ইন্দ্রকে মুনিরূপ ধরিয়া কদম্বের কাছে

যাইতে আদেশ করিলেন। সেই মত ইন্দ্র মুনিরূপ ধরিয়া কদম্বের কাছে আসিলেন, এদিকে রুক্ষ সুন্দরী রমণীরূপ ধারণ করিয়া গাহিতে গাহিতে কদম্বাসুরকে দেখা দিলেন। বিজনে রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া কদম্ব বিমুগ্ধ হইল। সে মুনিরূপী ইন্দ্রের নিকট শিবলিঙ্গ রাখিয়া তাহার মনোমোহিনীর দিকে ধাবিত হইল। তখন ইন্দ্র কদম্বকে সহায়হীন দেখিয়া বজ্রনিক্ষেপ দ্বারা তাহাকে সংহার করিলেন। কদম্ব চিরদিনের মত ভূমিশায়ী হইল, কিন্তু তাঁহার পবিত্র আত্মা শিবময় হইল।"

কদম্বকে অসুর বলিয়া বর্ণনা করিবার কারণ কি? বোধ হয় পূর্ব্বে, এই জাতি তাপীনদীতীরে অসভ্য অবস্থায় বাস করিত, সেই সময়ে ইহারা অপর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিত, (অসুরপ্রকৃতির পরিচয় দিত।) তাই পুরাণকর্ত্তা এই জাতিকে অসুর পদবীতে সম্বোধন করিয়াছেন।

কদম্বজাতি সর্ব্বপ্রথমে কোন্ সময়ে দক্ষিণদেশে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা ঠিক্ জানা যায় না। দক্ষিণদেশের প্রবাদ ও কর্ণাটী গ্রন্থানুসারে কদম্বদিগের প্রথম রাজা ত্রিনেত্রকদম্ব। দক্ষিণদেশীয় ঐতিহাসিকদিগের মতে তিনি ১৬৮ খৃঃ অব্দের লোক হইবেন।

ময়ূরবর্ম্মচরিত্র প্রভৃতি কয়েকখানি দক্ষিণদেশীয় সংস্কৃত গ্রন্থে কদম্বরাজ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে—

ত্রিপুরাসুরের নিধনকালে মহাদেবের ললাট হইতে এক বিন্দু ঘর্ম্ম কদম্বকোটরে পতিত হয়, সেই বিন্দু হইতে এক ত্রিনেত্র পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। কদম্বকোটরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার নাম ত্রিনেত্র বা ত্রিলোচন কদম্ব, তিনি কদম্ববংশের আদিপুরুষ। ইনি বানবাসী* (অপর নাম জয়ন্তীপুর) নামক জনপদে আপন রাজধানী স্থাপন করেন।† ইঁহার পুত্র মধুকেশ্বর, তৎপুত্র মল্লিনাথ, পুত্র চন্দ্রবর্ম্মা। চন্দ্রবর্ম্মার দুই পুত্র, একজনের নাম চন্দ্রবর্ম্মা (২য়) অপরের নাম পুরন্দর। চন্দ্রবর্ম্মা (২য়)র দুই পত্নী, এক পত্নীকে তিনি জয়ন্তীপুরের এক দেবালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে ময়ূরবর্ম্মার জন্ম হয়। চন্দ্রবর্ম্মার বনবাসেই মৃত্যু হইয়াছিল। পুরন্দর নিঃসন্তান হওয়ায় ময়ূরবর্ম্মা বানবাসীর রাজা হইলেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ভারতের উত্তর দিক্ হইতে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই সময় হইতে ব্রাহ্মণেরা বানবাসীতে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। ময়ূরবর্ম্মার পুত্র ত্রিনেত্রকদম্ব (২য়) চণ্ডালরাজের হস্ত হইতে গোকর্ণতীর্থ উদ্ধার করিয়া তথায় ব্রাহ্মণদিগকে স্থাপন করেন, ইঁহার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণেরা হৈব ও তুলুবে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন।

শিলালিপির বিবরণানুসারে ময়ূরবর্ম্মাই বানবাসীর প্রথম রাজা, শিব ও পৃথিবী হইতে তাঁহার জন্ম। শিলালিপি অনুসারে বানবাসীর কদম্ব রাজাদিগের বংশতালিকা এইরূপ—

ময়ূরবর্ম্মা (১ম)
|
কৃষ্ণবর্ম্মা
|
নাগবর্ম্মা (১ম)
|
বিষ্ণুবর্ম্মা
|
মৃগবর্ম্মা
|
সত্যবর্ম্মা
|
বিজয়বর্ম্মা
|
জয়বর্ম্মা
|
নাগবর্ম্মা (২য়)
|
শান্তিবর্ম্মা (১ম)
|
কীর্ত্তিবর্ম্মা (১ম)
|
আদিত্যবর্ম্মা
|
চট্ট, চট্টয় বা চট্টল
|
জয়বর্ম্মা (২য়) বা জয়সিংহ

জয়বর্ম্মা (২য়)-র পুত্রগণ: মায়ুরি, তৈলপ (১ম), শান্তিবর্ম্মা (২য়) (শক ১০১০), তোফি, বিক্রম (বিক্রমার্ক)

তৈলপ (১ম) — কীর্ত্তিবর্ম্মা (২য়) বা কীর্ত্তিদেব (১ম) ওরফে তৈলমসিংহ (শক ৯৯৯)

শান্তিবর্ম্মা (২য়) — তৈলপ (২য়) শক ১০৫১ ও ১০২২
|
তৈলম

তৈলম-এর পুত্রগণ: কীর্ত্তিদেব (২য়), কামদেব বা তৈলমল্ল অজকার (শক ১১০৩ এবং ১১১৮)

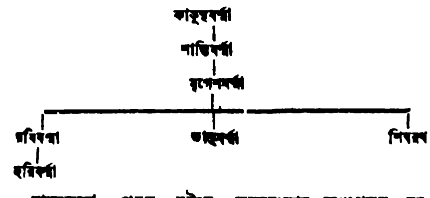
এ ছাড়া শিলালিপিতে আরও কয়েকজন কদম্বরাজের নাম পাওয়া গিয়াছে—

কুণ্ডমরস বা সত্যাশ্রয় (শক ৯৪১),—ময়ূরবর্ম্মা ২য় (শক ৯৫৩ ও ৯৬৬),—চামুণ্ডরায় (শক ৯৬৭ ও ৯৭০),—হরিকেশরী (শক ৯৭৭),—ময়ূরবর্ম্মা ৩য় (শক ১০৫৩।)

শিলালিপিতে আরও কতিপয় মহামণ্ডলেশ্বর কদম্বের উল্লেখ আছে। মহামণ্ডলেশ্বরদিগের ক্ষমতা রাজগণ অপেক্ষা হীন, তাঁহারা এখনকার ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মানার্থ পেম্মট্টি নামক বাদ্যযন্ত্র বাজিত, হনূমান্-চিহ্নিত পতাকা উড়িত। তাঁহারা সিংহচিহ্নিত মোহর ব্যবহার করিতেন।

* বনবাসী জনপদ পুরাণে বনবাসক বা বানবাসক নামে অভিহিত।
† কাহারও মতে মহাদেব ও পার্ব্বতী হইতে ত্রিনেত্রকদম্বের জন্ম।

বর্ত্তমান বেলগাম্ নামক জেলায়ও কয়েকজন কদম্ব রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের রাজধানী পলাশিকা (বর্ত্তমান হল্‌সি) ছিল। এখানকার কদম্বরাজগণের মধ্যে কাকুস্থ-বর্ম্মা ও মৃগেশবর্ম্মাই প্রধান। তাঁহারা অঙ্গিরস গোত্রীয়। কাকুস্থ, সম্ভবতঃ ৩৭০ শকে বিদ্যমান ছিলেন। শিলালিপিতে কাকুস্থ বর্ম্মার এই কয়েক জন বংশধরের নাম পাওয়া যায়—



চালুক্যেরা প্রবল হইলে কদম্ববংশের অধঃপতন হয়, চালুক্যরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার শিলালিপিতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

বানবাসী বা জয়ন্তীপুরের কদম্ব রাজবংশের অধঃপতন হইলেও গোপকপুরে (গোয়াতে) আর একবংশ অনেক দিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানকার কদম্বরাজ ষষ্ঠ-দেবের ৪৩৪৮ কল্যব্দের একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, ইঁহার অপর নাম শিবচিত্ত। ইঁহার সময়ে গোপকপুরীতে গোপেশ্বরের মন্দির ছিল। (Dynasties of the Kanarese Districts p. 89।)

প্রাচীন কদম্বরাজদিগের সহিত ভারতের অপরাপর রাজাদিগের সহিতও সম্বন্ধ ছিল। জয়কেশী নামে একজন কদম্বরাজকুমার ছিলেন, তিনি বিক্রমাদিত্য আহবমল্লের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং আহবমল্লের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। জয়কেশীর কন্যা মৈনলদেবীর সহিত অনহিলবাড়ের রাজা কর্ণের বিবাহ হয়, তাঁহার গর্ভে বিখ্যাত জয়সিংহ সিদ্ধরাজের জন্ম হয়। [কুমারপাল চরিত ১১। ৬৩, Forbes Rasmala I p. 107., Bomday Branch of the Royal Asiat. Toc. IX. 921 দেখ।]

কদম্বক (স্ত্রী) কদম্ব-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ সমূহ। ("কদম্বকং বাতমজং মৃগাণাম্।" ভট্টি) ২ দেবতাড় বৃক্ষ। (পুং) (কদম্ব ইব কায়তি প্রকাশতে) ৩ হরিদ্রা। ৪ সর্ষপ। ৫ দারুহরিদ্রা।

কদম্বকোরক ন্যায় (পুং) কদম্বপুষ্পের চতুর্দ্দিকস্থ কেশর-সমূহ যেমন এক কালে উৎপন্ন হয়; সেইরূপ একটিমাত্র শব্দের সহিত এককালে বহু বহু শব্দের উৎপত্তি হইল; ইহাকেই কদম্বকোরক ন্যায় কহে।

কদম্বগোলক ন্যায় (পুং কদম্ব গোলাকার, তাহার গাত্রের চতুর্দ্দিকস্থ কেশরসমূহও সমভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; এজন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল অবস্থাতেই তাহার এক গোল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কোন বস্তু বা বিষয়ের এক ভাব থাকিলে, তথায় 'কদম্বগোলক ন্যায়' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কদম্বদ (পুং) কদম্ব-দো-ঘঞর্থে ক। সর্ষপ।

কদম্বপুষ্পা (স্ত্রী) কদম্বস্যেব পুষ্পমস্যাঃ, কদম্বপুষ্প-অর্শ আদিত্বাৎ-অচ্-টাপ্। মুণ্ডিতিকা বৃক্ষ, মুণ্ডিরী।

কদম্বপুষ্পী (স্ত্রী) কদম্বপুষ্পমিব পুষ্পমস্যাঃ কদম্বপুষ্প ঙীপ্। মুণ্ডিরী।

কদম্ববাসী [ন্] (পুং) কদম্ব ইতি বাসঃ সংজ্ঞা অস্যাস্তি, কদম্ব-বাস-ণিনি। নীপজাতীয় কদম্ববিশেষ।

("কদম্ববাসিনো নীপান্ দৃষ্ট্বা কন্টকিতৈরিব।

সমন্ততো ভ্রাজমানং কদম্বককদম্বকৈঃ॥" কাশীখণ্ড।)

কদম্বা (স্ত্রী) কদম্ব-ঙীষ্। দেবদাজী লতা। [দেবদালী দেখ]

কদর্ (আরব্য) মর্য্যাদা, সম্মান।

কদর (স্ত্রী) কং জলং দৃণাতি দারয়তি নাশয়তি ইত্যর্থঃ, ক-দৄ-অচ্। ১ পাদরবিশেষ, হেঁস্তা পায় (পুং) শ্বেতখদির, কাঁটা-বাবলা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সোমবল্ক, ব্রহ্মশল্য, খদিরো-পম, শ্বেতসার, খদির ও সোমবল্কল। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ,—বিশদ, বর্ণের হিতকর এবং মুখরোগ, কফ ও রক্তদোষনিবারক। ৩ করাৎ। ৪ অঙ্কুশ। ৫ ক্ষুদ্ররোগ-বিশেষ। সুশ্রুতোক্ত ইহার লক্ষণ,—কঙ্কর ও কণ্টক প্রভৃতির দ্বারা পদতল ক্ষত হইলে কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ, মেদঃ ও রক্তকে দূষিত করিয়া বেদনা ও মধ্যবুক্ত কুলের আঁটির ন্যায় যে রোগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম কদর।

চিকিৎসা—অস্ত্রদ্বারা কদর উৎপাটিত করিয়া তপ্ততৈল বা অগ্নিদ্বারা সেই স্থান দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

কদর্থ (পুং) কুৎসিতোঽর্থঃ, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত অর্থ। ২ পদার্থ। ৩ কুৎসিত অর্থকরা।

কদর্থন (স্ত্রী) কু-অর্থ-ল্যুট্। ১ কুৎসিত অর্থকরা।

কদর্থনা (স্ত্রী) কদর্থন-টাপ্। বিড়ম্বনা।

কদর্থিত (ত্রি) কু-অর্থ-ণিচ্-ক্ত। ১ দূষিত। ২ বিড়ম্বিত। ৩ ঘৃণিত।

কদর্থীকৃত (ত্রি) অকদর্থং কদর্থং করোতি, কদর্থ-চ্বি-কৃ-ক্ত। ১ মন্দীকৃত। ২ বিকলীকৃত।

কদর্য্য (ত্রি) কুৎসিতোঽর্য্যঃ স্বামী, কুগতীতি সমাসঃ। ১ ক্ষুদ্র। ২ কৃপণ। স্মৃতিশাস্ত্রের মতে, যে লোভীব্যক্তি আত্মা ধর্ম্মকার্য্য স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে কষ্ট দিয়া অর্থসঞ্চয় করে,

তাহাকে কদর্য্য কহে। ("কৃপণস্তু মিতম্পচঃ। কীনাশস্তুদ্রঃ ক্ষুদ্র কদর্য দৃঢ়মুষ্টয়ঃ। কিম্পচানঃ। হেম ৩।৩২।)

কদর্য্যভাব (পুং) কদর্য্যস্য ভাবঃ, ৬তৎ। ১ কুৎসিত ভাব। ২ অশ্লীল ভাব।

কদল (পুং) কদ বৃষাদিত্বাৎ কলচ্। ১ কলাগাছ। ২ চাকুলে লতা। ৩ ডিম্বিকা, ডিমি। ৪ শিমুলগাছ।

কদলক (পুং) কদল-স্বার্থে কন। কলাগাছ।

কদলা (স্ত্রী) কদল-টাপ্। ১ চাকুলে। ২ কদলীগাছ। ৩ ডিম্বিকা। ৪ শিমুলগাছ।

(কদলা ডিম্বিকায়াঞ্চ শাল্মলী ভূরুহেঽপি চ। মেদিনী।)

কদলা [ন] (পুং) কদলো ইত্যাদি, কদল ইনি। কলাগাছ।

কদলী (স্ত্রী) কদল গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। (বিদ্বাংসোরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ১ উর্দ্ধবিশেষ, কলা।

উষ্ণকটিবন্ধ প্রদেশের একপ্রকার মিষ্ট ফল। বাঙ্গালা দেশে ইহাকে চলিত কথায় 'কলা' বলে। ইহার সংস্কৃত নাম কদলী। সংস্কৃত ইহার আরও কতকগুলি নাম আছে—বারণবুসা, রম্ভা, মোচা, অংশুমৎফলা, কদল, কাষ্ঠীল, বারণবুষা, বারবুষা, সুফলা, সুকুমার, সকৃৎফলা, গুচ্ছফলা, হস্তিবিষাণ, গুচ্ছদন্তিকা, নিঃসারা, রাজেষ্টা, বালকপ্রিয়, উরুস্তম্ভা, ভানুফলা, বনলক্ষ্মী, কদলক, মোচক, রোচক, লোচক, বারণবল্লভা, চর্ম্মণ্বতী। এই সকল নামের সার্থকতা আছে, যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে।

ভারতবর্ষই কদলীর আদি বাসস্থান, এজন্য এদেশে ইহা নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার তুল্য আবশ্যকীয় ফল আর দ্বিতীয় নাই। ইহা জন্মেও অনেক। বৎসরের সকল কালেই ইহার ফল জন্মে, তবে গ্রীষ্মকালের অধিক উৎপন্ন হয় আর ঐ সময়ের ফল অধিকতর কোমল, মধুর এবং স্বাদু হয়।

কদলীর উদ্ভিদ্ তত্ত্ব।—ইহার গাছকে উদ্ভিত্তত্ত্ববিদেরা কোমলকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে গণনা করেন। যাহার কাণ্ড অর্থাৎ গুঁড়িতে কাষ্ঠভাগ অল্প থাকে তাহাকেই কোমল কাণ্ড বলে। বাস্তবিক কদলী বৃক্ষের কোনরূপ কাণ্ড নাই। যাহা কাণ্ড বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক পাতার শেষ ভাগ অর্থাৎ কাণ্ডকোষ, যাহাকে বাঙ্গালায় কলার খোলা, বাসনা বা বাকলা বলে তাহার সমষ্টিমাত্র। কলাগাছের পিণ্ড-মূল (এঁটে roots, stalks) আছে, এই পিণ্ডমূল হইতেই একেবারে পাতা বাহির হয়। পিণ্ডমূলের ঠিক মধ্যস্থল হইতে একটি স[illegible]াকার শ্বেতবর্ণ মজ্জা (Pith) উঠে, ইহারই চতুর্দ্দিকে [illegible] কাণ্ডকোষগুলি ঢাকা পড়িয়া কাণ্ডের ন্যায় আকার ধারণ করে, এই জন্য ইহাকে কোমল কাণ্ড বলে। কালে ঐ মজ্জা পুষ্পদণ্ডে পরিণত হয়। যখন নূতন পাতা বাহির হয়, তখন ইহা একেবারেই মূল হইতে জন্মে এবং মজ্জার পার্শ্ব দিয়া গুড়াইয়া সরু গুণ্ডাকারে উঠিতে থাকে, শেষে পত্রকক্ষ দিয়া বাহিরে পড়িয়া পাতা ছাড়িতে থাকে। ইহার পত্রাংশ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। এক একটী পাতা ৬।৮ ফুট দীর্ঘ ও ২ ফুট বিস্তৃত হয়। ইহার পাতার "মধ্যপণ্ডকা" হইতে পাতার ধার পর্য্যন্ত লম্বা ভাবে সমদূরে সরল শিরা আছে। এই সকল শিরার মধ্যে অশ্বথ পাতার মত জালের ন্যায় সূক্ষ্ম শিরাবিন্যাস নাই, সুতরাং একটু প্রবল বাতাস লাগিলেই ইহা চিরিয়া যায়। কলাগাছের পত্রভাগ, বৃন্তভাগ, কাণ্ডকোষ সমস্তই অংশু বিশিষ্ট। কলাগাছের মজ্জা যাহাকে বাঙ্গালায় থোড় বলে, তাহা অতি কোমল। ইহা কেবল কতকগুলি পাকান পাকান রসাধার শিরার সমষ্টিমাত্র। মজ্জা দণ্ডই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পুষ্পদণ্ডে পরিণত হইয়া থাকে। ইহার পুষ্পকে বাঙ্গালায় মোচা বলে। মোচা হইবার পূর্ব্বে ইহার স্কন্ধদেশ হইতে একখানি "আসিপত্রক" নির্গত হয়। বাঙ্গালায় তাহাকে পাতমোচা বলে। পাতমোচার অভ্যন্তরেই মোচা থাকে। মোচা পুষ্ট হইলে এই পাতমোচা তলার দিকে কাটিয়া যায়, আর মোচা নিম্নমুখে ঝুলিয়া পড়ে। নারিকেল, তাল, গুপার, খর্জ্জুর প্রভৃতি গাছেরও পাতমোচা হয়। পাত-মোচাকে চলিত বাঙ্গালায় "বেলনা" বলে।

মোচা কলাগাছের স্কন্ধ হইতে উর্দ্ধমুখী হইয়া নির্গত হয়, শেষে কতকটা বড় হইলে নিম্নমুখী হইয়া পড়ে। ইহা দেখিতে কোণাকার, লম্বে প্রায় ১ ফুট ও মধ্যস্থলের বেড় প্রায় ৬ হাত হয়। একটি মোচার অনেকগুলি বিভাগ থাকে, প্রতি বিভাগে দুই সার পুষ্পমুকুল এক একখানি বেগুণে চর্ম্মবৎ পৌষ্পিক পত্রাবরণে আবৃত থাকে। প্রত্যেক সারে ৯টি বা ১০টি পুষ্প থাকে। প্রত্যেক পুষ্পেই ফল হয়। এই পুষ্পগুলির মধ্যে পুংপুষ্পগুলি (Male-flowers) নিম্নের শ্রেণীতে স্ত্রীপুষ্প বা উভলিঙ্গ পুষ্পগুলি (Female of Herma-phrodire flowers) উপরের শ্রেণীতে থাকে। প্রত্যেক ভাগের ফুলগুলি যেমন যেমন বাড়িতে থাকে, অমনি তাহাদের আবরক পৌষ্পিক পত্রাবরণখান খসিয়া যাইতে থাকে। গোড়ার দিক হইতে ক্রমে ফলে পরিণত হইতে থাকে। বাঙ্গালায় এই পৌষ্পিক পত্রাবরণগুলিকে চলিত কথায় মোচার খোলা বলে, প্রত্যেক মোচায় ৯ হইতে ১১ থাক ফল ধরে। এক [illegible] থাকের

বাঙ্গালায় "ছড়া" বলে। মোচায় যতগুলি ফুল থাকে, সবগুলিতে ফল হইতে পারে না। সমস্ত ছড়া লইয়া ফলগুচ্ছকে বাঙ্গালায় কাঁদি বলে। একটি গাছে একবার মাত্র একটি কাঁদি ধরে। কাঁদি কাটিয়া লইলেই কিছু দিন পরে গাছ পড়িয়া মরিয়া যায়। গাছ অতি পুরাতন হইলে বা কাঁদি ফেলিয়া মরিয়া গেলে, তাহার পিণ্ডমূল হইতে ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত চারা নির্গত হয়। বাঙ্গালায় এই চারাকে তেউড় বলে।

কলা অনেক প্রকার আছে। সকল কলায় বীজ হয় না। বন কলায় এবং চট্টগ্রাম প্রদেশের এক জাতীয় কাঁচকলায় (Musa sapientum) বীজ হয়, এই বীজে গাছ হয়। অন্য কোন কোন জাতীয় কলায় বীজ জন্মে বটে কিন্তু সে বীজে চারা হয় না। পার্ব্বত্য প্রদেশে কলাগাছ অতি অল্প হয়। এ সকল স্থানে কলাগাছ বাড়িতে পারে না, কারণ অন্যান্য বৃক্ষের প্রতিযোগীতায় কলাগাছ পার্ব্বত্য প্রদেশের কঠিন মাটী হইতে রস টানিয়া নিজের পুষ্টিসাধন করিয়া উঠিতে পারে না, এই জন্য ইহার তেউড় হয় না। তেউড় হয় না বলিয়াই, পার্ব্বত্য কলায় বীজ হইয়া থাকে। বীজও আবার এত বেশী হয় যে, ফলে শস্য কিছুমাত্র থাকে না। বীজ-গুলির উপর পাতলা সরের মত একটু কোমল চট্‌চটে শস্য থাকে। পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা! পক্ষীরা এই শস্যটুকু খাইবার জন্য বহুদূর হইতে আসিয়া পকফল লইয়া যায়, এবং সেই সকল স্থানে এই উপায়ে বীজ নীত হইয়া কলার গাছ জন্মে।

অন্যান্য স্থলে কলার আবাদ হয়। আবাদী কলায় বীজ হইতে পায় না এবং উত্তরোত্তর ফলের উন্নতি হয়, গাছে তেউড় জন্মে, তেউড়েরও উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়া থাকে। আবাদের গুণে ভাল ভাল কলায় এখন আর মোটেই বীজ জন্মে না। উহাদের বীজোৎপাদিনী শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু কোন কোন স্থানের জলবায়ু প্রভাবে আবাদ করিলেও সহজে ইহাদের এ শক্তি রহিত হয় না। দু একবারের ফলে হয় ত বীজ হইতে পারে না, কিন্তু তৃতীয় আবাদেই বীজ হইয়া থাকে। যবদ্বীপের জলবায়ু এইরূপ বটে। বাঙ্গালার কাঁঠালী কলা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজিও তাহার বীজোৎ-পাদিনী শক্তি একবারে নষ্ট হয় নাই। অতি অল্প দিনেই ইহাতে বীজ জন্মে, এজন্য বাঙ্গালার কাঁঠালীকলার ঝাড় বেশী পুরাতন হইতে দিতে নাই, তেউড়গুলি লইয়া অন্য স্থানে লাগাইয়া কলার উন্নতি বর্ত্তমান রাখা কর্ত্তব্য। আবাদের গুণে ও জমীর গুণে কাঁঠালীকলার উন্নতি হয় মাত্র কিন্তু কিছুমাত্র শক্তি নষ্ট হয় না। চীন দেশে এক প্রকার কলাগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি ক্ষুদ্রাকার এবং তাহার ফলও হয় না।

কলাগাছ অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে। ভাল জমীতে আবাদ করিলে এই বৃদ্ধি সহজেই চক্ষুগোচর করা যায়। কলার কচি পাতা বাঙ্গালায় ইহাকে মাজ অর্থাৎ মধ্যপত্র বলে। যখন পাক খুলিয়া বিস্তৃত হইতে থাকে তখন তাহার বোঁটা (বৃন্ত) হইতে পত্রাগ্র পর্য্যন্ত একটা সুতা ধরিয়া ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে সেই সময়ের মধ্যে মাপের সুতা ছাড়াইয়া প্রায় ১ ইঞ্চি দীর্ঘ হইয়াছে।

প্রবল বাতাসে কলাগাছের বড় অনিষ্ট করে, বিশেষতঃ ফল হইলে অতি অল্প বাতাসেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। বাঙ্গালা দেশে বাঁশের তেকাটা করিয়া এই সময়ে গাছ রক্ষা করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে কলায় ভুঁয়ে নামে একপ্রকার পোকা লাগে, এই পোকাতেও অনিষ্ট করে, ভুঁয়ে লাগিলে গাছ শুইয়া পড়ে।

কোথায় কোথায় কদলী পাওয়া যায় এবং তাহার শ্রেণী-বিভাগ, ভারতবর্ষ কলার আদি জন্মস্থান। এ স্থানেরও পশ্চিম ভারত অপেক্ষা পূর্ব্ব-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যেই বেশী জন্মে। তন্মধ্যে আবার পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এবং দাক্ষিণাত্যে মলবার উপকূলে ইহার বহুল আবাদ হইয়া থাকে।

বাঙ্গালায় রামরম্ভা, অনুপাম, মালভোগ, অপরিমর্ত্ত্য, মর্ত্ত্যমান, চম্পক, চিনিচাঁপা, কানাইবাঁশী, ঘিয়ে, কালীবউ, কাঁঠালী প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কলা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার মধ্যে প্রথম চারি প্রকার এক শ্রেণীর, তাহার পরের চারিপ্রকারও এক শ্রেণীর আর শেষ তিন প্রকারও এক শ্রেণীর কলা। মর্ত্ত্যমান শ্রেণীকে চাটিম কলাও বলে, কোথাও কোথাও মর্ত্ত্যমানও বলে। এই সকল কলায় আদৌ বীজ হয় না। কাঁঠালীজাতীয় অন্যান্য কলায় বীজ হয় না, কেবল শুদ্ধ কাঁঠালী বলিয়া যাহা বিখ্যাত তাহাই বহুদিন এক ভূমিতে থাকিলে বীজবিশিষ্ট হইয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন মদনী, মদনা, তুলসী, মনুয়া রজবীর, পোড়ারজবীর প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কলার কোন কোন জাতিতে অল্প বীজ হয় আবার কোন শ্রেণীতে মোটেই হয় না। বাঙ্গালায় 'বীচাকলা' (বীজ-বহুলা) নানাবিধ। ইহার এক একটি কলায় যথেষ্ট বীজ হয়, কিন্তু মিষ্টতা খুব বেশী হয়। যশোহরে 'দ'য়েকলা' নামে এক প্রকার বীচাকলা হয়, ইহার সরবত অতি সুন্দর হইয়া থাকে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে 'ডোগ্‌রে কলা'

নামক একপ্রকার বীচাকলা হয়, ইহার ফল খাইতে পারা যায় না, কিন্তু মোচা বড় সুস্বাদু হয়। মোচার জন্যই ইহার আবাদ করা হয়। "সরা" নামক আর এক প্রকার বীচা-কলা আছে, তাহার রসে নানাপ্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়। কাঁচকলা, কাঁচাকলা, আনাজিকলা প্রভৃতি কলা 'কাঁচাকলা' জাতীয়। এই শ্রেণীতে নানা আকারের কলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পাকিলে সুমিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তরকারীতেই ইহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। কাঁচাকলার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম (Musa Paradisica) কাঁঠালীকলার কাঁচা ফলও খায়, ইহাকে ঠোঁটেকলা" বলে। 'ঠোঁটেকলা' আবার কাঁঠালীকলার শ্রেণীর ফলকেও বলে; ইহা কাঁঠালীজাতীয় একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীও বটে। সংস্কৃতেও কদলীর নানা ভেদ আছে;—

"মাণিক্যমর্ত্ত্যামৃতচম্পকাদ্যা
ভেদাঃ কদল্যা বহবোঽপি সন্তি।"

এই সংস্কৃত "মর্ত্ত্য" কলাই বাঙ্গালার মর্ত্তমান বা চাটিম, আর "চম্পকই" চাঁপাকলা নামে বিখ্যাত। কাঁঠালীজাতীয় "কানাইবাঁশীকলা" প্রায় ১ ফুটের উপর লম্বা হয়। আর "কালীবউকলা" বে. . .গী হয়। "ঘিয়ে" কাঁঠালী হইতে ঘৃতের ন্যায় সুগন্ধ নির্গত হয় এবং উক্ত দুগ্ধে ফেলিয়া দিলে মাখনবৎ গলিয়া ভাসিয়া উঠে।

কাঁঠালীকলা পাকিলে বর্ণ ঈষৎ পীত হইয়া উঠে, চাটিম-কলা পাকিলে বর্ণ পীতাভ হয়, কিন্তু গায়ে ফোটা ফোটা দাগ হয়, চাঁপাকলা পাকিলে ঘোর পীতবর্ণ হয়। কাঁঠালী পরিপুষ্ট হইলে কতকটা চৌপলা, ঈষৎ বক্র; চাটিমকলা সুগোল, সরল এবং চাঁপা সুগোল, অথচ খর্ব্বাকৃতি হইয়া থাকে। এদেশে একপ্রকার রক্তবর্ণ কলা জন্মে তাহাকে "সিঁদুরে কলা" বা "চাঁদে কলা" বলে। মর্ত্তমানকলা ও কাঁঠালীকলার উদ্ভিজ্জ শাস্ত্রোক্ত নাম Musa sapientum।

বাঙ্গালায় কাঁঠালীজাতীয় কলার শস্য কিছু কড়া হয়, "মর্ত্তমান" জাতীয়ের শস্য খুব সাদা ও মাখনবৎ কোমল এবং "চম্পক" জাতীয়ের শস্য ঈষৎ অম্লরসযুক্ত সুগন্ধ ও ফলের মধ্যে পীতাভ বর্ণ হয়। কাঁঠালীর ফলের খোসা পুরু, চাঁপার খোসা পাতলা হয়। বাঙ্গালীরা মর্ত্তমান কলাই বেশী আদর করে। এদেশীয় য়ুরোপ-প্রবাসীরা "চাঁপাকলার" আদর করে। কাঁঠালীর ও কাঁচকলার ব্যবহারই অধিক।

দাক্ষিণাত্যের নিল্গিরি প্রদেশের পর্ব্বতে যে সকল কলা উৎপন্ন হয় ও বনভাগে সাধারণতঃ যে সকল কলা দেখা যায়, তাহার ইংরাজী নাম Musa superba। খেসিন প্রদেশের কলা সুগন্ধবিশিষ্ট ও বরোচ প্রদেশের কলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

নেপালে একপ্রকার কলা জন্মে, ইহার নাম "নেপালী-কলা" Musa Nepalensis।

এ দেশে এক প্রকার বৃহদাকৃতি কলা জন্মে, তাহাকে "কাবুলে কলা" বলে।

মান্দ্রাজে যত রকম কলা পাওয়া যায় তন্মধ্যে "রসথলি" সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। "গণ্ডি" জাতীয় কলার শস্য বেশ কড়া, পাকিতে বড় বিলম্ব হয়, কিন্তু সে দেশের লোকেরা এই কলাই ভাল বাসে বলিয়া জাগ দিয়া পাকাইয়া বিক্রয় করে। "পাচ্ছা" জাতীয় কলা খুব লম্বা হয়, কিন্তু পুষ্ট হইলেই বাঁকিয়া যায়, ইহার বর্ণ সবুজ, পাকিলেও বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় না। "পেয়েলি" জাতীয় কলা সুমিষ্ট কিন্তু বর্ণ পাংশুটে। "সেবিজি" জাতীয় কলা খুব বড় হয়, ইহার বর্ণ লোহিত, দেখিতে বেশ। এতদ্ভিন্ন বয়ে, বেঙ্গলা, মমেই, পে, সের্‌বা, ধেম্বেপার্ম্মিয়ান, পিদিমোথে প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর কলা পাওয়া যায়।

মর্ত্তমান কলা চট্টগ্রামে ও তেনাসরিম প্রদেশে বহুল পরিমাণে জন্মে, এই উভয় প্রদেশের দক্ষিণে মার্ত্তাবান-উপসাগর। অনেকে বলেন যে এই উপসাগর দিয়া এই কলা প্রথম ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম মর্ত্তমান হইয়াছে। আমাদের মতে তাহা নহে, মর্ত্ত্য নামক কদলীই এই মর্ত্তমান কলা।

বোম্বায়ে নয় প্রকার কলা জন্মে—বসরাই, মুথেলি, তাম্বড়ি, রাজেলি, লোখণ্ডি, সোনকোল, বেসকেলি, কয়েলি ও নয়-সিজি। ইহার মধ্যে তাম্বড়ি রক্তবর্ণ কদলী।

ব্রহ্মদেশে পীত ও স্বর্ণবর্ণের নানাপ্রকার কদলী দেখিতে পাওয়া যায়।

সিঙ্গাপুর, মলয় ও ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৮০ প্রকার ভোজনোপযোগী কলা জন্মে, ইহার মধ্যে অনেক গুলির আকারই বৃহৎ এবং সুগন্ধবিশিষ্ট। ইহার মধ্যে "পিসাং টিম্বাগা" রক্তবর্ণ কলা, ইহাকে সে দেশের লোকেরা তামাটে কলা, বা কাঁকড়া কলা বলে। "পিসাং মুলুৎ বেবেক" এহ জাতীয় কলার তলার কতকটা খোসা বক্রভাবে হাঁসের ঠোঁটের মত হয়। "পিসাং রাজা"—ইহাকে রাজাকলা বলে। "পিসাং সুসু" ইহাকে "দুগ্ধ কলা" বলে। আর একপ্রকার কলা আছে, তাহাকে সোণাকলা বলে। শেষোক্ত তিনপ্রকারই অতি সুন্দর, সুমিষ্ট, সুগন্ধবিশিষ্ট।

যবদ্বীপে "পিসাং টণ্ডক" নামে এক প্রকার কলা জন্মে,

তাহা দীর্ঘে প্রায় দুই ফুট হয়। বাঙ্গালায় বোধ হয় এই শ্রেণীকেই কানাই বাঁশী বলে।

যবদ্বীপে আরও একপ্রকার কলা হয়, তাহার এক গাছে একটি ফল ধরে। অন্যান্য গাছের ন্যায় এই ফল মোচা সমেত কাণ্ডের বাহিরে নির্গত হয় না। ইহা কাণ্ডের ভিতরে পাকিতে থাকে। যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠে, তখন কাণ্ড ফাটিয়া যায়। ইহা এত বড় হয় যে, একটা ফলে ৪ জন লোকের ক্ষুধা স্বচ্ছন্দে নিবৃত্ত হইতে পারে। এই সকল বিখ্যাত কলা ব্যতীত যবদ্বীপে কাঁঠালী বা মর্ত্তমান শ্রেণীর যে সকল কলা জন্মে তাহাতে বীজ হয়। এই শ্রেণীর কলাকে সে দেশে "পিসাং বুটু" বলে।

ফিলিপাইন দ্বীপের পার্ব্বত প্রদেশে এক প্রকার কলা হয়, তাহা এত বৃহৎ যে একটা কলা একটা মানুষের উপযুক্ত বোঝাই হইতে পারে।

মলয়দ্বীপের সাধারণ কলার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Muca glauca বলে। মরিশস দ্বীপে গোলাপী বর্ণের একপ্রকার কলা পাওয়া যায়, তাহার নাম Musa rosacea অর্থাৎ গোলাপী কলা।

আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কাঁঠালী ও মর্ত্তমান জাতীয় কলারই আবাদ হয়।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে একপ্রকার ক্ষুদ্রাকার বেগুণে বর্ণের কলা হয়। ইহার গন্ধ অতি মনোহর। সে দেশের বড়মানুষেরা এই কলারই সর্ব্বাধিক আদর করে। এই জাতীয় কলাকে ইংরাজেরা Fig banana বলে। এই জাতীয় আর একপ্রকার ক্ষুদ্রাকার কলা আছে, তাহাকেও নিম্নশ্রেণীর লোকে বিশেষ আদর করিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে Fig Sucrier বা Ladp finger বলে, এই জাতির নাম Musa orientum ও পূর্ব্বোক্ত Fig Lanana নাম Musa musculata

আমেরিকার ফ্লোরিডাদেশে "ওরকো" নামক কলা অতি উত্তম, ইহা সে দেশের সকল স্থানেই পাওয়া যায়। যদি ইহা গাছপাকা হয়, তাহা হইলে তাহার সদগন্ধে এমন কি মানুষ পশু পক্ষী পর্য্যন্ত পাগল হইয়া উঠে।

চীনদেশে একপ্রকার কদলী জন্মে, তাহা খর্ব্বাকার হয়, ইহাকে ইংরাজেরা Dwarf plantain অর্থাৎ বামনকলা বলে। ইহা দুই জাতীয় আছে, এক জাতীয়ের নাম Musa Occinea আর এক প্রকারের নাম Musa nana। চীনের আর একপ্রকার কলার নাম Musa Cavendish.। তথায় খর্ব্বাকার আরও একপ্রকার কলা জন্মে।

আবিসিনিয়া প্রদেশে এক প্রকার কলা জন্মে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর, ইহার নাম Musa ensete

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও কলা পাওয়া যায়। প্রধানতঃ উষ্ণপ্রধান স্থানেই কলা জন্মে। এসিয়ার পূর্ব্বে চীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিমে তুরস্কের অন্তর্গত ইউফ্রেতিস্ নদীর তীর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেই কলা পাওয়া যায়। অন্যান্য অংশে যে সকল ভূভাগ পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত, সেই সকল স্থানেই কলা পাওয়া যায়। ভারতে হিমালয় পর্ব্বতের শীতল প্রদেশে কলা জন্মে। ইহার পাদদেশে ৩০° উত্তর অক্ষান্তর পর্য্যন্ত কলা বেশ জন্মে, কিন্তু মুসৌরী, কুমায়ুন ও গাড়োয়াল প্রদেশেও কলা জন্মে বটে, কিন্তু তাহাতে কেবল বীজ ব্যতীত শস্য থাকে না বলিলেই হয়। সমুদ্র হইতে উচ্চে ৭০০০ ফুট পর্য্যন্ত স্থানে কলা জন্মিতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকায় আজকাল কলার আবাদ যথেষ্ট হইতেছে। কারাকাস, গোয়েনা, ডেমেরেরা, জ্যামেকা, ত্রিনিদাদ প্রভৃতি স্থানেও একেবারে অনেকটা জমিতে কলার আবাদ হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম প্রদেশের বনমধ্যে কলাগাছ এত অধিক জন্মে যে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখানে বনের মধ্যে হস্তী এবং গয়াল নামক মহিষ জাতীয় পশুগণ একপ্রকার কলাগাছ খাইয়া বাঁচিয়া যায়। পার্ব্বত্য প্রদেশে সাধারণতঃ যে সকল কলা জন্মে, তাহাকে Musa ornata (পাহাড়ে কলা) ও বনমধ্যে সাধারণতঃ যে সকল কলা জন্মে তাহাকে Musa superba (বুনো-কলা) বলে। চট্টগ্রাম প্রদেশেও কলাগাছ ঘাসের মত অপর্য্যাপ্ত জন্মায়। অন্যান্য স্থানে খালি মাঠ পড়িয়া থাকিলে যেমন দূর্ব্বা মুথা প্রভৃতি ঘাস জন্মায়, সেইরূপ চট্টগ্রামে খালিমাঠে পূর্ব্বে ঘাসের সঙ্গে সঙ্গে কলাগাছও বাহির হইত। আবাদ করিতে হইলে, কত যে কলাগাছ মারিয়া ফেলিতে হইত তাহার আর সংখ্যা করা যাইত না। এখনও নূতন আবাদী জঙ্গল-মহলে এইরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়।

যুরোপে দক্ষিণ স্পেনে কলা হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে কাচঘর বা উষ্ণঘর ব্যতীত খোলা ক্ষেত্রে কলা হয় না। কিউবা দ্বীপে কোথাও কোথাও হয়।

ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন নাম।—সংস্কৃত নামগুলি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে এদেশে ইহাকে মোচক অর্থাৎ মোচা বলিত। মোচক অর্থে মুক্ত হইয়াছে যাহা—অর্থাৎ প্রথমতঃ বৃক্ষগর্ভ হইতে ইহার ফুল বাহির হয় তাহা একটি আবরণীর মধ্যে থাকে, সেই আবরণী ফাটিয়া ফুল নির্গত হয় প্রত্যেক ফুলটি আবার গুচ্ছগাত্রে আর একটি

আবরণে আবৃত থাকে। সেই আবরণ মুক্ত হইলে ফল হয়, এই জন্য ফলকে "মোচা" বলে। মোচা যে ইহার প্রাচীন নাম তাহা আমরা শিবপূজার মন্ত্রে দেখিতে পাই।

"এতৎ মোচাফলং নমঃ শিবায় নমঃ।"

কেহই এস্থলে কদলী বা রম্ভা কি অন্য কোন নাম ব্যবহার করেন না। কদলী ও কদল অর্থে যাহা জলেই পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়। কলাগাছ কিছু জলপ্রধান অর্থাৎ জলভেদ্যকা গাছ, ইহা সরস ভূমিতেই ভাল উৎপন্ন হয়। অংশুমৎ ফলা অর্থাৎ যাহা'র অংশু বা তন্তু আছে। কলাগাছের তন্তু বিশেষ বিখ্যাত। বারণবুসা ও বারণবল্লভা অর্থে হস্তীপ্রিয়া। সকৃৎফলা অর্থে বৎসরে একটি গাছে একবারমাত্র ফল ধরে। ভানুফলা অর্থে সূর্য্যোত্তাপপ্রিয়া। বনলক্ষ্মী অর্থে যে ফলে বনের শোভা বৃদ্ধি হয় এবং বনেও ধনাগম বা প্রাণ-ধারণ হয়, হস্তিবিষাণী অর্থে যাহা হস্তিবিষাণ বা হস্তিদন্তের ন্যায় সুগোল, দীর্ঘ অথচ ঈষৎ বক্র। চর্ম্মণ্বতী অর্থে চর্ম্মের ন্যায় আবরণযুক্তা। অন্যান্য নামের অর্থ নামটি পড়িলেই বুঝা যাইবে।

কলাকে আরবী ভাষায় "মৌজ বলে। ইহা সংস্কৃত মোচা শব্দ হইতে উৎপন্ন। লাটিন ভাষায় মিউসা বা মুজা বলে, ইহা আরবী মৌজ হইতে উৎপন্ন। ইংরাজীতে ব্যানানা ও প্ল্যাণ্টেন বলে। ইংরাজী ব্যানানা শব্দ গ্রীক অরিয়ানা (Ariana) শব্দ হইতে উৎপন্ন। গ্রীক অরিয়ানার অপর পর্য্যায় ঔরানা (Ourana) ছিল। গ্রীক অরিয়ানা সম্ভবতঃ তৈলঙ্গী ভাষায় অরিতি শব্দ হইতে উৎপন্ন।

অনেকে গ্রীক্ ঔরাণা শব্দ সংস্কৃত বারণবুষা শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। গ্রীক্ ভাষায় ভারতবর্ষীয় যে সকল ওষধির উল্লেখ আছে, তাহার দেশীয় নাম অধিকাংশ দক্ষিণদেশীয় ভাষা হইতে সংগৃহীত [ধান্য প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

'প্ল্যাটেন' শব্দ গ্রীক্ গ্রন্থকার থিওফ্রাষ্টস্ বা প্লিনির লিখিত পল নামক বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন। পলবৃক্ষের ও তাহার ফলের বর্ণনা ঠিক কদলী বৃক্ষের এবং কদলীর ন্যায় বটে এবং হিন্দু ঋষিগণের খাদ্য বলিয়া উল্লিখিত। এই পল যে সংস্কৃত ফল শব্দ হইতে বা তামিল 'বল' শব্দ হইতে উৎপন্ন, তাহা নিশ্চয়। বাঙ্গালায় ইহার নাম কলা, হিন্দীতে কেলা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কেলি, তামিল বল বা বেলা, তৈলঙ্গী অরিতি, সিংহলীতে কহিকাং, ব্রহ্মদেশে নেপিয়ান বা ঙ-হেট্, বালিদ্বীপে বিসু, জাপানী গড়ং, মলয়ভাষায় পিস্তাং।

কদলীর ব্যবহার।—এদেশে কাঁচকলা, মোচা ও থোড় তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। পাকাকলা শুধুই খাওয়া হয়। হিন্দুর চক্ষে কলা বড় পবিত্র জিনিস, পূজা, শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই কলা ব্যবহৃত হয়। হবিষ্যান্নে অন্য তরকারী খাইতে নাই, কিন্তু কাঁচকলা সিদ্ধ খাওয়া যায়। পাতায় ভারতবর্ষের সকল স্থলে ভোজন পাত্রের কার্য্য করে। অধিক সংখ্যক লোক খাওয়াইতে হইলেই কলাপাতা ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোককে যাহাদিগের জল অস্পৃশ্য তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইলে কলাপাতায় খাইতে দেয়। মান্দ্রাজে, কাণড়ায় ও মালাবর প্রদেশে কলার জন্য যত হউক না হউক পাতার জন্যই কলার আবাদ করে, সেখানে সকল শ্রেণীর লোকেই কদলী পত্রে আহার করিয়া থাকে। গ্রাম্য পাঠশালে তালপাতে লেখা হইলে ছাত্রেরা কলাপাতে লেখা অভ্যাস করিতে থাকে। কলাপাতে হাত পাকিলে কাগজে লিখিতে আরম্ভ করে। ইহার কচিপাতা ("মাজপাতা") বেলেস্তারায় ঘায়ের উপর ঢাকা দিলে জ্বালা নিবারণ হয়। মাজপাতা কাটিয়া তাহার সোজা পিঠে মাখন মাখাইয়া ঘায়ের উপর দিয়া ৪।৫ দিন বাঁধিয়া রাখিলে বেলেস্তারায় ঘা ভাল হয়। পশ্চিম ভারতে "বিড়ি" চুরুট শুক্না কলাপাতায় জড়াইয়া প্রস্তুত করে। সেদেশে কোন দ্রব্যাদি মুড়িবার জন্য শুক্না কলাপাতা ব্যবহার করে। বাঙ্গালায় মালীরা ফুল ও ফুলের মালা মুড়িবার জন্য কলাপাতা ব্যবহার করে। চক্ষুরোগে কচি কলাপাতার আবরণ বড় উপকারক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকায় কলাপাতা দিয়া ঘর ছাইয়া থাকে। বাঙ্গা-লায় গরীবেরা কলাপাতা পুড়াইয়া সেই ছাই দিয়া কাপড় কাচিয়া থাকে। বহুমূত্ররোগে কবিরাজ মহাশয়েরা কদ-ল্যাদি ঘৃতে ইহার শিকড়ের রস ব্যবহার করেন। এই ঘৃত বায়ু ও পিত্তদোষনাশক। কোলাপুর জেলায় এই গাছের রস দিয়া রক্তপড়া নিবারণ করে। আমেরিকাতেও এইরূপে ব্যবহৃত হয়। (তথায় গাছের গায়ে একটা খোঁচা মারিয়া রস বাহির করিয়া থাকে।) যবদ্বীপে এক শ্রেণীর কলাগাছের পাতায় উল্টাদিকে মোমের ন্যায় একপ্রকার আটাবৎ পদার্থ জন্মে, লোকে তাহা সংগ্রহ করিয়া বাতি প্রস্তুত করে। কলা-গাছেও অনেক কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। যেখানে হঠাৎ বন্যা প্রবেশ করে, সেখানে বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া পাশাপাশি করিয়া গাথিয়া দিয়া ভেলা প্রস্তুত করে। ইহাকে কলার মান্দাস বলে। আফ্রিকার অসভ্যেরা এবং ভারতের দাক্ষিণাত্যের লোকেরা কলাগাছে লক্ষ্য করিয়া তীর ও তরবারী শিক্ষা করে। বাঙ্গালায় ষষ্ঠীপূজায়, বিবাহে এবং

অবিবাহাদি মাঙ্গল্যকর্ম্মে ১ ছড়া অখণ্ড কলা আবশ্যক হইয়া থাকে। মুসলমানেরাও পীরের সিন্নি দিবার সময় কলা ব্যবহার করে। বাসন্তী ও দুর্গাপূজার সময় নবপত্রিকার কলার তেউড় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নবপত্রিকাকে সাধারণ লোকে কলাবউ বলে। হিন্দুরা শুভকর্ম্মে কলার তেউড় মঙ্গলচিহ্নরূপে ব্যবহার করে। উৎসবের সময়, পূজা ও বিবাহাদির সময় হিন্দুরা দ্বারে ও পথে কলাগাছ দিয়া থাকে। হিন্দুদের বিবাহাদি সংস্কারে 'কলাতলা' করে। এক স্থানে একখানি আসন রাখিয়া তাহার চতুঃকোণে চারিটী কলার তেউড় স্থাপন করে, এইখানে সংস্কারার্হ ব্যক্তির স্নানকার্য্য, ক্ষৌরকর্ম্ম, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, বরণ ইত্যাদি হইয়া থাকে। বোম্বাইয়ে পতিব্রতা কামিনীরা কলাগাছকে ধন ও আয়ুপ্রদ বোধে পূজা করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধে ইহার কাণ্ডকোষ বা খোলা বড়ই আবশ্যক হয়। ইহা দ্বারা শ্রাদ্ধীয় নৈবেদ্য, জল ও ফল প্রদানের জন্য একপ্রকার ডোঙ্গা নির্ম্মিত হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিন বাঙ্গালার সন্তানবতী রমণীরা কলার খোলার নৌকা প্রস্তুত করিয়া গাঁদাফুল দিয়া সাজাইয়া তন্মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া পুত্র দ্বারা নদী বা পুষ্করিণী জলে ভাসাইয়া দেয়। ইহা ভগবতী ভবানীর উদ্দেশ্যে সন্তানের মঙ্গলকামনায় ইহার নাম সোদো বা ভুঁসলী ব্রত।

কলাগাছের আগাগোড়া সমস্তই গবাদির খাদ্য। দুর্ভিক্ষের সময় এই গাছ আগাগোড়া কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া গরুকে খাওয়ায়। থোড় কাটিয়া লইলে তাহার বাস্নাগুলা গরুকে দেওয়া হয়। ইহা গরুর পক্ষে বিশেষ উপকারক। জ্যামেকাদ্বীপে গম জন্মে, সুতরাং কদলীই সেখানকার অধিবাসী নিম্নশ্রেণীর পক্ষে একমাত্র সুলভ খাদ্য। আমেরিকার আদিমনিবাসিরাও ইহা প্রধান খাদ্য বলিয়া ব্যবহার করে। বোম্বাই প্রদেশে আম, কাঁটাল ফলের চারা লাগাইয়া তাহার পার্শ্বে এক একটী কলাগাছ রোপণ করিয়া দেয়। ইহা দ্বারা মধ্যভারতের খরতর রৌদ্রের আতপ হইতে চারা গাছটি রক্ষা পায়, শেষে যখন ৬।৮ বৎসর বাদে ভাল গাছের চারাটি নিজে রৌদ্র সহ্য করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট হয়, তখন কলাগাছ কাটিয়া ফেলে। এখানে শুপারির ক্ষেত্রেও কলাগাছ রোপণ করিয়া থাকে, কারণ কলাগাছের ছায়ায় শুপারির শিকড় শীতল থাকে। এখানে এক প্রকার কলা শুকাইয়া রাখিয়া থাকে। রাজেলি নামক কলা পাকিলে একটা বাক্সের মধ্যে ছড়াছড়া করিয়া সাজাইয়া খড় চাপা দিয়া ৭।৮ দিন রাখিয়া দেয়, তৎপরে খোলা ছাড়াইয়া সমুদ্রের তীরে মাচার উপর শুকাইতে দেয়। সারাদিন রৌদ্রে শুকাইয়া সন্ধ্যাবেলা উঠাইয়া আনিয়া ঘৃত মাখাইয়া সারারাত্রি মাদুর ও কলাপাতে চাপা দিয়া রাখিয়া দেয়। এইরূপে সাত দিন পর্য্যন্ত সকলে রৌদ্রে দেয় ও সন্ধ্যাবেলা তুলিয়া আনিয়া ঘৃত মাখাইয়া ঢাকিয়া রাখে। ৬।৮ দিনে কলা বেশ শুখাইয়া যায়। ইহা খাইতে বড় মন্দ নয়। শুককলা বড় উপকারক ও শৈত্যনিবারক; ইহা গাল ফুলার পক্ষে উপকারী! সমুদ্রযাত্রায় ইহা বেশ ব্যবহার্য্য। ঘরে খাইবার জন্য বোম্বাইবাসীরা পাকাকলা খোসা ছাড়াইয়া বাঁশের চেয়াড়ি দিয়া পাতলা পাতলা করিয়া চিরিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখে। ইহা হইতে একপ্রকার মোরব্বা প্রস্তুত করে, তাহা খাইতে অতি সুন্দর। বেসকেলী কলা শুকাইয়া পরে গুঁড়াইয়া বোম্বাইবাসীরা একপ্রকার পালো তৈয়ার করে, উহা শিশু রোগী ও সদ্যপ্রসূতা কামিনীর পক্ষে অতি উপকারক এবং বলকারক খাদ্য। মরিচসহরে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও ঐরূপ পালো করে। মেক্সিকোদেশেও কলা শুকাইয়া রাখে। নিগ্রোরা পাকাকলা সিদ্ধ বা মণ্ড উপাদেয় বোধে খাইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকায়, আফ্রিকায় ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে ইহার চূর্ণ প্রস্তুত করে। দক্ষিণ আমেরিকায় এই চূর্ণ হইতে আবার বিস্কুট তৈয়ারী হয়। ব্রিটীশ গিনিতে কাচাকলা প্রধান খাদ্য বলিয়া গণ্য এবং ইক্ষুর পর ইহার চাষ বেশী হয়। ইহার গাছের রসে ক্ষার বা লবণবৎ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় তাড়ির মত একপ্রকার মদ্য পাকা কলা হইতে প্রস্তুত করে। শুক্না কলা হইতেও একপ্রকার মদ্য হয়, তাহা তীব্র নহে। এইখানে পাকা কলের শস্য পাতায় জড়াইয়া শুকাইয়া ছোট ছোট পাটালির ন্যায় করিয়া রাখিয়া দেয়। প্রয়োজন মত ইহার একটু ভাঙ্গিয়া লইয়া জলে গুলিয়া সরবত করিয়া খায়। এই সরবত বড় শীতল ও শ্রমাপহারক। ভারতবর্ষে ইহার খোলা হইতে চামড়ার কাল রং প্রস্তুত হয়।

কলার গুণ—পাকাকলার গুণ অনেক। ইহা বলকারক, শীতল, পিত্তাস্রনাশক, গুরুপাক, অজীর্ণরোগে অপথ্য, সদ্য শুক্রাদিবর্দ্ধক, তৃষ্ণা ও শ্রমহারক, লাবণ্যবর্দ্ধক, কফকর, আমকর, দুর্জ্জর এবং ইহা খাইতে ঈষৎ কষায়সংযুক্ত, মধুররসবিশিষ্ট। দধি, দুগ্ধ ও ঘোলের সহিত কদলী খাইলে অতিশয় দুষ্পচ্য হয়। চাঁপাকলার কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে,—ইহা বাতপিত্ত নষ্ট করে এবং অতি শীতল।

মোচা—কফ, কৃমি, কুষ্ঠ, দাহ, বাতাপিত্ত, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং বাতপিত্ত ও উদররোগনিবারক।

থোড় বলবৃদ্ধি করে এবং বাতপিত্ত নষ্ট করে। চাঁপাকলায় বহুমূত্র রোগের উপকার হয়। মুসলমান হাকিমেরাও পিত্ত বায়ু, রক্ত এবং হৃদ্রোগনাশক বলিয়া কলার গুণ ব্যাখ্যা করেন। ডাক্তার প্লে ফেয়ার বলেন যে ইহা শুক্রবৃদ্ধিকর ও মস্তিষ্কদোষনাশক। কিন্তু দুষ্পাচ্য। হাকিমেরা কদলী ভোজন-জনিত দোষের জন্য মধু, আদা ও গঁদ খাইতে বলেন। ইহার কচিপাতার আবরণী চক্ষুরোগের পক্ষে উপকারী। ইহার শিকড়ের রসে বহুমূত্ররোগের কদলাদ্য ঘৃত প্রস্তুত হয়।

কলার সুতা—কলাগাছে ফল, থোড়, মোচা, পাতমোচা ভিন্ন আরও একটি সুন্দর প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। ইহার বাসনা, ছাল ও পাতা হইতে তন্তু প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাকে কলাগাছের সুতা বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্যগণের অধ্যবসায়ে এই তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁহারা ইহার জন্য বিশেষ বাহাদুরি লইয়া থাকেন এবং অনেকে দিয়াও থাকেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের লোকেরাও যে এ বিষয় অবগত ছিল এবং কোন কোন কর্মে ব্যবহার করিত তাহা নিশ্চয়, এমন কি একমাত্র ইহার সংস্কৃত নাম অংশুমৎ-ফলা হইতে ও [illegible] ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিলে প্রমাণ কর[illegible]নও কলার ছোটায় ও বাসনার সূক্ষ্ম খণ্ডে মালা গাঁথে, ফুলের পাত বাঁধে, লতাগাছের মাচা বাঁধে, এবং আবার এ মত দুই তিনটা 'ছোট্' একত্রে পাকাইয়া কাপড় শুকাইবার দড়ি, ঝুড়ি বাঁধিবার দড়ি ইত্যাদি করিয়া থাকে।

কলাগাছের সুতায় কাগজ, দড়ি, কাছি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বিদেশীয় বণিকগণের দ্বারা ইহা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত হয়। কলাগাছের সুতা তৈয়ারির দুইটি উপায় আছে, (১) গাছ জলে পচাইয়া, (২) কলে পিষিয়া। প্রথম উপায়ে সুতা বাহির করিতে হইলে গাছ কাটিয়া কিছুদিন ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিয়া শুকাইয়া লইতে হয়, শেষোক্ত উপায়ে হইলে গাছ কাটিয়াই উহাকে কলের জাঁতায় বা উদূখলে দিয়া পিষিত হয়। পেষাই হইলে ও পচিয়া গেলে সে গাছগুলি লইয়া সোডা ও কলিচূণের জলে সিদ্ধ করিয়া সুতাগুলি কঠিন করিয়া লইতে হয়। এই সিদ্ধ করিবার সময় সুতার গা হইতে অন্যান্য অংশ গলিয়া যায়। ১৮ [illegible] বয়লারে একদিনে ২১ মণ সুতা হইতে পারে। সুতা [illegible] করিবার জন্য ৫ বার সিদ্ধ করিতে হয়। ২১ মণ সুতা সিদ্ধ করিবার জন্য ১ মণ সোডা ও ১ মণ কলিচূণ লাগে। সিদ্ধ করিবার সময় নরম রকম সুতা বাতাসে [illegible] ধৌত হয়। ফিকে রঙের সুতা হইলে ৬ ঘণ্টা ধুইলেই পরিষ্কার হয়, কিন্তু ঘোর রং হইলে ১৮ ঘণ্টার কমে ভাল রকম পরিষ্কার হয় না। বয়লার হইতে সিদ্ধ সুতা যন্ত্রের সাহায্যে জলের তোড়ে ধৌত হইতে থাকে। ইহার পর সুতাগুলি ছায়ায় শুকাইতে হয়।

গাছের বাসনা, ডাল, পাতা ও সকল অংশ হইতেই সুতা পাওয়া যায়। গুঁড়ি অপেক্ষা ডালের সুতা পরিমাণে অধিক হয়, আর তাহাই অধিক মূল্যবান্। পাতার সুতা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় বটে, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয় বলিয়া কাগজ ভিন্ন আর কিছুই হয় না। ১৮৬৪ সালে ডাক্তার ক্লে ইহা হইতে একপ্রকার চিঠির কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহা অতি সুন্দর হইয়াছিল। ১৮৫১ সালে ডাক্তার হাণ্টার মহাপ্রদর্শনী মান্দ্রাজ হইতে কলার সুতায় প্রস্তুত দড়ি, কাছি, কাগজ ও সুতার নানারূপ নমুনা দিয়াছিলেন। এই নমুনায় একপ্রকার কাগজ ছিল, তাহা রূপার পাতের ন্যায় পাতলা অথচ মসৃণ, আর একপ্রকার কাগজ ছিল তাহা পার্চমেণ্টের ন্যায় কড়া, ইহা জলে ভিজিলে নষ্ট হয় না। নমুনার সুতার নানাবর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছিল। দড়ি ও কাছির কতকাংশ আলকাতরা দেওয়া হইয়াছিল। ডাঃ লইণ্ডি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন যে কলাগাছের সুতায় কাগজ অতি উৎকৃষ্ট হয়। অন্য কোন সুতা না মিশাইয়া কেবল কলার সুতায় পাতলা মজবুত কাগজ হইতে পারে। কল চলিবার সময় ইহাতে গুটুলি বা গাঁট পড়ে না, ইচ্ছামত আকার ও বর্ণের কাগজ হইতে পারে। ভাজ করিলে ইহার কাগজ ফাটিয়া যায় না। ইহার কাগজের সকল স্থানে সমান হয়। বালীর কলেও ইহা পরীক্ষা করা হইয়াছিল, বাঙ্গালার ও আন্দামান দ্বীপের কলাগাছের সুতা ব্যবহৃত হয়—ফলও সন্তোষকর হইয়াছিল। প্রতি গাছে /২ সের সুতা হইতে পারে।

দড়ি কি কাছি করিতে হইলেও দেশী কলাগাছের সুতা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু ফিলিপাইন দ্বীপের Musa Textilis নামক একজাতীয় কলাগাছের সুতাই এ সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহাকে ইংরাজীতে "ম্যানিলা শণ" (Manila hemp) বলে। ইহার ফল খায় না। বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও বোম্বায়ের স্থানে স্থানে আজকাল এই জাতীয় কদলী জন্মিতেছে। বোম্বায়ে ইহার থোড় খায়। ইহার বীজের চারা হয় বটে, কিন্তু তেউড় লাগাইলেই ভাল হয়। ইহা পার্বত্যভূমিতে ও যেখানে অন্যান্য গাছপালা পচা পড়িয়া থাকে একরূপ স্থলে খুব বাড়ে। এই শ্রেণীর কল হইতে দিলে সুতা ভাল হয় না। ইহার বাসনাগুলি ও ছাল

চওড়া করিয়া চিরিয়া, পিষিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া সূতা বাহির করিয়া লইতে হয়। এই জাতীয় সূতায় সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার সূতা শণ অপেক্ষা ২৷ গুণ ভারসহ।

ঢাকায় একপ্রকার কলার সূতার কাপড় প্রস্তুত হয়। ঢাকাই তাঁতিরা সময়ে সময়ে এই কাপড়ে নানা কারুকার্য্য করিয়া আপনাদের গুণপণা দেখায়, অন্য লোকে তাহা দেখিয়া মোহিত হইয়া যায়। ১৮৮৪ সালের কলিকাতা প্রদর্শনীতে ঢাকাই তাঁতিরা কেবল কলার সূতায় একখানি রুমাল বুনিয়া তাহার উপর সাচ্চাজরির কাজ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। কলিকাতার যাদুঘরে এই রুমালখানি আজিও আছে। ইহা দেখিতে ঠিক তসরের ন্যায়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা খসখসে। ইহার ৩৩ ইঞ্চি লম্বা চওড়া কাপড়ের দাম ৫০৲ টাকা।

কদলীর চাষের বিবরণ।—বাঙ্গালায় ইহার চাষে বিশেষ পরিপাট্য নাই, কেহ বড় যত্নও লয় না। যেমন জমীতে যেমন ভাবে ইচ্ছা লাগাইয়া দাও, ফল হইবে, কিন্তু যত্ন করিলে ভাল ফসল পাওয়া যায়। এখানে যদি কেহ ইহার চাষে বিশেষ যত্ন করে না, তথাপি ইহার আবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আছে, সেগুলি পালন করিলে বাস্তবিকই সুফল পাওয়া যায়।

মাটি—কঠিন, নীরস ও কেবল বালুকাময় স্থান ব্যতীত অন্য সকল প্রকার মাটীতে ইহা হইতে পারে। সঁ্যাতা মাটীতে, পুষ্করণীর তোলা মাটীতে ইহা খুব ভাল হয়।

সারের কথা—কলার বোদমাটি (পুষ্করণী কাটাইলে বা ঝালাইলে মাটির নিম্নস্তর হইতে যে কালমাটী বাহির হয়, তাহা বহুদিনের বৃক্ষাদি পচা ব্যতীত আর কিছু নহে, তাহাকেই চাষারা বোদমাটী বলে) ও ছাইয়ের সার দিতে হয়।

রোপণের সময়—বৈশাখ মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় কলাগাছ পোঁতা যায়। কিন্তু খনা বলেন—

১। "কি কর শ্বশুর মিছে খেটে,
ফাগুনে পোত এঁটে কেটে,
বেধে যাবে ঝাড় কি ঝাড়,
কলা বইতে ভাঙ্গবে ঘাড়।

২। যদি পোঁত ফাগুনে কলা,
কলা হবে মাস ফসলা।

৩। ডাক দিয়ে বলে খনা,
আষাঢ় শাবনে কলা পুঁতনা,
রবি থেটে খাবিনে, কলাতলায় যাবিনে,
লেগে যাবে ভুঁয়ে, কলা পড়বে শুয়ে।

৪। সিংহ মীন বর্জ্জে, কলা খাবে আর্জ্জে।

৫। তাদরে ক'রে কলা রোপণ,
সবংশে মরিল রাবণ।

ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মে ফাল্গুন মাসে কলার এঁটে কাটিয়া লাগাইতে বলা হইয়াছে আর তাহা হইলে কলা খুব শীঘ্র ফলিবে এবং কাঁদি ও ছড়া বড় হইবে। ৩য় নিয়মে আষাঢ় শ্রাবণে কলা রোপণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, কারণ ইহাতে ভুঁয়ে ধরিবার সম্ভাবনা। ভুঁয়ে লাগিলে কলাগাছ শুইয়া পড়িবে। ৪র্থ নিয়মে চৈত্র ও আশ্বিন মাস বাদ কলা লাগাইতে বিধি দেওয়া হইয়াছে। ৫ম নিয়মে ভাদ্রমাসও পরিত্যক্ত হইয়াছে। আরও একটা খনার বচন পাওয়া যায়, তাহাতে কিন্তু আষাঢ় শ্রাবণে কলা লাগাইতে বিধি আছে। তাহা এই—

"ডাক যে বলে রাবণ,
কলা পুঁতগে আষাঢ় শ্রাবণ।"

রোপণের নিয়ম—কলাবাগান করিতে হইলে প্রথমে ক্ষেত্রে ৮ হাত অন্তর এক একটি শ্রেণী করিবার জন্য অন্যূন এক হাত মাটি খুঁড়িবে এবং কোদাল দিয়া চাপ ভাঙ্গিয়া গর্ত্তের ভরিয়া ক্ষেত্র সমান করিয়া দিবে। তেউড় লাগাইতে হইলে, প্রত্যেক তেউড়ের সহিত একটা করিয়া প্রাচীন বৃক্ষ বা এঁটের কিয়দংশ থাকা আবশ্যক। আর এঁটে লাগাইতে হইলে এঁটেগুলি উদ্ধাধোভাবে ৪ বা ৮ খণ্ড করিয়া ক্ষেত্রময় রোপণ করিবে। প্রত্যেক চারা বা এঁটের টুকরা ৮ হাত অন্তর লাগাইবে। তেউড়ের গাছ দীর্ঘ হয় আর এঁটের চারায় গাছ খাট হয় বটে, কিন্তু ফল অধিক বড় ও সুস্বাদু হয়। বাগান করিবার সুবিধা না হইলে, যে কোন স্থানে সারি দিয়া লাগাইলেও হয়, আর সারি দিবার সুবিধা না থাকিলে যেমন ভাবে ইচ্ছা তেমনই লাগাইলে হয়, তবে সার দেওয়া আবশ্যক। রোপণের সময় কোদলান মাটীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ বোদমাটী মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। তৎপরে মধ্যে মধ্যে চারার গোড়ায় ছাই দিলেই চলিবে। এ সম্বন্ধে খনার কয়েকটি নিয়ম আছে—

১। সাত হাতে, তিন বিঘাতে, কলা লাগাবে মায়ে পুতে।

২। নলেকান্তর ও জেক বাই, কলা রুয়ে খেও ভাই

৩। সাত হাত ও অন্তর সাত হাত বাই,
কলা পুঁতে খাও চাষা ভাই।

১ম নিয়মে সাত হাত অন্তর, দেড় হাত গভীর করিয়া তেউড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গাছ সমেত, ২য় নিয়মে ৮ হাত অন্তর ২ হাত গভীর করিয়া এবং ৩য় নিয়মে সাত হাত অন্তর

ও পৌনে দুই হাত গভীর করিয়া পগার কাটিয়া চারা লাগাইবে।

কলার আয়—কলার আয় সম্বন্ধে খনার দুইটি উপদেশ আছে, তাহা অতি সুন্দর এবং যথার্থ—

১। কলা পুঁতে কেট'না পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

২। তিন শ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে,
থাকগে গৃহস্থ ঘরে শুয়ে।

কলাগাছের পাতা কাটিলেই গাছ বলহীন হইয়া পড়ে, সুতরাং মোচা হইতে বিলম্ব হয়। নতুবা যথাসময়ে ফল হইলে লাভ হওয়ার সম্ভব। ৩৬০ ঝাড় কলা লাগাইলে ৮ মাস বাদে প্রায় সকলগুলি ফলিবে, সুতরাং একেবারে ৩৬০ ঝাড় কাঁদিতে অতি অল্প হইলে ১৫০৲ টাকা আয় হইবে। পল্লীগ্রামে মাসে যদি ১২৲ টাকা খরচ করা যায় ত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। আর ২ বিঘা জমীতে ৩৬০ ঝাড় কলা স্বচ্ছন্দে হইতে পারে।

কলাগাছ একবার লাগাইলে এক জমীতে প্রায় ৫ বৎসর পর্য্যন্ত বেশ ফলে, কিন্তু তৎপরে অন্য ভূমিতে লাগান আবশ্যক।

বোম্বাই প্রদেশে সরস মাটিতে কলার চাষ করে। বোম্বাইবাসীরা ঝাড়ের মধ্যে কখন একটি কখন দুইটী তেউড় রাখিয়া বাকি সবগুলি কাটিয়া ফেলে। এদেশে ফলের বীজ রোপণ করিয়া চারায় ছায়া রাখিবার জন্য প্রত্যেক বীজের পার্শ্বে এক একটী কলাগাছ রোপণ করে, পরে চারা বড় হইলে ৭।৮ বৎসর বাদে যখন ঐ কলাগাছই আবার উহাকে রস সঞ্চারে বাধা দেয়, তখন কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। গুপা-রির ক্ষেতেও ঐরূপে গাছের গোড়ায় ছায়া রাখিবার জন্য কলাগাছ দিয়া থাকে। এখানে ইহার চাষে বড় যত্ন করিয়া থাকে। ইক্ষু ও পাণের চাষের পরই সেই জমীতে ইহার চাষ করে। প্রথমতঃ পাণ কাটিয়া লইলে, ইক্ষু বুনে। ইক্ষু কাটিয়া লইলে জমীটা কিছুদিন ফেলিয়া রাখে, তৎপরে বৃষ্টির পর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে (দাক্ষিণাত্যে এই সময় জল হয়) লাঙ্গল ও মই দিয়া ৮ ইঞ্চি করিয়া ডুবাইয়া চারা পুঁতিয়া দেয়। চারা বসাইবার সময় খোল, পচামাছ, গোবর ইত্যাদি সার মিশাইয়া দেয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কলা বুঝিয়া চারা রোপণ করিতে হয়। এক একর পরিমিত জমীতে বসরাই কলার চারা ১০০ আর তবড়ি কলার ৫০০ চারা মাত্র লাগাইয়া থাকে। অন্যান্য জাতীয় প্রত্যেক গাছের মধ্যে ৭ ফুট ফাঁক দেয়। তাহারা চারা পুঁতিবার সময় হইতে ৪ মাস সার দেয়, প্রথম ৩ মাসে খোল ও ৪র্থ মাসে পচামাছের সার। প্রত্যেকবার সার দিয়া তাহার উপর পাতলা মাটী চাপা দেয়। মাছের সারে বড় পোকা হয় বলিয়া এই সার দিবার পর ৮।১০ দিন জল দেয় না। জল না পাইয়া রৌদ্রে পোকাগুলি মরিয়া যায়। চারা লাগা-ইবার পর ইহারা সপ্তাহে দু'বার জল দেয়, তৎপরে যতদিন বৃষ্টি না হয়, ততদিন সপ্তাহে ১ বার করিয়া জল দেয়।

মাদ্রাজে দুই প্রকার চাষ হয়। উচ্চ জমীতে 'পাক্কা বলই' আর নিম্ন জমীতে 'থুরু বলই'। এখানে কলাক্ষেত্রে রাঙ্গা আলু ইত্যাদি বপন করে। এখানে লাঙ্গল দেয় না, কোদলাইয়া কলার জমী তৈয়ার করে। ৫ বৎসর পরে কলাগাছ মারিয়া কোদলাইয়া অন্য ফসল দেয়।

ব্রহ্মদেশবাসীরা ইহার চাষে কোন যত্ন লয় না, কিন্তু প্রত্যেকের বাড়ীতে কলাগাছ আছে। যত্ন না করিলেও এখানে স্বচ্ছন্দে অপর্য্যাপ্ত উত্তম ফসল হয়।

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপে ইহার চাষে বড় যত্ন করে। প্রতি ৩ বৎসরে ইহার ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন তেউড় লাগায়। পুরাতন এঁটে সাররূপে ব্যবহার করে। এখানে এত যত্ন না করিলে ফলে বীজ জন্মে। ফিজিদ্বীপেও পুরা-তন এঁটের সার দেয় বটে, কিন্তু তাহারা এ সার ভাল বলে না, ইহাতে জমী টক্ হইয়া উঠে।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে পুরাতন গাছ কুচি কুচি করিয়া পুড়াইয়া ফেলে, পরে তেউড় কাটিয়া সেই ছাইয়ের মধ্যে ২ হাত অন্তর গাঁতি দিয়া গর্ত্ত করিয়া লাগাইয়া দেয় আর চেষ্টা করে না।

Musa Textilis (যাহার সূতা ভাল হয়) ৬ ফুট হইতে ৯ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। শেষে এই ফাঁকেও চারা বাহির হয়। ২ বৎসরেই সূতা হইতে পারে, কিন্তু ৪ বৎসর হইলে সূতা একটু পাকা হয়। ইহার ফল হইতে দিতে নাই, তাহা হইলে সূতা খারাপ হয়। এই ফল হওয়া বন্ধ করিবার জন্য দুইটি পাতামাত্র রাখিয়া আর সব কাটিয়া ফেলিতে হয়।

কদলী সম্বন্ধে প্রবাদ।—বাঙ্গালীর মধ্যে কলা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ আছে। ১টী প্রবাদ—কলাগাছে বজ্রাঘাত হইলে, বজ্র আর উঠিয়া স্বর্গে যাইতে পারে না। চোরেরা এই বজ্র লইয়া গোপনে রাত্রিকালে জানালা দিয়া কামার বাড়ী দিয়া আসে। কামারেরা তাহাতে সিঁধকাটী গড়াইয়া জানালায় রাখিয়া দেয়, চোর রাত্রে আসিয়া গোপনে লইয়া যায়। ইহা হইতেই প্রবাদ হইয়াছে,—"চোরে কামারে দেখা নাই।"

২য় প্রবাদ—ষষ্ঠীদেবী কলা বড় ভালবাসেন, যথা—"ষষ্ঠী, কলা খাবার গোষ্ঠী।"

৩য় বৃদ্ধের প্রিয় খাদ্য, যথা—"কলা পড়ে টুপটাপ্‌, বুড় খায় গুপগাপ্‌।"

"তালিফ সরিফ" নামক পারসী চিকিৎসাগ্রন্থে লিখিত আছে, ইহাতে কর্পূর হয়, কিন্তু আইন-আকবরী তাহা স্বীকার করেন না।

ইংরাজদের মধ্যেও এতৎসম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, ইহাই বাইবেলোক্ত নিষিদ্ধফল। লডলফ্‌ বলেন যে, বাইবেলোক্ত "ডুডোইম" (Dudoim) ফলই কদলী। কেহ কেহ বা ইহাকে নিষিদ্ধ ফল না বলিয়া স্বর্গোদ্যানে মানবের প্রথম প্রধান খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। ক ণ যাহাই হউক, ইহার সহিত স্বর্গোদ্যানের সংস্রব আছে বলিয়াই, বোধ হয়, ইহার নাম *Paradisica* (Paradise = স্বর্গ) হইয়াছে।

কলাগাছে কারিগরি।—(১) লতাকলা—একটি কলাগাছ একস্থানে পুঁতিবে। এই গাছটির গোড়ায় যতদিন তেউড় বাহির না হয়, ততদিন কিছু করিতে হইবে না, কিন্তু তেউড় বাড়িতে দিবে না, হইলেই মারিয়া ফেলিবে। পরে মূল গাছটির গোড়ায় ১ হাত বাদ দিয়া সমস্তটা কাটিয়া ফেলিবে। প্রত্যহ ঐ গাছটিতে এক কলসী করিয়া জল দিবে। ইহাতে পুনরায় গাছ বাহির হইবে। ১ হাত বাড়িলে আবার পূর্ব্ব-কর্ত্তিত স্থানেই কাটিয়া দিবে ও প্রত্যহ জল দিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ কাটিতে কাটিতে যখন মোচা বাহির হইবে, তখন আর না কাটিয়া, গোড়ার গাছটা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে। এদিকে থোড় ও মোচা বাড়িতে থাকিবে, কিন্তু আশে পাশে অবলম্বন না পাইয়া, ঊর্দ্ধে উচ্চ হইতে না পারিয়া জমির উপর হেলিয়া পড়িয়া, লতাইয়া বাড়িতে থাকিবে। ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

চৌ মোচা—চারি জাতীয় কলার চারিটি তেউড় এঁটে সমেত কাটিয়া আনিয়া গাছগুলি কাটিয়া ফেলিবে এবং প্রত্যেক এঁটে হইতে এমন ভাবে ৸৹ আনা বাদ দিবে যে, ঐ চারিটি একত্র করিলে যেন একটি পূর্ণ এঁটে হয়। তৎপরে ঐ চারিটি একত্র করিয়া পাট দিয়া উত্তমরূপে জড়াইয়া উপরে গোবর লেপিয়া দিবে। যেখানে ইহা পুঁতিতে হইবে, সেইখানে একহাত গভীর একটি গর্ত্ত করিয়া, তাহার অর্দ্ধাংশ পচা খড়ে পূর্ণ করিয়া, তাহার উপর ঐ এঁটেটি বসাইয়া মাটী দিয়া ঢাকিয়া দিবে। কিছুদিন পরে চারা বাহির হইবে। যতদিন পর্যন্ত মোচা বাহির হয়, ততদিন ইহার আর কোন পাট নাই, কেবল গাছ না মরিয়া যায়, এইরূপ করিতে হইবে। পরে যখন দেখিবে যে, মোচা হইবার উপক্রম হইয়াছে অর্থাৎ "পাতমোচা" পড়িবে, তখন গাছের অগ্রভাগ শক্ত রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া দিবে। তৎপরে গাছ [illegible] এককালে চারিদিক্‌ দিয়া ৪ জাতীয় ৪টি মোচা বাহির হইবে। মোচার ভার রাখিতে পারে এমন করিয়া মোচা ডালগুলির নীচে তেকাটা বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

কলাফুল—একটি মর্ত্তমান বা চাঁপাকলার ছোট তেউড় একটি গামলায় বড় ছিদ্র করা টবে এমন করিয়া পুঁতিবে যে, তাহার তলায় শিকড়ের নীচে যেন খুব অল্প অর্থাৎ ৮।১০ অঙ্গুলি মাটি থাকে। [illegible] দিন চারিটি বেশ সতেজ না হয়, ততদিন অল্প অল্প [illegible]। পরে যখন দেখিবে যে, বেশ সতেজ হইয়াছে, [illegible] উচ্চ [illegible] উপর তুলিয়া রাখিবে [illegible] সমস্ত পাতা ডাটাসমেত [illegible] হইবে, আবার কাটিয়া দিবে। [illegible] ঝুলিয়া পড়িবে। প্রত্যহ [illegible] ছিটা দিবে। পরে যখন পাতমোচা বাহির হইবে, তখন তাহার অগ্রভাগ কাটিয়া দিবে। ইহাতে যে মোচ হইবে তাহা কলাগাছটির মাথার উপর ছত্রাকারে ফুটিয়া ফুলের মত দেখাইবে। করিয়া উঠিতে পারিলে ইহা দেখিতে অতি সুন্দর হয়।

সখের বাগানে এইরূপ দুই চারিটি 'সকের বস্তু' থাকিলে বড় লাভ হয়।

কদ্‌বেল, (কৎবেল, বা কয়েদবেল) (দেশজ) একপ্রকার বেল, ইহা কমলানেবু জাতীয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কপিত্থ, দধিত্থ, গ্রাহী, মন্মথ, দধিফল, পুষ্পফল, দন্তশঠ, কপিত্থ, মালুর, মঙ্গল্য, নীলমল্লিকা, গ্রাহিফল, চিত্রপাকী, গন্ধফল, কুচফল, কপীষ্ট, গন্ধফল, দন্তফল, করভবল্লভ, কাঠিন্যফল, করঞ্জফলক।

এই গাছ হিন্দীতে কয়েৎ, কৎথ বা কুইকোএৎ, মহারাষ্ট্রীতে কোএৎ, দক্ষিণে কাবৎ, মলয়ে বেলঙ্গ, তামিলে বেলমবম্‌, বিলম্‌ বা বিলঙ্গ, তৈলঙ্গে বেলগ, কেভু, কাপথম্‌ বা পুলি, সিংহলে দেবল, ব্রহ্মে হ্মন, শ্যামে মা কএৎ, পর্ত্তুগীজেরা 'বলও', ইংরাজিতে উড আপেল, (Wood apple) এবং ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Feronia Elephantum.

ইহা ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। বোম্বায়ে ইহার আবাদ হয়। এক একটী গাছ অতিশয় বড় হয়। ইহার কাঠ খুব মজবুত, স্থায়ী ও দেখিতে সাদা। বিশাখপত্তনে এই কাঠ গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে লাগে।

গুণ—চরকের মতে ইহার ফল—মধুর, কষায়, সুগন্ধ, রুচিপ্রদ, সংগ্রাহী বাতল ও বিষকণ্ঠায়। পক্ব ফল—গ্রাহী, গুরু, দোষনাশক।

রাজনির্ঘণ্টের মতে কাঁচাফলের গুণ—অম্ল, উষ্ণ, কফনাশক, গ্রাহী, বায়ুবর্দ্ধক, কণ্ঠরোগ ও জিহ্বাদির জড়তাকারক, ত্রিদোষবর্দ্ধক, বিষহর, রোচক। পক্বফলের গুণ—ত্রিদোষনাশক, মধুরাম্লরস, গুরু, শ্বাস, বমি, শ্রম ও ক্লমহর; গ্রাহী, রুচিপ্রদ, সর্ব্বদা সেব্য এবং হিক্কারোগে বিশেষ উপকারী।

ভাবমিশ্রের মতে—কাঁচা কদবেলের গুণ—ধারক, কষায়রস, লঘু ও লেখন গুণযুক্ত। পাকিলে গুরু, অম্ল কষায়রস, কণ্ঠশোধক, দুষ্পাচ্য এবং পিপাসা, হিক্কা, বায়ু ও পিত্তনাশক।

এ দেশের কবিরাজদিগের মতে পাকা ফল—ভারী; পিপাসা, উদরাময়, শ্বাস, শ্রম, বমি, ক্লম, আমরক্ত, অতিসার, হিক্কা, বাত, পিত্ত ও কফনাশক, কষায়, অম্ল, স্বাদু, কণ্ঠশোধক, গ্রাহী, দুর্জ্জর, রুচিকর, ক্ষতাদি রোগে হিতকর।

কদবেলের পাতার সংস্কৃত নাম—কপিত্থপত্রী ফণিজ্ঝ, কুলিজ্ঞা, জীবপত্রিকা।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে পাতার গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফ, মেহ ও বিষহর।

হাকিমী মতে ফলের গুণ—শীতল, গুরু, তেজস্কর, তীক্ষ্ণ, বলকারক, কফনিঃসারক, কণ্ঠশোথে হিতকর, দন্তমূল-দৃঢ়কারক। ইহার সরবত ক্ষুধাবর্দ্ধক ও নানাপ্রকার ব্যাধিনাশক গুণবিশিষ্ট। ইহার পাতা অতিশয় তীব্র। বিষাক্ত কীটপতঙ্গাদি কামড়াইলে পত্রের কোমলাংশ বা শাঁস দষ্ট স্থানে লাগাইয়া দিলে উপকার হয়, শাঁস না পাওয়া গেলে ইহার ত্বক্ গুঁড়া করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কদবেলের গাছ হইতে উৎকৃষ্ট গঁদ পাওয়া যায়। বোম্বাই অঞ্চলের বাজারে তাহাই বিক্রীত হইয়া থাকে। দক্ষিণ অঞ্চলে সকলেই এই গঁদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তামিলে কবিরাজেরা অস্ত্রে ফিঁক ধরিলে ইহার গঁদ প্রয়োগ করেন।

ইহাকে পশ্চিমাঞ্চলে খাটিগঁদ, তামিলে বিল্লম পিসিন্ কহে।

কদাচার (পুং) কুঃ কুৎসিতঃ আচারঃ, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত আচার, মন্দ ব্যবহার। ২ (ত্রি) কুৎসিত আচারো যস্য, বহুব্রী। কদাচারী।

কদাচারী [ন্] (ত্রি) কুৎসিত আচারোঽস্যাস্তি, কদাচার ইনি। মন্দ ব্যবহারকারী।

কদাচারিণী (স্ত্রী) কদাচারিন্ ঙীপ্ নস্য। যে স্ত্রীর ব্যবহার অতি মন্দ।

কদাচিৎ (অব্য) কদা অনির্দ্ধারিতে চিৎ। কোনকালে কোন সময়ে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জাতু, কর্হিচিৎ।

("ন পাদৌ ধাবয়েৎ কাংস্যে কদাচিদপি ভাজনে।" মনু ৪।৬৫।)

কদান। বোম্বাইয়ের অন্তর্গত রেবাকান্তার মধ্যে একটি দেশীয় রাজ্য। ইহার উত্তরে ডুঙ্গরপুর ও মিবার রাজ্য, দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্ব্বে গুঠ রাজ্য, পশ্চিমে ও দক্ষিণপশ্চিমে লুণাবর এবং রেবাকান্তা রাজ্য। ইহার অবস্থান ২৩° ১৬´ ৪০´´ হইতে ২৩° ৩০´ ৩০´´ উত্তর অক্ষান্তর ও ৭৩° ৪৩´ হইতে ৭৩° ৫৯´ পূর্ব্ব দেশান্তর। ইহার পরিমাণফল ১৩০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ১২৭৮৯।

এই প্রদেশ বন্ধুর, পর্ব্বত ও বনে পরিব্যাপ্ত। রাজ্যের দক্ষিণভাগে মহীনদী প্রবাহিত। এ অংশের ভূমি উর্ব্বরা। উত্তরাংশে নদীর উপকূলে একটু অপ্রশস্ত ভূভাগ ব্যতীত আর সমস্ত ভাগই অনুর্ব্বর ও পর্ব্বতময়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিঙ্গ দেবজী (লিম্ দেবজী) কর্ত্তৃক এই রাজ্য স্থাপিত হয়। তিনিই পাঁচমহলের অন্তর্গত ঝলোদ নগরের স্থাপনকর্ত্তা জালমসিংহের বংশোদ্ভূত এবং একজন জালমসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

কদানরাজ্য এখন ভারত গবর্ণমেণ্টকে কর দিয়া থাকে। রাজধানী কদাননগর মহীনদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত।

কদাপি (অব্য) কদা-অপি। কখনও।

কদামত্ত (পুং) কদাচিৎ মত্তঃ। ক্ষাঁ্যবিশেষ।

কদিন্দ্রিয় (ক্লী) কুৎসিতমিন্দ্রিয়ং, কর্ম্মধা। কুৎসিত ইন্দ্রিয়।

কদু (পারস্য) লাউ।

কদুষ্ট্র (পুং) কুৎসিত উষ্ট্রঃ, কোঃ কদাদেশঃ (কোঃ কত্তৎপুরুষেঽচি। পা ৬।৩।১০১। মন্দ উষ্ট্র।

কদুষ্ণ (ক্লী) কু ঈষৎ উষ্ণম্, ঈষদর্থে কোঃ কদাদেশঃ (কবঞ্চোষ্ণে। পা ৬।৩।১০৭। চকারাৎ কৎ।) ১ ঈষৎ উষ্ণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কোষ্ণ, কবোষ্ণ ও মন্দোষ্ণ। ২ (ত্রি) ঈষৎ উষ্ণবিশিষ্ট।

("কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণঃ।") সুশ্রুত।)

কদূর। মহিসুররাজ্যের একটী জেলা। মহিসুরের নগরবিভাগের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ। অক্ষা ১৩° ১২´ ও ১৩° ৫৮´ উঃ, দ্রাঘি ৭৫° ৮´ হইতে ৭৬° ২৫´ পূঃ। এই জেলার উত্তরে শিমোগ জেলা, দক্ষিণে হসন জেলা, পূর্ব্বে চিতলদুর্গ এবং পশ্চিমে পশ্চিমঘাট। ভূমিপরিমাণ ২৯৮৪ বর্গমাইল।

এই জেলার পশ্চিম প্রান্তে কুদুরে-মুখ (উচ্চতায় ৬২১৫ ফুট) ও মেরুতিগুন্দ (৫৪৫১ ফুট) গিরি, মধ্যভাগে বাবাবুদন গিরিমালা (৬২১৪ ফুট) ও কলহত্তিগিরি (৬১৫৫ ফুট)

এ ছাড়া অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। এখানকার মলনাদ নামক স্থান পাহাড় ও উপত্যকায় সমাচ্ছন্ন। জেলার পূর্ব্বভাগে ময়দান।

প্রধান নদী।—তুঙ্গ ও ভদ্রা নামক দুই নদী মিলিত হইয়া তুঙ্গভদ্রা নামে কৃষ্ণা নদীতে মিশ্রিত হইয়াছে, জেলার দক্ষিণাংশে হেমবতী এবং পূর্ব্বাংশে বেগবতী নদী।

বাবাবুদন গিরিপ্রদেশই এখানকার অত্যুৎকৃষ্ট উর্ব্বরা ভূমি। এখানে কাফির চাষ হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, বাবাবুদন নামে একজন ফকির মক্কা হইতে কাফিগাছ আনিয়া এখানে রোপণ করেন।

কদূরের বনজঙ্গলে মূল্যবান্ চন্দন, শিশু প্রভৃতি ভাল কাঠ উৎপন্ন হয়। ১৪ প্রকার শাল, গম, তুলা, ইক্ষু, সুপারি প্রভৃতি জন্মে। তবে কাফির চাষেরই আদর অধিক, কারণ ইহাতে আয় বেশী। এই জেলায় ৭৮ বর্গমাইল রাজজঙ্গল। জঙ্গলে হস্তী, বন্যমহিষ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, শিবা নামে একপ্রকার ভল্লুক, বন্যশূকর, হরিণ, খরগোস ও সজারু দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার নদী ও জলাশয় মৎস্যে পরিপূর্ণ। এখানে কম্বল, তৈল, খদির, আতর ও লৌহের ব্যবসা হইয়া থাকে।

এই জেলা পূর্ব্বে বনরাজিতে সমাচ্ছন্ন ছিল, এখানে জনপ্রবাদ আছে, এই স্থানে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হয়। এখানকার তুঙ্গনদীতটস্থ শৃঙ্গেরিকে অনেকেই ঋষ্যশৃঙ্গগিরির অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। এইখানে রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার জন্য বারবিলাসিনীদিগকে পাঠাইয়া ছিলেন। এই স্থান পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের লীলাক্ষেত্র, এইখানে দাক্ষিণাত্যের স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগের 'জগৎগুরু' অবস্থান করেন।

এখানকার রত্নপুরী ও শঙ্করায়পত্তন নামক স্থানে প্রাচীন নগরাদির চিহ্ন পড়িয়া আছে, তাহা পরিদর্শন করিলে এখানকার পূর্ব্বসমৃদ্ধির কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সেই দুই স্থান বল্লাল রাজদিগের পূর্ব্বে রাজধানীরূপে বিরাজ করিত, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যের কত মহাপুরুষ সেখানে গিয়া বাস করিতেন। বল্লাল রাজাদিগের অভ্যুদয়ে সেই প্রাচীন সমৃদ্ধি একবারে লোপ হয় নাই। বিজয়নগরের যবনেরা প্রবল হইয়া উঠিলে, প্রাচীন নগরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি লোপ হইল। তাঁহাদের অভ্যুত্থানে বল্লালরাজবংশের এককালে অধঃপতন হইল। কদূর ও নিকটস্থ জনপদসকল মুসলমানেরা অধিকার করিল। কিছুদিন পরে বেদনূরের পলিগার কদূর জেলার অধিকাংশই আক্রমণ করিলেন। কিন্তু জয় করিয়া বেশী দিন তাঁহার ভোগ হইল না, ১০৯৪ খৃঃ মহিসুরের হিন্দুরাজা তাঁহাকে আবার পরাস্ত করিলেন।

১৭৬৩ খৃঃ, আয়দার আলী সমস্ত [illegible] জেলা অধিকার করেন। ১৭৯৯ খৃঃ, টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর, তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল ওয়েলেস্লি এখানকার [illegible]রাজকে এই জেলা প্রত্যর্পণ করেন। কিছুদিন হিন্দুরাজগণ সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিলেন। মধ্যে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অপমান করেন, তাহাতে এখানকার লিঙ্গায়েৎ ও কৃষিসম্প্রদায় ক্ষেপিয়া উঠে। তাহারা সকলেই ঘোষণা করে যে ব্রাহ্মণের অপমান করিতে পারে, এরূপ হিন্দুরাজা রাজ্যের উপযুক্ত নহে। ১৮২১ খৃঃ লিঙ্গায়েতরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তরিকেরির প্রাচীন পলি[illegible]র বংশের এক ব্যক্তি সেই সঙ্গে যোগ দিলেন। ব্যাপার 'ক্রমশ [illegible] দাঁড়াইল। রাজদ্রোহীরা অনেক [illegible] হিন্দুরাজ [illegible] যে তাঁহার সিংহাস[illegible] আবশ্যক হইল। ইংরাজ[illegible] আসিয়া [illegible] শান্ত হল। তখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বুঝিলেন এইপ্রকার হিন্দুরাজ কোন কাজের নয়, সেই অবধি কদূর রাজ্য গবর্ণমেণ্টের খাস হইল।

১৮৬৩ খৃঃ, চিকমগলূর নামে স্থানে এই জেলার সদর থানা হইল।

জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৭৩ খানি নগর ও গ্রাম। ইহার এই কয়েকটি প্রধান নগর—চিকমগলূর, তরিকেরি, কদূর, আদিমপুর, অয়নকেরি, বিরূর, হরিহরপুর, হীরেমগলূর কলস। এখানকার আবহাওয়া সকল জায়গায় সমান নয়, মলনাদে প্রতিবর্ষে একপ্রকার ভয়ানক জঙ্গল রোগ দেখা দেয়, তাহার প্রকোপ হইতে কেহই পরিত্রাণ পায় না। অপর স্থান মন্দ নয়। কদূর জেলার প্রাচীন নগর কদূর, ইহা একখানি গণ্ডগ্রাম মধ্যে পরিগণিত।

দশম শতাব্দে এখানে জৈনেরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, প্রাচীন শিলালিপি ও ভগ্নস্তম্ভ দৃষ্টে জানা যায়। পূর্ব্বে এখানে সদরথানা ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, এখান হইতে চিকমগলূরে উঠিয়া যায়। অক্ষা ১৩°৩৮´ উঃ, দ্রাঘি ৭৬°২৫´ পূঃ। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ২১৯৩।

কদূহি (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিবিশেষ।

কদ্রথ (পুং) কুৎসিতঃ রথঃ, কোঃ কদাদেশঃ (রথবদোশ্চ। পা ৬।৩।১০২।) কুৎসিত রথ।

কদ্রু (পুং) কদ্-রু। ১ পিঙ্গলবর্ণ। ২ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। ৩ (স্ত্রী) নাগমাতা, ইনি দক্ষের কন্যা এবং কশ্যপের পত্নী।

(কদ্রুস্ত্রিষু স্বর্ণপিঙ্গে নাগানাং মাতরি স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

কদ্রুণ (ত্রি) কদ্রুবর্ণযুক্ত, কদ্রু ন (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫। ২। ১০০।) পিঙ্গলবর্ণযুক্ত।

কদ্রুপুত্র (পুং) কদ্রোঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। ন.স, সর্প। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়, কাদ্রবেয়, কদ্রুকাদু ও কদ্রুসুত।

কদ্রুসুত (পুং কদ্রোঃ সুতঃ, ৬তৎ। সর্প।

কদ্রূ (স্ত্রী) কদ্রু উঙ্ (কদ্রুকমণ্ডল্বোশ্ছন্দসি। পা ৪।১।৭১।) সর্পমাতা।

কদ্যাচ্ (ত্রি) কিম্প্রকৃতি, কিম অঞ্চ্-ক্বিপ্ অদ্র্যাদেশঃ কিমঃ ... ১ অনিশ্চিত দেশে যে গমন করিতেছে। ২ অনিশ্চিত দেশে গমন।

কদ্বৎ (ত্রি) ক অস্ত্যর্থে, ক মতুপ্ মস্য বঃ। বশব্দযুক্ত মন্ত্রাদি।

কদ্বতী (স্ত্রী) কদ্বৎ ঙীপ্। কশব্দযুক্ত মন্ত্র প্রভৃতি।

কদ্বদ (ত্রি) কুৎসিতং বদতি, কু-বদ পচাদ্যচ কোঃ কদাদেশশ্চ (রথবদয়োশ্চ। পা ৬। ৩। ১২০।) ১ কুৎসিত বক্তা, যে মন্দ বলে। ২ নিন্দাবাদী ও চর্ব্বাক্। ২ কর্কশভাষী। ৩ দুঃশ্রবশব্দাত্মক। ৪ অতি কুৎসিত।

কদ্বর (ত্রি) কৎ ঈষৎ বরং আচরতি, ক ক্বিপ শত্রু-কর্ত্তা ব্রিয়তে কত্তৃবি অপ্। ১ দধিস্নেহযুক্ত তক্রবিশেষ, কটুর। ২ অতি কুৎসিত।
(আনঃসুবাস্নসিতরি কদ্বরমতিকুৎসিতঃ। হেম ৩। ১৪।)

কধপ্রিয (ত্রি) স্বস্তং প্রীণাতি, প্রী ক (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) স্বর্গপ্রিয়।

কধপ্রী (ত্রি) (বৈদিক) স্বস্তং প্রীণাতি, প্রী-ক্বিপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ। স্বর্গপ্রিয়।

কনক (ক্লী) কনতি দীপ্যতে, কন্ বুন্। ১ স্বর্ণ। [স্বর্ণ দেখ] (পুং) ২ পলাশ। ৩ নাগকেশর। ৪ ধুস্তুর, ধুতুরা। ৫ কাঞ্চনাল বৃক্ষ। ৬ কালীয় বৃক্ষ। ৭ চাঁপাফুলের গাছ। ৮ কালকাসুন্দা। ৯ কণগুগ্গুলু। ১০ লাক্ষাগাছ। ১১ মহাদেব। ("উপকারঃ প্রিয়ঃ সর্ব্বঃ কনকঃ কাঞ্চনচ্ছবিঃ।" ভারত ১৩। ১৭। ৯২।) ১২ যদুবংশীয় চন্দ্রমরাজের পুত্র। (হরি ৩৩। ৬।) একজন চোলরাজা।

কনককুশল। একজন জৈন গ্রন্থকার। বিজয়সেনস্থূরির শিষ্য। ইনি জ্ঞানপঞ্চমীমাহাত্ম্য গ্রন্থ রচনা করেন।

কনককেশরী। উৎকলের একজন রাজা। অলাবুকেশরীর পুত্র। ইনি ৫৯৯-৬১৫ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

কনকক্ষার (পুং) কনকস্য দ্রাবণার্থং ক্ষারঃ, মধ্যপদলো। সোহাগা। [সোহাগা দেখ।]

কনকচাঁপা (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Peterospernum acerofolium) এই গাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। গাছ খুব বড় হয়। কাঠে সুন্দর ও মজবুত তক্তা প্রস্তুত হয়। ইহার ফুল সুগন্ধবিশিষ্ট।

কনকচূর (দেশজ) ধান্যবিশেষ। ইহার আকৃতি খর্ব্ব, কিন্তু মুখ খুব লম্বা। অন্যান্য আমন ধান অপেক্ষা এই ধান বিলম্বে পাকে। বেশী উর্ব্বরা ও নিম্ন জমী না হইলে ইহার চাস করা হয় না। কনকচূরের খই হইতে মুড়্কি হয়।

কনকঝিঙ্গা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Polygonum elegans)

কনকতৈল (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ:-কটুতৈল /৪ সের, কনকধুতুরা, আকন্দফুল, বেড়েলা, দূর্ব্বা, বাসকছাল, জয়ন্তীপত্র, নিসিন্দাপত্র, ভদ্রবকবন্ধনীজ, বামনহাটি, আকোড়ছাল, পুনর্নবা, কুলের পাতা সিদ্ধি, বেলছাল, বৃহতী, চিতামূল, সিন্ধুবারমূল, গণিয়ারিমূল, এরণ্ডমূল, তেউড়িমূল, শুঁঠী, বার্ত্তাকু ও সোনালপত্র, প্রত্যেক ১ পল, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া /১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে, এই ক্বাথ ও উক্ত দ্রব্য সকল মিলিয়া /১ সের এই কল্কের সহিত যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে চক্ষুঃশূল, শিরঃশূল প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

কনকদণ্ডক (ক্লী) কনকস্য দণ্ডো যত্র, বহুব্রী। রাজচ্ছত্র।

কনকধুতুরা (দেশজ) ধুতুরা বিশেষ। (Datura fastuosa) ইহার ফুল স্বর্ণবর্ণ ও দুই থাক। সচরাচর নীলবর্ণ দুই থাক পুষ্পকেই কনকধুতরা বলিয়া থাকে। [ইহার গুণাদি ধুস্তুর শব্দে দেখ।]

কনকধ্বজ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ।

কনকপল (পুং) কনকস্য পলং মানবিশেষঃ। ১ সোণা ওজনের পরিমাণ বিশেষ, ১৬ মাষায় সোণা ওজনের ১ পল হইয়া থাকে, ইহার অপর সংস্কৃত নাম কুরুবিস্ত। ২ (কনকমিব পলং মাংসমস্য) মৎস্যবিশেষ।

কনকপত্র (ক্লী) কনকনির্ম্মিত পত্রম্, পত্রাকারং ভূষণমিত্যর্থঃ। ১ কাণের অলঙ্কার বিশেষ, কাণপাশ বা কাণ।

কনকপিঙ্গল (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (হরিবংশ ১। ৫০৬।)

কনকপুর। কপিলবস্তুর এক যোজন দূরে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে কনকমুনি নামক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কনকপুরী (স্ত্রী) কনকনির্ম্মিতা পুরী, মধ্যপদলো। ১ স্বর্ণপুরী। ২ লঙ্কা।

কনকপ্রভা (স্ত্রী) কনকস্য প্রভেব প্রভা যস্যাঃ, মধ্যপদলো। মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

কনকপ্রভাবটী (স্ত্রী) অতিসাররোগের বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ—ধুতুরাবীজ,

মরিচ, গোয়ালেলতা, পিপুল, সোহাগার খই, বিষ ও গন্ধক সমভাগ সিদ্ধির রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ অতীসার, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্যনাশক। ইহা ব্যবহারকালে দধি, অম্ল, শীতল জল, তিত্তিরপক্ষীর মাংস প্রভৃতি পথ্য সেবন করিবে।

কনকপ্রসবা (স্ত্রী) কনকবৎ প্রসবঃ পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী। স্বর্ণকেতকী।

কনকময় (ত্রি) কনকস্য বিকারঃ, কনক ময়ট্। স্বর্ণনির্ম্মিত।

কনকমুনি (পুং) বুদ্ধবিশেষ।

কনকমৃগ (পুং) কনকবর্ণো মৃগঃ, মধ্যপদলো°। স্বর্ণবর্ণ মৃগ। সীতাহরণের সময় মারীচ নামক রাক্ষস মায়াবলে স্বর্ণবর্ণ মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রলোভিত করিয়াছিল।

কনকরম্ভা (স্ত্রী) কনকবর্ণকলিকা রম্ভা, মধ্যপদলো°। সুবর্ণকদলী।

কনকরস (পুং) কনকবর্ণো রসঃ উপরসঃ। ১ হরিতাল। ২ গলিত সোণা।

কনকলোদ্ভব (পুং) কনতি দীপ্যতে ইতি কনা, কনা দীপ্তা কলা অবয়বঃ, তস্যা উদ্‌ভব ত, কনকলা উদ্‌ভূ-অচ্। ধূনা।

কনকবতী (স্ত্রী) কনকমস্ত্যস্যাঃ, কনক-মতুপ্-মস্য বঃ ঙীষ্। ১ স্বর্ণভূষিত স্ত্রী। ২ কনকবর্ণরাজের রাজধানী।

কনকবর্ণ (পুং) কনকস্য বর্ণ ইব বর্ণো যস্য, বহুব্রী। ১ সোণার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। ২ রাজবিশেষ। নেপালের বৌদ্ধেরা ইহাকে শাক্য সিংহের পূর্ব্ব অবতার বলিয়া স্বীকার করেন।

কনকবাহিনী (স্ত্রী) কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত নদীবিশেষ। (রাজতরঙ্গিণী ১। ১৫০)

কনকবিগ্রহ (পুং) বিশালপুরীর একজন রাজা।

কনকশক্তি (পুং) কনকবর্ণা শক্তিরস্ত্রবিশেষো যস্য, বহুব্রী। কার্ত্তিকেয়।

কনকশিল (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (কিষ্কিন্ধ্যা ৪০ অঃ)

কনকসুন্দর (পুং) অতীসারাদিরোগের বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—এইরূপ—হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগের খই, বিষ ও ধুতুরার বীজ সমস্ত দ্রব্য সমভাগ একত্র সিদ্ধির রসে মর্দ্দন করিয়া বটের মত বটী করিবে। এই ঔষধ অতীসার ও গ্রহণীরোগনিবারক। ইহা ব্যবহার কালে দধি, অম্ল, ঘোল প্রভৃতি পথ্য ভোজন করা উচিত।

কনকসূত্র (ক্লী) কনকনির্ম্মিতং সূত্রম্, মধ্যপদলো°। সোণার তার।

কনকসেন। প্রাচীন রাজবিশেষ। মিবারের রাণাকুলের প্রতিষ্ঠাতা। রাণাদিগের কুলতালিকায় লিখিত আছে, কনকসেন ভারতবর্ষের কোন উত্তর প্রদেশ (সম্ভবতঃ, লাহোর) হইতে যাত্রা করিয়া সৌরাষ্ট্র প্রায়দ্বীপে আসিয়া উপনিবেশ করেন। তখন প্রমারবংশীয় কোন রাজা ঐ স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন, কনকসেন বলপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া ১৪৪ খৃঃ অব্দে বীরনগর স্থাপন করেন। তাঁহার বংশীয় রাজগণই বিজয়নগর বলভীপুর প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কনকাঙ্গদ (ক্লী) কনকময়ং অঙ্গদম, মধ্যপদলো°। স্বর্ণ নির্ম্মিত কেয়ূর, অনন্ত।

কনকাঙ্গদী [ন্] (পুং) কনকাঙ্গদমস্যাস্তি, কনকাঙ্গদ-ইনি। বিষ্ণু। (মহাবরাহো গোবিন্দঃ সুষেণঃ কনকাঙ্গদী। বিষ্ণু স।)

কনকাচল (পুং) কনকময়শ্চাসৌ অচলঃ, মধ্যপদলো°। ১ সুমেরু পর্ব্বত। ২ দানাদি দশদানের মধ্যে দানবিশেষ, ইহার তিন প্রকার পরিমাণ আছে। স্বর্ণের সহস্রপল স্বর্ণাকে উত্তম কনকাচল দান কহে, এইরূপ পাঁচশত পল মধ্যম ও আড়াই শত পলে অধম দান হয়। ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপ কনকাচল দান করিলে, সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া স্বর্গলোক লাভ হইয়া থাকে। (মৎস্য°।)

কনকাঞ্জলি (স্ত্রী) কনকপূর্ণা অঞ্জলিঃ মধ্যলো। মাঙ্গলিক দানবিশেষ।

কনকাঞ্জলী (স্ত্রী) কনকাঞ্জলি ঙীপ্। মাঙ্গলিক দানবিশেষ। কোন দেবার্চ্চনার পর প্রতিমাবিসর্জ্জন কালে সধবা গৃহকর্ত্রী স্বয়ং বেশভূষা করিয়া অন্যান্য সধবা স্ত্রীদিগের সহিত প্রতিমা বরণপূর্ব্বক তথায় স্বীয় অঞ্চল পাতিয়া থাকেন, সেই সময়ে গৃহস্বামীকে প্রতিমার পশ্চাৎ হইতে সেই অঞ্চলে মুদ্রাযুক্ত তণ্ডুলপূর্ণপাত্র নিক্ষেপ করিলে, কর্ত্রী অঞ্চলে জড়াইয়া মস্তকে ধারণপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে তাঁহাকে জলধারা দিয়া লইয়া যাইতে হয়। ইহারই নাম কনকাঞ্জলী। বিবাহ যাত্রাকালেও এইরূপ কনকাঞ্জলী দানের প্রথা আছে।

কনকাদ্রি (পুং) কনকময়োঽদ্রিঃ মধ্যলো°। সুমেরু পর্ব্বত।

কনকাধ্যক্ষ (পুং) কনকস্য রক্ষণে অধ্যক্ষঃ, মধ্যলো। স্বর্ণ রক্ষক, ইহার সংস্কৃত নামান্তর ভৌরিক। (ভৌরিকঃ কনকাধ্যক্ষঃ। (হেম ৩। ৩৮৭।)

কনকায়ু (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ।

কনকারক (পুং) কনকমিব সর্ব্বতো ঋচ্ছতি ব্যাপ্নোতি, দীপ্ত্যতিশেষঃ কনক ঋ অণ্-স্বার্থে কন্। রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ। [কোবিদার দেখ।]

কনকরাঙ্গা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Amarantus Gangeticus)।

কনকালুকা (স্ত্রী) কনকনির্ম্মিত আলুঃ সলিলাদ্যাধারপাত্রবিশেষঃ কনকালু সংজ্ঞায়াং কন টাপ্। স্বর্ণনির্ম্মিতজলপাত্রবিশেষ, ভৃঙ্গার। ২ সোণার গাড়, ঝারী।
(কনকালুকা তু ভৃঙ্গারে সৌবর্ণকর্করীষু চ। শব্দাব্ধি।)

কনকামাধব (পুং) কনকাবতী মাধবঞ্চ অধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্, তস্য লুক্। গ্রন্থবিশেষ, ইহাতে কনকাবতী ও মাধবের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

কনকাহ্বা (স্ত্রী) কনকস্য আহ্বা নাম যস্য, বহুব্রী। ১ নাগকেশর ফুল। ২ ধতুরা। (কনকাহ্বস্তুধুস্তূরে নাগকেশরকে পুমান। শব্দাব্ধি।)

কনকাহ্বয় (পুং) কনকং আহ্বয়ো যস্য, বহুব্রী। ১ ধুতুরা। ২ নাগকেশর। ৩ বৃক্ষ বিশেষ নামবিশেষ।

কনকেশ্বরী (স্ত্রী) দেবীবিশেষ।

কনক্রুক (পুং) একপ্রকার বিষ।

কনখল (পুং) গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বারের সমীপস্থ তীর্থবিশেষ, ইহাতে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ হয়। (ভারত অনু ২৫ অঃ।)

কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণের মতে কনখলে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল। (কূর্ম্ম ২। ৩৮ অঃ, লিঙ্গ পু ১০০। ৮)। এখন ইহা একটী নগর, সাহারণপুর জেলার অন্তর্গত। অক্ষা ২৯° ৫৫´ ৪৫´ উঃ, দ্রাঘি ৭৮° ১০´ পূঃ। হরিদ্বার হইতে অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার পশ্চিমভাগে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ৯৩ একর। নগরের দক্ষিণ ভাগে দক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের নিকট সতী প্রাণত্যাগ করিলে, শিব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন।

কনখলের বাড়ীঘরগুলি দেখিতে অতি সুন্দর, অনেকের প্রাচীরের গায়ে পোর্ণিক চিত্র বিচিত্র। এখানকার গঙ্গার কূলে মনোহর উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে, গঙ্গা হইতে তাহার দৃশ্য অতি সুন্দর।

এখানে ৫৮১৮ জন লোকের বাস, তন্মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, উঁহারা হরিদ্বারের মন্দিরের পুরোহিত অথবা পাণ্ডা, হরিদ্বারে স্থান না থাকায় এখানে বাড়ীঘর করিয়া বাস করিয়া থাকেন। ইহারা জ্বালাপুরের ব্রাহ্মণের সহিত পুত্রকন্যার আদান প্রদান করেন অপর কোন স্থানের ব্রাহ্মণকে প্রায় কন্যা দান করেন না।

হরিদ্বারের যাত্রীগণ প্রায় অনেকে কনখল দর্শনে আসিয়া থাকেন। [হরিদ্বার দেখ।]

কনখলা। গঙ্গানদীর শাখাবিশেষ। এই নদী খাণ্ডবীপুরে প্রবাহিত। (কালিকা পু° ৮৩। ৫০)

কনটী (স্ত্রী) রক্তবর্ণ শৈকোবিষবিশেষ।

কনড়াকা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

কনন (ত্রি) কন্-যুচ্। কাণা। (কাণঃ কনন একদৃক্। শব্দাব্ধি।)

কনল (ত্রি) কন্ অলচ্। প্রদীপ্ত।

কনবক (পুং) বাবপুত্র বিশেষ।

কনা (স্ত্রী) কনিনাম ধাতু অচ্। ১ কনিষ্ঠা। (বৈদিক) ২ কন্যা।

কনাৎ (আরব্য শব্দজ) তাঁবুর চারিদিকে যে পর্দা দেওয়া যায়।

কনিক্রন্দ (ত্রি) ক্রন্দ যঙ্লুক্ অচ্ চুত্বাভাবঃ নিগাগমশ্চ। অত্যন্ত ক্রন্দনশীল, যে অতিরিক্ত রোদন করে। (শুক্লযজুঃ ৩। ৬৮)

কন্যাগিরি [কন্যাগিরি দেখ।]

কানিয়ার (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, কর্ণিকার। (Pterospermum acerifolium)

কনিষ্ক। পাঞ্জাবের একজন প্রাচীন বৌদ্ধরাজ। জালন্ধর তাহার জন্মস্থান। অর্হৎ সুদর্শন তাঁহার শিক্ষাগুরু। তিনি আপন ভুজবলপ্রভাবে ভারতের নানাস্থান জয় করিয়াছিলেন। মাণিক্যাল, কাশ্মীর, মথুরা, ভাবলপুর, বেদে প্রভৃতি নানাস্থানের শিলালিপিতে কনিষ্করাজের নাম পাওয়া গিয়াছে। রাজতরঙ্গিণীর মতে ইনি তুরুষ্ক জাতীয় বৌদ্ধ ছিলেন, বহুদিন কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ইহার সময়ে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি আপন নামে (কনিষ্কপুর) নগর স্থাপন করেন।

পালি বৌদ্ধগ্রন্থে ইনি 'চন্দন কনিক' নামে উক্ত হইয়াছেন।

কনিষ্ক একজন গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম উদ্ধার করিবার জন্য তিনি কাশ্মীরে আসিয়া নানাস্থান হইতে অর্হৎ ও শ্রমণগণকে আহ্বান করেন। তাঁহার অনুশাসনপত্র চারিদিকে প্রেরিত হয়। নানা দিগ্দেশ হইতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ আসিয়া কনিষ্কের সভায় উপস্থিত হন।

প্রথমে কনিষ্ক রাজগৃহে আসিয়া মহাসভার অধিবেশন করিতে চান। কিন্তু অর্হৎ পার্শ্বিক প্রভৃতি অর্হতেরা তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া বলেন, "রাজগৃহে এখন মহাসভার অধিবেশন হইতে পারে না। সেখানে এখন বিভিন্ন মতাবলম্বী বিধর্ম্মীর বাস, অতএব গিরিমেখলাবেষ্টিত যক্ষরাজরক্ষিত, সিদ্ধবাসের বত এই কাশ্মীরেই মহাসভা হউক।"

অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকলে কনিষ্করাজের মতানু-

বর্ত্তী হইল। যেখানে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্মের বিভাষাশাস্ত্র রচিবার জন্য তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, কনিষ্ক তথায় এক সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুমিত্র আসিয়া কনিষ্কের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতাসন্দর্শনে সকলে তাঁহাকেই সভাপতি মনোনীত করিলেন। বসুমিত্র বিভাষাশাস্ত্র প্রকাশ করেন, কনিষ্করাজ তাহা লোহিত তাম্রফলকে খোদিত করিয়া প্রস্তরের আধারে রাখিয়া দেন। যেখানে সেই ধর্ম্মগ্রন্থ রক্ষিত হয়, কনিষ্ক তথায় এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

অভ্যাগত বৌদ্ধদিগের বিশ্রামের জন্য তিনি চীনপতি নামক স্থানে তিনটি বৃহৎ সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গান্ধাররাজ্যে এক অতি বৃহৎ দেউল,* ও কয়েকটি সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ফা হিয়ান প্রভৃতি চীনের প্রাচীন পরিব্রাজকগণ উক্ত দেউল ও সঙ্ঘারাম দেখিয়া গিয়াছিলেন।

কনিষ্কের মৃত্যু হইলে কৃত্যগণ কাশ্মীর অধিকার করে।

কনিষ্ক কোন সময়ের লোক ছিলেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। চীনপরিব্রাজক সুঙ্গ য়ুনের মত বুদ্ধনির্ব্বাণের ৩০০ বর্ষ পরে কনিষ্ক বিদ্যমান ছিলেন। হিউএন সিয়াং বলেন নির্ব্বাণের ৪০০ বর্ষ পরে কনিষ্ক গান্ধারে রাজ্যলাভ করেন। কিন্তু পঞ্জাবের রাবলপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত মাণিক্যাল নামক একটি গ্রামে কনিষ্কের রোমকমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, ঐ মুদ্রা ৩৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ গণের মতে,—কনিষ্ক য়ুইচির (Yuei chi) রাজা। শিলালিপিতে 'কনিষ্ক কুষাণ' বা কুষাণবংশীয় কনিষ্ক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

মোক্ষমূলরের মতে কনিষ্ক শকরাজা, ইঁহার সময়ে শকাব্দ প্রচলিত হয়।

কনিষ্কপুর। বৌদ্ধরাজ কনিষ্কপ্রতিষ্ঠিত কাশ্মীরের একটি নগর। (রাজতরঙ্গিণী ১। ১৬৮)

ইহার বর্ত্তমান নাম কামপুর, শ্রীনগর হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণে পীরপঞ্জাল গিরিপথের উপর অবস্থিত। এখন ইহা একটি সামান্য গ্রাম মধ্যে পরিগণিত। এখানে একখানি সরাই আছে।

কনিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন যুবা অল্পো বা, যুবন্ অল্প বা—ইষ্ঠন্-কনাদেশশ্চ। যুবাল্পয়োঃ কনন্যতরস্যাম্। পা ৫।৩।৬৪।) ১ অতিযুবা। ২ অল্প। ৩ ছোট। ৪ পশ্চাৎ জাত। ৫ বয়সে ছোট। ছোট সহোদর। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—যবীয়ান্, অনুজ, অবরজ, জঘন্যজ, কনীয়ান্, কনিষ্ঠ ও যবিষ্ঠ। ৭ মহাদেব। ("পবিত্রং ত্রিককুন্মন্ত্রঃ কনিষ্ঠঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ।" ভারত ১৩। ১৭। ১৩১।)

কনিষ্ঠক (স্ত্রী) কনিষ্ঠামিব কায়তি প্রকাশতে, কনিষ্ঠ কৈ-ক। শূকতৃণ।

কনিষ্ঠপদ (ক্লী) বীজগণিতোক্ত জ্যেষ্ঠাপেক্ষা কম সংখ্যাযুক্ত পদ বর্গমূল।

কনিষ্ঠা (স্ত্রী) কনিষ্ঠ টাপ্। ১ দুর্ব্বল অঙ্গুলি, কড়ে আঙ্গুল। ২ নায়িকাবিশেষ, ইহার লক্ষণ—যে পরিণীত নায়িকা স্বামীর অল্প স্নেহ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কনিষ্ঠা কহে।

ভানুদত্ত বলেন—কনিষ্ঠা ৩ প্রকার, ১ ধীরা কনিষ্ঠা, ২ অধীরা কনিষ্ঠা, ৩ ধীরাধীরা কনিষ্ঠা।

১। ধীরা কনিষ্ঠা এইরূপ—

"স্ত্রীর দোষে স্থির মান   করিবারে সমাধান
বন্ধু করে অপমান ক্রোধে ক্রোধ হরিব।
কিসে দোষ পায়্যা দোষ   কেন কর এত রোষ
কিসে হবে পরিতোষ বল তাই করিব।
কেহ বুঝি কহিয়াছে   গিয়াছিনু কারু কাছে
অঙ্গে বুঝি চিহ্ন আছে তবে কিসে তরিব।
আগে তুমি ছিলা ক্রোধ   না করিলা উপরোধ
এত দূরে শোধ বোধ কত সেধে মরিব॥"

২। অধীরা কনিষ্ঠা—

"বিনা দোষে দাও গালি   মাথে কলঙ্কের ডালি
মুখে যেন চুণকালি কিসে মুখ চাহিব।
হয়্যাছি তোমার প্রভু   কত দোষ পাই তবু
গালি নাহি দেহ কভু কত গালি খাইব॥
বিনয়ে না মানি রোষ   যদি না হ ছাড় ক্রোধ
এতদূরে শেষ বোধ দেশ ছাড়া যাইব।
তোমার যেমন মর্ম্ম   তোমার তেমন কর্ম্ম
ঈশ্বর থাকিও ধর্ম্ম কার্য্যকালে পাইব॥"

৩। ধীরাধীরা কনিষ্ঠা—

এক বাক্যে দেখি রোষ   আর বাক্যে বুঝি তোষ
না বুঝিনু গুণ দোষ বড় দায় পড়িল।
কি করিলে ভাল হবে   বল তাই করি তবে
নহে ঘর লয়্যা রবে আমার কি রহিল॥
পদ্মিনী ভ্রমরপ্রিয়া   ভ্রমরে খেদায়্যা দিয়া
তাহারি বিরহে হিয়া বুঝি তাই জ্বলিল।

* কানিংহামের মতে বর্ত্তমান পেশাবরের ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ঐ প্রাচীন দেউলের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

"ক্ষতির সময় নউক আমার যে সময় হউক
ক্রোধটি তোমার রউক যা হবার হইল ॥"
ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী।

৩ ছোট সহোদরা। ৪ অল্পবয়স্কা। কনিষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী। ৬ গায়ত্রীছন্দঃ।

কনিষ্ঠিকা (স্ত্রী) কনিষ্ঠাএব, কনিষ্ঠ স্বার্থে কন্-টাপ্ অত ইত্বং। কড়ে আঙ্গুল।

কনী (স্ত্রী) কন্-অচ্-গৌড়াদিত্বাৎ ঙীষ। কন্যা।
(কন্যা কনী চ কুমারী চ। হেম ৩। ১৭৪)

কনীচি (স্ত্রী) কন-বাহুলকাৎ ইচি দীর্ঘশ্চ (পৃষোদরাদিত্বাৎ) ১ গুঞ্জা, কুঁচ। ২ শকট, গাড়ী। ৩ পুষ্পযুক্ত লতা। অনেক স্থলে মূর্দ্ধন্য ণ যুক্ত 'কণীচি' শব্দেরও ব্যবহার আছে।

কনীন (ত্রি) কন্ ঈনন্। কমনীয়, মনোহর।
("সপ্তোহংসীবো বৃষভঃ কনীনঃ।" ঋক্ ।*। কনীনঃ কমনীয়ঃ। সায়ণ।)

কনীনক (ক্লী) চক্ষুর কনীনিকা, তারা।

কনীনকা (স্ত্রী) ১ কন্যা। ২ কমনীয় শালভঞ্জিকা।

কনীনিকা (স্ত্রী) কনীন-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্-অত ইত্বং। ১ চক্ষুর তারা। ২ কনিষ্ঠাঙ্গুলি ৩ কনিষ্ঠা ভগিনী।
(কনীনীকা তারকে চক্ষুঃ স্যাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলাবপি। মেদিনী।)

কনীনী (স্ত্রী) কন্-ঈন্-ঙীষ্। কনিষ্ঠাঙ্গুলি।

কনীয়স (ক্লী) কনঃ সূর্য্যঃ, তস্যেদং কনীয়ম্, তদ্রূপত্বেন সীয়তে অবসীয়তে কনীয়-সো-ঘঞর্থে ক। তাম্র। (তাম্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা সূর্য্য।)
(তাম্রং ম্লেচ্ছমুখং শুল্বং রক্তং দ্ব্যষ্টমুদুম্বরম্।
ম্লেচ্ছশাববভেদাখ্যং মর্কটাস্যং কনীয়সম্ ॥ হেম ৪। ১০৫৬।)

কনীয়ান্ [স্] (ত্রি) অয়মনয়োঃ রতিশয়েন যুবা অল্পো বা, যুবন্ অল্প-বা-ঈয়সুন্, কনাদেশঃ (যুবাল্পয়োঃ কনন্যতরস্যাম্। পা ৫। ৩। ৬৪।) ১ অনুজ, কনিষ্ঠ সহোদর। ২ অতিযুবা। ৩ অতি অল্প। ৪ বয়সে ছোট।
("মাতুঃ পিতুঃ কনীয়াসং ন নমেদ্ বয়সাঽধিকঃ।
প্রণমেচ্ছ গুরোঃ পত্নীং জ্যেষ্ঠভার্য্যাং বিমাতরম্ ॥" স্মৃতি।)
৫ ছোট। ৬ পশ্চাৎ উৎপন্ন।

কনুই (দেশজ) কফোনি, হাতের মধ্যস্থলস্থ সন্ধি।

কনূজ (দেশজ) কান্যকুব্জের অপভ্রংশ।

কনের (পুং) কন্-এর। কর্ণিকার বৃক্ষ।
(কনেরস্তু কর্ণিকারে করিণীবেশ্যয়োঃ স্ত্রিয়াম্। শব্দাব্ধি।)

কনেরা (স্ত্রী) কন্ এর টাপ্। ১ হস্তিনী। ২ বেশ্যা।

কনোজ (কন্যাকুব্জ শব্দের অপভ্রংশ) জনপদবিশেষ। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ফরুখাবাদ্ জেলার একটি তহশীল, গঙ্গার দক্ষিণধারে অবস্থিত। ইহার ভূমিপরিমাণ ২০৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ১,১৪,৯১২,। গবর্ণমেণ্টের খাজনা আদায় ২০৬৩৭০৲ টাকা।

এই তহশীল দুই প্রকার জমিতে বিভক্ত—একভাগ বাঙ্গড় বা উচ্চভূমি আর এক ভাগ 'কচোহা' বা নিম্নভূমি। এখানকার অধিকাংশই উচ্চভূমি, উহা আবার কালীনদী দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বাঘেল রাজপুত, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরাই এই তহশীলের সত্বাধিকারী।

এখানে ছোলা, যব, গম, অহিফেন, ইক্ষু, জোয়ার, বজরা, নীল তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

এই তহশীলে একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী আদালত আছে। এখানকার মিরাণ-কি-সরাই ও জালালবাদ নামক স্থানে দুইটি পুলিশের থানা আছে।

প্রধাননগর—কনোজ, হিন্দুস্থানীরা 'কনৌজ' বলিয়া থাকে। ইহা কালীনদীর পশ্চিমকূলে গঙ্গা ও কালীনদীর সঙ্গমস্থান হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২´ ৩০´´ উঃ, এবং দ্রাঘি ৭৯° ৫৮´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগরের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত, এখন প্রায় দুইক্রোশ সরিয়া গিয়াছে।

পুরাতত্ত্ব।—কনোজ আজকালের নয়, ত্রেতাযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার প্রাচীন নাম কন্যকুব্জ, কান্যকুব্জ, মহোদয়, কন্যাকুব্জ, গাধিপুর, কৌশ, কুশস্থল।
(কন্যকুব্জং মহোদয়ং কন্যাকুব্জং গাধিপুরং।
কৌশং কুশস্থলঞ্চ তৎ ॥ হেম ৪। ৩৯।)

রামায়ণে লিখিত আছে, কুশের পুত্র কুশনাভ এই পুর স্থাপন করেন *। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানকে কৌশ বা কুশস্থল বলা হইত।

কুশনাভের পুত্র গাধি এইস্থানে রাজত্ব করেন, তদনুসারে ইহার অপর নাম গাধিপুর হইয়াছে। কন্যাকুব্জ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দুগ্রন্থে একটু মতভেদ আছে †। রামায়ণে লিখিত আছে—

"ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রাজর্ষি কুশনাভের একশত কন্যা জন্মে। সেই শত কন্যার যৌবনকাল আসিলে তাঁহারা এক-

* কুশনাভস্তু ধর্ম্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্।"
রামায়ণ আদি ৩২। ৬।

† "যত্রাধুনা চ তাঃ কন্যাস্তত্র কুব্জীকৃতাঃ পুরা।
কান্যকুব্জমিতি খ্যাতং ততঃ প্রভৃতি তৎপুরম্ ॥"
গৌড়ীয় রামায়ণ বালকাণ্ড। Ed Gorresio.
যেখানে বায়ুকর্ত্তৃক (সেই শত) কন্যাকুব্জ হইয়াছিল। সেই স্থানের নাম কান্যকুব্জ।

দিন উত্তম অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া উদ্যানে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের সুললিত বাদ্য ও নৃত্যগীতে উদ্যান হাসিতে লাগিল। আহা! যে রূপের তুলনা পৃথিবীতে নাই, সেই রূপের ছটা নবযৌবনের ঘটা, মেঘের কোলে তারার মত বিজন উপবনে আজ শোভা পাইতে লাগিল। বায়ু সেই অনুপম অপার্থিব রূপমাধুরী দেখিতে পাইলেন। সেই সর্ব্বাত্মা তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, 'দেখ! আমি তোমাদিগকে অভিলাষ করিতেছি, তোমরা মানুষভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও, তোমরা দীর্ঘায়ু লাভ করিবে, তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। মানুষের যৌবন নিয়ত চঞ্চল, কিন্তু তোমরা অক্ষয় জীবন লাভ করিবে।'

বায়ুর কথায় সেই শতকন্যা তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিলেন—'হে দেব! আমরা তোমার প্রভাব অবগত আছি, তুমি সকল প্রাণীর অন্তরে বিচরণ কর, এই ত তোমার জারি।—তবে কেন তুমি আমাদের অপমান করিতে আসিয়াছ? আমরা রাজর্ষি কুশনাভের কন্যা, তোমার জারিজুরি এখনি শেষ করিতে পারি। দুর্ব্বুদ্ধে, পিতাই আমাদের প্রভু ও পরম দেবতা, তিনি যাঁহার সহিত আমাদের বিবাহ দিবেন, তিনিই আমাদের ভর্ত্তা। আমাদের যেন এমন না হয় যে, কামবশতঃ সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া স্বয়ম্বরা হই।

বায়ু তাঁহাদের কথায় ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহাদের শরীরে ঢুকিয়া সমস্ত অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন। তখন তাঁহারা বায়ু কর্ত্তৃক ভগ্না হইয়া কুশনাভের কাছে আসিলেন। রাজা কুশনাভ সেই পরমাসুন্দরী কন্যাদিগকে ভগ্না ও দীনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একি ব্যাপার! কে ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া তোমাদের কুব্জা করিয়াছে?'

তখন শতকন্যা পিতার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'হে রাজন্! বায়ু ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আমাদিগকে ধর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। আমরাও তাহাকে "আমাদের পিতা আছেন, সুতরাং আমরা স্বাধীন নহি। যদি পিতা আমাদিগকে প্রদান করেন, তবে আমরা তোমারই হইব।" এই কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু বায়ু আমাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া সকলকেই ভগ্ন করিয়াছে।'

কুশনাভ তাঁহাদিগকে কহিলেন 'হে পুত্রীগণ! তোমরা সকলে যে আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছ, এবং বায়ুর দুর্ন্নিবার্য্য রোষবেগ সহ্য করিয়াছ, ইহাতে তোমাদের সুমহৎ কার্য্য করা হইয়াছে।' কুশনাভ এইরূপে কন্যাদিগকে বিদায় দিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত কন্যাদানবিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে মহর্ষি চূলীর পুত্র ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্যনগরীতে রাজত্ব করিতেছিলেন।

কুশনাভ সেই ব্রহ্মদত্ত রাজাকেই শতকন্যা সম্প্রদান করিলেন। ব্রহ্মদত্ত সেই কন্যাদিগের পাণিস্পর্শ করিবামাত্র তখনই তাঁহারা কুব্জহীনা, বিগতজ্বরা ও পরম শোভাসম্পন্না হইলেন।" (রামায়ণ আদি০ ৩২ ও ৩৩ সর্গ।)

উক্ত ঘটনা হইতে মহোদয়পুরীর নাম কন্যাকুব্জ হইল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএন সিয়াং এখানে আগমন করেন। তিনি কন্যাকুব্জের নামকরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া যান।

কন্যাকুব্জের প্রাচীন রাজধানী কুসুমপুরে ব্রহ্মদত্ত নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার ১০০ পুত্র ও ১০০ কন্যা জন্মে। কন্যাগণ পরমাসুন্দরী, তাহাদের রূপের সীমা ছিল না। তৎকালে গঙ্গাতীরে একজন ঋষি যোগমগ্ন হইয়া বাস করিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার শরীরে ন্যগ্রোধ বৃক্ষ জন্মিয়াছিল। তাঁহার তপোবল নিরীক্ষণ করিয়া সকলে তাঁহাকে মহাবৃক্ষ ঋষি বলিত। একদিন ধ্যানাবসানে তিনি কন্দমূলাদি অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে গঙ্গার উপকূলে দিব্যরূপধারিণী শত রাজকুমারীকে দেখিতে পাইলেন। রাজকন্যাগণের অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে ঋষির মন টলিল, ছার সংসারসুখের ইচ্ছায় তাঁহার মন কলুষিত হইল, ঋষি বিলম্ব না করিয়া কুসুমপুরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রাজা ঋষির আগমনবার্ত্তা শুনিয়া স্বয়ং আসিয়া যথানিয়মে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিনয়নম্রবচনে তাঁহাকে কহিলেন—মহর্ষে! আপনার কুশল ত, আপনার ত কোন বিঘ্ন ঘটে নাই? ঋষি উত্তর করিলেন, রাজন্! আমি বিজন অরণ্যে বহুদিন সুখে ছিলাম, ধ্যান ভঙ্গ হইলে বেড়াইতে বেড়াইতে অলোকরূপসম্পন্না আপনার কন্যাগণকে নিরীক্ষণ করিলাম, সেই অবধি আমার হৃদয়ে কামেচ্ছা বলবতী হইয়াছে। রাজন্! আপনি একটি কন্যা আমারে সম্প্রদান করুন, এই মাত্র আমার অনুরোধ। রাজা এই সকল শুনিয়া ঋষিকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি আপনার আশ্রমে গিয়া এক্ষণে বিশ্রাম করুন, শুভ সময়ে আপনাকে সংবাদ দিব, এই আমার প্রার্থনা। ঋষি আপন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

এ দিকে রাজা ব্রহ্মদত্ত একে একে সকল কন্যার অভিপ্রায় অবগত হইলেন, কিন্তু কেহ ঋষিকে বিবাহ করিতে চাহিল না।

রাজা ঋষির ভয়ে অত্যন্ত ভীত ও মনে মনে অত্যন্ত

দুঃখিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, বাবা! আপনার সহস্র পুত্র, এবং সহস্র সহস্র লোক আপনার আজ্ঞাবহ। তবে কেন আপনি দুঃখিত হইতেছেন? রাজা কহিলেন, 'মহাবৃক্ষ ঋষি কৃপা করিয়া তোমাদের এক জনকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা সকলেই মুখ ফিরাইয়া আছ, মহর্ষির আদেশ পালন করিতে কেহই সম্মত নও। সেই ঋষি অশেষক্ষমতাশালী, তিনি মনে করিলে ভাল মন্দ সবই করিতে পারেন। এখন যদি তাঁহার আদেশ লঙ্ঘিত হয়, তাহা হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার রাজ্য ধ্বংস করিবেন, আমার এবং আমার পূর্ব্বপুরুষগণের নামে কলঙ্ক রটিবে। এই সকল যতই ভাবিতেছি, ততই আমি সমধিক ব্যাকুল হইতেছি।' বালিকা কন্যা উত্তর করিল, রাজন্। আপনার দুঃখ দূর করুন। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আমি ঋষির প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

কনিষ্ঠা কন্যার সুমিষ্ট কথায় রাজা অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন এবং বিবাহের দ্রব্যসম্ভার লইয়া রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে কন্যাসহ ঋষির আশ্রমে আসিয়া যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনার সেবা সুশ্রূষা করিবার জন্য আমার কন্যাকে আনিয়াছি। ঋষি সেই কন্যাকে দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন্! দেখিতেছি এই বৃদ্ধকে ঘৃণা করিয়া এক অপোগণ্ড শিশুকে আমায় সম্প্রদান করিতে আসিয়াছ। রাজা বিনীত ভাবে কহিলেন, মহর্ষে! আমি আমার সকল কন্যাকেই কহিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইল না, কেবল আমার এই কনিষ্ঠা কন্যা আপনার সেবা করিতে অভিলাষী হইয়াছে। তখন ঋষি অত্যন্ত রোষপরবশ হইয়া এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন, যেন সেই ৯৯ জন কন্যা এই মুহূর্ত্তে কুব্জ হয়, সেই বিকৃতাঙ্গীদিগকে এ জগতে কেহ যেন আর বিবাহ না করে।

রাজা কন্যাদিগের নিকট অতি সত্বর দূত পাঠাইলেন, দূত আসিয়া দেখিল, রাজকন্যাগণ বিকৃতাকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সময় হইতে এই নগরের অপর নাম কন্যাকুব্জ হইল।" (সি-বু কি ৫।)

পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগলিক টলেমি এই স্থান কনোগিজ (Kanogiza) ও প্লিনি কলিনিপক্ষ (Kalinipaza) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এখন যেমন এই জনপদ ক্ষুদ্রাকার, পূর্ব্বে তেমন ছিল না, পূর্ব্বকালে কান্যকুব্জ একটি বিস্তীর্ণ রাজ্যমধ্যে পরিগণিত হইত। খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে এই রাজ্যের আয়তন ৪০০০ লি (প্রায় ৩০০ ক্রোশ) ছিল। ইহার রাজধানীও প্রায় আড়াই ক্রোশ ব্যাপিয়া ছিল।

যে রাজধানী এক সময়ে সমৃদ্ধিতে ভারতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল, যাহার গঠনপ্রণালীর সমকক্ষ ছিল না*, আজ সেই প্রাচীন নগরের চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, হিন্দুরাজ্যের গৌরবরবি অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কনোজের পূর্ব্বকীর্ত্তি সকল লোপ পাইয়াছে, বিধর্ম্মী যবনেরা তাহার চিহ্নমাত্র রাখিতে কষ্ট বোধ করিয়াছিল। এখানকার লোকের বিশ্বাস, পূর্ব্বে কনোজনগর উত্তরে হাজি হর্ম্মায়নের মঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে রাজঘাটের নিকট মিরাণ-কি সরাই, পূর্ব্বে ছোট গঙ্গা এবং পশ্চিমে কপত্য ও মকরন্দনগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রাচীন নগরের প্রান্তে বর্ত্তমান নগর স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থানকে এখন 'কিল্লা' অর্থাৎ দুর্গ কহে। কিল্লার মধ্যে চারিদিকে কাড়ী ঘর। তাহার উত্তর প্রান্তে রাজা হর্ম্মায়নের মঠ, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে রাজা অজয়পালের মন্দির, দক্ষিণ-পূর্ব্বে ক্ষেমকলির বুরুজ, উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে শুষ্ক নালা, উত্তর পূর্ব্বে ছোট গঙ্গা এবং দক্ষিণে খাতও ছিল, কিন্তু এখন তাহা বুজিয়া গিয়া যাতায়াতের রাস্তারূপে পরিণত হইয়াছে। চতুঃসীমা নিরীক্ষণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, কনোজনগর যথার্থই সুদৃঢ় এবং ইহার অবস্থান সুন্দর।

প্রবাদ আছে যে, প্রাচীননগরের ৮৪ মহল্লা ছিল, তাহার ২৫টি কেবল বর্ত্তমান নগরে আছে। এখানকার রঙ্গমহল, বালাপীর, মখদুম-জাহাগীর ও মকরন্দনগর হইতে প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কনোজের দেড় ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে ছোট গঙ্গার উপর জায়গিরি নামে একটি ইষ্টকময় প্রাচীর স্তূপ পড়িয়া আছে। এই স্তূপ চীনপরিব্রাজক বর্ণিত অশোকরাজ নির্ম্মিত বৌদ্ধস্তূপ বলিয়া মনে হয়।

যে সময়ে প্রাচীন কনোজের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা নদী প্রবাহিত হইত, তৎকালে এখানে অনেক দেবমন্দির ও বৌদ্ধদিগের চৈত্য ও সঙ্ঘারাম ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে লিখিয়া গিয়াছেন, "নগরের দক্ষিণাংশে ও গঙ্গার ধারে ৩টি সঙ্ঘারাম, তন্মধ্যে মণিমাণিক্যবিভূষিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। বহুদূর হইতে যাত্রীগণ এখানে পূজা করিতে আসেন। সঙ্ঘারামের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে ১০০ ফুট উচ্চের দুইটি বিহার আছে। সঙ্ঘারামের অনতি-

* Brigg's Ferishta, I 57.

দূরে দক্ষিণপূর্ব্বে ২০০ ফুট একটি বৃহৎ বিহার, তন্মধ্যে তাম্রনির্ম্মিত ৩০ ফুট উচ্চ বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। বিহারের চতুঃপার্শ্বের প্রাচীরে খোদিত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তরনির্ম্মিত বিহারের নিকটে সূর্য্যমন্দির, তাহারই অনতিদূরে দক্ষিণে মহেশ্বরের মন্দির আছে। সেই দুইটি মন্দির নীলপ্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং বিবিধ কারুকার্য্যে সুশোভিত।" কিন্তু এখন সে সকল কোথায়?

ইতিহাস।—কান্যকুব্জের প্রথম রাজা কুশনাভ, তৎপরে তৎপুত্র গাধি পরে গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র রাজা হন। রামায়ণ (আদি ৩৩, ৩৪, ৩৫ সর্গ) বিশ্বামিত্র সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া মহর্ষি হইলে কুশবংশের কোন্ ব্যক্তি এখানে রাজত্ব করেন, তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। তাহা জানিবারও কোন উপায় নাই। বহুবর্ষ পরে গুপ্তরাজগণ এখানে রাজত্ব করেন, তাঁহারা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, শিলালিপি পাঠে তাহার কতক কতক বিবরণ জানিতে পারা যায়।

চীন-পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রভাকরবর্দ্ধন, তৎপরে তৎপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন (শিলাদিত্য) রাজত্ব করেন। ইঁহারা বৈশ্যজাতীয়। রাজ্যবর্দ্ধন কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। হর্ষবর্দ্ধন প্রভাকরবর্দ্ধনের পুত্র, তিনি ৬০৭ খৃষ্টাব্দে একটি নূতন অব্দ প্রচলিত করেন। এই হর্ষই রত্নাবলী ও নাগানন্দপ্রণেতা শ্রীহর্ষ। ইঁহার সময়ে কনোজরাজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালে তৎসাময়িক বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁহার রাজসভায় অবস্থান করিতেন।

৬৫০ খৃঃ অব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। [শ্রীহর্ষ দেখ।] হর্ষবর্দ্ধণের পর কে রাজত্ব করেন, তাহা ঠিক জানা যায় না।

শিলালিপিতে দেবশক্তি নামে কনোজরাজের নাম পাওয়া যায়। এই রাজ্যের বংশ বহুদিন ধরিয়া কনোজে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজবংশ কোন সময় হইতে কোন সময় পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, এ সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত। [Jour. Beng. As Soc Vol XXXII. p. 91 ff. XXXIII. 223 ff; Archæol. Surv. Ind Vol. IX. p. 84; Ind. Ant. Vol XV, 109-10 দেখ।]

এক্ষণে অনেক অনুসন্ধানের পর ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দেবশক্তিরাজের বংশাবলী এইরূপ স্থির করিয়াছেন—

দেবশক্তি (৭৩০ খৃঃ অঃ)
(ভুরিকাকে বিবাহ করেন)
|
বৎসরাজ (৭৬০ খৃঃ অঃ)
(ইঁহার পত্নীর নাম সুন্দরী)
|
নাগভট (৮০০ খৃঃ অঃ)
(পত্নীর নাম ঈসটা)
|
রামভদ্র (৮৩০ খৃঃ অঃ)
(পত্নীর নাম অপ্পা)
|
ভোজ ১ম (৮৬০ খৃঃ অঃ)
(পত্নীর নাম চন্দ্রভট্টারিকা)
|
মহেন্দ্রপাল (৯০০ খৃঃ অঃ) *

মহেন্দ্রপালপত্নী দেহনাগা — ভোজ ২য় (৯২৫ খৃঃ)
তৎপত্নী মহীদেবী — বিনায়ক পাল (৯১০-৯৫ খৃঃ) †

খৃষ্টের দশম শতাব্দের শেষভাগে কলচুরি ও পালবংশীয় রাজগণ মিলিত হইয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক্ হইতে কনোজরাজ্য আক্রমণ করেন; তখন কলচুরি ও পালবংশই প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের আক্রমণে দেবশক্তিবংশীয় নৃপতিগণের অধঃপতন হইল। সেই সময়ে কলচুরিরাজ (চেদিরাজ) কনোজ এবং পালবংশ কাশীরাজ্য অধিকার করিলেন।

খৃষ্টের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অজয়পাল ও জয়পাল নামে দুইজন রাজা কনোজে রাজত্ব করেন। অজয়পালের সময়ে এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির নির্ম্মিত হয়। এখনও একটি উৎকৃষ্ট মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহা রাজা অজয়পালের মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ। জয়পালের রাজত্বকালে ১০১৮ খৃষ্টাব্দে মামুদ গিজনী কনোজ আক্রমণ করেন। এই সময়ে বিধর্ম্মীর আক্রমণে কনোজের পূর্ব্বশ্রী বিলুপ্ত হয়। অল্পদিন পরেই জয়পাল কালিঞ্জরের চান্দেলরাজ কর্ত্তৃক নিহত হন। শিলালিপি অনুসারে এই সময়ে কলচুরিরাজগণের হস্তে কনোজের আধিপত্য ছিল। মহীপালরাজের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রদেব কলচুরিরাজ কর্ণের নিকট হইতে এই কনোজরাজ্য বন্ধুতার পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

চন্দ্রদেবই কনোজের রাঠোররাজবংশের প্রথম রাজা। হিন্দুধর্ম্মের উপর চন্দ্রদেবের বড়ই ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। বিহার ও কাশীর পালবংশীয় রাজগণ সকলেই চন্দ্রদেবের আত্মীয়, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া ইনি তাঁহাদের সংশ্রব এককালে পরিত্যাগ করেন। এমন কি তাঁহার পুরুষানুক্রমিক 'পাল' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া 'চন্দ্র' উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইঁহার সময়ে কনোজের নানাস্থানে দেবালয় স্থাপিত হয়। ইঁহার পিতা মহীপালের মৃত্যু হইলে

* মতান্তরে ৭৯০-৮০ অঃ † মতান্তরে ৭৯৪-৯৫।

ইনি আপন অংশে অযোধ্যারাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদ্ লিখিয়াছেন, এই চন্দ্রদেবের রাজত্ব-কালে গৌড়াধিপ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ আনাইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কুলাচার্য্য-দিগের গ্রন্থমতে, আদিশূরের সময়ে রাজা বীরসিংহ কান্য-কুব্জে রাজত্ব করিতেছিলেন। সেই বীরসিংহ এই চন্দ্রদেবের নামান্তর কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারিলাম না, কারণ কোন শিলালিপিতে বীরসিংহের নাম পাইলাম না। তবে যদি এই চন্দ্রদেবই বীরসিংহ হন, তাহা হইলে আমাদের দেশের প্রবাদ অনুসারে তিনি ৯৫৪ শাকে অর্থাৎ ১০৩২ খৃঃ অব্দে কনোজে রাজত্ব করিতেন। নানাস্থানের শিলালিপি অনুসারে চন্দ্রদেবের রাজ্যকাল উক্ত সময়ের ২০ বৎসর পরে হইয়া পড়ে। সুতরাং চন্দ্রদেব ও বীরসিংহ এক ব্যক্তি কি না তৎপক্ষে সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। চন্দ্রদেবের পর তদ্বংশীয় চারি জন রাঠোররাজ কনোজে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। যথা—

(১) চন্দ্রদেব *
(১১৫৫ সম্বৎ)
(৩) বিজয়চন্দ্র (১১৬১ সম্বৎ)
(৪) গোবিন্দচন্দ্র (১১৮৫ সম্বৎ)
(৬) জয়চ্চন্দ্র (জয়চন্দ্র) (১২২৫ সম্বৎ)

বিজয়চন্দ্রের পুত্র জয়চন্দ্রই কনোজের শেষ হিন্দুরাজা। মুসলমান ইতিহাসে ইনিই জয়চাঁদ নামে অভিহিত। তৎ-কালে দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজ ভিন্ন শৌর্য্যবীর্য্যে এবং আধিপত্যে ভারতের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। দোষের মধ্যে তিনি কিছু ঈর্ষাপরবশ ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন, সেই দোষেই পৃথ্বিরাজের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। সেই বিবাদ আরও গুরুতর করিবার জন্য পৃথ্বিরাজকে উপেক্ষা করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ভারতের হিন্দু নরপতিগণ শুনিলেন, যজ্ঞসভায় জয়চন্দ্রের আদরের কন্যা পরমসুন্দরী সংযুক্তার স্বয়ম্বর হইবে। তখন মিবারের সমর-সিংহ এবং দিল্লীর পৃথ্বিরাজ ব্যতীত প্রায় সকল হিন্দুরাজাই সেই যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইলেন। জয়চন্দ্র পৃথ্বিরাজের সুবর্ণ মূর্ত্তি দ্বারদেশে স্থাপনপূর্ব্বক যজ্ঞসমাধা করিলেন।

এইবার সংযুক্তার স্বয়ম্বর। কনোজনগরী আজ অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিতা হইল। নানাদেশীয় হিন্দুরাজগণের এমন সম্মিলন, বহুদিন কেহ দেখে নাই। সেই দেবোপম রাজন্যবর্গ ভাবিতেছেন না জানি বিধি কাহার অদৃষ্টে সংযুক্তারত্ন লিখিয়াছেন। আজ সকলে মহার্ঘ মণিমাণিক্যরত্নসমূহে বিভূষিত হইয়া সংযুক্তার মন হরণ করিবার আশায় স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত। কিন্তু সংযুক্তার মন অপরদিকে পড়িয়া আছে, তাঁহার মন আর তাঁহার অধীন নয়, এখন তাহা পৃথ্বিরাজের, পৃথ্বিরাজকে পাইবার জন্য পাগল!

এদিকে দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজ শুনিলেন, সংযুক্তা তাঁহাকে বড় ভালবাসে, সংযুক্তার স্বয়ম্বর। মহাবীর পৃথ্বিরাজ কালবিলম্ব না করিয়া গুপ্তভাবে কনোজনগরে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া শুনিলেন আজ সংযুক্তার স্বয়ম্বর। সংযুক্তা বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সখিগণের সঙ্গে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন, আসিয়া চারিদিক্ একবার চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার পৃথ্বিরাজকে দেখিতে পাইলেন না। তখন জয়চন্দ্র তাঁহার মনোমত জনকে বরমাল্য অর্পণ করিতে বলিলেন। এখন সংযুক্তা কি করে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দ্বারিরূপে দণ্ডায়মান পৃথ্বিরাজের সুবর্ণ মূর্ত্তির গলদেশে মাল্য প্রদান করিলেন। সভাস্থ সকলে চমৎকৃত হইল। জয়চন্দ্রের শিরে যেন বজ্রপাত হইল। তখন কনোজরাজ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া সংযুক্তার নির্ব্বাসনের আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন। কিন্তু একি হইল! পরমুহূর্ত্তে মহাবীর পৃথ্বিরাজ সসৈন্যে স্বয়ং সভায় উপস্থিত। ঘোর ঘনরবে রণ-ভেরী বাজিয়া উঠিল, রাঠোরচৌহানে দারুণ সমর উপস্থিত হইল। অসংখ্য বীরের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইল। মহাবীর পৃথ্বিরাজ সভাস্থল হইতে সংযুক্তাকে লইয়া শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

একে জয়চন্দ্র পূর্ব্ব হইতে পৃথ্বিরাজের নামে জলিতেন, আজ সংযুক্তার স্বয়ম্বরে তাঁহার মনে যেন দাবানল জলিয়া উঠিল। পৃথ্বিরাজকে দমন করিবার জন্য তিনি যবনরাজ মুহম্মদ ঘোরীকে আহ্বান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যবনরাজ পৃথ্বিরাজের নিকট পরাস্ত হইয়া ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, এখন জয়চন্দ্রের সাহায্য পাইবেন শুনিয়া স্বদলে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করিলেন। জয়চন্দ্রের দোষে হিন্দুদের কপাল পুড়িল, তাঁহার সাহায্যবলে মুহম্মদ ঘোরী পৃথ্বিরাজকে পরাস্ত করিলেন। সেই সঙ্গে হিন্দুস্বাধীনতাও চিরদিনের মত লোপ হইল, সেই দিন হইতে সোণার ভারত যবনকবলিত হইল! জয়চন্দ্রের মনস্কামনা পুরিল বটে, কিন্তু তিনিও যবনহস্তে অব্যাহতি পাইলেন না। ১১৯৪ খৃঃ অঃ, জয়চন্দ্র যবনসেনাপতি কুতুব উদ্দীনের হস্তে পরাজিত হই-লেন, মুসলমানেরা কনোজরাজ্য অধিকার করিল।

কনোজরাজ্য যবনাধিকৃত হইবার ১৮ বর্ষ পরে জয়চন্দ্রের

* চন্দ্রদেব প্রভৃতি রাজগণের বিস্তৃত জীবনী তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।

জ্যেষ্ঠপুত্র শিবজী দ্বারকাযাত্রাচ্ছলে মাড়োবারে আগমন করেন। এইখানে তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া মরুস্থলীর নানাস্থান অধিকার করেন। তাঁহার বাহুবলে মরুস্থলীতে রাঠোররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার বংশধরগণ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া মাড়োবারের নানাস্থানে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই বংশেই যোধপুর প্রতিষ্ঠাতা রাও যোধ জন্মগ্রহণ করেন। [শিবজী, মাড়োবার, রাঠোর প্রভৃতি শব্দে দেখ।]

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে কনোজনগরে শের শাহের সহিত হুমায়ুনের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হইয়া ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করেন।

উৎপন্ন দ্রব্য—কনোজের গোলাপ, আতর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এখানে নানাপ্রকার বস্ত্র ও কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কনৌজিয়া (হিন্দী, কান্যকুব্জ শব্দের অপভ্রংশ) পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণের মধ্যে এক শ্রেণী। পুরাণে ইহারা কান্যকুব্জ নামে খ্যাত।

> "সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ।
> পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥"
>
> স্কন্দপুরাণ।

কনৌজিয়া ব্রাহ্মণেরা পাঁচ শাখায় বিভক্ত—১ কনৌজিয়া, ২ সর্ব্বরিয়া, ৩ জিঝোতিয়া, ৪ সনাঢ্য, ৫ বঙ্গের কানোজীয়।

১। কনৌজিয়াশাখা উত্তরপশ্চিমে শাহজহানপুর ও পিলিভীত, উত্তরে কানপুর ও ফতেপুরের কিয়দংশ, পশ্চিমে বান্দা জেলা, দক্ষিণে হামীরপুর, এবং দক্ষিণপশ্চিমে এতাবার কিয়দংশে বসবাস করে। ইহাদের কুলকারিকামতে ইহারা ষট্‌কুল বা ছয় গোত্রে বিভক্ত, কিন্তু ইহাদের মতে সাড়ে ছয়কুল।

গোত্র			উপাধি
গৌতম	...		অবস্থি
শাণ্ডিল্য	...	..	মিশ্র, দীক্ষিত
ভরদ্বাজ	...	...	শুকুল, ত্রিবেদী, পাঁড়ে
উপমন্যু	...	...	পাঠক, দূবে
কাশ্যপ	...	...	ত্রিবেদী, তেওয়ারী
কাশ্তীপ	...	...	বাজপাই
গর্গ	...	...	চৌবে

২। সর্ব্বরিয়া শাখা কনোজ হইতে গিয়া অযোধ্যায় বাস করে। এখন অযোধ্যায় বরাইচে, নেপালের প্রান্তে, কাশী ও প্রয়াগপ্রদেশে, দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ডরাজ্যে ইহারা বাস করে। তন্মধ্যে গোরক্ষপুরে কিছু অধিক, সেখানে সর্ব্বরিয়াগণ ১৯ ঘরে বিভক্ত।

অনেকে বলিয়া থাকেন সর্ব্বরিয়া সরযূপারিয়া শব্দের অপভ্রংশ। প্রবাদ এইরূপ—রাম রাবণ বধ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া কান্যকুব্জ হইতে এই ব্রাহ্মণশ্রেণীকে আহ্বান করেন, তাঁহারা সরযূর পরপারে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সরযূপারিয়া নাম হয়। ইহাদের মধ্যে ভিন্ন গোত্র ও ভিন্ন উপাধি আছে—

গোত্র			উপাধি
গর্গ	.	..	পাঁড়ে। (ইতিয়া)
গৌতম	...	...	দুবে (কক্কীয়া)
শাণ্ডিল্য		...	পাঁড়ে (ত্রিফলা)
„	...	.	তেওয়ারী (পিণ্ডি)
ভারদ্বাজ	..		দুবে (বৃহদাম)
বৎস	...	...	মিশ্র (পৈয়াসী)
„	.	...	দুবে (সমাদারী)
কাশ্যপ	...	.	মিশ্র (রাটী)
„	...	...	পাড়া (মালা)
কৌশিক	..	.	মিশ্র (ধর্ম্মপুরা)
চন্দ্রায়ণ	...	...	পাঁড়ে (চপালা)
সাবর্ণ	...		পাঁড়ে (ইত্রারী)
পরাশর		..	পাঁড়ে

এ ছাড়া পুলস্ত্য, ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি কয়েক গোত্রীয় আছেন।

উপরি উক্ত গোত্রের মধ্যে গর্গ, গৌতম ও শাণ্ডিল্য গোত্রীয়েরাই কুলীন বলিয়া খ্যাত।

৩। জিঝোতিয়াশাখা বুন্দেলখণ্ডেই অধিক বাস করে। উত্তরে ও পশ্চিমে ইহারা কনৌজিয়া ব্রাহ্মণের সহিত এবং পূর্ব্বে সর্ব্বরিয়া ব্রাহ্মণের সহিত সম্মিলিত। রূপরন্দের চৌবে, দরিয়ার দুবে, হামিরপুর ও করিমার মিশ্রেরাই এই শাখার শ্রেষ্ঠবংশ।

গোত্র			উপাধি
উপমন্যু	..	..	পাঠক। (রোরা)
„	...	...	বাজপাই। (কিমবারী)
কাশ্যপ	...	...	পতেরিয়া। (সায়পুর)
	...	...	পত্তোরা। (বন্দরা)

গৌতম	...	...	চৌবে। (রূপনৌয়াল)
"	...	...	গঙ্গেলি। (মন্নাই)
শাণ্ডিল্য	...	...	মিশ্র। (হামীরপুর)
"	...	...	অজেরিয়া। (কোট্কে)
মৌনস	...	...	মিশ্র। (করিয়া)
ভারদ্বাজ	...	...	তেওয়ারী (ঐঞ্জিক)
"	...	...	দুবে। (উঠাসনি)
বৎস	...	...	তেওয়ারী। (পঠরৈলি)
একাবিশিষ্ঠ		...	নায়ক। (পিপ্রি)

৪। সনাঢ্য বা সনাঢিয়া—রোহিলখণ্ডের মধ্যপ্রদেশ হইতে দুয়াবের উত্তর ও মধ্যভাগ, পিলিভীত হইতে গোয়ালিয়ার, রামপুরের উত্তরপশ্চিমাংশ, বিবা, জাহানাবাদ, নবাবগঞ্জ, বরেলি হইতে রামগঙ্গা, সলিমপুর, মীরাবাদ, তৎপরে গঙ্গার নিম্নতট হইতে কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত, কালীনদীর কূল হইতে আলিপুরপটী, ভোইগাঁ, সোজ, এতাবা, বীবামৌ, এবং দক্ষিণে যমুনা হইতে চম্বলনদীর সঙ্গমস্থান পর্য্যন্ত এই শাখার বসবাস আছে।

গোত্র			উপাধি
বশিষ্ঠ		..	ব্যাস
"	...	...	গোস্বামী
"	...	...	মিশ্র
"	...	...	পরাশর
"	. .	...	কভারি
"	...	.	দেবলিয়া
"	...	...	দুবে
"	...	..	খেমর্য্য
"	...	...	উপাধ্যায়
ভারদ্বাজ	...	..	বৈদ্য
"	...	...	চৌবে
"	...	...	দীক্ষিত
"	...	...	ত্রিপাঠী
"	...	...	চতুর্ধ্বর
কাশ্যপ	...	...	মিশ্র
সাবর্ণ্য	...	...	তেওয়ারী
উপমন্যু	...	...	দুবে
গৌতম	...	...	উপাধ্যায়
শাণ্ডিল্য	...	...	পাণ্ডে

এ.ছাড়া কৌশিক, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ধনঞ্জয়, কোশল, শিরীষ, ধ্রুবায়া প্রভৃতি গোত্র এবং পাঠক, স্বামী, সমাধ্যায় মনস্, বির্থারি, চৈনপুরীয়, ভোটিয়া, বর্ষিয়া, ওঝা, মোদ্দেয়া, সন্ধ্যা, উদেলিয়া, চচোন্দ্যা প্রভৃতি উপাধি আছে।

৫। বঙ্গের কনোজ ব্রাহ্মণেরা ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত ১ বারেন্দ্র, ২ রাঢ়ীয়, ৩ পাশ্চাত্য, ৪ দাক্ষিণাত্য বৈদিক।

শেষ দুইটিকে অনেকে কনোজব্রাহ্মণের মধ্যে গণ্য করেন না।

প্রথম শ্রেণী কনোজ হইতে আদিশূরের সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ করেন। এই শ্রেণীর আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও শ্রীহর্ষ, উক্ত ৫ জনের বংশধরেরা বল্লালসেনের সময়ে ১৫৬ ঘরে বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৫০ ঘর বরেন্দ্রভূমে এবং ৫৬ ঘর রাঢ়ে বাস করেন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৮ ঘর শ্রেষ্ঠ কুলীন। যথা—১ মৈত্র, ২ ভূমি বা কালি, ৩ রুদ্রবাগিনী, ৪ সঙ্গমিনি বা সাঙ্খাল, ৫ লাহিড়ী, ৬ ভাদুড়ি, ৭ সাধু বা পাগী, ৮ ভদ্র।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৮ ঘর শুদ্ধশ্রোত্রীয় এবং ৮৪ ঘর কষ্টশ্রোত্রীয়।

রাঢ়ীয়. ব্রাহ্মণ মধ্যে ছয় ঘর কুলীন। যথা—১ মুখুটী বা মুখোপাধ্যায়; ২ গাঙ্গুলি, ৩ কাঞ্জিলাল, ৪ ঘোষাল, ৫ বন্দ্যঘটী বা বন্দ্যোপাধ্যায়; ৬ চাটতি বা চট্টোপাধ্যায়।

এ ছাড়া ৫০ ঘর শ্রোত্রীয়। [ব্রাহ্মণ, কুলীন, বারেন্দ্র, রাঢ়ীয় প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কন্‌কন্ (দেশজ) যাতনাবিশেষ, কোন স্থানে আঘাত লাগিলে বা বরফাদি দ্রব্য স্পর্শে যেরূপ যন্ত্রণা হয়।

কন্‌কনে (দেশজ) অতিশয় শীতল দ্রব্য।

কন্ত (ত্রি) কং সুখং অস্ত্যস্তি, কং-ত (কংশংভ্যাং বভযুস্তি-তুতযসঃ। পা ৫। ২। ১৩৮।) সুখী।

কন্তি (ত্রি) কং সুখমস্ত্যস্তি, কং-তি (কংশংভ্যাং বভযুস্তিতু-তযসঃ। পা ৫। ২. ১৩৮।) সুখশালী।

কন্তু (পুং) কামযতে, কম-তু (কমিমনিজনিগাভায়াহিভ্যশ্চ। উণ্‌ ১। ৭৩। কম, মন, জন, গৈ, যা ও হি ধাতুর উত্তর তু প্রত্যয় হয়।) ১ কামদেব। ২ চিত্ত, মন। (কন্তুঃ কন্দর্পচিত্তয়োঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ৩ (ত্রি) (কং সুখং অস্ত্যস্তি) সুখী.। ৪ কুশূল, গোলা।

কম্বুক (পুং) ঋষিবিশেষ।

কম্বারী (স্ত্রী) কম্-অরন্-খুক্-(পৃষোদরাদিত্বাৎ,) ঙীষ্‌। বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কম্বারী, কম্বা, দুর্দ্দর্শী, তীক্ষ্ণকণ্টকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্রূরগন্ধা, ও দুষ্প্রবেশা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, অগ্নিদীপক, রুচিকারক, এবং কফ, বায়ু. শোথ, রক্ত গ্রন্থি ও জ্বরনাশক।

কন্থা (স্ত্রী) কম্-বাহুলকাৎ থন্-টাপ্। ১ কাঁথা ; কতকগুলি ছিন্ন কাপড় একত্রে সেলাই করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। দরিদ্র ভিক্ষুকগণ ইহা দ্বারা শীত নিবারণ করে। নেড়ানেড়ী দলস্থ ভিক্ষুকেরাই ইহার অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। ২ মাটীর ক্ষুদ্র প্রাচীর, কাথি।

(কন্থা মৃণ্ময়ভিত্তৌ স্যাৎ কথা প্রাবরণান্তরে। মেদিনী)

৩ উশীনর রাজ্যের নগরবিশেষ।

কন্থাধারী [ন্] (ত্রি) কন্থা ধৃ ণিনি। ভিক্ষুক।

কন্থারী (স্ত্রী) কম্-অয়ন-থুক্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ,) ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ। [কন্থরী দেখ।]

কন্দ (পুং ক্লী) কন্দয়তি ভিক্ষোর্বা বৈক্লব্যং জনয়তি, কদি-ণিচ্-অচ্। ১ ওল। [ওল দেখ।] ২ অলু মূলো মূলমাত্র। ৩ গাঁজর। ৪ (পুং) কং জলং দদাতি, ক দা ক। মেঘ। ৫ যোনিরোগবিশেষ। প্যাদরোগ (Prolapsus Uteri) ইহার নিদান ও লক্ষণ—দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত ক্রোধ, ব্যায়াম, অতিমৈথুন ও নখদন্তাদি দ্বারা ক্ষত হওয়া প্রভৃতি কারণে বায়ু পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া যোনিদেশে পূযরক্তবর্ণ মান্দার ফলের ন্যায় যে রোগোৎপাদন করে, তাহার নাম কন্দ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভেদে এই রোগ চারি প্রকার। বাতিককন্দ রুক্ষ ও স্ফুটিত অর্থাৎ ফাটা ফাটা। পৈত্তিক কন্দ অধিক রক্তবর্ণ এবং ইহাতে দাহ ও জ্বর হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক কন্দ তিলপুষ্পতুল্য ও কণ্ডুযুক্ত। সান্নিপাতিক ব্যতীত অন্য তিন প্রকার কন্দ চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া থাকে। চিকিৎসা—গেরিমাটী, আমের বীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কট্‌ফল এই সকল চূর্ণ মধুর সহিত যোনিতে পূরণ করিলে এবং ত্রিফলার কাথের সহিত এই সকল চূর্ণ ও মধু মিলিত করিয়া প্রক্ষালন করিলে কন্দরোগ নিবারিত হয়। ইন্দুরের মাংস ও তৈল একত্র রৌদ্র পক করিয়া ঐ তৈল যোনিতে মর্দন করিলে এবং ইন্দুরের মাংস ও সৈন্ধব দ্বারা যোনিতে স্বেদ প্রদান করিলে যোন্যর্শ, অর্থাৎ কন্দ আরোগ্য হয়। (চক্রপাণি।) ৬ (দেশজ) মিছরির কুঁদো।

কন্দক (পুং) কন্দ স্বার্থে কন্। ১ কন্দ। ২ বিতান, চাঁদোয়া।

কন্দগুড়ূচী (স্ত্রী) কন্দোদ্ভবা গুড়ূচী, মধ্যপদ। গুড়ূচী-বিশেষ ; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কন্দোদ্ভবা, কন্দামৃতা, বহু ছিন্না, বহুগ্রহা, পিণ্ডালু ও কন্দরোহিণী।

কন্দজ (ত্রি) কন্দাৎ জায়তে, কন্দ-জন্-ড। কন্দোৎপন্ন, মূল হইতে উৎপন্ন।

কন্দট (ক্লী) কদি-অটন্। শ্বেতোৎপল, সাদা সুঁদি ফুল। (কন্দটং শুক্লোৎপলে স্যাৎ। শব্দার্থ)

কন্দফলা (স্ত্রী) কন্দাৎ কন্দমারভ্য ফলং যস্যাঃ বহুব্রী। ছোট কর্কা, উচ্ছে।

কন্দবহুলা (স্ত্রী) কন্দারাড্যা কন্দেন, কন্দেষু বা বহুলা, ৫মী, ৩য়া, বা ৭মী তৎপুরুষ। ত্রিপর্ণিকা বৃক্ষ।

[ত্রিপর্ণিকা দেখ।]

কন্দমূল (ক্লী) কন্দ এব মূলমস্য, বহুব্রী। মূলক, মূলো।

[মূলা দেখ।]

কন্দর (পুং) কং গজশিরঃ দীর্য্যতেঽনেন, কং-দৄ-করণে অপ্। ১ অঙ্কুশ। ২ (কেন জলেন দীর্য্যতে অসৌ, কর্ম্মণি অপ্।) গুহা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—দরী, কন্দরা, কন্দরী, দর ও গুহা।

"অপর ভূধর করিল কত।
চমর মন্দর কন্দরযুত।" (শিবায়ন)

৩ (ক্লী) আর্দ্রক, আদা। ৪ অঙ্কুর। ৫ ওল। ৬ গাঁজর। ৭ দুইটী পর্ব্বতের মধ্যস্থিত পথ।

কন্দরবান্ [ৎ] (পুং) কন্দরোঽস্ত্যস্য, কন্দর-মতুপ্-মস্য-বঃ। পর্ব্বত।

কন্দরা (স্ত্রী) কন্দর-টাপ্। গুহা।

কন্দরাকর (পুং) কন্দরস্য আকরঃ, ৬তৎ। পর্ব্বত।

(অথগিরৌ পুংসি স্যাৎ কন্দরাকরঃ। শব্দার্থ)

কন্দরাল (পুং) কন্দরায় অঙ্কুরায় অলতি, কন্দর-অল-অচ্। ১ গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ। ২ পাকুড়গাছ। ৩ আখোট গাছ।

কন্দরালক (পুং) কন্দরাল-স্বার্থে-কন্। প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ।

কন্দরী (স্ত্রী) কন্দর-ঙীষ্। গুহা।

কন্দরোদ্ভবা (স্ত্রী) কন্দরে উদ্ভবতি, কন্দর-উৎ-ভূ-অচ্-টাপ্। ১ ছোট পাষাণভেদী বৃক্ষ। ২ (ত্রি) কন্দরোৎপন্ন বৃক্ষাদি। ৩ গুড়ূচীবিশেষ।

কন্দরোহিণী (স্ত্রী) কন্দাৎ রোহতি, কন্দ-রুহ-ণিনি। গুড়ূচীবিশেষ।

কন্দর্প (পুং) কং কুৎসিতো দর্পো যস্মাৎ, বহুব্রী। ১ কামদেব। কথিত আছে,—জন্মমাত্রেই 'কাহাকে মত্ততার দ্বারা দর্পযুক্ত করিব' এই কথা বলায় ব্রহ্মা কন্দর্প নাম প্রদান করেন।

("কং দর্পয়ামীতি মদাজ্জাতমাত্রো জগাদ চ।
তেন কন্দর্পনামানং তং চকার চতুর্ম্মুখঃ॥" কথাস°।)

২ সঙ্গীতের ধ্রুববিশেষঃ।

("ত্রয়োবিংশতি বর্ণাঢ্যো ধ্রুবঃ কন্দর্পসংজ্ঞকঃ।
বীরে বা রসে বা স্যাৎ খণ্ডতালে বিধীয়তে॥" সঙ্গীত দা।)

কন্দর্পকূপ (পুং) কন্দর্পস্য কূপ ইব, উপমি°। যোনি। (কন্দর্পকূপকো ভগে। (শব্দাব্ধি।)

কন্দর্পকেতু (পুং) রাজবিশেষ।

কন্দর্পকেলি (পুং) কন্দর্পেণ কেলিঃ, ৩তৎ। ১ কামবশতঃ কেলিবিশেষ, মৈথুনাদি। ২ (কন্দর্পকেলি মধিকৃত্য কৃতো, গ্রন্থঃ, অণ্, তস্য লুক্) প্রহসনবিশেষ।

কন্দর্পবীজ (পুং) কন্দর্পং জীবয়তি বর্দ্ধয়তি, কন্দর্প-জীব-ণিচ্-অচ্। ১ কামবৃদ্ধিকারক দ্রব্য। ২ কাঁঠাল।

কন্দর্পজ্বর (পুং) কন্দর্পবিকারেজো জ্বরঃ মধ্যলো°। কামবিকার জন্য জ্বর। [কামজ্বর দেখ।]

কন্দর্পদহন (পুং) কন্দর্পস্য দহনং দর্পিতং যস্য। মহাদেব। শিবপুরাণে লিখিত আছে—"দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করায় পর মহাদেব যোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন; এদিকে সতীও হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবের পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাড়কাসুরের অত্যাচারে দেবগণ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। একমাত্র শিবতেজোজাত কার্ত্তিকেয় ব্যতীত তাহার দমন হইবার উপায় না থাকায়, দেবগণ মহাদেবের যোগভঙ্গ জন্য রতি ও বসন্ত সহ কন্দর্পকে প্রেরণ করেন। কন্দর্প দেবাজ্ঞা অনুসারে মহাদেবের শরীরে ফুলবাণ নিক্ষেপ করিবামাত্র, তাঁহার ললাট হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইয়া কন্দর্পকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।"

কন্দর্পনারায়ণ। চন্দ্রদ্বীপের একজন প্রবল বাঙ্গালী রাজা। বারভুঁয়ার মধ্যে একজন। ইঁহার পিতামহ পরমানন্দ বসু রায় দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থসমাজের সমাজপতি ছিলেন, তিনি আপনাকে কান্যকুব্জ সমাগত কায়স্থপ্রবর দশরথ বসুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। আইন-ই-অকবরীতেও তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ১৫৮৬ খৃঃ কন্দর্পনারায়ণ বাকলা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেন, তিনি একজন মহাবীর ছিলেন, বিশেষতঃ কামান ছুঁড়িতে ভাল বাসিতেন, তাঁহার গুণের পরিচয় তৎকালীন পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরাও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। (Hacklyt's Voyages, Vol. II p. 257.)

কন্দর্পনারায়ণের পিত্তল-নির্ম্মিত কামান এখনও চন্দ্রদ্বীপে আছে, সেই কামানের উপর তাঁহার এবং সেই কামান-নির্ম্মিতার নাম খোদিত রহিয়াছে। সেই পিত্তলের কামান দৈর্ঘ্যে ৭½ ফুট, চুঙ্গির গোড়ায় বেড় ১⅛ ফুট, গোলা বাহির হইবার মুখ ১৯½ ইঞ্চ। (Jour. As. Soc. Bengal Vol. XLII. p. 207.)

কন্দর্পমথন (পুং) কন্দর্পং মথ্নাতি, কন্দর্প-মথ-ল্যু। মহাদেব।

কন্দর্পমুষল (পুং) কন্দর্পস্য মুষল ইব, উপমি°। উপস্থ, লিঙ্গ। (কন্দর্পমুষলো লিঙ্গে। শব্দাব্ধি।)

কন্দর্পরস। বৈদ্যোক্ত ঔষধবিশেষ। পারদ, গন্ধক, প্রবাল, গিরিমাটী, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, শঙ্খ ও মুক্তা, প্রত্যেক সমভাগ, বটের ঝুরির কাথ দ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ত্রিফলা, কাবাবচিনি বা বাবলাছালের কাথের সঙ্গে সেবন করিলে ইহাতে ঔপসর্গিক মেহরোগ সত্বর নাশ হয়।

কন্দর্পশৃঙ্খল (পুং) কন্দর্পায় শৃঙ্খলঃ। রতিবন্ধবিশেষ।
"নারীপদদ্বয়ং ন্যস্য কান্তস্তোরুদ্বয়ং পরি।
কটিদেশে দোলয়েদ্যত্তবন্ধঃ কন্দর্পশৃঙ্খলঃ॥" (রতিমঞ্জরী।)

কন্দর্পরসসার তৈল (ক্লী) কুষ্ঠাধিকারের বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। কটুতৈল /৪ সের। কাথার্থ ছাতিমছাল, কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীষছাল, তিত্‌পলতা, জয়ন্তীপত্র, তিতলাউ, গোরক্ষচাকুলে, হরিদ্রা, প্রত্যেক ১০ দশ পল, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমূত্র ১৬ সের, সোঁদালের পত্র, ভৃঙ্গরাজপত্র, জয়ন্তীপত্র, ধুতুরাপত্র, হরিদ্রা, সিদ্ধিপত্র, চিতা, খেজুরপত্র, গোময় ও আকন্দপত্র, সিজপত্র প্রত্যেক রস /৪ সের।

কল্কার্থ মাকাল, বচ, ব্রাহ্মী, তিতলাউ, চিতামূল, ঘৃতকুমারী, কুচলা, পলতা, হরিদ্রা, মুথা, পিপুলমূল, সোঁদালের আটা, আকন্দ আটা, কালকাসুন্দমূল, শ্রীশেষমূল, আচমূল, মঞ্জিষ্ঠা (অভাবে ঘোড়ানিম), তিত্‌পলতা, রাখালশসার মূল, বিছুটীপত্র, করঞ্জমূল, হাপরমালি, মুগরামূল, ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ঘোড়ানিমছাল, গুলঞ্চ, হাকুচবীজ, সোমরাজবীজ, চাকুন্দাবীজ, ধনিয়া, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, বন ওল, কটকী, শটী, দারুহরিদ্রা, ডেউড়িমূল, পদ্মকাঠ, গাঠিওলা, অগুরু, কুড়, কর্পূর, কট্‌ফল, জটমাংসী, মুরামাংসী, এলাইচ, বাকসছাল, বেণারমূল প্রত্যেক দুই তোলা। ইহাতে কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ চর্ম্মরোগ ভাল হয়।

কন্দর্পসিদ্ধান্ত। পঞ্চব্যাকরণের টীকাকার।

কন্দল (ত্রি) কদি-অলচ্। ১ কলধ্বনি। ২ উপরাগ। ৩ গণ্ডদেশ। ৪ কপাল। ৫ নবাঙ্কুর। ৬ অপবাদ। ৭ কদলীবিশেষ, ভূমিকদলী। (পুং) ৮ স্বর্ণ। ৯ বাগ্‌যুদ্ধ, ঝগড়া। ১০ সমূহ।

কন্দলতা (স্ত্রী) কন্দ প্রধানা লতা, মধ্যলো°। মালাকন্দ।

কন্দলিত (ত্রি) কন্দলো হস্য সংজাতঃ, কন্দল-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) কন্দলযুক্ত।

কন্দলী [ন্] (ত্রি) কন্দলো হস্যাস্ত, কন্দল-ইনি। কন্দলযুক্ত।

কন্দলী (স্ত্রী) কন্দল ঙীষ্। ১ মৃগবিশেষ। ২ পক্ষিবিশেষ। ৩ গুল্মবিশেষ। ("আবির্ভূতপ্রথমমুকুলা কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।" মেঘদূত।)
৪ কদলী। ৫ পতাকা। ৬ পদ্মবীজ। ৭ ঔর্ব্বমুনির কন্যাবিশেষ, ইনি দুর্ব্বাসার শাপে ভস্মীভূত হইয়া কদলী বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কন্দলীকুসুম (ক্লী) কন্দল্যা ইব কুসুমং যস্য। ১ শিলীন্ধ্র। ২ ভূমিকদলীর ফুল।

কন্দবর্দ্ধন (পুং) কন্দেন বর্দ্ধতে, কন্দ বৃধ-ল্যু। শূরণ, ওল। [ওল দেখ।]

কন্দবল্লী (স্ত্রী) কন্দাকারা বল্লী, মধ্যলো°। বন্ধ্যাকর্কোটকী।

কন্দশাক (ক্লী) কন্দপ্রধানং শাকং। আলু, ওল, মূলো, গাজর, মান, কচু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কদলীকন্দ, হস্তিকর্ণা, কেমুক, কেসুর, শালুক প্রভৃতি কন্দ আয়ুর্ব্বেদে কন্দশাক বলিয়া কথিত। [প্রত্যেক শব্দে প্রত্যেকের গুণাদি দেখ।]
("সার্ব্বেষাং কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।" ভাব° প্র।)

কন্দশূরণ (পুং) কন্দ এব শূরণঃ। ওল। [ওল দেখ।]

কন্দসংজ্ঞ (পুং) কন্দঃ সংজ্ঞা যস্য। যোনিরোগবিশেষ।
(কন্দসংজ্ঞস্তু যোন্যংসি মতং বুধৈঃ। শব্দার্থ।) [কন্দ দেখ।]

কন্দসার (ক্লী) কন্দানাং সারো যত্র, বহুব্রী। ১ চন্দনবন। ২ (কন্দঃ সারো যস্য) ওল প্রভৃতি কন্দসমূহ।

কন্দাঢ্য (পুং) কন্দেন আঢ্যঃ। ভূমি-কুষ্মাণ্ড।

কন্দামৃতা (স্ত্রী) কন্দপ্রধানা অমৃতা, মধ্যলো°। গুড়ূচী-বিশেষ।

কন্দালু (পুং) কন্দময় আলুঃ মধ্যলো°। ১ কাসালু। ২ ভূমিকুষ্মাণ্ড। ৩ ত্রিপর্ণিকা।

কন্দারা। কর্ণাটব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ। [কর্ণাটব্রাহ্মণ দেখ।]

কন্দিরী (স্ত্রী) কন্দ ইরচ্ ঙীষ্। লজ্জালু বৃক্ষ। [লজ্জালু দেখ।]

কন্দী [ন] (পুং) কন্দো হস্ত্যস্য, কন্দ ইনি। শূরণ, ওল।

কন্দী (স্ত্রী) কন্দোঽস্ত্যস্তি, কন্দ অচ্। মাংসকন্দী।

কন্দু (পুং, স্ত্রী) স্কন্দ-উ-সলোপশ্চ (স্কন্দেঃ সলোপশ্চ। উণ্ ১। ১৫।) ১ স্বেদনপাত্র, তাওয়া। ইহার অপর সংস্কৃত নাম স্বেদনী। ২ লৌহ নির্ম্মিত পাকপাত্র। ৩ ভর্জ্জনপাত্র, ভাজনাখোলা প্রভৃতি।

কন্দুক (পুং) কং সুখং দদাতি, দা-ডু সংজ্ঞায়াং কন্। ১ গেণ্ডুক, খেলিবার গোলা। ২ ভাঁটা। ৩ ত্রয়োদশাক্ষর সংযুক্ত ছন্দোবিশেষ।

কন্দুকপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষের নাম।

কন্দুকেশ (পুং) রাজবিশেষ।

কন্দুকেশ্বর (পুং) কাশীধামের শিবলিঙ্গবিশেষ। কাশীখণ্ডে ইহার উৎপত্তি কথা এইরূপ লিখিত আছে,—কোন সময়ে পার্ব্বতী কৌতুকবশে কন্দুকক্রীড়া করিতেছিলেন, ক্রীড়া শ্রমে তাঁহার কেশপাশ শিথিল ও নয়নদ্বয় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। অন্তরীক্ষ হইতে দৈত্যদ্বয় তাঁহার এইরূপ ভাবাদি দেখিয়া তাঁহাকে হরণ করিবার জন্য শাম্বরীমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তরীক্ষ হইতে অবতরণ করিল। দেবগণ দৈত্যদ্বয়ের বিনাশ সাধন জন্য ভগবতীকে ইঙ্গিত করিলেন। ভগবতীও ইঙ্গিতমাত্র হস্তস্থিত কন্দুক নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। পরে ঐ কন্দুক ভূমিতে পতিত হইয়া লিঙ্গরূপে পরিণত হইল। (কাশীখণ্ড।)

কন্দুপক্ব (ক্লী) কন্দৌ পক্বম্। কড়া, তাওয়া প্রভৃতি পাত্রে ঘৃত ও তৈলের দ্বারা অথবা বালুকা দ্বারা যে সকল দ্রব্য পাক করা হয়, ভাজা দ্রব্য।
("কন্দুপক্বানি তৈলেন পায়সং দধি শক্তবং।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি॥" কূর্ম্মপুরাণ।)

কন্দুশালা (স্ত্রী) কন্দুপাকার্থং শালা, মধ্যলো°। যে গৃহে দ্রব্যাদি ভাজা হয়।
("গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ॥" স্মৃতি।)

কন্দূক (পুং) কন্দুক। [কন্দুক দেখ।]

কন্দুবোদয। একজন প্রসিদ্ধ চোল রাজ, ইহার বংশে রুদ্রদেব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

কন্দোট (পুং) কদি ওটন। ১ শ্বেতোৎপল। (পুং, ক্লী) ২ নীলোৎপল। (কন্দোটস্তু শুক্লনীলোৎপলয়োঃ শব্দার্থ।)

কন্দোত্থ (পুং) কন্দে মূলে উত্থঃ, কন্দ বেক্ষ্ ক। কুমুদ, হেলাফুল।

কন্দোদ্ভবা (স্ত্রী) কন্দাদুদ্ভবোঽস্যাঃ, বহুব্রী। গুড়ূচীবিশেষ।

কন্দ্রী (দেশজ, কন্দশব্দজ) বৃক্ষবিশেষ, জঙ্গলি পিয়াজ। (Scilla Indica)

কন্ধ (পুং) কং জলং দধাতি ধারয়তি কং ধা-ক। ১ মেঘ। ২ মুস্তাবিশেষ।

কন্ধজাতি। উড়িষ্যাবাসী অসভ্য জাতিবিশেষ। ইংরাজ-গ্রন্থকারেরা ইহাদিগকে নানাবিধ আখ্যা দিয়াছেন, কেহ খন্দ, কেহ খোন্দ, কেহ খণ্ড, কেহ খোণ্ড, কেহবা কন্ধ নামে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের শ্রেণীপরিচায়ক নাম কি, তাহা নিশ্চয় করা একটু বিচার সাপেক্ষ।

উড়িয়ারা ইহাদিগকে "কন্ধ" বলে; "কন্ধ" শব্দের অর্থ পাহাড়িয়া। অনেকে মনে করেন, তামিল ভাষায় "কন্দস্" শব্দে পর্ব্বতাংশ বুঝায়, সুতরাং সেই "কন্দস্" শব্দ হইতে "কন্ধ" শব্দের উৎপত্তি। আবার কেহ বা বলেন, তামিল ভাষায় "কন্ধ" শব্দের অর্থ তীর, এই জাতি মৃগয়াদিতে তীর-ধনুক ব্যবহার করে বলিয়া অনেকে ইহাদিগকে "কন্ত্র" হইতে "কন্ধ" আখ্যা দেন। কেহ বলেন যে, দশপল্লা, বোদ ও গুমসর প্রদেশের মধ্যে একটি স্থানকে কিল্লারামপুরের কন্ধেরা "কন্দ্র" বলে। এই কন্দ্রনামক স্থানের নাম হইতেই ইহাদের "কন্ধ" নাম হইয়াছে।

কিল্লারামপুরের প্রাচীন নামও "কন্দ্রদণ্ডপৎ"। যিনি যাহাই বলুন, কন্ধেরা নিজে আপনাদিগকে কন্ধ বলিয়া পরিচয় দেয় না। ইহারা বলে, আমরা "ক্লী" জাতি। স্বজাতির মধ্যে একজনকে জাতি ধরিয়া পরিচয় দিতে গেলে, ইহারা "কিঙ্গা" বা কুইঙ্গা বলে। ড্যালটন বা হাণ্টারের পথানুসরণ করিয়া ইহাদিগকে "কন্ধ" বলা উচিত হয় না, কারণ প্রাচীন শাস্ত্রাদির প্রমাণ দেখিয়া স্থির করা যায় যে, বাস্তবিকই ইহাদের নাম কন্ধ। পুরাণাদিতে কেশকন্ধর * নামে একটি অসভ্যজাতির [illegible] যায়, বোধ হয় প্রাচীন উড়িয়ারা এই কেশকন্ধর শব্দ হইতেই "কন্ধ" শব্দটি মাত্র রাখিয়াছে। পুরাণাদির প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"ব্রহ্মোত্তরা প্রাবিজয়া মল্লককেশকন্ধরাঃ।"

উড়িষ্যার পার্ব্বত্যপ্রদেশ ইহাদের প্রধান বাসস্থান। এতদ্ভিন্ন উড়িষ্যার দক্ষিণাংশে মহানদীর উভয়তীরে প্রায় ৩৪০০ বর্গমাইল ভূমিতে ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে চিল্কা হ্রদ ও পশ্চিমে বেরার প্রদেশ পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে সম্বলপুরের পন্দোরা বা কালহণ্ডি প্রদেশে, এবং বাস্তার জেলায়ও ইহাদের বসবাস আছে।

ইহাদের দেশের মধ্যে যে, কেবল কন্ধজাতীয় লোকেরাই বাস করে তাহা নহে, শবর, কোল, ডোম, বা ডোম্না, পান বা পানওয়া ও অন্যান্য অসভ্য জাতিও আছে। ইহারা কন্ধের চক্ষে নিতান্ত ঘৃণ্য এবং তাহাদের অপেক্ষা নীচশ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য। এই সকল জাতির সহিত কন্ধেরা বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখে না, ইহারা অতি সামান্য হস্ত-শিল্পের উপর জীবনধারণ করে ও নিজে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে কন্ধের নিকট শস্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকে।

কন্ধেরা আজকাল হিন্দুজাতির নিম্নশ্রেণীতে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা কোথায় ছিল, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে, তাহাদের মধ্যে একদল বলে যে, তাহারা পূর্ব্বে মধ্য-ভারতে বাস করিত, ক্রমশঃ তাড়িত হইয়া পূর্ব্বদিকে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সরিয়া আসিয়াছে; আর একদল বলে যে, তাহারা পূর্ব্বে উড়িষ্যার দক্ষিণাংশেই বাস করিত, ক্রমশঃ তাড়িত হইয়া পশ্চিমে বেরার প্রদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই দুইটি মন্তব্য হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, যখন উড়িষ্যায় ও মধ্যভারতে আর্য্যজাতির প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়, তখন এই জাতি তাড়িত হইয়া মধ্যপ্রদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। যাহা হউক প্রায় ৪ পুরুষ অতীত হইল বোদপ্রদেশকেই তাহারা আপনাদের প্রধান বাসস্থান বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছে। বোদপ্রদেশ এক্ষণে একজন হিন্দু রাজার অধীন, এই রাজ্য মহানদীর উভয়তীরে প্রায় ৩৫ মাইল বিস্তৃত। এখানকার রাজা মহানদীতে কুৎ আদায় করিয়া থাকেন। এই প্রদেশের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে কন্ধেরা বাস করে। তাহাদের গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত-শিখরে বা ঘন বনে পরস্পর পৃথক্। গ্রামগুলি পৃথক্ বলিয়া প্রত্যেকের শাসনকার্য্য বেশ শৃঙ্খলামত হইয়া থাকে। অন্যান্য অসভ্যজাতির ন্যায় তাহারাও দুই চারিখানি গ্রাম লইয়া এক একটি বিভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার একজন নায়ক ঠিক করিয়া থাকে। তাহারা বলে, এইরূপ নিয়মে তাহারা এককালে সমস্ত বোদরাজ্য শাসন করিত।

৬০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা কন্ধজাতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই, কেবল মাত্র জানা ছিল যে সমুদ্রোপকূলের বোদ ও গুমসর নামক হিন্দুরাজ্য দুইটীর পশ্চিমে এই অসভ্য জাতির বাস। গোদাবরী ও মহানদী এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রায় ৩০০ মাইল দীর্ঘ ও ৫০ হইতে ১০০ মাইল প্রস্থ ভূভাগে শবর ও কন্ধেরা বাস করিয়া থাকে, এ দেশ বন ও পর্ব্বতময় বলিয়া দুর্গম। বিদেশীয় পক্ষে এ দেশ কেবল মাস কয়েকের জন্য বাসোপযোগী। ১৮৩৫ সালে গুমসর রাজ বাকি-রাজস্বের দায়ে বিদ্রোহী হইয়া পরাজিত হইলে এই কন্ধজাতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনায় ইংরাজেরা কন্ধদিগের সহিত পরিচিত হন এবং লোকজন রাখিয়া ইহাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মকর্ম্ম ও দেশাদির বিষয় অবগত হন।

কন্ধজাতির আবাসভূমির মধ্যস্থ মালভূমিতে যে সকল কন্ধেরা বাস করে, তাহারা অধিক দিন একস্থলে থাকে না, ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশের নানাস্থানে বেড়াইয়া থাকে। ইহারা গবর্ণমেণ্টকে কিছু মাত্র কর দেয় না বা তাঁহাদের কোন কর্ম্মচারীর সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখে না। অনেকস্থলে কিন্তু

* সোসাইটির হস্তলিখিত বামনপুরাণ ১৩ অঃ।

ইহাদের মধ্যে অর্দ্ধ-কর্ত্তা-প্রধান শাসনপ্রণালী ও অর্দ্ধ-সামন্ত-প্রধান শাসনপ্রণালী-মিশ্রিত একপ্রকার শাসনপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর কন্ধেরা আপনাদের জাতীয় ভাবের প্রতি একান্ত অনুরাগী।

হিন্দুরাজগণকর্ত্তৃক দূরীভূত হইয়া কন্ধেরা ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, তাহারা হিন্দুরাজের অধীনে অতি নীচশ্রেণীর লোক হইয়া বাস করিতেছে। তাহাদের নিজের জমী নাই, অপরের নিকট রোজ হিসাবে মজুরী করিয়া, বনজঙ্গল কাটিয়া, বা কাঠ কাটিয়া জীবন ধারণ করে। আর এক শ্রেণীর কন্ধ হিন্দুদের নিকট যুদ্ধকালে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিবে বলিয়া জায়গীর ভোগ করে। তাহারাই উড়িষ্যার মুসলমান আক্রমণের সময় স্ব স্ব রাজার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিত। আর একদল কন্ধ পরাজিত হইয়াও স্বাধীনভাবে মিত্র সামন্তের মত বাস করে। তাহারাও যুদ্ধকালে স্ব স্ব মিত্র রাজাকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু তজ্জন্য কোনরূপ জায়গীর বা বেতন গ্রহণ করে না। ১ম শ্রেণীর কন্ধেরা ভেটিয়া কন্ধ নামে খ্যাত; তাহারা পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের নিম্নে বনভূমিতে বাস করে। ২য় শ্রেণীর কন্ধেরা "বেনিয়া" কন্ধ নামে খ্যাত, তাহারা পর্ব্বতের উপরে থাকে, আর ৩য় শ্রেণীর কন্ধের কোন স্বতন্ত্র নাম নাই। এতদ্ভিন্ন তাহাদের বাসস্থান ভেদে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যাহারা পর্ব্বতের উপরে বাস করে, তাহারা "মালিয়া কোইন্দা" নামে খ্যাত, যাহারা সমতল ভূমিতে থাকে, তাহারা "সাসি কোইন্দা" নামে অভিহিত এবং যাহারা মহানদী নদীর দক্ষিণে বাস করে, তাহারা শুদ্ধ "কোইন্দা" নামে খ্যাত। তৈলঙ্গীরা কন্ধজাতিকে "কতুলু" বা কতুওলুল বলে—ইহার অর্থ পাহাড়িয়া লোক।

কন্ধের শাসনপ্রণালী।—কন্ধেরা এক্ষণে ইংরাজের অধীন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদের শাসনাধীন নহে। যথার্থতঃ শাসন-প্রণালী কন্ধেরা আপনাদের হস্তে রাখিয়াছে। তাহাদের মধ্যে শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য বেশ একটি শৃঙ্খলা আছে। তাহাদের মধ্যে বংশগত জাতিবিভাগ আছে। প্রত্যেক বংশের মধ্যে আবার শাখাভেদ আছে। প্রত্যেক শাখায় আবার এক একটি গৃহস্থ ধরিয়া এক একটি ভাগ কল্পিত হয়। কতকগুলি গৃহস্থ লইয়া একটি গ্রাম হয়। প্রত্যেক গ্রামে প্রায় এক বংশের লোকই থাকে। এই বংশের প্রত্যেক শাখায় আবার একজন অধ্যক্ষ আছে, এই অধ্যক্ষগণের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ-বংশসম্ভূত সেই ব্যক্তিই গ্রামের "মণ্ডল" বলিয়া গণিত হয়। এই মণ্ডলকে বোদরাজ্যে "খোঁড়", চিন্নাকেমেডি প্রদেশে "মাঝী" ও গুমসর রাজ্যে "মুলিকো" বলে। কতকগুলি গ্রাম ধরিয়া আবার এক একজন 'নায়ক' থাকে। এইরূপ কতক-গুলি নায়কের উপর এক একজন সর্দ্দার থাকে ও কয়েকজন সর্দ্দারের উপর একজন রাজার ন্যায় লোক থাকে, ইহাকে "বিশাই" বলে।

তাহাদের সমাজবন্ধন।—প্রত্যেক গৃহস্থের মধ্যে যিনি প্রাচীন বা জ্যেষ্ঠ তিনিই কর্ত্তা। পুত্রপৌত্রাদি সকলেই তাঁহার অনুগত। সকলেই একান্নবর্ত্তি থাকে, পিতামহী বা মাতা সকলের জন্য অন্নপাক করে। এই সকল পুত্র-পৌত্রাদি পিতা বা পিতামহের জীবদ্দশায় যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহাতে পিতা বা পিতামহেরই অধিকার জন্মে। কতকগুলি এইরূপ একবংশোদ্ভূত গৃহস্থ লইয়া এক একটি শাখা হয়। এই গৃহস্থগণের কর্ত্তাদের মধ্য হইতে একজন এক একটী শাখার অধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচিত হন। এইরূপ কতকগুলি অধ্যক্ষের মধ্য হইতেই এক একজন মণ্ডল নির্ব্বাচিত হন ও কতকগুলি মণ্ডলের মধ্যে এক একজন নায়ক নিযুক্ত হন, কতকগুলি নায়কের উপর একজন সর্দ্দার নির্ব্বাচিত হন, আর এইরূপ কয়েকজন সর্দ্দারের উপরেই বিশাই নির্ব্বাচিত হন। এই সকল পদগুলি বংশানু-ক্রমিক ধারাবাহিকরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকে বটে, কিন্তু যদি কেহ তত্তৎ পদের উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাদ দেওয়া হয়। বংশের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠপুত্র তিনিই সামান্যতঃ ঐ সকল পদের অধিকারী, কিন্তু যদি তাঁহার উপযুক্ত গুণ না থাকে, তবে তাঁহার খুল্ল বা ভ্রাতুষ্পুত্র সেই পদ পাইয়া থাকেন। এইরূপ নির্ব্বাচনের সময়ে সকলের মতামতই যে লইতে হয় তাহা নহে, কার্য্য-গতিকে সকলেই আপনা হইতে অকর্ম্মণ্য লোককে এইজন্য উপেক্ষা করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তির অনুগত হইয়া চলিতে থাকে।

তাহাদিগের সমাজবন্ধন এত সুন্দর ও দৃঢ় যে, অধিকাংশ সভ্যজাতিতে সে দৃঢ়তা দেখা যায় না। তাহাদের মধ্যে যেমন গুণের আদর আছে, সম্মান আছে, তেমন কিন্তু সভ্যতা-ভিমানী অনেকানেক জাতিতে নাই। কন্ধজাতির পূর্ব্বোক্ত প্রধান ব্যক্তিরাই তাঁহাদের স্ব স্ব অধীনস্থ লোকদিগের বংশের কর্ত্তা, মাজিষ্ট্রেট ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকেন। বংশের প্রথা ও নির্ব্বাচন প্রথার উদ্দেশ্য একত্র মিলিত হইয়া এই সকল প্রধান পদবীর লোকগুলিকে ধার্ম্মিক করিয়া তুলে। তাহারা এই সকল প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহার

জন্ত কেহ কোনরূপ বেতন বা কোনরূপ বিশেষ সুবিধা পান না, পাইবার মধ্যে কেবল বিচারকের, পুরোহিতের, শাসকের ও পিতৃজনোচিত সম্মানটুকু পাইয়া থাকেন। প্রত্যেক গৃহস্থের সংসারে যিনি কর্ত্তা তিনিই প্রধান, বাকি সকলে সমপদবীর লোক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। নায়ক বা সর্দ্দারগণেরও ঐরূপ। ইহাদের সম্মানসূচক আড়ম্বর কিছুই থাকে না, অন্যান্য লোকের ন্যায় ইহারাও সামান্যভাবে কালযাপন করে। ইহাদের নিজের স্বতন্ত্র বাসস্থান বা দুর্গ নাই, বন্দোবস্ত করা সৈন্য নাই, পৈতৃকজমী ব্যতীত স্বতন্ত্র বিষয়াদি নাই, আর সেইটুকুর চাষে নিজের এবং নিজ পুত্রপৌত্রাদির পরিশ্রমে যাহা উৎপন্ন হয়, তদ্ব্যতীত তার কোনরূপ আয়ও নাই। ইহাদের কেহ সাহায্য করে না বা কোনরূপ খাজানা দেয় না। কোন উৎসব বা ক্রিয়াকাণ্ডের সময়েই ইহারা পদোচিত সম্মানাদি লাভ করে, আর সেইটুকুতেই ইহারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকে। প্রতিগ্রামে "ডিগালু" নামে একজন লোক নির্ব্বাচিত হয়। সর্দ্দারগণের সমক্ষে ইহারাই স্ব স্ব গ্রামের বা জাতির অভাব বা অভিযোগ উপস্থিত করে। ইহারাই গ্রামের লোকের মুখ-পাত্র।

এক একটি সর্দ্দার এবং বিশাইরা, একান্ত আবশ্যক না পড়িলে, কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। কোন কার্য্যে ইহারা নিজের মনোমত কার্য্য করিতে পারে না। নিজ অধীনস্থ নায়কগণের ও মণ্ডলগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে হয়। এই সকল সর্দ্দার বা বিশাইকে নিজ অধীনস্থ জাতির সহিত অপরাপর জাতির সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, যুদ্ধাদিবিষয়েও কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিতে হয়, কোন হিন্দু রাজাকে সাহায্য করা সম্বন্ধেও মীমাংসা করিতে হয়, নিজ জাতির মধ্যে সকল বিষয়ের রীতি, নীতি ও আচারব্যবহারের শৃঙ্খলা-রক্ষার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়, কেহ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে, তাহার বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করিতে হয়, পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বাধিলে, তাহার মীমাংসা করিয়া দিতে হয়।

এই সকল বিচার বা মীমাংসাকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাহারা অধীনস্থ সমস্ত অধ্যক্ষ এবং নায়কগণকে একত্র করিয়া সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া থাকে। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া এই সকল পরামর্শদাতার সংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া থাকে। যিনি জাতির সর্দ্দার, তিনিই তাঁহার নিজ সংসারের সামান্য কর্ত্তৃত্ব, নিজ গ্রামের মণ্ডলের কার্য্য ও নিজ শাখার অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন।

গ্রামের মণ্ডলই হউন, শাখার অধ্যক্ষই হউন বা জাতির সর্দ্দারই হউন, সকলেই নিজ নিজ অধীনস্থ লোকের মধ্যে গৃহধর্ম্ম ও বাহ্যধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কন্ধগণের বিশ্বাস যে, যে সকল জাতির সহিত প্রকাশ্যরূপে কোনরূপ সন্ধি নির্দ্ধারিত নাই, তাহাদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ চলিতে পারে। এমন কি একজন বিশাই বা খোড়োর অধীনস্থ ভিন্ন জাতির মধ্যেও যদি সন্ধি না থাকে, তাহা হইলে, ভিন্ন সর্দ্দারেরা পরস্পরে যুদ্ধ করিতে পারে; সুতরাং দেখিতে গেলে, ইহাদের মধ্যে যদি পরস্পর প্রকাশ্য সন্ধি না থাকে, তবে সকলেই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া সমস্ত বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে পারে, কিন্তু সর্দ্দারগণের বা অধ্যক্ষগণের নিজ নিজ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা এরূপ হইতে পায় না।

শান্তিরক্ষার জন্য কন্ধদিগের যে সকল নিয়মবিধি আছে, তাহা অন্যান্য অসভ্য জাতির ন্যায় নহে। কেহ খুন হইলে অন্য জাতিতে যেমন হত-ব্যক্তির আত্মীয়েরা খুনের পরিবর্ত্তে খুন লইতে বাধ্য হয়, ইহাদের মধ্যে সে প্রথা ততটা দৃঢ় নয়। খুন হইলে, ইহারা অর্থ লইয়াও বিবাদ মিটাইয়া থাকে। সাংঘাতিক আঘাতাদি করিলে, ইহারা অপরাধীর বিষয় হইতে আহতকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ দিয়া থাকে এবং সে যতদিন আরোগ্যলাভ না করে, ততদিন অপরাধীর ব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে ব্যভিচার দোষে কোনরূপ ক্ষতিপূরণের প্রথা নাই। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে এবং স্বামী তাহা ধরিতে পারিলে তাহার উপপতিকে হত্যা করিতে বাধ্য। ব্যভিচারিণী স্ত্রী স্বামীগৃহে স্থান পায় না, অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহার পিতৃগৃহে প্রেরিত হয়। বিষয়াদিগত অপরাধে অপরাধীর নিকট হইতে হৃত বা নষ্টবস্তুর উদ্ধার করিয়া দিলেই সব গোল মিটিয়া যায়। অপহৃতবস্তু অপহারকের নিকট হইতে লইয়া অধিকারীকে দিলে, অপরাধীর উপর আর তাহার কোন দাবি থাকে না। ইহাতে চৌর্য্যের প্রশ্রয় হয় বটে, কিন্তু প্রথম অপরাধেই এরূপ উপেক্ষা দেখা গিয়া থাকে। দ্বিতীয়বার এইরূপ অপরাধ ঘটিলে, ইহারা আর তাহাকে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অত্যাচারী বা সামান্য চোর বলিয়া ধরে না, তাহাকে সমস্ত সমাজের প্রতি অত্যাচারী বলিয়া বিবেচনা করে এবং তাহাকে স্বজাতি হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে, কন্ধজাতির মধ্যে বিষয়াগত অপরাধ দুই প্রকার,—(১) কৃষিজাত সামগ্রী অপহরণ ও (২) অন্যায়পূর্ব্বক পরের ক্ষেত্র অধিকার। শস্যাপহরণ করিলে অপরাধীকে শস্য ফিরাইয়া দিতে হয়, আর

যে সকল স্থলে ফিরাইয়া দিবার উপায় না থাকে, সে সকল স্থলে অপরাধীর শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্তকে দেওয়া হয়। যতদিন তাহার ক্ষতিপূর্ণ না হয়, ততদিন সে সেই ক্ষেত্রের উৎপন্ন ফসল ভোগ করিতে থাকে। অপরাধীর ক্ষেত্র অধিকার করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত কন্ধেরা যে, তাহাদিগকে সপরিবারে অনাহারে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া দেয়, তাহা নয়। যাহাতে তাহার সপরিবারে অন্নকষ্ট উপস্থিত না হয়, এরূপ ভাবে বার্ষিক ফসল ভাগ করিয়া লয়। কোন কোন স্থলে অন্যায় রূপে ক্ষেত্র অধিকার করিয়া রাখিলে, তাহার কোনরূপ শাস্তি হয় না, কেবল তাহার নিকট হইতে ক্ষেত্র কাড়িয়া লইয়া যথার্থ অধিকারীকে দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকারের প্রাচীনত্ব দেখিয়া জমীর স্বত্ব নির্ণয় হইয়া থাকে। খাজানা দিয়া পরের জমী ভোগ করিবার প্রথা ইহাদের মধ্যে নাই। প্রত্যেক গৃহস্থেরই নিজের জমী আছে, সে জমীর জন্য কেহ স্বতন্ত্র জমীদার নাই। যে জাতি যে জমী অধিক দিন চাষ করিতেছে, সে জমীতে তাহাদের স্বত্ব স্থির থাকে। এই জমীতে সেই এক জাতিভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে যতটা জমী লইয়া যত অধিক দিন চাষ করিয়া থাকে, সে ততটার অধিকারী বলিয়া নির্ণীত হয়।

ইহাদের কৃষি প্রণালী অনেকটা ভ্রমণশীল অসভ্যজাতির ন্যায়। ইহারা যখন দেখে যে, কোন স্থানের জমীতে আর বড় উর্ব্বরাশক্তি নাই, তখন সেই জমী পরিত্যাগ করে এবং প্রতি চৌদ্দ বৎসরে তাহারা স্ব স্ব গ্রাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এইরূপে কন্ধপ্রদেশে পতিত জমীর পরিমাণ বড়ই বাড়িয়া যায়। কোন স্থানে যদি লোক-সংখ্যা বাড়িয়া উঠে, তাহা হইলে তাহারা পার্শ্ববর্ত্তি পতিত জমী আপনাদিগের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া ভোগদখল করিতে থাকে। জমী বা গ্রাম একবার পরিত্যাগ করিলে, আর তাহাতে পূর্ব্বাধিকারীর স্বত্ব থাকে না, যাহারা নূতন অধিকার করে, তাহাদেরই মধ্যে আবার অধিকারের প্রাচীনত্ব ধরিয়া স্বত্ব নিরূপিত হয়। এক জাতির অধিকৃত প্রদেশের মধ্যে যে সকল পতিত জমী থাকে, তাহাতে অপর জাতি আসিয়া অধিকার করিতে পায় না; যে জাতির অধিকৃত প্রদেশে জমী আছে, তাহাদেরই মধ্যে প্রয়োজনানুসারে ঐ সকল পতিত জমী বিভক্ত হইয়া থাকে। জমীর স্বত্ব যেমন সহজেই উৎপন্ন হয়, তেমনই বিক্রয়প্রথাও আবার অতি সরল। যে জমী বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করে, সে হয় অধ্যক্ষকে, না হয় স্বজাতির সর্দ্দারকে নিজ অভিপ্রায় জানায়। এইরূপ জানাইবার উদ্দেশ্য—তাঁহার অনুমতি গ্রহণার্থ নহে; সে স্বীয় জমী বিক্রয় করিতেছে, ইহাই সাধারণে প্রচার করা আবশ্যক বলিয়া জানাইয়া থাকে। এইরূপ জানাইয়া সে খরিদ্দারকে লইয়া, যে জমী বিক্রয় করিবে, সেই জমীতে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সেইখানে গ্রামের ৫।৬ জন গৃহস্থ কৃষককে ডাকিয়া ক্ষেত্র হইতে এক মুঠা মাটী উঠাইয়া খরিদ্দারের হস্তে প্রদান করে, খরিদ্দারও এই সময় মূল্য প্রদান করিয়া থাকে। মূল্য লইয়া বিক্রয়কর্ত্তা গ্রাম্য-দেবতাকে সাক্ষী মানিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলে যে, "এই জমীতে চিরকালের মত আমি স্বত্বচ্যুত হইলাম।"

জমী লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ গ্রামের মণ্ডলেরা মিটাইয়া দিয়া থাকে। ইহারা উভয়পক্ষের আরজী-জবাব শুনিয়া, সাক্ষীর সাক্ষ্য লইয়া বিচার করিয়া থাকে। সহজে মীমাংসা না হইলে ইহারা কতকগুলি পরীক্ষা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা ব্যাঘ্রচর্ম্ম স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া থাকে, এইরূপে শপথ করিলে, মিথ্যাবাদীর ব্যাঘ্রমুখে মৃত্যু নিশ্চিত ঘটিয়া থাকে। যদি কখন কোন কন্ধ ব্যাঘ্রমুখে নিহত হয়, কন্ধেরা অমনই তাহাকে মিথ্যাবাদী জুয়াচোর স্থির করিয়া, তাহার পরিণাম দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করে ও তাহার পরিবারবর্গকে জাতিচ্যুত করিয়া থাকে। গ্রাম্য পুরোহিত (জানি) কিন্তু দয়া করিয়া ইহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া, আবার জাতিতে উঠাইয়া লইতে পারেন। কখন কখন গিরগিটির চর্ম্ম স্পর্শ করিয়াও শপথ করিয়া থাকে, এ শপথে মিথ্যা বলিলে, মিথ্যাবাদীর গাত্রে কুষ্ঠের ন্যায় একপ্রকার চর্ম্মরোগ জন্মে। এতদ্ভিন্ন কন্ধেরা বিশ্বাস করে যে, যদি বিচারক পৃথিবী দেবীর উদ্দেশ্যে মেষ বলি দিয়া তাহার রক্তে ধান্য ভিজাইয়া বিচারকালে ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে সেই স্থানেই যে যথার্থ অপরাধী সে ঘুরিয়া পড়িয়া মরিয়া যায়, অথবা যদি বিবাদী-ভূমির মাটী লইয়া বিচারকেরা স্বহস্তে কর্দ্দমের তাল প্রস্তুত করেন, তাহা হইলেও সেই ফল হয়। এই দুইটি ব্যবহারের প্রতি কন্ধদিগের এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহার আয়োজন দেখিলেই, যে যথার্থ অপরাধী সে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে।

ইহাদের উত্তরাধিকারিত্বের নিয়মানুসারে যে ব্যক্তি স্বয়ং কৃষিকার্য্য বা জমী রক্ষা করিতে না পারে, সে পৈতৃক জমীর অধিকার পায় না। কাহার মৃত্যু হইলে পুরুষেরাই বিষয়া-ধিকারী হইয়া থাকে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রই বেশী অংশ ভাগ পাইয়া থাকে, কোন কোন জাতিতে সকলে সমান ভাগেই লইয়া থাকে। পুত্র সন্তান না থাকিলে মৃতব্যক্তির ভ্রাতারা বিষয়াধিকারী হইয়া থাকে: কন্যারা গহনাদি, অস্থাবর সম্পত্তি ও বাটীর আসবাব সমান অংশে বিভাগ করিয়া

লইয়া থাকে। যদি কাহারও মৃত্যুকালে তাহার কন্যা অবিবাহিতা থাকে, তাহা হইলে যতদিন না তাহার বিবাহ হয়, ততদিন সে পিতৃগৃহেই থাকে এবং খাইতে পরিতে পায় ও বিবাহের সময় বিবাহের খরচ পাইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে সম্ভ্রম রক্ষার্থ বেশী 'আদব কায়দা' নাই। নিম্নশ্রেণীর লোক উচ্চশ্রেণীকে দেখিলেই যে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিবে, তাহার বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে পথে চলিবার সময় স্বশ্রেণীর মধ্যে বয়োবৃদ্ধকে দেখিলে শুদ্ধ বলে—"আমি চলিয়াছি" —বয়োজ্যেষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বলে "যাও।" প্রণাম করিবার সময় ইহারা উর্দ্ধবাহুর ন্যায় দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ইহারা হিন্দুগণের রীতিনীতিও অবলম্বন করিয়া থাকে। পূর্ব্বপুরুষের প্রতি ইহারা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ইহাদের তুল্য কষ্টসহিষ্ণু জাত আর নাই। দুর্ভিক্ষে বা গৃহবিবাদে যদিও ইহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, তবুও কোন সাধারণ বিপদ্ উপস্থিত হইলে প্রত্যেকেই সমোৎসাহে তাহার বিপক্ষে একত্র হইয়া দাঁড়ায়। যখন ইংরাজদিগের সহিত ইহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন প্রত্যেক সর্দারেরা যেরূপ অপূর্ব্ব সাহসের পরিচয় দিয়াছিল ও যেরূপ দৃঢ়তার সহিত অশেষ কষ্ট সহিয়া জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—এই তিন কর্ম্মে কুকিদিগের যথেষ্ট উৎসবাদি হইয়া থাকে। আসন্ন-প্রসবা কামিনীরা গ্রামের দেবতার নিকট পূজাদি দিয়া থাকে। যদি কাহারও প্রসব হইতে বিলম্ব হইতে থাকে বা ক্লেশ হইতে থাকে, তাহা হইলে পুরোহিত আসিয়া যেখানে দুইটী ঝরণার জল এক হইয়াছে, সেইখানে তাহাকে লইয়া গিয়া জলের ছিটা দিতে থাকে এবং জনন-দেবতার (ষষ্ঠী দেবী ?) পূজা দেয়।

নামকরণের জন্য ইহাদের বড়ই উদ্বেগ দেখা যায়। কুকিরা যে সে নাম রাখে না। পুরোহিত একটা পাত্রে জল রাখিয়া শিশুর বংশের আদিপুরুষ হইতে প্রত্যেকের নাম করিয়া এক একটা ধান্য সেই জলে ফেলিতে থাকে। সব ধান্যগুলিই ডুবিয়া যাইতে থাকে; কেবল যাহার নামের ধান্য ফেলিবামাত্র ভাসিয়া উঠে, শিশুর সেই নামই রাখা হয়। ইহারা বিশ্বাস করে যে, সেই ব্যক্তিই আবার আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সপ্তম দিনে নবশিশুর কল্যাণার্থ গ্রামের সমস্ত লোককে এবং পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া থাকে। এই ভোজে কুকিরা অতিরিক্ত মদ্যমাংস পান করিয়া থাকে।

বিবাহ বিষয়ে ইহারা বড় সতর্ক হইয়া সম্বন্ধাদি করে। বংশের গৌরব ও বীর্য্যবত্তা রক্ষা করিবার জন্য ইহারা কখন স্বশ্রেণীতে বা আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে বিবাহ করে না। যে দুই জাতিতে চির-বিবাদ আছে, তাহাদের মধ্যেও বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। হয়ত উভয় জাতিতে কাল ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্য বিবাহ সভায় উভয় জাতি একত্র মিলিত হইয়া মহা আনন্দে বন্ধুভাবে পানামোদ করিতেছে, রাত্র প্রভাত হইলে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে পরস্পর যুদ্ধে মাতিবে! এরূপ ঘটনা প্রায়ই হয়। ১০ বা ১২ বৎসর বয়সে ইহারা পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকে, পুত্র অপেক্ষা বধূর বয়স অধিক হয়। ১০ বৎসরের বালকের সহিত অভাব পক্ষে ১৪ বৎসরের কন্যার বিবাহ হওয়া চাই। ইহা অপেক্ষা অল্পবয়স্কার বিবাহ হয় না, কিন্তু ১৫।১৬ বৎসরের বেশী বয়স্কা কোন কন্যা অবিবাহিতা থাকে না। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ হইতে সম্বন্ধ স্থির করিবার দিন, বরকর্ত্তা নিজ আত্মীয় কুটুম্ব লইয়া কন্যাকর্ত্তার বাটীতে উপস্থিত হয়। ইহারা কন্যার মূল্যস্বরূপ চাউল, মদ্য ও ১০।১২টা গরু বা ভেড়া লইয়া আসে। কন্যাপক্ষের পুরোহিত নিজ যজমানের বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ইহাদিগকে অভ্যর্থনা করে। তৎপরে পুরোহিত বরকর্ত্তার প্রদত্ত মদ্য পান করিয়া, বিবাহ-দেবতাকে (প্রজাপতি ?) মদ্যাদি উৎসর্গ করিয়া দিয়া থাকে। পরে ইহারা উভয় বৈবাহিকে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে। তৎপরে রাত্রে সকলে কন্যাকর্ত্তার গৃহেই আহারাদি করে। সারা রাত্র নৃত্য, গীত, বাদ্য ও মদ্য চলিতে থাকে। শেষ রাত্রে পুরোহিত বরকন্যার হস্তে হরিদ্রাক্ত সূতা বাঁধিয়া দেয় এবং যে ঘরে ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করে (ঢেঁকী-ঘর ?) সেই ঘরে উভয়কে দাঁড় করাইয়া উভয়ের মুখে হরিদ্রার জল ছিটাইয়া দিতে থাকে। প্রাতঃকাল হইবামাত্র বরের খুড়া ও কন্যার খুড়া বরকন্যাকে স্কন্ধে লইয়া মহা-সমারোহে নৃত্যগীতাদি করিতে করিতে বরের বাড়ীর দিকে যাইতে থাকে। কন্যাপক্ষীয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে যায়। পথিমধ্যে বরের খুড়া ও কন্যার খুড়া নিজ নিজ ভার পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া বরের বাটী পলায়ন করে, এদিকে কন্যাপক্ষীয়েরা কন্যাকে না দেখিয়া বরপক্ষীয়ের নিকট কন্যা দেখাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। সমস্ত আমোদ উৎসব বন্ধ হইয়া যায়। উভয়দলে পৃথক্ হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হয়। যুদ্ধও হয়, হতাহতও হইয়া থাকে, তবে কিয়ৎক্ষণ পরে পুরোহিতগণের মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটিয়া যায়। কন্যাপক্ষীয়েরা ফিরিয়া আসে। যদি বরকন্যাকে

পথি মধ্যে কোন নদী উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে পুরোহিত বরের বাড়ী গিয়া বরকন্যার গাত্রে রক্ষাবন্ধন শান্তিপাঠ করিয়া জলদেবতার উপদ্রব হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়া আসে।

পুত্রের বিবাহ দিবার পর যতদিন পুত্র স্ত্রীসহবাসের উপযুক্ত না হয়, ততদিন বরকর্ত্তারা পুত্রবধূকে স্বগৃহে সমস্ত কাজকর্ম্মের ভার দিয়া দাসীর ন্যায় খাটাইয়া লন, পরে পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পুত্র ও পুত্রবধূ সংসারের মধ্যে পূর্ণক্ষমতা পাইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা বিশেষ একটু সম্মান পাইয়া থাকে। যতদিন স্বামী ছোট থাকে, ততদিন ইহারা স্বামীর উপর বেশ প্রভুত্ব করে। বিবাহকালে বরকর্ত্তা যে সকল দ্রব্য বধূর মূল্যস্বরূপ কন্যাকর্ত্তাকে দিয়া থাকেন, সেইগুলি যখন হউক ফিরাইয়া দিলেই, ইহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, স্ত্রী পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া যায়। যদি স্ত্রী গর্ভবতীও থাকে, তাহা হইলেও কোন আপত্তি হয় না। এইরূপ একবার বিবাহ-বন্ধন কাটিয়া গেল, সে স্ত্রীতে স্বামীর আর কোন স্বত্ব থাকে না, কিন্তু সে স্ত্রীও আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পায় না। স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। ব্যভিচার দোষ ঘটিলেই প্রায় এইরূপে বিবাহ বন্ধন কাটিয়া দেওয়া হয়, নতুবা অন্য কোন কারণে হয় না। এক পত্নীসত্বে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে কেহ পারে না।

বেশ্যা রাখিবার প্রথা ইহাদের মধ্যে নিন্দার্হ নহে। যাহার স্ত্রী আছে, সে বেশ্যা রাখিতে পায় না, তবে স্ত্রীর অনুমতি লইয়া পারে। এরূপ স্থলে বেশ্যাপুত্রেরাও ঔরস পিতার বিষয়ের সমান ভাগ পাইয়া থাকে। বেশ্যা রাখিবার প্রথা নিন্দিত না হইলেও ইহাদের মধ্যে বেশ্যার সংখ্যা বড় বেশী নহে বা ব্যভিচার ও বলাৎকারের কথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। এ দোষ কচিৎ কখন দুটা একটা দেখিতে পাওয়া যায়।

পতি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রীরা বড় ভক্তির সহিত সেবা করিয়া থাকে। খাইবার সময় স্ত্রী স্বামীর নিকট বসিয়া খাওয়ায়, গৃহকর্ম্ম সমস্তই নিজ হাতে করিয়া থাকে। যখন ক্ষেত্রের কর্ম্মে স্বামীকে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতে দেখে, তখন দুগ্ধপোষ্য [illegible] করিয়া স্বামীর সহিত ক্ষেত্রে গিয়া সাহা[illegible] এ সময় ইহারা কোমরে কাপড় দিয়া সন্তানকে বাঁধিয়া লইয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন যে, অবিবাহিতাবস্থাতে যদি কোন রমণী পুত্রবতী হয়, তাহা হইলেও তাহার বিবাহ হইয়া থাকে এবং সে নিন্দিত হয় না, তবে এরূপ কন্যাকে বিবাহ করিতে কেহ সহজে স্বীকৃত হয় না। কন্ধকন্যারা যখন ইচ্ছা করে, তখনই স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে, আর আসিলেই তাহার পিতাকে বিবাহকালীন প্রাপ্ত দ্রব্যাদি ফিরাইয়া দিতে হয় বলিয়া, কন্ধেরা কন্যাসন্তানকে বড়ই ঘৃণা করে। ইহারাও স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করে না, বলে যে, যে নিতান্ত শিশু সেও কুঠারের আঘাত খাইলেও কখন গোপনীয় কথা প্রকাশ করে না, কিন্তু স্ত্রীলোক সহস্র বুদ্ধিমতী হইলেও সামান্য প্রলোভনে পড়িয়াই অতি গোপনীয় কথাও প্রকাশ করিয়া ফেলে।

কন্ধজাতির মধ্যে কোন সামান্য লোকের মৃত্যু হইলে, ইহারা যতশীঘ্র পারে দেহটা পুড়াইয়া ফেলে এবং দশম দিবসে গ্রামের সকলকে ভোজ দিয়া থাকে। সর্দার বা মণ্ডল প্রভৃতি লোকের মৃত্যু হইলে, ইহারা ঢাক ঢোল বাজাইয়া মৃতের অধীনস্থ সমস্ত গ্রামে তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে এবং অন্যান্য গ্রামের মণ্ডল এবং জাতির সর্দারদিগকে আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়া শব শ্মশানে লইয়া যায়। খুব উচ্চ করিয়া চিতা সাজাইয়া তাহার মধ্যস্থলে ধ্বজা ও জাতিগত নিশান রোপণ করিয়া শব তুলিয়া দেয়। তৎপরে মৃতের পুত্র শবের দিকে পশ্চাৎ করিয়া চিতায় অগ্নি প্রদান করে। এই সময় মৃতের যাবতীয় বস্ত্রাদি, তৈজস ও অস্ত্রাদি আনয়ন করিয়া একটা চাউলের থলির উপর সাজাইয়া চিতার নিকট রাখিয়া দেয়। তৎপরে যতক্ষণ নিশানটি একেবারে ভস্মীভূত না হয়, ততক্ষণ মৃতের আত্মীয়েরা চিতার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে থাকে। তৎপরে মৃতের অধীনস্থ প্রধানেরা মৃতের সেই সকল সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে স্মারক চিহ্ন বলিয়া ভাগ করিয়া লয় এবং ৯ দিন পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে আসিয়া মৃতের বংশের সহিত মিলিয়া চিতাভস্মের চতুর্দ্দিকে নাচিতে ও শোকসঙ্গীত গান করিতে থাকে।

দশম দিনে মৃতের অধীনস্থ সমস্ত জাতি ও গ্রামের প্রধানেরা একত্র হয় এবং আপনাদের মধ্যে আর একজন সর্দার বা প্রধান মনোনীত করে। মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রায় মনোনীত হইয়া থাকে।

কন্ধজাতির দুইটি প্রধান গুণ আছে—অতিথেয়তা ও সাহস। আতিথেয়তা এই জাতির মধ্যে এতদূর প্রবল যে, তাহা অনুমান করিয়া সহজে বুঝা যায় না। ইহারা বলে—ধন মান জন দিয়াও অতিথিসেবা করিবে। সন্তান অপেক্ষাও অতিথি যত্নের বস্তু। অতিথির বিপদ ঘটিলে নিজে প্রাণ দিয়াও তাহা দূর করিবে। কোন গ্রামে যদি কোন বিদেশী পথিক উপস্থিত হয়, তাহা হইলে গ্রামের প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তারা

তাহাকে ভোজন করাইবার জন্ত আহ্বান করিয়া থাকে। যাহার ঘরে অতিথি আসে, তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না। অতিথির যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকিতে পায়। কেহ অতিথিকে "যাও" বলিতে পারে না। যুদ্ধ হইতে পলাইয়া আসিয়া যদি কেহ আশ্রয় চায় বা অত্যন্ত অপরাধে প্রাণদণ্ডের অপরাধীও যদি আসিয়া আশ্রয় চায়, তাহা হইলেও ইহারা আশ্রয় দিয়া থাকে। কাহারও পিতাকে কি কোন আত্মীয়কে বা সন্তানকে হত্যা করিয়া যদি হত্যাকারী আসিয়া যাহার আত্মীয় বা যাহার পিতা, বা যাহার সন্তানকে হত্যা করিয়াছে, তাহারই নিকট আশ্রয় চায়, সেও নিরাপদে আশ্রয় পাইয়া থাকে। কোন কোন জাতির মধ্যে দুষ্টলোকেরা এইরূপে নিজ দুষ্কার্য্যের ফল হইতে পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করে বলিয়া, তাহারা নিয়ম করিয়া লইয়াছে যে, যদি কোন হত্যাকারী আসিয়া এইরূপে আশ্রয় লয়, তাহা হইলে সেই গৃহস্থ তাহাকে আশ্রয় দিয়া নিজে সপরিবারে বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; কিন্ত তাহাকে কোনরূপ খাদ্যাদি প্রেরণ করে না। আততায়ী যতক্ষণ বাটীর মধ্যে থাকে, ততক্ষণ কেহ কিছু বলে না, কিন্ত অনাহারে পীড়িত হইয়া বাটীর বাহির হইলেই সেই গৃহস্থ তাহাকে বিনাশ করিয়া প্রতিশোধ লয়। দুএকস্থলে ইহা নিয়ম হইয়া গেলেও, কুকেরা এ প্রথাকে এত ঘৃণা করে যে, এ নিয়মানুসারে কার্য্য কচিৎ কখন দুই একটা ঘটিতে দেখা যায়। যদি কেহ পুত্রশোকেও উন্মত্ত হইয়া এই নিয়মানুসারে কার্য্য করে, তাহা হইলেও সে স্বজাতি মধ্যে ঘৃণিত হইয়া থাকে। এই আতিথেয়তা লইয়া সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বে যুদ্ধ বাধিত। একবার এই সূত্রে এক জাতির সহিত আর এক জাতির যুদ্ধ বাধে। যে দল হারিয়া যায়, তাহারা সকলেই গ্রামত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইল। সে গ্রামের অধিবাসীরা অতিথিদিগকে এক বৎসর আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিল। যে জাতি জয়লাভ করিয়াছিল, তাহারা আসিয়া শত্রুকে আশ্রয় দিয়াছে বলিয়া এই জাতির সহিত যুদ্ধ করিল। ইহারা তবুও আশ্রিতকে ত্যাগ করিল না। অবশেষে এক বৎসর গেলে, জেতৃজাতি শত্রুপক্ষের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের গ্রাম ছাড়িয়া দিল। স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া বিজিত জাতি জেতৃজাতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল। অমনি আর কি শত্রুতা থাকিতে পারে? দেবভাবপূর্ণহৃদয় কুকজাতি সমস্ত শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া বিজিতের জমাজমী যাহা কিছু অধিকার করিয়াছিল, সমস্তই ফিরাইয়া দিল এবং চাষবাস করিবার জন্ত আপনাদের শস্য হইতে বীজ প্রদান করিল। এ মহানুভব জাতির পদরেণুর যোগ্য কোন সভ্য কি সভ্যতম জাতিও হইতে পারেন কি?

ইহারা বিশ্বস্ততার জন্তই আজ স্বাধীনতা হারাইয়াছে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন তুলসিরাজ ইংরাজের বিদ্রোহাচরণ করিয়া ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন যে বংশ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদেরই হস্তে নিজ স্ত্রীপুত্র কন্তা সমর্পণ করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইংরাজ তুলসিরাজের পুত্রকন্তা পাইবার জন্ত কুকজাতির অনুসরণ করিলে, প্রথমতঃ তাহারা বুঝিতে না পারিয়া ইংরাজকে দেশে প্রবেশ করিতে দেয়। পরে যখন ইংরাজসেনার অভিপ্রায় বুঝিল, তখন আশ্রিতের রক্ষার জন্ত আপনাদের বিপদ তুচ্ছ করিয়া, তুলসিরাজের পরিবারবর্গকে লইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিল; সময়ে সময়ে যুদ্ধে অসংখ্য মরিতে লাগিল, তথাপি আশ্রিতকে শত্রুহস্তে দিয়া "অবিশ্বাসী" বলিয়া গণ্য হইতে পারিল না। শেষে ইহাদের প্রান্তবাসী কোন কুলাজার হিন্দু-সর্দারের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরাজ হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। হিন্দু সর্দার ইংরাজের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সভ্য হইয়াছিলেন কিনা, সেই জন্ত অসভ্য কুকের শরণাগত-পালন ধর্ম্মটি ভাল লাগিল না। তিনি রাজভক্তি দেখাইয়া "সভ্য" বলিয়া পরিচয় দিলেন।

কৃষিকার্য্য এবং যুদ্ধই ইহাদের মধ্যে সম্মানের কার্য্য। যাহারা কৃষিকার্য্য বা যুদ্ধাদি করে না, তাহাদিগকে ইহারা ঘৃণা করিয়া থাকে। প্রত্যেকের নিজের চাষবাসের জন্ত এক একটু জমী আছে, সেই জমী লইয়াই ইহারা সাম্রাজ্য-সুখ উপভোগ করিয়া থাকে। সেই জমীটুকু রক্ষা করিয়া কাটাইতে পারিলে, ইহারা যতটা সন্তোষ লাভ করে ততটা সন্তোষ বোধ হয়, একজন বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সম্রাট্ও পান কি না সন্দেহ। প্রত্যেক কুকগ্রামে কতকগুলি নীচশ্রেণীর লোক থাকে তাহারা অপরের দাসত্ব করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক কুকগ্রামে কতকগুলি বংশানুক্রমিক তাঁতি (পান বা পানওয়া), কর্ম্মকার (লোহার), কুম্ভকার (কুম্ভার), গোয়ালা (গৌয়ার) ও শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) থাকে। ইহারা গ্রামের মধ্যে স্থান পায় না, গ্রামের প্রান্তদেশে অথবা গ্রামের একধারে এক এক স্থানে এক একটী পল্লী বাঁধিয়া বাস করিতে থাকে। ইহাদের অন্ন কুকেরা খায় না, বা নিতান্ত দুরবস্থায় না পড়িলে ইহাদের ব্যবসায় পর্য্যন্ত অবলম্বন করে না। এই সকল নিম্নশ্রেণীর জাত মধ্যে পানওয়ারা বেশী কাজে লাগে। ইহারা গ্রামের

পঞ্চায়ত বসিবার সময় বা যুদ্ধের সময় দূতের কার্য্য করে, উৎসবাদিতে বাদ্যবাজনা সরবরাহ করিয়া থাকে, গ্রামের লোকের জন্য বস্ত্র বয়ন করে এবং আরও অনেক কার্য্য করে। পূর্ব্বে যখন ইহাদের মধ্যে নরবলি-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এই পানওয়া জাতির মধ্যে এক এক বংশ বংশানুক্রমে স্বগ্রামের জন্য বলির পাত্র সংগ্রহ করিত। ইহারা আপনাদের জন্য জমী রাখিতে পায় না বা উচ্চ জাতির অবলম্বনীয় অপর কোন কার্য্যও করিতে পায় না। এই জন্য উচ্চ শ্রেণীর কন্ধেরাও ইহাদিগকে একটু দয়ার সহিত ব্যবহার করে। কোন উৎসবাদি উপস্থিত হইলে সকলেই ইহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং ইহারা হঠাৎ কোন একটা দোষের কার্য্য করিয়া ফেলিলে, কেহ তাহার প্রতিশোধ লইতে চায় না। ইহাদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যে, ইহারা কন্ধজাতি হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক। আজও ইহাদের উভয় জাতিতে কোনরূপেই বর্ণসঙ্কর-দোষ ঘটে নাই বলিয়া সেই স্বতন্ত্রতা স্পষ্ট বুঝা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহারাই এই সকল প্রদেশের আদিম অধিবাসী। কন্ধেরা পূর্ব্বকালে ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া নিজেরা দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছে, আর ইহারা সেই পর্য্যন্ত দাসের ন্যায় তাহাদিগের অধীনে কাল কাটাইয়া আসিতেছে। এই সকল নীচশ্রেণীর মধ্যে কন্ধভাষা ও উড়িয়া ভাষা উভয়ই চলিত। কারণ, ইহার উভয় জাতির সহিতই সম্বন্ধ রাখিয়া উভয়জাতিরই বশীভূত হইয়া আছে।

কন্ধেরা বালককাল হইতেই চাষবাস শিক্ষা করে আর বাল-সুলভ খেলা করিবার সময়ে যুদ্ধাদি শিখিয়া থাকে। ফসল বুনিবার সময় আর কাটিবার সময় ইহারা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া খিচুড়ির ন্যায় একপ্রকার আহার প্রস্তুত করিয়া খাইয়া মাঠে চলিয়া যায়; এই খিচুড়িতে দাইল, চাউল এবং ছাগল বা শূকরের মাংস থাকে। ক্ষেত্রের নীহার শুকাইতে না শুকাইতে ইহারা গিয়া লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করে এবং অবিশ্রামে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিতে থাকে। যখন বন জঙ্গল কাটিয়া নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, তখন দ্বিপ্রহরে কতকটা বিশ্রাম লয় আর সেই অবকাশে আহার করে। অন্য সময়ে ইহারা তিনটা পর্য্যন্ত খাটিয়া, নিকটবর্ত্তী কোন নদীতে স্নান করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিয়া আহার করে। এই সময়ে ইহাদের একটা ঝোল হইয়া থাকে, তাহাতে দোক্তার রস দেয়।

গ্রামপত্তনের জন্য জমী নির্ণয়ে ইহারা বড়ই যত্ন লয়। প্রায়ই পাহাড়ের কোলে বা বহু বৃক্ষলতাকীর্ণ স্থানে উচ্চ ভূমিতে গ্রাম বসাইয়া থাকে। প্রতি গ্রামে দুইসারি গৃহ নির্ম্মাণ করে। মধ্যস্থলে গ্রাম্য পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যায়। এই পথের দুইদিকেই কাষ্ঠ নির্ম্মিত দৃঢ় কপাট দিয়া বন্ধ করা থাকে। প্রায় সকল গ্রামের মধ্যস্থলেই প্রধানের আবাসবাটী নির্ম্মিত হয়। গ্রামপত্তনের সময় ইহারা গ্রামের মধ্যস্থলে একটি কার্পাসবৃক্ষ রোপণ করিয়া গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীদেবতার নামে উৎসর্গ করে। এই বৃক্ষের নিম্নেই প্রধানের আবাসবাটী বাঁধা হয়। বৃক্ষটি ইহাদের নিকট দেবতুল্য পূজিত হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পূর্ব্বোক্ত পথের মুখ দুইটির নিকট বাস করে।

ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে কন্ধজাতীর কোন লোক মুদ্রা ব্যবহার জানিত না। ব্যবসায় বাণিজ্যও ইহাদের মধ্যে বড় কিছু ছিল না। মুদ্রাব্যবহারের সর্ব্বপ্রথম পন্থা কড়ির ব্যবহারও ইহারা জানিত না। ইহাদের ক্রয়বিক্রয়ের কার্য্য বিনিময়ে সম্পন্ন হইত। মেষ বা গরু দিয়াই অধিক পরিমাণ মূল্যের আদান প্রদান হইত। অন্যান্য স্থলে চাউল, দাইল ইত্যাদির বিনিময়ে মূল্যাদি লওয়া দেওয়া হইত, এরূপ বিনিময়ের হিসাবাদি বড়ই জটিল।

যুদ্ধে ইহাদের সাহস অপরিসীম। যুদ্ধস্থলে ইহারা স্ব স্ব সর্দ্দারের নিকট যেরূপ বাধ্য হইয়া থাকে, তাহাতে ইহাদের বিশ্বস্ততার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

কন্ধেরা উচ্চতায় হিন্দুদিগের মত। ইহাদের সুগঠিত শরীর, দৃঢ় মাংসপেশী, দ্রুতপাদক্ষেপ, বিস্তৃত ললাট, পূর্ণায়ত ওষ্ঠাধর দেখিলে ইহাদিগকে বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের কথাও বেশ মিষ্ট ও সরস, সুতরাং ইহাদের সঙ্গে মিশিলে বেশ আমোদ পাওয়া যায়। যুদ্ধে ইহারা বড়ই ভয়ানক হইয়া উঠে। ইহাদের যুদ্ধের বা উৎসবের বেশভূষা একই প্রকার। লম্বা চুলগুলি জড়াইয়া মাথার দক্ষিণ পার্শ্বে খোঁপার মত ঝুটি বাঁধে এবং তাহার উপর পক্ষীর পালকের মুকুট পরিধান করে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সর্দ্দারেরা কয়েকজন দ্রুতগামী পানওয়ার হস্তে তীর দিয়া এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে সংবাদ দিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। দূতের হস্তে তীর দেখিলে ইহারা যুদ্ধের সংবাদ বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উভয়দলে জয়লাভাশায় পৃথ্বীদেবতার নিকট এক একটি নরবলি মানসিক করে। এতদ্ভিন্ন ইহাদের যুদ্ধেরও একটিও দেবতা আছে, তাঁহার নিকটেও মানসিক করে যে, "যুদ্ধে জয় হইলে তৎক্ষণাৎ এই যুদ্ধস্থলেই তোমার নামে ছাগল আর পক্ষী বলি দিব।" ইহারা উভয় দলে যুদ্ধ আরম্ভ

করিয়া যতক্ষণ কোন এক দল সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত না হয়, ততক্ষণ যুদ্ধ ত্যাগ করে না। দিনের পর দিন ইহারা নূতন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে, শেষ না হইলে পরদিনের অপেক্ষা করিয়া মহা উৎকণ্ঠায় রাত্রি যাপন করে। প্রথম দিন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যদি শেষ না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়দিন যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে একখানি রক্তমাখা কাপড় পাতিয়া দিয়া উভয়দলের যোদ্ধাগণকে উত্তেজিত করে। দুই দলের পশ্চাতে উভয় পক্ষীয় বৃদ্ধেরা এবং স্ত্রীকন্যারা অস্ত্র শস্ত্র ও খাদ্যাদি লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। যুদ্ধকালে অস্ত্রাদি ভগ্ন বা অনাটন হইলে, কি যোদ্ধাগণের তৃষ্ণাদি পাইলে, ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইয়া দেয়। যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রথমে হত হয়, উভয় পক্ষীয় বীরেরাই আগ্রহ সহকারে আপন আপন যুদ্ধকুঠার তাহার রক্তে ডুবাইয়া লয়, আর যে ব্যক্তি তাহাকে বধ করে, সে হতযোদ্ধার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া লইয়া অতিশীঘ্র স্বদলের পশ্চাতে আসিয়া পুরোহিতের নিকট প্রদান করে। পুরোহিতেরা এই হস্তকে যুদ্ধ দেবতার অতি প্রিয়বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। শুদ্ধ প্রথম হত যোদ্ধার হস্তই নহে, যখন যে কেহ পড়িবে, তখন তাহারই দক্ষিণ হস্ত হন্তা কর্ত্তৃক স্বদলের পুরোহিতকে প্রদত্ত হইবে। এইরূপে যত দিন যুদ্ধ চলে, তাহার প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে প্রত্যেক দলের পশ্চাতে হতবীরের দক্ষিণ হস্তের রাশি হইয়া উঠে। ইহাদের যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে একপ্রকার বক্রাগ্র তরবারী, তীরধনু, দোহাতিয়া-কুঠার আর পাথর ছুঁড়িবার গুরুল-ধনুক ব্যবহৃত হয়। কন্ধেরা কোনরূপ ঢাল লইয়া যুদ্ধ করাকে ঘৃণা করে। কুঠারের বাঁটে ইহারা ঢালের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ধনু হইতে তীর নিক্ষিপ্ত হইলে যদি সেই তীর ভূমিস্পর্শ করিয়া আবার ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া দৃষ্টি-রেখার নিম্ন দিয়া লক্ষ্য বেধ করে, তাহা হইলে সেইরূপ লক্ষ্যবেধকেই ইহারা শ্রেষ্ঠশিক্ষা বলিয়া প্রশংসা করে। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কখন কোন কন্ধবীর নীচ কৌশল বা বলের প্রশংসা করে না, বা শুনে না। সকলেই যুদ্ধদেবতার কৃপায় জয় হইয়াছে, ইহাই দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

সভ্যজাতির লোভজনক এতগুলি সদ্গুণ কন্ধদিগের আছে বটে, কিন্তু তাহাদের পানদোষ বড়ই প্রবল। মহুয়াফুলের মদ তাহাদের প্রতি উৎসবে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মদ ভিন্ন গ্রামের কোন উৎসব, ব্যক্তিগত কোন সংস্কার সম্পন্ন হয় না বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস আছে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা মদ্যপান করে না, কেবল কোন কোন উৎসবে অনুরোধবশতঃ জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিয়া দেয় মাত্র। স্ত্রীলোকে মদ্যপান করিলে সমাজে নিন্দনীয়া হইয়া থাকে। যখন মহুয়াফুল ফুটিতে থাকে, তখন কন্ধদিগের বড়ই দুর্দ্দশা হয়, নূতন মধুর নূতন মদ খাইয়া ঘাটে, মাঠে, পথে, দলে দলে পুরুষেরা অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, আর স্ত্রীলোকেরা গৃহসংসারের কার্য্য সারিয়া ইহাদের শুশ্রূষা করিতে থাকে।

দোষগুণ লইয়া কন্ধদিগের চরিত্র মোটের উপর এইরূপ দাঁড়াইতেছে;—একদিকে ইহাদের ঐকান্তিকী স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সর্দ্দারগণের বাধ্যতা, অটল-প্রতিজ্ঞা, সাহস, আতিথেয়তা, অকৃত্রিম বন্ধুতা এবং পরিশ্রমশীলতা, অপরদিকে একমাত্র পানদোষ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। দু'একটি ক্ষুদ্র বিভাগ ব্যতীত আর কোথাও চৌর্য্য বা দস্যুতা বলিয়া একটা অপরাধ নাই, আর কচিৎ কখনও কাহারও নামে ব্যভিচারের অভিযোগ ব্যতীত সমস্ত কন্ধজাতির মধ্যে আর কোনরূপ পাপ আছে কিনা সন্দেহ।

কন্ধদিগের ধর্ম্ম ও দেবতা।—কন্ধদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা কিছু আছে, তাহার মধ্যে বলিই প্রধান। ইহাদের দেবতার সংখ্যাও অনেক এবং জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, পাতালে সকল স্থানেই ইহাদের দেবতা আছে। সকল দেবতারই নিকট জীববলি হইয়া থাকে। ঐ সকল দেবতাদের মধ্যে তিনটী শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণীর দেবতা ১৪টী—(১) বেরা পেনু—পৃথ্বীদেবতা, (২) লোহা পেনু—লৌহদেবতা বা যুদ্ধদেবতা, (৩) নাদজু পেনু—গ্রামাধিষ্ঠাতা, (৪) বেয়েলা পেনু—সূর্য্য এবং দানজু পেনু—চন্দ্র, (৫) সান্দে পেনু—সীমা-দেবতা, (৬) জুগা পেনু—বসন্তরোগের দেবতা (শীতলা?), (৭) সোরু পেনু—পর্ব্বত-দেবতা, (৮) জোরি পেনু—নদী-দেবতা, (৯) গাস্সা পেনু-বন-দেবতা, (১০) মুণ্ডা পেনু—পুষ্করণীদেবতা, (১১) সুগু বা পিদ্‌রোজু পেনু—নির্ঝর-দেবতা, (১২) পিদ্‌জু পেনু—বৃষ্টি-দেবতা, (১৩) পিলামু পেনু—শীকারদেবতা ও (১৪) গারী পেনু—জন্মদেবতা। এই সকল দেবতাই কন্ধগণের ভাগ্যবিধাতা। ইহার মধ্যেও আবার বেরা পেনু, লোহা পেনু ও নাদজু পেনু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ইহাদের পরই সূর্য্য, চন্দ্র, এবং সীমা, নদী, বন, পুষ্করণী, নির্ঝর ও বৃষ্টিদেবতা গণনীয়। তৎপরে শীকার-দেবতা, বসন্তরোগের দেবতা এবং জন্ম-দেবতা পূজিত হন। দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতা ১১টী—(১) পিতাবলদী—আদিপিতৃদেব, (২) বান্দবি পেনু, (৩) বাহ্মন পেনু, (ব্রাহ্মণ?) (৪) বাহমুণ্ডী পেনু, (৫) ডুঙ্গরি পেনু, (৬) সিঙ্গা পেনু,

(৭) বলোসিংহীয়ানী, (৮) পাতার ঘর, (৯) পিন্নাই, (১০) কড়ানী ও (১১) বলিখা সিলেন্দা। ইহার মধ্যে "পিতাবলদীর" একপ্রকার প্রতিমা করিয়া রাখে। হিন্দুরা যেমন বিল্ব, বট বা অশ্বথ বৃক্ষের নিম্নে একখণ্ড প্রস্তরে সিন্দুর চন্দনাদি মাখাইয়া শিব, ষষ্ঠী, ধর্ম প্রভৃতির প্রতিমা কল্পনা করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহারাও বনমধ্যে একটা বৃহৎ বৃক্ষের নিম্নে একখানা প্রস্তরে হরিদ্রা মাখাইয়া রাখিয়া আদিপিতৃদেবের প্রতিমা-কল্পনা করিয়া থাকে। বনবাসী লোকেরা বলে যে, যে স্থানে এই প্রতিমা স্থাপিত হয়, সেইখানে পূর্ব্বে উক্ত দেবতা সময়ে সময়ে আবির্ভূত ও ভূমধ্যে অন্তর্হিত হইতেন। বান্দরী পেন্নুরও প্রতিমা আছে, কিন্তু তাহা যে কিসে প্রস্তুত, তাহা কেহ আজিও নির্ণয় করিতে পারে নাই—ইহা কাষ্ঠ, প্রস্তর বা লৌহাদি কোন ধাতুই নহে। ভূমরি পেন্নুর পূজা বৎসরে একবার মাত্র হইয়া থাকে। প্রত্যেক বংশের লোকে বৎসরে একবার একত্রিত হইয়া, একটা উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়া, এই দেবতার উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করিয়া প্রার্থনা করে যে, "পিতৃপুরুষেরা যে ভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, আমরা যেমন তোমার প্রসাদে সেইরূপ কাটাইয়া যাইতে পারি, আর আমরা যেমন কাটাইয়া যাইব, সেইরূপ যেন আমাদের সন্তানেরাও কাটাইতে পারে। সিন্না পেন্নু—সংহার দেবতা, ব্যাঘ্রই ইহার মূর্ত্তি এবং পৃথিবী মধ্যে এই দেবতাই লৌহরূপে অবস্থিতি করে। কন্ধেরা যুদ্ধে লৌহ অস্ত্র ব্যবহার করে, ব্যাঘ্রের মুখেও অনেকে বিনষ্ট হয় বলিয়া, বোধ হয়, এই দুইটাকে সংহার দেবতার মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছে। এই দেবতারও প্রতিমূর্ত্তি আছে। কন্ধদিগের বিশ্বাস যে, যে বৃক্ষের নিম্নে এই দেবতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার অতি অল্পদিন পরেই মরিয়া যায়, এবং যে পুরোহিত এই দেবতার পূজার জন্য নিয়মিতরূপে পূজক নিযুক্ত হন, তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার পর আর বাঁচিবার আশা করিতে পারেন না। সেইজন্য কেহই ৪ বৎসর ইহার পূজার অগ্রসর হয় না। এই দেবতার সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া অনেক কন্ধ হিন্দুদের কালীদেবীর পূজা আরম্ভ করিয়াছে। কন্ধের জাতীয় দেবতারা জাতীয় পুরোহিতের হস্তে পূজিত হইয়া থাকে এবং কালীপূজার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে। কন্ধগণের জাতীয় দেবতারা অধিকাংশই পৃথিবীতে বা পাতালে বাস করে বলিয়া কন্ধপুরোহিতেরা সময়ে সময়ে ভূমিতে "ফাটা" দেখিলেই যজমানদিগকে ডাকিয়া দেখাইয়া বলে যে, এ ফাটার ভিতর দিয়া দেবতাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে। একমাত্র বেরা-পেন্নু বা পৃথিবী পূজা দিনই সমগ্র কন্ধজাতি একত্রিত হইয়া থাকে এবং ইহার পূজায় বলি দিতেই হইবে। কন্ধ-জাতির মধ্যে ইনিই প্রধান দেবতা, স্বভাবের উৎপাদিনী শক্তি, সর্ব্বমঙ্গলালয়, ও সমস্ত ভুবনের স্রষ্টা। ইহার এক স্ত্রী আছে, তাহার নাম তারাদেবী। বেরা পেন্নু নিরীহ দেবতা, কখনও কাহারও কোনরূপ অপকার করেন না, কিন্তু তারাদেবী ঠিক তাহার বিপরীত। কন্ধেরা বলে এই তারাদেবীর জন্যই মনুষ্য সমাজে যাবতীয় দোষ বা পাপ প্রবেশ করিয়াছে।

ইহাদের মতে সৃষ্টির আরম্ভ এইরূপ,—কোন সময়ে বেরা পেন্নু দেখিলেন যে তাঁহার পত্নী আর তাহাতে সেরূপ ভক্তিমতি নাই, সুতরাং তিনিও তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া স্থির করিলেন যে, পৃথিবীকে উদ্ভিজ্জশালিনী করিয়া তাহাতে জীবসৃষ্টি করিবেন। এই জীবেরা তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও আহারদাতা বলিয়া ভক্তি করিবে, তাহা হইলে তিনি পত্নীর নিকট যে ভক্তিটুকু পাইতেছেন না, তাহাও তাঁহার পাওয়া হইবে। ইহার পরেই পৃথিবীতে প্রথমে উদ্ভিদ্ হইল, তৎপরে জীবকুলও হইল। মনুষ্যজাতি নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হইল, কাজেই ইহাদের সহিত বেরা পেন্নুর দেখা সাক্ষাৎ ও কথোপকথন অবাধে চলিত, আহারের জন্য পরিশ্রম করিতে হইত না, পৃথিবী বিনা চেষ্টায় বিনা কৃষিকার্য্যেই আপনা হইতে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন করিতেন এবং সর্ব্বত্র নিরাপদ ও শান্তি ছিল। ইহারা সে কালে উলঙ্গ থাকিত, কিন্তু নিজের উলঙ্গাবস্থা বুঝিত না। শেষে তারাদেবী ইহাদের সুখে হিংসাপরায়ণা হইয়া, ইহাদের মনে পাপের সঞ্চার করাইয়া দিলেন। যাহারা এই সময়েই তারা দেবীর প্রলোভন হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারিয়াছিল, তাহারা এক প্রকার দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতা বলিয়া গণ্য হইল এবং যাহারা পাপাসক্ত হইয়া পড়িল, তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিবার ভার পাইল। মানব পাপাশ্রিত হইয়া বড়ই বিষম অবস্থায় পড়িল। পৃথিবী আপনা হইতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন করা বন্ধ করিলেন। পূর্ব্বে মানুষের মৃত্যু ছিল না। তাহারা আকাশে পক্ষীর মত উড়িতে ও জলের উপর দিয়া হাঁটিতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আর সে ক্ষমতা রহিল না, সকলেই মৃত্যুর বশীভূত হইয়া পড়িল। এই সমস্ত ঘটনা ঘটিলে তারাদেবী ও বেরা পেন্নুর মধ্যে বিবাদ ঘটিল। সে বিবাদের ফলে, মনুষ্যের মধ্যেও দুই-দেবতার দুইদল উপাসক হইল। বেরা পেন্নুর উপাসকেরা

বলে যে, বেরা পেন্নু তারাদেবীকে একটী শাপ দেন যে, "তোমার স্বজাতীয়েরা (স্ত্রীলোকেরা) অতি কষ্টে সন্তান ধারণ ও প্রসব করিবে।" তারা উপাসকেরা বলে যে, "মায়াবিনী তারাকে পরাস্ত করিতে পারেন, এমন ক্ষমতা বেরা পেন্নুর নাই তারাদেবীকে উপাসনায় তুষ্ট করিতে পারিলে মনুষ্যের দুর্ভাগ্য দূর হয়, সুতরাং তিনিই সর্ব্বাগে পূজ্যা।"

বেরা পেন্নু ও তারাদেবীর এ বিবাদ বড় বেশী দিন রহিল না; মিলন হইলে ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হইল। ইঁহারাও ছয়জনে দেবতা বলিয়া গণ্য—(১) পিদ্জু পেন্নু—বৃষ্টি বা জলদেবতা, ইঁহার কৃপায় ক্ষেত্রে বৃষ্টি হইয়া থাকে, বুরতি পেন্নু—বসন্ত-ঋতু-দেবতা, ইঁহার কৃপায় বৃক্ষে নূতন পত্র ও রস সঞ্চার হয়; পিত্তবি পেন্নু—লাভ ও বৃদ্ধি-দেবতা; কলম্ব বা পিলামু পেন্নু—শীকার দেবতা; লোহা পেন্নু—লৌহ বা যুদ্ধ-দেবতা এবং সুন্দি বা সান্দে পেন্নু—সীমা-দেবতা। ডিঙ্গা পেন্নু নামে বেরা পেন্নুর আর একটি পুত্র আছেন, তিনি হিন্দুদের যমের ন্যায় মৃত ব্যক্তির পাপপুণ্যের বিচার করেন।

এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর দেবতা আছে, তাঁহারা মায়ামুক্ত আদিমনুষ্য। তাঁহারা গৃহ, বন, নদী, পর্ব্বত, গুহা ও উদ্যানাদির অধিষ্ঠাতৃরূপে পূজা পাইয়া থাকেন।

বেরা ও তারাদেবীর বাসস্থান স্বর্গ। ডিঙ্গা সমুদ্র পারে একটি পর্ব্বতের উপরে থাকেন—ইহাদের মতে এই পর্ব্বত হইতে সূর্য্যোদয় হয়। মরিলে জীবকে এই সমুদ্র বৈতরণীর পার হইয়া যাইতে হয়। ইহারা এই পর্ব্বতকে গৃপস্বলী বা লস্কপর্ব্বত বলে। অন্যান্য দেবতারা পৃথিবীতে বাস করেন, কিন্তু মানুষে কাহাকেও দেখিতে পায় না,—পশু পক্ষীরা দেখিতে পায়। উৎসর্গের দ্রব্যাদি খাইয়াই ইহাদের দেবতাদের চলে, তবে কখন কখন নিজেরাও আহারান্বেষণে পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন। কৃষকের ক্ষেত্রে যদি খাঁড়া শিস বা ফুল হয়, তাহা হইলেই ইহারা সিদ্ধান্ত করিয়া লয় যে, কোন দেবতা আসিয়া তাহার শস্য লইয়া গিয়াছেন।

ইহারা প্রতি পূজায় বলি দিয়া থাকে। যে পূজায় বলির আবশ্যক হয় না, ব্যবহার বশতঃ সে সকল পূজাতেও শূকর হত্যা করে। শূকর ইহাদের নিকট বলি বলিয়া গণ্য নয়; প্রত্যেক পূজোপকরণের অঙ্গ মাত্র।

ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলি পৃথ্বী-দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া থাকে। পৃথ্বী-দেবতার দুই প্রকারে পূজা হইয়া থাকে। সমগ্র জাতি একত্র হইয়া এক প্রকারে পূজা করে, আবার প্রত্যেক গৃহস্থও নিজ নিজ স্বার্থের জন্য পূজা দিয়া থাকে। নরবলি ব্যতীত অন্য বলিও ইঁহাকে দেওয়া হইয়া থাকে। আবাদের সময় ও ফসল কাটিবার সময়ই বলি দিবার নিয়ম, এই সময়ে সামান্য বলিই দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে কেবল যদি মারীভয় বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত অথবা সমগ্র জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ প্রধানের সংসারে কোন-রূপ অকস্মাৎ বিষম বিপদ্ ঘটিত, তাহা হইলেই নরবলি দেওয়া হইত। সাধারণ লোকেও নিজ নিজ সংসারিক বিষম দুর্ঘটনার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও নরবলি দিত। যখন কাহা-কেও ব্যাঘ্রে খাইত তখন তাহার পরিবারবর্গের বিশ্বাস হইত যে পৃথ্বীদেবতার একটি নরবলি প্রয়োজন হইয়াছে। যদি তৎক্ষণাৎ বলিপাত্র সংগৃহীত না হইত, তাহা হইলে সেই গৃহস্থ একটি ছাগলের কাণ কাটিয়া সেই রক্ত ভূমিতে ছড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিত যে এক বৎসরের মধ্যে একটি নরবলি দিবে। কেহ কেহবা নিজ পুত্রের কাণ কাটিয়া সেই রক্ত দিয়া ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিত। যদি এক বৎসরে বলিপাত্র সংগৃহীত না হইত, তবে গৃহস্থ নিজের একটি পুত্র দিয়া দেবঋণ শোধ করিত।

এই সমস্ত দেবতার পূজা সময়ে সময়ে বা নির্দ্দিষ্টকালে হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য দেবতাদিগকে উৎসর্গ করা হয়, তাহার প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে।

ইহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু আত্মাকে ৭টি ভাগ করিয়া লয়, আত্মার প্রথমাংশ নিজকৃত সুকর্ম্মের জন্য সুখভোগ করে, দ্বিতীয়াংশ দুঃখভোগ করে, তৃতীয়াংশ পুনরায় জন্মগ্রহণ করে এবং চতুর্থাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইহাদের প্রতিগ্রামে পুরোহিত আছে। কেবল বেরা-পেন্নু বা তারাদেবীর পূজাকালেই পুরোহিতের আবশ্যক হয়। গৃহস্থের কোন কর্ম্মে বা অন্যান্য দেবপূজায় প্রতিগৃহস্থের গৃহকর্ত্তাই পুরোহিতের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না;—কোন কোন বংশবিশেষ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে কোন কোন দেবতাবিশেষের পূজক ছিল, কিন্তু আজ কাল কেবল বেরা পেন্নু ও তারাদেবীর পূজা ব্যতীত পুরোহিত নামে স্বতন্ত্র লোক নাই। তারা ও বেরার পূজকেরা যুদ্ধ করিতে পায় না, সাধারণ লোকের সহিত একত্রে বা যাহার তাহার প্রস্তুত খাদ্যাদিও ভোজন করিতে পায় না। এই পুরোহিত যে কেহ হইতে পারে, কিন্তু পুরোহিত হইবার পূর্ব্বে তাহাকে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হয় যে, স্বয়ং দেবতাই তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া নিজে পুরোহিত-পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। পুরোহিতগণের কোনরূপ বৃত্তি নাই, কেবল

দিগণার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়, তবে তাঁহারা না স্ব স্বস্ত্যয়ন করাইয়া, যদি কেহ পারিতোষিক বা পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু দেয় তবে তাহাও লইতে পারে। হিন্দুপুরোহিতেরা ইহাদের মধ্যে ওঝার কার্য্য করে, উপদেবতার আবির্ভাবে তাহারা শান্তি ঝাড়া-ফুক করিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক দৈবজ্ঞের কার্য্যও করিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর উড়িয়ারাই এই দৈবজ্ঞ হয়, কিন্তু দর্কপট্ট ও ঝুমুনা নামক স্থানে কন্ধদৈবজ্ঞও দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িয়া দৈবজ্ঞেরা (জানি বা দেশোরী) পঞ্জী ব্যবহার করে, কিন্তু কন্ধদৈবজ্ঞেরা শরীরগত লক্ষণালক্ষণ দেখিয়াই মানবের শুভাশুভ নির্দ্দেশ করে। উড়িয়া দৈবজ্ঞেরা কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে পৃথ্বীদেবতা ও যুদ্ধদেবতার নিকট নরবলি হইত। বেরা পেনুর উপাসকেরা বেরা পেনুকেই পৃথ্বীদেবতা বলে, আর তারাদেবীর উপাসকেরা "তারাকেই" পৃথ্বীদেবতা বলে। ফলে, পৃথিবীর উদ্দেশ্যে নরবলি দিবার সময় উভয় দলেই একত্র হইত বটে, কিন্তু বেরা উপাসকেরা মনে মনে নরবলি দেওয়ার প্রথাকে বড়ই ঘৃণা করিত। তারা উপাসকেরা বলে যে, পূর্ব্বে পৃথিবী বড় কঠিন ও আবাদের অনুপযুক্ত ছিল, কোথাও উর্ব্বরতা ছিল না। তারা নিজ ভক্তগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া একটা ক্ষেত্রের উপর নিজ রক্ত ছড়াইয়া দেন, তাহাতেই পৃথিবীর উর্ব্বরতা জন্মে এবং সেই সময় হইতেই তাঁহার উদ্দেশে ফসল আবাদের সময় ও কাটিবার সময় নরবলি দেওয়া চলিত হয়। কেহ কেহ বলে যে, পৃথিবীর কঠিনতা ও অনুর্ব্বরতা দেখিয়া সকলে পৃথ্বীদেবতার নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। তিনি তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিয়া দিলেন যে, "প্রত্যেক ক্ষেত্রে মনুষ্যরক্ত ছিটাইয়া দাও।" সকলে ফিরিয়া আসিয়া একটি বালক বলি দিয়া সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়া দিল। দেবতা পুনরায় আদেশ দিলেন যে এই প্রথা তাহারা চিরকাল অবলম্বন করিবে। তখন হইতেই নরবলি চলিত হয়।

নরবলির নাম মেরিয়া উৎসব। মেরিয়া উড়িয়াভাষার কথা, অর্থ—বলিপাত্র। কন্ধভাষায় বলিপাত্রের নাম টোকি বা কেদি। পান বা পানওয়া জাতীয় লোকেরাই এই বলির পাত্র সংগ্রহ করিত, অর্থ দিয়াই ক্রয় করিবার নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু অধিকস্থলে চুরী করিয়াই আনিত। কখন কখন বা বলিপাত্র না পাইলে, জানিয়া শুনিয়াও ইহারা নিজ সন্তানকে পর্য্যন্ত প্রদান করিত।

বলির জন্য যে কোন জাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই নির্ব্বাচিত হইতে পারিত, কিন্তু অল্পবয়স্ক বালকবালিকারাই বলির জন্য সংগৃহীত হইত। পানেরা নানাস্থান হইতে বলিপাত্র সংগ্রহ করিত, সময়ে সময়ে একবারে কতকগুলি ধরিয়া আনিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিত। যতদিন তাহারা থাকিত, ততদিন গ্রামের সকলেই তাহাদের উপর সাদর ব্যবহার করিত, আপনারা সর্ব্বদা যেরূপ আহারাদি করিত, তাহা অপেক্ষা ভাল ভাল দ্রব্য খাইতে দিত। বালকবালিকারা স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র বেড়াইতে পারিত, কিন্তু অল্পবয়স্ক যুবক যুবতীরা বাটীর বাহিরে যাইতে পারিত না। সময়ে সময়ে ইহারা বলির নিমিত্ত আনীত যুবক যুবতীকে একত্র রাখিয়া সহবাস করিতে দিত। এই গর্ভে যে সন্তান জন্মিত, তাহারাও ভবিষ্যতে বলির জন্য ব্যবহৃত হইত।

বলির ১০।১২ দিন পূর্ব্বে ইহারা নির্ব্বাচিত বলিপাত্রের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া দিত এবং সমস্ত গ্রামবাসী একত্র হইয়া স্নান করিয়া বলিপাত্রকে লইয়া পুরোহিতের পবিত্র আশ্রমে গমন করিত। পুরোহিত এই সময়ে দেবতাকে জানাইয়া রাখিতেন যে, বলি প্রস্তুত হইতেছে। পুরোহিতের আশ্রমে তৎপরে ৩ দিন উৎসব হইত। অবাধে নৃত্য, গীত, মদ্যপান, এবং আহারাদি চলিত। এই উৎসবের পর বলি দিবার ঠিক পূর্ব্বদিন বলিপাত্রকে তাহার পূর্ব্বরাত্রি হইতে উপবাসী রাখিত এবং প্রাতঃকালে বেশ পরিষ্কার করিয়া স্নান করাইয়া নববস্ত্র পরাইয়া দিত। তৎপরে নৃত্য করিতে করিতে সকলে মিলিয়া পুরোহিতের সঙ্গে তাহাকে বলিস্থানে লইয়া যাইত। কোন পুরাতন বনের কিয়দংশ এই উদ্দেশ্যে সুরক্ষিত করিয়া রাখিত, কেহ কখন ইহার বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া কুঠারাঘাতে কলঙ্কিত করিত না, লোকের বিশ্বাস ছিল এখানে উপদেবতা বাস করে। এই বনস্থানের ঠিক মধ্যস্থলে একটা খোঁটা পুঁতিত এবং খোঁটার দুই পার্শ্বে সেই দেশের পাক্ষিণার নামক কাঁটাগাছ লাগাইয়া দিত। পুরোহিত তৎপরে খোঁটার গায়ে বালককে বসাইয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া হলুদ তৈল মাখাইয়া দিত। কন্ধদিগের বিশ্বাস ছিল, এই তৈল-হরিদ্রা বা সেই দিনকার বলির পবিত্র অঙ্গস্পৃষ্ট কিছু না কিছু দ্রব্য অতি পবিত্র, সুতরাং উপস্থিত প্রত্যেক লোক উহার কিছু না কিছু লইবার জন্য মহা আগ্রহ প্রকাশ করিয়া হুড়াহুড়ি করিত। সে দিনও বলি পাত্র এইরূপ বাঁধা থাকিত; অন্যান্য উপস্থিত লোকেরা আবার আহারাদি ও নৃত্য-গীত করিতে প্রবৃত্ত হইত। পরদিন বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত এই আমোদ চলিত। পরে সকলে শান্ত হইয়া কেবল

গান করিতে করিতে বলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইত। বলিকে বাঁধিয়া হত্যা করি নাই বলিয়া তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া দিত বা অহিফেন সেবন করাইয়া নেশায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। পরে পুরোহিত দেবতার নিকট শস্যের, পুত্রকন্যার, গবাদি পালিতপশুপক্ষীর মঙ্গলপ্রার্থনা এবং সর্পব্যাঘ্রাদির সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার হইবার জন্য প্রার্থনা করিত। দর্শকরাও এই সময়ে সকলে স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিত। পরে পুরোহিত সাধারণের মধ্যে এই বলি দিবার ইতিহাস ব্যাখ্যা করিয়া ইহার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিত তৎপরে পুরোহিত ও বলি-পাত্রে তর্কবিতর্ক চলিত। পুরোহিত বলিকে বলিত, একজনের প্রাণ লইলে যদি এতগুলি লোকের উপকার হয়, সমস্ত দেশের উপকার হয়, আর যখন এই জন্যই তাহাকে ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে তখন সে আর কি বলিয়া অনুযোগ করিবে। বলি বলে,—আমাকে ভুলাইয়া আনা হইয়াছে, আমার দাসত্ব করিতে হইবে বলিয়া আনা হইয়াছে। আমি নিজে আত্মবিক্রয় করি নাই, অপরে আমাকে বিক্রয় করিল কিরূপে—ইত্যাদি। শেষে পুরোহিত কোনরূপে তাহাকে বুঝাইয়া দিত। ইহার পরই পুরোহিত গ্রামের দুই এক জন প্রধানের সহিত একটা গাছের কাঁচা ডাল কাটিয়া মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিত এবং সেই চেরা-ফাঁকে বলির গলা গলাইয়া দিয়া যে দিকে দুইটা মাথা ফাঁক হইয়া থাকে, সেই দিকে দড়ি বাঁধিয়া, পুরোহিত ও প্রধানেরা মিলিয়া কসিয়া বাঁধিত পরে পুরোহিত স্বয়ং কুঠার দিয়া গলা কাটিয়া ফেলিত। এইরূপ গলা কাটিবার পূর্ব্বেই সকলে মিলিয়া বলিকে বলিত যে, দেবতার প্রীত্যর্থ আমরা তোমাকে অর্থ দিয়া কিনিয়া আনিয়াছি, অতএব তোমাকে মারিলে সে পাপ যেন আমাদের হয় না। তৎপরে দর্শকেরা মস্তক ও উদর ব্যতীত শরীরের প্রত্যেক অংশের মাংস হাড় হইতে স্বতন্ত্র করিয়া অবশিষ্টাংশ পরদিন পুড়াইয়া ফেলিত। চিতার উপর একটা মেষ বলি দেওয়া হইত, চিতার ছাই লইয়া সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিত এবং সেই ছাই গুলিয়া মরাই ও গৃহাদির মেঝেয় লেপিয়া দিত, ইহার পর বলির পিতাকে বা সংগ্রহকারকে একটা ষাঁড় উপহার দিয়া, অন্য একটা ষাঁড় মারিয়া সকলে মিলিয়া মহা আনন্দে একত্র আহারাদি করিত। এই ভোজের পর উৎসব শেষ হইত। এক বৎসর পরে, পর বৎসরের সেই দিন তারা দেবীর উদ্দেশে একটা শূকর বলি দেওয়া হইত।

কোন কোন জেলায় বলিকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিত। প্রবাদ ছিল যে, বলির চক্ষে যত জল পড়িবে পৃথিবীতে বৃষ্টি তত বেশী হইবে। ডিয়াকেনেডি নামক স্থানে বলিকে টানিয়া লইয়া অর্দ্ধমত্ত কন্ধেরা চীৎকার করিতে করিতে হাড় হইতে মাংস লইয়া শস্যের সহিত মিশাইয়া রাখিত, ইহাতে নাকি আর শস্যে পোকা লাগিত না। বাজিদেশে (বোদ ও পাটনার মধ্যে) বলির দিন কন্ধেরা হাতে ধাতু-নির্ম্মিত ভারি ভারি বলয় পরিয়া (এ বালা এই সময় কিনিতে পাওয়া যাইত) সেই বলয় দিয়া বলির মাথায় সবলে প্রত্যেকে আঘাত করিত। ইহাতেও যদি তাহার মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে বংশখণ্ড দিয়া বলির শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলিত। তৎপরে প্রত্যেকে এক এক টুকরা মাংস লইয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রের ধারে নদীতীরে খোঁটায় ঝুলাইয়া রাখিয়া দিত এবং অবশিষ্টাংশ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিত। ইহারা প্রতিবৎসর আবার বলিপাত্রের শ্রাদ্ধ করিত।

সাধারণতঃ কন্ধজাতির নিয়ম ছিল যে বলির মাংস লইয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে পুঁতিয়া রাখিলে ক্ষেত্রের দোষ নষ্ট হইত। তারা-উপাসকেরা যদি সংবাদ পাইত যে কোন গ্রামে মেরিয়া উৎসব হইবে, অমনি ৫০। ৬০ ক্রোশ দূর হইতে ডাক বসাইয়া বলির মাংসখণ্ড স্বগ্রামে লইয়া আসিত। যে দিন বলি হয়, সেই দিনই মাংস লইয়া স্বগ্রামে পৌঁছিতে পারিলে বিশেষ উপকার বোধ করিত।

জয়পুর নামক স্থানে পূর্ব্বে মাণিকসোরা নামক যুদ্ধ দেবতার নিকটেও নরবলি হইত। ৬ ফুট উচ্চ শক্ত কাঠের খোঁটা পুঁতিয়া তাহার নিকট অপ্রশস্ত করিয়া একটা নালা কাটিয়া রাখিত। ইহাতে বলির মস্তক মুণ্ডিত হইত না, লম্বা লম্বা চুলগুলি খোঁটার গায়ে এমন করিয়া বাঁধিয়া দিত যে, মুণ্ড কাটিবামাত্র নিম্নমুখে যেন সেই নালার মধ্যে পড়িয়া যায়। পরে বলির দক্ষিণপার্শ্বে দাঁড়াইয়া পুরোহিত যুদ্ধজয়ের জন্য, অত্যাচারী রাজা ও রাজ-কর্ম্মচারীগণের অত্যাচার নিবারণের জন্য প্রার্থনা করিত। একটি করিয়া প্রার্থনা শেষ হইত আর এক একবার ঘাড়ে অস্ত্রাঘাত করিত, এক আঘাতে কাটিয়া ফেলিত না। এই আঘাতেও বলিকে মারিয়া ফেলিত না। শেষে সকলে তাহার কাণের কাছে গিয়া বলিত, "আজ তোমার কি ভাগ্য যে, মাণিকসোরো দেবতা আমাদের সম্মুখে তোমাকে খাইয়া ফেলিবেন। আমরা তোমার শ্রাদ্ধ ভাল করিয়া করিব।" যদি বলি ছট্‌ফট্ করিত, তাহা হইবে বলিত—অপরাধ লইও না, আমরা এই জন্যই তোমাকে কিনিয়া আনিয়াছি।" ইহার পর মাথা কাটিয়া লইয়া শরীরটা

পুঁতিয়া ফেলিত। মুণ্ডটা এক খোঁটায় ঝুলাইয়া রাখিত। গুমসর, বোদ, চিন্নাকেনেডি, জয়পুর, পাটনা ও কালাহান্ডী প্রদেশে এইরূপ বলি হইত।

কন্ধেরা স্বজাতীয় স্ত্রী সহজে পায় না, অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় বলিয়া ইহারা কন্যা সন্তানকে অতি ঘৃণা করে। পূর্ব্বে কন্ধমহলের মধ্য প্রদেশের কন্ধেরা কন্যা-হত্যা করিত এবং অন্যান্য স্থান হইতে পত্নী সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিত। ইহারা বলিত যে, কন্যা-সন্তান হত্যা করিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। পুত্র সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ও বিদেশীয় স্ত্রী বিবাহ করায় জাতীয় বল বীর্য্যের হানি হয় না। ঝুম্‌কা, কর্কপট্ট, ‹ মধরা প্রভৃতি স্থানে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কন্যা জন্মিলে দৈবজ্ঞেরা আসিয়া তাহার ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া দিত। শুভ না হইলে কন্যাটিকে লইয়া পুতিয়া ফেলিয়া তদুপরি একটা পক্ষী বলি দিত।

১৯৩৬ সালে গুমসররাজের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজেরা ইহাদের রাজ্যে প্রবেশ করেন। লেফ্‌টেনাণ্ট ম্যাকফার্সন কৌশলে ইহাদের নরবলি ও কন্যাহত্যার প্রথা উঠাইয়া দেন। প্রথমে বোদ প্রদেশের রাজার উপর এই ভার দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে থাকে, শেষে সর্দ্দারেরা নিজ নিজ গ্রামের সঞ্চিত বলিগুলিকে ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিয়া বলে যে, আমরা এ প্রথা ত্যাগ করিব না, তবে নূতন সম্রাট্‌কে এই গুলি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সামগ্রী বলিয়া উপহার দিলাম। ইংরাজেরা একজাতির নিকট এইরূপ ফল পাইয়া অপর জাতির সহিতও ঐরূপ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিলেন। অবশেষে তাঁহারা সন্ধের নিয়ম কাটাইয়া ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে বল প্রকাশ করিয়া ঐ নিষ্ঠুর প্রথাগুলি রহিত করিয়া দিলেন। ম্যাকফার্সন প্রথমতঃ তাহাদিগকে বন্ধুভাবে হস্তগত করিয়া কৌশলে তাহাদের জাতিগত বিবাদ মিটাইয়া দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে ইংরাজেরা নিজের লাভের জন্য কিছু করিতেছেন না, কেবল কিসে তাহাদের উপকার হইবে, তাহাই খুঁজিতেছেন। সর্দ্দার ও প্রধানেরা ইহাতে তাঁহার অনেকটা বশীভূত হইয়া পড়িল, কাজেই তিনিও সুবিধা পাইয়া তাহাদিগকে কোনরূপে দোষী না করিয়া কেবল যাহারা বলিপাত্র সংগ্রহ ও বিক্রয় করিত, তাহাদিগের উপর কঠিন শাস্তি দিবার বন্দোবস্ত করেন। ইহা হইতেই ঐ নিষ্ঠুর প্রথার মূলে ঘা পড়িল।

ম্যাকফার্সনই ইহাদের মধ্যে জাতিগত বিবাদ মিটাইয়া পরস্পর সদ্ভাব স্থাপন করিয়া দেন। তিনি অর্থ ব্যবহার, রাস্তা প্রস্তুত ও অল্পে অল্পে বিক্রয়প্রথা প্রবর্তিত করেন।

এক্ষণে কন্ধেরা ইংরাজের অধীনে বাস করিতেছে। ইহারা কাহাকেও কোনরূপ কর দেয় না। ইংরাজ পক্ষ হইতে একজন তহসীলদার একজন পুলিসসৈন্য লইয়া কেবল শান্তিরক্ষা করিয়া থাকেন মাত্র। প্রত্যেক বিভাগ ইহাদের পূর্ব্বতনরাজবংশই রাজত্ব করিয়া থাকেন, এই সকল রাজারা সকল প্রকার বিচারাদিও করিয়া থাকেন। ইহারা এ প্রদেশের করদরাজগণের সুপারিণ্টেণ্ডের অধীন। এই রাজারা কিছু কিছু কর দেন বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য। ১৯টি রাজ্য হইতে কেবল ৮৫ হাজার টাকা আদায় হয় মাত্র।

কন্ধমহল। উড়িষ্যার ১৯টি করদরাজ্য মধ্যে বোদরাজ্যের দক্ষিণবিভাগের নাম কন্ধমহল। এই স্থানেই কন্ধজাতির সংখ্যা অধিক। কন্ধমহল ব্যতীত, বোদরাজ্যের অন্য অংশে ও দশপল্লা, নয়াগড় প্রভৃতি রাজ্যে কন্ধজাতি বাস করে। ইহারা বড় সরল, শিকার করিতে ভালবাসে। যাহারা ইহাদের সহিত বেশ মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারে, তাহাদের সহিত ইহাদের বেশ বনে। ইহাদের সামাজিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ইহারা বড় চটিয়া যায়।

কন্ধমহলে কন্ধ ব্যতীত ডোম্‌না নামে আর একশ্রেণীর পার্ব্বত্য জাতি বাস করে। সাধারণতঃ ইহারাই কন্ধগণের পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকে। কোন কন্ধ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে, তাহার পরিবারেরা জাতিচ্যুত হইয়া থাকে। ডোম্‌না-পুরোহিতেরা মনে করিলে, তাহাদের সমস্ত বিষয়াদি লইয়া আবার জাতিতে তুলিয়া লইতে পারে।

কন্ধমহল কেবল বন্ধুর মালভূমি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতে আকীর্ণ। এখানে গ্রামের সংখ্যা অতি অল্প এবং প্রতি গ্রামের মধ্যে পর্ব্বতমালা বা ঘন বন ব্যবধান থাকে। এই প্রদেশের সমস্ত ভূভাগে কন্ধজাতির একাধিপত্য। ইহারা বলে যে, এক সময়ে সমস্ত বোদরাজ্য ও ইহার চতুঃপার্শ্বের অন্যান্য রাজ্যাদিও ইহাদের অধীন ছিল, কালক্রমে অপরে সে সমস্ত জয় করিয়া লইয়াছে। বিজেতাদিগের নিকট ইহারা কখন অধীনতা স্বীকার করে নাই, অন্যেই অন্যায় করিয়া তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিয়াছে মাত্র, সুতরাং সমস্ত ভূভাগের উপর বহুদিন অতীত হইলেও তাহারা স্বত্বশূন্য হইতে পারে না। কন্ধেরা বলে যে সম্বলপুরের অন্তর্গত সবলেইয়া নামক জনপদই তাহাদের আদি বাসস্থান ছিল, ক্রমশঃ তাহারা বিতাড়িত হইয়া এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

কন্ধগণ কোন কালে বোদরাজের বশ্যতাস্বীকার করে নাই। ৮৩৬ সালে ইংরাজেরাই ইহাদের মধ্যে নরবলি প্রথা নিবারণ করিবার জন্য বোদরাজকে বাধ্য করেন। বোদরাজ নিজে সম্যক্ কৃতকার্য্য না হইয়া এই প্রদেশ ইংরাজ রাজকে ছাড়িয়া দেন। ইংরাজ এ দেশ হস্তে লইয়া কেবল ঐ নিষ্ঠুর প্রথা উঠাইয়া দিয়া শান্তিরক্ষা করিয়া আসিতেছেন মাত্র। এ দেশের লোকেরা ইংরাজকে কোনরূপ কর দেয় না ইংরাজও কোন রকম কর লয়েন না। একজন তহসিলদার নিযুক্ত আছেন, তিনি একদল পুলিস সৈন্য লইয়া শান্তিরক্ষা ও যাহাতে কোনরূপ রক্তপাত না ঘটে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। বোদরাজ এ প্রদেশের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না।

এ প্রদেশের প্রধান উৎপন্ন—হরিদ্রা। এখানকার হরিদ্রার তুল্য ভাল হরিদ্রা কোথাও জন্মে না। ব্যবসাদারা ভাল হরিদ্রা পাইবার জন্য দেশের অতি অভ্যন্তরে এমন কি পর্ব্বতের উপরে পর্য্যন্ত গিয়া থাকে।

এখানে কন্ধদিগের প্রাচীন রীতিনীতি চলিত আছে। এখনও যে জাতি যতটা জমী চাষ করিতে পারে, তাহার অধীনে ততটা জমী থাকে এবং কোন জমীতে যে গৃহস্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন ভোগ দখল ও চাষবাস করিতেছে, সে জমী তাহারই বংশানুক্রমিক ভোগ দখলে থাকে। প্রত্যেক জমীখণ্ড যে যে বংশের বা গৃহস্থের অধীনে থাকে, তাহারাই তাহাতে একাধিপত্য জন্মে। ইহাদের আপনাদের মধ্যে কোন রাজা বা জমীদার নাই যে, সে এই সকল জমীর উপর কোনরূপ কর আদায় করে। প্রত্যেক গৃহস্থই স্ব স্ব জমীর জমীদার, ইহার জন্য কাহাকেও কোনরূপ কর দিতে হয় না। প্রত্যেক গ্রামের বা পল্লীর যে সর্দ্দার বা প্রধান আছে, তাহাদের সহিত জমীর কোন সম্বন্ধ নাই। তাহারা কেবল অপর সাধারণের প্রতিনিধি বা মুখপাত্র স্বরূপ পঞ্চায়তে উপস্থিত থাকে।

এ দেশে কন্ধেরা একস্থানে কয়েক ঘর গৃহস্থে মিলিত হইয়া ঘর বাঁধিয়া বাস করে। এইরূপে একটী পল্লী হয়, কয়েকটী পল্লী লইয়া গ্রাম হয়। প্রত্যেক গ্রামবাসীর জমী বা চাষবাসের ক্ষেত্রাদি গ্রামের চতুর্দ্দিকে থাকে। এই সমস্তের উপর একজন প্রধান থাকে।

কন্ধর (পুং) কং জলং শিরো বা ধারয়তি কং-ধৃ-অচ্। ১ মেঘ। ২ মারিষ শাক, নটেশাক। ৩ গ্রীবা।

কন্ধরা (স্ত্রী) কং শিরো ধরতি, কং-ধৃ-অচ্ টাপ্। গ্রীবা।

কন্ধি (স্ত্রী) কং শিরঃ জলং বা ধ্রিয়তে যত্র, কং-ধৃ-কি। ১ গ্রীবা। (পুং) ২ সমুদ্র।

কন্ন (ক্লী) কন্যতে প্রাপ্যতে দুঃখমনেন, কন-ক্ত। ১ পাপ। ২ মূর্চ্ছা।

কনফুচি (কং ফু-চি)। ভগবান্ মনু যেমন হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক, মহাত্মা কনফুচি সেইরূপ চীনদেশের কি ধর্ম্ম, কি রাজ্য, কি নীতি, কি আচারব্যবহার, সকল বিষয়েরই নিয়মবিধির প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষাদাতা। মনুপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশাস্ত্র শত শত বৎসরের প্রাচীন হইলেও হিন্দুরা আজও যেমন শিরোধার্য্য বলিয়া মানিয়া আসিতেছে, সেইরূপ মহাত্মা কনফুচির ধর্ম্মশাস্ত্র আজিও অক্ষয়, অব্যয়, অচলভাবে সমানবলে চীনদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। কালের প্রভাবে হিন্দুর রীতি নীতি স্থানবিশেষে মানবশাস্ত্র হইতে বর্ত্তমান সময়ে কতকটা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু মহাত্মা কনফুচির শাস্ত্র এমনই সর্ব্বকালোপযোগী ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের অবলম্বনোপযোগী যে, আজ প্রায় তিন হাজার বৎসর অতীত হইতে চলিল, তবুও তাহার একটুও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইহাঁর প্রদত্ত শিক্ষার এমনই অক্ষয় ফল ফলিয়াছিল যে আজিও চীনের ন্যায় বৃহৎসাম্রাজ্যের কোন সামান্য অধিবাসীও সে শিক্ষা ভুলিয়া অন্য মত অবলম্বন করিতে পারে নাই। ইহারই শিক্ষাগুণে চীনবাসীরা প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি অচলা ভক্তি রাখিয়া জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী উন্নতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, "উচ্চ আশার অনুসরণ করিয়া তৎসিদ্ধির চেষ্টাতেই মানুষ উন্নত হইয়া থাকে" কিন্তু চীনদিগকে দেখিলে তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় কারণ মহাত্মা কনফুচির শিক্ষাবলে "উচ্চ আশা" কাহাকে বলে, আজিও ইহারা তাহা জানে না, অথচ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাহারা উক্ত মহাত্মার নিকট যে উপদেশ পাইয়াছিল, তাহারই অনুসরণ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে আজ ধার্ম্মিক, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শান্তিপ্রিয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

মহাত্মা কনফুচি ঈশ্বরপ্রেমে উদাসীন হওয়া অপেক্ষা মানবজীবনের মনোহারিতা ও চমৎকারিতা সম্পাদন করাকেই মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি বলিতেন—ঈশ্বর, যিনি অপ্রমেয়, অচিন্ত্য, অবাঙ্মনসগোচর, তাঁহাকে পাইবার জন্য বৈরাগী হইয়া পিতামাতা আত্মীয় স্বজন পুত্রকন্যা পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ অসমসাহসিক ও অতিমানুষিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা

অপেক্ষা ইহ জীবনের বিচিত্রতা ও মনোহারিতা সম্পাদন করাই যুক্তিসঙ্গত।" মহাত্মা কন্‌ফুচি একজন যে কেবল সদুপদেশক, দার্শনিক, বিচক্ষণ, নীতিকুশল ব্যক্তিমাত্র ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার যথার্থ ব্যক্তিত্বও স্বাতন্ত্র্য ছিল। তাঁহার কার্য্য যে প্রাচীনকাল হইতে লোককে চমৎকৃত ও ভক্তিমুগ্ধ করিয়াই পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা নহে—আজও তাঁহার কার্য্যের ফল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকাংশ অধিবাসিসমন্বিত রাজ্যে অক্ষুণ্ণ ভাবে ফলপ্রদ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত রীতিনীতি আজিও চীনদেশে সম্রাট্ হইতে সামান্য ভিক্ষুক কর্ত্তৃক সমান সম্মানের সহিত প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার উপদেশের প্রভাব রাজ্যের সকল স্থলেই আজও সমান প্রবলতার সহিত প্রচলিত রহিয়াছে।

যে সময়ে এই মহাত্মা চীনদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে চীন সাম্রাজ্য এখনকার মত বিস্তৃত ছিল না; বর্ত্তমান সাম্রাজ্যের এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র ছিল। রাজ্যের সর্ব্বত্র সামন্তপ্রথা প্রচলিত ছিল। সমস্ত রাজ্যটি তখন ১৩টি প্রধান ও অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ছিল। পূর্ব্বকালে য়ুরোপাদি মহাদেশে যে প্রকার সামন্তপ্রথা ছিল, প্রাচীনকালের চীন দেশে ঠিক সে প্রকার ছিল না। তিনটি বিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হইত। প্রথমতঃ সম্রাট্‌বংশের বহুদিনাবধি পরিবর্ত্তন না হওয়ায় তাঁহারা উদ্যম, অধ্যবসায় ও উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার অধীনস্থ সামন্তরাজগণের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে পারিতেন না। এইরূপে ক্রমান্বয়ে দলপতাকী অত্যন্ত হইয়াছিল। সামন্তরাজগণ ও তাঁহাদের অধীনস্থ সর্দ্দারগণ বা ভিন্ন ভিন্ন বংশের মধ্যে চিরবিবাদ বদ্ধমূল ছিল। সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় দেশের মধ্যে, দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভিক্ষ ও কুশাসন সর্ব্বদা বিরাজ করিত। দ্বিতীয়তঃ বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত হেয়বৎ ব্যবহৃত হইত, তাহাদিগের উপরে নানারূপ নিষেধ, বিধি ও বাধা প্রবর্ত্তিত ছিল। ইহা লইয়া যে কত ষড়যন্ত্র, গৃহবিবাদ, রাজ্যে রাজ্যে, বংশে বংশে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিত, কত খুন হইত, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। তৃতীয়তঃ, ইহাদের মধ্যে স্থির ধর্ম্ম বিশ্বাস ছিল না, ইহারা প্রাচীন য়ুরোপীয়দের মত ডাইনী, ভূত, প্রেত প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিত না কিংবা কোনরূপ ধর্ম্ম মত পরিবর্ত্তন লইয়া দেশের মধ্যে বিপ্লব ঘটাইত না বটে, কিন্তু ইহারা পৃথিবীর অতীত আর কিছু আছে কি না তাহা বুঝিত না। কাযেই তাহা বিশ্বাসও করিত না। তাহারা স্বর্গ নরকাদি কিছুই জানিত না, সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাহাদের কোনরূপ কামনা ঘৃণাও ছিল না।

যে সময় কন্‌ফুচির জন্ম হয়, তখন চীনরাজ্যে চাউ বা চু-বংশ সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যে সময় হইতে চীনদেশের ইতিহাস পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এই রাজবংশই তৃতীয়। এ সময়ে ইহাদের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়া গিয়াছিল এবং শাসনদণ্ড দৃঢ়ভাবেই ইহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইহাদের সময় ৫ শ্রেণীর সামন্তসর্দ্দার ছিল। ইহারা সকলেই সম্রাট্‌কে কর ও সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিত।

যদি সম্রাট্ অধ্যবসায়সম্পন্ন, উৎসাহী ও ক্ষমতাবান্ না হন, তাহা হইলে রাজ্যে স্বভাবতঃই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। এই সময় চীনেও সেই দশা ঘটিয়াছিল। সাধারণতঃ শাসনকার্য্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রত্যেক বিভাগে অল্পে অল্পে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইতেছিল।

কিন্তু এই মন্দ সময়েও চীনদেশে সাহিত্যচর্চ্চা ও শিল্পচর্চ্চার বেশ উন্নতি পাইতেছিল। সম্রাটের সভা হইতে সামান্য সামন্তের সভাতেও গায়ক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত। শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়াদির ন্যায় পাঠাগারও যথেষ্ট ছিল।

খৃষ্টের ৫৫০ বা ৫৫১ বৎসর পূর্ব্বে লু-রাজ্যে * মহাত্মা কন্‌ফুচি জন্মগ্রহণ করেন। শীতকালে ইহার জন্ম হয়। ইহার বংশগত উপাধি বা নাম কং বা কন্। দেশের লোকে পরে ইহাকে কন্‌ফুচি (কং ফুচি) অর্থাৎ দার্শনিক বা শিক্ষাদাতা কং বলিয়া ডাকিত।

ইহার পিতার নাম হেই, ‡ তিনি তৎকালে একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন, ইতিহাসেও তাঁহার নাম পাওয়া যায়, তাঁহার তুল্য সাহসী ও বলবান্ পুরুষ অতি অল্পই ছিল। খৃঃ পূঃ ৫৯২ অব্দে যখন তিনি পেই ইয়াং নগর অবরোধ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন বিপক্ষ পক্ষীয় একদল লোক কৌশলপূর্ব্বক নগরের দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। তাহাদের

* এই লু-রাজ্য বর্ত্তমান সাণ্টুংপ্রদেশের অন্তর্গত। এখানে কায়াফু নামক নগরে কন্‌ফুচি জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে যুরোপেও পণ্ডিতপ্রবর পিথাগোরাস্ স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি বিস্তার করিয়া প্রভূত যশোলাভ করিতেছিলেন।

কংফুচি বড় সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহার জন্মকালে চীনদেশে চাউ বা চু নামক তৃতীয় রাজবংশ রাজত্ব করিতেছিল। এই বংশের পূর্ব্বে 'সাং" নামক দ্বিতীয় রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছে। সেই সাংবংশের সপ্তবিংশতি সম্রাট্ তিন নামক রাজার বিখ্যাত কুলীনবংশে কন্‌ফুচির জন্ম হয়।

‡ কেহ কেহ বলেন ইহার পিতার নাম শালেয়াং হেই। ইনি চৌবজপাদ লং রাজ্যে কোন প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইচ্ছা যে, অবরোধকারীরা নগরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র অমনি দ্বার বন্ধ করিয়া দিবে। ঘটনাও তাহাই ঘটিল। সমস্ত সৈন্য নগর মধ্যে প্রবেশ করিলে, সর্ব্ব পশ্চাতে হেইও প্রবেশ করিতেছেন, আর ঠিক সেই সময়ে বিপক্ষীয়েরা ফটকের ভীষণ দ্বার ফেলিয়া দিল। হেই দেখিলেন মহা বিপদ্ তখন তিনি নিমেষমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিজ ভুজবলে সেই বিরাট কপাট টানিয়া ধরিয়া রহিলেন এবং স্বপক্ষীয়দিগকে নগর হইতে বাহিরে যাইতে আদেশ দিলেন।

কনফুচির মাতার নাম ইচেন চিং সাই, ইনি চীনদেশের তখনকার "ইয়েন" নামক এক প্রাচীন মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হেইর বয়ঃক্রম যখন ৭০ বৎসর তখন তিনি ইহাকে বিবাহ করেন, কাজেই লোকে ভাবিয়াছিল যে, ইঁহাদের আর সন্তানাদি হইবে না। অবশেষে যখন মহাত্মা কনফুচি জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন বৃদ্ধ দম্পতির প্রতিবেশী বর্গের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

কনফুচির জন্মকালে অনেকগুলি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। চীনগ্রন্থকারের এ সম্বন্ধে স্ব স্ব গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য প্রবাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়টি সকল গ্রন্থকারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—যে দিন কনফুচি জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রি চি সাই একটী স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্নের উপদেশ মত তিনি একটি পর্ব্বত-গুহায় গিয়া উপনীত হন। এই গুহা মধ্যে তিনি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন। এইখানে দৈত্যেরা চিং-সাইকে তাঁহার পুত্রের মহিমা ও ভাবিষ্যৎ যশঃ এবং সম্মানের কথা বলিয়া দেয় এবং অপ্সরার হস্তে মহাত্মা কনফুচি জন্মগ্রহণ করেন।

ইহার বাল্যজীবনী সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানিতে পারি না। তবে বাল্যকাল হইতেই ইহার দেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি আস্থা ছিল। তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি পিতৃহীন হন, তখনও ইহার পিতামহ জীবিত ছিলেন। শেষে যতই বয়স বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই তাঁহার ইতিহাস পাঠে অনুরক্ত বাড়িতে লাগিল।

এই অল্পবয়সেই তাঁহার মাহাত্ম্যের পূর্ব্ব লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইত। বাল্যকালে ইহার দেশ-প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাস ও আচার ব্যবহারের প্রতি দৃঢ় আস্থা ছিল। তাঁহার নিজের প্রাণে ভক্তি এতদূর প্রবল ছিল যে, অগ্রে ইষ্টদেবের পূজার্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ আহার্য্য নিবেদন না করিয়া কোনমতেই ভোজন করিতেন না।

কনফুচির পিতামহ অতি ধার্ম্মিক এবং পরম পণ্ডিত ছিলেন, বাল্যকালে তাঁহারই নিকট ইহার শিক্ষা বিধান হইয়াছিল। পিতামহের প্রদত্ত শিক্ষা বলে কনফুচি বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাঁহার সদাশয়তার অনুকরণ করিতে বিশেষ যত্ন করিতেন। পিতামহের মৃত্যুর পর কনফুচি তৎ-কালীন চীন-পণ্ডিতাগ্রগণ্য "চে°-সি" নামক পণ্ডিতের শিষ্য হন। স্বীয় অপরিমেয় বুদ্ধি ও মেধাবলে ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই কনফুচি অসাধারণ বিদ্বান্ হইয়া উঠেন। ১৫ বৎসর বয়সেই ইনি ইয়াও ও সান নামক সম্রাট্দ্বয় রচিত নীতিগর্ভ প্রাচীনগ্রন্থ ও শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

১৯ বৎসর বয়সে ইনি শানরাজ্যের এক কুমারীকে বিবাহ করেন, কিন্তু স্ত্রীর সহিত অধিক দিন একত্র বাস করেন নাই। একটি পুত্র সন্তান হইবামাত্র ইনি স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

বিবাহের পর ইহার গুণরাশি প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে চীনদেশে সাধারণের জন্য একটি শস্যভাণ্ডার ছিল। যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ হইত, তিনিই এই ভাণ্ডারের ভার পাইতেন। এই সময় কনফুচিকে এই পদ প্রদান করা হইল। কনফুচি পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশ-গত কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যতীত আর কোন পৈতৃক ধনে অধিকারী হইতে পারেন নাই, কাজেই অন্নচেষ্টায় ইহাকে এই কর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়। পর বৎসর ইহার পদোন্নতি হয়,—ইনি সাধারণ জমী ও ক্ষেত্রের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। এই সময়ে ইহার পুত্রের জন্ম হয়। কনফুচি তখন দেশের মধ্যে এতদূর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন যে, তথাকার প্রধান সামন্ত তাঁহার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া একটী পুষ্করিণীর মৎস্য উপহার পাঠাইয়া দেন। এই ঘটনা হইতেই কনফুচি পুত্রের নাম "লি" বা "পেয়া" (পুষ্করিণীর মৎস্য) নাম রাখেন।

এই সময়ে চীনদেশের অবস্থা বড় শোচনীয়। ন্যায়পরতা দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল, অত্যাচার ও অবিচার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মন্ত্রীরা রাজাকে বিনাশ করিয়া পুত্র পিতাকে মারিয়া রাজ্য অধিকার করিতেছিল। কনফুচি এই সকল দেখিয়া শিহরিয়া উঠি-তেন, অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, স্বজাতির চরিত্র যেমন করিয়াই হউক সংশোধন করিয়া দিবেন।

নিজ প্রতিজ্ঞা সফল করিবার জন্য কনফুচি উপায় অনু-সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেখিলেন স্ত্রী একটি বিষম অন্তরায়। এ সময়ে স্ত্রী-পুত্রের মায়ায় সংসারে জড়াইয়া

থাকিলে কোন কার্য্যই হইবে না। ইহা বুঝিতে পারিয়া কনফুচি স্ত্রী-পুত্র এবং রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সাধারণকে শিক্ষাদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এ সময়ে তাঁহার মাতা জীবিতা ছিলেন, কাজেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। বাড়ীতে থাকিয়াই ছাত্রমণ্ডলী মধ্যে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এ সময়ে ইনি প্রাচীন শাস্ত্রই শিক্ষা দিতেন, বুঝিয়াছিলেন যে, যাহা কিছু প্রাচীন প্রথমতঃ তাহার প্রতি লোকের দৃঢ় অনুরাগ জন্মাইতে পারিলে ও সেই সকল বিধিনিষেধাদি প্রত্যেকের দ্বারা প্রতিপালন করাইতে পারিলে, লোকের চরিত্র [illegible] ক্রমশঃ সৎকার্য্যের দিকে ধাবিত হইবে। এই সময়ে ইনি রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ছাত্রেরা যে যাহা সামান্য বেতন প্রদান করিত, তাহাই অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন।

২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কনফুচি শিক্ষকতা অবলম্বন করেন। এই বৎসরেই (খৃঃ পূঃ ৫২৮) ইহার মাতৃবিয়োগ হয়। এই ঘটনায় ইঁহাকে সমস্ত কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইল, কারণ তখন চিনদেশে প্রথা ছিল যে, পিতামাতার মধ্যে যাহারই হউক একজনের মৃত্যু হইলে সে অশৌচকালের মধ্যে কোনরূপ কার্য্য করিতে পাইত না। কনফুচি নিজে প্রাচীন রীতিনীতি পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন, সুতরাং এক্ষণে নিজে সেই প্রাচীন নিয়মাদি পালন করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না।

এতদ্ভিন্ন কনফুচি আরও স্থির করিলেন যে নিকটবর্ত্তী কোন পবিত্র স্থানে তাঁহার মাতৃদেহ সমাহিত না করিয়া, রীতিমত সমারোহ ও উৎসাহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিবেন। কার্য্যেও সেইরূপ হইল, দেশের সাধারণ লোকে [illegible] যখন প্রাচীন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতবর কনফুচি এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন, তখন ইহাই শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য এবং আমাদেরও অবলম্বনীয়। কনফুচির গূঢ় অভিপ্রায় তাহাই ছিল, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশের লোকের প্রাণে ধারণাশক্তি এতদূর হ্রাস হইয়া গিয়াছে যে, কেবল উপদেশ দিয়া তাহাদের দ্বারা কোন কাজ হইবার নহে, সেই জন্য তিনি নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রাচীন শাস্ত্রনীতিগুলি প্রতিপালন করিতেন। এই ঘটনার পর একান্ত হীনাবস্থার লোক ব্যতীত সকলেই স্ব স্ব অবস্থানুসারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উৎসব করিতে আরম্ভ করিল। সেই প্রথা আজিও চলিতেছে।

কনফুচি অবশ্য আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, তন্মধ্যে একটি নিয়ম অতি সুন্দর করিয়া গিয়াছেন। মৃতব্যক্তির প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য সমাধিস্থানেই হউক বা এতদুদ্দেশে নির্দ্দিষ্ট নিজ বাটীর কোন গৃহেই হউক গৃহস্থকে মৃতব্যক্তির জন্য কতকগুলি ক্রিয়া এবং তাঁহার গুণাদিকীর্ত্তন করিতে হয়। ইহা হইতে বর্ত্তমানকালে চীনদেশে আপামর সাধারণের মধ্যে মৃতব্যক্তিগণের উদ্দেশে বার্ষিক উৎসব ও প্রত্যেকের বাটীতে "পিতৃপুরুষের গৃহ" নামে একটি গৃহ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

এইরূপে কনফুচি যখন দেখিলেন যে স্বীয় উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন [illegible] আহ্লাদ ও অনুরাগ মুগ্ধ হইয়া সাধারণ হইতে অশৌচের তিন বৎসরের জন্য অপসৃত হইয়া স্বগৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অশৌচকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কনফুচি লু রাজ্যে থাকিয়াই ইতিহাস, সাধারণ সাহিত্য ও সঙ্গীত শাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন। যাহারা শিখিতে চাহিত, তাহাদিগকে অতি যত্নের সহিত উপদেশ দিতেন। কেহ [illegible] দিলেও শিক্ষাদানকালে ইনি তাহার প্রতি পক্ষপাত করিতেন না, সকলকেই সমান যত্নে, একরূপই উপদেশ দিতেন। কনফুচি স্বয়ং নিজের নির্ম্মলতা ও শাস্ত্রানুগত কার্য্যে প্রকাশ করিয়া লোকের মনোবেগ আকর্ষণ করিতেন। দেশের মধ্যে তখন সর্ব্বাপেক্ষা শাস্ত্রবিৎ, সাধুত্তম ও সংকর্ম্মচারী পণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং কোন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলেই লোকে ইহার নিকট মীমাংসার জন্য আসিতে বাধ্য হইত এবং সেই সুযোগে ইনি যথারীতি উপদেশ দিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করিতেন। ইহার উপদেশের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া লোকে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক ক্রমশঃ দেশের প্রাচীন শাস্ত্রনীতির উপর আস্থা ও শ্রদ্ধাবান হইতে লাগিল।

২৯ বৎসর বয়সে (খৃঃ পূঃ ৫২৩) কনফুচি "সিয়াং" নামক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তার নিকট সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাতে পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন। বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতে ইহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া একাদিক্রমে ১৫ বৎসরকাল সাধনা করিয়া সঙ্গীতে আশানুরূপ সিদ্ধিলাভ করেন।

লু-রাজ্যের একজন প্রধান মন্ত্রীর কোক ও নান্-কচ-কংশি নামক দুই পুত্র কনফুচির শিষ্য হন। ইহাদিগকে শিষ্যরূপে পাইয়া কনফুচি দেশের মধ্যে মহাসম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়িলেন। লোকে পূর্ব্বে ইহাকে যে চক্ষে দেখিত তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিল।

এই সময়ে ইহার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এ সময়ে প্রত্যেক প্রদেশের অধিপতি নামে মাত্র সম্রাটের অধীন ছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ সকলেই স্ব স্ব প্রধান, তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজ্য নিয়মও স্বতন্ত্র ছিল। এই সকল নিয়ম যে অবিকৃত ভাবে পালন করিয়া দেশের মধ্যে শৃঙ্খলা রাখিবা চলিতে পারিতেন তাহা নহে, তাঁহারা সর্ব্বদা স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, অবিমৃষ্যকারী, প্রতারক স্বেচ্ছাচারী ও দুষ্টবুদ্ধি পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া কেবল কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। কনফুচি ভাবিলেন, যতদিন রাজগণের চরিত্র সংশোধিত না হইবে তত্দিন প্রজার মধ্যে প্রকৃত পরিবর্ত্তন ঘটিবে না; সুতরাং স্থির করিলেন যে কোন রাজদরবারে প্রবেশ করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ দেখিবেন। কিংস্যুর রাজ্যে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। তিনি চাউরাজ্যের সামন্ত কেন দরবারে স্থান পাইলেন। এখানে তিনি রাজনীতিকুশল বলিয়া পরিচিত হন নাই। এই সামন্তরাজের পরিচালিত উচ্চাঙ্গ ও রীতিনীতি শিক্ষা ছিল, ... তিনি ... দিন সে দেশে বাস করেন। তৎপরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে ইহার যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ছাত্রও প্রায় ৩,৮০০ জুটিয়া ছিল।

এই সময়ে লু রাজ ইহার গুণে মোহিত হইয়া ইঁহাকে রাজ্যের বিচারকপদে নিযুক্ত করেন। সকল সময়েই যে কনফুচি বিচারকপদে বসিতেন তাহা নহে। যখন বুঝিতেন যে, এই পদে বসিয়া দেশের কিছু না কিছু সুবিধা করিতে পারিবেন, তখনই তিনি কার্য্যভার লইতেন এবং যতদিন অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত না ঘটিত, ততদিন পদ পরিত্যাগ করিতেন না।

এইরূপে নানাবিধ চেষ্টা করিয়াও সম্যক্ ফললাভ করিতে পারিলেন না। লু-রাজ্যের কি, সু ও মং নামক তিন বংশের লোকেরা রাজ্য মধ্যে প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। ইঁহারা রাজার সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতেন না, শেষে সকলে একত্র হইয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে পরাজিত লু-রাজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া "সি" রাজ্যে পলায়ন করেন। কনফুচিও তাঁহার অনুগমন করেন।

কনফুচির "সি"-রাজ্যগমনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শুনিয়াছিলেন যে সান্ সম্রাটের পদাবলী কেবল তৎকালে সি-রাজ্যের গায়কেরাই জানিত; এই পদাবলী শিখিবার জন্য বহুদিবসাবধি চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজধানী প্রবেশ কালে কনফুচি এই পদাবলীর একটি গান হঠাৎ শুনিয়া এতদূর মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে গানের উদ্দেশ্যমত তিন মাস কাল মাংসস্পর্শ করেন নাই। ইহার সুর সম্বন্ধে কনফুচি বলিতেন যে, "সঙ্গীতের সুর এতদূর সুমিষ্ট ও মর্ম্মস্পর্শী হইতে পারে তাহা আমার ধারণা ছিল না।"

সি রাজ্যে যাইবার সময় তাই পর্ব্বতের উপর একটি ঘটনা ঘটে। এইস্থলে তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কত সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে সদুপদেশ প্রদান করিতেন। কনফুচির যতগুলি ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে অনেকে তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। সি-রাজ্যে যাইবার সময়ও তাহারা গুরুর সঙ্গে গিয়াছিল।

সকলে তাই পর্ব্বত অতিক্রম করিবার সময় একটি সমাধি স্থানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন একটি স্ত্রীলোক সেইখানে বসিয়া রোদন ও বিলাপ করিতেছে। কনফুচি সদলে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোক বলিল—"এইখানে আমার শ্বশুর ব্যাঘ্রমুখে প্রাণ হারাইয়াছেন, এইখানেই আমার স্বামী শ্বাপদের আহার হইয়াছেন, শেষে আমার একমাত্র সন্তানও এইস্থানে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে।" কনফুচি কহিলেন, "তবে এ ভয়ঙ্কর স্থলে তুমি বসিয়া আছ কেন মা?" স্ত্রীলোক উত্তর করিল, "এস্থানও বরং ভাল তবু যে রাজ্যে রাজা অত্যাচারী প্রজাপীড়ক সে রাজ্যে কিরূপে বাস করিব?"—কনফুচি শুনিলেন, শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বৎসগণ! শুনিলে ত, অত্যাচারী প্রজাপীড়ক রাজা ব্যাঘ্র অপেক্ষাও অধিক ভয়ের বস্তু।"

কনফুচি রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন শুনিয়া সি রাজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। কনফুচি রাজসভায় উপস্থিত হইলে সি-রাজ তাঁহার সহিত কথোপকথনে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে "লিন্‌কিউ" নামক সহরটি সমস্ত আয় সহ তাঁহাকে বৃত্তিস্বরূপ দান করিতে চাহিলেন, কিন্তু পণ্ডিতবর বলিয়া উঠিলেন, "বিজ্ঞ লোকে উপদেশ দিলে যতক্ষণ সেই উপদেশ মত কার্য্য করা না হয়, ততক্ষণ তাঁহারা কোনরূপ দান গ্রহণ করিতে পারেন না। আমি রাজাকে উপদেশ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তিনি এখনও তদনুসারে কার্য্য করেন নাই বা তাহার উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারেন নাই।" ইহার পর রাজার সহিত রাজনীতি লইয়া কথোপকথন হইলে কনফুচি বলিলেন, "যে দেশে রাজা রাজার কর্ত্তব্য, মন্ত্রী মন্ত্রীর কর্ত্তব্য, পিতা পিতৃক বা

এবং সন্তানে সন্তানের কর্তব্য বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে, সেই দেশেই যথার্থ সুশাসন আছে বলা যায়।" রাজা ইহাতে উত্তর দিলেন—"হইতে পারে এ দেশে রাজা রাজা নহে, মন্ত্রী মন্ত্রী নহে এবং সন্তানও সন্তান নহে, কিন্তু প্রজার নিকট কর লইয়া থাকি, আমি তাহা উপভোগ করিব না কেন?"

কনফুচি শেষে দেখিলেন সি রাজ্যে থাকা আর উচিত হইতেছে না। রাজা বুঝিয়াছিলেন যে, লোকটাকে অর্থদান করিয়া বশীভূত করিয়া রাখিবেন, কিন্তু কনফুচি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তিনি কিছুতেই কোনরূপ দান গ্রহণে স্বীকৃত হন নাই। রাজা নানাবিধ উপায়ে অর্থবৃত্তি ও ভূমিবৃত্তি দিতে চাহিলেন, কিন্তু কনফুচি সেই এক কথা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন যে, "যতক্ষণ রাজা আমার উপদেশ মত না চলিবেন, ততক্ষণ আমি তাঁহার কিছু লইব না।" সি রাজ বা তাঁহার প্রধানবর্গ তখন এতদূর বিলাসোন্মত্ত যে, কনফুচির উপদেশ অনুসারে চলা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। কোনরূপেই উভয়পক্ষে মনোমিলন হইল না দেখিয়া কনফুচি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। লু-রাজ্য তখনও অশান্তিপূর্ণ এবং শাসনভার রাজ্যের প্রধান রাজপুরুষগণের হস্তে পড়িয়া আছে।

দেশে আসিয়া কনফুচি ১৫ বৎসরকাল কার্য্যজগৎ হইতে অবসর লইয়া কেবল শাস্ত্রচর্চায়, দেশের ইতিহাস-প্রণয়নে ও সঙ্গীতপুস্তক রচনায় কালযাপন করেন।

ইহার পর লু রাজ্যে (খৃঃ পূঃ ৫০৫) শান্তি স্থাপিত হইল। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা এই সময় ইঁহাকে দেশ শাসনের ভার গ্রহণ করিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিলেন। কনফুচি যাহা চাহিতেছিলেন, তাহাই পাইলেন। রাজ্য সম্বন্ধে যে সকল নিয়মাদি স্থির করা ছিল এবং দেশের লোকের চরিত্র সংশোধনের যে সকল উপায় স্থির করিয়াছিলেন তৎসমস্তই কার্য্যে পরিণত করিবার এই সুযোগ দেখিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন। এ সময় তিনি এমন সুনিয়মে কার্য্য আরম্ভ করিলেন যে, রাজ্যের মধ্যেই কি রাজা, কি প্রজা, কি মহৎ, কি ক্ষুদ্র, সকলেরই আচার ব্যবহার ও চরিত্রের এরূপ সংশোধন ঘটিল যে রাজ্যময় এক নূতন শ্রী, নূতন ভাব দেখা দিল। সে প্রায় [illegible] লু রাজ্যের [illegible] চারিদিকে রটিতে লাগিল। তাহাতে অধিবাসীরা এতদূর সন্তুষ্ট হইয়া পড়িল যে, তাহারা নিজ নিজ গ্রামে [illegible] কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিল।

লু-রাজ্যের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভূপালেরা হিংসায় জ্বলিতে লাগিলেন। তাঁহারাও ইচ্ছা করিলে কনফুচির প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলি অনায়াসে প্রচলিত করিয়া স্ব স্ব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না। লু রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী সি রাজ লু রাজ্যের উন্নতি দেখিয়া বলিলেন যে, "যদি আর কিছুদিন কনফুচি লু রাজ্যে মন্ত্রীত্ব করেন, তাহা হইলে সামন্ত রাজ্যগণের মধ্যে লু ই সর্ব্বপ্রধান হইয়া দাঁড়াইবে এবং সর্ব্বাগ্রে পার্শ্ববর্ত্তী আমার রাজ্য গ্রাস করিয়া ফেলিবে। এই বেলা [illegible] রাজা ছাড়িয়া শান্তি [illegible] চেষ্টা দেখা [illegible]।"

সি রাজের মন্ত্রী অত্যন্ত কূটবুদ্ধির লোক ছিলেন, তিনি রাজাকে জানাইলেন যে যদি কোনরূপে লু রাজের সহিত কনফুচির বিবাদ বাধাইতে পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের আর এ আশঙ্কা থাকে না। সি রাজ সম্মত হইলে, মন্ত্রী ৮০টী রূপ-লাবণ্যসম্পন্না পূর্ণযৌবনা চিত্তাকর্ষিণী মনোহর নৃত্য-গীতাদিনিপুণা মধুরভাষিণী কোকিলকণ্ঠী কামিনী এবং ১২০ অত্যুৎকৃষ্ট অশ্ব সংগ্রহ করিয়া লু রাজকে উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিতবর কনফুচি এ উপঢৌকনের পরিণাম কি হইবে, তাহা অনুধাবন করিয়া রাজাকে উপ-ঢৌকন প্রত্যাখ্যান করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু লু রাজের দুরদৃষ্টবশতঃ মতিভ্রম ঘটিল। তিনি কনফুচির পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া যুবতীগণকে অন্তঃপুরে স্থান দিলেন। ফল হইল এই যে লু রাজ সেই যুবতীগণের মোহজালে জড়াইয়া পড়িলেন। রাজকার্য্য দিন দিন উৎসন্ন যাইতে লাগিল, রাজপুরুষেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, বিলাসিনীগণের প্রীত্যর্থ রাজা নিত্য নূতন আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন। এ রাজ্য [illegible] প্রাচীন ও রাজা বিলাসীর [illegible] হইয়া পড়িলেন। কনফুচি তাহার প্রতিবিধানের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্ত আয়াসই ব্যর্থ হইল। কিছুদিন পরে রমণীকুহকে রাজা এতদূর হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন যে কনফুচি উপদেশ দিতে গেলে তাহা ক্রোধোদ্দীপক হইত। অবশেষে এতদূর হইয়া পড়িল যে রাজা কনফুচিকে সুখপথের কণ্টকস্বরূপ বিবেচনা করিয়া ইঁহাকে হত্যা করিতে, নতুবা আমরণ কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

এতদিনে কনফুচি স্থির করিলেন যে, লু রাজ্যে থাকিলে তাঁহার বা রাজার কোন পক্ষেরই আর মঙ্গল নাই, কাজেই সে দেশ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। একদিন রাজ্যের মঙ্গল [illegible] রাজা সেই [illegible] রাজ্যের [illegible] শৈথিল্য প্রকাশ

করায় কনফুচি এই সূত্র ধরিয়া পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এ সময়ে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, হয়ত রাজার ও মন্ত্রিগণের মতি গতি ফিরিলে তিনি পুনরায় আহূত হইবেন, কিন্তু সে সুযোগ আর ঘটিল না। কনফুচি ৫৮ বৎসর বয়সে দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে কনফুচির যেরূপ ধারণা ছিল, তাহা অতীব মনোহর। তিনি বলিতেন, যিনি রাজা তিনি রাজা, যিনি মন্ত্রী তিনি মন্ত্রী, পিতা—পিতা, পুত্র—পুত্র হইলেই রাজ্য বড় সুখের হয়। সমাজ সম্বন্ধেও তাঁহার মত অতি উচ্চ ছিল। তিনি বলিতেন সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করাই ঈশ্বরাভিপ্রেত। পাঁচটি সম্বন্ধ লইয়া সমাজ হইয়া থাকে,—রাজা প্রজা, পতি পত্নী, পিতা পুত্র জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ও বন্ধু। ইহাদের মধ্যে রাজা প্রভৃতি প্রথম চারিজনে কর্তৃত্ব এবং প্রজা প্রভৃতি শেষ চারিজনে বশ্যতা থাকে। ন্যায়পরতা ও দয়ার উপর কর্তৃত্ব স্থাপিত এবং ন্যায়পরতা ও ঐকান্তিকী প্রীতি ভক্তিদ্বারা বশ্যতা স্থাপিত হইলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকে। এরূপভাবে উভয়ের মধ্যে পরস্পর মিলনের চেষ্টা করিলেই সমাজে কোন গোলমাল বাধিতে পারে না। মোহে পড়িয়া এই সকল সম্বন্ধের অপব্যবহার করে বলিয়াই সমাজে এত বিশৃঙ্খলা ঘটে, কিন্তু মানুষের সত্যাবলম্বনের স্পৃহা স্বভাবতঃ বড় অধিক, সুতরাং সৎপথাবলম্বনের সুবিধা পাইলে তাহারা ইচ্ছা করিয়া কখন মোহমুগ্ধ হয় না। কনফুচি বলিতেন যে, যেমন বায়ুভরে দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস বাঁকিয়া পড়ে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটে সাধারণ লোকে অবনমিত হইয়া থাকে। রাজ্যে যদি আদর্শ রাজা থাকে, প্রজারাও তাহা হইলে আদর্শ প্রজা হইয়া উঠিতে পারে। আমি এইরূপ আদর্শরাজা গড়িয়া দিতে পারি, রাজার কিরূপ গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা আমি বলিয়া দিতে পারি। প্রাচীনকালে আদিবংশ স্থাপয়িতারা জাতিবংশের আদিপুরুষ নিজতম জাতি ও যিনি প্রথমে চীনদেশে বংশানুক্রমিক রাজা প্রতিষ্ঠা করেন, সেই পণ্ডিতবর 'ইয়ার' কিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া দিতে পারি। এই সকল আদর্শলোকের অনুকরণে ও আমার উপদেশ অনুসারে যদি কোন রাজা চলিতে পারেন। তাহা হইলে তিনিই দেশের মধ্যে প্রধান রাজা ও সুখী প্রজা লইয়া মহাসুখে কালযাপন করিতে পারেন। যদি কোন রাজা এক বৎসর আমার উপদেশ মত কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার রাজশ্রী ফিরাইয়া দিতে পারি, আর যদি কেহ তিন বৎসর আমার মতে থাকেন, তাহা হইলে আমি যে সকল সুখের কথা বলিলাম, তাহা তিনি উপভোগ করিতে পারেন।"

যাহা হউক, কনফুচি ৫৬ বৎসর বয়সে লু-রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া সি, ওয়েস, চু প্রভৃতি রাজ্যে স্বীয় মত প্রচার করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আশা ছিল যে, কোন না কোন রাজাকে হস্তগত করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইবেন, কিন্তু কোথাও সে আশা পূর্ণ হইবার সুযোগ দেখিলেন না। কনফুচির কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, বিলাসী লোকের পক্ষে অবলম্বন করা এত দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, কেহ সে সকল নিয়মে চলা দূরে থাক, তাঁহার নামে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। রাজ্যের রাজপুরুষেরা ভাবিত যে, এখনই হয়ত কনফুচি আসিয়া তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া, তাহাদের এতকালের প্রতিপত্তি ও আমোদ প্রমোদে ব্যাঘাত ঘটাইবেন। রাজা ভাবিতেন যে, এখনই আসিয়া তাঁহার শাসনকার্য্যের, বা প্রজাপালনের দোষ ধরিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন। সাধারণ লোকে ভাবিত যে, এতকাল আমরা যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে আছি, তাহাই নষ্ট করিবার উদ্দেশেই বুঝি এ ব্যক্তি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপে সকল স্থলেই রাজা হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত আপাতসুখে মুগ্ধ হইয়া কনফুচির উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। অনেক স্থলে দুষ্ট লোকেরা তাঁহার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

কনফুচি যে একবারেই বৃথা ঘুরিতেছিলেন, তাহা নহে, দুই চারিজন করিয়া প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে তাঁহার শিষ্য হইতেছিল। কনফুচি সাধারণ লোকের নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য হাও, সান, ইউ, চিংটং ও ভেংভাং প্রভৃতি চৈনিক মনীষিগণের নীতি ও দৃষ্টান্ত সকল প্রচার করিতেন বলিয়া জ্ঞানীলোকে তাঁহাকে ঐ সকল প্রাচীন মহাত্মাদিগের প্রতিনিধি বলিয়া আদর করিতেন।

ক্রমশঃ কনফুচির শিষ্য সংখ্যা প্রায় ৩০০০ হাজার হইয়া উঠিল। ইহারা সকলেই ভ্রমণকালে গুরুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিত। কনফুচি শিষ্যগণকে শিক্ষা দিবার সুবিধার্থ চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছিলেন। যাহারা সকল বিষয়ে পারদর্শী এবং বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া যথেষ্ট নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ঐকান্তিক-চিত্তে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান হইয়াছিল, তাহারাই প্রথম শ্রেণীর শিষ্য মধ্যে গণ্য হইত; যাহারা বাক্‌পটুতা, শাস্ত্রজ্ঞান, ও সুতর্কে পারদর্শী হইয়াছিল, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য হইত, তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দকে তিনি কেবল রাজনীতি অতি বিশদরূপে শিক্ষা দিয়া মান্দারিণগণের * শিক্ষকতা-

* মান্দারিণ শব্দে চীনের মন্ত্রীগণকে বুঝায়।

কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিতেন এবং চতুর্থ শ্রেণীর শিষ্যেরা লোক শিক্ষার্থে সাধারণের বোধগম্যোপযোগী সরল ভাষায় নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিত এবং গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে রাজ্যে রাজ্যে, প্রায় ৫০০ শত শিষ্য প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই চারি শ্রেণীর শিষ্য মধ্যে প্রথম শ্রেণীর য়েনিয়েন, মেঙ্কেন, মেনাপিয়ড এবং সুকং, দ্বিতীয় শ্রেণীর চেঙ্গো ও চুকং, তৃতীয় শ্রেণীর ইয়েননন ও কিলু এবং চতুর্থ শ্রেণীর সিঙ্গেন ও সিহিয়া—এই দশজন শিষ্য সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর টিজলু ও টীজিকল বড় অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ এবং তার্কিক ছিলেন, ইঁহারা সর্ব্বদাই গুরুর সহিত সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া তর্ক করিয়া সন্দেহ মিটাইয়া লইতেন। প্রথম শ্রেণীর য়েনিয়েন গুরুর বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। কনফুচি ইঁহাকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন। ৩১ বৎসর বয়সে য়েনিয়েন অকালে প্রাণত্যাগ করায় কনফুচি শোকদুঃখবিজয়ী জ্ঞানীপুরুষ হইয়াও প্রিয় শিষ্যের মায়ায় একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক দিবস অন্য সকলকে ডাকিয়া বলেন, "দেখ, ইতিপূর্ব্বে নানাবিধ বিপত্তি ভুগিয়াছি, অনেক দুঃসহ যন্ত্রণাও সহ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু এরূপ মনস্তাপ ইতিপূর্ব্বে কখনও পাই নাই।" য়েনিয়েনের মৃত্যুর পর মিয়েনহুই নামক শিষ্য কনফুচির সেই স্নেহের স্থল অধিকার করেন। কনফুচি য়েনিয়েনকে যেমন ভালবাসিতেন, মিয়েনহুইর গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে ঠিক সেইরূপ স্নেহ করিতে আরম্ভ করেন।

ভ্রমণকালে কনফুচির জীবনে কয়েকটী ঘটনা ঘটে। এ সময় তাঁহাকে বহু শিষ্যদল লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হইত, আহারাভাব প্রায় সর্ব্বদা ঘটিত, মধ্যে মধ্যে তিন দিন পর্য্যন্ত অনাহার ঘটিত, কাজেই তাঁহাকে সর্ব্বদা দীন হীন দুঃস্থ ক্ষুব্ধ কাল কাটাইতে হইত। একবার স্বদেশে বিষম অনাহারে পড়িয়া মহাক্লেশ পাইয়াছিলেন। টিজলু নামক একজন প্রধান শিষ্য এই কষ্টে অভিভূত হইয়া পড়িয়া একদিন কনফুচিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, যিনি মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান তাঁহাকেও কি অভাবে পড়িতে হয়? কনফুচি উত্তর দিলেন—পড়িলেও সে ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের মতই কার্য্য করে। সাধারণে সে সকল স্থলে অভিভূত হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে।

কনফুচি নিজ কৃত নিয়মাদিকে অভ্রান্ত ও ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং সময়ে সময়ে শিষ্যদিগের মধ্যে সে কথা প্রচার করিতেন। অনেকে সে কথায় বিশ্বাস করিত না। এক দিন কথা প্রসঙ্গে টিজিকঙ্গ নামক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিয়মাদি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু এখনও কোন রাজ্যের লোক কোনমতে অবলম্বন করিতে পারিবে না, সুতরাং সে গুলিকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া লোকের অবলম্বনোপযোগী করিয়া দিলে ভাল হয়।

কনফুচি বলিলেন—"কৃষক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সুন্দর-রূপে আবাদ করিতে পারে, উত্তম ফসলের জন্য দায়ী হইতে পারে না। শিল্পকরেরা সুন্দর কারুকার্য্য করিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু সেগুলি বাস্তবিক বাজারে যে ভাল দামে বিক্রীত হইবে না, তাহাতে কৃত নিশ্চয় হইতে পারে না। সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি সুনীতির ব্যাখ্যা দিতে পারেন কিন্তু লোকে গ্রহণ করিতে পারিবে কি না তজ্জন্য দায়ী হইতে পারেন না।"

ইহার পর প্রত্যাগমনকালে 'পু' নামক স্থানে কতকগুলি লোক তাঁহাকে আক্রমণ করে। শিষ্যগণ সকলে মিলিয়া তাহাদিগকে বাধা দিতে না পারায় তাহারা কনফুচিকে ধরিয়া ফেলে। কনফুচি তাহাদের নিকট এই শপথ করিতে বাধ্য হন যে, আর তিনি উ-রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবেন না, কিন্তু মুক্ত পাইবামাত্র সেই দিকে যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। যিনি বিশ্বস্ততা ও সত্যকে নীতির প্রথম পথ বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহাকেই এইরূপে সত্যভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া শিষ্যেরা চমকিত হইয়া উঠিল। টিজিকঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শপথ পরিত্যাগ করা কি উচিত?" কনফুচি বলিলেন, "এ শপথ অপরে বলপূর্ব্বক করাইয়াছে মাত্র, প্রাণে এ শপথ নাই।"

সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর কোন কার্য্যে লাগেন না। ইঁহারা চতুর্দ্দিকে পাপের খেলা দেখিয়া পিছাইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ান। তাঁহারা লোককে এইরূপ করিতে উপদেশ দিতেন। এখন তাঁহারা কনফুচিকে স্রোতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইতেন এবং জ্ঞানশূন্য বলিয়া ঘৃণা করিতেন। এক সময়ে কনফুচি ভ্রমণ করিতে করিতে পথশ্রমে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলাশয় অন্বেষণ করিতেছিলেন,—দূরে দেখিলেন, একটি সন্ন্যাসী ক্ষেত্রে নিজ কার্য্য করিতেছেন। টিজলুকে তাঁহার নিকট জলের সংবাদ আনিতে পাঠাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী টিজলুকে দেখিয়া কনফুচির শিষ্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "বিশৃঙ্খলা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত এক রাজ্য হইতে আর একরাজ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে। কেহই ইহা নিবারণ করিতে পারিবে না। নিজের পরামর্শ শুনিল না

বলিয়া যে ব্যক্তি এক রাজার নিকট হইতে অপর রাজার দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার অনুসরণ করিয় তোমরা কি ফল পাইতেছ? তাহা অপেক্ষা যাহারা সংসারের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার নশ্বরতা বুঝিয়া তাহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের সেবা কর, ফল পাইবে।" সন্ন্যাসী এই কথা বলিয়া নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, জলের কোন সংবাদ দিল না। টিজিলু ফিরিয়া আসিয়া কন্‌ফুচিকে সমস্ত কথা বলিলেন। কন্‌ফুচি উত্তর দিলেন, কথা যথার্থ বটে, কিন্তু পৃথিবী হইতে সরিয়া দাঁড়াইব কিরূপে? মনুষ্যসমাজ ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিব কিরূপে? সঙ্গী না হইলে মানুষ থাকিতে পারে না। বনের পশু পক্ষীর সহিত মানুষের কোন সম্পর্ক নাই, সুতরাং তাহাদিগকে লইয়া কিরূপে থাকিব? যদি সঙ্গী লইয়াই মানুষকে থাকিতে হয়, তবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানুষের নিকটে থাকাই উচিত। দেশে দেশে বিশৃঙ্খলা আছে বলিয়াই আমার কার্য্য আছে। যখন সমস্ত দেশে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে, নীতি প্রচলিত হইবে, তখন আর আমার এক রাজার দ্বার ছাড়িয়া অন্যের দ্বারে যাইতে হইবে না, আমার বিশেষ কোন কার্য্যও থাকিবে না, তখনই আমি যথার্থ বিষয়বিরাগী পৃথিবী-পরিত্যাগী নির্লিপ্ত বৈরাগী বলিয়া গণ্য হইব।"

সীন-রাজ্যে যাইবার সময়ে কোয়াঙ্গনগরে কন্‌ফুচি সদলে বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে এই সহরে ইয়াংহু নামে এক জন ডাকাইতের বড় উপদ্রব হইয়াছিল। লোকে তাহার উৎপাতে বড়ই উত্ত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দুঃখের বিষয় ইয়াংহু ও কন্‌ফুচি উভয়ের শরীরগত এত সাদৃশ্য ছিল যে লোকে তাঁহাকেই ইয়াংহু বলিয়া ভুলিয়া তিনি যে বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ফেলিল। শিষ্যবৃন্দ মহাভীত হইয়া পড়িল, কিন্তু কন্‌ফুচি নির্ভীকচিত্তে বলিলেন, "আমা সম্বন্ধে সত্য কখনই লুপ্ত থাকিবে না। পরমেশ্বর যদি এত শীঘ্রই এই সৎকার্য্যে বাধা দিতেন, তাহা হইলে আজ আমাকে এ অবস্থায় পড়িতে হইত না। তাঁহার ইচ্ছায় সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবেই, কোয়াঙ্গের লোকেরা আমায় কিছুই করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া তিনি বীণায় সুর চড়াইয়া নিজ রচিত প্রাচীন সম্রাট্‌গণের মহিমাসূচক পদাবলী গান করিতে লাগিলেন। যে সকল লোক বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারা বুঝিতে পারিয়া ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

১৩ বৎসর পরে ঘটনাবশতঃ কন্‌ফুচিকে স্বদেশে ফিরিতে হইল। এ সময়ে লু-রাজ্যে কি-কং নামে এক ব্যক্তি রাজার অতি প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শ মত রাজা সকল কার্য্যই করিতেন। ঘটনাক্রমে ইয়েনইউ নামে কন্‌ফুচির এক শিষ্য কি কংএর অধীন সৈন্য-বিভাগে কর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইয়েনইউ সি-রাজ বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিয়া অতি সুকৌশলে জয়লাভ করেন। কি-কং তাঁহার যুদ্ধপ্রণালী দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নূতন প্রকার যুদ্ধরীতি দেখিয়া এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এরূপ ধরণে যুদ্ধপ্রণালী তিনি কোথায় শিখিয়াছেন? ইয়েনইউ বলেন, কন্‌ফুচিই ইহার শিক্ষাদাতা। কি-কং কন্‌ফুচির নাম শুনিয়া তিনি কিরূপ লোক, তাহা জানিতে চাহিলে ইয়েনইউ বলিলেন যে, "যদি আপনি তাঁহাকে আপনার কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আপনার যশে চতুর্দ্দিক ভরিয়া যাইবে; আপনার সৈন্যসামন্ত অকুতোভয়ে দেবদানব সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে; তাহাদের নিকট ভয় করিবার মত কিছুই থাকিবে না তাহাদের অজানিতও কিছু থাকিবে না। আর যদি আপনি নিজে তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করেন, তাহা হইলে দেশের শত শত পণ্ডিতের পরামর্শেও কেহ আপনার কিছু করিতে পারিবে না।"

এই সকল কথা শুনিয়া কি-কং ভবিষ্যৎ সুফলের আশায় কন্‌ফুচিকে নিযুক্ত করাই স্থির করিলেন। ইয়েনইউ শুনিয়া বলিলেন যে, "যদি তাঁহাকে নিযুক্ত করাই মত হয়, তাহা হইলে, একটা কথা স্মরণ রাখিবেন যে, আপনাদের উভয়ের পরামর্শের মধ্যে যেন কোন নীচমনা লোক স্থান না পায়।" ইহার পরই কি-কং কন্‌ফুচিকে আনিবার জন্য দূত পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময়ে কন্‌ফুচি উই রাজ্যে ছিলেন। সেখানে তিনি কংওয়ান নামে উইরাজের একজন সেনাপতির ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উইরাজ্য পরিত্যাগের পথ দেখিতেছিলেন। কংওয়ান কন্‌ফুচির সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আসিতেন এবং কেবল একমাত্র যুদ্ধশাস্ত্রের কথা লইয়াই আলোচনা করিতেন, কিন্তু কন্‌ফুচি নিজে যুদ্ধশাস্ত্রে উপদেশ দিতে ভালবাসিতেন না বলিয়া মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। শেষে স্থির করিলেন যে, এ রাজ্য ত্যাগ না করিলে আর এ দায় হইতে নিষ্কৃতি নাই। কন্‌ফুচির মনের অবস্থা যখন এইরূপ, ঠিক সেই সময়ে কি-কঙের দূত আসিয়া পৌঁছিল, কন্‌ফুচি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদের

প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন এবং বিন্দুমাত্রও বিলম্ব না করিয়া সশিষ্যে স্বদেশে ফিরিলেন।

কন্‌ফুচি রাজসভায় উপনীত হইলে, রাজা গাই (গৈয়াং) শাসনকার্য্য সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কন্‌ফুচি তাহার যথাযথ উত্তর দিতে দিতে স্পষ্টই আভাস দিলেন যে, যদি তাঁহাকে কোনকর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে, রাজার যথেষ্ট মঙ্গল হইবে। তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে, উপযুক্ত সৎমন্ত্রী নির্ব্বাচন করিতে পারিলেই রাজ্য সুশাসিত হইবে। কি-কংও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় কন্‌ফুচি বলিলেন, "প্রশস্তমনা লোককে নিযুক্ত ও নীচমনাকে দূর করিয়া দাও, তাহা হইলে দেখিবে যে অল্পদিনের মধ্যে নীচমনার মনও প্রশস্ত হইয়া দাঁড়াইবে।" কি-কং এরূপ কথায় বুঝিলেন না যে কিরূপে কি করিতে হইবে, তাহার উপর আবার এই সময়ে লু-রাজ্যে ডাকাতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, কি কং কিরূপে এ ডাকাতি নিবারণ করিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, কাজেই কন্‌ফুচি আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন যে, "যদি তুমি নিজে লোভী না হও তোমার প্রজাকে পুরস্কার দিয়া প্রলোভিত করিলেও তাহারা চুরি কি ডাকাতি করিতে অগ্রসর হইবে না।" এই উত্তরে কন্‌ফুচি স্বয়ং গাইরাজের উপরেও একটু কটাক্ষ করিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে, আজ দুই বৎসরের মধ্যে রাজা কি-কঙের এমন বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কি-কং যাহা করিতেন, তাহাতে আর দ্বিরুক্তি করিতেন না। যাহা হউক শেষে লু-রাজের সভায় তাঁহার থাকা ঘটিল না, কারণ এরূপ লোক বিশেষের বশীভূত প্রভুর নিকট কন্‌ফুচির ন্যায় লোকের থাকা একান্ত অসাধ্য।

এবারেও লুরাজের নিকট মনোরথটাই সিদ্ধ না হওয়ায় কন্‌ফুচি রাজকার্য্যের আশা কতকটা দমন করিয়া অবসর লইয়া গৃহে বসিয়া রহিলেন। এই অবসরকালে তিনি স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস "সুকিং গ্রন্থের টীকা ও ভূমিকা লিখিলেন। শুদ্ধ ইতিহাস নহে এই সময়ে তিনি অনেকগুলি বিষয়ে হস্ত দিয়াছিলেন।

আজকাল কন্‌ফুচির যতগুলি পুস্তক পাওয়া যায়, তাহা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার প্রথম শ্রেণীর আদি পুস্তক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হিন্দুদের নিকট বেদ যেমন পূজ্য, চীনবাসীর নিকট এই আদিপুস্তক সেইরূপ পূজ্য। আদি পুস্তকে পাঁচখানি গ্রন্থ আছে—ইকিং, সুকিং, সিকিং, লিকিং ও চুনচু। "ইকিং"পুস্তকখানিতে চীনদেশের আমূল পরিবর্ত্তনের বিষয় লিখিত। পুস্তকখানির মূল কন্‌ফুচির রচিত নহে, তিনি ইহার টীকা ও ভাষ্যকার। কিম্বদন্তী আছে যে, চীনরাজ্যস্থাপয়িতা ফোহি ইহার প্রণেতা। ইহার প্রসঙ্গগুলি প্রহেলিকায় রচিত, ভাষা অতি কঠিন, সাধারণে ইহার অর্থ করিতে পারে না। ভাষ্য না হইলে যেমন কেহ বেদ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ কন্‌ফুচির ভাষ্য না দেখিলে কেহ "ইকিং" বুঝিতে পারে না, ইহার ভাষ্যের ভূমিকায় স্বয়ং কন্‌ফুচিই বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি তাঁহার জীবনের পরিমাণ আর কিছুকাল বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে তিনি আর ৫০ বৎসর "ইকিং" পড়িবার জন্য ব্যয় করিতেন এবং তাহার পর যদি টীকা বা ভাষ্য রচিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাতে বিশেষ কোন বৃহৎ ভ্রম থাকিতে পারিত না। এই পুস্তকখানি চীন-গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও পবিত্র। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে ভে-ভাং নরপতি একবার ইহার অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারেন নাই। কন্‌ফুচির পূর্ব্বে আর কেহই ইহার ভাব গ্রহণ করিতেই পারিত না। আজকাল সাধারণতঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের নিকট বেদ যেমন দুর্ব্বোধ্য, কন্‌ফুচির পূর্ব্বে চীনদিগের নিকটে ইকিং সেইরূপ ছিল। কন্‌ফুচি ইহার বড় আদর করিতেন।

আদি পুস্তকের দ্বিতীয় গ্রন্থ "সুকিং" ইহা একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি চীনদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাচীন ইতিহাস। ইহাতে চীনরাজ্য স্থাপনাবধি কন্‌ফুচির সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাস বর্ণিত আছে। হিন্দুর পুরাণশাস্ত্রের মত ইহাতে ধর্ম্মনীতির উপদেশও আছে। কন্‌ফুচি প্রাচীন গ্রন্থাদি ইহাতে সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আদি পুস্তকের তৃতীয় গ্রন্থ "সিকিং" কন্‌ফুচির রচিত নীতিগর্ভ কাব্য এবং সঙ্গীতে পূর্ণ, এতদ্ভিন্ন ইহাতে প্রাচীন কবিতা, কাব্য ও সঙ্গীতসংগ্রহও আছে। চীনেরা এই সকল গীত ও কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে। ইহাতে সঙ্গীতের পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্য কন্‌ফুচি কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। চীনেরা ইহার গীতাদি উৎসবাদিতে ব্যবহার করিয়া থাকে। চীনদিগের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার এই পুস্তক পাঠে যথেষ্ট জানা যায়।

কন্‌ফুচির "লিকিং" নামক চতুর্থ গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। পূর্ব্বোক্ত তিন খানিতে একত্র করিলেও এ খানির তুলনা হয় না। এইখানি চীনদিগের স্মৃতি ও সংহিতা গ্রন্থ। ইহাতে ধর্ম্ম কর্ম্মের রীতি নীতি বিধি ব্যবস্থা বর্ণিত আছে। ইহার মূলাংশ কন্‌ফুচির স্বরচিত কি না তাহা নির্ণয় করা যায় না।

চুন্‌ছিউ নামক পঞ্চম গ্রন্থখানিতে কন্‌ফুচির জন্মভূমি লু-রাজ্যের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। চুং শব্দে বসন্তকাল এবং ছিউ শব্দে শরৎকাল বুঝায়। কন্‌ফুচি এই পুস্তকখানি বসন্তকালে আরম্ভ করিয়া শরৎকালে শেষ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম চুন্‌ছিউ রাখেন। এইখানি তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার রচনা। ইহাতে ইন্‌রাজের সময় হইতে গইরাজের রাজত্বকালের (চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত) ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। এইখানি কন্‌ফুচির নিজের রচিত গ্রন্থ, ইহার একটি শব্দও অপরের নহে। কন্‌ফুচি এই জন্যই এইখানি শেষ করিয়া শিষ্যগণের হস্তে দিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি আমার রচনার জন্য কোন যশ হয়, তাহা হইলে তাহা এই চুন্‌ছিউ হইতে হইবে, আর যদি অপযশ হয়, তাহা হইলে তাহাও ইহা হইতে হইবে। এই পুস্তকখানিতে কন্‌ফুচি ঐশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া কোন উপদেশ দেন নাই। অলৌকিকী শক্তির মহিমা বলিয়া তিনি কোন বিষয়ের মীমাংসা করেন, প্রত্যেক প্রশ্নের মীমাংসায় তিনি কার্য্য কারণ দেখাইয়া গিয়াছেন। কেবল মৃত্যু কি? এইরূপ কোন এক প্রশ্নের উত্তরে একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে, "আমরা যখন জীবন কি - তাহাই জানি না, তখন মৃত্যু যে কি তাহা কিরূপে জানিব?"

খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৪১ অব্দে কন্‌ফুচির একমাত্র পুত্র লী পরলোক গমন করেন। কন্‌ফুচির জীবনী মধ্যে এই ব্যক্তির বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল পুত্রকে উপদেশ দিবার জন্য কন্‌ফুচি কিরূপ প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাঁহার তাহাই দেখাইবার জন্য একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ আছে। একবার কোন শিষ্য লীকে জিজ্ঞাসা করে যে, "আমরা যে সকল উপদেশ পাইয়া থাকি, তদ্ব্যতীত তুমি তোমার পিতার নিকট আর কোন বিদ্যা শিখিয়া থাক কি না?" লী উত্তর দিলেন, "না, একদিন তিনি উঠানে দাঁড়াইয়াছিলেন, আমি নিকট দিয়া তাড়াতাড়ি যাইতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গীতিপুস্তক পড়িয়াছ?" আমি 'না' বলিলে, তিনি বলিলেন, যে "যদি তুমি গীতিপুস্তক না পড়, তাহা হইলে তুমি কথোপকথনের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারিবে না।" আরও একদিন জিজ্ঞাসা করেন তুমি আচার ব্যবহারের বিধিগ্রন্থখানি পড়িয়াছ?" আমি আবার 'না' বলায় বলিলেন, "যদি তুমি এ গ্রন্থখানি না পড়, তাহা হইলে তোমার চরিত্র কোনকালে স্থির হইবে না।"

শিষ্য শুনিয়া বলিলেন, "আমরাও উপদেশ দুইটি পাইয়াছি, কিন্তু আরও একটি বেশী উপদেশ পাইয়াছি যে, বিজ্ঞ-মহাত্মেরা আপনার পুত্রের শিক্ষাদির জন্য কোনরূপ বিশেষ বন্দোবস্ত করেন না।"

পুত্রের মৃত্যুর পরবৎসর ইয়েনহিউ নামক কন্‌ফুচির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়ছাত্রের মৃত্যু হয়। এই সংবাদ পাইবামাত্র কন্‌ফুচি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলেন, "আঃ! ঈশ্বর বুঝি আমাকে নষ্ট করিলেন।" ইহার এক বৎসর পরে কি-কং শিকারে গিয়া এক প্রকার এক-শৃঙ্গবিশিষ্ট অদ্ভুত জীব ধরিয়া আনেন। ইহা কি প্রাণী তাহা কেহই বলিতে না পারায়, কন্‌ফুচিকে ডাকা হইল। তিনি আসিয়াই বলিলেন যে, ইহা "কি-লিন" নামক প্রাণী। প্রবাদ এইরূপ যে, এই প্রাণী কন্‌ফুচির জন্মের পূর্ব্বে নিশাকালে তাঁহার মাতাকে স্বপ্নে দেখা দেয় এবং তিনিও স্বপ্নে তাহার শৃঙ্গে একটি ফিতা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ধৃত প্রাণীর শৃঙ্গে ফিতা বাঁধা ছিল। দ্বিতীয়বার এই পশুকে দেখিয়া সকলেই অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে লাগিল। কন্‌ফুচি বিজ্ঞতম হইয়াও বর্ত্তমান ঘটনায় মুগ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া সেই পশুর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুই কাহার জন্য আসিয়াছিস্", তৎপরে চক্ষু জলে আপ্লুত হইল, তিনি বলিয়া ফেলিলেন—"আমার উপদেশ চলিল বটে, কিন্তু আমি অপরিচিত রহিয়া গেলাম।"

কি-কং বলিলেন—"আপনি অপরিচিত রহিলেন, এ কিরূপ কথা?"

কন্‌ফুচি বলিলেন—"আমি সে জন্য ঈশ্বরকে দোষ দিতেছি না। মানুষ আমার শিক্ষা অগ্রাহ্য করিতেছে অথচ সফলতা লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া তাহাদেরও দোষ দিতেছি না, ঈশ্বর আমাকে জানেন। কোন মহাত্মার নাম কখনও লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু আমার নিয়মাদির উপযুক্ত প্রচার হইতেছে না, সুতরাং বুঝিতেও পারিতেছি না যে, ভবিষ্যতে লোকে আমায় কি চক্ষে দেখিবে?"

একদিন প্রাতঃকালে শুনা গেল যে, মহাত্মা কন্‌ফুচি উঠিয়া পশ্চাদ্দিকে কোমরের উপরে হাত দিয়া স্বীয় বাটীর দ্বারে বেড়াইতেছেন, হাতে তাঁহার ছড়ি আছে, তাহা মাটীতে ঘস্‌ড়াইয়া যাইতেছে। কন্‌ফুচি বেড়াইতেছেন, আর বলিতেছেন,—

"উচ্চ গিরিচূড়া, হয়ে যায় গুঁড়া,
ভেঙ্গে পড়ে বিটপী বিশাল।
বন-তৃণ মত, শুকাইবে যত,
মহাজ্ঞানী মানবের দল॥"

কিয়ৎক্ষণ পরে কন্‌ফুচি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া

দ্বারের সম্মুখে বসিলেন। জি-কং এই সময় গুরুর নিকট আসিতেছিলেন, তিনি তাঁহার কথাগুলি শুনিতে পাইয়া ভাবিলেন যে, "যদি উচ্চ গিরিচূড়া যথার্থই গুঁড়া হইয়া যায়, তবে আমি কাহাকে দেখিয়া থাকিব, যদি বিশাল বিটপীই ভাঙ্গিয়া পড়ে অথবা মহাজ্ঞানীলোক বনের তৃণের মত শুকাইয়া যায়, তবে আমি কাহার ভরসা করিব।" এই-রূপ ভাবিতে ভাবিতে জি-কং গুরুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কন্‌ফুচি দেখিয়া বলিলেন—"জি, আজ তুমি এত বিলম্ব করিলে কেন? এতদিন পরে একটি সুবুদ্ধি রাজা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সে আমায় তাহার শিক্ষক করিবে। আমার অন্তিমসময় উপস্থিত।" এই কথাই ফলিল, তিনি খাটে গিয়া শয়ন করিলেন এবং সাতদিন পরে তাঁহার জীবলীলা শেষ হইল।

কন্‌ফুচির শিষ্যবৃন্দ মহা সমারোহে তাঁহাকে সমাহিত করিল। অনেকে তাঁহার সমাধির নিকট কুঁড়ে বাঁধিয়া ৩৮ বৎসর বাস করিয়াছিল, পিতৃতুল্য গুরুদেবের মৃত্যুতে শিষ্যেরা বাস্তবিকই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কন্‌ফুচির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম তিনজন শিষ্যের মধ্যে তখন একমাত্র জি-কং জীবিত ছিলেন, তিনি কোনমতে শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া আরও তিন বৎসরকাল সেই সমাধি স্থানেই ছিলেন। কন্‌ফুচির মৃত্যু হইলে দেশের লোকে তাঁহার অভাব বুঝিতে পারিল, কাজেই সমগ্রদেশের লোকেই ইহার জন্য শোক-সন্তপ্ত হইয়া পড়িল।

কিউ-ফো নগরের বহির্ভাগে কং-বংশের সমাধিস্থান ছিল। এই স্থানেই একটি স্বতন্ত্র বিস্তৃত ক্ষেত্রে কন্‌ফুচির সমাধি হইয়াছিল। এইস্থানে পরে এক বৃহৎ ও উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, স্তম্ভের সম্মুখে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত কন্‌ফুচির প্রতিমুর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, সমস্ত স্থান ঘিরিয়া কুঞ্জবাটিকায় পরিণত করা হইয়াছে এবং প্রবেশ দ্বার হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত সাইপ্রেস বৃক্ষের সারি দিয়া শোভিত করা হইয়াছে। প্রবেশদ্বার অতি সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত।

মর্ম্মর মূর্ত্তির নিম্নে "তাং" নামক রাজবংশ প্রদত্ত কন্‌ফুচির মহাজ্ঞানিগণাগ্রগণ্য, প্রাচীন শিক্ষক এবং সর্ব্ববিদ্যা-নিপুণ ও সর্ব্বজ্ঞ সম্রাট্ নামক উপাধিগুলি খোদিত হইয়াছে।

কন্‌ফুচির সমাধিস্তম্ভের উত্তর পার্শ্বে আর দুইটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ আছে তাহার একটি তাঁহার পুত্রের ও অপরটি পৌত্রের সমাধিস্তম্ভ। পৌত্রের সমাধিস্তম্ভের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বাটী আছে, শুনা যায় যে, ঠিক ঐ স্থানে জি-কং কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া একা ক্রমে গুরুশোকে পাগল হইয়া ৬ বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন।



কনফুচির মর্ম্মর মুর্ত্তি।

কন্‌ফুচির সমাধিস্তম্ভের সম্মুখে যে প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহা দেখিয়া ইঁহার আকৃতি স্পষ্ট বুঝা যায়। কন্‌ফুচি দীর্ঘচ্ছন্দ, বলিষ্ঠ, সুগঠিত পুরুষ ছিলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তাভ ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং মস্তক বৃহৎ ছিল। ইঁহার শরীরে ৪৯টি বিশেষ চিহ্ন ছিল।

কন্‌ফুচি নিজ প্রভু রাজার নিকট যে ভাবে ব্যবহার করিতেন, তাহাতে তাঁহার আত্ম-নির্ভরতা প্রকাশ পাইত বটে, কিন্তু রাজার সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেন। যখন তিনি রাজসভায় প্রবেশ করিতেন কি শূন্য সিংহাসনের নিকট দিয়া যাইতেন, তখন তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িত, পা ভাঙ্গিয়া আসিত এবং কণ্ঠস্বর এত মৃদু হইয়া যাইত যে, বোধ হইত যেন কথা কহিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইতেছে। যখন ঘটনাক্রমে তাঁহাকে রাজচিহ্নাদি বহন করিতে হইত, তখন তাঁহার শরীর এরূপ অবশ হইয়া পড়িত যে তিনি ঐ সকলের ভার কোনমতেই সহ্য করিতে পারিতেছেন না। যদি কোন পীড়ার সময় রাজা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, তাহা হইলে তিনি সেই অসুখ শরীরেও তাঁহার পদোচিত বেশভূষা ও কোমরবন্ধ পরিয়া পূর্ব্বমুখে শুইয়া থাকিতেন। যখন কোন রাজ-অতিথিকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য রাজা তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইতেন, তখন তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তিত হইত। তিনি উৎসাহিত হইয়া রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারী-

গণের সহিত অগ্রসর হইতেন এবং যখন অতিথিকে আহ্বান করিবার জন্ত তাঁহাকে পাঠান হইত, তখন তিনিই সর্ব্বাগ্রে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে স্বীয় অস্ত্র-শস্ত্রাদি প্রদর্শন করাইতেন। যখন দেশীয় দুর্ভিক্ষাদি নিবারণার্থ দেশে বার্ষিক উৎসব হইত, তখন কন্‌ফুচি স্বয়ং উৎসবের মূলউদ্দেশ্ত বুঝিয়া উৎসাহ দিতেন এবং পদোচিত বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া স্বীয় বাটীর পূর্ব্বদিকে দাঁড়াইয়া থাকিতেন; উৎসবে মাতিয়া যে সকল লোক তাঁহার নিকট আসিত, তাহাদিগকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। পানাহারাদি কার্য্যে কন্‌ফুচি বড় সাবধান হইয়া চলিতেন। কখন স্বাস্থ্যভঙ্গকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার খাত্তাদি বড় পরিষ্কার করিয়া প্রস্তুত করিতে হইত এবং প্রত্যেক প্রকার ব্যঞ্জন নির্দ্দিষ্ট পাত্রে পরিবেশন করিতে হইত। তিনি বড় বেশী খাইতে পারিতেন না, খাইতে বসিয়া গল্প করিতেন না এবং যাহা কিছু খাইতেন তাহা মন্দ হইলেও কিয়দংশ দেবতার নামে উৎসর্গ না করিয়া কখন খাইতেন না। মত্তপানের জন্ত তাঁহার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না, যখন ইচ্ছা হইত তখনই খাইতেন, কিন্তু কখন অধিকমাত্রায় খাইয়া প্রমত্ত হইতেন না। কন্‌ফুচি বড় দয়ালু ছিলেন, সকলকেই কিছু কিছু দান করিতেন। যখন শুনিতেন যে লোক অভাবে কাহারও সৎকার হইতেছে না অমনি নিজে ছুটিয়া যাইতেন। কাহারও অন্নাভাব ঘটিলে নিজে সাধ্যমত তাঁহাকে সাহায্য করিতে ত্রুটী করিতেন না।

কন্‌ফুচি যখন গাড়ীতে যাইতেন, তখন কোন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে অবনত হইয়া নমস্কার করিতেন। কখন তিনি কাহাকেও অঙ্গুলানির্দ্দেশে দেখাইয়া দিতেন না। তাঁহার নিকট সকলেই সমান আদর পাইত। তিনি বলিতেন শ্রেষ্ঠ ও নীচ লোকের মধ্যে বায়ু ও তৃণের সম্বন্ধ; বায়ু বহিলে তৃণ ঝাঁকিয়া পড়িবেই। নীচলোককে সদয় ব্যবহার করিলে সে নিশ্চয়ই বশীভূত থাকিবে।

এইরূপ কন্‌ফুচির কার্য্যাবলী দেখিলেও বোধ হয় যে তিনি শুদ্ধ উপদেশে নহে, স্বয়ং আদর্শ কার্য্যাদি করিয়া লোককে শিক্ষা দিয়াছেন।

কন্‌ফুচি সঙ্গীত-বিদ্যায় রীতিমত পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীত ভিন্ন তাঁহার মতে কাহারও শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। তিনি বলিতেন যে, "সঙ্গীত ভিন্ন আর কিছুতে মনকে জাগারিত করিতে পারে না। নীতি অবলম্বনে চরিত্র গঠিত হয় বটে, কিন্তু সঙ্গীত ভিন্ন সে গঠনের পূর্ণতা হয় না। সঙ্গীতের কথা উঠিলে, কন্‌ফুচি একপ্রকার পাগল হইয়া পড়িতেন, কেহ সামান্ত বিরুদ্ধ কথা বলিলে, কন্‌ফুচি অমনি কোমর বাঁধিয়া তাহার সহিত তর্ক করিতে বসিতেন।

কন্‌ফুচি, নীতি শিক্ষাদাতা ছিলেন। তিনি যাহা কিছু উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেবল দর্শন-বিজ্ঞান সমস্ত ব্যবহার নীতি, সমাজ নীতি ও রাজনীতিগন্ধ উপদেশ ভিন্ন ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধীয় কিম্বা মত ও বিশ্বাস লইয়া বিশেষ কোন কথা নাই। কন্‌ফুচি সাধারণের জন্ত একখানি ব্যবহারশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই শাস্ত্রখানির নাম লি-কি বা লি-কিং। মনুষ্যজীবনে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, যাহা কিছু করিতে হয় বা যাহা কিছু করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহার প্রত্যেকটি ধরিয়া নিয়মবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে পিতামাতার প্রতি-ব্যবহার, উচ্চ নীচের ব্যবহার ও সামাজ্য জীবনে চরিত্রের শোভা বৰ্দ্ধন-বিষয়ে যে সকল উপদেশ ও নিয়মগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর এবং অতি সহজে অবলম্বনীয়। পিতার নিকট পুত্রের বাধ্যতা লইয়াই কন্‌ফুচি সমস্ত বিষয়ের মূল স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে, একটি পরিবার একটি জাতির ক্ষুদ্র আদর্শ। পরিবারের মধ্যে পিতা যেমন পুত্রগণের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন ও পুত্রেরা যেরূপ পিতার বাধ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত জাতি রাজার নিকট সন্তানবৎ ব্যবহার করিবে ও রাজাও সমগ্র প্রজার উপর পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন। এই মূল ভিত্তির উপর কন্‌ফুচি সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আজিও চীনে কোনরূপ বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে না।

কাহারও কাহারও মতে, কন্‌ফুচি ঈশ্বরের সত্তা মানিতেন না, কিন্তু তাঁহার দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ আছে তাহাতে লিখিয়া গিয়াছেন, যে, বাস্তবিক শূন্য হইতে কোন বস্তুর উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে। নিশ্চয়ই কোন এক প্রকার মূল পদার্থ অনাদি অনন্তকাল হইতে আছে। কারণ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মূল তত্ত্ব বস্তুর সহিত সমভাবে আছে, সুতরাং কারণেও অনাদি অনন্তকাল আছে, এই কারণ, অনন্ত, অগম্য, অসীম, সর্ব্বশক্তিমান্‌ ও সর্ব্বত্র বিরাজিত। নীল আকাশই শক্তির কেন্দ্রস্থান অর্থাৎ এই স্থান হইতেই প্রধানতঃ কারণের কার্য্যারম্ভ হয়। এইখান হইতে সমস্ত জগতে কারণের শক্তি বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এই জন্ত মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন মধ্যে যে দুইদিন দিবারাত্র সমান হয়, সেই দুইদিন এই আকাশের

উদ্দেশ্যে পুরস্কারাদি প্রদান করা রাজাদিগের উচিত, কারণ ঐ দুই সময়ের একটাতে শস্য বপন করিতে হয় ও অপরটাতে প্রচুর ফসল পাওয়া যায়।

তাঁহার মতে মনুষ্য দেহ দুই বিষয়ে রচিত—একটী সূক্ষ্ম, অদৃশ্য ও ঊর্দ্ধগামী; দ্বিতীয়টি স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও নিম্নগামী। যখন এই দুইটি মূল বিষয় পৃথক্ হইয়া যায়, তখন সূক্ষ্মদেহ আকাশে প্রস্থান করে এবং স্থূলদেহ পৃথিবীতে মিলাইয়া যায়। তাঁহার দর্শনে "মৃত্যু" নামক কোন কথা নাই। স্থূল দেহ পৃথিবীতে মিশিয়া জগতের অংশ মধ্যে গণ্য হইয়া যায়; কিন্তু সূক্ষ্মদেহ চিরবর্ত্তমান থাকে এবং মধ্যে মধ্যে পৃথিবীতে যে বাটীতে যে সংসারে বাস করিত, সেইখানে আসিয়া থাকে। এই সকল সূক্ষ্ম দেহভূত স্বীয় বংশধরগণের নিকট পূজা পাইলে তাহাদিগের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। এই কারণেই চীনদিগের পিতৃমন্দিরে উৎসবাদি করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহারা এই সকল উৎসবের প্রতি এতদূর ভক্তি ও যত্ন প্রকাশ করে যে দেখিলে অপরে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ে। ইহাদের বিশ্বাস যে যদি ইহারা এরূপ না করে, তাহা হইলে তাহাদের সূক্ষ্মদেহ পিতৃমন্দিরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা পাইবে না অথবা বংশধরগণের নিকট কোনরূপ ভক্তি বা যত্ন পাইবে না।

কন্‌ফুচি বা তাঁহার শিষ্যেরা ঈশ্বরের কোনরূপ আকৃতি স্বীকার করিতেন না কিম্বা তাঁহারা কোন প্রতিমা বা অবতারত্ব কল্পনা করিতেন না। সাধারণতঃ কন্‌ফুচি লোককে শিক্ষা দিতেন যে "তোমরা অপরের নিকট যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করিয়া থাক, অপরের সহিত ব্যবহার করিবার সময় তোমরা সেইরূপ করিও।" তিনি অদৃষ্টবাদ স্বীকার করিতেন।

তিনি নিজ শিষ্যগণের সহিত কথোপকথন কালে যে সকল মহামূল্য মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, সেইগুলি লইয়া পরে "দর্শনশাস্ত্রের কথোপকথন" নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেই মন্তব্যগুলি অতি সুন্দর ও মহামূল্য বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—ইহা হইতে কন্‌ফুচির দূরদর্শন ও সর্ব্ববিষয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।—

১। যিনি কিছুতে অশান্তি বোধ করেন না, তাঁহাকে যদি কেহ গ্রাহ্যও না করে, তাহা হইলে কি তিনি পূর্ণ ধার্ম্মিক নন?

২। মাজা ঘসা কথায় বড় সত্য থাকে না।

৩। বিশ্বাস ও দৃঢ়তাকেই জীবনে প্রথম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিবে।

৪। মানুষে আমায় জানে না বলিয়া আমি দুঃখিত নহি, আমার দুঃখ এই যে, আমিই মানুষকে জানিতে পারিলাম না।

৫। চিন্তাশূন্য বিদ্যার পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হয় মাত্র। বিদ্যাশূন্য চিন্তাও সর্ব্বনাশকর।

৬। জ্ঞান কি, তাহা আমি তোমায় শিখাইব কি? যখন তুমি কোন বিষয় জান, তখন যদি স্বীকার করিয়া লই যে তুমি তাহা জান এবং যদি তুমি কোন বিষয় না জান, আর যদি তোমাকে সেইরূপ অবস্থাতেই থাকিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেই জ্ঞান বলে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি-বিশেষকে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলে, নিজের অজ্ঞতা বুঝিতে পারিলে এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমের যথার্থত্ব বুঝিতে পারিলে, জ্ঞানের যথার্থস্বরূপ বুঝিতে পারা যায়।

৭। যখন আমরা গুণবান্ লোক দেখিতে পাই, তখন তাঁহাদের মধ্যে সমতা দর্শন করা আমাদের উচিত এবং যখন বিপরীত স্বভাবের লোক দেখিতে পাই, তখন আমরা অন্তর্দৃষ্টিতে আপনি আপনার পরীক্ষা কর্ত্তব্য।

৮। লোকের সহিত প্রথম ব্যবহারে তাহাদের কথা শুনিতে হয় এবং তাহাদের আচরণের প্রশংসা করিতে হয়, তাহার পর তাহাদের কথা শুনিয়া তাহাদের আচরণে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

৯। জি-কং বলিলেন, "আমি যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করি, সেইরূপ ব্যবহার করিতেও ইচ্ছা করি।" কন্‌ফুচি বলিলেন, "কিন্তু তোমার ততদূর অগ্রসর হইবার দৃঢ়তা কোথায়?"

১০। জ্ঞানী লোকেরা কথায় বড় খাটো, কিন্তু ব্যবহারে বড় হয়।

১১। ভগবান্ তোমার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন—এইরূপ স্থির করিয়া আরাধনা না করাই উচিত।

১২। আরাধনার সময়ে যদি আমার মন তাহাতে না বসে, তবে আরাধনা না করাই উচিত।

১৩। অন্নের জন্য মোটা চাউল, পানের জন্য সামান্য জল এবং শয়নের জন্য নিজের হস্তকে বালিস করিয়াও সুখে কাটাইতে পারা যায়, কিন্তু ধর্ম্ম হারাইয়া ধন ও মান পাইলে আমার নিকট শরতের ফাঁকা ফাঁকা মেঘের ন্যায় বোধ হয়।

১৪। জ্ঞানীরা যাহা কিছু খুঁজেন তাহা আপনার মধ্যে আর অবোধেরা যাহা কিছু খুঁজে তাহা পরের মধ্যে।

১৫। যাহা শিখিয়াছ তাহা নিজে কার্য্যে পরিণত কর এবং প্রতিদিন কিছু কিছু নূতন নূতন শিখিতে থাক, তবে লোকের শিক্ষাদাতা হইতে পারিবে এবং লোকে তোমার কথা শুনিবে।

১৬। যাহার হৃদয়ে বিশ্বাস ও দৃঢ়তা নাই, সে আবার চক্রে চক্রহীন শকটের মত, সে জীবনপথে চলিবে কিরূপে?

১৭। তিন প্রকারে তিন জন একত্র থাকিলে শিক্ষার সুবিধা হয়। শিক্ষার্থী সদ্ব্যক্তি অনুকরণ করিতে পারে এবং অসদ্ব্যক্তিকে দেখিয়া নিজ দোষ সংশোধন করিয়া লইতে পারে।

১৮। মানুষকে বলপূর্ব্বক সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি করিতে পারা যায়, কিন্তু বলপূর্ব্বক তাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তি দেওয়া যাইতে পারে না।

১৯। স্বভাবে মানুষ এক, কিন্তু ব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে।

২০। যে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী, সে কাহার নিকট শরণ লইবে।

২১। রাজা ধার্ম্মিক হইলে ন্যায় ও যুক্তির সহিত কার্য্য করিবে ও সাহসের সহিত কথা কহিবে, কিন্তু রাজা অধার্ম্মিক হইলে ন্যায় ও যুক্তির সহিত কার্য্য করিবে না, কিন্তু সাবধানে সাবধানে কথা কহিবে।

২২। জ্ঞানীরা নিজ কার্য্যে পাছে কথা অপেক্ষা হীন হইয়া পড়েন, এই ভয়ে লজ্জিত হইয়া থাকেন।

কন্ফুচির সহস্র দোষ ও সহস্র ভ্রম স্বীকার করিয়া লইলেও তিনি একজন আদর্শ লোক ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কোনরূপ ঐশ্বরিক ক্ষমতার দোহাই না দিয়াও চীনেরা যে আজও ইহার উপদেশ পালন করিয়া আসিতেছে, ইহা কম বিস্ময়ের কথা নহে। চীনেরা ইহার প্রতি এই ৭৭।৭৮ পুরুষ অতীত হইতে চলিল—এই দীর্ঘকালেও যেরূপ সমভাবে সম্মান দেখাইয়া আসিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, ইহার প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। রাজকর্ম্মচারিগণ, দেশের বিজ্ঞগণ এবং স্বয়ং সম্রাট্ও ইহার প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। ইহার মন্দিরে ধূপ ধূনা, চন্দনকাষ্ঠ ও গুগ্‌গুলু পোড়ান হয়, সম্মুখে পরিষ্কার পাত্রে ফল, ফুল, মদ্য ইত্যাদি রাখিয়া দেওয়া হয়। এই পাত্রে 'হে কন্ফুচি? হে আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক। তুমি এইখানে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও, আমাদের এই ভক্তির পূজা গ্রহণ কর।" এই কয়টি কথা খোদিত থাকে।

কন্ফুচি মানবের মৃত ভবিষ্যৎ পরকাল বা স্বর্গতত্ত্ব, নরকতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় লইয়া কোন দিন মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি বর্ত্তমানের সেবক ছিলেন, ইহ জীবনের উন্নতি অবনতি লইয়াই উপদেশাদি দিয়া গিয়াছেন। ইহার উপদেশ বলেই চীনবাসীরা আজও বর্ত্তমানের উপাসনা করিয়া, ইহ জীবনের উন্নতিকালে গা ঢালিয়া মহাসুখে সেই সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিতেছে।

কন্যকা (স্ত্রী) কন্যা-কন্-পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। কুমারী। স্মৃতিশাস্ত্রে দশমবর্ষবয়স্কা কুমারীকে কন্যকা কহে।

("অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥" মনু।)

২ পরকীয় নায়িকা বিশেষ; পিত্রাদির অধীন থাকায় ইহাদিগকে পরকীয়া কহে, ইহাদের সমুদায় চেষ্টাদিই গুপ্ত। ৩ কন্যা। ৪ মৃতকুমারী।

কন্যকাজাত (পুং) কন্যকায়াং অনূঢ়ায়াং জাতঃ। ১ অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত।

("কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহসুতো মতঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য।)

২ কর্ণ, কুন্তীর অবিবাহিতাবস্থায় ইহার জন্ম হইয়াছিল। ৩ ব্যাসদেব। [ব্যাস দেখ।]

কন্যকাপতি (পুং) কন্যকায়াঃ পতিঃ, ৬তৎ। জামাতা।

কন্যকুব্জ (স্ত্রী) কন্যাঃ কুব্জা যত্র। ১ কান্যকুব্জ দেশ।

২ জুনাগড়ের অন্তর্গত একটী তীর্থ। প্রভাসখণ্ডের কোন কোন পুঁথিতে কর্ণকুব্জ নামে উক্ত হইয়াছে। [কর্ণকুব্জ দেখ।]

কন্যনা (স্ত্রী) কন্যামাচষ্টে, কন্যা-ণিচ্-ভাবে যুচ্। কন্যার নাম।

কন্যলা (স্ত্রী) কন্যং কমনীয়তাং লাতি গৃহ্লাতি, কন্য-লা-ক-টাপ্। কন্যা।

কন্যস (পুং) কন্য ষন সীয়তে অবসীয়তে, কন্য-সী-ঘঞর্থে ক। ১ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

("রামস্য কন্যসো ভ্রাতা সুমিত্রা যেন সুপ্রজাঃ।" রামা ৫।৩৩।১৮)

২ (ত্রি) অধম। ৩ অঙ্গুলিপরিমাণ।

কন্যসা (স্ত্রী) কন্যস-টাপ্। কনিষ্ঠা ভগিনী।

কন্যসী (স্ত্রী) কন্যস-ঙীষ্। কনিষ্ঠা ভগিনী।

("অভিজিৎ স্পর্দ্ধমানা তু রোহিণ্যাঃ কন্যসী স্বসা।"
(ভারত বন ২৩৯ অঃ ১।)

কন্যা (স্ত্রী) কন্-যক্-(অঘ্ন্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১১২।) টাপ্ ১ দশম বর্ষীয়া কুমারী। ২ অবিবাহিতা স্ত্রী, ভারতেও কন্যা শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছে,—"সকলকেই কামনা করিতে পারে বলিয়া অবিবাহিতা স্ত্রীর নাম কন্যা।" তন্ত্রে নবকন্যার প্রাধান্য কথিত হইয়াছে। যথা—

"নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।

ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা।
মালাকারস্য কন্যা চ নবকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"
গুপ্তসাধনতন্ত্র ১ম পটল।

নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, ধোবানী, নাপিতানী, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোয়ালিনী ও মালী-কন্যাই নবকন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্ত্রের মতে ইহারাই কুলাঙ্গনা। ৩ স্ত্রী মাত্র।

৪ ঘৃতকুমারী। ৫ বড় এলাইচ। ৬ ভূমিকুষ্মাণ্ড। বন্ধ্যাকর্কোটকী। ৮ মহৌষধি বিশেষ। সুশ্রুত বলেন, ইহার ময়ুর পক্ষের ন্যায় মনোজ্ঞ বারটি পাতা, স্বর্ণবর্ণ ক্ষীর অর্থাৎ আটা, এবং কন্দ হইতে ইহার উৎপত্তি। ৯ মেষাদি দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত ষষ্ঠরাশি। এই রাশি উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের শেষ তিন পাদ, হস্তা নক্ষত্রের সম্পূর্ণ পাদ ও চিত্রার প্রথম ও দ্বিতীয় পাদ, এই সময়ে অবস্থিতি করে। ইহার অধিষ্ঠাত্রীদেবতা জল মধ্যে নৌকারূঢ়া এবং শস্য ও অগ্নিধারিণী। ইহার অন্য নাম পাথেয়। মতান্তরে ইহাকে শীর্ষোদয়া, দিনবলা, পিঙ্গলবর্ণা, দক্ষিণদিক্‌স্বামিনী, বায়ুপ্রকৃতি, শান্তস্বভাবা, শুদ্ধভূমিচারিণী, বৈশ্যবর্ণা, রুক্ষা, দ্ব্যঙ্গী, অটচ্ছকা, অল্পসন্তানা ও অল্পসঙ্গা কহে। এই রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে, বেদশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ মধ্যস্থানে ক্রোধ করিয়াও তজ্জন্য অনুতাপকারী এবং পত্নীর প্রতি সর্ব্বদা বিরত হইয়া থাকে। কন্যা লগ্নে জন্ম হইলে নানাশাস্ত্রে বিশারদ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সৌভাগ্যশালী ও সুরত-প্রিয় হয়।

১০ কুমারী, দুহিতা। বিবাহ ব্যতীত কন্যার অন্য সংস্কারকালে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের নিষেধ আছে। ইহাদের নামকরণ, অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ কার্য্য বিনা মন্ত্রে নিষ্পাদন করিবে। নিষ্ক্রামণ সংস্কার একেবারেই নিষিদ্ধ।

১১ তীর্থ বিশেষ; এই তীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।

("ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ! কন্যাতীর্থমনুত্তমম্।
কন্যাতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ॥"
(ভারত ৩।৮৩।১০৪।)

১২ চতুরক্ষরী ছন্দোবিশেষ; এই ছন্দে গ (একটি গুরুবর্ণ) ও ম (তিনটি গুরুবর্ণ) অর্থাৎ চারিটিই গুরুবর্ণ থাকে। ("গোচেৎ কন্যা।" বৃত্তরত্নাকর।)

কন্যাকা (স্ত্রী) কনীয়, কন্যা-স্বার্থে-কন। অনুকম্পায়ুক্তস্বাং ন হ্রস্বঃ। ১ নটী। ২ কুমারী।

কন্যাকাল (পুং) কন্যায়াঃ কালঃ, ৬তৎ। অবিবাহিতা থাকিবার নিয়মকাল, দশম বৎসর পর্য্যন্ত।

কন্যাকুব্জ (পুং) কন্যাঃ কুব্জা যত্র, বহুব্রী। কান্যকুব্জ দেশ।

কন্যাকূপ (পুং) তীর্থ বিশেষ। (ভারত অনু ২৫ অঃ।)

কন্যাগর্ভ (পুং) কন্যায়া গর্ভঃ, ৬ তৎ। অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভ।

কন্যাগিরি। মান্দ্রাজপ্রদেশের নেল্লুর জেলার অন্তর্গত একটি তালুক, সাধারণে কনিগিরি বলে। ইহার পরিমাণফল ৭০৬ বর্গ মাইল। অক্ষা° ১৫ ১ হইতে ১৫ ৩২´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৯ ৯ হইতে ৭৯°৪৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানে দুইটি ফৌজদারী আদালত ও থানা আছে।

ইহার প্রধাননগর—কন্যাগিরি (কানিগিরি) অক্ষা° ১৫°১৫ উঃ, দ্রাঘি ৭৯ ২২ পূঃ।

খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে গজপতিবংশীয় রুকেত রুদ্রদেব পুত্র কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দে কৃষ্ণরায় এই নগর আক্রমণ করেন পূর্ব্বে এখানে অনেক ভাল ঘরবাড়ী ছিল, হায়দারআলী সেই সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলেন। লোকসংখ্যা ২৮৬৯, তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু।

কন্যাগ্রহণ (ক্লী) কন্যায়া গ্রহণং, ৬ তৎ। বিবাহ।

কন্যাট (পুং) কন্যা অতিত অত্র, কনা-অট আধারে ঘঞ্। বাসগৃহ। (অথ বাসসদ্ম ন কন্যাটঃ। শব্দার্থ।)

কন্যাতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

কন্যাত্ব (ক্লী) কন্যায়াঃ ভাবঃ, কন্যা-ত্ব। (তস্যভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কন্যার ভাব।

কন্যাদান (ক্লী) কন্যায়া দানং বরায় সম্প্রদানম্। পাত্রহস্তে কন্যা সম্প্রদান, কন্যার বিবাহ দেওয়া। অগ্নিপুরাণে কন্যা দানের ফলাফল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে;—যে ব্যক্তি কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে উপযুক্ত বরকে অলঙ্কৃতা কন্যা প্রদান করে, তাহার শত যজ্ঞফল লাভ হয়। কিন্তু যিনি কন্যাদান কথা শ্রবণ করিলে, সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

ব্রাহ্মবিবাহ দ্বারা কন্যা প্রদান করিলে, ব্রহ্মাদি দেবতা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। দিব্য বিবাহের দ্বারা কন্যাসম্প্রদানে সূর্য্যলোকের দ্বার ভেদ করিয়া স্বর্গে গমন করে।

গান্ধর্ব্ববিবাহে কন্যাদানে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়া দেবতার ন্যায় চিরদিন ক্রীড়া করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শুল্ক সহ কন্যা সম্প্রদান করে, সে অনন্তকাল কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ সহ ক্রীড়া করিতে পারে।

ব্রাহ্মবিবাহে কন্যাদান করিয়া তাহার গৃহে ভোজন নিষিদ্ধ; কেহ মোহবশতঃ ভোজন করিলে তাহাকে নরকে যাইতে হয়। তবে দৌহিত্রের উৎপত্তি হইলে সেখানে

ভোজন করিতে কোনই নিষেধ নাই। বন্ধ্যা কন্যার গৃহে চিরদিনই ভোজন নিষিদ্ধ।

কন্যাদূষণ (ক্লী) কন্যায়া দূষণম্, ৬তৎ। অবিবাহিতা স্ত্রীর ব্যভিচার।

কন্যাধন (ক্লী) কন্যাকালে লব্ধং ধনম্, মধ্যলো°। অবিবাহিতাবস্থায় স্ত্রীধন। অধিকারিণীর মৃত্যুতে তাহার সহোদরগণ এই ধনের অধিকারী হইয়া থাকে।

কন্যান্তঃপুর (ক্লী) কন্যায়া অন্তঃপুরম্, ৬তৎ। কন্যার বাসস্থান, অন্তঃপুর মধ্যে যে অংশে রাজকুমারী বাস করে। ("কন্যান্তঃপুরবোধনায় যদধিকারায় দোবানৃপম।" নৈষধ ৭।)

কন্যাপতি (পুং) কন্যায়াঃ পতিঃ, ৬তৎ। জামাতা।
(কন্যাপতির্দুহিতুঃ স্বামিনি স্মৃতঃ। শব্দাব্ধি।)

কন্যাপাল (পুং) কন্যাপ্রধানঃ পালঃ মধ্যলো°। ১ শূদ্র জাতিবিশেষ, পাল নামক বণিগজাতি। [পাল দেখ।] ২ কন্যার পতি, জামাতা। ৩ (ত্রি) কন্যার প্রতিপালক।

কন্যাপুত্র (পুং) কন্যায়াঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। কন্যার পুত্র দৌহিত্র।

কন্যাপুর (ক্লী) কন্যায়াঃ পুরম্, ৬তৎ। কন্যার বাড়ী।

কন্যাপ্রদান (ক্লী) কন্যায়াঃ প্রদানং বরায় সম্প্রদানম্। কন্যাদান।

কন্যাভর্ত্তা (পুং) কন্যাভিঃ প্রার্থনীয়ো ভর্ত্তা, মধ্যলো°। ১ কার্ত্তিকেয়, কার্ত্তিকেয় অতিশয় রূপবান্ বলিয়া কন্যামাত্রেই তাঁহার ন্যায় পতি কামনা করে। (৬তৎ) ২ জামাতা।

কন্যাভাব (পুং) কন্যায়া ভাবঃ, ৬তৎ। কন্যাত্ব, কন্যাবস্থা।

কন্যাময় (ত্রি) কন্যা-ময়ট্। ১ কন্যাস্বরূপ। ২ প্রচুর কন্যাবিশিষ্ট অন্তঃপুর।

কন্যারত্ন (ক্লী) কন্যা রত্নমিব, উপমি°। শ্রেষ্ঠকন্যা, অসাধারণ রূপবতী বা গুণবতী কন্যা।

কন্যারাম (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (কন্যারামো বৃক্ষভেদে। শব্দাব্ধি।)

কন্যারাশি (পুং) কন্যাখ্যঃ রাশিঃ, কর্ম্মধা। রাশিবিশেষ। [কন্যা দেখ।]

কন্যারাশীয় (ত্রি) কন্যারাশেরিদম্, কন্যারাশি ছ। কন্যারাশি সম্বন্ধীয়।

কন্যাবেদী [ন্] (পুং) কন্যাং দুহিতরং আবিন্দতি, কন্যা-আ বিদ-ণিনি। জামাতা। ("কন্যাং কন্যাবেদিনশ্চ পশূন্ মুখ্যান সুতানপি।" যাজ্ঞ্য।)

কন্যাশুল্ক (ক্লী) কন্যায়াঃ শুল্কম্, ৬তৎ। কন্যার মূল্য, বিবাহকালে বরের নিকট যে টাকা লওয়া হয়।

কন্যাশ্রম (ক্লী) তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ঠায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে, শত কন্যালাভ ও অন্তে স্বর্গলাভ হয়।
("ততঃ কন্যাশ্রমং গচ্ছেৎ নিয়তো ব্রহ্মচর্য্যবান।
ত্রিরাত্রোপষিতো রাজন্ নিয়তো নিয়তাশনঃ।
লভেৎ কন্যাশতং দিব্যং স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি॥"
ভারত বন ৮৩ অঃ।

কন্যাসম্প্রদান (ক্লী) কন্যায়াঃ সম্প্রদানম্, ৬তৎ। কন্যাদান। [কন্যাদান দেখ।]

কন্যাসংবেদ্য (ক্লী) তীর্থবিশেষ, এই তীর্থে নিয়ত নিয়তাশন হইয়া থাকিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় এবং এই স্থানে কন্যার্থ অণুপরিমিত দ্রব্যও দান করিলে তাহা অক্ষয় থাকে।
("কন্যাসংবেদ্যমাসাদ্য নিয়তো নিয়তাশনঃ।
মনোঃ প্রজাপতে র্লোকানাপ্নোতি পুরুষর্ষভ॥
কন্যার্থং যৎ প্রযচ্ছন্তি দানমণ্বপি ভারত।
তদক্ষয়মিতি প্রাহু র্ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥" ভারত)

কন্যাস্বয়ম্বর (ক্লী) কন্যায়া স্বয়ং ব্রিয়তে যত্র, কন্যা-স্বয়ং-বৃ-খ। কন্যাকর্তৃক স্বয়ং পতিগ্রহণ।

কন্যাহ্রদ (পুং) তীর্থবিশেষ, এই তীর্থে বাস করিলে দেবলোকে গমন করিতে পারে।
("যস্তু কন্যাহ্রদে বাসো দেবলোকং স গচ্ছতি।"
ভারত অনু ২৫ অঃ।)

কন্যাহরণ (ক্লী) কন্যায়া হরণম্, ৬তৎ। কন্যার অভিভাবকদিগের অজ্ঞাতসারে অথবা তাহাদিগের নিকট বলপ্রকাশ করিয়া কন্যাগ্রহণ।

কনিক্যা (ক্লী) কন্যা এব, কন্যা স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বম্। কন্যা।

কন্যুষ (ক্লী) কন্ ঢন কন্যা কান্তা ওষতি ইব। কনি-উষ-ক। হস্তপুচ্ছ, হাতের পো।

কপ (পুং) কানি জলানি পাতি, ক-পা-ক। ১ বরুণ দেব। ২ অসুরবিশেষ। (ভারত অনু° ১৫৭ অঃ।) ৩ (ত্রি) জলপায়ী।

কপট (পুং, ক্লী) কপ-অটন্, কং সত্যং ব্রহ্মাণমপি পটাত আবৃণোতি, ক-পট অচ্ বা। ১ মিথ্যা ব্যবহার, কপটতা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—ব্যাজ, দম্ভ, উপধি, ছদ্ম, কৈতব, কূট, কল্ক, ছল, মিষ কৈতব, ব্যপদেশ, লক্ষ, নিভ, মায়া, শঠতা, শাঠ্য, প্রস্তুতি ও নির্ব্বন্ধ।
১ দম্পুপুত্র, দানববিশেষ।

কপটচারী [ন্] (ত্রি) কপট-চর ণিনি। প্রবঞ্চক, যে কপট ব্যবহার করে।

কপটতা (স্ত্রী) কপটস্য ভাবঃ, কপট তল্-টাপ্ (তস্য ভাব স্তলৌ। পা ৫।১।১১৯) কপটের ভাব, কাপট্য।

কপটতাপস (পুং) কপটেন তাপসঃ। ছলপূর্ব্বক যে তপস্বী হয়, কপটসন্ন্যাসী।

কপটধারী [ন্] (ত্রি) কপটং ধারয়তি, কপট-ধৃ-ণিনি। কপটযুক্ত

কপটপটু (ত্রি) কপটে পটুঃ, ৭তৎ ১ প্রতারণা করিতে নিপুণ। ২ ইন্দ্রজালকারী।

কপটবচন (ক্লী) কপটপূর্ণং বচনম্। প্রতারণাবাক্য, যে বাক্যের দ্বারা বঞ্চনা করা হয়।

কপটবেশ (ত্রি) কপটো বেশো যস্য, বহুব্রী। ১ ছদ্মবেশী ২ (পুং) (কর্ম্মধা) ছদ্মবেশ।

কপটবেশী [ন্] (ত্রি) কপটবেশোঽস্ত্যস্য, কপটবেশ-ইনি। ছদ্মবেশী।

কপটিক (ত্রি) কপটঃ বিদ্যতে ২স্য, কপট-মত্বর্থে ঠন্। কপটবিশিষ্ট।

কপটিনী (স্ত্রী) কপটো ২স্ত্যস্তি, কপট-ইনি-গৌরাদি-ত্বাৎঙীষ্। চোরানামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

কপটী [ন্] (ত্রি) কপটো ২স্ত্যস্তি, কপট-ইনি। প্রতারক, বঞ্চক।

কপটী (স্ত্রী) কপ-অটন্ ঙীষ্। পরিমাণ বিশেষ; এক আঁজলা।

কপটেশ্বর কাশ্মীরস্থ জনপদ বিশেষ। এইখানে পাপসূদন নাগের বাস ছিল। ইহাই রাজতরঙ্গিণী বর্ণিত পাপসূদন-তীর্থ। (রাজতরঙ্গিণী ৩১। ৩২।) এইস্থান কোটহার পরগণার অন্তর্গত ইসলামাবাদের নিকট।

কপটেশ্বরী (স্ত্রী) কমিব শুভ্রঃ পটঃ বসনং তত্তুল্যং ফলং অস্যা, ক-পট-ঈশ-বরচ্-ঙীপ্। শ্বেত কণ্টকারী। [কণ্টকারী দেখ।]

কপন (পুং) কপ-ল্যু। ১ কম্পন। ২ ঘুণাদি কীট।

কপর্দ্দ (পুং) পর্দ্দ পূরণে-ভাবে ক্বিপ্-বলোপঃ (রাল্লোপঃ। পা ৬। ৪।২১।) ইতি। পর্ পূর্ত্তি, কস্য, গঙ্গাজলস্য পরা পূরণেন দাপয়তি শুদ্ধতি; ক-পর্-দৈপ-ক (আতোঽনুপ সর্গে। পা ৩।২।৩) ১ শিবজটা। ২ কড়ি।

(কপর্দ্দঃ খণ্ডপরশো র্জটাজূটে বরাটকে। মেদিনী।)

কপর্দ্দক (পুং) কপর্দ্দ-কন্। ১ বরাটক, কড়ি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বরাট, কপর্দ্দ, বরাটিকা, চরাচর, চর, বর্দ্ধা, বালক্রীড়ক।

বাঙ্গলায় কড়ি বা কৌড়ী, হিন্দী ও গুজরাটীতে কৌড়ী, তামিলে 'কপর্দি', তৈলঙ্গে 'গব্বর', সিংহলে 'গিরেদা,' মলয়ে 'বেরা,' পারস্যে 'খরমোহর', আরবে 'যুদা', ইংরাজিতে 'কৌরী', (Cowrie), ফরাসীরা 'কোরিস্' বা 'বৌগেস্' Coris, Cauris, or Bouges), ওলন্দাজেরা 'করিস্' বা স্লাঙ্গেনহুফ্‌ডেস্' (Kanris, Slangenhoofdges), রোমকেরা 'কোরি' বা 'পোর্সেলান' (Cori, Porceilanc), জর্ম্মণেরা 'করিস্' (Kanris), স্পেনীয়রা 'সিকে' বা 'বুসিওস্' (Siqueyes, Bucios), পর্ত্তুগীজেরা 'বুসিওস' বা 'জিম্বোস্' (Zimbos), দিনেমার, সুইস্ ও রুষেরা 'কৌরিস' (Kauris) কহে।

কড়ি সামুদ্রিক জীব। পৃথিবীর নানাস্থানে নানাপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকলেই একজাতীয়। এই জাতিকে ইংরাজীতে সাইপ্রিডি (Cypræidæ) বলে।

ইহারা একসঙ্গী অর্থাৎ আপনাপনি সঙ্গমদ্বারা সন্তানোৎপাদন করে, ইহাদের স্ত্রীপুরুষ বলিয়া বিভিন্নতা নাই। এই জাতির মাথা স্বতন্ত্রভাবে বাহির থাকে, তৎসঙ্গে দুই পার্শ্বে দুইটী কোণাকার রেখাযুক্তস্থান উঠাই ইহাদের স্পর্শ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কাজ করে, তাহারই বাহিরে দুই পার্শ্বে দুইটি অতি ক্ষুদ্র চক্ষু আছে।

এই জীবের তিন অবস্থা। প্রথম বা বাল্য অবস্থায় বহিরাবরণ স্বচ্ছ, পিঙ্গলবর্ণ ও অতি মসৃণ দেখায়, আবরণে তিনটি করিয়া আড়াআড়ি রেখা টানা থাকে। দ্বিতীয় বা যৌবনাবস্থায় কড়ি অনেকটা স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়, এই সময়ে কড়ির বহিরোষ্ঠ পুরু হইয়া আসে, কিন্তু তখনও বহিরাবরণ তেমন কঠিন হয় না। তৃতীয় বা পূর্ণাবস্থায় কড়ির বহিরাবরণ অত্যন্ত কঠিন হয়, আবরণের গায়ে ফিট্‌কি ফিট্‌কি বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রেণী অনুসারে বর্ণও পরিস্ফুট হয়।

রাজনির্ঘণ্টের মতে, কড়ি ৫ প্রকার। ১—যে কড়ি দেখিতে সোণার মত, তাহার নাম সিংহী। ২—ধূম্রবর্ণা কড়ির নাম ব্যাঘ্রী। ৩—যে কড়ির উপরিভাগে পীত ও নিম্নভাগে শ্বেতবর্ণ তাহার নাম মৃগী। ৪—কেবল শ্বেত কড়ির নাম হংসী। ৫—যে কড়ি বেশী বড় নয় তাহার নাম বিদণ্ডা।

পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে কড়ি জাতি তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম, যে শ্রেণীর বহিরাবরণ অতি মসৃণ, মেরুদণ্ড (Calumella) অত্যন্ত বিস্তৃত তাহাকে সাইপ্রিয়া (Cypræa) বলে। এই শ্রেণীতে অনেক প্রকার কড়ি আছে। তন্মধ্যে ১ গোলকড়ি (Cypræa Mappa) ২ ছুচোকড়ি (C. Talpa) ৩ বেড়ি কড়ি (C. Cicercula), ৪ খুদে কড়ি (C. Childreni) প্রভৃতি সাইপ্রিয়া শ্রেণীর অন্তর্গত।

গোল কড়ি ভারতমহাসাগরে পাওয়া যায়, এই কড়ি কোনটা গোলাপী, কোনটা কাল ও কোনটা বা লেবুর রঙের মত হয়। মরিচ সংরে একপ্রকার মৃগের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট কড়ি দেখা যায়, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। ছুচোঁকড়ির গঠন দেখিতে অনেকটা ছুচাঁর মত, মধ্যের দাঁতগুলি কটা অথবা কাল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কড়িকে অরিসিয়া (Aricia) বলে। এদেশে যে কড়ি বাজারে ও দোকানে দ্রব্যাদির মূল্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম সাইপ্রিয়া মোনেটা (Sipreea moneta) এই কড়ি অতি পূর্ব্বকাল হইতে এদেশে সামান্ত মুদ্রার পরিবর্ত্তে চলিত হইয়া আসিয়াছে। এদেশে এখন কুড়ি গণ্ডা কড়িতে এক পয়সা গণনা করে। এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে কড়ির বেশী আদর ও অধিক মূল্য ছিল।

ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"বরাটকানাং দশকদ্বয়ং যৎ
সা কাকিণী তাশ্চ পণশ্চতস্রঃ।
তে ষোড়শ দ্রম্ম ইহাবগম্যো
দ্রম্মৈস্তথা ষোড়শভিশ্চ নিষ্কঃ॥" লীলাবতী।

২০ কড়িতে ১ কাকিণী, ৪ কাকিণীতে ১ পণ, ১৬ পণে ১দ্রম্য, ১৬ দ্রম্যে ১ নিষ্ক।

রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের মতেও ৮০ কড়িতে ১ পণ। যথা—

"অশীতিভির্ব্বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে।
তৈঃ ষোড়শৈঃ পুরাণং স্যাদ্রজতং সপ্তভিস্তু তে॥"

পূর্ব্বে এবং এখনও দক্ষিণার কড়ি দেওয়া যায়, তদ্বিতত্ত্বে লিখিত আছে—

"হতমশ্রোত্রিয়ং দানং হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ।
তস্মাৎ পণং কাকিনীং বা ফলং পুষ্পমথাপি বা।
প্রদদ্যাৎ দক্ষিণাং যজ্ঞে তথা স সফলো ভবেৎ॥"

পূর্ব্বে আফ্রিকায়ও কড়ি মুদ্রারূপে প্রচলিত ছিল।

এখন কড়ি ক্রমশঃই শস্তা হইয়া পড়িতেছে। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে এক টাকায় ২৪০০ কড়ির অধিক পাওয়া যাইত না, কিন্তু এখন এক টাকায় প্রায় ৬০০০ কড়ি পাওয়া যায়।

৩য় শ্রেণীর কড়ির নাম নেড়িয়া (Naria) এই শ্রেণীর কড়ির শিরদাঁড়া সরু, দাঁতগুলি তীক্ষ্ণ, বহিরাবরণ অতি চিক্কণ হয়। এই শ্রেণীতে নানা আকারের কড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ডিমের মত এক প্রকার কড়িই অধিক বড় হয়। মুক্তার ন্যায় ছোট ছোট কড়িও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

চীনদেশে ও আড্রিয়াটিকসাগরে লম্বা লম্বা কড়ি পাওয়া যায়, এখানকার লোকে দেখিলে তাহা কড়ি বলিয়া কিছুতে চিনিতে পারে না। এই কড়ি দেখিতে সাপুড়েদিগের বংশীর ন্যায়।

বৈদ্যক মতে—ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ এবং কর্ণশূল, ব্রণ, গুল্ম, শূল ও নেত্রদোষনাশক। (রাজনির্ঘণ্ট)

২ মহাদেবের জটা।

(কপর্দ্দকো বরাটে চ জটাজূটে শিবস্য চ। শব্দাদি।)

কপর্দ্দিকা (স্ত্রী) কপর্দ্দক-টাপ্ অত ইত্বম। কড়ি।

("মিত্রাণামিত্রতাং যাস্তি যস্য ন স্যুঃ কপর্দ্দিকাঃ।" পঞ্চতন্ত্র।)

কপর্দ্দিগিরি। পঞ্জাবের য়ুসফ্জৈ জেলার অন্তর্গত একটি স্থান। ইহার বর্ত্তমান নাম শাহবাজগড়ি। এখানে বৌদ্ধরাজ অশোকের অনুশাসন পত্র পাওয়া গিয়াছে।

কপর্দ্দিনী (স্ত্রী) কপর্দ্দিন্-ঙীপ্। জটাধারিণী।

("মৃণালব্যালবলয়া বেণীবন্ধকপর্দ্দিনী।
হরানুকারিণী পাতু লীলয়া পার্ব্বতী জগৎ॥" (সাহিত্যদ°)

কপর্দ্দিস্বামী [ন্] (পুং) আপস্তম্বীয় গুহ্যসূত্রের ভাষ্যকার।

কপর্দ্দী [ন্] (পুং) কপর্দ্দো জটাজূটোঽস্যাস্ত, কপর্দ্দ-ইনি। ১ শিব। ২ (ত্রি) জটাযুক্ত।

কপর্দ্দীশ (পুং) কাশীস্থ শিবলিঙ্গ বিশেষ।

("কালেশ্বরকপর্দ্দীশৌ চরণাবতিনির্ম্মলৌ।" কাশীখণ্ড ৩৩ অঃ।)

কপল (ক্লী) [বৈদিক] ১ অর্দ্ধাংশ। ২ বৰ্দ্ধমানের একটী গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৭।৩২)

কপাট (ত্রি) কং বায়ুং মস্তকং বা পাটয়তি, ক-পট-ণিচ্-অণ্। দ্বারের আবরণকারী কাষ্ঠখণ্ডবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়— অরর, কবাট, কপাটী, কবাটী, অররী, অররি, দ্বারকণ্টক, অসার।

বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশনামক বাস্তুশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"যদাবোত্তি কপাটং বৈ তস্য বংশক্ষয়ো ভবেৎ।" (৭ম অঃ।)

যাহার গৃহের কপাটে খ্যান্ খ্যান্ শব্দ হয়, তাহার বংশক্ষয় হইয়া থাকে।

কপাটঘ্ন (পুং) কপাটং হন্তি কপাট-হন্-টক্ (শক্তৌ হস্তি কপাটয়োঃ। পা ৩।২।৫৪।) চোর, ডাকাত। (কপাটঘ্নশ্চোরঃ। কাশিকা।)

কপাটসন্ধি (পুং) কপাটং সন্ধীয়তে অত্র, কপাট-সম্ধা-কি। উভয় কপাটে বা কপাটে চৌকাটে মিলন স্থান।

কপাটসন্ধিক (পুং) সুশ্রুতোক্ত কর্ণসন্ধানভেদ। [কর্ণযোগ দেখ।]

কপাটিকা (স্ত্রী) কপাট স্বার্থে ক-টাপ্-অত ইত্বম্। কপাট।

কপাটোদ্ঘাটন (ক্লী) কপাটস্য উদ্ঘাটনম্, ৬তৎ। কপাট খোলা।

কপাল (পুং, ক্লী) কং মস্তকং পালয়তি, ক-পালি-অণ্; কপি-কালন্ বা (তমিবিশিবিডিমৃণিকুলিকপিপলিপঞ্চিভ্যঃ কালন্। উণ্ ১। ১১৭।) ১ মস্তকের অস্থি, মাথার খুলি। [করোটি দেখ।] ২ ললাটদেশ। ৩ অদৃষ্ট। ৪ খর্পর, খাপরা, খোলা। ৫ যে দুইভাগ মৃত্তিকা দ্বারা ঘটাদি নির্মিত হয়। ৬ ভিক্ষাপাত্র। ৭ মৃত্তিকাপাত্র। ৮ কুষ্ঠরোগবিশেষ। এই কুষ্ঠ কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ, কপালতুল্য, রুক্ষ, কর্কশ, তনু ও তোদ অর্থাৎ সূচীবেধের ন্যায় বেদনাবিশিষ্ট। ৯ পুরোডাশ, যজ্ঞীয় দ্রব্য। ১০ সমূহ। ১১ অণ্ডাদির অবয়ব। ("কুক্কুটাণ্ডকপালানি সুমনোম্বুজানি চ।" সুশ্রুত।)

কপালতীর্থ। তীর্থবিশেষ। এইখানে বেদনাশন নামক ঈশ্বরমূর্ত্তি আছে। (প্রভাসখণ্ড ৪।১৩০।২।৪।)

কপালনালিকা (স্ত্রী) কপালস্য সূত্রসংবর্ত্ত নালিকা, ৬তৎ। তর্কু, টেকো।

কপালপাণি (ত্রি) কপালে পাণির্যস্য, বহুব্রী। যে ললাটদেশে হাত দিয়া আছে।

কপালভৃৎ (পুং) কপালং ভিক্ষাপাত্রং ব্রহ্মকপালং বা বিভর্ত্তি, কপাল-ভৃ-কিপ্-তুক্ চ। শিব। (কপালভৃৎ পুমান্ শম্ভৌ। শব্দাদি)

কপালমালী [ন্] (পুং) কপালানাং মালা বিদ্যতে হস্য কপাল-মালা-ইনি। শিব।

কপালমোচন (ক্লী) কপাল-মুচ-ল্যু। ১ কাশীর তীর্থবিশেষ। (কাশীখণ্ড ৩১ অঃ।) কাহারও মতে, রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে কোন রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিলে, সেই মস্তককপাল মহোদর নামক ঋষির উরুদেশে বিদ্ধ হয়, পরে তিনি অন্যান্য মুনিগণের উপদেশানুসারে ঔশনসতীর্থে স্নান করিলে তথায় ঐ কপাল পতিত হয়, তজ্জন্য সেই স্থানের নাম কপালমোচন। ২ অম্বালার পূর্ব্বস্থিত একটি পুণ্যতীর্থ এখানকার তীর্থজলে স্নান করিলে অশেষপুণ্য লাভ হয়। এখানে প্রাচীন গুপ্তরাজগণের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

কপালশিরা [স্] (পুং) কপালং শিরসি যস্য, বহুব্রী। মহাদেব।

কপালসন্ধি (পুং) কপালয়োঃ সন্ধিঃ, মধ্যলো°। মস্তকাস্থিতে যে সকল মিলনস্থান আছে।

কপালস্ফোট (পুং) কপালস্য স্ফোটঃ, ৬তৎ। ১ মাথা ফোড়া। ২ রাক্ষসবিশেষ।

120-III

কপালাধিকরণ (ক্লী) মীমাংসাদর্শনোক্ত অধিকরণবিশেষ। মীমাংসাসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপাদে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দর্শপৌর্ণমাসপ্রকরণীয় শ্রুতিতে লিখিত আছে—

"কপালেষু পুরোডাশং শ্রপয়তি।"

দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগের অঙ্গীভূত পুরোডাশ কপালে পাক করিবে এবং সেই প্রকরণে অন্যশ্রুতি উক্ত আছে—

"পুরোডাশকপালেন তুষানুপবপতি।"

পুরোডাশাৰ্থকপালদ্বারা তুষ পরিত্যাগ করিবে।

এই দুই শ্রুতিদ্বারা সংশয় হইতেছে যে পুরোডাশ পাক ও তুষ পরিত্যাগ, এই উভয়ই কপালের প্রয়োজক কি কেবল পুরোডাশ পাক? এই সংশয় দ্বারা উভয়ই কপালের প্রয়োজক, যেহেতু একের প্রয়োজকত্ব নিশ্চায়ক কোনও বিশেষ হেতু দৃষ্ট হয় না। এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে—

"অর্থাভিধানকর্ম্ম চ ভবিষ্যতাসংযোগস্য তন্নিমিত্তত্বাত্তদর্থো হি বিধীয়তে"। মীমাংসা সূঃ ৪।১।২৬

"অর্থাভিধানং প্রয়োজনসম্বন্ধমভিধানং যত্ত যথা পুরোডাশকপালম্ ইতি, পুরোডাশার্থং কপালং পুরোডাশকপালং। কথমেতদবগম্যতে? পুরোডাশশব্দাৎ তস্মিন্ কালে নাস্তি। যেন বর্ত্তমানঃ সম্বন্ধঃ কপালেন স্যাৎ, তেনৈব হেতুনা ন ভূতঃ, স এব কপালস্য পুরোডাশেন ভবিষ্যতা সম্বন্ধঃ ভবিষ্যতা সম্বন্ধশ্চ তন্নিমিত্তং ভবতি। তস্মাৎ পুরোডাশেন প্রযুক্তং যৎ-কপালং তেন তুষা উপবপ্তব্যাঃ—ইতি এবঞ্চ সতি চরৌ পুরোডাশাভাবে যথা তুষানুপবপ্তুং কপালমুপাদীয়তে ন তৎ পুরোডাশকপালং স্যাৎ, যদ্যেবং, ন তেন তুষা উপবপ্তব্যা ভবন্তি। তস্মাৎ ন তুষোপবাপঃ কপালানাং প্রয়োজকঃ প্রয়োজকস্তু শ্রপণং ইতি—" শবরভাষ্য।

"পুরোডাশকপালেন তুষানুপবপতি" এই শ্রুতি বাক্যে, যে পুরোডাশকপালের অভিধান হইয়াছে, তাহা প্রয়োজনবিশিষ্ট পুরোডাশই প্রয়োজন, যে সময়ে তুষ পরিত্যাগ করা হয়, সেই সময়ে পুরোডাশ উৎপন্ন হয় না এবং তৎপূর্ব্বেও হয় নাই, কিন্তু পরে হইবে, অতএব ভাবি পুরোডাশের সহিত কপালের সম্বন্ধ এই শ্রুতি দ্বারা বুঝিতে হইবে ভবিষ্যৎপদার্থের সম্বন্ধ, সেই বস্তুর নিমিত্তই থাকে (পুরোডাশরূপ ভবিষ্যৎ বস্তুর সম্বন্ধ বর্ত্তমান কপালে আছে)। পুরোডাশের জন্য আনীত কপাল, ইহাই পুরোডাশকপাল শব্দের অর্থ। সুতরাং শব্দ দ্বারাই বুঝা যা-

ভছে যে পুরোডাশই কপালের প্রযোজক, তুষপরিত্যাগ পালের প্রযোজক নহে। মীমাংসাদর্শনের মতে যে কার্য্যের জন্য যাহাকে উপাদান করা যায়, সেই কার্য্যকে তাহার প্রযোজক বলা হইয়া থাকে। এই স্থলে পুরোডাশপাকের জন্য কপালের উপাদান হইয়াছে বলিয়া কপালের প্রযোজক পুরোডাশ হইবে। যদি পুরোডাশই কপালের প্রযোজক এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে পুরোডাশার্থ আহৃত কপালদ্বারা তুষপরিত্যাগ করিবে, যে যাগে পুরোডাশ হয় না, সেই যাগে যদি তুষ পরিত্যাগের জন্য কপালের উপাদান করা হয়, তবে তাহা পুরোডাশ-কপাল হইবে না, যেহেতু এই যাগে পুরোডাশ নাই বলিয়া পুরোডাশের জন্য কপাল আনীত হয় নাই, কেবল তুষ পরি-ত্যাগের জন্য কপাল আনীত হইয়াছে। অতএব পুরোডাশের জন্য যদি কপাল আনীত না হয়, তাহা হইলে ঐ কপালদ্বারা যাগার্থ তুষ পরিত্যাগ করিবে না ইহাই এই অধিকরণের সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইল।

পালি (পুং) কং কম্ শিরঃ পালয়তি, কপাল-ইন্। মহাদেব।

পালিকা (স্ত্রী) কপাল-কন্ টাপ্ অত ইত্বম্। ১ খাপরা, খোলা। ২ ঘটাদির উভয় মৃত্তিকাখণ্ড। ৩ দন্তরোগবিশেষ। সুশ্রুতোক্ত এই রোগের লক্ষণ—

"দলন্তি দন্তবল্কানি যদা শর্করয়া সহ।
জ্ঞেয়া কপালিকা সৈব দশনানাং বিনাশিনী॥"

শর্করা নামক দন্তরোগের পর শর্করা সকল দন্ত হইতে খসিয়া পড়িবার কালে দন্তের বল্কও দলিত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। এই রোগের নাম দন্তশর্করা। [চিকিৎসাদি দন্ত-রোগে দেখ।]

পালিনী (স্ত্রী) কপালিন্-ঙীপ্। দুর্গা।
(কর্ণমোটী মহাগন্ধা ভৈরবী চ কপালিনী। দেব ২। ১৫০।)

পালী [ন্] (পুং) কপালোঽস্ত্যাস্য, কপাল-ইনি। ১ মহাদেব। ২ জাতিবিশেষ, এই জাতি তীবরের ঔরসে ব্রাহ্মণ-কন্যাগর্ভে উৎপন্ন। (পরাশর পদ্ধতি।) ৩ (ত্রি) কপাল বিশিষ্ট। ৪ ভাগ্যবান্। ৫ যোগিবিশেষ।
("কপালী বিন্দুনাথশ্চ কাকচণ্ডীশ্বরাহ্বয়ঃ।" হঠযোগদীপিকা।)
৬ উপাসকসম্প্রদায়বিশেষ। [কাপালিক দেখ।]

পালেশ্বর (পুং) ১ শিব। উড়িষ্যার একটি প্রাচীন গ্রাম, মহানদীর উত্তরকূলে কটকের কিছু দূরে অবস্থিত। এখানে "কপালেশ্বর" নামে পুরাতন দুর্গ আছে।

পি (পুং) কপি-ই-নলোপশ্চ (কুটিকম্প্যোর্নলোপশ্চ। উণ্ ৪। ১৪৩। কুটি ও কপি ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় হয়, এবং তাহার কিৎ ভাব ও ধাতুর ন লোপ হয়।) ১ বানর। ২ শিলারস। ৩ মধুসূদন। ৪ আমলকী। ৫ করঞ্জবিশেষ। ৬ রক্তচন্দন। ৭ বরাহ। ৮ পিঙ্গলবর্ণ। (ত্রি) ৯ পিঙ্গলবর্ণযুক্ত।

(দেশজ, সম্ভবতঃ ক'বেজ শব্দের অপভ্রংশ) একপ্রকার গাছ। (Brassica Oleracea) এই গাছ য়ুরোপ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। বাঙ্গালায় এখন তিনপ্রকার কপির চাষ হয়, ফুলকপি (Cauliflower), বাঁধাকপি (Wild Cabbage) ও ওলকপি (Brassica campestris)। য়ুরোপের নানাস্থানে এই সকল কপি দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় আরও ৫।৬ প্রকার কপি আছে। বাঙ্গালার লোকেরা পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার কপিই খাইয়া থাকে। উদ্ভিদবেত্তাগণের মতে শালগ্রাম গাজর প্রভৃতি এই কপিজাতীয়। [শালগ্রাম গাজর দেখ।]

কপিকচ্ছু (স্ত্রী) কপীনামপি কচ্ছুর্যস্যাঃ, বহুব্রী। বৃক্ষ-বিশেষ, আলকুশী। [আলকুশী দেখ।]

কপিকচ্ছুফলোপমা (স্ত্রী) কপিকচ্ছুফলস্য উপমা যত্র, বহুব্রী। অজ্ঝকা লতা।

কপিকচ্ছুরা (স্ত্রী) কপিভ্যোঽপি কচ্ছুং কণ্ডুং রাতি দদাতি, কপি কচ্ছু-রা-ক। আলকুশী।

কপিকন্দুক (স্ত্রী) কপি কদি-উক, অতো লোপঃ, কস্য শিরসঃ পিকন্দুকং অস্থি বা। মস্তকের অস্থি, মাথার খুলি। (কপিকন্দুকং শিরোঽস্থি। শব্দাব্ধি।)

কপিকা (স্ত্রী) কপির্বানর ইব কায়তি প্রকাশতে রুক্ষত্বাৎ, কপি-কৈ-ক-টাপ্। নীলসিন্ধুবার বৃক্ষ, নীলনিসিন্দা গাছ। [নিসিন্দা দেখ।]

কপিকেতন (পুং) কপির্হনুমান্ কেতনে যস্য, বহুব্রী। ১ অর্জ্জুন। "স্বাস্তপূর্ব্বমিদং বাক্যমব্রবীৎ কপিকেতনঃ।" ভারত আদি° ৮২ অঃ।) ২ (কর্ম্মধা) কপিচিহ্নিত ধ্বজ।

কপিকোলি (পুং) কপীনাং প্রিয়ঃ কোলিঃ, মধ্য° লো°। কুলবিশেষ, শেয়াকুল।

কপিচূড়া (স্ত্রী) কপীনাং চূড়া ইব, উপমি°। আমড়া গাছ। [আমড়া দেখ]

কপিচূত (পুং) কপীনাং চূত ইব, (তেষামতি প্রিয়ত্বাৎ)। আমড়া।

কপিজ (কপিতো জায়তে, কপি-জন্-ড। ১ শিলারস। ২ (ত্রি) বানর জাতি।

কপিজঙ্ঘিকা (স্ত্রী) কপেঃ বানরস্য জঙ্ঘা ইব জঙ্ঘা যস্যাঃ, সংজ্ঞায়াং কন্। তৈলপিপীলিকা, তেলাপোকা, আরসুলা।

কপিঞ্জল (পুং) কপিরিব জবতে বেগেন গচ্ছতি, কং প্রাপ্ত-সুখং পিঞ্জরতি বা (পৃষোদরাদিত্বাৎ)। ১ চাতকপক্ষী; সুশ্রুত মতে ইহার মাংস গুণ; শীতল, লঘু, রক্তপিত্তনাশক, এবং শ্লৈষ্মিক রোগ ও মন্দবায়ুতে উপকারী। ২ তিত্তিরি পক্ষী, (অথ তিত্তিরৌ স্যাৎ কপিঞ্জলঃ পুমান্ মতঃ। শব্দার্থ।) ইহার মাংস গুণ,—সর্ব্বদোষনাশক, ধারক, বহ্নি প্রসন্নতা কারক, এবং হিক্কা শ্বাস ও বায়ুরোগনাশক। গৌর তিত্তিরি অন্যান্য তিত্তিরি অপেক্ষা অধিক গুণশালী। (সুশ্রুত)। ৩ তেজল নামক পক্ষিবিশেষ। ৪ ঋষিকুমার বিশেষ; বাণভট্ট রচিত কাদম্বরী উপাখ্যানে ইনি শ্বেত-কেতু ঋষির পুত্র ও পুণ্ডরীকের বন্ধু বলিয়া বর্ণিত আছেন।

কপিঞ্জলন্যায় (পুং) যে ন্যায় দ্বারা বহুত্বকে ত্রিত্ব সংখ্যায় পর্য্যবসিত করা যায়, তাহাকে কপিঞ্জল ন্যায় বলে।

বেদে একটি শ্রুতি আছে,—

"বসন্তায় কপিঞ্জলানালভেত" অর্থাৎ "বসন্ত-যাগের নিমিত্ত বহুকপিঞ্জল হনন করিবে।" এই শ্রুতিদ্বারা কতগুলি কপিঞ্জল-হননের বিধি দেওয়া হইতেছে, তাহা প্রথম দৃষ্টিতে স্পষ্ট বুঝা যায় না। কারণ, ত্রিত্ব হইতে পরার্দ্ধত্ব পর্য্যন্ত সকল সংখ্যাতেই বহুত্ব বুঝায়। 'প্রথমোপস্থিত-পরিত্যাগে প্রমাণাভাবাৎ'—জৈমিনীর এই সূত্রানুসারে এখানে এই "বহুত্বে" বৈদিক তাৎপর্য্য "ত্রিত্ব" বুঝিতে হইবে; তাহা না বুঝিলে বেদে অপ্রামাণ্যাপত্তি ঘটে; কারণ, "ত্রিত্ব" হইতে "পরার্দ্ধত্ব" পর্য্যন্ত সকল সংখ্যাতেই যখন "বহুত্ব" আছে, তখন "বহু কপিঞ্জল" কতকগুলিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া লোকে নিশ্চয়ই বেদে প্রবৃত্তি-শূন্য হইয়া পড়িবে। মীমাংসাকার এত বিরোধের সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন।

"প্রথমোপস্থিতত্বাৎ"। মীমাংসা সূঃ।

ত্রিত্বের উৎপত্তি হইলে ত্রিত্ব সহিত একত্ব জ্ঞান দ্বারা চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হয়, সুতরাং চতুষ্টয় প্রভৃতি সংখ্যা জন্মিবার পূর্ব্বে নিয়মতঃ ত্রিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় বলিয়া ত্রিত্ব সংখ্যাতেই বেদবোধ্য বহুত্ব পর্য্যবসন্ন অর্থাৎ বেদে যে যে স্থলে বহুত্বের বোধ হইবে, সেই সকল স্থলে প্রথমোপস্থিতত্ব হেতু ত্রিত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারিবে। যাহাদের মতে ত্রিত্ববিশিষ্ট একত্বজ্ঞান চতুষ্টয়ের কারণ নয়, তাহাদের মতেও ত্রিত্বতেই বহুত্বের পর্য্যবসান স্বীকার করিতে হইবে। এই মতে একত্বত্রয় বিষয়ক জ্ঞান ত্রিত্বের কারণ এবং একত্ব চতুষ্টয় বিষয়ক জ্ঞান চতুষ্টয়ের কারণ এই মত স্বীকার করা হয়, সুতরাং বহুত্বকে ত্রিত্বের অন্তর্গত বলিলে তৎকারণ একত্ব জ্ঞানের লাঘব হইবে। যদি চতুষ্টয়াদি সংখ্যাতে বহুত্ব পর্য্যবসিত হয় তাহা হইলে একত্ব চতুষ্টয় জ্ঞান চতুষ্টয়ের কারণ হওয়াতে গৌরব হয়, একত্ব চতুষ্টয় জ্ঞান অপেক্ষা একত্বত্রয় জ্ঞানে লঘুত্ব থাকাতে তজ্জন্য ত্রিত্বেই বেদবোধ্য বহুত্বের পর্য্যবসান হইবে, তাহা হইলে বহুত্ব জ্ঞান করা দুঃসাধ্য হইবে না। যদি বহুত্ব জ্ঞান হয়, তাহা হইলে বহু কপিঞ্জলহননে প্রবৃত্তির আর অজ্ঞান-নিবন্ধন বাধা হইবে না, সুতরাং বেদের অপ্রামাণ্যাশঙ্কা হইতে পারে না।

কপিতৈল (পুং) শিলারস।
("সিহ্লকস্তু তুরুষ্কঃ স্যাৎ যতো যবনদেশগঃ।
কপিতৈলঞ্চ সংখ্যাতং তথা চ কপিনামকঃ॥" ভাবপ্র।)

কপিত্থ (পুং) কপিস্তিষ্ঠতি ফলাগ্রহত্বাৎ যত্র, কপি-স্থা-ক (পৃষোদরাদিত্বাৎ) সলোপঃ। ১। কদ্‌বেল। [কদ্‌বেল দেখ।] ২ কুশদ্বীপেশ্বর রাজা জ্যোতিষ্মতের পুত্র, (বিষ্ণু ২য় অঃ। ৪ অঃ।)

কপিত্থত্বক্ (স্ত্রী) কপিত্থস্য ত্বগিব ত্বক্ যস্য, মধ্যলো°। এলবালুক, [এলবালুক দেখ।]

কপিত্থপর্ণী (স্ত্রী) কপিত্থস্য পর্ণমিব পর্ণং পত্রং যস্যাঃ, বহুব্রী। বৃক্ষবিশেষ ইহার ... নাম 'কপিত্থানী'। সংস্কৃত পর্য্যায়—বিরাজা, সুরসা ও চিত্রপত্রিকা।

কপিত্থাষ্টক (স্ত্রী) বৈদ্যকোক্ত অতীসাররোগের ঔষধ-বিশেষ,—জোয়ান, পিপুলমূল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজ-পাত, নাগেশ্বর, শুঁট, মরিচ, চিতা, বালা, কৃষ্ণজীরা ধনিয়া, ও সচললবণ, ইহাদের প্রত্যেক এক এক ভাগ, তিন্তিড়ী, ধাইফুল, পিপুল, বেলশুঁট ও দাড়িম, ইহাদের প্রত্যেকের ৩ ভাগ, চিনি ৬ ভাগ, কদ্‌বেল ৮ ভাগ, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অতীসার, গ্রহণী, ক্ষয়রোগ, গুল্ম, গলরোগ, কাস, শ্বাস, অরুচি ও হিক্কা রোগ নিবারিত হয়।

কপিত্থাস্য (পুং) কপিত্থবৎ গোলাকারং আস্যং মুখং যস্য, বহুব্রী। ১ বানরবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—গোলা-ঙ্গুল, দধিশ্রোণ ও নগাটন। ২ মৃগবিশেষ।

কপিত্থিনী (স্ত্রী) কপিত্থোহস্ত্যত্র দেশে, কপিত্থ ইনি (পুষ্ক-রাদিদেশে। পা ৫। ২। ১৩৫।) ঙীষ্। ১ কপিত্থযুক্ত দেশ। ২ কপিত্থপর্ণী।

কপিত্থিল (ত্রি) কপিত্থ-কাশাদিত্বাৎ ইল (বুহণ্‌ কঠজিল-সেনিরচক্রণ্য ব কর্ম্মক্লক্‌ ঠকোহয়ীহণ্‌কুশাশ্বর্ষ্য-কুমুদকাশেভ্যঃ। পা ৪। ২। ৮০।) কপিত্থযুক্ত দেশাদি।

কপিধ্বজ (পুং) কপি হনূমান্ ধ্বজে যস্য, বহুব্রী। অর্জ্জুন। (ভারত বন ১৫১ অঃ।)

কপিনামক (পুং) কপিনামন্—স্বার্থে কন্। শিলারস। ("কপিস্তৈলক সংখ্যাতং তথাচ কপিনামকঃ।" ভাব প্র।)

কপিনামা [ন্] (পুং) কপের্নামেব নাম যস্যাঃ বহুব্রী। শিলারস।

কপিপিপ্পলী (স্ত্রী) কপিবর্ণা রক্তা পিপ্পলীব, উপমি। ১ রক্ত অপমার্গ। ২ সূর্য্যাবর্ত্তবৃক্ষ।

কপিপ্রভা (স্ত্রী) কপিরূপ প্রভো নিজগুণপ্রসাধো যস্যাঃ বহুব্রী। ১ আলকুশী। ২ অপামার্গ। (কপিপ্রভা স্ত্রিয়াং মতা অপামার্গে। শব্দাব্ধি।)

কপিপ্রভু (পুং) কপীনাং হনূমদাদীনাং প্রভু নিয়ন্তা, ৬তৎ। ১ রামচন্দ্র। ২ বালি। ৩ সুগ্রীব।

কপিপ্রিয় (পুং) কপীনাং প্রিয়ঃ, ৬তৎ। ১ আমড়া। ২ কদ্‌বেল

কপিভক্ষ (ত্রি) কপীনাং ভক্ষঃ, ৬তৎ। ১ বানরদিগের ভক্ষ্য বস্তু। ২ (পুং) কদলী, ইহা বানরের অতি প্রিয় খাদ্য।

কপিরক (পুং) কপিল-স্বার্থে কন্ লস্য-রত্বম্ (সংজ্ঞাছন্দসো-র্বাকপিলকাদীনাম্। পা ৮। ২। ১৮, বার্ত্তিক ৩।) কপিল বর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ।

কপিরথ (পুং) কপি হনূমান্ রথ ইব বাহনো যস্য, বহুব্রী ১ রামচন্দ্র। ২ (কপিঃ রথে যস্য) অর্জ্জুন।

কপিরোমফলা (স্ত্রী) কপীনাং রোম ইব রোমফলে যস্যাঃ মধ্যলো° । আলকুশী; ইহার ফলে বানরের লোমের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ শূক দ্বারা আবৃত।

কপিল (পুং) কম্-ইলচ্-পাদেশশ্চ (কমেঃ পশ্চ। উণ্ ১।৫৬।) কম্ ধাতুর উত্তর ইলচ্ প্রত্যয় হয়, এবং অন্তে অর্থাৎ মএর-স্থানে প আদেশ হয়।) ১ পিঙ্গলবর্ণ। ২ অগ্নি। ৩ কুকুর। ৪ শিলারস। ৫ মহাদেব। ৬ বিষ্ণু। ৭ সর্পবিশেষ। ৮ দানব-বিশেষ। ৯ বকণবৃক্ষ। ১০ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। ১১ (পুং) মুনিবিশেষ। ইহার পিতার নাম কর্দ্দম ও মাতার নাম, দেবহুতি,। ইনিই সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা।

সাংখ্যাচার্য্য কপিল একজন অতি প্রাচীন ঋষি ছিলেন, বেদের উপনিষদ্ভাগে তাঁহার নাম পাওয়া যায়*। তিনি সিদ্ধদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।"

গীতা ১০। ২৬।

*"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি।" শ্বেতাশ্বতর ৫। ২। প্রথমে কপিল ঋষিকে যিনি সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞানদ্বারা পোষণ করেন।

আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি।

ভাগবতে লিখিত আছে—"কপিল ভগবানের পঞ্চম অবতার, মহাযোগী কর্দ্দমের ঔরসে দেবহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকালে আকাশে বর্ষণশীল মেঘ হইতে নানাবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য করিতে লাগিল, এবং অপ্সরাগণ আনন্দে গীত আরম্ভ করিল, আকাশ হইতে পক্ষীগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগল, দিক্, জল ও সর্ব্বপ্রাণীর মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। স্বয়ং ব্রহ্মা, কর্দ্দমাশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি কর্দ্দমকে জানা-ইয়া কহিলেন, হে মুনে! তোমার এই বালকটী সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর এবং সাংখ্যাচার্য্য কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া লোকে 'কপিল' নাম প্রাপ্ত হইবেন। ইনি জ্ঞানসাধন সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ করিবার নিমিত্ত এই অবতার গ্রহণ করিয়াছেন।

কপিল আপন পিতা কর্দ্দম ও মাতা দেবহুতিকে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন। দেবহুতি স্ত্রীলোক হইলেও পুত্রের নিকট তত্ত্বকথা শুনিয়া জ্ঞান ও জীবন্মুক্তি লাভ করেন।"

ভাগবতে দেবহুতিকে উপদেশচ্ছলে কপিল কর্ত্তৃক সাংখ্যমত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই মত কপিল মত হইতে অনেকটা বিভিন্ন। ভাগবতোক্ত কপিল মত এইরূপ—

যে সকল ইন্দ্রিয় প্রকাশাত্মক, যাহাদের দ্বারা শব্দস্পর্শাদি বিষয় অনুভূত হয়, সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি তাহাদিগের যে স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাকেই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি বলে, শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষে তাহা মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইন্দ্রিয়-গণের ঐ বৃত্তি আপনা হইতে হয় না, বেদবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিলে পর হয়। ঐ প্রকার ভক্তি হইলে ক্রমে মুক্তিও হইয়া পড়ে। ঈশ্বর যাহার আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহের পাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসভাজন, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, বন্ধুর ন্যায় হিতকারী, ইষ্টদেবের ন্যায় পূজ্য অর্থাৎ যাহারা সর্ব্বতোভাবে ভগবানের ভজনা করে, তাহাদের কাল কিছুই করিতে পারে না।

প্রতিলোমবৃদ্ধিবিশিষ্ট যে আত্মা, তিনিই পুরুষ; সেই পুরুষ অনাদি ও নির্গুণ এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। পুরুষ কেবল সাক্ষীস্বরূপ। তিনি আপনি প্রকাশ পান, এই বিশ্ব তাহার সহিত সমন্বিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই পুরুষের নিকট বিষ্ণুর শক্তিরূপা অব্যক্তগুণময়ী প্রকৃতি লীলাবশতঃ উপগতা হইলে তিনি অবজ্ঞাক্রমে তাহাকে

গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ প্রকৃতি আপনার গুণদ্বারা আপনার সমানরূপ বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করিতে থাকেন। নিজে অবিশেষ অথচ বিশেষের আশ্রয় যে প্রধান, তাহার নাম প্রকৃতি। ঐ প্রধান ত্রিগুণ, অতএব তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ অকার্য্য, সুতরাং মহত্তত্ত্বও নহে, কার্য্য ও জীবনস্বরূপ নিত্য অর্থাৎ জীবের প্রকৃতিও নয়। উক্ত প্রধানের কার্য্যস্বরূপ চতুর্বিংশতিগণ আছে, যথা—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত, গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দ তন্মাত্র এই পঞ্চ তন্মাত্র; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয়। মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার চিত্ত এই চারি অন্তরিন্দ্রিয়। যদিও অন্তঃকরণ অগুণিস্বরূপ, কিন্তু বৃত্তিভেদে উহা চারিপ্রকার প্রভেদ হইয়াছে। এই চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশ স্থান। এগুলির পর পঞ্চবিংশতত্ত্ব।

নিত্য ধর্ম্ম নিয়ম মনঃ ভক্তিযোগ, তত্ত্বদর্শজ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, তপোযুক্ত যোগ, এবং চিত্ত অপ্রমাদ এই সকল দ্বারা পুরুষের প্রকৃতি জ্ঞানক্রমশঃ কাষ্ঠের ন্যায় অগ্নিতে নিঃশেষিত হইতে পারে। পুরুষের প্রকৃতি এইরূপে একবার শেষ হইলে আর তাহা চাপা উঠে না। তখন পুরুষ বোধ করেন, ইহার ভোগ ভুক্ত হইয়াছে। পুরুষ জন্মজন্মান্তরে অধ্যাত্মরত হইয়া যখন তাহার আর ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বিষয়েও বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ হইয়া আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে, তখন কৈবল্য ধামে যোগিজনের সদাশ্রয় স্বরূপ পরমানন্দ লাভ করেন। তখন লিঙ্গশরীর নাশ হওয়ায় আনন্দলাভ করিয়া পুনর্ব্বার আর তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে হয় না, আত্মজ্ঞানবলে মিথ্যা জ্ঞান সকল বিনষ্ট করা যায়।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ভাগবতোক্ত কপিলমতের সহিত সাংখ্যসূত্রের মত অনৈক্য, স্বতন্ত্র এখন দেখা যাউক তিনি সাংখ্যসূত্রে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন—

বস্তুমাত্রই সৎ অর্থাৎ কোন বস্তুরই উৎপত্তি কিম্বা বিনাশ নাই। বস্তুর আবির্ভাব হইলেই আমরা তাহা উপলব্ধি করি এবং তিরোভাব হইলে আর উপলব্ধি হয় না। আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বস্তুর সত্তা স্বীকার করিতে হয়। তাহা না করিলে একমাত্র উপাদান হইতে সকলকার্য্য উৎপন্ন অসৎকার্য্যবাদিমতে উপাদান মৃত্তিকার সহিত ঘটের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল না, সেইরূপ পটের সহিতও উক্ত মৃত্তিকার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ না থাকিলেও যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হয়, সেইমত পটও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। যদি উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্যকে সৎ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকা হইতে পটোৎপত্তির আপত্তি হইতে পারে না যেহেতু মৃত্তিকার সহিত পটের কোন সম্বন্ধ নাই, যাহার সহিত যাহার কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধ নাই, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি হয় না। উৎপত্তির পূর্ব্বেও ঘটের সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ আছে বলিয়া মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়। যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকারূপ সৎকারণের সহিত অসৎ ঘটরূপ কার্য্যের সম্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং অসৎকার্য্যবাদিমতে ঘটসম্বন্ধশূন্য মৃত্তিকা হইতে যেমন ঘটের উৎপত্তি হয় সেইরূপ অসম্বন্ধমৃত্তিকা হইতে পটের উৎপত্তি হইতে বাধা কি অথবা মৃত্তিকার সহিত সংসর্গ নাই বলিয়া যেমন মৃত্তিকা হইতে পট উৎপন্ন হয় না, সেই মত মৃত্তিকার সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া মৃত্তিকা হইতে ঘটেরও উৎপত্তি হইতে পারে না। উক্ত যুক্তিদ্বয় সৎকার্য্যবাদ স্থাপনের প্রধানতম যুক্তি।

উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা স্বীকার করিলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ মহর্ষি কপিলের মতে কার্য্যমাত্র উৎপত্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্ম কারণে অব্যক্তাবস্থায় ডিম্বস্থিত সর্পের মত অবস্থান করে, ডিম্ব হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে যেমন সর্পকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেইরূপ কারণ হইতে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে কার্য্যকেও প্রত্যক্ষ করা যায় না।

কপিল পদার্থের সংখ্যা করিয়াছেন বলিয়া তৎকৃত দর্শনসূত্রের নাম সাংখ্যসূত্র। [সাংখ্য দেখ।] সেই পঁচিশটি পদার্থ এই—প্রকৃতি (১), মহত্তত্ত্ব (২), অহঙ্কার (৩), মন (৪) শব্দতন্মাত্র (৫), স্পর্শতন্মাত্র (৬), রূপতন্মাত্র (৭), রসতন্মাত্র (৮), গন্ধতন্মাত্র (৯), চক্ষুঃ (১০), কর্ণ (১১), নাসিকা (১২), জিহ্বা (১৩), ত্বক্ (১৪), বাক্ (১৫), পাণি (১৬), পাদ (১৭), পায়ু (১৮), উপস্থ (১৯), আকাশ (২০), বায়ু (২১), তেজঃ (২২), জল (২৩), ক্ষিতি (২৪), আত্মা (২৫)। যে সময়ে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কোন কার্য্যকারিতা থাকে না, সেই সময় উপলক্ষিত উক্ত ত্রিগুণকে প্রকৃতি বলে, এই প্রকৃতির প্রথম কার্য্য বুদ্ধিতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্বকেই মহত্তত্ত্ব বলে। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে শব্দ প্রভৃতি তন্মাত্র ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের (শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শ হইতে বায়ু, রূপ হইতে তেজ, রস হইতে জল, গন্ধ হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে। আত্মা নিত্য স্বপ্রকাশ ও নিরাকার, সুখ

দুঃখ প্রভৃতি কিছুই তাহাকে স্পর্শ করে না। যখন অন্তঃকরণের বৃত্তিতবেদ সুখ ও দুঃখাকার বৃত্তি হয়, সেই সময়ে অন্তঃকরণের সহিত আত্মার অভেদ জ্ঞান হয় বলিয়া অন্তঃকরণের সুখ ও দুঃখাদি আত্মাতে অনুভূত হয়। যেমন কোন বৃক্ষে মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হইলে মনুষ্যের হস্ত মস্তকাদি জ্ঞান বৃক্ষেও হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্তঃকরণের সহিত আত্মার অভেদ জ্ঞান হইলে অন্তঃকরণের ধর্ম সুখ ও দুঃখাদি আত্মাতে অনুভূত হইয়া থাকে।

কপিল তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার করণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। যখন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে অন্তঃকরণের বিষয়াকার পরিণাম উৎপন্ন হয়, সেই পরিণাম অত্যন্ত নির্মল, তাহাতে পুরুষের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়, তখনই বিষয় সকলকে অনুভব করিয়া থাকে। ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্য জ্ঞানকে অনুমিতি বলে, অনুমিতির করণই অনুমান প্রমাণ, যে হেতু সাধ্যের অব্যভিচারী, (সাধ্যশূন্য স্থানে থাকে না) সেই হেতুতে সাধ্যের যে সামানাধিকরণ্য (সাধ্যাধিকরণে সেই হেতুর যে অস্তিত্ব) তাহাকে ব্যাপ্তি বলে। যাহাকে সাধন করিতে হইবে, তাহাকে সাধ্য বলে, যেমন 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এখানে পর্ব্বতে বহ্নিকে সাধন করিতে হইবে বলিয়া বহ্নিই সাধ্য। যাহা দ্বারা সাধ্যের সাধন করা হয়, তাহাকে হেতু বলে, যেমন ধূম, ধূম দেখিয়াই পর্ব্বতে বহ্নির সাধন করা হইয়া থাকে। বহ্নিশূন্য স্থানে ধূম থাকে না, কিন্তু বহ্নির অধিকরণে ধূমের অস্তিত্ব আছে, অতএব ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিতে কোনও বিরোধ নাই। শব্দদ্বারা যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের করণকে শব্দপ্রমাণ বলে। কপিল বৈদান্তিকের মত একজীববাদী নহেন। তিনি বলেন, সকলের এক জীবাত্মা স্বীকার করিলে রামের সুখ হইলে শ্যামও সেই সুখাদি অনুভব করিতে পারে। নৈয়ায়িকাদির মত সাংখ্য পণ্ডিতগণ আত্মাতে দুঃখ ও সুখ স্বীকার করেন না, বিষয়েই তাঁহারা সুখ ও দুঃখ স্বীকার করেন, যদি বিষয়ে সুখ ও দুঃখ না থাকিত, তাহা হইলে অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তিমাত্র সুখ ও অনভিলষিত বিষয় দ্বারা দুঃখ হইত না। অভিলষিত বিষয়ে সত্ত্বগুণের উদ্ভব হইলেই সুখ হয় এবং রজোগুণের উদ্ভব হইলেই দুঃখ হয়।

কপিল সাংখ্যসূত্রে বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। সাংখ্যসূত্রমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে জগতের কর্ত্তা বলিতে হইবে, তাহা হইলে বিষম সৃষ্টিকারী ঈশ্বর মনুষ্যের মত পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। একজনকে সুখী ও অপরকে দুঃখী করা কোন মতেই ঈশ্বরের উচিত হইতে পারে না, যে হেতু ঈশ্বর সকলের নিকটেই সমান। যেমন অয়স্কান্তমণির লৌহ আকর্ষণ করিবার প্রবৃত্তি চেতন সম্বন্ধ না থাকিলেও হইয়া থাকে, সেই মত চৈতন্যময় ঈশ্বরের সম্বন্ধ না থাকিলেও অচেতন প্রকৃতির সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে। কপিল বলেন যে, অন্তঃকরণ যখন প্রকৃতিতে লীন হইবে, তখনই পুরুষের মুক্তি হয়। যতকাল পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ থাকিবে, ততকাল পুরুষের মুক্তি হইবে না।

ইঁহারই কোপানলে সগরবংশ ধ্বংস হইয়াছিল; কেহ কেহ বলেন সগরবংশনাশক কপিল স্বতন্ত্র। ১২ বিতথপুত্র। ১৩ বসুদেবপুত্র। ১৪ কুশদ্বীপের পর্ব্বতবিশেষ। (ভাগবত ৫। ২০। ১৪)

কপিল। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা আপনাদিগকে কপিলবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। সুরাট, বরোচ ও জম্বুসরে কপিলব্রাহ্মণেরা বাস করেন।

কপিলক (ত্রি) কপ ইলন্ স্বার্থে ক রস্য লঃ। ১ কম্পান্বিত। ২ (পুং) (কপিল-স্বার্থে কন্) পিঙ্গলবর্ণ।

কপিলক্ষেত্র। নর্ম্মদা ও মহীসাগরের মধ্যবর্ত্তী উপকূল। স্কন্দপুরাণোক্ত রেবাখণ্ড মতে ইহা অতি পুণ্যস্থল। [কপিলাসঙ্গম দেখ।]

কপিলগঙ্গিকা (স্ত্রী) কপিলগঙ্গা; কামরূপস্থ নদীবিশেষ। (কালিকাপু° ৭৯। ১৪৯) ইহার বর্ত্তমান নাম কপিলী।

কপিলদেব (পুং) স্মৃতিশাস্ত্রবিশেষের প্রণেতা।

কপিলদ্যুতি (পুং) কপিলা রক্তা পিঙ্গলবর্ণা বা দ্যুতির্যস্য, বহুব্রী। সূর্য্য।

কপিলদ্বীপ। পবিত্র তীর্থবিশেষ। এখানে ভগবানের অনন্তমূর্ত্তি বিরাজ করেন। (নরসিংহপু° ৬৫। ৭) [কপিলক্ষেত্র দেখ।]

কপিলদ্রাক্ষা (স্ত্রী) কপিলা কপিলবর্ণা দ্রাক্ষা, কর্ম্মধা। দ্রাক্ষাবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মৃদ্বীকা, গোস্তনী, কপিলফলা, অমৃতরসা, দীর্ঘফলা, মধুবল্লী, মধুফলা, মধুলী, হরিতা, হারহারা, সুফলা, মৃদ্বী, হিমোত্তরা, পথ্যকা, হেমবতী, শতবীর্য্যা ও কাশ্মীরা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ;—মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ, মত্ততা জন্য হর্ষপ্রদ এবং দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও হৃল্লাস (বমিবেগ) নিবারক।

কপিলদ্রুম (পুং) কপিলঃ কপিলবর্ণো দ্রুমঃ, মধ্যলো°। কাকীনামক সুগন্ধিকাষ্ঠবিশেষ।

কপিলধারা (স্ত্রী) কপিলানাং ধারা দুগ্ধধারা ইব তস্যা ধারা

বস্যাঃ, কপিলানাং দুগ্ধধারাভিঃ সম্ভূতা নির্ম্মলা ধারা যস্যাঃ ইতি ব', আকারস্য হ্রস্বঃ (ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞা ছন্দসো বহুলম্। পা ৬। ৩। ৬৩।) ১ গঙ্গা। ২ তীর্থবিশেষ। (কাশী ৬২ অঃ।) ৩ (৬ তৎ) কপিলা গাভীর দুগ্ধধারা।

কপিলফলা (স্ত্রী) কপিলং ফলমস্যাঃ, বহুব্রী। দ্রাক্ষা।

কপিলমত (ক্লী) কপিলস্য মুনের্ম্মতম্, ৬তৎ। কপিলমুনির মত, সাংখ্যদর্শনের মত।

কপিলমুনি (পুং) খুলনা জেলার একটি গ্রাম। কপোতাক্ষ (কবদক) নদীর তটে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে কপিলনামক এক জন সাধু এইখানে কপিলেশ্বরী নামে এক দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করেন, তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম কপিলমুনি হইয়াছে। চৈত্রমাসের বারুণীর দিন কপিলেশ্বরী দেবীর মহোৎসব হয়, সেই সময় এখানে মেলা হইয়া থাকে, সেই দিন এখানকার কপোতাক্ষনদীতে স্নান ও দেবীদর্শন করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়, তদুপলক্ষে নানাস্থান হইতে তীর্থযাত্রীগণ আগমন করেন। এখানে জাফর আলী নামক একজন মুসলমান পীরের সুন্দর মসজিদ্ আছে।

অক্ষা° ২২° ৪১´ উঃ, দ্রাঘি ৮৯° ২১´ পূঃ।

কপিললিঙ্গ। মেঘনা নদীর পূর্ব্বধারে প্রায় দুইহাজার হাত দূরে, নবপালের নিকট অবস্থিত লিঙ্গবিশেষ। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১ । ৪২ ।)

কপিলবস্তু (ক্লী) প্রাচীন নগরবিশেষ।

শাক্যরাজগণের রাজধানী এবং শাক্যসিংহের জন্মস্থান। বৌদ্ধগ্রন্থপাঠে জানা যায়, বুদ্ধদেবের সময়ে এখানে বিস্তর লোকের বাস ছিল, সুন্দর রাজপ্রাসাদ, মনোহর উদ্যান, অসংখ্য সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী নগরের স্থানে স্থানে শোভাবর্দ্ধন করিত, তৎকালে কপিলবস্তুতে নানাদেশীয় লোকের বসবাস ছিল। [শাক্য দেখ।]

প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ও হিউএন সিয়ং কপিলবস্তু দর্শনে আগমন করেন। উঁহারা ক্রমান্বয়ে 'কিয়া লো-লো-বে' ও 'কি-পি-লো'-ফ-সু-তি' নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।

হিউএন্ সিয়ঙের বর্ণনায় জানা যায় যে, কপিলবস্তু একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, ইহার পরিমাণফল প্রায় ৬০০ মাইল (৪০০০ লি)। উক্ত পরিব্রাজকের সময়ে কপিলবস্তুর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে যে স্থান সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাঁহারা আসিয়া দেখেন সেই স্থান জনমানবশূন্য মরুপ্রায় পড়িয়া আছে। এমন কি তৎকালে শাক্যরাজধানী কপিলবস্তুনগরের পুরশ্রী একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। নগরের প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাসাদ সকল ভগ্ন অথবা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই নিকট হীনযান মতাবলম্বীদিগের একটি সঙ্ঘারাম ছিল, এ ছাড়া হিন্দুদিগের দুইটি দেবমন্দির ছিল। প্রাসাদের মধ্যস্থলে শুদ্ধোদনরাজের প্রস্তরমূর্ত্তি, তাহারই অনতিদূরে বুদ্ধজননী মায়াদেবীর অন্তঃপুর ছিল। এ ছাড়া নগরের আশে পাশে অনেকগুলি স্তূপও দৃষ্ট হইত।

বর্ত্তমান ফৈজাবাদ হইতে ঘর্ঘরা ও গণ্ডকী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং ঐ দুইনদীর সঙ্গমস্থান পর্য্যন্ত চীনপরিব্রাজক বর্ণিত কপিলবস্তুরাজ্য বলিয়া অনুমিত হয়। ফৈজাবাদ হইতে ২৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত বস্তিজেলার অন্তর্গত মনসুরনগর পরগণার সামীল ভূইলা নামক স্থানই প্রাচীন কপিলবস্তু নগর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন সকলে তাহাকে 'ভূইলা তাল' বলে। [কপিলবস্তুর বিস্তৃত বিবরণ Cunningham's Arch. Survey. of India, Vol. xii p. 83-172. দেখ।]

কপিলশিংশপা (স্ত্রী) কপিলা পিঙ্গলবর্ণা শিংশপা, কর্ম্মধা। শিংশপা বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কপিলা, পীতা, সারিণী, কপিলাক্ষী, ভস্মগর্ভা ও কুশিংশপা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—তিক্ত, শীতবীর্য্য এবং আমবাত, পিত্ত, জ্বর, বমন ও হিক্কানাশক। [শিংশপা দেখ।]

কপিলসংহিতা (স্ত্রী) উপপুরাণবিশেষ। ইহাতে উৎকলদেশের তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

কপিলস্মৃতি (স্ত্রী) কপিলপ্রণীতা স্মৃতিঃ, মধ্যলো°। সাংখ্যশাস্ত্র। বেদার্থানুভব ও মুনিপ্রণীত বলিয়া সাংখ্য শাস্ত্রের স্মৃতিত্ব স্বীকার করা হয়।

("কপিল স্মৃতেরনবকাশদোষপ্রসঙ্গ মানবাদিস্মৃত্যন্তরানবকাশদোষাৎ সাঙ্খ্যমতং প্রত্যাখ্যাতম্।"

'স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইত্যাদি সাঙ্খ্যঃ।' সাঙ্খ্যসূ°-ভাষ্য।

কপিলা (স্ত্রী) কপিলো বর্ণোঽস্যাস্তি, কপিল-অর্শ আদিত্বাৎ অচ্-টাপ্। ১ পুণ্ডরীকনামক দিগ্‌গজের পত্নী। ২ ভস্মগর্ভশিংশপাবৃক্ষ। ৩ রেণুকানামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

(রেণুকা রাজপুত্রী চ নন্দিনী কপিলা দ্বিজা।

ভস্মগন্ধা পাণ্ডুপুত্রী স্মৃতা কৌন্তী হরেণুকা॥ (রাজবল্লভ।)

৪ স্বর্ণবর্ণা গাভীবিশেষ। ৫ চম্পকলতা। ৬ পৃক্কলতা। ৭ কামধেনু। ৮ শিংশপা। ৯ রাজনীতি। ১০ কামরূপস্থ নদীবিশেষ। (কালিকাপু° ৮১ অঃ।)

১১ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটি নদী, এই নদীর সঙ্গে নর্ম্মদানদী মিলিত হইয়াছে।

"আপগা কপিলা নাম বৃষ্টা ব্রহ্মর্ষিদৈবতৈঃ।
নর্ম্মদাসঙ্গমস্তত্র রুদ্রাবর্ত্তঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (রেবাখণ্ড ২৩ অঃ)
কপিলা ও নর্ম্মদা নদীর সঙ্গমস্থানকে রুদ্রাবর্ত্ত বলে। [কপিলাবর্ত্ত দেখ।] রেবাখণ্ডমতে এইখানে স্নান করিয়া মহেশ্বরের পূজা করিলে অক্ষয়স্বর্গ লাভ হয়। ১২ তীর্থবিশেষ। ১৩ শ্যামলতা। ১৪ বিশালদেশের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৪৯। ১১)
১৫ (ত্রি) কপিলবর্ণযুক্ত।

কপিলাক্ষী (স্ত্রী) কপিলং কপিলবর্ণং অক্ষি ইব পুষ্পং যস্যাঃ। ১ মৃগের্ব্বারু। ২ কপিলশিংশপা।

কপিলাচার্য্য (পুং) কপিলঃ কপিলনামা আচার্য্যঃ, কর্ম্মধা। ১ কপিল ঋষি। ২ বিষ্ণু।
("মহর্ষিঃ কপিলাচার্য্যঃ কৃতজ্ঞো মেদিনীপতিঃ।" বিষ্ণুসং।)

কপিলাঞ্জন (পুং) কপিলং অঞ্জনং যস্য, বহুব্রী। শিব, মহাদেব

কপিলাতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ, এই তীর্থে ব্রহ্মচারী হইয়া স্নান এবং পিতৃলোক ও দেবতার অর্চ্চনা করিলে, সহস্র কপিলা গাভীদানের ফললাভ হয়। (ভারত। ৩। ৮৩। ৪৫)

কপিলাদান (ক্লী) কপিলায়া দানং ৬তৎ। কপিলাগাভী দান। মৎস্যপুরাণোক্ত কপিলাদানের মন্ত্র,—
"কপিলে! সর্ব্বভূতানাং পূজনীয়াহসি রোহিণী।
তীর্থদেবময়ী যস্মাৎ অতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥"
ঘণ্টা, চামর, কিঙ্কিণী, দিব্যবস্ত্র ও হেমদর্পণ-ভূষিতা পয়স্বিনী, সুশীলা, তরুণী ও বৎসযুক্তা কপিলা প্রদান করা উচিত। এই দানে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

কপিলাপুর। দক্ষিণাপথের নগরবিশেষ। (রেবাখণ্ড ১৭।৬) সম্ভবতঃ নর্ম্মদানদীতীরে অবস্থিত।

কপিলাবট (পুং) কপিলয়া কৃতোহবটঃ গর্ত্তঃ। তীর্থবিশেষ। (ভারত বন ৮৩। ২৮।)

কপিলাবর্ত্ত, বরোচ জেলার অন্তর্গত নর্ম্মদা ও কপিলা নদীর সঙ্গমস্থান। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডমতে ইহার নাম রুদ্রাবর্ত্ত।

কপিলাশ্ব (পুং) কপিলাঃ কপিলবর্ণা অশ্বা যস্য বহুব্রী। ১ ইন্দ্র। ২ রাজবিশেষ। ৩ সূর্য্যবংশীয় কুবলয়াশ্বের পুত্র।
(কপিলাশ্বঃ পুংসি শক্রে। শব্দার্থ।)

কপিলাসঙ্গম। কপিলা ও নর্ম্মদানদীর সঙ্গম স্থান। এইখানে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। ইহার নিকট অনেক পবিত্র তীর্থ আছে। (রেবা খণ্ড ১৩ অঃ।) বর্ত্তমান বরোচ জেলার অন্তর্গত।

কপিলাহ্রদ (পুং) তীর্থবিশেষ। (ভারত বন ৮৪ অঃ)

কপিলিকা (স্ত্রী) কপিলা সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্ অত ইত্বম্। শত-পদীবিশেষ, কাণ কোটারিবিশেষ।
("শতপদ্যস্তু পরুষা কৃষ্ণা চিত্রা কপিলিকা পীতিকা রক্তা শ্বেতা অগ্নিপ্রভা ইত্যষ্টৌ।" সুশ্রুত)

কপিলি। আসামের অন্তর্গত জয়ন্তীগিরি হইতে নির্গত নদী-বিশেষ। ইহার প্রাচীন নাম কপিলা বা কপিলগঙ্গিকা।

কপিলীকৃত (ত্রি) অকপিলং কপিলং কৃতম্ কপিল-অভূত-তদ্ভাবে চ্বি-কৃ-ক্ত। যাহা কপিল ছিল না তাহাকে কপিল করা হইয়াছে।

কপিলেন্দ্রদেব। উৎকলের একজন রাজা। বাল্যকালে তিনি একজন ব্রাহ্মণের গরু চরাইতেন, তৎপরে উৎকল-রাজ নেত্রবাসুদেবের নিকট আসিয়া চাকুরী করেন। কার্য্য-দক্ষতা গুণে তিনি নেত্রবাসুদেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। বাসুদেবের মৃত্যু হইলে তিনি আপন সাহস-বলে উৎকলের রাজসিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্ব-কাল ২১ বর্ষ (১৪৫২-১৪৭৯ খৃঃ অঃ)।

কপিলেশ (ক্লী) কপিলেন প্রতিষ্ঠাপিতং ঈশং লিঙ্গম্, মধ্যলো° কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ।
("কপিলেশং মহালিঙ্গং কপিলেন প্রতিষ্ঠিতম্।
মুচ্যন্তে কপয়োহপ্যস্য দর্শনাৎ কিমু মানবাঃ॥" কাশীখণ্ড।)

কপিলেশ্বর। একটি প্রাচীন নগর। মান্দ্রাজপ্রদেশের গোদাবরী জেলার রামচন্দ্রপুর তালুকের অন্তর্গত। অক্ষা° ১৬° ৪৬′ উঃ, দ্রাঘি ৮১° ৫৭′ ২০″ পূঃ। (১৮৮১ সালে) লোক-সংখ্যা ৫০৫৭।

কপিলোমফলা (স্ত্রী) কপীনাং লোম ইব লোমাবৃতং ফলং যস্যাঃ, বহুব্রী। আলকুশী।

কপিলোমা (স্ত্রী) কপীনাং লোম ইব লোমমঞ্জরী যস্যাঃ, বহুব্রী। রেণুকানামকগন্ধদ্রব্য। [রেণুকা দেখ।]

কপিলোহ (ক্লী) কপিবৎ পিঙ্গলং লোহং। পিত্তল ধাতু-বিশেষ। [পিত্তল দেখ।]
(——অথারকূটঃ কপিলোহং সুবর্ণকম্
রিরী রীরী চ রীতিশ্চ পীতলোহং সুলোহকম্॥
হেম ৪। ১১১।)

কপিল্লিকা (স্ত্রী) কপিবর্ণা বল্লিকা, (পৃষোদরাদিত্বাৎ) ব লোপঃ। গজপিপ্পলী। [গজপিপ্পলী দেখ।]

কপিবক্তৃ (পুং) কপের্ব্বানরস্য বক্ত্রমিব বক্ত্রং যস্য, বহুব্রী। দেবর্ষি নারদ। মহাভারতে নারদের বানরমুখ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে;—কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ ও তাঁহার ভাগিনেয় পর্ব্বতঋষি মনুষ্যলোকে আসিয়া মনুষ্যগণ

সহ একত্র বাস করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। তাহার পর উভয়ে উভয়কে তত্তাবত যাবতীয় মনোভাব প্রকাশ করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, দুজন রাজার রাজ্য মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার জন্য স্বীয় কন্যাকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন; কিছুদিন পরে নারদ সেই কন্যার প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু লজ্জাবশতঃ এই মনোভাব ভাগিনেয় পর্বতের নিকট প্রকাশ করিতে পারিলেন না। পর্বত নারদের আকার প্রকার দেখিয়া তাঁহার মনোভাব জ্ঞাত হইলেন, এবং নারদ যে গোপন করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছেন এজন্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন,—"এই রাজকন্যা তোমার ভার্য্যা হইবে এবং তুমি বানরমুখ ধারণ কর। এই স্বস্তাকুমে বিচরণ কর।" (ভারত শান্তি ৩০ অঃ) ২ (স্ত্রী) (কপের্বর্ম) বানরের মুখ।

কপিবল্লী (স্ত্রী) কপিপ্রিয় কর্ণ লোম ইব বল্লী, মধ্যলো°। গজপিপ্পলী।

কপিমন্না। একপ্রকার ময়না গাছ। (Vangueria spinosa.) [ময়না দেখ।]

কপিশ (পুং) কপি, বর্ণবিশেষঃ কপিবর্ণ নাম বা অস্ত্যস্ত, কপি-শ (লোমাদিপামাপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫। ২। ১০০।) ১ শ্যামবর্ণ, এইবর্ণ কৃষ্ণ ও পীত এই উভয় বর্ণে মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হয়। ২ (ত্রি) কপিশ বর্ণযুক্ত। (পুং) ৩ সেহুণ্ডবৃক্ষ। ৪ শিব।

("কপিলঃ কপিশঃ শুক্ল আয়ুশ্চৈব পরোঽপরঃ।"

(ভারত অনু° ১৭। ৯৭।)

৫ শিলারস।

(কপিশস্তিলপর্ণ্যাবে স্ত্রী মাধব্যাং সিহ্লকে পুমান্। মেদিনী।)

৬ (স্ত্রী) মদ্যবিশেষ।

("গাঢ়া ন পঙ্কং কপিশং পিপাসবঃ। " মাঘ।)

৭ জনপদবিশেষ। [কপিশা দেখ।]

কপিশা (স্ত্রী) কপিশ টাপ্। ১ মদ্যবিশেষ। ২ মাধবীলতা। ৩ নদীবিশেষ। রঘু রাজা এই নদী পার হইয়া উৎকলে গিয়াছিলেন। (রঘুবংশ)। ইহার বর্ত্তমান নাম কসাই, উহা মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

কপিশাঞ্জন (পুং) কপিশং কজ্জলং কপিশবুক্ত° বা অঞ্জনং যস্য, বহুব্রী। শিব।

কপিশাপুত্র (পুং) কপিশায়াঃ, মদোন্মত্তায়াঃ পিশাচ্যাঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। পিশাচ।

কপিশায়ন (পুং) ১ দেবতা। ২ মদ্যবিশেষ। কপিশদেশোদ্ভব দ্রাক্ষাজাত মদ্য। [কাপিশী দেখ।]

কপিশী (স্ত্রী) কপিশ-বর্ণসাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ মাধবীলতা। ২ মদ্যবিশেষ।

কপিশীকা (স্ত্রী) কপিশ-স্বার্থে বাহুলকাৎ ঈকন্ টাপ্ চ। মদ্যবিশেষ।

কপিশীর্ষ (স্ত্রী) কপীনাং শিরঃ শীর্ষং প্রাকারাদীনাং অগ্রদেশঃ, মধ্যলো°। প্রাচীরাদির অগ্রভাগ। (পাণ্ডবাং শব্দ°। কেশ ৪। ৪৭)।

কপিশীর্ষক (স্ত্রী) কপীনাং শীর্ষবর্ণং সাদৃশ্য প্রকাশতে কপিশীর্ষ কে ক। ১ হিঙ্গুল। ২ প্রাচীরের অগ্রভাগ।

কপিষ্ঠল (পুং) ঋষিবিশেষ। [কাপিষ্ঠল দেখ।]

কপিস্কন্দ (পুং) কপীনাং স্কন্দ ইব স্কন্ধো যস্য, মধ্যলো°। দানববিশেষ। (হরিবং°)

কপূরথলা। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীন এক দেশীয় করদ রাজ্য। অক্ষা° ৩১° ৯´ হইতে ৩১° ৯´ ৭০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩´ ১৫´´ হইতে ৭৫° ৩৮´ ৭০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমি-পরিমাণ ৬২০ বর্গমাইল। (১০৮১ সালের) লোকসংখ্যা ২৫'৬১৭।

পূর্ব্বকালে কপূরথলারাজ্য অনেকটা বিস্তৃত ছিল, পূর্ব্বে জালন্ধর ও পশ্চিমে শতদ্রু নদী ছাড়াইয়া আরও অনেকটা লইয়া এই রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইত।

কপূরথলার আহলুবালিয়া বংশীয় পুরাতন সর্দ্দারগণ আপন ক্ষমিবলে সমস্ত শতদ্রুর প্রদেশ শাসন করিতেন। পূর্ব্বে আহলনামক গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া এই বংশীয়েরা আহলুবালিয়া নামে অভিহিত হইতেন। সদাও সিং এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

১৭৮০ খৃঃ অঃ, রামগড়িয়া বংশের সর্দ্দার যশঃসিংহ শতদ্রুর প্রদেশ অনেকটা আপনি অধিকার করেন এবং অনেকটা মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট হইতে ১৮০৮ খৃঃ অব্দে প্রাপ্ত হন।

১৮০৯ খৃঃ কপূরথলার সর্দ্দারের সঙ্গে ইংরাজদিগের এক সন্ধি হয়, তাহাতে সর্দ্দার শতদ্রুপ্রদেশে যে সকল ইংরাজসৈন্য থাকিবে তাহাদের রসদ ও বাসস্থান যোগাইতে স্বীকৃত হন এবং যুদ্ধকালে ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। শিখ আলিবালের যুদ্ধের সময় সর্দ্দার ফতে-সিংহের পুত্র নেহালসিংহ ইংরাজদিগকে সাহায্য না করিয়া ইংরাজসৈন্যের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন, তাহাতে তাঁহারই পরাজয় হইল। ইংরাজরাজাধিকৃত তাঁহার রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিলেন।

১৮৪৫ খৃঃ ইংরাজেরা জালন্ধর প্রদেশ অধিকার করিলে বারি দোয়াব নামক স্থান পূর্ব্বতন সর্দ্দারকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী ব্যাপার কোম্পানী বাহাদুর আপন হাতে রাখিলেন। ১৮৪৯ খৃঃ অঃ, সর্দ্দার নেহাল সিংহ রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৫২ খৃঃ অঃ, তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রণধীর সিংহ রাজা হন। ১৮৫৭ খৃঃ, বিদ্রোহের সময়ে রণধীর ইংরাজদিগকে যথা শক্তি সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহারই সহায়তায় ইংরাজেরা জালন্ধর প্রদেশ হাতে রাখিতে পারিয়াছিলেন। তৎপরবর্ষে তিনি সসৈন্যে অযোধ্যা প্রদেশে আসিয়া বিদ্রোহীদিগকে শাসন করেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বীরত্ব ও রাজভক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত বন্ধী, বিথৌলী, ও আকোনা নামক স্থান চিরকালের জন্য জায়গীর দেন। এখানে কপূর-থলারাজ সমস্ত তালুকদারের প্রধান হইয়া 'রাজা-ই-রাজাগণ' উপাধি ভোগ করিয়া থাকেন। ১৮৭০ খৃঃ রণধীর বিলাত-যাত্রাকালে আদেনবন্দরে প্রাণত্যাগ করেন, তৎপুত্র খরকসিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ, খরকের পুত্র জগৎজিসিংহ কপূরথলার রাজা হন। সম্প্রতি তৎপুত্র রাজা হইয়াছেন।

কপূরথলার রাজা নিজ রাজ্য হইতে ১০,০০,০০০৲ টাকা এবং অযোধ্যা প্রদেশ হইতে ৮,০০,০০০৲ টাকা কর আদায় করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ১ ৩১,০০০৲ টাকা এবং রণধীর সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রের বংশধরগণকে ৬০,০০০৲ টাকা দিতে হয়।

ইহার প্রধাননগর কপূরথলা।

কপিস্থল (ক্লী) কপীনাং স্থলং, আবাসঃ, ৬তৎ। ১ বানর-দিগের নিবাসস্থান। ২ পঞ্জাবের প্রাচীন জনপদবিশেষ। [কা পস্থল দেখ]

কপিস্বর (ত্রি) কপীনাং স্বর ইব স্বরো যস্য, বহুব্রী। বানরের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট ব্যক্তি।

কপীকচ্ছু (স্ত্রী) কপিকচ্ছু-সংজ্ঞায়াং বা দীর্ঘঃ। আলকুশী।

কপীজ্য (পুং) কপিভির্বানরৈরিজ্যতে পূজ্যতে, কপি যজ্-ক্যপ। ১ রামচন্দ্র। ২ ক্ষীরিকাবৃক্ষ। ৩ (কপিষু ইজ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ।) সুগ্রীব। ৪ হনূমান্।

কপীত (পুং) কপিভিরিতঃ প্রাপ্তঃ প্রিয়ত্বেনেতি শেষঃ। শ্বেত-বুহ্না বৃক্ষ।

কপীতন (পুং) কপীনাং শ্রীং লক্ষ্মীং তনোতি, কপি শ্রী-তন পচাদ্যচ্। ১ আমড়া গাছ। ২ গর্দ্দভাণ্ডবৃক্ষ, গাব্ভাট। ৩ শিরীষ। ৪ অশ্বত্থ। ৫ সুপারি গাছ। ৬ বেল গাছ।

কপীন (দেশজ) কৌপীন শব্দের অপভ্রংশ। [কৌপীন দেখ]

কপীন্দ্র (পুং) কপিরিন্দ্র ইব, কপিষু ইন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠো বা। ১ হনূমান্। ২ বালি। ৩ সুগ্রীব। ৪ বিষ্ণু।

("শরীরভূতভৃদ্ভোক্তা কপীন্দ্রো ভূরিদক্ষিণঃ।"
ভারত ১৩। ১৪৯। ৬৮।)

কপীবহ (ক্লী) কপিবহ-(ইকো বহেহপীলোঃ। পা ৬। ৩। ১২১।) দীর্ঘঃ। সরোবরবিশেষ।

কপীবান্ [ৎ] (পুং) বশিষ্ঠ ঋষির পুত্রবিশেষ।

কপীবান (পুং) বশিষ্ঠ-মুনির পুত্রবিশেষ। (হরিবংশ)

কপীষ্ট (পুং) কপীনাং ইষ্টঃ প্রিয়ঃ, ৬তৎ। ১ রাজাদনী বৃক্ষ। ২ কপিত্থ, কদ্‌বেল।

কপুচ্ছল (ক্লী) কস্য শিরসঃ পুচ্ছমিব লাতি, ক-পুচ্ছ-লা-ক। ১ কেশচূড়া। ২ মস্তকের অগ্রস্থান।

("ইদমেব কপুচ্ছলময়ং দণ্ডঃ স্বাহাকারঃ।" শতব্রা ১।৩।১।১০।)

কপুষ্টিকা (স্ত্রী) কস্য শিরসঃ পুষ্টৌ কায়তি, ক-পুষ্টি-কৈ-ক টাপ্। কস্য শিরসঃ পুষ্টৌ পোষণায় হিতং, ক-পুষ্টি-কন্ টাপ্ বা। কেশচূড়ার সংস্কার কার্য্য।

("অথাতস্তৃতীয়ে বর্ষে চূড়াকরণং কপুষ্টিকা।" গোভিল।)

কপূয (ত্রি) কুৎসিতং পূয়তে, কু-পূয় অচ (পৃষোদরাদিত্বাৎ) উ লোপঃ। কুৎসিত।

("অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাসোহ তে কপূয়যোনি-মাপদ্যেরন্।" ছান্দো° উপ°।)

কপৃথ (ত্রি) কুৎসিতং প্রথয়তি, কু-প্রথি-ক্বিপ্ বৈদিকত্বাৎ নিপাতনে সিদ্ধং। কুৎসিত প্রকাশক।

কপোত (পুং) কো বায়ুঃ পোতঃ নৌরিবাস্য। কব-ওতচ্ (কবে-রোতচ্ পশ্চ। উণ্ ১। ৬৩) ইতি বস্য পশ্চ। পায়রা ও ঘুঘুর সাধারণ নাম কপোত। সংস্কৃতে পায়রার নাম "পারাবত বা গৃহকপোত" এবং ঘুঘুর নাম "বনকপোত।" লাটিন ভাষায় কপোতের প্রতিশব্দ Columbidæ. হিন্দীতে পায়রাকে সাধারণতঃ "কবুতর্" বলে।

পারাবতের পর্য্যায়—গৃহকপোত, পারাপত, পারাবত, কলরব, ছেদ্য ও গৃহকুক্কুট।

ঘুঘুর পর্য্যায়—বনকপোত, চিত্রকণ্ঠ, কোকদেব, দহন, ধূসর, ভীষণ, ধূম্রলোচন, অগ্নিসহায় ও গৃহনাশন।

[ইহার বিশেষ বিবরণ "ঘুঘু" শব্দে দেখ।]

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পারাবত দেখিতে পাওয়া যায়, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশসমূহে ইহাদের সংখ্যাই অধিক। আমেরিকায় পায়রা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের পায়রা বড় দেখা যায় না। ভারতবর্ষে ও

মলয় উপদ্বীপে সংখ্যাও যেমন অধিক, বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণীও তেমনই অধিক, য়ুরোপ ও উত্তর এসিয়ায় ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প।

খগতত্ত্বজ্ঞেরা এপর্য্যন্ত প্রায় তিন শতেরও উপর কপোত শ্রেণী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশই দেখিতে অতি সুন্দর। অনেকগুলির গাত্র ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে চিত্রিত বলিয়া দেখিতে বড়ই মনোহর। ইহাদের প্রায় সকল শ্রেণীর অঙ্গসৌষ্ঠব বেশ সুগঠিত ও সুদৃশ্য। পায়রার অধিকাংশ শ্রেণীই মানুষের খাদ্যের উপযোগী এবং অনেক স্থলে খাদ্যরূপে প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পায়রার মধ্যে দাম্পত্য প্রেম অতি সুন্দর। ইহারা একবার যে দুইটীতে জোড় মিলিয়া যায়, জীবনসত্ত্বে আর বিযুক্ত হয় না। ইহাদের এই অবিচ্ছিন্ন প্রেমের কথা সকল দেশের কাব্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালার কবি মাইকেলও বলিয়া গিয়াছেন—

"ছিনু মোরা সুলোচনে! গোদাবরী তীরে,
কপোত কপোতী যথা, উচ্চ বৃক্ষ চুড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে।"

পারাবতেরা স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই বাসা বাঁধা, ডিমে তা দেওয়া ও শাবকের আহার-দানকার্য্যে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। ইহারা কাটিতে কাটিতে বিনাইয়া বাসা বাঁধিতে পারে না। গাছের উপর পাহাড়ের গহ্বরে, ইষ্টকালয়ের কার্ণিসের নীচে বা দেওয়ালের গাত্রে গর্ত্তে কাটি-কুটি সাজাইয়া আলগা করিয়া বাসা বাঁধে। ইহাদের একবারে দুইটি শ্বেতবর্ণ ডিম্ব হইয়া থাকে, কোন কোন শ্রেণীর একটি মাত্র ডিম্ব হয় কিন্তু কাহারও দুইটির বেশী হয় না। প্রতি মাসেই ইহারা ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিম ফুটিতে ১৫ দিন সময় লাগে। এই ১৫ দিন তা দিতে হয়। কপোতী ডিম পাড়িয়া প্রথম ৩ দিন একাক্রমে দিবারাত্র সমানে ডিমের উপর তা দিয়া বসিয়া থাকে, কেবল এক একবার খাইতে উঠিয়া আসে। প্রথম তিন দিন বেশীক্ষণ কপোতকে তা দিতে দেয় না বা ক্ষণমাত্রও ডিম খালি রাখিয়া উঠিয়া আসে না। কপোতী যখন খাইতে যাইবার জন্য ইচ্ছা করে তখন কপোত গিয়া ডিমে তা দিতে বসে। কপোত নিকটে না থাকিলে কপোতী একান্ত ক্ষুধা পাইলেও ডিম অনাবৃত রাখিয়া উঠিয়া আসে না। কপোত নিকটে নাই অথচ কপোতীর ক্ষুধা পাইয়াছে, কিন্তু ডিম অনাবৃত রাখিয়া উঠিতে পারিতেছে না, সেই সময় কপোতী কপোতকে ডাকিবার জন্য এক প্রকার গম্ভীর গুঁব্ গুঁব্ শব্দ করিতে থাকে। কপোত দূরে থাকিলেও এই শব্দ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বাসায় আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম তিন দিন কাটিয়া গেলে কপোতী ডিম ছাড়িয়া উঠিয়া আসে। দিনের বেলায় অধিকক্ষণ কপোত তা দেয় এবং রাত্রে কপোতী তা দিয়া থাকে। ১৫ দিন বাদে ডিম ফুটিয়া শাবক বহির্গত হয়। এই শাবক চর্ম্মাচ্ছাদিত মাংসপিণ্ড মাত্র হইয়া থাকে। ইহার গাত্রে পালকের চিহ্নমাত্র থাকে না এবং চক্ষু দুটিও মুদিত থাকে। ডিম ফুটিলে কপোতী আবার ৩ দিন তা দিতে বসে। প্রথম ৩ দিনের ন্যায় এ ৩ দিনও সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকে। কপোত কপোতী উভয়েই শাবককে খাওয়াইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহারা যাহা খায়, তাহাই আপনাদের উদরস্থ খাদ্যাধারে রাখিয়া দুগ্ধবৎ তরল পদার্থে পরিণত করিয়া শাবকের গালে ঢালিয়া দেয়। কিছু দিন গেলে মণ্ডবৎ করিয়া গালে ঢালিয়া দেয়, শেষে অর্দ্ধ গলিত পদার্থ ঢালিয়া দিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া ক্রমশঃ কঠিন দ্রব্য খাইতে শিখায়।

ডিম ফুটিবার প্রায় ৫।৬ দিন পরে পালকের রেখা দেখা দেয় এবং একমাস মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে পালকে ঢাকিয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া গেলেও শাবক খুঁটিয়া খাইতে শিখে না, তবে এই সময়ে তাহারা পিতামাতার সহিত উড়িয়া ভূমিতে নামিতে ও বাসায় উঠিতে শিখে এ সময়েও তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। শাবক দেড় মাসের বা দুই মাসের হইলে নিজে খুঁটিয়া খাইতে পারে। ডিম ফুটিবার পর পায়রার শাবককে "পিল" বলে। পিল উড়িতে আরম্ভ করিলে "পাট্‌ঠা" বলে। পায়রার ডানার শেষভাগে ৩।৪ টি বড় পালক থাকে, এই পালকগুলিকে "বীরপর" বলে। প্রথম বীরপর হইতে ডানায় উড়িবার উপযুক্ত ১০টি পালক জন্মে। মানুষের যেমন ৭ বৎসর বয়সে কচি দাঁত পড়িয়া গিয়া আবার উঠে, সেইরূপ পায়রারও পাট্‌ঠা-বেলায় ডানার পালক পড়িয়া গিয়া পুনরায় উঠিয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে ডানার ভিতরে উঠিবার পর প্রথম হইতে খসিতে আরম্ভ হয়। একটি খসিয়া যতদিন সেটি আবার না জন্মে, ততদিন দ্বিতীয়টি খসে না। এইরূপে যতদিন পর্য্যন্ত ৫ম পর না খসে ততদিন পায়রার শাবককে "পাট্‌ঠা" বলা হয়। তৎপর ইহাদের বয়স পরিণত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ শেষ বীর পালকটি পর্য্যন্ত পড়িয়া যায়। এইরূপ ১০ম পালক পরিবর্ত্তনকে "দশক সাফ" করা বলে।

গ্রহবাজ পায়রায় যতদিন "দশক-সাফ" না করে, ততদিন তাহাকে পাট্‌ঠা বলা যায়।

পায়রা ফল ও শস্যাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কোনরূপ কীটাদি আহার করে না, কিন্তু এক এক শ্রেণীর পায়রার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেঁড়ি খাইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের পায়রার বক্ বকম বকো কোঁ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় শব্দ করে। ইহারা স্ব স্ব শ্রেণীর কপোতী মনোনীত করিয়া থাকে বটে কিন্তু গৃহপালিত কপোতেরা মানুষের বশীভূত হইয়া ভিন্ন শ্রেণীর কপোতীর সহিতও মিলিত হইয়া থাকে। পায়রার মধ্যে স্ত্রীজাতি পায়রাই যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, একটা কপোতীর জন্য দুইটা কপোত বিষম যুদ্ধে মাতিয়া গিয়াছে, আর কপোতী নূতন কপোতের দিকে ঝুঁকিতেছে। আবার অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, কোন দুই দম্পতীর মধ্যে প্রত্যেকের স্ত্রীপুরুষে ঝগড়া হইলে উভয়ে আপোষে বন্দোবস্ত করিয়া পরস্পর স্ত্রী পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। ইহারা সন্ধ্যাকালে অতি শীঘ্র শীঘ্র বাসায় প্রবেশ করে, কিন্তু অন্যান্য পক্ষীর ন্যায় প্রাতঃকালেই বাসা পরিত্যাগ করে না। ইহারা সূর্য্যকিরণ কিছু অংশ ভালবাসে। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ। ইহাদের দুই পক্ষ অতি সবল এবং লঘু, এই জন্য ইহারা অতি দ্রুত উড়িতে পারে।

সাধারণতঃ পায়রা দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের ঠোঁট বড় বেশী লম্বা হয় না, প্রায়ই ১ ইঞ্চিরও কম হইয়া থাকে। ঠোঁট দুইখানি সরল এবং একটু টেপা। ঠোঁটের অগ্রভাগ ঈষৎ বাঁকা, কাহারও বা বেশ বাঁকিয়া গিয়া থাকে। উপরকার ঠোঁটের উপর গোড়ায় ঈষৎ মাংস গজাইয়া থাকে, এই মাংস অতি কোমল ও সমান। কোন কোন শ্রেণীর ইহা ঢেউ-খেলান হইয়া থাকে। এই মাংসের উপরেই ঠিক কপালের নীচে নাকের ছেঁদা দুইটি সরল ভাবে থাকে। ইহাদের কপাল হইতে মস্তকের উপরিভাগ গোল হইয়া পশ্চাৎদিকে গড়াইয়া গিয়াছে। ইহাদের মুখ-বিবর নিতান্ত ক্ষুদ্র কি অতি বৃহৎ নহে। চক্ষু দুইটি ঠোঁটের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে মস্তকের দুই পার্শ্বে সমসূত্রপাতে অবস্থিত। ডানা বেশ দীর্ঘ। কোন কোন শ্রেণীর ডানা গুটাইয়া রাখিলে শেষ প্রান্ত সূক্ষ্ম হইয়া থাকে, কাহারও বা ঈষৎ গোলাকার হইয়া যায়। পুচ্ছের পালকগুলিও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। পুচ্ছে প্রায় ১০টি বা ১৬টি পালক থাকে, এই পালকগুলি অন্যান্য স্থানের পালক হইতে যথেষ্ট দীর্ঘ। কোন কোন শ্রেণির পুচ্ছে ১৬টি আর কোন কোন শ্রেণীর ১০টি মাত্র পালক থাকে। সাধারণতঃ ইহাদের হাঁটুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত পা পালকঢাকা থাকে। অঙ্গুলিগুলি নাতিদীর্ঘ, পশ্চাতের অঙ্গুলি সম্মুখের অঙ্গুলির ন্যায় সমসূত্রপাতে অবস্থিত। নখর দণ্ডোপবেশী পক্ষীগণের ন্যায় বক্র। অঙ্গুলিগুলিও অন্যান্য দণ্ডোপবেশী পক্ষীগণের ন্যায় প্রথিত। কোন কোন শ্রেণীর সমস্ত পায়ে (অঙ্গুলির গাঁটগুলি পর্য্যন্ত) পালক গজাইয়া থাকে।

বাঙ্গালায় লোকে আমোদের নিমিত্ত পায়রা পুষিয়া থাকে, এজন্য এখানে পায়রার ব্যবসায় আছে। শুধু বাঙ্গালায় কেন, পৃথিবীর সকল স্থলেই পায়রা মনুষ্যের আলয়ে পালিত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালার কপোতপালকেরা ও কপোতব্যবসায়ীরা শাকুনশাস্ত্র হিসাবে ইহাদের শ্রেণী বিভাগ করে না, আকার, কার্য্য ও গুণাদি দেখিয়া শ্রেণী বিভাগ করে। এইরূপে এখানে ইহাদের প্রধানতঃ দুইটি জাতি আছে, গোলা ও গ্রহবাজ। এই দুই জাতির আবার পরিবার বিভাগ অনেক প্রকার। প্রত্যেক পরিবারে আবার কতকগুলি শ্রেণীভেদ আছে। গোলা জাতীয় কপোতের মধ্যে নস্কা, লক্কা, সিরাজু, বোগদাদ, মুক্কি, গুলিখাস, পরপাও, সিস্তাক, কড়িয়াল, আউল খাঁয়, আকৃপা গদাদুলো, কাবুলা, মুগিয়া, লোটন, জেকোবিন ও সাধারণ গোলা প্রভৃতি পরিবারই প্রধান।

বঙ্গদেশের গৃহস্থের বাটীতে প্রায় এক জাতীয় গোলা আপনি অযাচিত হইয়া বাস করে, ইহাদিগকে 'কেলে গোলা' বলে। এই জাতীয় গোলা নানা বর্ণের দেখা যায়। ইহাদের মূল্য অতি অল্প।

গ্রহবাজ জাতীয় কপোতের মধ্যে কাকুজী, কটকা, সবুজ, নীলা, কাল, আবলুক, লাল, গ্লেন, খতেন, উদা, ভুরা, গাওয়ান, নাচবা বাসুরা, কাচকড়া, মহাদুম, তাদুম, দোবাজ এই কয় পরিবার প্রধান।

গোলা ও গ্রহবাজ দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। গোলার ঠোঁট অপেক্ষা গ্রহবাজের ঠোঁট খাটো হয়। গোলার চক্ষুতে সর্ব্বদা শান্ত ভাব থাকে, কিন্তু গ্রহবাজের চক্ষুতেই সর্ব্বদাই চটুলতা বর্ত্তমান।

গ্রহবাজ জাতীয় পায়রার পায়ে পালক জন্মিলে তাহাকে "ঝাপড়া" বলে অর মাথায় ঝুঁট হইলে "চটিয়াল' বলে, আর যে শ্রেণীর মাথায় ঝুঁট ও পায়ে পালক উভয়ই জন্মে, তাহাকে "ছাপড়া চুটিয়াল" বলে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় পায়রার অসংখ্য ভেদ ছিল, কিন্তু এখনকার শ্রেণীর নাম ধরিয়া প্রাচীন নামগুলি নির্ণয় করিবার উপায় নাই কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম স্বীয় কাব্যে ইহাদের নামের তালিকা দিয়াছেন। প্রাচীন কালেও

এদেশে পায়রা পুষিবার প্রথা ছিল, কবিকঙ্কণের কাব্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যের ২য় খণ্ডের নায়ক ধনপতি দত্তের যথেষ্ট পায়রা ছিল। বাল্যকালে ধনপতি বালকগণের সঙ্গে এই পায়রা উড়াইয়া নগরময় খেলা করিয়া বেড়াইতেন। এই পায়রা উড়ান হইতেই তাঁহার কাব্যের প্রধান ঘটনা ধনপতি-খুল্লনামিলন সংঘটিত হয়। নিম্নে এই বিবরণ উদ্ধৃত হইল—

"লয়ে শিশুগণ, বেণের নন্দন,
পায়রা উড়াতে যায়।
সঙ্গে শিশু যত, লয়ে পারাবত,
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়॥"

• • • • •

"পায়রা উড়াইতে যায় সাধু ধনপতি।
যত নগরিয়া তাই করিয়া সংহতি॥

• • • •

মুরারি, দৈত্যারি, গোবিন্দ, ভবানন্দ।
পায়রা উড়াতে হৈল সবার আনন্দ॥
যত নগরিয়া বেণে সদাগর সাথ।
যতনে লইল সব নিজ পারাবত॥"

• • • • • •

"লয়ে নিজ পারাবত, চলে ধনপতি দত্ত,
উড়াইতে নগরিয়া সাথে।
করি শুভক্ষণ বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা,
কিঙ্করে পিঞ্জর লয় মাথে।
খণ্ডি-ঝারি, পাত-শালিকা, খেড়া, নেতা, নয়ান সুখা,
কবট, তামট, সুলক্ষণ।
সৌল-মুখ, রাজ-গোলা, শিখরিয়া, ঘন-বোলা,
সাঙলী, সুবলী সুদর্শন॥
কেবল্যা, বাতাড়া, হাঁসা, নেটে, খাটু, বুড়া, ভাঁসা,
অগ-সিন্দুরিয়া বন-জয়া।
নীল-কুমুদ মুখা, ঘিরিনি, দীঘল-মুখা,
মন-সুখা, রাজা, ধেউলিয়া॥
সিংহা, বাঘা, রণজিতা, করয়া, কপাল-চিতা,
সিন্ধু, মাট্যা, পাওশা, পাখরা।
মাণিক, দোপাল, মুড়া, আতাজা, পরনা, ঝুড়া,
পালট, বিলটী, রতি-তোরা॥
পাণ্ডশি, পাখরি, টাঙ্গি, হাঁসী, ভাঁসী, বড়ি রাজি,
নানারঙ্গে লইয়া পায়রী।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
রঘুনাথ নৃপতিকেশরী॥

• • • • • •

সখা সঙ্গে ধনপতি, আনন্দে পূর্ণিত মতি,
পায়রা উড়ায় সদাগরে।
ছাড়িয়া পাটের দোলা, একে একে করে খেলা,
পায়রী রাখিয়া বাম করে॥

• • • • • •

নগরিয়া শিশু মিলি, দেয় ঘন করতালি,
খেতারে উড়ায় ধনপতি।
তার পাছে তাই যত, উড়াইল পারাবত,
বামহাতে রাখি পারাবতী॥

• • • • • •

ইছানি নগর মুখে; খেতা যায় অন্তরীক্ষে,
উভমুখে ধায় সদাগর।

• • • • • •

পায়রী ধরিয়া করে, খেতা বলি উচ্চৈস্বরে,
ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধনপতি।

• • • • • •

সাত পাঁচ সখি মেলি, খুল্লনা খেলেন খুলি,
পারাবত পড়িল অঞ্চলে।
পায়রা আঁচলে ঢাকি, চৌদিকে বেড়িয়া সখি,
যায় রামা আপন ভবনে।
সদাগর যান পাছে, পারাবত তারে যাচে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥"

এই উদ্ধৃত অংশ হইতে সেকালে লোকে পায়রা কিরূপ ভালবাসিত, কিরূপে তাহা লইয়া আমোদ করিত, তাহা সমস্তই বুঝা যায়।

কবিকঙ্কণ যে সকল নাম দিয়াছেন তাহা হইতে আমরা "রাজ-গোলা" (গোল জাতীয় কোন এক শ্রেণী) আর পালট (পালটীয়া বাজী করে? গ্রহবাজ) এবং "বিলটি" (লুটিয়া বেড়ায়?—(লোটন) নামক এই তিনটি শ্রেণী বুঝিতে পারি।

এদেশেও বালকেরা পায়রা উড়াইয়া খেলা করিয়া থাকে। পায়রা উড়াইবার জন্য এদেশে "ব্যোম" বাঁধিতে হয়। গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ প্রাচীরের গাত্রে একটা দীর্ঘ বাঁশ আঁটিয়া দিয়া তাহার মাথায় একটি চতুরস্র ছত্রি (ছোট ছোট বাখারির মাচা) বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহার নাম ব্যোম। পায়রা ছাড়িয়া দিলে, ইহার উপর গিয়া বসিয়া থাকে। তৎপরে বালকেরা একটা বৃহৎ ছিপের খোঁচা দিয়া ঝাঁককে ঝাঁক্ উড়াইয়া দেয়।

এদেশে পায়রার থাকিবার ঘরকে খোপ বলে। খোপ কাঠের ও বাঁশের হয়। ইংরাজীতে Dove-cot যে প্রণালীর খোপ, তাহাকে এদেশে "পায়রার খুপ্‌রি ঘর" বলে।

এদেশের পায়রার বসন্ত বা গুটি, শুকো, শর্দ্দি ও ফুলো রোগ বেশী হয়। গুটি হইলে জলে ভিজিতে দিতে নাই এবং তারপিণ তৈলের প্রলেপ দিতে হয়। ফুলো হইলে রৌদ্রে রাখিতে ও এক কোয়া রসুন খাওয়াইয়া দিতে হয়। শর্দ্দিতেও ঐ ঔষধ। শুকো হইলে সরিষার তৈলের পলিতা পোড়াইয়া সেই ভস্ম খাওয়াইয়া দিতে হয়। হোমিওপ্যাথির মতের কোন কোন ঔষধ ইহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী; ইহা পরীক্ষা করা হইয়াছে।

গ্রহবাজ জাতীয় পায়রা আকাশে উঠিবার সময়, কি আকাশ হইতে নামিবার সময় উলটিয়া পাল্টাইয়া ডিগ্‌বাজি খাইতে থাকে, ইহা ইহাদের জাতীয় স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য, এই কার্য্যকে বাজি বলে। যে পায়রা বেশী পরিমাণে বাজি করিয়া থাকে, তাহাকে 'বাজেন্দার' বলে। গ্রহবাজজাতীয় পায়রা একবার উড়িলে এক দমে অতি উচ্চে উঠিয়া যায়, এজন্য অনেক সময় শ্যেন (শিক্‌রা) পাক্ষদ্বারা আক্রান্ত হয়,—এইরূপে বিনষ্ট হওয়াকে "ঠোঁটে লাগা" বলে। গ্রহবাজ বাজি করিবার সময় যে ভাবে ঘুরিয়া পড়ে, তাহাকে "প্যাচ" বলে। কোন কোন পায়রা একবারে দুই দিকে দুইটি প্যাচ দিয়া ঘুরিতে পারে। দুই প্যাচের অধিক কোন পায়রাই ঘুরিতে পারে না। যে গ্রহবাজ একবারে এক দমে এক বাঁশভোর উচ্চে ঘুঘুর ন্যায় উঠিয়া যায়, তাহাকে "সড়োকদার" বলে। গ্রহবাজের পাটুঠা প্রথমে সম্পূর্ণরূপে বাজি করিতে পারে না, অর্দ্ধেকটা ঘুরিয়া আবার সিধা হইয়া উড়িতে থাকে। এইরূপ অর্দ্ধেক বাজিকে "বোদ" বলে। যে সকল গ্রহবাজ অতি অল্পদূর উঠিয়াই বাজি করিতে থাকে, তাহাদের "গরম" হইয়াছে বুঝিতে হয়। গরমে পড়িলে ইহারা অধিক দূর উড়িতে পারে না।

কি গোলা, কি গ্রহবাজ সকল প্রকার পায়রাই রৌদ্র ভালবাসে এবং তাহাদের পক্ষে রৌদ্র উপকারীও বটে, বিশেষতঃ গ্রহবাজেরা উপযুক্ত রৌদ্র উপভোগ করিতে না পাইলেই গরমে পড়ে। আতপহীন স্থান ইহাদের বিষম অনিষ্টকর। গ্রহবাজ গরমে পড়িলে, তাহাদের পুচ্ছের পালকগুলি ছিঁড়িয়া দিতে হয় বা কাঁচি দিয়া "লেণ্ডু" করিয়া (লেজ ছাঁটিয়া) দিলে উপকার হয়। গ্রহবাজজাতীয় পায়রা দীর্ঘে অধিক বড় হয় না; সাধাণতঃ ১ ফুট্ হইতে ১৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। গ্রহবাজকে ইংরাজীতে Tumbler-pigeon বলে।

গোলাজাতীয় পায়রা দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারবর্গের আকৃতিগত বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়. নিম্নে সেই সমস্ত লিখিত হইল—

জেকোবিন—এই পরিবারের শ্রেণীগত বিশেষ লক্ষণ—মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে চক্ষুর পার্শ্ব দিয়া ডানার উপরিভাগ পর্য্যন্ত দুই থাক উচ্চ পালক থাকে, ইহার এক থাক বুকের দিকে ও অপর থাক পিঠের দিকে বাঁকিয়া পড়ে, মধ্যস্থলে সিঁথির ন্যায় হয়; ইহাদের বর্ণ সাধারণতঃ লাল, কাল, সাদা ও জরদ বর্ণের হয়। ইহাদের পৃষ্ঠ, পুচ্ছ, বক্ষঃস্থল ও মস্তকের বর্ণ প্রায় সাদা থাকে। ডানার বর্ণই কেবল ভিন্ন হইয়া থাকে। যাহাদের চিলে বর্ণ হয়, তাহাদের রং বাঙ্গালা ইষ্টকের রঙ্গের সহিত ঈষৎ পীতমিশ্রিত করিলে যেমন হয়, সেইরূপ। আর যাহাদের বর্ণ কাল তাহারা যেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণে ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত। ডানা দুইখানির উপরেই এই বর্ণ থাকে এবং গলদেশের পূর্ব্বোক্ত দুই থাক পালকের ডগাগুলি ঐ ঐ বর্ণের হয়। সমস্ত সাদা ও ঈষৎ বেগুণির আভাযুক্ত ধূসরবর্ণের কচিৎ কখন দেখা যায়। ইহাদের ঠোঁট কিছু ক্ষুদ্র, চক্ষুর মণির চতুষ্পার্শ্ব কাল হইয়া থাকে। ডানার শেষ বড় পালক ৩টি হয়। ইহারা বড় ভীরু। ইংরাজীতে এই শ্রেণীকে Jacopine and Jack বলে।

লক্কা—এই পায়রা ক্ষুদ্র শ্রেণীর। দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অপরাজিতা ও রেশমী। লক্কার বিশেষ চিহ্ন এই যে, ইহাদের পুচ্ছের পালকগুলি ময়ূরের পেকমের ন্যায় সর্ব্বদা ছত্রাকার হইয়া থাকে। ইহাদিগকে 'ফুল লক্কা'ও বলে। সাধারণতঃ যাহাদের পেকম পূর্ণছত্রাকার হয় না, তাহাকে 'হাফলক্কা' বলে। ফুললক্কার বর্ণ সমস্ত শ্বেত হইয়া থাকে। ইহাদের বর্ণ অধিক উজ্জ্বল সাদা রেশমের ন্যায় হইলে রেশমী-লক্কা কহে। সমস্ত কাল ফুললক্কাও আছে, কিন্তু তাহা দেখিতে তত মনোহর নহে। 'হাফলক্কা' সাদা, কাল, ও অপরাজিতা বর্ণের হইয়া থাকে। যে লক্কা দেখিতে নানা বর্ণের ও সুন্দর, তাহাকে 'নক্‌সা' বলা যায়। ফুললক্কার পুরুষ জাতি ভূমিতে চরিবার সময় অতি সুন্দর দেখায়। ইহারা যখন বসিয়া থাকে বা চলিতে থাকে, তখন ইহারা সমস্ত গলদেশটা ঈষৎ বাঁকাইয়া এমন সুন্দর ভাবে কাঁপাইতে থাকে যে, দেখিলে মন আনন্দে ভরিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে দু এক শ্রেণীর মাথায় ঝোটন হয় না। কিন্তু সকলেরই পায়ে পর হয়। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Fan,tail pigeons বলে।

সিরাজু—কাল, লাল, জরদ, গাঢ় ধূসর ও কাশ্মীরী প্রভৃতি

নানাবর্ণের হয়। এই পরিবারের বিশেষ চিহ্ন এই যে, ইহাদের ঠোঁটের গোড়া হইতে চক্ষুর পশ্চাৎ দিয়া, ঘাড়, পিঠ, ডানা হইয়া পুচ্ছের গোড়া পর্য্যন্ত একমাত্র বর্ণ থাকে এবং নিম্ন ঠোঁটের নিম্ন হইতে গলা, বক্ষ, ডানার নিম্নভাগ, উদর এবং পুচ্ছের পালকগুলি সাদা হইয়া থাকে। ইহাদের জঘনদেশ হইতে অঙ্গুলির গ্রন্থিগুলি পর্য্যন্ত বয়োবৃদ্ধির সহিত পালকে ঢাকিয়া যায়। এই জাতীয় পায়রা খুব বড় হইয়া থাকে। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু অতি গম্ভীর, ভীমকায় ও বলশালী হইয়া থাকে। লাল সিরাজুর বর্ণ ঠিক রক্তবর্ণ নহে, চিলে বর্ণের উপর ঈষৎ কৃষ্ণাভ পীতবর্ণের ভাগই অধিক। কাল সিরাজুর বর্ণ ঘোর নীলবর্ণযুক্ত কৃষ্ণ সবুজ মিশ্রিত চিক্কণ। ধূসর বর্ণের সিরাজু দেখিতে বেশ এবং কাল সিরাজু হইতে নম্রপ্রকৃতি। কাশ্মীরী সিরাজুর বর্ণ ধূসর বটে কিন্তু তাহার পালকের উপর, বক্ষে পৃষ্ঠে, ডানায় ও ঘাড়ে সাদা ও বেগুণী মিশ্রিত বিন্দু বিন্দু দাগ আছে। একবর্ণ সিরাজুর বক্ষে ও উদরে ভিন্ন বর্ণের একটি ছোট পালক থাকিলে গুলদার বলে। গুলদার সিরাজু দেখিতে অতি সুন্দর।

মুক্কি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, কাল ও আগরায়। দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের বিশেষ চিহ্ন এই যে, ঠোঁটের উপর হইতে চক্ষুর উপর দিয়া ঝুঁটীর কোল পর্য্যন্ত সমস্ত মস্তক ধব্‌ধবে সাদা হয় এবং দুইটি ডানার এবং বাকী সমস্ত দেহের অন্য বর্ণ হয়। ইহারা অতি ক্ষুদ্র জাতীয় পায়রা হইয়া থাকে এবং যত ক্ষুদ্র হয় ততই সুদৃশ্য হয়। ইহারাও লক্কার ন্যায় ঘাড় কাঁপাইয়া থাকে (কসে) এবং ঘাড় কাঁপাইবার সময় ইহাদিকে লক্কা অপেক্ষাও দেখিতে সুন্দর ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন দেখায়। মুক্কির কাল শ্রেণীর উজ্জ্বলতাই অধিক। ইহাদের গলদেশ নানাবর্ণ মিশ্রিত চিক্কণ হইয়া থাকে। কাল ছাড়া অন্য বর্ণের হইলে কাহারও মতে তাহাকেই 'আগরায় মুক্কি' বলে। ধূসর ও চিলে মুক্কির বর্ণ চক্ষুঃস্নিগ্ধকর। ইহাদের পায়ে পর হইতে দেখা যায় না, সকলেরই মাথায় ঝুঁটি থাকে। ইহাদের মাথার সাদা রং যদি চক্ষুর নিম্নে বা গলদেশে বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে তাহাকে দাগী মুক্কি বলে। দাগী মুক্কির দর অল্প আদর অল্প, দেখিতেও ঈষৎ বিশ্রী। বিলাতে মুক্কির মাথা ও ডানার তিনটি বড় পালক ও পুচ্ছের রং কাল হয় এবং ঝুঁটি কিছু লম্বা হওয়া মাথার সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে। গাত্রবর্ণ সাদা হয়। সেখানে মুক্কি তিন প্রকার, এই তিন শ্রেণীর মাথার রং যথাক্রমে কাল, পীত ও লাল হয় এবং মাথায় যে রং থাকে, ডানা ও পুচ্ছের বড় পালকগুলিতে সেই রং হয়। ইহাদিগকে সে দেশে Nun pigeons বলে।

কড়িয়াল—ইহাদের চক্ষু ছোট কড়ির মত বড় হয় চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে ও নাকের গোড়ায় ঠোঁটের উপর ঈষৎ রক্তাভ কোমল মাংসের বড় বড় ফুল হইয়া থাকে।

পায়পাও (পর্পা)—ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মাথায় ঝুঁটি হয়, পায়ে পর হয়। পায়ের গোড়ালির কাছের পরগুলি খুব বড় বড় হয়। ইহারা দেখিতে তত সুদৃশ্য নয়। সিরাজুর ন্যায় এই শ্রেণীও খুব বৃহৎ ও ভীমকায় হয়, কিন্তু তাহাদের মত মাধুর্য্যপূর্ণ গম্ভীর ভাবের পরিবর্ত্তে ইহাদের একটু ভীমদর্শনত্ব থাকে। ইহাদের ঠোঁট কোন কোন শ্রেণীর ঈষৎ কৃষ্ণাভ হয়। ইহাদের মধ্যে চিলে (লাল) পরপাওয়ের সংখ্যাও অধিক, তদ্ব্যতীত সাদা কাল পরপাও আছে। ইহাদের পুরুষগুলা যখন কোটরে বসিয়া থাকে, তখন গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে। এই শব্দ করিবার সময় ইহাদের গলদেশের অভ্যন্তরস্থ খাদ্যাধার থলি ফুলিয়া উঠিতে থাকে, এই থলিকে ইংরাজীতে Crop বলে ও এই শ্রেণীর পায়রাকে ইংরাজীতে Cropper বলে। ইহাদের পায়ের পর দেখিয়া কেহ কেহ Flag thighed Pigeons বলে।

গলাফুলা—দুই প্রকার কাল ও সাদা। ইহারা অতি বৃহৎ হইয়া থাকে; ইহাদের ঠোঁটের নিম্ন হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটা থলির ন্যায় ফুলিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Pouter pigeons বলে।

লোটন—ক্ষুদ্রজাতীয় শ্বেতবর্ণের একপ্রকার গোলাপায়রা। ইহারা মাটীতে লুটিতে পারে, এই জন্য এই শ্রেণীকেই লোটন বলে। লোটন পায়রাকে লুটাইতে হইলে পায়রাটিকে দক্ষিণ হস্ত দিয়া এরূপ ভাবে ধরিতে হয়, যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তাহার একটি ডানা এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা অপর ডানা চাপা পড়ে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা গলার দুইপার্শ্ব দিয়া বক্ষঃস্থলের দুইপার্শ্বে ঠেকে। পরে দক্ষিণে ও বামে এরূপে নাড়িবে যে, ঘাড়টা যেন একবার ডাহিনে ও বামে ঠক্ ঠক্ করিয়া নাড়িতে থাকে। এইরূপ মিনিট্ খানেক নাড়িয়া মাটিতে ছাড়িয়া দিলে সে ডিগ্‌বাজি দিতে থাকে। ৪।৫ টা বাজি করার পর ধরিয়া সিধা করিয়া দেওয়া উচিত, নতুবা কঠিন মাটিতে লাগিয়া মাথা ফাটিয়া যাওয়া সম্ভব। ইহার ইংরাজী স্বতন্ত্র নাম নাই, কিন্তু Tumbler বলা যাইতে পারে। শীঘ্র শীঘ্র লুটিতে পারিলে "খড়্‌কে" ও একদমে বেশীবার লুটিতে পারিলে "বেদম লোটন" বলে।

আউল—এই শ্রেণীর অনেক ভেদ আছে। ইহাদের

ঠোঁট খুব ছোট, ইহাদের গলদেশের পালকগুলি বক্ষের উপর উদরাভিমুখী হইয়া থাকে না, দুই পার্শ্বদেশে বাঁকিয়া মাঝখানে চুলের বিনুনির ন্যায় হইয়া থাকে। ইহা সমস্ত গলদেশ ভরিয়া হয় না, বক্ষের ঊর্দ্ধদেশে অর্দ্ধ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে ঐরূপ হয়। এই জাতীয় পায়রা সুগঠিত ও দৃঢ়কায়। ইহাদের মাথায় ঝুঁটি হইলে, সেই শ্রেণীকে "টরপেট্" বলে।

আফ্‌খা—ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণের আধিক্যযুক্ত ধূসর। ইহাদের চক্ষু রক্তকমলের ন্যায় রক্তবর্ণ। ঠোঁট ছোট ও কাল। ইহাদের গলদেশ ময়ূরের ন্যায় চিক্কণ। ঠোঁটে ফুল নাই। চক্ষুর আবরণী কৃষ্ণবর্ণ।

ইহায়ু—পাটকিলা বর্ণ। ইহাদের বর্ণের ঈষৎ তারতম্যানুসারে নানারূপ আছে। ইহাদের শব্দ অনেকটা ঘুঘুর ন্যায় কতকটা "ইহায়ু, ইহায়ু"র মত। যাহাদের শব্দ সুস্পষ্ট ও বর্ণ কিছু তরল, সেই শ্রেণীই উৎকৃষ্ট।

সিরাজ—ইহাদের মস্তক হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত কৃষ্ণের আধিক্যযুক্ত ধূসর, পৃষ্ঠ ও বক্ষে সাদা ও কাল দাগ থাকে। চক্ষু ও চক্ষুর আবরণী কৃষ্ণবর্ণ।

কাব্‌রা—সিরাজের ন্যায় সমস্ত লক্ষণ, কেবল পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থল পাটল ও সাদা দাগযুক্ত।

মুগিয়া—ইহাদের বর্ণ লাল ও অবদ-মিশ্রিত। ইহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ এবং ঠোঁটের পার্শ্বে ফুল হয়।

খাল—দেখিতে খর্ব্বাকার, ঠোঁট ছোট। এই পরিবারের মস্তক হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত ও পুচ্ছ এক বর্ণের হয়, মধ্যস্থল সাদা থাকে। যাহাদিগের মধ্যস্থলে গুল জন্মায় তাহাদিগকে গুলিখাল বলে। ইহারা কাল, লাল ও অবদ বর্ণের হয়।

নিশোয়া—দেখিতে কাল ও লম্বাকার। ইহাদের পুচ্ছ কিছু লম্বা ও অধিক পালকযুক্ত, ঠোঁট গ্রহবাজের ন্যায় ক্ষুদ্র। পূর্ব্বেকার নবাবেরা এই পায়রা বড় ভাল বাসিতেন। ইহারা খুব উড়িতে পারে।

বোগদাদ—দেখিতে কাল। ইহাদের ঠোঁট প্রায় দেড় ইঞ্চি বড় এবং ঠোঁটের অগ্রভাগ বক্র হয়, চক্ষু বড় বড়, পার্শ্বে ফুল থাকে। ইহারা এক হাত পর্য্যন্ত বড় হয়। কেহ কেহ বলেন, এই পায়রা তুরুস্কের বোগদাদনগর হইতে এ দেশে আনীত হইয়াছে।

ঘুঘু পায়রা—কাহারও মতে, ইহারা ইহায়ুজাতীয়। কথিত আছে—ঘুঘু ও পায়রার সঙ্গমে এই জাতীয়ের উৎপত্তি। ইহারা দেখিতে সাদা ও খর্ব্বাকার। কোন কোনটি ঘুঘুর ন্যায় হয়। ইহারা ঘুঘুর ন্যায় শব্দ করিতে পারে।

গ্রহবাজ জাতীয় পায়রাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি পরিবারই প্রধান। যথা—

আবলুক—দেখিতে সাদা। এই পরিবারের চক্ষুর পার্শ্বে সরিষার মত একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন হয়, অথবা ডানার উপর দাগ থাকে। সরিষার মত কাল চিহ্নবিশিষ্ট আবলুকের অধিক চিহ্নযুক্ত শাবক হইলে, উহারাই উৎকৃষ্ট জাতীয় বলিয়া গণ্য হয়।

উদা—দেখিতে পীতাধিক্য রক্তবর্ণ, ডানার উপর রেখা, এবং চক্ষুর মধ্যে দুইটি গোলাকার দাগ থাকে।

কাগজী—দেখিতে সাদা, ইহাদের চক্ষে রঙ্গিন দাগ থাকিলে, তাহাকে 'মতিচুর' বলে।

কটকী—দেখিতে কাল, সর্ব্বাঙ্গে কাল গুলের ন্যায় দাগযুক্ত। চক্ষু দুইটিতেও দাগ হয়।

কাচকড়া—দেখিতে ধূম্রবর্ণ, চক্ষে দাগ থাকে।

কাস্‌রা—দেখিতে গাঢ় ধূসর, চক্ষে লম্বা দাগ থাকে।

খত্তেন—দেখিতে ঈষৎ পিঙ্গল, চক্ষু গোলাকার দাগযুক্ত। এই জাতীয় স্ত্রীর সংখ্যা অতি অল্প।

গাণ্ডার—দেখিতে খত্তেনের ন্যায়, কিন্তু অধিক গাঢ়।

জাগ বা নাচরা—দেখিতে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ।

এই পরিবারের দোবাজ-ডানার মধ্যে অনেকগুলি পালক সাদা হয়, যাহাদের ডানায় কেবল একটিমাত্র পালক সাদা থাকে, তাহাদিগকে 'একবাজ' বলে।

নীলা—দেখিতে তরল ধূসর বর্ণ। ঠোঁট সাদা।

প্লেন—ইহারা সিয়া, চিনি ও সাধারণ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সিয়া প্লেনের পুচ্ছ কাল অথবা লাল, গলায় কতকগুলি ছিট্‌কাটা এবং চক্ষুতে গোলাকার দাগ থাকে। চিনি প্লেনের গলায় লাল ছিট্‌কাটা, চক্ষু রঙ্গিন ও দুটি গোল দাগ থাকে। উক্ত দুই জাতীয় দেখিতে বড় সুন্দর। সাধারণ প্লেনের অঙ্গে গলদেশে এবং পুচ্ছে দাগ থাকে।

ভূরা—এই পরিবারের গলদেশে, পৃষ্ঠে ও পুচ্ছে সাদা ও কাল ছিট্‌কাটা থাকে। কাহারও কেবল অঙ্গে এবং চক্ষুতে দাগ থাকে।

মহাভূম—দেখিতে কাল। এই পরিবারের পুচ্ছের সমস্ত না হউক কতকগুলি পালক সাদা হয়। যাহাদের পুচ্ছে একটি মাত্র শাদা পালক থাকে, তাহাকে 'ভাভূম' বলে।

সবুজ—দেখিতে গাঢ় ধূসর বর্ণ, ডানায় দুইটি করিয়া রেখা থাকে। এই পরিবারের বাজি, ঘোয়া ও উড়ন লইয়া উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের তারতম্য আছে।

ইংরাজ-খগতত্ত্ববেত্তাদিগের মতে পায়রা ও ঘুঘুর সাধা-

গণ নাম Columbidae। ইহারা প্রধানতঃ শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা ভূমিতে চরিয়া খাইতে অধিক ভাল বাসে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশের বর্ণই নীলবর্ণের প্রকারভেদ। পায়রার বর্ণ ও স্বভাবানুসারে ৩টী শ্রেণী নির্ণীত হইয়া থাকে; ১ম Lapholæminae অর্থাৎ ডবল ঝোটন পায়রা (Crested-pigeons), ২য় Palumbinae অর্থাৎ বন্য পায়রা (Wood-pigeons), ৩য় Columbinae অর্থাৎ পাহাড়ে পায়রা (Rock-pigeons),

প্রথম শ্রেণীতে এখন অষ্ট্রেলিয়ায় একটি মাত্র জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মাথায় ময়ূরের চূড়ার মত ডবল ঝুঁট হয়। ইংরাজী খগতত্ত্বে এই জাতিকে Lapholaemus antaricus (অর্থাৎ দক্ষিণ মহাসাগরীয় ডবল ঝুঁটপায়রা) বলে। ২য় শ্রেণী, অর্থাৎ বন্য পায়রার মধ্যে এক প্রকার বেগুণির আভাযুক্ত তরল নীলবর্ণের পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতি মধ্যভারতের পূর্ব্বাংশ হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আসাম, আরকান ও রামরিদ্বীপেও ইহাদের সংখ্যা যথেষ্ট। হিমালয়ের মধ্যপ্রদেশে এই শ্রেণীর একপ্রকার বুটাদার পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতি দেখিতে অতি মনোহর। দারজিলিংএর নিকট এক প্রকার এই জাতীয় পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে নেপালীরা "নাম্ পুংকো" বলে। নীলগিরি পর্ব্বতে এই জাতীয় এক শ্রেণীর পায়রা আছে, তাহাকে তদ্দেশবাসীরা রাজকপোত বলে। ইহারা দৈর্ঘ্যে পুচ্ছের পালক সমেত প্রায় ২৫ ইঞ্চি হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মধ্যে বাঙ্গলার বুনো গোলা ও গ্রহবাজ পায়রাকে ফেলা যায়। ৩য় শ্রেণী, নীলবর্ণের পার্ব্বত্য পায়রা কুমায়ুন প্রদেশের উত্তরে, উত্তর এসিয়া ও জাপান হইতে সমস্ত য়ুরোপখণ্ডে পাওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ ঠিক নীল নহে, নীলের আধিক্যযুক্ত ধূসরবর্ণ। কাশ্মীর অঞ্চলে হিমালয়ে এক প্রকার শ্বেত-চঞ্চু কপোত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও দেখিতে বেশ সুন্দর।

ইংরাজী খগতত্ত্বে এই সকল ও অন্যান্য জাতি বা পরিবার ভেদে যে সকল লক্ষণালক্ষণ লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা এক প্রকার অসম্ভব, কারণ সেই সেই জাতীয় পক্ষী না দেখিলে কেবল কবির বর্ণনা পড়িয়া তাহার সাহায্যে একটা আকৃতি কল্পনা করিয়া লেখা যুক্তিসঙ্গত নহে। সেই জন্য ইংরাজী খগতত্ত্বানুসারে সমস্ত জাতির লক্ষণালক্ষণ লিখিত হইল না।

পায়রা বড় সুখী প্রাণী। অতি সামান্য অসুখে, সামান্য বিপদে ইহাদের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় পায়রাকে লক্ষ্মীর বরপাত্র বলিয়া আদর করিয়া থাকে। এদেশে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, পায়রা পুষিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়, দরিদ্রতা দূর হয়, সংসারে লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়ে; এজন্য অনেকে পায়রা পুষিতে থাকে এবং বন্য পায়রা আসিয়া বাটিতে আশ্রয় লইলে তাহাদিগকে তাড়ায় না। কলিকাতার বাঙ্গালী মহাজন ও হিন্দুস্থানী মহাজনেরা স্ব স্ব ব্যবসায়-স্থানে সযত্নে পায়রা প্রতিপালন করে। ইহাদের এই বিশ্বাস ও পায়রার সুখপ্রিয়তা দেখিয়া লোকে বলিয়া থাকে "সুখের পায়রা।" এই নিমিত্তই সুখের পায়রা বলিতে চিরসুখী বিলাসী লোককে বুঝায়, আবার সম্পদের বন্ধুকেও বুঝায়।

মনুষ্যের অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে রাজকপোতের এক অসাধারণ গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা শিক্ষিত হইলে দূরদেশ হইতে লিপি আনিতে পারে। ইহাদিগের পক্ষ অত্যন্ত সবল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর কপোতের মধ্যে যাহার পক্ষ যতটা সবল সে তত অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে। ইহারা স্বভাবতঃ দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ, কিন্তু দেখিতে অতিসুন্দর। ইহারা বাঙ্গালার কড়িয়াল শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের দ্বারা লিপি প্রেরণ আর এখন বড় শুনা যায় না। পূর্ব্বে তুরুষ্ক রাজ্যে এই প্রথার অত্যন্ত প্রচলন ছিল; এখনও সেখানে দু এক স্থলে ধনীদিগের মধ্যে দু একটি লিপিবাহী কপোত আছে। ১১৪৭ খৃষ্টাব্দে বোগদাদের সম্রাট্ নুরুদ্দীন্ মহম্মদ এই প্রথার প্রচলন করেন। পরে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বোগদাদনগর মঙ্গোলীয়দিগের হস্তগত হইলে এই প্রথা রহিত হইয়া যায়। ফ্রাঙ্কো প্রসিয়া যুদ্ধেও এই কপোত দেখা দিয়াছিল। বেশী দিনের কথা নয়, কলিকাতার বড় আদালতে এইরূপ একটি পত্রবাহী কপোত আসিয়াছিল। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Carrier pigeons বলে;

লিপিবাহী কপোতকে শিখাইতে বহু যত্ন, আয়াস ও সময় লাগে। শাবক পরিণত হইলে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ লইয়া একত্র রাখিয়া পোষ মানাইতে হয় এবং উভয়ের মধ্যে যাহাতে যথেষ্ট প্রণয় জন্মে, তাহার চেষ্টা করিতে হয়। তাহার পর যে স্থান হইতে তাহাদিগকে পত্রাদি আনিতে হইবে, সেই স্থলে খোলা খাঁচায় করিয়া পাঠাইয়া দিতে হয়। ইহাদের মধ্যে যদি কোনটাকে আর একটার নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া আনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অপরটাও তাহার নিকট উড়িয়া আসিয়া থাকে। অতি পাতলা অথচ কড়া কাগজে পত্র লিখিয়া ইহার একটার ডানার পালকে একটি আল্‌পিন দিয়া গাঁথিয়া দিতে হয়; আল্‌পিনের সুক্ষ্মাগ্রভাগ সঙ্কী-

রের বাহিরের দিকে রাখিতে হয়। পরে ইহাকে উড়াইয়া দিলে যে বাটীতে ইহার যোড়ার পায়রাটি থাকিবে, সেই বাটীতে উড়িয়া আসে। ইহাদের বাসস্থানের প্রতি অত্যন্ত মমতা জন্মে বলিয়া একটিমাত্র পায়রা পুষিয়াও কার্য্য চলিতে পারে। এরূপ হইলে শিক্ষিত পায়রাকে কোন লোকের হাতে দিয়া, যাঁহার নিকট হইতে সংবাদ পাইবার আবশ্যক, তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে হয়। তিনি পূর্ব্বোক্তরূপে লিপি বাঁধিয়া দিলে পায়রা প্রাণপণে উড়িয়া প্রতিপালকের গৃহে ফিরিয়া আসে। ইহাদিগকে শিখাইতে হইলে, প্রথমতঃ ইহাদিগকে বাড়ী চিনাইবার জন্য এবং বহুদূর হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রত্যহ ইহাদিগকে লইয়া দুইবার তিনবার বাটী হইতে এক পোয়া পথ দূরে গিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। এক পোয়া পথ অভ্যস্ত হইলে অর্দ্ধক্রোশ, ক্রমে এক, দুই, তিন, ক্রমে পাঁচ ক্রোশ, পরে গ্রামান্তর, অবশেষে দেশান্তরে লইয়া গিয়া শিক্ষা দিতে হয়। ইহারা অতি শীঘ্র শিখে। শেষ এতদূর দক্ষতা লাভ করে যে, সমুদ্র পার হইয়াও যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহারা শিক্ষিত হইলে, এক ঘণ্টায় ২০ ক্রোশ উড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে। অধিক দূরদেশ হইতে যদি এই কপোতের দ্বারা পত্র পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে উড়াইবার পূর্ব্বে ৮ ঘণ্টাকাল অনাহারে একটা অন্ধকার গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। শেষে ছাড়িয়া দিলে একেবারে অতি ঊর্দ্ধদেশ দিয়া উড়িতে উড়িতে ক্ষুধায় জ্বালায় প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। শুনা যায়, সমুদ্র পার হইতে গিয়া অনেকগুলি কপোত জলে পড়িয়া মারা গিয়াছে। কুয়াসা হইলে বা ঝড় বৃষ্টিতে ইহারা সহজে ও স্বল্পায়াসে উড়িতে পারে না, সুতরাং ঐ কালে ইহাদের উড়াইলে, কি পথিমধ্যে ঐরূপ সময় ঘটিলে ইহাদের অত্যন্ত বিপদ্ ঘটে।

এ প্রথা যে কেবল তুরস্কেই ছিল, তাহা নহে; পরে য়ুরোপের নানাস্থানে ছড়াইয়া পরে। পূর্ব্বে মিশর, পালেস্তাইন, তুরস্ক, আরব ও পারস্ত হইতে যুদ্ধ সময়ে জয়-পরাজয়, সৈন্য আনয়ন, খাদ্য অনাটন প্রভৃতির সংবাদ এই কপোত দ্বারা অতি সহজে সম্পন্ন হইত। ইংলণ্ডের বিলাসী ধনি-সন্তানেরাও সেকালে ইহাদের দ্বারা প্রণয়িনী ও বন্ধু বান্ধবের নিকট সংবাদাদি প্রেরণ করিতেন।

রামায়ণ মহাভারতাদির সময়েও আমাদের দেশে পক্ষীর মুখে সংবাদপ্রেরণপ্রথা প্রচলিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মহাভারতে একটি গল্প আছে।—গৃহে ঋতুমতী ও কামাতুরা পত্নী রাখিয়া চেদিদেশাধিপতি মহারাজ উপরিচর পিতৃ-নিদেশে মৃগয়ায় গমন করেন। সেখানে বৃক্ষচ্ছায়ায় শ্রান্তিদূর করিবার সময়ে পত্নীকে স্মরণ করিবামাত্র তাঁহার রেতঃস্খলন হয়। মহারাজ উদ্বিগ্ন হইয়া সেই রেতঃ পাতায় ঠোঙ্গায় করিয়া একটি শ্যেনপক্ষীকে দিয়া পত্নীর নিকট পাঠাইয়া দেন। শ্যেন সেই ঠোঙ্গা মুখে করিয়া চেদিরাজধানী অভিমুখে যাইতে যাইতে অপর একটা শ্যেনের সহিত বিবাদ করিয়া তাহা ফেলিয়া দেয়। ইহাতে মৎস্যের উদরে ব্যাসজননী মৎস্যগন্ধার জন্ম হয়। এই উপাখ্যান হইতে বুঝা যায় যে, শ্যেনপক্ষীও শিক্ষিত হইলে লিপিবহনের কার্য্য করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন নলদময়ন্তীতে "হংসদূতের" কথা পাওয়া যায়। দময়ন্তীর পোষিত হংস আসিয়া নলকে তাঁহার রূপের কথা জানাইয়া যায়। ইত্যাদি উপাখ্যান এতদিন কবির কল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু যখন কপোতের এই স্বভাবের কথা জানা গিয়াছে, তখন আর সেই পৌরাণিক উপাখ্যান একেবারে অমূলক বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

দেখা যায় যে, প্রায় সকল দেশেই কপোত পবিত্র পক্ষী বলিয়া বিখ্যাত। আমরা ইহাদিগকে লক্ষ্মীর বরপাত্র বলি, আবার মঙ্গানগরে কপোতেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ ও কপোতেশী নামে ভবানী মূর্ত্তি আছে। প্রাচীন আসিরিয়া দেশের রাজারা ইহাদিগকে পরম ভক্তি করিতেন। আরবদেশী বৃহৎকায় নীল পারাবত "নোয়ার ঘুঘু" বলিয়া মহা সম্মান পাইয়া থাকে। মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থে ইহারা "স্বর্গের দূত" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। মুসলমানেরা বলে যে, যখন মহম্মদের কিছু জানিবার প্রয়োজন হইত, তখন স্বর্গ হইতে কপোত আসিয়া কাণে কাণে বলিয়া দিয়া যাইত। মক্কার কাবা মসজিদে পায়রা অতি যত্নের সহিত পালিত হয় এবং "কাবার ঘুঘু' বলিয়া কোন মুসলমান কখন ইহাদিগকে খায় না। সেকালে ইংরাজ খৃষ্টানেরাও ইহাদিগকে "Holy bird" (পবিত্র পক্ষী) বলিয়া আদর করিত।

আমাদের পুরাণেও আছে যে, শিবিরাজার দানশীলতা পরীক্ষার্থ অগ্নি কপোতরূপ ও ইন্দ্র শ্যেনরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কপোত শ্যেন ভয়ে ভীত হইয়া শিবির ক্রোড়ে পতিত হইল এবং আশ্রয় চাহিল। শিবি শরণাগতকে রক্ষা করিয়া শ্যেনকে তুষ্ট করিবার জন্য স্বদেহের সমস্ত মাংস, শেষে নিজদেহ দান করিয়া মহা যশোলাভ করিলেন। এই হইতে কপোতের নাম অগ্নিমূর্ত্তি হয়।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কপোতমাংসের গুণাগুণ লিখিত আছে।

মহর্ষি চরকের মতে,—পায়রার মাংস কষায়, মধুর শীতল

এবং রক্তপিত্তনাশক। হারীতের মতে—বৃংহণ, বলকর, বাতপিত্তনাশক, তৃপ্তিকর, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর এবং মানবের হিতকর। ভাবমিশ্র বলেন, ইহার গুণ—গুরু, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক, সংগ্রাহী, শীতল, ত্বকের হিতকর এবং বীর্য্যবর্দ্ধক। সুশ্রুত ও বাভটের মতে কালপায়রা (কালকপোত) গুরু, লবণযুক্ত, স্বাদু ও সর্ব্বদোষকর। [ঘুঘু শব্দ দেখ।]

কপোতক (ক্লী) কপোত ইব কপোতবর্ণবৎ কায়তি প্রকাশতে। কপোত কৈ-ক। সৌবীরাঞ্জন।

কপোতকীয় (ত্রি) কপোতোঽস্ত্যস্য, কপোত-ছ কুক্ চ (নড়াদীনাং কুক্ চ। পা ৪।২।৯১।) কপোতযুক্ত।

কপোতচরণা (স্ত্রী) কপোতস্য চরণশ্চরণবৎ আকারো ঽস্ত্যস্যাঃ, কপোত-চরণ-অর্শ আদিত্বাৎ অচ্-টাপ্ চ। ১ নলীনামক গন্ধদ্রব্য। ২ কৌরিকা। ৩ (৬তৎ) কপোতের পা।

কপোতপাক (পুং) কপোতস্য পাকঃ ডিম্বঃ, ৬তৎ। কপোতশিশু, পায়রা বা ঘুঘুর ছানা।

কপোতপাদ (ত্রি) কপোতস্য পাদাবিব পাদৌ যস্য, হস্ত্যাদিত্বাৎ নান্ত্যলোপঃ। (পাদস্য লোপোঽহস্ত্যাদিভ্যঃ। পা ৫।৪।১৩৮।) কপোতের ন্যায় পদযুক্ত।

কপোতপালিকা (স্ত্রী) কপোতান্ পালয়তি, কপোত-পাল-ণিচ্-ণ্বুল্ স্বার্থে কন্-টাপ্ অত ইত্বম্। ১ বিটঙ্ক, পায়রার খোপ বা বাসা। ২ স্তম্ভাদির উপরে যে সকল সঙ্কীর্ণ স্থানে পায়রা প্রভৃতি বাসা করে। ৩ চিড়িয়াখানা।

কপোতপালী (স্ত্রী) কপোতান্ পালয়তি, কপোতপাল-ণিচ্-অণ্ ঙীপ্ চ। কপোতপালিকা।

"চিত্রকংসয়া কৃত্রিমপত্রিপঙ্‌ক্তেঃ।
কপোতপালীষু নিকেতনানাম্।" (মাঘ)

কপোতরেতস্ (পুং) প্রবরমুনিবিশেষ।

কপোতরোমা [ন্] (পুং) ১ রাজা উশীনরের পুত্র। কপোতরূপী অগ্নির বরে ইহার জন্ম। (ভারত বন ১৯৬ অঃ) ২ যদুবংশীয় কুকুর নৃপতির পৌত্র। (হরিবংশ ৩৮ অঃ)

কপোতলুব্ধকীয় (ক্লী) কপোতং লুব্ধকঞ্চ অধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ, কপোতলুব্ধক-ছ। মহাভারতের অন্তর্গত আখ্যায়িকাবিশেষ, ইহাতে কপোত ও লুব্ধকের সম্বন্ধে গৃহস্থের প্রাণ দিয়াও অতিথি সৎকার কর্ত্তব্য, এইরূপ উপদেশ আছে।

কপোতবঙ্কা (স্ত্রী) কপোতো বঙ্কতে প্রত্যাগচ্ছতে অনয়া, কপোত-বন্চ্ করণে ঘঞ্ কুত্বং টাপ্ চ। ব্রাহ্মী। [ব্রাহ্মী দেখ।]
("কপোতবঙ্কা মূলং হি পিবেদশ্মর্য্যার্দ্দিতঃ।" (সুশ্রুত।))

কপোতবর্ণী (স্ত্রী) কপোতস্য বর্ণ ইব বর্ণো যস্যাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ছোট এলাইচ।

কপোতবল্লী (স্ত্রী) কপোতবর্ণা বল্লী মধ্যলো০। ব্রাহ্মী। ("ব্রাহ্মী কপোতবল্লী চ সোমবল্লী সরস্বতী।" ভাবপ্র।)

কপোতবাণা (স্ত্রী) কপোতপাদ ইব যো বাণস্তদ্বৎ আকারো যস্যাঃ। নলিকা নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

কপোতবৃত্তি (ত্রি) কপোতানাং বেগো বৃত্তিরিব বৃত্তির্যস্য, বহুব্রী। ১ সঞ্চয়হীন, যে রোজ আনিয়া রোজ খায়। ২ (৬তৎ) (স্ত্রী) সঞ্চয়শূন্য জীবিকা।

কপোতবেগা (স্ত্রী)) কপোতানাং বেগো গতিরিব বেগঃ ক্রমবৃদ্ধির্যস্যাঃ, মধ্যলো০। ব্রাহ্মী শাক।

কপোতসার (ক্লী) কপোতবর্ণ ইব সারঃ কৃষ্ণবর্ণো যস্য, বহুব্রী। অঞ্জনবিশেষ, স্রোতোঞ্জন।

কপোতহস্ত (ক্লী) উপাসনাকালে হাতযোড় করা।

কপোতাক্ষ নদী, বাঙ্গালার একটী নদী। চলিত কথায় ইহাকে "কপোদক" নদী বলে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাঁদপুরের নিকট মাথাভাঙ্গা নদী হইতে নির্গত হইয়াছে। উৎপত্তি স্থল হইতে কিছুদূর পূর্ব্বাভিমুখে বাহিয়া গিয়া নদীয়া ও যশোহরের মধ্যে দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে। এই স্থানে এই নদীই নদীয়া ও ২৪ পরগণা এবং যশোহর জেলার সীমানির্দ্দেশক। ২৪ পরগণার মধ্যে আশাশুনি হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বে ইহা "মরিচাপ গাং"এর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই গাঙের ভিতর দিয়া কলিকাতা হইতে নৌকাদি যাতায়াত করে। যেখানে কপোতাক্ষ উক্ত গাঙের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার ২ মাইল দক্ষিণে এই নদী হইতে পূর্ব্বমুখে যশোহর জেলার 'চাঁদখালী খাল' নির্গত হইয়াছে। এই খাল দিয়া খুলনা, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে মাল আমদানী রপ্তানি হইয়া থাকে। চাঁদখালী খালের মুখ হইতে ২২° ১৩′ ৩০″ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯° ২০′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় ইহার সহিত খোলপেটুয়া নদী মিলিত হইয়াছে। এই সংযুক্ত নদী দুইটীকে সুন্দরবনের দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ কোথাও পাঙ্গাসি, বাড়, পাঙ্গা, নারগাদ ও সমুদ্র বলে। সাগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার নাম মালঞ্চ। কপোতাক্ষ অবশেষে এই মালঞ্চ নামেই বঙ্গোপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

যশোহর জেলার মধ্যে এই নদীর তীরে সাগরদাঁড়ী নামে একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম আছে। এই গ্রামে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনাদি কাব্যপ্রণেতা ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম হয়।

কপোতাঙ্ঘ্রি (স্ত্রী) কপোতস্য অঙ্ঘ্রিরিব। উপমি০। ১ নলীনামক গন্ধদ্রব্য। ২ (পুং) (৬তৎ) পায়রা বা ঘুঘুর পা।

কপোতাঞ্জন (স্ত্রী) কপোতবর্ণং অঞ্জনম্, মধ্যলো°। স্রোতোঞ্জন।

কপোতাভ (পুং) কপোতস্য আভা ইব আভা যস্য,মধ্যলো°। ১ কপোতবর্ণ।

(কপোতস্তু কপোতাভঃ পীতস্তু সিতরঞ্জনঃ। শব্দাব্ধি।)

২ মূষিকবিশেষ, ইহারা দংশন করিলে, দষ্টস্থানে গ্রন্থি, পিড়কা ও শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাতে বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত এই চতুর্বিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। (সুশ্রুত)

কপোতারি (পুং) কপোতানাং অরির্মারকঃ, ৬তৎ। শ্যেন পক্ষী, বাজপাখী।

কপোতিকা (স্ত্রী) কপোত-স্বার্থে কন্ টাপ্, অত ইত্বম্। কপোতী, পায়রী, মাদী পায়রা বা ঘুঘু।

কপোতী (স্ত্রী) কপোত-ঙীষ্। ১ কপোতজাতির স্ত্রী। ২ যজ্ঞীয় যূপবিশেষ।

কপোতেশ্বর (পুং) মহাদেব। কোন সময়ে কুশস্থলীতে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া মহাদেব কপোতের ন্যায় কৃশ হইয়া যাওয়ায়, তাঁহার এই নাম হইয়াছে। অগ্নিপুরাণের মতে,কোন সময়ে হরপার্ব্বতী কপোত কপোতীর রূপধারণ করিয়া বিহার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে শিবের এই নামের উৎপত্তি।

কপোতেশ্বরী (স্ত্রী) কপোতেশ্বর-ঙীষ্। পার্ব্বতী, দুর্গা।

কপোল (পুং) কপি-ওলচ্ (কপিগডিগণ্ডিকটিপটিভ্য ওলচ্। উণ্ ১। ৬৩।) নলোপঃ। গণ্ডস্থল, গাল।

কপোলকল্পনা (স্ত্রী) অমূলক কল্পনা, গালগল্প।

কপোলকল্পিত (ত্রি) যে সকল অমূলক বিষয় কল্পনা করা হয়।

কপোলকাষ (পুং) কষ্যতে অনেন ইতি কাষঃ, কপোলানাং কাষঃ কষণস্থানম্। হস্তিগণ যেখানে গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করে, বৃক্ষাদির স্কন্ধস্থান।

("নীলালিঃ দ্বিরদকরিণাং কপোলকাষঃ।" ভারবি।)

কপোলফলক (পুং) কপোলঃ ফলক ইব। বিস্তৃত কপোল।

কপোলভিত্তি (স্ত্রী) কপোলা ভিত্তির ইব, উপমিং। বিস্তৃত কপোল।

কপোলী (স্ত্রী) জানুর অগ্রভাগ।

কপ্‌চান (দেশজ) পক্ষিদের বুলি ধরিবার উপক্রম করা।

কপ্যাখ্য (স্ত্রী) কপিরাখ্যা যস্য, বহুব্রী। মারচ।

কপ্যাস (স্ত্রী) আস্যতে অনেন ইতি আসঃ, কপীনাং আসঃ, ৬তৎ। কপিগণের পৃষ্ঠের প্রান্তভাগ।

কফ (পুং) কেন জলেন ফলতি, ক-ফল-ড (অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩। ২।১০১।) শরীরস্থ ধাতুবিশেষ, শ্লেষ্মা। "ক" শব্দের অর্থ দেহ এবং "ফল" ধাতুর অর্থ গতি; সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, ইহা প্রাণিগণের দেহে সর্ব্বত্র গতি (চলাচল) করে বলিয়া, উহাকে কফ বলা যায়। ইহা শরীরস্থ সৌম্য (জলীয়, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট) ধাতু। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কফ ও শ্লেষ্মা বলা যায়। শ্লেষ্মন, বলাস, সৌম্যধাতু, শ্লেষ্মা, ঘন ও বলী, এই কয়েকটি শব্দ কফ শব্দের পর্য্যায়। এই কফ দেহকে ধারণ করিয়া রাখে বলিয়া উহাকে "ধাতু", সমস্ত দেহকে দূষিত করে বলিয়া উহাকে "দোষ" এবং ক্লেদাদি দ্বারা সর্ব্বশরীরকে মলিন করে বলিয়া উহাকে "মল" বলা যায়। এই কফ নামভেদে, স্থানভেদে ও কার্য্যভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—

"কফস্তৈস্তানি নামানি ক্লেদনশ্চাবলম্বনঃ।
রসনঃ স্নেহনশ্চাপি শ্লেষ্মণঃ স্থানভেদতঃ॥"

সুশ্রুত, সূত্রস্থান॥

১ ক্লেদন, ২ অবলম্বন, ৩ রসন, ৪ স্নেহন এবং ৫ শ্লেষ্মণ, এই কয়েকটি শ্লেষ্মার নাম।

"আমাশয়েঽথ হৃদয়ে কণ্ঠে শিরসি সন্ধিষু।
স্থানেষেষু মনুষ্যাণাং শ্লেষ্মা তিষ্ঠত্যনুক্রমাৎ॥"

সুখবোধ॥

১ আমাশয়, ২ হৃদয়, ৩ কণ্ঠ, ৪ মস্তক ও ৫ সন্ধিস্থান, শরীরের এই ৫টি স্থান কফের প্রধান আশ্রয়স্থল। ক্লেদন নামক শ্লেষ্মা আমাশয়ে, অবলম্বন নামক শ্লেষ্মা হৃদয়ে, রসন নামক শ্লেষ্মা কণ্ঠে, স্নেহন নামক শ্লেষ্মা মস্তকে এবং শ্লেষণ নামক শ্লেষ্মা সন্ধিস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। ইহা সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও যখন অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তখন কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত আমাশয়াদি পঞ্চস্থানেই অবস্থিতি করে। উল্লিখিত ক্লেদনাদি পঞ্চবিধ শ্লেষ্মার কার্য্যও পৃথক্ পৃথক্, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে,—

"ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নমামাশয়গতোঽপরানপি।
অনুগৃহ্লাতি চ শ্লেষ্মস্থানান্যুদককর্ম্মণা॥
রসযুক্তাম্ববীর্য্যেণ হৃদয়স্থানলম্বনম্।
ত্রিকসন্ধারণঞ্চাপি বিদধাত্যবলম্বনঃ।
রসনাবস্থিতশ্চৈব রসনো রসবোধনাৎ।
স্নেহনঃ স্নেহদানেন সমস্তেন্দ্রিয়তর্পণঃ।
শ্লেষণঃ সর্ব্বসন্ধীনাং যঃ শ্লেষং বিদধাত্যসৌ॥"

সুশ্রুত, সূত্রস্থান।

১ম—ক্লেদন নামক শ্লেষ্মা আপন শক্তি দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যকে ক্লিন্ন করে। সুতরাং তদ্দ্বারা পিণ্ডাকৃতি আহারীয় বস্তু সকল ভিন্ন হইয়া (গলিয়া) পড়ে। তৎপরে ঐ ভিন্ন অন্ন

সকল হৃদয় প্রভৃতি অন্যান্য স্থানসমূহে গমনপূর্ব্বক হৃদয়াবলম্বন, ত্রিক (মেরুদণ্ডের নিম্ন ও উপস্থিত সন্ধিস্থান অর্থাৎ গুহ্যের সন্নিকট পৃষ্ঠাস্থি ও ঘাড়), সন্ধারণ, রসগ্রহণ ইন্দ্রিয়সমূহকে শৈত্য গুণে সন্তৃপ্তিকরণ এবং সন্ধিসংশ্লেষণ প্রভৃতি উদক কর্ম্মদ্বারা তত্তৎস্থানের আনুকূল্য করিয়া থাকে। ২য়—বক্ষঃস্থলাস্থিত অবলম্বন নামক শ্লেষ্মা রসসংযোগে স্বীয় শক্তি দ্বারা হৃদয় অবলম্বন এবং ত্রিক দেশকে ধারণ করিয়া রাখে। ৩য়—রসন নামক রসনাস্থ কফ আহারীয় বস্তুসমূহের রসজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। ৪র্থ—স্নেহন নামক শ্লেষ্মা স্নেহপদার্থ প্রদানপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সম্পাদন করে। ৫ম—শ্লেষ্মণ নামক কফ সন্ধিসমূহের সংশ্লেষ (মিলন) বিধান করিয়া থাকে। বাভটের মতে—

"কফধামাঙ্ক শেষাণাং যৎকরোত্যবলম্বনম্।
অতোহবলম্বকঃ শ্লেষ্মা যস্ত্রামাশয়সংশ্রিতঃ।
ক্লেদকঃ সোহন্নসঙ্ঘাতক্লেদনাদ্রসবোধনাৎ।
বোধকো রসনাস্থায়ী শিরঃসংস্থোহক্ষিতর্পণাৎ।
তর্পকঃ সন্ধিসংশ্লেষাচ্ছ্লেষ্মকঃ সন্ধিষু স্থিতঃ॥"

বাভট, সূত্রস্থান।

অবলম্বক, ক্লেদক, শ্লেষ্মক, বোধক এবং তর্পক, এই ৫টি নাম দ্বারা কফ ৫ ভাগে বিভক্ত হয়। অবলম্বক শ্লেষ্মা পূর্ব্বোক্ত অবলম্বন কফোক্ত ক্রিয়াশীল ও স্থানগত, ক্লেদক শ্লেষ্মা ক্লেদন শ্লেষ্মার ন্যায় কার্য্যকারী ও স্থানগত, শ্লেষ্মক কফ পূর্ব্বোক্ত শ্লেষ্মণ কফের মত কার্য্যকারী ও স্থানগত, বোধক শ্লেষ্মা পূর্ব্বোক্ত রসন নামক কফের সদৃশ ক্রিয়াবিশিষ্ট ও স্থানগত এবং তর্পক শ্লেষ্মা সুশ্রুতোক্ত স্নেহন নামক শ্লেষ্মার সদৃশ ক্রিয়াকারী ও স্থানাশ্রয়ী।

"শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীত এব চ।
মধুরস্ত্ববিদগ্ধঃ স্যাদ্বিদগ্ধো লবণঃ স্মৃতঃ॥"

সুশ্রুত, সূত্রস্থান।

ইহা শ্বেতবর্ণ, গুরু (ভারী), স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, মধুররসাত্মক এবং বিকৃত হইলে লবণ রসবিশিষ্ট।

কফপ্রকোপের কারণ ও কাল—গুরুপাক দ্রব্য, মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য, অত্যন্ত স্নিগ্ধ দ্রব্য, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, দ্রব (তরল) বস্তু, দধি, পিষ্টক ও ঘৃতসংযুক্ত দ্রব্য এই সকল বস্তু ভোজন করিলে এবং দিবানিদ্রা, বাল্যকাল, শীতকাল, বসন্তকাল, রাত্রির প্রথমকাল, দিবার আদি সময় (প্রভাত) এবং ভোজন করিবামাত্র, এই সকল সময়ে কফ প্রকুপিত হইয়া থাকে ; কফ প্রকুপিত হইলে স্তিমিতভাব, মধুররস, শীতলতা, শৌক্ল্য, প্রসেক, মলপ্রাচুর্য্য, স্থিরতা, লবণাক্ততা, কণ্ডু, আলস্য, চিরকারিতা, কঠিনতা, শোথ, অরুচি, স্নিগ্ধতা, তন্দ্রা, তৃপ্তি, উপদেহ, কাস ও গুরুতা, এই বিংশতি প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফজ রোগে এইগুলি উপকারী। যথা—রুক্ষ দ্রব্য ক্ষার দ্রব্য, কষায় দ্রব্য, তিক্ত দ্রব্য এবং কটুদ্রব্য সেবন, ব্যায়াম, নিষ্ঠীবন (কাশিয়া থুতু নিক্ষেপ করণ), ধূমপান, উষ্ণ শিরোবিরেচক দ্রব্য (নস্যাদি) ব্যবহার, বমনকারক দ্রব্য প্রয়োগ, স্বেদ (গরম জলাভিষিক্ত ফ্ল্যানেলাদি উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা সেকপ্রদান), উপবাস, মৈথুন, পথপর্য্যটন, যুদ্ধ, জাগরণ, জলক্রীড়া এবং পদাদি দ্বারা আঘাত প্রয়োগ, এই প্রকার আহার বিহার ও ঔষধাদি দ্বারা প্রকুপিত কফ প্রশমিত হইয়া থাকে। উক্ত রুক্ষ দ্রব্যাদিকে কফ সংশমন বর্গ বলা যায়।

জলক্রীড়া (সন্তরণ), শীতল এবং ক্রিয়া দ্বারা কি প্রকারে কফ প্রশমিত হয় এই প্রশ্নের উত্তর স্থলে এই বলা যায় যে, জলক্রীড়াজনিত শীতলতা দ্বারা শারীরিক উষ্মা অবরুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং যেমন চতুর্দ্দিকে কর্দ্দম লেপন করিয়া দিলে পাকাগ্নি প্রখর হওয়ায় সত্বর পাকক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ শারীরিক অগ্নি অত্যন্ত প্রখর হইয়া কফকে শোষণ করে। কফ বর্দ্ধিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, নাসিকাদি হইতে কফস্রাব, আলস্য, দেহের গুরুতা ও শ্বেতবর্ণতা, অঙ্গাদি শীতল ও শিথিল হয় এবং শ্বাস, কাস ও নিদ্রাধিক্য হইয়া থাকে। কফ ক্ষীণ হইলে ভ্রান্তিবোধ, হৃদয়াদি শ্লেষ্মাশয়সমূহের শূন্যতা (কফশূন্যতা), দ্রবদ্বে অল্পতা এবং শারীরিক সন্ধি-সমূহ শিথিল হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির শরীরে কফ অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে, তাহারা কফের গুণ ক্রিয়াদি-বিশিষ্ট হওয়া কফাত্মক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাকে কফ প্রকৃতির বলা যায়। গম্ভীর বুদ্ধি, কেশ শ্যামবর্ণ ও স্নিগ্ধ ক্ষমাশীলতা, বীর্য্যবত্তা, স্থূলকায়, সমধিক বলবত্তা এবং নিদ্রা-বস্থায় স্বপ্নযোগে জলাশয় দর্শন, এই সকল শ্লেষ্মপ্রকৃতির লক্ষণ বলিয়া জানিবে। এই শ্লেষ্মপ্রকৃতি বিকৃত হইলে মেহ, বদ্ধ (বদ্ধতা), স্থিরতা, গৌরব, বৃষের ন্যায় বল, ক্ষমা, ধৃতি এবং অলোভ, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। (মুগ্ধবোধ)

লক্ষণ। সুশ্রুতের মতে—কেশ নীলবর্ণ সৌভাগ্যবান্, মেঘ ও মৃদঙ্গের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট, নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগ ; প্রফুল্ল পদ্ম কুমুদাদি বিবিধ পুষ্প, সন্তরণশীল হংস চক্রবাকাদি জলক্রীড়ক পক্ষী ও সবুজ মনোহর সরোবরাদি জলাশয় দর্শন, রক্তান্তনেত্র, সুবিভক্ত গাত্র, সমাবয়ব, স্নিগ্ধদেহ, সত্ত্বগুণযুক্ত, ক্লেশসহিষ্ণু এবং গুরুকে মান্যকারী এই সকল কফপ্রকৃতির লক্ষণ।

মানবগণের শরীরে দুই প্রকার কফ অবস্থান করে, সাম-

কফ ও নিরাম কফ। যে কফ আম (অপক)-রস মিশ্রিত থাকে, তাহাকে সাম কফ বলে। আর যে কফ অপক রস-বিহীন তাহাকে নিরাম কফ বলিয়া জানিবে। নিরাম কফ অবিকৃত ও নির্দ্দোষ, উহা দ্বারা কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সাম কফ বিকৃত ও দূষিত, উহা দ্বারা নানাবিধ অহিত উৎপন্ন হয় বলিয়াই উহার লক্ষণ সকল কথিত হইল। যথা—

"আলস্যতন্দ্রাহৃদয়াবিশুদ্ধিদোষাপ্রবৃত্ত্যাবিলমূত্রতাভিঃ।
গুরূদরত্বারুচিসুপ্ততাভিরামাম্বিতং ব্যাধিমুদাহরন্তি॥"

ভাবপ্রকাশ, মধ্যখণ্ড-জ্বরাধিকার।

আলস্য, তন্দ্রা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা (বক্ষঃস্থলে কফ কর্ত্তৃক বাধাবোধ), দোষের অপ্রবৃত্তি (স্রাব হয় না), মূত্রের আবিলতা (ঘোলাটে), উদরে ভারবোধ, অরুচি ও নিদ্রালুতা, এই সকল সাম কফের লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

প্রথমেই কফ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় নির্দ্দেশক ব্যুৎপত্তি দ্বারা উহা সর্ব্বশরীরে চলাচল করে এরূপ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং তৎপরে কফ যখন অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তখন উহা হৃদয় কণ্ঠ, আমাশয়, মস্তক ও বিকৃত হইলে সন্ধিস্থল, এই ৫টি স্থানে অবস্থিতি করে এবং বিকৃত হইলে স্বস্থান ত্যাগ করিয়া সর্ব্বশরীরের নানাস্থানে যাইয়া নানা প্রকার রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই কফ দেহের সর্ব্বত্র প্রসরণশীল হইলেও বায়ুর সাহায্য ব্যতীত হৃদয়াদি স্বস্থান হইতে অন্যত্র আদৌ যাইতে পারে না। যথা—"পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ। বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ।" শার্ঙ্গধর, ষষ্ঠ অধ্যায়। অর্থাৎ পিত্ত, কফ, বিষ্ঠামূত্রাদি মল এবং রস রক্তাদি ধাতু সমস্তই পঙ্গুবৎ অচল, স্বয়ং শরীর মধ্যস্থ হইয়া কদাচ গতি-বিধি করিতে পারে না, বায়ু কর্ত্তৃক যে স্থানে নীত হয়, তথায় মেঘ বর্ষের ন্যায় স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে। অর্থাৎ কফ বিকৃত কুপিত বা বর্দ্ধিত হইলে, উহা বায়ু কর্ত্তৃক শরীরের নানাস্থানে নীত হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকে। যেমন কফ বক্ষঃস্থ ফুসফুসে নীত হইলে শ্বাস ও কাসরোগ, মস্তকে নীত হইলে শিরঃপীড়া, নাসিকায় আসিলে প্রতিশ্যায় রোগ উৎপাদন করে ইত্যাদি।

পথ্য—বমন, উপবাস, নেত্রাঞ্জন, মৈথুন, শরীরমার্জ্জন উষ্ণজলাদির স্বেদ, চিন্তা, জাগরণ, পরিশ্রম, অত্যধিক পথপর্য্যটন, তৃষ্ণার বেগধারণ, গণ্ডূষধারণ, প্রতিসারণ (দন্ত জিহ্বা মুখে ঘর্ষণ দ্রব্য প্রয়োগ) শিরোবিরেচক নস্য, হস্তী অশ্বাদি যানারোহণ, ধূমপান, শরীরাচ্ছাদন, যুদ্ধ, মনোদুঃখ উৎপাদন, রুক্ষদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, পুরাতন ও ষষ্টিক ধান্য, বরবটী, তৃণ ধান্য, ছোলা, মুগ, কুলথ, কলাই, যব, ক্ষার, সর্ষপতৈল, গরমজল, ধন্বদেশের মাংস, রাইসরিষা, বেত্রাগ্র, পটোল, করলা, উচ্ছে, বেগুন, যজ্ঞডুমুর, কাঁক-রোল, মোচা, রসুন, চাও, ওলনা, নিম্ব, কচি মূলা, কটুকী, তেউরী, মধু, তাম্বূল, পুরাতন মদ্য, ত্রিকটু, ত্রিফলা, গোমূত্র, খই কুষ্ঠতণ্ডুলকতার, উষ্ণস্থিত গৃহ, কাঁসা, লৌহ, মুক্তা, কর্পূররসযুক্ত, তিক্তকর দ্রব্য ও কষায় দ্রব্য, এই সকল আচরণ, পান ও আহারাদিতে কফ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অপথ্য—স্নেহ প্রয়োগ, তৈলাভ্যঙ্গ, উপবেশন, দিবা নিদ্রা, স্নান, নূতনজল, নূতন তণ্ডুল, মাষকলাই, মৎস্য, মাংস, গুড়াদি মিষ্টদ্রব্য, ছানা, দধি প্রভৃতি দুগ্ধবিকৃত দ্রব্য, পেয়া, কামরাঙ্গা, পুঁইশাক, কাঁঠাল, ধান, খেজুর, দুগ্ধ, অনুলেপন, নারিকেল, মিষ্টান্ন, মধুর দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, গুরু (ভারী) দ্রব্য ও হিম, এই সকল আচরণ, আহার, বিহারাদি কফের অপথ্য অর্থাৎ এই সকল দ্বারা কফ-রোগীর অনিষ্ট উৎপন্ন এবং কফ কুপিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

কফকর (ত্রি) কফং করোতি, কফ-কৃ অচ্। কফবৃদ্ধিকারক দ্রব্য। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষানী, মেদা, মহামেদা, ছিন্নরুহা, কাকড়াশৃঙ্গী, তুগাক্ষীরী, পদ্মক, প্রপৌণ্ডরীক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মৃদ্বীকা, জীবন্তী ও মধুক, এই কাকোল্যাদি গণোক্ত দ্রব্য সকল কফকর। [অন্যান্য দ্রব্য কফ শব্দে দেখ।]

কফকূর্চিকা (স্ত্রী) কফং কূর্চতি বিকৃতং করোতি, কফ-কূর্চ ণ্বুল্ টাপ্-অত ইত্বঞ্চ। লালা, থুতু।
(স্যণীকা স্যন্দনী লালাস্রাবঃ কফকূর্চিকা। হেম ৩।২৯৩।)

কফকেতু (পুং) ঔষধ বিশেষ।

কফক্ষয় (পুং) কফানাং ক্ষয়ঃ ৬তৎ। শরীরস্থ স্বাভাবিক কফের নাশ। [কফক্ষয়ের লক্ষণ কফে দেখ।]

কফঘ্ন (ত্রি) কফং তদ্বিকারঞ্চ হন্তি, কফ হন্-টক্। কফনাশক বা কফজনিত পীড়ানাশক দ্রব্য।

সুশ্রুতোক্ত আরগ্বধাদি, বরুণাদি, সালসারাদি, লোধ্রাদি, অর্কাদি, সুরসাদি পিপ্পল্যাদি, এলাদি, বৃহত্যাদি, পটো-লাদি, উষকাদি ও মুস্তাদি গণোক্ত দ্রব্যসকল এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চমূল, দশমূল প্রভৃতি দ্রব্য সকল কফনাশক। [অন্যান্য কফ শব্দে দেখ।]

কফঘ্নী (স্ত্রী) কফঘ্ন ঙীপ্। বুবা বিশেষ, আউচ বৃক্ষ বিশেষ।

কফজ (ত্রি) কফাজ্জায়তে, কফ-জন্ ড। শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন।

কফজ্বর (পুং) কফ নিমিত্তো জ্বরঃ, মধ্যলো০। জ্বররোগ বিশেষ। [জ্বর দেখ।]

কফণি (পুং, স্ত্রী) কেন সুখেন কণতি অনায়াসেন সঙ্কোচ-বিকোচনবৎ প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ, ক-কণ্-ইন্। কেন অনায়াসেন স্ফুরতি, ক-স্ফুর ইন্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কফোণি, কনুই। (কফোণিস্ত ভুজামধ্যং কফণিঃ কূর্পরস্ত সঃ। হেম ৩। ২৫৪)

কফদ (ত্রি) কফং দদাতি, কফ-দা-ড। শ্লেষ্মকারক।

কফনাশন (ত্রি) কফং নাশয়তি, কফ-নশ-ণিচ্-ল্যুট। শ্লেষ্মনাশক।

কফপ্রায় (ত্রি) কফঃ প্রায়ঃ বাহুল্যেন যস্য, বহুব্রী। কফবহুল, অতিরিক্ত শ্লেষ্মসংযুক্ত।

কফল (ত্রি) কফঃ সাধ্যত্বেন অস্ত্যস্য, কফ লচ্। কফজনক; শ্লেষ্মকারক।

কফবর্দ্ধক (ত্রি) কফং বর্দ্ধয়তি, কফ-বৃধ-ণিচ্-ণ্বুল্। যাহার দ্বারা শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয়।

কফবর্দ্ধন (পুং) কফং কফজনিতং বিকারং বা বর্দ্ধয়তি, কফ-বৃধ-ণিচ্-ল্যু। ১ পিণ্ডীতগর বৃক্ষ। ২ (ত্রি) কফবৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদি।

কফবিরোধী [ন্] (স্ত্রী) কফং বিশেষেণ রুণদ্ধি কফ-বি-রুধ-ণিনি। ১ মরিচ। ২ (ত্রি) শ্লেষ্মনাশক।

কফসম্ভব (ত্রি) কফাৎ সম্ভব উৎপত্তির্যস্য, বহু। কফজাত।

কফহর (ত্রি) কফং হরতি নাশয়তি, কফ-হৃ-অচ্। কফনাশক।

কফহৃৎ (ত্রি) কফং হরতি, কফ-হৃ-কিপ্। শ্লেষ্মনাশক।

কফাত্মক (ত্রি) কফ আত্মা যস্য, কফাত্মন্-কন্। ১ কফময়। ২ কফরূপী।

কফান্তক (পুং) কফস্য অন্তকো নাশকঃ। বাবলাগাছ।

কফারি (পুং) কফস্য অরিঃ শমরিতা। শুণ্ঠী, শুঁট।

কফিনী (স্ত্রী) কফিন্-ঙীপ্। ১ হস্তিনী। ২ শ্লেষ্ম প্রধান স্ত্রী।

কফী [ন্] (ত্রি) কফোঽস্ত্যস্য, কফ-ইনি (দ্বন্দ্বোপতাপগর্হ্যাৎ প্রাণিস্থাদিনি। পা ৫। ২। ১২৮।) ১ শ্লেষ্মযুক্ত। ২ (পুং) হস্তী।

কফেলু (ত্রি) কফং লাতি আদত্তে, কফ-লা কু নিপাতনাৎ এত্বম্ (অম্বুদুন্দুভবৎ কম্বু কফেলু কর্কন্ধূর্দিধিষু। উণ্ ১। ৯৫।) ১ কফযুক্ত। ২ (পুং) শ্লেষ্মাতক বৃক্ষ।

(কফেলুঃ শ্লেষ্মাতকতরৌ পুংসি। উজ্জ্বলদত্ত।)

কফোণি (পুং, স্ত্রী) কেন সুখেন কণতি স্ফুরতি বা, ক-কণ-স্ফুর বা-ইন্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কূর্পর। কনুই।

কফোড় (পুং) কফোণি-বেদে কফোড়াদেশঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ। কফোণি, কনুই।

কবন্ধ (ক্লী) কস্য প্রাণবায়োঃ বন্ধ আশ্রয়-, ৬তৎ। ১ জল। (পুং) ২ কং জলং বধ্নাতি, ক-বন্ধ-অণ্। উদরং পেট। ৩ রাহু। ৪ ধূমকেতু। ৫ রাক্ষস বিশেষ। রামায়ণে এই রাক্ষসের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—"দনু নামক কোন এক দানব উগ্রতপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট দীর্ঘ জীবন বরলাভ করিয়াছিল। বরপ্রভাবে নিতান্ত গর্বিত হইয়া কোন সময়ে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল, ইন্দ্র বজ্রাঘাতের দ্বারা তাহার হস্ত ও মস্তক শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন; কিন্তু ব্রহ্মবরে তাহার তাহাতেও প্রাণবিয়োগ হইল না। এইরূপ বিকৃত শরীরে দিন দিন ক্লিষ্ট হইয়া দনু বারবার ইন্দ্রের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে লাগিল। ক্রমে ইন্দ্রও তাহার প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে যোজন পরিমিত দুই হস্ত ও বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে এক বদন বসাইয়া দিলেন। দনু সেই মূর্ত্তিতে বনে বনে ভ্রমণ ও দীর্ঘ বাহু দ্বারা ধরিয়া বন্য জন্তু আহার করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

তৎপরে একদা পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাসহ সেই বনে উপস্থিত হইলে, ঐ রাক্ষস দীর্ঘ বাহু দ্বারা তাহাদিগকে ধারণ করিল, রাম বীর্য্যভরে লঘু হস্তে স্বীয় খড়্গ দ্বারা তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন। রামহস্তে মৃত্যু হওয়ায় কবন্ধ দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করিল।"

মহাভারতের মতে এই রাক্ষস পূর্ব্বে বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব ছিল, পরে কোন ব্রাহ্মণ-অভিশাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়।

৬ (পুং ক্লী) (কেন প্রাণবায়ুনা পুনর্বধ্যতে, সম্বধ্যতে) মস্তকহীন জীবিত এবং ক্রিয়াযুক্ত কলেবর। ৭ আথর্ব্বণ বিশেষ। ৮ মুনিবিশেষ।

কবন্ধবধ (পুং) কবন্ধস্য বধঃ বধোপাখ্যানং যত্র। পদ্মপুরাণের অধ্যায়বিশেষ, এই অধ্যায়ে কবন্ধ রাক্ষসের বধ বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত আছে।

কবন্ধী [ন] (পুং) ঋষিবিশেষ।

("অথ কবন্ধী কাত্যায়নং উপেত্য পপ্রচ্ছ।" প্রশ্নোপ০)

২ (ত্রি) কং জলং অস্ত্যস্য, ক-বন্ধ ইন। জলযুক্ত।

কবরী। জাতিবিশেষ। মান্দ্রাজ প্রদেশে এই জাতির বসবাস। ইহারা প্রায় ১৮ শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে বলিগি ও তোত্তিয়ার নামক শাখাই প্রধান।

পূর্ব্বে কবরীরা চাষবাসের জন্য জমি রাখিত, সেই জমি অপর নিকৃষ্ট জাতি দ্বারা আবাদ করাইয়া তাহার আয়ে

জী বৈকানিসাই কারত। এখন ইহাদের মধ্যে সেই পূর্ব্ব-পথা থাকিলেও অনেকে মিলে চাষ বাস করে, কেহ কেহ তাড়ি বাজি, ও কেহ বা সামান্য বাণিজ্য ব্যবসাও করিয়া থাকে।

তোতিয়ার শাখা কোন কোন স্থানে তোত্তিয়ান্ বা কম্বলত্তার নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা পরিশ্রমী ও বড় উৎসাহী। কৃষিকার্য্য হইতে অনেক উচ্চ কার্য্য পর্য্যন্ত ইহাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। মান্দ্রাজনগরে তোত্তিয়ারেরা অনেক ভাল ভাল কার্য্য করিয়া থাকে।

তোত্তিয়ারেরা ৯ শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রত্যেক শ্রেণী অপর শ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র। প্রায় পাঁচ শতবর্ষ পূর্ব্বে কতক-গুলি তোত্তিয়ার মদুরাজেলায় আসিয়া উপনিবেশ করে।

ইহারা সকলেই বিষ্ণু-উপাসক, বিষ্ণুর লীলাখেলা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকে। কেহ বিষ্ণুর নিন্দা করিলে ইহাদের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। নিন্দাকারীকে যথোচিত শাস্তিবিধান করিতে কেহ পশ্চাৎপদ হয় না। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ইন্দ্রজাল জানে, সেই জন্য সাধারণে ইহাদিগকে ভয় ভক্তি করে। শুনা যায়, ইহারা ইন্দ্রজালবলে সাপে কামড়ান ভাল করিতে পারে। ইহাদের পুরুষেরা মাথায় পাগড়ী বাঁধে। স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ অলঙ্কার পরে, তাহাদের বক্ষ অনেকটা অনাবৃত থাকে, তাহাতে লজ্জা বোধ করে না।

তোত্তিয়ারদিগের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু প্রায়ই সকলে একবার বিবাহ করে, একপত্নীর মৃত্যু হইলে তবে অপর পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহে অথবা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় না, কোড়াঙ্গিনায়কন্ নামে ইহাদের এক এক চাঁই থাকে, তাহারাই বিবাহাদি সম্পন্ন করে এবং এই জাতির জন্মকোষ্ঠি প্রস্তুত করিয়া দেয়।

কবরী-জাতিরা প্রধানতঃ তৈলঙ্গ, প্রায় সকলেই এই ভাষায় কথা কয়। তবে যাহারা স্বদেশ ছাড়িয়া অন্যস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

কবীর। কবীরপন্থী নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তিনি কাহার পুত্র অথবা কোন্ জাতীয় তৎসম্বন্ধে কিছু গোল-যোগ আছে। তাঁহার জাতি, কুল ও জন্ম বিষয়ে নানা বিবরণ পাওয়া যায়। মুসলমানেরা বলেন, তিনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন। কিন্তু ভক্তমালে লিখিত আছে—

"রামানন্দশিষ্য কোন ব্রাহ্মণের এক বালবিধবা কন্যা ছিল। একদিন সেই ব্রাহ্মণ কন্যাকে সঙ্গে লইয়া গুরুদর্শনে গমন করেন। রামানন্দ সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে 'তুমি পুত্রবতী হও' বলিয়া সহসা আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদ বৃথা হইল না, বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্যার এক পুত্র জন্মিল, তাহার নামই কবীর। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অভাগিনী জননী লোকাপবাদ ভয়ে গুপ্তভাবে সেই শিশুকে স্থানান্তরে পরিত্যাগ করিয়া আসিল। একজন জোলা ও তাহার স্ত্রী দৈবাৎ ঐ শিশুকে পাইয়া নিজ পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিয়াছিল।"

কবীরপন্থীরা ভক্তমালের প্রথম অংশ আদৌ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কবীর একদিন কাশীর নিকট 'লহর তলাও' নামক সরোবরে পদ্মপত্রের উপর ভাসিতে-ছিলেন, সেইখান দিয়া নুরি নামে একজন জোলা স্বীয় পত্নী নিমার সঙ্গে বিবাহনিমন্ত্রণে যায়। নিমা ঐ শিশুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে নিজ স্বামীর নিকট আনয়ন করে। শিশু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, আমায় কাশীতে লইয়া চল। নুরি সেই সদ্যোজাত শিশুর মুখে কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং কোন উপদেবতা মানবদেহ ধারণ করিয়া আসি-য়াছে ভাবিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তাহাকে ফেলিয়া পলাইতে লাগিল। শিশু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ গিয়া, নুরি দেখিল, শিশু তাহার সম্মুখে উপস্থিত তখন নুরি ভয়ে জড়ীভূত হইল। শিশু তাহার ভয় নিবারণ করিয়া কহিল, তোমরা আমায় প্রতিপালন কর, কোন ভয় নাই, এইরূপে সেই শিশুরূপী কবীর জোলা কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইলেন।

কবীরের জীবনের প্রথমাংশ যেমন কৌতুকাবহ, অবশিষ্ট অংশও তদনুরূপ।

ভক্তিমাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—

"পূর্ব্বকালে বেদাভ্যাসনিরত একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি স্ত্রী-পুত্রের জন্য শিল্পকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদিন তিনি সূতা আনিবার জন্য তন্তুবায়ের ভবনে গমন করেন। তথা হইতে নিজগৃহে ফিরিয়া আসিয়া জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। দৈবযোগে সেই জ্বরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তন্তুবায়কে স্মরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তন্তুবায়ের ঘরে তাঁহার জন্ম হইল।

তন্তুবায়ের ঘরে জন্ম লইয়া সেই ব্রাহ্মণ প্রথমে বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে শিখিলেন, কিন্তু পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানও জন্মিল। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, এ সংসার অসার, এ জীবন পদ্মপত্রের জলের মত। এই কাশীধামে কে আমার গুরু হইবে? কে আমাকে এ সংসারসাগর

হইতে পরিত্রাণ করিবে? কর্ণধার না পাইলে এই দেহতরী কিরূপে চলিবে?

একদিন তিনি কতকগুলি সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার মনোভাব জানাইলেন। সাধু বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে তুই? কি চাস্।' তিনি বলিলেন, "আমি জাতিতে তন্তুবায়, রামানন্দের শিষ্য হইতে ইচ্ছা করি।' বৈষ্ণবগণ উপহাস করিয়া কহিলেন, 'তুই ম্লেচ্ছ! তোর গুরু কে হইবে?'

তখন তন্তুবায়রূপী কবীর ভগ্নমনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল তিনি পুনরায় সাধুগণের নিকট আসিয়া মনের দুঃখ জানাইলেন। কিন্তু এবারও তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। তিনি অস্থির চিত্তে বারাণসীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; যাঁহাকে দেখেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি বলিতে পার, গুরু রামানন্দ কোথায়?' এইরূপে বহুদিন গত হইল। একদিবস একজন বৈষ্ণব তাঁহাকে দয়া করিয়া বলিল, 'গুরু রামানন্দ অমুক স্থানে বাস করেন, রাত্রিশেষ হইলে বহির্দ্বার খুলিয়া প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে বাহির হন। তুই রাত্রি থাকিতে তাঁহার বহির্দ্বারের সম্মুখে গিয়া শুইয়া থাকিস যখন দ্বার খুলিয়া তিনি বাহিরে আসিবেন তাঁহার পদ তোর অঙ্গে লাগিবে, তখন তিনি যে নাম উচ্চারণ করিবেন, তাহাই তুই গুরু মন্ত্র ভাবিয়া গ্রহণ করিবি। এ ছাড়া রামানন্দের শিষ্য হইবার কোন উপায় নাই।'

কবীর বৈষ্ণবের কথায় আশ্বস্ত হইলেন। শুভদিনে রাত্রিশেষে রামানন্দের দ্বারে আসিয়া শুইয়া রহিলেন। রাত্রিশেষ হইলে রামানন্দ প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া কুশ তিল লইয়া স্নানার্থ যেমন বাহির হইবেন অমনি কবীরের অঙ্গে তাঁহার পদস্পর্শ হইল; কবীরও মহাসমাদরে গুরুপদ ভাবিয়া চুম্বন করিলেন। রামানন্দ একজন ম্লেচ্ছের গায়ে পা লাগিল দেখিয়া 'রাম! রাম! কে তুই?' এই কথা উচ্চারণ করিলেন। এইরূপে কবীরের মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি রামানন্দকে গুরু সম্বোধন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন *।

সেই অবধি কবীর 'রাম' নাম সার করিলেন, তিনি স্তব স্তুতি কিছুই করিতেন না, কেবল রামনামই মুক্তির সোপান ভাবিতেন। তদবধি তিলকমালা ধারণ করিয়া অপরাপর বৈষ্ণবের ন্যায় কাশীধামে বাস করিতে লাগিলেন।

কবীরের আচার ব্যবহার দেখিয়া বৈষ্ণবেরা ক্রুদ্ধ হইল। একদিন তাহারা কবীরকে ডাকিয়া বলিল, 'রে ম্লেচ্ছাধম! তুই কি সাহসে তিলকমালা ধারণ করিয়েছিস্? কে তোরে এ দুর্বুদ্ধি দিয়াছে।'

কবীর শান্তশিষ্টভাবে উত্তর করিলেন, সত্যই বলিতেছি, গুরু রামানন্দ আমাকে রামমন্ত্র দিয়াছেন, তাই আমি এমন হইয়াছি।'

সকলে আসিয়া রামানন্দকে কবীরের কথা বলিল। রামানন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তিনি গুরুর নিকট আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরভাবে কহিলেন, 'হে নাথ! আপনি কি ভুলিয়া গেলেন? সে দিন রাত্রিশেষে আমি আপনার দ্বারে শয়ন করিয়াছিলাম, আপনি আমার অঙ্গে পদ দিয়া রাম নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেইদিন আমি রামমন্ত্র লাভ করিয়াছি, সেইদিন হইতে নিয়তই রাম নাম জপ করিয়া থাকি। প্রভো! ইহাতে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, দয়া করিয়া ক্ষমা করুন।'

রামানন্দ কবীরের পরিচয় পাইলেন, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেইদিন হইতে সকলে কবীরকে একজন ভক্ত বলিয়া জানিলেন।

কবীর যে কেবল একজন ভক্ত ছিলেন, তাহা নয়; তাঁহার হৃদয় দরিদ্রের দুঃখে গলিয়া যাইত। একদিন তিনি একখানি বস্ত্র লইয়া বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, পথে একজন বৃদ্ধের সহিত দেখা হইল। তখন শীতকাল, দরিদ্র বৃদ্ধ শীতার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট বস্ত্রখানি চাহিল, কবীর দরিদ্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া অম্লানবদনে বস্ত্রখানি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। দান করিলেন বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে সংসারের কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। আহা! আজ যে তাঁহার গৃহে অন্ন নাই, তাঁহার মাতা যে পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। কবীর রিক্তহস্তে কেমন করিয়া ঘরে ফিরিবেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আজ দরিদ্রকে এই বস্ত্রখানি দিয়া আমার যে সুখ লাভ হইল, বস্ত্রখানি বেচিয়া অর্থ লইয়া এমন সুখ ত পাইতাম না! আমার যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে। কবীর গৃহে ফিরিলেন, আসিয়া শুনিলেন তাঁহার মাতা অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার জন্য বসিয়া আছেন। কবীর মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা! আজ আমাদের সংসার চলিল কিরূপে, আমাদের ত আজ কিছু সংস্থান ছিল না।'

মাতা উত্তর করিলেন, 'সে কি কবীর! তুমিই যে লোক দিয়া আমার কাছে অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছ।'

* রেখ্তার মতে কবীর রামানন্দের দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যথা—

"প্রথম হি রূপ জোলাহা কীন্হা। চারিবরণ মোহি কাহ'ন চীন্হা
রামানন্দ গুরু দীক্ষা দেহ। গুরুপূজা কছু হম সোঁ লেহ।"

কবীর আশ্চর্য্য হইলেন, আবেগে গদগদভাবে মাতাকে কহিলেন, 'মাগো! তুমিই ধন্য! সাক্ষাৎ ভক্তবৎসল ভগবান্ আসিয়া তোমায় অর্থ দিয়া গিয়াছেন। মা! দীন দুঃখীকে ধন বিতরণ কর। ধনে আমাদের প্রয়োজন কি মা?'

তাঁহার মাতা দীন দরিদ্রকে ধন বিতরণ করিলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, কবীর বড় দাতা; যে যায়, সেই পায়, কাহাকেও বৃথা ফিরিতে হয় না।

কবীরের বদান্যতা শুনিয়া একদিন চারিদিক্ হইতে বিস্তর লোক আসিয়া তাঁহার বাটীতে অতিথি হইল। কবীর দেখিলেন, বড়ই বিভ্রাট্! তিনি দরিদ্র, নির্ধন, গৃহে অন্নের সংস্থান নাই, কিরূপে এত লোকের মনস্তুষ্টি করিবেন। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল, তিনি গৃহান্তরে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে ভগবান্ কবীররূপ ধরিয়া অতিথিদিগকে ধনরত্নে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। কবীর গৃহে আসিয়া এই অপূর্ব্ব ঘটনা অবগত হইলেন। তখন কবীর আর কি স্থির থাকিতে পারেন? প্রাণ ভরিয়া কেবল ইষ্টদেবকে ডাকিতে লাগিলেন।

একদিন কবীর রাজসভায় উপস্থিত হইয়া এক অঞ্জলি জল লইয়া পূর্ব্বমুখে নিক্ষেপ করেন। রাজা তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তৎকালে কবীর নির্ভয়ে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাজন্! হাসিবার কোন কারণ নাই। জগন্নাথপুরীতে একজন পূজক ব্রাহ্মণের পায়ে গরম ভাত পড়িয়া গিয়াছে, আমি তাঁহারই পায়ে শীতল জল অর্পণ করিলাম।'

কবীরের কথায় রাজার বড় কৌতূহল জন্মিল, তিনি জগন্নাথপুরীতে চর পাঠাইলেন। চর ফিরিয়া আসিয়া কবীরের কথা সপ্রমাণ করিল। তখন রাজা স্থির করিলেন যে, কবীর নিশ্চয়ই একজন সিদ্ধপুরুষ। কবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি স্বয়ং তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। কবীর রাজাকে আপন ক্ষুদ্রকুটীরে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, যোড়হস্তে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আপনার শুভাগমনে এ দাস কৃতার্থ হইল! কিঙ্করকে আদেশ করুন, কি করিতে হইবে?' রাজা কবীরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'হে বৈষ্ণব! তুমি আমার দোষ গ্রহণ করিও না, আমি না জানিয়া তোমাকে উপহাস করিয়াছি। বল, কি করিলে তুমি সুখী হও! ধন রত্ন যাহা চাহ, এখনি দিতে প্রস্তুত আছি।'

কবীর সহাস্যমুখে উত্তর করিলেন 'রাজন্! ধনরত্নে প্রয়োজন কি? জীবন মরণ উভয়ই সমান। আমি মূর্খ! এ হার জীবিকানির্ব্বাহের জন্য সামান্য ধনের ইচ্ছা করি না। যাহারা দীন দরিদ্র, ক্ষুধাতুর অর্থের জন্য লালায়িত, আপনার ইচ্ছামত তাঁহাদিগকে ধন দান করুন, আপনার মহাপুণ্য হইবে।'

রাজা হৃষ্টচিত্তে নিজ প্রাসাদে ফিরিলেন এবং সেইদিন হইতে রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দিলেন, 'কবীর আমার অতি প্রিয়'।

কিছুদিন পরে কবীর তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। মথুরা দর্শন করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। তখন দিল্লীতে যবনরাজ সিকন্দর লোদী রাজত্ব করিতেছিলেন। দুষ্টলোকে গিয়া যবনরাজকে জানাইল যে, কবীর নামে একজন দাম্ভিক জোলা আসিয়া অনেককে বঞ্চনা করিতেছে। এরূপ লোককে রাজার শাস্তি দেওয়া উচিত।

সিকন্দর কবীরকে ধরিবার জন্য আদেশ করিলেন। যথাসময়ে রাজপুরুষেরা কবীরকে গিয়া ধরিল। কবীর তাহাদের মুখে শুনিলেন তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। যবন-রাজের সমীপে আনীত হইলে পারিষদবর্গ তাঁহাকে নমস্কার করিতে বলিল। কিন্তু কবীর তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'কাহাকে আবার প্রণাম করিব? এ সংসারে কে বধ্য নয়?'

তখন যবনরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যমুনার অগাধ সলিলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। রাজপুরুষেরা তৎক্ষণাৎ কবীরকে যমুনার জলে ফেলিয়া দিল। কালিন্দীর কালজলে কবীরের দেহ অদৃশ্য হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সকলে দেখিতে পাইল, কবীর যমুনার পরপারে সহাস্যমুখে বেড়াইতেছেন। দুষ্টলোকেরা ম্লেচ্ছ-রাজকে জানাইয়া বলিল যে কবীর ঐন্দ্রজালিক, সামান্য ইন্দ্রজালবিদ্যা-প্রভাবে নিশ্চয়ই সে রক্ষা পাইয়াছে। এবার তাহাকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা হউক।'

দিল্লীশ্বর দুষ্টের কথায় ভুলিলেন, রাজপুরুষদিগকে ডাকাইয়া মহানলে কবীরকে দগ্ধ করিতে বলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জলন্ত অনলে কবীরের একগাছি কেশমাত্র নষ্ট হইল না।

কবীরের এই অমানুষিক ঘটনা দেখিয়াও দিল্লীশ্বরের চৈতন্য হইল না, তিনি ক্রোধে উন্মত্ত ও দুর্জ্জনের কথায় বশীভূত হইয়া হস্তিপদতলে কবীরের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা করিলেন।

কিন্তু ভগবান যাঁহার প্রতি সদয়, শত হস্তী তাঁহার কি করিতে পারে? আর মত্ত হস্তীও কবীরের সিংহরূপ দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল।

যবনেরা কবীরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। এবার সিকন্দরেরও মন টলিল। তিনি কবীরকে আহ্বান করিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন, সাধু! আমার দোষক্ষমা করিও। তুমি মহাজন, আজ আমি জানিতে পারিয়াছি।'

কবীর যবনরাজের নিকট বিদায় লইয়া কাশীধামে আগমন করিলেন। এখানে তিনি সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া আত্মজ্ঞানলাভে যত্নবান হইলেন।

এই কাশীতেও তাঁহার চারিদিকে বিপক্ষ ঘুরিত। একদিন কোন ছললোক কবীরের নাম করিয়া কাশীবাসী সমস্ত সাধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। ঘটনাক্রমে সেইদিন কবীর স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কুটিরে কেবল কয়েকজন শিষ্য ছিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া কাশীর সহস্র সহস্র সাধু কবীরের বাসায় উপনীত হইলেন। সহস্রাধিক অতিথিকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া শিষ্যগণের প্রাণ শুকাইল। সকলেই ভাবিতেছিল, এত লোককে কিরূপে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিব। পরক্ষণেই ভক্তবৎসল ভগবান্ কবীরের রূপে ভক্ষ্য ভোজ্য লইয়া সকলসমক্ষে দেখা দিলেন এবং স্বহস্তে সাধুদিগকে ভোজন করাইয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। আজ সাধুগণ যে কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হইল, তাহা প্রকাশ করা যায় না। কবীর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মহাসমারোহ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। একজন শিষ্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস। এ ব্যাপার কি? কি জন্য এত লোকের সমাগম হইয়াছে।'

শিষ্য আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'একি কথা বলিতেছেন? আপনি সহস্রাধিক লোক ভোজন করাইলেন, তাহারাই আসিয়া মহোৎসব করিতেছে।'

কবীর বুঝিতে পারিলেন, এ সকলি হরির লীলা। তিনি মনোভাব গোপন করিয়া শিষ্যকে কহিলেন, 'বৎস। আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি, আমাকে সাধুগণের প্রসাদ আনিয়া দাও।'

যাহারা কবীরের নিয়তই অনিষ্ট চেষ্টা করিত, ক্রমে সেই দুর্জ্জনেরাও কবীরের মহত্ত্বগুণে বশীভূত হইতে লাগিল। তাহারা কবীরের নিকট নিজ নিজ দোষ স্বীকার করিয়া করিয়া ক্ষমা চাহিত। তখন সাধু কবীর সকলকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমানন্দে রাম নাম উচ্চারণ করিতেন।

কাশীবাসী মাত্রেই কবীরের গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। এমন কি একদিন একজন রূপবতী বেশ্যা কবীরের নিকট আসিয়া বলিল মহাত্মন্! আমি নৃত্য গীতাদি নানা প্রকার উপভোগ দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করি।'

রূপসৌন্দর্য্যশালিনী নৃত্যগীতনিপুণা নর্ত্তকীকে দেখিয়া কবীর সহাস্যে কহিলেন, আমি সুখভোগ জানি না, নাচ গান জানি না, আমি স্ত্রীও নহি, পুরুষও নহি, আমার কাছে তোমার মনস্কামনা কিরূপে পূর্ণ হইবে?"

নর্ত্তকী অতি কাকুতিমিনতিভাবে তাঁহাকে বলিল 'আমি বড় আশায় আসিয়াছি। হতাশ হইয়া কি ফিরিতে হইবে?'

কবীর ধীরভাবে বলিলেন, 'দেখ। আমার গৃহে স্বয়ং ভক্তবৎসল হরি বিরাজ করেন তিনি অতিরসী মহাভোগী, তাঁহার কাছে নৃত্য গীত করিয়া তোমার ভোগপিপাসা নিবারণ করিতে পার।'

নর্ত্তকী মহা আনন্দিত হইল, তাহার কি সৌভাগ্য যে স্বয়ং ভগবানকে নৃত্য গীত দ্বারা পরিতোষ করিবে। সেই দিন হইতে সেই বেশ্যা কবীরের গৃহে থাকিয়া প্রত্যহ নৃত্য গীত করিত।

কিছুদিন গত হইল। বেশ্যা মনে মনে কবীরকে ভাল বাসিতে লাগিল। একদিন গভীর রজনী, সকলেই নিদ্রিত, কিন্তু সেই বেশ্যার চক্ষে ঘুম আসিল না, কবীরের সম্ভোগ লালসায় তাহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সে কিছুতেই আত্মসংযম করিতে সমর্থ হইল না, যে ঘরে কবীর নিদ্রা যাইতেছিলেন মনের আবেগে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই গভীর অমারজনীতে তথায় কবীরের পরিবর্ত্তে জ্যোতির্ম্ময় হরিমূর্ত্তি তাহার নয়নগোচর হইল।

তখন তাহার কামপিপাসা কোথায় অন্তর্হিত হইল, হৃদয়ে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। আজ তাহার পক্ষে সংসার অসার বোধ হইল। বেশ্যা সেই অমানিশায় একাকী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে প্রস্থান করিল।

কবীর প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলেন, বেশ্যা ঘরে নাই, তাহার অলঙ্কার, বস্ত্রাদি সকলই পড়িয়া আছে। তিনি ভাবিলেন এতদিনে বুঝি বেশ্যার সদ্গতি হইল।

তিনি শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার যাইবার সময় হইয়াছে। বৎসগণ। তোমরা কাশীবাসী সকলকে সংবাদ দাও। মণিকর্ণিকার ঘাটে যেন আমার সহিত সকলে সাক্ষাৎ করে।'

শিষ্যেরা চারিদিকে গুরু আজ্ঞা ঘোষণা করিল। দলে দলে লোক আসিয়া পুণ্যসলিলার তটে সমবেত হইতে লাগিল। সকলেই কবীরের কথা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত। কবীর যখন দেখিলেন তাঁহার প্রিয়জন সকলেই উপস্থিত

হইয়াছে, তিনি মিষ্টকথায় সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আজ আমি পরপারে গমন করিব। আমার ইহজীবনের লীলা ফুরাইয়াছে। তাত। আমি অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ ঘরে জন্মিয়া কর্ম্মসূত্রে বৈষ্ণব হইয়াছি। এই মিথ্যা অপবিত্র দেহ রাখিয়া ফল কি? বন্ধুগণ। মগররাজ্যে* আমার মোক্ষ হইবে।'

কবীরের কথা শুনিয়া সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি মধুর কথায় দেহের অনিত্যতা বুঝাইয়া সর্ব্বসাধারণকে সান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর তিনি সকলকে সঙ্গে করিয়া মণিকর্ণিকার পর পারে আসিলেন। এইখানে আসিয়া তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি ভূমিতে শয়ন করিলেন, শিষ্যেরা তাঁহার শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া দিল। তৎপরে প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইল তিনি উঠিলেন না। তাহাতে সকলেরই মন অস্থির হইয়া উঠিল। শিষ্যেরাও কেহ সাহস করিয়া তাঁহার অঙ্গের আবরণখানি তুলিতে পারিল না। দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া সাধারণের মনে বিজাতীয় ভাব উদয় হইল, সকলই বারম্বার কবীরকে জাগাইতে বলিল। তখন অগত্যা শিষ্যগণ গুরুর আবরণবস্ত্র তুলিয়া ধরিল। কিন্তু বস্ত্রের মধ্যে আর কবীরের দর্শন পাইল না। সকলে দেখিল কেবল বস্ত্রখানি শূন্য ধরাসন পড়িয়া আছে। এইরূপে ভক্ত কবীর পরমপদ লাভ করিলেন।"

(ভক্তমাহাত্ম্য § ১৮০-১৮৫। ১ পৃঃ)

বস্তুতঃ কবীর যে একজন মহৎ লোক ছিলেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তিনি যে জাতিই হউন, তাঁহার নিকট হিন্দুমুসলমান সকলেই সমান। তিনি অকুতোভয়ে শাস্ত্র ও কোরাণের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন, তিনি বলিতেন হিন্দুদিগের রাম এবং মুসলমানের করীম স্বতন্ত্র নয়, অনুসন্ধান কর, হৃদয়ে দেখিতে পাইবে, এই বিশ্ব যাঁহার সংসার, আলি ও রামের সত্তা নয়া যাঁহার সন্তান, তিনিই আমার পীর। তিনি জপ পূজাদি স্বীকার করিতেন না। জপ পূজাদি সম্বন্ধে বলিতেন—

"মনকা ফেরৎ জনম গয়ো গয়ো ন মনকা ফের।
কর্‌কা মন্‌কা ছোড় কর মন্‌কা মনকা ফের॥"

জপমালার গুটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে জীবন গেল, কিন্তু মনের ঘোর কাটিল না, তাই বলি হাতের গুটি ছোড় মনের গুটি ঘুরাও।

তিনি জাতিভেদও* স্বীকার করিতেন না, তাঁহার বচনে পাওয়া যায়—

"সব্‌সে হিলিয়ে সব্‌সে মিলিয়ে সব কা লিজিয়ে নাঁউ।
হাঁজী হাঁজী সব্‌সে কিজিয়ে বসে আপন গাঁউ॥"

সকলের সঙ্গী হইবে, সকলের সহিত মিলিবে, সকলের নাম গ্রহণ করিবে। হাঁজী হাঁজী সকলকেই বলিবে, কিন্তু আপন জায়গায় থাকিবে।

তিনি সংসারকাণ্ড দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিতেন—

"বামহন টামন্ মুরখ্ ভয়ে শূদ্র পড়ে গীতা।
ঠগ্ ঠগর্ বন্দ্ আচ্ছা খাবে দুঃখ পাবে পণ্ডিতা॥
সাকাকো মারে লাঠা ঝুটা জগৎ পিতায়।
গোরস গলি গলি ফেরে সুরা বৈঠ বিকায়॥
সতীকো না মেলে ধোতি গস্তান্ পহ্‌রে খাসা।
কহে কবীরা দেখ ভাই দুনিয়াকা তামাসা॥"

কবীরের জাতিকুল লইয়া যেমন গোল, কবীরপন্থীরা তাঁহার সময় লইয়াও সেইরূপ গোল করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ১২০৫ সম্বতে কবীর টক্‌সার-শাস্ত্র প্রকাশ করেন এবং ১৫০৫ সম্বতে মগরনগরে তাঁহার মোক্ষ হয়। তাহা হইলে কবীরের প্রায় ৩ শতবর্ষ পরমায়ু হইয়া পড়ে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক তিনি যে সিকন্দর লোদীর সমসাময়িক, তাহা আমরা ভক্তমাহাত্ম্য ও কয়েকখানি মুসলমান ইতিহাসপাঠে জানিতে পারি। সিকন্দর ১৫৪৪ সম্বতে রাজ্য প্রাপ্ত হন, অতএব এই সময়ে যে কবীর বিদ্যমান ছিলেন, তাহাই সম্ভব পর বলিয়া স্বীকার করা যায়।

শিখদিগের ধর্ম্মগুরু নানক ও কবীরের মত আপন ধর্ম্মগ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন সৎনামী, সাধ, শ্রীনারায়ণী ও শূন্যবাদিদিগের পুস্তকেও কবীরের বচন পাওয়া যায়।

* ভক্তমাহাত্ম্যের যে পুথি পাইয়াছি, তাহাতে 'মগধ' পাঠ আছে কিন্তু মগর হওয়াই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া এই পাঠ গ্রহণ করিলাম।

প্রবাদ আছে, কবীরের মৃত্যু হইলে তাঁহার শবদেহ লইয়া হিন্দুমুসলমানে বিবাদ হইতেছিল, সেই সময় কবীর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া 'আমার শবদেহের আবরণখানি তুলিয়া দেখ' এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান করেন। আবরণ তুলিয়া সকলে দেখিল, সেখানে শব নাই, কেবল কতকগুলি ফুল ছড়ান রহিয়াছে। কাশীর রাজা বীরসিংহ সেই ফুলের অর্দ্ধেক আনিয়া দাহ করিলেন এবং সেই ফুলের ছাই এখানকার কবীর চৌর নামক স্থানে সমাহিত করিলেন। পাঠানরাজ বিজলিখাঁ অপর অর্দ্ধ লইয়া গোরক্ষপুরের নিকট কবীরের মৃত্যুভূমি মগরনামক গ্রামে স্থাপন করিয়া তাহার উপর সুন্দর সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন।

উক্ত 'কবীরচৌর' ও 'মগহর সমাধিক্ষেত্র' কবীরপন্থীদিগের প্রধান তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য।

† "জাতি পাতি কুল কাপরা যেহ শোভা দিন চারি।
কহে কবীর শুনহো রামানন্দ এেউ রহে ঝকমারি॥
জাতি হমারী বানী কুল করতা ভির মাহি।
কুটম্ব হমারে সন্ত হ্যায় কোই মুরখ সমঝত নাহি।"
রেখ্‌তা।

ইহাতে বোধ হইতেছে, উক্ত সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণও কবীরের মত লইয়া সেই সঙ্গে স্ব স্ব মত প্রচার করেন। [অন্যান্য কথা কবীরপন্থী শব্দে দেখ।]

কবীরপন্থী। সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা মহাত্মা কবীর-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়া চলেন। [কবীর দেখ]

কবীরপন্থীরা সকল দেবতা অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রতি অধিক ভক্তি দেখান। রামানন্দী ও অপর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের বেশ সদ্ভাব এবং আচার ব্যবহার অনেকটা তাহাদের মত, তাই অনেকে কবীরপন্থীদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকে। ইহারা অপরাপর বৈষ্ণবের ন্যায় তিলকসেবা করেন, নাসিকার উপর চন্দনের অথবা গোপীচন্দনের রেখা অঙ্কিত করেন, কণ্ঠে তুলসীমালা, আবার হাতে তুলসীর জপমালাও ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কবীরপন্থীরা জানেন, এ সকলই বৃথা আড়ম্বর মাত্র, বাস্তবিক ইহারা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কোন দেবদেবীর উপাসনা অথবা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না।

কবীরপন্থীদের মধ্যে প্রধানতঃ দুই দল, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। গৃহস্থেরা স্ব স্ব জাতিগত ও বর্ণগত আচার ব্যবহার অবলম্বন করেন, কেহ আবার নিজ ধর্ম্ম ছাড়াইয়া হিন্দুজাতির উপাস্য দেবদেবীরও পূজা করিয়া থাকেন। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা কেবল একমনে নয়নের অগোচর কবীরদেবেরই ভজনা করেন, তাঁহাদের গুরুর নিকট মন্ত্র লইতে হয় না। তাঁহারা কেবল বিভোর হইয়া প্রাণ ভরিয়া ধর্ম্মগান করাকেই উপাসনা মনে করেন। যাঁহার যেমন ইচ্ছা, তিনি তেমনি বেশভূষা করেন, কেহ আবার উলঙ্গ প্রায় হইয়াও পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান। ইহাদের মহন্তেরা মাথায় টুপী পরেন। উক্ত দুইদল প্রধানতঃ ১২ শাখায় বিভক্ত। এই ১২ শাখা প্রবর্ত্তক-দিগের নাম —

১। শ্রুতগোপাল দাস। সুখনিধানপ্রণেতা। ইহার শিষ্যগণ শিষ্যপরম্পরায় দ্বারকায় আখ্‌ড়া বারাণসীর কবীর-চৌর, মগরের সমাধি এবং জগন্নাথের আখ্‌ড়ার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

২। ভগোদাস। বীজকরচয়িতা। ইহার অনুগামী শিষ্য প্রশিষ্যগণ ধনৌতি নামক স্থানে বাস করেন।

৩। নারায়ণ দাস ⎫ ধর্ম্মদাস নামক বণিকের পুত্র
৪। চূড়ামণ দাস ⎭ ইঁহারা গৃহস্থ ছিলেন, তাই সকলে 'বংশগুরু' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এখন চূড়ামণের বংশ সমাজভ্রষ্ট এবং নারায়ণের বংশ লোপ হইয়াছে।

৫। জীবনদাস। ইনি সৎনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। [সৎনামী দেখ।]

৬। জগোদাস। কটকে ইহার গদি আছে।

৭। কমাল। প্রবাদ আছে ইনি কবীরের পুত্র, কিন্তু তৎপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। ইনি বোম্বাই-বাসী। ইহার মতাবলম্বীরা যোগাভ্যাসী।

৮। টাকশালী। ইনি বরদাবাসী।

৯। জ্ঞানী। সহসরামের নিকট মঝনি গ্রামে ইঁহার বাস ছিল।

১০। সাহেবদাস, কটকনিবাসী। মূলপন্থী নামক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। [মূলপন্থী দেখ।]

১১। নিত্যানন্দ ⎫ উভয়ে দাক্ষিণাত্যবাসী।
১২। কমলানন্দ ⎭

এ ছাড়া দান-কবীরী, মঙ্গল-কবীরী হংস-কবীরী প্রভৃতি আরও কতকগুলি শাখা আছে।

ইহার পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহের মধ্যে বারাণসীর কবীরচৌর নামক স্থানকেই সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান বলিয়া মনে করেন।

কবীরপন্থীদিগের প্রকৃত ধর্ম্মমত সহজে জানা যায় না, তবে যে হিন্দুধর্ম্ম হইতেই এই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা কবীরপন্থী-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেকটা স্বীকার করা যায়। কবীরপন্থীরা একমাত্র কবীরের মত ব্যতীত অপরাপর সকল মত দূষিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে কবীরপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মছাড়া আর সকল ধর্ম্মই ভ্রমপূর্ণ।

ইঁহাদের মতে, ঈশ্বর এক, তিনি সাকার ও সগুণ তাঁহার পাঞ্চভৌতিক শরীর ও ত্রিগুণ বিশিষ্ট অন্তঃকরণ আছে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত, স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু আর আর সকল বিষয়ে মনুষ্যের সহিত পার্থক্য নাই। কবীর-পন্থীরা বলেন এই সম্প্রদায়ের সাধুরা ঈশ্বরের অনুরূপ, তাঁহারা পরলোকে তাঁহার সমান হইয়া তাঁহার সহিত একত্র পরমসুখে বাস করেন। ঈশ্বরের আদি নাই, অন্ত নাই, তিনি নিত্যস্বরূপ। যেমন গাছের ডালপালা প্রথমে বীজের অন্তর্গত থাকে, সেইরূপ সকল বস্তু ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে অব্যক্তভাবে ঈশ্বর শরীরের অন্তর্নিবিষ্ট থাকে।

কবীরপন্থীরা আরও বলে, পরমপুরুষ পরমেশ্বর প্রলয়ান্তে ৭২ যুগ পর্য্যন্ত একা থাকিয়া বিশ্ব সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার সেই ইচ্ছা অবশেষে এক স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ করিল। ঐ স্ত্রীর নাম মায়া। এই মায়াই আদ্যা-শক্তি বা প্রকৃতি। পরমেশ্বর এই মায়ার সহিত সম্ভোগ

করিলেন, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি হয়। তৎপরে পরমপুরুষ অন্তর্হিত হন। ক্রমে মায়া আপন পুত্রগণের নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন। তাঁহারা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; তদুত্তরে মায়া কহিলেন, "আমি নিরাকার, নয়নের অগোচর এবং আদি মহাপুরুষের সহচারিণী। এখন তোমাদের সহচর্য্যার্থ আসিয়াছি।" তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব সকলে তাঁহার কথা স্বীকার করিলেন না। বিশেষতঃ বিষ্ণু ছাড়িবার লোক নহেন, তিনি মায়াকে কঠিন প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। তখন মায়া আপন পুত্রগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য দুর্গা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। সেই ভয়ঙ্করী দুর্গামূর্ত্তি দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অত্যন্ত ভীত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া মায়ার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার তিন কন্যা জন্মে, সরস্বতী লক্ষ্মী ও উমা। তিনি ব্রহ্মাদির সঙ্গে তিন কন্যার বিবাহ দিয়া জ্বালামুখী প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন এবং ঐ ছয় জনের উপর বিশ্বসৃষ্টি, নানাবিধ ভ্রমাত্মক জ্ঞান ও অমূলক ক্রিয়াকাণ্ড প্রচার করিবার ভার অর্পণ করেন। ব্রহ্মাদি সকলেই মায়ার অধীন, সেই জন্য তাহাদের পূজাদি করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। কেবল কবীরের স্বরূপ জ্ঞান লাভ করাই সর্ব্বধর্ম্মের মূল অভিপ্রায়, কিন্তু তথাপি ঐ সকল দেবতা ও উপাসকেরা কেহই সে দুর্লভ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই।

সকল জীবের জীবাত্মা সমান, পাপযুক্ত হইলে আপন মনোমত রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। জীবাত্মা যত দিন না মুক্ত হন, তত দিন নানা যোনি পরিভ্রমণ করেন। যখন উল্কাপাত হয়, তখন তিনি কোন গ্রহশরীরে প্রবেশ করেন। স্বর্গ ও নরক উভয়ই মায়ার কার্য্য, বাস্তবিক স্বর্গ ও নরক বলিয়া কিছু নাই। পৃথিবীর সুখই স্বর্গ, পৃথিবীর দুঃখই নরক।

কবীরপন্থীরা বলেন, সংসারত্যাগই সৎপরামর্শ, কারণ সংসারে থাকিলে আশা, ভয়, লোভ প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয় না, সুতরাং শান্তিলাভেরও নানা বিঘ্ন ঘটে। গুরুভক্তিই প্রধান ধর্ম্ম। শিষ্য দোষ করিলে গুরু তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি দণ্ড করিতে পারেন না। [কবীর দেখ।]

ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে ও মধ্যভারতে অনেক কবীরপন্থী বাস করে, ইহাদের মধ্যে কেহ বিষয়ী, কেহ বা ধর্ম্মব্রতাবলম্বী, ইহারা বড় সত্যপ্রিয়, উপদ্রবশূন্য এবং নেহাত ভাল মানুষ। ইহাদের উদাসীনেরা অপরাপর সন্ন্যাসীদের মত দুরন্ত স্বভাব নহেন এবং ভিক্ষা করিয়া বেড়ান না।

কাশীধামে কবীরচৌর নামক স্থানে অনেক কবীর পন্থী আসিয়া বাস করে। পূর্ব্বে কাশীরাজ বলবন্তসিংহ তথাকার কবীরপন্থীদিগের আহারাদির জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপুত্র চৈৎসিংহ কবীরপন্থীর সংখ্যা নিরূপণ করিবার উদ্দেশে কাশীর নিকট এক মেলা করেন, তাহাতে প্রায় ৩৫,০০০ কবীরপন্থী সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়াছিল।

কবুলি (স্ত্রী) জন্তুর দেহের পশ্চাৎ ভাগ।

কবুতর (হিন্দী) কপোত শব্দের অপভ্রংশ, পায়রা। [কপোত দেখ।]

কবুল (আরবী) স্বীকার।

কবে (দেশজ) ১ কোন্ দিনে। ২ কোন্ সময়ে। ৩ কখন।

কব্জা (আরবী কব্জ শব্দজ) যে যন্ত্রের দ্বারা চৌকাটের সহিত কপাটযুক্ত করিয়া রাখা হয়। লৌহ পিত্তল প্রভৃতি ধাতু দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হয়।

কব্জি (আরবী কব্জ শব্দজ) হাতের চেটোর মূলসন্ধি, যে সন্ধিস্থানে হাতের চেটো আরম্ভ হইয়াছে। মণিবন্ধ।

কব্বলদুর্গ। মহিসুর রাজ্যের মাল্‌বল্লী তালুকের অন্তর্গত। শিংসা ও অর্কবতী নদীর মধ্যবর্ত্তী একটি কোণাকার গিরি। অক্ষা ১২°৩০´ উঃ, দ্রাঘি ৭৭.২২´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানকার হিন্দু ও মুসলমান রাজারা দোষী ব্যক্তিকে এই গিরির উপর লইয়া বন্দী করিয়া রাখিতেন, এখানকার অস্বাস্থ্যকর বায়ু-দোষে অপরাধীর শীঘ্রই জীবন নিঃশেষ হইত।

কভু (দেশজ) কখন, কোন সময়ে।

কম্ (দেশজ) ১ অল্প। ২ ন্যূন।

কম (অব্যয়) ১ জল। ২ মস্তক। ৩ সুখ। ৪ মঙ্গল। ৫ পাদপূরণার্থ নিরর্থক শব্দ।

কমক (ত্রি) কম্-ণিঙ্-ভাবে অচ্ স্বার্থে অক। ১ কামুক। ২ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ।

কমঠ (পুং) কম-অঠ (কমেরঠঃ। উণ্ ১। ১০২।) ১ কচ্ছপ। [কচ্ছপ দেখ।] ২ বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। ৩ বংশ। ৪ দৈত্যবিশেষ। ৫ শল্লকী। ৬ কাম্বোজরাজবিশেষ। (ভারত ২। ৪। ২২।) ৭ (স্ত্রী) ভাণ্ডবিশেষ, মুনিগণের জলপাত্র-বিশেষ।

কমঠী (স্ত্রী) কমঠ-ঙীষ্। ১ ছোট কাছিমজাতি। ২ কচ্ছপী। ৩ শল্লকী।

কমণ্ডলু (পুং, স্ত্রী) কস্য জলস্য প্রজাপতের্বা মণ্ডঃ সারঃ, তং লাতি গৃহ্লাতি, ক-মণ্ড-লা-ডু (ডুপ্রকরণে মিতদ্র্বাদিভ্য উপ-সংখ্যানম্। পা ৩।২।১৮০। বার্ত্তিক) ১ সন্ন্যাসীদিগের মৃত্তিকা, কাষ্ঠ বা লাউএর বস প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, কুণ্ডীপ, করক। ২ (পুং) অশ্বত্থবৃক্ষ।

(কমণ্ডলুঃ স্যাৎকরকে ন স্ত্রী না প্লক্ষপাদপে। মেদিনী।) ৩ (স্ত্রী) গন্ধভাণ্ড বৃক্ষ গাঁধভাট।

কমণ্ডলুতরু (পুং) কমণ্ডলুস্তদাকারস্তরুঃ, মধ্যলো০। ১ অশ্বত্থবৃক্ষ। ২ গন্ধভাণ্ড, গাঁধিভাট।

কমন (ত্রি) কম-ণিঙ ভাবে যুচ্। ১ কমনীয়। ২ কামুক। (পুং) ৩ কন্দর্প। ৪ অশোক বৃক্ষ। ৫ ব্রহ্মা।

কমনচ্ছদ (পুং) কমনঃ কমনীয়ঃ ছদঃ পক্ষো যস্য, বহুব্রী। কঙ্কপক্ষী। (কঙ্কস্তু কমনচ্ছদঃ। হেম ৪। ৩৯৯।)

কমনীয (ত্রি) কাম্যতে যৎ, কম্ কর্ম্মণি অনীয়র। ১ কামনার যোগ্য। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চারু, রুচির, মনোহর, বল্গু, কান্ত, অভিরাম, বন্ধুর, বাম, রুচ্য, সুষম, শোভন, মঞ্জু, মঞ্জুল, মনোরম, সাধু, রম্য, মনোজ্ঞ, পেশল, হৃদ্য সুন্দর, কাম্য, কম্র সৌম্য, মধুর ও প্রিয়।

কমনীয়তা (স্ত্রী) কমনীয়স্য ভাবঃ, কমনীয় তল্-টাপ্। (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) সৌন্দর্য্য, কান্তি।

কমন্ধ (ক্লী) ১ কম্ শিরঃ অঙ্গং শূন্যং যস্য। কবন্ধ। ২ কমং সাপ্যং জীবনং বা দধাতি ইতি বা কম-ধা-ড (পৃষোদরাদিত্বাৎ) জল।

কমর (ত্রি) কম-অর-চিৎ (অর্ত্তিকমিভ্রমিচামিদেবিবসিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ৩। ১৩২। ঋ, কম, ভ্রম, চম, দেব ও ণিজন্ত বস ধাতুর উত্তর অর প্রত্যয় ও চিৎ হয়।) কামুক। (কমরঃ কামুকঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কমরাণ। সুলতান বাবরের পুত্র, হুমায়ুনের ভ্রাতা। প্রথমে ইনি কাবুল ও কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; বাবরের অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে হুমায়ুন কমরাণকে আফগানিস্তান ও পঞ্জাবপ্রদেশের রাজ্যভার প্রদান করেন। যৎকালে হুমায়ুন শেরশাহের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হন, কমরাণ শেরশাহকে পঞ্জাব ছাড়িয়া দিয়া কাবুলে চলিয়া আসেন। সেই অবধি হুমায়ুনের সহিত ইহার বিবাদের সূত্রপাত হইল। [হুমায়ুন দেখ।]

হুমায়ুন পারস্যরাজের সাহায্যে কমরানকে পরাস্ত করেন। কমরাণ কান্দাহার এবং পরে কাবুল হারাইয়া সিন্ধুপ্রদেশে পলায়ন করেন। ১৫৫১ খৃঃ অব্দে, সৈন্যসংগ্রহ করিয়া আপনার হৃতরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু এবারও তাড়িত হইলেন। এই সময়ে তিনি অসভ্য আফগানদিগের আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষার্থ কাবুল ও পঞ্জাবের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ঘুরিতে লাগিলেন। ১৫৫২ খৃঃ, পার্ব্বতীয় গক্কর জাতিরা হুমায়ুনের নিকট তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। হুমায়ুনের আদেশে কমরাণের দুই চক্ষু উৎপাটিত হইল। ১৫৫৬ খৃঃ, তিনি হুমায়ুনের অনুমতি লইয়া মক্কায় যাত্রা করেন, তথায় মৃত্যু হয়। (কাহারও মতে পথেই মৃত্যু হইয়াছিল।)

কমরুদ্দীন্ খাঁ, (মীর মুহম্মদ ফাজিল)। ইনি উজীর যাৎমাদুদ্দৌলা মুহম্মদ আমীন খাঁর পুত্র। ইনি দিল্লীসম্রাট্ মুহম্মদশাহের সময় পিতৃপদ লাভ করেন এবং 'যাৎমাদুদ্দৌলা নবাব কমরুদ্দীন্ খাঁ বাহাদুর নসর জঙ্গ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি আহ্মদ শাহ আবদালীর বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৭৪৮ খৃঃ, ১১ই মার্চ্চ, সহিন্দের যুদ্ধের সময়ে ইনি আপনার শিবিরে নেমাজ করিতেছিলেন, সেই সময়ে শত্রু-নিক্ষিপ্ত গোলা দ্বারা ইঁহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

কমল (ক্লী) কম-ণিঙ্ ভাবে বৃষাদিত্বাৎ কলচ্। কং জলং অলতি অলঙ্করোতি, কম্ অল-অচ্ বা। ১ পদ্ম। [উৎপল ও পদ্ম দেখ।] ২ জল। ৩ তাম্র। ৪ ক্লোম। ৫ ঔষধ। ৬ সারসপক্ষী। ৭ (পুং) মৃগবিশেষ। ৮ পাটলবর্ণ। ৯ (ত্রি) পাটলবর্ণযুক্ত। (পুং) ১০ আকাশ। ১১ চাতক-পক্ষীবিশেষ। ১২ ধ্রুবক অর্থাৎ তালবিশেষ।

("উক্তো মলয়তালেন লঘুমধ্যে স্ফুরেদ্গুরুঃ।
সপ্তদশাক্ষরৈর্যুক্তঃ কমলোঽয়ং ভয়ানকে ॥"
সঙ্গীতদামোদর।)

কমলক (ক্লী) কমল স্বার্থে কন। কমল।

কমলকীট (পুং) কমলবর্ণঃ কীটঃ। কীটবিশেষ।

কমলকীরক (পুং) কমলবর্ণঃ কীর ইব কায়তি। কমল কীর-কৈ-ক। কীটবিশেষ।

কমলকোরক (পুং) কমলস্য কোরকঃ, ৬তৎ। পদ্মের কুঁড়ি, অস্ফুটিত পদ্ম।

কমলকোষ (পুং) কমলস্য কোষঃ, ৬তৎ। কমলকোরক, পদ্মের কুঁড়ি।

কমলখণ্ড (ক্লী) কমল-খণ্ড (কমলাদিভ্যঃ খণ্ডঃ। পা ৪। ২। ৫১। বার্ত্তিক।) পদ্মসমূহ।

কমলগর্ভাভ (ত্রি) কমলগর্ভস্য আভাইব আভা যস্য, মধ্যলো০। পদ্মের মধ্যস্থলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট।

কমলচ্ছদ (পুং) কমলঃ কমলবর্ণঃ ছদঃ পক্ষো যস্য, বহুব্রী। ১ কঙ্কপক্ষী। ২ (৬তৎ) পদ্মের পাপড়ি।

কমলজ (পুং) কমলাৎ বিষ্ণোর্নাভিকমলাৎ জায়তে, কমল-জন-ড। ব্রহ্মা।

কমলদেবী (স্ত্রী) কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের স্ত্রী এবং রাজা কুবলয়াপীড়ের মাতা। (রাজতরঙ্গিণী ৪। ৩৭২।)

কমলপত্রাক্ষ (ত্রি) কমলপত্রবৎ অক্ষিযস্য। পদ্মপত্রের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট।

কমলপুর। ১ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত ঝালাবারের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ভাউনগর-গোঁদল রেলওয়ের লিমরি ষ্টেশন হইতে ১৭ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

২ আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। অক্ষা ২৫° ৭২´ উঃ, ও দ্রাঘি ৮১° ২৫´ পূঃ। গ্রামের কাছে কমাল নামক একজন মুসলমান সাধুর এবং তাঁহার পুত্র ও শিষ্যাদির গোরস্থান আছে।

কমলভব (পুং) কমলাৎ ভবতীতি, কমল-ভূ-অণ্। ১ কমলজ, ব্রহ্মা। ২ একজন জৈনগ্রন্থকার; ইনি কর্ণাটীভাষার শান্তিনাথ পুরাণ রচনা করেন।

কমলভিদা (ত্রি) কমলানাং ভিদা পাটনং, ৬তৎ। পদ্ম প্রস্ফুটিত হওয়া।

কমলযোনি (পুং) কমলং বিষ্ণুনাভিকমলং যোনিরুৎপত্তিস্থানং যস্য, বহুব্রী। ১ ব্রহ্মা। ২ (স্ত্রী) (৬তৎ) পদ্মের উৎপত্তিস্থান।

কমলবতী (স্ত্রী) [কমলদেবী দেখ।]

কমলবীজ (ক্লী) পদ্মবীজ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—স্বাদু, কষায় ও তিক্তরস, শীতল, গুরু, বিষ্টম্ভি, শুক্রবর্দ্ধক, রুক্ষ, বলকারক, সংগ্রাহক, গর্ভসংস্থাপক, এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, রক্ত ও দাহনাশক।

কমলবদন (ত্রি) কমলমিব বদনং যস্য, বহুব্রী। পদ্মের ন্যায় যাহার মুখকান্তি।

কমলবর্দ্ধন (পুং) একজন কম্পনরাজ। তিনি কাশ্মীররাজের একজন প্রবল শত্রু ছিলেন। বালক শূরবর্ম্মা কাশ্মীরের রাজা হইলে তিনি সুযোগ বুঝিয়া কাশ্মীররাজ্য আক্রমণ করেন। একাঙ্গ ও তন্ত্রীগণ তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করে, তাঁহার ভয়ে কাশ্মীররাজ সিংহাসনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া গুপ্তভাবে পলায়ন করেন। কমলবর্দ্ধনের বড় আশা ছিল যে, তিনিই কাশ্মীরের রাজা হইবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কোন মতে তাঁহাকে রাজা হইতে দিলেন না। তৎপরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণেরা যশস্করনামক একজন সামান্য লোককে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কমলবর্দ্ধন ৮১৬ শকে বিদ্যমান ছিলেন।

কমলবসু এখানকার প্রাচীন লোকের মুখে 'ফিরিঙ্গি কমলবোস,' 'ভজুঘষ,' 'জাঁদরেল কালুঘোষ' প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম শুনা যায়। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকে কি প্রকার লোক ছিলেন, তাঁহাদের নামের সহিত বিজাতীয় উপাধি সংযুক্ত হইবার কারণ কি? তাহা অনেকেই অবগত নন।

উপস্থিত প্রবন্ধে কেবল 'ফিরিঙ্গি কমলবোসের' কথাই লিখিব [ভজু ঘষ, কালুঘোষ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কমলবসুর আসল নাম রামকমল বসু। তাঁহার গুরুজনেরা কেবল 'কমল' বলিয়াই ডাকিত তাহা হইতেই তিনি সাধারণের নিকট 'কমলবোস্' বলিয়া পরিচিত হন।

১৭৮৭ খৃঃ অঃ, রামকমল গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী গোইপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাণিকচন্দ্র বসু চন্দননগরে ফরাসীদের অধীনে তহসীলদারী করিতেন। তৎকালে গোইপুরে করাল কালরূপী বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হয়, অধিবাসীরা প্রাণের ভয়ে স্থানান্তরে পলাইতে থাকে। এই সময়ে মাণিকচন্দ্র স্ত্রী ও চারি পুত্রকে চন্দননগরে লইয়া আসেন। সেই পর্য্যন্ত আর তিনি জন্মভূমে ফিরিলেন না। এখানে রামকমল গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় যৎসামান্য বাঙ্গালা ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন।

রামকমল পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, তাঁহার পিতার অবস্থা তেমন ভাল ছিল না, কাজেই তাঁহাকে অল্পবয়সে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। তিনি ২০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পর্ত্তুগীজদিগের সিপ্-সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে জাহাজের কাপ্তেনদিগের সঙ্গে সংস্রব থাকায়, অল্পদিন মধ্যে সামান্য চলিত পর্ত্তুগীজ ভাষা শিখিয়াছিলেন। এই প্রথম কার্য্যে তিনি কিছুই উন্নতি করিতে পারেন নাই, বরং কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট কিছু টাকা দায়ী হন, সেই টাকার জন্য কিছুদিন তাঁহাকে কারাভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে গোপীমোহন ঠাকুরের যত্নে ও সাহায্যে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

রামকমল জেল হইতে আসিয়া নিজের টাকায় ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। এইবার তাঁহার ভাগ্য ফিরিল। এই সময়ে ডি, সুজা, প্রভৃতি প্রধান প্রধান বণিকেরা তাঁহার সহিত কারবার করিতে লাগিলেন।

পর্ত্তুগীজ বণিকদিগের সহিত কারবার করিয়া রামকমল বেশ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তিনি এক প্রকার ছিট কাপড় (চন্দননগরের তাঁতি দ্বারা বুনাইয়া) আমেরিকায় রপ্তানি করিতেন। ইহাতে তিনি বিস্তর লাভ করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, প্রত্যেক জাহাজে তাঁহার ৫০, ৬০৲ টাকা লাভ হইত। এইরূপে তিনি ১০ বার লাভ করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজদিগের (ফিরিঙ্গি) সংস্রবে থাকিয়া বড়লোক হইলেন, সেইজন্য তখনকার লোকেরা তাঁহাকে 'ফিরিঙ্গি কমলবোস' বলিত। বাস্তবিক তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তৎকালে দোল-

দুর্গোৎসবাদি সকল পূজাই মহা সমারোহে সম্পন্ন করিতেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর তাঁহার বিলক্ষণ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। তখনকার টোলে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অনেক জমিজরাত দান করিয়া গিয়াছেন। শুনা যায়, তাঁহার বাটী হইতে কখনও অতিথি ফিরিত না, দীনদুঃখীকেও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

রামকমল অল্পদিন মধ্যেই মান্য গণ্য ও সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু অধিকদিন সেই উপার্জ্জনের ধন ভোগ করিতে পারিলেন না। ৪৩ বর্ষ বয়সে ৫টি পুত্র, কলিকাতা ও চন্দননগরে ভূমিসম্পত্তি এবং কতক নগদ টাকা রাখিয়া ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেন।

মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন, তাঁহার সেই ভবনেই সর্ব্বপ্রথম ডেভিড্ হেয়ার কর্ত্তৃক হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়. এই বাটীতেই রামমোহন রায় প্রথমে আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করেন। এই বাটীতে বসিয়া ডফ সাহেব বাঙ্গালার চারিদিকে মিসনরি পাঠাইবার জন্ম সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান আদিব্রাহ্মসমাজের নিকট দুই তিনটি বাড়ীর পর কমলবসুর সেই প্রসিদ্ধ বাড়ীখানি রহিয়াছে। তাঁহার বংশধরগণের নিকট হইতে মল্লিকেরা এই বাটী খরিদ করিয়াছেন। এখনও অনেক বৃদ্ধ তাহাকে 'ফিরিঙ্গি কমল বোসের' বাড়ী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

কমলবসুর বংশধরেরা এখন চন্দননগরে বাস করিতেছেন। এখন আর তাঁহারা তেমন সম্পত্তিশালী নন; তাঁহার পুত্রগণের অপরিমিত ব্যয়দোষেই সেই বিপুল সম্পত্তি প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়াছে।

কমলষণ্ড (পুং) কমলানাং ষণ্ডঃ সমূহঃ, ৬তৎ। পদ্মসমূহ, অনেক পদ্ম।

কমলসম্ভব (পুং) কমলাৎ সম্ভব উৎপত্তির্যস্য, বহুব্রী। ব্রহ্মা।

কমলা (স্ত্রী) কমল-টাপ্। ১ লক্ষ্মী। ২ সুন্দরী স্ত্রী। ৩ নেবুবিশেষ। [কমলানেবু দেখ.] ৪ গঙ্গা।

("কমলা কমলস্থিকা কালী কলুষবৈরিণী।" কাশী ২৯।৪৪।)

৫ নর্ত্তকীবিশেষ। ৬ কাশ্মীরস্থ পুরীবিশেষ। (রাজত ৪।৪৮৩।)

৭ ছন্দোবিশেষ। ছয়টি নগণ ও একটি সগণ অর্থাৎ ৮টি লঘুবর্ণের পর একটি গুরুবর্ণ যুক্ত যে ছন্দঃ তাহার নাম 'কমল'।

"দ্বিগুণ নগণ সহিতঃ সগণ ইহ হি বিহিতঃ।
ফণিপতি যতি বিমলা ক্ষিতিপ ভবতি কমলা॥"

(বৃত্তরত্নাকর।)

৮ নামরূপে প্রবাহিত একটী নদী, এই নদীর তীর অধিক উর্ব্বরা। [ভ০ ব্রহ্মখণ্ড ১৬।৫৪।]

৯ উত্তর বেহারপ্রদেশে প্রবাহিত নদীবিশেষ। এই নদী নেপাল রাজ্যে হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ অংশকে বুড়ী কমলা বলে। ইহাই ব্রহ্মখণ্ডে তৈর-ভুক্তের অন্তর্গত পুণ্যসলিলা কমলা নদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার তীরে শিলানাথ গ্রাম, তথায় শিলানাথ নামে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি আছে। (ভ০ ব্রহ্মখণ্ড ৪৯।১৬৬) ১০ বিশালরাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। (ঐ ৩৯ অঃ)

কমলাকর (পুং) কমলানাং আকরঃ, উৎপত্তিস্থানম্ ৬তৎ। ১ যে সকল সরোবর তড়াগ প্রভৃতিতে অধিক পদ্ম জন্মে। ২ পদ্মসমূহ। ৩ কমলাকরভট্ট নির্ম্মিত স্মৃতিগ্রন্থবিশেষ।

৪ গোদাবরী তীরবর্ত্তী দেবগিরি নিবাসী নৃসিংহের পুত্র, ইনি সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক ও জাতকতিলক নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

কমলাকরভট্ট। বিখ্যাত স্মৃতিসংগ্রহকার। ইনি রামকৃষ্ণ ভট্টের পুত্র, নারায়ণ ভট্টের পৌত্র এবং দিনকর ভট্টের সহোদর। এই মহাত্মা অনেকগুলি স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। ইঁহার সময়ে ইনি একজন প্রধান স্মার্ত্ত ছিলেন।

কমলাকরের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিই প্রধান। ১ তত্ত্বকমলাকর, ২ পূর্ত্তকমলাকর, ৩ তীর্থকমলাকর, ৪ সংস্কার প্রয়োগ বা সংস্কারপদ্ধতি, ৫ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দীপদানপ্রয়োগ, ৬ শান্তিরত্ন, ৭ শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব, ৮ সহস্র চণ্ড্যাদি বিধি, ৯ নির্ণয় সিন্ধু, ১০ বিবাদতাণ্ডব। ইঁহার গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ইনি ১৫৩৪ শকে বিদ্যমান ছিলেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালে বঙ্গে যে সকল দিগ্গজ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ইনিও একজন। "শ্রীকান্তঃ কমলাকান্তো বলরামশ্চ শঙ্করঃ", প্রভৃতি শ্লোকে ইঁহার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কথিত আছে, শ্রীকান্ত, কমলাকান্ত, বলরাম ও শঙ্কর এই চারিজন পণ্ডিত একত্র একপক্ষ হইয়া বিচারে বসিলে স্বয়ং সরস্বতীও নিজে অপরপক্ষ অবলম্বন করিয়া জয়ী হইতে পারিতেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাকে স্বীয় সভায় রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বিশেষ কারণে কমলাকান্ত বিরক্ত হইয়া, রাজসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় গ্রামে আসিয়া বাস করেন। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত "পুঁড়া" গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। তৎকালে "পুঁড়া" পণ্ডিতমণ্ডলীর বাসস্থান ছিল বলিয়া "ছোট নবদ্বীপ নামে বিখ্যাত

হইয়াছিল। আজও এখানে কমলাকান্তের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান বংশধর কমলাকান্তের প্রপৌত্র।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। একজন প্রসিদ্ধ সাধক এবং বর্দ্ধমানের সভাপণ্ডিত। ইনি ১২১৬ সালে অম্বিকা কাল্না হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া তৎকালীন বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সভাপণ্ডিতপদে নিযুক্ত হন।

কমলাকান্ত একজন সাত্ত্বিক, অভিমানশূন্য ও পরম দেবীভক্ত ছিলেন, তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া তেজশ্চন্দ্র তাঁহাকে আপন গুরুপদে বরণ করেন এবং তাঁহার বাসের জন্য বর্দ্ধমানের নিকট কোটালহাট গ্রামে সুন্দর বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই বাটীতে তিনি মহা সমারোহে শ্রীশ্রী৺শ্যামাপূজা সম্পন্ন করিতেন। উক্ত পূজার দিন তাঁহার শত্রু মিত্র সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ এবং তাঁহার ভক্তিগাথা শ্রবণ করিতেন।

যেরূপ পদাবলীতে রামপ্রসাদ দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, যে পদাবলী এখনও সমস্ত বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দেয়, কমলাকান্ত সেইরূপ পদাবলী গান করিয়া এক সময়ে বর্দ্ধমানবাসীদিগকে মাতাইয়া গিয়াছেন। কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, যে কোন লোক হউক, যখন তাঁহাকে অনুরোধ করিত, তিনি যে কোন সুর ও তালে একটি শ্যামাবিষয়ক পদ রচনা করিয়া নিজে গাহিয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতেন।

তিনি নির্ভীক ও সরলচিত্ত ছিলেন। শুনা যায়, একদিন রাত্রিকালে 'ওড়্গাঁয়ের ডাঙ্গা' নামক মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ কতকগুলি দস্যু ভীমরবে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি দেখিলেন, এইবার বুঝি তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। তখন নির্ভয়ে পরমানন্দে রামপ্রসাদী সুরে এই বলিয়া শ্যামা মাকে ডাকিলেন,—

"আর কিছু নাই শ্যামা তোমার কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি অতএব হ'লেম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা'
কিন্তু বিপদ্‌কালে কেউ কোথা নাই, ঘর বাড়ী ওড়্গাঁয়ের ডাঙ্গা
নিজ গুণে যদি রাখ, করুণা-নয়নে দেখো,
নইলে জপ করি যে তোমায় পাওয়া, সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা
কমলাকান্তের কথা, মাকে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে রইল টাঙ্গা॥"

দস্যুগণ মোহিত হইল। তাহারা বৈরভাব বিসর্জ্জন দিয়া কমলাকান্তের পদানত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কমলাকান্ত তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি বিবেকস্রোতে ভাসিতেন, সংসারের কিছুমাত্র মমতা করিতেন না। শুনা যায়, যখন তাঁহার স্ত্রীকে দাহ করিবার জন্য চিতা প্রজ্বলিত হয়, তখন কমলাকান্ত নৃত্য করিতে করিতে গাহিলেন—

"কালি! সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখ্‌বি কিনা রাখ্‌বে সেটা॥
তোমার কৃপায় যার তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কোপীন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাস তুচ্ছ বাস মণি কোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন ঘুচ্‌ল না তার সিদ্ধি ঘোঁটা॥
দুঃখে রাখ সুখে রাখ কর্‌বা কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ দিয়ে প'রেছি আর পুঁছ্‌তে কি পারি সাধের ফোঁটা
জগত জুড়ে নাম দিয়াছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা॥"

কুমার প্রতাপচাঁদও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

শুনা যায়, তাঁহার মৃত্যুকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র স্বয়ং তাঁহার ভবনে উপস্থিত হন এবং গুরুদেবকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করেন। তাহাতে কমলাকান্ত একটী পদাবলী গাহিয়া তাঁহাকে উত্তর দিলেন—

"কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে বিমাতার কি শরণ লব॥"

অনন্তর কমলাকান্ত ইহ সংসার পরিত্যাগ করিলেন। প্রবাদ এইরূপ, সাধকের তৃণশয্যা ভেদ করিয়া ভোগবতীর স্রোতোবেগ প্রবাহিত হইয়াছিল।

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। আজকাল ইংরাজেরা প্রাচ্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া খোদিত লিপি, প্রাচীন হস্তাক্ষর প্রভৃতি পাঠ করিয়া যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, তাহার মূল এই পণ্ডিত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসিয়াটিক সোসাইটীর পণ্ডিত ছিলেন। যৎকালে পণ্ডিত কমলাকান্ত এই সমাজের পণ্ডিত ছিলেন, তখন প্রধান পুরাতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ সাহেব ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রাচীন শিলা লিপি, তাম্রফলক, হস্তাক্ষর প্রভৃতির মর্ম্মোদ্ধার করাই পণ্ডিত কমলাকান্তের কার্য্য ছিল।

দিল্লী ও আলাহাবাদে দুইটি লৌহস্তম্ভে প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষায় কোন বিষয় অঙ্কিত ছিল। ইহার অনুলিপি পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু সার উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক ও হোরেস হেমেন উইলসন প্রভৃতি সংস্কৃতাবিৎ সাহেবেরা ইহার অর্থ করিতে বা কোন্ জাতীয় অক্ষরে

অভিত, তাহার বিন্দু বিসর্গও স্থির করিতে পারেন নাই। শেষে কমলাকান্ত এই লিপির মর্ম্মোদ্ধার করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। কমলাকান্ত প্রথমতঃ লিপিগুলির অক্ষর নির্ণয় করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে ইহার সহিত ধাউলি, সাঁচি ও গিরিনর প্রভৃতি স্থানের খোদিত লিপির সমতা দেখিয়া বঙ্গাক্ষর ও দেবনাগরাক্ষরের সহিত মিলাইয়া একে একে অক্ষরগুলি স্থির করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে "দ" ও "ন" স্থির হয়। "দ" ও "ন" স্থির হইবার পর কার্য্য অনেকটা সহজ হইয়া গেল, তৎপরে া ি ু ইত্যাদি স্থির করিয়া ফেলিলেন। ক্রমশঃ অন্যান্ত বর্ণ ও পরে শব্দ স্থির করিয়া লইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, লিপি দুইখানি প্রাচীন পালিভাষায় খোদিত। বর্ত্তমানকালে এই প্রাচীন পালিবর্ণমালা উদ্ভাবনের মূল এই বঙ্গীয় পণ্ডিত ৺কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার।

ইহার পর কমলাকান্ত উক্ত দুইখানি লিপির অর্থোদ্ধার ও টীকা করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সেই অর্থ ও টীকা সাধারণে প্রচারিত হইলে, বিদ্বজ্জনসমাজে মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। ভারতেতিহাসের তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়গুলির একটি নূতনালোক প্রকাশিত হইল, কিন্তু যাহার দ্বারা এত কাণ্ড ঘটিল, তিনি তাহার ফল পাইলেন না। ফল পাইলেন সম্পাদক প্রিন্সেপ সাহেব। আমেরিকা ও য়ুরোপ হইতে বিদ্যানুরাগীরা প্রিন্সেপ সাহেবকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রিন্সেপ সাহেব নিতান্ত অকৃতজ্ঞ লোক ছিলেন না, তিনি তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে কমলাকান্তকেই ইহার মর্ম্মোদ্ভেদক ও টীকাকার বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

বেরিলীতে প্রাপ্ত একখানি কুটিল লিপির সমালোচনা-কালে কমলাকান্ত মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, এরূপ সুন্দর ভাব ও ভাষা তিনি অন্য কোন লিপিতে এ পর্য্যন্ত দেখেন নাই। এই লিপিখানির বর্ণমালা হইতেই যে বঙ্গলিপির বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে বা সাদৃশ্য আছে, এ কথা কমলাকান্তই প্রথমে প্রকাশ করিয়া যান।

কমলাকান্ত আর একটি বিশেষ কার্য্য করিয়া পুরাতত্ত্ব আলোচনার সমধিক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত দিল্লী ও আলাহাবাদলিপিতে অক্ষরের দ্বারা সংখ্যা-বাচকত্ব প্রতিপাদিত ছিল। কোন্ অক্ষর কোন্ সংখ্যার বোধক, তাহা নানা সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিয়া নির্ণয় করিয়া যান। এ স্থলে তাহার দুই একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল—

"স্তনাগাকৃতিশ্চতুষ্কো বিসর্গশ্চ।"

৪ (চারি)—এই অঙ্কটী স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয়াকৃতি এবং বিসর্গের ন্যায়। কাতন্ত্র ব্যাকরণে তিনি এই সূত্র পাইয়া স্থির করেন যে, বিসর্গ (:) বর্ণটা চার এই অঙ্কবোধক বর্ণ। এইরূপে পিঙ্গলকৃত প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্র ৬ (ছয়) সংখ্যাবোধক বর্ণ নির্ণয় করিয়াছিলেন।

ইহার পরে ও পূর্ব্বে প্রিন্সেপ সাহেব এইরূপে কমল পণ্ডিতের সাহায্যে নানাবিষয়ে বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়া-ছিলেন। প্রিন্সেপ নিজে বিশেষরূপে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন না; পণ্ডিত কমলাকান্তই তাঁহার চক্ষু হইলেন। কমলাকান্ত যশোলিপ্সু ছিলেন না, তাহা বিশেষ বুঝা যায়। কারণ, যদি তাঁহার বিন্দুমাত্র যশোলিপ্সা থাকিত, তাহা হইলে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটা যদি তাঁহার নিজ নামে প্রচার করিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ন্যায় তাঁহার নাম পৃথিবীর সকল স্থানে বিঘোষিত হইত।

দুঃখের বিষয়, এই পণ্ডিতবরের চরিত্রবিষয়ে বা কোথায় তাঁহার জন্ম স্থান, কোথায় তিনি থাকিতেন, কে তাঁহার পিতা মাতা ছিল, তাহার কণামাত্রও সন্ধান পাওয়া গেল না।

কমলাক্ষ (ত্রি) কমলমিব অক্ষি যস্য, বহুব্রী। পদ্মের ন্যায় সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট।

কমলাদেবী। ১ কাদম্বরাজ শিবচিত্তবীরপ্রমাদদেবের পাটরাণী। দাক্ষিণাত্যের শিলালিপি পাঠে জানা যায়—তাঁহার পতি গোপকপুরাতে (বর্ত্তমান গোয়ানগরে) রাজত্ব করিতেন। তিনি পতির প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। দেব-দ্বিজকে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার দানশীলতা ও পরোপকারিতা গুণে তিনি শ্রেষ্ঠ রমণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ব্রাহ্মণদিগকে অনেক-গুলি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে ৪২৭৫ কল্যব্দে (১০৭৪ খৃ অঃ) কাদম্বরাজ ব্রাহ্মণগণকে দেগবে গ্রাম প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কমলাদেবী উমার পূজা করিতেন।

ইতিহাসে আর এক কমলাদেবীর নাম পাওয়া যায়, নিম্নে তাঁহার বিবরণ লিখিত হইল—

২ ইনি গুজরাটরাজ করণ রায়ের পরমাসুন্দরী পত্নী। যখন খিলজীবংশীয় সম্রাট্ আলাউদ্দীন (১২৯৭ খৃষ্টাব্দে) গুজরাট জয় করেন, তখন বন্দিগণের সহিত কমলাদেবীও দিল্লীতে নীত হন। কিছুদিন পরে আলাউদ্দীনের কৌশলে ও প্ররোচনায় কমলাদেবী সম্রাটের সহিত বিবাহিত হন। ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে এই কমলাদেবীর গর্ভজাতা গুজরাটের রাজকন্যা দেবলদেবীও দিল্লীতে বন্দিনী হইয়া আসেন। আলাউদ্দীনের পুত্র শাহজাদা খিজির খাঁ দেবলদেবীর রূপ

মুগ্ধ হইয়া পড়েন। অবশেষে ইঁহাদের উভয়েরও বিবাহ হইয়া যায়। মোবারিক শা সম্রাট্ হইয়া স্বীয় ভ্রাতাকে গোয়ালিয়রের নিকট বন্দী করিয়া নিহত করেন এবং ভ্রাতৃবধূ দেবলদেবীকে নিজ পত্নীত্বে বরণ করেন। খিজির খাঁর সহিত দেবলদেবীর প্রণয়কথা লইয়া তদানীন্তন রাজ-কবি আমীর খসরু "ইসকিয়া" নামে একখানি সুন্দর পারসী কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা এই কমলাদেবীকে "কওলা দেবী" নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

কমলানেবু (দেশজ) সুনামখ্যাত ফল। ইহার গাছকে সংস্কৃত ভাষায় কমলা, নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, সুরঙ্গ, ত্বগ্‌গন্ধ, যক্রগন্ধ, হুরঙ্গ, গন্ধাঢ্য, গন্ধপত্র, মুখপ্রিয় কহে। (ভাবপ্র; রাজনি॰)

বঙ্গের কোন কোন স্থানে নারঙ্গী, নারেঙ্গা, কমলা, মোগ্‌লাই, কাকি, খটামিঠা; হিন্দীতে অমৃতফল, কমলানেবু, সুন্তর, নারিঙ্গী, সন্তরা, নারেঙ্গ; নেপালী 'সুন্তল', গুজরাতী 'নারঙ্গী', পঞ্জাবী 'সন্তর', 'নারঙ্গি', 'নারঙ্গ'; বোম্বাই 'নারঙ্গা শহ্র', 'নারিঙ্গশাল'; মহারাষ্ট্রী 'সহ্ লিম্বু' 'নারঙ্গশাল', 'নারিঙ্গ;' তৈলঙ্গী 'গজনিম্ব', 'কিত্তলি,' 'কিচ্চিলিপণ্ডু', 'নারিঙ্গপণ্ডু'; তামিল 'কিচিলি', 'কেচু', 'কমলা পলম্', কর্ণাটে 'কিত্তলে পণ্ণু,' 'কিত্তবেম্ব'; মলয় 'মাহুর নারঙ্গা' 'কোলাঞ্জি নারকম্'; মহিসুরে 'কেত্তক', 'সিমত্ত মনিস্'; সিংহলী 'নারঙ্গকা'; 'দোদন'; আরবী 'নারঞ্জ'; পারসী 'নারঙ্গ', রুষ 'নারঞ্জন্'; স্পেনীয় 'নারঞ্জ', পর্ত্তুগীজ 'লরঞ্জিরা' (Laranjeira de fructo dolce); জর্ম্মণ 'ওরঙ্গেন বৌম' (Orangen baum) ইতালী 'অরন্‌সিও' (arancio) লাটিন 'অরঞ্জিয়া' (arangia) এবং বর্ত্তমান লাটিন বৈজ্ঞানিক নাম Citrus aurantium

ইংরাজীতে 'অরেঞ্জ' বলে। এই শব্দও আরবী 'নারঞ্জ' শব্দের অপভ্রংশ। আরবী 'নারঞ্জ' সংস্কৃত 'নারঙ্গ' শব্দেরই রূপান্তর মাত্র।

সংস্কৃত নারঙ্গকে এদেশে 'কমলানেবু' বলে কেন? তাহা লইয়াও গোলযোগ। কেহ বলেন, আসামে কমলানামে এক নদী আছে, তাহার নিকট এই নেবু বিস্তর জন্মে বলিয়া ইহার নাম কমলানেবু হয়। আবার কেহ বলেন, ত্রিপুরার রাজধানী কুমিল্লা হইতে এই নেবু পূর্ব্বে আনীত হইত, সেইজন্য কুমিল্লানেবুর স্থানে কমলানেবু নাম হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই দুইটি কথাই ঠিক নয়। কারণ পূর্ব্ব হইতে তৈলঙ্গদেশে এই নেবুকে "কমলাপণ্ডু" বলিত। কমলা নামটিও অন্ততঃ ২।৩ শতবর্ষের প্রাচীন হইবে। কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসারে 'কমলা' নেবুও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"রম্ভাফলং তিন্তিড়ীকং কমলং নাগরঙ্গকম্।
ফলান্যেতানি ভোজ্যানি এতোঽন্যানি বিবর্জ্জয়েৎ॥"

এদেশে নারেঙ্গা বলিলে 'কমলানেবুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট আর একপ্রকার অম্লরস প্রধান নেবুকে বুঝাইয়া থাকে। এইজন্যই বোধ হয় অনেকে বলিয়া থাকেন, "প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রে কমলানেবুর কোন উল্লেখ নাই। পূর্ব্বে এদেশে 'কমলানেবু' ছিল না। বৈদ্যক শাস্ত্রে 'নারঙ্গ' শব্দের উল্লেখ থাকায় স্বীকার করিতে হইবে যে, কমলানেবুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট নারঙ্গনেবুই এদেশে ছিল।"

উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ ডি কণ্ডোল লিখিয়াছেন, "দুইহাজার বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কমলানেবু ছিল না, তাহা হইলে সংস্কৃত শাস্ত্রে অবশ্যই ইহার উল্লেখ থাকিত এবং তাহা হইলে প্রাচীন গ্রীকজাতিও এই উপাদেয় ফলের অবশ্যই বর্ণনা করিত। কমলানেবু চীন হইতে ভারতে আনীত হইয়াছে।"

আবার ডাক্তার বোনেভিয়া বলেন, কমলানেবু ভারতবর্ষেই জন্মাইত। ইহার প্রাচীন সংস্কৃত নাম সুন্তর।

যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায় উক্ত উভয় মতই যুক্তিসঙ্গত নয়।

কমলানেবু বহুদিন হইতে হিমালয় প্রদেশের স্থানে স্থানে, নেপাল, সিকিম, শ্রীহট্টের উত্তরে খাসিয়া গিরির দক্ষিণ প্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে, নাগপুরে এবং দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে জন্মাইতেছে। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে কমলানেবু ভারতবর্ষীয় ফল, চীন অথবা অপর কোন দেশ হইতে এখানে আনীত হয় নাই। ইহার প্রাচীন নাম 'সুন্তর' নয়, কারণ কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এই নামের উল্লেখ নাই। ভাবপ্রকাশপাঠে জানা যায় কমলানেবুর প্রাচীন সংস্কৃত নাম নারঙ্গ।

কমলানেবু প্রধানতঃ চারি প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়,—১ সন্তর বা মোগলাই কমলা, ২ কেওন্‌লা বা নারিঙ্গী, ৩ লাল কম্‌লা, ৪ মান্দারিণ।

১। মোগলাই কমলার ছাল অতি পরিষ্কার, দেখিতে পীতাভ কমলারঙের মত, বক্ বড় আল্‌গা। নাগপুর দিল্লী, আলবার, গুর্গাঁও, লাহোর, মুলতান, পুণা, মান্দ্রাজ, কুর্গ, শ্রীহট্ট, ভোটান, নেপাল এবং সিংহলে এই জাতীয় কমলার আবাদ হয়। অগ্রহায়ণ বা পৌষমাসে ইহার ফল পরিপক্ক হয়।

২। কেওন্‌ল (কম্‌লা)—কোন স্থানে নারঙ্গীনামে প্রসিদ্ধ। এই জাতীয় কমলা মোগলাই কমলা অপেক্ষা

অধিক পরিমাণে জন্মে। আবাদ করিলে ভারতের সর্ব্বত্র এই কমলা জন্মিতে পারে। এই কমলা পৌষ মাঘমাসে কলিকাতার বাজারে বিক্রীত হয়।

৩। লাল কমলাকে উদ্ভিদ্‌বেত্তারা মাল্‌টা নেবু (Malta Orange) বলে। এখন হিমালয় ও দারজিলিঙ্গে যে সবুজ রঙ্গের বুনো কমলা জন্মাইতেছে, তাহা এই জাতীয় কমলার অবনতি মাত্র। ব্রহ্মদেশে ঠিক এই জাতীয় এক প্রকার কমলা দেখিতে পাওয়া যায়। পূণার বাজারে 'মুসেম্বি' নামে একজাতীয় ছোট লালকমলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জাঞ্জিবর হইতে এ দেশে আনীত হয়।

শুকনাৎবালায় এক প্রকার কমলা জন্মে, তাহা খাইতে অতি সুস্বাদু। এই নেবু ইংরাজের অতি প্রিয়, তাঁহারা ইহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কমলানেবু মনে করিয়া সমাদর করেন।

৪। মান্দারিণ—দেখিতে ক্ষুদ্রাকার, বর্ণ প্রায় লাল কমলার মত। খাইতে সুস্বাদু, সকল প্রকার কমলা অপেক্ষা ইহার পাতায় ও ফলে সদ্‌গন্ধ অধিক। ইহা চীন হইতে খাসিয়া গিরি পর্য্যন্ত পার্ব্বত্যায় ভূখণ্ডে উৎপন্ন হয়।

এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর নানাদেশে জলবায়ু ও অবস্থাভেদে নানা আকারের কমলানেবু দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে য়ুরোপেও কমলা জন্মাইত না। প্রথমে পর্ত্তুগীজেরাই ভারতবর্ষ হইতে য়ুরোপে লইয়া যায়।

গুণ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভাবমিশ্রের মতে কমলানেবুর সংস্কৃত নাম নারঙ্গ। তিনি লিখিয়াছেন—

"নারঙ্গা মধুরাম্লঃ স্যাদ্দীপনং বাতনাশনম্।
অপরন্ত্বম্লমত্যুষ্ণং দুর্জ্জরং ব তজ্জং সরম॥"

ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড ১ম ভাগ।

নারঙ্গের (এখন কমলানেবু) গুণ মধুরাম্ল, অগ্নিপ্রদীপক ও বাতনাশক। অপর এক প্রকার নারঙ্গ আছে (যাহাকে আমরা নারেঙ্গানেবু বলি) তাহা অত্যন্ত অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, দুষ্পাচ্য বায়ুনাশক ও সারক।

রাজনির্ঘণ্টের মতে—ইহা মধুর অম্ল, গুরু, রোচন, এবং বাত, আম, ক্রিমি ও শ্রমনাশক; বল্য এবং রুচ্য।

হাকিমীমতে কমলানেবুর খোসা ও ফুল উষ্ণ ও শুষ্ক; ইহার শাঁস শীতল; ঠাণ্ডা লাগিয়া কাসি বা জ্বরভাব হইলে এই ফল খাইতে দেওয়া যায়। ইহার রস পিত্তনাশক এবং পিপাসানিবারক। ক্রিমি অথবা বমন নিবারণের জন্য ইহার বড় ব্যবহার করা যায়। কমলানেবু মিশ্রিত জলও অতিশয় বলকর। ইহার খোসা ও ফুল হইতে তৈল হয়, তাহা মালিসের ঔষধরূপে ব্যবহার করা যায়।

ডাক্তার ঐন্সলি বলেন, "হিন্দু চিকিৎসকদিগের মতে ইহা রক্তশোধক, জ্বরে পিপাসানিবারক, পীনসরোগহর এবং ক্ষুধাবর্দ্ধক। গ্রীষ্মের সময় ভাল পাকা কমলানেবুর সরবত ইংরাজদিগের পক্ষে বড় উপাদেয়। ইহার খোসা বাতনাশক, অজীর্ণরোগের পক্ষে হিতকর।"

ভারতবর্ষীয় ফার্ম্মাকোপিয়ার মতে, ইহা বলকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক। অজীর্ণ রোগে অথবা সাধারণ দুর্ব্বলতার পক্ষে ইহা বড় উপকারী। ইহার পাতা চোঁয়াইয়া যে জল পাওয়া যায়, তাহার আধছটাক মাত্রায় স্নায়বিক এবং মূর্চ্ছারোগে প্রয়োগ করিলে আক্ষেপ নিবারণ করে।

এদেশে মুখে ব্রণ হইলে কেহ কেহ কমলানেবুর শুষ্ক খোসা ঘষিয়া লাগায়, আর ঐ খোসা জল দিয়া বাটিয়া চক্ষুরোগে ব্যবহার করিলে আশু ফল পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্রই কমলানেবু সুস্বাদু ফল বলিয়া সমাদৃত হয়। ইহার গাছ বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। শুনা যায় এক একটি গাছ ৫।৬ শতবর্ষ হইল এখনও জীবিত আছে। ঐ গাছ এক একটি ৫০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয় এবং গুঁড়ি ১২ ফিট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। একটি গাছে ৫০০ হইতে ৬০০০ ফল হয়।

কমলানেবুর পাতা জল দিয়া চোঁয়াইয়া লইলে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। তাহার গন্ধ অতি তীব্র অথচ তৃপ্তিকর। তাহাকে ইংরাজেরা 'নিরোলি অয়েল' বলিয়া থাকেন। এই তৈলে আতর প্রস্তুত হয়। বিলাতে লেবেণ্ডার, সাবান প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যে ঐ তৈল মিশ্রিত করে।

ইহার ফুল হইতে যে তৈলবৎ নির্য্যাস নির্গত হয়, তাহার আতর অতি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক কমলানেবুর তৈল পরীক্ষা করিয়া ইহা হইতে কর্পূর বাহির করিয়াছেন, তাহার নাম 'নিরোলি ক্যাম্ফার'।

কমলাপতি (পুং) কমলায়াঃ পতিঃ, ৬তৎ। বিষ্ণু।

কমলালয় (ক্লী) তাঞ্জোরের অন্তর্গত তিরবলুর নগরস্থ একটি পবিত্র তীর্থ। এখানে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি আছে।

কমলালয়া (স্ত্রী) কমলং আলয়ো যস্যাঃ। লক্ষ্মী।

কমলাসখ (পুং) কমলায়াঃ সখা-টচ্ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১।) বিষ্ণু।

কমলাসন (পুং) কমলং আসনং যস্য, বহুব্রী। ১ ব্রহ্মা।

"ক্লান্তান পুরঃ কমলাসনেন।" কুমার।)

২ (ক্লী) কমলায়া লক্ষ্ম্যা অসনং ক্ষেপণং দানমিত্যর্থঃ। লক্ষ্মীর দান। ৩ আসনবিশেষ, পদ্মাসন।

কমলাসনস্থ (পুং) কমলঃ বিকোর্ণাতিকমলং তদ্রূপে আসনে তিষ্ঠতি, কমল-আসন স্থা-ক। ব্রহ্মা।

কমলাহট্ট (পুং) রাণী কমলাবতী স্থাপিত কাশ্মীরস্থ হাট। (রাজতরঙ্গিণী ৫। ২০৮।)

কমলিনী (স্ত্রী) কমলানি সন্তি অত্র, কমল-ইনি (পুষ্করাদিভ্যো দেশে। পা ৫।২।১৩৫।) ১ পদ্মিনী, পদ্মের গাছ বা গুল্ম। ২ পদ্মাকর, যে সকল সরোবরে অধিক পদ্ম জন্মে। ৩ গঙ্গা।

("কুমুদ্বতী কমলিনী কান্তিঃ কলিভয়াপহা।" কাশী ২৯।৩০।)

কমলেক্ষণ (ত্রি) কমলমিব ঈক্ষণং যস্য, বহুব্রী। পদ্মচক্ষু। পদ্মের ন্যায় যাহার চক্ষু অতি সুন্দর।

কমলেশ্বর (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (কূর্ম্মপু° ৩৪।৭) কোন কোন পুথিতে কমলেশ্বর স্থানে 'কালকেশ্বর' পাঠ দৃষ্ট হয়।

কমলোত্তর (ক্লী) কমলমিব উত্তরং শ্রেষ্ঠম্। কমলাদুত্তরং উত্তমমিব বা। কুসুম্ভ ফুল।

(লট্বায়াং মহারজনং কুসুম্ভং কমলোত্তরম্। হেম ৪।২২৫।)

কমা (স্ত্রী) কম-ণিচ্-অ্‌চ্ অ-টাপ্। ১ শোভা ২ (দেশজ) অল্প হওয়া।

কমাতাপুর। কোচবিহারের একটি প্রাচীন বিধ্বস্ত নগর। রাজা নীলধ্বজ কর্ত্তৃক স্থাপিত। পূর্ব্বে ইহার খুব সমৃদ্ধি ছিল। হোসেন শাহের আক্রমণের পর হইতে বর্ত্তমান দশা হইয়াছে।

কমান্ (পারস্য) ১ বক্র ধনুক।

কমান (দেশজ) অল্প করা।

কমাল খাঁ গখর। সুলতান শারঙ্গের পুত্র; গখররাজ্য প্রতিষ্ঠাতা মালিক খাঁরবংশীয়। গখররাজ্য ভাট ও সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যবর্ত্তী গিরিমালার মধ্যে, এইখানে কমাল খাঁর পিতা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পিতা মালিক কলান শেরশাহের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করেন। অবশেষে তিনি সপুত্র গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হন। এইখানে মালিক নিহত হইলেন। শেরশাহের পুত্র সলিমশাহের কৃপায় কমাল খাঁ মুক্তিলাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃব্য সুলতান আদম গখররাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। কমাল দেখিলেন পিতৃব্যের হস্ত হইতে উদ্ধারের আর আশা নাই, তখন নিরুপায় হইয়া অকবর বাদশাহের সভায় উপস্থিত হইলেন। অকবর তাঁহাকে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে তিনি কার্য্যদক্ষতা গুণে পঞ্চহাজারী পদ অধিকার করিলেন। এইবার তাঁহার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের সুযোগ হইল। তিনি অকবরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তখন অকবর সুলতান্ আদমকে শাসন করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইলেন। আদম পরাজিত ও বন্দী হইয়া কমাল খাঁর নিকট আনীত হইলেন। অকবরের অনুগ্রহে কমাল খাঁ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। আদম বন্দীভাবে জীবন অতিবাহিত করিলেন। ১৫৬২ খৃঃ অঃ কমাল খাঁর মৃত্যু হয়।

কমালগঞ্জ। ফরক্কাবাদ (ফরুখাবাদ) জেলার অন্তর্গত ফরুখাবাদ তহসীলের অধীন একটি গ্রাম, গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২৮৯৮। এই গ্রামে গুরসহাইগঞ্জ যাইবার পথে দুই ধারে দোকান। মঙ্গল ও শুক্রবারে হাট বসে। বস্ত্র ও শস্যের ব্যবসা হয়। এখানে পুলিস ও বড় ডাকঘর আছে। পুলিসের জন্য এখানকার লোকদিগকে কর দিতে হয়।

কমালপুর। মধ্যপ্রদেশের ভূপাল রাজ্যের অধীনস্থ একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সামন্ত ঠাকুর মদনসিংহ সিন্ধিয়ার নিকট হইতে প্রতিবর্ষে ৪৬০০৲ টাকা পাইয়া থাকেন এবং সুজাবলপুরের অন্তর্গত একটি গ্রামের উপসত্ত্ব ভোগ করিয়া থাকেন

কমালুদ্দীন্ খুজন্দী (সেখ)। একজন বিখ্যাত পারস্য কবি। হাফেজের সমসাময়িক। কেবল কমাল খুজন্দী নামে পরিচিত। পারস্যে খুজন্দনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৯০ খৃঃ অঃ, তাব্রেজ নগরে ইহার মৃত্যু হয়, তথায় ইহার সমাধিস্থান আছে। ইহার গজল মুসলমানসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে।

কমাসিন (বা দর্শেন্দা)। বান্দা জেলার একটি তহসীল, যমুনার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৮১,২০৮। ইহার সদরথানা কমাসিন গ্রাম, উহা বান্দানগর হইতে ১৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২০০০, তন্মধ্যে ঠাকুরদিগের সংখ্যাই অধিক।

কমিতা [তৃ] (পুং) কম-ণিঙ্-ভাবে তৃচ। কামুক।

(কমিতা কামুকে পুং। শব্দার্থ।)

কমিত্রী (স্ত্রী) কাম-তৃ-ঙীপ্। কামুকী।

কমী (পারস্য) অল্প কম।

কমে (দেশজ) অল্প হয়, কম হয়।

কমেবার। গোদাবরীতটস্থ কৃষকজাতি বিশেষ।

কমোনা। উত্তরপশ্চিমে বুলন্দসহর জেলার একটি গ্রাম। কালীনদীর দক্ষিণতটের নিকট অবস্থিত। এখানকার দুর্গ প্রসিদ্ধ।

কমনে (দেশজ) কোন্ দিকে।

কম্প (পুং) কপি ভাবে ঘঞ্, ইদিত্বাৎ নুম্। ১ কাঁপা, গাত্র চলিত হওয়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বেপথু, বেপন, বেপ, ও স্পন্দ। ২ বায়ুস্পর্শে পত্রাদি চালিত হওয়া।

কম্পজ্বর (পুং) কম্পযুক্তো জ্বরঃ মধ্যলো°। যে জ্বরে কম্প হয়, বায়ুযুক্ত জ্বর। [জ্বর দেখ।]

157-III

কম্পন (ত্রি) কপি-যুচ্-ইদিত্বাৎ মুম্। ১ কম্পযুক্ত, কাঁপনে। সংস্কৃত পর্য্যায়—চলন, কম্প, চল, লোল, চলাচল, চঞ্চল, তরল, পারিপ্লব, পরিপ্লব, চপল ও চটুল। ২ কম্পকারক। ৩ (ক্লী) (কপি-ভাবে ল্যুট্) কম্প। (কম্পনং ন দ্বয়োঃ কম্পে। মেদিনী।) (পুং) ৪ (কম্পয়তি বেপথুযুক্তং করোতি, কাপ-ণিচ্-যুচ্, ল্যুর্বা।) শীত ঋতু। ৫ রাজবিশেষ।

("কাম্বোজরাজঃ কমঠঃ কম্পনশ্চ মহাবলঃ।
স তত্তঃ কম্পয়ামাস যবনানেক এব যঃ॥" ভারত ২।৪।১২।)

৬ অস্ত্রবিশেষ। ৭ সন্নিপাত জন্য জ্বরবিশেষ। ভাবমিশ্র ককোষণ সন্নিপাত জ্বরকেই কম্পজ্বর বলিয়াছেন—

"জড়তা গদ্‌গদা বাণী রাত্রৌ নিদ্রা ভবত্যপি
প্রস্তব্ধে নয়নে চৈব মুখমাধুর্য্যমেব চ॥
ককোষণস্য লিঙ্গানি সন্নিপাতস্য লক্ষয়েৎ।
মুনিভিঃ সন্নিপাতোঽয়মুক্তঃ কম্পনসংজ্ঞকঃ॥"

ককোষণ সন্নিপাতে শরীরে জড়তা, গদ্‌গদবাক্য, রাত্রে অধিক নিদ্রা, চক্ষুদ্বয় স্তব্ধ ও মুখে মিষ্টরস বোধ হয়। মুনিগণ ইহাকেই কম্পজ্বর বলেন।

৮ কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী নগরবিশেষ।

কম্পনা (স্ত্রী) কম্পন টাপ। নদীবিশেষ। ২ সেনা, সৈন্য।

কম্পনীয (ত্রি) কম্পন তব্য। কম্পনের যোগ্য।

কম্পমান (ত্রি) কপি-শানচ্-ইদিত্বাৎ মুম্। কম্পযুক্ত, যে কাঁপিতেছে।

কম্পলক্ষ্মা [ন] (পুং) কম্পঃ চলনং লক্ষ্ম লক্ষণং যস্য, বহুব্রী। বায়ু বাতাস। (কম্পলক্ষ্মা পুমান্ বায়ৌ। শব্দাব্ধি।)

কম্পবায়ু (পুং) কম্পঃ কম্পকরঃ বায়ুঃ। বাতরোগবিশেষ। কম্পকারক বায়ুরোগবিশেষ। [বাতব্যাধি দেখ।]

কম্পা (স্ত্রী) কপি ভাবে অ টাপ। কম্পন, সঞ্চালিত হওয়া।

কম্পাক (পুং) কম্পয়া চলনেন কায়তি প্রকাশতে, কম্প কৈ-ক। বায়ু।

(কম্পাক নিত্যগতিগন্ধবহপ্রভঞ্জনাঃ। হেম ৩। ১৭২।)

কম্পিত (ক্লী) কপ ভাবে ক্ত। ১ কম্পন। ২ (কর্ত্তরি ক্ত (ত্রি) কম্পযুক্ত। (কম্পিতং কম্পনে স্মৃতং কম্পযুক্তে চ। শব্দাব্ধি।)

কম্পিল (পুং) কম্প-ইলচ্। ১ রোচনী, কমলাগুঁড়ী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কম্পিল্ল, কম্পিল্য, কম্পীল, কম্পিল্লক, রক্তাঙ্গ, রেচী, রেচনক, রঞ্জক, লোহিতাঙ্গ, ও রক্তচূর্ণক। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—বিরেচক, কটু, উষ্ণ, লঘু এবং ব্রণ, কফ, কাস ও উদর ক্রিমিনাশক। সুশ্রুতের মতে ইহার তৈল গুণ—তিক্ত, কটু ও কষায়রস, অধোগত দোষ-নাশক, দুষ্ট ব্রণশোধক, এবং ক্রিমি, কফ, কুষ্ঠ ও বায়ুনাশক। ২ ফরকাবাদের কাইমগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটি প্রধান গ্রাম। মহাভারতে কাম্পিল্য নামে প্রসিদ্ধ। [কাম্পিল্য দেখ।]

কম্পিল্ল (পুং) কম্প-ইল্ল। কমলাগুঁড়ী।

কম্পিল্লক (পুং) কম্পিল্ল স্বার্থে কন্। কমলাগুঁড়ী।

কম্পী [ন্] (ত্রি) কম্পো অস্যাস্তি, কম্প-ইনি। ১ কম্পযুক্ত। ২ (কম্প-ণিচ্ ণিনি) যে কাঁপায়।

("গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ॥" শিক্ষা ৩২।)

কম্প্য (ত্রি) কপি ণিচ্-কর্ম্মণি যৎ। চালনীয়, কাঁপাইবার উপযুক্ত।

কম্প্র (ত্রি) কম্পি-র (নমিকম্পি স্ম্যজসকমহিংসদীপো রঃ। পা ৩। ২। ১৬৭।) কম্পান্বিত। ("বিধায় কম্প্রানি মুখানি কম্প্রতি।" নৈষধ ১। ১৪২) স্ত্রিয়াং টাপ্। শাখা।

কম্বখৎ (পারস্য) দুঃখী, অসুখী, দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

কম্বখতী (পারস্য) দুর্দ্দশা, দুঃসময়।

কম্বন। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তামিল কবি। বেল্লুরের বেন্নৈই নেল্লুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তত্রত্য বল্লালনামক শূদ্রবংশীয়। বার বর্ষ বয়স হইতে বাল্মীকি-রামায়ণ তামিল ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সম্পূর্ণ করেন। চোলাধিপ করিকাল চোল তাঁহার কবিত্বগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেন। রাজেন্দ্র চোল কম্বনকে আপন রাজসভায় আহ্বান করিয়া রাজকবি উপাধি প্রদান করেন। তিনি ৮০৭ শকে বিদ্যমান ছিলেন। তৎকৃত তামিল রামায়ণ, 'কম্বনপাদল,' 'কাঞ্চিবরম্ পিল্ল তামল', 'চোল কুর্ব্বজ' (করিকাল চোলের ইতিহাস), এবং 'কম্বন অগরাধি' নামক তামিল অভিধান দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ। তিনি মদুরানগরে ৭০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন (Wilson's Mackenzie Collection.)

কাহারও মতে, ইহার নাম কম্বর, তঞ্জোরের অন্তর্গত কম্ব-নাডু নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আপন রামায়ণের তামিল অনুবাদ রাজেন্দ্র চোলের সময় আরম্ভ করিয়া কুলোত্তুঙ্গ চোলের রাজ্যকালে সমাপ্ত করেন।

(Caldwell's Dravidian Grammar, p. 134)

কম্বম্। মান্দ্রাজের কর্ণুলজেলার অন্তর্গত একটি নগর।

কম্বর (পুং) কম্ব-অরন্। বিবিধবর্ণ, চিত্রবর্ণ। ২ (ত্রি) নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট।

কম্বর। সিন্ধুপ্রদেশস্থ একটি তালুক। অক্ষা° ২৭°২৮´ হইতে ২৭° ৫৯´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭° ৩৩´ ৪৫´´ হইতে ৬৮°১০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ৯৭৭ বর্গমাইল। এখানে প্রায় লক্ষলোকের বাস। এখানকার অপর নাম শাহদৎপুর। শিকারপুর জেলা হইতে এখানে তালুক উঠিয়া আসিয়াছে। ইহার প্রধাননগর কম্বর। অক্ষা° ২৭° ৩৫´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৬৮° ২´ ৪৫´ পূঃ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বেলুচীরা এই নগর লুটপাট করে, তাহার পরবর্ষে অগ্নিপ্রয়োগে এই নগর এককালে ধ্বংস হইয়া যায়।

কম্বল (পুং) কম্ব বৃষাদিত্বাৎ কলচ্। ১ মেষাদির লোম-নির্ম্মিত আসনবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রল্লক, বেশক, রোমযোনি, রেণুকা ও প্রাবার। এদেশে অনেকেই কম্বল ব্যবহার করেন। পূর্ব্বে কম্বল কবচের কাজ করিত। কেহ কেহ বলেন কম্বলের তুলাভরা করিয়া গায়ে দিলে বন্দুকের গুলি পর্য্যন্ত শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। ২ সর্প-বিশেষ। ৩ গো প্রভৃতির গলকম্বল। ৪ উত্তরীয়। ৫ মৃগ-বিশেষ। ৬ নাগবর্গ এদিক একটি পাতালে ও অপরটি বরুণ-দেবের সভাস্থলে বাস করে। ৭ কৃমিবিশেষ। ৮ তীর্থবিশেষ।

("প্রয়াগং সুপ্রতিষ্ঠানং কম্বলাশ্বতরৌ তথা।

তীর্থং ভোগবতী চৈব বেদিরেষা প্রজাপতেঃ॥" ভারতবন ৮৫অঃ)

৯ (ক্লী) জল।

(কম্বলো নাগরাজে স্যাৎ সাস্না প্রাবরয়োরপি।

কপাবপ্যন্তরাসঙ্গে সলিলে তু নপুংসকম্। মেদিনী।)

কম্বলক (পুং) কম্বল-স্বার্থে কন্। কম্বল। [কম্বল দেখ।]

কম্বলকারক (পুং) কম্বলং করোতি, কম্বল-কৃ-ণ্বুল্। কম্বল-নিৰ্ম্মাতা, যাহারা কম্বল প্রস্তুত করে।

কম্বলধারক (পুং) কম্বল-ধৃ-ণ্বুল্। কম্বলধারী, যাহার গাত্রে কম্বল আছে।

কম্বলবর্হিষ (পুং) অন্ধকরাজের পুত্রবিশেষ॥ভাগবত ৯।২৪।১১।)

কম্বলবান্ [ৎ] (ত্রি) কম্বলোঽস্ত্যস্তি, কম্বল-মতুপ্-মস্য বঃ। ১ কম্বলবিশিষ্ট, যাহার কম্বল আছে। ২ প্রশস্ত গলকম্বল-বিশিষ্ট (বৃষ)।

কম্বলহার (পুং) কম্বলং হরতি, কম্বল-হৃ-অণ্। ১ কম্বলহারক, যে কম্বল অপহরণ করে। ২ ঋষিবিশেষ।

কম্বলার্ণ (ক্লী) কম্বলরূপং ঋণম্, কম্বল-ঋণ-বৃদ্ধিঃ (প্রবৎসতর-কম্বলবসনার্ণদশানামৃণে। পা ৬। ১। ৮৯। বার্ত্তিক ৬।) কম্বলরূপ ঋণ।

কম্বলিকা (স্ত্রী) কম্বল-স্ত্রী-স্বার্থে কন্-হ্রস্বঃ-টাপ্ চ। ১ ক্ষুদ্র-কম্বল। ২ কম্বলমৃগের স্ত্রী।

কম্বলিবাহ্যক (ক্লী) কম্বলঃ সাস্না অস্ত্যস্য, কম্বল-ইনি, কম্বলিভির্বৈবরূহতে, কম্বলিন্ বহ-কর্ম্মণি ণ্যৎ-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। গোশকট, গরুর গাড়ী। সংস্কৃত পর্য্যায়—গন্ত্রী ও গান্ত্রী।

(অনস্তঃ শকটো হৃৎ স্যাদ্ গন্ত্রী কম্বলিবাহ্যকম্। (হেম ৩।৪১৭)

কম্বলী [ন্] (পুং) কম্বলঃ গলকম্বলঃ প্রশস্তোঽস্ত্যস্য, কম্বল-ইনি। বৃষ।

কম্বলীয় (ত্রি) কম্বলায় হিতম্, কম্বল-ছ। কম্বলের উপাদান, মেষলোমযুক্ত।

কম্বল্য (ক্লী) কম্বল-যৎ (কম্বলাচ্চ সংজ্ঞায়াম্। পা ৫।১।৩) শতপল পরিমিত উর্ণা। কম্বলমূর্ণাপলশতম্। (কাশিকা)

কম্বালায়ী [ন্] (পুং) শঙ্খচিল।

কম্বি (স্ত্রী) কম্ব বাহুলকাৎ বিন্। ১ দর্ব্বী, হাতা। ২ বাঁশের পাব (কম্বির্বংশে চ বংশস্য খজাকারামপি স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

কম্বু (পুং) কম-উণ্ বুক্চ। ১ শঙ্খ। (পুং) ২ বলয়, বালা। ৩ শামুক। ৪ হস্তী। ৫ চিত্রবর্ণ। ৬ গ্রীবাদেশ। ৭ নলক হাড়।

কম্বুক (পুং) কম্বু স্বার্থে কন্। কম্বু।

কম্বুকণ্ঠী (স্ত্রী) কম্বুরিব কণ্ঠোঽস্যাঃ কণ্ঠ-ঙীষ্। যে স্ত্রীর কণ্ঠদেশে শঙ্খের ন্যায় তিনটি দাগ আছে।

কম্বুকা (স্ত্রী) অশ্বগন্ধা বৃক্ষ। [অশ্বগন্ধা দেখ।]

কম্বুকাষ্ঠা (স্ত্রী) কম্বু চিত্রবর্ণং কাষ্ঠং যস্যাঃ, বহুব্রী। অশ্বগন্ধা।

কম্বুগ্রীব (স্ত্রী) কম্বুরিব রেখাত্রয়যুক্তা গ্রীবা যস্য। যাহার গলদেশে শঙ্খের ন্যায় তিনটি রেখাবিশিষ্ট।

("কম্বুগ্রীবঃ পুষ্করাক্ষো ভর্ত্তা যুক্তো ভবেন্মম।"

ভারত ১। ১৫১। ১৮।)

কম্বুগ্রীবা (স্ত্রী) কম্বুরিব রেখাত্রয়যুক্তা গ্রীবা, উপমি। শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়যুক্ত গ্রীবা।

কম্বুপুষ্পী (স্ত্রী) কম্বুবৎ শুভ্রং পুষ্পং যস্যাঃ; বহুব্রী। শঙ্খ-পুষ্পীবৃক্ষ। [শঙ্খপুষ্পী দেখ।]

কম্বুমালিনী (স্ত্রী) কম্বুতুল্যা পুষ্পাণাং মালা সমূহঃ অস্ত্যস্যাঃ। শঙ্খপুষ্পী।

কম্বু (ত্রি) কম্ব-কু, নিপাতনাৎ সাধুঃ (অন্দৃদৃম্ফুজম্বুকম্বু কফেলুকর্কন্ধুদিধিষু। উ° ১। ৯৫। এই সকল শব্দ কু প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়।) ১ চোর। (কম্বুঃ পরদ্রব্যাপহারী। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ (স্ত্রী) (কম্ব-উঙ্) কম্বু। [কম্বু দেখ]

কম্বুক (পুং) কম্বু-স্বার্থে কন্। কম্বু।

কম্বো জাতিবিশেষ। এখন এই জাতি পঞ্জাব ও বিজনোরে বাস করে। পূর্ব্বে ইহারা সিন্ধুনদ ছাড়াইয়া কাবুলের

উত্তর প্রদেশে বাস করিত। সংস্কৃতশাস্ত্রে ইহারাই 'কাম্বোজ' নামে উক্ত হইয়াছে এবং ইহাদের পূর্ব্ববাসস্থানকে পূর্ব্বকালে 'কাম্বোজ' বলিত। তৎকালে সকলেই হিন্দু ক্ষত্রিয় ছিলেন। মুহম্মদ গিজনী এই জাতির অনেককেই মুসলমান করেন। মোগলেরা এই জাতিকে বড় ঘৃণা করিত। পারসীভাষায় চলিত আছে—

"আউঅল্ কম্বো দুএম্ অফগাঁ সেওয়ম্ বদজাত কাশ্মীরী।"

[কম্বোজ দেখ।]

কম্বোজ (পুং) কম্ব ওজ। ১ শঙ্খবিশেষ। ২ হস্তিবিশেষ। ৩ দেশবিশেষ। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে—

"পাঞ্চালদেশমারভ্য ম্লেচ্ছাদ্দক্ষিণপূর্ব্বতঃ।
কাম্বোজদেশো দেবেশি! বাজিরাশিপরায়ণঃ॥"

পাঞ্চালদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ম্লেচ্ছ দেশ হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাম্বোজদেশ। এখানে বিস্তর ঘোটক উৎপন্ন হয়।

শক্তিসঙ্গমের মত ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। রঘুবংশে লিখিত আছে, মহারাজ রঘু পারসীক, সিন্ধুনদতীরবাসী এবং হূণদিগকে জয় করিয়া কম্বোজদেশীয় রাজগণকে পরাজয় করেন। কাম্বোজেরা তাঁহার নিকট অবনত হইয়া উৎকৃষ্ট অশ্ব ও রাশীকৃত সুবর্ণ উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। তৎপরে রঘু অশ্ব সাহায্যে গৌরীগুরু পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।* (রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ)

রঘুবংশের উক্ত বর্ণনা দ্বারা বোধ হইতেছে, কম্বোজদেশ সিন্ধুনদীর উত্তরভাগ এবং গৌরীগুরু † পর্ব্বতের নিকট ছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণে গৌরগ্রীব এবং মহাভারতে সুবাস্তু নদীর সহিত গৌরীনদীর উল্লেখ দেখা যায়। এই সুবাস্তু ও গৌরী নদী বর্ত্তমান্ পঞ্জাবের উত্তরস্থ স্বাৎ প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত।

অতএব রঘুবংশের মত ধরিলে বর্ত্তমান সিন্ধু ও লণ্ডই নদীর উত্তরাংশে পূর্ব্বকালে কম্বোজনামক জনপদ ছিল। পূর্ব্বকালে কম্বোজবাসীরা সংস্কৃত কথা কহিত। (নিরুক্ত ২।২)। [কম্বো দেখ।] ৪ (ত্রি) কম্বোজদেশবাসী।

কম্বোজ। (কম্বোডিয়া) জনপদবিশেষ। উত্তর সীমা লেয়সদেশ, পূর্ব্বে কোচীন-চীন, দক্ষিণে শ্যামোপসাগর ও চীনসাগর এবং পশ্চিমে শ্যামদেশ। অক্ষা০ ৮°৪৭´ হইতে ১৫° উঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পূর্ব্বকালে যখন কম্বোজ স্বাধীন ছিল, সেই সময়ে এই রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরাজগণ এই দূরদেশে রাজত্ব করিতেন; তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ, ধর্ম্মানুরাগ, দেবদ্বিজভক্তি, অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্যমহিমা, বহু শতবর্ষ গত হইয়াছে, তথাপি এখনও কম্বোজের নগরে, কাননে ও পর্ব্বত-গহ্বরে শিলাফলক এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবমন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কম্বোজের প্রাচীন হিন্দুরাজকাহিনী এতদিন খনিগর্ভে মণির ন্যায় লুক্কায়িত ছিল, এতদিন পরে ফরাসীপণ্ডিতগণের গভীর গবেষণা-প্রভাবে সাধারণ সমক্ষে উন্মুক্ত হইয়াছে। হিন্দুগণের ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়। দীন দরিদ্র ধর্ম্মভীরু হিন্দু জানিতে পারিবেন, কম্বোজের প্রাচীন হিন্দু রাজগণ সুদূরবর্ত্তী কম্বোজরাজ্যে যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়; যাহা আমরা বিধর্ম্মী কবলিত ভারতবর্ষে খুঁজিয়া পাই না, সামান্য কম্বোজের ভিতর তাহাই দেখিতে পাইব।

পুরাতত্ত্ব।—বর্ত্তমান কম্বোজের বকু, বকং লোলি, প্রে, ক্রিবস্জেলার অন্তর্গত চম্‌নম, বটিজেলার ফ্নম্ চিসোব নামক পর্ব্বতে, বত্তম্বজেলা (এক্ষণে শ্যামরাজ্যান্তর্গত), ফিমনক্, কেদিচর, এবং অঙ্গ-চম্‌নিক নামক স্থান হইতে প্রাচীন কর্ণাটী অক্ষরে অনেক সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল শিলালিপি পাঠে জানা যায় পূর্ব্বকালে কম্বোজ রাজ্য পশ্চিমে শ্যামদেশ হইতে পূর্ব্বে আনামের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহার প্রাচীন অধিবাসীদিগকে 'কম্বুজ' বা 'কাম্বোজ' বলিত। এই কম্বোজজাতি বর্ত্তমান কম্বোজরাজ্যের আদিম অধিবাসী নয়। ইহাদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে—

"তক্ষশিলা হইতে অনতিদূরে রোমবিষয়ে এক ধর্ম্মনিষ্ঠ বিচক্ষণ নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র যুবরাজ

---

* "বিনীতাধ্বশ্রমাস্তস্য সিন্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ।
তত্র হূণাবরোধানাং ভর্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্।
কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্য্যমনীশ্বরাঃ।
গজালানপরিক্লিষ্টৈরক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমানতাঃ॥
তেষাং সদশ্বভূয়িষ্ঠা তুঙ্গা দ্রবিণরাশয়ঃ।
উপদা বিবিশুঃ শশ্বন্নোৎসেকাঃ কোশলেশ্বরম্॥
ততো গৌরীগুরুং শৈলমারুরোহাশ্বসাধনঃ।" রঘু ৪ সর্গ।

† মল্লিনাথ 'গৌরীগুরু' শব্দের অর্থ হিমালয় লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। গৌরীগুরু এখানে একটি স্বতন্ত্র পর্ব্বতকে বুঝাইতেছে। পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি 'গোরিয়া' (Goryaia) নামে এক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন (Ptolemy. Bk. VII. Ch, I.)। এই জনপদের মধ্য দিয়া গোরনদী প্রবাহিত। এই নদী বর্ত্তমান কাবুল নদীতে পতিত হইয়াছে। উহা ঋক্‌সংহিতা ও মহাভারতে গৌরীনদীনামে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার চারিদিকে পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত। কালিদাস এই পর্ব্বতমালাকেই গৌরীগুরুনামে উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই পর্ব্বত হইতেই গৌরীনদী উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত পর্ব্বতীয় প্রদেশই টলেমি কর্ত্তৃক 'গোরিয়া নামে উক্ত হইয়াছে।

'ক্রু ধং' গর্হিত কর্ম্মের জন্য রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন। সেই রাজকুমার নানাস্থান অতিক্রম করিয়া এই কম্বোজরাজ্যে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।

যদি এই প্রবাদ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, সেই রাজকুমার পঞ্জাব ও কাবুলের উত্তরস্থ কম্বোজ নামক প্রাচীন জনপদ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই দেশের এখনকার কম্বোজদিগের সহিত কাশ্মীরী ও কম্বোজদিগের সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ এখানকার প্রাচীন দেবমন্দিরাদির নির্ম্মাণ প্রণালী ও কাশ্মীরের মন্দিরাদির ন্যায়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এই কম্বোজরাজ্যের নাম হিন্দুরাজ্যের সিন্ধুনদের উত্তরে অবস্থিত 'কম্বোজ' হইতে হইয়াছে।

সেই রাজকুমার কোন্ সময়ে এ দেশে আগমন করেন, তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশ্মীর রাজ তুঞ্জীনের রাজত্বকালে (৩১৯ খৃঃ অঃ) ভারতের পশ্চিম প্রদেশে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়, সম্ভবতঃ সেই সময়ে এই দেশে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু ইহা কতদূর সত্য তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিলাম না।

এখানকার সংস্কৃত শিলালিপিতে 'কিরাত' জাতির নাম পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ তাহারাই এ দেশের আদিম নিবাসী। মৎস্য কূর্ম্ম, বামন, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণানুসারেও ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমাপ্রবাসীর নাম কিরাত।

কম্বোজ ও আনাম (অন্নম)-দেশ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণোক্ত অঙ্গদ্বীপ হওয়াই সম্ভব। এই দ্বীপের বিবরণে উক্ত হইয়াছে—

"অঙ্গদ্বীপং নিবোধধ্বং নানা সত্ত্বসমাকুলম।
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং তদ্দ্বীপং বহুবিস্তরম্ ॥
হেমবিদ্রুমসম্পূর্ণং রত্নানামাকরং স্মৃতং।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সমিদ্ধং লবণাম্ভসা ॥
তত্র চন্দ্রগিরির্নাম নৈকানিক রকন্দরঃ।
তত্রসানুদরীচারু নানাসত্ত্বসমাশ্রয়া ॥
স মধ্যে নাগদেশস্ত নৈকাদশো মহাগিরিঃ।
কোটিশ্যাং নাগনিলয়ং প্রান্তে নদনদীপতেঃ॥"

(ব্রহ্মাণ্ড ৫৪ অঃ।)

য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, ৭৬৩ খৃঃ চীনপতি মিং-হোয়াংতি টাঙ্কিনে অন্নম্' নামে এক সামরিক জেলা সংস্থাপন করেন, তাহার নাম হইতে সমস্ত অন্নম্ বা আনাম দেশের নাম হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় 'অন্নম' শব্দ 'অঙ্গম্' শব্দের অপভ্রংশ। ভারতবর্ষে অঙ্গরাজ্যের রাজধানীর নাম যেমন চম্পা, সেইরূপ এই অঙ্গম্দেশের রাজধানীর নামও চম্পা। এই জন্য পূর্ব্বকালে (শিলালিপি অনুসারে) বর্ত্তমান কম্বোজের যে স্থান হইতে সর্ব্বপ্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাম 'অঙ্গ চম্নিক', ইহাও 'অঙ্গচম্পিক' বা 'অঙ্গচম্পা' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়। এই কয়েকটি প্রমাণের দ্বারা উক্ত স্থানকে এক স্বতন্ত্র অঙ্গদেশ বা অঙ্গদ্বীপ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কম্বোজ এবং অন্নমের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতই সম্ভবতঃ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত 'চন্দ্রগিরি' বলিয়া মনে হয়।

[চম্পা শব্দে অন্যান্য কথা দেখ।]

ইতিহাস।—কম্বোজের হিন্দুরাজগণের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখনও সমস্ত শিলালিপি অথবা এখানকার প্রাচীন পুস্তকাদি সংগৃহীত হয় নাই, যদ্দ্বারা সেই ঘোর অন্ধকার হইতে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই।

অধুনাতন কম্বোজ হইতে যে সর্ব্বপ্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সময় ৪২৬ শক। কিন্তু তাহাতে কোন রাজার নাম নাই। শিলালিপি হইতে যে সকল রাজার নাম বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে 'ভববর্ম্মা' নৃপতিই সর্ব্বপ্রথম। ভববর্ম্মের পর শিলালিপি অনুসারে যে যে হিন্দুরাজের নাম পাওয়া গিয়াছে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল—

রাজনাম।		সময়।
শ্রুতবর্ম্মা		৪৩৮ শক।
মহেন্দ্র বর্ম্মা } ঈশানবর্ম্মা }	...	
জয়বর্ম্মা	...	৪৮৩-৪৮৯ শক,
ভববর্ম্মা	... ...	৪৮৯ শক।
পৃথিবীন্দ্রবর্ম্মা	... ...	(?)
ইন্দ্রবর্ম্মা	(পৃথিবীন্দ্র বর্ম্মার পুত্র)	৭০৯ শক।
যশোবর্ম্মা	(ইন্দ্রবর্ম্মার পুত্র)	৮১০ শক।
হর্ষবর্ম্মা	(যশোবর্ম্মার জ্যেষ্ঠপুত্র)	
ঈশানবর্ম্মা ২য়,	(যশোবর্ম্মার ২য় পুত্র	৮৩১ শক।
জয়বর্ম্মা	(ইন্দ্রবর্ম্মার ২য় পুত্র, যশোবর্ম্মার ভ্রাতা)	৮৫০ শক
হর্ষবর্ম্মা ২য়,	(জয়বর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা)	৮৬৪ "
রাজেন্দ্রবর্ম্মা	(হর্ষবর্ম্মার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)	৮৬৬ "
জয়বর্ম্মা	(রাজেন্দ্রবর্ম্মার পুত্র)	৮৯০ "
উদয়াদিত্য বর্ম্মা ১ম		৯২৩ "
জয়বীরবর্ম্মা	... .	৯২৪ "

সূর্য্যবর্ম্মা		৯৩৮ ৯৫০ শক।
উদয়াদিত্যবর্ম্মা ২য়,		৯৫১ শক।
হর্ষবর্ম্মা ৩য়, (উদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)		
উদয়ার্কবর্ম্মা		৯৮৮ "
জয়বর্ম্মা		..
ধরণীন্দ্রবর্ম্মা		১০৩১ "
সূর্য্যবর্ম্মা		১০৩৪ "
জয়বর্ম্মা	(পরম বিষ্ণুলোক)	১১০৮

উপরোক্ত রাজগণের মধ্যে পৃথিবীন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রবর্ম্মা বকু নামক স্থানে ৮০০ শকে পৃথিবীন্দ্রেশ্বর নামে এক বৃহৎ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র যশোবর্ম্মাও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পিতার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যশোবর্ম্মার ভ্রাতা জয়বর্ম্মার সময় হইতে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে। ইতিপূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধ ছিল না। এই সময় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু এ সময় এখানকার কোন হিন্দুরাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। জয়বর্ম্মা পরম বিষ্ণুলোক সম্ভবতঃ ১১০০ শকে এখানকার প্রসিদ্ধ অঙ্কোরবাটের দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই জয়বর্ম্মার পর শিলালিপিতে আর কোন হিন্দুরাজের নাম এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অনুসন্ধান চলিতেছে, ফল কতদূর হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

চীন ইতিহাসপাঠে জানা যায়, খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে কম্বোজরাজ চীনরাজের নিকট রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দী হইতে কম্বোজরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে, কারণ সেই সময় হইতে আর হিন্দুরাজগণের নাম শুনা যায় না। যাহা হউক কম্বোজের বৌদ্ধ-ইতিহাসও গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন। বোধ হয়, শ্যামের বৌদ্ধরাজগণ প্রবল হইয়া উঠিলে, কম্বোজ শ্যামের অধীন হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসীরা বাণিজ্যের অছিলায় কম্বোজে প্রবেশ করেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে আনামরাজ গিয়া-লং ফরাসীপতি ষোড়শ লুইয়ের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। তদনুসারে ফরাসীরা যুদ্ধকালে আনামরাজকে সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের সাহায্যে গিয়া-লং তৎকালে টঙ্কিং ও কম্বোজ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৩১ খৃঃ অঃ, আনামরাজের মৃত্যু হয়। ১৮৩১ খৃঃ অঃ, তাঁহার পৌত্র তিএন্-ত্রি রাজা হইয়া কয়েকজন ফরাসী ও স্পেনিস্ খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারকের প্রাণ বধ করিবার আদেশ দেন, তাহাতে সমস্ত ফরাসী ও স্পেনিস্গণ ক্ষেপিয়া উঠেন। ১৮৪৭ খৃঃ অঃ, কাপ্তেন রিগল ডি গিনোলি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র নিষ্পত্তি করিবার জন্য সসৈন্যে প্রেরিত হইলেন। আনামরাজ ফ্রান্সের আদেশ অগ্রাহ্য করিলেন। তখন ফরাসী সেনাপতি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অনেকবার যুদ্ধ ঘটিল, কিন্তু তথাপি আনামরাজ ফরাসীদিগের নিকট অবনত হন নাই। আনামের গোলযোগ শুনিয়া ১৮৫৯ খৃঃ অঃ, কাম্বোজের খৃষ্টানেরা একত্র হইয়া বিদ্রোহী হইল। নৌ-সেনাপতি গিনোলি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সৈগন নদী দিয়া কাম্বোজে প্রবেশ করেন। এবার ফরাসীরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে কম্বোজরাজ বিচলিত হইলেন। ১৮৬২ খৃঃ ২৬এ মে আনামরাজ সন্ধি করিবার জন্য কাম্বোজের রাজধানী সৈগননগরে দূত প্রেরণ করেন। ১৫ই জুন তারিখে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়। ফরাসীরা তাঁহাদের যুদ্ধব্যয়াদি এবং পূর্ব্বসন্ধিপত্রানুসারে তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থ আদায় করিয়া লইলেন। এ সময় খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারকেরা অবাধে ধর্ম্মপ্রচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে কম্বোজ আনাম ও শ্যামের অধীনে করদরাজ্যভুক্ত ছিল, একজন রাজপ্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইত। ফরাসীরা কাম্বোজরাজ্যে আসিয়া এখানকার মেকং নদীতীরবর্ত্তী প্রদেশের উর্ব্বরতা ও শস্যশালিতা দেখিয়া বিমোহিত হইলেন, তাঁহারা এই স্থান হস্তগত করিবার ইচ্ছা করিলেন। অক্টম নৌ-সেনানায়ক গ্রাণ্ডিয়ার তত্রস্থ রাজপ্রতিনিধির নিকট প্রেরিত হইলেন। রাজপ্রতিনিধি ফরাসীদের মনোভাব জানিতে পারিয়া আনামরাজের মত মত জানিবার জন্য সময় প্রার্থনা করেন। কিন্তু ফরাসী দূত তাঁহার কথা শুনিলেন না। সে সময়ে কম্বোজ রাজ-প্রতিনিধির তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি ফরাসী-বিপক্ষে স্বীয় মত প্রকাশ করেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সন্ধি করিতে হইল। এই সন্ধি অনুসারে উভয় পক্ষে বাণিজ্য চালাইবার পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। কাম্বোজে ফরাসীদের যে সকল মালের মাসুল লাগিত তাহা রহিত হইল, এবং কম্বোজের উৎপন্ন দ্রব্যাদির যে মাসুল নির্দ্ধারিত ছিল তাহাও উঠিয়া গেল। ফরাসীরা কাম্বোজের নানাস্থানে এক একজন প্রতিনিধি (রেসিডেণ্ট) রাখিবার আদেশ পাইলেন এবং উদঙ্ নামক নগরে আপনাদিগের আবশ্যক মত বাটী, কারখানা ও গুদাম প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার জন্য জমি পাইলেন। কম্বোজরাজ ফরাসীদের অনুমতি ব্যতীত অপর কোন বৈদেশিক প্রতিনিধি উদঙ্ নগরে রাখিতে পারিবেন না, তাহাও সেই সন্ধিপত্রে স্থিরীকৃত হইল।

এতদিন কম্বোজপতি একজন সামান্য রাজপ্রতিনিধি মাত্র ছিলেন, এখন ফরাসীদিগের সাহায্যে রাজ-উপাধি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের মত শ্যামরাজকে কর দিতে লাগিলেন।

১৮৬৫ খৃঃ অঃ, মিকং ও বৈকোনদীর মধ্যবর্তী জলাভূমিতে দেশদ্রোহী দলবদ্ধ হইয়া রাজবিদ্রোহী হয়, তাহারা ফরাসীদিগের উপর অত্যাচার এবং তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্যাদি লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। এই সময় কম্বোজের একজন সামন্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়া কম্বোজরাজ নরোত্তমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তৎকালে ফরাসীরা কম্বোজরাজের সহিত যোগ দিয়া বিদ্রোহি-দমনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সহজে কেহ বশ্যতা স্বীকার করিল না। এই যুদ্ধে দুই তিনজন ফরাসী-সেনাপতি রণশায়ী হইয়াছিলেন।

১৮৬৬ খৃঃ, ১৩ই আগষ্ট, বিদ্রোহী-সামন্ত নিজ দলবল লইয়া প্রবলবেগে রাজধানী আক্রমণ করেন। এই সময়ে রাজপরিবারেরা দারুণ বিপদে পড়িলেন। ফরাসীদিগের প্রায় দুইশত রণতরী উদঙ্ নগরে থাকিয়া শত্রুদিগকে যথাসাধ্য বাধা দিতে থাকে। ১৭ই ডিসেম্বর আসিল, এই দিবস কম্বোজ-ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর দিন। এই দিনে রাজবিদ্রোহী কম্বোজবাসীরা আপনাদের জাতীয়তা রক্ষা করিবার জন্য অকুতোভয়ে প্রাণপণে ফরাসী ও কম্বোজরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত সহস্র কাম্বোজ জন্মভূমির নাম লইয়া রণশয্যায় শয়ন করিল। এই যুদ্ধে ফরাসী ও কম্বোজের অনেক প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বহু যত্ন, অনেক কষ্ট এবং বিস্তর সৈন্যক্ষয়ের পর বিদ্রোহীর করাল কবল হইতে কম্বোজ-রাজধানী উদঙ্ নগর রক্ষিত হইল।

এবার কম্বোজরাজ ফরাসীদিগের সাহায্যে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। কম্বোজরাজ নরোত্তম নিজ নামে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ফরাসীরা মিকং নদীকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

নগর।—এখন কম্বোজের প্রধান নগর সৈগন ও পিঞে (বন্দর)।

হিন্দুকীর্ত্তি।—প্রথমেই লিখিয়াছি, কম্বোজরাজ্যে প্রাচীন হিন্দুরাজগণ যে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, বহুবর্ষ অতীত হইল বটে, কিন্তু এখনও তাহার কীর্ত্তিচিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। কম্বোজের বন-জঙ্গলে, মানবের অগম্যস্থানে, সেই অসাধারণ কীর্ত্তিরাশি পরিলক্ষিত হয়। উৎসাহী ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের যত্নে সেই পুরাকীর্ত্তিসমূহ জনসমাজে প্রকাশিত হইতেছে। যত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিলাম—

কম্বোজের নানাস্থানে যে সকল পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা স্থানভেদে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম অঙ্কোর বট, ২য় নকু ও লোলি, এবং ৩য় কম্বোজের দক্ষিণ ও মধ্যাংশ।

১ম, অঙ্কোর বট।—গ্রামবাসীরা ইহাকে 'নগর বট' অর্থাৎ নগর-মন্দির বলিয়া থাকে। এই মহামন্দির অঙ্কোরনগর হইতে প্রায় দুইক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার মত বৃহৎ মন্দির অতি অল্পই দেখা যায়, মন্দিরের আয়তন প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ হইবে। ইহার পরিবেষ্টক প্রাচীর ১০৮০×১১০০ ফুট্‌ এবং চারিদিকে ২৩০ ফুট্‌ বিস্তৃত খাত দ্বারা পরিবেষ্টিত। খাতের উপর দিয়া মন্দিরে যাইবার জন্য সুদৃঢ় সুরম্য প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতু আছে। সেতুর পর পঞ্চতল গোপুর, তাহার মধ্য দিয়া মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে যাইতে হয়।

নৈর্ঋত কোণ দিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলে ডান ধারে অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হয়। এখানে ভীষ্মের শরশয্যা দেখিতে পাইবে। মধ্যস্থলে কুরুপিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত, তাঁহার দুইপার্শ্বে মুকুট ও কিরীট-শোভিত কুরু ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দণ্ডায়মান। গজে ও রথে তেজঃপুঞ্জ মহারথীগণ অবস্থান করিতেছেন। পিতামহ ভীষ্মের অনতিদূরে গজের উপর রাজা দুর্য্যোধন ম্লানবদনে অপেক্ষা করিতেছেন। শত শত বর্ষ গত হইয়াছে, তথাপি ঐ সকল মূর্ত্তির কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; এই প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তিসকল দূর হইতে দেখিলে জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়।

মন্দিরের মধ্যে পশ্চিমোত্তরভাগে রামায়ণের দৃশ্য। রাক্ষসবানরে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। বিকট মূর্ত্তিধারী রাক্ষসবীরগণ রথে চড়িয়া বাণ বর্ষণ করিতেছে; মধ্যস্থলে রাম হনুমানের উপর বসিয়া রাবণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ দণ্ডায়মান। সিংহ-যোজিত রথে রাবণ রামের শরপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

উত্তরপশ্চিমভাগে দেবাসুরের সমর-দৃশ্য। বিবিধ মূর্ত্তিধারী মুকুটশোভিত দেবগণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বাণ ত্যাগ করিতেছেন; বিকট মূর্ত্তিধারী অসুরগণও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। এখানকার মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রদেবের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি অতি সুন্দর। দেবগণ স্ব স্ব বাহনে আরূঢ়।

উত্তরপূর্ব্বমঞ্চ।—এখানেও দেবাসুরে যুদ্ধ। চতুরানন, পঞ্চানন, ষড়ানন প্রভৃতির সহিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু অসুর দলন করিতেছেন। বহুমুণ্ড ও বহু হস্তবিশিষ্ট দেবগণ অশ্ব, গজ, সিংহ প্রভৃতির আরোহণ করিয়া তীর, ধনুক হস্তে যুদ্ধ করিতেছেন। যুদ্ধস্থলের অদূরে জটাজুটবিলম্বিত ত্রিশূলধারী মহাদেবমূর্ত্তি, সিদ্ধর্ষি যোগিগণ পুষ্পহারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন।

উত্তরভাগের কিছু পশ্চাতে আবার একটি মঞ্চ।—এখানকার শিল্পনৈপুণ্য ও স্থাপত্যকার্য্যাদি এখনও শেষ হয় নাই, সকলই যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এখানেও পৌরাণিক দৃশ্য। বিষ্ণু গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া একজন সহস্রবাহু অসুরকে বিনাশ করিতেছেন। আরও অনেক দেবাসুরমূর্ত্তি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে।

পূর্ব্বদক্ষিণ ভাগে সমুদ্রমন্থন দৃশ্য। কি শিল্পকার্য্যে, কি চিত্রকার্য্যে, কি স্থাপত্যবিদ্যায় সর্ব্ববিষয়ে এই মঞ্চটি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সমুদ্রমন্থনের এমন জীবন্ত দৃশ্য বোধ হয় আর কোথায়ও নাই। মধ্যস্থলে কূর্ম্মের উপর মন্দরাচল স্থাপিত, তদুপরি বিষ্ণু; মন্দর বাসুকীদ্বারা বেষ্টিত, নাগরাজের মুখের দিকে প্রায় ১০০ শত বিকটাকার দৈত্য-মূর্ত্তি, এবং পুচ্ছভাগে ১০০ দেবমূর্ত্তি। দৈত্যগণকে দেখিতে খর্ব্ব, বলিষ্ঠ, শিরস্ত্রাণ ও কবচাবৃত, সকলেরই কর্ণে কুণ্ডল ও লম্বা দাড়ী আছে। দেবগণের মাথায় মুকুট, কণ্ঠে হার, হস্তে বলয়, দুই বাহু অঙ্গদ ও যজ্ঞসূত্র শোভিত। এই দুই শত মূর্ত্তি ঠিক একভাবে দণ্ডায়মান।

যেখানে সমুদ্রমন্থন হইতেছে, তাহার উপরিভাগের দৃশ্য অতি চমৎকার। যেন শত শত স্বর্গবিদ্যাধরী ও অপ্সরোগণ আকাশপথে নৃত্য করিতেছে। তাহার অধোভাগে সাগরের দৃশ্য। নানাপ্রকার সামুদ্রিক জীবজন্তু মৎস্যাদি এই কল্পিত সমুদ্রে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। স্বচ্ছ সলিলে কেমন ধীরে ধীরে স্রোত বহিতেছে!

তাহার পর দক্ষিণপূর্ব্বভাগে আর একটি মঞ্চ। এখানে যমালয়ের দৃশ্য। পাপের নিগ্রহ, পুণ্যের পুরস্কার; স্বর্গ ও নরকের সুখ ও দুঃখের দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে নরকযন্ত্রণার ৩৬টি মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। প্রত্যেক মূর্ত্তির নিম্নে খোদিত লিপিতে যে প্রকার পাপ করিলে যেরূপ নরকভোগ হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত মঞ্চ ছাড়াইয়া পশ্চিমে কিছুদূর গমন করিলে আর একটি সুদৃশ্য মঞ্চ নয়নগোচর হয়। এখানে কম্বোজের রাজগণ ও রাজপরিবারগণের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এখানকার কারুকার্য্যের পারিপাট্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়; এমন চাকচিক্য দৃশ্য কম্বোজের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ! কোথাও পীনোন্নতপয়োধরা সুচারুহাসিনী রাজমহিলাগণ বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া মহাপায়ায় বাসন সমারোহ মধ্য দিয়া যাইতেছেন, উপরে চিত্রবিচিত্র চন্দ্রাতপ দোদুল্যমান, আবার তাহারই পশ্চাতে দিব্যাঙ্গধারিণী সুন্দরীহাসিনী রাজকন্যাগণ নরচালিত রথে আরোহণ করিয়া আছেন, যেন কোথায় যাইতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সখীগণ পুষ্পচয়ন করিয়া উপহার দিতেছে, দাসদাসীগণ নিকটবর্ত্তী ফলশালী বৃক্ষ হইতে ফল লইয়া ছোট ছোট বালকবালিকাকে বিতরণ করিতেছে। রাজকন্যাগণের সহচরীগণ কেহ চামর ব্যজন করিতেছে, কেহ মাথায় ধরিয়াছে, কেহ সুস্বাদু ফল লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাহারই অদূরে নির্জ্জন উপবন-দৃশ্য! গিরিমালা-মধ্যে তরুরাজি,—তরুতলে মৃগশিশু খেলা করিতেছে, তরুশাখায় নানাবিধ পক্ষী বসিয়া আছে।

মঞ্চের উপরিভাগে সশস্ত্র কবচাবৃত রাজপুরুষ, সৈন্য এবং দাসীকগণ দণ্ডায়মান। ইহাদের বেশভূষাও রাজসভার উপযোগী। সম্মুখে রাজসভা। কুণ্ডলধারী জটাজুটবিলম্বি ব্রাহ্মণগণ গম্ভীরভাবে সমাসীন, রাজা ও রাজকুমারগণ পদোচিত বেশভূষা করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট, অস্ত্রধারী যোদ্ধাগণ রাজসভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছেন। প্রাচীন হিন্দুরাজসভা কিরূপ ভাবে হইত, এই দৃশ্য দেখিলে তাহার কতকটা ধারণা হইতে পারে। পরমবিষ্ণুলোক জয়বর্ম্ম আঙ্কোর বতের উক্ত মহাকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

আঙ্কোর বট নামক মন্দির হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দূরে আরও তিনটি পবিত্র স্থান আছে, তাহাদের নাম বকং, বকু ও লোলি।

বকঙের মন্দির অতি প্রাচীন, দেখিতে ত্রিকোণাকার ছয়স্তরে বিভক্ত, প্রত্যেক স্তরে নির্গম আছে, উপর উপর স্থাপিত হইয়া শেষে ৫৪ হাত উচ্চ ত্রিভুজ মন্দিররূপ ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেকের মধ্যস্থলে সিঁড়ি, তাহাতে সিংহমূর্ত্তি খোদিত ছিল, এখন প্রায় আর নাই। নির্গমের প্রত্যেক কোণে গজমূর্ত্তি। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ৮টি ইষ্টকনির্ম্মিত ছোট মন্দির আছে। এখানকার লোকেরা বলে, এই অবধি প্রধান মন্দিরের সীমা। ৮টি মন্দিরের তোরণ-প্রাচীরে সংস্কৃত ভাষায় ৮।১০ ছত্র লিপি খোদিত আছে, এতদ্দ্বারা মন্দিরনির্ম্মাতার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। কম্বোজরাজ ইন্দ্রবর্ম্ম হরগৌরী পূজার জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

বকু নামক স্থানে পাশাপাশি ছয়টি শিবমন্দির আছে, প্রত্যেক মন্দিরের প্রবেশদ্বারের প্রাচীরে বকঙের মন্দিরের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় লিপি খোদিত আছে। বকঙের মন্দিরে কেবল সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি বাহির হইয়াছে, কিন্তু বকুর মন্দিরে সংস্কৃত এবং কম্বোজে প্রচলিত খমের ভাষায় শিলা লিপিও পাওয়া গিয়াছে। শিলালিপি অনুসারে পরমেশ্বর ও ইন্দ্রেশ্বর নামে এই দেবমন্দিরগুলি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। বকতে তিনটি শক্তিমন্দিরও আছে। মন্দিরের কারুকার্য্য অতি পরিপাটী, সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

বকু হইতে প্রায় পোয়াখানেক পথ উত্তরে গমন করিলে লোলিনামক স্থান পাওয়া যায়। এখানে চারিটি ইষ্টকনির্ম্মিত দেবমন্দির আছে। স্থানে স্থানে ভগ্নস্তূপ সকল পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলেই বোধ হইবে যে সেখানে কোন বৃহৎ দেবালয় ছিল, এখন মন্দির ও ভিত্তির সামান্য ধ্বংসাবশেষ মাত্র পড়িয়া আছে। প্রত্যেক মন্দিরের ডান পাশে অনুশাসন-লিপি খোদিত রহিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায়, কম্বোজ-রাজ যশোবর্ম্মা ৮১৫ শকে শিব ও ভবানীর সেবার্থ উক্ত মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করেন। তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারি-গণকে দেবসেবায় বিশেষ মনোযোগ করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

উপরে যে মন্দিরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিলাম, ঐ সকল ছাড়া আরও অনেক মন্দির আছে, তন্মধ্যে বেওন-নগরের ব্রহ্মমন্দিরগুলিই সর্ব্বপ্রধান। শিল্পশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত-গণের মতে অঙ্কোর-বটের মন্দির অপেক্ষা কম্বোজের ব্রহ্মমন্দিরগুলি সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। কি শিল্পনৈপুণ্যে, কি কারুকার্য্যে, কি স্থাপত্যকর্ম্মে, ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাতাগণ স্ব স্ব প্রাধান্য দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ যাহা আমরা সমস্ত ভারত খুঁজিয়া পাই না, সেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মন্দির কম্বোজে



ব্রহ্মমন্দির।

দেখিলাম। এই ব্রহ্মার মন্দির দেখিলে আমাদের কত কথাই মনে আসে। আমাদের আরাধ্য দেবের শিরোভাগ উপনিষদ্-গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মার উপাসনা দেখিতে পাই, এই ব্রহ্মাই আর্য্যজাতির সর্ব্বপ্রথম উপাস্য দেবতা। উপনিষদে নিরা-কার পরমব্রহ্ম বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছেন, পুরাণে ইনিই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। পুরাণে আমরা অনেক ব্রহ্মতীর্থের নামও পাঠ করিয়াছি, কিন্তু ভারতবর্ষের কোন স্থানে যে ব্রহ্মার মন্দির আছে, তাহা দেখি নাই অথবা শুনি নাই।

কম্বোজের হিন্দুগণ তবে কোথা হইতে এই ব্রহ্মমন্দিরের তত্ত্ব পাইলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও কঠিন। সম্ভবতঃ যখন ভারতের উত্তরস্থ কম্বোজদেশবাসী কাম্বোজগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া এই সুদূর প্রদেশে আগমন করেন, বোধ হয় তৎকালে সেই আদি কম্বোজদেশে ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে ব্রহ্মমন্দিরও নির্ম্মিত হইত। বহু শত বর্ষ গত হইয়াছে বিধর্ম্মীর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তাহার চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত হইয়াছে। জানি না, ভবিষ্যদগর্ভে কি নিহিত আছে। হয় ত হিমালয়ের দুর্গম তুষারবেষ্টিত গহ্বরমধ্য হইতে এই ব্রহ্মমন্দির অথবা ইহার গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, মধ্য এসিয়ায় ব্রহ্মমন্দির ছিল, প্রাচীন কাম্বোজেরা এখানে আসিয়া তদনুসারে ব্রহ্মালয় নির্ম্মাণ করেন। এ কতদূর সত্য? ভগবানই জানেন।

এখানকার ব্রহ্মমন্দিরগুলির একটু বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক মন্দিরের চূড়ায় ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ শোভা পাইতেছে। এক একটী বৃহৎ ব্রহ্মমন্দির অক্ষোরবটের সমকক্ষ হইতে পারে। অতি ক্ষুদ্র যেটি তাহারও আয়তন ও গঠনপ্রণালী বিস্ময়জনক না হয় নয়। পূর্ব্বপৃষ্ঠে একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মমন্দিরের চিত্র দেওয়া গেল। মন্দিরের অভ্যন্তর যে প্রণালীতে এবং যেরূপ কৌশলে নির্ম্মিত, তাহা চিত্র করিয়া দেখান যায় না। মূল কথা, শিল্পিগণ প্রাণ ভরিয়া নিজ নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

যেখানে বড় মন্দির আছে, তাহারই নিকট আরও কয়েকটি ছোট ছোট ব্রহ্মমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

বেওননগরের পূর্ব্বে অর্দ্ধক্রোশ দূরে 'পত্তন তা প্রম' নামক এক প্রথমশ্রেণীর উচ্চ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। উহার সংস্কৃত নাম ব্রহ্মপত্তন অর্থাৎ যে নগরে ব্রহ্মমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এই মন্দির চতুরস্র প্রতি দিক্ প্রায় ৪০০ ফুট বিস্তৃত। পূর্ব্বে ইহার বহির্দৃশ্য যেমন নয়ন-প্রীতিকর ছিল, এখন তাহার কণামাত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন মন্দিরের চারিদিকে বন জঙ্গল হইয়া পড়িয়াছে, মন্দির ভেদ করিয়া মহীরুহগণ মস্তক উত্তোলন করিতেছে। স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বন্য জীব জন্তুর বাসস্থান হইয়াছে। যেখানে পূর্ব্বে শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত, এখন তথায় দিবাভাগেও শিবার উচ্চরব শ্রুত হয়। বিধির নির্ব্বন্ধ! হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে এই শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। কেবল মন্দির নয়, কম্বোজের ক্রোমি নামক পর্ব্বত হইতে অনেক ব্রহ্মমূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। কাশীতে শিবলিঙ্গের যেমন ছড়াছড়ি, এই পর্ব্বতেও তদ্রূপ অসংখ্য ব্রহ্মমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

কম্বোজরাজগণও ব্রহ্মার প্রতি সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইতেন। এখানকার প্রাচীন লোকের মুখে গল্প শুনা যায় যে, একজন রাজা কোন নাগরাজের কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহাতে নাগরাজের উৎপাতে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন শেষে নগরদ্বারে এক ব্রহ্মমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, তাহাতে তাঁহার সকল ভয় দূর হইল। নাগরাজ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি অদ্যাপি নগরদ্বারে রহিয়াছে। একজন চীনপরিব্রাজক ১২৯৫ খৃঃ অব্দে এখানে আগমন করেন, তিনি ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া পঞ্চানন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন কিন্তু উহা ভ্রম বলিতে হইবে, অথবা চীনপরিব্রাজক বৌদ্ধগণের সংস্রবে যেখানে যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তাহাই বৌদ্ধধর্ম্মচিহ্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

যাহা হউক, বৌদ্ধদিগের দেখিবার জিনিস কম্বোজের নানাস্থানে পড়িয়া আছে, কোথাও বৃহৎ পাষাণে খোদিত ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি, কোথাও প্রত্যেক বুদ্ধ, কোথাও বা বুদ্ধনির্ব্বাণের আধ্যাত্মিক দৃশ্য রহিয়াছে। এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে, কম্বোজের পুরাতত্ত্ব জানিবার জন্য ফরাসীপণ্ডিতগণ বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, ভবিষ্যতে আরও কত কি নূতন কথা জানিতে পারিব।

আব হাওয়া।—কম্বোজের জল বায়ু বঙ্গদেশের ন্যায়। এখানে জ্যৈষ্ঠমাস হইতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত বর্ষা হয়, এই সময় উত্তরপূর্ব্ব বায়ু বহিতে থাকে। দক্ষিণপশ্চিম বাতাস হইলে ভূমি শুষ্ক হয়। এখানে তাপমান যন্ত্রের ১০৩° তিন ডিগ্রির অধিক কখন উত্তাপ হয় না এবং যখন অধিক শীত হইতে থাকে, তখন ৫৭° ডিগ্রি পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। দেশীয় এবং য়ুরোপীয় উভয়ের পক্ষেই এই স্থান অতি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। কম্বোজদেশ সমতল, নদীতটস্থ স্থান অতিশয় উর্ব্বরা ও ফলশালী।

উৎপন্নদ্রব্য।—ধান্য, পাণ, সুপারি, চন্দনকাষ্ঠ, ও রেবন্দ চিনি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। লৌহ, রৌপ্য ও হস্তিদন্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়। খৃষ্টের নবম শতাব্দীতে দুইজন আরব্য ভ্রমণকারী কম্বোজে আগমন করেন, তাঁহারা লিখিয়াছেন, "জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মস্‌লিন্ এই কম্বোজে পাওয়া যায়, এখানে প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র রপ্তানি হয়।"

জীবজন্তু।—হস্তী, মহিষ, মৃগ ও গোমেষাদি বনজঙ্গলে দলে দলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাষা।—কম্বোজে খমের ও আনামী ভাষা প্রচলিত। এখানকার কাম্বোজেরা প্রধানতঃ খমের ভাষায় কথা কয়, এই ভাষাই এখানকার আদিভাষা বলিয়া বিবেচিত।

(কম্বোজ দেশের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করা আবশ্যক।

Henri Mouhot's Travels in Indo China, Cambodia and Laos. Die Völker des Oestlichen Asien von Dr. A. Bastian. J. Garnier's Voyage d' Exploration en Indo Chine—Abel Remusat's Nouveaux Melanges Asiatiques. Cruzier's L'Art Khmer. Legendes Indo Chino es relatives aux monuments de pierre de l ancien Cambodge. Aymonier's Notice sur le Cambodge, Geographie du Cambodge.—Journal Asiatique 1882 83 84, Journal of the Indo Chino Society of Paris 1877 78, Journal of the Anthropological Society of Bombay, Vol I p 505-532)

কম্বুতাম্রী [ন্] (পুং) শঙ্খচিল।

কম্ভ (ত্রি) কং জলং সুখং বা অস্ত্যস্তি, কম ভ (কংশংভ্যাং-বভযুস্তিতুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮) ১ জলযুক্ত। ২ সুখী।

কম্ভারী (স্ত্রী) কং জলং বিভর্ত্তি ধারয়তি, কম ভৃ অণ্ ঙীপ্ ঙীষ্ বা। গাম্ভারী বৃক্ষ। (গাম্ভারী দেখ।)

কম্ভু (স্ত্রী) কং জলং ভতুল্যাং শৈত্যং বিভর্ত্তি, কম ভৃ ডু। উশীর, বেণামূল।

কম্র (ত্রি) কাময়তি, কম্ র (নমিকম্পিস্ম্যজসকমহিংস দীপো রঃ। পা ৩।২।১৬৭।) ১ কামুক। ২ কাম্যতে অসৌ। কমনীয়, মনোহর। (কাম্যং কম্রং কমনীয়ং সৌম্যঞ্চ মধুরং প্রিয়ম্। হেম ৬।৮১।)

কম্রা (স্ত্রী) কম্র-টাপ্। ১ কমনীয়া, মনোরমা। ২ কামুকী। ৩ গঙ্গা। ("কমনীয়জলা কম্রা কপর্দ্দি সুকপর্দ্দগা।" কাশী ২৯।৪৪।)

কয় (ত্রি) কিম্ পৃষোদরাদিত্বাৎ বেদে কয়াদেশঃ। ১ কি। কো বায়ু ইব যাতি গচ্ছতি অথবা কং জলমিব যাতি। ক-যা-ড। ২ বয়ঃ, বয়ঃক্রম। (পুং) ৩ দৈত্যবিশেষ, অপর নাম কাসার। বালিখিল্যের নিকট ইনি বেদের একখানি সংহিতা শিক্ষা করেন। (ভাগবত)

কয়লা (হিন্দী) বৃক্ষাদির দগ্ধাবশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ কঠিন পদার্থকে এদেশে সাধারণতঃ "কয়লা" বলে। আপাততঃ কয়লা দুই প্রকার দেখা যায়, অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠাদির কয়লা আর ভূগর্ভোত্তোলিত খনিজ কয়লা। খনিজ কয়লাকে সংস্কৃত ভাষায় "মৃদঙ্গার" বলে, এবং কাঠের কয়লা "অঙ্গার" নামেই প্রচলিত। খনিজ কয়লাও ভূগর্ভস্থ আভ্যন্তর তাপে দগ্ধাবশিষ্ট রাসায়নিক ক্রিয়াউৎপন্ন বৃক্ষাদিরই অবশিষ্টাংশ বটে। জীবশরীর হইতেও কয়লা উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার পরিমাণ অল্প।

"কয়লা" এই পদার্থের বাঙ্গালা নাম নহে, কয়লা হিন্দী নাম। যথা "কয়লা কি ময়লা ছুটে যব আগ করে পরবেশ।" ইহার সংস্কৃত নাম অঙ্গার "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।" এই 'অঙ্গার' শব্দের অপভ্রংশ "আঙার" ইহার বাঙ্গালা নাম। এখন কয়লা নামই চলিত হইয়া গিয়াছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা—

হিন্দী—কোয়লা, কয়লা।

বাঙ্গালা আঙার, আঙ্রা, কয়লা।

দাক্ষিণাত্য কোলসা

তামিল—করি বা সিমাই করি।

তেলগু—বোগ্গু বা সিম বোগ্গু।

মলয়—করি।

কণাটী—ইদ্দাল্লু।

গুজরাটী—কোয়লো বা কোলসো।

সৈংহলী—অঙ্গুরু।

আরবী—ফাম।

পারসীক—জুখাল।

ব্রহ্ম—মিসুএ বা মীদ্‌রে।

কয়লার প্রাকৃতিক গঠনপ্রণালীর নিয়মানুসারে পদার্থ-তত্ত্ববেত্তারা কয়লার কয়টী শ্রেণী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। খনিজতত্ত্বজ্ঞেরা সাধারণতঃ ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে একভাগ শিলাজতুবিশিষ্ট, অপর ভাগে উহা নাই। শিলাজতুহীন কয়লাকেই 'পাথুরে কয়লা' বলে। পাথুরে কয়লা বড় শক্ত হয়। ইহা জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। এই কয়লা পুড়িবার সময় ধূম হয় না। আমেরিকায় এই জাতীয় কয়লার দোয়াত, বাক্স প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বস্তুও প্রস্তুত হয়। শিলাজতুবিশিষ্ট কয়লার নানাবিধ শ্রেণী ও প্রত্যেক শ্রেণীর স্বতন্ত্র নাম আছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে শিলাজতুর পরিমাণের বিভিন্নতা আছে। পাথুরে কয়লা অপেক্ষা এই কয়লা অনেক কোমল। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব পাথুরেকয়লা অপেক্ষা অল্প। পাথুরেকয়লার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৩ হইতে ১.৭৫ পর্য্যন্ত হয়, কিন্তু শিলাজতুবিশিষ্ট কয়লার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫ অপেক্ষা প্রায় বেশী হয় না।

পিচ কয়লা—এই জাতীয় কয়লার বর্ণ ঈষৎ ধূসর কৃষ্ণ-বর্ণের মধ্যমলের ন্যায়। ইহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে পট্ পট্ করিয়া ফাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু

তাহার পরেও যদি উত্তাপ পায়, তাহা হইলে আবার সব গলিয়া ডেলা হইয়া জ্বলিতে থাকে। জ্বলিবার সময় এই কয়লার অগ্নিশিখা ঈষৎ পীতবর্ণ দেখায়। পিচকয়লা জ্বলিবার সময় মুহুর্মুহু উল্টাইয়া না দিলে ইহার আগুন নিবিয়া যায়। কারণ ইহা গলিতে গলিতে জমিয়া যায় এবং আগুন "মেড়ো" পড়িতে থাকে। ইংলণ্ডের অন্তর্গত নিউকাস্‌ল নামকস্থানের খনিতে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়।

গুটকে কয়লা (Cherry coal)—ইহা দেখিতে ঠিক পিচ কয়লার মত। পিচকয়লার মত ইহাও অগ্নিস্পর্শ করিবামাত্র ফাটিয়া ছড়াইয়া যায়। পিচকয়লার মত এ কয়লা গলিতে গলিতে জমাট বাঁধিয়া যায় না। গুটকে কয়লা বড় ভঙ্গপ্রবণ, এজন্ত খনি হইতে তুলিবার সময় যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ইহা পুড়িবার সময় পরিষ্কার পীতবর্ণের শিখা উঠিতে থাকে। ইংলণ্ডের গ্লাসগো নামক স্থানের খনিতে এই কয়লাই অধিক।

বাতি কয়লা—ইহার ঔজ্জ্বল্য নাই। ইহার গঠন বেশ দৃঢ় এবং মসৃণ। অগ্নি লাগিলে ইহা এবড়ো খেবড়ো হইয়া ফাটিয়া চটিয়া যায়। বাতি কয়লা অতি শীঘ্র জ্বলিয়া যায় এবং ইহা হইতে পীতবর্ণের অগ্নিশিখা উঠিতে থাকে। ইহা অগ্নিতে গলে না, পাথুরে কয়লার স্তায় পুড়িতে থাকে। ইহা হইতে এক প্রকার বাতি প্রস্তুত হয়। ইহাতেও দোয়াত, নস্তদান প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কাঠকয়লা—যে কয়লা হইতে কাঠের অংশ এখনও সম্পূর্ণরূপে কয়লায় পরিণত হয় নাই, তাহাকে "কাঠকয়লা" বলে। ইহার বর্ণ ঈষৎ পাট্‌কিলা কৃষ্ণবর্ণ। ইহা পুড়িবার সময় অতিশয় গন্ধ নির্গত হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহার গঠনপ্রণালী পরীক্ষা করিলে ইহার অপরিবর্ত্তিত কাষ্ঠাংশ সকল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের উপকূলভাগে এই কয়লা পাওয়া যায়। ইহাতে জলীয়াংশ অধিক থাকে, এমন কি ইহাতে যত অঙ্গারসার থাকে, জলীয়াংশও প্রায় তত্টা থাকে। প্রাচীনতম কয়লাস্তর অপেক্ষা এরূপ কয়লাস্তরগুলি আধুনিক বলিয়া অনুমিত হয়।

মসীকৃষ্ণকয়লা—ইহাও একপ্রকার শিলাজতুবিশিষ্ট কয়লা। ইহা বৃক্ষশাখার স্তায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া ভূস্তরমধ্যে জন্মে। ইহা কোমল এবং ভঙ্গপ্রবণ, এবড়ো খেব্‌ড়ো ভাবে চিড় খাওয়া। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব জল অপেক্ষা কিছু বেশী। ইহার বর্ণ ঠিক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মখমলের মত। ইহার রজনের স্তায় এক প্রকার ঔজ্জ্বল্য আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ইহা পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা হইতে কাঁচকড়ার গহনার মত একপ্রকার গহনা প্রস্তুত হয়। মন্দগুলি জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা যখন পুড়িতে থাকে, তখন সবুজবর্ণের শিখা উঠিতে থাকে, মেটেতৈলের কড়াগন্ধ বাহির হয়। ইহাতে শতকরা ৩৭° ভাগ দাহ্য ও বায়বীয় পদার্থ আছে।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই কয়লার খনি আছে। এই সকল খনিতে যে সকল কয়লা পাওয়া যায়, তাহা য়ুরোপের কয়লার স্তায় ভূস্তর সংগঠনের অঙ্গার যুগের বস্তু নহে। দাক্ষিণাত্যে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহাকে গোণ্ডবন কয়লা (Gondwana ॥) বলিয়া থাকে। ভূস্তর সংগঠনের দ্বিতীয় যুগে যে সকল অঙ্গ বস্তুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের গঠন ও কেন্দ্র এই গোণ্ডবন কয়লাও সেইরূপ। দাক্ষিণাত্যের বহির্ভাগে যে কয়লার খনি আছে তাহার গঠনভঙ্গিমা ভূস্তর সংগঠনের তৃতীয় যুগের স্থায়।

গোণ্ডবন কয়লা উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে ও মধ্যভারতে পাওয়া যায়। ভূস্তর গঠনের তৃতীয় যুগোৎপন্ন কয়লা সৈন্ধবীয় ও গান্ধ্য প্রদেশের বহির্ভাগে সকল স্থানে উৎপন্ন হয়। এই দুই প্রকার কয়লার মধ্যেও ভাল মন্দ প্রভেদ আছে। উভয়বিধ কয়লার মধ্যে যাহা এ পর্য্যন্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট য়ুরোপীয় কয়লার স্তায়। গোণ্ডবন কয়লায় ভস্মভাগ কিছু বেশী, কোন স্থানের কয়লায় আবার জলীয় ভাগ ও বেশী থাকে। তৃতীয় যুগের কয়লায় ভস্মভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প এবং দাহ্যপদার্থের অংশ বেশী থাকে। গোণ্ডবন কয়লা অপেক্ষা ইহা লঘু। গোণ্ডবন কয়লার মধ্যে বাঙ্গালা দেশজাত কয়লা ও তৃতীয় যুগের কয়লার মধ্যে আসামের কয়লাই প্রধান গণ্য। এই দুই দেশের কয়লায় কি পরিমাণ দাহ্য পদার্থ, জলীয়াংশ ও ভস্ম আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

	বাঙ্গালার কয়লা		আসামের কয়লা	
	সাধারণ	উৎকৃষ্ট	সাধারণ	উৎকৃষ্ট
ভস্ম	১৬°১৭	৪ ৪০	৩ ৯	°৪
জলীয়াংশ	৪°৮০	৯৬	৫ ০	...
দাহ্যপদার্থ (জলশূন্ত)	২৫°৮৩	২৮ ১২	৩৪ ৬	৩৩ ৫
অঙ্গারসার	৫৩°২০	৬৬ ৫২	৫৬ ৫	৬৬°১

বাঙ্গালায় যে সকল স্থানে কয়লার খনি আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রাণীগঞ্জক্ষেত্র—ভারতবর্ষের যেখানে যত কয়লা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই ক্ষেত্রই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রয়োজনীয়। কলিকাতার অতি নিকটে এবং

ভারতের প্রধান রেলপথের উপর অবস্থিত বলিয়া ইহার ব্যবসায় অতি বিস্তৃত। পশ্চিম বাঙ্গালার পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই ক্ষেত্র, কলিকাতা হইতে ১২০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে প্রায় ৫০০ শত বর্গমাইল ভূমি হইতে কয়লা উত্তোলিত হয়, কিন্তু অনুমান হয় যে ইহার দ্বিগুণ স্থানে কয়লার খনি আছে, কারণ যতই খনি বিস্তৃত হইতেছে, ততই চারিদিকে খনির গভীরতা ও কয়লার আধিক্য দেখা যাইতেছে। এই ক্ষেত্র হইতে যাহা নষ্ট হইবে তাহা (অর্থাৎ চূর্ণ প্রভৃতি) বাদ দিয়া প্রায় ১৪০০০০০০ টন কয়লা পাওয়া যায় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রের কয়লার শিরাগুলির (Seam) মধ্যে কোন কোনটা প্রায় ১০।১৮০ ফুট্ মোটা। কয়লার শিরা বেশী মোটা হইলে তাহা হইতে ভাল কয়লা পাওয়া যায় না।

ঝড়িয়া বা ঝেড়িয়া—রাণীগঞ্জের কয়লাক্ষেত্র হইতে পশ্চিমে ৮ ক্রোশ দূরে, দামোদর নদীর নিকটে অবস্থিত। এই ক্ষেত্র সমস্তই মানভূম জেলার অধীন। প্রায় ২০০ মাইল বিস্তৃত। ই... কয়লা পাওয়া যায়, তাহা রাণীগঞ্জের কয়লা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ইহাতে অঙ্গারাংশ অধিক আছে। এই ক্ষেত্রের শিরাগুলি সকল স্থানে সমান মোটা নহে। এই ক্ষেত্র হইতে ৮৫৫০০০০০ টন কয়লা উঠে।

বোকারোক্ষেত্র—ঝড়িয়া ক্ষেত্রের পশ্চিমে ২ মাইল দূরে দামোদরের নিকটে এই ক্ষেত্র অবস্থিত। ক্ষেত্রটি ২২০ মাইল বিস্তৃত। এখানকার কয়লা মধ্যবিধ। শিরাগুলি খুব দীর্ঘ। একটি শিরা ৮৩ ফুট্ মোটা। এখানে প্রায় ১৫০০০০০০০০ টন কয়লা পাওয়া যাইতে পারে।

রামগড়ক্ষেত্র—বোকারো ক্ষেত্রের দক্ষিণে এই ক্ষেত্র অবস্থিত। ইহার কয়লা বড় ভাল নহে। এখানে শিরা অনেক আছে, কিন্তু সেগুলি বড় বেশী দূর বিস্তৃত নহে। পশ্চিম সীমায় হাজারীবাগ হইতে রাঁচি পর্য্যন্ত এক রাস্তা আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, এই দিকে আপনা হইতেই ভূমির উপরিভাগে কয়লা বাহির হইয়া পড়ে, দেশীয় লোকেরা এই কয়লা সংগ্রহ করিয়া রাঁচিতে বেচিতে লইয়া যায়। রামগড়ক্ষেত্র ৪০ বর্গমাইল বিস্তৃত এবং এখানে প্রায় ৫০০০০০০০ টন কয়লা উঠিতে পারে।

উত্তরকরণপুরক্ষেত্র—রামগড়ের পশ্চিমে। দামোদরের উৎপত্তিস্থানের নিকট এই ক্ষেত্র অবস্থিত। প্রায় ৪৭২ মাইল বিস্তৃত। কয়লাও প্রায় ৮৭৫০০০০০০০ টন উঠিতে পারে।

দক্ষিণকরণপুর—উত্তর করণপুর ক্ষেত্রের দক্ষিণে প্রায় ৭২ বর্গমাইল বিস্তৃত। এখানে কয়লা প্রায় ৭৫০০০০০০ টন আছে। এই খনির কয়লা বড় উত্তাপজনক।

চোপক্ষেত্র—এই ক্ষুদ্র ক্ষেত্র কেবল ১ বর্গমাইল বিস্তৃত। হাজারীবাগ মালভূমির উপর বিস্তৃত।

ইটকুরীক্ষেত্র—হাজারীবাগের ২৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে বিস্তৃত। এখানে কয়েকটি সামান্য কয়লার শিরা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অওরঙ্গক্ষেত্র—লোহারদাগা জেলায় কোয়েল নদীর ধারে অবস্থিত। কোয়েল নদী শোণনদের একটী উপনদী। ক্ষেত্র প্রায় ৯৭ বর্গমাইল বিস্তৃত। কয়লাও ২০০০০০০০ টন উঠিতে পারে। এখানেও মাটিতে আপনা হইতে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহা বড় ভাল নহে।

হুতারক্ষেত্র—অওরঙ্গক্ষেত্রের পশ্চিমে ৭৮ বর্গমাইল বিস্তৃত। কয়লা ভাল।

ডাল্টনগঞ্জক্ষেত্র—কোয়েল নদীতীরে ২০০ বর্গমাইল বিস্তৃত। শিরা অধিক নাই, এক একটি ৬ ফুট্ মোটা। কয়লা খুব ভাল। এখানে অনুমান ১১৮০০০০ টন কয়লা উঠিতে পারে।

করহরবারিক্ষেত্র—কলিকাতা হইতে ২০০ মাইল পশ্চিমে হাজারীবাগ জেলায় এই ক্ষেত্র অবস্থিত। এ ক্ষেত্র ৮ বর্গমাইল বিস্তৃত। এখানকার কয়লা খুব উত্তম। এই ক্ষেত্রে ৩টী প্রধান শিরা আছে। শিরাগুলি গড়ে সর্ব্বত্রই প্রায় ১৬ ফুট্ করিয়া মোটা। এখানে প্রায় ১৩৬০০০০০০ টন কয়লা উঠিতে পারে। ইঞ্জিনের কার্য্য চালাইবার জন্য রাণীগঞ্জ অপেক্ষা এখানকার কয়লাই ভাল।

দেওঘরক্ষেত্র—এখানে জয়ন্তী, শাহাজোরী, ও কুণ্ডিৎ কড়েয়া নামক তিনটি ক্ষেত্র পরস্পর অতি নিকটে অবস্থিত। এখানে নানা প্রকার কয়লা উঠিয়া থাকে। জয়ন্তীর কয়লা অতি উৎকৃষ্ট। শাহাজোরির কয়লা ভাল নহে।

রাজমহলপার্ব্বত্যক্ষেত্র—রাজমহল পাহাড়ের পশ্চিমাংশে এই ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত, কিন্তু এক্ষণে প্রায় ৭০ বর্গমাইলের কিছু অধিক স্থানে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতের শিরা ব্যবধান পড়ায় সমস্ত ক্ষেত্র এখন হুড়া, চাপারভিটা, পাচওয়াড়া, মোহউথুড়ি ও ব্রাহ্মণী এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এখানকার কয়লা ভাল নহে, প্রায়ই পাথরের মত। কোনভাগেই শিরাগুলি বড় বিস্তৃত নহে, পূর্ব্বদিগে যদি কয়লার শিরা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এখানকার কয়লা রপ্তানির পক্ষে অতি সুবিধা হয়, কারণ নিকটেই গঙ্গানদী।

উড়িষ্যার ব্রাহ্মণী নদীর ধারে প্রায় ১০০ বর্গমাইল বিস্তৃত কয়লার ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এখনও এখানে কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। এখানকার কয়লা ভাল নহে। ক্ষেত্রটির নাম তালচির।

আসামে যে কয়টি ক্ষেত্র আছে, তন্মধ্যে ডফলা পাহাড়ের ক্ষেত্রে গোণ্ডবন কয়লা পাওয়া যায়, কিন্তু এখানকার কয়লার স্তর ৩৬ ফুটের অধিক মোটা নহে, কারণেই এ ক্ষেত্রে কোন কার্য্য হয় না।

খসিয়া ও জয়ন্তীপাহাড়ের ক্ষেত্র—এখানে ভূস্তর গঠনের তৃতীয় যুগের স্তরের ন্যায় এবং প্রাণীযুগের স্তরের ন্যায় কয়লার স্তর পাওয়া যায়। মেশা বে-লির্কা নামক স্থানে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহাতে পাইরিটিজ নামক গন্ধক-প্রধান ধাতুর ভাগ অধিক বলিয়া জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না, তবে সিলং ষ্টেশনে ব্যবহৃত হয় মাত্র। এইস্থান ও ল্যাংগ্রিণ নামক স্থানের কয়লার স্তর তৃতীয়যুগের এবং চেরাপুঞ্জির কয়লা প্রাণীযুগের। জয়ন্তীপর্ব্বতের আম উর, লা কা-ডোং, নরপুর, শা টিং ঘা ও সেরমাং নামক স্থানের কয়লায় অঙ্গারসারের ভাগ যথেষ্ট আছে। এখানে একমাত্র লা-কা-ডোং ক্ষেত্রেই ১৫০০০০০ টন কয়লা উঠিতে পারে।

গারোপর্ব্বতক্ষেত্র—দরঙ্গগিরি ক্ষেত্রে প্রায় ৭ ফুট্ মোটা কয়লার শিরা আছে, কিন্তু ইংরাজেরা সেখানে যাইতে পান না বলিয়া কয়লা উঠান হয় না।

উত্তরআসাম—মাকুম নামক ক্ষেত্রে অনেকগুলি বড় বড় কয়লার শিরা আছে, তন্মধ্যে একটি প্রায় ১০০ ফুট্ মোটা, আর একটি ৭৫ ফুট, এখানকার কয়লা অতি উৎকৃষ্ট। এখানে প্রায় ১৮০০০০০০ টন কয়লা আছে। জয়পুর নামক ক্ষেত্রের কয়লা তত ভাল নহে। দুই চারিটী শিরায় ভাল কয়লাও পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রায় ১০০০০০০০ টন কয়লা আছে। নাজীর নামক ক্ষেত্রে কতকগুলি শিরা আছে, তাহার অধিকাংশই ৩০ ফুট্ বা তাহা অপেক্ষাও মোটা। এখানেও জয়পুর ক্ষেত্রের মত কয়লা উঠিবে। জাঞ্জি ও ডিসাই নামে আরও দুইটি ক্ষেত্র এখানে আছে।

ব্রহ্মদেশের মধ্যে ও ভারতের পূর্ব্বাংশে নিম্নলিখিত স্থানে কয়লা পাওয়া যায়—

আরকানপ্রদেশের অন্তর্গত রমরীদ্বীপে ৩ খনি ও সেনি-কিয়ং দ্বীপে ১টি খনি আছে। রামরিদ্বীপে যে খনি আছে, তাহার একটি শিরা প্রায় ৬ ফুট্ মোটা। চেদুবাদ্বীপেও কয়লার খনি আছে। পেগুপ্রদেশে থৈয়টমেয়োর খনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু কিছুদিন পরে এখানকার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তেনাসরিম ও উত্তরব্রহ্মের নানাস্থানে কয়লার খনি আছে।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হাতাপানি, ইর্দ্দিয়া ও মোরা নামক ক্ষেত্র তিনটিই মোপনাদের নিকট। এখানে শিরায় যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহাতে বেশ কার্য্য চলে। সিঙ্গরাউলি নামক স্থানের কোটাক্ষেত্রের কার্য্য সম্প্রতি বন্ধ হইয়াছে। সোহাগপুর ক্ষেত্রের শিরাগুলি আড়ভাবে সন্নিবেশিত, সুতরাং এখান হইতে কয়লা উঠাইবার বড় সুবিধা। এতদ্ভিন্ন জোহিলা, উমরিয়া, কোরর, ঝিল-মিলি, বিশ্রামপুর, লক্ষণপুর প্রভৃতি স্থানে কয়লার ক্ষেত্র আছে। ইহার মধ্যে উমরিয়ার ক্ষেত্র সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

মধ্যভারতে মহানদীর নিকট রায়গড়, হিঙ্গির, উদয়পুর ও কোর্বা ক্ষেত্র। ইহার মধ্যে কোর্বা ক্ষেত্রের কয়লা বেশ ভাল ও শিরা মোটা। নর্ম্মদানদী ও সাতপুর পর্ব্বতের মধ্যে মহাপানিক্ষেত্র বেশ বড়। এই ক্ষেত্রের কয়লা লইয়া গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের কার্য্য চলে। এতদ্ভিন্ন তাওয়া উপত্যকায় শাহপুর বা বিটুলক্ষেত্র, পেঞ্চ উপত্যকা, এবং বর্দ্ধ-গোদাবরী উপত্যকায় বন্দরক্ষেত্রে বেশ কয়লা পাওয়া যায়।

নিজামরাজ্যে বন্ধা বা চণ্ডক্ষেত্র—বেশ বড় খনি। এখানে বান্দাবা, ধুগুস্, বুন্, বুন ও পাপুরের মধ্যে এবং ষষ্ঠী ও পাটনির মধ্যে কয়লা পাওয়া যায়।

বোম্বাই বিভাগে—কচ্ছ, সিন্ধু, বোলান গিরিবর্ত্মে মাচ-নামক স্থানে, হরণাই গিরিপথের উপর শাহরিগ, জুনি পাঠানরাজ্যে চমারলং, ওয়াজিরী রাজ্যে কানিগরম, লবণপর্ব্বত, কালাবাগ প্রভৃতি স্থানে কয়লার খনি আছে। পঞ্জাবে লবণ পর্ব্বতের মধ্যে অম্ব, মুঙ্গেলবর, চামিল, কুট্ট, শোভা খাঁ, দেবল, নূরপুর (নীলবন) কেরুলি, দাণ্ডৎ, পিড়, ভগবানবল প্রভৃতি স্থানে কয়লা পাওয়া যায়। পিড়-খনির কয়লাই এদেশে জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। ভগবান-বালের কয়লায় পাইরিটীজ নামক গন্ধকপ্রধান ধাতুর ভাগ বেশী এবং বড় কাটা এজন্য ইহা জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না।

হিমালয় পর্ব্বতে পঙ্কনদীর তীরবর্ত্তী ডাণ্ডলি, মদরমার্গ পর্ব্বতের উত্তরপশ্চিম ভাগে প্রাণীযুগের কয়লার স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। শিবালিক পর্ব্বতে কয়লার ন্যায় পদার্থ ও অপরিপুষ্ট কয়লা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কার্য্য হয় না। সিকিমে ডালিকোট নামক স্থানে গোণ্ডবনের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লা পাওয়া যায়। এখানে একপ্রকার কয়লার গুঁড়া

পাওয়া যায়, তাহা পেনসিলের কৃষ্ণসীসক-বৎ পদার্থের ন্যায় হইয়াছে।

মান্দ্রাজে বেদ্দাদানোল, মাদাভেরম, পিরুমা, সিঙ্গারেনী, কামারম, টাণ্ডুর, অম্বর নাও, মল্লী ও পাওনি প্রভৃতি স্থানে কয়লা উঠে।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালায় কয়লা তুলিবার কার্য্যের সূত্রপাত হয়। তখনকার বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের হিট্লি ও সামনার নামক দুই ব্যক্তি ইহার একচেটিয়া ব্যবসায় করিতেন। ইঁহারা প্রথমেই রাণীগঞ্জে কার্য্যারম্ভ করেন, কিন্তু পরে প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কার্য্যবন্ধ করিয়া দেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্যবন্ধ থাকে। তৎপরে জোন্স নামে এক ব্যক্তি কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তিনিও বিশেষ কোন সুবিধা করিতে না পারায়, ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য বন্ধ দেন। আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোং নামে একদল বণিক্ ঐ বৎসরই আবার কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বৎসর হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইঁহাদের প্রায় ৭০টী খনির কার্য্য চলিতে থাকে। ২৭টা এঞ্জিন ও ১৬০০ লোকে এই সময় কার্য্য করিতে থাকে। এ সময় ১২০ ফুট্ পর্য্যন্ত গভীর করিয়া খনন করা হইয়াছিল। দামোদরনদীর তল পর্য্যন্ত এই খনি বিস্তৃত, বিস্তারও তখন প্রায় ৩ মাইল ছিল। ১৮৪০ সালে এখান হইতে ১৫ লক্ষ মণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমশঃই পরিমাণ বাড়িতে লাগিল, শেষে ১৮৬০ সালে প্রায় চতুর্গুণ হইয়া উঠিল।

কয়লার ব্যবহার।—ভারতের কয়লা প্রায়ই অধিকাংশ রেলওয়ের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। রাণীগঞ্জের বা বাঙ্গালা দেশজাত কয়লাই কলিকাতার কলকারখানায় ও জাহাজাদিতে ব্যবহৃত হয়, এখানকার ছোট ছোট কয়লাই ইটের পাঁজায় লাগে, আর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কয়লা গৃহস্থের জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

কয়লা উত্তোলন।—বাঙ্গালার কয়লার খনির ক্ষেত্র যদিও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু এখানে উত্তোলনপ্রথা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিলাভ করিয়াছে। বাঙ্গালার অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই স্থানের অনুকরণেই কার্য্য চলিয়া থাকে। কয়লার খনিতে প্রাতে ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত কার্য্য চলে। আবশ্যক মত রাত্রি পর্য্যন্ত বেশী খাটাইয়া লওয়াও হয়। সপ্তাহের মধ্যে ৪ দিন বেশ পুরাদমে কার্য্য চলিতে থাকে। খননকার্য্যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান এবং সাঁওতাল কোল প্রভৃতি জাতি নিযুক্ত হয়। প্রতি রবিবারে ইহাদিগকে বেতন দেওয়া হয়। বাঙ্গালার "বাউরী" নামক জাতি এই খননকার্য্যে বিশেষ দক্ষ। ইহারাই এখানে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকে এবং খননকার্য্য শিক্ষা দেয়।

খনির মধ্য হইতে জলনিঃসারণ করিবার জন্য এঞ্জিনের সাহায্যে জল ছেঁচিবার (Pump-Engine) কল বসান আছে এবং বায়ু চলাচলের জন্য ধূমনলের ন্যায় শূন্যগর্ভ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, অনেক খনিতে আবার ইহা নাই। অন্ধকারবশতঃ লোকে মশাল জ্বালিয়া কার্য্য করে। যে খনিতে তৈল বা গন্ধকের পরিমাণ অধিক, সেখানে এই মশালের আগুন হইতে সময়ে সময়ে মহাবিপদ্ ঘটে।

খনকেরা খনির নিকটেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া বাস করে। প্রত্যেক কুটীরে একখানি ক্ষুদ্র বাসগৃহ, একটি শস্য ও একটি গোশালা থাকে। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে খনিতে কার্য্য হইতে থাকে, তখন ইহারা সেইখানে কার্য্য করে, কিন্তু বর্ষার ৩ মাস (জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর) ইহারা আপনার চাস বাস করে। অনেকে আবার সংবৎসর কেবল খনিতেই কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারা সোমবারে সপ্তাহের ছুটী পাইয়া থাকে।

কয়লার ব্যবসায়—কয়লার আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। যে সকল জাহাজ এ দেশ হইতে যায়, তাহাতে খরচের জন্য যাহা বিক্রীত হয়, তাহাই ভারতের কয়লার রপ্তানি বলিয়া গণ্য, আর যে সকল দেশে সহজে কয়লা পাওয়া যায় না, সেই সকল দেশে (ভারতের) অন্যস্থান হইতে কয়লা আনিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করে, ইহাই আমদানী বলিয়া গণ্য হয়। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের জন্য বাঙ্গালা বা নিজামের রাজ্য হইতে কয়লা আমদানী করিতে হয়।

কোককয়লা—সচরাচর গৃহস্থ বাড়ীতে যে কয়লা ব্যবহৃত হয়, তাহা খনিজ কয়লা নহে। তাহা কলে পোড়াইয়া, উহা হইতে তৈলাদি বাহির করিয়া লইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকে "কোক" বলে। খনিজ কয়লাকে সাধারণতঃ "কাঁচা কয়লা" বলিয়া থাকে। কোক এদেশেও হয়, আবার অন্যান্য দেশ হইতেও ভারতে আমদানী হয়। এখানে যে কোক হয়, তাহা দুই প্রকার, কঠিন ও কোমল। কঠিন কোক লোহার কারখানা ও ছোট খাট এঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়; কোমল কোক পুড়িবার সময় ধূম হয় এবং রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

অনেক বিচক্ষণ ডাক্তার বলিয়া থাকেন যে, কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যে অধিকাংশ লোকের অম্লরোগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রধান কারণ এই কয়লার

আলে রন্ধন করিয়া খাওয়া। কথাটা এখনও পর্য্যন্ত যদিও দ্রব্যতত্ত্বানুসন্ধায়িগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই, কিন্তু নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

কয়স্থা (স্ত্রী) কো বায়ু ইব যাতি গচ্ছতি কিংবা কং জলমিব যাতি। ক-যা-ড কয়ঃ, তত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক (আতোঽনুপসর্গে ক। পা ৩।২।৩) টাপ্‌ চ (অজাদ্যতষ্টাপ্‌। পা ৪।১।৪) বয়স্থা। কাকোলী।

কয়াদ্‌ (দেশজ) ১ কাবাবাস। ২ কাবাবের ন্যায় কাটিয়া বাধা।

কয়াধু (স্ত্রী) জম্ভাসুরের কন্যা। হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী। প্রহ্লাদের মাতা। দানবপতি হিরণ্যকশিপুর কয়াধুর গর্ভে সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, প্রহ্লাদ ও হ্লাদ এই চারিপুত্র জন্মে। (ভারত ৬।১৮।৯)

কয়ার (হিন্দী) বনতিত্তির, চিকোরপাখী। [চিকোর দেখ

কয়াল (আরব্য) ধান্যাদি পরিমাপক ব্যক্তি, যাহারা ক্রেতা ও বিক্রেতা কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া বিক্রেয় বস্তু মাপিয়া দেয়।

কয়ালী (দেশজ) কয়ালের কার্য্য।

কয়া (দেশজ) কই মাছ।

কয়েক (দেশজ) কএক, কতিপয়।

কয়েদ (আরব্য) কএদ, আটক।

কর (পুং) কীর্য্যতে বিক্ষিপ্যতে অনেন বা কর্ম্মণি বা করণে অপ্‌। ১ হস্ত। ২ হাতির শুঁড়। ৩ কিরণ। ৪ কনকা, বর্ষোপল। ৫ প্রত্যয়। ৬ বিষণ। ৭ কর্তা। ৮ উপপদ পূর্ব্বে থাকিলে কারক, জনক ইত্যাদি বুঝায়। যথা সুখকর ইত্যাদি। ৯ গুল্ফ। ১০ রা-ক (আতোঽনুপসর্গে। পা ৩।২।৩)। রাজস্ব অর্থাৎ নৃপতির প্রাপ্য অংশ। সাধারণতঃ ইহাকে খাজানা বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ভাগধেয়, বলি, কার ও প্রত্যায় (করো বর্ষোপলে রশ্মৌ পাণৌ প্রত্যায়শুণ্ডয়োঃ। মেদিনী।)

"ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্‌।
যোগক্ষেমঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্‌॥
যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাম্‌।
তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্‌॥"

নৃপতি ক্রয়বিক্রয় প্রভৃতির লাভালাভ দেখিয়া কর সংগ্রহ করিবেন। কর্ম্মকর্ত্তা ও রাজা উভয়েই যাহাতে ফলভাগী হইতে পারেন, সেইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজার কর নির্দ্ধারণ কর্ত্তব্য।

"পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা॥"

রাজা পশু ও সুবর্ণাদির পঞ্চাশভাগের একভাগ এবং ভূমির উৎকর্ষ ও অনুৎকর্ষ বিবেচনা করিয়া ধান্যের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশভাগের একভাগ গ্রহণ করিবেন।

"আদদীতাথ ষড়্‌ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্‌।
গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ॥
পত্রশাকতৃণানাঞ্চ চর্ম্মণাং বৈদলস্য চ।
মৃণ্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ॥"

বৃক্ষ, প্রসূন, মধু, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, রস, পুষ্প, মূল, ফল, পত্র শাক, তৃণ, চর্ম্ম, পিটক, মৃৎপাত্র ও প্রস্তরপাত্র প্রভৃতির ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য।

"ম্রিয়মাণোঽপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম্‌।
ন চ ক্ষুধাস্য সংসীদেচ্ছ্রোত্রিয়ো বিষয়ে বসন্‌॥" (মনু ৭ অঃ)

রাজা নিতান্ত ধনহীন হইলেও শ্রোত্রিয়ের ধন গ্রহণ করা উচিত নহে, কিন্তু শ্রোত্রিয় ব্যবসায়ী হইলে তাঁহাকে রাজকর প্রদান করিতে হইবে।

এই দ্রব্য ক্রয় করিতে কত মূল্য লাগিয়াছে, ইহা বিক্রয় করিলে কত লাভ থাকিবেক, এই দ্রব্য রক্ষা করিতে বণিকের কিরূপ ব্যয় হইয়াছে, এবং চৌরাদি হইতে নিরাপদে রক্ষা করিতেই বা তাহার কিরূপ ব্যয় হইয়াছে। ইদানীং বিক্রয় করিলেই বা কত লাভ থাকিতে পারে এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া বণিকের বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

নৃপতি কেবল নিজের রাজ্য রক্ষা করিতে যে ব্যয় বা পরিশ্রমাদি হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া একদেশদর্শী রূপে নির্দ্ধারণ করিবেন না। কিন্তু কৃষক, বণিক্‌ প্রভৃতির সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। জলৌকা, বৎস ও ভ্রমরগণ যেরূপ অল্পে অল্পে রক্ত, ক্ষীর ও মধু ভক্ষণ করিয়া থাকে, ভূপতি ও সেইরূপ বণিকাদির যাহাতে মূলধনের উচ্ছেদ না হয়, এইরূপে অল্প অল্প করিয়া কর গ্রহণ করিবেন।

রাজা কর্তৃক সর্ব্বস্বাপহারী শ্রোত্রিয়ের যদি অন্নাভাবে অবসন্ন হইতে হয়, তাহা হইলে সেই মহীপতির রাষ্ট্রও অচিরাৎ ক্ষুধায় অবসন্ন হয়। অতএব রাজা শাস্ত্র ও জ্ঞানানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ না হয়, শ্রোত্রিয়গণ চৌরাদির ভয় হইতে নিরুদ্বেগে থাকিতে পারেন, তাহা অবশ্য করিবেন। রাজকর্তৃক সুরক্ষিত শ্রোত্রিয় যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তদ্দ্বারা নৃপতির আয়ুঃ, ধন ও রাষ্ট্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (মনু)

১১ বঙ্গীয় দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের উপাধি বিশেষ। ইহারা ৮ ঘরের মধ্যে পরিগণিত।

করক (ক্লীং পুং) কিরতি বিক্ষিপতি জলমস্মাৎ করোতি জলময় বা। কৃ বা কৃ-বুন্‌ (কৃঞাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং বুন্‌।

উণ্ ৫। ৩৫)। ১ করঙ্গ, কমণ্ডলু। ২ (করোতি বাধ্যাদ-দোষাভাবং কৃণোতি) ইতি কৃ-দুন্। দাড়িম্ববৃক্ষ। ৩ করঞ্জবৃক্ষ। ৪ পলাশবৃক্ষ। ৫ করীব, বংশাঙ্কুর। ৬ বকুলবৃক্ষ। ৭ কর এব স্বার্থে ক। রাজস্ব। ৮ দাড়িম্বফল। ৯ করকা, মেঘোপল, শিলা। ১০ কোবিদার, রক্তকাঞ্চন। ১১ নারিকেলমালা।

করকঙ্কণন্যায় (পুং) কর শব্দ প্রয়োগ করিলে যেরূপ কঙ্কণাদি অলঙ্কারযুক্ত ও কর বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ দৃষ্টান্তসূচক ন্যায়।

করকচ (পুং) ১ সামুদ্রিক লবণবিশেষ [কড়কচ দেখ।] ২ জ্যোতিষোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ। শনিবারে ষষ্ঠী, শুক্রে সপ্তমী, বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, বুধে নবমী, মঙ্গলবারে দশমী, সোমবারে একাদশী এবং রবিবারে দ্বাদশী তিথিকে করকচ কহে।

"শনিভার্গবজীবজ্ঞকুজসোমার্কবাসরে।
ষষ্ঠ্যাদিতিথয়ঃ সপ্ত ক্রমাৎ করকচাঃ স্মৃতাঃ॥"

করকচি (দেশজ) কোমল, অপুষ্ট।

করকচ্ছপিকা (স্ত্রী।) কচ্ছপস্তদাকৃতিরস্তি অস্যা মুদ্রায়াঃ ঠন্। কূর্ম্মমুদ্রা [মুদ্রা দেখ।] তান্ত্রিকগণ অর্চ্চনাকালে মৎস্য কূর্ম্মাদি অনেক প্রকার মুদ্রা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কূর্ম্ম অর্থাৎ কচ্ছপাকার যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তাহারই নাম করকচ্ছপিকা বা কূর্ম্মমুদ্রা।

করকঞ্জ (ক্লী) করপদ্ম। "চুড়ি কনক করকঞ্জে" বিদ্যাপতি।

করকটিয়া (দেশজ) ১ নীরস। ২ পক্ষিবিশেষ, করটু।

করকণ্টক (পুং, ক্লী) করে কণ্টক ইব নখ।

করকপত্রিকা (স্ত্রী) করকঃ কমণ্ডলুরূপা পত্রিকা। কমণ্ডলু।

করকপুর উত্তরপশ্চিমপ্রদেশস্থ নগরবিশেষ। পাটলিপুত্র নগর হইতে ৮৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে মুঙ্গেরের সন্নিকটে অবস্থিত।

করকমল (ক্লী) করঃ কমলমিব, উপমি। পদ্মের ন্যায় সুন্দর হস্ত।

করকলস (পুং) করঃ কলস ইব. উপমি। জলাদি গ্রহণ জন্য যেরূপে উভয়কর মিলিত করা হয়।

করকলিত (ত্রি) করেণ কলিতঃ ধৃতঃ। হস্ত দ্বারা ধৃত।

করকা (স্ত্রী) কৃণোতি অপচয়ং করোতি ফলাদিকং, কিরতি ক্ষিপতি জলম্ বা। কৃঞ্-বুন্-টাপ্ ক্ষিপকাদিত্বাৎ নেত্বং। মেঘভব জল বা শিলা। শিল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বর্ষোপল, মেঘোপল, বীজোদক, ঘনকফ, মেঘাস্থি, বার্চ্চর, কর, করক, রাধরঙ্কু ও ধারাঙ্কুর।

করকাজল (ক্লী) করকায়া জলম্ ৬তৎ। বৈদ্যকমতে ইহার লক্ষণ ও গুণ,—দিব্য বায়ু ও তেজঃ সংযোগে সংহত হইয়া আকাশ হইতে পাষাণখণ্ডের ন্যায় যে জলীয় পদার্থ পতিত হয়, তন্নিঃসৃত জলকে করকাজল বা শিলজল কহে। ইহা রূক্ষ, নির্ম্মল, গুরু, স্থির গুণযুক্ত, অতিশয় শীতল, পিত্তনাশক এবং কফ ও বায়ুবর্দ্ধক। [ভাবপ্রকাশ)

করকাজ (ক্লী) করকায়া জায়তে, জন-ড (অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১)। করকাজাত জল।

করকিশলয় (পুং, ক্লী) করঃ কিশলয়মিব। করপল্লব, পল্লবের ন্যায় সুন্দর হস্ত।

করকাক্ষ (ত্রি) করকা মেঘভবশিলাবৎ অক্ষি যস্য। মধ্যলো°। যাহার চক্ষুঃ করকার ন্যায় শুভ্রবর্ণ।

করকাম্ভাঃ [স্] (পুং) করকাবৎ অম্ভো বিদ্যতে যস্য বহুব্রী। নারিকেলবৃক্ষ।

করকায়ু (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ।

করকাসার (পুং) করকায়া আসারঃ ৬তৎ। শিলাবৃষ্টি।

করকি (দেশজ) তৃণবিশেষ।

করকিটেঙ্গরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। একপ্রকার টেঙ্গরা।

করকুট্মল (ক্লী) করঃ কুট্মলবৎ। মুকুলিতাঙ্গুলি হস্ত।

করকোষ (পুং) করাভ্যাং নির্ম্মিতঃ কোষঃ; মধ্যলো°। জলাদি গ্রহণের জন্য উভয় হস্ত যেরূপ মিলিত করা হয়।

করকোল। চট্টলস্থ একটি গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৫।১৬)

করকোষ্ঠী (স্ত্রী) করস্থিতা কোষ্ঠী। করস্থিতা রেখা। হস্তরেখা দ্বারা কোষ্ঠীর ন্যায় শুভাশুভ অবগত হইতে পারা যায়, এই জন্য উহাকে করকোষ্ঠী কহে।

করগবীজ (মৈথিলী করগ=করঙ্ক, বীজ আধার) নারিকেলের খোল বা কমণ্ডলু।

"দশন মকুতা জিনি কন্দ, করগবীজ জিনি
কম্বুকণ্ঠ আকারে।" বিদ্যাপতি।

করগ্রহ (পুং) করো গৃহ্যতে যত্র আধারে অপ্। ১ বিবাহ। (৬তৎ) ২ হস্তধারণ। ৩ প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্য রাজস্ব গ্রহণ।

করগ্রহণ (ক্লী) করস্য গ্রহণং যত্র বহুব্রী। [করগ্রহ দেখ।]

করগ্রহারম্ভ (পুং) করগ্রহস্য আরম্ভঃ প্রকৃতিপুঞ্জেভ্যো যত্র বার্ষিককর গ্রহণারম্ভের দিন, পুণ্যাহ, পুণ্যা। অশ্লেষা আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, মঘা, ভরণী ও কৃত্তিকা ভিন্ন অন্য নক্ষত্রে; মিথুন, সিংহ কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, কুম্ভ ও মীনলগ্নে এবং রবি, সোম বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে করগ্রহারম্ভ কর্ত্তব্যঃ।

"তীক্ষ্ণোগ্রবর্জিতহ্রস্বেষু লগ্নে
শীর্ষোদয়ে তারদিনে শুভাহে।
দূর্ব্যাদহস্তানি সমীহিতানি
করগ্রহাস্তবপি প্রজাভ্যঃ॥"

173-III

বঙ্গদেশে এই সময়ে জমীদারগণ দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া নূতনখাতা প্রস্তুত করেন এবং এই উপলক্ষে স্ব স্ব সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতিকে ভোজন করাইয়া থাকেন।

করগ্রাহ (পুং) করং গৃহ্লাতি গ্রহ-ণ (বিভাষা গ্রহঃ। পা ৩।১। ১৪৩) ১ রাজা। ২ রাজস্ব আদায়কারী, গোমস্তা। ৩ সাধারণতঃ কর গ্রহণকারীমাত্র।

করগ্রাহক (পুং) করং গৃহ্লাতি গ্রহ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ১ পতি। ২ রাজস্ব আদায়কারী। ৩ করগ্রহণকারী।

করগ্রাম (পুং) গোণ্ডবন প্রদেশস্থ নগরবিশেষ। এই নগর গোণ্ডজাতির রাজধানী। উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত নাগপুর হইতে ৬৪ ক্রোশ উত্তরদিকে অবস্থিত।

করগ্রাহী [ন্] (পুং) করং গৃহ্লাতি, গ্রহ-ণিনি (ণিনিন ছুন। পা ৩।১।১৩৪) [করগ্রাহ দেখ।]

করঘর্ষণ (পুং) করাভ্যাং ঘৃষ্যতেহসৌ। ঘৃষ কর্ম্মণি ল্যুট্। ১ দধিমন্থন দণ্ড। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—বৈশাখ, দধিচার, তক্রাট। ২ (ক্লী) হস্তঘর্ষণ।

করঘর্ষী [ন্] (পুং) করাভ্যাং কর্ষাব। ঘর্ষণং বিদ্যতে যস্য যন্ত্রস্য করঘর্ষ ইনি। মন্থনদণ্ড।

করঙ্ক (পুং) করং মস্তকস্য অঙ্ক ইব। ১ মাথার খুলি। ২ (কীর্য্যতে জলমত্র। কৄ-অপ্। করঃ জলহীনঃ অঙ্কো গর্ভো যস্য শকন্ধাদিত্বাৎ লোপঃ) নারিকেলাস্থি, নারিকেলের খোল। ৩ কমণ্ডলু। (করঙ্কঃ কমণ্ডলৌ। মেদিনী।) ৪ শরীরাস্থি। ৫ পাত্রবিশেষ, কৌটা। ("তাম্বূলকরঙ্ক বাহিনী" কাদম্বরী।) ৬ ভিক্ষাপাত্র। ৭ ইক্ষুবিশেষ। ৮ মস্তক।

করঙ্কপাবন (ক্লী) তাপীনদীর উত্তরস্থ তীর্থবিশেষ। (তাপীখণ্ড ১১। ১)

করঙ্কশালি (পুং) করঙ্ক ইতি নাম্না শোভতে, করঙ্ক-শাল ইন। ইক্ষুবিশেষ।

করঙ্গ (দেশজ) করঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ। জলপাত্রবিশেষ। সাধারণতঃ বৈরাগীরাই "করঙ্গ" বলিয়া থাকে।

"কমণ্ডলু তুম্বাফল, করঙ্গ পিবার জল,
হাতে আশা ত্রিশূল সবল।" অন্নদামঙ্গল।

করঙ্গণ (ক্লী) বিপণি, হাট।

করঙ্গা (দেশজ) করঙ্গ।

করঙ্গুলি। মান্দ্রাজের চেঙ্গলপৎ জেলার অন্তর্গত মধুরান্তক তালুকের মধ্যস্থ একটি নগর। মান্দ্রাজ হইতে ২৪ ক্রোশ দূরে দক্ষিণ ট্রাঙ্কবোডের ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ৩২ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৫৬ ৪০ পূঃ। এখানকার জল তেমন ভাল নয়। ১৭৯৫ হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে তালুকের থানা ছিল। এখানকার দুর্গ বিখ্যাত। ঐ দুর্গ আয়তনে ১৫০০ গজ এবং চারিদিকে পঙ্কোদক দ্বারা পরিবেষ্টিত। দুর্গের প্রাকার এখন ভগ্ন হইয়াছে, উহার পাথর লইয়া এখানকার পূর্ত্তকার্য্য চলিতেছে। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের যুদ্ধের সময় এই দুর্গ যুদ্ধকারীদের আড্ডা হইয়াছিল। ১৭৫৫ খৃঃ, দুর্গটি ইংরাজদিগের অধিকারে ছিল। ১৭৫৭ খৃঃ অঃ, ফরাসীরা দখল করিয়া লয়। পর বর্ষ ইংরাজেরা ঐ দুর্গ পুনরায় পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেক সৈন্যক্ষয় হইল বটে, কিন্তু কিছুতেই উদ্ধার করিতে পারিলেন না। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে কর্ণেল কুট এই দুর্গ আক্রমণ করেন। সম্প্রতি ইহা ইংরাজদিগের অধিকারে আছে।

করচা (আরবী) ব্যবসায়ীদিগের হিসাব রাখিবার খাতাবিশেষ।

করচিমালা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। Ptelea lancefolia) এই গাছ বঙ্গদেশে জন্মে না, খুব বড় হয়।

করচিয়ব (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। অর্জ্জুনগাছ (Pentaptera Arjuna)

করচ্ছদ (পুং) কর ইব আবরণকারী ছদো যস্য। শাখোটবৃক্ষ, সেওড়াগাছ। [শাখোট দেখ।]

করচ্ছদা (স্ত্রী) করকিসলয়বৎ লোহিতবর্ণং ছদং পুষ্পং অস্যাঃ। সিন্দুর পুষ্পবৃক্ষ।

করজ (ক্লী) করে জায়তে, জন-ড। ১ ব্যাঘ্রনখ নামক গন্ধদ্রব্য। ২ (পুং) কং সুখং জলং বা রজয়তি, কর্ম্মণি অণ্। করঞ্জবৃক্ষ। (করঞ্জকঃ স্যাৎ করজঃ পরদ্যুচী ঘৃতপর্ণকঃ। শব্দরত্নাবলী) ৩ নখ। "ন মৃল্লোষ্ঠঞ্চ মৃদ্নীয়ান্ন ছিন্দ্যাৎ করজৈস্তৃণম্" মনু ৪।৭০। ৪ হস্তজাত দ্রব্যমাত্র।

করজগি। ধারবারের একটি বিভাগ। ভূমিপরিমাণ ৫৪২ বর্গমাইল। এখানে চোয়ালিশ হাজার লোকের বাস। এই বিভাগের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বরদানদী প্রবাহিত।

করজাখ্য (পুং, ক্লী) করজস্য নখস্যেব আখ্যা যস্য। নখীনাম গন্ধদ্রব্য।

করজোড়ি (পুং) করং জোড়য়তি, জুড় বন্ধনে। হাতজোড়া গাছ।

করঞ্জ (পুং) কং মূর্দ্ধং শিরোদুঃখং বা রঞ্জয়তি কং-রঞ্জ-ণিচ্-অণ্। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। করমচা।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে করঞ্জ চারি প্রকার যথা—

১ ডহরকরঞ্জ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নক্তমাল, পূতিক,

[illegible]বক, কুষ্ঠঘ্ন, [illegible], রোচন, [illegible], কণ্ডূঘ্ন, কফঘ্ন, ত্রিবিধ উপকীর্ণ।

২ নাটাকরঞ্জ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—প্রকীর্য্য, [illegible] করঞ্জ, পূতিক, কলিমারক, [illegible]করঞ্জ, [illegible], সুমনা, [illegible], [illegible]কীর্ণ, [illegible], [illegible], [illegible], কলিমাল ও পূতিকরঞ্জ।

৩ নাটাকরমচা বা [illegible] করঞ্জ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—[illegible], মহাকরঞ্জ, বিষদী, [illegible] বলী, [illegible], [illegible], সুমনা, [illegible], [illegible]করঞ্জ, [illegible], মধুমতী।

৪ করমচা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—করঞ্জক, বৃক্ষকরঞ্জ, [illegible], [illegible], [illegible], বৃক্ষকরঞ্জ, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]।

১। উদকরঞ্জ [illegible] বা [illegible] [illegible] রহিত [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], বা [illegible], [illegible], করঞ্জ [illegible] গ্রাম [illegible]। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম P[illegible] [illegible]lia। ভারতবর্ষের [illegible] সর্ব্বত্রই জন্মে। ইহার [illegible] ২০।৫০ [illegible] বড় হয়

বৈদ্যক মতে উদকরঞ্জের [illegible]—কটু, উষ্ণবীর্য্য, চক্ষু[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] উপকারক, বাতশান্তিকর ও ভেদক।

বৈদ্যক মতে উদকরঞ্জের [illegible] তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, [illegible]জনক, ত্রিদোষনাশক, কিছু [illegible]। চক্ষুরোগ, [illegible] [illegible] কুষ্ঠ, কণ্ডূ, [illegible] [illegible] [illegible], উপকারক এবং [illegible]। [illegible] [illegible] অভ্যন্তরে প্রয়োগ করা হয়। মাত্রা [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] ইহার [illegible] [illegible] [illegible] রোগে [illegible] [illegible] উপকার [illegible]। [illegible] [illegible] বলেন, ইহার [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চর্ম্মরোগে [illegible] উপকারক।

তৈল করিবার জন্য [illegible] বীজ [illegible] সংগ্রহ করিয়া [illegible] [illegible] হয়। ১ মণ বীজে প্রায় সাড়ে ছয় সের তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল ৫৫° ডিগ্রি উত্তাপে জমাট [illegible] [illegible]। [illegible] এই তৈল [illegible] থাকে।

২। নাটাকরঞ্জ [illegible] নাটকরঞ্জ ও [illegible]

[illegible], দক্ষিণে [illegible], [illegible] [illegible] বা [illegible], [illegible]। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Caesalpinia Bonduc.

এই গাছ ভারতবর্ষে, পূর্ব্বউপদ্বীপে ও আমেরিকায় [illegible] [illegible] কাঁটা এবং ফুল [illegible]বর্ণ হয়।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, বিষনাশ ও [illegible] এবং কুষ্ঠ, চর্ম্মরোগ ও ক্ষতরোগে উপকারক। [illegible] শীঘ্র জ্বর ভাল হয়।

[illegible] ইংরাজেরা বণ্ডকনাট (Bonduc nut) বলেন, ইহা [illegible] শ্বেতবর্ণ, [illegible] কঠিন এবং খাইতে [illegible] তিক্ত। [illegible] ইহার বীজ হইতে তৈল, [illegible] ও নির্য্যাস পাওয়া যায়। এ দেশে [illegible] দোকানে এই বীজ [illegible] হয়। [illegible] ইহা [illegible] করিলে [illegible] উপকার [illegible]।

৩। [illegible] কাটকরঞ্জ বলে। বৈদ্যক-[illegible] ইহার [illegible]—[illegible], [illegible], কটু, [illegible], কণ্ডূ ও ব্রণ-[illegible]। ইহার [illegible] ব্যবহার্য্য। মাত্রা ১ মাষা।

৪। করমচাকে [illegible] বাঙ্গালা, বেহার অঞ্চলে করৌন্দা, [illegible], [illegible] বা [illegible], উড়িষ্যায় [illegible], [illegible] ও ইংরাজেরা Carissa বলে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Carissa Carandas.

এই কণ্টকাবৃত গুল্ম ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে। ইহার সাদা সাদা ফুল হয়। ফল পাকিলে নীলবর্ণ দেখায়। এ দেশের লোকেরা করমচা ফল খাইয়া থাকে।

করমচা দুই প্রকার একজাতীয়ের ফল কিছু বড়, অপর-জাতীয়ের ফল কিছু ছোট হয়। যাহার ছোট ফল হয়, তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় করঞ্জিকা বলে।

বৈদ্যকমতে উভয়প্রকার করমচা ফল অপক্বাবস্থায় অম্ল, [illegible], রোচক, উষ্ণ, [illegible] ও বলবৃদ্ধিজনক এবং তৃষ্ণা-নাশক। পক্বফলের গুণ মধুর, রুচিকর, লঘু বায়ু ও পিত্তনাশক।

[illegible] মতে উক্ত দ্বিপ্রকার করমচা ছাড়া [illegible] [illegible] সংস্কৃত নাম [illegible] ও [illegible] ([illegible]) [illegible] আরও দুই প্রকার করমচা আছে। বৈদ্যকগ্রন্থে উভয়ের [illegible] [illegible] হয় নাই। ২ বেদোক্ত অসুরবিশেষ, ইন্দ্র ইহাকে বিনাশ করেন। (ঋক্ ১।৫৫।৮)

করঞ্জ [illegible]। [illegible] [illegible] জেলার অন্তর্গত একটি দ্বীপ, [illegible] [illegible] এবং [illegible] বন্দর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। হিন্দুরাজাদের সময়ে এখানে অনেক দেবমন্দির নির্ম্মিত হয়, প্রাচীন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ

এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধদিগের সময়ে এই পর্ব্বতময় দ্বীপে অনেক বৌদ্ধচৈত্য ও প্রস্তরমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে এখানে শিল্লারা নামক সম্প্রদায় রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের সময়ে এখানে অনেক নগর স্থাপিত ও উদ্যানাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্ত্তুগীজেরা এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহারা ১৫৩০ হইতে ১৭৩৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দ্বীপ নিজ অধিকারে রাখিয়াছিল। পর্ত্তুগীজগির্জ্জা ও আশ্রমগর এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে বর্গীরা এই স্থান আক্রমণ করে। তৎপরে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া এই দ্বীপ অধিকার করে। ১১৭৪ খৃঃ হইতে করঞ্জদ্বীপ ইংরাজাধিকারভুক্ত হইয়াছে।

এই দ্বীপের পূর্ব্বভাগ দিয়া (উরণ হইতে পণবেল পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে সাতক্রোশব্যাপী ধাতুবর্ম্ম চলিয়া গিয়াছে এখানকার প্রধান বন্দর মোরা, করঞ্জা ও শিবা। বোম্বাই যাইতে হইলে মোরা বন্দরে ষ্টিমারে চড়িতে হয়। ইহার নিকট শূকরদ্বীপ নামে আর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

এখানে লবণ, মৌহুয়া, মদ ও খেজুররসের সুরা প্রস্তুত হয়। প্রতিবর্ষে প্রায় ৪৬,০০০৲ টাকার লবণ ও ১৬,৬০,০০০৲ টাকার মদ জন্মে।

এই দ্বীপ হংসকারণ্ডবের অতি প্রিয়স্থান। বোম্বাই হইতে পক্ষীশীকারীরা এখানে আমোদ করিতে আসেন। করঞ্জবন্দরের বর্ত্তমান নাম উরণ।

করঞ্জনগর। ১ বেরারের অমরাবতীজেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২০°২৯′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°৩২′ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ১১ হাজার।

করঞ্জ নামক একজন ঋষির নাম হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ, করঞ্জ ঋষি কঠোর রোগে আক্রান্ত হইয়া মহামায়ার আরাধনা করেন, দেবী তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া এখানে সরোবর খনিয়া দেন। করঞ্জ সেই সরোবরে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হন। সেই অবধি এই স্থান পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। লিঙ্গ-পুরাণে এই করঞ্জতীর্থের নাম পাওয়া যায়, যেখায় নীল-লোহিত মহাদেব আছেন। (লিঙ্গপুরাণ ৫০।৫) এখনও অনেক প্রাচীন মন্দির রহিয়াছে, তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী প্রশংসনীয়। এখানে বাণিজ্য ব্যবসা জন্য অনেক বণিক্ বাস করেন।

২ মধ্যপ্রদেশের বর্দ্ধাজেলার একটি নগর। ইহার চারিদিকে গিরিমালা, বর্দ্ধানগর হইতে ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। প্রায় ২৭৫ বর্ষপূর্ব্বে নবাব মুজফর খাঁ নিয়াজি কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। এই পার্ব্বতীয় ভূভাগে ইক্ষু ও অহিফেন উৎপন্ন হয়।

করঞ্জক (পুং) করঞ্জ স্বার্থে কন্। করঞ্জ।

করঞ্জফল (পুং) করঞ্জফলবৎ অম্লং যস্য। কপিত্থবৃক্ষ।

করঞ্জফলক (পুং) করঞ্জফল স্বার্থে কন্ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) কপিত্থবৃক্ষ, কদ্বেল।

করট (পুং) কং কুৎসিতং রটতি রবং করোতি ক-রট অচ (পচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। ৩।১।১৩৪) ১ কাক। ("বননি গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ") ২ (কিরাত বিক্ষিপতি মদনিঃ বা) ২ হস্তিগণ্ড। ("কথং হি ভিন্নকরটং পদ্মিনং বনগোচরং। উপস্থায় মহানাগং করেণুঃ শূকরং স্পৃশেৎ'। ভারত) ৩ কুসুম্ভ-বৃক্ষ, কুসুম ফুলগাছ। ৪ দুর্ণ্যজীবনদায়ী। ৫ একাদশাহ শ্রাদ্ধ। ৬ দুর্দ্দুরূট, দুর্দ্দমা নাস্তিক। ৭ বাদ্যভেদ। (করটঃ গজগণ্ডে স্যাৎ কুসুম্ভে নিন্দ্যজীবিনে। একাদশাহাদিশ্রাদ্ধে দুর্দ্দুরূটেঽপি বায়সে। করটো বাদ্যভেদে। মেদিনী।)

করটক (পুং) করট স্বার্থে কন্। চৌরশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক কর্ণীর পুং। (কর্ণীসুতঃ করটকঃ স্তেয়শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ।) [করট দেখ।]

করটা (স্ত্রী) করট-টাপ্। দুঃখে দোহ্যা গাভী। যে গাভী দোহন করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়।

করটী [ন্] (পুং) করটো বিদ্যতেঽস্য, প্রশস্তে ইন্। হস্তী। (দন্তাবলং করটিকুম্ভিকুম্ভিপীলবঃ। হেম।)

করটু (পুং) ক-অটু। পক্ষিবিশেষ, করকটিয়া। (কর্করেটুঃ করেটুঃ স্যাৎ করটুঃ কর্করাটুকঃ। হেম।)

করণ (ক্লী) ক্রিয়তে অনেন কৃ ল্যুট্। ব্যাকরণোক্ত কারক বিশেষ। ক্রিয়া নিষ্পত্তির কারণসমূহের মধ্যে কারণান্তরের ব্যবধান অভাবে যে বস্তুকে ক্রিয়ানিষ্পত্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহাকেই করণকারক বলে। যেমন "দাত্রেণ ধান্যং লুনাতি" "দা দ্বারা ধান্যচ্ছেদ করিতেছে" ইত্যাদি ছেদন কার্য্যের নিষ্পন্নকারক হইলেও দাত্র সংযোগের প্রধান্য হেতুক কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় দাত্রেরই করণকারকত্ব হইল।

"ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তির্যদ্ব্যাপারাদনন্তরম্।
বিবক্ষ্যতে যদা যত্র তৎকরণমুদাহৃতম্।" হরিকারিকা।

২ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। ৩ দেহ। ৪ ক্রিয়া, কার্য্য। ৫ স্থান। ৬ হেতু। ৭ হস্তলেপ। ৮ নৃত্যের প্রকার। ৯ গীতবিশেষ। ১০ ক্রিয়াভেদ। ১১ সংবেশন। ১২ বব, বালব কৌলব তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি, শকুনি চতুষ্পদ, কিন্তুঘ্ন, নাগ এই একাদশটি করণ জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত। এই সকল করণের

যথাক্রমে অধিষ্ঠাতৃদেবতার নাম—ইন্দ্র, কমলজ, মিত্র, অর্য্যমা, ভূ, শ্রী, যম, কলি, বৃষ, ফণী ও মারুত। এক একটি তিথিতে দুই দুইটি করণ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ববাদি ৭টি করণ শুক্ল প্রতিপদের শেষার্দ্ধ হইতে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত এবং অবশিষ্ট ৪টি কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শেষার্দ্ধ হইতে শুক্লপ্রতিপদের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। (পুং) ১৩ বিষ্ণু।

১৪ জাতিবিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। ইহারা লিপিকারের কার্য্য করে। (ব্রহ্মবৈঃ ব্রহ্ম' ১০ অঃ, ও কৃষ্ণজন্ম ৮৫ অঃ)। ভারতবর্ষের নানাস্থানে করণজাতি বাস করে। ইহাদের আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়, কেবল যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে পারে না। অনেক স্থানে ইহারা করণকায়স্থ নামে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে কণপু নামে অভিহিত।

ভগবান্ মনুর মতে করণেরা ব্রাত্যক্ষত্রিয়। যথা—

"ঝল্লা মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।

নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রাবিড় এব চ॥" মনু ১০। ২২।

১৫ অসভ্য অবস্থায় পতিত বলশালী জাতিবিশেষ। আসামের পূর্ব্বাংশে পার্ব্বতীয় প্রদেশে, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে এই জাতি বাস করে।

সকল স্থানের করণজাতি যে একই প্রকার নহে। দেশভেদে ইহাদের আকারের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে দেখিতে বলশালী, সাহসী এবং ভীমকায়। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষেরা মুখে উল্কি কাটে, দূর হইতে দেখিলে ভয়ঙ্কর দেখায়। এই জাতি অসভ্য বটে, কিন্তু অতি সরল, সত্যবাদী এবং নিরীহ। যুদ্ধবিগ্রহ ভালবাসে না, সকলেই শান্তিপ্রিয়। কিন্তু কেহ ইহাদের অনিষ্ট করিলে, অথবা ইহাদের নিকট দোষী হইলে, তখন এই জাতির বীর্য্যবহ্নি জ্বলিয়া উঠে। ৫।৭ জন ব্রহ্মবাসী বলবীর্য্যে ১ জন করণের সমকক্ষ। বল থাকিলেও করণেরা যুদ্ধকার্য্যে ব্রতী হয় না। তাই বলিয়া এই জাতি অলস নয়। যেখানে বাস করে, ইহাদের অপরিসীম পরিশ্রমে ও যত্নে সেই স্থান প্রচুর শস্যশালিনী হইয়া উঠে। তবে একবারে ইহাদিগকে নির্দ্দোষ বলা যায় না, কারণ ইহারা বড় নেশাখোর। মদের জন্য লালায়িত, মদ পাইলে ইহারা অর্থকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে।

করণেরা লিখিতে পড়িতে জানে না, ইহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রও কিছুই নাই। মূর্খতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা উত্তর দেয় যে, এক সময়ে ঈশ্বর সহিষ্ণুচর্ম্মে তাঁহার আদেশ ও ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিয়া মানব জাতিকে ডাকিয়া পাঠান। মানব জাতির মধ্যে সকলেই ঈশ্বরের আদেশ ও ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য গমন করিল, কিন্তু সময় না হওয়ায় কেবল এই করণজাতি যাইতে পারিল না। সুতরাং চিরকালই তাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রহীন হইয়া রহিল।

(স্ত্রী) ১৬ যোগিদের আসন প্রভৃতি। ১৭ কৃত্যাদি। ১৮ লেখ্যপত্র সাক্ষিদিব্যাদি।

করণক (ত্রি) দিবা, দ্বারা। পূর্ব্ববর্ত্তি কোনপদের সহিত বহুব্রীহি সমাস না হইলে ইহার প্রয়োগ হয় না।

করণত্রাণ (ক্লী) করণৈঃ হস্তাদিভিঃ ত্রায়তে ত্রৈ কর্ম্মণি ল্যুট্। মস্তক। (বরাক্ষং করণত্রাণং শীর্ষং মস্তকমিত্যপি। হেম।)

করণবাচক (পুং) ৬তৎ, করণং বাচয়তি বচ-ণ্বুল্। করণবোধক। করণ অর্থ জ্ঞাপকবিশিষ্ট।

করণবাস, বুলন্দসহর জেলার মধ্যে একটি সহর। এই সহর অনুপসহর হইতে ১২ মাইল এবং বুলন্দসহর হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অনুপসহর তহসীলের মধ্যে গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই হিন্দু। জমিদারেরা বৈশ (বৈশ্য)-জাতীয় রাজপুত। দশহরার দিন এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে, এ মেলার মত বড় মেলা আর কখন হয় না। এই সহরে একটি অতি প্রাচীন শীতলামন্দির আছে। প্রতি সোমবারে এই মন্দিরে স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত হইয়া পূজাদি দিয়া থাকে।

করণা (স্ত্রী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, একপ্রকার বৃহৎ জাতীয় সচ্ছিদ্র যন্ত্র, ভারতবর্ষ ও পারস্যে ব্যবহৃত হয়। ধ্বনি কর্ণভেদী এবং দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট। ইহার নামান্তর করণা।

করণাধিপ (পুং) করণানাং অধিপঃ ৬তৎ। ১ জীব। ২ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা। কর্ণের দিক্, ত্বকের বায়ু, নেত্রের অর্ক, রসনার প্রচেতা, নাসিকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বাক্যের বহ্নি, পাণির ইন্দ্র, পাদের উপেন্দ্র, পায়ুর মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, মনের চন্দ্র, বুদ্ধির চতুর্ম্মুখ, অহঙ্কারের রুদ্র ও মনের অচ্যুত। ৩ ববাদি করণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, যথা—ইন্দ্র, কমলজ, মিত্র, অর্য্যমা, ভূ, শ্রী, যম, কলি, বৃষ, ফণী ও মারুত।

করণী (স্ত্রী) ক্রিয়তে ক্রিয়াবিশেষোহত্র কৃ করণে ল্যুট্ ঙীপ্। গণিতশাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াবিশেষ। অতি সূক্ষ্মরূপে যে রাশির মূল বাহির করিতে পারা যায় না। (Surds)

করণীয় (ত্রি) ক্রিয়তে যৎ যত্র বা কর্ম্মণি আধারে চ, কৃ-অনীয়র্ (কৃত্যল্যুটো বহুলম্। পা ৩।৩।১১৩।) ১ কার্য্য, যাহা করা উচিত। ২ যেখানে করা উচিত।

করণীসুতা (স্ত্রী) যে কন্যাকে পোষ্যপুত্রীরূপে গ্রহণ করা যায়।

করণ্ড (পুং) ক্রিয়তে কৃ অণ্ডন্ কর্ম্মণি (অণ্ডন্ কৃসৃভৃবৃঞঃ।

উণ্ ১।১২৮) ১ মধুকোষ মৌচাক। ২ অসি। ৩ কারণ্ডব পক্ষী। ৪ দলাঢক, গিরিমাটি। (করণ্ডো মধুকোষাসি-কারণ্ডেষু দলাঢকে। মেদিনী।) ৫ বংশাদিরচিত পুষ্প পাত্রবিশেষ সাজি। ৬ কৌটা ("দীপভাজনভ্রমরকরণ্ডক-প্রভৃত্যনেকোপকরণযুক্তঃ" দশকুমার।) ৭ কালখণ্ড, যকৃৎ। ৮ শৈবালবিশেষ।

করণ্ডা (স্ত্রী) করণ্ড-টাপ্ (অজাদ্যতষ্টাপ্। পা ৪।১।৪) পুষ্পভাণ্ড, সাজি।

করণ্ডিক (পুং) করণ্ডঃ বিদ্যতে যস্য, করণ্ড-ইকন। যে সকল জীবের করণ্ডবৎ চর্ম্মময় স্থলী আছে

করণ্ডী [ন্] (পুং) করণ্ডবৎ আকারোঽস্তি অস্য, ইন। মৎস্যবিশেষ।

করতল (পুং) করস্য তলঃ ৬তৎ। ১ হস্ততল, হাতের চেটো। করস্থলমিব। ২ হস্ত।

করতাল (ক্লী) করাভ্যাং দীয়মানস্তালো যত্র বহুব্রী। ১ তল্লক, বাদ্যবিশেষ, এই যন্ত্র কাঁসাধাতুতে প্রস্তুত হয়। খোলের বাজনায় ইহা দ্বারা তাল দেওয়া হয়। ২ হাততালী।

করতালক (ক্লী) করতাল স্বার্থে কন। [করতল দেখ।]

করতালধ্বনি (পুং) করতালস্য ধ্বনিঃ ৬তৎ। করতালের বাদ্য।

করতালী (স্ত্রী) করতাল গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বাদ্যবিশেষ, করতাল, করৰ্দ্ধি। ২ করতলদ্বয়ের অভিঘাতে উৎপাদিত শব্দ।

করতোয়া (স্ত্রী) করাভ্যাং চ্যুতং হরপার্ব্বতীপরিণয়কালীন-হরকরাভ্যাং ক্ষরিতং তোয়ং জলং বিদ্যতে যত্র। অর্শআদি-ত্বাদচ্। স্বনামখ্যাত নদীবিশেষ। কথিত আছে, গৌরী-বিবাহসময়ে শিবের পাণিবিনিক্ষিপ্ত জল হইতে এই নদীর উৎপত্তি হয়। এই নদী অতিশয় পবিত্র। এমন কি, বর্ষাকালে সকল নদীর জলই অশুচি হয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে, কিন্তু এই নদীর জল কোন সময়েই অশুচিত্ব প্রাপ্ত হয় না। এই নদী তীর্থস্থলীর মধ্যে গণনীয়া। এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

(ভারত ৩।৮৫.৩।)

পূর্ব্বকালে এই নদী বঙ্গ ও কামরূপের মধ্যে সীমা-নির্দ্দেশক ছিল। [কামরূপ দেখ।] এই নদীর গতি এক্ষণে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নদী রঙ্গপুরের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইত। এখন জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরপশ্চিমে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল হইতে উৎপন্ন হইয়া, বরাবর দক্ষিণে আসিয়া রঙ্গপুরের মধ্য দিয়া বগুড়াজেলার দক্ষিণে ফুলঝুরিয়া নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এইস্থান হইতে এই গতি লইয়া ভারি গোলযোগ, নানা শাখা চারিদিক্ হইয়া কে কোথায় চলিয়াছে, তাহা নির্ণয় করাই কঠিন, বিশেষতঃ গত কয়েক শতবর্ষ ধরিয়া ত্রিস্রোতা নদী এই অঞ্চলে যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট গতি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন করতোয়া নদীর পূর্ব্বগতি নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

উক্ত স্থান হইতে করতোয়া নদী ফুলঝুর নামে অত্রাই (আত্রেয়ী) নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। অনেক এই ফুলঝুরকেই প্রাচীন করতোয়া নদী বলিয়া উল্লেখ করেন। আবার কাহারও মতে মহানদী ও তিস্তা (ত্রিস্রোতা) নদীর মধ্যবর্ত্তী 'করতো' নামক নদীই প্রাচীন করতোয়ার উর্দ্ধগতি, এবং বগুড়ার দক্ষিণে সর্ব্বমঙ্গলা ও ভুবনেশ্বরী নামে যে দুই নদী প্রবাহিত হইতেছে, ইহার মধ্যে ভুবনেশ্বরী নদীই প্রাচীন করতোয়ার মধ্যগতি।

এক্ষণে করতোয়ানদী নিতান্ত ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিলেও পৌরাণিক সময়ে মহাস্রোতস্বতীরূপে প্রবাহিত হইত।

করদ (ত্রি) করং দদাতি কর-দা-ড। ১ রাজস্বপ্রদানকারী। ২ পরিত্রাণার্থ হস্ত প্রদানকারী।

করদায়ী [ন্] (ত্রি) করং দদাতি কর-দা ণিনি ("নন্দিগ্রহি-পচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩।১।১৩৪) করপ্রদানকারী।

করদীকৃত (ত্রি) অকরদং করদং ক্রিয়তে যেন চি। যাহাকে করদান করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

করদ্রুম (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি সমন্তাৎ শাখাঃ, কৄ-অচ, করশ্চাসৌ দ্রুমশ্চ নিত্যসমাস। কারস্কর বৃক্ষ।

করদ্বিষ্ (পুং) করং দ্বেষ্টি, কর-দ্বিষ্-ক্বিপ্। ১ গোত্রভেদ। ২ বেদশাখাভেদ।

করন্ধম (পুং) করং ধমতি অগ্নিসংযোগং করোতি কর-ধ্মা-খশ্ (উগ্রংপশ্যেরম্মদপাণিন্ধমাশ্চ। পা ৩।২।৩৭) মুম্‌চ। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় খনীনেত্র নামক রাজার পুত্র, প্রকৃত নাম সুবর্চ্চাঃ।

সত্যযুগে মনুর বংশে খনীনেত্র নামক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় উদ্ধতপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক স্বীয় সহোদরগণ এমন কি প্রজাবর্গও নিরন্তর উৎপীড়িত হইত। এই অনিবার্য্য ঔদ্ধত্যপ্রকৃতিবশতঃ তিনি প্রজাসমূহের প্রতিরঞ্জন করিয়া স্বীয় পূর্ব্বপুরুষোচিত যশোলাভ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। পরিশেষে দিগ্বিজয়ী নৃপতি হইলেও তিনি প্রজাগণ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও অরণ্যে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। প্রজাগণ তৎপুত্র সুবর্চ্চাকে রাজ্য প্রদান করিল।

সুবর্চ্চা পিতাকে বিরুদ্ধক্রিয়ারত হেতু রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইতে দেখিয়া, সতত সংযতচিত্তে প্রজাগণের

হিতসাধনে নিরত হইয়াছিলেন। প্রজাগণও তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যব্রত, শুচি, শমদমাদি গুণভূষিত, মনস্বী ও ধার্ম্মিক দেখিয়া একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। কালবশে সদা ধর্ম্মনিরত সুবর্চ্চা অর্থহীন হওয়ায় সামন্তগণ তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সেই ধর্ম্মাত্মা নৃপতি কোষ ও বাহনাদি বিহীন হইয়া সামন্তগণের ভয়ে নিজ অনুরক্ত ভৃত্য লইয়া অতি সাবধানে স্বপুরীরক্ষা করিয়াছিলেন। বলহীন হইলেও নিয়তধর্ম্ম-পরায়ণ বলিয়া উৎপীড়ক সামন্তগণ তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে যখন রাজা সামন্তগণ কর্ত্তৃক নিদারুণরূপে পীড়িত হইলেন, তখন তিনি নিজ কর অনলে বিক্ষিপ্ত করিলে অগ্নি হইতে তাঁহার ভীমপরাক্রম সৈন্যসকল উৎপন্ন হইল। তখন বলীয়ান্ নৃপতি অদ্ভুতরূপে আবির্ভূত সেই সৈন্যপরিবৃত হইয়া স্বীয় সীমার অন্তবর্ত্তী নৃপতিগণকে স্ববশে আনিলেন। তিনি স্বীয় কর অগ্নিতে দগ্ধ করায় তদবধি "করন্ধম" নামে বিখ্যাত হইলেন। (অশ্বমেধ পর্ব্ব)

করন্ধয় (ত্রি) করং ধয়তি ধেট্, কর ধে-খশ্ মুম্। হস্তলেহক।

করন্যাস (পুং) করে করাবয়বে ন্যাসঃ ৭তৎ। তন্ত্রোক্ত ন্যাস-বিশেষ। তন্ত্রোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গুলি-সমূহের তল ও পৃষ্ঠদেশে যে ন্যাস করা হয়।

"অঙ্গন্যাসঃ করন্যাসো বীজন্যাসস্তথৈব চ" বটুকস্তব।

করপক্ষ (পুং) করৌ পক্ষবৎ যস্য বহুব্রী। বাদুড়াদি।

করপঙ্কজ (ক্লী) করঃ পঙ্কজমিব। পদ্মহস্ত।

করপণ্য (ক্লী) করার্থং রাজকরার্থং পণ্যম্, মধ্যলো°। রাজস্ব প্রদানের জন্য যে কোন বিক্রেয় বস্তু প্রদত্ত হয়।

করপত্র (ক্লী) করমবলম্ব্য পততি, কর-পত-ষ্ট্রন্ দাম্নী-শসযুযুজস্তুতুদসিসিচাদি° পা ৩।২।১৮২) ষ্ট্রন্। ১ ক্রকচ, করাত ; সুশ্রুতে কথিত বিংশতি শস্ত্রের প্রকারভেদ। ২ জলক্রীড়া।

করপত্রবান্ [ৎ] (পুং) করপত্রবৎ পত্রং যস্য তৎ অস্যাস্তি ; করপত্র-মতুপ্ মস্য বঃ। (তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্। পা ৫। ২। ৯৪। সংজ্ঞায়াম্। ৮। ২। ১১) তালবৃক্ষ।

করপত্রিকা (স্ত্রী) করৌ পত্রং যানমিব যস্যাঃ কর-পত্র-কপ্-টাপ্ অত ইত্বম্। জলক্রীড়া।

করপর্ণ (পুং) করবৎ পর্ণং যস্য। ১ ভিণ্ডাতকবৃক্ষ। ২ রক্ত এরণ্ড। [এরণ্ড দেখ]

করপল্লব (পুং) করস্য পল্লববৎ। ১ অঙ্গুলি। ২ (করঃ পল্লব ইব) হস্ত।

করপাত্র (ক্লী) করঃ পাত্রবৎ যত্র। ১ জলক্রীড়া। ২ কর এব পাত্রম্। হস্তরূপ পাত্র।

করপাল (পুং) করং পালয়তি কর-পাল-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১) খড়্গ।

করপালিকা (স্ত্রী) করং পালয়তি কর-পাল ণ্বুল্ (ণ্বুল্-তৃচৌ পা ৩। ১। ১৩৩। অজাদ্যতষ্টাপ্। ৪। ১। ৪) টাপ্। ১ ক্ষুদ্র হস্তযষ্টি, ছড়ি। ২ ছোরা। মুদগর।

করপালী (পুং) করং পালয়তি কর-পাল-ণিনি-ঙীষ্ (নন্দি-গ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩। ১। ১৩৪) ১ ক্ষুদ্র হস্তযষ্টি, ছড়ি। ২ ছোরা। ৩ মুদগর।

করপীড়ন (ক্লী) করস্য বধূকরস্য পীড়নং ধারণং যত্র বহুব্রী। বিবাহ।

করপুট (পুং) করয়োঃ পুটঃ ৬তৎ। বদ্ধাঞ্জলি, করযোড়।

করপ্রদ (ত্রি) করং প্রদদাতি কর-প্র-দা-অচ্। (আতশ্চোপ-সর্গে। পা ৩। ৩। ১০৬) করদাতা।

করফু (বৌদ্ধশব্দ) কোন বিশেষ উচ্চ সংখ্যা।

করবালিকা (স্ত্রী) করং বলতে পালয়তি, কর-বল-ণ্বুল্ টাপ্। অত ইত্বং। করপালিকা।

করভ (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি ইতস্ততঃ কৄ বিক্ষেপে (কৄশৄশলিকলিগর্দিভ্যোঽভচ্। উণ্ ৩। ১২২) কৄ-অভচ্। করে ভাতি শোভতে ; কর-ভা-ক (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩। ২। ৩) ১ মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত হস্তের বহির্দ্দেশ। ২ উষ্ট্রশিশু। ৩ উষ্ট্র। (করভো মণিবন্ধাদি কনিষ্ঠা-ন্তোষ্ট্রতৎসুতে। মেদিনী।) ৪ হস্তিশাবক। ৫ নখীনামক গন্ধ-দ্রব্য। ৬ কটি। ৭ অশ্বতর, খচ্চর।

করবাল (পুং) করস্য বালঃ সুত ইব। ১ নখ। করং আশ্রিত্য বলতে ছিনত্তি বল-অণ্। তরবারি। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—অসি, খড়্গ, তীক্ষ্ণবর্ম্ম, দুরাসদ, বিশসন, শ্রীগর্ভ, বিজয়, ধর্ম্মপাল বা ধর্ম্মমাল, নিস্ত্রিংশ, চন্দ্রহাস, কৌক্ষেয়ক, মণ্ডলাগ্র, করপাল, তরবার, রিষ্টি। গঠনের আকার অনুসারে ইহার আরও কতকগুলি নাম আছে।

অতিপূর্ব্বকালে সেই বৈদিক সময় হইতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ করবাল ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ, বীরচিন্তামণি, লোহার্ণব, যুক্তি-কল্পতরু, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে করবাল বা খড়্গের বিবরণ যথেষ্ট বর্ণিত হইয়াছে।

বীরচিন্তামণি মতে খড়্গ নির্ম্মাণ করিতে হইলে দুই প্রকার লোহ উপযুক্ত—নিরঙ্গ ও সাঙ্গ।

শার্ঙ্গধরপদ্ধতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রধান সাঙ্গ লোহ দশ প্রকার। যথা—১ রোহিণী, ২ ময়ূরগ্রীবক ও ময়ূরবজ্র, ৪ সুবর্ণবজ্র, ৫ যৌবনবজ্র, ৬ বর্ণক, ৭ গ্রন্থিবজ্র, ৮ শৈবাল-মালাক, ৯ নীলপিণ্ড, ১০ তিত্তিরাঙ্গ।

১। যাহার ক্ষুদ্র কাকরের ন্যায় আকার, অথচ অত্যন্ত কঠিন, এই প্রকার লৌহ অল্প নীলবর্ণের হইলে তাহাকে রোহিণী বলা যায়। রোহিণী দ্বারা ক্ষত হইলে অত্যন্ত বেদনা হয়।

২। লৌহতে ময়ূরকণ্ঠের মত, এমন লৌহকে ময়ূরগ্রীবক বলা যায়।

৩। যাহার উপরটা লোহিত নাগকেশরফুলের ন্যায় আভাযুক্ত তাহার নাম [illegible]।

৪। যাহার শরীরে সোনার মত চিহ্ন আছে তাহার নাম স্বর্ণবজ্র। এই লৌহ অনেক মূল্যবান।

৫। যাহার দুই পার্শ্বে আভাযুক্ত, মধ্যে স্বর্ণ [illegible] এবং আঘাত করিলে সংঘাতস্থান পুষ্পবৎ হয়, তাহার নাম [illegible]।

৬। যাহাকে ভাঙ্গিলে তাহার ভাঙ্গা [illegible] দেখা যায়, তাহার নাম [illegible] বঙ্গোৎপন্ন [illegible]

৭। যাহার সর্বাঙ্গে গাঢ় [illegible], তাহাকে [illegible] বলা হয়। এই লৌহ মূল্যবান ও দুর্লভ।

৮। যাহার অঙ্গে অবিচ্ছিন্ন [illegible] থাকে ও আভা শৈবালের মত হয়, তাহার নাম শৈবালমালান।

৯ যাহার অঙ্গ দেখিতে অনেকটা নীলবাড়ির মত, তাহার নাম [illegible]।

১০। যাহার অঙ্গ তিত্তির পাখীর মত, তাহার নাম তিত্তিরাঙ্গ। এই লৌহ মহামূল্য ও দুর্লভ। ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট অস্ত্র নির্মিত হয়।

লোহার্ণবমতে নিরঙ্গলৌহ তিনপ্রকার;—রোহিণী, পাণ্ডু ও কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে এখন কান্তিকড়া বলে।

প্রাচীন মতে ১৫ প্রকার লক্ষণাক্রান্ত তরবারির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

১ কালখড়্গ। ২ নকুলাঙ্গ। ৩ ক্ষুদ্রবজ্র। ৪ মহাখড়্গ। ৫ কেতকীবজ্র। ৬ কুটারক। ৭ কজ্জলগাত্র। ৮ কালগিরি। ৯ ধবলগিরি। ১০ কান্তলৌহ। ১১ দমনবক্ত্র। ১২ বামনাক্ষ। ১৩ মহিষ। ১৪ অশ্বপত্র। ১৫ গজবক্ত্র।

১। যে তরবারির রঙ কাল, সোনার মত আভা এবং অল্প বজ্রচিহ্নযুক্ত তাহার নাম কালখড়্গ বা ডাকনীবজ্র।

২। যাহার উপর ঊর্ধ্বগামী কপিলের আভা দেখা যায়, তাহাই নকুলাঙ্গ। ইহার স্পর্শে সর্পাদিও বিনষ্ট হয়।

৩। যাহার শরীরে মালাকার ছোট ছোট কুণ্ডলী দেখা যায়, তাহার নাম ক্ষুদ্রবজ্র।

৪। যাহার অন্তর্ভাগ অতি কঠিন, ভূমি চিহ্নহীন, মধ্য ও পার্শ্ব স্থূল কিন্তু অত্যন্ত ধারাল, তাহার নাম মহাখড়্গ।

৫। যে তরবারির ভূমিতে কেতকীপাতার মত [illegible] থাকে, তাহার নাম কেতকীবজ্র।

৬। যাহার অঙ্গ সূক্ষ্ম এবং পদ্মাকার অথচ কৃষ্ণবর্ণ, সেই অসির নাম কুটারক। ইহা দ্বারা ক্ষত হইলে শোথ জন্মে।

৭। যাহার ধার সাদা, মধ্য কাজলের মত, সর্বাঙ্গে [illegible] দাগ, তাহার নাম কজ্জলগাত্র।

৮ যাহার অঙ্গে সোনার বিন্দু, অথচ কাল দাগ থাকে তাহার নাম কালগিরি।

৯। পাণ্ডু[illegible]নির্মিত যে অসির ভূমি ও অঙ্গ [illegible] মত সাদা, তাহাকে ধবলগিরি বলা যায়।

১০। কান্তিলোহনির্মিত যে অসির অঙ্গে রূপার [illegible], বর্ণ অল্প নীল, তাহাকে নিরঙ্গ বা কান্তিলোহ বলে। [illegible] অসি [illegible] ও অতি মূল্যবান।

১১। যে তরবারির সর্বাঙ্গে সোনা অথবা ফুল গাছের পাতার মত চিহ্ন থাকে, তাহা দমনবক্ত্র।

১২। যে খড়্গ অতি কঠিন, কোনরূপ চিহ্নরহিত এবং ছেদনকালে ছেদ্য বস্তুতে বাঁকিয়া যায় না। তাহার নাম বামনাক্ষ।

১৩। যাহার নীলমেঘের ন্যায় আভা এবং অঙ্গে এরণ্ডবীজের ন্যায় চিহ্ন দেখা যায়, তাহার নাম মহিষ।

১৪। যে খড়্গ মাজিলে তাহাতে দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহার নাম অশ্বপত্র।

১৫। যাহার অঙ্গ অতি মসৃণ, [illegible] ও কুণ্ডরেখাবর্জিত, ধার অতি তীক্ষ্ণ, বস্তুস্পর্শমাত্র যাহা শরীরে প্রবেশ করে যে অসির ধৌত জল পান করিলে আধিব্যাধি দূর হয়, তাহার নাম গজবক্ত্র।

দেশভেদে করবালের গুণাগুণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। প্রাচীন ধনুর্বেদ মতে —খটী, খট্টর, ঋষিক, বঙ্গ, শূর্পারক, বিদেহ, অঙ্গ, মধ্যমগ্রাম, বেদী, সহগ্রাম, চীন ও কালঞ্জরে যে লৌহ উৎপন্ন হয়, তাহাই খড়্গনির্মাণার্থ প্রশস্ত।

খটী ও খট্টর দেশজাত করবাল অত্যন্ত সুদৃশ্য। ঋষিক দেশের তরবারি গুরুভার, অনায়াসেই ইহা দ্বারা শরীর ছিন্ন হয়। বঙ্গদেশীয় অসি অতি তীক্ষ্ণ, ছেদ ও ভেদ করিতে পটু। শূর্পারকদেশীয় তরবারি অতিশয় কঠিন। বিদেহের তরবারি অসহ্য তেজস্বী ও প্রভাবশালী। মধ্যমগ্রামের করবাল লঘু ও অতি তীক্ষ্ণ। বেদিদেশের অসি হাল্‌কা, তীক্ষ্ণ কিন্তু সারহীন। সহগ্রামের খড়্গ অতি তীক্ষ্ণ

ও ভারি হাল্কা। চীনদেশীয় খড়্গ তীক্ষ্ণ ও বেশ নির্ম্মল। কালঞ্জরের নিকট হইতে যে খড়্গ জন্মে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী, তীক্ষ্ণ ও সুলক্ষণযুক্ত।

ধনুর্ব্বেদের মতে খড়্গের পরীক্ষা ৮ প্রকারে করিতে হয়, সেই জন্য ইহাকে অষ্টাঙ্গ কহে। যথা—১ অঙ্গ। ২ রূপ। ৩ জাতি। ৪ নেত্র। ৫ অরিষ্ট। ৬ ভূমি। ৭ ধ্বনি। ৮ পরিমাণ।

১। খড়্গ প্রস্তুত হইলে তাহার শরীরে যে নানা প্রকার চিহ্ন বা দাগ হয়, সেই চিহ্নই অঙ্গ। অঙ্গ প্রায় ১০০ প্রকার হইতে পারে।

২। খড়্গে যে রঙ্ দৃষ্ট হয়, তাহাই তাহার রূপ। নীলরূপ, কৃষ্ণরূপ, পিঙ্গলরূপ, ধূম্ররূপ প্রধানতঃ এই চারি প্রকার রূপ, এ ছাড়া মিশ্ররূপও হইয়া থাকে।

৩। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি প্রকার খড়্গের জাতি, এ ছাড়া জাতিসঙ্করও হয়। যে খড়্গ সর্ব্ব-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য তাহাই ব্রাহ্মণ জাতি। ইহা দ্বারা অঙ্গ ক্ষত হইলে সর্ব্বাঙ্গে যন্ত্রণা ও শোথ জন্মে। মূর্চ্ছা, পিপাসা, দাহ জ্বর হইয়া শীঘ্রই প্রাণ বাহগত হয়। হরীতকী, আম-লকী ও বহেড়া, এই তিনদ্রব্য কুটিয়া উক্ত খড়্গের উপর ১ দিন রাখিয়া দিলেও কষায় রসে মলিন হয় না, বরং অধিক পরিষ্কার হইয়া থাকে। হিমালয় ও কুশদ্বীপে কখন কখন এই খড়্গ পাওয়া যায়।

যে খড়্গ ধূম্রবর্ণ, তীক্ষ্ণধার, কর্কশধ্বনিযুক্ত ও আঘাতসহ তাহাই ক্ষত্রিয়। এই খড়্গ সংস্কার না করিলেও বহুদিন পরিষ্কার থাকে, ইহা শাণযন্ত্রে ধরিলে বহু অগ্নিকণা বাহির হয়। ইহা দ্বারা ক্ষত হইলে তৃষ্ণা, দাহ, মলমূত্ররোধ, জ্বর, মূর্চ্ছা ও কখন মৃত্যু ঘটে, যাহা দেখিতে নীল ও কৃষ্ণ, সংস্কার করিলে খুব উজ্জ্বল হয়, শাণ না দিলে তীক্ষ্ণ হয় না, এরূপ খড়্গ বৈশ্য জাতি।

যাহা দেখিতে মেঘের মত, ধার মোটা, ধ্বনি মৃদু, শাণ দিলেও তীক্ষ্ণ হয় না, তাহাই শূদ্রজাতি।

যে খড়্গে বহুজাতির লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হয়, তাহা জাতি-সঙ্কর বলিয়া গণ্য।

৪। ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নের নাম নেত্র। খড়্গবেত্তাগণের মতে নেত্রচিহ্ন ত্রিশের অধিক হয় না। যথা—চক্র, পদ্ম, গদা, শঙ্খ, ডমরু, ধনুঃ, অঙ্কুশ, ছত্র, পতাকা, বীণা, মৎস্য, শিব, ধ্বজ, অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, শূল, ব্যাঘ্রনেত্র, সিংহ, সিংহাসন, গজ, হংস, ময়ূর, পুত্রিকা, জিহ্বা, দণ্ড, খড়্গ, চামর, শিখা, ফুলমালা ও সর্পাকার চিহ্ন।

৫। যে খড়্গের চিহ্ন অমঙ্গলজনক, সেই চিহ্নের নাম অরিষ্ট। খড়্গের অরিষ্ট ৩০ প্রকার। যথা—ছিদ্র, রেখা, ভিন্ন, কাকপদ, কেকশির, বিড়ালচক্ষু, ইন্দুর, শর্করা, নীলা, মশক, ভ্রমরপদ, সূচী, বিন্দু, কপোতক, নীচে নীচে ত্রিবিন্দু, খর্পর, শকল, শূকর, কুশপত্র, জাল, করাল, কঙ্কপত্র, খর্জ্জুর, শৃঙ্গ, গোপুচ্ছ, খড়্গ, লাঙ্গল ও বড়িশ ইত্যাকার চিহ্নসকল অরিষ্ট। অরিষ্টলক্ষণাক্রান্ত খড়্গ যে ধারণ করে, তাহার নানা বিপদ্ ঘটে।

৬। খড়্গের ভূমি দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রথম ক্ষেত্র বা কায়া, দ্বিতীয় জন্মস্থান। খড়্গের ভাল মন্দ জানিতে হইলে তাহার জন্মস্থানের বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত।

খড়্গের ভূমি অর্থাৎ জন্মস্থান দ্বিবিধ, দিব্য ও ভৌম। স্বর্গে যে সকল খড়্গ বা লৌহ জন্মে তাহা দিব্য। আর যাহা ভারতবর্ষে জন্মে, তাহা ভৌম। যুক্তিকল্পতরু নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে দেবাসুরের যুদ্ধে প্রথমতঃ খড়্গের জন্ম হয়। তদনুরূপ খড়্গসকল কোন কোন পুণ্য স্থানে রক্ষিত আছে। তাহার মধ্যে যেগুলি স্থূলধার অতি লঘু নির্ম্মল, সুন্দরনেত্র, অরিষ্টহীন, দুর্ভেদ্য, উত্তম ধ্বনিযুক্ত, বিনাসংস্কারেও নির্ম্মল থাকে এবং ভাঙ্গিলে আর যোড়া দেওয়া যায় না, তাহাই দিব্য খড়্গ। ইহা দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ ও অগ্নপাক জন্মে। (সম্ভবতঃ উল্কাজাত লোহোৎপন্ন খড়্গকেও দিব্য বলা যাইতে পারে।)

ভৌম খড়্গের লক্ষণ জানিতে হইলে প্রথমে লৌহতত্ত্ব জানা উচিত। [লৌহ দেখ।] ইহা দুই প্রকার—অমৃত ও বিষজন্মা। এক প্রাচীন কিংবদন্তি আছে যে, পূর্ব্বকালে দেবাদিদেব বিষ পান করেন, সেই পীত বিষ বিন্দু বিন্দু ক্রমে নানা দেশে নিপতিত হইয়াছিল। সেই সেই বিষ-বিন্দু হইতে কালায়স বা ইস্পাত জন্মে, ইহাই বিষজন্মা। দেবগণ সমুদ্রমন্থনোত্থিত অমৃত পান করেন, সেই পীত অমৃতের বিন্দু যে যে স্থানে পড়িয়াছিল সেই সেই স্থানে শুদ্ধ লৌহ উৎপন্ন হয়, শুদ্ধ লৌহের নাম অমৃতজন্মা। শুদ্ধ লৌহ বারাণসী, মগধ, সিংহল, নেপাল, অঙ্গদেশ, সুরাষ্ট্র, প্রভৃতি পুণ্যভূমে উৎপন্ন হয়। ওড্র, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, পাণ্ড্য, অয়স্কান্ত ও বঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ শুদ্ধ লৌহ আছে। এই সকল লৌহের অসিই উৎকৃষ্ট।

৭। ধ্বনি অর্থাৎ শব্দ শুনিয়া খড়্গের ভাল মন্দ জানা যায়। খড়্গের ধ্বনি প্রথমতঃ দুই প্রকার ঘোর ও তার। হংস, কাংস্য, ঢক্কা ও মেঘধ্বনি এই চারি প্রকার ধ্বনিই ঘোর। ঘোরধ্বনিযুক্ত খড়্গ উত্তম বলিয়া গণ্য। কাক,

বীণা, খর ও প্রসন্ন উত্থিত ধ্বনি, এই চারি প্রকার ধ্বনিই ভাল। ভারধ্বনিযুক্ত খড়্গ ভাল নহে।

৮। খড়্গের মান উত্তম ও অধমভেদে দ্বিবিধ। যাহা বিশাল ও হালকা তাহা উত্তম, যাহা খাট ও ভারি তাহা অধম। উহা আবার তিন প্রকার উত্তম, মধ্যম ও অধম। নাগার্জ্জুনের মতে, যে খড়্গ যত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অঙ্গুলির চতুর্থ ভাগ বিস্তৃতি ও ওজন হইলে তাহাই উত্তম। যে খড়্গ যত মুষ্টি দীর্ঘ, তাহার অর্দ্ধ অঙ্গুলির তিন ভাগের এক ভাগ বিস্তৃতি ও তাহার অর্দ্ধ পল ওজন হইলে মধ্যম পরিমাণ। যত মুষ্টি দীর্ঘ, অঙ্গুলির ৪ ভাগের এক ভাগ বিস্তৃত এবং তাহার অর্দ্ধ বা অধিক পল ওজন, তাহাই অধম।

পূর্ব্বকালে রাজগণ অতি যত্নের সহিত অসিচালনা শিক্ষা করিতেন। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে ৩২ প্রকার অসিচালন ক্রিয়ার নাম পাওয়া যায়। যথা—ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সৃত, সম্পাত, সমুদীর্ণ, নিগ্রহ, প্রগ্রহ, পদাবকর্ষণ, সন্ধান, মস্তকভ্রামণ, ভুজভ্রামণ, পাশ, পাদ, বিবন্ধ, ভূমি উদ্ভ্রমণ, গতি, প্রত্যাগতি, আক্ষেপ, পাতন, উত্থানক, প্লুতি, লঘুতা, সৌষ্ঠব, শোভা, স্থৈর্য্য, দৃঢ়মুষ্টিতা, তির্য্যক্প্রচার, ঊর্দ্ধপ্রচার।

করভক (পুং) অনুকম্পিতঃ করভঃ করভকঃ করভ-কন্ (অনুকম্পায়াং; পা ৫।৩।৭৬) ১ প্রিয়তম হস্তিশাবক বা উষ্ট্রশাবক। ২ (স্বার্থে কন) করভ।

করভকাণ্ডিকা (স্ত্রী) করভস্য প্রিয়ং কাণ্ডঃ যস্যাঃ, বহুব্রী, করভকাণ্ড-কপ্, টাপ ইত্বং। উষ্ট্রকাণ্ডী বৃক্ষ।

করভঞ্জক (ত্রি) করং ভনক্তি কর-ভনজ ণ্বুল (ধূর্তকৃচৌ) পা ৩।১।১৩৩) ১ কর-ভঙ্গকারী। (পুং) ২ প্রাচীন জনপদবিশেষ। (মহাভা° ভীষ্ম ৯। ৬৯।)

করভঞ্জিকা (স্ত্রী) করভঞ্জক-টাপ্ (অজাদ্যতষ্টাপ্। পা ৪।১।৪) ইত্বং। ১ করভঙ্গকারিণী। ২ করমর্দ্দবিশেষ। [করমর্দ্দ দেখ।]

করভঞ্জন (ত্রি) করং ভনক্তি ভনজ-ল্যুট্। করভঙ্গকারী।

করভপ্রিয়া (স্ত্রী) করভস্য উষ্ট্রস্য করিশাবকস্য বা প্রিয়া, ৬তৎ। ১ ক্ষুদ্রদুরালভা। ২ উষ্ট্র বা করিশাবকাদির স্ত্রী।

করভবল্লভ (পুং) করভস্য বল্লভঃ ৬তৎ। ১ উষ্ট্রপ্রিয় পীলুবৃক্ষ। ২ কপিত্থবৃক্ষ।

করভাদনী (স্ত্রী) করভেন উষ্ট্রেন অদ্যতে, করভ-অদ কর্ম্মণি ল্যুট্-ঙীপ্। ক্ষুদ্র দুরালভা।

করভা [ন্] (পুং) করভঃ হস্তস্য অবয়বভেদস্তদ্বদ্ আকারোঽস্তি ঊরৌ যস্য অথবা করো হস্ত ইব ভাতি কর-ভা-ড করভঃ ঊরুস্তদস্তি যস্য বহুব্রী। হস্তী।

করভী (স্ত্রী) করভস্য স্ত্রী করভ-ঙীষ্ (জাতেরস্ত্রীবিষয়াদযোপধাৎ। পা ৪।১।৬৩) স্ত্রীকরভ, হস্তী ও উষ্ট্রাদির স্ত্রী।

করভীয় (ত্রি) করভ-ছণ্। হস্তী বা উষ্ট্রসম্বন্ধীয়।

করভীর (পুং) করভিনং করিণং ঈরয়তি প্রেরয়তি মৃত্যুমুখম্, করভ-ঈর-অণ্। সিংহ।

করভূ (স্ত্রী) করাৎ ভবতি কর-ভূ-ক্বিপ্। নখ।

করভূষণ (স্ত্রী) করো ভূষ্যতে অনেন কর-ভূষ-ল্যুট্। ১ কঙ্কণ। ২ হস্তালঙ্কার মাত্র।

করভোরু (স্ত্রী) করভবৎ ঊরবঃ যস্যাঃ ঊঙ্। প্রশস্ত ঊরুবিশিষ্টা স্ত্রী।

করম (দেশজ) ১ "কর্ম্ম" শব্দ স্থানে প্রাকৃতে এইরূপ আদেশ হয়। ২ সাধারণিক) ভাগ্য, কপাল।

করমঙ্গল। বারমহলের অধাহিত একটি প্রাচীন গ্রাম। এখন বনজঙ্গলময়, কিন্তু ইহার অদূরে পর্ব্বতোপরি প্রাচীন হিন্দুমন্দির ও রাজপ্রাসাদ রহিয়াছে। বারকোট হইতে ২১ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

করমচা (দেশজ) করমর্দ্দ। [করমর্দ্দ দেখ।]

করমট্ট (পুং) করং হস্তিশুণ্ডং অট্টতি অতিক্রামতি কর-অট্ট-অচ্ বৃদ্ধ। ১ গুবাকবৃক্ষ, সুপারিগাছ। ২ পানিয়া আমলা গাছ।

করমণ্ডল। ভারতবর্ষের দক্ষিণপূর্ব উপকূল। এই নামের উৎপত্তি লইয়া কিছু গোলযোগ আছে। কেহ বলেন পুলি-কাটের নিকটস্থ প্রাচীন "করিমণল" গ্রাম হইতে করমণ্ডল নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে পর্ত্তুগীজদিগের জাহাজ লাগিত, নাবিক ও আড়তদারদিগের বাস ছিল। আবার কাহারও মতে, তামিল "চোলমণ্ড" হইতে ইংরাজেরা অপভ্রংশ করিয়া করমণ্ডল নাম দিয়াছে। শেষোক্ত মতই অনেকটা যুক্তিসঙ্গত। তামিল "চোলমণ্ডল" শব্দের সংস্কৃত নাম চোলমণ্ডল। প্রাচীন চোলরাজগণের সময় হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। [চোল দেখ।] প্রাচীন প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি এই স্থান সোরেটই (Soretai নামে উল্লেখ করিয়াছেন। (Ptolemy, Geog Bk VII Ch. I.)

করমর্দী (ন্) (পুং) কিরতি নিক্ষিপতি দণ্ডাঈন অত্র স্ব-অধিকরণে অপ্ করঃ কারাগারঃ তত্র মর্দঃ মৃত্যুবৎ ক্লেশো অস্য বাহুলকাৎ ইনি অথবা করে নিয়ন্ত কর-মৃ-ইনি। বন্দী, কয়েদী।

করমর্দ্দ (পুং) করং মৃদ্নাতি, কর মৃদ-অণ্। করমর্দ্দক বৃক্ষ, পাণি আমলা। ভাবপ্রকাশের মতে কাঁচা করমর্দ্দের গুণ— অম্ল, গুরু, তৃষ্ণানাশক, উষ্ণ, রুচিকর এবং পিত্ত, রক্ত ও কফ-

বৃদ্ধিকারক। পক্ক করমর্দ্দ, মধুর, রুচিজনক, লঘু, পিত্ত ও বায়ুনাশক। (করঞ্জ দেখ।)

করমর্দ্দক (পুং) করং মৃদ্নাতি কর-মৃদ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) বা করমর্দ্দ এর স্বার্থে কন্। ১ বৃক্ষবিশেষ, পানি আমলা। ২ করৌন্দা, করমচা।

করমর্দ্দা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। এই নদী নর্ম্মদা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গমস্থান পুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তথায় করমর্দ্দেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। স্কন্দপুরাণীয় রেবাখণ্ডের মতে, করমর্দ্দাসঙ্গমে স্নান করিয়া করমর্দ্দেশ্বর দর্শন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

করমর্দ্দী [ন] (পুং) করং মৃদ্নাতি মৃদ-ণিনি। পানি আমলা।

করমর্দ্দী (স্ত্রী) করং মৃদ্নাতি মৃদ অণ্-ঙীপ্। করমর্দ্দকবৃক্ষ।

করমশোণি। দ্বারভঙ্গের অন্তর্গত একটি গ্রাম। দ্বারভঙ্গ-রাজমন্ত্রী করমশোণি এই গ্রাম স্থাপন করেন। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৪৪।১৬০-৭১)

করমা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

করমাল (পুং) করিশুণ্ডঃ তদাকৃতিবৎ মালা সমূহো যস্য। ১ ধূম। ২ মেঘ। (অমুঃস্তুঃ করমালশ্চ স্তরী জীমূতবাহ্যপি। (হেম ৪।১৭০।)

করমালা (স্ত্রী) করঃ করাঙ্গুলিপর্ব্বমালা ইব জপসংখ্যা-হেতুত্বাৎ। করপর্ব্বরূপ মালা। করমালায় জপ করিতে হইলে অনামিকার তৃতীয়, মূলপর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল, তৃতীয় ও শেষপর্ব্ব অনামিকা ও মধ্যমার শেষ, এবং তর্জ্জনীর শেষ ও তৃতীয় মূল, এই অষ্ট পর্ব্বে যথাক্রমে জপ করিতে হয়। অনামিকার মধ্য হইতে কনিষ্ঠাদি ক্রমে তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ডানদিকে ১০বার গমন করিয়া জপ করাকে করমালা কহে।

"আরভ্যানামিকামধ্যং দক্ষিণাবর্ত্তযোগতঃ।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং করমালা প্রকীর্ত্তিতা॥"

করমুক্ত (ক্লী) করেণ গৃহীত্বা অরাতিং প্রতি মুচ্যতে, কর-মুচ-ক্ত (নিষ্ঠা। পা ৩।২।১০২) ১ অস্ত্রভেদ, বর্চ্ছী। ২ করাৎ মুক্তঃ ৫তৎ (ত্রি) ২ হস্তচ্যুত। ৩ নিক্ষেপ।

করমেতিবাই, অসাধারণ ভক্তিমতী কোন ব্রাহ্মণকন্যা। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে খাণ্ডেল গ্রামে ইহার জন্ম, পিতার নাম পরশুরাম পণ্ডিত, তিনি ঐ দেশস্থ রাজার পুরোহিত ছিলেন। রাজা ও রাজপুরোহিত উভয়েই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য সে সময়ে বৈষ্ণবগণ স্ত্রীদিগকেও বিদ্যাশিক্ষা করাইতেন। করমেতিবাই শৈশবকালেই বিদ্যাবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মেও অধিকতর ভক্তি জন্মিয়াছিল। পণ্ডিত পরশুরাম যথাকালে তাঁহাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিলেন। করমেতিবাইয়ের বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা থাকিলেও পিতার অনুরোধে তিনি বিবাহ করিলেন। কিন্তু স্বামীকে অবৈষ্ণব ও অত্যন্ত বিষয়ী দেখিয়া, তিনি স্বামি-সহবাস বা গৃহবাসী করিতে নিতান্ত অসম্মত হইলেন। তাঁহার সকল কার্য্যই সাধারণের বিস্ময়কর হইয়াছিল,—সর্ব্বদাই তিনি নির্জ্জনস্থানে থাকিয়া ইষ্টদেবের পাদপদ্ম চিন্তা করিতেন এবং পাগলিনীর ন্যায় কখন হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন, কখন বা 'হা নাথ' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিতেন।

কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্বামিগৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ যত্ন হইতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রেমরসের আস্বাদ পাইয়া সংসারে তাঁহার বিষবৎ ঘৃণা জন্মিয়াছিল সুতরাং তিনি স্বামিগৃহে যাওয়া নিতান্ত অনিষ্টকর জানিয়া সর্ব্বদাই রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে কাহাকে কিছু না বলিয়া গোপনে বৃন্দাবন যাওয়া স্থির করিলেন। রাত্রিকালে করমেতিবাই নিজের গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, বাটীর সকল দ্বারই বন্ধ থাকায় বাহিরে আসিবার কোন পথ পাইলেন না, অবশেষে মনের আবেগে উপরতলা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। করমেতিবাই বড় বাটীর বাহির হইতেন না, কোথায় বৃন্দাবন, কোনদিকে পথ, কিছুই জানেন না, তথাপি তিনি কাঙ্গালিনীর ন্যায় একাকিনী ঊর্দ্ধশ্বাসে বৃন্দাবন উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে পরশুরাম পণ্ডিত গৃহে কন্যাকে না দেখিয়া নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং রাজার নিকটে গিয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য দিয়া চারিদিকে করমেতির অন্বেষণের জন্য লোক পাঠাইলেন।

করমেতিবাই একটি বৃহৎ প্রান্তর দিয়া যাইতে যাইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, দূরে তাঁহার অন্বেষণের জন্য লোক আসিতেছে। দেখিয়া নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ধূ ধূ প্রান্তর, কোথাও লুকাইবার উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া পাইলেন না, সম্মুখে কেবল একটি উষ্ট্রের মৃতদেহ পড়িয়া আছে, শৃগাল কুকুরে তাহার মাংসাদি প্রায় ভক্ষণ করিয়াছে। ভীষণ দুর্গন্ধ, নিকটে যাওয়াই দুঃসাধ্য। ভক্তিমতী করমেতি সেই উষ্ট্রদেহের উদরমধ্যে লুকাইলেন। উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল। অন্বেষণকারিগণ তাহার অন্য দিক দিয়া চলিয়া গেল। আবার কে কখন আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে তিনি তিনদিন পর্য্যন্ত সেই উষ্ট্রের দেহমধ্যেই অনাহারে কেবল কৃষ্ণচিন্তা করিয়া অতিবাহন করিলেন। তিন দিন

পরে তথা হইতে নির্গত হইয়া নদীতে স্নান করিয়া শরীর নির্মল করিলেন। এইরূপে তিনি পথিমধ্যে বহুক্লেশ সহ্য করিয়া বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। পবিত্র বৃন্দাবন-দর্শনে তাঁহার বহুদিনের সাধ পূর্ণ হইল, মনঃপ্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে বনমধ্যে কৃষ্ণদর্শন অভিলাষে ধ্যানযোগে উপবিষ্ট হইলেন।

এদিকে পরশুরাম পণ্ডিত কন্যার বিরহে নিতান্ত শোকার্ত হইয়া, দেশদেশান্তরে অন্বেষণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি বহু বন, বহু স্থানে অন্বেষণ করিয়াও কন্যার কোন সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে একদিন একটি বিশাল বৃক্ষের উচ্চ শাখায় আরোহণ করিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে নিবিড় বনমধ্যে করমেতিকে উপবিষ্ট দেখিয়া অতি ব্যস্তে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সঙ্গিগণ সহ কন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, এখন আর তাঁহার সে কন্যা নাই, সংসারের মলিনতা এখন তাঁহার দেহ হইতে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, দুখশ্রীর কেমন এক পরিবর্তন হইয়াছে, সমুদায় শরীরেই তপঃপ্রভা প্রকাশ পাইতেছে এবং কেমন এক আশ্চর্য জ্যোতিতে তাঁহার মুখমণ্ডল পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। আরও দেখিলেন, তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে দরদর ধারায় প্রেমাশ্রু বহিতেছে। কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া পরশুরামের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তিনি আর করমেতিকে কন্যাভাবে দেখিতে সাহস পাইলেন না। অবশেষে নিতান্ত আকুল হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

বহুক্ষণ পরে করমেতিবাই চক্ষু উন্মীলন করিলেন, সম্মুখেই পিতাকে উপস্থিত দেখিয়া নীরবে প্রণাম করিয়া নীরবেই বসিয়া রহিলেন, যেন পরস্পর অপরিচিত। পণ্ডিত পরশুরাম তাঁহাকে অনেক বিনয় করিয়া ফিরিতে বলিলেন, এবং গৃহে বসিয়াই কৃষ্ণচিন্তা করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু করমেতি তাহাতে কোনরূপেই স্বীকৃত না হইয়া পিতাকে তাঁহার আশা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং সর্বদা কৃষ্ণপদসাধনে উপদেশ দিলেন। কৃষ্ণপদচিন্তা বিষয়ে উপদেশ দিবার কালে করমেতি প্রেমভরে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং পুনর্বার আপনা হইতেই যেন চেতনা-লাভ করিলেন।

পরশুরাম পণ্ডিত কন্যার এইরূপ অসাধারণ ভক্তিতে চমৎকৃত হইলেন। বারবার অনুরোধেও কন্যাকে ফিরাইতে না পারিয়া একাকীই রোদন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং রাজার নিকট সমুদায় কীর্তন করিলেন। রাজা বিশেষ ভগবৎপ্রেমিক ছিলেন, তিনি করমেতিকে দেখিবার জন্য বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং তথায় করমেতির নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে একটি কুটীর নির্মাণ করিয়া দিলেন। এখনও ঐ কুটীরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে।

করমোদা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (বিষ্ণু মার্ক' ব্রহ্মাণ্ডপু')

করম্ব (ত্রি) ক্রিয়তে কৃ-অম্বচ্ (কৃকাদকড়িকটিভ্যোঽম্বচ্। উণ্ ৪। ৮২) ১ মিশ্রিত। ভাবে অম্বচ্। ২ মিশ্রণ, মিলন। (করম্বঃ কবলো মিশ্রঃ সম্পৃক্তঃ খচিতঃ সমাঃ। (হেম ৬।১০৫।)

করম্বক (ত্রি) করম্ব স্বার্থে কন্। করম্ব।

করম্বিত (ত্রি) করম্বঃ মিশ্রণং জাতোঽস্য, করম্ব-ইতচ্। ১ মিশ্রিত। ২ খচিত। ("মুকুল-কনকরম্বিতকোকিলকূজিত-কুঞ্জকুটীরে।" (গীতগোবিন্দ)

করম্ভ (পুং) কেন জলেন রভ্যতে একত্রীক্রিয়তে ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ, ক-রভ-ঘঞ্ (অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্ পা ৩। ৩। ১৯। রভেরশব্লিটোঃ। পা ৭। ১। ৬৩। নুম্) ১ দধিমিশ্রিত ছাতু। ২ উদমন্থ। ৩ ভাজা যবমাত্র। ৪ মিশ্রগন্ধ। ৫ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। ৬ শতাবরী, শটী বা শতমূলী।

করম্ভক (ক্লী) করম্ভ স্বার্থে কন্। দধিমিশ্রিত ছাতু। ইহার অপর সংস্কৃত নাম কর্কসার। ("নিবৈরঞ্জলিভিঃ প্রাদাৎ দ্বিজন্মভ্যঃ করম্ভকম্। রাজতরঙ্গিণী ৫। ১৬।)

করম্ভা (স্ত্রী) কেন জলেন বায়ুনা রভ্যতে সিচ্যতে বিক্ষিপ্যতে বা ক-রভ-ঘঞ্ (অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্। পা ৩। ৩। ১৯) টাপ্। ১ শতাবরী। ২ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। ৩ কলিঙ্গ দেশীয়া স্বনামখ্যাতা রমণী, পুরুবংশীয় অক্রোধন নৃপতি ইহার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার গর্ভে দেবাতিথির জন্ম হয়। (ভারত আদি ৯৫।২১)

করম্ভি (পুং) যদুবংশীয় রাজবিশেষ। ইহার পিতার নাম শকুনি এবং পুত্রের নাম দেবরাত। (ভাগবত ৯।২৪।৫)

করযোড় (দেশজ) উভয়হস্ত একত্র করা, বিনীতভাব, যোড়হস্ত। ("করযোড়ে কহেন রাজন্।" গোবিন্দমঙ্গল।)

করর (আরবী) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

করর়া (আরবী) কর্কশ, খড়্খড়ে।

কররুদ্ধ (ত্রি) করে কারাগারে হস্তেন বা রুদ্ধ। ১ কারাগারে আবদ্ধ। ২ হস্ত দ্বারা আবদ্ধ।

কররুহ (পুং) করাৎ রোহতি উৎপদ্যতে। কর-রুহ-ক (ইগুপধা। পা ৩। ১। ১৩৫) ১ নখ। ২ অঙ্গুলি। ৩ কৃপাণ।

করর্দ্ধি (স্ত্রী) করস্য ঋদ্ধিঃ। ১ করসম্পৎ। ২ (করেণ ঋদ্ধিযস্য) করতালী।

করল (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Bucco Carula,)

করলা (দেশজ) কারবেল্ল, উচ্ছে। [উচ্ছে দেখ।]

করবাল (পুং) করং বৃণোতি, বারয়তি আক্রমণকারিভ্যো বা কর-বৃ-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১) ১ কৃপাণ, খড়্গ। ২ কাণাড়াপ্রদেশের একটি নগর। গোয়া হইতে ২২ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৪° ৫০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ১১´ পূঃ।

১৬৬৩ খৃঃ অব্দে এখানে ইংরাজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি আপনাদিগের কুঠী স্থাপন করেন। টিপু সুলতানের সময়ে সে সকল নষ্ট হইয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই কোঙ্কন ভাষা ব্যবহার করেন, তবে বহুদিন বিজয়পুর রাজ্যের অধীন থাকায় মহারাষ্ট্রভাষাও প্রচলিত আছে।

করবারক (পুং) করং বারয়তি আচ্ছাদয়তি। কর-বৃ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩। ১। ১৩৩) ১ হস্তাবরণকারী। ২ দেয় রাজস্ব বন্ধকারী।

করবিন্দস্বামী। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রের একজন ভাষ্যকার।

করবী (স্ত্রী) কস্য বায়োঃ রবো বিদ্যতেঽত্র গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ হিঙ্গুপত্র, ইঙ্গুদীবৃক্ষ। করেণ বীয়তে ক্ষিপ্যতে কর-বী-ক্বিপ্ (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পা ৩। ২। ১৭৮) ২ কবরী, চুলের খোঁপা। ৩ স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পুষ্প। [করবীর দেখ।]

করবীক (স্ত্রী) করবী স্বার্থে কন্। করবী। [করবীর দেখ।]

করবীর (পুং) করং বীরয়তি, বীর বিক্রান্তৌ অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১) কৃপাণ, খড়্গ। ২ দেশভেদ। ৩ শ্মশান। ৪ ব্রহ্মাবর্ত্ত। ৫ দৃশদ্বতীনদীতীরস্থ চন্দ্রশেখরনামক রাজপুরী।

৬ রাজপুরীবিশেষ। চেদিদেশের নিকটবর্ত্তী এবং গোমন্ত-পর্ব্বত হইতে ৩ দিবসের পথে অবস্থিত। কংসবধ শ্রবণে ক্রুদ্ধ জরাসন্ধ রাম ও কৃষ্ণের বিনাশ কামনায় মথুরাপুরী অবরোধ করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ রাম ও কৃষ্ণের পরাক্রমে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, বৃদ্ধ চেদীশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে রাম ও কৃষ্ণ চেদি হইতে অনতিদূরবর্ত্তী করবীরপুর অভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। রামকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া উদ্ধত করবীরপতি শৃগাল তাঁহাদের গতিরোধ জন্য উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঘোরতর যুদ্ধে শৃগাল হত হইলেন। (হরিবংশ ৯৯। ১০১ অঃ।) মহাভারতের সময় হইতে একটি তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে,—

"যোজনং দশ হে পুত্র কারাষ্ট্রো দেশদুর্দ্ধরঃ। ২৪
তন্মধ্যে পঞ্চ ক্রোশঞ্চ কাশ্যাদ্যধিকং ভুবি।
ক্ষেত্রং বৈ করবীরাখ্যং ক্ষেত্রং লক্ষ্মীবিনির্ম্মিতম্। ২৫
তৎ ক্ষেত্রং হি মহৎ পুণ্যং দর্শনাৎ পাপনাশনম্।
তৎক্ষেত্রে ঋষয়ঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। ২৬
তেষাং দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
তৎক্ষেত্রং কেবলং পীঠং মহালক্ষ্ম্যাশ্চ ভবতঃ।" ২৭

উত্তরার্দ্ধে ২ অঃ।

হে পুত্র! দশযোজন বিস্তৃত দুর্দম কারাষ্ট্রদেশ, তাহারই মধ্যে কাশী প্রভৃতির অধিক পুণ্যস্থান লক্ষ্মীবিনির্ম্মিত করবীরক্ষেত্র। যেই ক্ষেত্র দর্শন করিলে মহাপুণ্য লাভ হয় এবং পাপক্ষয় হয়; বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ সেই ক্ষেত্রে বাস করেন, তাঁহাদিগের দর্শনমাত্রে সকল পাপ বিদূরিত হয়। সেই ক্ষেত্রই কেবল মহালক্ষ্মীর পীঠ বলিয়া কথিত।

কারাষ্ট্রদেশের বর্ত্তমান নাম করাড়। অতএব করবীর এই করাড়ের অন্তর্গত। [করাড় দেখ।]

৯ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—প্রতিহাস, শতপ্রাস, চণ্ডাত, হয়মারক, প্রতীহাস, অশ্বঘ্ন, হয়ারি, অশ্বমারক, শীতকুম্ভ, তুরঙ্গারি, অশ্বহা, বীর, হয়মার, হয়ঘ্ন, শতকুন্দ, অশ্বরোধক, বীরক, কুন্দ, শকুন্দ, শ্বেতপুষ্পক, অশ্বান্তক, নখরাহ্ব, অশ্বনাশন, স্থলকুমুদ, দিব্যপুষ্প, হরিপ্রিয়, গৌরীপুষ্প ও সিদ্ধপুষ্প।

করবীর দুই প্রকার শ্বেতকরবী ও রক্তকরবী। শ্বেত করবীর পর্য্যায়—শ্বেতপুষ্প, শতকুম্ভ, অশ্বমার। লাল করবীর পর্য্যায়—রক্তপুষ্প, চণ্ডাত, লগুড়।

হিন্দীভাষায় ও দাক্ষিণাত্যে কণের, তামিলে অলারি, তৈলঙ্গে গেন্নের, আরব্য ও পারসীতে দিফ্লি, ইংরাজীতে Oleander কহে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Nerium Odorum

উভয় প্রকার করবীরলতাই ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। কোন গাছে কেবল লাল অথবা কেবল সাদা, আবার কোন কোন গাছে শ্বেতরক্ত মিশ্রিত ফুল জন্মে, শেষোক্ত করবীরকে অনেকে পদ্মকরবী বলিয়া থাকে। বৈদ্যকশাস্ত্রমতে উভয় প্রকার করবীর গুণ—তিক্ত, কষায়, কটু, উষ্ণবীর্য্য। ব্রণ, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, ক্ষত, ক্রিমি ও কণ্ডূ প্রভৃতি রোগে ইহার মূল ব্যবহার করা যায়। ইহার মূল বিষাক্ত, আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিষবৎ কার্য্য করে। (চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ, শার্ঙ্গধর)। হাকিমীগ্রন্থে ইহা খর্-জহ্‌র্-উল্-হিমার ও খর্জহরা নামে অভিহিত; ইহা প্রদাহ ও কোটকনিবারক।

ইহা বাহ্য প্রয়োগ করিতে হয়, আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কি মনুষ্য কি জীবজন্তু সকলেরই মৃত্যু হয়।

মীর মুহম্মদ হোসেন নামক মুসলমান হাকিম বলেন, ইহার মূল অপর সকলস্থলে বিষময় হইলেও, সর্পে কামড়াইলে ইহা বিষনিবারক হইয়া থাকে। পোকামাকড় মারিতে হইলে ইহার মূল প্রয়োগ করা যায়।

স্ত্রীলোকেরা অনেক সময়ে ঐ মূল খাইয়া আত্মহত্যা করে। এজন্য দক্ষিণদেশে স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে বিবাদ উপস্থিত হইলে 'কণের' কাছে যাও, এইরূপ বলিয়া গালাগালি দেয়।

ডাক্তার ডাইমক্ বলেন, করবীরমূলে তীব্র হৃদবিষ আছে। ইহার ০০০১৬ গ্রেণ মাত্র একটা ভেককে খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৪ মিনিট পরে হৃদগতি নিস্তব্ধ হয়। সেই সঙ্গে হৃদগতি ও স্পর্শবোধ হইয়া যায়।

করবীফুল হিন্দুদেবতার অতি প্রিয় দ্রব্য। ইহার পাতা ও বল্কল শুকাইয়া বাটিয়া প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম-রোগে উপকার দর্শে।

করবীরক (পুং) করবীরবৎ কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক (আতোঽনুপসর্গে ক। পা ৩। ২। ৩।) বা করং বীররতি বীরবিক্রান্তৌ থুল্ (ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ১ অর্জ্জুনবৃক্ষ। ২ স্বার্থে কন্। করবীর। ৩ খড়্গ। ৪ করবীর মূলরূপ বিষ।

করবীরকন্দসংজ্ঞ (পুং) করবীর কন্দ ইতি সংজ্ঞা যস্য। তৈলকন্দ।

করবীরতৈল [করবীরাদ্য দেখ।]

করবীরপুর (স্ত্রী) [করবীর দেখ।]

করবীরভুক্তা (স্ত্রী) করবীরভুজঃ শাখা ইব ভুজঃ শাখা যস্যাঃ বহুব্রী। আড়কীবৃক্ষ, অরহর।

করবীরভূষা (স্ত্রী) করবীরস্য ভূষেব ভূষা অস্যাঃ। আঢকী, অরহর।

করবীরাদ্যতৈল (স্ত্রী) করবীরং আদ্যং প্রধানং যত্র বহুব্রী। কুষ্ঠরোগাধিকারের বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। শ্বেতকরবীর মূলের রস, গোমূত্র, চিতা ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিবে।

শ্বেতকরবীর মূল ও বিষ (মিঠা) সমভাগে কল্ক করিয়া গোমূত্রের সহিত তৈল পাক করিবে। ইহা সেবনে চর্ম্মদল, সিধ্ম, পামা, বিস্ফোট ও কিটিম প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহার নাম শ্বেতকরবীরাদ্যতৈল।

করবীরী (স্ত্রী) কিরতি বিক্ষিপতি দানবরাক্ষসাদীন্ কৃ অচ্ (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যোঽচ্। পা ১। ১৩৪) করঃ বীরঃ পুত্রোঽস্যাঃ। ১ অদিতি। কং সুখং রাতি দদাতি ক-রা-ক (আতোঽনুপসর্গে। পা। ৩। ২। ৩) করঃ সুখজনকঃ বীরঃ পুত্রো যস্যাঃ। ২ পুত্রবতী। ৩ শ্রেষ্ঠগবী। (করবীরী-দিতি শ্রেষ্ঠগবী পুত্রবতীষু চ। মেদিনী।)

করবীর্য্য (পুং) করবীরপুরে ভবঃ, করবীর-যৎ। ১ ধন্বন্তরির প্রতি আয়ুর্ব্বেদপ্রশ্নকর্ত্তা ঋষিবিশেষ। ২ (করস্য বীর্য্যং) বাহুবল।

করশাখা (স্ত্রী) করস্য শাখা ইব। অঙ্গুলি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অগ্রুব, অধ্বা ক্ষিপ, ত্রিপ, অর্য্যা, রুশন্ত, ধীতি, অণ্বী, বিশ, কক্ষ্যা, অবনি, হরিৎ, স্বসার, জামি, সনাভি, যোক্ত্র, যোক্তন, ধুব, শাখা, অভীশু, দীধিতি ও গভস্তি। (বেদনিঘণ্টু ২ অঃ।)

করশীকর (পুং) করাৎ করিশুণ্ডাৎ নিঃসৃতঃ শীকরঃ, করস্য শীকরো বা। হস্তির শুণ্ডনিক্ষিপ্ত জলকণা। ইহার অপর সংস্কৃত নাম বমথু।

"উষ্ণস্বমপি শমদাবভূন্নর্গণা নিবিদ্ধাঃ করশীকারণ।" মনু

করশুদ্ধি (স্ত্রী) করস্য শুদ্ধিঃ (৬তৎ) 'ফড়' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা হস্তশোধন। ("আদাবস্ত্যাদিক ন্যাসঃ করশুদ্ধিস্ততঃ পরম" তন্ত্রসার।) পূজাদি কার্য্যে অঙ্গ-ন্যাসের পরেই করশুদ্ধি করিতে হয়।

করশূক (পুং) করস্য কাণ্ড বা শূকঃ শূকাগ্রঃ তীক্ষ্ণ ইব বা। নখ।

করশোথ (পুং) করগতঃ শোথঃ মধ্যলো°। হস্তের শোথ। (ফুলন)। [শোথ দেখ।]

করস্ (স্ত্রী) ক্রিয়ান্ত গৎ কৃ-অসুন। বস্ত্র। ("প্রোক্ত পূকাণি করণানি বিপ্রা দিধা আহ বিদুষে করাংসি" ঋক্ ৪।১৯ ২০।)

করসাদ (পুং) সদনং সাদঃ সদ ভাবে ঘঞ্ করস্য সাদঃ অবসন্নতা। হস্ত অবশ হওয়া।

করসূত্র (স্ত্রী) করে স্থিতং সূত্রং ৭তৎ। ১ হস্তের সূক্ষ্ম সূত্র। ২ বিবাহকালীন মঙ্গলার্থ হস্তে ধৃত সূত্র।

করস্থালী [ন্] (পুং) করঃ স্থালীব অস্য। মহাদেব। যেরূপ স্থালীতে (হাঁড়ি) পাক করিয়া থাকে, মহাদেবও সেইরূপ মহাকালরূপে প্রলয়কালে হস্তরূপ স্থালীতে সমুদায় ভূতের পাক করিয়া থাকেন।

"তলস্থালঃ করস্থালী উদ্ধসংহননো মহান।"

ভারত অনু ১৭ অঃ।

করস্ন (পুং) করণং করঃ কৃ-অপ্ করং স্নাতি করোতি ধাতু-নামনেকার্থত্বাৎ স্না-ক (আতোঽনুপসর্গে ক। পা ৩। ২। ৩) কর্ম্মের বাহু। ("রেবৎস্থস্না করস্না দধিরে বপুংষি" ঋক্ ৩। ১৮। ৫।) বাহু। (বেদনিঘণ্টু ২। ৪)

করস্বন (পুং) করস্য স্বনঃ ৬তৎ। হস্তধ্বনি।

করহঞ্চা (স্ত্রী) সপ্তাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

করহাট (পুং) করেণ বিকিরণেন হাটাতে দীপ্যতে হট ণিচ্-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।) ১ পদ্মাদির মূল। ২ করং হাটয়তি হট-ণিচ্-অণ্ কর্ত্তরি। মদনবৃক্ষ। ৩ দেশবিশেষ।

করহাটক (পুং) করহাট ইব স্বার্থে কন্ অথবা করং হট-য়তি কর-হট-ণিচ্ ণ্বুল্ (ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩। ১। ১৩৩) ১ মদনবৃক্ষ। ("করহাটকার্জ্জুনককুভেত্যাদি' সুশ্রুত।) ২ করস্য হাটকং (স্ত্রী) স্বর্ণের হস্তালঙ্কার। ৩ জনপদবিশেষ। (সভাপর্ব্ব) ইহার বর্ত্তমান নাম করাঢ। (করাঢ় দেখ।)

করাঘাত (পুং) করেণ আঘাতঃ ৩তৎ। হস্তাঘাত, কিল, চাপড়, ঘুসি প্রভৃতি।

করাঙ্গণ (স্ত্রী) করস্য আসনং ৬তৎ। রাজস্ব আদায়ের স্থান।

করাঙ্গুলি (পুং) করস্য অঙ্গুলিঃ ৬তৎ। হস্তাঙ্গুলি, হাতের আঙ্গুল।

করা (দেশজ) ১ কড়া, শক্ত। ২ ক্রোধী। ৩ ক্রিয়াপদ।

করাগার (পুং) করস্য আগার। রাজস্ব আদায়ের গৃহ।

করাচি, ভারতের সর্ব্বপশ্চিম প্রদেশস্থ সিন্ধুদেশের একটি জেলার নাম করাচি। এই জেলার উত্তরে শীকারপুর জেলা, পূর্ব্বে হায়দরাবাদ জেলা ও সিন্ধুনদ, পশ্চিমে সাগর ও বেলুচিস্থান, দক্ষিণে কোরিনদী এবং সাগর। করাচি জেলা ও বেলুচিস্থানের মধ্যে হাবনদী বহুদূর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ এবং বেলুচিস্থানের মধ্যে সীমাস্বরূপে প্রবাহিত। উত্তরদক্ষিণে এই জেলার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মাইল এবং পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃতি প্রায় ১১০ মাইল, পরিমাণফল ১৪১১৫ বর্গমাইল। এই জেলার সদরথানার নাম করাচি। সিন্ধুনদের মোহানা হইতে বেলুচিস্থানের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত এই জেলার ভূমিভাগ সকল স্থলে সমান উচ্চ নহে। জেলার পশ্চিমাংশে কোহিস্থান নামক উপবিভাগের মধ্যে কতকটা পার্ব্বত্যপ্রদেশ আছে। বেলুচিস্থানের পূর্ব্বাংশস্থিত হালা পর্ব্বত হইতে কতকগুলি পর্ব্বতশিখর বহির্গত হইয়াছে। এই সকল পার্ব্বত্যপ্রদেশের মধ্যে মধ্যে উর্ব্বরউপত্যকা আছে। ভূমিভাগ সাধারণতঃ দক্ষিণপূর্ব্বমুখে নাবাল। উপকূলভাগে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাগরশাখা প্রবেশ করিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে নদীতীরে বাবলা-বন যথেষ্ট। সিন্ধুনদই এখানকার প্রধান নদী। কিন্তু হাবনদী হইতেই এ জেলার অধিকাংশ স্থলে জল পাইয়া থাকে। এ জেলায় সিন্ধুনদ প্রায় ১২৫ মাইল বিস্তৃত। ইহার দক্ষিণাংশেই সিন্ধু বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া সাগরে পড়িয়াছে। এই সকল শাখা বড়ই গতি-পরিবর্ত্তনশীল, বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে সীতা এবং বাঘিয়ার নামক শাখা দুইটি বেশ বিস্তৃত ছিল, এমন কি উহাদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে জাহাজাদি যাতায়াত করিতে পারিত, কিন্তু ১৮৩৭ সাল হইতে বাঘিয়ার নদীর জল ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, আর পুরাতন সোঁতা ক্রমশঃ ভরিয়া গিয়াছে। বাগনা নামক একটী শাখার তীরে করাচি জেলার প্রাচীন বন্দর "শাহবন্দর" অবস্থিত ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত এই বন্দর কলহরা রাজবংশের নৌবন্দর ছিল। তৎপরে এখানে যুদ্ধজাহাজাদিও থাকিত, কিন্তু এখন এস্থান হইতে নদী প্রায় ১০ মাইল সরিয়া গিয়াছে। এখন "হজামরো" নামক শাখাই সিন্ধুর প্রধান মুখ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ১৮৪৫ সালেও এই শাখাটি অতি ক্ষুদ্র ছিল, শালতি ভিন্ন ক্ষুদ্রনৌকা অতিকষ্টে গতায়াত করিত। এই জেলার মধ্যে সেওয়ান উপবিভাগে "মঞ্চর" নামে একটি বৃহৎ হ্রদ আছে। এত বড় হ্রদ সিন্ধুদেশের মধ্যে আর নাই। করাচিনগরের ৭।৮ মাইল উত্তরে পার্ব্বত্যপ্রদেশে "পির-মাংগো" নামক স্থানে কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা না কি অতি সুন্দর। ভ্রমণকারীরা প্রায়ই এই স্থানের শোভা দেখিবার জন্ত আসিয়া থাকে। এই স্থানের নিকটেই একটী 'জলা' আছে। এই জলায় অসংখ্য কুম্ভীর বাস করে। আরণ্য জন্তুর মধ্যে চিতাবাঘ, হায়েনা, নেকড়েবাঘ শৃগাল, উষ্ট্রামৃগী, ভল্লুক, হরিণ ও বন্যগর্দ্দভ প্রধান। পক্ষীর মধ্যে শকুনির সংখ্যা যথেষ্ট। কোহিস্থানে নানা জাতীয় সরীসৃপ দেখা যায়।

করাচি জেলায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তৎপরে হিন্দু ও তৎপরে অন্যান্য জাতি। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও লোহানার সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য জাতির মধ্যে জৈন, পারসী, য়িহুদী ও বৌদ্ধ আছে। এই সুদূর পশ্চিমে ১৬ জন ব্রাহ্মও আছে। এই জেলা করাচি, সেওয়ান, জিরক ও শাহবন্দর নামে ৪টি উপবিভাগে বিভক্ত।

এই জেলায় করাচি কোটরি, সেওয়ান, বুবক, জহ্নু, ঠাঠা, কেটি বন্দর, মঞ্চন্দ ও মীরপুর বাটোরো নামক কয়েকটি নগর প্রধান। করাচির বন্দর ৩টি—করাচি, কেটি ও শিরগণ্ড (শ্রীগণ্ড)

এখানকার লোকে বলে যে ঠাঠা নগর হইতে গ্রীকসম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি নিয়ারকস্ পারস্য সাগরোদ্দেশে গমন করেন। সেওয়ান নগরে এক অতি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে; অনেকে বলে, এ দুর্গটীও আলেকজাণ্ডারের নির্ম্মিত। করাচিজেলার অতি অল্পস্থানেই আবাদ হইয়া

থাকে। বৃষ্টি, কূপ, ও নির্ঝরের জলের উপরেই এখানকার কৃষি চলিয়া থাকে। যাদিয়ক্ষেত্রে জোয়ার, বাজরা, যব ও ইক্ষু জন্মে। জিরক ও শাহবন্দরের নিকটবর্ত্তিস্থানে চাউল, গম, ইক্ষু, ভুট্টা, তুলা ও তামাকু জন্মে। কোহিস্থানের পার্ব্বত্যক্ষেত্রে কোনরূপ শস্যাদি জন্মে না। এখানকার লোকেরা প্রায়ই তৃণাহারী পশুমাংসেই জীবন ধারণ করে। এই জেলায় তিনবার শস্য হয়, যে শস্য জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়মাসে উপ্ত ও কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে পরিপক্ক হয় তাহাকে "খরিফ" শস্য বলে, যে শস্য কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে উপ্ত এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে পরিপক্ক হয় তাহাকে "রবি" শস্য, ফাল্গুন চৈত্রে উপ্ত ও আষাঢ় শ্রাবণে পরিপক্ক হয় তাহাকে, "আধাওয়া" শস্য বলে। করাচিজেলার প্রধান পণ্যদ্রব্য—তুলা, গম ও পশুলোম।

শাহবন্দরের নিকট স্রীপণ্ড খাড়িতে যথেষ্ট লবণ জন্মে। কাপ্তেন বার্ক ১৮৪৭ সালে এখানকার লবণস্তর পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই লবণ লইয়া ক্রমাগত ৪০০ শত বৎসরকাল সমস্ত পৃথিবীর লবণের খরচ কুলাইতে পারা যায়। এখানে লবণশুল্কের পরিমাণ দ্বিগুণ বলিয়া কেহই এই লবণ উঠাইয়া ব্যবসায় করিতে পারে না। সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার ব্যবসাও আছে। মুহানা নামে মুসলমান জাতি এই ব্যবসা করিয়া থাকে। ঠাঠানগরী লুঙ্গিনামক শীতবস্ত্রের জন্য এবং বুবকনগর কার্পেটের জন্য বিখ্যাত।

করাচিজেলায় অধিকাংশ সহর সিন্ধুর ইতিহাসের সহিত বিশেষসংশ্লিষ্ট। [বিশেষ বিবরণ "সিন্ধু" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

করাচিসহরে সিন্ধুপ্রদেশের সেনাবাস স্থাপিত আছে। এই সহরের ঠিক দক্ষিণে করাচি উপসাগর। এই উপসাগরের এক পার্শ্বে মানোরা অন্তরীপ। মানোরা অন্তরীপ ও ক্লিফ্‌টন্ নামক স্বাস্থ্যনিবাসের মধ্যে করাচি উপসাগরের বিস্তার প্রায় ৩½ মাইল কিন্তু প্রবেশের মুখে "কিমুক পাহাড়" নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যদ্বীপে এবং "কিমামারি" নামক দ্বীপে প্রায় বদ্ধ। মানোরা অন্তরীপে একটি আলোকস্তম্ভ আছে। এই আলোকস্তম্ভের পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র দুর্গও আছে।

করাচি নামের কারণ।—১৭২৫ খৃষ্টাব্দে যেখানে হাব নদী সাগরে মিলিতেছে, সেখানে খড়কনামে একটি সহর ছিল। খড়কে তখন ব্যবসায় বাণিজ্য বেশ বিস্তৃত ছিল। ক্রমশঃ কালে খড়কবন্দরে প্রবেশের পথ বালিতে বদ্ধ হইয়া গেলে, আরও একটু দক্ষিণে, যেখানে এখন বর্ত্তমান করাচি সহর বর্ত্তমান, সেইখানে "কলাচিকুন" নামে এক ক্ষুদ্র নগর ছিল। এই স্থান হইতে করাচির চারিদিকে ব্যবসায় বাণিজ্যের আমদানি রপ্তানি বাড়িতে থাকে। ক্রমশঃ এখানে দুর্গ নির্ম্মিত হয় ও মস্কটনগর হইতে তোপ আনিয়া ঐ দুর্গ সুরক্ষিত করা হয়। শেষে "শাহবন্দরের" ব্যবসায় একেবারে মরিয়া গেলে এই স্থান সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। উক্ত "কলাচি" নাম হইতেই "করাচি" নাম হইয়াছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

করাট (স্ত্রি) করায় বিক্ষেপায় অটতি অট-অচ্। চাপড়।

করাটিয়া (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

করাণী (দেশজ) কেরাণী, লেখক।

করাত (দেশজ) করপত্র শব্দের অপভ্রংশ। কাঠ চিরিবার অস্ত্রবিশেষ।

করাতী (দেশজ) করাতব্যবসায়ী, যাহারা করাতের দ্বারা কাঠ চিরে।

করাতগ্রাম, কাশীজেলার গ্রামবিশেষ (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫৪।৫৩।)

করাঢ়, ১ বোম্বাইপ্রদেশের সাতারাজেলার অন্তর্গত একটি বিভাগ। ইহার ভূমিপরিমাণ ৩৯৫ বর্গমাইল। মহাভারতে এই স্থান "করহাটক" নামে সপ্তরম্ভী নগরীর সহিত উক্ত হইয়াছে। যথা—

"নগরীং সঞ্জয়ন্তীঞ্চ পাষণ্ডং করহাটকম্।
দূতৈরেব বশে চক্রে করঞ্চৈনানদাপয়ৎ।" সভাপর্ব্ব ৩১।৭০

দাক্ষিণাত্যের বনবাসী প্রভৃতি কোন কোন স্থানের প্রাচীন শিলাফলকেও করাঢ়ের প্রাচীন নাম করহাটক দৃষ্ট হয়।

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে এই ভূভাগ 'কারাষ্ট্র' নামে উক্ত হইয়াছে। সহ্যাদ্রিখণ্ডমতে কারাষ্ট্র কোয়না সঙ্গমের দক্ষিণে এবং বেদবতী নদীর উত্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ১০ যোজন বিস্তৃত।

"বেদবত্যাশ্চোত্তরে তু কোয়নাসঙ্গদক্ষিণে।
কারাষ্ট্রনাম দেশশ্চ দুষ্টদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥" উত্তরার্দ্ধে ২।১।

এখানে লক্ষাধিক হিন্দুর বাস, তন্মধ্যে করাঢ় ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। [করাঢ়ব্রাহ্মণ দেখ।]

২ করাঢ় বিভাগের প্রধান নগর। কৃষ্ণা ও কোয়নানদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৭১′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪°১১′ ৩০″ পূঃ। এখানকার লোকসংখ্যা ১০৭৭৮। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই নয়হাজার। এখানে সবজজের আদালত, ডাকঘর, ঔষধালয় প্রভৃতি আছে।

করাঢ়ব্রাহ্মণ (কারাষ্ট্রব্রাহ্মণ) মহারাষ্ট্রব্রাহ্মণ জাতিবিশেষ। আপনাদিগের জন্মভূমির নামানুসারে ইহাদিগের নামও করাঢ় হইয়াছে। স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডে ইহারা অতি নিন্দিত ও দুষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

'কারাষ্ট্রো নাম দেশশ্চ দুষ্টদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ৩

সন্তে লোকাশ্চ কঠিনা দুর্জ্জনাঃ পাপকর্ম্মিণঃ।
তদ্দেশজাশ্চ বিপ্রাশ্চ করাষ্ট্রা ইতি নামতঃ ॥ ৪
পাপকর্ম্মরতা নষ্টা ব্যভিচারসমুদ্ভবাঃ।
খরাস্থি স্মৃতিযোগেন রেতঃ ক্ষিপ্তং বিভাবকম্। ৫
তেন তেষাং সমুৎপত্তির্জাতা বৈ পাপকর্ম্মিণাম্।
তদ্দেশে মাতৃকাদেবী মহাদুষ্টা কুরূপিণী ॥ ৬
তস্যাঃ পূজা যদাব্দে চ ব্রাহ্মণো দীয়তে বলিঃ।
তে পংক্তিগোত্রজা নষ্টা ব্রহ্মহত্যাং করোতি চ ॥ ৭
ন কৃতা যেন সা হত্যা কুলং তস্য ক্ষয়ং ব্রজেৎ।
এবং পুরা তয়া দেব্যা বরো দত্তো বিজানন্ বিল ॥ ৮
তেষাং সংসর্গমাত্রেণ সচৈলং স্নানমাচরেৎ।
তেষাং দেশান্তরে বাযুন্ প্রাপ্তো যোজনত্রয়ম্ ॥ ৯
কেবলং বিষমাপ্নোতি পাতকং হ্যতিদুস্তরম্।"

সহ্যাদ্রিখণ্ড ২। ২। অঃ।

ইঁহারা সকলেই শাক্ত। শুনা যায়, পূর্ব্বে ইঁহাদের মধ্যে এক প্রথা ছিল যে, প্রতিবর্ষে দেবী শক্তির সমক্ষে একটি করিয়া ব্রাহ্মণ বলি দিতে হইত। ১৮১৮ খৃঃ অব্দের পর হইতে এই প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা অপর মহারাষ্ট্রদিগের ন্যায়। সুতরাং মহারাষ্ট্রীয় গোত্রোপগত এই করাঢ়শ্রেণী ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের মধ্যে ভিন্ন গোত্র ও অনেক ঘর দৃষ্ট হয়। যথা—

গোত্র	ঘর
কাশ্যপগোত্র	৭২
অত্রিগোত্র	৭৫
ভরদ্বাজগোত্র	৭৭
জমদগ্নিগোত্র	৭৫
বশিষ্ঠগোত্র	৮০
কৌশিকগোত্র	৪৭
নৈধ্রুবগোত্র	২৪
গৌতমগোত্র	১৫
গার্গ্যগোত্র	১৬
মুদ্গলগোত্র	৮
বিশ্বামিত্রগোত্র	১
বাদরায়ণগোত্র	১
কৌণ্ডিন্যগোত্র	২
উপমন্যুগোত্র	১
অঙ্গিরসগোত্র	১
লোহিতাক্ষগোত্র	১
বৈণ্যগোত্র	৬
শাণ্ডিল্যগোত্র	৬
কুলশগোত্র	৩
বাৎস্যগোত্র	২
ভার্গবগোত্র	২
পার্থিবগোত্র	২

[মহারাষ্ট্র দেখ।]

করামর্দ (পুং) করং আ সম্যক্ মৃদ্নাতি কর-আ-মৃদ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১) করমর্দ্দবৃক্ষ, করমগাছ।

করাম্লক (পুং) কীর্য্যতে বিক্ষিপ্যতে কূ কর্ম্মণি অপ্। করং অম্লং যস্মাৎ কপ্। কৃষ্ণপাকফলবৃক্ষ, করমচা।

করাম্লক (পুং) কীর্য্যতে ইতি করং কীর্য্যমানং অম্লং যস্মাৎ অম্ল-কপ্। করমর্দকবৃক্ষ।

করায়িকা (স্ত্রী) করাবিব আচরতি উড্ডয়নকালে করবৎ প্রসারণাৎ। কর-ক্যঙ্ (উপমানাদাচারে। পা ৩। ১। ১০) ততো ণ্বুল্ (ণ্বুল্তৃচৌ। ৩। ১। ১২৩) টাপ্। ১ বলাকাপক্ষী, ক্ষুদ্র বক। ২ কুটপুরী।

করার (আরব্য) অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি।

করারবী। কাশীর বায়ুকোণে চারিযোজন দূরে অবস্থিত ঘনপুরের নিকটস্থ গ্রাম। এখানে প্রাচীন স্তূপ ও পীরস্থান আছে। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫০। ২৭৩)

করারি (দেশজ) ১ যে ব্যক্তি করার করিয়াছে। ২ যদ্বিষয়ে করার আছে। ৩ উপাসকসম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা কালী, চামুণ্ডা প্রভৃতি দেবীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির উপাসক, ভারতের নানাস্থানে কোন কোন লোক শলাকাদি দ্বারা আপন মাংস বিদ্ধ করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, অনেকে তাহাদিগকেই করারি বলেন।

করারোট (পুং) করে আরোটতে ভাতি, কর-আ রুট-অচ্ (নন্দিগ্রাহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩। ১। ১৩৪) অঙ্গুরীয়ক।

করাল (স্ত্রী) করান্ চক্ষুরোগাদিবিক্ষেপান্ অলতি পর্য্যাপ্নোতি কর-অল-অচ্। ১ কৃষ্ণকুঠেরক, কালতুলসী। ২ ঘৃতাদিভ্রষ্ট বেশবার, চপ্। (পুং) করং আলাতি গৃহ্নাতি অথবা করান্ ভয়প্রদর্শনান্ অলতি পর্য্যাপ্নোতি কর-আ-লা-ক। ৩ সর্জ্জরসযুক্ত তৈল, গর্জ্জনতৈল। ৪ তুঙ্গ, উচ্চ। (ত্রি) দন্তুর, উন্নতদন্ত, দৈত্যো। ৭ (ত্রি) ভয়ানক ("সঙ্কা বৃহন্তা বৃহকঃ করালশ্চ মহামনাঃ।" ভারত ১। ১২৩। ৫৪।) ৭ দন্তরোগভেদ। কুপিত বায়ু দন্ত আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে দন্ত সকল বিকৃত ও ভয়ানক ভাবে উন্নত করিয়া তোলে, ইহাকে করাল রোগ বলে, ইহা অসাধ্য। (মাধবনিদান।)

৮ কস্তূর মৃগ। ৯ দৈত্যবিশেষ। ১০ গন্ধর্ব্ববিশেষ। ১১ মৎস্যবিশেষ।

করালক (পুং) করাল এব স্বার্থে-কন্ করালবৎ কায়তি বা। ১ কৃষ্ণতুলসী। ১ করালশব্দবাচক।

করালকেশর (পুং) করালং কেশরো যস্য। সিংহ।

করালত্রিপুটা (স্ত্রী) করালানি ত্রীণি পুটানি যস্যাঃ। লঙ্কাধান্য, ত্রিকাণ্ডকা (রাজনি°)

করালদংষ্ট্রা (স্ত্রী) করালাঃ দংষ্ট্রা যস্যাঃ। ১ কালী। ২ ভয়ানকদন্তবিশিষ্টা স্ত্রী।

করালভৈরব (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ।

করাললোচন (ত্রি) করালে লোচনে যস্য। ভয়ানক চক্ষুবিশিষ্ট।

করালবদনা (স্ত্রী) করালং বদনং যস্যাঃ। ১ কালী। ২ ভয়ঙ্করমুখী স্ত্রী।

করালম্ব (ত্রি) করং আলম্বতে শরণার্থং গৃহ্নাতি কর্ম্ম-অচ্। করগ্রহণকারী।

করালম্বন (ত্রি) করেণ করস্য বা আলম্বনং। ১ হস্ত দ্বারা গ্রহণ। ২ হস্তগ্রহণ।

করালা (স্ত্রী) করাল-টাপ্। শারিবা, অনন্তমূল।

করালানন (ত্রি) করালং আননং যস্যাঃ। ভয়ঙ্কর মুখবিশিষ্ট।

করালিক (পুং) করালা° করসদৃশশাখানাং আলিঃ শ্রেণিঃ যত্র, করাল-কপ্ ইত্বম্। বৃক্ষ। (নন্দ্যাবর্ত্তকরালিকৌ তকবহুপর্ণী পুন্নাকাংঘ্রিপঃ। হেম ৪। ১০০।)

করালিত (ত্রি) করাল ইতচ্। ভয়যুক্ত।

করালী (স্ত্রী) করাল ঙীষ্ (জাতেরস্ত্রীবিষয়াদযোপধাৎ। পা ৪। ১। ৬৩) অগ্নির সপ্ত জিহ্বার অন্তর্গত জিহ্বাবিশেষ।

"কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী
লোলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা॥" মুণ্ডকোপনিষৎ।

করাস্ফোট (পুং) করেণ আস্ফোটঃ শব্দো যত্র। ১ বক্ষঃস্থলে একহস্ত সঙ্কুচিতভাবে রাখিয়া অন্য হস্ত দ্বারা তাড়ন, তাল ঠোকা। ২ করস্য আস্ফোটঃ। করাঘাত।

করি (দেশজ) উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ। যেমন আমি করি।

করিক (পুং) করো বিশেষোঽস্তি অস্য কন্। বিট্‌খদির।

করিকণবল্লী (স্ত্রী) করিকণঃ গজপিপ্পল্যবয়ব ইব বল্লী। চই।

করিকণাবল্লী (স্ত্রী) করিকণায়া ইব বল্লী। চবিকাবৃক্ষ, চই।

করিকর (পুং) করিণঃ করঃ ৬তৎ। হস্তিশুণ্ড।

করিকা (স্ত্রী) করো বিশেষণমস্তি অস্যাঃ অর্শাদিত্বাদচ্ ইত্বঞ্চ। নখরেখা।

করিকাল (কারিকোল)। কর্ণাটিকের একটি নগর। ট্রাঙ্কুইবার হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১০° ৫৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৫৩´ পূঃ।

এই নগরটি অতি প্রাচীন। ১৭৪০ খৃঃ হইতে ১৭৬৩ খৃঃ অব্দব্যাপী কর্ণাটিক সমরের সময় এই নগর সুদৃঢ় করা হইয়াছিল। এখানে ইংরাজদিগের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ হয়। এখানে করিকাল নদী ও কাবেরীনদীর একটি ক্ষুদ্র শাখা আছে। করিকালের চারিদিকে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হয়। এখান হইতে লবণ রপ্তানি হইয়া থাকে।

করিকালচোল। একজন বিখ্যাত চোলরাজ, পরাস্তক চোলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি পাণ্ড্যরাজ বীরপাণ্ড্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ইনি কাবেরীর জলপ্লাবন হইতে তাঁহার জেলা রক্ষা করিবার জন্য আনিকাট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইনি ৯০০ শকে বিদ্যমান ছিলেন।

করিকুম্ভ (ক্লী) করিণঃ কুম্ভঃ ৬তৎ। ১ হস্তিকুম্ভ, হস্তীর মস্তকস্থ কুম্ভাকৃতি স্থান। ২ গন্ধচূর্ণ।

করিকুসুম্ভ (পুং) করী নাগকেশরস্তদ্বৎ কুসুম্ভঃ। নাগকেশরচূর্ণ।

করিগর্জ্জিত (ক্লী) করিণঃ গর্জ্জিতং গর্জ্জনং ভাবে ক্ত। বৃংহিত, হস্তীর গর্জ্জন।

করিজ (পুং) করিণো জায়তে করি জন-ড (পঞ্চম্যামজাতৌ। পা। ৩। ২। ৯৮) ১ হস্তিশিশু। ২ (স্ত্রী) গজমুক্তা।

করিণী (স্ত্রী) করিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ হস্তিনী। ২ দেবতাবিশেষ।

করিদারক (পুং) করিণং দারয়তি করি-দৃ-ণুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩। ১। ১৩৩) সিংহ।

করিনাসিকা (স্ত্রী) করিণঃ নাসিকা। ১ হাতির নাক। ২ করিণঃ নাসিকা ইব আকারোঽস্যাঃ। যন্ত্রবিশেষ।

করিপ (পুং) করিণং পাতি রক্ষতি করি-পা-ড (অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩। ২। ১০১) হস্তিপালক, মাহুত।

করিপত্র (ক্লী) করিণঃ কর্ণবৎ পত্রমস্য। তালীশপত্র।

করিপথ (পুং) করিণঃ পথঃ ৬তৎ। ১ হস্তীর গমনযোগ্য পথ। (সংজ্ঞায়াং কন্।) ২ দেবপথ। ৩ দেশবিশেষ।

করিপিপ্পলী (স্ত্রী) করিসংজ্ঞকা পিপ্পলী মধ্যলো°। গজপিপ্পলী।

করিপোত (পুং) করিণঃ পোতঃ ৬তৎ। হস্তিশিশু।

করিবন্ধ (পুং) করিণং বধ্নাতি যত্র, বন্ধ আধারে ঘঞ্ (অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াং। পা ৩। ৩। ১৯)। ১ হস্তিবন্ধনস্তম্ভ আলান। ইহার অন্যনাম আরম্ভি। ২ ভাবে ঘঞ্ (ভাবে। পা ৩। ৩। ১৮)। গজবন্ধন।

করিবর (পুং) করিণাং বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। শ্রেষ্ঠহস্তী।
("ঠোঁটেতে করিয়া যে কচ্ছপ করিবর।" গোবিন্দমঙ্গল।)

করিভ (ক্লী) করীব ভাতি ভা ক (আতোঽনুপসর্গে। পা ৩। ২। ৩) ১ কুষ্ঠবিশেষ।

করিম (যাবনিক) করুণাময়, ঈশ্বর।

করিমখাঁ। একজন পাঠানদলপতি। ইনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পিণ্ডারী সহিত মিশিয়া সিন্ধিয়ারাজ্য লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক বন্দী হন। সিন্ধিয়া অনেক টাকা লইয়া ইঁহাকে মুক্তি দেন। মুক্তি পাইয়া করিম আরও প্রবল হইয়া উঠিলেন। দেশের লোকজন তাঁহার নাম শুনিলেই ভয় পাইতে লাগিল। অনেক কষ্টে আবার তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করা হইল। করিম কিছুদিন পরে মুক্তি লাভ করিয়া ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ১৮১৮ খৃঃ, জার্ণেল আদম তাহার বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করেন। এই সময়ে করিম [illegible] যশোবন্ত রায়ের আশ্রয় লইতে চান, কিন্তু অবশেষে বাধ্য হইয়া উক্ত বর্ষ ১৫ই ফেব্রুয়ারী সার জন মালকমের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তিনি আপন জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য গোরক্ষপুর প্রাপ্ত হইলেন।

করিঙ্গ। রাজমহেন্দ্রীজেলার অন্তর্গত সমুদ্রতটস্থ একটি বন্দর। রাজমহেন্দ্রী নগর হইতে ১৫ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখান হইতে করিঙ্গে জাহাজ আসিয়া লাগে। এখানে বাণিজ্য ব্যবসাও আছে। পূর্ব্বে এই নগর বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন আর তেমন নাই। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সমুদ্র হইতে বান আসিয়া করিঙ্গনগরকে ভাসাইয়া দেয়, তাহাতে বিস্তর লোক মারা পড়ে এবং পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়। এখানে পার্শ্বস্থ সাগরকে করিঙ্গ উপসাগর বলে।

করিঙ্গ শব্দ কলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ। [কলিঙ্গ দেখ।]

করিমাচল (পুং) মচশাঠ্যদম্ভয়োঃ, মচ ভাবে ঘঞ্। করিণং হস্তিনং মাচং শাঠ্যং লাতি বিস্তারয়তি করি-মাচ-লা-ক (আতোহনুপসর্গে। ৩।২।৩) সিংহ।

করিমুখ (পুং) করিণো মুখমিব মুখং যস্য। ১ গণেশ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশখণ্ডে বর্ণিত আছে,—পার্ব্বতীনন্দন গণেশ জন্মিলে সকল দেবতাই সেই সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে আসিয়াছিলেন। ভগবতী ক্রমে সকল দেবতাকেই আসিয়া ফিরিয়া যাইতে দেখিলেন, কিন্তু সেই দেবগণের মধ্যে শনিকে না দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার সেই প্রাণের সুন্দর নন্দন দেখিবার জন্য আসিতে বারংবার অনুরোধ করিলেন। শনির দৃষ্টিমাত্র সমুদয় ভস্ম হইয়া উড়িয়া যায়, এই ভয়ে শনি গণপতিকে দেখিতে আসেন নাই। যাহা হউক অবশেষে ভগবতীর আদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শনি আসিয়া ভগবতীকে জানাইলেন যে, তিনি যাহা দেখেন, তাহাই বিনাশ পায়। বারবার এইরূপ বলিলেও ভগবতী তাঁহাকে গণেশ দেখাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শনি অবশেষে নিরুপায় হইয়া গণেশকে দেখিবার জন্য আপন মুখবস্ত্রের এক প্রান্ত খুলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি প্রথমে গণপতির মস্তকে পড়িয়াছিল, তাহাতে মস্তক ভস্ম হইয়া উড়িয়া যায়। মস্তক বিনষ্ট দেখিয়া শনি পুনরায় বস্ত্র বন্ধন করিলেন। পার্ব্বতী ও প্রিয়পুত্রের মস্তকহীন দেখিয়া শোকে আকুল হইয়া পড়িলেন। তখন দৈববাণী হইল 'উত্তর শিয়রে যে হস্তী নিদ্রিত আছে, তাহার মুণ্ড গণেশের মস্তক হইবে।' দেবগণ অনুসন্ধানে বাহির হইয়া দেখিলেন, দেবরাজের হস্তী ঐরাবত ঐভাবে নিদ্রিত, তখন সকলে অগত্যা সেই হস্তিমুণ্ড কাটিয়া গণেশের দেহে যোগ করিয়া দিলেন। এইরূপে গণপতির করিমুখ হইয়াছিল। করিণঃ মুখং। ২ হাতির মুখ।

করিযাটি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Tringa Ochropus.)

করির (পুং ক্লী) কিরতি বিক্ষিপতি কৄ-ইরন্ সংজ্ঞায়াং। ১ বংশাঙ্কুর, বাঁশের কোঁড়া। (পুং) ২ ঘট। ৩ বৃক্ষবিশেষ।

করিত (ক্লী) করিণো বন্ধমিব বন্ধম্, মধ্যলো°। ১ কামশাস্ত্রোক্ত এক প্রকার রতি।

"ভুগ্নস্তনভুজাংশমস্তকামুরস্তাং ন্যস্যমধোমুখীং স্ত্রিয়ম্।
ক্রামতি স্বকরকৃষ্টমেহনো বল্লভঃ করিরতং তদুচ্যতে ॥"

২ (৬তৎ) হস্তির বন্ধন।

করিরা, করীরী, (স্ত্রী) হস্তিদন্তের মূল।

করিব (ত্রি) করিণং বাতি হিনস্তি করি-বা-ক (আতোহনুপসর্গে। পা ৩।২।৩) সিংহ।

করিশ (দেশজ) গুল্মবিশেষ। (Dalbergia reniformis.)

করিশাবক (পুং) করিণাং শাবকঃ। হস্তিশিশু। পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত হস্তিশিশু। সংস্কৃত পর্য্যায়—কলভ, করভ, করিপোত, করিজ, বিক ও দিক।

করিশুণ্ড (স্ত্রী) করিণঃ শুণ্ডঃ। হাতির শুঁড়।

করিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন কর্ত্তা ইষ্ঠন্। কর্তৃতম। ("পুরু সখিভ্য আহুতিং করিষ্ঠঃ" ঋক্ ৭।১৭।৭)

করিষ্ণু (পুং) কৃ ইষ্ণুচ্। করণশীল।

করিসুত (পুং) করিণঃ সুতঃ, ৬তৎ। হস্তিশাবক।

করিসুন্দরিকা (স্ত্রী) করীব সুন্দরী, করি-সুন্দরী সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ হ্রস্বশ্চ। ১ নাগযষ্টি। ২ কাপড় শুষ্ক করিবার যন্ত্রবিশেষ। (হারাবলী)

করিস্কন্ধ (ক্লী) করিণাং সমূহঃ করিন্-স্কন্ধচ্। ১ গজসমূহ। ২ করিণঃ স্কন্ধং, ৬তৎ। গজের স্কন্ধ। ৩ করিস্কন্ধমিব স্কন্ধং যস্য। হস্তির স্কন্ধের ন্যায় যাহার স্কন্ধ।

করী (ন্) (পুং) করঃ শুণ্ডঃ অস্তি অস্য কর-ইনি। ১ হস্তী। ২ অষ্টসংখ্যা। ৩ নাগকেশর।

করীতি (পুং) ১ ব্যক্তিবিশেষের নাম। ২ জনপদবিশেষ। (ভারত ভীষ্ম)

করীন্দ্র (পুং) করিণাং ইন্দ্রঃ ৬তৎ। ১ করিশ্রেষ্ঠ, উত্তম হাতি। ২ ঐরাবত হস্তী।

করীর (পুং ক্লীং) কিরতি বিক্ষিপতি আবরণান কৄ ঈরন, (কৄগৄপৄকটিশৌটিভ্যা ঈরন। উণ্ ৪।৩৪) ১ বংশাঙ্কুর, বাঁশের কোঁড়া। বাভটের মতে ইহার গুণ—শ্লেষ্মনাশক, কষায়, দাহজনক, বাতজনক, আধ্মানজনক, মধুর ও কফজনক। ২ ঘট। ৩ অঙ্কুরমাত্র। ("হিমাংশবংশজ করীরেষু মাং নিশম্য কিরাসি ফলেগ্রহিগ্রহং" নৈষধ ১৪ (পুং) মরুভূমজাত উষ্ট্রপ্রিয় কণ্টকবৃক্ষবিশেষ ইহার সাধারণ নাম করীল। সংস্কৃত পর্য্যায়—ক্রকর, গ্রন্থিল ক্রকচ, নিষ্পত্রিকা, করির, গূঢ়পত্র, করক, তীক্ষ্ণকণ্টক। (Capparis aphylla) ইহাকে বাঙ্গাল ও হিন্দীতে উট কটর, আরবে ও বোম্বাই অঞ্চলে করব, সিন্ধীয় ভাষায় করার, তুরুষ্ক করিয়ির, পারস্যে করব ও কুবক বলে। এই গাছ ভারতবর্ষে সচরাচর জন্মে। ইহার ফল ব্যবহৃত হয়। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, স্বেদজনক উষ্ণ ও ভেদক, অশ, কফ বায়ু, আম, বিষজ শোথ ও ব্রণনাশক। ইহার ত্বক্ ব্যবহার্য্য। মাত্রা দুই মাষা

মথজন উল আদবিয়া নামক হাকিমী গ্রন্থের মতে ইহার মূলের ত্বক্ গ্রহণীয়। ইহা রুক্ষ, কটু, পরিষ্কারক, পক্ষাঘাত ও সকল প্রকার বাতরোগে উপকারক। ইহার টাটকা পাতার রস কাণের ভিতর প্রয়োগ করিলে পোকা মরিয়া যায়। ঐন্‌স্‌লি সাহেবের মতে দূষিত ব্রণের ইহা এক মহৌষধ।

করীরক (ক্লী) করীর এব স্বার্থে কন্। বংশাঙ্কুর।

করীরকুণ (ক্লী) করীরস্য পাকঃ করীর কুণচ্, (তস্য পাকমূলে পিল্বাদিকর্ণাদিভ্যঃ কুণজাহচৌ। পা ৫।২।২৪) করীরপাক।

করীরপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ।

করীরা (স্ত্রী) করীর টাপ্। চীরিকা, ঝিঁঝিপোকা। ২ হস্তিদন্তমূল।

করীরিকা (স্ত্রী) করীরমিব আকৃতির্যস্যাঃ করীর ঠন টাপ্ চ। ১ হস্তিদন্তমূল। ২ ঝিল্লি, ঝিঁঝি পোকা।

করীরী (স্ত্রী) কিরতি কৄ ঈরন [করীর দেখ।] গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ (ষিদ্‌গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১) চীরিকা, ঝিল্লী। ২ হস্তিদন্তমূল। (করীরি চীরিকায়াঞ্চ হস্তমূলে চ দন্তিনাম্। মেদিনী।)

করীষ (পুং, ক্লীং) কীর্য্যতে বিক্ষিপ্যতে কৄ ঈষন্ (কৄতৄ-ভ্যামীষন্। উণ্ ৪।২৬) ১ শুষ্ক গোময়, ঘুঁটে। ২ পশুর পুরীষমাত্র। (তত্র শুষ্কে তু গোবিষ্ঠা করীষঞ্চগণে অপি। হেম)

করীষক (পুং) করীষ এব স্বার্থে কন্। [করীষ দেখ।] দেশবিশেষ। (ভারত ভীষ্ম ৯।৫৫)

করীষগন্ধি (ত্রি) করীষস্য গন্ধ ইব গন্ধো যস্য। শুষ্ক গোময়ের ন্যায় গন্ধযুক্ত।

করীষঙ্কষা (স্ত্রী) করীষং কষতি হিনস্তি করীষ কষ খচ্ মুমচ (সর্ব্বকুলাভ্রকরীষেষু কষঃ। পা ৩।২।৪২) বায়ু।

করীষাগ্নি (পুং) করীষস্থিতোঽগ্নিঃ। শুষ্কগোময়বহ্নি, ঘুঁটের আগুন।

করীষী [ন] (পুং) করীষঃ বিদ্যতে যত্র করীষ ইন্। করীষযুক্ত দেশ।

করীষিণী (স্ত্রী) করীষিন স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ গোময়াধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী।

("গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।" শ্রীসূক্ত।)

করুই (দেশজ) গোলা, ভাণ্ডার, দ্রব্যাগার।

করুণ (পুং) করোতি মনঃ আর্দ্রকুশলায় কৃ-উনন, (কৃবৃদা রিভ্য উনন্। উণ্ ৩।৫৩) ১ বৃক্ষবিশেষ, করুণানেবুর গাছ। (Citrus decumana) রাজবল্লভের মতে ইহার ফলের গুণ—কফ, বায়ু, আম ও মেদনাশক, পিত্তপ্রকোপক।

২ শৃঙ্গারাদি অষ্ট রসের অন্তর্গত তৃতীয় রস। সাহিত্যদর্পণে করুণরসের লক্ষণাদি এরূপ কথিত হইয়াছে,—বন্ধুবান্ধবাদির বিয়োগ হইতে করুণ রসের উৎপত্তি। কবরীসের কপোত বর্ণ ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। করুণ রসের স্থায়িভাব শোক, আলম্বন ভাব শোচ্য জন (যাহার বিয়োগ হইয়াছে,) এবং তাহার দাহাদি অবস্থাই উদ্দীপন ভাব। দৈবনিন্দা, ভূতলে পতন, ক্রন্দন, বিবর্ণতা, উচ্ছ্বাস, নির্ব্বাতস্থ প্রদীপের ন্যায় নির্জীববৎ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকা ও প্রলাপ ইহার অনুভাব। বৈরাগ্য, জড়তা ও চিন্তা প্রভৃতি ইহার ব্যভিচার ভাব। বন্ধুবিয়োগ দৈবনিন্দা। যথা—

বিপিনে ক্ব জটানিবন্ধনং
তব চেদং ক্ব মনোহরং বপুঃ।
অনয়োর্ঘটনা বিধেঃ স্ফুটং
ননু খড়্গেন শিরীষকর্ত্তনং। রাঘববিলাস।

সঙ্গীত শাস্ত্রে এই সকল রাগরাগিণী করুণরসে গেয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—ভৈরব, ভৈরবী, রামকেলি, খট্, গান্ধার, যোগিয়া, বিভাষ, কুকুভ, দেবকিরি, আলাহিয়া, বেলাবলী, সিন্ধুড়া, সিন্ধু, মুলতানী, পূরবী, তোড়ী, গৌরী, কেদারা, ইমন, কল্যাণ, জয়জয়ন্তী, হাম্বির, ভূপালী, কানাড়া, খাম্বাজ, ঝিঝিট, বেহাগ, বাগেশ্রী, সুরট, শঙ্করাভরণ, মোহিনী, মালকোষ, বাঙ্গালী, মল্লার, ললিত।

৩ পরদুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা, দয়া। ৪ করুণার বিষয়, দীন। ("অনুমোদিতৌব করুণেন পত্রিণাং বিরুতেন" মাঘ।) ৫ দয়াযুক্ত। ৬ বৃক্ষভেদ। ৭ পরমেশ্বর। ৮ প্রাণিদিগের অভয়প্রদ পরিব্রাজক। ৯ তীর্থবিশেষ। (কালিকাপুরাণ)

করুণধ্বনি (পুং) করুণসূচকঃ ধ্বনিঃ। ১ দুঃখে বা শোকে মানবমুখ হইতে যেরূপ শব্দ নির্গত হয়। ২ যে শব্দ শুনিলে জীবের প্রতি দয়া জন্মে।

করুণমল্লী (স্ত্রী) করুণা করুণযোগ্যা মল্লী। নবমল্লিকা। এই ফুল অতি সুকুমার, স্পর্শেই মলিন ও দীনপ্রভ হইয়া থাকে, এইজন্যই ইহাকে করুণমল্লী বলে।

করুণবিপ্রলম্ভ (পুং) করুণযুক্তো বিপ্রলম্ভঃ। শৃঙ্গার রসের-ভেদবিশেষ। নায়ক নায়িকার মধ্যে একজন পরলোক গমন করিলে পুনর্ব্বার মিলন আশায় জীবিত ব্যক্তি যে কোন প্রকারে কষ্টে সৃষ্টে জীবন ধারণ করে, তাহার নাম করুণবিপ্রলম্ভ। যেরূপ কাদম্বরীর পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতা বৃত্তান্তে পুনর্ব্বার পুণ্ডরীকের লাভ বা জন্মান্তরে লাভবিষয়ে করুণরসই বর্ত্তমান। কিন্তু দৈববাণী শ্রবণান্তর পুণ্ডরীকের সহিত মিলন আশাই শৃঙ্গাররসের উদ্রেক।

করুণবেদিত্ব (স্ত্রী) করুণং দয়াং বেত্তি জানাতি বিদ-ণিনি ততঃ ভাবে ত্ব। দয়াবানের ধর্ম্ম।

করুণবেদী [ন্] (ত্রি) করুণং দয়াং বেত্তি পরদুঃখং অনুভবতি বিদ্ ণিনি। দয়াবান্।

করুণা (স্ত্রী) করোতি চিত্তং পরদুঃখহরণায় কৃ-উনন্ (কৃবৃদারিভ্যো উনন্। উণ্ ৩।৫৩) টাপ্ চ। ১ অপরের দুঃখবিনাশের ইচ্ছা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কারুণ্য, ঘৃণা, কৃপা, দয়া, অনুকম্পা, অনুক্রোশ, শূক। ২ গঙ্গার নাম বিশেষ। ('কুটস্থা করুণা কান্তা কূর্ম্মযানা কলাবতী ॥' কাশীখ" ২৯।৫৩) ৩ পুলস্ত্যমুনির কনিষ্ঠা কন্যা।

করুণাকর (ত্রি) করুণায়া আকরঃ, ৬তৎ। অত্যন্ত দয়ালু।

করুণাত্মক (ত্রি) করুণঃ করুণরসঃ আত্মা যস্য বহুব্রী, করুণাত্মন্ কন্। করুণ রসবিশিষ্ট কাব্যাদি।

করুণাত্মা [ন্] (পুং) করুণো দয়ার্দ্র আত্মা যস্য, বহুব্রী। দয়াবান্।

করুণানিদান (ত্রি) করুণা নিদীয়তে নিশ্চিত্য দীয়তে যেন, করুণা নি-দা-ল্যুট্। দয়ালু, দয়ার আধার।

করুণানিধি (ত্রি) করুণা নিধিয়তেঽত্র, করুণা নি-ধা-কি (কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা ৩।৩।৯৩।) করুণাযুক্ত, দয়াবান্।

করুণান্বিত (ত্রি) করুণয়া অন্বিতঃ, ৩তৎ। করুণাযুক্ত, দয়াবান্।

করুণাময় (ত্রি) করুণা প্রাচুর্য্যেণ অস্ত্যস্য, করুণা-ময়ট্। দয়াময় ("অভয় শরণদাতা তুমি কৃপাসিন্ধু।
কেবল করুণাময় পতিতের বন্ধু।" গোবিন্দমঙ্গল।)

করুণাযুক্ত (ত্রি) করুণয়া যুক্ত ৩তৎ। দয়াবান্।

করুণারম্ভ (ত্রি) করুণঃ করুণরস আরম্ভো যত্র, বহুব্রী। ১ করুণরসে আরম্ভ করিয়া লিখিত গ্রন্থাদি। ২ (৬তৎ পুং) করুণরসের আরম্ভ।

করুণার্দ্র (পুং) করুণয়া আর্দ্র, ৩তৎ। অত্যন্ত দয়ালু, যাহাদের হৃদয় দুঃখী দেখিলে গলিয়া যায়।

করুণার্দ্রচিত্ত (পুং) করুণয়া আর্দ্রং চিত্তং যস্য বহুব্রী। দয়ার্দ্রহৃদয়।

করুণাসাগর (পুং) করুণায়াঃ সাগর-ইব, উপমি°। দয়ার সমুদ্রস্বরূপ, অতিশয় দয়ালু।

করুণী [ন্] (পুং) করুণা অস্ত্যস্য, করুণা-ইনি (সুখাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১৩১।) করুণাযুক্ত, দয়াবান্।

করুণী, (স্ত্রী) কৃ-উনন্-ঙীপ। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ; কোঙ্কণ দেশে ইহাকে কবরথিকলি কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—গ্রীষ্মপুষ্পী, রক্তপুষ্পী, চারিণী, রাজপ্রিয়া, রাজপুষ্পী, সূক্ষ্মা ও ব্রহ্মচারিণী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, এবং কফ, বায়ু, আধ্মান (পেটফাঁপ), বিষবমন ও ঊর্দ্ধশ্বাসনাশক।

করুন্ধাম (পুং) তুর্ব্বসুবংশীয় দুষ্মন্তরাজার পুত্রবিশেষ।(হরি ৩২অঃ)

করুন্ধম (পুং) তুর্ব্বসুবংশীয় ত্রৈসানুর পুত্রবিশেষ। (হরি ৩২ অঃ)

করুম (পুং) অথর্ব্ববেদোক্ত পিশাচবিশেষ।
("যে শালাঃ পরিনৃত্যন্তি সায়ং গর্দ্দভনাদিনঃ।
কুসূলা যে চ কুক্ষিলাঃ ককুভাঃ করুমাঃ স্রিমাঃ।
তানোষধে! ত্বং গন্ধেন বিষূচীনান্ বিনাশয় ॥"
(অথর্ব্ব ৮।৬।১০।)

করুল (দেশজ) কুরর পক্ষী। [কুরর দেখ।]

করূ (স্ত্রী) কৃ উ। ১ কর্ত্তন, কাটা। ২ কৃত্ত, যাহা কাটা হইয়াছে।

করূষ (পুং) কৃ উষন্। দেশবিশেষ, দন্তবক্র এই দেশে অধিপতি ছিলেন। (ভারত সভা ৪র্থঃ)। বর্ত্তমান শাহাবাদ জেলা।

করূষক (পুং) ১ বৈবস্বত মনুর পুত্র। ২ ফল্‌সা, পরূষক।

করূষজ (পুং) করূষদেশে জায়তে, করূষ-জন্-ড। দন্তবক্র। ("ভাবিহাথ পুনর্জ্জাতৌ শিশুপালকরূষজৌ।" ভারত আদি)

করূষাধিপতি (পুং) করূষস্য তন্নামজনপদস্য অধিপতিঃ ৬তৎ। ১ করূষদেশের রাজা। ২ দন্তবক্র।

করেট (পুং) করে করাঙ্গুলিষু অটতি উৎপদ্যতে, অলুক্ সমাসঃ; করে-অট-অচ্। নখ।

করেটব্যা (স্ত্রী) করে অটং অটনং যস্যতি, অলুকসমাসঃ; করে-অট-বো-ড-টাপ্। ধমুচ্ছ্ নামক পক্ষীবিশেষ।

করেটু (পুং) কে জলে রারৌ বা রেটতি, ক-রেট-কু। পক্ষিবিশেষ, করকটিয়া। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কর্করেটু, করটু, কর্করাটুক। (কর্করেটুঃ করেটুঃ স্যাৎ করটুঃ কর্করাটুকঃ। হেম)

করেণু (পুং) কৃ-এণু (কৃবৃত্যামেণুঃ। উণ্ ২।১) ১ হস্তী, মদ্দা হাতি। ২ (স্ত্রী) হস্তিনী। (করেণুর্গজহস্তিনোঃ। অমর।) বৈদ্যকমতে হস্তিনীর দুগ্ধ কিঞ্চিৎ কষায়যুক্ত, মধুররস, বৃষ্য, গুরু, স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যকর, শীতল, চক্ষুর হিতকর ও বলকারক। ৩ কর্ণিকার বৃক্ষ।

করেণুকা (স্ত্রী) করেণু স্বার্থে কন্ টাপ। হস্তিনী।

করেণুপাল (পুং) করেণুং পালয়তি রক্ষতি, করেণু-পাল-ণিচ্-অচ্। হস্তিনীপালক।

করেণুভূ (পুং) করেণৌ করেণুবিষয়ে ভবতি হস্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তনায় প্রভবতি ইত্যর্থঃ, করেণু-ভূ-ক্বিপ্। ১ পালকাপ্যনামক হস্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তক মুনি। ২ হস্তিনী হইতে উৎপন্ন।

করেণুমতী (স্ত্রী) নকুলের পত্নী, ইঁহার গর্ভে নকুলের নিরমিত্র নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভারত আদি ৯৫ অঃ।)

করেণুসুত (পুং) মধ্যলো°। ১ মুনিবিশেষ। ২ হস্তিশাবক।

করেণূ (স্ত্রী) কৃ-এণূ। ১ হস্তিনী। ২ (পুং) হস্তী (অমরটীকা)

করেনর (পুং) তুরুষ্কনামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

করেন্দুক (পুং) করেণ রশ্মিনা ইন্দুরিব কায়তি শোভতে, কর-ইন্দু কৈ-ক। ভূতৃণ, গন্ধতৃণ। [গন্ধতৃণ দেখ।]

করেবর (পুং) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে পাষাণঃ কপিভিরিতি যাবৎ করস্তস্মিন্ ব্রিয়তে উৎপদ্যতে, অলুক্ সমাসঃ, করে বৃ-অচ্। শিলারস।

করোট (স্ত্রী) কে মস্তকে রোটতে দীপ্যতে, ক-রুট্-অচ্। মাথার খুলি, শিরোস্থি। (Cranium)

করোটক (পুং) সর্পবিশেষ।

করোটি (স্ত্রী) ক-রুট্-ইন্। শিরোস্থি। মাথার খুলি। (Cranium) [কঙ্কাল দেখ।]

করোটী (স্ত্রী) করোট-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মাথার খুলি।

করোৎকর (পুং) করাণাং উৎকরঃ সমূহঃ। কর সমূহ।

করৌলি, ভরতপুর ও করৌলি এজেন্সির রাজনৈতিক তত্ত্বাবধানে রাজপুতনার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৬°৩´ হইতে ২৬°৪৯´ উঃ পর্য্যন্ত এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৫´ হইতে ৭৭°২৬´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

করৌলিরাজ্যের উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বসীমা ভরতপুর ও ধোলপুর, পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে জয়পুর, এবং দক্ষিণপূর্ব্বে চম্বল নদী প্রবাহিত হইয়া করৌলিকে গোয়ালিয়ার রাজ্য হইতে পৃথক্ করিয়াছে। ভূমিপরিমাণ ১২০৮ মাইল। লোকসংখ্যা ১৪৮৬৭০।

এই রাজ্য উচ্চ, নিম্ন ও পর্ব্বতময়। উত্তরদিকে গিরিমালা সীমাপ্রাচীররূপে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। এখানকার গিরিশৃঙ্গ উচ্চতায় ১৪০০ ফুটের অধিক নয়।

এখানে চম্বল নদীই প্রধান, এই নদী হইতে পাঁচটি শাখা বাহির হইয়া পঞ্চনদ নামে করৌলিতে প্রবাহিত হইতেছে। পঞ্চনদ উত্তরমুখী হইয়া বাণগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। করৌলি নগরের দক্ষিণপশ্চিম দিয়া কালিসর ও ভিরোতা নামে দুই ক্ষুদ্র নদী বহিতেছে, এই দুই নদীতে বর্ষাকাল ভিন্ন অপর সময়ে অতি সামান্য জল থাকে। এখানকার পাহাড়ের উপর যে সকল ইঁদারা আছে, তাহার জল উষ্ণপ্রধান ও অস্বাস্থ্যকর।

এখানকার পাহাড়ে প্রধানতঃ দুই প্রকার পাথর আছে, এক বিন্ধ্যপাথর, অপর কাচপাথর (মণিপ্রস্তর), যেখানে কাচপাথর, তাহারই চারিদিকে অধিক পরিমাণে বিন্ধ্যপাথর দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার চূণাপাথর নীলাভ, কপিল অথবা হরিৎবর্ণ বিশিষ্ট। উৎকৃষ্ট বেলে পাথরও পাওয়া যায়। তাজমহলের প্রায় অনেকাংশ এই বেলেপাথর লইয়া নির্ম্মিত। এখানকার 'ভাঁড়ের' নামক চূণাপাথর অনেক স্থানে চূণের জন্য পোড়ান হইয়া থাকে। এখানকার অধিকাংশ গ্রামই প্রস্তরনির্ম্মিত। করৌলির উত্তরপূর্ব্বে পর্ব্বতোপরি লৌহখনি বাহির হইয়াছে।

জীবজন্তু।—চম্বলনদীর নিকট বনজঙ্গলে বাঘ, ভল্লুক, হরিণ, শাম্বর, নীলগাই দেখিতে পাওয়া যায়। সহরের নিকট শশক, উদ্বিড়াল, তারুইপক্ষী, কুক্কুট, কাদাখোঁচা এবং জলাশয়াদিতে বক, হংস, কারণ্ডব প্রভৃতি নানা প্রকার পক্ষী দৃষ্ট হয়; মৎস্যাদিও প্রচুর জন্মে। করৌলির পশ্চিমাংশে বিস্তর সর্প, কুম্ভীর প্রভৃতি সরীসৃপ বাস করে।

উদ্ভিজ্জ।—করৌলির উচ্চ গিরিমালায় বড় একটা গাছ নাই। চম্বলনদীর উর্দ্ধভাগে ধাইফুল, পলাশ, খদির, কাপাস, শাল, গর্জ্জন ও নিম গাছ জন্মে।

এখানকার কৃষিতে যব, গম, ছোলা, তামাকু, ধান্য, জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু ও শণ উৎপন্ন হয়।

এখানে জলাশয় ও ইঁদারা হইতে এবং চম্বলনদীর বাণ আসিলে সেই জল লইয়া কৃষিকার্য্য চলে।

বাণিজ্য।—এখানে টুকরা কাপড়, লবণ, ইক্ষু, তুলা, মহিষ ও ষাঁড় আমদানী হয় এবং ধান্য, কার্পাস ও ছাগ রপ্তানি হয়।

জলবায়ু। এখানকার আবহাওয়া বড় মন্দ নয়। জ্বর,

অতিসার ও বাত রোগ হইতে দেখা যায়, অপর ছোঁয়াচে রোগ বড় এ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

ইতিহাস। মুক্জীর কারিকা অনুসারে করৌলির প্রথম রাজা ধর্ম্মপাল। নিম্নে ঐ কারিকা দেওয়া গেল—

মুক্জীর কারিকা।	বয়ানভাটের তালিকা।	সময়।
ধর্ম্মপাল		
সিংহপাল		
জগপাল		
নরপালদেব		
সংগ্রামপাল		
কুন্তপাল		
ব্রচপাল		
পূচপাল		
বিংসমপাল		
জ্যেষ্ঠপাল		
বিজয়পাল	বিজয়পাল	১০৩০ খৃঃ অঃ।
তহনপাল	তহনপাল	১০৬০ ”
ধর্ম্মপাল	ক্ষিতিপাল	১০৯০ ”
কুমার (কুন্বর) পাল	ধর্ম্মপাল	১১২০ ”
অজয়পাল	কুন্বরপাল	১১৫০ ”
হরিপাল	অজয়পাল	১১৮০ ”
সোহপাল	হরিপাল	১১৯৬ ”
অনঙ্গপাল	সোহনপাল	১২২০ ”
পৃথ্বিপাল		১২৪২ ”
রাজাপাল		১২৬৪ ”
ত্রিলোকপাল		১২৮৬ ”
বিপালপাল		১৩০৮ ”
আনন্দপাল		১৩৩০ ”
পৃথলপাল		১৩৫২ ”
অর্জ্জুনপাল (১ম)		১৩৭৪ ”
বিক্রমজিৎপাল		১৩৯৬ ”
অভয়চাঁদপাল		১৪১৮ ”
পৃথ্বিরাজপাল		১৪৪০ ”
চন্দ্রসেনপাল		১৪৬২ ”
ভারতীচাঁদ		১৪৮৪ ”
গোপালদাস		১৫০৬ ”
দ্বারকাদাস		১৫২৮ ”
মুকুন্দদাস		১৫৫০ ”
যুগপাল		১৫৭২ ”
তুলসীপাল		১৫৯৪ ”
ধর্ম্মপাল (২য়)		১৬১৬ ”
রত্নপাল		১৬৩৮ ”
আর্তিপাল		১৬৬০ ”
অজয়পাল (২য়)		১৬৮২ ”
রাচিপাল		১৭০৪ ”
মুজাবরপাল		১৭২৬ ”
কুন্বরপাল (২য়)		১৭৪৮ ”
শ্রীগোপাল		১৭৭০ ”
মাণিকপাল		১৭৯২ ”
অমুল্যপাল		১৮১৪ ”
হরিপাল (২য়)		১৮৩৬ ”
মধুপাল		১৮৫৬ ”
অর্জ্জুনপাল		১৮৭৯ ”

করৌলিরাজ অর্জ্জুনপাল কৃষ্ণের বংশধর এবং যদুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই বংশ বৃন্দাবনের নিকট ব্রজধামে বাস করিতেন। এককালে বয়ানে তাঁহাদের রাজত্ব ছিল। ১০৫৩ খৃঃ অঃ, মুসলমানেরা এই স্থান অধিকার করেন। তখন হইতে তাঁহারা করৌলিতে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। ১৪৫৪ খৃঃ অব্দে মালবপতি মামুদ খিল্‌জী করৌলি আক্রমণ করেন। অক্‌বর বাদশাহ মালব-জয়ের পর এই রাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়েন। মোগলগৌরবরবি অস্তমিত হইলে মহারাষ্ট্রেরা এই স্থান অধিকার করিয়া, ২৫০০০৲ টাকা বার্ষিক কর নির্দ্দিষ্ট করেন। ১৮১৭ খৃঃ অব্দ পেশোবা করৌলির উপসত্ব ইংরাজদিগকে ভোগ করিতে দেন। ইংরাজেরাও এখানকার রাজার সহিত এই বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে, ইংরেজরাজের বিপদ্ আপদের সময়ে করৌলিরাজ সৈন্যসংগ্রহ দ্বারা ইংরাজদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। এই সময় হইতে করৌলিরাজ্য ইংরাজ-রাজের আশ্রিত হইল।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে মহারাজ নরসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায় করৌলিরাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের খাস হইবার কথা হয়। কিন্তু অনেক জল্পনার পর রাজার আত্মীয় মদনপালকে করৌলিরাজ্যের সিংহাসন প্রদান করা হইল। মদন ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের সময়ে কোটার বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষে সৈন্য পাঠাইয়া ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করেন, এই কারণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে “জি, সি. এস, আই” উপাধি এবং ১৫ স্থানে ১৭ তোপের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ১৮৬৯ খৃঃ, মদনপালের মৃত্যু হইলে দুইজনের পর ১৮৭৯ খৃঃ, অর্জ্জুনপাল রাজা হইলেন।

করৌলিরাজ্যের মাসুল হইতেই অনেকটা কর আদায় হয়। (১৮৮১ সালের) বার্ষিক কর আদায় ৫৮৩৮১০৲, তন্মধ্যে খরচ ৪২৯৫৮০৲। এখানে রীতিমত পুলিস নাই। রাজার সৈন্যগণই সেই কার্য্য করিয়া থাকে। করৌলি-রাজের ১৬০ জন অশ্বারোহী, ১৭৭০ জন পদাতি, ৩২ জন গোলন্দাজ এবং ৪০টি কামান আছে। সৈন্যগণ নিম্নলিখিত ১২ জায়গায় ১২টি দুর্গে অবস্থান করে।

যথা—করৌলিনগর, উঠগড়, মন্ড্রেল, নারোলি, সপোত্রা, দৌলৎপুর, থালি, অমুরা, নিন্দা, খুদা, উন্দ ও খোদাই।

করৌলিরাজের স্বতন্ত্র টাকশাল আছে; তাহাতে রৌপ্য-মুদ্রা খোদিত হয়।

২ করৌলিরাজ্যের প্রধাননগর করৌলি। মথুরা হইতে ৩৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩০´ উত্তর, দ্রাঘি° ৭৭°৫´ পূঃ।

কাহারও মতে অর্জুনেরে প্রতিষ্ঠিত কদ্ধাবতীর নামানুসারে হইতেই এই নগরের নাম হইয়াছে। ১৩৩৬ খৃঃ অব্দে অর্জুন এই নগরটী স্থাপন করেন। এককালে এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও পার্ব্বতীয় মেনাজাতির উৎপাতে ইহার সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছিল। ১৫০৬ খৃঃ রাজা গোপালদাসের শাসনকালে এই নগর পূর্ব্বশ্রী লাভ করে। এই সময়ে এখানে সুরম্য হর্ম্যসকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরটী প্রায় ১ ক্রোশ, ইহার চারিদিকে সেলেপাথরের প্রাচীর, নগরে প্রবেশ করিবার ৬ সিংহদ্বার এবং ১১টি গুপ্তদ্বার এবং নগরের মধ্যে গোপালদাসের সময়কার এক সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ আছে। প্রাসাদের চারিদিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত, দুইটি সুন্দর সিংহদ্বার, প্রাসাদের মধ্যে রাজমহল ও দেওয়ানি আম নামক গৃহ দেখিবার জিনিষ বটে, এই দুই গৃহের চিত্র বিচিত্র কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে নির্ম্মাণ কারীদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। এখানে শিকারগঞ্জ, শিকারমহল ও আমমহল নামে তিনটী মনোরম উদ্যান আছে। লোকসংখ্যা ২৫, ৬০৭।

কর্ক (পুং) করোতি কৃ ক (কৃদাধারার্চ্চিকলিভ্যঃ কঃ। উণ্ ৩।৪০) ১ শ্বেত অশ্ব। ২ কুলীর, কাঁকড়া। ৩ দর্পণ। ৪ ঘট। ৫ কর্কটরাশি। ৬ অগ্নি। ৭ তিল ৮ সৌন্দর্য্য। ৯ কণ্টক। ১০ বৃক্ষবিশেষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী। ১১ শুভ্রবর্ণ। ১২ উত্তম, শ্রেষ্ঠ।

১৩ রাষ্ট্রকূটাধিপতি গোবিন্দরাজের পুত্র খোদিত শিলালিপি অনুসারে ইনিই কর্ক ১ম। ইহার দুই পুত্র ইন্দ্ররাজ ও কৃষ্ণরাজ, ইহার মৃত্যু হইলে রাষ্ট্রকূটরাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহার রাজ্যকাল ৬৮৫ খৃঃ অঃ।

রাষ্ট্রকূটবংশীয় ২য় কর্ক গুজরাটরাজ ৩য় ইন্দ্রের পুত্র, তাঁহার অপর অপর নাম সুবর্ণবর্ষ, তিনি গুজরাটে রাজত্ব করিতেন। তিনি ২য় ধ্রুবরাজের পিতা। বরদা ও অপর স্থানের অনুশাসনপত্রে তাঁহার সময় ৭৩৮ ও ৭৪৯ শক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উক্ত উভয় রাষ্ট্রকূটরাজই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। এই বংশে আর একজন কর্কের (৩য় নাম পাওয়া যায়, তাঁহার অপর নাম অমোঘবর্ষ বা বল্লভনরেন্দ্র তাঁহার পিতা (৪র্থ) কৃষ্ণরাজ। সময় ৯৭২-৩ খৃঃ অঃ।

কর্ক উপাধ্যায়। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ও পারস্করগৃহ্যসূত্রের ভাষ্যকার। সায়ণাচার্য্যের পূর্ব্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। সায়ণ আপন বেদভাষ্যে কর্কের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কর্কখণ্ড (পুং) কর্কঃ খণ্ডঃ ভূমিভাগো যত্র বহুশ্রী। দেশবিশেষ। (ভারত বনপর্ব্ব ২৫৩। ৭৯)

কর্কচিৰ্ভিটী (স্ত্রী) কর্কবর্ণা শুক্লা, চিৰ্ভিটী, মধ্যলো°। সাদাফুটি।

কর্কট (পুং) কর্ক-অটন্। ১ বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কর্ক, ক্ষুদ্রধাত্রী, ক্ষুদ্রামলক ও কর্কফল। ইহার ফলের আকৃতি ছোট আমলকীর মত। ২ জলজন্তুবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কর্কটক, কুলীর, কুলীরক, সদংশক, পঙ্কবাস ও তির্য্যক্‌গামী। বাঙ্গালায় কাঁকড়া বা কাঁকড়া, দক্ষিণে দরজা-কা কেকড়া, তামিলে কণ্ডলনাণ্ডু, তৈলঙ্গে নন্দ্রকৈয়া বা স্দ্ৰপু, মলয়ে কপিতিং, পারস্যে পাঞ্চপায়, আরবে শিরিচি, লাটিন ক্যান্সার (Cancer), ইংরাজীতে ক্রাব্ (Crab) বলে।

যুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদেরা কর্কটজাতিকে দশবাবনীবিশিষ্ট-দশপাদী জীবশ্রেণী (Crustaceans of the order D[illegible] poda) মধ্যে ধরিয়াছেন।

ইহাদের পাঁচজোড়া বক্ষস্থলনিঃসৃত প্রত্যঙ্গ আছে, বোধ হয়, এই জন্যই পারস্যভাষায় ইহাদিগকে পাঞ্চপায় অর্থাৎ পঞ্চপদবিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বক্ষ প্রদেশের প্রত্যেক পার্শ্বে কানকোয়া বেষ্টিত আছে।

কর্কটজাতি পৃথিবীর নানাস্থানে বাস করে। ইহারা নানা প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়—যাহারা সমুদ্রে বাস করে, তাহারা স্বভাবতঃ অনেক বড় হয়। যাহারা নদীতে থাকে, তাহারা সামুদ্রিক কর্কট অপেক্ষা ক্ষুদ্র, আবার যাহারা জলাশয়ে বাস করে, তাহারা আরও ছোট হয়।

সকল প্রকার কর্কটের পৃষ্ঠাবরণ (খোলা) দেখিতে সমান নয়, দেশভেদে ও জলবায়ুর অবস্থাভেদে নানাস্থানে নানাবিধ আকারের কর্কট দৃষ্ট হয়। ইহারা অণ্ডজ জীব। প্রথমাবস্থায় মাতৃবক্ষে অতি ক্ষুদ্র ডিম্বাকারে বাস করে, সময় হইলে ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে এই অবস্থায় ইহাদিগকে কোন প্রকার খোলা দিয়া ঢাকা থাকে না, ডিম্ব হইতে নির্গত হইয়াই জলে ভাসিতে থাকে। এ সময়ে ইহাদের বিপদ অনেক, জলচর জীবগণ আপনাদের আহার ভাবিয়া সদ্যোজাত কর্কট ধরিয়া ভক্ষণ করে। যতই বড় হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে রূপেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রথম হইতে পাঁচরকম রূপ পরিবর্ত্তনের পর প্রকৃত কর্কটরূপ প্রাপ্ত হয়।

কর্কটেরা সমুদ্রের অতল সলিলে জলের ধারে অথবা সলিলনিকটস্থ পাহাড়ের গর্ত্তে বাস করে। বঙ্গদেশের যাদায় যেখানে সমুদ্র অথবা নদীর জল সময়ে সময়ে আসিয়া থাকে, এরূপ স্থলে গর্ত্ত করিয়াও ছোট বড় সকল প্রকার কর্কট বাস করিতে দেখা গিয়াছে। দুই এক জাতি ভিন্ন সকল প্রকার কর্কট পদদ্বারা সাঁতার কাটিতে পারে না, বরং স্থলে বেড়াইতে পারে।

কর্কটের মত ঝগড়াটে এবং খাদ্যগ্রহণ করিতে তৎপর

জলচরজীব আর নাই। অধিক কর্কট একত্র হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়, যে বলবান্ তাহারই জয় এবং যে অতি ক্ষীণ, তাহার প্রাণসংশয় হয়। ইহারা শীতকালে গভীর জলে বাস করে, আবার গ্রীষ্ম আসিলে তটের নিকট থাকে। পৃথিবীর নানাপ্রকার কর্কট মানবজাতির খাদ্যোপযোগী।

রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—মলমূত্রপরিষ্কারক, ভগ্নসন্ধানকারী অর্থাৎ ভগ্নস্থান জোড়া দিতে সমর্থ এবং বায়ুপিত্তনাশক। কৃষ্ণকর্কট অর্থাৎ কাল কাঁকড়ার গুণ—বলকারক, ঈষৎ উষ্ণ ও বায়ুনাশক।

৩ পক্ষিবিশেষ, করকটে। ৪ পদ্মমূল। ৫ তুম্বীলাউ। ৬ মেষাদি দ্বাদশ রাশির চতুর্থ রাশি; এই রাশি পুনর্বসু নক্ষত্রের শেষপাদের সহিত পুষ্যা ও অশ্লেষানক্ষত্রে হইয়া থাকে। (এই নক্ষত্রের চারিদিকে ৫টি উপগ্রহ আছে।) ইহার দেবতা কুলীরাকৃতি, তাহার পৃষ্ঠদেশ উন্নত; ইনি শ্বেতবর্ণ, কফপ্রকৃতি, স্নিগ্ধ, জলচর, বিপ্রবর্ণ, উত্তরদিক্‌পাল, বহু স্ত্রীসঙ্গ ও বহু সন্তানশালী। কর্কটরাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে কপট চতুর, মৃদুভাষী, মন্ত্রণাকুশল, অপ্রবাসী ও অগ্রণী হইয়া থাকে। জন্মকালীন চন্দ্র এই রাশিগত থাকিলে মানব নৃত্যগীতাদি শিল্পকলাভিজ্ঞ, নিম্নস্থান, কৃশ, সুন্দরশরীর, জলকেলিপ্রিয়, ধনবান বুদ্ধিমান এবং দাতা হইয়া থাকে। কর্কটলগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে ভোগী, সর্ব্বজনপ্রিয়, মিষ্টান্নপানভোজী ও আত্মীয়দিগের প্রিয় হইয়া থাকে। ৭ সর্পবিশেষ। ৮ কলশ। ৯ কীলক, গোঁজ। ১০ কণ্টক। ১১ রোগবিশেষ। (Cancer) অর্ব্বুদক্ষত রোগ, ইহা অসাধ্য।

কর্কটক (পুং) কর্কট এব-স্বার্থে-কন। ১ কাঁকড়া। ২ বৃক্ষভেদ।

কর্কটক্রান্তি (স্ত্রী) বিষুবরেখা হইতে ২৩॥ ক্রোশ উত্তরস্থিত অক্ষরেখা। (Tropic of Cancer)

কর্কটশৃঙ্গিকা (স্ত্রী) কর্কটতুল্যং শৃঙ্গমস্যাঃ, কর্কটশৃঙ্গ স্বার্থে কন টাপ-হ্রস্বং। কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটশৃঙ্গী (স্ত্রী) কর্কটস্য শৃঙ্গমিব শৃঙ্গমগ্রভাগো যস্যাঃ, বহুব্রী। গাছবিশেষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কর্কটাখ্যা, মহাঘোষা, শৃঙ্গী, কুলীরশৃঙ্গী চক্রাঙ্গী, কুলিঙ্গী, কাসনাশিনী, ঘোষা, বনমূর্দ্ধজা, চক্রা, শিখরী, কর্কটাঙ্গা, কর্কটী, বিষাণিকা, কোলীরা, চন্দ্রাস্পদা, বক্রাঙ্গা। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—কষায় ও তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, বায়ু, ক্ষয়, জ্বর ঊর্দ্ধবায়ু, তৃষ্ণা, কাস, হিক্কা, অরুচি ও বমিনাশক।

কর্কটাক্ষ (পুং) কর্কট ইব অক্ষি গ্রন্থিস্থোদোহস্য, বহুব্রী। কাঁকুড়, কর্কটী।

কর্কটাখ্যা (স্ত্রী) কর্কটস্য আখ্যা এব আখ্যা যস্যাঃ, বহুব্রী। কাঁকড়াশৃঙ্গীবৃক্ষ।

কর্কটাঙ্গা (স্ত্রী) কর্কটস্য অঙ্গং শৃঙ্গমিব শৃঙ্গমগ্রমস্যাঃ কর্কটাঙ্গ-টাপ্। কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটাস্থি (ক্লী) কর্কটস্য অস্থি, ৬তৎ। কাঁকড়ার খোলা।

কর্কটাহ্ব (পুং) কর্কটমাহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে কণ্টকময়ত্বাৎ, কর্কট-আ-হ্বে-ক। বেলগাছ।

কর্কটাহ্বা (স্ত্রী) কর্কটাহ্ব-টাপ্। কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটি (স্ত্রী) কর্‌ং কটতি প্রাপ্নোতি, কর-কট্‌-ইন্- সর্ব্বধাতুভ্য ইন। উণ্। ৪। ১১৭) শকন্ধ্বাদিবৎ অলোপঃ। কাঁকুড়।

কর্কটিকা (স্ত্রী) কর্কটী স্বার্থে কন টাপ্ হ্রস্বশ্চ। কাঁকুড়। ("ভৌচ বৃত্তিভঙ্গং কৃত্বা কর্কটিকাক্ষেত্রেষু প্রবিশ্য তৎফলভক্ষণং স্বেচ্ছয়া কৃতা।" পঞ্চতন্ত্র।)

কর্কটিকেশ (ক্লী) কামরূপস্থ একটি গ্রাম। শ্রাদ্ধের পর এই গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

> "উমানন্দং গত্বা পশ্চ শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ।
> বিশায় কর্কটিকেশং গ্রামস্যাস্ত প্রদক্ষিণম্॥" যোগিনীতন্ত্র।

কর্কটিনী (স্ত্রী) কর্কটবৎ অকারো হস্ত্যস্যাঃ, কর্কট ইন্ ঙীপ্। দারুহরিদ্রা।

কর্কটী (স্ত্রী) কর্কং খণ্ডং অটতি গচ্ছতি, কর্ক-অট্‌-ইন্ শকন্ধ্বাদিত্বাদলোপঃ ঙীষ্। কর্‌ং কটতি, কর কট্‌-ইন-ঙীষ্। ১ শাল্মলফল, শিমুলফল। ২ সর্পবিশেষ। ৩ দেবদালীলতা। ৪ কাঁকড়াশৃঙ্গী। ৫ এর্ব্বারু। ৬ ঘোঁটিকাবৃক্ষ। ৭ ফলবৃক্ষবিশেষ, কাঁকুড়। (Cucumis Utilissimus) ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় - কটুফলী, ছর্দ্দাপনিকা, পীনসা, মূত্রফলা, ত্রপুষা, হস্তিপর্ণা, লোমশকাণ্ডা, মূত্রলা, বহুকন্দা, কর্কটাক্ষ, শাণ্ডুষ, চির্ভটী, বালুকা, এর্ব্বারু, ত্রপুষী।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, গুরু, রুচিকর ও পিত্তনাশক। পাকা কাঁকুড়—তৃষ্ণা, অগ্নি ও পিত্তকারক। ইহার পাকপ্রণালী—পরিপুষ্ট কাঁকুড়ের ছাল বীজ বাদ দিয়া গোলাকার খণ্ড খণ্ড করিবে, পরে তপ্ততৈলে ভাজিয়া লইয়া ঘৃত, দুগ্ধ ও শর্করার সহিত পাক করিবে, পাকশেষে এলাচীর চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া সুবাসিত করিয়া লইবে। এতদ্ভিন্ন ইহার তরকারী পাক করিয়া খাইবারও রীতি আছে। তিক্ত কাঁকুড় রক্তপিত্তনাশক ও কফদোষকারক। পাকাকাঁকুড় মূত্ররোধবিনাশক।

কর্কটু (পুং) কর্কট কু, মৃগয়্বাদিত্বাৎ। করেটুপক্ষী, করকটে।

কর্কদ, চট্টলস্থ গ্রামবিশেষ। (ভঃ ব্রহ্মখণ্ড ১৫ ২০)

কর্কন্ধু (পুং স্ত্রী) কর্কং কণ্টকং দধাতি, কর্ক ধা-কু-মুম্চ। ১ কোলিবৃক্ষ, শৃগালকুল, শেয়াকুল।

ভাবপ্রকাশের মতে শেয়াকুলের গুণ—অম্ল, কষায় ও ঈষৎ মধুররস, স্নিগ্ধ, তিক্ত, গুরু ও বাতপিত্তনাশক। শুষ্ক কুল ভেদক, অগ্নিকারক, লঘু, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও রক্তনাশক। কোন কোন স্থলে কর্কন্ধু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। ২ কুলফল।

কর্কন্ধুকুণ (পুং) কর্কন্ধূণাং পাকঃ, কর্কন্ধু-কুণপ্ (তস্য পাকমূলে পীল্বাদি কর্ণাদিভ্যঃ কুণজাহচৌ। পা ৪। ২। ২৪।) ১ কর্কন্ধুর পক্কাবস্থা। ২ পাকা কর্কন্ধু।

কর্কন্ধুমতী (স্ত্রী) কর্কন্ধবোঽত্র ভূমৌ ইতি শেষঃ, কর্কন্ধু মতুপ্ ঙীষ্। কর্কন্ধুযুক্ত ভূমি।

কর্কন্ধূ (পুং স্ত্রী) কর্কং কণ্টকং দধাতি, কর্ক ধা কু ততো। নিপাতনাৎ সিদ্ধং (অন্দূদৃন্ভূজম্বূকফেলূকর্কন্ধূর্দিধিষু। উণ্ ১।৯৫।) কর্কন্ধুবৃক্ষ। [কর্কন্ধু দেখ।]

কর্কফল (স্ত্রী) কর্কস্য কর্কটস্য ফলম্, ৬তৎ। ১ কর্কটফল। ২ (কর্কবৎ ফলং যস্য) বৃক্ষবিশেষ, ক্ষুদ্র আমলকী।

কর্কর (ত্রি) কর্ক অরন্। ১ কঠিন। ২ কর্কশ।

কর্কর (স্ত্রী) কর্ক রা-ক। ১ ছোট ছোট পাথরকুচি, যাহা পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করে, ইহার পর সংস্কৃত নাম চূর্ণখণ্ড। ২ কাঁকর। (পুং) ৩ দর্পণ। ৪ সর্পবিশেষ। (ভারত ১। ৩৫। ১৬) ৫ মুদ্গর।

কর্করাক্ষ (ত্রি) কর্করং কর্কশং অক্ষি যস্য, বহুব্রী। কর্কশচক্ষু।

কর্করাঙ্গ (পুং) কর্করতুল্যং অঙ্গং যস্য বহুব্রী। কালকণ্ঠ নামক পক্ষিবিশেষ, খঞ্জনপক্ষী।

কর্করাটু (পুং) কর্কং হাসং রটতি প্রকাশয়তি, কর্ক-রট-কু কুঞ্ বা। কটাক্ষ।

কর্করাটুক (পুং) কর্কং কর্কশং রটতি, রৌতি, কর্ক-রট-উকঞ্ স্বার্থে কন্। করকটে পক্ষী।

কর্করান্ধুক (পুং) কর্করঃ কঠোর অন্ধঃ, কর্মধা ; স্বার্থে কন। অন্ধকূপ।

কর্করাল (পুং) কর্করঃ সন্ অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কর্কর অল্-অচ্। চূর্ণকুন্তল, অলক।

(অলকস্তু কর্করালঃ খণ্ডরশ্চূর্ণকুন্তলঃ। হেম ৩। ২৩৯)

কর্করী (স্ত্রী) কর্কং হাসবং নির্মলঃ সলিলং রাতি, কর্ক রা-ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ক্ষুদ্রজলাধার, গাড়ু, ঝারী। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—আলু, গলন্তিকা, অলু ও আরু।

কর্করীকা (স্ত্রী) কর্করী স্বার্থে কন্ হ্রস্বো ন। কর্করী।

কর্করেট (স্ত্রী) কর্কং কর্কেতি শব্দং রেটতে যত্র, কর্ক রেট ঘঞ্। গলায় হাত, গলা টিপিয়া ধরা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—অর্দ্ধচন্দ্র ও অঙ্গুলিতোরণ।

কর্করেটু (পুং) কর্কং কর্কেতি শব্দং রেটতে ভাষতে রৌতি বা পৃষদ্‌রাদিত্বাৎ সাধুঃ। করেটুপক্ষী, করকটে।

কর্কশ (পুং) কর্কোঽস্ত্যস্য, কর্ক-শ (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫। ২। ১০০) ১ কাম্পিল্লবৃক্ষ, কমলাগুড়ী বা গুড়ারোচনী। ২ কাসমর্দ্দ, কালকাসিন্দা। ৩ ইক্ষু। ৪ খড়্গ। (ত্রি) ৫ কঠিনস্পর্শ। ৬ ক্রূর। ৭ নির্দ্দয়। ৮ দুর্বোধ। ৯ কৃপণ। ১০ খরস্পর্শ, খরখরে। ১১ সাহসী। ১২ কঠোর। ১৩ অত্যন্ত। ("তত কর্কশবিহারসম্ভবম্।" রঘু।)

কর্কশচ্ছদ (পুং) কর্কশঃ ছদঃ পত্রমস্য, বহুব্রী। ১ পটোল। ২ শাখোটবৃক্ষ, শেওড়াগাছ।

কর্কশচ্ছদা (স্ত্রী) কর্কশঃ অমসৃণঃ ছদো যস্যাঃ কর্কশচ্ছদ-টাপ্। ১ কোশাতকী, ঝিঙে। ২ দগ্ধাবৃক্ষ।

কর্কশত্ব (স্ত্রী) কর্কশস্য ভাবঃ কর্কশ-ত্ব (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) কর্কশতা, কর্কশের ধর্ম। [কর্কশ দেখ।]

কর্কশদল (পুং কর্কশং দলং পত্রমস্য, বহুব্রী। ১ পটোল। ২ শেওড়াগাছ।

কর্কশদলা (পুং) কর্কশং দলং যস্যাঃ, কর্কশদল-টাপ্। ১ কোশাতকী, ঝিঙে। ২ দগ্ধাবৃক্ষ।

কর্কশবাক্য (স্ত্রী) কর্কশঞ্চ তৎ বাক্যঞ্চেতি, কর্মধা। ১ নিষ্ঠুর বচন। ২ নীরসবাক্য।

কর্কশা (স্ত্রী) কর্কশ টাপ্। ১ ব্যভিচারিণী স্ত্রী। ২ বৃশ্চিকালী, বিছাতিলতা।

কর্কশিকা (স্ত্রী) কর্কশ-কন্ টাপ্-অত-ইত্বং। বনকুল।

কর্কসার (স্ত্রী) কর্কঃ কর্কশঃ সারো যত্র, বহুব্রী। করম্ভক, দধি মিশ্রিতছাতু।

কর্কারু (পুং) কর্কং হাস্যবৎ শৌক্ল্যং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কর্ক-ঋ-উণ্। কুষ্মাণ্ড, কুমড়া। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—শীতল, গুরু, মলবদ্ধকারক ও রক্তপিত্তনাশক। পক্ক কর্কারু তিক্ত, অগ্নিকারক, ক্ষারযুক্ত এবং কফ ও বায়ুনাশক।

কর্কারুক (পুং) কর্কং হাসং হিতকারিত্বাৎ ঋচ্ছতি জনয়তি, কর্ক-ঋ উকঞ্। কালিন্দবৃক্ষ, খেঁড়ো।

সুশ্রুতের মতে ইহার ফল গুণ,—গুরু, বিষ্টম্ভী, শীতল, স্বাদু, কফকারক, মলমূত্রপরিষ্কারক, ক্ষারযুক্ত ও মধুররস।

কর্কি (পুং) কর্ক ইন্। ১ কর্কটরাশি। ২ আহমদাবাদের পূর্ব্বনাম।

কর্কী (স্ত্রী) কর্ক-অচ্ ঙীষ্। কাঁকুড়।

কর্কীপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ।

কর্কেতন (স্ত্রী, পুং) কর্কে হাস্যাদৌ তনোতি, কর্কে-তন-অচ্

অনুকৃসযাস। মণিবিশেষ। এই রত্নকে হিন্দীতে ও পারস্তে জমরদ, হিব্রু 'টার্শিস,' গ্রীক 'মেরলস,' লাটিন 'স্মারগ্ডাস' (Smaragdus), পোলও 'জ্মরগদ্.' রুষ 'ইসুমরদ,' ওলন্দাজ 'স্মরগদ' বা 'এসমরদ', দিনেমার ও সুইস 'সমরদ,' রোমক 'স্মরলদো', পর্তুগীজ, 'এস্মরলদ,' বাইবেলে বেরিল, ফরাসীভাষায় বেরিল (Beril) এবং ইংরাজিতে বেরিল বা ক্রিসোবেরিল (Beryl বা Chrysoberyl) কহে।

গরুড়পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে,—"বাসু হৃষ্টচিত্তে দৈত্যপতির নখ সকল গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলে কর্কেতন নামক পূজ্যতম রত্ন পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইল। স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ, সর্ব্বত্র সমবর্ণ, ঈষৎপীত, ওজনে ভারি, বিচিত্র এবং ত্রাসব্রণাদি দোষবর্জ্জিত কর্কেতন অতি উৎকৃষ্ট। রক্তের মত লাল, চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুর, মধুর ন্যায় ঈষৎ পীত, তামার মত অল্প লাল, পীত, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, নীল এবং সাদা কর্কেতন পাপনাশক। সংস্কারকের দোষে তেমন জ্যোতির্ম্ময় হয় না। এই মণি সোণায় মুড়িয়া গলে বা হাতে পরিলে অতি সুন্দর দেখায়, তাহাতে আয়, বংশ ও সুখ বৃদ্ধি হয় এবং রোগ ও কলিদোষ দূর করে। যে নির্দ্দোষ কর্কেতন ধারণ করে, সে সর্ব্বত্র পূজিত, বহু ধনশালী, বহুবান্ধব, দীপ্তিমান্ ও নিত্যতৃপ্ত হয়। এই মণি যত উজ্জ্বল ও যত ভারি হয়, ইহার মূল্যও তত অধিক।" (গরুড়পু° ৭৫ অ:)

এই মণি ভারতবর্ষে, সিংহলে, উত্তর আমেরিকায়, মিসরে, রুষে, ইউরাল পর্ব্বতস্থ ভর্খোবাগনদীগর্ভে, ব্রেজলে, মোরভিয়ায় এবং পেগুতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণভারতে কৈম্বাতুর হইতে ২০ ক্রোশ ঈশানকোণে কর্কেতনের খনি আছে এবং নানাস্থানে মরকত, ইন্দ্রনীল প্রভৃতির সহিত দৃষ্ট হয়।

ইহা সবুজ, নীল, হরিৎ প্রভৃতি নানাবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট কর্কেতন দেখিতে অল্প সবুজ বা দূর্ব্বাঘাসের বর্ণের মত। ইহার ঔজ্জ্বল্যও অধিক। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩°৬ হইতে ৩°৮ পর্য্যন্ত। ইহা অতিশয় কঠিন, প্রায় ৮°৫। ইহা দ্বারা স্ফটিক বিদ্ধ করা যায়। আবার কর্কেতন চিরিতে বা বিদ্ধ করিতে হইলে ইন্দ্রনীল ও মাণিকের আবশ্যক। ইহা ঘষিলে বৈদ্যুতিক জ্যোতিঃ নির্গত হয়, তাহা কর্কেতনের গুণানুসারে কয়েক ঘণ্টা থাকিতে পারে।

কর্কেতনের মধ্যে যাহা অৰ্দ্ধস্বচ্ছ, তাহা 'বিল্লী কি আঁখ' (বিড়ালাক্ষী) নামে বিক্রীত হয়।

অতি উজ্জ্বল স্বচ্ছ কর্কেতনের মূল্য অধিক, একটি ১০০০৲ টাকা হইতে ৩০০০৲ পর্য্যন্ত।

কর্কোট (পুং) কর্ক-ওট। নাগরাজবিশেষ।

("অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মোহপি তক্ষকঃ।
কর্কোটঃ কুলিকঃ শঙ্খ ইত্যষ্টৌ নাগনায়কাঃ॥" ত্রিকাণ্ডশে°।)

কর্কোটক (পুং) কর্কং কণ্টকময়ত্বাৎ কঠোরং অটতি প্রাপ্নোতি, কর্ক-অট্-অচ্, (পৃষোদরাদিত্বাৎ) ওকারাদেশঃ, তৎ কায়তি প্রকাশতে, কর্কোট-কন্। ১ বেলগাছ। ২ কদ্রুপুত্র নাগরাজবিশেষ। (কর্কোটকঃ ভাত্মালুরকাত্রবের-প্রভেদয়োঃ। মেদিনী।) ৩ ইক্ষু। ৪ কাঁকরোল। [কাঁকরোল দেখ।] ৫ মহাভারত ও পুরাণোক্ত জনপদবিশেষ। (মার্কণ্ডেয় পু° ৫৮। ৮, মহাভা° দ্রোণ, বৃহৎসংহিতা ১৪। ১২)। ইহার বর্ত্তমান নাম কায়া, জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত।

কর্কোটকী (স্ত্রী) কর্কোটক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ পীতঘোষা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কটুফলা, মহাজালিনি, ধামার্গব ও রাজকোষাতকী। [ধামার্গব দেখ।] ২ কাঁকুড়।

কর্কোটবাপী (স্ত্রী) কর্কোটনামনাগেন কৃতা বাপী, মধ্যলো°। কাশীস্থ তীর্থবিশেষ। ("কর্কোটবাপ্যা ঈশানে মরীচেঃ কুণ্ডমুত্তমম্।" কাশীখণ্ড।)

কর্কোটিকা (স্ত্রী) কর্কোট-স্বার্থে কন্-টাপ্ অত-ইত্বং। কাঁকরোল।

কর্চ্চরিকা (স্ত্রী) কং সুখং যথা তথা চর্য্যতে উপযুজ্যতে, ক চর-কন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পিষ্টকবিশেষ, কচুরী। [কচুরী দেখ।]

কর্চরী (স্ত্রী) কং জলং চূর্য্যতে অত্র, ক চুর-ঙীষ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) জলশূন্য শুষ্ক ফলখণ্ড; হিন্দুস্থানীরা ইহাকে কচরী কহে। ইহাতে ক্ষীর ও অম্লসংযুক্ত করিয়া ঘৃতপক্ক করিতে হয়। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—রুচি ও বলকারক, উষ্ণ, পিত্তকর, কফজনক ও ভেদক।

কর্চ্চূর (ক্লী), কর্চ্চ উর (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ কর্ব্বুর, বিবিধবর্ণ। ২ স্বর্ণ। ৩ বৃক্ষবিশেষ, কচুর। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মুখপরিষ্কারক এবং কফ, কাস ও গলগণ্ডনাশক। চরকে যক্ষসূক্ত কর্চ্চূরের এইরূপ গুণ লিখিত আছে,—রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, সুগন্ধি, কফ ও বায়ুনাশক, এবং শ্বাস, হিক্কা ও অর্শোরোগে হিতকর। [আমহলুদ দেখ]।

কর্চ্চূরক (পুং) কর্চ্চূর স্বর্ণমিব কায়তি প্রকাশতে, কর্চ্চূর-কৈ-ক। ১ কাঁচা হলুদ। ২ (স্বার্থে কন্) কর্চ্চূর।

কর্জ্জ (আরবা) ঋণ, দেনা।

কর্জ্জদার (পারস্ত) দেনাদার, অধমর্ণ।

কর্জ্জপত্র (আরবা কর্জ্জ+সংস্কৃত পত্র) কর্জ্জ লইবার সময় উত্তমর্ণকে যেরূপ লিখিয়া দিতে হয়।

কর্জ্জশোধ (আরবী কর্জ্জ+সংস্কৃত শোধ) ঋণ পরিশোধ।

কর্জ্জী (দেশজ) অধমর্ণ, যে ঋণ করে।

কর্ণ (পুং) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে বায়ুনা শব্দো যত্র, কৄ ন-নিচ্চ (কৄবৃদৃভিক্ষণতনির্বপিভ্যো নিৎ। উণ্‌ ৩।১০।) কর্ণ্যতে আকর্ণ্যতে অনেন কর্ণ-করণে অপ্‌ বা। ১ শ্রবণেন্দ্রিয়, কাণ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শব্দগ্রহ, শোত্র, শ্রুতি, শ্রবণ, শ্রব, শৌত্র ও বচোগ্রহ। কর্ণের বাহ্যাভ্যন্তর সমুদায় অবয়বেই 'কর্ণ' শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কর্ণগহ্বরের আকাশদ্বারেই কর্ণেন্দ্রিয়ের কার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং সেই আকাশের নামই 'শ্রবণেন্দ্রিয়।' এই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা দিক্‌, শব্দ ইহার বিষয়।

এখনকার শারীরবিৎ পণ্ডিতগণের মতে মনুষ্য এবং যাবতীয় স্তন্যপায়ী জীবের কর্ণ তিনভাগে বিভক্ত—১ বহিঃকর্ণ, ২ ঢক্কা (Tympanum) ও ৩ কর্ণাভ্যন্তরস্থ বিবর বা গোলকধাঁধা (Labyrinth)। বহিঃকর্ণের আবার দুই অংশ কর্ণশষ্কুলী (Auricle) এবং কর্ণপ্রণালী বা কর্ণ-বহির্বিবর (Auditory canal or external meatus)

কর্ণশষ্কুলী উপাস্থিক সংগঠনানুসারে উচ্চ ও নিম্নগামী। ইহার গভীর ও প্রশস্ত মধ্যস্থান, যাহাতে গোলছিদ্রগুলি আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার নাম কর্ণস্থালী (Concha) এবং নিম্নতম দোলায়মান অংশকে কর্ণপালি বা কাণের পাতা (Lobe) বলা যায়। এদেশে কর্ণবেধের সময় এই কাণের পাতায় ছিদ্র করিতে হয়। বহিঃকর্ণে একখানি উপাস্থি আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি ছিদ্র এবং সেই ছিদ্রগুলি সূত্রাকার বিল্লিসমূহে পূর্ণ থাকে। কর্ণশষ্কুলীর একভাগ হইতে অপরভাগে কয়েকটি পেশী চলিয়া গিয়াছে। এই পেশী সর্ব্বশুদ্ধ ৩টী। উহারা পার্শ্বস্থ শিরস্ত্বক্‌ (Scalp) হইতে কর্ণে সংযুক্ত হইয়াছে, মনুষ্য মধ্যে এই পেশী তেমন আবশ্যকীয় নয়, কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবের পক্ষে এগুলি না থাকিলেই নয়।

কর্ণপ্রণালী অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত, উহা কর্ণস্থালী হইতে অভ্যন্তরে গিয়াছে, ইহার উভয় পার্শ্ব অপেক্ষা মধ্যভাগ অধিক সরু। এইজন্য কর্ণের অভ্যন্তরে কোন কিছু প্রবেশ করিলে বাহির করিতে কষ্ট হয়। অধোভাগ উপরভাগ অপেক্ষা বৃহৎ হওয়ায় কর্ণপ্রণালীর শেষ হইতে মধ্যকর্ণের ঝিল্লী তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত। কর্ণপ্রণালী অস্থিগর্ত্ত ও উপাস্থিযুক্ত। যে ভাগ অস্থিগর্ত্ত, তাহার মধ্যে ঝিল্লিপরিবেষ্টিত সূক্ষ্ম অস্থিত্রণ থাকে। কোন কোন প্রাণীর স্বতন্ত্রভাবে কেবল অস্থির ন্যায় থাকে।

কর্ণরন্ধ্রের বহির্ভাগে মুখাভিমুখী স্থানকে কর্ণপল্লব (Tragus) বলে। কর্ণরন্ধ্রে লোমযুক্ত গ্রন্থি থাকে, ঐ গ্রন্থি থাকায় কীট ও মশকাদি প্রবেশ করিতে পারে না।

কর্ণের বহির্দ্বারে ও কর্ণবিবরের মধ্যবর্ত্তী গহ্বরকে মধ্য কর্ণ বা ঢক্কা (Tympanum) বলা যায়। এই স্থান বায়ুপূর্ণ। ঐ বায়ু গলকোষ হইতে ইউষ্টেকিয়ান্‌ নলী দিয়া ঢক্কায় প্রবিষ্ট হয়। ঢক্কাঝিল্লীর ও কর্ণবিবরের সহিত সচল অস্থিশ্রেণী সংযুক্ত আছে।

ঢক্কার গহ্বর দেখিতে অসমান এবং সারি সারি সূক্ষ্ম লোমবৎ উপত্বকে সজ্জিত। এই উপত্বক্‌ গলকোষ হইতে নির্গত হইয়া ইউষ্টেকিয়ান্‌ নলী দিয়া কর্ণমণ্ডলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ঢক্কার ক্ষুদ্রাস্থি তিনখানি এবং তাহাদের আকারানুসারে নাম মুদ্গরাস্থি (Malleus), নিহাঈ-অস্থি (Incus) এবং রেকাবাস্থি (Stapes)।

ঢক্কার ঝিল্লী উক্ত গহ্বরের বহিঃপ্রাচীররূপে সংগঠিত। উহা দেখিতে ডিম্বাকৃতি। এই ঝিল্লীর উপর ও অধোদিকের মাঝামাঝি ক্ষুদ্রাস্থিশ্রেণীর প্রথমটি মুদ্গরের হাতলের আকারে সংলগ্ন আছে, সেই অস্থির নাম মুদ্গরাস্থি।

ঢক্কাগহ্বরে কর্ণাভ্যন্তরের সহিত সংস্রব থাকিবার জন্য দুইটি গবাক্ষ আছে, ঐ গবাক্ষ কোমল ঝিল্লী দ্বারা আবদ্ধ থাকে। উহার একটিকে ডিম্বাকার গবাক্ষ (Fenestra ovalis) এবং অপরটিকে গোলগবাক্ষ (Fenestra rotunda) বলা যায়। প্রথমটি কর্ণবিবরের প্রবেশদ্বারের প্রদর্শকরূপে রহিয়াছে এবং আপন ঝিল্লীর দ্বারা ক্ষুদ্রাস্থিশ্রেণীর অন্তরাস্থির (অপর নাম রেকাব-অস্থি) সহিত দৃঢ়রূপে সংযুক্ত আছে। দ্বিতীয় গবাক্ষটি কর্ণবিবরের শম্বুকাকার গহ্বরের (Cochlea) দিকে অবস্থিত।

ঢক্কার মুদ্গরাস্থির সহিত একাধিক পেশী লিপ্ত আছে। এই পেশীর একটি করোটির কীলকাস্থির কণ্টকসদৃশ স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, (ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Laxator tympani) আর একটি শঙ্খাস্থির প্রস্তরবৎ কঠিন স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম (Tensor tympani)। শেষোক্ত পেশী মুদ্গরাস্থির হাতলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শারীরতত্ত্ববিদের মধ্যে অনেকেই প্রথম পেশীর অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, উহাকে পেশী না বলিয়া বরং বন্ধনী বলা যাইতে পারে।

নিহাঈ-অস্থি বলিলে কামারদিগের নিহাঈর ন্যায় আকারবিশিষ্ট বুঝায়, কিন্তু সেরূপ নয়। এই অস্থিখানি দেখিতে পেষণদন্তের ন্যায়, ইহার যে অংশ ক্ষুদ্র তাহা পশ্চাদ্দিকে যাইয়া ঢক্কাগহ্বরের পশ্চাদ্ভাগে চূচুকাকার কোষের *

* চূচুকাকার কোষ—Mastoid cells.

উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং যে অংশ কিছু বড়, তাহা অধোগামী হইয়া শেষে রেকাবাস্থির মাথার উপর চেপ্‌টা অথচ গোলাকার ধারণ করিয়াছে।

রেকাবাস্থি দেখিতে অশ্বারোহীর পদ রাখিবার রেকাবের ন্যায়। ইহার মস্তক, গ্রীবা, দুইশাখা ও ভূমি আছে। এই অস্থির কোণাকার উচ্চাংশ হইতে এক সূক্ষ্ম পেশী (Stapedius) উৎপন্ন হইয়া ডিম্বাকার গবাক্ষের পশ্চাদ্ভাগে রেকাবাস্থির গ্রীবাদেশে সন্নিবেশিত হইয়াছে; গ্রীবাদেশ পশ্চাদ্ভাগে টানিলে, উহা কর্ণবিবরের দ্বারকে সঙ্কুচিত করে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইউষ্টেকিয়ান্‌নলী দিয়া ঢক্কা গহ্বর বাহির হইয়াছে, ইউষ্টেকিয়ান্ নামক একজন শারীরবিৎ এই নলীটী প্রথমে আবিষ্কার করেন, তাঁহারই নামানুসারে এই নলীর নাম হইয়াছে। এটি প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা। ইহার অন্তভাগ অস্থিময় এবং অধিকাংশ উপাস্থিময়। এই নলীর মধ্য দিয়া বায়ু বহিয়া ঢক্কার উপরে ও মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং এই পথ দিয়া ঢক্কাগহ্বরস্থ সঞ্চিত শ্লেষ্মাদিও নির্গত হয়।

কর্ণাভ্যন্তরস্থ বিবরই শ্রবণেন্দ্রিয়ের মূল অংশ, এখানে কর্ণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুর স্পন্দজনক সূত্র সকল ছড়াইয়া আছে। উহা তিন অংশে বিভক্ত, বিবরদ্বার (Vestibule), অর্দ্ধগোলাকার নলীসমূহ (Semi-circular canals) এবং শম্বুকাকার গহ্বর (Cochlea) ঐ তিনটি গর্ত্তাকারে গোলকধাঁধার মত ঘোরপাক খাইয়া শঙ্খাস্থির প্রস্তরবৎ অতি কঠিনাংশে অবস্থিত আছে। ঢক্কার গোলগবাক্ষ ও ডিম্বাকার গবাক্ষ দ্বারা উহাদের বাহির সম্বন্ধ এবং ভিতরে সম্বন্ধ কর্ণাভ্যন্তরস্থ শ্রোত্র-নলীর সহিত। এই নলীই করোটীর গহ্বর হইতে কর্ণবিবর অবধি শ্রোত্রসম্বন্ধীয় স্নায়ু (Auditory nerve)-কে বহন করিতেছে।

উপরোক্ত গর্ত্তগুলির চারি পার্শ্বে অস্থিময় গোলকধাঁধা (Osseous labyrinth) আছে এবং উহাদের মধ্যে আবার ঝিল্লীর গোলকধাঁধা (Membranous labyrinth) আছে।

বিবরদ্বারটি কর্ণাভ্যন্তরের মধ্যগহ্বররূপে অবস্থিত, এইখান হইতে অর্দ্ধগোলাকার নলীসমূহ এবং শম্বুকাকার গহ্বর বাহির হইয়াছে। এই দ্বারটি উচ্চতায় ১ ইঞ্চির পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এই দ্বারের বহির্গাত্রে ৫টি ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া অর্দ্ধগোলাকার নলীসকল বাহির হইয়াছে; পশ্চাদ্দিকে শম্বুকাকার গহ্বর। বহির্গাত্রে ডিম্বাকার গবাক্ষ আছে এবং ভিতর গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দিয়া শ্রোত্রসম্বন্ধীয় স্নায়ুর স্পন্দজনক সূত্রসকল ভিতরে প্রবেশ করে।

উক্ত অর্দ্ধগোলাকার নলী ৩টি, তাহাদের উভয়পার্শ্বে ছোট বড় একটি দ্বার থাকে।

শম্বুকাকার গহ্বর দেখিতে শম্বুকের ন্যায়। উহা কর্ণবিবরের অগ্রবর্ত্তী। ইহাতে দেড় ইঞ্চি লম্বা অস্থিময় নলী আছে।

অস্থিময় কোমল বিবরদ্বারের ও অর্দ্ধগোলাকার নলীর মধ্যে যে কোমল অংশ তাহাই ঝিল্লীর গোলকধাঁধা (Membranous labyrinth)। অস্থিময় গোলকধাঁধা দেখিতে ঝিল্লীর গোলকধাঁধার মত, তবে উভয়ের আয়তনে ছোট বড় আছে। উভয় গোলকধাঁধার মধ্যে পেরিলিম্প (Perilymph) নামক একপ্রকার তরল পদার্থ থাকে। ঝিল্লীগোলকধাঁধায় এণ্ডোলিম্প (Andolymph) নামে একপ্রকার তরল পদার্থ আছে এবং ইহার কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ বিবরদ্বারের স্নায়ুর প্রান্তভাগে, কি মানুষ কি নিকৃষ্ট পশুর মধ্যে এক প্রকার চূণের মত পদার্থ দেখা যায়। মানব, স্তন্যপায়ী জন্তু, পক্ষী এবং সরীসৃপদিগের মধ্যে চূর্ণমিশ্রিত সিহি গুঁড়ার মত থাকে, উহাকে কাণের গুঁড়া (Otoconia) বলা যায়।

বিবরদ্বারাংশে দুইটি থলি, একটি উপরে সেটি কিছু বড ও দেখিতে ডিম্বাকার। (ইংরাজীতে ইহাকে Utriculus or common sinus বলে।) অপরটি দেখিতে প্রথমটি অপেক্ষা কিছু ছোট ও গোলাকার, এটি নিম্নে থাকে, ইহাকে কোষাণু (Sacculus) বলে।

সুশ্রুতের মতে প্রত্যেক কর্ণে ১টি করিয়া ২টি সন্ধি, তাহার নাম শঙ্খাইক। অস্থি দুইখানি, তাহার নাম তরুণ। পেশী ২টী। শিরা ১০। ধমনী ৬, তন্মধ্যে বায়ুবাহিনী ২, শব্দবাহিনী ২, শব্দকারিণী ২। চরকের মতে কর্ণ একটি আন্তরীক্ষ পদার্থ *।

কর্ণের অবয়বগুলি একে একে লিখিত হইল। এখন দেখা যাউক, কিরূপে আমরা কর্ণে শুনিতে পাই; কর্ণের যন্ত্রগুলি কিরূপে কার্য্য করে।

য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কাহারও মতে, শব্দ কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বে প্রথমে বায়ুকর্ত্তৃক কর্ণশষ্কুলীতে নীত হয়, তৎক্ষণাৎ বায়ুপ্রভাবে তাহার তরল পদার্থের আণবিক কম্পন উপস্থিত হয়। শব্দ বায়ুতে সঞ্চালিত হইবামাত্র বায়ু দ্বারা ঢক্কার ঝিল্লীরও উৎকম্পন হইতে

---

* 'বহিবিক্তমূর্ত্যাতে মহান্তি চাণূনি চ স্রোতাংসি তদন্তরিক্ষং শব্দঃ শ্রোত্রঞ্চ।" চরক শারীরস্থান ৭ অঃ।

শরীরে যে সমুদায় ছিদ্র এবং বড় ও সূক্ষ্ম স্রোত সমুদায় আছে, সেই সমুদায় এবং শব্দ ও কর্ণ অন্তরিক্ষপদার্থ।

201-III

থাকে। বায়ুতে শব্দ যতবার ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, ঢক্কার ঝিল্লীও ততবার উৎকম্পিত হইতে থাকে। সেই সঙ্গে মুদ্গরাস্থি ছুলিয়া নিহানী-অস্থি এবং ডিম্বাকার গবাক্ষের ঝিল্লীকে জাগাইয়া দেয়। তৎক্ষণাৎ ঢক্কার পেশী দিয়া ঢক্কা-ঝিল্লীর বিতান ছুলিতে থাকে। ঢক্কাগহ্বরে বায়ু দুই ভাবে কার্য্য সম্পাদন করে। প্রথমতঃ গবাক্ষের ঝিল্লীসমূহের বহির্ভাগে রীতিমত তাপ রাখে, তাহাতে ঐ ঝিল্লী-গুলির স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ ঢক্কাগহ্বরে বায়ু প্রবেশ করায় ক্ষুদ্রাস্থিমালার গতি হইতে থাকে। শব্দবিজ্ঞানানুসারে বায়ুসংস্পর্শে ঐ ক্ষুদ্রাস্থি হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়।

কর্ণাভ্যন্তরস্থ বিবর বা গোলকধাঁধায় তিন প্রকারে শব্দ যায়। প্রথমতঃ অস্থি শ্রেণী দিয়া, দ্বিতীয়তঃ ঢক্কাগহ্বরের বায়ু দিয়া এবং তৃতীয়তঃ মস্তকের অস্থি মধ্য দিয়া।

কর্ণের অভ্যন্তরস্থ বিবরদ্বারকেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের মূলযন্ত্র বলা যায়। পক্ষাদির কর্ণের অপরাংশ না থাকিলেও এই অংশ থাকিবেই থাকিবে। বৃহৎকায় জন্তুদিগের কর্ণের মধ্য ভাগে এই বিবরদ্বার থাকে। এখানে কাণের শুঁড়া থাকায় শব্দের বিশেষ সুবিধা হয়। কাছে আসিবামাত্র খন্ খন শব্দ হয়, সেই শব্দ বিবরদ্বারের ঝিল্লী, অর্দ্ধ গোলাকার নলীর প্রসারিত অংশ (Ampullæ) এবং তাহাদের স্নায়ুতে সঞ্চারিত হয়।

অর্দ্ধগোলাকার নলীসমূহের দীর্ঘতা, বিস্তার ও উচ্চতা আছে। তদ্দ্বারা শব্দের গতি জানা যায়। শব্দ থামিয়া গেলেও শব্দের ভাব এককালে কর্ণ হইতে যায় না। [কাণ দেখ।]

২ যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ, ভোজরাজদুহিতা কুন্তী অবিবাহিতা বয়সে পিতৃগৃহে অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন, একদা দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহার আতিথ্যপ্রার্থী হইলে তিনি অতি যত্নের সহিত তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, মুনি তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া কুন্তীকে মন্ত্র প্রদান করিলেন, ঐ মন্ত্রের দ্বারা যে কোন দেবতাকে আহ্বান করিলেই তিনি আসিয়া সহবাস করিবেন। কুন্তী আশ্চর্য্য প্রভাবশালী এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া কৌতূহলবশে সেই মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। সূর্য্য তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভোগ করিলেন, সম্ভোগমাত্রেই কবচ-কুণ্ডলধারী সূর্য্যসম তেজস্বী এক নবকুমার উৎপন্ন হইল।

কুন্তী লোকলজ্জাভয়ে তাঁহাকে অশ্বনদীর জলে ভাসা-ইয়া আসিলেন। কুমার কর্ণ স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, সেই সময়ে অধিরথ নামক একজন সূতের দৃষ্টি সে পতিত হইলেন। অধিরথ অপুত্রক ছিলেন, তিনি এমন সুন্দর শিশু পাইয়া নদী হইতে তুলিয়া লইলেন এবং পরমানন্দে নিজ পত্নী রাধার সহিত পুত্র-নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ণের কবচকুণ্ডলরূপ বসু (ধন) দেখিয়া তাঁহার 'বসুষেণ' নাম রাখিলেন।

কর্ণ প্রথমে দ্রোণের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন। ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার সময় হইতে অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার ঈর্ষা জন্মে। একদিন রঙ্গভূমে দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের পরীক্ষা করেন, তাহাতে অর্জ্জুন অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন করায় দ্রোণাচার্য্য তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করেন। কর্ণের প্রাণে তাহা সহিল না। রঙ্গস্থলে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "অর্জ্জুন! তুমি যাহা দেখাইলে, আমিও সকলকে দেখাইতে পারি, তুমি আশ্চর্য্য বোধ করিও না।" এই বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে অর্জ্জুনের মত অলৌকিকী ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিলেন। তখন দুর্য্যোধন কর্ণের কার্য্য-প্রণালী দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিলেন এবং তাঁহার মান বাড়াইবার জন্য তাঁহাকে অঙ্গরাজ্য প্রদান করিলেন।

কর্ণ প্রায় সর্ব্বদাই দুর্য্যোধনের কাছে থাকিতেন। তাঁহাকে পাইয়া দুর্য্যোধনের পাণ্ডবভয় অনেকটা দূর হইল।

একদিন কর্ণ দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন, "গুরো! আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দান করুন। আপনার নিকট আশানুরূপ প্রায় সকল অস্ত্রই প্রাপ্ত হইয়াছি, বাকি কেবল ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা দান করিয়া আমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।" দ্রোণ জানিতেন যে, কর্ণ বড় অর্জ্জুনদ্বেষী। সেই নিমিত্ত তাঁহাকে কহিলেন, "যে নিত্য শুদ্ধব্রতাচারী ব্রাহ্মণ অথবা যে তপঃস্বাধ্যায়নিরত ক্ষত্রিয়, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মাস্ত্রের উপযুক্ত। সেই জন্যই তুমি ব্রহ্মাস্ত্র পাইতে পার না।"

তখন কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিবার জন্য মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন করিলেন, এখানে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া পরশু রামের নিকট নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার অতিপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি সমুদ্রতীরে আসিয়া শরক্রীড়া করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তাঁহার শর-প্রহারে কোন ব্রাহ্মণের হোমধেনু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কর্ণ ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন এবং তিনি না জানিয়া দোষ করিয়াছেন, তজ্জন্য ক্ষমা চাহি-লেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, "তুমি যাহার জন্য এত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, যাহাকে পরাজয় করি-বার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছ, তাহারই হস্তে তোমার

মৃত্যু হইবে।" কর্ণ ক্ষুণ্ণ মনে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন থাকিতে থাকিতে তিনি পরশুরামের নিকট হইতে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিলেন।

একদিন পরশুরাম তাঁহার উরুর উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা যান। সেই সময়ে অলর্কজাতীয় অষ্টপাদ কীট আসিয়া কর্ণের উরুদেশের একদিক্ ভেদ করিয়া অপরপারে বাহির হয়। কর্ণ গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হইবে ভাবিয়া সেই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া রহিলেন। কিন্তু সেই দারুণ দংশনে উরু বিদীর্ণ হইয়া রুধিরস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। গাত্রে রক্ত লাগিবামাত্র পরশুরাম জাগরিত হইলেন, তিনি চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র কীট মরিয়া গেল। তখন তিনি কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস! তুমি এ অসহ্য কীট দংশন কিরূপে সহ্য করিলে? ব্রাহ্মণশরীরে কখনই এরূপ সহ্য হয় না। অতএব শীঘ্র সত্য করিয়া বল, তুমি কে।"

কর্ণ অবনত হইয়া বিনীতভাবে উত্তর করিলেন "গুরো। আমাকে ক্ষমা করুন, আমি মিথ্যাবাদী হইয়া আপনার নিকট বড়ই অপরাধ করিয়াছি। আমি ব্রাহ্মণ নই, সামান্য সূতপুত্র, সূতকন্যা রাধা আমার মা, আমার নাম কর্ণ।" তখন পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "দেখ কর্ণ। তুমি ব্রহ্মাস্ত্র পাইবার জন্য আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছ, এই জন্য যুদ্ধকালে ঐ অস্ত্র তোমার মনে পড়িবে না। এখন শীঘ্র আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

কর্ণ হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে দুর্য্যোধনের সহিত কলিঙ্গ-রাজ্যে গমন করেন। এখানে কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদকন্যার স্বয়ম্বর। স্বয়ম্বরসভায় দুর্য্যোধন কুরুবীরগণের সাহায্যে রাজকন্যাকে হরণ করিলেন। তৎকালে কর্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে জরাসন্ধ তাহার বীরত্ব দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে মালিনী-নগরী প্রদান করেন। এইবার কর্ণের বিবাহ হইল, তাঁহার পত্নীর নাম পদ্মাবতী।

তিনি পাণ্ডবগণকে মারিবার জন্য সর্ব্বদাই দুর্য্যোধনকে কু-পরামর্শ দিতেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ভীষ্ম কর্ণের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া যখন তখন তাঁহার নিন্দা করিতেন। তাহা কর্ণের পক্ষে অসহ্য বোধ হইত। তিনি ঘোষযাত্রার দুর্ঘটনার পর একদিন দুর্য্যোধনকে বলেন, "মিত্র! আমার একটী কথা তোমাকে শুনিতে হইবে। ভীষ্ম সর্ব্বদাই আমাদের নিন্দা এবং পাণ্ডবগণের সুখ্যাতি করেন। বিশেষতঃ তোমার সমক্ষে সর্ব্বদাই আমার অবজ্ঞা করেন। এখন আমায় অনুমতি কর, আমি একাই সমস্ত পৃথিবী জয় করি।"

দুর্য্যোধনের অনুমতি লইয়া কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তিনি দ্রুপদ, ভগদত্ত, এবং বঙ্গ, কলিঙ্গ, মণ্ডিক, মিথিলা, মগধ, কর্কখণ্ড, অবনীপুর, অহিচ্ছত্র, বৎস, কেরলী, মৃত্তিকাবতী, মোহন, ত্রিপুর, কোশল, কম্পী, চেদি, অবন্তি, ম্লেচ্ছ, ভদ্রক, রোহিতক, আগ্নেয়, মালব, শশক ও আটবিক প্রভৃতি নানাদেশীয় রাজগণ এবং অপরাপর সভ্য ও অসভ্য জাতিকে জয় করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। দুর্য্যোধনের সপক্ষীয়েরা কর্ণকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে দুর্য্যোধন বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই সময়ে কর্ণ তাঁহাকে বলেন, "অদ্য হইতে যে যাহা চাহিবে, আমি তাহাকে তাহাই প্রদান করিব। এই আমার প্রতিজ্ঞা। যতদিন না আমি অর্জ্জুনের প্রাণবধ করিতে পারিব, ততদিন এই ব্রত পালন করিব।"

ইতিপূর্ব্বে বৃষকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ কর্ণ কেমন দাতা পরীক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কহিলেন, তোমার পুত্র বৃষকেতুর মাংস খাইতে ইচ্ছা করি। কর্ণ তাহাই করিলেন। তাঁহার স্ত্রী বৃষকেতুর মাংস রন্ধন করিয়া কৃষ্ণকে খাইতে দিলেন। কৃষ্ণ কর্ণের আচরণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যাপ্রভাবে বৃষকেতুর পুনরায় প্রাণদান করিলেন। এই অলৌকিক দানের জন্য কর্ণ "দাতাকর্ণ" নামে বিখ্যাত হন।

একদিন তিনি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন সূর্য্য আসিয়া তাঁহাকে বলিলেম, 'কর্ণ। ইন্দ্র পাণ্ডবগণের হিতসাধনে ব্রাহ্মণবেশে তোমার নিকট কবচ ও কুণ্ডল চাহিতে যাইবেন, অতএব সাবধান! তাঁহাকে উহা দিও না" কিন্তু কর্ণ উত্তর করেন যে, প্রাণ গেলেও তিনি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। তখন সূর্য্য তাঁহাকে কুণ্ডলকবচের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রের শক্তিঅস্ত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রভাত হইল। ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া কর্ণের নিকট কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। কর্ণ বলিলেন, 'দেবরাজ! আপনাকে আমি চিনিয়াছি, আমি কবচ ও কুণ্ডল দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমিও আপনার শত্রুমর্দ্দিনী শক্তি প্রার্থনা করি।' ইন্দ্র তাহাতেই সম্মত হইলেন। শেষে যাইবার সময়ে বলিলেন, 'কর্ণ! এই শক্তি দ্বারা আমি শত শত শত্রু বিনাশ করিতাম, কিন্তু তোমার হস্তনিক্ষিপ্ত হইলে একটী শত্রু বিনাশ করিয়া আমার নিকট গমন করিবে।'

এ দিকে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস ফুরাইয়া আসিল।

তাঁহারা পাঞ্চালরাজের পুরোহিতকে সন্ধির জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাঠাইলেন। ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের কুশল সংবাদ লইয়া কহিলেন, 'পাণ্ডবেরা পরম ধার্ম্মিক, তাই যুদ্ধে আত্মীয় কুটুম্বের বিনাশ না করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। বাস্তবিক অর্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা আর নাই। কৌরবপক্ষে এমন কোন বীর নাই যে, তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে।' এই কয়টী কথা কর্ণের অসহ্য হইল, তিনি ভীষ্মের অনেক নিন্দা করিলেন। শেষে কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে সন্ধি রহিত হইল।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে প্রথমে ভীষ্ম কৌরবসেনাপতি হইলেন। তৎকালে তিনি আপন সেনাগণের সুবন্দোবস্ত করিয়া দুর্য্যোধনকে বলেন, 'দেখ দুর্য্যোধন। কর্ণ নীচ জাতি এবং ক্ষুদ্র প্রকৃতি, পরশুরামের নিকট অভিশপ্ত, আপন কবচ ও কুণ্ডলভ্রষ্ট হইয়াছে। এরূপ সামান্য ব্যক্তিকে অর্দ্ধরথী বিবেচনা করাই উচিত।' এই কথা শুনিয়া কর্ণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সেইদিন প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যতদিন ভীষ্ম জীবিত থাকিবে, ততদিন কখনই আমি যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না।' এই বলিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন।

দশদিন যুদ্ধের পর কুরুপিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইলেন। কর্ণ একদিন রাত্রিকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, 'আপনি সর্ব্বদাই যাহার নিন্দা করিতেন, আমি সেই কর্ণ।' ভীষ্ম চক্ষু মেলিয়া রক্ষিদিগকে দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, পরে সস্নেহে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'কর্ণ। আমি নারদ ও ব্যাসের মুখে শুনিয়াছি, তুমি কুন্তীর পুত্র। তুমি পাণ্ডবগণের দ্বেষ করিবে বলিয়াই আমি তোমাকে কটু কথা বলিতাম। বাস্তবিক তোমার ন্যায় দাতা ও ব্রহ্মনিষ্ঠাপর আর দ্বিতীয় নাই। তোমার প্রতি আমার যে পূর্ব্বভাব ছিল, তাহা দূর হইয়াছে। এখন যদি তুমি আমার কথা শোন, তবে আমার ইচ্ছা, তুমি তোমার আপন সহোদর পাণ্ডবগণের সহায়তা কর।'

তেজস্বী কর্ণ উত্তর করিলেন, 'যখন আপনি বলিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমি কুন্তীর পুত্র। পিতামহ। এতদিন যাহার ঐশ্বর্য্যে আমি প্রতিপালিত হইয়াছি, যাহাকে একবার আশ্বাস প্রদান করিয়াছি, কেমন করিয়া সেই প্রিয়বন্ধু দুর্য্যোধনের প্রতিকূলাচরণ করি, বরং প্রাণ যায়, তাহাও শ্রেয়, তবু প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না।' ভীষ্ম কহিলেন, 'তবে স্বর্গকাম হইয়া যুদ্ধ কর। কখন কূটযুদ্ধ করিও না।'

ভীষ্মের পর দ্রোণাচার্য্য কৌরবপক্ষে সেনাপতি হইলেন। কর্ণ তাঁহার অধীনে অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বালক অভিমন্যুকে কূটযুদ্ধে বিনাশ করিবার পরামর্শ দেন এবং এই কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

কর্ণের বড় আশা ছিল যে, একাঘ্নী শক্তি দ্বারা অর্জ্জুনকে বধ করিবেন, কিন্তু তাহার মনের আশা মনেই রহিল। যখন ভীমনন্দন ঘটোৎকচ কুরুসৈন্যদলনে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ণের সম্মুখীন হন, তখন তিনি আত্মরক্ষা করিবার জন্য সেই একাঘ্নী শক্তি নিক্ষেপ করিয়া ঘটোৎকচকে নিপাত করিলেন। দ্রোণ নিহত হইলে কর্ণ কুরুসৈন্যের সেনাপতি হইলেন। তাঁহার সারথি হইলেন শল্য। যথাসময়ে মহাবীর কর্ণ সসৈন্যে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার যুদ্ধনীতি ও বীরত্ব দর্শনে কৌরব পক্ষে আনন্দধ্বনি এবং পাণ্ডবপক্ষে হাহাকারধ্বনি উঠিল। কিন্তু কর্ণের সারথি শল্য তাঁহার প্রতি বিমুখ। কর্ণ 'অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব' বলিয়া যতই আস্ফালন করেন শল্য তাহার প্রতিবাদ করিয়া অর্জ্জুনের প্রশংসা এবং তাঁহার নিন্দা করিতে থাকেন। যাহা হউক, তিনি নিজ বাহুবলে ৭৭ প্রভদ্রক, ২৫ পাঞ্চাল, ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূরসেন প্রভৃতি মহাবীর এবং চেদি ও অপরাপর স্থানের অসংখ্য সৈন্য নিপাতিত করেন। এমন কি, অর্জ্জুন ব্যতীত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকেও পরাস্ত করেন। তিনি কুন্তীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে অর্জ্জুন ব্যতীত অপর কোন পাণ্ডবের প্রাণবধ করিবেন না, তাই যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ পরাস্ত হইলেও প্রাণ হারান নাই।

শেষে অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে অর্জ্জুনহস্তে তিনি অন্তিম-শয্যায় শয়ন করেন। (মহাভারত)

তাঁহার প্রথম নাম বসুষেণ, পালকপিতা সূত তাঁহার এই নাম রাখিয়াছিলেন। পরে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যানুসারে কর্ণ, বৈকর্ত্তন, অর্কনন্দন, অঙ্গরাজ, অঙ্গেশ্বর, চম্পেশ, চম্পাধিপ, অঙ্গাধীপ ও ঘটোৎকচান্তক প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতিপালক পিতা ও পালিকা মাতার পরিচয়ানুসারে লোকে তাঁহাকে সূতপুত্র, রাধেয়, রাধাপুত্র, প্রভৃতি বলিয়াও সম্বোধন করিত। ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত আদি। ১১৭। ৩।) ৪ নৌকার দাঁড়। ৫ সুবর্ণালি বৃক্ষ। ৬ চারি হাত বাহু ও তিন হাত কোটিবিশিষ্ট ক্ষেত্র। ৭ কুটিল। ৮ (কর্ণঃ প্রাশস্ত্যেন অস্ত্যস্য, কর্ণ অচ্, অর্শআদিত্বাৎ) দীর্ঘকর্ণ, লম্বকর্ণ। (কৃষ্ণযজুঃ ২।৪।৪০।)

কর্ণ, মেবারের একজন রাণা। ইনি রাজপুত-বীরকেশরী প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠপৌত্র। পিতৃনিদেশে এবং বিপক্ষী কখন

হইতে জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্ত অনেকবার মোগল সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এ সময়ে মেবারের নিতান্ত হীন অবস্থা হইয়া পড়িয়াছিল। পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া মেবারের রাজকোষ শূন্ত, মেবারের প্রধান প্রধান বীরগণ রণশয্যায় চির-নিদ্রিত। এরূপ অবস্থায় রাজপুতবীর আর কতদিন মোগল-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুঝিতে পারেন? এমন কি, রাজকোষ শূন্ত হওয়ায়, কর্ণ সুরটনগর লুণ্ঠন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে বাধ্য হন। অবশেষে ১৬১৩ খৃঃ অব্দে মহাবীর কর্ণ জাহাঙ্গীর পুত্র খুরম্ (শাহ জাহান)-হস্তে পরাজিত হইলেন। এতদিন পরে আজ মেবারের রাণা অমর মোগল-সম্রাটের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ধি হইলে কর্ণ খুরমের সহিত আজমীরে আসিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাদশাহ যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়া কর্ণকে আপন দক্ষিণপার্শ্বে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। এই সময়ে প্রতিদিন বাদশাহ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করিতেন এবং বহুমূল্য খেলাত ও বিবিধ দ্রব্য-সামগ্রী প্রদান করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মানবর্দ্ধন করিতেন। জাহাঙ্গীর আপন জীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন—

"মাতৃভূমির প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে কর্ণ সুখসেব্য দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করিতে জানিতেন না। তিনি অতিশয় লাজুক, অতি অল্পভাষী এবং আমাদের সহিত অল্পই মিশিতে চাহিতেন। আমাদের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্ত প্রতিদিন সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতাম। আমি একদিন তাঁহাকে নুরজাহানের নিকট লইয়া যাইলাম। মহিষী তাঁহাকে হস্তী, অশ্ব, তরবারি প্রভৃতি নানা-প্রকার খেলাত পারিতোষিক প্রদান করিলেন।"

বাস্তবিক জাহাঙ্গীর কর্ণের সহিত বিজেতার ন্তায় ব্যবহার করিতেন না, যাহাতে তিনি আপন সম্ভ্রম কিছুমাত্র লাঘব জ্ঞান না করেন, তৎপক্ষে জাহাঙ্গীর সর্ব্বদাই চেষ্টা করিলেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে মেবারের শেষ স্বাধীন রাজা মহারাণা অমর-সিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ণকে সিংহাসন প্রদান করেন।

কর্ণ রাণা হইলে মেবারে শান্তির রাজত্ব হইল। মোগল আক্রমণে মেবারের যে যে অংশ ভগ্ন ও নষ্ট হইয়াছিল, তিনি তাহার পুনঃসংস্কার করিলেন। আপন রাজধানীর চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাকারগুলি পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পেশোলার জলরোধক বাঁধটি পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। তিনি ১৬২৮ খৃঃ অব্দে (১৬৮৪ সম্বতে) প্রিয়পুত্র জগৎসিংহের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পরলোক গমন করিলেন।

কর্ণওয়ালিস্। লর্ড কর্ণওয়ালিস্, যিনি ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন, ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। ইঁহার নাম চার্লস কর্ণওয়ালিস্। ইনিই কর্ণওয়ালিস্ প্রদেশের দ্বিতীয় আর্ল্ ও প্রথম মার্কুইস। পিতা বর্ত্তমানে ইনি লর্ড ব্রুস নামে পরিচিত ছিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, ইনি পিতৃপদের অধিকারী হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। শাসনকার্য্যে ইঁহার সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা ও স্বাধীন মত প্রদান করিবার শক্তি ছিল। এই সময়ে আমেরিকাবাসীরা স্বাধীনতার জন্ত যে যুদ্ধ করে, তাহাতে লর্ড কর্ণওয়ালিস অতি উৎসাহ ও বিশেষ দক্ষতার সহিত নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া, কামডেন, পয়েণ্ট কমফর্ট (সুখ অন্তরীপ?) প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে জয়লাভ করেন; কিন্তু ইয়র্ক নদীতীরে ইয়র্ক নগরের যুদ্ধে ফরাসী ও আমেরিকাবাসী দ্বারা একবারে আক্রান্ত হওয়ায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শত্রুহস্তে সদলে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন (১৭৮১ খৃঃ)। ইঁহার পরাজয়েই ইংরাজদিগের হার হইল। ইংরাজেরা ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সন্ধি করিয়া ইঁহাদের উদ্ধার সাধন করেন। রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই পরাজয়ের জন্ত বিশেষ তিরস্কৃত হন নাই।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতের গভর্ণর জেনারেল নির্ব্বাচিত হইলেন এবং ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলি-কাতায় উপনীত হন। ইনি শান্তস্বভাব, গভীরবুদ্ধি, সুবি-চারক্ষম, লোকপ্রিয়, মহান্-হৃদয় ও লোকহিতৈষী ছিলেন। যে সময়ে তিনি ভারতে আসিয়া পৌঁছিলেন, তৎকালে ভারতে যুদ্ধবিগ্রহাদি কিছু ছিল না, কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালের দুর্নীতিতে দেশ ছাইয়া পড়িয়াছিল। অত্যা-চার অবিচারে অপামর সাধারণে পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং অনেকানেক দেশীয় রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল; সুতরাং এরূপ অবস্থায় লর্ড কর্ণওয়ালিস্ আসিয়া স্বীয় স্বভাব-গুণে নানা হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ভারতীয় প্রজাগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এ সময়ে বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীরা ও সৈনিকেরা এদেশীয় লোকের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন, দেশীয় রাজগণের নিকট উপঢৌকন লইতেন। সৈনিকেরা নানাবিধ উপায়ে পুরস্কার গ্রহণ করিত, শান্তিরক্ষার জন্ত কতকগুলি সৈন্ত বৃথা নিযুক্ত করা হইত। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই সকল কুপ্রথা নিবারণ করেন। ইনি কি সৈনিক কি অন্যান্য কর্ম্মচারী সকলের জন্তই মাহিনার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

অযোধ্যার উজীরের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে কতকগুলি অন্তায় ও অসঙ্গত নিয়ম আছে দেখিয়া, লর্ড কর্ণ-

ওয়ালিস্ পুনর্ব্বার সে বিষয়ে বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, সীমান্ত প্রদেশের সৈন্যের খরচের জন্ত উজীরকে প্রতি বৎসর ৭৫ লক্ষের পরিবর্ত্তে ৫০ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্ত যে সকল বাবতে তাঁহার নিকট হইতে টাকা আদায় হইত, সে সমস্ত বন্ধ করিয়া দেন। উজীর তাঁহার নিজ রাজ্যে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য্য করিতে ক্ষমতা পাইলেন।

ইতিপূর্ব্বে হায়দরাবাদরাজ্যে নিজামের সহিত এই চুক্তি হইয়াছিল যে, গণ্টুর সরকার ইংরাজের অধীনস্থ হইবে। কিন্তু অদ্যাপি তাহাতে অধিকার না দেওয়ায়, ১৭৮৮ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কাপ্তেন কনওয়েকে দূতস্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু নিজাম তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ শেষে যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। নিজাম তখন শান্তভাবে বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং টিপু সুলতানের গ্রাস হইতে নিজের কতকগুলি রাজ্য উদ্ধার করিয়া লইবার জন্ত ইংরাজের সাহায্য চাহিলেন। তৎপরে নিজাম টিপুকেও ভয় দেখাইবার জন্ত একখানি কোরাণ পাঠাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, প্রভূতবিক্রম ইংরাজের সহিত বিবাদে আবশ্যক নাই, যখন আমরা উভয়ে এক ধর্ম্মাবলম্বী, তখন আমাদের পরস্পরের বিবাদ মিটাইবার জন্ত অপরের মধ্যস্থতা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। টিপু উত্তরে বলিলেন যে, যদি নিজাম কন্তার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে তিনি নিজামের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন। নিজাম তাহাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং উভয়ের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। মছলীপত্তনের সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজ নিজামের পক্ষে টিপুর সহিত যুদ্ধে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। টিপুর সহিত বিবাদের আরও একটী কারণ ছিল। মাঙ্গালোর সন্ধিপত্রানুসারে ত্রিবাঙ্কুড় ইংরাজের রক্ষিত রাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই ত্রিবাঙ্কুড়ের রাজা ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে করঙ্গানোর ও আয়কোটা নামক দুইটি নগর ক্রয় করেন। টিপু এই ক্রয় অস্বীকার করিয়া কোচিনরাজের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক নগর দুইটি অধিকার করিবার জন্ত ত্রিবাঙ্কুড় আক্রমণ করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ত্রিবাঙ্কুড়ের সাহায্যার্থ বদ্ধ পরিকর হইলেন।

যুদ্ধ বাধিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে জেনারেল আবার একটি উপকূলস্থ কাননের প্রদেশ অধিকার করিলেন। প্রথম মহিসুরযুদ্ধ ইহাতেই শেষ হয়। দ্বিতীয়বারে (১৭৯১ খৃঃ) লর্ড কর্ণওয়ালিস্ নিজে সেনাপতি হইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। এ যুদ্ধে টিপুর হার হয়। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস্ খাদ্য অভাবে সম্পূর্ণ জয়লাভ না করিয়া সসৈন্তে ফিরিতে বাধ্য হন। শেষে মাহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যে আবার যুদ্ধ বাধে। এবার টিপু সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

মহিসুরে কৃতকার্য্য হইয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ শাসনবিধি সংস্কারে মনোযোগী হইলেন। এ সময়ে কর আদায়ের বন্দোবস্ত বড় বিশৃঙ্খল ছিল। অকবর জরীপ করিয়া যে জমীর যেরূপ কর ধার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন একাল পর্য্যন্ত সেই করই চলিয়া আসিতেছিল। যাহারা কর আদায় করিত, তাহারা বংশানুক্রমে সেই কার্য্য করিয়া নানাপ্রকার অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে তালুকদারদিগের সহিত একটি বন্দোবস্তের নিয়ম করিলেন। এই নিয়মটি দশশালা বন্দোবস্ত নামে খ্যাত। অবশেষে এই নিয়মে জমীদারগণের অসুবিধা দেখিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ জমীদারদিগকে চিরদিনের জন্ত ভূস্বামিত্ব দিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত একটা করের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ইহাই চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত নামে খ্যাত, ১৭৯৩ সালের ২২এ মার্চ্চ তারিখে এই বন্দোবস্ত হয়।

পূর্ব্বে যিনি বিচারক, তিনিই তহসীলদার বা কালেক্টর ছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই দুই কার্য্যে দুইটি স্বতন্ত্র লোকের ব্যবস্থা করেন। জেলায় জেলায় দেওয়ানী আদালত ইহারই সৃষ্টি। এই সকল আদালতের আপীল শুনিবার জন্ত চারিটি আপীল আদালত স্থাপিত করেন এবং এই আপীল আদালতের বিচারগুলির মীমাংসা করিবার ভার কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের উপর অর্পিত হয়। এই সময়ে নিজামত আদালতের নিয়মাদি অনেক পরিবর্তিত হয়।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বদেশ যাত্রা করেন। সার জন সোর (যিনি দশশালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথা স্থির করেন) ইহার পর ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন।

দেশে গিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মহাসম্মানলাভ করেন এবং মার্কুইস্ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি আয়র্লণ্ডের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। সেখানেও শান্তভাবে বিদ্রোহাদি দমনপূর্ব্বক লোক-প্রিয় হইয়াছিলেন। ১৮০১ সালে ফ্রান্সে রাজদূত হইয়া গমন করেন এবং ইহারই মধ্যস্থতায় এমিন্স সন্ধি স্থাপিত হয়।

১৮০৫ খৃঃ অঃ, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ আবার ভারতের প্রতিনিধি হইয়া আসনে। এখানে আগষ্টমাসে পৌঁছিয়াই একদল সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গমন করেন এবং অক্টোবর মাসে গাজীপুরে পৌঁছিয়া পীড়িত হন ও ৫ই তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। গাজীপুরে এখনও ইঁহার কবর আছে।

কর্ণক (পুং) কর্ণমিব বিস্তিত জায়তে, কর্ণ-বুন। ১ বৃক্ষাদির শাখাপত্রাদি। ২ বৃক্ষাদির রোগবিশেষ। ৩ (ত্রি) শিক্ষক। ৪ কর্ণধার।

কর্ণকণ্ডু (পুং) কর্ণস্য কর্ণে জাতো বা কণ্ডুঃ। কর্ণরোগবিশেষ। কফ ও বায়ু কর্ণ আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। কফনাশক বিধিসমূহই এই রোগের প্রধান ঔষধ।

কর্ণকীটা (স্ত্রী) কর্ণগতঃ কর্ণস্য ভেদকঃ কীটঃ মধ্যলো° কর্ণকীট-টাপ। কাণকোটারি।

(কর্ণজলোকাতু কর্ণকীটা শতপদী চ সা। হেম ৪। ২৭৮)

কর্ণকীটী (স্ত্রী) কর্ণে স্থিতা কর্ণস্য ভেদিকা কীটী কীটবিশেষঃ, মধ্যলো° ক্ষুদ্রার্থে ঙীষ্। কাণকোটারি, কেন্নই। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কর্ণজলৌকা, শতপদী, চিত্রাঙ্গী পৃথিকা ও কর্ণদুন্দুভি।

কর্ণকুব্জ (স্ত্রী) নগরবিশেষ, কস্তকুব্জ। বর্ত্তমান গুজরাট্ প্রদেশস্থ জুনাগড়ের পৌরাণিক নাম। [কস্তকুব্জ দেখ।]

কর্ণকুহর (স্ত্রী) কর্ণগতং কুহরং, মধ্যলো°। কাণের ছিদ্র।

কর্ণকূপকশ্বসেক (পুং) জীববিশেষ, শামুকাদি। ইহারা জল মধ্যে কাণকুয়া দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করে। (Brauchifera.)

কর্ণক্রিমি (পুং) কর্ণগতঃ সন্ কর্ণভেদকঃ ক্রিমিঃ, মধ্যলো°। কাণকোটারি।

কর্ণক্ষ্বেড় (পুং) কর্ণস্য কর্ণেজাতো ক্ষ্বেড়ঃ। কর্ণরোগবিশেষ। এই রোগে কর্ণ মধ্যে বেণুর শব্দের ন্যায় শব্দ হইয়া থাকে; ইহা ত্রিদোষজ। কর্ণমধ্যে সর্ষপ তৈল পূরণ করিলে এই রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কর্ণখরিক (পুং) বৈশ্যজাতি। [বৈশ্য দেখ।]

কর্ণগ (পুং) কর্ণে গচ্ছতি, কর্ণ গম ড। ১ শব্দ। ২ (ত্রি) কর্ণস্থিত। ৩ আকর্ণ।

কর্ণগড়, বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভাগলপুরের নিকটস্থ একটি পার্ব্বত্যভূমি। অক্ষা° ২৫° ১৪′ ৪৫″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৬° ৫৮′ ৩০″ পূঃ।

দেশাবলী ও ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে এই স্থান কর্ণদুর্গনামে উক্ত হইয়াছে।

দেশাবলী পাঠে জানা যায়—পূর্ব্বে এখানে ব্রাহ্মণভূমির রাজধানী ছিল। ১৬৭৮ (সম্বতে) এখানে সভাসিংহ রাজত্ব করিতেন। তিনি রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট হন। সভাসিংহের পর হেমন্তসিংহ এখানে রাজত্ব করেন। এই কর্ণগড়ের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে শিলাবতী নদী প্রবাহিত। ইহার ১ ক্রোশ পশ্চিমে বিশালাক্ষী নাম্নী মহামায়ার মন্দির আছে। (বিক্রমসাগরোদ্ধৃত দেশাবলীবিবৃতি)।

পূর্ব্বে এখানে পাহাড়িয়াদের বড় উৎপাত হইত। সেইজন্য ১৭৮০ খৃঃ অঃ ভাগলপুর জেলার তহসীলদার ক্লেভল্যাণ্ড সাহেব এখানে একদল দেশীয় সৈন্য স্থাপন করেন।

এখানকার শিবমন্দির বিখ্যাত। সর্ব্বশুদ্ধ চারিটি শৈবমঠ আছে। তন্মধ্যে একটিতে এক বৃহদাকার শিবলিঙ্গ আছেন। সেই শিবমন্দির প্রায় ৫।৬ শত বর্ষের প্রাচীন। এখানকার অধিবাসীরা সকলে শৈব না হইলেও কার্ত্তিকসংক্রান্তির দিবসে সকলে শিবের পূজা দিয়া থাকেন।

প্রবাদ এইরূপ এই স্থানে কুন্তীপুত্র কর্ণ রাজত্ব করিতেন। তিনি এখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে এই স্থানের কর্ণদুর্গ বা কর্ণগড় নাম হইয়াছে। প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ নানাস্থানে পড়িয়া আছে।

কর্ণগূথ (ক্লী) কর্ণস্য কর্ণজাতং বা গূথম্। কর্ণমল, কাণের খৈল।

কর্ণগূথক (পুং) কর্ণ-গূথ-সংজ্ঞায়াং কন্। কর্ণরোগবিশেষ। কর্ণকুহরে শ্লেষ্মা পিত্তসন্তাপে শুষ্ক হইলে কর্ণগূথক নামক রোগ বা অধিক খৈল উৎপন্ন হয়। (সুশ্রুত) তৈল ও স্বেদ প্রয়োগের দ্বারা কতকটা দ্রব করিয়া শলাকাদ্বারা বাহির করিয়া ফেলিবে। (চক্রপাণি)।

কর্ণগৃহীত (ত্রি) কর্ণেন গৃহীতঃ ৩তৎ। ১ শ্রুত। ২কর্ণকর্ত্তৃক ধৃত।

কর্ণগোচর (ত্রি) কর্ণস্য গোচরঃ বিষয়ীভূতঃ, ৬তৎ। কর্ণের বিষয়ীভূত, যাহা শোনা হইয়াছে।

কর্ণগ্রাম, ১ ভাগীরথীতীরবর্ত্তী বঙ্গের একটি গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৭।৩৪) ২ মেঘনানদীর পূর্ব্বকূলস্থিত একটি বৃহদ্গ্রাম। (ঐ ১৫।৪।)

কর্ণগ্রাহ (পুং) কর্ণমরিত্রং গৃহ্নাতি, কর্ণ-গ্রহ-অণ্। কর্ণধার, মাঝি।

কর্ণছিদ্র (ক্লী) কর্ণস্য ছিদ্রং, ৬তৎ। কর্ণরন্ধ্র, কাণের ছিদ্র।

কর্ণজলূকা (স্ত্রী) কর্ণস্য কর্ণে বা জলূকা ইব, উপমি°। কর্ণকীটা, কাণকোটারি।

কর্ণজলৌকা (স্ত্রী) কর্ণে জলৌকেব। কাণকোটারি।

কর্ণজলৌকাঃ [স্] (স্ত্রী) কর্ণে জলৌকা ইব, উপমি°। কাণকোটারি।

কর্ণজাহ (ক্লী) কর্ণস্য মূলম্, ৬তৎকর্ণ-জাহচ্। (তস্য পাকমূলে পীল্বাদি কর্ণাদিভ্যঃ কুণজাহচৌ। পা ৫।২।২৪) কর্ণমূল।

কর্ণজিৎ (পুং) কর্ণং জিতবান্, কর্ণ-জি-ক্বিপ্। অর্জ্জুন। (বৃহন্নটো গুড়াকেশঃ সুভদ্রেশঃ কপিধ্বজঃ। বীভৎসুঃ কর্ণজিৎ। হেম ৩।৩।৭৩)

কর্ণতাল (পুং) কর্ণে তালঃ তাড়না, ৭তৎ। কর্ণতাড়না।

কর্ণতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (বৃহন্নীল।)

কর্ণদর্পণ (পুং) কর্ণে দর্পণ ইব, উপমি°। তাড়ঙ্ক নামক কর্ণভূষণ বিশেষ, কাণতড়্কা।

কর্ণদুন্দুভি (স্ত্রী) কর্ণে কর্ণাভ্যন্তরে দুন্দুভিরিব তত্তুল্য ধ্বনি-জনকত্বাৎ। কর্ণকীট, কাণকোটারি।

কর্ণদেব (পুং) চৌলুক্যরাজবিশেষ। ইনি অনহিলবাড়ের রাজা ভীমদেবের পুত্র। রাজ্যকাল১১১০—১১৫০ সম্বৎ। ইহার পুত্রের নাম জয়সিংহ সিদ্ধরাজ। এই বংশে আর একজন কর্ণ-দেবের নাম পাওয়া যায়। তিনি সারঙ্গদেবের পুত্র, ১৩৫৩ হইতে ১৩৬০ সম্বৎ পর্য্যন্ত গুজরাটে অনহিলবাড়ে রাজত্ব করেন।

কর্ণধার (পুং) কর্ণং অরিত্রং ধারয়তি কর্ণ-ধৃ-অণ্, ণ্যন্তাৎ অচ্ বা। ১ নাবিক, মাঝি। ২ (ত্রি) দুঃখাদির নিবারক।

("অকর্ণধারা পৃথিবী শূন্যেব প্রতিভাতিকে।
গন্তে দশরথে স্বর্গং রামে চানক্ষমাশ্রিতে॥"

রামায়ণ ২।৮৮।১৭।)

কর্ণধারিণী (স্ত্রী) কর্ণং অন্যজীবাপেক্ষয়া বিপুলং ধরতি, কর্ণ ধৃ-ণিনি ঙীষ্। হস্তিনী।

কর্ণনাদ (পুং) অঙ্গুলিপিহিতকর্ণে নাদঃ ধ্বনিভেদঃ। কর্ণ-রোগবিশেষ; এইরোগে বায়ু শব্দবাহী শিরাসমূহে প্রবেশ করিয়া কর্ণমধ্যে নানাপ্রকার শব্দ উৎপাদন করে।

সর্ষপতৈলের দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে অথবা অপামার্গ পোড়াইয়া সেই ক্ষারজল এবং অপমার্গের কল্কের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া তদ্দারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণনাদ আরোগ্য হয়। (চক্রদত্ত।)

কর্ণনাসা (স্ত্রী) কাণ ও নাক।

কর্ণন্দু (স্ত্রী) কাণের মাকড়ি।

কর্ণপত্রক (পুং) কর্ণে পত্রমিব কায়তি শোভতে, কর্ণ-পত্র-কৈ-ক। কর্ণপালী, কাণের পাতা।

কর্ণপথ (পুং) কর্ণে এব পন্থাঃ-অচ্। কাণের ছিদ্র, ইহাই শব্দ প্রবেশের পথ।

কর্ণপরম্পরা (স্ত্রী) কর্ণানাং পরম্পরা, ৬তৎ। কাণাকাণি, একজনের কাণ হইতে অন্যের কাণে, আবার তাহার কাণ হইতে অপরের কাণে এইরূপে ক্রমশঃ বিস্তৃতি।

কর্ণপাল্লাক্রম (পুং) অপভ্রংশযোগ্য বিবিধ ছন্দোযুক্ত কাব্য-বিশেষ।

কর্ণপর্ব্ব (স্ত্রী) মহাভারতের অষ্টমপর্ব্ব; কর্ণের সেনাপতিত্ব গ্রহণের পর যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, এই পর্ব্বে তাহাই বর্ণিত আছে।

কর্ণপাক (পুং) কর্ণরোগবিশেষ, কর্ণমধ্যে ক্ষত, অভিঘাত, ফোড়া বা বাতাদি তিন দোষ কুপিত হইলে কর্ণ হইতে রক্ত বা পীত বর্ণ স্রাব নির্গত হয় এবং কর্ণ মধ্য অতিশয় উষ্ণ ও দাহযুক্ত হইয়া থাকে; ইহাকেই কর্ণপাক রোগ কহিয়া থাকে। (সুশ্রুত) মালতী পত্রের রস অথবা গোমূত্র মধুর সহিত কর্ণে পূরণ করিলে কাণপাকা রোগ বিনষ্ট হয়। হরিতাল ও গোমূত্র একত্র করিয়া অথবা জাম ও আমের নূতনপাতা, কদবেল ও কাপাসের বীজ সমভাগে লইয়া ছেঁচিয়া রস বাহির করিবে, ঐ রসের দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কাণ পাকা নিবারণ হয়। (চক্রদত্ত)

কর্ণপালি (স্ত্রী) কর্ণং পালয়তি শোভয়তি কর্ণপাল-ইন্। কাণের পাতা। (**Lobe**)

কর্ণপালী (স্ত্রী) কর্ণং পালয়তি শোভয়তি, কর্ণ-পাল-অণ্-ঙীষ্। ১ কাণের পাতা। ২ কাণবালা নামক কর্ণভূষণ।

কর্ণপাল (দেশজ) কাণের গহনাবিশেষ।

কর্ণপিশাচী (স্ত্রী) কর্ণং শ্রবণং পিনষ্টি, কর্ণ পিশ্-কিপ্, কর্ণপিট্ আচয়তি নাশয়তি স্বরূপদর্শনেন, কর্ণপিট্-আ-চি-ণিচ্-অচ্-ঙীষ্। দেবীবিশেষ। এই দেবীর ধ্যান,—

"কৃষ্ণাং রক্তবিলোচনাং ত্রিনয়নাং খর্ব্বাক লম্বোদরীং,
লম্বৎকারুণজিহ্বিকাং বরাভীযুক্করাযুগ্মকাম্।
ধূম্রার্দ্ধজটিলাং কপালবিলসৎ পাণিদ্বয়াং চঞ্চলাং,
সর্ব্বজ্ঞাং শবহৃৎ কৃতাধিবসতীং পৈশাচিকীং তাং স্মরঃ॥"

কৃষ্ণবর্ণা, রক্তচক্ষু, ত্রিনয়না, খর্ব্বাকৃতি, লম্বোদরী, বাঁধুলি ফুলের ন্যায় রক্তজিহ্বা, বর ও অভয়দানে দুই কর ব্যাপৃত, উর্দ্ধমুখী, ধূম্রবর্ণজটাশালিনী, অপর হস্তদ্বয়ে নরমুণ্ড; চঞ্চলা, শবহৃদয়বাসিনী ও সর্ব্বজ্ঞা পৈশাচিকীকে নমস্কার করি।

নিশাকালে বা অর্দ্ধরাত্রে ঐ ধ্যানে চিন্তা করিয়া পূজা করিবে এবং দগ্ধমৎস্যের বলি প্রদান করিবে। বলিদানের মন্ত্র,—"ওঁ কর্ণপিশাচি দগ্ধমীনবলিং গৃহ্ন গৃহ্ন মম সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা।"

জল-প্রোক্ষণের মন্ত্র,—

"রক্তচন্দনবদ্ধক জবপুষ্পাদিক বং।
অমৃতং কুরু দেবেশি স্বাহা।"

পূজার দিন প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ জপ করিয়া মধ্যাহ্নে নিরামিষ একবার মাত্র ভোজন করিবে। প্রাতঃকালে যত সংখ্যক জপ করা হয়, সেই সংখ্যক রাত্রিকালেও জপ করিতে হইবে। তাম্বূলাদি ভিন্ন রাত্রে অন্য কিছু ভোজন করিবে না। জপের দশমাংশ তর্পণ করিবে। "ওঁ কর্ণপিশাচীং তর্পয়ামি হ্রীং স্বাহা" এইরূপে একলক্ষ পুরশ্চরণ করিয়া দশাংশ হোম করিবে। অভাবে দশভাগ তর্পণ করিয়া বর প্রার্থনা করিবে।

যন্ত্রের উপর চন্দনের দ্বারা মূলবীজ লিখিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হয়।

আকাশ হইতে দুন্দুভ্যাদির ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলে এবং দীর্ঘ অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে বুঝিতে হয়।

কর্ণপুট (স্ত্রী) কর্ণস্য পুটং, ৬তৎ। কাণের ছিদ্র।

কর্ণপুর (ক্লী) কর্ণস্য পুরং, ৬তৎ কর্ণের রাজধানী, চম্পানগরী।

কর্ণপুরী (স্ত্রী) কর্ণস্য পুরী, ৬তৎ। চম্পানগরী।

কর্ণপুষ্প (পুং) কর্ণবৎ কর্ণাকারং পুষ্পং যস্য, কর্ণভূষণযোগ্যং পুষ্পং বা যস্য, বহুব্রী। মোরট লতা।

কর্ণপুর্ (স্ত্রী) কর্ণস্য পূঃ পুরং, ৬তৎ। কর্ণরাজের পুরী, ইঁহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চম্পা, মালিনী ও লোমপাদপূঃ।

কর্ণপূর (পুং) কর্ণং পূরয়তি অলঙ্করোতি, কর্ণ-পূর-অণ্। ১ শিরীষগাছ। ২ নীলপদ্ম। ৩ অশোকবৃক্ষ। ৪ কর্ণভূষণ। (কর্ণপূরঃ শিরীষে স্যান্নীলোৎপলাবতংসয়োঃ। মেদিনী।

কর্ণপূরক (পুং) কর্ণং পূরয়তি ভূষয়তি, কর্ণ-পূর-ণ্বুল্ কর্ণপূর স্বার্থে কন্ বা। ১ শিরীষগাছ। ২ নীলপদ্ম। ৩ অশোকগাছ। ৪ কদম্বগাছ। কাণের গহনা।

কর্ণপূরণ (ক্লী) কর্ণস্য পূরণং, ৬তৎ। তৈলাদির দ্বারা কাণের ছিদ্র পূর্ণ করা।

কর্ণপ্রণাদ (পুং) কর্ণে অঙ্গুলিপিহিতকর্ণে প্রণাদঃ শব্দবিশেষঃ ৭তৎ। কর্ণনাদ নামক কর্ণরোগবিশেষ।

কর্ণপ্রতিনাহ (পুং) কর্ণে জাতঃ প্রতিনাহঃ রোগবিশেষঃ মধ্যলো০। কর্ণরোগবিশেষ। কাণের খোল দ্রব হইয়া ঘ্রাণমুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে কর্ণপ্রতিনাহ নামক রোগ উৎপন্ন হয়, এই রোগে মস্তকের অর্দ্ধভাগে বেদনা হইয়া থাকে। (মাধবকর)। কর্ণ প্রতিনাহ রোগে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া নস্যাদি গ্রহণ করিতে হয়। (চক্রদত্ত।)

কর্ণপ্রতীনাহ (পুং) কর্ণপ্রতিনাহ রোগ।

কর্ণপ্রয়াগ (পুং) গড়বাল জেলার একটী গ্রাম, পিণ্ডার ও অলকানন্দা নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। অক্ষা ৩০° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ১৯´ ৪০´´ পূঃ। অতি পূর্ব্বকাল হইতে একটী তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার গঙ্গাসঙ্গমে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। হিমালয়ে যাইবার সময়ে যাত্রীরা এই তীর্থ দর্শন করিয়া যান।

এখানে হিমাচলনন্দিনী শিবসোহাগিনী উমার মন্দির আছে। এখানকার পাণ্ডারা বলেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই দেবীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্ব্বে এখানে পিণ্ডার উত্তীর্ণ হইবার কারণ দড়ির ঝোলা ছিল, এখন লৌহের সেতু প্রস্তুত হইয়াছে।

এখানকার একটী মন্দিরে কর্ণের প্রতিমূর্ত্তি আছে। কাহারও মতে, সেই কর্ণের নাম হইতে কর্ণপ্রয়াগ নাম হইয়াছে।

কর্ণপ্রয়াগ সমুদ্র হইতে ২৫৬০ ফিট্ উচ্চ।

কর্ণপ্রান্ত (পুং) কর্ণস্য প্রান্তঃ সীমাদেশঃ, ৬তৎ। কর্ণের শেষ সীমা।

কর্ণপ্রাবরণ, জনপদ ও সেই জনপদবাসী জাতিবিশেষ।

মহাভারতে এই জনপদ দক্ষিণদেশীয় কালমুখ, কোলগিরি, নিষাদ প্রভৃতির সহিত উক্ত হইয়াছে। (সভাপর্ব্ব ৩০ অঃ)।

দেশাবলীর মতে এই জনপদ মালবদেশের পশ্চিমে।

মৎস্যপুরাণে অপর এক কর্ণপ্রাবরণের নাম পাওয়া যায়। এই জনপদ দিয়া পাবনী নদী প্রবাহিত। (মৎস্যপু° ১২১। ৫৮) এই স্থান হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। এই জনপদটিও অধিবাসীবাচক। পাশ্চাত্য মেগেস্থিনি তাঁহার ভারতপুস্তকে কর্ণপ্রাবরণদিগকে এনোটোকৈটে (Enotokoitai) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

কর্ণফুলী, চট্টগ্রামের একটী নদী। অক্ষা০ ২২° ৫৫´ উঃ, এবং দ্রাঘি০ ৯২° ৪৪´ পূর্ব্বে, অদ্রাদ্রি হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণমুখে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর দক্ষিণকূলে চট্টগ্রাম নগর ও বন্দর অবস্থিত। এই নদীর প্রধান শাখা ৪টী কাসালং, চিংড়ী, কপতাই ও রখিয়াদ্।

এই নদীর উৎপত্তিস্থানে নীলকণ্ঠ নামক লিঙ্গ আছে। ব্রহ্মখণ্ডের মতে এই নদীতে স্নান করিলে পুণ্য হয়।

(ভ০ ব্রহ্মখণ্ড ১৪। ৮)

কর্ণপ্রায় (পুং) দেশবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় এই দেশ নৈর্ঋত দিকে বলিয়া কথিত আছে। (বৃহৎসংহিতা ১৪। ১৮।)

কর্ণফল (পুং) কর্ণঃ ফলমিব যস্য বহুব্রী। মৎস্যবিশেষ, কাণলিমাছ। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—অজীর্ণ ও শ্লেষ্মকারক।

কর্ণভূষণ (ক্লী) কর্ণং ভূষয়তি, কর্ণ ভূষ ল্যু। কাণের গহনা।

কর্ণভূষা (স্ত্রী) কর্ণং ভূষয়তি, কর্ণ-ভূষ-অচ্-টাপ্। কাণের অলঙ্কার।

কর্ণমল (ক্লী) কর্ণস্য মলং, ৬তৎ। কর্ণজাত ময়লা, ইহার অপর সংস্কৃত নাম কর্ণগূথ।

কর্ণমুকুর (পুং) কর্ণে মুকুরঃ দর্পণ ইব, উপমি°। তাড়ঙ্ক নামক কাণের অলঙ্কার।

কর্ণমদ্গুর (পুং) মৎস্যবিশেষ। কাণমাগুর। (Silurus unitus)

কর্ণমূল (ক্লী) কর্ণস্য মূলং, ৬তৎ। কাণের মূলদেশ।

কর্ণমূলীয় (ত্রি) কর্ণমূল-ছঞ্। কর্ণমূল সম্বন্ধীয়।

কর্ণমোটী (স্ত্রী) কর্ণং কর্ণোপলক্ষিতং রোগবিশেষং মোটয়তি নাশয়তি, কর্ণ-মুট-ইন্ ঙীপ্। চামুণ্ডা দেবী।
(চামুণ্ডা চর্চ্চিকা চর্ম্মমুণ্ডা মার্জ্জারকর্ণিকা।
কর্ণমোটী মহাগন্ধা ভৈরবী চ কপালিনী॥ হেম ২।১২০)

কর্ণযোনি (ত্রি) কর্ণঃ যোনিঃ স্থানমস্য, বহুব্রী। ১ কর্ণগ্রাহ্য বিষয়, শুনিবার বিষয়। ২ কর্ণ হইতে উৎপন্ন।

কর্ণরন্ধ্র (পুং) কর্ণস্য রন্ধ্রং ৬তৎ। কাণের ছিদ্র।

কর্ণরাজ, গুজরাটের অনহিলবাড়ের একজন রাজা। ভীমরাজের পুত্র। (১৭০৩ খৃঃ অঃ) ভীম স্বর্গারোহণ করিলে কর্ণ রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার শাসননীতিগুণে রাজ্যের সামন্ত ও পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণ তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন। তিনি কদম্বরাজ জয়কেশীর কন্যা ময়ণল্লদেবী (মৈনলদেবীর) রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। প্রথমে তাঁহার পুত্রাদি না হওয়ায় লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান করেন। পরে লক্ষ্মীর বরে মৈনলদেবীর গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। (১০৯৩ খৃঃ) বৃদ্ধাবস্থায় তিনি আপন পুত্র জয়সিংহকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। (হেমাদ্রিকৃত দ্ব্যাশ্রয়।)

কর্ণরোগ (পুং) কর্ণস্য কর্ণে জাতো বা রোগঃ। যে সকল রোগ কর্ণে উৎপন্ন হয়। কর্ণরোগ ২৮ প্রকার। তাহাদিগের নাম—কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য (কালা), কর্ণক্ষ্বেড়, কর্ণস্রাব, কর্ণকণ্ডু, কর্ণগূথ, কর্ণপ্রতীনাহ, কৃমিকর্ণ, কর্ণপাক, পূতিকর্ণ, ৪ প্রকার অর্শঃ, ৭ প্রকার অর্ব্বুদ, ৪ প্রকার শোথ ও ২ প্রকার বিদ্রধি। [কাণ শব্দে কাণচটা, কাণফোলা, কালা প্রভৃতি রোগের বিবরণ দেখ।]

কর্ণরোগপ্রতিষেধ (পুং) কর্ণরোগাণাং প্রতিষেধঃ শমনোপায়ো যত্র, বহুব্রী। ১ সুশ্রুতসংহিতার অধ্যায়বিশেষ। ২ (৬তৎ) কর্ণরোগচিকিৎসা।

কর্ণল (ত্রি) কর্ণঃ কর্ণশক্তিরস্ত্যস্য কর্ণ-লচ্ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) প্রশস্ত শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট।

কর্ণলতা (স্ত্রী) কর্ণস্য লতা-ইব, উপমি°। কর্ণপালী, কাণের পাতা।

কর্ণলতিকা (স্ত্রী) কর্ণস্য লতা-ইব। কর্ণলতা-স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইত্বম্। কাণের পাতা। (পালিস্তু কর্ণলতিকা। হেম ৩।৫৭৪)

কর্ণবংশ (পুং) কর্ণঃ কর্ণাকৃতিবৎ বংশো যত্র, বহুব্রী। মঞ্চ, মাঁচা।

কর্ণবৎ (ত্রি) কর্ণঃ প্রাশস্ত্যেন অস্যাস্তি, কর্ণ-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ দীর্ঘকর্ণবিশিষ্ট। ২ কর্ণযুক্ত।

কর্ণবর্জ্জিত (পুং) কর্ণেন শ্রবণেন্দ্রিয়েণ বর্জ্জিতঃ হীনঃ। ১ সর্প; ইহাদের পৃথক্ কর্ণেন্দ্রিয় নাই। ২ (ত্রি) বধির, যাহার শ্রবণশক্তি নাই।

কর্ণবিট্ [ষ্] (স্ত্রী) কর্ণস্য কর্ণে জাতা বা বিট্। কাণের খৈল।
("বসা শুক্রমসৃঙ্ মজ্জা মূত্রবিড়্ ঘ্রাণকর্ণবিট্।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ॥" মনু)

কর্ণবিবর (ক্লী) কর্ণস্য বিবরং, ৬তৎ। কাণের ছিদ্র। কর্ণাভ্যন্তরস্থ কর্ণবিবরের ইংরাজি নাম Vestibule.

কর্ণবেধ (পুং) কর্ণয়োঃ কর্ণস্য বা বেধঃ, ৬তৎ। সংস্কারবিশেষ, ইহাতে শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে কাণ ছিদ্র করিতে হয়। জন্মমাসাবধি ৬, ৭, ৮, ১২ ও ১৬ মাসে, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও সোমবারে; দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী তিথিতে, মধ্যাহ্নকালে; ক্ষত্রিয়ের স্বর্ণ শলাকা দ্বারা, ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যের রৌপ্যশলাকা দ্বারা এবং শূদ্রের লৌহশলাকা দ্বারা কর্ণবেধ করিতে হয়। জন্মমাসে, চৈত্র ও পৌষমাসে, যুগ্মবৎসরে, হরির শয়নকালে, দূষিত সূর্য্যে, কৃষ্ণপক্ষে, জন্মনক্ষত্র দিবসের পূর্ব্বভাগে ও রাত্রিকালে কর্ণবেধ করিবে না। (মদনরত্ন)। সূর্য্যের উত্তরায়ণ সময় কর্ণবেধের প্রশস্তকাল, দক্ষিণায়নে কর্ণবেধ করিবে না। (গর্গ)। এক পিতার দুইটী পুত্রের কর্ণবেধ সংস্কার না হইতে যদি পুনর্ব্বার পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে উপস্থিত দুই পুত্র মধ্যে যাহার শুক্ল বর্ষ হইবে, তাহারই কর্ণবেধ করান কর্ত্তব্য, এ সময়ে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বিচারের আবশ্যক করে না; নতুবা ঐরূপ তিন পুত্র হইলে তাহাকে 'কর্ণষট্ক' কহে, ইহা অতীব দোষজনক। (মলমাসতত্ত্বে মাণ্ডব্য)। ব্রাহ্মণের কর্ণছিদ্র অঙ্গুষ্ঠের যব প্রমাণ প্রশস্ত হওয়া বিধি। নির্ণয়সিন্ধুতে লিখিত আছে,— "অঙ্গুষ্ঠমাত্রসুষিরৌ কর্ণৌ ন ভবতো যদি।
তস্মৈ শ্রাদ্ধং ন দাতব্যং দত্তঞ্চেদাসুরং ভবেৎ॥"

যাহার কর্ণে অঙ্গুষ্ঠ যব প্রমাণ ছিদ্র নাই, তিনি শ্রাদ্ধে অনধিকারী, শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অসুরগণের ভোজ্য হইয়া থাকে। হেমাদ্রি দেবলবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—
"কর্ণরন্ধ্রং রবেশ্ছায়া ন বিশেদগ্রজন্মনঃ।
তং দৃষ্ট্বা বিলয়ং যান্তি পুণ্যোঘাশ্চ পুরাতনাঃ॥"

যে ব্রাহ্মণের কর্ণরন্ধ্র দিয়া সূর্য্যকিরণ প্রবেশ না করে, তাহাকে দেখিলে প্রাচীন পুণ্যশীল ব্যক্তিগণও নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। [কর্ণব্যধবিধি দেখ।]

কর্ণবেধনিকা (স্ত্রী) বিধ্যতেঽনয়া, কর্ণ-বিধ-করণে ল্যুট্-স্বার্থে কন্ টাপ্, অত ইত্বং। কর্ণবেধনের অস্ত্র, কাণ ফুঁড়িবার সূচ।

কর্ণবেধনী (স্ত্রী) বিধ্যতেঽনয়া, কর্ণ বিধ্ করণে ল্যুট্ ঙীপ্। কর্ণবেধের সূচী।

কর্ণবেষ্ট (পুং) কর্ণে৷ বেষ্টয়তি, বেষ্ট-অচ্। ১ কুণ্ডল। ২ দ্বাপরযুগের রাজবিশেষ। (ভারত° আদি ৬৭ অঃ)

কর্ণবেষ্টক (স্ত্রী) কর্ণৌ বেষ্টয়তি, কর্ণ-বেষ্ট-ণ্বুল্। কুণ্ডল। (তাড়ঙ্ক তাড়পত্রং কুণ্ডলং কর্ণবেষ্টকঃ। হেম ৩।৩২০।)

কর্ণবেষ্টকীয় (ত্রি) কর্ণবেষ্টক-ছক্। কর্ণবেষ্টকসম্বন্ধীয়।

কর্ণবেষ্টন (স্ত্রী) কর্ণৌ বেষ্ট্যতেঽনেন, কর্ণ-বেষ্ট-ল্যুট্। কুণ্ডল।

কর্ণব্যধবিধি (পুং) কর্ণব্যধস্য কর্ণবেধস্য বিধিঃ, ৬তৎ। ১ কর্ণ-বেধের নিয়ম। [কর্ণবেধ দেখ।] ২ বালকের রক্ষাভূষণের জন্য সুশ্রুতোক্ত কর্ণবেধের নিয়ম। সুশ্রুতে লিখিত আছে,— বালকের ষষ্ঠ বা সপ্তম মাসে প্রশস্ত তিথি করণ মুহূর্ত ও নক্ষত্র-যুক্ত দিবসে মঙ্গলকার্য্য ও স্বস্তিবাচন করিয়া ধাত্রীর কোলে বালককে উপবেশন করাইবে এবং পুতুল প্রভৃতি বিবিধ খেলানা দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে তিষক্ বামহস্তের দ্বারা কাণ টানিয়া ধরিয়া সূর্য্যকিরণে দৈবকৃত ছিদ্র লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্তে সূক্ষ্মসূচী দ্বারা সোজা ভাবে বিদ্ধ করিবেন। পুত্রের দক্ষিণ কর্ণ ও কন্যার বাম কর্ণ-বেধ করিতে হয়। বেধের পর তাহাতে তুলার বর্ত্তি করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবেন এবং তাহাতে অপক্ব তৈল সেবন করিবেন। অধিক রক্তস্রাব হইলে, বা বেদনা অধিক হইলে অন্যস্থানে বেধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যথাস্থানে যথারীতি বিদ্ধ হইলে কোনরূপ উপদ্রবের আশঙ্কা থাকে না, অজ্ঞতিষক্ কোন শিরা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলে বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। কালিকা শিরা বিদ্ধ হইলে জ্বর, দাহ, শোথ ও বেদনা, মর্ম্মরিকা শিরায় বেদনা, জ্বর ও গ্রন্থি; লোহিতিকা শিরায় মন্যাস্তম্ভ, অপতানক, শিরোগ্রহ ও কর্ণ-শূল উৎপন্ন হয়।

কষ্টকর ক্রিয়া, অপ্রশস্ত সূচী দ্বারা বেধ, গাঢ়তর বর্ত্তিপ্রবেশ, দোষের প্রকোপ অথবা বিদ্ধ হইয়া বেদনা ও শোথ উৎপন্ন হইলে, যষ্টিমধু, এরণ্ডমূল, মঞ্জিষ্ঠা, যব ও তিল বাটিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে, ঐ প্রলেপের দ্বারা কর্ণ স্বাভাবিক হইয়া উঠিলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বিদ্ধ করিতে হইবে। ছিদ্র প্রশস্ত করিবার জন্য তিন দিন অন্তর ক্রমশঃ স্থূলবর্ত্তি প্রবেশ করাইয়া তৈলের সেক দিতে হইবে। (সুশ্রুত)।

কর্ণশষ্কুলী (স্ত্রী) কর্ণযোঃ কর্ণস্য বা শষ্কুলী ইব, উপমি°। কর্ণবেষ্টন, কর্ণগোলক। বহিঃকর্ণ (Auricle or External ear) (কর্ণঃ শ্রোত্রং শ্রবণঞ্চ বেষ্টনং কর্ণশষ্কুলী। হেম ৩।২৩৮।)

কর্ণশিরীষ (পুং) কর্ণগতঃ শিরীষঃ মধ্যলো°। যে শিরীষফুল কাণে অলঙ্কাররূপে দেওয়া যায়।

কর্ণশূল (পুং) কর্ণস্য শূলঃ শূলবৎ ব্যথাপ্রদো রোগঃ। কর্ণরোগবিশেষ। কর্ণমধ্যে দূষিত কফ পিত্ত ও রক্ত কর্ত্তৃক পথ রুদ্ধ হইয়া বায়ু চারিদিকে বিচরণ করে, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়; এই পীড়ার নাম কর্ণশূল, ইহা কষ্টসাধ্য।

কদ্বেল, ছোলঙ্গনেবু ও আদা ইহাদের রস ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে; অথবা শুঁঠ, মধু, সৈন্ধব ও তৈল একত্র কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে, কিম্বা রসুন, আদা, শজিনা ও রক্তশজিনার মূল এবং কদলীর রস উষ্ণ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে, অথবা কেবল সমুদ্রফেণ চূর্ণ করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। গোমূত্র, ছাগ-মূত্র, মেষমূত্র, মহিষমূত্র, অশ্বমূত্র, হস্তিমূত্র, উষ্ট্রমূত্র অথবা গর্দ্দভমূত্র উষ্ণ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে কিম্বা আকন্দপত্রের পুট মধ্যে সিজের পাতা বসাইয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহার রস দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে অথবা পাকা আকন্দের পাতায় ঘৃত মাখিয়া, আগ বা রৌদ্রে তপ্ত করিয়া নিঙ্ড়াইলে যে রস বাহির হইবে, ঐ রসের দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল ভাল হয়। (চক্রদত্ত)।

কর্ণশূলী [ন্] (পুং) কর্ণশূলোঽস্ত্যস্য, কর্ণশূল-ইনি (অত-ইনিঠনৌ : পা ৫।২।১১৫।) কর্ণশূলবিশিষ্ট, যাহার কর্ণশূল-রোগ হইয়াছে।

কর্ণশোভন (ত্রি) কর্ণং শোভয়তি, কর্ণ-শুভ-ণিচ্-ল্যুট্। কর্ণভূষণ, কানের গহনা।

কর্ণশ্রব (ত্রি) শ্রূয়তে শ্রু-অপ্ শ্রবঃ শব্দঃ, কর্ণেন শ্রবঃ শ্রবণ-যোগ্যঃ শব্দো যত্র, বহুব্রী। শুনিবার যোগ্য শব্দবিশিষ্ট বায়ু প্রভৃতি। ("কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবাপাংশুসমূহনে।" মনু)

কর্ণসংস্রাব (পুং) কর্ণস্য কর্ণয়োর্বা সংস্রাবঃ পূয়শোণিতাদেঃ নিঃস্রাবণং যত্র রোগে, ৬তৎ। কর্ণরোগবিশেষ। মস্তকে কোনরূপ আঘাত পাইলে, জলে নিমগ্ন হইলে, অথবা আভ্য-ন্তরিক কোন বিদ্রধি থাকিলে, বায়ু কর্ণদ্বার দিয়া পূয়স্রাব করায়, ইহাকেই কর্ণস্রাব রোগ কহে। (মাধবনিদান।)

জাম, শিমুল, বেড়েলা, বকুল ও কুল এই সকল গাছের ছালের চূর্ণ ও কদ্বেলের রস একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব ভাল হয়। অথবা হাতির বিষ্ঠা পুটপাকে সিদ্ধ করিয়া তাহার রস গ্রহণ করিবে, ঐ রসে তৈল ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত)।

কর্ণসুবর্ণ, ভারতবর্ষের এক প্রাচীন জনপদ। প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং (থ্সঙ্) 'কিএ-লো ন-সু-ফ ল-ন'

নামে যে জনপদের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদেরা তাহারই 'কর্ণসুবর্ণ' এই সংস্কৃত নাম দিয়াছেন।

চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, "এই জনপদ দৈর্ঘ্যপ্রস্থে প্রায় ১৪০০ কি ১৫০০ লি (প্রায় ১২৫ ক্রোশের অধিক) হইবে। ইহার রাজধানী প্রায় ২০ লি (দেড় ক্রোশ।) এখানে বিস্তর লোকের বাস সকলেই শান্ত, শিষ্ট ও সম্পত্তিশালী। জমি নাবাল ও উর্ব্বরা, জমিতে নিয়মিত কৃষিকার্য্য হয়, নানাবিধ মহার্ঘ্য ও উপাদেয় কুসুমভূষণে এই জনপদ অলঙ্কৃত। এখানকার জলবায়ু মনোরম, অধিবাসীরা বিদ্যোৎসাহী। (সেই সময়ে) এখানে দশটী সঙ্ঘারাম এবং তাহাতে প্রায় ২০০০ যতি বাস করেন। সকলেই সম্মতীয় হীনযান মতাবলম্বী। এতদ্ভিন্ন পঞ্চাশটি দেবমন্দির আছে। নগরের পার্শ্বেই রক্তবিটি (লো-তো-বেই-চি) নামে একটী সঙ্ঘারাম আছে, ইহার দরদালান সুবিস্তৃত এবং প্রাকারগুলি অতি উচ্চ। এখানে পূর্ব্বে কোন বৌদ্ধ ছিলেন না। রাজার আদেশে একজন শ্রমণ আগমন করেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ কথায় মুগ্ধ হইয়া রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ সমাদর হইল। উক্ত সঙ্ঘারামের অনতিদূরে অশোকরাজ একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।"

এই কর্ণসুবর্ণ জনপদ কোথায় ছিল, তাহার বর্ত্তমান স্থান লইয়াই গোলযোগ। কাহারও মতে মুর্শিদাবাদ হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে 'কুরুসোন্ কা-গড়' নামে যে একটি প্রাচীন নগর আছে, সম্ভবতঃ সে প্রাচীন নগরই কর্ণসুবর্ণ হইবে।

(J As. Soc Bengal. Vol XXII. 281ff J, R. As. (N S) Vol. VI, 248, Ind. Ant. Vol. II, 197.)

আবার কেহ ভাগলপুরের নিকটস্থ কর্ণগড়কে কর্ণসুবর্ণ বলিয়া মনে করেন। (Beal's Record, Vol II 201n) বস্তুতঃ কর্ণসুবর্ণের প্রকৃত স্থান এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায়, এই জনপদ তাম্রলিপ্ত হইতে ৭০০ লি (প্রায় ৫০ ক্রোশের অধিক) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

কর্ণসূ (স্ত্রী) কর্ণ সূ-ক্বিপ্। কর্ণের জননী, কুন্তী।

কর্ণসূচী (স্ত্রী) কর্ণবেধনার্থং সূচী, মধ্যলো। যে সূচীর দ্বারা কর্ণবেধ করা হয়।

কর্ণস্ফোটা (স্ত্রী) কর্ণস্য স্ফোটেব স্ফোটা বিদারণং যস্যাঃ। লতাবিশেষ, কাণফাটা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্রুতিস্ফোটা, ত্রিপুটা, কৃষ্ণতণ্ডুলা, চিত্রপর্ণী, কোম্পলতা, চন্দ্রিকা ও অর্দ্ধচন্দ্রিকা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—কটু, তিক্ত, শীতল সর্ব্বপ্রকার বিষরোগ, গ্রহদোষ, ভূতাদি দোষ ও পীড়ানাশক।

কর্ণস্রাব (পুং) কর্ণস্য কর্ণরোগ। স্রাবঃ পূয়াদিনিঃসরণং, ৬তৎ। কর্ণরোগবিশেষ। [কর্ণসংস্রাব দেখ।]

কর্ণস্রোতঃ [স] (স্ত্রী) কর্ণস্য স্রোত ইব, উপমি°। কর্ণবিবর, কাণের ছিদ্র।

কর্ণস্রোতোভব (পুং) কর্ণস্রোতসো বিষ্ণুকর্ণবিবরাৎ ভবতি, কর্ণস্রোতস ভূ অচ্। ১ মধু নামক অসুর। ২ কৈটভ নামক অসুর। [কৈটভ দেখ।] (ভারত অনু° ৬৭ অঃ।)

কর্ণহীন (ত্রি) ৩তৎ। ১ বধির, কালা। ২ সর্প, সাপের কাণ নাই।

কর্ণাকর্ণি (পুং) কর্ণে কর্ণে গৃহীত্বা প্রবৃত্তং কথনম্ ব্যতিহারে ইচ্ পূর্ব্বস্য দীর্ঘশ্চ। কাণাকাণি, পরস্পর কাণের নিকট কথা বলা।

("কর্ণাকর্ণি হি কপয়ঃ কথয়ন্তিচ তৎকথাম্।" (রামা ৬।২.।৩১)

কর্ণাঞ্জলি (পুং) কর্ণঃ অঞ্জলিরিব, উপমি°। কর্ণরূপ অঞ্জলি, কাণের ছিদ্র; অঞ্জলির দ্রব্য গ্রহণের ন্যায় ইহার শব্দ গ্রহণে যোগ্যতা আছে, এই জন্যই ইহাকে অঞ্জলির সহিত উপমিত করা হইয়াছে।

কর্ণাট। দাক্ষিণাত্যের একটী প্রাচীন জনপদ। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের মতে—

"রামনাথং সমারভ্য শ্রীরঙ্গান্তং কিলেশ্বরি।
কর্ণাটদেশো দেবেশি সাম্রাজ্যভোগদায়কঃ॥"

রামনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরঙ্গের সীমা অবধি সাম্রাজ্যভোগদায়ক কর্ণাটদেশ।

রামনাথের বর্ত্তমান নাম রামনাদ, উহা ভারতের দক্ষিণে সমুদ্রের নিকট অবস্থিত। শ্রীরঙ্গ ত্রিশিরাপল্লীর নিকট কাবেরী ও কোলরুণ নদী মধ্যে অবস্থিত। তাহা হইলে, শক্তিসঙ্গমের মতে, ভারতের সর্ব্বদক্ষিণ অংশ রামেশ্বরের নিকট হইতে কাবেরী নদী পর্য্যন্ত কর্ণাটদেশ হইতেছে।

কিন্তু উক্তমত ভুল বলিয়াই বোধ হয়। মহাভারত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও বৃহৎসংহিতায় কর্ণাট, অবন্তি, দশপুর, মহারাষ্ট্র ও চিত্রকূটের সহিত উক্ত হইয়াছে। যথা—

"অবন্তয়ো দাশপুরাস্তথৈবা কণিনো জনাঃ।
মহারাষ্ট্রাঃ স কর্ণাটা গোনর্দ্দাশ্চিত্রকূটকাঃ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮ অঃ)

"কর্ণাট মহাটবিচিত্রকূটঃ।" ইত্যাদি। বৃহৎসংহিতা ১৪।১৩।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রেরও একস্থানে লিখিত আছে—

"আর্জ্জারতীর্থং রাজেন্দ্রং কোলাপুরনিবাসিনী।
তাবদ্দেশো মহারাষ্ট্রঃ কর্ণাট আসিগোচরঃ॥"

এখানেও মহারাষ্ট্রের নিকট কর্ণাটস্বামির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

এতদ্ভিন্ন কর্ণাটরাজগণের খোদিত শিলালিপি পাঠে জানা যায়, তাঁহারা বর্ত্তমান মহিসুরের উত্তরাংশ হইতে বিজয়পুর পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ ঐ বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড মহাভারত, মার্কণ্ডেয় ও বরাহমিহিরোক্ত কর্ণাট বলিয়া মনে হয়। এখন অনেকে কাণাড়া ও কর্ণাটিক প্রদেশের নাম শুনিয়া উহাকেই কর্ণাট বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাঁহাদেরও ভ্রম বলিতে হইবে।

এখন যাহাকে কর্ণাটিক বলে, সেই স্থানে কোন প্রাচীন কর্ণাটরাজ রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন নাই। মুসলমানেরা আসিবার সময় হইতে মহিসুরের দক্ষিণ অংশ কর্ণাটিক নামে অভিহিত হয়। [কর্ণাটিক দেখ।] শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষিণ কর্ণাটের নাম পাওয়া যায়। ঐ স্থান কোঙ্ক বেঙ্কট ও কূটক নামক জনপদের সহিত উক্ত হইয়াছে।

(ভাগবত ৫। ৬। ৮)

বর্ত্তমান কর্ণাটিকের কাবেরীকূলস্থ স্থান উক্ত দাক্ষিণকর্ণাট হইলেও হইতে পারে।

এখন যাহাকে কন্নড় বা কাণাড়া বলে, তাহা কর্ণাট শব্দেরই অপভ্রংশ। কিন্তু এই প্রদেশও প্রাচীন কর্ণাট রাজ্যের অন্তর্ভূত নয়, মহিসুরের দক্ষিণাংশে মুসলমানেরা আসিয়া যেমন কর্ণাটিক নাম দিয়াছে, ইংরাজেরাও সেইরূপ গোয়ার দক্ষিণস্থিত সমুদ্রকূলবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগের নাম কাণাড়া রাখিয়াছেন। প্রাচীনকালে সমুদ্রকূলবর্ত্তী এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ সহ্যাদ্রিখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কর্ণাট প্রদেশে চালুক্য, চের, গঙ্গ, পল্লব ও কলচুরিবংশ রাজত্ব করিতেন। [চালুক্য প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দ দেখ।] খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে কর্ণাটের দক্ষিণাংশ চোল রাজা-দিগের হস্তগত হয়। এই সময়ে উত্তর অংশে কলচুরী রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

বল্লালদেব মাহিসুরস্থ তোরূরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি এবং তাঁহার বংশধরেরা বিজয়নগরের কলচুরীরাজের করদ ছিলেন। কলচুরীর অধঃপতনে বল্লালবংশের অভ্যুদয় হইল।

১৩৩৬ খৃঃ অব্দে, বল্লালবংশ প্রবল হইয়া তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ স্থিত কর্ণাট প্রদেশ অধিকার করেন। ১৫৬৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, তৎপরে তাঁহারা মুসলমানদিগের বাহুবলে পরাজিত হইয়া প্রথমে পেন্নাকোণ্ডা, তৎপরে চন্দ্রাগারতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল একটি শাখা আনগুণ্ডিতে ছিলেন। এই সময় হইতে কর্ণাটিক নাম প্রচারিত হয়। প্রাচীন কর্ণাট হইতে কর্ণাটিককে স্বতন্ত্র বুঝাইবার জন্য, 'কর্ণাটপয়ানঘাট' অর্থাৎ কর্ণাটের নিম্নভূমি এবং তাহার উচ্চে অবস্থিত পার্ব্বতীয় ভূমিকে 'কর্ণাট বালাঘাট' বলা হইত।

মুসলমানেরা বিজয়নগরের হিন্দুরাজাদিগকে তাড়াইয়া কর্ণাট দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন, একভাগ কর্ণাটিক হায়দরাবাদ বা গোলকুণ্ড, অপর কর্ণাটিক বিজাপুর, উক্ত বিভাগ আবার পয়ানঘাট ও বালাঘাট এই দুই উপবিভাগে বিভক্ত।

ব্যুৎপত্তি।—এদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ণ-অট্-অচ্ শব্দাদি এইরূপে কর্ণাটশব্দের ব্যুৎপত্তি সাধেন। কিন্তু শব্দশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, দ্রাবিড়ী কর্ণাড় (কর্ কৃষ্ণ + নাড় স্থান) অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রদেশ বা কৃষ্ণকার্পাসোৎপাদক ক্ষেত্র হইতে এই কর্ণাট নাম হইয়াছে।

যাহাই হউক, কর্ণাট নামটাও যে বহুপ্রাচীন, তাহা মহাভারত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা পাঠে জানা গিয়াছে।

কর্ণাট শব্দ স্থান-বাচক হইলেও বহুদিন হইতে স্বতন্ত্র জাতি ও ভাষাবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। [কর্ণাট দেখ।]

২ দ্রাবিড়ব্রাহ্মণ মধ্যে শ্রেণীবিশেষ। ভারতের উত্তরাঞ্চলে পঞ্চগৌড় বলিলে যেমন কান্যকুব্জ, সারস্বত, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল এই পঞ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে বুঝায়, সেইরূপ দ্রাবিড় বলিলে মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও গুর্জ্জর এই পঞ্চশ্রেণীর দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া থাকে।

দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের ৪র্থ শ্রেণী কর্ণাট। তাঁহারা অপর দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের নিকট আভিজাত্যে ও মর্য্যাদায় নিকৃষ্ট। অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে কন্যাদান করেন না। কিন্তু অন্ন গ্রহণ করিতে কাহারও বাধা নাই। অপর স্থানের ব্রাহ্মণেরা যেমন সর্ব্বত্র পূজিত ও সমাদৃত হইয়া থাকেন, কর্ণাটব্রাহ্মণদিগের ভাগ্যে তেমন সম্মান, তেমন আদর অভ্যর্থনা ঘটে না।

কাণাড়া ও কর্ণাটিক প্রদেশে এই শ্রেণীর বসবাস। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই প্রায় লিঙ্গায়ৎ। তাহারা এই ব্রাহ্মণদিগের সম্মান করা দূরে থাকুক, বরং সময়ে সময়ে নিন্দা করিয়া থাকে। তবে যদি কোন কর্ণাট ব্রাহ্মণ তাহাদের মধ্যে কাহারও বাটীতে অতিথি হন, তবে আদর অভ্যর্থনার পারসীমা থাকে না। কায়মনবাক্যে ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট করেন।

তাঁহারা এদেশের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় যজমান দ্বারা পরিপোষিত না হওয়ায়, কাজেই জীবিকানির্ব্বাহের জন্য স্ব স্ব জাতীয় কর্ম্মত্যাগ করিয়া ও নানাপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন। এমন কি অনেকে পেটের দায়ে কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকেন। কর্ণাট ব্রাহ্মণেরা ঋক্ অথবা যজুর্ব্বেদী। তাঁহারা প্রধানতঃ সপ্তশাখায় বিভক্ত—১ হৈগ, ২ হাভ, ৩ শীবেলরী, ৪ বর্ণীনায়, ৫ কম্মাব, ৬ কর্ণাট, ৭ মহিসুরকর্ণাটক, ৮ শীরনাদ (শ্রীনাথ) বাসস্থানের নামানুসারে কর্ণাট ব্রাহ্মণদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যায়।—

গোত্র।		উপাধি।		কুল।
কশ্যপ	..	আদ-কর্ণাটক	...	মহিসুর।
গৌতম	...	কর্ণকম	...	বয়কনুর।
ভরদ্বাজ	...	মুর্কিনাড়	...	শৃঙ্গেরী।
বশিষ্ঠ	...	বয়লনাড়	...	শ্রীরঙ্গপত্তন।
বিশ্বামিত্র	...	কর্ণকমু	...	দেবমহালা।
শাণ্ডিল্য	...	মুর্কিনাড়	...	হোসুরবাগলোড়।
গর্গ	...	নবীনকর্ণাটক	...	বাগদী।
অঙ্গিরা	...	পেরীচরণ	...	মুলুবাগলু।
বৎস	...	দেশস্থ	...	বালোর।
ভারদ্বাজ	...	হলকর্ণের	...	পূর্ণপুরম্।
উপমন্যু	...	প্রাচীনকর্ণাটক	...	জ্ঞানরাজনগরম্।
কাশ্যপ	...	পেরীচরণ	..	কুরক।
শাণ্ডিল্য	...	প্রাচীনকর্ণাটক	...	হাগলবাড়ী।
গৌতম	...	মুর্কিনাড়	...	চিত্রদুর্গ।
ভরদ্বাজ	...	মুর্কিনাড়	...	শিওমগী।

এ ছাড়া হুটী, নগ্নমণ্ডক প্রভৃতি আরও কয়েক থর আছে। তাহাদের বিশেষ বিবরণ কিছু জানা যায় নাই।

কর্ণাটব্রাহ্মণেরা উত্তর ও দক্ষিণ কাণাড়া তুলুব, মলবার, কোচিন ও মহিসুরে বাস করেন। তাঁহাদের সংখ্যা ১০ লক্ষের অধিক হইবে।

কর্ণাট ব্রাহ্মণের দেহের গঠন সুশ্রী, দেখিতে অনেকটা উত্তরাঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়।

কর্ণাটক, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—তেলগু (তৈলঙ্গ), তামিল (দ্রাবিড়ী) ও কর্ণাটক (কর্ণাটী) তেলগুভাষা উত্তর মান্দ্রাজে, তামিল ভাষা দক্ষিণ মান্দ্রাজে ও কর্ণাটী ভাষা মান্দ্রাজের পশ্চিমাংশ হইতে পশ্চিমোপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে প্রচলিত। এই তিনটী ভাষাই দাক্ষিণাত্যের প্রধান ভাষা। তন্মধ্যে কাণাড়া, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, মহিসুর, নিজামরাজ্যের পশ্চিমাংশ ও বিদরেই কর্ণাট ভাষার প্রচলন অধিক। নীলগিরিতে বড়গনামে যে এক জাতি বাস করে, তাহারাও নাকি প্রাচীন কর্ণাটী ভাষা ব্যবহার করে। প্রাচীন কর্ণাটীকে এখন হলকন্নড় বলে। মহারাষ্ট্র ও মহিসুরের যে সকল প্রাচীন খোদিত শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন কর্ণাটী অক্ষরে আছে।

মান্দ্রাজ বা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিভিলিয়ান ও অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে এই সকল দেশীয়ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, ইঁহাদিগের জন্য শিক্ষা দিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার সময়ে কর্ণাটী ভাষা সম্বন্ধে অনেক বিষয় সংগৃহীত ও লিখিত হইয়াছে। এই সংগ্রহের সময় দেখা গিয়াছে যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কেশবপণ্ডিত নামক একব্যক্তি "গন-রত্নদর্পণ" নামক একখানি ধাতুসম্বন্ধীয় পুস্তক সংগ্রহ করেন। সেইখানিই এই ভাষার মূলব্যাকরণ।

কর্ণাটী ভাষা সংস্কৃতাদি ভাষার ন্যায় বামদিক হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিকে লিখিত হইয়া থাকে। এই ভাষার শব্দ বা পদ লিখিতে হইলে, সেই সেই শব্দ লিখিতে যে যে বর্ণের বা যুক্তাক্ষরের প্রয়োজন তাহাই পাশাপাশি লিখিয়া যাইতে হয়। দুইটি শব্দ বা পদের মধ্যে আবশ্যক মত কোন ছেদ বা ফাঁক দিবার ব্যবস্থা নাই, বাক্য বা বাক্যাংশের পরও কোনরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। কর্ণাটী বর্ণমালায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৩টী অক্ষর আছে, ইহার মধ্যে ১৩টী স্বরবর্ণ, ২টী অর্দ্ধস্বর ও ৩৮টী ব্যঞ্জনবর্ণ। এই ৫৩টী বর্ণের মধ্যে ৪৭টি বিশুদ্ধ কর্ণাটীমিশ্রিতবর্ণ, বাকি ৯টী সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণসৌকর্য্যার্থে গড়িয়া লওয়া হইয়াছে। সংস্কৃতাদি ভাষার ন্যায় কর্ণাটী ভাষাতেও যুক্তাক্ষরের আকার ভিন্নরূপ এবং যুক্তাক্ষরও যথেষ্ট।

কর্ণাটী ভাষার সমুদয় শব্দ ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত—১ম মূল কর্ণাটী শব্দ, ২য় কর্ণাটী প্রত্যয়াদিযুক্ত সংস্কৃত শব্দ, ৩য় সংস্কৃত পরিবর্ত্তিত শব্দ, ৪র্থ অপভ্রংশ ও অপভাষার শব্দ এবং ৫ম অন্যান্য ভাষার শব্দ। কর্ণাটী ভাষার বিশেষ্য শব্দগুলিও ৪ ভাগে বিভক্ত, যথা—বস্তুবাচক বিশেষ্য, বিশিষ্ট বিশেষ্য, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও যৌগিক বিশেষ্য। কর্ণাটী ভাষায় দেবগণ ও মানব পুংলিঙ্গ, দেবী ও মানবী স্ত্রীলিঙ্গ এবং সমস্ত পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদি এবং অচেতন ও উদ্ভিদ্ পদার্থ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া গণ্য। এ ভাষায় দুইটী মাত্র বচন আছে—একবচন ও বহুবচন। সর্ব্বনাম শব্দ ৮ ভাগে বিভক্ত যথা,—ব্যক্তিবাচক, পূরণবাচক, অনিশ্চয়াত্মক, সংখ্যাবাচক, স্থানবাচক, সময়পরিমাণবাচক ও প্রশ্নসূচক। কর্ণাটী ভাষায়

ক্রিয়া সকর্ম্মক ও দ্বিকর্ম্মক। ইহাদের কাল আট প্রকার। দ্বিতীয় পুরুষের অনুজ্ঞাকালের ধাতুর রূপ যাহা তাহাই ধাতুর মূল রূপ।

কর্ণাটী ভাষায় উপসর্গাদি অব্যয়, ক্রিয়াবিশেষণ, সমুচ্চয়াদি অব্যয় ও বিস্ময়াদি অব্যয়ও আছে। এতদ্ভিন্ন ভাষার যে সকল বিশেষত্ব আছে, তাহা এরূপে লিখিয়া প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কর্ণাটী ভাষাতেও শূন্যযোগে দশগুণোত্তর সংখ্যা ধৃত হয়।

(কর্ণাটীভাষা সম্বন্ধে যদি বিশেষ বিবরণ জানিতে হয় তবে Dr Mc Kerrell's Grammar of the Carnataka language এবং Caldwell's Dravidian Grammar দেখা আবশ্যক।)

২। নেপালের একটি রাজবংশ। পার্ব্বতীয় বংশাবলী পাঠে জানা যায় নেপালের কর্ণাটক রাজগণ নেপালী-সম্বৎ ৯ হইতে ২২৮ (অর্থাৎ ৮৯০ খৃঃ হইতে ১১০৯ খৃঃ) অবধি ২১৯ বর্ষ রাজত্ব করেন। এই কয়জন নেপালাধিপ কর্ণাটকগণের নাম পাওয়া যায়—

নাম।		রাজ্যকাল।
১। নান্যদেব	...	৫০ বর্ষ।
২। গঙ্গদেব (ঐ পুত্র)	..	৪১ „
৩। নরসিংহদেব (গঙ্গের পুত্র)	.	৩১ „
৪। শক্তিদেব (নরসিংহের পুত্র)	...	৩৯ „
৫। রামসিংহদেব (শক্তির পুত্র)	.	৫৮ „
৬। হরিদেব।		

কর্ণাটশিখর (স্ত্রী) মহারণ্য মধ্যস্থ চিত্রকূটাদি পর্ব্বতের চূড়াদেশ।

কর্ণাটিক। কুমারী অন্তরীপ হইতে উত্তর সরকার পর্য্যন্ত, পূর্ব্বঘাট ও করমণ্ডল উপকূল অর্থাৎ সমস্ত তামিল প্রদেশ য়ুরোপীয়কর্তৃক ক্রমক্রমে কর্ণাটিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কর্ণাটিক বলিতে গেলে কর্ণাটসম্বন্ধীয় বুঝায়। কিন্তু উক্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড প্রাচীন কর্ণাটরাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। [কর্ণাট দেখ।] বরং ইহার উত্তরাংশ ত্রিচনপল্লী ও কাবেরীনদীর উপকূলস্থ ভূমিখণ্ড এক সময় দক্ষিণকর্ণাট নামে কথিত হইত। এখন ইংরাজেরা যাহাকে কর্ণাটিক বলিয়া থাকেন, বর্ত্তমান আর্কট (অরুকড়ু), মদুরা ও তঞ্জোররাজ্য তাহার অন্তর্গত।

পলাশীযুদ্ধের সময় এই কর্ণাটিকে ইংরাজদের সহিত করেকবার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধগুলিতেই দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ প্রভুত্বের ভিত্তি দৃঢ়ীকৃত হয়। নিম্নে সেই যুদ্ধগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল।—

যে সময় ক্লাইব কলিকাতায় ইংরাজগণের বিপদ্ শুনিয়া অ্যাড্‌মিরাল ওয়াট্‌সনের সহিত মান্দ্রাজ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালাভিমুখে চলিয়া আসেন, সেই সময় (এপ্রেল, ১৭৫৭ খৃঃ) কাপ্তেন কালিয়ড নামক মান্দ্রাজের জনৈক ইংরাজ সেনানী মদুরারাজ্যের বাকি রাজস্ব আদায়ের জন্য আক্রমণ করেন। কাপ্তেন কালিয়ড ত্রিচনপল্লীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কালিয়ড মদুরা-জয়ের আশায় ত্রিচনপল্লী পরিত্যাগ করিবামাত্র ইংরাজের তদানীন্তন শত্রু ফরাসীরা ত্রিচনপল্লী আক্রমণ করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিল। ফরাসীসৈন্য ত্রিচনপল্লীতে পঁহুছিয়া ইংরাজদুর্গ অধিকার করিয়া বসিল। কাপ্তেন কালিয়ড এই সংবাদ পাইবামাত্র তাড়াতাড়ি ত্রিচনপল্লীর দিকে ফিরিলেন, মদুরায় যুদ্ধ শেষ হইল। যাহা হউক, কালিয়ড ত্রিচনপল্লীতে পঁহুছিয়াই ফরাসী সৈন্যকে উৎসাদিত করিয়া ফেলিলেন। ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ পরাজিত হইয়া ইংরাজ হস্তে ত্রিচনপল্লী সমর্পণ করিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে বন্দীবাস নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা ইংরাজকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় কর্ণেল আ্যালডারক্রন তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং নগরাবরোধ করিয়া বসিয়া থাকেন, কিন্তু ফরাসীরা বন্দীবাসের শাসনকর্ত্তার পক্ষ হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ায় কাপ্তেন অ্যালডারক্রন অবরোধ উঠাইয়া লইয়া চলিয়া আসেন। ইহার পরই মহারাষ্ট্রীয়েরা আসিয়া তত্রত্য নবাবের নিকট বাকি চৌথ রাজস্ব ৪ লক্ষ টাকা চাহিয়া বসে, কিন্তু নবাবের তখন অত টাকা দিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি নানারূপ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। শেষে মহারাষ্ট্রীয়েরা ৪।০ লক্ষ টাকায় সমস্ত দেনা শোধ করিয়া লইতে সম্মত হয়। এ সময় পাঠান নবাবেরা দাক্ষিণাত্যের সুবাদার এবং মহারাষ্ট্রনায়ক মুরারি রাওয়ের অধীনতা বড় স্বীকার করিতেন না, সুতরাং ইংরাজদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি মার্হাট্টাদিগের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। ইংরাজেরা এ সময় এরূপসূত্রে সন্ধিস্থাপন করিতে পারিলেন না, কারণ মার্হাট্টারা তখন তাঁহাদের উপর সদয় ব্যবহার করিতেছিল। এইরূপে একমাস কাটিয়া গেল পরমাসে (জুন ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে) কাপ্তেন কালিয়ড আবার মদুরা আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের বিস্তর ক্ষতি হইল এবং প্রথম আক্রমণে ইহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না, কিন্তু কালিয়ড এত ক্ষতি সহ্য করিয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন না। ৮ই আগষ্ট তারিখে কালিয়ড নগর প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন এবং

শাসনকর্তার নিকট হইতে ১,৭০,০০০৲ টাকা বাকি রাজস্ব আদায় করিলেন। ইহার পরও ইংরাজেরা মহুয়ারাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ আক্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনপক্ষেই জয় পরাজয় স্থির হইল না।

এই সময়ে আবার য়ুরোপে ইংরাজ ফরাসীতে যুদ্ধ বাধে। ফরাসীরা কাউণ্ট ডি লালী নামক একজন বিখ্যাত সৈনিককে ভারতের ফরাসীসেনার নায়কত্ব দিয়া একদল নৌ-সেনা সহ এখানে প্রেরণ করিলেন। লালীর নিজের এক সহস্র আইরিষ সৈন্ত ছিল। তিনি আসিবার সময় তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ১৭৫৮ সালের এপ্রেলমাসে ভারতে আসিয়া পৌঁছিলেন। লালী পৌঁছিয়াই ইংরাজ অধিকৃত সেণ্ট ডেভিড দুর্গ আক্রমণ করিলেন। অ্যাড্মিরাল ষ্টিভেন্সের অধীনস্থ ইংরাজসেনাগণ তাঁহাকে বাধা দিল বটে, কিন্তু ফল হইল না। লালী দুর্গ অধিকার করিয়া মান্দ্রাজ আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আবশ্যকমত অর্থ না থাকায় সে সংকল্প সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। অর্থ-সংগ্রহের জন্ত লালী এই সময় তঞ্জোরের রাজার প্রদত্ত ৫৬ লক্ষ টাকার তমস্থক আদায় করিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। তঞ্জোরের রাজা ইংরাজের মন্ত্রণায় ভুলিয়া টাকা দিতে বৃথা বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইত্যবকাশে ইংরাজের নৌ-সেনা আসিয়া পড়িল, কাজেই লালী বাধ্য হইয়া সেণ্ট ডেভিড দুর্গের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। লালী তিরবলুরের একটি প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংস করেন এবং তাহার পূজক সেবাইত ব্রাহ্মণগণকে তোপে উড়াইয়া দেন। এই সময় ফরাসীসেনানী বুসি নিজামরাজ্যে মহা সমাদরে বাস করিতেছিলেন। লালী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠা-ইলেন। বুসি লালীর নিকট আসিবামাত্র উত্তর সরকারের ফরাসী অধিকারে গোলমাল বাঁধিয়া গেল। বিজিগাপত্তনের রাজা আনন্দরাজ ফরাসী অধিকার আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতে ফরাসীর আক্রমণ হইতে কিরূপে রাজ্য রক্ষা করিবেন ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। শেষে অন্ত উপায় না পাইয়া বাঙ্গালায় ক্লাইবের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইব আবশ্যক মত সন্ধিপত্র স্থির করিয়া উত্তর সরকার হইতে ফরাসী তাড়াইবার উদ্দেশ্যে কর্ণেল ফোর্ডের অধীনে ২ হাজার সিপাহী ৫০০ শত গোরাসৈন্ত ও ৬টা কামান দিয়া রাজমহেন্দ্রী অভিমুখে পাঠাইলেন। পথি মধ্যে ফরাসী সেনানী কনফ্লাঁ ঐ পরিমাণ সৈন্ত লইয়া তাঁহাকে পরাজিত ও তাঁহার সমস্ত কামান দখল করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু ফোর্ড তাহাতে দুঃখিত না হইয়া কনফ্লাঁ প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন এবং রাজমহেন্দ্রীতে আসিয়া দেখিলেন, সেখানে কেহই নাই, সুতরাং সসৈন্তে মছলীপত্তনের দিকে অগ্রসর হইলেন। মধ্যে কয়েকস্থলে আনন্দরাজ বাধা দিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে (৬ মার্চ্চ ১৭৫৮ খৃ.) ফোর্ড সদলে মছলীপত্তনে পৌঁছিলেন। কনফ্লাঁ এবার নিজামের সাহায্য চাহিলেন। নিজাম সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। এদিকে ফোর্ডের গোরাসৈন্ত বাকি মাহিনা ও মছলীপত্তনের লুটের অংশ পায় নাই বলিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, কিন্তু শেষে যখন শুনিল যে নিজাম সৈন্ত কেবলমাত্র ১০ ক্রোশ দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন তাহারা নিরস্ত হইল। ফোর্ড মছলীপত্তন দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। নিজাম এই সময় ফরাসী সৈন্তের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। ফরাসী রণতরী কূলে আসিয়া কিন্তু সৈন্ত নামাইল না শুনিয়া নিজাম বাঁকিয়া বসিলেন এবং স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশে ইংরাজদের সঙ্গে মিশিলেন। সন্ধি হইল, ইংরাজেরা বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা আয়ের উপযুক্ত ভূ-সম্পত্তিসহ চিরকালের জন্ত মছলীপত্তন সহর পাইবেন আর কৃষ্ণানদীর উত্তরে ফরাসীদের কোন কুঠি ভবিষ্যতে হইবে না বা থাকিবে না এবং সুবাদার নিজ কার্য্যে কখন ফরাসী রাখিতে পারিবেন না, সন্ধিপত্রে এই কয়েকটি চুক্তি হইল।

যে সময় লালী সেণ্ট ডেভিডের অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া আসেন, সেই সময় অ্যাড্মিরাল পোকোক ইংরাজ পক্ষে ও কাউণ্ট ডি আসি ফরাসীপক্ষে করমণ্ডল উপকূলে স্ব স্ব নৌসেনা লইয়া উপস্থিত। পোকোক নিজ হইতে দুইবার আসিকে আক্রমণ করেন, আসি ভীত হইয়া পুদি-চেরী পলায়ন করিলেন এবং সেখানে লালীর নিকট তাড়া খাইয়া মরিচসহরে পলাইয়া গেলেন। লালী ইহাতে হীনবল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু এই সময় কর্ণাটিকের নবাব চাঁদ-সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজাসাহেবকে ফরাসীরা কর্ণাটিকের নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে গাদিতে বসাইবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল, লালী তাহা-তেই বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মহম্মদ আলী আর্কটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্ত লালী প্রতারণাপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন ১০,০০০৲ টাকায় তিনি আর্কট গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। মহম্মদ আলী তাহাতেই রাজী হইলেন। লালী ছলে নগর প্রবেশ করিয়া দখল করিলেন; আর্কট লওয়ার পর তিনি চিঙ্গলিপুট দুর্গ অধিকার করিতে আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরা-

জেরা মান্দ্রাজের এত নিকটে ফরাসীরাজ্য হইতে দিবেন কেন? তাঁহারা চিঙ্গলিপুটদুর্গে সৈন্যাদি পাঠাইয়া সুরক্ষিত করিলেন। লালী মান্দ্রাজ অধিকার করেন, এরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, তবু ও সাহস করিয়া ৯৪ হাজার টাকা মাত্র অবলম্বন করিয়া ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজ অবরোধ করিতে যাত্রা করিলেন। মান্দ্রাজও এ আক্রমণ সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সৈন্যসংখ্যা আবশ্যক মত বেশী ছিল না বলিয়া ৯ সপ্তাহকাল ফরাসীসৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া রহিল। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৯ তারিখে মান্দ্রাজ যায় যায় হইল, এমন সময় ইংরাজদের নৌসেনা আসিয়া পৌঁছিল, এদিকে ফরাসীদের খাদ্যের অভাব হওয়ায় তাহাদের আর্কটের দিকে ফিরিতে হইল।

ইংরাজেরা সমুদ্রপথে খাদ্য ও সৈন্যের সাহায্য পাইতে লাগিলেন, কিন্তু ফরাসীরা পুঁদিচেরী হইতে কোন সাহায্য না পাইয়া একেবারে উদ্যমহীন হইয়া পড়িল। ১০ই সেপ্টেম্বর, ফরাসী নৌ-সেনার কতকাংশ ত্রিনকমলীর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র ইংরাজসেনানী পোকক তাহা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। ইহার পর আর একদল ফরাসী নৌ-সেনা কাউণ্ট আসির অধীনে ৪, ০০, ০০০৲ টাকার জহরতাদি ও সৈন্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইতে আদেশ না পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে বন্দীবাস ইংরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে, কুট ইংরাজপক্ষ হইতে বন্দীবাস আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন। ফরাসীরা এইখান হইতেই পরাজিত হইতে লাগিল। বন্দীবাসের যুদ্ধে বুসি বন্দী হইলেন। কুট তৎপরে আর্কট আক্রমণ করিলেন এবং জয় করিয়া অন্যান্য স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ফরাসীরা কিছুতে কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। মার্চ্চ মাসের মধ্যে উপকূলে কালিকট ও পুঁদিচেরী ব্যতীত ফরাসীদের আর কোন অধিকার রহিল না; লালী অর্থ বা সৈন্য সাহায্য না পাইয়া মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, শেষে মহিসুরের হায়দরআলীর সাহায্য চাহিলেন। হায়দরআলী স্বীকৃত হইলেন, এবং সৈন্য লইয়া আসিলেন, কিন্তু হঠাৎ কোন কারণ বশতঃ শীঘ্র স্বরাজ্যে সসৈন্যে ফিরিয়া গেলেন, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ফরাসীদের কোন উপকার হইল না। এই সময়ে মেজর মনসন ফরাসীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন, কিন্তু লালী হঠাৎ ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজশিবির আক্রমণ করিয়া মনসনকে গুরুতররূপে আহত করেন, শেষে কুটের হস্তে সম্পূর্ণ পরাজিত হন। তৎপরে কুট পুঁদিচেরী অবরোধ করিয়া বসিলেন। ক্রমে দুর্গমধ্যে খাদ্যের অভাব হইল, দুইদিনের মত খাদ্য অবশিষ্ট থাকিতে লালী দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া মান্দ্রাজে রাজা-সাহেবের নিকট আশ্রয় লইলেন।

এইরূপে ফরাসী প্রাদুর্ভাব ভারতে লুপ্ত হইল। কর্ণাটিকের মধ্যে এই সময়ে কেবল তিরাগর ও গিঞ্জিনামক স্থান দুট মাত্র রহিল। কিছুদিন পরে ইহাও ইংরাজহস্তগত হয়।

কর্ণাটিকা (স্ত্রী) কর্ণাট-স্বার্থে কন্-টাপ্ হ্রস্বঃ। ১ রাগিণী-বিশেষ। ২ হংসপদীলতা। ৩ কর্ণাটদেশীয় স্ত্রী।

কর্ণাটী (স্ত্রী) কর্ণাট-ঙীপ্। রাগিণীবিশেষ, এই রাগিণী মালব রাগের পত্নী। ২ হংসপদীলতা। ৩ কর্ণাটদেশের স্ত্রী। ৪ অনুপ্রাসবিশেষ, কবর্গের অনুপ্রাসকে কর্ণাটী কহে। ৫ কর্ণাটের ভাষা।

কর্ণাট্ট (স্ত্রী) কর্ণঃ তির্য্যগ্রেখাকারবান্ ইব অট্টম্। তির্য্যক্ ষানের ন্যায় পাষাণাদি বিস্তার করিয়া যে গৃহ প্রস্তুত হয়, ঐরূপ গৃহবিশেষ।

("বিভিদুস্তে মনিস্তম্ভান্ কর্ণাট্টশিখরাণি চ।"
ভারত বন ২৩৫ অঃ।)

কর্ণাদেশ (পুং) কর্ণালঙ্কারবিশেষ, এখন অনেকে কাণ-ইয়ারিং বলে।

কর্ণানুজ (পুং) কর্ণস্য অনুজঃ, কর্ণ-অনু-জন্-ড। যুধিষ্ঠির।

কর্ণান্দু (স্ত্রী) কর্ণস্য আন্দূরিব। ১ কর্ণপালী, কাণভড়্কা। ২ উৎক্ষিপ্তিকা, কাণকড়া। (উৎক্ষিপ্তিকা তু কর্ণান্দুর্বালিকা কর্ণপৃষ্ঠগা। হেম ৩। ৩২০।)

কর্ণান্দূ (স্ত্রী) কর্ণান্দু-ঊঙ। কর্ণপালী।

কর্ণাভরণ (স্ত্রী) কর্ণস্য কর্ণে ধার্য্যং বা আভরণম্। কাণের অলঙ্কার।

কর্ণাভরণক (পুং) কর্ণাভরণমিব পুষ্পৈঃ কায়তি প্রকাশতে, কর্ণাভরণ কৈ-ক। আরগ্বধ, সোন্দালগাছ। [আরগ্বধ দেখ।]

কর্ণারা (স্ত্রী) কর্ণঃ অর্য্যতে বিধ্যতে (ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ) অনয়া, কর্ণ-ঋ-ঘঞ্-টাপ্। কর্ণবেধনী, যাহা দ্বারা কর্ণবেধ করা হয়।

কর্ণারি (পুং) কর্ণস্য অরিঃ, ৬ তৎ। ১ অর্জ্জুন। ২ নদী সর্জ্জ-বৃক্ষ, আজনগাছ।

কর্ণার্পণ (স্ত্রী) কর্ণস্য কর্ণয়োর্ব্বা অর্পণং শ্রুতিযোগ্য বিষয়ে। কাণ দেওয়া, মনোযোগের সহিত শোনা।

কর্ণালঙ্কার (পুং) কর্ণ অলঙ্ক্রিয়তে যেন, কর্ণ অলং-কৃ-ঘঞ্। কাণের গহনা, কর্ণভূষণ।

কর্ণালঙ্ক্রিয়া (স্ত্রী) কর্ণয়োরলংক্রিয়া অলঙ্করণং ৬ তৎ। কাণ শোভিত করা।

কর্ণালঙ্কৃতি (স্ত্রী) কর্ণয়োরলঙ্কৃতিরলঙ্করণং ৬তৎ। ১ কাণের গহণা। ২ কাণ শোভিত করা।

কর্ণাস্ফাল (পুং) কর্ণয়োরাস্ফালঃ আস্ফালনং। হস্তিদিগের কর্ণসঞ্চালন, কাণঝালা।

কর্ণি (পুং) কর্ণ-ইন্। ১ শরবিশেষ, ইহার ফলা কর্ণাকৃতি। ২ ভাবে ইন্। ভেদ করা।

কর্ণিকা (স্ত্রী) কর্ণ-ঠকন্ (কর্ণললাটাৎ কনলঙ্কারে। পা ৪।৩।৬৫) টাপ্। ১ কর্ণভূষণবিশেষ, কাণতড়কা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তালপত্র, তাড়ঙ্ক ও দন্তপত্র। ২ হস্তি-দিগের শুণ্ডের অগ্রভাগস্থিত অঙ্গুলির ন্যায় দ্রব্যবিশেষ। ৩ পদ্মবীজকোষ, পদ্মের চাকী। ৪ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলি। ৫ বোঁটা। ৬ লেখনী, কলম। ৭ অগ্নিমন্থবৃক্ষ। ৮ অজ-শৃঙ্গী বৃক্ষ। ৯ অপ্সরোবিশেষ, ("মেনকা সহজন্যা চ কর্ণিকা পুঞ্জিকস্থলা।" ভারত আদি। ১২৩। ৬১।) ১০ সেবতী, গোলাপফুল, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লক্ষপুষ্পা ও অতিমঞ্জুলা। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—আহ্লাদকর, শীতল, সংগ্রাহী, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ত্রিদোষ ও রক্তনাশক, বর্ণকর, তিক্ত, কটু ও পরিপাককারক। ১১ যোনিরোগবিশেষ; প্রসবের পূর্ব্বে কোঁৎ দিবার অনুপযুক্ত সময়ে কোঁৎ দিলে, গর্ভের দ্বারা বায়ু প্রতিরুদ্ধ হইয়া শ্লেষ্ম ও রক্ত সহ মিশ্রিত হয়, তাহা হইতেই এই রোগ উৎপন্ন হয়। (চরক।)

এই রোগে সর্ব্বপ্রকার কফনাশক ঔষধ ব্যবস্থেয়। কুড়, পিপুল আকন্দের কোমল শাখা অর্থাৎ অগ্রভাগ ও সৈন্ধব লবণ ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে; ঐ বর্ত্তি যোনিতে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে কর্ণিকা রোগ নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত।)

কর্ণিকাচল (পুং) কর্ণিকায়াং স্থিতঃ অচলঃ। সুমেরুপর্ব্বত। ("যত্র নাভ্যামবস্থিতঃ সর্ব্বতঃ সৌবর্ণঃ কুলগিরিরাজো মেরু-দ্বীপায়ামসমুন্নাহঃ কর্ণিকাভূতঃ কুবলয়কমলস্য।" ভাগবত ৫।১৬।৭।)

কর্ণিকাদ্রি (পুং) কর্ণিকায়াং স্থিতঃ অচলঃ। সুমেরুপর্ব্বত।

কর্ণিকাপর্ব্বত (পুং) কর্ণিকায়াং স্থিতঃ পর্ব্বতঃ। সুমেরু।

কর্ণিকার (পুং) কর্ণিং ভেদনং করোতি, কর্ণি-কৃ-অণ্। ১ বৃক্ষবিশেষ, কণিয়ার। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দ্রুমোৎপল, পরিব্যাধ ও বৃক্ষোৎপল। ২ কর্ণিকার পুষ্প; ("বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারম্।" কুমারস°।) ৩ আরগ্বধবিশেষ, ছোট সোন্দাল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রাজতরু, প্রগ্রহকৃত-মালক, সুফল, চক্র, পরিব্যাধ, ব্যাধিরিপু, পিত্তবীজক ও লঘ্বারগ্বধ। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—সারক, তিক্ত, কটু, উষ্ণ এবং কফ, শূল, উদর, কৃমি, মেহ, ব্রণ ও গুল্মনাশক।

কর্ণিকারপ্রিয় (পুং) শিব।

কর্ণিকী [ন্] (পুং) কর্ণিকা শুণ্ডাগ্রাঙ্গুলিঃ অস্যাস্তি, কর্ণিকা-ইনি) হস্তী।

কর্ণিনী (স্ত্রী) যোনিরোগবিশেষ, কর্ণিকা [কর্ণিকা দেখ।]

কর্ণিল (ত্রি) কর্ণং প্রাশস্ত্যেন অস্যাস্তি, কর্ণ ইলচ্ (তুন্দাদিভ্য ইলচ্। পা ৫।২।১১৭।) দীর্ঘকর্ণ, লম্বাকর্ণবিশিষ্ট।

কর্ণিশর (পুং) শরবিশেষ।

কর্ণী (ন্)(পুং) কর্ণৌ পক্ষৌ অস্ত্যস্য কর্ণ-ইনি (তুন্দাদিভ্য ইলচ্চ। পা ৫। ২। ১১৭। চকারাদিনিঠনৌ ইতি কাশিকা।) ১ সপ্তবর্ষপর্ব্বত মধ্যে পর্ব্বত বিশেষ। (হিমবান হেমকূটশ্চ নিষধো মেরুরেবচ। চৈত্রঃ কর্ণী চ শৃঙ্গী চ সপ্তৈতে বর্ষপর্ব্বতাঃ। হারাবলী।)

২ বাণবিশেষ। ("করোতি কর্ণিনো যত্র যত্র খড্গাদিকন্নরঃ। প্রযান্তি তে বিশসনে নরকে ভৃশ দারুণে।" বিষ্ণু ২।৬।১৬। কর্ণিনো বাণবিশেষান্। শ্রীধর)

কর্ণী (স্ত্রী) কর্ণ-ঙীপ্; ১ বাণবিশেষ। ২ মূলদেবের মাতা।

কর্ণীমান্ [ৎ] (পুং) কর্ণী বাণবিশেষাকারঃ ফলেঽস্ত্যস্য, কর্ণিন্-মতুপ্, সংজ্ঞায়াং দীর্ঘঃ। আরগ্বধ, সোন্দাল।

কর্ণীরথ (পুং) কর্ণং সামিপ্যাৎ স্কন্ধঃ অস্যাস্তি বাহনত্বেন, কর্ণ-ইনি; কর্ণী চাসৌ রথশ্চেতি কর্ম্মধা, দীর্ঘশ্চ (অন্যেষামপি দৃশ্যতে। পা ৬।৩।১৩৭।) ১ খেলিবার ছোট রথ। ২ মনুষ্য বহন করিতে পারে তৎপরিমিত রথ। ৩ স্ত্রী বহনের জন্য উপরে কাপড় ঢাকা যানবিশেষ, ডুলি; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—প্রবহন, হয়ন, প্রহয়ণ ও ডয়ন।

কর্ণীসুত (পুং) কর্ণ্যাঃ সুতঃ, ৬ তৎ। মূলদেব, চৌরশাস্ত্রকার। ("কর্ণীসুতো মূলদেবো মূলভদ্রঃ কলাঙ্কুরঃ। হারাবলী।

কর্ণূল মাদ্রাজের অন্তর্গত একটী জেলা। ইহার উত্তরে তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণানদী এবং কৃষ্ণা জেলা, দক্ষিণে কড়পা ও বেলারি জেলা, পূর্ব্বে কৃষ্ণা ও নেল্লূর জেলা এবং পশ্চিমে বেলারি জেলা। সদর থানা কর্ণূল।

কর্ণূল জেলায় নল্লমলয় বেল্লমলয় নামে দুই পর্ব্বতশ্রেণী ঠিক মধ্যস্থল দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। নল্লমলয় এ জেলার মধ্যে উত্তর দক্ষিণে ৭০ মাইল। ইহার বিস্তার স্থানে স্থানে প্রায় ২৫ মাইল। ঐ পাহাড়ের বিষমকুণ্ড (৩৯৪৫ ফুট) গুণ্ডলা ব্রহ্মেশ্বর (৩৩৫৫ ফুট) ও দুর্গাস্থকুণ্ড (৩০৮৬ ফুট) নামক প্রধান শিখর এই জেলায় অবস্থিত। এই পর্ব্বতের

উপর পাঁচটি মালভূমি আছে, তন্মধ্যে গুণ্ডলা ব্রহ্মেশ্বর শিখরের মালভূমিই প্রধান, উচ্চে প্রায় ২১০০ ফুট। এ স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর নহে। যেরমলয়শ্রেণী বড় উচ্চ নহে, ইহার শিখরদেশ প্রায় সমতল, ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতা ২০০০ ফুট মাত্র। এই দুটি পর্ব্বতশ্রেণীতে সমস্ত জেলা ৩টী প্রধান ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বাংশের নাম কম্ভ উপত্যকা; এ অংশ পর্ব্বতময়। পর্ব্বতগাত্রে অনেকগুলি খাদ আছে। হিন্দুরাজগণের সময় এই সকল সরোবরের মধ্যে কম্ভ সরোবর অতি মনোহর ছিল। গুণ্ডলাকাম্মা নদীতে বাঁধ দিয়া এই সরোবর নির্ম্মিত। কম্ভউপত্যকা হইতে নন্দিক নামক পর্ব্বতের মণ্ডলগিরিবর্ত্ম দিয়া মধ্যাংশে পড়িতে হয়। এই মধ্যাংশ অতি বিস্তৃত।

এখানে ভবনাশী নদী উত্তরে ও কুন্দের নদী দক্ষিণ-ভাগে প্রবাহিত। এই অংশের দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া মান্দ্রাজের জল প্রবাহ খাল খনিত হইয়াছে।

পশ্চিম অংশে উত্তরদক্ষিণে হিন্দ্রি নদী প্রবাহিত। ইহা তুঙ্গভদ্রায় পতিত হইয়াছে। যেখানে ভবনাশী নদী কৃষ্ণায় পতিত হইতেছে, সেই স্থলে সঙ্গমেশ্বর নামক তীর্থ অবস্থিত। এই সঙ্গমেশ্বর তীর্থের নিকটে একটি "ঘূর্ণিজল" আছে, তাহাও পবিত্র "চক্রতীর্থ" নামে খ্যাত।

এই স্থানে নল্লমলয় পর্ব্বতে "চিঞ্চু" নামক অসভ্য জাতির বাস। ইহারা "গুদেম্" নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বাস করে। এক একটি গুদেমে নানা জাতীয় চিঞ্চু থাকে। ইহারা স্বীয় অধিকৃত পর্ব্বতজাত দ্রব্য প্রতিবাসী দের দিয়া অপর দ্রব্যাদি লয়। কন্যা বিবাহের যৌতুক স্বরূপও কিছু কিছু দেয়। ইহারা চাষ করিতে ভালবাসে না। নিম্নভূমিরলোকেরা ইহাদিগকে ক্ষেত্ররক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করে। ইহাদের মধ্যে অনেকে "ঘাট তালিয়াড়ি" বা রাস্তার চৌকীদার নিযুক্ত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে জঙ্গল রক্ষা করে বলিয়া ইনাম (নিষ্কর) জমী ভোগ করে। ইহাদের ভাষা তৈলঙ্গের অপভ্রংশ।

কর্ণূলের এই তিনটি স্থান প্রধান, ১ কম্ভ, ২ কর্ণূল, ৩ নন্দিয়াল।

পূর্ব্বে এই জেলা বরঙ্গুলের তৈলঙ্গরাজের অধীন ছিল। বরঙ্গুল রাজবংশের অধঃপতন হইলে কর্ণূলের রাজা ঈশ্বর রায়ের পুত্র নরসিংহ রায়কে বিজয়নগরে রাজা গ্রহণ করেন। এই সময় কর্ণূলে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হয় এবং এই স্থান রামরাজাকে জায়গীর দেওয়া হয়। ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে বিজয়নগর তালিকটের যুদ্ধে বিজয়পুরের সুলতানের নিকট পরাস্ত হইলে কর্ণূল বিজয়পুর রাজ্যের সামীল হয়। বিজয়পুরের মুসলমানরাজ আবদুল বহাব নামক একজন হাব্সীকে এই কর্ণূলজেলা জায়গীর দেন। জায়গীরদার এখানকার প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া তথায় মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করেন।

১৬৫১ খৃঃ, আরঙ্গজিব কর্ণূল জয় করিয়া খিজির খাঁ নামক একজন পাঠানসেনানীকে তাঁহার যুদ্ধকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া এই স্থান প্রদান করেন। খিজির খাঁ আপন পুত্র দায়ুদের হস্তে নিহত হন। দায়ুদের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র ইব্রাহিম খাঁ ও আলিফ খাঁ ছয় বৎসর ধরিয়া এই স্থানে রাজত্ব করেন।

আলিফের পৌত্র হিম্মৎ খাঁ বাহাদুর হায়দরাবাদের নিজাম নাজিরজঙ্গের সহিত কদপা ও সুবণীর নবাবের বিরুদ্ধে কর্ণাটিক অভিমুখে যাত্রা করেন। নাজিরজঙ্গ্ নবাব-দিগের হস্তে গুপ্তভাবে নিহত হইলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দক্ষিণের সুবাদার হইলেন। কিন্তু তিনি ও পাঠান নবাব-দিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে না পারায় হিম্মত বাহাদুর তাঁহাকে বধ করেন, পরে তিনি ও একজন সৈনিকের ক্রোধে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। সলাবৎজঙ্গ দক্ষিণের সুবাদার হইলে হিম্মতখাঁর ভ্রাতা মুনাবর খাঁ রীতিমত টাকা দিয়া পুনরায় কর্ণূল জেলা জায়গীর পাইলেন। ইহার কিছুদিন পরে হায়দরআলী কর্ণূল আক্রমণ করেন এবং ২ লক্ষ পগ্-বল টাকা লুট করিয়া লইলেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই জেলা কদপা ও বেলারির সহিত বৃটীশ শাসনাধীন হইল। এখনকার জায়গীরদার প্রতিবর্ষে ১ লক্ষ পগ্‌বল টাকা কর দিয়া আসিতেছেন।

কর্ণূলজেলার ভূ পরিমাণ ৭৭৮৮ বর্গমাইল। ১৮৮১ খৃঃ অব্দের গণনায় এখানকার লোকসংখ্যা ৭০৯৩০৫।

কর্ণেচুরচুরা (স্ত্রী) কর্ণে চুরচুরা মন্ত্রণাকথনং নিপাতনাৎ সিদ্ধং (পাত্রে সমিতাদয়শ্চ। পা ২।১।৪৮।) কাণে কাণে মন্ত্রণা বা পরামর্শ করা।

কর্ণেজপঃ (ত্রি) কর্ণে জপতি, অপ্রকাশং যথা তথা অনুচিতং প্রবোধয়তি; কর্ণে লগিত্বা পরাপকারং বদতি বা, অলুক্-সমাসঃ। ১ গোপনে উচিত বিষয়ে পরামর্শদাতা। ২ পরের অনিষ্টবিষয়ক মন্ত্রদাতা; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সূচক, পিশুন, দুর্জ্জন ও খল। এই সকল নাম মধ্যে কর্ণেজপ ও সূচক পরের অপকারবাদী; পিশুন, দুর্জ্জন ও খল পরস্পরের ভেদকারক।

কর্ণেটিরটিরা (স্ত্রী) নিপাতনাৎ সিদ্ধং (পাত্রে সমিতাদয়শ্চ পা।২।১।৪৮।) কাণেকাণে মন্ত্রণা বা পরামর্শ করা।

কর্ণেন্দু (পুং) কর্ণয়োঃ কর্ণে বা ইন্দুরিব, উপমি°। কর্ণাদু অর্দ্ধচন্দ্রাকার কাণের গহনাবিশেষ।

কর্ণোৎপল (স্ত্রী) কর্ণস্থিতমুৎপলং মধ্যলো° । ১ কাণে যে পদ্ম ধারণ করা হয়। ২ (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

কর্ণোপকর্ণিকা (স্ত্রী) কর্ণাদুপকর্ণোঽস্ত্যস্য, কর্ণোপকর্ণ-ঠন্-টাপ্-অত ইত্বম্। কাণাকাণি। ("প্রাগেব কর্ণোপকর্ণিকয়া প্রত্যাপবাদস্ফুটিত হৃদয়ঃ।" পঞ্চতন্ত্র।)

কর্ণোর্ণ (পুং) কর্ণে ঊর্ণাধিকং লোম যস্য, বহুব্রী। মৃগবিশেষ। ("কর্ণোর্ণৈকপদশ্বাস্যৌ নিক্সুৎং বৃকনাভিভিঃ। ভাগ ৪। ৬। ২০।)

কর্ণ্য (ত্রি) কর্ণে ভবঃ, কর্ণ-যৎ (শরীরাবয়বাচ্চ। পা ৪। ৩ ৫৫।) ১ কর্ণ হইতে উৎপন্ন মলাদি। ২ (কর্ণাদি যৎ) ভেদের যোগ্য।

কর্ত্ত (পুং) কর্ত্ত-ভাবে অপ্। ১ ভেদ।

(" মধ্বাঙ্ নিয়ম্য যতয়ো যমকর্ত্তহেতিং

জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ ।" ভাগ ২। ৭। ৪৮।

"কর্ত্তোভেদঃ তন্নিরাসোহকর্ত্তঃ।" শ্রীধর।) ২ (কর্ত্তয়তি ছিনত্তি, কর্ত্ত-অচ্। (ত্রি) ভেদক, ভেদকারী।

কর্ত্তন (স্ত্রী) কৃৎ-ভাবে ল্যুট্। ১ ছেদন, কাটা। ২ সূতা কাটা, সূতা তৈয়ার করা। (কর্ত্তনং ন হয়োক্ষেধে নারীণাং সূত্র-নির্ম্মিতৌ। মেদিনী) ৩ শিথিল করা। ৪ (করণে ল্যুট্) কাটিবার অস্ত্র। ৫ (কর্ত্তরি ল্যু) ছেদকারক।

কর্ত্তনী (স্ত্রী) কীর্ত্তন-ঙীপ্। কাটিবার অস্ত্রবিশেষ, কাটারি।

কর্ত্তরি (স্ত্রী) কৃত্-ইন্। কাটিবার অস্ত্র, কাতারি বা কাটারি [কর্ত্তরী দেখ।]

("ক্ষুরকর্ত্তরি সংস্পর্শে তত্র রোমাণি নির্হরেৎ।" সুশ্রুত।)

কর্ত্তরিকা (স্ত্রী) কর্ত্তরী-স্বার্থে কন্-টাপ্, হ্রস্ব । কাটিবার অস্ত্রবিশেষ, কর্ত্তরী।

কর্ত্তরী (স্ত্রী) কৃন্ততি, কৃৎ-অর-ঙীষ্; যদ্বা কর্ত্তং রাতি, কর্ত্ত রা-ক (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩। ২। ৩।) ১ কৃপাণী। ২ কাতি, সোণার পাত কাটিবার অস্ত্র। ৩ কাঁচি, চুল প্রভৃতি কাটিবার অস্ত্র। ৪ কাটারি। ৫ যোগবিশেষ, জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে,—" ক্রূরমধ্যগতশ্চন্দ্রো লগ্নং বা ক্রূরমধ্যগং।

কর্ত্তরী নাম যোগোঽয়ং কন্যানিধনকারকঃ।"

চন্দ্র অথবা লগ্ন ক্রূররাশির অর্থাৎ প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম নবম ও একাদশ রাশির মধ্যগত হইলে কর্ত্তরী নামক যোগ হয়। এই যোগ কন্যার নিধনকারী।

কর্ত্তরীয় (পুং) বৃক্ষবিশেষ; এই বৃক্ষের বল্কল, সার ও নির্য্যাস বিষময়।

"অয়পাতককর্ত্তরীয়সৌরীয়ককরঘাটককরম্ভনন্দন-বরাটকানি সপ্ত ত্বক্‌সারনির্য্যাসবিষাণি।" সুশ্রুতকল্প ২ অঃ।

কর্ত্তব্ (দেশজ) গীতাদিতে সুরের নানা প্রকার কৌশল দেখানকে কর্ত্তব্ বলে, ইহার সংস্কৃত নাম কর্ত্তব্য এবং হিন্দি নাম 'কর্ত্তব্'। কর্ত্তব্ করিবার সময় রাগভ্রষ্টকর কোন সুর (বিবাদী সুর) ব্যবহৃত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।

কর্ত্তব্য (ত্রি) কর্ত্তুং যোগ্যং, কৃ-যোগ্যার্থে তব্যঃ। ১ করিবার উপযুক্ত ("হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।" হিতোপ°) ২ (স্ত্রী) কার্য্য। ৩ ছেদ্য, কাটিবার উপযুক্ত।

কর্ত্তব্যতা (স্ত্রী) কর্ত্তব্যস্য ভাবঃ, কর্ত্তব্য-তল্ (তস্য ভাব স্ত্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯) টাপ্। বিধেয়তা।

কর্ত্তা (পুং) করোতি সৃজতি সম্পাদয়তি বা, কৃ-তৃচ্ (ণ্বুল্-তৃচৌ)। পা ৩। ১। ১৩৩।) ১ ব্রহ্মা। ২ কার্য্যসম্পাদক; এই কর্ত্তা পাঁচ প্রকার,—হেতুকর্ত্তা, প্রযোজক কর্ত্তা, অনুমন্তা কর্ত্তা ও গৃহীতা কর্ত্তা।

ন্যায় মতে, ক্রিয়াকৃতি যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহাকে কর্ত্তা বলে। বেদান্তপরিভাষা মতে, যিনি উপাদান বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান চিকীর্ষা এবং কৃতিমান্ তিনিই কর্ত্তা। যথা—ঘটের প্রতি কুম্ভকার। ভামতী মতে, ইতরকারক দ্বারা প্রেরিত না হইয়া যিনি সকল কারকের প্রয়োজক (প্রেরক) তিনিই কর্ত্তা।

কর্ত্তা গুণানুসারে ত্রিবিধ হইয়া থাকে—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। মুক্তসঙ্গ, নিরহঙ্কারী, ধৈর্য্যশালী, উৎসাহী এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার পুরুষ সাত্ত্বিক কর্ত্তা। রাগী, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুব্ধ, হিংস্র, অশুচি, এবং হর্ষশোকাদি-যুক্ত পুরুষ রাজস কর্ত্তা। আত্মজ্ঞান লাভে নিশ্চেষ্ট, শঠ, প্রতারক, অলস, বিষভোজী, দীর্ঘসূত্রী ও শুষ্কপ্রকৃতি পুরুষ তামস কর্ত্তা। ৩ প্রভু। ৪ অধ্যক্ষ। ৫ মহাদেব।

("ক্রোধহা ক্রোধকৃৎ কর্ত্তা বিশ্ববাহুর্ম্মহীধরঃ।"

ভারত ১৩।১৪৯।৪৭।)

কর্ত্তাভজা—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। এই সম্প্রদায়ী লোকদিগের ব্যাখ্যানুসারে একেশ্বরবাদী লোকেরাই প্রকৃত কর্ত্তাভজা, অর্থাৎ "কর্ত্তা" ঈশ্বর, তাঁহাকে ভজনা করে যে সেই "কর্ত্তাভজা"। এই সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ প্রথম মত-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারকের নাম আউলিয়া চাঁদ। মত-প্রতিষ্ঠাতা আদিপুরুষের এই নামটি বোধ হয়, এতৎ সম্প্রদায়ী লোকেরা তাঁহার উপাধি স্বরূপ রাখিয়া থাকিবেন, এটি তাঁহার প্রকৃত নাম নহে।* আউলিয়া চাঁদের আবির্ভাব

* আরবী ভাষায় "আউল" শব্দে "আদি" বুঝায় এবং "আউলিয়া" শব্দে স্থানবিশেষে "সিদ্ধপুরুষ"কেও বুঝাইয়া থাকে।

তিরোভাব ও ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে উক্ত সম্প্রদায়ী-লোকদিগের মধ্যে বিভিন্ন শাখাবলম্বীর নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্নরূপ আখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। রামানুজ, কবীর, দাদু ও নানকাদি ধর্ম্মপন্থীদিগের যেমন লিখিতগ্রন্থ ও পদ্ধতি আছে, এ সম্প্রদায়ীদিগের তদ্রূপ কিছুই নাই; তবে ইহাদিগের মধ্যে যে পুরুষপরম্পরাগত জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত ধর্ম্মপ্রচারকের অনেক পরে কোন কোন লেখক এবং উপাসক-সম্প্রদায়-সংগ্রাহক, ইংরেজী ও বাঙ্গালাভাষায় যথাশ্রুত উপাখ্যান লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সে সমস্ত লেখা যে কতদূর সমূলক ও প্রামাণিক তাহা সংশয়-শূন্য হইয়া বলা কঠিন। ঐ সমস্ত আখ্যানের মধ্যে যে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা তাহাও স্থির করা সম্ভব নহে।

এই আউলিয়াচাঁদ যে স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার একথা তৎ-সম্প্রদায়ী সকল লোকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেব অন্ত্যলীলার শেষ-ভাগে ক্ষীর চোরা গোপীনাথের * মন্দিরে অপ্রকট হইয়া † অলক্ষ্যে সন্ন্যাসীর বেশে আনোয়পুর পরগণার "বোলা দুবলী" নামক স্থানে আসিয়া কিছুদিন প্রচ্ছন্নভাবে কালযাপন করেন। অনন্তর তথা হইতে উলাগ্রামে মহাদেব বারুইয়ের বরজে বালকবেশে দর্শন দেন। মহাদেবের কোন সন্তানসন্ততি ছিল না, তিনি ঐ অজ্ঞাত কুলশীল বালকটিকে পাইয়া বহুদিন পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। কথিত আছে, বাউলচাঁদ ১২ বৎসরকাল ঐ মহাদেব বারুয়ের ঘরে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে ক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া এক গন্ধবণিকের গৃহে কিছুদিন থাকেন, পরে একজন ভূস্বামীর ভবনে ১৪ বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। অনন্তর বাঙ্গালার পূর্ব্বাংশে কোন কোন স্থানে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া ২৭ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বেজড়া নামক একখানি গ্রামে অতিবাহিত করেন। এই স্থলেই ক্রমে পশ্চাল্লিখিত ২২ জন শিষ্য তাঁহার অনুচর হয়;—১ নয়ন, ২ লক্ষ্মীকান্ত, ৩ হটু ঘোষ, ৪ বেচু ঘোষ, ৫ রামশরণ পাল, ৬ নিত্যানন্দ দাস, ৭ খেলারাম উদাসীন, ৮ কৃষ্ণদাস, ৯ হরি ঘোষ, ১০ কানাই ঘোষ, ১১ শঙ্কর, ১২ নিতাই ঘোষ, ১৩ আনন্দলাল গোঁসাই, ১৪ মনোহর দাস, ১৫ বিষ্ণু দাস, ১৬ কিনু, ১৭ গোবিন্দ, ১৮ শ্যাম কাঁসারি, ১৯ ভীমরায় রাজপুত, ২০ পাঁচু রুইদাস, ২১ নিধিরাম ঘোষ ও ২২ শিশুরাম। এই বাইশ জন শিষ্য সম্বন্ধে কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য বচন প্রচলিত আছে;—যথা—"আউলে চাঁদ গোরা গরু, সঙ্গে বাইশ ফকীর বাছুর তার।" এই বিষয়ে একটি অপূর্ব্ব গীতও শুনিতে পাওয়া যায়,—

"এ ভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো।
এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বলো॥
এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একটি মন,
বাহুতুলি করে প্রেমে ঢলাঢল॥
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো॥" *

কথিত আছে, আউলেচাঁদ চাকদহের নিকট পরাগী নামক স্থানে বহুকাল বাস করেন এবং ১৬৯১ শকে বোয়ালে নামক গ্রামে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎকালে তাঁহার বাইজন শিষ্যের মধ্যে রামশরণ ও হটুঘোষাদি আটজন প্রধান শিষ্য সেই স্থানেই তাঁহার কবরে সমাধি দিয়া দেহটিকে লইয়া পরাগী গ্রামে গমন করেন এবং সেইখানে তাহা সমাহিত করেন।

যদিও আউলেপ্রভুর ২২ জন শিষ্য থাকার কথা কর্ত্তাভজাদিগের পুরুষপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এক্ষণে এক রামশরণ পালের বংশ ও প্রচারিত মত ভিন্ন অন্য কাহারও বংশের বা পিতামাতার নাম ধাম ও পরিচয় কি, তাহাদের সম্বন্ধে অন্য কোন কথা জানিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না।

এই রামশরণ পাল সদ্গোপজাতীয় একজন গৃহস্থ। চাকদহের নিকট জগদীশপুর গ্রামে ইহার বাস ছিল। ইহার

---

* বাঙ্গালার স্থানে স্থানে একটি জনশ্রুতি আছে যে, একদিন গোপীনাথ-বিগ্রহের শ্রীমন্দিরে সমাগত অতিথির মধ্যে মাধবেন্দ্রপুরী নামক একটি বালক উক্ত বিগ্রহের বৈকালিক জলপানের ক্ষীর খাইবার জন্য অভিলাষী হন, ভক্তবৎসল গোপীনাথ ভোগের থাল হইতে এক কটোরা ক্ষীর চুরী করিয়া ধড়ার অঞ্চলে লুকাইয়া রাখেন, পরে সেবাইতগণকে প্রত্যাদেশ করেন যে মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য এইরূপে ক্ষীর চুরী করিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে ডাকিয়া দাও। সেবাইতেরা প্রত্যাদেশ পাইয়া ঘোষণা করিলেন,

"কে আছরে ভক্তমধ্যে মাধবেন্দ্রপুরী।
তোমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর করেছেন চুরী॥"

† চৈতন্য সম্প্রদায়ীদিগের মতেও এইরূপ একটি প্রবাদ আছে,—

"কি করিব কোথায় যাব বচন না সরে।
গোরাচাঁদে হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে॥"

* কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, ১৬৬৩ শকে বঙ্গদেশে বর্গীর হাঙ্গামের সময় আউলেচাঁদকে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ বেগার ধরিলেন। তিনি ত্রিবেণীর নিকট চন্দ্রহাটির ঘাটে স্বীয় কমণ্ডলু মধ্যে গঙ্গাকে পুরিয়া লইয়া খড়ম পায়ে দিয়া জলশূন্য গঙ্গাগর্ভ পার হইয়া চলিয়া যান। আউলে কর্ত্তার কমণ্ডলুস্থিত সেই গঙ্গাজল অদ্যাপি ঘোষপাড়ার পালদিগের বাড়ীতে আছে। সেই জল দ্বারা লোকের সকল কামনা পূর্ণ ও সকল দায় হইতে মুক্তিলাভ হয় বলিয়া কর্ত্তাভজারা বিশ্বাস করে।

ইহার পিতার নাম নন্দঘোষ। গৃহস্থের নিয়মানুসারে ইহার পিতা প্রথমতঃ চাকদহের নিকটস্থ জগপুর গ্রামের শিওঘোষের কন্যা গৌরীর সহিত ইহার বিবাহ দেন; এবং সেই গৌরীর গর্ভে রামশরণের ত্রৈলোক্যমোহিনী ও জগত্তারিণী নামে দুইটী কন্যা হয়। কিছুদিন পরে রামশরণের এই দুই কন্যা ও পত্নী মৃত্যুমুখে পড়িলে, তিনি স্বীয় জন্মভূমি জগদীশপুরের নিকট গোবিন্দপুর গ্রামবাসী গোবিন্দ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যার নাম সরস্বতী। এই সরস্বতীই দেহান্তের পর "সতী মা" নামে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। সরস্বতীর গর্ভে রামশরণের "রামদুলাল নামে" এক পুত্র এবং "অন্নদা" ও "ভবানী" নামে দুই কন্যা হয়। সরস্বতীকে বিবাহ করিবার অতি অল্প দিন পরেই রামশরণ বিষয় কার্য্যের প্রার্থনায় নদীয়া জেলার অন্তর্গত ঘুরতিপুর গ্রামে আসিয়া নিজ কুটুম্ব কাটুদিগের বাটীতে বাসা করিয়া থাকেন। পরে তথাকার জমীদার যেনাপুরের খাঁদিগের বংশোদ্ভব রায় রাঞান দেওয়ান পদ্মলোচন রায় বাহাদুরের বাটীতে অতিথিসেবার একটি চাকরী প্রাপ্ত হন। এই কর্ম্মে স্বীয় প্রভুর সন্তোষ ও বিশ্বাসজনক কার্য্য করায় "বিশ্বাস" উপাধি লাভ করেন। অনন্তর তাঁহার প্রভু তাঁহার প্রতি বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে উখড়া পরগণার একটি মহালে নাএব নিযুক্ত করিয়া পাঠান। কথিত আছে যে, এই স্থানেই আউলেচাঁদের সহিত রামশরণের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হয়। রাম পূর্ব্ব হইতেই অতিথিভক্ত, সাত্ত্বিক ও পরমার্থপ্রিয় লোক ছিলেন। এই স্থলে গমনের অল্পদিন পরেই তাঁহার আতিথেয়তার যশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং সর্ব্বদাই নানা প্রকার অতিথি অভ্যাগতের সমাগম হইতে লাগিল।

একদা রামশরণের কাছারী বাটীতে একজন মহাপুরুষের সমাগম হইল। যথাসময়ে মহাপুরুষ স্নানে গেলেন। এমন সময়ে তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে রামশরণ পূর্ব্বসঞ্চিত শূল বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপুরুষ স্নানান্তে তথায় উপস্থিত হইয়া রামশরণের মূর্চ্ছা ও দুর্দ্দশা দেখিয়া পরিচারকবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া আপনার কমণ্ডলু হইতে যৎকিঞ্চিৎ জল লইয়া রামের চক্ষে প্রক্ষেপ ও মুখে দিবামাত্র রাম চৈতন্যপ্রাপ্ত ও যন্ত্রণামুক্ত হইয়া উঠিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাধুর প্রতি রামের ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ও অচলা ভক্তি হইয়া উঠিল। এদিকে মহাপুরুষ স্নানান্তে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে ধ্যানস্থ হইয়াছেন, সে ধ্যানের আর ভঙ্গ নাই, সমস্ত দিবা অবসান হইল, তথাপি কোন সাড়া শব্দ নাই, রামশরণের স্নানাহার নাই, সন্ধ্যার পর গৃহের বহির্ভাগে রাম একটি দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া বসিয়া ও আপনি একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাত্রি দুইপ্রহর অতীত, বাসার সমস্ত লোক নিদ্রিত, কেবল রাম একাকী জাগ্রত, এমন সময় মহাপুরুষ ঘরের দ্বার মুক্ত করিয়া কমণ্ডলু হস্তে তথা হইতে চলিলেন। রামও তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া মহাপুরুষ এক অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, রামশরণও অনুগমন করিলেন। রামের গমনের শব্দে মহাপুরুষ পথ নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন। তখন রামও অমনি তাঁহার পদানত হইয়া পড়িলেন ও কহিলেন যে ঠাকুর আমাকে কৃপা করিয়া সঙ্গী করুণ, আমি সেবায় নিযুক্ত থাকিব। ঠাকুর কহিলেন, "আমি উদাসীন সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী, বিশেষতঃ তুমি দারপরিগ্রহ করিয়াছ, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। এক্ষণে তোমার সময় হয় নাই। তুমি যথাসময়ে আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর। এবং আমি যে উপদেশাদি দিই তাহা পালন, যজন ও যাজনপূর্ব্বক আপনার ও অন্যের মঙ্গল বর্দ্ধন কর।" এই বলিয়া তিনি রামকে আপন কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ জল প্রদান করিলেন। প্রবাদ আছে যে উপরের লিখিত পালদিগের ঘরে যে গঙ্গাজল আছে সে এই জল। শুনা যায়, তদবধি রামশরণ বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঘুরতিপুর গ্রামের সদ্গোপপল্লীতে আসিয়া নির্ভর করিলেন এবং ক্রমে স্বীয় মত বিস্তার করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার সম্প্রদায় যেমন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ওদিকে তদনুসারে তাঁহার দিন দিন ধনাগম বৃদ্ধি হইয়া সাংসারিক অবস্থারও উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। মতাবলম্বী লোকেরা বলেন যে, তখন আউলিয়া চাঁদ বা ফকীর ঠাকুর রামের এই ভবনে আসিয়া অনেকদিন ছিলেন। তিনি অতি দীর্ঘকায় ও আজানুলম্বিত বাহু ছিলেন। ফলমূল ও লতাপাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যে তাঁহার অনেক অলৌকিকী শক্তির কথা প্রচলিত আছে। অন্ধের নয়ন, খঞ্জের চরণ, কুষ্ঠাদি উৎকটরোগের আরোগ্য সাধন, অপুত্রের পুত্র, দরিদ্রের ধন, মৃতের জীবন-দান ইত্যাদি অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া তিনি স্বীয় মতাবলম্বী লোকদিগকে বিমোহিত করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন বহুতর ব্যক্তিকে আপন মতে আনিয়া ছিলেন। প্রবাদ যে তাঁহার প্রসাদে তথায় রামশরণও এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন ও এই সামান্য সদ্গোপপল্লী ঘুরতিপুর গ্রামের ঘোষপাড়া অল্প দিনের মধ্যে জনবিখ্যাত হইয়া উঠিল। এই স্থানেই তাঁহার পুত্র রামদুলালের জন্ম হয়। রামশরণের

পর রামদুলালও কর্তাভজা মতের ভাবী উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ বড় বুদ্ধিজীবী লোক ছিলেন এবং রীতিমত পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সকল প্রকার লোকের বোধসুলভ সামান্য সামান্য ভাষায় ন্যূনাধিক সাত আট শত গীত রচনা করেন, ঐ সমস্ত গীতের নাম "ভাবের গীত।" কিন্তু তাহার মধ্যে সকল গানের ভাব বোধ হয় কোন মতাবলম্বী কর্তাভজাও বুঝিতে কি বুঝাইতে পারেন না। তাহার মধ্যে কোন গীত প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রানুগত, কোন কোন গীত মুসলমানদিগের সুফী সম্প্রদায়সিদ্ধ এবং অনেক গীত রচয়িতার নিজের আভপ্রেত। যদিও ঐ সমস্ত গীত যত্নপূর্ব্বক একত্র সংগৃহীত হইয়া বহুকালের পর এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে তথাপি পাঠকগণের অবগতির জন্য এ স্থলে আমরা দুই চারিটি গীতের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম—

১। আদ্দি অবধি জগে ফিরি।
জীব তরায় যে থাকি কেউ না থাকি,
একাকী পেতে ভবতরি।

এই গীতের স্থানান্তরে কশ্যপপত্নী অদিতি দিতি দুই সতীনে, পতিসহ...করে দেবাসুরগণে, সেই কশ্যপ ঋষির উৎপত্তি বিধির যোগেতে, তিনটি বিধির উৎপত্তি সেই গুণের নিধি নিরঞ্জন হ'তে, এই নয় পুরুষের মধ্যে যারা আছে হয়েছে স্বর্গের অধিকারী।'

আমি পরিচয় দিলে সকলে বলে কথার কথা—
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হদ্দ যত প্রকৃতি সবাই আমার মাতা • • •

২। ডাক্‌ছি পার হব বলে ও ছেলে মুখ তুলে তাকাও।
পুরাতন তরি পেতে কেরালখান করেছ ডান হাতে,
এই নদ নদীতে পার করিতে লোকটা পেছে কত চাও।
তোমার আচ্ছা মাঝা খাসা পয়সা বাছের বাছ দেখে,
ঠাউরে ঠাউরে সুমার ক'রে দিবো তোমাকে,
আমি সুমার করি সয়না দেরী ত্বরায় তরি ভিড়িয়ে দাও।
ভাইরে অবিশ্রান্ত বসন্ত শান্ত যেথানে,
ভেবেছে জনকত লোক তারা চলে যাবে সেথানে;
তার অবধি, ভবজলধি আর নদীপার,
খবর পেয়ে এলে ধেয়ে সেই জলধির ধার,
জলের খেলা দেখে বল্‌চে ডেকে তরিতে কে ফিরে চাও।
ডাক্‌ছি পার হব বলে ও ছেলে মুখ তুলে তাকাও॥

৩। ভজরে ভজরে তার চরণ।
ও যার নাম করিলে হয় সকল জ্বালা নিবারণ॥
তুমি বারেক ভজে দেখো,
যদ্যা না পাও সুখে সুখে শান্ত হয়ে থেকো,
সেই দীন হীনগণ জনার মনোরঞ্জন।
যে জন ইক্ষুরসের পেয়েছে সন্ধান,
অগ্রভাগ হইতে ক্রমে করে রসপান,
তেমনি ক্ষীণ হতে হতে, দুঃখ পাবে অতিশয় নানা-নো মতে
ও ভাই। এই দীন হীন জনগণার মনোরঞ্জন॥

৪। এই কষ্টে মন করে খুঁৎ খুঁৎ।
তিনি গড়েন যত ঘর তার ঘড়ি ঘড়ি বেগ্‌ড়ে যুত।
আমি সোধাতে যাই ঘরামির বাড়ি,
তল্লাসে পাই তার হাতে কাবাই নাই একঘড়ি,
ভাইরে, সে ঘর উড়্‌রে নে যায় পকভূত।

এই সমস্ত গীত প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের সুরে গীত হয় এবং তাহার ন্যায় ইহার চিতেন, মহড়া, কলি, পরকলি ও পর-চিতেন ফুকো প্রভৃতি সমস্ত শাখা প্রশাখা আছে। প্রস্তাব বাহুল্যের আশঙ্কায় তাবৎ বিস্তৃতরূপে না দিয়া নমুনা স্বরূপ আমরা এই দুই চারটী গীতের এক এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বর্ত্তমান কর্তাভজা মতাবলম্বীরা রামদুলালের রচিত এই গীতগুলিকে 'শাস্ত্র' বলিয়া মান্য করে এবং ইহার মধ্যে যাহার যে গীত ইচ্ছা সে সেই গীতের আলাপ ও আলোচনা করিয়া থাকে। প্রতি শুক্রবার প্রাতে ও সন্ধ্যার পর উক্ত মতাবলম্বীদিগের বৈঠক হইবার নিয়ম আছে এবং তদনুসারে অনেক স্থানে বৈঠক হইয়াও থাকে, ঐ বৈঠকে এই ভাবের গীত সঙ্গীত হইয়া থাকে। রামদুলালের সময় অনেক ধনী মানী ও জ্ঞানী লোক উক্ত মতাবলম্বী হয়েন। শুনা যায় ভূ-কৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর কোন উৎকট রোগ শান্তির উদ্দেশে ঘোষপাড়া পর্য্যন্ত গমন করিয়া ফল প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত মতাবলম্বী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিবংশপরম্পরায় নামের প্রথমে 'সত্য' শব্দ যুক্ত থাকিবার এই মাত্র কারণ। আরও প্রবাদ আছে যে, তিনি কাশীধামে, গুরুধাম, এই নামে পৃথক্ একটী স্থান প্রস্তুত করিয়া রামদুলালকে তথায় লইয়া গিয়া ঐ 'গুরুধামে' প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একলক্ষ টাকা দক্ষিণা দিতে চাহিয়াছিলেন। তথাপি দুলাল স্বীয় গদি ছাড়িয়া তথায় গমন করেন নাই। রামদুলাল ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বাঙ্গালা ১২৩৮ কি ৩৯ সালের চৈত্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি বারুণীর দিবস ইহলোক হইতে অবসর লয়েন।

রামদুলালের চারি পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে পাঁচটি পুত্রসন্তান হয়। ১ রাধামোহন, ২ মথুর, ৩ কৃষ্ণবিহারী, ৪ ঈশ্বরচন্দ্র,

৫ ইন্দ্রচন্দ্র। দুলাল বর্ত্তমানেই প্রথমতঃ দ্বিতীয়ের প্রাপ্তি হয়। যদিও তাঁহার পরলোক গমনের পর তিন পুত্র বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তৎকালে তাঁহার মাতা কর্ত্তা রামশরণের স্ত্রী বর্ত্তমান থাকায় কোন পুত্রই গদির মালিক না হইয়া স্বয়ং সরস্বতী 'কর্ত্তা মা' 'সতী মা' নামে গদিনসী হইলেন এবং তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব চলিতে লাগিল। যদিও তিনি স্ত্রীলোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আমলে উক্ত সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়াছিল। তিনি অতি প্রাচীনাবস্থা পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করিয়া বাঙ্গালা ১২৪৭ কি ৪৮ সালের আশ্বিন মাসে দেবীপক্ষে প্রতিপদের দিন ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পর তাঁহার চতুর্থ পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র পাল গদির মালিক হইয়া বহুদিন কর্ত্তৃত্ব করেন। তাঁহার প্রথম কর্ত্তৃত্ব সময়ে সম্প্রদায়ের অবস্থা পূর্ব্ববৎই ছিল। অনন্তর কতগুলি অসৎলোকের কুসংসর্গে তাঁহার অসৎপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া তদনুরূপ কার্য্যের ঘটনায় ঘোষপাড়ার ঘর একেবারে ছারখার হইয়া গেল, এক্ষণে আর সে শ্রী নাই, সে সৌষ্ঠব নাই, সে সাত্ত্বিক ভাব নাই, সে হরিসংকীর্ত্তন নাই, শুক্রবারের মজলিস ও নাই, সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের চিত্তরঞ্জন ও মনোমোহনের জন্য কেবল নির্জীব সমাধিস্থল, ঠাকুর ঘর ও ডালিমতলা পড়িয়া আছে। আর গোড়ের খালের আড়ৎদারদিগের ন্যায় যাত্রীদিগের পুঁটলী কাড়াকাড়ি চলিতেছে এবং খানগতীদিগের দুই পক্ষের মহাশয়গণ লোক সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বকীয় কর্ম্মফল ভোগের জন্য হতমান ও হতশ্রী হইয়া কলিকাতার বড়জেলে কারাবাস পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে ও তাঁহাকে স্বসম্প্রদায় মধ্যে কিছুমাত্র অশ্রদ্ধের হইতে হয় নাই এবং অর্থাগমের হানি হয় নাই। সেই জেলখানাতে শত শত লোক গিয়া নানা জাতীয় খাদ্যাদি উপহার দিয়াছে এবং অর্থানুকূল্য করিয়াছে। ধন্য ধর্ম্মের কুহক! ধন্য বিশ্বাস! ধন্য ভক্তি! যে কিছুতেই চলিবার কি হেলিবার দুলিবার ও টলিবার নহে। ঠাকুরের যত দুর্দ্দশা ততই মহিমা, ততই লীলার প্রকাশ না হইবে কেন? যখন ক্রাইষ্টের ক্রুশাঘাত, কৃষ্ণের ব্যাধহস্তে মৃত্যু ও দেবরাজের দস্যুবৃত্তি লীলা ও মহিমা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তখন ঈশ্বরচন্দ্রেরই বা অপরাধ কি? ঈশ্বরের জীবদ্দশাতেই তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র রসিকলাল ও সত্যচরণ পালের এক পৃথক্ গদি হয়, এক্ষণে ঐ গদি ও ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু ঘটনার পর হইতে তাঁহার পৌত্র হরিদাস পালের আর এক গদি এই দুই গদি প্রচলিত আছে।

রামশরণের পুত্র রামদুলাল যে ভাবের গীতগুলি রচনা করিয়া যান, তদ্ভিন্ন কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের আর কোন লিখিত গ্রন্থাদি থাকা প্রকাশ নাই এবং আউলিয়াচাঁদ রামশরণকে যে কি মূলতত্ত্ব ও উপদেশ প্রদান করেন, তাহাও সংশয়যুক্ত হইয়া জানা যায় না। এক্ষণে উক্ত সম্প্রদায়ী লোকে বা যে কতকগুলি বাঙ্গালাভাষা রচিত বচন পাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন, সেগুলি যে মত-প্রবর্ত্তকের মুখ বিগলিত হইয়া তদবধি পুরুষপরম্পরানুসারে চলিয়া আসিতেছে, কি ক্রমে উক্ত সম্প্রদায় সিদ্ধ মহাপুরুষেরা ইহা ও আবশ্যক মত সময়ে সময়ে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা স্থির করা বড় কঠিন। এক্ষণে তাঁহাদিগের দলে পরমার্থ সাধনের ও আচারানুষ্ঠানের যদি ও নানা প্রকার বিভিন্নতা জন্মিয়াছে, কিন্তু বীজমন্ত্র ও মূলতত্ত্ব বিষয়ে কোন অসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। যথা বীজমন্ত্রের মূল সূত্র "গুরু সত্য।" কোন ব্যক্তি উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে চাহিলে প্রথমতঃ সে ঐ মূলমন্ত্র পায়। যখন উহাতে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অধিকতর ধারণা শক্তি হয়, তখন সে "কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার তুমি আমার, তোমার সুখে চলি ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু" (এই মন্ত্রের প্রকারান্তর শুনা যায়। যথা" কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু তোমার সুখে চলি বলি, যা বলাও তাই বলি, যা খাওয়াও তাই খাই, তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ নই, গুরু সত্য বিপদ্ মিথ্যা") তিনবার এই ষোল আনা মন্ত্র পাইয়া থাকে। ইহাদিগের মতে পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যাহরণ ও পরহত্যা সাধন এই তিনটি কায়কর্ম্ম ও ঐ ত্রিবিধ কায়কর্ম্মের ইচ্ছারূপ মনঃ কর্ম্ম ও মিথ্যা কথন, কটু কথন, বৃথা ভাষা ও প্রলাপভাষা এই চারি প্রকার বাক্ কর্ম্ম, এই দশবিধ কর্ম্ম নিষেধ। ইহা আউলিয়াচাঁদের উপদেশ ও আজ্ঞা বলিয়া খ্যাত। ইহাতে বোধ হয় কর্ত্তাভজাসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের উদ্দেশ্য অতি উৎকৃষ্টই ছিল। এই বিষয়ে আর একটি মন্ত্রও আছে, যথা" মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা।" ইহাদিগের মতের মন্ত্রদাতা গুরুর নামে মহাশয়, আর শিষ্যের নাম বরাতি *। কোন মহাশয় যখন কোন বরাতিকে উপদেশ দেন, তখন তাহাকে মূলমন্ত্রের সঙ্গে উক্ত প্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ী লোক পরস্পর যখন কথাবার্ত্তা করিয়া থাকেন, তখন তাহাতে অন্যের দন্তস্ফুট করা বড় কঠিন। তার মধ্যে অনেকগুলি

* বরাতি অর্থাৎ যে যার বরাতে পড়ে সে তার বরাতি মাত্র অতএব মূল গুরু সেই কর্ত্তা।

ভেঁতেঠারের মত সাংকেতিক শব্দ আছে। তন্ত্রবাদিগের যেমন ঢেঁকি বলিলে মাকুকে বুঝায়, তেমনি ইহাঁদিগেরও তোমার বলিলে আমার বুঝায়। যথা, তোমার যে চক্ষের দোষ হইয়াছে অর্থাৎ আমার চক্ষের দোষ হইয়াছে। ইহারা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করাকে 'হাটা' বলেন। যথা, তুমি কি কালি তথায় হাঁটিবে অর্থাৎ গমন করিবে। ইহাঁরা আপন আপন বাড়ীকে বাসা বলেন, তাহার মর্ম্ম ঘোষপাড়া সমস্ত লোকেরই বাড়ি, আর তাহাদিগের নিজ নিজ বাসস্থান কেবল বাসা মাত্র। উক্ত সম্প্রদায়ী লোকের নাম ভগবজ্জন, তদ্ভিন্ন আর সকল লোকই ঐহিক লোক, কর্তাভজারা মৃত্যুকে দেহ বাধা বলে অর্থাৎ জীবাত্মা অমর, তিনি দেহ এথানে রাখিয়া অন্য দেহ ধারণ করেন, ইহাদিগের ধর্ম্মানুযায়ী সিদ্ধপুরুষের নাম পাএসাব্যস্ত। ইহাঁদিগের জাতিবিচার ও অন্নবিচার নাই, সকল বর্ণের লোকই, এমন কি মুসলমান পর্য্যন্ত এ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অধিকারী এবং যে বর্ণের লোকই হউক, একবার মূলমন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক এ ধর্ম্মভুক্ত হইলে ইহারা তাহার সহিত অন্নপান গ্রহণ করিয়া থাকে। মানুষে মানুষের সেবা ও পূজ্য, তদ্ভিন্ন অপর কোন দেব দেবীর আরাধনা বা উপাসনা ইহাদের মতে আবশ্যক নহে। যদিও পরস্ত্রীগমন কি গমনের ইচ্ছা পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের সম্পূর্ণ মতবিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ; কিন্তু একণে নরসেবা ও নারীসেবাই এই ধর্ম্মের সর্ব্বনাশের মূল হইয়া উঠিয়াছে। কর্তাভজা দলের মধ্যে হিসাব করিলে তিনভাগের অধিক স্ত্রীলোক ও এক ভাগের ন্যূন পুরুষ। প্রাচীন মহাত্মাদিগের মহাকাব্যের বিপরীত এই সমস্ত নরনারী সর্ব্বদা একত্র সহবাস করায় কর্তাভজা ধর্ম্ম দিন দিন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া আসিতেছে।

কর্তাভজারা গৌরব করিয়া বলিয়া থাকেন যে. পৃথিবীতে আর আর যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সমস্তই অনুমান, কেবল ইহাই সত্য ধর্ম্ম; হহার জ্ঞানসাধন দ্বারা মানব আপন আপন ইষ্টদেবকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই প্রত্যক্ষ করণক্রিয়া সকলের সাধ্য নহে, কেহ কেহ নিজ সাধন বলে ইহার অধিকারী হইতে পারেন। এতৎ সংক্রান্ত অনেক কৌতুকাবহ উপাখ্যান আছে, প্রস্তাব বাহুল্যের আশঙ্কায় তদ্বর্ণনে ক্ষান্ত হইতে হইল।

যাহা হউক ত্রিবিধ কারণে একণে ত্রিবিধ লোকদিগকে ঘোষপাড়া যাইতে হয় এবং তথাকার মতস্থ হইতে দেখা যায়। ১ম, বর্ব্বর ও স্ত্রীজাতিদিগকে একটা ধর্ম্মরূপ কুহকে মুগ্ধ করিয়া অর্থশোষণ ও ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করণ। ২য়, উৎকট রোগ বা অপর কোন সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ। ৩য়, কর্তাভজা ধর্ম্ম কি ইহা জানিবার কারণ। এই তিন প্রকারের লোকের মধ্যে প্রথম প্রকারের লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দ্বিতীয় প্রকার লোক তদপেক্ষা কম, আর তৃতীয় প্রকারের লোক অতি বিরল। ঘোষপাড়ায় গদির কর্তার এই কয়েক প্রকার আয়ের পথ। ১ খাজনা, ২ ভোগ, ৩ মানসিক।* ঘোষপাড়ায় পালবাবুদের বাটীতে একণে এই কয়েকটি দেবস্থান আছে, যথা সতীমার সমাজ †, দাড়িমতলা, ঠাকুর ঘর ‡ এবং শ্রীযুক্তের স্থান এই স্থানে রামশরণের পুত্র রামদুলালের খড়ম আছে। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি পর্ব্বাহে ঘোষপাড়ায় তন্মতাবলম্বীদিগের সমাগম হইয়া থাকে। ১ম, ফাল্গুনী পূর্ণিমা। এই সময়ে সেখানে একদিনে দোল ও রাসযাত্রা হইয়া থাকে। সেই দোলযাত্রায় দোলচৌকী ও রাসাসনে যদিও প্রকাশ্যে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির বার হইয়া থাকে, কিন্তু গুপ্তভাবে তাহার পশ্চাতে একটি বালিশের আকারে নিম্নের লিখিত কতকগুলি যত্নরক্ষিত পরমপদার্থের অধিষ্ঠান হয়। এই দোলরাস পর্ব্বই সকলের প্রধান। এই সময়ে ঘোষপাড়ায় সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয় এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে বিস্তর দোকানি পসারি গিয়া নানা দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করে।

এই উপলক্ষে পালবাবুদিগের যত টাকা আয় হয়, বৎসরের মধ্যে কোন পর্ব্বে তদ্রূপ হয় না।

দ্বিতীয় বৈশাখ মাসে যে পূর্ণিমা হয়, তাহাতে ঘোষপাড়ায় রথযাত্রা হইয়া থাকে। উক্ত রথের উপরও ঐ বালিশ উঠিয়া থাকে। এ সময় বড় অধিক লোকের সমাগম ও ধূমধাম হয় না।

তৃতীয় আষাঢ় মাসের রথযাত্রার পর চতুর্থী তিথিতে রামশরণ পালের মহোৎসব। ইহাতে গৌড় বৈষ্ণবদিগের প্রচলিত রীত্যনুসারে অধিবাস, মহোৎসব ও পূর্ণমহোৎসব, তিন দিন এই তিন প্রকার মহোৎসব হইয়া থাকে। ইহাতেও বহুতর লোকের সমাগম হয় এবং পালদিগেরও তদনুরূপ অর্থাগম হইয়া থাকে।

* উক্ত ধর্ম্মবাদীরা বলেন যে, প্রত্যেক লোকের শরীর সেই কর্তার; অতএব তাহাতে যে তুমি বাস কর, তাহারি খাজনা কি কর তোমার অবশ্য দেয়। সতী মা কি ঠাকুর ঘরে যে ভক্তিপূর্ব্বক কিছু ভোগ দেয় তাহার নাম ভোগ, আর কেবল দায় উদ্ধারের জন্য যে যাহা মানিয়া যায় তাহাকে মানসিক বলে।

† শুনা যায়, এই সমাজঘরে রামশরণের স্ত্রী সরস্বতীর দেহাবশেষ সমাহিত আছে, এজন্য ইহার নাম সমাজঘর।

‡ দাড়িমতলার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র দোতলাঘরের মধ্যে রামশরণের খড়ম, আউলিয়া চাঁদের আশা বাড়ি ও কন্থা এবং একটি কৌটার মধ্যে রামদুলাল পালের অস্থি ইত্যাদি কতকগুলি পবিত্র পদার্থ আছে। প্রতিদিনই তাহার অর্চ্চনা হয়। পূর্ব্বে নাচ ঘরের সম্মুখে সন্ধ্যার সময় হরি সঙ্কীর্ত্তন হইত, এই ঘরের নাম ঠাকুরঘর।

চতুর্থ, সতীমার মহোৎসব। ইহাতে লোকের বড় সমাগম হয় না, কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রকার মহোৎসবের কার্য্য হইয়া থাকে।

পঞ্চম, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। এই দিনে অনেক যাত্রী ঘোষপাড়া গ্রামে আসিয়া থাকে এবং পালবাবুদিগেরও কিছু অর্থ লাভ হয়। যদিও কর্ত্তাভজা মতাবলম্বীদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রকার কতকগুলি বিশেষ আচারানুষ্ঠান বিদ্যমান আছে, কিন্তু বাহে হিন্দুধর্ম্মের বিপরীত কোন ব্যবহারই দৃষ্ট হয় না। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা যেমন যত্নপূর্ব্বক আপন আপন বর্ণাচার ও কুলাচার রক্ষা করিয়া থাকেন, কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়দিগকেও বাহিরে তদ্রূপ করিতে দেখা যায়। যে ব্যক্তির যে বর্ণে উৎপত্তি তিনি সেই বর্ণের সকল ব্যবহারই রক্ষা করিয়া থাকেন। এমন কি ঘোষপাড়ার পালবাবুদিগেরই অন্যান্য সদেগাপের ন্যায় গুরু ও পুরোহিত থাকা দৃষ্ট হয় এবং যথানিয়মে তাঁহারা আসিয়া আবশ্যক মত, গুরুপুরোহিতের কার্য্য করিয়া যান। পালদিগের বাটীতে আর আর সদেগাপের ন্যায় লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীপূজাদি সকল প্রকার পূজা হইয়া থাকে এবং স্বজাতি ও স্ববর্ণের সহিত যথাবিধি বিবাহাদি কার্য্য হয়, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য সাধন জন্য তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে ব্যবহার ও পরমার্থ দুই সত্য, উভয়কে সমানরূপে পালন ও পূজা করিতে হইবে। ইহার পোষকে ইহাদিগের একটি বচনও আছে যথা "লোকের মধ্যে লোকাচার, সদ্‌গুরুর মধ্যে একাকার। পালদিগের বাটীতে কোন উৎকট রোগের কথা দূরে থাকুক, সামান্য সর্দ্দি শ্লেষ্মা হইলেও তখনি ডাক্তার বৈদ্যের প্রয়োজন হয়। যাহা হউক ধন্য মানুষের মন, ধন্য লোকের ভক্তি ও ধন্য ধর্ম্মের কুহক।

কর্ত্তিত (ত্রি) কর্ত্ত-ক্ত-ইট্। যাহা কাটা হইয়াছে।

কর্ত্তুকাম (ত্রি) কর্ত্তুং কামঃ অভিলাষো যস্য, বহুব্রী। করিতে ইচ্ছুক; যাহার করিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

কর্ত্তৃকা (স্ত্রী) কৃন্ততি ছিনত্তি, কৃৎ-তৃচ্ স্বার্থে কন্ টাপ্ চ। ক্ষুদ্র খড়্গ, ছোট খাঁড়া। কাটারি।

("কান্তযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্।"
তন্ত্রসা-শ্যামাধ্যান।)

কর্ত্তৃত্ব (ক্লী) কর্ত্তুর্ভাবঃ, কর্ত্তৃ ত্ব (তস্যভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯) কর্ত্তার ধর্ম্ম।

("ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।" গীতা ৫।১৩।)

কর্ত্তৃপুর (ক্লী) নগরবিশেষ। ভারতের উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত। সমুদ্রগুপ্ত এই স্থান জয় করেন।

কর্ত্তৃবাচ্য (ত্রি) কর্ত্তা বাচ্যো যত্র, বহুব্রী। যেখানে ক্রিয়াপদের দ্বারা কর্ত্তৃ লক্ষিত হয়। এই বাচ্যে কর্ত্তার প্রথমা ও কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

কর্ত্তৃস্থ (ত্রি) কর্ত্তরি কর্ত্তৃসম্পাদনযোগ্যে তিষ্ঠতি, কর্ত্তৃ স্থা-ড। কর্ত্তৃস্থানীয়, কর্ত্তার প্রতিনিধি।

কর্ত্রী (স্ত্রী) করোতি যা, কৃ-তৃচ্ ঙীপ্-চ। ১ কার্য্যসম্পাদনকারিণী। ২ প্রভুপত্নী।

কর্ত্ত্ব (ক্লী) কৃ-ত্বন্ (কৃত্যার্থে তবৈকেন্ কেন্যত্বনঃ। পা ৩। ৪।১৪।) ঘৃত। (কর্ত্ত্বং হবিঃ। কাশিকা।)

কর্দ্দ (পুং) কর্দ্দ অচ্। কর্দ্দম, কাদা।

কর্দ্দঙ্গ। পঞ্জাবের কাঙ্গড়া জেলার মধ্যবর্ত্তী একটি গ্রাম, ভাগ নদীর বামকূলে অবস্থিত। এখন লাহুল উপবিভাগের অন্তর্গত। এখানে ভাল ভাল বাড়ী আছে।

কর্দ্দট (পুং) কর্দ্দং কর্দ্দমং অটতি ব্যাবণত্বেন প্রাপ্নোতি কর্দ্দ অট্-অচ্ (শকন্ধ্বাদিত্বাদলোপঃ।) ১ পঙ্ক, পাঁক। ২ করহাট, পদ্মকন্দ। ৩ (ত্রি) পঙ্কার, পাঁকে গমনকারী।

(কর্দ্দটঃ করহাটে স্যাৎ পঙ্কপঙ্কারয়োরপি। মেদিনী।)

কর্দ্দন (ক্লী) কর্দ্দতে, কর্দ্দ-ভাবে ল্যুট্। উদরশব্দ, পেটের ডাক।

(গর্দ্দনং গুদজে শব্দে কর্দ্দনং কুক্ষিনস্তবে। হেম ৬।৩৯)

কর্দ্দম (ক্লী) কর্দ্দ-অম (কলিকর্দ্দোরমঃ। উণ্ ৩।৮৪।) ১ কাদা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নিষদ্বর, জম্বাল, পঙ্ক ও শাদ। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—শীতল, রুক্ষ এবং বিষ রোগ, বেদনা, দাহ ও শোথনাশক। ২ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রজাপতি বিশেষ, কীর্ত্তিমানের পুত্র, ইঁহার পুত্রের নাম অনঙ্গ (ভারত শান্তি)। ব্রহ্মার ছায়া হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল। ইনি সরস্বতী-তীরে বিন্দুসরতীর্থে দশহাজার বৎসর তপস্যা করেন, স্বায়ম্ভুবমনুকন্যা দেবহূতি ইহার পত্নী, পুত্রের নাম কপিলদেব এবং কলাদি নয়টি ইহার কন্যা। [কপিল ও কলা দেখ।] ৩ পাপ। (কর্দ্দমঃ পঙ্কপাপয়োঃ। উজ্জ্বল।) ৪ ছায়া। ("বেদেষু কর্দ্দমঃ শব্দশ্ছায়ায়াং বর্ত্ততে স্ফুটম্।" ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্ম° ২২ অঃ) ৫ নাগবিশেষ।

("কর্দ্দমশ্চ মহানাগো নাগশ্চ বহুমূলকঃ।" ভারত ১।৩৫।১৬।)

৬ (কর্দ্দম অর্শ আদিত্বাৎ মত্বর্থে অচ্ ত্রি) কর্দ্দমযুক্ত স্থান। ৭ বিন্ধ্যপার্শ্বের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ৮ কাশীপ্রদেশের মধ্যবর্ত্তী একটি গ্রাম। এখানে কর্দ্দমেশ নামক শিবলিঙ্গ আছে। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫৪। ৮৮-৫২।)

কর্দ্দমক (পুং) কর্দ্দমে কায়তি প্রকাশতে, কর্দ্দম-কৈ-ক। ধান্যবিশেষ। [ধান্য দেখ।]

কর্দ্দমরাজ (পুং) কাশ্মীরের রাজবিশেষ, ইহার পিতার নাম ক্ষেমগুপ্ত (রাজতরঙ্গিণী ৬।২০০,৩২৫,৩৬১।)

কর্দ্দমাটক (পুং) কর্দ্দমো মলাদিঃ অটাতে নিক্ষিপ্যতে যত্র, কর্দ্দমস্য মলাদেঃ আটো নিক্ষেপোঽত্র ইতি বা। বিষ্ঠাদি ফেলিবার স্থান।

কর্দ্দমিত (ত্রি) কর্দ্দম-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) কর্দ্দমরূপে পরিণত, কাদা হইয়া যাওয়া।

কর্দ্দমিনী (স্ত্রী) কর্দ্দমানাং দেশঃ, কর্দ্দম ইনি (পুষ্করাদিভ্যো দেশে। পা ৫।২।১৩৫।) ঙীপ্। প্রচুর কর্দ্দমযুক্ত দেশ।

কর্দ্দমিল (স্ত্রী) কর্দ্দম-ইল (বুহণ্‌কঠিজিলসেনিরঢঞ্‌ণ্যয ফক্‌ফিঞিঞ্‌ঞ্যকক্‌ঠকো ঽশ্মাদিভ্যো। পা ৪।২।৮০।) জনপদবিশেষ। ("এতৎ কর্দ্দমিলং নাম ভরতস্যাভিষেচনম্।" ভারত বন।)

কর্দ্রুমী (স্ত্রী) মুদ্গর বৃক্ষ, কামরাঙ্গা।

কর্পট (পুং) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে কৄ-বিচ্, কর্ চাসৌ পটশ্চেতি। ১ জীর্ণবস্ত্র, ছেঁড়া কাপড়, নেকড়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—লক্তক ও নক্তক। ২ পর্ব্বতবিশেষ,—ইহা নাভিমণ্ডলের পূর্ব্বদিকে ও ভস্মকূটের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে শমন অবস্থান করেন। (কালিকাপুং ৮১ অঃ।) ২ মলিন বস্ত্র। ৩ বস্ত্রখণ্ড। ৪ কষায় রক্তবস্ত্র।

কর্পটধারী [ন্] (ত্রি) কর্পটং ধরতি, কর্পট-ধৃ-ণিনি। মলিন জীর্ণবস্ত্রখণ্ডধারী, ভিক্ষুক।

কর্পটিক (ত্রি) কর্পটো ঽস্ত্যস্য, কর্পট-ঠন্ (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) কর্পটধারী।

কর্পটী [ন্] (ত্রি) কর্পটোঽস্ত্যস্য, কর্পট-ইনি (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) কর্পটধারী।

কর্পটিনী (স্ত্রী) কর্পটিন্-ঙীষ্। কর্পটধারিণী।

কর্পণ (পুং) কৃপ-ল্যুট্। লৌহশস্ত্রবিশেষ। ("চাপচক্রকণপকর্পণপ্রাসপট্টিশমুষলতোমরাদি প্রহরণজালমুপযুঞ্জানঃ।" (দশকুমার।)

কর্পর (পুং) কৃপ বাহুলকাৎ অরন্, লত্বাভাবঃ। ১ কপাল, মাথার খুলি। ২ শস্ত্রবিশেষ। ৩ কটাহ। ৪ খোলা। ৫ উড়ুম্বর বৃক্ষ। ৬ কাছিমের পিঠের খোলা।

কর্পরাংশ (পুং) কর্পরস্য অংশঃ, ৬তৎ। খাপরার অংশ, খোলাকুচি।

কর্পরাল (পুং) কর্পর ইব অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কর্পর অল্-অচ্। ১ কঙ্কাল। ২ পর্ব্বতজাত পীলুবিশেষ, আখরোট্।

কর্পরাশী [ন্] (পুং) কর্পরে অশ্নাতি, কর্পর-অশ-ণিনি। বটুকভৈরব।

("শ্মশানবাসী মাংসাশী কর্পরাশী মহাভকৃৎ।" বটুকস্তব।)

কর্পরিকা (স্ত্রী) কর্পরী স্বার্থে কন্ টাপ্ হ্রস্বঃ। কর্পরী, দারুহরিদ্রার কাথের তুঁতে।

কর্পরিকাতুত্থ (স্ত্রী) কর্পরিকৈব তুত্থম্। দারুহরিদ্রার কাথের তুঁতে।

কর্পরী (স্ত্রী) কৃপ বাহুলকাৎ অরচ্, লত্বাভাবঃ, ঙীপ্। দারুহরিদ্রার কাথের তুঁতে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দার্ব্বিকা ও তুত্থাঞ্জন।

কর্পাস (পুং, স্ত্রী) কৃ-পাস, (কৃঞঃ পাসঃ। উণ্ ৫।৪৫) কার্পাস, কাপাসগাছ। [কাপাস দেখ।] (কর্পাসঃ শস্যভেদঃ স্যাৎ। উজ্জ্বল।)

কর্পাসফল (স্ত্রী) কর্পাসস্য ফলং, ৬তৎ। কাপাসের বীজ, মাকাটি। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ, স্তন্যবর্দ্ধক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, গুরু ও কফকারক।

কর্পাসী (স্ত্রী) কর্পাসজাতিত্বাৎ গৌরাদিত্বাৎ বা ঙীষ্। কাপাসগাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী ও সমুদ্রান্তা। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—লঘু, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, মধুররস ও বায়ুনাশক। কার্পাসের পত্র বায়ুনাশক, রক্ত ও মূত্রবর্দ্ধক, এবং কর্ণপীড়কা, কর্ণনাদ ও পূয়স্রাবের শান্তিকারক। [কার্পাস দেখ।]

কর্পূর (পুং, স্ত্রী) কৃপ ঊর (খর্জিপিঞ্জাদিভ্য ঊরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০।) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ; পারস্যভাষায় ইহাকে কাফুর, হিন্দিভাষায় কপূর, দাক্ষিণাত্যে কাপুর, তামিল করুপূরম, সিংহলী কপুরু ও ইংরেজী ভাষায় ক্যাম্ফর (Camphor) কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ঘনসার, চন্দ্রসংজ্ঞ, সিতাভ্র, হিমবালুকা, সিতাভ, ঘনসারক, সিতকর, শীত, শশাঙ্ক, শিলা, শীতাংশু, হিমবালুকা, হিমকর, শীতপ্রভ, শাম্ভব, শুভ্রাংশু, স্ফটিকাভ্র, কারমিহিকা, তারাভ্র, চন্দ্রার্কিক, চন্দ্র, লোকতুষার, গৌর, কুমুদ, হর, হিমাহ্বয়, চন্দ্রভস্ম, বেধক ও রেণুসারক। কর্পূরের ত্রয়োদশ প্রকার ভেদ আছে—পোতাস, ভীমসেন, সিতকর, শঙ্করবাস সংজ্ঞ, পাংশু, পিঞ্জ, অব্দসার, হিমবালুক, ঘটিকা, তুষার, হিম, শীতল ও পত্রিকাখ্য। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—শীতল, বৃষ্য, চক্ষুর হিতকর, লেখন, লঘু সুগন্ধি, মধুর ও তিক্তরস এবং কফ, পিত্ত, বিষদোষ, দাহ, তৃষ্ণা, মুখের বিরসতা, মেদঃ ও দুর্গন্ধনাশক। চীনে কর্পূর,—কফনাশক, তিক্তরস এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বমিনিবারক।

কর্পূর উদ্ভিদ্‌জাত জমাট, গন্ধযুক্ত ও চঞ্চল উবায়ু গুণবিশিষ্ট (বাষ্প উবিয়া যায়) শ্বেত পদার্থ বিশেষ। রসায়নশাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন, উদ্ভিদের উবায়ুগুণযুক্ত তৈলের দ্বিতীয় অবস্থা বা দ্বিতীয় গঠন কর্পূর। নানা প্রকার উদ্ভিদ্ হইতেই কর্পূর পাওয়া যায়।

কর্পূরের ইতিহাস।—কতকাল হইতে কর্পূর মানবজাতির ব্যবহারে আসিতেছে? কোন সময় হইতে মানব ইহার গুণাগুণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন? সেই সময় লইয়া বিষম গোল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রাচীন গ্রন্থে কর্পূরের উল্লেখ পাওয়া যায়। হজরমোতের কিন্দা-রাজবংশীয় ইম্রু-ই-কৈস নামে একজন রাজপুত্র ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরব্য কবিতা লিখিয়া যান, তাহাতে কর্পূরের উল্লেখ আছে।

কিন্তু আমরা বলি, তাহারা বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষীয়েরা কর্পূরের সন্ধান পাইয়াছেন। সুশ্রুত, চরক, বাভট, হারীত প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ প্রচারকগণ কর্পূরের নাম ও কেহ কেহ গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ইশাক ইবন্ আমন নামক একজন আরব্য চিকিৎসক এবং ইবন খুদদবা নামক একজন আরব্য ভৌগোলিক খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিয়া যান, "মলয় প্রায়োদ্বীপ হইতে কপূর রপ্তানী হয়।" খৃষ্টের ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কপোলো লিখেন, "ফন্‌হুর নামক স্থানেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্পূর উৎপন্ন হয়।" ফন্‌হুর বা পনহুর সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যে, এখন সেখানকার কর্পূর 'বরস' নামে খ্যাত। পূর্ব্বে য়ুরোপে কর্পূর কি কেহ তাহা জানিত না, চীনদেশ হইতে প্রথমে য়ুরোপে কপূর যায়। ১৫৬৩ খৃঃ অব্দ হইতে য়ুরোপীয়েরা দুই প্রকার কর্পূরের সন্ধান পাইয়াছেন।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের লোকেরা প্রধানতঃ দুইপ্রকারে কপূর ভাগ করিতেন, এক পক্ক কপূর, অপর অপক্ক কর্পূর।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত বলেন, পক্ক কপূর চীনদেশীয় (Cinnamonum Camphora) একপ্রকার গাছের কাঠ হইতে উৎপন্ন হয়, রৌদ্রের তাপে পক্ক হয়। অপক্ক কপূর বোর্ণিও দ্বীপের এক প্রকার বৃক্ষের (Dryobalanops aromatica) রস হইতে উৎপন্ন হয়, এই কপূরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বোম্বাই অঞ্চলে হিন্দুস্থানীরা ইহাকে 'ভীমসেনী কর্পূর' বলে।

দাক্ষিণাত্যে চারি প্রকার কর্পূর প্রচলিত আছে,—১ কাফুরি কৈপ্পুর, (কৈপুরী কপূর), ২ সুরাটি কাফুর, ৩ চীনাকাফুর (চীনের কর্পূর) এবং ৪ বাটাই-কাফুর।

য়ুরোপীয় ডাক্তারেরা স্থান ভেদে ও গুণভেদে কর্পূরকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—

১ম—ফর্মোজা বা চীনে-কর্পূর এবং জাপানী কর্পূর। ফর্মোজাদ্বীপ এবং মধ্য চীনরাজ্যে 'ক্যাম্ফার লরেল' (Cinnamonum Camphora) নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। এদেশে খদিরবৃক্ষ হইতে যে প্রণালীতে খয়ের পাওয়া যায়, সেইরূপে উক্ত গাছের কাঠের কুচার নির্য্যাস হইতে স্বচ্ছ কাচের মত কর্পূর বাহির হয়। তাহার সার গ্রহণ করিতে হয়। এই গাছের কর্পূরমাত্রে চীনে কর্পূর নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে বিলাতে ও ভারতে এই কপূরের খুব কাটতি ছিল। চীন সম্রাটের উৎপাতে এখন আর চীনে কর্পূর বড় একটা বিলাতে যাইতে পারে না।

জাপানে এই গাছ বেশ জন্মে, সমুদ্রের শীতল বাতাস ইহার বড় উপকারী। এখানকার সৎসুমা ও বঙ্গোনামক জেলায় কপূরের কারবার আছে।

২য়—ভীমসেন কপূর। ইহার প্রকৃত নাম 'বরস'। সুমাত্রা দ্বীপের বরস নামক নগরে শাল গাছের মত দেখিতে এক প্রকার গাছ (Dryobalanops aromatica) জন্মে। এই গাছের কাণ্ডে কাচের মত এক প্রকার পদার্থ সঞ্চিত থাকে। যেমন খদিরবৃক্ষে খয়ের এবং চন্দনবৃক্ষে অগুরু পাওয়া যায়, ইহাও সেইরূপ কাণ্ডের অভ্যন্তরে এবং বৃক্ষের হৃদয়-মধ্যস্থ ফাটা চির মধ্যে জমাট বাঁধিয়া থাকে।

কর্পূরের কাচবৎ অংশ কাণ্ডের ভিতরই পাওয়া যায়, কোন কোন স্থলে গুঁড়ি, গাঁইট বা যে ডাল দিয়া আর একটি ডাল বাহির হইয়াছে, এমন স্থানে অথবা গাছের বড় বড় তক্তার গর্ত্ত বা ফাটা মধ্যে থাকে।

ঐ গাছ যত বড় হয়, কপূর তত অধিক হয়। কিন্তু এখানকার লোকের জ্বালায় দীর্ঘজীবী হইতে পায় না। অধিবাসীরা কপূরের লোভে কত শত ছোট গাছ কাটিয়া ফেলে। কিন্তু ৭।৮ বর্ষের গাছ না হইলে তেমন কর্পূর হইতে দেখা যায় না।

ঐ গাছ ওলন্দাজ অধিকৃত সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরপশ্চিম উপকূলে [illegible] হইতে বরস ও সিঙ্কেল নামক নগর পর্য্যন্ত নর্মদার স্থলে, [illegible] দ্বীপের উত্তরাংশে এবং লেবুয়ান্ [illegible]

৩য়—নাগাই কপূর। ইংরাজেরা ইহাকে Blumea Camphor বলেন। চীনদেশের কাণ্টন নগরে এই কর্পূর প্রস্তুত হয়। ইহার গাছ খুব বড় হয়। এই জাতীয় গাছ হিমালয়ের পূর্ব্বাঞ্চলে, খাসিয়া গিরি, চট্টগ্রাম, পেগু, ব্রহ্ম এবং চীনের দক্ষিণাংশে জন্মে। তবে ব্রহ্মদেশেই কিছু অধিক। ব্রহ্মের কর্পূর গাছ সম্বন্ধে একজন লোক বলিয়াছেন, যদি এই সকল গাছ হইতে কপূর লওয়া যায়, তবে তাহা দ্বারাই পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ সঙ্কুলান হইতে পারে।

ডাক্তার ডাইমক্ বোম্বাই অঞ্চলে এই জাতীয় এক প্রকার কপূরোৎপাদক বৃক্ষ পাইয়াছেন। বোম্বাই অঞ্চলের লোকেরা কণ্ডু তাড়াইবার জ[illegible] গাছ ব্যবহার করে।

৪র্থ—নানা জাতীয় বৃক্ষ হইতে এক প্রকার কর্পূর প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। এই কর্পূর তামাকের পাতা চোঁয়াইয়া, কিম্বা (Thymus) তৈলের সার আংশিক পরিমাণে চোঁয়াইয়া অথবা পাচুলী গাছ হইতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত গাছ হইতে যে কর্পূর বাহির হয়, তাহাকে অনেক স্থানে 'পাচুলী কর্পূর' বলে। নারেঙ্গানেবু হইতে এক প্রকার কর্পূর পাওয়া যায়, তাহার ইংরাজি নাম 'নিরোলি ক্যাম্ফার' (Neroli Gamphor)।

বাঙ্গালাদেশে এক প্রকার গাছ (Nimnophila gratio loibes) জন্মে, তাহা হইতে কর্পূর পাওয়া যায়।

গত কয়েক বর্ষ ধরিয়া ভারতবর্ষে বেশ কর্পূরের আমদানী রপ্তানী চলিতেছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

খৃষ্টাব্দ	আমদানী		রপ্তানী	
	ভীমসেনী	অন্যপ্রকার	ভীমসেনী	অন্যপ্রকার
১৮৭৯ ৮০ ..	২০৯০৯,	৫,৩৪,০০১,	২,৩১৬,	২৩,১৭৪,
১৮৮০ ৮১ ...	২২,৯১৪	৫৫৭,৭৩২,	১৪০,	২৬,৫৫৯,
১৮৮১-৮২ ...	৩৮,৫৭৪,	৫,৫২,৫৩৫,	১,৬৪০,	২১,১৩৮,
১৮৮২ ৮৩ ..	৪৩,৬১৮,	৮,৬৮,৭৯৪,	৫২৯,	২৫,২৩১,
১৮৮৩ ৮৪ ...	৩৮,৫৭৪	৬,২৭,২৭৮,	৭৯০,	২৮,৭০৩,
১৮৮৪ ৮৫ ...	৩৫,৫০১,	৬,৮৩,৩৩৩,	২৭৯,	১৩,৪৩২,
১৮৮৫ ৮৬	২৫,৯৪৪,	৬,৫৩,৫৪৫,	০	১৬,৭৭৯,

দেশীয় কবিরাজের মতে কর্পূর কামোদ্দীপক, কিন্তু মুসলমানদিগের মতে কামশক্তিহ্রাসকারক। হিন্দুমুসলমান উভয়ের মতে চক্ষের প্রদাহ অবস্থায় চক্ষুর পাতায় কর্পূর দিলে বিশেষ ফল দর্শে।

হাঁপানী রোগ অধিক বাড়িয়া উঠিলে ৪ গ্রেণ কর্পূর ঐ মাত্রা হিঙ্গের সহিত বড়ি করিয়া ২।৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়, এই সময়ে বুকে তার্পিণ তৈল মালিস করা উচিত।

পুরাতন বাতরোগে ৫ গ্রেণ কর্পূর ১ গ্রেণ আফিমের সহিত শুইবার সময়ে খাইতে দিলে, খানিকটা ঘাম হইয়া ব্যথার লাঘব হয়।

কর্পূর ও হিঙ্গ একত্র খাওয়াইলে হৃদরোগ নিবারিত হয়।

বাল্যকালে ছেলেদের কাশি হইলে একখানি ন্যাকড়ায় কর্পূর মাখাইয়া তাতাইয়া রাত্রিকালে বক্ষের উপর দিয়া রাখিলে রোগের অনেকটা শান্তি হয়।

স্বপ্নদোষ ও শুক্রক্ষয় প্রভৃতি রোগে রাত্রিকালে শুইবার সময়ে ৪ গ্রেণ কর্পূরের সঙ্গে অর্দ্ধ গ্রেণ আফিম খাইতে দিলে রোগের প্রতিকার হয়। মেহাদি রোগে লিঙ্গোচ্ছ্বাস ঘটিলে উক্ত ঔষধের সহিত আফিম বাড়াইয়া দিবে এবং লিঙ্গের উপর কর্পূরের লিনিমেণ্ট জড়াইয়া রাখিলে আশু ফলপ্রদ হয়।

স্ত্রীলোকের জরায়ুতে ঐরূপ নানারোগে প্রদাহ উপস্থিত হইলে রোগের অবস্থানুসারে ৫।৬ গ্রেণ মাত্রায় কর্পূরের এক একটি বড়ি করিয়া দিনে ২।৩ বার খাইতে দিলে সময়ে সময়ে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ঐরূপ স্থলে রোগীর অন্ত্র খালি রাখিতে হইবে।

প্রসবকালে খেঁচনী আরম্ভ হইলে ৫ গ্রেণ কর্পূর ও ৫ গ্রেণ ক্যালোমেল মধুতে মাখিয়া দুইটী বড়ি করিয়া এক একটী খাইতে দিলে উপকার দর্শে। ঘণ্টা খানিক পরে রোগীকে জোলাপ দিবে।

পীনসরোগে কর্পূরের বাষ্প বড় উপকারী। স্নায়ুশূল রোগে ৩।৪ গ্রেণ কর্পূর অর্দ্ধগ্রেণ বেলেডোনার সহিত প্রয়োগ করিলে অনেকটা উপকার পাওয়া যায়।

ওলাউঠা রোগে অনেকস্থলে কর্পূর উপকারী, আবার অনেকস্থলে অনুপকারী হইয়া থাকে।

গর্ভবতী অধিক মাত্রায় কর্পূর খাইলে গর্ভস্রাব হয়।

বস্ত্রাদির উপর কর্পূর ছড়াইয়া রাখিলে পোকা লাগিতে পারে না।

২ (পুং) ব্যক্তিবিশেষ, ইনি গজমল্লের পিতা এবং কল্যাণমল্লের পিতৃব্য।

কর্পূরক (পুং) কর্পূর ইব কায়তি প্রকাশতে, কর্পূর-কৈ-ক। ১ কর্কূরক। ২ কর্কূরক।

কর্পূরখণ্ড (পুং) কর্পূরস্য খণ্ডঃ, ৬তৎ। কর্পূরের টুক্‌রা।

কর্পূরগৌর (ত্রি) কর্পূরবৎ গৌরঃ শুভ্রঃ। কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ

কর্পূরগৌরী। রাগিণীবিশেষ, জ্যোতিঃ, খাম্বাবতী, জয়ন্তশ্রী, টঙ্ক ও বরাটী যোগে উৎপন্ন।

কর্পূরতিলক (পুং) কর্পূর ইব শুভ্রং তিলকং ললাটচিহ্নং যস্য, বহুব্রী। হস্তিবিশেষ।

কর্পূরতিলকা (স্ত্রী) পার্ব্বতীর একজন সখী, বিজয়া।

কর্পূরতৈল (ক্লী) কর্পূরস্য তৈলমিব স্নেহঃ। কর্পূরস্নেহ, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হিমতৈল, সুধাংশুতৈল। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—কটু, উষ্ণ, কফ ও বায়ুনাশক, দন্তের দৃঢ়তাকারক ও পিত্তবর্দ্ধক।

কর্পূরনালিকা (স্ত্রী) পক্বান্নবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম, কর্পূরনাড়ী বা ;নেওলা। ঘৃতসংযুক্ত ময়দা দ্বারা নলাকৃতি ঠোঙ্গা করিয়া তাহার মধ্যে লবঙ্গ, মরিচ, কর্পূর ও চিনি পুরিয়া

মুখ বন্ধ করিতে হইবে, তাহার পর ভূতে তাড়িয়া লইলেই ইহা প্রস্তুত হইল। ইহার গুণ,—শরীরবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকর, শুক্র, পিত্ত ও বায়ুনাশক, রুচিজনক এবং দীর্ঘায়ু মানবদিগের অত্যন্ত উপকারী। (ভাবপ্র° ২য়।)

কর্পূরমণি (পুং) কর্পূরবর্ণো মণিঃ। পাষাণবিশেষ। ইহা বাতাদি দোষনাশক।

কর্পূররস (পুং) কর্পূর ইব শুভ্রো রসঃ পারদঃ, মধ্যলো° পাকবিশেষ দ্বারা কর্পূরের ন্যায় কৃত পারদ, রসকর্পূর। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার পাক প্রণালী এইরূপ,—

"রস-কর্পূর প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে সাধারণরূপে পারদ শোধন করিয়া লইতে হইবে; পরে ঐ পারদের সম পরিমিত গেরিমাটী, ইটের গুঁড়া, খটিকিরি, সৈন্ধব, উইমাটী, ক্ষার-লবণ ও হাঁড়ি রঙ করিবার মাটীর চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। তাহার পর ঐ সমস্ত চূর্ণের সহিত পারদ একটি হাঁড়িতে রাখিয়া তাহার উপর আর একটী হাঁড়ি দিয়া মাটী ও নেকড়া দ্বারা সন্ধিস্থান লেপিয়া দিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে তিনবার লেপ দিয়া শুষ্ক হইলে ঐ হাঁড়ি অগ্নিতে জ্বাল দিতে হইবে, অনবরত ৪ দিন জ্বাল দিয়া, আরও একদিন অঙ্গারের উপর রাখিতে হইবে। পাঁচদিনের পর অতি সাবধানতার সহিত উপরের হাঁড়িটী খুলিয়া লইবে। তাহাতে যে কর্পূরের ন্যায় পারদ লাগিয়া থাকিবে, তাহারই নাম কর্পূররস বা রসকর্পূর। এই রসকর্পূর অনুপান বিশেষের সহিত প্রয়োগ করিলে, ফিরঙ্গরোগ ও তজ্জন্য উপদ্রব সকল নিবারিত হয়, এবং অগ্নির দীপ্তি, শারীরিক পুষ্টি ও বিপুল বলবীর্য্য লাভ করিয়া শত রমণী সম্ভোগে সামর্থ্য জন্মিয়া থাকে।

কর্পূরসরস্ (স্ত্রী) সরোবরবিশেষ।

কর্পূরস্তব (পুং) কর্পূরাদি শব্দঘটিতঃ স্তবঃ মধ্যলো°। শ্যামা-স্তববিশেষ, এই স্তবের প্রথমে কর্পূর শব্দ আছে বলিয়া ইহাকে কর্পূরস্তব কহিয়া থাকে।

কর্পূরা (স্ত্রী) কৃপ-উর-টাপ্। হরিদ্রাবিশেষ, আমাদা।

কর্পূরী [ন্] (বি) কর্পূরোহস্ত্যস্য, কর্পূর-ইনি। কর্পূরযুক্ত।

কর্পূরিল (ত্রি) কর্পূরোহস্ত্যস্তি, কর্পূর কাশাদিত্বাৎ ইল (বুহুণ্ কৃষ্ঠিলেত্যাদি। পা ৪। ২। ৮০) কর্পূরযুক্ত।

কর্ফর (পুং) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে, কৃ-বিচ্; কলাতে কল কলম্ব রঃ; কীর্য্যমানঃ কলঃ প্রতিবিম্বো যত্র, বহুব্রী। দর্পণ, আয়না।

কর্ব্বুদার (পুং) কর্ব্বুরিব কর্ব্বুঃ সন্ বা শ্লেষ্মাণং মলং বা দারয়তি, কর্ব্বু দৃ-ণিচ্-অচ্। ১ কোবিদারবৃক্ষ। ২ শ্বেতকাঞ্চন। ৩ নীলঝিণ্টী।

("শণস্ত কোবিদারস্য কর্ব্বুদারস্য শাল্মলেঃ।
পুষ্পং প্রাহি প্রশস্তন্ত রক্তপিত্তে বিশেষতঃ। চরক সূত্র ২৭ অঃ।

কর্ব্বুদারক (পুং) কর্ব্বুদারবৎ কায়তি, কর্ব্বুদার কৈ ক, যদ্বা কর্ব্বুরিব শ্লেষ্মাণং দারয়তি, কর্ব্বু-দৃ-ণিচ্ ণ্বুল্। শ্লেষ্মাতক।

কর্ব্বুর (ক্লী) কর্ব্বতি গর্ব্বতি অস্মাৎ অনেন বা, কর্ব্ব দর্পে উরচ্ (মদ্গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১। ৪২) ১ স্বর্ণ। ২ ধুস্তুরবৃক্ষ। ৩ জল। ৪ (পুং) (কর্ব্বতি হিনস্তি জীবান্, কর্ব্ব-উরচ্) রাক্ষস। ৫ পাপ।

(কর্ব্বুরং সলিলে হেম্নি কর্ব্বুরঃ পাপরক্ষসোঃ। মেদিনী)

৬ (কর্ব্বতি নানাবর্ণতাং গচ্ছতি) নানাবর্ণ, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—চিত্র, কির্ম্মীর, কল্মাষ, শবল ও এত। ৭ (ত্রি) নানাবর্ণবিশিষ্ট, চিত্রিত। ৮ [illegible] ৯ নদীজাত নিষ্পাব ধান্য।

কর্ব্বুরফল (পুং) কর্ব্বুরং [illegible] যস্য, বহুব্রী। সাকুরুণ্ডবৃক্ষ।

কর্ব্বুরা (স্ত্রী) কর্ব্বুর-টাপ্। ১ কৃষ্ণতুলসী, পারুল। ২ বাবুই-তুলসী।

কর্ব্বুরিত (ত্রি) কর্ব্বুরোহস্য জাতঃ, কর্ব্বুর-ইতচ্। চিত্রিত, নানাবর্ণবিশিষ্ট।

কর্ব্বুরী (স্ত্রী) কর্ব্বুর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ৪১) দুর্গা।

কর্ব্বুর (ক্লী) কর্ব্বতি গর্ব্বং প্রাপ্নোতি যস্মাৎ, কর্ব্ব উর (খর্জিপিঞ্জাদিভ্য উরোলচৌ। উণ ৪। ৯০)। ১ স্বর্ণ। ২ হরি-তাল। ৩ (পুং) শঠি। ৪ রাক্ষস। ৫ আবিড়ক, কাঁচা হলুদ। ৬ নানাবর্ণ।

কর্ব্বুরক (পুং) কর্ব্বুর স্বার্থে কন্। ১ হরিদ্রাবৃক্ষ, কাঁচা হলদি, ২ কালহরিদ্রা। ৩ কর্পূরহরিদ্রা, আমাদা। ৪ কাকবসন্ত, কাজকড়া হরিদ্রা বা হরিদ্রাভকচোরা, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—আবিড়ক, কারক, বেধমুখ্যক, কালাক।

কর্ব্বুরিত (ত্রি) কর্ব্বুরোহস্য সংজাতঃ কর্ব্বুর-ইতচ্ চিত্রিত, নানাবর্ণবিশিষ্ট।

কর্ম্ম [ন্] (পুং, ক্লী) কৃ কর্ম্মণি মনিন্ অর্দ্ধর্চ্চাদি। যাহা করা যায়, তাহাকে কর্ম্ম বলে। বৈয়াকরণ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে—"তৎক্রিয়ানাশ্রয়ত্বে সতি তৎক্রিয়াজন্য ফল শালিত্বং কর্ম্মত্বং" ইতি কর্ম্মলক্ষণ।

যে ক্রিয়ার আশ্রয় না হইয়াও সেই ক্রিয়াজন্য ফলবিশিষ্ট হয়, সেই সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম। যথা "ওদনং পচতি"। এইস্থানে কর্তৃসমবেত পাকক্রিয়ার অনাশ্রয় ওদন পাক জন্য বিক্লিত্তি-রূপ ফলবিশিষ্ট হইয়াছে বলিয়া উক্ত ওদনই কর্ম্ম লক্ষণের লক্ষ্য হইল। উক্ত কর্ম্ম তিন প্রকার—নির্ব্বর্ত্ত্য, বিকার্য্য ও

প্রাপ্য। যে বস্তু অবিদ্যমান থাকিয়া উৎপত্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকে নির্ব্বর্ত্ত্য বলে যেমন "কটং করোতি" এখানে কট পূর্ব্বে অবিদ্যমান ছিল, পরে উৎপত্তি দ্বারা আত্মলাভ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং কট-কে নির্ব্বর্ত্ত্য কর্ম্ম বলা যায়।

যে বস্তু পূর্ব্বে সৎ হইয়া পরে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় তাহাকে বিকার্য্য বলে, যেমন 'ওদনং পচতি' এখানে ওদন পূর্ব্বে সৎ হইয়া পরে কেবলমাত্র অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ওদনই বিকার্য্য কর্ম্মের উদাহরণ হইল। এই বিকার্য্য কর্ম্ম দ্বিবিধ, প্রকৃতিনাশসম্ভূত ও গুণান্তরোৎপত্তি দ্বারা নামান্তরবিশিষ্ট। "কাষ্ঠং ভস্ম করোতি" এইস্থলে কাষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া ভস্মের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রকৃতিনাশসম্ভূত কর্ম্মের উদাহরণ হইল। "সুবর্ণং কুণ্ডলং করোতি" এস্থলে সুবর্ণ হইতে গুণান্তরবিশিষ্ট কুণ্ডলের উৎপত্তি হইয়াছে এবং গুণান্তরোৎপত্তি দ্বারা সুবর্ণই নামান্তরে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় উদাহরণ সুসঙ্গত হইল। নির্ব্বর্ত্ত্য ও বিকার্য্য ভিন্ন কর্ম্মকে প্রাপ্য বলে, যেমন "আদিত্যং পশ্যতি"।

মীমাংসকেরা কর্ম্ম দুই প্রকার বলিয়া থাকেন, অর্থকর্ম্ম ও গুণকর্ম্ম। যে কর্ম্ম দ্বারা আত্মাতে কোনরূপ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহাকে অর্থকর্ম্ম বলে, যেমন অগ্নিহোত্র যাগ। এই যজ্ঞ করিলে যাজ্ঞিকের আত্মাতে স্বর্গজনক অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় এবং সেই অদৃষ্ট দ্বারা পরে যজ্ঞকর্ত্তা স্বর্গ লাভ করে। যে কর্ম্ম দ্বারা বস্তু সংস্কৃত হয়, তাহাকে গুণকর্ম্ম বলে। যথা, 'ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি' এখানে প্রোক্ষণ দ্বারা ব্রীহিকে সংস্কৃত করা হইয়াছে বলিয়া প্রোক্ষণকে গুণকর্ম্ম বলা যায়।

অর্থকর্ম্ম নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে তিন প্রকার, যাহা না করিলে পাপ হয়, তাহাকে নিত্য কর্ম্ম বলে। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ না করিলে ব্রাহ্মণের পাপ হয় বলিয়া অগ্নিহোত্রাদি ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম। যে কর্ম্ম কোন নিমিত্ত উপলক্ষে করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলে, গো-বধাদি পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত গোবধাদি নিমিত্ত উপলক্ষে করা হয় বলিয়া উহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম না করিলে পাপ হয়, কিন্তু করিলে কোন ফল হয় না, এই মত কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাহা অমূলক, যে হেতু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম দ্বারা পাপ ক্ষয় হয় এই মত স্মৃতির বচনে লেখা আছে,—

'নিত্যনৈমিত্তিকৈরেব কুর্ব্বাণো দুরিতক্ষয়ং।"

মীমাংসা পরিভাষা।

যে কর্ম্ম কোন ফল কামনাপূর্ব্বক করা যায়, তাহাকে কাম্য বলে। যেমন "কারীরি যাগ" ইহা বৃষ্টি কামনাশীল পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাকে কাম্য বলা যায়। কাম্য কর্ম্ম তিন প্রকার, ঐহিক ফলক, আমুষ্মিক ফলক, ও ঐহিকামুষ্মিক ফলক। যে কর্ম্ম দ্বারা ইহকালে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐহিক ফলক বলে, কারীরি যাগ দ্বারা ইহলোকে বৃষ্টিরূপ ফল উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা ঐহিক ফলক। যে কর্ম্ম পরকালে ফলের উৎপাদক হয়, তাহাকে আমুষ্মিক ফলক বলে অগ্নিহোত্রাদি যাগ ইহকালে কোন স্বর্গ প্রদান করে না, কিন্তু পরকালেই স্বর্গ প্রদান করিয়া থাকে, সুতরাং অগ্নিহোত্র যাগই আমুষ্মিক ফলক। যে কর্ম্ম ইহকাল ও পরকালে ফলপ্রদ তাহাকে ঐহিকামুষ্মিক ফলক বলে।

বোধায়নাচার্য্য জ্ঞানসহকারে এই কর্ম্মকে মুক্তির কারণ বলেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য ইহা স্বীকার করেন না। শঙ্কর বলেন যে যখন ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, এই জ্ঞান চিত্তক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়, তখন সেই জ্ঞানী পুরুষ কর্ম্ম ও তৎসাধনীভূত মিথ্যা মনে করে এবং পরমব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে নিজের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা ও সাধনের মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত সেই জ্ঞানসময়ে কর্ম্ম থাকার সম্ভাবনা নাই বলিয়া জ্ঞান সহকারে কর্ম্ম মুক্তির কারণ হইতে পারে না, কেবলমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ। ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে চিত্ত পবিত্র হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় পরে বিশুদ্ধচিত্তে সেই কূটস্থ ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হইলে মুক্তিলাভ হয়।

জৈন মতে কর্ম্ম দুই প্রকার—ঘাতি কর্ম্ম ও অঘাতি কর্ম্ম। যে কর্ম্ম মুক্তির ঘাতক তাহার নাম ঘাতি কর্ম্ম। এই ঘাতি কর্ম্ম চারিপ্রকার, জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় ও অন্তরায়। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় না এই জ্ঞানকে জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্ম বলে। আর্হত দর্শন অধ্যয়ন করিলে মুক্তি হয় না, এই জ্ঞানকে দর্শনাবরণীয় কর্ম্ম বলে। শাস্ত্রে মুক্তির পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক পথ প্রদর্শিত হইয়াছে কিন্তু কোনটী মুক্তির প্রকৃত কারণ এই বিশেষের অনবধারণকে মোহনীয় কর্ম্ম বলে। মোক্ষপথে প্রবৃত্তির বিঘ্ন করাকে অন্তরায় বলে। অঘাতি কর্ম্মও চারিপ্রকার—বেদনীয়, নামিক, গোত্রিক ও আয়ুষ্ক। ঈশ্বরতত্ত্ব আমার জ্ঞাতব্য এই অভিমানকে বেদনীয় কর্ম্ম বলে। আমি অমুক নামবিশিষ্ট এই অভিমানকে নামিক কর্ম্ম বলে। আমি অমুক বংশে জন্ম

গ্রহণ করিয়াছি এই অভিমানকে গোত্রিক কর্ম বলে। শরীর রক্ষার জন্য যে কর্ম করা যায়, তাহাকে আয়ুষ কর্ম বলে। উক্ত চারিপ্রকার কর্ম মুক্তির কোনও বিঘ্নকারী হয় না, এইজন্য ইহাকে অঘাতি কর্ম বলা যায়।

নৈয়ায়িকগণ ক্রিয়াকে কর্ম বলেন এবং তাহাকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করেন, যথা উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন প্রসারণ ও গমন। যে ক্রিয়া দ্বারা উপরে কোন বস্তু সংযুক্ত করা যায় তাহাকে উৎক্ষেপণ বলে। যে ক্রিয়া দ্বারা অধোদেশে কোন বস্তুর সংযোগ হয়, তাহাকে অবক্ষেপণ বলে। যে ক্রিয়া দ্বারা প্রস্ফুটিত বস্তু মুদ্রিত হয়, তাহাকে আকুঞ্চন বলে। যে ক্রিয়া দ্বারা মুদ্রিত বস্তু প্রস্ফুটিত হয়, তাহাকে প্রসারণ বলে। যে ক্রিয়াদ্বারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া যায়, তাহাকে গমন বলে। এই গমন পাঁচ প্রকার, যথা ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, ঊর্দ্ধজ্বলন ও তির্য্যগ্‌গমন। এই সম্বন্ধে ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে—

"উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনন্তথা।
প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ॥
ভ্রমণং রেচনং স্পন্দনোর্দ্ধজ্বলনমেব চ॥
তির্য্যগ্‌গমনমপ্যত্র গমনাদেব লভ্যতে॥"

পূর্ব্বে মীমাংসকেরা জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন, আবার বৈদান্তিকেরা বলিলেন, 'কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ কারণ জ্ঞান না জন্মিলে মুক্তি হয় না'।

উক্ত মতবৈষম্য দূর করিবার জন্য মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় অতি চমৎকার মহোৎকৃষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং অতি দুর্জ্ঞেয় যে কর্মতত্ত্ব তাহা অতি মনোহর ও বিস্তারিতরূপে সুবোধগম্য করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

গীতার তৃতীয়াধ্যায় অবধি ষষ্ঠাধ্যায় পর্য্যন্ত ও অষ্টাদশাধ্যায়ে কর্মসম্বন্ধীয় অনেক কথা ও অন্যান্যাধ্যায়ে তৎসংক্রান্ত কোন না কোন মহৎ প্রসঙ্গ বিবৃত আছে, কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়টি কেবল কর্মাত্মক, এইজন্য সেই অধ্যায়ের নাম, কর্মযোগাধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণের মতে শারীরিক ব্যাপারের নাম কর্ম্ম, তদভাবকে অকর্ম্ম বলে। পুনশ্চ শাস্ত্রবিধেয় যাহা তাহা কর্ম ও তন্নিষিদ্ধ অকর্ম্ম। আবার কর্ম্মসাধন সত্ত্বেও অকর্ম্ম বোধ এবং অকর্ম্ম সত্ত্বেও কর্ম ঘটিতে পারে। কর্ম্মের বিভাগ নানা প্রকার, তন্মধ্যে বৈষয়িক বিবিধ সুখাভিলাষ, তৃপ্তি বা স্বর্গাদি পুণ্যফলপ্রাপ্তি জন্য কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহার নাম কাম্য কর্ম, তৎকামনাশূন্য হইয়া অহংজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরের কেবলমাত্র সত্তা জ্ঞানে স্বস্থচিত্তে ভক্তিতে তৎপ্রীত্যর্থে যে কর্ম, তাহাই নিষ্কাম কর্ম, আর চিত্তশুদ্ধির জন্য যে নিয়মিত কর্ম, তাহা নিত্য কর্ম। শরীর, বাক্য, মন প্রভৃতির প্রবর্ত্তক পঞ্চবিধ কারণ শরীর, কর্ত্তা, (অর্থাৎ চিত্ত ও অহঙ্কার), চক্ষু, কর্ণ, ইন্দ্রিয়াদি প্রাণাদির বিবিধ বায়ুর ব্যাপার এবং চক্ষু কর্ণাদির আনুকূল্যকারী সূর্য্য, বায়ু ইত্যাদি। ঈশ্বরের সত্তাতেই দুর্জ্ঞেয় মায়ার সত্তা, মায়া হইতেই উদ্ভব সত্ত্ব রজ তমঃ ত্রিবিধ গুণ, পৃথিব্যাদিতে কোন সত্ত্বই নাই যাহা এই ত্রিগুণযুক্ত, সুতরাং সকলই এই গুণের প্রাদুর্ভাবভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করে এবং তজ্জন্যই কর্ম্মের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ বিভাগ হইয়াছে। বিশেষ কর্ম্মের যে বিশেষ বিশেষ ফল ও পাপপুণ্যাদি তাহার নিয়ন্তা ঈশ্বর নহেন, প্রাকৃতিক অলঙ্ঘনীয় নিয়মে তাহা ঘটিয়া থাকে। অহংভাব অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমানশূন্য আত্মীয়ের প্রতি স্নেহ, শত্রুর প্রতি দ্বেষবর্জ্জিত ও ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া যে নিত্য কর্ম্ম করা হয়, তাহা সাত্ত্বিক। ফলাকাঙ্ক্ষায় ও অহঙ্কারযুক্ত হইয়া অতিশয় আয়াসে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা রাজসিক এবং ভবিষ্যৎ নিজ শুভাশুভ বিত্তনাশ করিয়া পরহিংসারত হইয়া নিজ সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা তামসিক। জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৃতি, শ্রদ্ধা এবং কর্ত্তা ইহাদেরও সত্ত্বানুরূপ ত্রিবিধ লক্ষণ দর্শিত হইয়াছে, যজ্ঞ, তপঃ, দান এবং আহার ইহারও ঐ প্রকার ত্রিধা ভেদ, কর্ম্মের রূপভেদ এই সকলের উপর নির্ভর করে।

শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের প্রশংসা করিয়া জ্ঞানের মহোৎকর্ষতা দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানী আত্মতত্ত্বজ্ঞ আত্মার প্রসাদে আত্মক্রিয়াতেই আত্মায় সন্তুষ্ট, "তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ", সে ব্যক্তির নিজের পক্ষে কর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই, করিলেও কোন ইষ্ট নাই, না করিলেও কোন প্রত্যবায় (পাপ) নাই। কিন্তু এতদুক্তি অনুযায়ী কর্ম্মকাণ্ডের অকর্ত্তব্যতা আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে সর্ব্বদা কর্ত্তব্য মহদুপদেশ দিয়াছেন এবং এককালীন সাংখ্য, যোগ ও পূর্ব্বমীমাংসার ক্রিয়াকলাপসম্বন্ধীয় আপাততঃ বিরোধি মতের সামঞ্জস্য করিয়াছেন। কর্ম্ম বন্ধনস্বরূপ অর্থাৎ মুক্তিলাভের বাধকস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্য সাংখ্য মনীষিগণ কর্ম্ম দোষাবহ বলিয়া তত্ত্যাগ বিধান করিয়াছেন, তবে মীমাংসকেরা বলেন যে যজ্ঞদান ও তপস্যা কখনই পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে, উভয় মত ধরিলে মহাবিরোধ ঘটিয়া উঠে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে কোন বিরোধ নাই। কারণ দেহধারী মাত্রেরই অশেষরূপে কর্ম্মত্যাগের ক্ষমতা নাই, 'নহি দেহভৃতাশক্য

ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।" কেহ কখন কর্ম্মত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল মাত্র থাকিতে পারেন না, তাঁহার ইচ্ছার বিরোধেও প্রকৃতির গুণ তাহাকে কর্ম্মরত করায়। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, এই যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম এবং গমন, আলাপ, স্বপ্ন, নিশ্বাস, মলমূত্রাদি ত্যাগ, গ্রহণ ও নেত্র উন্মীলন ও নিমীলন যে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, তাহা ইন্দ্রিয়দিগের স্বতঃ প্রাকৃতিক নিয়মের কার্য্য, ইচ্ছা দ্বারা অনিবার্য্য। তবে অভ্যাস বলে কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ) সকলকে সংযম করিয়াও যাহাদের মন লালসায় পরিপূর্ণ থাকে, তাহারা কপটাচারী। ত্যাগও সত্ত্বানুরূপ ত্রিধা ভেদাত্মক। আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কর্ত্তব্য বোধে যে কার্য্যানুষ্ঠান তাহা সাত্ত্বিক ত্যাগ। এরূপ ত্যাগী সত্ত্বগুণসম্পন্ন মেধাবী ও সংশয়বিরহিত, তিনি দুঃখাবহ বিষয়ে দ্বেষ ও সুখাবহ বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। ফলতঃ তাহারাই কর্ম্মফলত্যাগী বলিয়া বাচ্য। দুঃখাবহ বিষয় কায়ক্লেশভয়ে ত্যক্ত হইলে তাহাকে রাজসিক ত্যাগ বলে এবং নিত্যকর্ম্ম মোহবশতঃ ত্যক্ত হইলে তাহা তামসিক ত্যাগ হয়। এক্ষণে উভয় মতের সামঞ্জস্য শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ প্রকাশ করিতেছেন যে, পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং সকল প্রকার কর্ম্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ কহিয়া থাকেন। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, কদাচ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, এই কয়েকটি কার্য্য বিবেকী-দিগের চিত্তশুদ্ধির কারণ। এই কথাটি নিশ্চয় যে, আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া এই সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়, কর্ম্মত্যাগ কখনই কর্ত্তব্য নহে। জ্ঞানযোগ যদিও শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানভিত্তিস্থাপিত ভক্তি-উদ্ভাবিত শান্তি জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তথাচ বিধেয় কর্ম্মারম্ভ ভিন্ন যখন জ্ঞানলাভের ব্যাঘাত হয়, তখন তত্তৎকর্ম্ম বর্জ্জন অপেক্ষা সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানো-পদেশে মানসবৃত্তির প্রকৃত চালনা দ্বারা ও অভ্যাসবলে ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বর-উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা না হয় তাহাই বন্ধন। ঈশ্বর-উদ্দেশে কৃত কর্ম্মই প্রকৃত যজ্ঞ নামধেয়, নানা কামনা সিদ্ধি করিবার জন্য যে কর্ম্ম ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ করা হয়, তাহাতে মন কেবল সেই কর্ম্ম সিদ্ধির উপর নিবেশিত থাকে, ঈশ্বর-বিমুখ হয়। তথাচ যখন নানা মনুষ্য নানা প্রকৃতির, তখন যেমন বালককে লাড্ডুলোভ দেখাইয়া বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত করান হয়, সেইরূপ তবং কর্ম্মফল আশায় ক্রিয়াকলাপাদি করা ধর্ম্মসোপা-নের একটি নিম্ন পৈঠা মাত্র, এবং "সহ যজ্ঞা প্রজাসৃষ্ট্বাদি" শ্লোকে কৃষ্ণ সে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, আর এই সতর্কতা দর্শাইয়া-ছেন যে, যেরূপ অগ্নি প্রথম উদ্দীপন সময়ে ধূমাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ সকল কর্ম্মেরই প্রারম্ভে দোষ দর্শন হইলেও তাহা পরিত্যাগ না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাহা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, যে ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার যদিও কোন ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন নাই, তথাচ যখন তৎকর্ম্ম-সিদ্ধাকাঙ্ক্ষীর প্রয়োজন এবং যখন ইতর পুরুষ শ্রেষ্ঠের কার্য্যানুগামী হয়, তখন সিদ্ধপুরুষ জনহিতার্থ তত্তৎকর্ম্ম করিতে পারেন, সিদ্ধির সর্ব্বোচ্চ সোপানের পৈঠায় উঠিবার জন্য অর্থাৎ ঈশ্বর-তত্ত্বে ঈশ্বরভক্তিতে নিবিষ্ট হইবার জন্য কর্ম্মফলত্যাগী হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মসাধন আবশ্যক এবং এরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত্যর্থ নিম্ন-শ্রেণীর লোকের পক্ষে সকাম কর্ম্মও বিধেয়। কিন্তু নিম্ন দুই শ্রেণীর লোকের সততই আচার্য্য উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা প্রয়োজন। কর্ম্মের যে মোক্ষ উদ্দেশ্য ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরভক্তির জন্য চিত্তশুদ্ধি তাহা বিস্মৃত হইয়া কেবল কর্ম্মপরায়ণ হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা বৃথা।

ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করা অর্থাৎ যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও অন্যান্য যত কিছু সৎকার্য্য মানব করিয়া থাকে, তাহাতে তাঁহা-কেই স্মরণ, তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন, তাঁহারই বিভূতিদর্শন করা হয়, কখন বা তাঁহারই বিশ্বরূপ, কখন বা সৌম্য মূর্ত্তি ধ্যান করিলে এমনই অনির্ব্বচনীয় ভাব মনে উপস্থিত হয়, যে তাহাতে অহংভাব বিমুক্ত "সোঽহং" জ্ঞান উপস্থিত হইয়া মোক্ষ লাভ হয়। এই পরাসিদ্ধি সাধকের প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ, এজন্য কেবলমাত্র ঈশ্বরপরায়ণ হইলে যে ব্যবসায়িকা বুদ্ধি লাভ করিতে হয়, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইতে পারিলেও ক্ষতি নাই, এ এমনই ধর্ম্ম যে ইহার যদ্দূর সাধন হয়, ততদূরই কল্যাণকর। বৈষয়িক অকিঞ্চিৎকর সুখলাভও হইল না, সিদ্ধি লাভও হইল না বলিয়া দুঃখের বিষয় কিছুই নাই, যে হেতু যখন এরূপ কর্ম্ম সমর্পণ দ্বারা ঈশ্বরমগ্ন হইলে পবিত্র সুখের ইয়ত্তা নাই, অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ হয়, তজ্জন্য ইহজন্মে যোগভ্রষ্ট অর্থাৎ উক্ত প্রকার চরম সিদ্ধির অলাভ হইলে ইহজন্মের কিয়ৎ পরিমাণে তৎকার্য্য বলে পরজন্মে তৎকর্ম্ম সাধনে অধিক সমর্থ হওয়া যায়। তবে কাহারও অনেক জন্মান্তরে সিদ্ধিলাভ, কাহারও পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম বলে শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়। দ্রব্য যজ্ঞাদি যত প্রকার যজ্ঞ কর্ম্ম, তদপেক্ষা ঈশ্বর পরায়ণতাস্বরূপ জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ এবং সেই যজ্ঞের যে প্রধান ফল ঐশিক ভাব প্রাপ্ত হওয়া, তন্মধ্যে সর্ব্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টি এবং সৌহার্দ্দ্য পরিগণিত। সুতরাং

যিনি সর্ব্বভূতহিতে রত, যাঁহার শত্রুমিত্রে সমান প্রীতি ও দয়া, এবং যিনি স্বীয় ইষ্টানিষ্ট ভুলিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনিই পরম যোগী।

কর্ম্মকর (ত্রি) কর্ম্মকরোতি মূল্যেন কর্ম্মন্ কৃ-ট (কর্ম্মণিভৃতৌ পা ৩।২।২২)। ১ বেতন লইয়া কার্য্যকারক, চাকর। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ভৃতক, ভৃতিভুক, বৈতনিক, বেতনোপজীবী ভরণ্যভুক্ ও কর্ম্মণ্যভুক্। ২ কর্ম্মকারক, যে কর্ম্ম করে।

("শিষ্যান্তেবাসিভৃতকাশ্চতুর্থস্তধিকর্ম্মকৃৎ।

এতে কর্ম্মকরা জ্ঞেয়াঃ।" মিতাক্ষরা।)

৩ (পুং) (কর্ম্মহিংসাং করোতি, কৃ-হেত্বাদৌ ট) যম।

(কর্ম্মকরো ভৃত্যে বেতনাজীবিনঃ ত্রিষু। কীনাশে পুংসি মেদিনী।)

কর্ম্মকরী (স্ত্রী) কর্ম্মন্ কৃ-ট-ঙীষ্। ১ দাসী। ২ মূর্ব্বালতা ৩ বিম্বিকা লতা, তেলাকুচার লতা।

কর্ম্মকর্ত্তা (পুং) কর্ম্মণঃ কর্ত্তা সম্পাদকঃ ৬তৎ। ১ কার্য্যকারক ২ (কর্ম্মৈব কর্ত্তা) ব্যাকরণোক্ত বাচ্যবিশেষ ইহাতে কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব বিবক্ষা প্রাপ্ত হয়।

ক্রিয়মাণন্তু যৎকর্ম্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি।

সুকরৈঃ স্বৈগুণৈঃ কর্ত্তুঃ কর্ম্মকর্ত্তেতি তদ্বিদুঃ॥"

কর্ত্তা যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহা যদি নিজের গুণে আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়, তাহাকেই কর্ম্মকর্ত্তা কহে। এই বাচ্যে কর্ম্মবাচ্যের ন্যায় যক্, আত্মনেপদ, চিণ্, চিণ্বৎ ও ইট্ হয়, এবং কর্ম্মে প্রথমা হইয়া থাকে।

কর্ম্মকাণ্ড (ক্লী) কর্ম্মণাং কর্ত্তব্যতাপ্রতিপাদকং কাণ্ডম্, মধ্যলো°। কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাপ্রতিপাদক বেদাংশ। [কর্ম্ম দেখ।]

কর্ম্মকার (ত্রি) কর্ম্ম করোতি ভৃতিং বিনা ইতি শেষঃ। ১ বেতন ব্যতিরেকে যাহারা কর্ম্ম করে, বেগার। ২ কামার নামক জাতিবিশেষ। [কামার দেখ।]

(হরিণাক্ষি! কটাক্ষেণ আত্মানমবলোকয়।

নহি খড়্গো বিজানাতি কর্ম্মকারং স্বকারণম্। উদ্ভট।)

কর্ম্মকারক (ত্রি) কর্ম্ম করোতি, কর্ম্ম-কৃ-ণ্বুল্-(ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩।) কার্য্যকারক।

কর্ম্মকারী [ন্] (পুং) কর্ম্ম করোতি, কর্ম্ম কৃ ণিনি। কর্ম্মকারক। (তাম্ বিদিত্বা সুচরিতৈর্গুণৈস্তৈৎ কর্ম্মকারিভিঃ॥"

মনু ৯। ২৬১।)

কর্ম্মকীলক (পুং) কর্ম্মণা কীলক ইব বস্ত্রক্ষালনাদিনা গৃহস্থানাং মানরক্ষাকপাটকীলকস্বরূপঃ। রজক, ধোবা।

কর্ম্মকুশল (ত্রি) কর্ম্মণি কুশলঃ, ৭তৎ। কর্ম্মে নিপুণ।

কর্ম্মকৃৎ (ত্রি) কর্ম্ম করোতি, কর্ম্মন্-কৃ-ক্বিপ্। কর্ম্মকারক।

"কর্ম্মাপি দ্বিবিধং জ্ঞেয়মশুভং শুভমেব চ।

অশুভং দাসকর্ম্মোক্তং শুভং কর্ম্মকৃতাং স্মৃতম্॥" মিতাক্ষরা

কর্ম্মক্ষম (ত্রি) কর্ম্মণি ক্ষমঃ সমর্থঃ ৭তৎ। কর্ম্ম করিতে সমর্থ

("আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রোধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ।" রঘু।)

কর্ম্মক্ষেত্র (ক্লী) কর্ম্মণাং ক্রিয়ানুষ্ঠানানাং ক্ষেত্রম্, ৬তৎ। ভারতবর্ষ, এই স্থানে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফলানুসারে অন্যান্য বর্ষে জন্ম হইয়া থাকে। ভাগবতে লিখিত আছে,—

"অত্রাপি ভারতমেব বর্ষং কর্ম্মক্ষেত্রম্। অন্যান্যষ্টবর্ষাণি স্বর্গিণাং পুণ্যশেষোপভোগস্থানানি ভৌমস্বর্গপদানি ব্যপদিশন্তি॥" (ভাগবত ৫।১৭।১১।) কথিত বর্ষসমূহ-মধ্যে ভারতবর্ষ কর্ম্মক্ষেত্র, অন্যান্য অষ্টবর্ষ স্বর্গবাসিদিগের অবশিষ্ট পুণ্য ভোগের স্থান, এজন্য ঐ সকল বর্ষকে ভৌমস্বর্গ বলিয়া থাকে

কর্ম্মগ্রন্থি (পুং) কর্ম্মণাং গ্রন্থিবন্ধনমস্মাৎ, বহুব্রী। অজ্ঞানজন্য বাসনারূপ দোষ, এই বাসনাই সকল প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম বন্ধনের হেতু।

কর্ম্মচণ্ডাল (পুং) কর্ম্মণা চণ্ডাল ইব। ১ অসূয়ক, হিংস্রক ২ পিশুন, খল। ৩ কৃতঘ্ন। ৪ অত্যন্ত ক্রোধী।

("অসূয়কঃ পিশুনশ্চ কৃতঘ্নো দীর্ঘরোষকঃ।

চত্বারঃ কর্ম্মচণ্ডালা জন্মতশ্চাপি পঞ্চমঃ॥" বশিষ্ঠ।)

৫ রাহু। ("উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ।

কর্ম্মচণ্ডাল ! যোগোত্থং মম পাপক্ষয়ং কুরু॥"

গ্রহণমুক্তিস্নানমন্ত্র।)

কর্ম্মচন্দ্র (পুং) ১ মালবদেশের একজন রাজা। ২ মগধের একজন রাজা।

কর্ম্মচারী [ন্] (ত্রি) কর্ম্মণি চরতি, কর্ম্ম-চর-ণিনি। বেতন লইয়া যাহারা কার্য্য করে।

কর্ম্মচিৎ (ত্রি) কর্ম্ম চি-ভূতে ক্বিপ্। ১ কৃতকর্ম্ম, যে কর্ম্ম করা হইয়াছে। ২ কর্ম্মের দ্বারা চীয়মান অর্থাৎ যাহা সঞ্চিত হইতেছে।

("কর্ম্মমযান্ কর্ম্মচিতস্তে কর্ম্মণৈবাধীয়ন্তে।

কর্ম্মণা চীয়ন্তে।" শতপথ ব্রা ১০।৫।৩।৯।)

কর্ম্মচিত (ত্রি) কর্ম্মণা চিতঃ, কর্ম্ম-চি-ক্ত। কর্ম্মনিষ্পান্ন, কর্ম্মের দ্বারা যাহা সম্পাদন করিতে হয়।

("তদ্যথেহ কর্ম্ম চিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমমুত্র পুণ্যচিতঃ।" বেদপরি° শ্রুতি।)

কর্ম্মচেষ্টা (স্ত্রী) কর্ম্মণি চেষ্টা, ৭তৎ। ক্রিয়ানুষ্ঠানের চেষ্টা।

("আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ।

কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ক্রিয়া ভবেৎ॥" মনু)

কর্ম্মচোদনা (স্ত্রী) কর্ম্মণি কর্ম্মাববোধনে চোদনা বিধিঃ। ১ কর্ম্মবিষয়ে প্রেরণকারক বিধি। ২ (কর্ম্মচোদ্যতে প্রবর্ত্ততেঽনয়া, অ-টাপ্) কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু।

("জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।" গীতা।)

৩ কর্ম্মবিধি ("চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থ বাচিনঃ। ইত্যনেন উক্ত লক্ষণঃ ত্রিগুণাত্মকঃ জ্ঞানাদিত্রয়বলম্ব্য কর্ম্মবিধিঃ প্রবর্ত্ততে।" শ্রীধরস্বামী।)

কর্ম্মজ (পুং) কর্ম্মণঃ কর্ম্মফলাদৃষ্টাজ্জায়তে, কর্ম্ম-জন্-ড। ১ কর্ম্মফল জন্য রোগাদি; এই রোগ শাস্ত্রানুসারে নির্ণীত হইয়া ঔষধ প্রয়োগেও উপশম প্রাপ্ত হয় না, কেবল কর্ম্ম-ক্ষয়েই ইহার শান্তি হইয়া থাকে। ২ জন্মপরিগ্রহ, কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্মবিশেষের ফলে যোনিবিশেষে জন্ম হইয়া থাকে। ৩ পাপপুণ্যাদি। ৪ ক্রিয়া জন্য সংযোগ বিভাগাদি। ৫ বেগনামক সংস্কার।

"মূর্ত্তমাত্রে তু বেগঃ স্যাৎ কর্ম্মজো বেগজঃ কচিৎ। ভাষাপরি") ৬ বটগাছ। ৭ (কর্ম্মণো জাতঃ বিষয়ভোগবাসনাবশাৎ ক্রমশো মলিনাত্মনাম্ বৃত্তিভির্জাত ইত্যর্থঃ। কলিযুগ। ৮ (ত্রি) ক্রিয়াজাত।

("তথা দহতি বেদজ্ঞঃ কর্ম্মজং দোষমাত্মনঃ।" মনু ১২।১০)

কর্ম্মজগুণ (পুং) কর্ম্মণো জায়তে যো গুণঃ, কর্ম্মধা°। ক্রিয়া-জন্য গুণ, সংযোগ, বিভাগ ও বেগ।

("সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ বেগাশ্চৈতে তু কর্ম্মজাঃ। ভাষাপরি°।)

কর্ম্মজিৎ (পুং) ১ জরাসন্ধবংশীয় মগধের নৃপবিশেষ। ২ উড়িষ্যার একজন রাজা। তিনি ৭৮ খৃঃ হইতে ১৪৩ খৃঃ অব্দ অবধি, ৬৫ বর্ষ রাজত্ব করেন।

কর্ম্মজ্ঞ (ত্রি) কর্ম্ম জানাতি কর্ম্মন্ জ্ঞা-ক। কর্ম্মবোধক, যাহার হিতাহিত ও সময় বুঝিয়া কর্ম্মবিশেষ করিবার জ্ঞান আছে।

কর্ম্মঠ (ত্রি) কর্ম্মণি ঘটতে কর্ম্মন্-অঠচ্ (কর্ম্মণি ঘটোঽঠচ্। পা ৫।২।৩৫।) কর্ম্মকুশল, কর্ম্মে সুনিপুণ, যে যত্নের সহিত সুশৃঙ্খলায় নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে। ইহার অপর নাম কর্ম্মশূর।

("জাতাশয়স্তু ততোব্যতামীৎ।
স কর্ম্মঠঃ কর্ম্ম সুতানুবেধি।" ভট্টি ১।১১।)

কর্ম্মণিবাচ্য (পুং) ব্যাকরণোক্ত বাচ্যবিশেষ। এই বাচ্যে কর্ম্মে প্রথমা ও কর্ত্তায় তিতীয়া বিভক্তি হয় এবং কর্ম্মপদের বচন ও পুরুষ নির্দ্দিষ্ট হয়।

কর্ম্মণ্য (ত্রি) কর্ম্মণি সাধুঃ কর্ম্মন্-যৎ। ১ কর্ম্মযোগ্য, কেজো। ২ যাহা কর্ম্মবিশেষে আবশ্যক।

কর্ম্মণ্যতা (স্ত্রী) কর্ম্মণ্যস্য ভাবঃ, কর্ম্মণ্য-তল-টাপ্ (তস্য ভাব স্তত্বলৌ। পা ৫।১।১১৯) ১ নিপুণতা। ২ কাজে লাগা।

কর্ম্মণ্যভুক্ (ত্রি) কর্ম্মণ্যং বেতনং ভুঙ্‌ক্তে, কর্ম্মণ্য-ভুজ-কিপ্। বেতনোপজীবী, চাকর।

কর্ম্মণ্যা (স্ত্রী) কর্ম্মণা সম্পদ্যতে, তত্র সাধু কর্ম্মন্-যৎ-টাপ্। ১ বেতন। ২ মূল্য।

কর্ম্মত্যাগ (পুং) কর্ম্মণঃ ত্যাগঃ, ৬তৎ। কর্ম্ম পরিত্যাগ করা, চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া।

কর্ম্মদক্ষ (ত্রি) কর্ম্মণি দক্ষঃ ৭তৎ। কর্ম্মে পটু।

কর্ম্মদুষ্ট (ত্রি) কর্ম্মণা দুষ্টঃ, ৩তৎ। ১ কর্ম্মবিশেষের দ্বারা পতিত। ২ পাপী।

কর্ম্মদেব (পুং) কর্ম্মণা দেবঃ প্রাপ্তদেবতাবঃ। দেববিশেষ। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ সূর্য্য, এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই তেত্রিশটি কর্ম্মদেব। অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্মফলে ইহারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ইন্দ্র প্রভু এবং ইহাদিগের আচার্য্য বৃহস্পতি।

কর্ম্মদেবী। মেবারের রাজা সমরসিংহের পত্নী। ইহার পুত্রের নাম রাহপ। [সমরসিংহ দেখ।]

কর্ম্মদেবতা (স্ত্রী) কর্ম্মণা দেবতা। কর্ম্মদেব।

("জ্যোতিষ্টোমাদিনা স্বর্গং প্রাপ্তাঃ স্যুঃ কর্ম্মদেবতাঃ।" শব্দচি।)

কর্ম্মদোষ (পুং) কর্ম্মৈব দোষঃ, কর্ম্মহেতুদোষো বা। ১ দুষ্ট কর্ম্ম, পাপজনক হিংসাদি কর্ম্ম। ২ কর্ম্ম জন্য পাপাদি। ৩ কর্ম্মবিষয়ক দোষ। ৪ সমস্ত কর্ম্মের মূলকারণস্বরূপ মিথ্যাজ্ঞান জন্য বাসনাস্বরূপ দোষ।

কর্ম্মধারয় (পুং) ব্যাকরণোক্ত সমানাধিকরণ পদঘটিত সমাসবিশেষ।

("সমানাধিকরণস্তৎ পুরুষঃ কর্ম্মধারয়ঃ।" পাণিনি।)

কর্ম্মধ্বংস (পুং) কর্ম্মণো ধ্বংসঃ, ৬তৎ। কর্ম্মনষ্ট, কর্ম্মক্ষতি।

কর্ম্মনাশা (স্ত্রী) কর্ম্ম নাশয়তি, কর্ম্মন্-নশ-ণিচ্-অণ্-টাপ্। নদীবিশেষ। বঙ্গপ্রদেশের শাহাবাদ জেলার কাইমুর পাহাড় হইতে, অক্ষাং ২৪° ৩৪′ ৩০″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৩° ৪১′ ৩০′ পূঃ মধ্যে নির্গত হইয়াছে। এই নদী উত্তর পশ্চিমমুখে গিয়া বরিহার গ্রামের নিকট শাহাবাদ ও মির্জাপুর দুইদিকে দুই জেলা রাখিয়া বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে। এই নদী চৌসা গ্রামের নিকট গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার দুইটি শাখা ধর্ম্মাবতী ও দুর্গাবতী।

পাহাড়ের উপরে যেখানে যেখানে কর্ম্মনাশা বহিতেছে, সেখানকার নদীগর্ভ পাথরিয়া হইলেও যেখানে জমি পাইয়াছে সেখানকার গর্ভ কর্দ্দমময় ও অতি গভীর। মাঘ ফাল্গুনে এই

নদী শুখাইয়া যায়, কিন্তু বর্ষাকালে ইহার তোড় দেখে যে, তখন অল্পজলে সহজে নামিতে অনেকেই সাহস করে না। সেই সময়ে মালবোঝাই করা বড় বড় নৌকা অনায়াসে ইহার বক্ষে ভাসিয়া যায়। মির্জাপুর জেলার ছানপাথর নামক স্থানে এই নদী ১০০ ফুট উচ্চ হইতে নামিতেছে, অধিক বৃষ্টির সময়ে সেই জলপ্রপাতটি দেখিতে বড়ই সুন্দর। অনেকে বলিয়া থাকেন, এই নদী স্পর্শ করিলে মহাপাপ হয়, রাবণের প্রস্রাবে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। [বৈদ্যনাথ দেখ।] কাহারও মতে, সূর্য্যবংশীয় ত্রিশঙ্কু রাজা ব্রহ্মহত্যার পাপ করেন। তিনি আপনার পাপমোচনের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় পুণ্যতোয়া নদীর জল আনয়ন করেন এবং সেই জলে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। এখন যে কর্ম্মনাশা প্রবাহিত হইতেছে, উহা সেই ত্রিশঙ্কুরাজার গাত্র-ধৌত অপবিত্র জল। আবার কাহারও মতে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, প্রাচীন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণ এই নদী পার হইয়া কীকট অথবা বঙ্গদেশে আসিতেন না, তাই সেই সময় হইতে অপবিত্র রহিয়াছে। যাহা হউক, এই নদীকূলে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা এই নদী অপবিত্র মনে করে না, এই নদীর জলে তাহাদের সায়ংসন্ধ্যা কার্য্য চলিতেছে। বরং ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে যে, এই নদীতে, বিশেষ গঙ্গা ও কর্ম্মনাশাসঙ্গমে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। যথা—

"ভাগীরথ্যা সমং তত্র কর্ম্মনাশা নদী দ্বিজাঃ।
সংগতিং পুণ্যদাং প্রাপ্তা লোকতারণহেতবে ॥"

ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫৮। ৪০

উক্ত ব্রহ্মখণ্ডের মতে, এই নদীর কূলেই তাড়কারাক্ষসীর বন ছিল।

কর্ম্মনিষ্ঠ (ত্রি) কর্ম্মণি নিষ্ঠা যস্য, বহুব্রী। যাগাদি কর্ম্মাসক্ত ("জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথাপরে। তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্ম্মনিষ্ঠাস্তথা পরে।" মনু।)

কর্ম্মনিষ্ঠা (স্ত্রী) কর্ম্মণি নিষ্ঠা আসক্তি, ৭তৎ। কর্ম্মে আসক্তি

কর্ম্মন্দ (পুং) ভিক্ষুসূত্রকার ঋষিবিশেষ।

কর্ম্মন্দী [ন্] (পুং) কর্ম্মন্দেন ভিক্ষুসূত্রকারকেন ঋষিবিশেষেণ প্রোক্তং ভিক্ষুসূত্রমধীতে, কর্ম্মন্দ-ইনি (কর্ম্মন্দকৃশাশ্বাদিনিঃ। পা ৪। ৩। ১১১) ভিক্ষু, সন্ন্যাসী।

কর্ম্মন্যাস (পুং) কর্ম্মণাং বিহিতকর্ম্মণাং বিধিনা ন্যাসঃ ত্যাগঃ। ১ কর্ম্মত্যাগ, সন্ন্যাস। ২ কর্ম্মফল ত্যাগ।

কর্ম্মপঞ্চম (সঙ্গীত) ললিতা, হিন্দোল, বসন্ত ও দেশকার যোগে উৎপন্ন রাগিণীবিশেষ।

কর্ম্মপথ (পুং) কর্ম্মণাং পন্থাঃ, কর্ম্মন্-পথিন্-অচ। কর্ম্মের পদ্ধতি। এই কর্ম্ম পদ্ধতি দশপ্রকার, মহাভারতে সেই দশ কর্ম্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করিবার উপদেশ আছে,—

"কায়েন ত্রিবিধং কর্ম্ম বাচা চাপি চতুর্ব্বিধম্।
মনসা ত্রিবিধঞ্চৈব দশকর্ম্মপথাংস্ত্যজেৎ ॥
প্রাণাতিপাতঃ স্তৈন্যঞ্চ পরদারমথাপি বা।
ত্রীণি পাপানি কায়েন সর্ব্বতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
অসৎপ্রলাপং পারুষ্যং পৈশুন্যমনৃতং তথা।
চত্বারি বাচা রাজেন্দ্র ন জল্পেন্নানুচিন্তয়েৎ ॥
অনভিধ্যা পরস্বেষু সর্ব্বসত্ত্বেষু সৌহৃদম্।
কর্ম্মণাং ফলমস্তীতি ত্রিবিধং মনসা চরেৎ ॥"

ত্রিবিধ কায়িক, চতুর্বিধ বাচিক ও ত্রিবিধ মানসিক এই দশ কর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিবে। প্রাণনাশ, চৌর্য্য ও পরদারগমন এই তিন প্রকার কায়িক কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। অসৎবাক্য, কর্কশবাক্য, নিষ্ঠুরবাক্য ও মিথ্যাবাক্য এই চারি প্রকার বাক্য বলিবে না পর-সম্পত্তিতে নিস্পৃহ হইয়া সর্ব্বজীবে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া এবং কর্ম্মের ফল আছে এইরূপ চিন্তা করিয়া আচরণ করিবে।

(ভারত অনু° ১৩ অঃ।)

কর্ম্মপদ্ধতি (স্ত্রী) কর্ম্মণাং পদ্ধতি, ৬তৎ। কর্ম্মের প্রণালী, কর্ম্ম করিবার নিয়ম।

কর্ম্মপাক (পুং) কর্ম্মণঃ ধর্ম্মাধর্ম্মমূলকস্য পাকঃ পরিণাম, ৬তৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মের সুখদুঃখাদিরূপ পরিণাম। [কর্ম্মবিপাক দেখ।]

কর্ম্মপ্রদীপ (পুং) কর্ম্ম প্রদর্শয়িতুং প্রদীপ ইব। কাত্যায়ন-প্রণীত গ্রন্থবিশেষ।

কর্ম্মপ্রবচনীয় (পুং) কর্ম্ম প্রোক্তবান্, কর্ম্মন্-প্রবচ-অনীয়র্। পাণিনি ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ; (কর্ম্ম প্রবচনীয়াঃ। পা ১। ৪। ৮৩)।

কর্ম্মপ্রবাদ (পুং) জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রান্তর্গত চতুর্দ্দশ পূর্ব্বের মধ্যে অষ্টম পূর্ব্ব। [জৈন দেখ।]

কর্ম্মফল (ক্লী) কর্ম্মণঃ জীবকৃতশুভাশুভরূপস্য ফলং পরিণামঃ। ১ শুভাশুভ কর্ম্মের সুখদুঃখ ভোগরূপ পরিণাম। কামরাঙ্গা ফল।

কর্ম্মবন্ধ (ক্লী, পুং) কর্ম্মণা বন্ধঃ শরীরসম্বন্ধঃ, ৩তৎ। ১ কর্ম্মজন্য অদৃষ্টবশে পরজন্মরূপ বন্ধন। ২ (ত্রি) কর্ম্মবন্ধং বন্ধসাধনং যস্য, বহুব্রী। কর্ম্মরূপ বন্ধনের কারণযুক্ত। ("লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" গীতা।)

কর্ম্মবন্ধন (ক্লী) কর্ম্মণা বন্ধনং, কর্ম্ম এব বন্ধনম্বা। ১ কর্ম্মজন্য জন্মগ্রহণ। ২ কর্ম্মরূপ বন্ধন।

কর্ম্মভূ (স্ত্রী) কর্ম্মণঃ কর্ম্মণি উচিতা বা ভূঃ, ৬ বা ৭তৎ।

১ চাষের উপযুক্ত ভূমি, কৃষ্টভূমি; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, — কর্ম্মান্ত। ২ ভারতবর্ষ।

("অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।

যতো হি কর্ম্মভূরেষা অতোহন্যা ভোগভূময়ঃ ॥")

কর্ম্মভূমি (স্ত্রী) কর্ম্মণঃ পুণ্যজনকযজ্ঞাদিরূপক্রিয়ায়া ভূমিঃ, ৬তৎ। ১ আর্য্যাবর্ত্ত।

(ভরতাদ্যৈরাবতানি বিদেহাশ্চ কুরূন্ বিনা।

বর্ষাণি কর্ম্মভূমাঃ স্যুঃ শেষাণি ফলভূময়ঃ ॥ হেম ৪। ১২ ।)

২ ভারতবর্ষ।

("উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।

বর্ষং তদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততি ॥

নবযোজনসাহস্রো বিস্তারোহস্য মহামুনে।

কর্ম্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্ ॥"

বিষ্ণুপু° ৩। ১। ২)

কর্ম্মভোগ (পুং) কর্ম্মণঃ কর্ম্মজন্য সুখদুঃখাদের্ভোগঃ, ৬তৎ। কর্ম্মফলানুসারে সুখদুঃখাদির ভোগ।

কর্ম্মমন্ত্রী [ন্] (পুং) কর্ম্ম মন্ত্রয়তি, কর্ম্মন্-মন্ত্র-ণিচ্ ণিনি। কর্ম্ম সম্বন্ধে মন্ত্রণাদাতা।

কর্ম্মমীমাংসা (স্ত্রী) কর্ম্মণি মীমাংসা। কর্ম্ম সম্বন্ধে নিশ্চয়-কারক বিচার শাস্ত্রবিশেষ। জৈমিনিসূত্র।

কর্ম্মমূল (ক্লী) কর্ম্মণো মূলমিব মূলমস্য, মধ্যলো° বহুব্রী। যত্র কর্ম্মণি যজ্ঞাদি ক্রিয়ায়াং সৎকর্ম্মাণাং মূলং যস্য। কুশ নামক তৃণ বিশেষ।

কর্ম্মযুগ (ক্লী) যুগানাং মধ্যে অন্ত্যোহস্তুং যত্র, কুকর্ম্মন কর্ম্ম হিংসা প্রধানং যুগম্ কর্ম্মধা। কলিযুগ।

কর্ম্মযোগ (পুং) কর্ম্মসু যোগস্তৎকৌশলম্, ৭তৎ। চিত্ত শুদ্ধি-জনক বৈদিক কর্ম্ম। [কর্ম্ম দেখ।]

("অয়মেব ক্রিয়াযোগো জ্ঞানযোগস্য সাধকঃ।

কর্ম্মযোগং বিনা জ্ঞানং কস্যচিন্নৈব দৃশ্যতে ॥" মলমাস তত্ব।)

কর্ম্মযোগী [ন্] (পুং) কর্ম্মযোগোহস্যাস্তি, কর্ম্ম-যোগ-ইনি। কর্ম্মযোগে রত, যাঁহারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি অভিলাষে যজ্ঞদানাদি বৈদিক কর্ম্ম করেন।

কর্ম্মযোনি (স্ত্রী) কর্ম্মণো যোনিঃ আদিকারণম্, ৬তৎ। কর্ম্মের মূল কারণ।

কর্ম্মর (পুং) কর্ম্ম হিংসাং রাতি, কর্ম্মন্-রা-ক। কামরাঙ্গা।

কর্ম্মরক (পুং) কর্ম্মর স্বার্থে কন্। কামরাঙ্গা।

কর্ম্মরঙ্গ (পুং, ক্লী) কর্ম্মণে হিংসায়ৈ রঙ্গঃ রাগাদিজনক ভাবঃ, কর্ম্মন রঞ্জ ঘঞ্। ফলবৃক্ষবিশেষ, কামরাঙ্গা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শিরাল, বৃক্কদল, রুজাকর, কর্ম্মার, কর্ম্মরক, পীতফল, কর্ম্মর, মুদ্গরক, মুদ্গর, ধারাফল ও কর্ম্মারক। হিন্দীতে কামরঙ্ক বা করমল, বোম্বাইঅঞ্চলে কর্ মল, তামিল তমর্ত্তম থরম, তৈলঙ্গে কোরমঙ্গ বা তামর্ত্তচেট্টু, মলয়ে বিলিং বিং মলিস, ব্রহ্মে জুন বা পর্ত্তুগীজ করম্বোল। ইংরেজী বৈজ্ঞা-নিক নাম Averrhoa Carambola রাক্সবর্ঘের মতে ইহার গুণ,—অম্ল, উষ্ণ, বায়ুনাশক, পিত্তকারক, তীক্ষ্ণ, কটুপাকী ও অম্লপিত্তকারক। ইহার পক্কফল মধুর ও অম্লরস, এবং বল, পুষ্টি ও রুচিকারক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা শীতল, মলবদ্ধকারক এবং কফ ও বায়ুনাশক।

কামরাঙ্গা দুই প্রকার, মিঠা ও টক। তন্মধ্যে পাকা টক কামরাঙ্গাই অনেকে পছন্দ করেন, খাইতেও বেশ মুখরোচক।

কামরাঙ্গা গাছ ১৪ ফুট হইতে ৩৬ ফুট পর্য্যন্ত বড় হইতে দেখা যায়। যুরোপীয়দিগের মতে, কামরাঙ্গা প্রথমে ভারত মহাসাগরীয় মালাক্কাদ্বীপে জন্মাইত, তথা হইতে সিংহলে এবং সিংহল হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা নয়, বহু প্রাচীনকাল হইতে ইহার গাছ ভারতবর্ষে জন্মাইতেছে, রামায়ণ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষণে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কামরাঙ্গা জন্মাইতেছে।

কর্ম্মরাষ্ট্র। দাক্ষিণাত্যের একটি প্রাচীন উপবিভাগ। (Ind. Ant VII 159)

কর্ম্মারী (স্ত্রী) কর্ম্ম বৈদ্যজ্যোপযোগক্রিয়াং রাতি দদাতি, কর্ম্মন্-রা-ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১) বংশলোচনা। [বংশলোচন দেখ।]

কর্ম্মর্ষ (পুং) অথর্ব্ববেদী একজন প্রাচীন ঋষি।

কর্ম্মবচন (ক্লী) কর্ম্মবাক্য। বৌদ্ধমতানুযায়ী ক্রিয়াকাণ্ড।

কর্ম্মবজ্র (পুং) কর্ম্ম শ্রৌতাদ্যনুষ্ঠানং বজ্রমিব যস্য, বহুব্রী। শূদ্র।

কর্ম্মবৎ (ত্রি) কর্ম্ম অস্ত্যস্তি, কর্ম্ম মতুপ্, মস্য বঃ। কর্ম্মবিশিষ্ট।

কর্ম্মবশ (ত্রি) কর্ম্মণো বশঃ ৬তৎ। ১ কর্ম্মের অধীন। ২ কর্ম্মের অনুরোধ।

কর্ম্মবশিতা (স্ত্রী) কর্ম্মবশিনো ভাবঃ, কর্ম্মবশিন্-তল্ (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) কর্ম্মাধীনের ধর্ম্ম।

কর্ম্মবশী [ন্] (পুং) কর্ম্মণো বশঃ বশ্যতা অস্ত্যস্য, কর্ম্মবশ-ইনি। কর্ম্মাধীন।

কর্ম্মবশ্যতা (স্ত্রী) কর্ম্মণো বশ্যতা, অধীনত্ব, ৬তৎ। কর্ম্মের অধীনতা।

কর্ম্মবাটী (স্ত্রী) কর্ম্মণাং শাস্ত্রোক্ত তিথিনিমিত্তীভূতক্রিয়াণাং চন্দ্রকলাক্রিয়াণাং বাটীব। তিথি।

(তিথিঃ পুনঃ কর্ম্মবাটী প্রতিপৎ পক্ষতিঃ সমে। হেম ২।৬১ ।)

কর্ম্মবিধি (পুং; কর্ম্মণো বিধির্নিয়মঃ, ৬তৎ। কর্ম্মের নিয়ম।

কর্ম্মবিপাক (পুং) কর্ম্মণঃ ধর্ম্মাধর্ম্মমূলকস্য বিপাকঃ পরিণামঃ, ৬তৎ। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল। মুক্তি, স্বর্গ, পরজন্মে ঐশ্বর্য্যাদি সুখের উপকরণ লাভ করিয়া সুখভোগ প্রভৃতি শুভকর্ম্মের ফল এবং রোগ ও নরকাদি অশুভ কর্ম্মের ফলভোগ।

আমাদের শাস্ত্র মতে, অধর্ম্মের ন্যূনাধিক্য অনুসারে প্রথমে তদ্রূপ নরক ভোগ করিয়া পাপযোনি বিশেষে উৎপত্তি হয়। কিরূপ পাপে কিরূপ যোনিতে উৎপত্তি হয় তৎসম্বন্ধে গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,—পতিত ব্যক্তির দান গ্রহণ করিলে নরকান্তে পাপী কৃমি, উপাধ্যায়কে প্রতারণা করিলে কুকুর, গুরুপত্নী বা গুরুদ্রব্যে লোভ করিলে গর্দ্দভ, মাতা-প্রভৃতি অন্য গুরুজনকে আক্রমণ করিলে শারিকা, মাতা পিতাকে যন্ত্রণা দিলে কচ্ছপ, প্রভুদত্ত আহার পরিত্যাগ করিয়া অন্য দ্রব্য আহার করিলে বানর, গচ্ছিত ধন অপহরণ করিলে কৃমি, কাহারও গুণের প্রতি দোষারোপ করিলে রাক্ষস, বিশ্বাসঘাতকতা করিলে মৎস্য, যব ধান্য প্রভৃতি শস্য অপহরণে ইন্দুর, পরস্ত্রীগমনে ব্যাঘ্রবৃক প্রভৃতি, ভ্রাতৃজায়াহরণে কোকিল, গুরু প্রভৃতির পত্নীহরণে শূকর, যজ্ঞ দান বিবাহ প্রভৃতির বিঘ্ন করিলে কৃমি; দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণকে না দিয়া ভোজন করিলে বায়স, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করিলে ক্রৌঞ্চ, শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণী গমন করিলে কৃমি, ব্রাহ্মণীগর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলে কাষ্ঠনাশক কীট, কৃতঘ্নতা করিলে কৃমিকীট পতঙ্গ বা বৃশ্চিক, শস্ত্রহীন ব্যক্তিকে হনন করিলে খর, স্ত্রী ও শিশুবধ করিলে কৃমি, কাহারও ভোজ্যবস্তু চুরি করিলে মক্ষিকা, অন্নহরণ করিলে বিড়াল, তিলহরণে মূষিক, ঘৃতহরণে নকুল, মদ্গুরমৎস্যহরণে কাক, মধুহরণে ডাঁশ, পিষ্টকহরণে পিপীলিকা, জলহরণ করিলে বায়স, কাঁসা হরণ করিলে হারীত বা কপোত, স্বর্ণভাণ্ড হরণে কৃমি, বস্ত্রাদি হরণে ক্রৌঞ্চ, অগ্নিহরণে বক, বর্ণক ও শাক পত্রাদিহরণে ময়ূর, রক্তবস্ত্র হরণে চকোর, সুগন্ধিবস্তু হরণ করিলে ছুঁচা, বাঁশ হরণ করিলে শশক, ময়ূরের পুচ্ছ হরণ করিলে ষণ্ড, কাষ্ঠহরণ করিলে কাষ্ঠকীট, ফুল চুরি করিলে দরিদ্র, যান হরণ করিলে পঙ্গু, শাকহরণে হারীত, জলহরণে চাতক এবং গৃহহরণ করিলে রৌরবাদি দারুণ নরক ভোগ করিয়া তৃণ গুল্ম লতা বৃক্ষাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গো সুবর্ণাদি হরণেও এইরূপ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যা, হরণ করিলে বহু নরকভোগের পর মূক হইয়া এবং ইন্ধনশূন্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে মন্দাগ্নি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। (গরুড়পু° ২২৯ অঃ।)

পাপকার্য্য বিশেষের দ্বারা সেই জন্মে বা পরজন্মে রোগ বিশেষও ভোগ করিতে হয়। শাতাতপ ঋষি যে পাপে যেরূপ রোগের বিধান করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল। পাপ জন্য যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পর পরজন্মেও ঐ রোগযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মহাপাতক জন্য রোগ ৭ জন্ম, উপপাতক জন্য রোগ ৫ জন্ম, এবং পাপ জন্য রোগ ৩ জন্ম হইয়া থাকে। মহাপাতক, উপপাতক ও পাতকের প্রায়শ্চিত্তেরও ন্যূনাধিক্য আছে। মহাপাতকের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত, উপপাতকে অর্দ্ধ এবং পাতকে ষষ্ঠাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন অতিপাতকে দানাদি সাধারণ বিধানের দ্বারা মুক্ত হইতে পারা যায়।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
ছাগহত্যা	অধিকাঙ্গ	দিচত্রযুক্ত ছাগদান।
অশ্বহত্যা	বক্রমুখ	শত পল চন্দনদান।
মেষহত্যা	পাণ্ডুরোগ	ব্রাহ্মণকে একপল কস্তুরীদান।
উষ্ট্রহত্যা	বিকৃত স্বর	কর্পূরক ফলদান।
কাকহত্যা	কর্ণহীনতা	কৃষ্ণবর্ণা গাভীদান।
খরহত্যা	কর্কশ লোম	৩ তোলক পরিমিত স্বর্ণপ্রভৃতি দান।
হস্তিহত্যা	সকলকার্য্যে অসিদ্ধি	মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গণেশ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, অথবা মূলশাক ও পিষ্টকের দ্বারা গণসমূহের শান্তি বিধান ও একলক্ষ গণেশমন্ত্র জপ।
ভল্লুকহত্যা	কেকরাক্ষি (ট্যারা)	তাম্রবর্ণা ধেনুদান।
গোহত্যা	কুষ্ঠ	পঞ্চ পল্লব সংযুক্ত, পঞ্চ বর্ণবিশিষ্ট রক্তচন্দনলিপ্ত, রক্তপুষ্প ও রক্তবস্ত্র আচ্ছাদিত একটি রক্তকুম্ভ দক্ষিণদিকে স্থাপিত করিয়া তাহাতে তিলচূর্ণ পূর্ণ তাম্রপাত্র রাখিয়া তাহার ১০৮ মাষা পরিমিত স্বর্ণের যমমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবে, এবং তাঁহার নিকট 'আমার পাপ শান্তি করুন' বলিয়া প্রার্থনা করিবে। তৎপরে সামবেদী ব্রাহ্মণ সেই কলসে সাম পারায়ণ করিবেন। অনন্তর দশ ভাগ সর্পণ দ্বারা পাত্র মন্ত্রের অভিষেচন করিবে। পরিশেষে "যমোঽপি মহিষারূঢ়ো দণ্ডপাণির্মহাবলঃ। দক্ষিণাশাপতির্দেবো মম পাপং ব্যপোহতু।" এই মন্ত্রের দ্বারা যমমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তিসহকারে আচার্য্যকে নিবেদন করিবে।
মহিষহত্যা	কৃষ্ণতনু	১০৮ মাষা পরিমিত স্বর্ণ প্রভৃতি দান।
মার্জ্জারহত্যা	হস্ততল পীতবর্ণ	১০৮ মাষা পরিমিত স্বর্ণে পারাবত প্রস্তুত করিয়া দান।
বকহত্যা	দীর্ঘনাসিকা	তাম্রবর্ণা গাভী দান।
শুকশারিকাহত্যা	স্খলিত বাক্য	ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত কোন শাস্ত্রগ্রন্থ দান।
শূকরহত্যা	দন্তুর	দক্ষিণার সহিত ঘৃত-কুম্ভদান।।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
শৃগালহত্যা	পদখঞ্জতা	একপল পরিমিত স্বর্ণ অশ্ব দান।
ছাগলহত্যা	খঞ্জ	একপল পরিমিত স্বর্ণ-অশ্ব দান।
পিতৃহত্যা	চেতনানাশ	৩০টি প্রাজাপত্য করিয়া, ১ পল পরিমিত স্বর্ণে নৌকা প্রস্তুত করিয়া এবং তাম্রপাত্রে রৌপ্যময় কুম্ভ স্থাপন করিয়া ১০৮ মাষা পরিমিত স্বর্ণে বিষ্ণু বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে পট্ট বস্ত্র পরিধান করাইয়া যথাবিধি পূজা করিতে হইবে। পরে ঐ সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দান করিবে।
মাতৃহত্যা	অন্ধ	পিতৃহত্যার ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত।
ভ্রাতৃহত্যা	মূক	চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া "সংবর্ত্তি জগন্নাথঃ শঙ্খব্রহ্মাদি দেবতে। দুষ্কর্ম্ম করণাৎ পাপাৎ পাহি মাং পরমেশ্বরি॥" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পল পরিমিত স্বর্ণ সহ ব্রাহ্মণকে পুস্তকদান করিবে।
স্ত্রীহত্যা	অতীসার	১০টি অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ, শর্করা ও ধান্যদান এবং শত ব্রাহ্মণ ভোজন।
বালকহত্যা	মৃতবৎস	ব্রাহ্মণের বিবাহ দান, হরিবংশ শ্রবণ, মহারুদ্রের জপ, অযুতসংখ্যক দূর্ব্বা আহুতি দিয়া দক্ষিণাসহ ১০৮ মাষা পরিমিত ১১ খণ্ড স্বর্ণ, অথবা ১১ পল স্বর্ণ একাদশটি ব্রাহ্মণকে দান করিবে। অন্যান্য ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দক্ষিণা দান কর্ত্তব্য। অবশেষে আচার্য্য বরুণদৈবতমন্ত্রের দ্বারা দম্পতীকে স্নান করাইবেন, যজমান আচার্য্যকে বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি প্রদান করিবেন।
রাজহত্যা	ক্ষয়রোগ	গো, ভূমি, স্বর্ণ, মিষ্টান্ন, জল, বস্ত্র, ঘৃতধেনু ও তিলধেনু দান।
ব্রহ্মহত্যা	পাণ্ডুকুষ্ঠ	চারিদিকে পঞ্চপল্লব ও পঞ্চবর্ণ সংযুক্ত কলস স্থাপিত করিয়া মধ্য কলসের উপর রৌপ্যনির্ম্মিত অষ্টদল পদ্ম রাখিয়া তাহার উপর ১০ তোলা স্বর্ণনির্ম্মিত দণ্ডহস্ত চতুর্ম্মুখ দেব স্থাপন করিবে। দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ঐ কলসস্থ দেবের পূজা, বেদপাঠ, হোম প্রভৃতি—প্রত্যহ সম্পাদন করিবে। পরে ঐ সকল দ্রব্য আচার্য্যকে দান করিতে হইবে।
বৈশ্যহত্যা	রক্তার্ব্বুদ	৪টি প্রাজাপত্য করিয়া সপ্ত ধান্য উৎসর্গ।
শূদ্রহত্যা	দণ্ডাপতানক	১টি প্রাজাপত্য করিয়া দক্ষিণার সহিত একটি ধেনুদান।
বংশনাশ	মূঢ় ও নির্ব্বংশ	শত প্রাজাপত্য করিয়া ব্রাহ্মণকে ভূমি ও দক্ষিণাদান এবং ভারত শ্রবণ।
অভক্ষ্য ভোজন,	উদরে কৃমি	ভীষ্মপঞ্চকের উপবাস।
অস্পৃশ্যস্পৃষ্ট অন্ন ভোক্তা	ঐ	ত্রিরাত্র উপবাস।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
গর্ভপাত	যকৃৎ, প্লীহা ও জলোদর	তিন পল পরিমিত স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্রযুক্ত জল ও ধেনুদান।
দাবাগ্নিদাতা	রক্তাতিসার	জলদান ও বটবৃক্ষ রোপণ করিবে।
দুষ্টবচন	খঞ্জিত	দুগ্ধপূর্ণ ঘটদ্বয় ও দুই পল রৌপ্য ব্রাহ্মণকে দান।
জল থাকিতে জল অদান	মন্দাগ্নি	তিনটি প্রাজাপত্য করিয়া ১০০ শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।
ধূর্ত্ততা	অপস্মার	ব্রহ্মকূর্চ্চবতী ধেনুদান।
পরনিন্দা	খল্লী	কাঞ্চনসহ ধেনুদান।
অন্যের ভোজনে বিঘ্নদান	অজীর্ণ	যথাবিধি লক্ষ হোম কর্ত্তব্য।
অন্যকে দুঃখদান	শূল	অন্নদান ও রুদ্রের জপ করিবে।
অন্যকে উপহাস	কাণা	স্বর্ণসহ গাভী দান।
নৃশংসতা	শ্বাসকাস	সহস্র পল পরিমিত ঘৃত দান।
প্রতিমা ভঙ্গ	অপ্রতিষ্ঠ	তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন অশ্বত্থে সেচন করিয়া বিঘ্নরাজের পূজা স্থাপন।
মদ্যপান	রক্তপিত্ত	স্বর্ণসহ একটি ঘৃত বা অর্দ্ধ ঘটি মধুদান।
পথনাশ	[illegible]	অশ্বদান।
রজস্বলাস্পৃষ্ট অন্ন ভোজন	কৃমি	ত্রিরাত্র গোমূত্র ও যাব ভোজন।
বিষদান	ছর্দ্দি রোগ	১০টি দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে।
সভায় পক্ষপাতিতা	পক্ষাঘাত	সত্যবক্তা ব্রাহ্মণকে ৩ নিষ্ক (৩২৪ মাষা) পরিমিত স্বর্ণদান করিবে।
সুরাপান	শ্যাবদন্ত	প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিয়া ৭ তোলা পরিমিত শর্করাদান, মহারুদ্রের জপ, তাহার দশাংশে তিলের দ্বারা হোম ও বরুণমন্ত্রের দ্বারা অভিষেক।
দেবালয়ে ও জলে মলমূত্র ত্যাগ	গুদরোগ	একমাসকাল দেবতাপূজা, একটি প্রাজাপত্য ও দুইটী গাভী দান করিবে।
অগম্যাগমন	ধ্বজভঙ্গ	কার্পাস তার ও কাংস্যদোহ সংযুক্ত সবৎসা তিনবটি পরিমিত স্বর্ণধেনুদান; দানকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। "সুরভী বৈষ্ণবী মাতা মম পাপং ব্যপোহতু।"
অযোনি গমন	[illegible]	দুইমাসকাল প্রতিদিন সহস্র সংখ্যক স্নান।
অপক্ব অন্নহরণ	হীনদীপ্তি	দুই নিষ্ক (২১৬ মাষা) স্বর্ণে অশ্বিনীকুমার নির্ম্মাণ করিয়া দান করিবে।
ইক্ষুবিকার হরণ	গুল্মোদর	গুড় ও ধেনু দান।
ঊর্ণা কম্বলাদি মেষলোমজাত দ্রব্য হরণ	লোমশ	১০৮ মাষা পরিমিত স্বর্ণে অগ্নি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে, পরে ঐ মূর্ত্তি ও কম্বল দান।
ঔষধ হরণ	সূর্য্যাবর্ত্ত	একমাসকাল সূর্য্যার্ঘ্য ও কাঞ্চন দান করিবে।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
[illegible] হরণ	মূত্র [illegible]	[illegible] কহিবে
কাংস্য হরণ	পুণ্ডরীক	ব্রাহ্মণকে অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহাকে [illegible] দান করিবে।
[illegible]হরণ	[illegible]	[illegible] বস্ত্র [illegible] স্থাপন করিয়া [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] পাঠ করিবেন [illegible] প্রদান করিবে [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] হরণ	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ব্রাহ্মণকে [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ব্রাহ্মণকে [illegible] করিবে।
[illegible]	[illegible]	[illegible]

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
[illegible]	[illegible]	ব্রাহ্মণকে [illegible] দান [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] করিবে
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] স্থাপন করিয়া [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ব্রাহ্মণকে [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] করিবে।
[illegible]	[illegible]	[illegible] করিবে।
[illegible]	[illegible]	[illegible] স্থাপন করিব

পাপ	দণ্ড	প্রায়শ্চিত্ত
[illegible]	[illegible]	[illegible]

পাপ	দণ্ড	প্রায়শ্চিত্ত
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

ছত্রবতী শাস্ত্রে বৃষভান গুরু বস্ত্র ও কাঞ্চনসহ সুবর্ণ ভূমি [illegible] নিবর্তন পরিমিত ভূমি, স্বর্ণাধারে শালগ্রাম অথবা [illegible] স্বর্ণ অথবা [illegible] উপকরণসহ সুবর্ণ [illegible] স্থানে স্বর্ণপুস্তক সংহিতা [illegible] মহাভারত [illegible] সংহত [illegible], যথাশক্তি অর্চন [illegible] মন্ত্রের দ্বারা পুষ্পদান, [illegible] ব্রাহ্মণকে মিষ্টান্ন, [illegible] পুস্তক [illegible] একলক্ষ গায়ত্রী জপ [illegible] দশাংশ হোম ও তদ্দশাংশ [illegible] অর্থাৎ ১০৮ [illegible] এবং [illegible] কর্পূরমিশ্রিত পট্টবস্ত্র দান করিতে হয়।

[illegible] পুর পর [illegible] যোগ [illegible] উৎপন্ন হয়। যথা—

১ ক্লীবত্ব,—নবপরিণীতা পতিব্রতা যুবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে [illegible] অথবা ঋতুস্নাতা স্ত্রীর সহবাস না করিলে নপুংসক হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২ অল্পবয়সে সন্তান নষ্ট হওয়,—দুষ্কর্ম্ম জীবের [illegible] দ্বারা পালন করিলে, তাহার পুত্র কন্যা অল্প [illegible] আয়ু হইয়া থাকে।

৩ দরিদ্রতা,—যে ব্যক্তি প্রভূত ধনবান্ হইয়াও ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং দেবতা অতিথি, ব্রাহ্মণ ও [illegible] দান না করে, মৃত্যুর পর সে বিবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া অতি দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া [illegible] জীবনযাপন করিয়া থাকে।

৪ [illegible]—[illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] যন্ত্রণা অনুভব করে।

৫ নেত্ররোগ—গুরুদেব [illegible] করিলে অথবা [illegible] [illegible] অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৬ কুষ্ঠতা,—দেবতা প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণ, গুরু, [illegible], ব্রহ্মচারী ও তপস্বী যোগিগণকে অভিবাদন না করিলে, মৃত্যুর পর [illegible] বৃক্ষ হইয়া বহুকাল অতিবাহিত করিয়া কুষ্ঠরোগী হইয়া জন্ম হয়।

৭ খঞ্জ ও ছিন্নপাদতা,—অশ্ব ও [illegible] চুরি করিলে [illegible] নরক যন্ত্রণার পর খঞ্জ বা ছিন্নপাদ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৮ ছিন্নহস্ততা ও ছিন্নপাদতা,—পিতা, মাতা, গুরু বা বৃদ্ধকে তাড়না করিলে বিবিধ যম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ছিন্নহস্ত বা ছিন্নপাদ হইয়া উৎপন্ন হয়।

৯ ছিন্ননাসিকতা,—[illegible] বিঘ্ন উৎপাদন করিলে বা দেবনিন্দা করিলে মৃত্যুর পর নৈঋত ও পশ্চিম দিকস্থিত [illegible] নামক নরকে [illegible] সহিত বহুকাল বাস করিয়া ছিন্ননাসিক হইয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করে।

১০ ছিন্নকর্ণতা,—[illegible] অপরাধ দ্বারা [illegible] সন্তাপিত করিলে ছিন্নকর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

১১ চক্ষুপক্ষহীনতা [illegible] সংগ্রামস্থলে স্বীয় প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে মৃত্যুর পর [illegible] নরকভোগ করিয়া চক্ষুপক্ষহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

১২ [illegible] [illegible] সম্পন্ন হইয়া [illegible] বিনাশ করিলে, বহু জন্ম [illegible] পর মনুষ্যজন্ম পাইয়া [illegible] পীড়িত হয়।

১৩ বৈধব্য—যে স্ত্রী যৌবনগর্ব্বে স্বীয় [illegible] পতিকে বিরূপ [illegible] [illegible] সহিত [illegible] এবং [illegible] [illegible] হয়, পর জন্মে [illegible] বৈধব্য প্রাপ্ত হয়।

১৪ বন্ধ্যাত্ব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বন্ধ্যা থাকে।

১৫ [illegible]—যে স্ত্রী [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] পীড়িত হইয়া থাকে।

১৬ [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া থাকে।

১৭ [illegible] [illegible] আক্রমণ করিয়া [illegible] মৃত্যুর পর [illegible] নির্জ্জন [illegible] বাস করিয়া পরজন্মে বহুপুত্রক বা অপুত্রক হইয়া থাকে।

১৮ [illegible],—[illegible] [illegible] তৈল স্পর্শ করিলে [illegible] থাকে।

১৯ [illegible],—যে স্ত্রী [illegible] [illegible] বিবাহ করে এবং পরস্পর [illegible] ঘটাইয়া দেয় পরজন্মে তাহাকে সপত্নী [illegible] ভোগ করিতে হয়।

২০ [illegible],—অপবিত্র অন্ন [illegible] ভিক্ষুককে দান করিলে [illegible] জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

২১ মূকতা [illegible] কোন [illegible] উপহাস করিলে পরজন্মে মূকত্ব ঘটিয়া থাকে।

২২ দুর্গন্ধবাক্য — জিহ্বা পরবশ হইয়া যে ব্যক্তি বিবাদ করে অথবা মূর্খভাবে গুরু নিন্দা করে, মৃত্যুর পর বহুবিধ যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরজন্মে সে দুর্গন্ধভাষী হইয়া থাকে।

২৩ মুখরোগ — শিবনিন্দা, গুরুনিন্দা ও বেদনিন্দাকারী মিথ্যাবাদী এবং অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তিগণ নরকান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া মুখরোগাক্রান্ত হয়।

২৪ কর্ণরোগ — অসম্বদ্ধ প্রলাপ বা পাপবাক্য শ্রবণ করিলে পরজন্মে কর্ণরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

২৫ [illegible] — সুগন্ধি দ্রব্য হরণ করিলে পূতিগন্ধযুক্ত নরকভোগ করিয়া পরজন্মে দুর্গন্ধগাত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২৬ খর্ব্বতা ও বিরূপতা,—দানকার্য্যে ব্যাঘাত করিলে পরজন্মে খর্ব্ব ও বিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২৭ [illegible] —বস্ত্র চুরি করিলে মৃত্যুর পর [illegible] নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরজন্মে [illegible] যুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

২৮ [illegible] আমিষাশী গৃহে [illegible] মধু [illegible] করিলে [illegible] রৌরব নরকভোগ করিয়া পরজন্মে [illegible] হইতে হয়।

২৯ [illegible] —ব্রাহ্মণের পাকশালে [illegible] উৎপাদন করিলে বহুবর্ষ নরক ভোগ করিয়া, পরজন্মে [illegible] রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৩০ অজীর্ণ —পাক করিয়া পাকান্ন অন্য দিয়া নিজে ভক্ষণ করিলে অজীর্ণরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৩১ অতীসার — [illegible] করিলে কিম্বা চুরি করিয়া পরের দ্রব্য বিক্রয় করিলে, নরকান্তে [illegible] হইয়া পরে মনুষ্যজন্মে অতীসার রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৩২ গ্রহণী —যে ব্যক্তি ধনলোভে ধন [illegible] সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র অর্থ সঞ্চয় করে, যে ব্যক্তি গো ও ভূমি অপহরণ করে [illegible] অথবা সধবা সচ্চরিত্রা যুবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে সে নরকান্তে গ্রহণী রোগগ্রস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং [illegible] দ্রব্য ধন [illegible] অতি কষ্টে প্রাপ্ত হয়।

৩৩ পাণ্ডু —পরজায়ায় বা নীচ জাতীয়া স্ত্রীতে সঙ্গত হইলে, বহুকাল পর্য্যন্ত বহুবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মনুষ্য জন্মে পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইয়া ক্ষীণ [illegible] হইতে হয়।

৩৪ কামলা,—অন্নাদি চুরি করিলে, জীবমাত্রে ত্রিবিধ নরকভোগ করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত [illegible] প্রভৃতি [illegible] প্রাপ্তির পর মনুষ্যজন্মে কামলারোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৩৫ কাস — [illegible] পীড়িত হইতে হয়।

৩৬ [illegible] পাঁচ প্রকার [illegible] সম্পন্ন করিলে [illegible] হয়। [illegible] উৎপন্ন হয় [illegible] প্রাপ্ত হয়। [illegible]

৩৭ যক্ষ্মা [illegible] রক্ত [illegible] মনুষ্য জন্মে [illegible] আক্রান্ত হইতে হয়।

৩৮ রক্তপিত্ত [illegible] করিলে রক্তপিত্ত রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৩৯ গুল্ম — একাকী মিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলে এবং [illegible] নরকভোগ করিয়া [illegible] পরে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া গুল্মরোগে পীড়িত হইতে হয়।

৪০ শূল — নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে শূলাঘাত করিলে অথবা তাহার প্রতি শূলসম কঠোর [illegible] করিলে এবং দম্পতীর বিচ্ছেদ করিলে [illegible] উৎপন্ন হইয়া [illegible] যন্ত্রণা [illegible] পরে মনুষ্যজন্মে শূলরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৪১ অর্শ,—সাধ্বী অনুরক্তা স্ত্রীর সহবাস না করিলে [illegible] ৩ ১৯০০০০০ [illegible] নরকে থাকিয়া মনুষ্যজন্ম হইলে অর্শরোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৪২ অপস্মার,—আচার্য্য-ভার্য্যায় গমন করিলে, অথবা স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধের ধন হরণ করিলে নরকান্তে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া অপস্মাররোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৪৩ হুঁপি,—পরের মুখ হইতে কোন বস্তু আকর্ষণ করিয়া ফেলিয়া দিলে, পরজন্মে শ্বাসযুক্ত হুপিরোগ হয়। পিতৃলোককে তৃপ্ত না করিয়া স্বয়ং জলপান করিলে, শ্বাসযুক্ত হুপিরোগ উৎপন্ন হয়।

৪৪ হিক্কা,—কোন যজ্ঞীয় ক্রিয়া নষ্ট করিলে হিক্কা রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৪৫ অরোচক,—পিতা, মাতা ও অতিথি প্রভৃতিকে অন্ন না দিয়া স্বয়ং ভোজন করিলে, পরজন্মে হীন জাতিতে উৎপন্ন হইয়া অরোচক রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৪৬ স্বরভঙ্গ,—পাঠ সমাপ্ত না হইতে পাঠককে বাধা দিলে জন্মান্তরে স্বরভঙ্গ রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৪৭ আকণ্ঠতৃষ্ণা,—তৃষিত গো-সমূহের জলপানে বাধা দিলে অথবা জল হরণ করিলে অসংখ্যকাল মরুভূমিতে কীটযোনি-প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যজন্মে তৃষ্ণা ব্যাধিযুক্ত হইয়া থাকে।

৪৮ বিস্ফোট,—তড়াগের জল মধ্যে স্নান ও সেই জল পান করিলে, নরকান্তে বিস্ফোট রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৪৯ ভ্রম ও মূর্চ্ছা,—যে কুটিলমতি সভামধ্যে লোকদিগকে ভ্রান্তিতে ফেলিবার জন্য কথা বলে, তাহাকে নরকান্তে ভ্রম বা মূর্চ্ছা রোগাক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

৫০ হৃদ্রোগ,—লোভ বা দেবদ্বেষবশতঃ কাহারও পীড়ন করিলে, অথবা কাহাকেও মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রদান করিলে পরজন্মে হৃদ্রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৫১ আমবাত,—যজ্ঞ করিয়া তাহার দক্ষিণা না দিলে অথবা ব্রাহ্মণকে কোন বস্তু উৎসর্গ করিয়া তাহা ব্রাহ্মণকে দান না করিলে, কিম্বা অধর্ম্মাচরণে উপার্জ্জিত ধন সংগ্রহ করিলে, জন্মান্তরে আমবাত রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৫২ সন্ধিবাতব্যাধি,—সুরাপান করিয়া হঠাৎ স্ত্রীসম্ভোগ ইচ্ছা করিলে, অথবা পরস্ত্রীর বস্ত্রহরণ করিলে, নরকান্তে জৌকাদিযোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যজন্মে সর্ব্বাঙ্গগত বাতরোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৫৩ কুব্জরোগ,—ব্রাহ্মণের যষ্টি হরণ করিলে অথবা যজ্ঞকালে সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদি না দিলে, বেদনান্বিত হইয়া কুব্জ অর্থাৎ কোঁজরোগ উৎপন্ন হয়।

৫৪ অম্লপিত্ত,—লোভপরবশ হইয়া নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিলে, জীবনান্তে কাক, কুক্কুর ও গৃধ্রযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরজন্মে মনুষ্যদেহ ধারণ করে এবং অম্লপিত্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

৫৫ শোথোদর,—লোভ, মোহ বা দেবদ্বেষ অপরাধ করিলে, নরকান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া শোথোদরী হইয়া থাকে।

৫৬ জলোদর,—বিষ্ণু ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে ভিন্ন জ্ঞান করিলে জন্মান্তরে জলোদর রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৫৭ শোষ,—বিনা অপরাধে অন্য লোকের বাণ জর্জ্জরিত বাক্যে কাহাকেও তাড়িত করিলে, জন্মান্তরে শোষরোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৫৮ মূত্রকৃচ্ছ্র,—বিধবাগমন বা মদ্যপান করিলে নরকান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৫৯ মূত্রাঘাত,—সম্ভোগীর মৈথুনকালে বিঘ্ন উৎপাদন করিলে জন্মান্তরে মূত্রাঘাত রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬০ অশ্মরী,—অপ্রীতি বা ক্রোধবশতঃ ঋতুস্নাতা স্ত্রীতে উপগত না হইলে মৃত্যুর পর পূযশোণিতপূর্ণ নরক ভোগ করিয়া পরজন্মে অশ্মরীরোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৬১ মেহ,—বিংশতি প্রকার, কর্ম্মানুসারে প্রকার ভেদে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১ পশুযোনি মৈথুন করিলে উদকমেহ হয়। ২ মাতৃগমনে মধুমেহ। ৩ রজকীগমনে ক্ষারমেহ। ৪ সতীত্ব হরণে শঙ্খমেহ। ৫ কৌশিকীগমনে মাঞ্জিষ্ঠমেহ। ৬ মিত্রস্ত্রীগমনে শুক্রমেহ। ৭ চণ্ডালগমনে সিকতামেহ। ৮ সর্ব্বস্বহরণে শীতমেহ। ৯ সুরাপানে [illegible]মেহ। ১০ অস্পৃশ্যা গমনে কালমেহ। ১১ রজস্বলা গমনে রক্তমেহ। ১২ পৌত্রবধূ গমনে হস্তিমেহ। ১৩ [illegible] গমনে ইক্ষুমেহ। ১৪ ব্রাহ্মণীগমনে হরিদ্রামেহ। ১৫ অন্ত্যজ যোনি গমনে [illegible]। মাতা, ভগিনী, কন্যা, পুত্র, ভ্রাতৃজায়া, মাতুলানী, শ্বশ্রূ, রাজপত্নী, মিত্রপত্নী প্রভৃতি অগম্যা কুলাঙ্গনা গমনে জীবনান্তে অনন্ত লোমকূপ [illegible] বৎসর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পাঁচ শত পশুযোনি, দশ বৎসর কুক্কুরযোনি, তিন মাস পিপীলিকাযোনি ও এক বৎসর বৃশ্চিকযোনিতে উৎপন্ন হইয়া পরে গোজন্ম গ্রহণ করে, সর্ব্বশেষে মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া সকল প্রকার মেহরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬২ পুংস্ত্বনাশ,—ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গমন করিলে পুংস্ত্ব বিনষ্ট হয়।

৬৩ মুষ্কবৃদ্ধি,—দুষ্টের সহিত মিত্রতা করিয়া সর্ব্বদা বনে বনে ব্যাধের ন্যায় মৃগাদি হনন করিয়া বেড়াইলে নরকান্তে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া মুষ্কবৃদ্ধি রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬৪ উন্মাদ,—ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, পিতামাতা ও ব্রাহ্মণ

প্রভৃতি সম্মানার্হ ব্যক্তিদিগের অর্চনা না করিলে, অথবা তাঁহাদিগের নিন্দা করিলে, কিম্বা ব্রাহ্মণ গুরু প্রভৃতির প্রতি দণ্ডাচরণ করিলে বা তাঁহাদিগকে দুঃখদায়কারী কোন দ্রব্য প্রদান করিলে জন্মান্তরে উন্মাদরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬৫ অপস্মার,—কোপবুদ্ধি হইলে উপকারীর নিকট অকৃতজ্ঞ হইলে, অধম মনুষ্য সহিত ব্রাহ্মণের প্রাণ রোধ করিলে, অথবা বন্ধুদারা গোপনে বধন করিলে নরকে বাস বাস ও পুনর্ব্বার ভোগ করিয়া, মনুষ্য জন্মে, অপস্মার রোগপীড়িত হইতে হয়।

৬৬ আমশূলাদি হাতী, বিদেশজ, লৌহবর্ণ তিল জিন, শঙ্খ, ইন্দ্রমুখী, চেহু, শালুক, মধু তৈল, লবণ ও মত্স্যমাংস গ্রহণ করিলে, কিম্বা কামবশে অধর্মাচরণপূর্ব্বক মৈথুন করিলে, অথবা পরস্ত্রী ও সাধ্বী প্রভৃতি রেতঃপান করিলে এবং ব্রাহ্মণ বা রাজার দ্রব্য অপহরণ, আশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে কষ্টী, গাঙ্গ লিঙ্গ, নদী বা সমুদ্রতটে মৃত্যু হয় মৃত্যুর পর বহুকাল দুঃখজনক যোনি ভ্রমণ করিয়া, মনুষ্যজন্মে অতি শূলাদি বাতাদি পীড়িত হইতে হয়।

৬৭ মূত্রকৃচ্ছ্র,—নির্জনে জাহ্নবী তীরে মূত্র নিক্ষেপ করিলে নরক ভোগ করিয়া মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র রোগপীড়িত হইতে হয়।

৬৮ বিস্ফোটক,—ধন অপহরণ করিলে, নরকভোগ করিয়া জন্ম পরে মনুষ্যজন্মে বিস্ফোটক রোগযুক্ত হইয়া থাকে।

৬৯ অর্শ ও বাতরক্ত,—বিল্ববৃক্ষে, পথিমধ্যে, নদী তীরে, বল্মীকে, গোচারণে, গোষ্ঠে বা দেবালয়ে মূত্র প্রভৃতি নিক্ষেপ করিলে, বহুবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরজন্মে অর্শ ও বাত রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

৭০ ভগন্দর,—পিতা মাতা গুরু ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে সম্মান প্রদান না করিলে, নরকভোগ ও পরে শূকরযোনি, তির্য্যক্‌যোনি ভোগ করিয়া মনুষ্যজন্মে ভগন্দর রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৭১ নেত্রহীনতা,—পরস্ত্রীর প্রতি কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অথবা গুরু বা ব্রাহ্মণের চক্ষুতে আঘাত করিলে, বহুবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, জন্মান্তরে নেত্রহীন হইতে হয়।

৭২ রাত্র্যন্ধতা,—কামবুদ্ধিতে পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, নগ্না স্ত্রী অবলোকন করিলে, কিম্বা গোপনে বিবস্ত্রা দর্শন করিলে রাত্র্যন্ধ দৃষ্টিহীনতা, নবান্ধ ও অন্যান্য দৃষ্টি রোগযুক্ত হইয়া থাকে।

৭৩ দৃষ্টিহীনতা,—উদয়, অস্ত ও মধ্য সময়ে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, অথবা অশুচি অবস্থায় সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, গাভী ও বিপ্র দৃষ্টি করিলে পরজন্মে দৃষ্টিহীনতা রোগ হইয়া থাকে।

৭৪ বিষমাক্ষিতা ও বিরূপাক্ষিতা,—গুরুর প্রতি বক্র ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে পরজন্মে বিরূপাক্ষ হয়। পুরুষ পরস্ত্রীর প্রতি, এবং স্ত্রী পরপুরুষের প্রতি কুটিল দৃষ্টি-ক্ষেপ করিলে পরজন্মে বিষমাক্ষি হইতে হয়।

৭৫ গলগণ্ড ও গণ্ডমালা,—গুরুপত্নীর কণ্ঠ দর্শন করিলে, নরকভোগ গলগণ্ড বা গণ্ডমালা রোগাক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

৭৬ নাসারোগ,—কামাবিষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সুগন্ধি কুসুম ও ব্রাহ্মণ দেবতা প্রভৃতিকে দান না করিয়া স্বয়ং আঘ্রাণ করিলে পরজন্মে নাসারোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৭৭ মূকতা,—অপর বালকের জন্য দুগ্ধযাচ্ঞা করিলেও যে স্ত্রী তাহা না দেয়, পরজন্মে তাহাকে ৫ বৎসর বধির ও ৫ বৎসর মূক হইয়া পরিশেষে মনুষ্যজন্মে দুগ্ধহীন হইতে হয়।

৭৮ স্তনরোগ,—অন্ত্যজ অঙ্গস্পর্শ যে স্ত্রী স্বীয় স্তন দর্শন করায়, নরকভোগ পুনর্জন্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে স্তনবিস্ফোটক রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৭৯ বেশ্যা,—স্বামীর মৃত্যুর পর যে স্ত্রী পরপুরুষকে অভিলাষ করে, পরজন্মে তাহাকে বহুলোকের পুরুষ আলিঙ্গন প্রভৃতি যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরজন্মে বেশ্যা হইতে হয়।

৮০ বন্ধ্যা,—ঋতুস্নান পর দুঃখ হইয়া, পিতামাতা, ব্রাহ্মণ ও তীর্থ প্রভৃতির নিন্দা করিলে পরজন্মে বন্ধ্যারোগগ্রস্ত অর্থাৎ সন্তান হীন, কাক) হইতে হয়।

৮১ মেদরোগ,—নিরাশ্রয় হইয়া ভোজন করিলে প্রাণিদের মাংস ভোজন ও ধান্য ক্ষয় গ্রহণ করিয়া পরজন্মে মেদ রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৮২ হস্তশূল,—নিরাশ্রয় দীন জন জীবনের এক বৎসর কাল কষ্ট ও পারাবত যোনি ভোগ করিয়া মনুষ্য জন্ম হইলে হস্তশূলরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

যোনিরোগ,—যে স্ত্রী ঋতুকালে পতির সংস্কার বিধান না করে, অথবা অন্যের ভোজ্যদ্রব্য অপহরণ করে, তাহাকে ১৬ বৎসর উষ্ট্রযোনি ভোগ করিয়া মনুষ্যজন্মে যোনিরোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৮৪ প্রদর,—ক্ষুধার্ত্ত পতিকে ভোজন না করাইয়া যে স্ত্রী অগ্রে ভোজন করে, কিম্বা বৃথা গর্ভপাত করে, অথবা গাভী ও অপহরণ করে, প্রাণ ও তাহাকে যমলোক

নরকভোগ করিয়া বহুবৎসর বায়সযোনি ও ভেকযোনি ভোগের পর মনুষ্যজন্মে নানারোগে যন্ত্রণা পাইতে হয়।

কর্ম্মবিশেষ (পুং) কর্ম্মণাং বিশেষঃ অন্তরম্ পার্থক্যম্, ৬তৎ। সাধারণ কার্য্য হইতে বিভিন্ন কার্য্য।

কর্ম্মবীজ (ক্লী) কর্ম্মণো বীজং মূলকারণং, ৬তৎ। কর্ম্মের মূলকারণ।

কর্ম্মব্যতিহার (পুং) কর্ম্মণাং ব্যতিহারঃ, ৬তৎ। পরস্পর একজাতীয় কার্য্য করা।

কর্ম্মশালা (স্ত্রী) কর্ম্মণঃ শিল্পাদেঃ শালা, ৬তৎ। শিল্পাদি কার্য্যের গৃহ।

কর্ম্মশালা (স্ত্রী) নদীবিশেষ এই নদী চট্টগ্রামের নিকট প্রবাহিত।

কর্ম্মশীল (ত্রি) কর্ম্মশীলং কর্ম্মকরণস্বভাবো যস্য বহুব্রী। কর্ম্মশীলবিশিষ্ট। কর্ম্ম করাই যাহার স্বভাব যে কর্ম্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা না করিয়া স্বভাব বশতঃই কার্য্য করিয়া থাকে। কার্য্যকারক।

কর্ম্মশুচ (ত্রি) কর্ম্মসু শুচিঃ, ৭তৎ। পবিত্রকর্ম্মা যাহারা কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধ।

কর্ম্মশুদ্ধ (ত্রি) কর্ম্মসু শুদ্ধঃ, ৭তৎ। সৎকর্ম্মা।

কর্ম্মশূর (ত্রি) কর্ম্মণি শূরঃ দক্ষঃ। কার্য্যদক্ষ।

কর্ম্মশৌচ (স্ত্রী) কর্ম্মসু শৌচং লোভহীনতা। কর্ম্মবিষয়ে নিস্পৃহতা।

কর্ম্মশ্রেষ্ঠ (পুং) ১ পুলহের পুত্রবিশেষ। (ভাগবত ৪।১।৩৮।) ২ (ত্রি) কর্ম্মণা শ্রেষ্ঠঃ। কার্য্যবিশেষের দ্বারা শ্রেষ্ঠ।

কর্ম্মস (ক্লী) কর্ম্ম শুভকর্ম্ম তত্র নাশয়তি কর্ম্ম-সো-ক, নাশক দ্রব্য। কর্ম্মের নাশ।

কর্ম্মস (পুং) পুলহের পুত্র, কর্ম্মশ্রেষ্ঠের নামান্তর।

কর্ম্মসংগ্রহ (পুং) কর্ম্মণাং সংগ্রহঃ ৬তৎ। কার্য্যের সংগ্রহ করা।

কর্ম্মসঙ্গ (পুং) কর্ম্মণি সঙ্গঃ আসক্তি, কর্ম্মনিবন্ধন। কার্য্যে আসক্তি করণ দশা।

কর্ম্মসচিব (পুং) কর্ম্মসু সচিব সহায়ঃ। কার্য্যে সাহায্যকারী।

কর্ম্মসন্ন্যাস (পুং) কর্ম্মণাং স্বরূপতঃ ফলতো বা সংন্যাসস্ত্যাগঃ, ৬তৎ। ১ কর্ম্মত্যাগ। ২ কর্ম্মফলত্যাগ।

কর্ম্মসন্ন্যাসিক (পুং) কর্ম্মণাং সন্ন্যাসোহস্ত্যস্য, কর্ম্মন্ সংন্যাস ঠন্। সন্ন্যাসযুক্ত ভিক্ষুক।

কর্ম্মসন্ন্যাসী [ন্] (পুং) কর্ম্মসংন্যাসো হস্ত্যস্য, কর্ম্মন্ সংন্যাস ইনি। ১ যথাবিধান কর্ম্মত্যাগী ভিক্ষুক। ২ কর্ম্মফলত্যাগী।

কর্ম্মসমাধি (স্ত্রী) কর্ম্মণঃ সমাধিঃ পরিসমাপ্তিঃ। ১ কর্ম্মের শেষ। ২ মুক্তি।

কর্ম্মসম্ভব (ত্রি) কর্ম্মণঃ সম্ভব উৎপত্তির্যস্য, বহুব্রী। ১ কর্ম্মজাত, কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। ২ (পুং) কর্ম্মের উৎপত্তি।

কর্ম্মসাক্ষী [ন্] (পুং) কর্ম্মণাং সাক্ষী প্রত্যক্ষকারী, ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। ৩ যম। ৪ কাল। ৫ পৃথিবী। ৬ জল। ৭ তেজঃ। ৮ বায়ু। ৯ আকাশ।

("সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ।
এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ॥"
বৈদিকক্রিয়াপদ্ধতি।)

কর্ম্মসাধক (ত্রি) কর্ম্ম সাধয়তি নিষ্পাদয়তি, কর্ম্মন্ সাধ ণ্বুল্। (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩।) কার্য্যনিষ্পাদক।

কর্ম্মসাধন (ক্লী) কর্ম্মণঃ সাধনং সম্পাদনম্ ৬তৎ। কার্য্যের সিদ্ধি।

কর্ম্মসিদ্ধি (স্ত্রী) কর্ম্মণ সিদ্ধিঃ, ৬তৎ। কর্ম্মজ ধন বা জ্ঞানাদি ফলপ্রাপ্তি।

কর্ম্মসূত্র (ক্লী) কর্ম্ম এব সূত্রম্। কর্ম্মরূপ সূত্র।

কর্ম্মস্থ (ত্রি) কর্ম্মণি তিষ্ঠতি, কর্ম্মন্ স্থা-ক। কর্ম্মে নিযুক্ত।

কর্ম্মস্থান (ক্লী) কর্ম্মণঃ স্থানম্, ৬তৎ। ১ কর্ম্মের কার্য্যস্থান। ২ জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত লগ্ন অবধি দশম স্থান।

কর্ম্মা, ১ একজন শাহপুরবাসী আকবরী আমলকর্তা। ইনি আপন জাঁকজমকে খণ্ডরাজদেবের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন।

[তাকমালাম্বা গ্রন্থে কর্ম্মাসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

২ আলাহাবাদ জেলার করহাগা তহসীলের অন্তর্গত একটি নগর, প্রয়াগধাম হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। (১৮৮১ সালের গণনানুসারে) লোকসংখ্যা ৩২০৪। এখানে মঙ্গল ও শুক্রবারে হাট বসে হাটে শস্যাদি বস্ত্র, তুলা, থাকুর বাসন প্রভৃতি বিক্রয় হয়। এখানে পুলিস আছে।

কর্ম্মাক্ষম (ত্রি) কর্ম্মসু অক্ষমঃ অসমর্থঃ, ৭তৎ। কার্য্য করিতে অসমর্থ।

কর্ম্মাঙ্গ (ক্লী) কর্ম্মণো অঙ্গম্ ৬তৎ। বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গ।

কর্ম্মাজীব (পুং) কর্ম্মণা আজীবঃ জীবনম্। শিল্পাদি কার্য্যের দ্বারা জীবনযাপন।

কর্ম্মাত্মা [ন্] (পুং) কর্ম্মণা আত্মা আত্মভাবো যস্য, বহুব্রী। ১ প্রাণী। ("তাসাম্ অপতি তু যথে কর্ম্মাত্মনঃ শরীরিণঃ।" মনু) ২ (কর্ম্মণ আত্মা মনো যস্য) কর্ম্মাসক্তচিত্ত, যাহার অন্তঃকরণ নিরত কর্ম্মে আসক্ত থাকে।

কর্ম্মাদি (পুং) কর্ম্মণ আদিঃ, ৬তৎ। কার্য্যের আরম্ভকাল।

কর্ম্মাধিকারিন্ [ন্] (পুং) কর্ম্মণি অধিকারোহস্ত্যস্য, কর্ম্মন্ অধিকার ইনি। কর্ম্মে যাহার অধিকার আছে।

[অধিকারী দেখ।]

কর্ম্মাধ্যক্ষ (পুং) কর্ম্মণ অধ্যক্ষঃ ৬তৎ। কার্য্যের অধ্যক্ষ, কার্য্যকারকের কার্য্য যিনি পরিদর্শন করেন।

কর্ম্মানুবন্ধ (পুং) কর্ম্মণঃ অনুবন্ধঃ সংযোগঃ দোষো বা, ৬তৎ। ১ কার্য্যের সংযোগ। ২ কর্ম্মের দোষমাত্র।

কর্ম্মানুরূপ (পুং) কর্ম্মণঃ অনুরূপঃ, ৬তৎ। ১ কর্ম্মসদৃশ। ২ কর্ম্মের উপযোগী।

কর্ম্মানুষ্ঠান (ক্লী) কর্ম্মণঃ অনুষ্ঠানম্, ৬তৎ। কর্ম্মের অনুষ্ঠান কার্য্যের আরম্ভ।

কর্ম্মানুসার (পুং) কর্ম্ম অনুসরতি, কর্ম্মন্ অনু-সৃ-অণ্। কর্ম্মসদৃশ।

কর্ম্মান্ত (পুং) কর্ম্মণঃ [illegible] অন্তো যত্র; যদ্বা কর্ম্মণঃ কৃষিকার্য্যস্য তৎফলস্য শস্যাদিসংগ্রহরূপ ক্রিয়ায়াঃ অন্তো যত্র বহুব্রী। ১ কর্ম্মস্থান। ২ কৃষিভূমি।

("[illegible] কর্ম্মস্থান" মনু ৮। ৪১৯।)

কর্ম্মান্তর (ক্লী) কর্ম্মণঃ অন্তরং [illegible] ৬তৎ। কার্য্যান্তর [illegible]।

কর্ম্মান্তিক (পুং) কর্ম্ম অন্তিকে সমীপে যস্য বহুব্রী। কর্ম্মকারক।

কর্ম্মার (পুং) কর্ম্ম [illegible] কার্য্যং [illegible]। ১ কর্ম্মকার, কামার। [কামার দেখ।]

("কর্ম্মারস্য নিষাদস্য রঙ্গাবতারকস্য চ।" মনু ৪। ২১৫।)

২ বাঁশ। ৩ কামরাঙ্গা। ৪ কাটিওয়ার [illegible] অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূপরিমাণ ৩ মাইল মাত্র। এখানে একজন সামন্ত থাকেন, তিনি বার্ষিক ৫১১০ টাকা খাজনা আদায় করেন তন্মধ্যে ১৪০ টাকা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে এবং ৩০/০ আঃ জুনাগড়ের নবাবকে করস্বরূপ প্রদান করেন।

কর্ম্মারক (পুং) কর্ম্মার স্বার্থে কন্। ১ কর্ম্মার। (ক্লী) ২ কর্ম্মরঙ্গ।

কর্ম্মাল। বোম্বাই প্রদেশের অধীন শোলাপুর জেলার একটি উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭৬৬ বর্গমাইল। অক্ষ ১৭°৫৭ হইতে ১৮ ৩ উ পর্য্যন্ত এবং দ্রাঘি ৭৪°৫১ হইতে ৭৫° ৩১ পূঃ পর্য্যন্ত।

এই উপবিভাগে ১২২ খানি গ্রাম এবং ৯৩০০ ঘর আছে। ইহার পশ্চিমে ভীমানদী এবং পূর্ব্বে সিনানদী প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানের অধিকাংশ উর্ব্বর ও দেখিতে সুন্দর, অপরাংশ দেখিতে পাহাড় ও জঙ্গলময়।

এখানে একটি দেওয়ানী ৩টি ফৌজদারী আদালত, এবং তিনটি পুলিসের থানা আছে। বার্ষিক কর আদায় (১৮৮১ সনে) ১১০০৪০ টাকা। এখানে নানাপ্রকার শস্য, কলাই, পাট, সরিষা ও অন্যান্য ফসল উৎপন্ন হয়।

২ কর্ম্মাল উপবিভাগের প্রধাননগরের নাম কর্ম্মাল। অক্ষা° ১৮°২৪ উঃ দ্রাঘি° ৭৫ ১৪ ৩০ পূঃ।

শোলাপুর নগর হইতে ৩৪ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এবং এ অঞ্চলের রেলওয়ের জেউর নামক ষ্টেসন হইতে সাড়ে পাঁচক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ১৮৮ একর। (১৮৮১ সনের) লোকস° ১১৫০৭।

পূর্ব্বে এখানে নিম্বালকর মহারাষ্ট্রবংশের বেশ আধিপত্য ছিল, তাঁহাদের রাজ্যকালের সময় এখানে একটি সুন্দর গড় নির্ম্মিত হয়, পিতা আরম্ভ করিয়া যান পরে পুত্র তাহা সমাধা করেন। এখন সেই গড়বাটীতে ইংরাজ কর্ম্মচারীদের কার্য্যালয় হইয়াছে। এক সময়ে খুব বাণিজ্য ব্যবসা চলিত। পুনা, আহম্মদনগর, শোলাপুর, বার্সি প্রভৃতি নানাস্থানের জন্য পণ্য আমদানি রপ্তানি হইত। এখন আর তেমন নাই। প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে এক বৃহৎ হাট বসে, তাহাতে নানাপ্রকার বস্ত্র, গবাদি পশু, নানা প্রকার শস্য ও তৈলবিক্রয় হয়। এ নগরে [illegible] তাঁতের কল চলিতেছে। মিউনিসিপালিটি, ডাকঘর ও পাঠশালা আছে।

কর্ম্মার্হ (পুং) কর্ম্ম অর্হতি, কর্ম্মন্ অর্হ-অণ্। ১ পুরুষ। (ত্রি) ২ কর্ম্মের উপযুক্ত।

কর্ম্মাবিধায়ক (ত্রি) কর্ম্মণঃ অবিধায়কঃ ৬তৎ। যে কর্ম্মের বিধান করে না।

কর্ম্মাশয় (পুং) কর্ম্মণাং পুণ্যাপুণ্যানাং আশয়ঃ, কর্ম্মাণ্যাশেরতেহস্মিন্, ৬তৎ। কর্ম্মজন্য সংস্কার।

কার্ম্মুক (ত্রি) কর্ম্মণে অলম্, কর্ম্মন্ উকঞ্। কর্ম্মদক্ষ।

কর্ম্মিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন কর্ম্মী, কর্ম্মিন্ ইষ্ঠন্, [illegible] পা ৫।৩।৫৫। [illegible] অতিশয় কর্ম্মকারক।

কর্ম্মিষ্ঠতা (স্ত্রী) কর্ম্মিষ্ঠস্য ভাবঃ, কর্ম্মিষ্ঠ-তল্ টাপ্। কর্ম্মিষ্ঠের ভাব, [illegible] কার্য্যকারিতা, কার্য্যসম্পাদনে বিশেষ দক্ষতা।

কর্ম্মী [ন্] (পুং) কর্ম্ম অস্যাস্তি কর্ম্মন্ ইনি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ১১৬।) ১ কর্ম্মকার। ২ ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া যজ্ঞাদি কার্য্যকারক।

কর্ম্মীর (পুং) কর্ম্ম ঈরয়তি। কির্ম্মীর, চিত্র।

কর্ম্মীবক (পুং) [illegible]

কর্ম্মেন্দ্রিয় (ক্লী) কর্ম্মণাং সম্পাদনায় কর্ম্মার্থং [illegible] ইন্দ্রিয়ং মধ্যপদ°। যে কার্য্যের কর্ম্মসম্পাদক পাঁচ ইন্দ্রিয়। বাক্, হস্ত, পদ, গুহ্য ও উপস্থ, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, যথাক্রমে ইহা-

দিগের কার্য্য,—উচ্চারণ, আদানাদি, গমনাদি, উৎসর্গ ও আনন্দ। ইহাদিগের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বহ্নি ইন্দ্র, উপেন্দ্র মিত্র ও ব্রহ্মা। [ইন্দ্রিয় দেখ।]

কর্ম্মোদ্যুক্ত (ত্রি) কর্ম্মে উদ্যুক্তঃ, ৭তৎ। কর্ম্মে উদ্যোগ বিশিষ্ট।

কর্ণাইতনগর। মন্দ্রাজের উত্তর আরকট জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী বৃহৎ জমিদারী ভূমিপরিমাণ ৬৮০ বর্গমাইল। অক্ষা° ১৩°৪´ হইতে ১৩° ৩৬ ৩০ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ১৭ হইতে ৭৯° ৫৬´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২৭৫৮৭০।

এই ভূভাগের উত্তরে চন্দ্রগিরি, পূর্ব্বে কালহস্তী ও চেঙ্গলপৎ, দক্ষিণে বালাজাপেট এবং পশ্চিমে চন্দ্র। এই স্থানকে অনেকে ব্রহ্মরাজের দেশ বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রথম কর্ণাটিক যুদ্ধের সময়ে এখানে ব্রহ্মরাজনামে একজন পলিগার রাজত্ব করিতেন। এখানকার পেশকাশ বা খাজানা ১০৪৯০ টাকা।

এখানকার জমি উর্ব্বরা, চাষবাসও বেশ চলে, নীল প্রচুর উৎপন্ন হয় এখানকার নগরীপাহাড়ে লাল মাটির বড় বড় চাক পাওয়া যায়।

এই ভূভাগের প্রধাননগরের নামও কর্ণাইত নগর। এই নগরটি পূর্ব্বে ৮ ফুট উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছিল, কেবল দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে দুইটী বৃহৎ তোরণদ্বার ছিল। এখন আর নাই স্তূপ মাত্র পড়িয়া আছে। এখানে ডাক ঘর ষ্টেশন আছে। লোকসংখ্যা ৫৫৭৪।

কর্কর (পুং) কর্কতি পিবতি এ ভিক্ষাং বিবরেষু, কৃ বা কু অপ্ ম অলুক্ সমাসঃ। উণ্ ১।১৪৪। কাস (কর্কং কাসং। উণাদি দশ।) ২ (কুলীর বিশেষ। কুক্কুর) কুকুর।

কর্কট (পুং স্ত্রী) কর্ক অটন্। ১ দ্বাদশ রাশির মধ্যবর্ত্তী চতুর্থ রাশি। ২ পশুপ্রাণীর লোক যে স্থানে ক্রয়বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ৩ ইক্ষুবাকের সমগ্রাম। ৪ চাতুর্ব্বর্ণ্যাকর ময়াগৃহস্থান বিশেষ। ৫ অজের দাক্ষিণাত্য প্রাচীন জনপদাদিশেষ, মার্কণ্ডেয়পুরাণে 'কর্কটসম' নামে উক্ত হইয়াছে। ("কঙ্কালিঙ্গ ও রাজন্ কর্কটাধিপং" তথা।

কৃষ্ণাবায়রবিন্দাস্ক যে চ সাগরবাসিনঃ॥

(ভারত ২।৩০।২২।)

৬ (স্ত্রী) নগরদ্বার।

কর্কটক (পুং, স্ত্রী) কর্কটি স্বার্থে কন্। ১ কর্কট। ২ পাথোদ্ভব চাদু।

কর্কটী (স্ত্রী) কর্কট ঙীষ্। লতাবিশেষ। (রামায়ণ,।

১৭ ।।।

কর্ব্বর (স্ত্রী) কৃ বরচ। ১ বর্ণ। কৃ বিক্ষেপে বরচ, (কৃ গৄ শৄ ব চস্তিভ্যঃ বরচ্ উণ্। ২।১২৩।) ২ ব্যাঘ্র। ৩ রাক্ষস। ৪ পাপ। ৫ ভ্রমরবিশেষ।

(কর্ব্বরঃ কথিতো ব্যাঘ্রে শিবাবাহাণ কর্ব্বরী।

কর্ব্বুরাঃ রাক্ষসে পাপে চিত্রাভ্রমরে। মেদিনী।)

কর্ব্বরা (স্ত্রী) কর্ব্বর টাপ্ ১ উমা, পার্ব্বতী। ২ ব্যাঘ্রী। ৩ বিষুপত্রী। ৪ রাক্ষসী।

কর্ব্বদার (পুং) কর্ব্ব উণ দৃ অণ্ বাহুলঃ, কর্ব্ব দৃ অণ কোবিদারবৃক্ষ।

কর্ব্বুর (পুং) কর্ব্বতি গচ্ছতি কর্ব্ব উরচ্ (মদগুরাদয়শ্চ উণ্ ১।৪২।) ১ শ্বেতবর্ণ। ২ রাক্ষস। (কর্ব্বুর শ্বেতরক্তে উজ্জ্বলদত্ত।) ৩ চিত্রবর্ণ। ৪ পাপ।

কর্ব্বুর (পুং) কর্ব্ব উর বহি পিশাচিকা উরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০।) ১ রাক্ষস। ২ পাপ।

কর্হ্ক। বৈজ্ঞানিশাস্ত্রোক্ত ভারতের দক্ষিণপশ্চিমস্থিত জনপদ বিশেষ। বৃ° সংহিতা ১১।৭৪

কর্ষক পুং [ব] কৃষ ক্বুন্ ভাবে পক্ষাদি। খেত।

কর্ষণ (স্ত্রী) কৃষ লুট্। কৃষকরণ।

কর্ষিত (ত্রি) কৃষ ণিচ্ ক্ত। কৃষ্টীকৃত যাহাকে ক্ষীণ করা হইয়াছে।

কর্ষু (পুং) কৃষ উ। কৃষ্ঠুর ও সকারের উত্তরে কর্ষুর করীষ।

কর্ষ (পুং স্ত্রী) কৃষ পচ্ অচ্ কর্ষণ করণে বা কর্ম। বোল মাষ পরিমাণ ৮০ রতি, ইহার ১ তুল পর্য্যায়—অক্ষ। বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত তোলা ও ছটাকের ন্যায় ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুবর্ণ অক্ষ, বিড়ালপদক, পিচু পাণিতল উদ্ধ্বর, কবলগ্রহ (পুং) কর্ষণ। ৩ বিলেখন, চাঁচিয়া ফেলা। ৪ বিশেষক, বহেড়া বৃক্ষ।

কর্ষক (ত্রি) কর্ষ ভূষ্ চ কর্ষবুন্ (বণক্ষুরো। পা ৫।১। ১১৮।) ১ কৃষকাজীবী কৃষাণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ক্ষেত্রাজীব কৃষক, কৃষীবল ও কর্ষক। ২ আকর্ষণকারী। ৩ যে চাঁচিয়া ফেলে।

কর্ষণ (স্ত্রী) কৃষ ভাবে ল্যুট্। ১ কৃষিকার্য, লাঙ্গল প্রভৃতির দ্বারা কর্ষণ, যাহাদের কথায় যাহাকে লাভ করে। ২ আকর্ষণ টান। ৩ শোষণ। ৪ পীড়ন।

("শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।

তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ॥"

মনু ৭। ১১২।)

কর্ষণি (স্ত্রী) কৃষ অনি। অসতী।

কর্ষণী (স্ত্রী) কর্ষণ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ক্ষীরিণীবৃক্ষ।

কর্ষণীয় (ত্রি) কর্ষণ র। ১ কর্ষণের যোগ্য। ২ যাহা কর্ষণ করিতে হইবে।

কর্ষফল (পুং) কর্ষঃ কর্ষমাত্রং ফলং যস্য, বহুব্রী। বিভীতক, বহেড়াগাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বিভীতক, অক্ষ, কর্ষফল, কলিদ্রুম, ভূতবাস ও কলিযুগালয়। [বহেড়া দেখ।]

কর্ষফলা (স্ত্রী) কর্ষফল টাপ্। আমলকীগাছ। [আমলকী দেখ।]

কর্ষাপণ (পুং) কর্ষেণ আপণ্যতে ক্রীয়তে, কর্ষ-আ-পণ-অচ্। কর্ষপরিমিত মূল্যের দ্বারা যাহা ক্রয় করা হয়।

কর্ষার্দ্ধ (স্ত্রী) কর্ষস্য অর্দ্ধম্, ৬তৎ। এক তোলা পরিমাণ।

কর্ষিণী (স্ত্রী) কৃষ ণিনি-ঙীপ। ১ ক্ষীরিণীবৃক্ষ। ২ অশ্বের লাগাম; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—খলীন, কবীয়, ও কবিকা। ৩ (ত্রি) মনোহারী।

("স্রাংসাংসাবসক্তকর্ষিণীঃ
পানভূমিরচনাঃ প্রিয়াসখঃ। রঘু ১৯।১১।)

কর্ষিত (ত্রি) কৃষ-ণিচ্-ক্ত। ১ আকর্ষিত। ২ যে ভূমিতে চাষ দেওয়া হইয়াছে। ৩ যাহা কর্ষণ করা হইয়াছে।

কর্ষী [ন্] (ত্রি) কৃষ ণিনি। আকর্ষক।

কর্ষূ (পুং) কৃষ-উ (কৃষিচমিতনিধনিসর্জ্জিখর্জ্জিভ্য ঊঃ। উণ্ ১। ৮২।) ১ কৃষি। ২ জীবিকা ৩ করীষাগ্নি ঘুঁটের আগুন। (স্ত্রী) ৪ কৃত্রিম ক্ষুদ্র জলাশয়। ৫ নদীমাত্র। ইষ্টিখাত। ('চতুরঙ্গুলপৃথ্বীতাবদবখাতথাথঃ খাতা বিতস্ত্যায়তাঃ কর্ষূঃ কুর্য্যাৎ।" শ্রাদ্ধবিবেকধৃত বিষ্ণুসূত্র।)

("কর্ষূঃ পুমান্ করীষাগ্নৌ স্ত্রিয়াং কুল্যেষ্টিখাতয়োঃ। মেদিনী)

কর্হি (অব্য) কিম্ র্হিল্ (অনদ্যতনে র্হিলন্যতরস্যাম্। পা ৫। ৩। ২১।) কালেণঃ। কোন্ সময়ে, কবে।

কর্হিচিৎ (অব্য) কর্হি চ চিৎ, দ্বন্দ্ব। মুগ্ধবোধ মতে কর্হিচিৎ (কিমঃ ক্কাদ্যাশ্চিচ্চনৌ। মু° তদ্ধিত)। কোনকালে, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জাতু ও কদাচিৎ।

("বহীর্দ্রবৃত্তিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
অমেধ্যজন্তুর্ন এব গোপকাঃ।" ভাগবত ১০।৮৪।১৩।)

কল (স্ত্রী) কলতি মাত্যতি অনেন, কল-অ (হলশ্চ। পা ৩। ৩। ১২১।) ভূলবোরেকত্বম্। ১ শুক্র। ২ সেরাফুলবৃক্ষ (পুং) ৩ মধুরাস্ফুটধ্বনি। ৪। শালগাছ। ৫ (ত্রি) কলয়তি মাধাং অমধ্যাক্ত কণ্ঠয়াদিম্। অজীর্ণ।

(কলঃ শুক্রে ত্রিষজীর্ণে চাব্যক্তমধুরধ্বনৌ। মেদিনী।)

(দেশজ) ৬ যন্ত্র নব্যার্থ।

কলক (পুং) কলতে, কল্-বুন্-স্বার্থে কন্। শকুল মৎস্য।

(শকুলে স্যাৎ কলকোহথ শফরঃ শকুলার্ভকঃ। হেম ৪।৪১১)

কলকণ্ঠ (পুং) কলপ্রধানঃ কণ্ঠো যস্য। ১ কলধ্বনিকারী। ২ হংস। ৩ পায়রা। ৪ কোকিল। ৫ কলপ্রধানকণ্ঠঃ। কলধ্বনি। (কলকণ্ঠঃ কলধ্বানে হংসে পারাবতে পিকে। মেদিনী।)

কলকল (পুং) কলাদপি কলঃ, কলশব্দে দ্বিত্ব, কলঃ প্রকারঃ, প্রকারার্থে দ্বিত্বম্। ১ কোলাহল। ২ সাল নির্য্যাস, ধূনা। (কলকল উক্তঃ কোলাহলে তথা সালনির্য্যাসে। মেদিনী।)

কলকলবান [ৎ] (ত্রি) কলকলো হস্তাস্তি, কলকল-মতুপ। মস্য বঃ। কলকলবিশিষ্ট।

কলকীট (পুং) কল-প্রধানঃ কীটঃ মধ্যলো°। সদীভের প্রাণিবিশেষ।

কলকূজিকা (স্ত্রী) কলং কূজতি উচ্চারয়তি, কল-কূজ ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বম্। মধুরধ্বনিকারিণী।

কলকূট (পুং) ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ এবং তাহারা যেখানে বাস করে সেই জনপদ।

কলকূনিকা (স্ত্রী) কামুকী।

কলগী (আরবী শব্দ) উষ্ণীষ, কিরীট।

("মালিক কলগীতোরা চক্রধকে হীরা।" অন্নদামঙ্গল)

কলঘোষ (পুং) কলো মধুরো ঘোষো ধ্বনির্যস্য, বহুব্রী। কোকিল।

কলঙ্ক (পুং) কলয়তি, কল-কিপ্, কল চাসৌ অঙ্কশ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ চিহ্ন। ২ অপবাদ।

"ভেজলু ভকতুল সব।
পুরল ছকুল কলঙ্ক।" বিদ্যাপতি।

৩ লোহের মলা। কলঙ্কোঽঙ্কে ঽপবাদে চ কালায়স মলে ঽপি চ। মেদিনী।)

কলঙ্ককর (ত্রি) কলঙ্কং করোতি জনয়তি, কলঙ্ক কৃ ট। কলঙ্কজনক, যাহা হইতে অপবাদ উৎপন্ন হয়।

কলঙ্কষ (পুং) কলেন কষতি হিনস্তি, কল-কষ-খচ্ মুম চ সিংহ।

কলঙ্কষা (স্ত্রী) কলঙ্কষ টাপ্। করতালি।

কলঙ্কহৃৎ (পুং) কলঙ্কং হরতি নাশয়তি, কলঙ্ক-হৃ কিপ্। শিব।

কলঙ্কিত (ত্রি) কলঙ্কোঽস্য জাতঃ কলঙ্ক-ইতচ্। কলঙ্কী, যাহার কলঙ্ক আছে।

কলঙ্কী [ন্] ত্রি) কলঙ্কো ঽস্ত্যস্য, কলঙ্ক ইনি। ১ কলঙ্কযুক্ত কলঙ্কিত। ("কলঙ্কী জায়তে বিধে ত্রিবর্গযোনিষ্ক নিষ্ঠকে।"
তিথ্যাদিতত্ত্ব।)

২ চিহ্নযুক্ত। ৩ লোহমলবিশিষ্ট। ৪ (পুং) চন্দ্র।

কলঙ্কুর (পুং) কং জলং লঙ্কয়তি গময়তি, ভ্রাময়তি ইত্যর্থঃ ক-লকি ণিচ্-উরচ্। আবর্ত্ত জলের ঘূর্ণি।

কলচুরি। ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন রাজবংশ। চেদি, ডাহলমণ্ডল ও কর্ণাটে একসময়ে এই রাজবংশীয়গণ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। [কর্ণাট ও চেদি দেখ।] ভারতের নানাস্থান হইতে কলচুরিরাজগণের খোদিত শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শিলালিপি ও তাম্রশাসনে কালচুরী ও কলচুরী নাম পাওয়া যায়। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, শিলাফলকে 'কলৎসুরি' ও 'কলচুরি' এই সংস্কৃত নামেও এই বংশীয় রাজগণ অভিহিত হইয়াছেন।

গুপ্তরাজগণ পূর্ব্ব প্রতাপ হারাইয়া হীনবল ও হীনাবস্থ হইয়া পড়িলে কলচুরিরাজগণ কালঞ্জর জয় করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০০ খ্রীষ্টাব্দে নর্ম্মদাতটস্থ ডাহলমণ্ডল জয় করিয়া, তাঁহারা পূর্ব্বে ছত্রিশগড় এবং দক্ষিণে কর্ণাটরাজ্য ক্রমান্বয়ে অধিকার করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে কলচুরিবংশীয়গণের মধ্যে অনেকে গোদাবরীতীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহাদের কেহ বা ক্ষুদ্র রাজা, কেহ বা সামন্ত, কেহ বা মণ্ডলেশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু চেদির (বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ডের) রাজগণ চক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, পার্শ্ববর্ত্তী ও অপরাপর রাজাদিগকে তাঁহারা আপনাদিগের বশে আনিয়াছিলেন।

কল্যাণের চালুক্যরাজগণ প্রবল হইলে দক্ষিণাপথে কলচুরি রাজগণের পূর্ব্বতেজঃ হ্রাস হইয়া আইসে। খৃষ্টের ৭ম শতাব্দীতে (খৃঃ অঃ ৬০৭-৬১০) চালুক্যরাজ মঙ্গলীশ কোন কোন কলচুরি রাজাকে পরাস্ত করিয়া বশ্য করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ডাহল ও কর্ণাটের উত্তরাংশে এই বংশের রাজগণ খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। [ডাহলমণ্ডল ও কর্ণাট দেখ।]

এই বংশ প্রায় নবম বর্ষকাল উত্তরে ত্রৈপুর বা চেদি, পশ্চিমে ভিলসা (বিদিশা) পূর্ব্বে ছত্রিশগড় এবং দক্ষিণে গোদাবরীতট পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড উপভোগ করেন।

তাঁহারা সকলেই শৈব ও শক্তির সেবক ছিলেন। চেদির কলচুরিরাজ কর্ণদেবের তাম্রশাসনে স্বর্ণ বৃষভধ্বজ ও চতুর্ভুজ পরিশোভিতা হস্তিপরিবৃতা কমলেকামিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, তৎপুত্র গাঙ্গেয়দেবের স্বর্ণমুদ্রায় চতুর্ভুজা পার্ব্বতী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা দেশাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থে "কচ্চুলি" নামক রাজপুত জাতির নামোল্লেখ দেখিতে পাই—

"চোহানশ্চ দীক্ষিতশ্চ রেকোবারস্ততঃপরম্।
কচ্চুলিঃ পরিহারো চান্দেলাখ্যো নৃপোত্তম ॥
বাঘেলো বৎসো ভূপ কছুয়া রাজপুত্রকঃ।
রাঠোরো রণপুরশ্চ তাপাখ্য রণচ্ছিদঃ ॥
বিশেষঃ প্রবলো যুদ্ধে যাদব পরিকীর্ত্তিতাঃ।"

দেশাবলী রণস্তম্ভ বিবরণ।

এই কচ্চুলি রাজপুত এক সময়ে বাঘেলখণ্ড (প্রাচীন চেদিরাজ্যে) বাস করিত।

রেবা হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অনেকগুলি সম্রান্ত রাজপুত বাস করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে 'কাচ্চুলি ঠাকুর' বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন, আমরা হৈহয় বংশীয়, সহস্রার্জ্জুনের বংশধর। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা রায়পুর-রতনপুর হইতে আসিয়া এ অঞ্চলে বাস করিয়াছেন।"

এই কচ্চুলি বা কাচ্চুলি রাজপুত জাতিই সম্ভবতঃ প্রাচীন শিলালিপিবর্ণিত কলচুরি বা কালচুরি। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফ্লিট সেই কলচুরি বংশীয়দিগকে আর্জ্জুনায়ন বলিয়া স্বীকার করেন। (Fleet's Inscriptionum Indicarum, Vol III p 10 দেখ) কিন্তু এস্থলে আমরা ফ্লিট সাহেবের মত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বংশধরগণ হৈহয় নামে পরিচিত, আর্জ্জুনায়ন বলিয়া কোন পুরাণ বা প্রাচীন গ্রন্থে উক্ত হয় নাই। কোন কোন পুরাণ, বৃহৎসংহিতা ও পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে আর্জ্জুনায়ন নামে জনপদ ও সেই জনপদবাসী লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে। বরাহমিহির এই জনপদ ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত জনপদ জনপদের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মত গ্রহণ করিলে এই জনপদ পাণিনি-প্রোক্ত অশ্ব (অশ্বক) জনপদের নিকটে হয়। [আর্য্যাবর্ত্ত শব্দ ১৮৩ পৃঃ ও আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে অশ্বক ও আর্জ্জুনায়ন দেখ।] বর্ত্তমান আফগানিস্থান যাইবার সময় ঐ স্থানকে অনেকে 'অর্জ্জুন' বলিয়া থাকেন, প্রাচীনকালে ঐ প্রদেশ ও তজ্জনপদবাসীরাই আর্জ্জুনায়ন বলিয়া কথিত হইত। কলচুরিবংশ সহস্রার্জ্জুনের অনুশাসনক্রমে বর্ণিত আর্জ্জুনায়ন নয়।

পূর্ব্বকালে এই কলচুরিরাজগণ এক স্বতন্ত্র সম্বৎ ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের তাম্রশাসন ও খোদিত শিলাফলকে এই সম্বৎ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই সম্বতের প্রথম আরম্ভকাল নির্ণয় করা দুরূহ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহামের মতে, কলচুরি রাজকর্ত্তৃক কালঞ্জর অধিকারের সময় হইতে কলচুরি বা চেদি সম্বৎ আরম্ভ

হইয়াছে। তাঁহার মতে ২৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে উহার আরম্ভ। অধ্যাপক কিলহোর্ণের মতে ২৪৮-৪৯ খৃঃ এই সম্বতের আরম্ভ কাল।

(Cunningham's Indian Eras p 60 Archæological Survey of India Vol IX p 9 Academy December 1887; 391 R Sewell's Sketch of the Dynasties of Southern India, p 426)

কলঞ্জ (পুং) কং শরীরং, ক শব্দ-অণ। ১ বিষাক্ত অস্ত্র-যুক্ত মৃগ। ২ বিষাক্ত অস্ত্রহত পক্ষী। ৩ তাম্রকূট, তামাক বিষ্ণুশিষ্যাদের মালাবলী নামক গ্রন্থে তামাকের ধূমসেবনে এইরূপ ফল লিখিত আছে,—

"কলঞ্জসংবেষ্টনধূমপানাৎ
আদহন্তি যুথযোগহানিঃ।
কফবায়ব্যাধিনাশি
পাণ্ডুর্বিদ্যা প্রবেশকমেবায়॥"

কলঞ্জ সংবেষ্টন আধুনিক চুরুট বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, ইহার ধূমসেবনে বহুরুচি, মুখরোগ, কফ ও আমাশয় উপশমিত হয়। সর্বদা এই ধূম সেবনে শরীর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। [তামাক দেখ।]

৪ পরিমাণবিশেষ, ১০ পল, ইহার অপর নাম ধরণ।
("কলঞ্জং ধরণং প্রাহু স্নিগ্ধানিবিশারদাঃ।")
৫ (স্ত্রী) বিষাক্ত অস্ত্রহত মৃগপক্ষীর মাংস।

কলঞ্জাধিকরণ (ক্লী) "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" ইত্যাদি বাক্য অবলম্বন করিয়া পক্ষাবয়ব ন্যায়বিশেষ।

কলট (ক্লী) কং জলং লটতি আবৃণোতি, ক লট অচ্। তৃণাদিনির্মিত গৃহাচ্ছাদন, চাল। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কুটল।

কলতা (স্ত্রী) কলস্য ভাবঃ, কল তল্ টাপ্ (তস্যভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) অব্যক্ত মধুরতা।

কলতূলিকা (স্ত্রী) কং সুখং বিষয়ঘেন লাতি গৃহ্ণাতি কলং কামং তুলয়তি পূরয়তি, কল তুল ণিচ্-টাপ্ অত ইত্বম্। ১ ইচ্ছাবতী। ২ কামুকী, ইহার সংস্কৃত পর্যায়,—বাহিনী ও লজ্জিকা।

কলত্র (ক্লী) গড় সেচনে অত্রন্ গকারস্য ককারঃ, (গড়াদেশশ্চ কঃ। উণ্ ৩। ১০৬) তুস্য লঃ। ১ স্ত্রী। ২ নিতম্ব। ৩ দুর্গস্থান। (কলত্রং শ্রোণিভার্যয়োঃ দুর্গস্থানে চ ভূভুজাম। হেম অনে ৩। ৫৩১।)

কলত্রবান্ [ৎ] (পুং) কলত্রমস্যাস্তি, কলত্র মতুপ্ মস্য বঃ। সস্ত্রীক।
("কলত্রবন্তমাত্মানমবরোধে মহত্যপি।" রঘু।)

কলত্রী [ন্] (পুং) কলত্রমস্যাস্য, কলত্র ইনি। সস্ত্রীক, স্ত্রীযুক্ত।

কলধূত (ক্লী) কলেন অবয়বেন ধূতং ত্যক্তং, ৬তৎ। ১ রৌপ্য। ২ কলেন অব্যক্তমধুরধ্বনিনা ধূতম্ মনোহরম্। (ত্রি) অব্যক্ত মধুর শব্দযুক্ত।

কলধৌত (ক্লী) কলেন অবয়বেন ধৌতং শুদ্ধম্। ১ স্বর্ণ, সোণা।
"কলধৌতকলধৌত জিনি দৈল অঙ্গশোভা।" কবিকঙ্কণ।
২ রৌপ্য।
("অধিবাসিত মম নিপতৎকোণলকা
কলধৌতধৌতশিলাবেশ্মনাং ক্বচৌ।" মাঘ)
(কলধৌতং সুবর্ণে স্যাৎ রজতে চ নপুংসকম্। মেদিনী।)
৩ কলধ্বনি।

কলধ্বনি (পুং) কলঃ অব্যক্তমধুরঃ ধ্বনির্যস্য, বহুব্রী। ১ পারাবত। ২ কোকিল। ৩ ময়ূর। ৪ অব্যক্ত মধুর শব্দ।
("অলকোপান্তসমীরকলধ্বনিবিনাদিতে।" হরিবংশ।)

কলন (ক্লী) কল ক্ষেপে ভাবে ল্যুট্ বা, কল-ল্যুট্। ১ চিহ্ন। ২ দোষ। ৩ কলা ও শুক্রশোণিতসংযোগ অবস্থাবিশেষ। গর্ভে নিষিক্ত শুক্র শোণিতের প্রথম বিকার, ইহার সংস্কৃত নামান্তর কলল। [কলল দেখ।]
("কলনং ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদম্।
দশাহেন তু কর্কন্ধুঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃ পরম্॥"
ভাগবত ৩। ৩১।২)

৪ গ্রহণ। ৫ জ্ঞান। ("কলনাৎ সর্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্তিতঃ।") ৬ স্নান। ('লোকানামন্তকৃৎ কালঃ কালো ঽন্যঃ কলনাত্মকঃ সর্বাণি'।)
'কলনাত্মকঃ জ্ঞানবিষয়স্বরূপঃ জ্ঞাতুং শক্য ইত্যর্থঃ।' রঘুনাথ।
৭ (পুং) কং জলং লাতি, ক লা ক, কলঃ সন্ নর্দতি, কল নদ্ ড। বেতস, বেতগাছ।

কলনা (স্ত্রী) কল ভাবে যুচ্ টাপ্। ১ বশীকৃততা।
('কলয়ন্ বংশচূড়ং কবলিতবন্ কালকলনা।' আনন্দলহরী।)
২ গ্রহণ। ৩ ধারণ। ("শিক্ষাবচুড় কলনামিবাস্য।" মাঘ।)

কলনাদ (পুং স্ত্রী) কলো নাদোঽস্য, বহুব্রী। ১ রাজহংস। ২ (ত্রি) কলধ্বনিযুক্ত। ৩ (পুং, কর্মধা) কলধ্বনি।

কলস্তুক (পুং) পক্ষিবিশেষ।

কলন্দক (পুং) গোত্রপ্রবর মুনিবিশেষ।

কলন্দর (পুং) কলং শারীরিকং বাক্যং শিষ্টাচারং বা দৃণাতি, কল দৃ খচ্ মুমৃচ। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। লেট জাতির ঔরসে ও তীবর কন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি।
(ব্রহ্মবৈবর্ত।)

কলন্দিকা (স্ত্রী) কলং কামং সর্বজ্ঞতাং দদাতি, কল দা

ক সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্ অতইত্বম্। পৃষোদরাদিত্বাৎ মূর্দ্ধ। সর্ষবিত্তা। (কলম্বিকা মর্যাবন্তা। হেম ২। ১৭৫।)

কলম্বু (স্ত্রী) কলায়াং মাত্রায়াং অম্বুরিব, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ লোপঃ। কলমীশাক।

কলপ (দেশজ) চুল কাল করিবার জন্য একপ্রকার দ্রব পদার্থবিশেষ।

কলভ (পুং) কলেন করেণ ভণ্ডে ইত্যর্থঃ ভাতি, কল-ভা-ক যদ্বা কল-অতচ (কৃশৃশৃগৃশলিকলিগর্দ্দিভ্যোহভচ্। উণ্ ৩।১২২) ১ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক হাতির ছানা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—করিশাবক ব্যাল ও দুর্দ্দান্ত। ২ হস্তিমাত্র।

("মূলং দধতে কলভা বিকষটৈঃ।" মাঘ।)

৩ ধুস্তুরগাছ। ৪ উষ্ট্রশাবক।

কলভবল্লভ (পুং) কলভস্য হস্তিশাবকস্য বল্লভঃ প্রিয়ঃ, ৬তৎ। পীলুবৃক্ষ।

কলভী (স্ত্রী) কং জলং আশ্রয়ত্বে লভতে, ক লভ অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। চঞ্চুবৃক্ষ।

কলভৈরব (পুং) কলং শিখরক, কর্ম্মধা°। অস্ফুট অব্যক্ত শব্দ।

("চলবুদ্বুদ্দিভিঃ কলভৈরবঃ।" মাঘ।)

কলম (পুং) কলয়তি অব্যক্ত শব্দায়তে, কল শিচ অম (কলি কর্দ্যাদিভ্যঃ। উণ্ ৪।৮৪।) ১ লেখনী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লেখনী বর্ণতুলী ও অক্ষরতুলিকা। ২ শালিধান্য বিশেষ, রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—কষায়রস, চক্ষুর হিতকারক, এবং মলরোধ ও পিত্তনাশক। ৩ চোর।

(কলমঃ পুংসি লেখন্যাং শালৌ পটচ্চরেঽপিচ। মেদিনী।)

৪ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ইহার আকার লিখিবার কলমের ন্যায়, সেইজন্য ইহার নাম 'কলম'। এই যন্ত্র এইরূপ নামেই অনেক দেশে প্রচলিত আছে। ইহাই সংস্কৃত কলম, পারস্য আফগানিস্থান, তুর্কি, আরব প্রভৃতি দেশের কলম, এবং গ্রীস কলমস্ (Calamus), সেইজন্য বোধ হয় ইহা ভারতবর্ষীয় যন্ত্র। ইহার একমুখ কলমের ন্যায় কর্ত্তিত এবং অপর মুখ অন্যান্য বাঁশীর ন্যায় অনাবৃত থাকে। ইহার দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত অল্প এবং ছিদ্র সংখ্যা অন্যান্য বাঁশীর ন্যায় সাতটী। ইহা সরলভাবে বাজাইতে হয়। যেদিকে বাজায়, সেইখানে বেণী সানাইয়ের মত একটি ক্ষুদ্র নল বসান থাকে এবং বাজাইবার পূর্ব্বে থু থু দিয়া ভিজ করিয়া লইতে হয়।

কলমকর্ত্তনী। কলম কাটিবার ছুরী।

কলমকাঠি। কলম কাটিবার কাঠি

কলমজারি (পারস্য) ১ কার্য্য বাস্ত। ২ আদেশ।

কলমতরাস্ (পারস্য) কলমকাটিবার ছুরী।

কলমা (আরবী) ১ কথা ২। মুসলমানদিগের ভজনা।

কলমী (দেশজ) কলমীশাক, ইহার সংস্কৃত নাম কলম্বী। [কলম্বী দেখ।]

কলমীশাক (দেশজ) জলজাত শাকবিশেষ। [কলম্বী দেখ।]

কলমেরমোচ্ (দেশজ) কলমের অগ্রভাগ (Nib)

কলমোত্তম (পুং) কলমেষু কলমেষু বা উত্তমঃ। গন্ধশালি, সুগন্ধি ধান্য।

কলম্ব (পুং) কল্যতে ক্ষিপ্যতে শত্রুং প্রতি, কল-অম্বচ। ১ শর, বাণ। ২ শাকনালিকা, শাকের নল বা ডাঁটা। ৩ কদম্ব। কলম্বো নালিকাশাকে পৃষৎকে নীপপাদপে।

(হেম° অনে ৩। ৪৪। ৭)

কলম্ব। সিংহলের একটী জনাকীর্ণ নগর। ৪০৯ খৃ অব্দের পূর্ব্বে সিংহলীদিগের প্রাচীন পুস্তকে এই স্থান 'কলম্ব' বা সমুদ্রতট বলিয়া খ্যাত ছিল। ১৫০৫ খৃঃ পর্ত্তুগীজেরা এখানে প্রথম পদার্পণ করে। ১৭৯৬ খৃ° অব্দে ইংরাজ অধিকৃত হয়।

এই নগরে মায়ার উপসাগরের নিকট কতকগুলি হিন্দু মন্দির আছে।

কলম্বক (পুং) কলম্ব স্বার্থে কন্। ৮। ৪। কদম্ব

কলম্বকুজক (স্ত্রী) জীবন্ত শর। (শব্দমালা)

কলম্বিকা (স্ত্রী কলম্ব টাপ অত ইত্বম্। ১ কলমীশাক।

("কলম্বিকা তণ্ডুলীয়া কলম্বকৃষ্ণাশুলা।" চরক।

২ কলম্বীর ন্যায়তে প্রকাশতে কলম্বী টৈক কটীন ইত্বক, পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগস্থ নাড়ী ইহার অপর সংস্কৃত নাম মন্যা।

কলম্বী (স্ত্রী) কে জলে লম্বতে, লম্বি অচ্ ঙীষ্। জলজ লতাবিশেষ, কলমীশাক। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কড়ম্বী, কলম্ব ও কলম্বিকা। (Convolvulus repens) রাজনিঘণ্টের মতে ইহার গুণ মধুর ও কষায়রস, শুক্র-বর্দ্ধক, গুরু ও স্তন্যকারক।

কলম্ব্ (স্ত্রী) কে জলে লম্বতে কন্দ উণ্। কলমীশাক।

কলম্বুট (স্ত্রী) কে জলে লম্বতে ভাসতে, কন্দ উটন্। ১ হৈয়ঙ্গবীন, সদ্যো দুগ্ধজাত ঘৃত। ২ নবনীত, মাখন।

কলম্বু (স্ত্রী) কে জলে লম্বতে লম্ব বাহুলকাৎ উণ্। কলমী।

কলরব (পুং) কলঃ মধুরাস্ফুটো রবঃ ধ্বনি শব্দ, ৬তৎ। ১ কপোত, পায়রা। ("শীর্ণপ্রাসাদোপরি ক্রিমীসুরিব কল র বান্ত।" আর্য্যাসপ্তশতী ৫৯৩।)

২ কোকিল। ৩ (কর্ম্মধা°) কলধ্বনি। ৪ গোলমাল।

কলরোল (পুং) কলধ্বনি। অস্ফুট মধুর শব্দ।

"আট আই আমোর উঠিল ক'রোল।
আমাই যাইলো ঢেলা বলি হৈল গণ্ডগোল।" শিবায়ন।

কলল (পুং, ক্লী) কলতে বেষ্টয়তে গর্ভেন, কল-বৃষাদিত্বাৎ কলচ্। ১ জরায়ু, গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম। ২ শুক্রশোণিতের প্রথম বিকার, গর্ভের প্রথমমাসে কলল উৎপন্ন হয়। শুক্র ও স্ত্রী রক্ত মিশ্রিত অবস্থায় অপরিণত ভাবে গর্ভ হইয়া থাকে, সেই গর্ভ অতি সূক্ষ্ম পিণ্ডাকার অপূর্ণ অবস্থায় 'কলল' মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (সুশ্রুত।)
(গর্ভস্য সময়োঽন্যো দোহদলক্ষণক সং।
গর্ভাশয়ো জরায়ুশ্চ কললোঘে পুনঃ সংক্ষ। হেম ৩। ২৩৪।)

কললজ (পুং) কললাদ্ব জায়তে, কলল জন-ড। ১ ধূপ, ধূনা। ২ সর্জ্জ।

কললোদ্ভব (পুং) উদ্ভবতি অস্মাৎ, উদ্ভবঃ, কললাত্ উদ্ভবং যস্য। সর্জ্জগাছ।

কলবল (অব্য) ১ বিবিধ অস্ফুট শব্দ। ২ অসম্বদ্ধ বাক্য।

কলবিঙ্ক (পুং) কলং মধুরাস্ফুটং বঙ্কতে কৌটিল্যে কলবিক অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ অন্য রূপম্। ১ চটক, চড়ুইপাখী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কলবিঙ্ক, কুলিঙ্ক ও কালকণ্ঠক। ভাবপ্রকাশের মতে, ইহার গুণ,—শীতল, স্নিগ্ধ স্বাদু, শুক্র ও কফবর্দ্ধক এবং সন্নিপাতনাশক। গৃহচটক অধিকতর শুক্রবর্দ্ধক। ২ কলিঙ্গ বৃক্ষ। ৩ কলঙ্ক। ৪ শ্বেতচামর। ৫ ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের মস্তকবিশেষ। ভাগবতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"কোন সময়ে ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হওয়া বৃহস্পতির অবমাননা করায়, বৃহস্পতি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অসুরগণ দেবতাদিগকে বিবাদে পীড়িত করিলে, ব্রহ্মা অনন্যোপায় দেখিয়া ত্বষ্টৃ পুত্র বিশ্বরূপকে পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিয়া অসুর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। দেবগণও তদনুসারে তাঁহাকে পুরোহিত করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশ্বরূপ মাতামহ বংশের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহবশতঃ গোপনে অসুরদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইন্দ্র তাহা অবগত হইয়া ক্রোধে বিশ্বরূপের মস্তকসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল নাম—কপিঞ্জল, কলবিঙ্ক ও তিত্তিরি। যে মুখের দ্বারা তিনি সুরাপান করিতেন, সেই মুখের নাম কলবিঙ্ক।" (ভাগবত ৬। ৯ অঃ।)

৬ তীর্থবিশেষ।

কলশ (ত্রি) কলং মধুরাস্ফুটশব্দং শবতি, জলপূরণসময়ে প্রাপ্নোতি, কল শ অচ্। জলাধারবিশেষ, কলসী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ঘট, কুট, নিপ, কলস, কলসি কলসী, কংশ, কলশী, কুম্ভ ও করীর। তন্ত্রসারোক্ত কলাবতী দীক্ষা প্রকরণে কলশের পরিমাণ এইরূপ লিখিত আছে,—"পঞ্চাশ অঙ্গুল বেড়, ষোড়শ অঙ্গুলি উচ্চ এবং আট অঙ্গুলি মুখ ৩৬ অঙ্গুলি বিস্তার ও উচ্চতাবিশিষ্টকে কুম্ভ বলে। ষোড়শ বা দ্বাদশ অঙ্গুলির কম করা উচিত নয়।

কলশধ্বনি (স্ত্রী) কলশস্য দীর্ঘ রূপম্ কলস ধ্বন্-ভাবে ক্বিপ্। ঘটিত কলশ নিনাদ।

কলশপোতক (পুং) সর্পবিশেষ।
("আশীবিষোগ্রচণ্ডেভ্য নাগঃ কলশপোতকঃ।"
ভারত আদি ৩৫ অঃ।)

কলশি (স্ত্রী) কলং শব্দবিশেষং শ্যতি, কল-শো-ইন্। ১ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। ২ (কলশ-ঙীষ্) ঘট, জলাধারবিশেষ। "কলশিমুদধিগুর্ব্বী বল্লবা লোড়য়ন্তি।" মাঘ।)

কলশী (স্ত্রী) কলশি ঙীষ্। ১ জলপাত্রবিশেষ। ২ চাকুলে ৩ তীর্থবিশেষ।

কলশীকণ্ঠ (ত্রি) কলশ্যাঃ কণ্ঠ ইব কণ্ঠঃ যস্য, বহুব্রী। ১ কলশীর কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠযুক্ত। ২ ঋষিবিশেষ।

কলশীমুখ (পুং) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহার মুখ কলশীর মুখের ন্যায়।

কলশীসুত (পুং) কলশ্যাঃ সুত ইব, কলশীতঃ উৎপন্নত্বাৎ। অগস্ত্যমুনি। [অগস্ত্য দেখ।]

কলশোদর (পুং) কলশ ইব উদরমস্য, বহুব্রী। ১ দানববিশেষ। (হরিবংশ ২৩০ অঃ) ২ কলশের ন্যায় যাহার উদর।

কলস (ত্রি) কেন জলেন লসতি শোভতে, ক লস্ অচ্। ১ কলশ, কলসী। ২ (পুং) দ্রোণ পরিমাণ, ৪ আঢ়ক পরিমাণ। ("চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কলসোনল্বণোন্মণঃ" শাঙ্গধর। ৩ পুং, কেন জলেন লসতি, ক লস্ অচ্।) কুম্ভ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে "অমৃত সংগ্রহের জন্য যে সময়ে দেবাসুরে সাগরমন্থন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের কলাসমূহের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ঘট প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এই জন্যই ইহার নাম কলস হইয়াছে।" তন্ত্রেও লিখিত আছে
'কলাং কলাং গৃহীত্বা তু দেবানাং বিশ্বকর্ম্মণা
নির্ম্মিতোঽয়ং ন বৈ যস্মাৎ কলসস্তেন কথ্যতে।'

৪ পর্ব্বতাভ নাগবিশেষ। (মহাভারত) ৫ কাশ্মীরের এক জন রাজা, ইহার অপর নাম রণাদিত্য। ইনি অনন্তের পুত্র। ৮ই শ্রাবণ ৯৮৫ শকে পিতা ইঁহাকে রাজা করেন। রাজা হইয়া তাঁহার পিতার উপর তেমন বিষ নজর পড়িল, পিতার

উপর অত্যাচার করিতে বাকি রাখিলেন না। তাঁহার মন্ত্রিগণের এ সব অত্যাচার সহ্য হইল না। শেষে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হলধর তাঁহার পুত্র [illegible]কে সিংহাসন প্রদান করিলেন। তখন কলস নামক [illegible] হইয়া [illegible] অধীনে [illegible] [illegible]। [illegible] হইল। [illegible] [illegible] [illegible] আপন [illegible] [illegible] [illegible] নাই [illegible]। [illegible] রাজা তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইল [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন। [illegible] কলস [illegible] [illegible] [illegible] করিল। তাঁহার পর [illegible] [illegible] (রাজতরঙ্গিণী ৭ম তরঙ্গ)

কলসক্ষেত্র। [illegible] একটি [illegible] [illegible] [[illegible] দেখ।]

কলসি (পুং) [illegible], [illegible]। ১ [illegible]। ২ [illegible]। ৩ [illegible]।

কলসী (স্ত্রী), কলস [illegible]। ১ কলস। ২ [illegible]। "[illegible] [illegible]।" সুশ্রুত।

কলসাক (স্ত্রী) কলসী [illegible]। কলস।

("[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

[illegible] ১।৮।)

কলসীসুত (পুং) [illegible] [illegible], [illegible]। অগস্ত্যমুনি।

কলসোদধি (পুং) [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]। সমুদ্র।

কলসোদরা (স্ত্রী) [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] স্ত্রী।

কলসনাড়া (দেশজ) [illegible] [illegible]।

কলস্বর (পুং) [illegible] [illegible], [illegible]। কলরব, অব্যক্ত মধুর শব্দ।

"[illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] কলস্বর।" বিবাহন।

কলহ (পুং স্ত্রী) [illegible] [illegible], [illegible] অধিকরণে [illegible]। ১ বিবাদ, ঝগড়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—যুদ্ধ, আয়োধন, জন্য, প্রধন, প্রবিদারণ, মৃধ, আস্কন্দন, সংখ্য, সমীক, সাম্পরায়িক, সমর, অনীক, রণ, বিগ্রহ, সম্প্রহার, অভিসম্পাত, কলি, সংস্ফোট, সংযুগ, অভ্যামর্দ, সমাঘাত, সংগ্রাম, অভ্যাগম, আহব, সমুদায়, সংযৎ, সমিতি, আজি, সমিৎ, যুৎ, সমীক, সাম্পরায়িক, সংস্ফোট ও যুৎ। ২ (পুং) [illegible] ৩ খড়্গকোষ, তরবারের খাপ। ৪ [illegible], প্রতারণা।

(কলহঃ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। মেদিনী)

কলহংস (পুং) [illegible] মধুরাব্যক্তধ্বনিনা [illegible] হংস [illegible] ১ রাজহংস, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কাদম্ব [illegible] [illegible] [illegible]। ২ রাজহংস।

"[illegible], কলহংসমালাঃ।

[illegible] [illegible] [illegible]।"

[illegible]। [illegible]। [illegible]। [illegible] ব্রাহ্মণ। [illegible] [illegible]। মধু [illegible] [illegible] উৎপন্ন [illegible] [illegible] ইহা [illegible] অন্তর্ভুক্ত এবং [illegible] [illegible]। এই [illegible] ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ [illegible] ১০ম ও ১৩শ অক্ষর লঘু, এবং [illegible], [illegible], ১২শ, [illegible] অক্ষর গুরু।

"[illegible] [illegible] [illegible] কলহংস।"

উদাহরণ যথা

"[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকেন।

কলহকার (ত্রি) কলহং করোতি, কলহ-কৃ-অণ্। কলহকারক। ("[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]")

কলহকারক (ত্রি) কলহং করোতি কলহ-কৃ-ণ্বুল্। [illegible] [illegible] [illegible] ১।১৩৩ [illegible]

কলহকারী (ন) (ত্রি) কলহ [illegible]। বিবাদকারক।

কলহনাশন (পুং) কলহং [illegible] [illegible] [illegible]। ১ পুতিকরঞ্জ। ২ [illegible] [illegible]

কলহপ্রিয় (পুং) কলহঃ প্রিয়ো যস্য, বহুব্রী। [illegible] [illegible] (ত্রি) বিবাদশীল ঝগড়াটে।

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কলহ [illegible]।"

[illegible] ৫।১৬।[illegible])

কলহপ্রিয়া (স্ত্রী) কলহঃ কলহে বা প্রিয়া, [illegible] শারিকা পাখী।

কলহর। [illegible] জাতিবিশেষ। ইহারা [illegible] [illegible] [illegible]। এ অঞ্চলে এই জাতির মধ্যে অনেক [illegible] [illegible] [illegible]। এই জাতি প্রধানত তিন শাখায় বিভক্ত, মিহোরা কলহর, শারবেরী কলহর ও [illegible] কলহর। মিহোরা কলহর পূর্ব্বে [illegible] বাস করিত

সেখান হইতে এ অঞ্চলে আসিয়া বাস করে। পূর্ব্বে তাহারা 'ওমরাহ বেদিয়া' বলিয়া পরিচয় দিত।

পরদেশী কলহরেরাই এখানকার আদি কলহর। তাহারা বলে যে, তাহারা উত্তর অঞ্চল হইতে সে দেশে গিয়াছে। এখন কলহরেরা সমাজচ্যুত ও ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া অপর কলহর অপেক্ষা 'নাম'শূদ্র বলিয়া অভিহিত।

কলহান্তরিতা (স্ত্রী) কলহং অন্তরিতা পশ্চাৎ পরিতাপ যস্যাঃ ইতি বহুঃ। নায়িকাবিশেষ, সাহিত্যদর্পণে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস্য যা।

পশ্চাত্তাপমবাপ্নোতি কলহান্তরিতা তু সা॥"

যে স্ত্রী প্রথমে অনুরোধকারী নায়ককে ক্রোধভরে পরিত্যাগ করিয়া পরে অনুতাপ করে তাহাকে কলহান্তরিতা কহে। উদাহরণ যথা—

"নো চাটুশ্রবণং কৃতং নচ দৃশৌ হারেহন্তিকে বা কৃতঃ

কান্তস্য প্রিয়হেতবে নিজসখীবাচোহপি দূরীকৃতাঃ।

পাদান্তে বিনিপত্য তৎক্ষণমসৌ গচ্ছন্মুপেক্ষ্য মুহুর্

বক্ষস্তাপমিমং মনো বিধুরতাং মন্যে কৃতার্থীকৃতম্॥"

যে সময় প্রিয়তম চাটুবাক্য বলিয়াছিল, তখন আমি তাহা শ্রবণ করি নাই, সখীগণ যে সকল প্রিয়কথা বলিয়াছিল তাহাও গ্রাহ্য করি নাই এবং প্রিয়তম আমার পদতলে পতিত হইয়া যাহা বলিয়াছিল, তাহাতেও কর্ণপাত করি নাই, পরিশেষে তিনি এখন আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন, সেই সময়ে কেন আমার কণ্ঠে হার না দিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিয়া রাখিলাম না ইত্যাদি। (সাহিত্যদ° ৩।৮৬।) এইরূপ সন্তাপ, সন্দেহ, প্রলাপ, জ্বর ও মোহাদি কলহান্তরিতার ক্রিয়া। (রসমঞ্জরী।)

কবিবর ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"কলহে যে কান্ত পরে পশ্চাৎ তাপিতা।

কবিগণ বলে তারে কলহান্তরিতা॥

ক্রোধে হবে হতজ্ঞান, কৈনু তার অপমান

এখন আকুল প্রাণ দেখিতে না পাইয়া।

ফুটিতে বিরহ শূল, ডাকে কুহু অলিকুল

সুধাংশু এই শূল কার পানে চাহিয়া॥

কাতর হইয়া অতি, বিস্তর কাঁদিয়া কহি,

চরণে ধরিল পতি না চাহিনু ফিরিয়া।

করিনু যেমন কর্ম্ম, ফলিল তাহার ধর্ম্ম,

মদন এমত মর্ম্ম, দুঃখে যাই মরিয়া॥"

কলহাপহ্নত (ত্রি) কলহেন অপহ্নুতং। বিবাদ করিয়া যাহা অপহৃত হয়।

কলহী [ন্] (ত্রি) কলহ ইনি। কলহযুক্ত, ঝগড়াটে।

("অথ বেহমাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনঃ।" বৃহ° ৭।১।১৯)

কলহু। গাঙ্গেয়ক উদ্ভিদ্‌সম্প্রদায়বিশেষ।

কলা (স্ত্রী) কলয়তি বুদ্ধিদৈর্ঘ্যং ধনং সংখ্যাদিকং, কল অচ্ টাপ্। ১ মূলধন বৃদ্ধি, সুদ। ২ শিল্প। ৩ অংশ। ৪ ত্রিশ কাষ্ঠা পরিমিত সময়। ৫ উক্ত ধাতুর বিভাগস্থানস্থ অবকাশ বিশেষ, ইহার দ্বারাই রসরক্তাদি বস্তু পৃথক্ ভাবে থাকিতে পারে। ৬ স্ত্রীদিগের রজঃ। ৭ নৌকা। ৮ কপট। ৯ রাশির ত্রিশ অংশকে ভাগ এবং তাহার ষষ্টি ভাগকে কলা কহে।

"কলানাং কলা ষষ্টা রসৈঃ ষষ্ট্যা ভাগ উচ্যতে।

ত্রিংশতা ভাগৈরাশিরিত্যভিধীয়তে॥" সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

১০ চন্দ্রের ষোড়শভাগ, তাহাদের নাম অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা, পূর্ণামৃতা ও অবলা। চন্দ্রের এই সকল কলা দেবগণ ক্রমে ক্রমে পান করেন বলিয়া, দিন দিন চন্দ্রের হ্রাস হইয়া অমাবস্যা হইয়া থাকে। অগ্নি প্রথম কলা, সূর্য্য দ্বিতীয়, বিশ্বদেবা তৃতীয়, বরুণ চতুর্থ বষট্কার পঞ্চম ইন্দ্র ষষ্ঠ, দেবর্ষিগণ সপ্তম একপাৎ অজ অষ্টম, যম নবম বায়ু দশম, উমা একাদশ, পিতৃলোক দ্বাদশ, কুবের ত্রয়োদশ পশুপতি চতুর্দ্দশ ও প্রজাপতি পঞ্চদশ কলা পান করার পর, যে রূপ কলা জলমধ্যে প্রবেশ করে, জল হইতে ওষধি শরীরে প্রবিষ্ট হয়। পশুরা সকল জল ও ওষধি পান করিলে তাহা অমৃতস্বরূপ ক্ষীর হইয়া নিঃসৃত হয়, ঐ ক্ষীরজাত ঘৃত মন্ত্রপূত করিয়া অগ্নিতে অর্পণ করিলে, চন্দ্র পুনর্ব্বার দিনে দিনে আপ্যায়িত হইতে থাকেন।

১১ সূর্য্যের দ্বাদশভাগ, তাহাদের নাম তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা।

১২ অগ্নিমণ্ডলের দশভাগ, তাহাদের নাম, ধূম্রা, অর্চি, উষ্মা জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা ও হব্যকব্যবহা।

১৩ চতুঃষষ্টি (৬৪) কলা শিবতন্ত্রে সেই সকল কলার নাম নির্দ্দেশ আছে। যথ গীতবাদ্য, নৃত্য নাট্য, চিত্র, ভূষণ, নির্ম্মাণ, তণ্ডুল ও কুসুমাদি দ্বারা পূজার উপহার সজ্জা, পুষ্পশয্যা, দন্ত, বসন ও অঙ্গরাগ, মণিভূমিকা কর্ম্ম, শয্যারচনা, উদকবাদ্য, উদকঘাত, চিত্রযোগ, মাল্য গ্রথন, চূড়াপ্রসাধন, বেশভূষা, কর্ণপত্রভঙ্গ, গন্ধলেপন, ভূষণযোজনা, ইন্দ্রজাল, কৌচুমারযোগ, হস্তলাঘব, বিবিধ

শাকপুষ্পাদি তথা প্রস্তুত করণ, পানকরসরাগাসবাদি, যোজনা সূচীবাপকর্ম, সূত্রক্রীড়া, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্বাচক যোগ, পুস্তক পাঠ নাটিকা ও আখ্যায়িকা দর্শন, কাব্যসমস্যাপূরণ, পট্টিকাবেত্রবাণ বয়ন, তক্ষকর্ম, তক্ষণ, বাস্তুবিদ্যা, রৌপ্যরত্নাদি পরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগজ্ঞান, আকরজ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্বেদ যোগ, মেষকুক্কুট ও লাবক যুদ্ধবিধি, শুকসারিকা প্রলাপন উৎসাদন, কেশমার্জন কৌশল, অক্ষরমুষ্টিকা কথন, ম্লেচ্ছিত কবিকল্প, দেশভাষা জ্ঞান, পুষ্পশকটিকা নিমিত্তজ্ঞান যন্ত্রমাতৃকা, ধারণমাতৃকা, সম্পাট্য, মানসীকাব্যক্রিয়া, ক্রিয়াবিকল্প ছলিতক যোগ, অভিধানকোষছন্দোজ্ঞান, বস্ত্রগোপন, দ্যূতবিশেষ, আকর্ষণক্রীড়া, বালক ক্রীড়নক, বৈনয়িকী বিদ্যাজ্ঞান, বৈজয়িকী বিদ্যাজ্ঞান ও বৈতালিকী বিদ্যাজ্ঞান। কোন কোন মতে সূচীবাপ কর্ম ও সূত্রক্রীড়া একত্র করিয়া বীণাডমরুক বাদ্য একটি অধিক সন্নিবেশ এবং বৈজয়িকী স্থানে ব্যায়ামিকী পাঠ দৃষ্ট হয়। ১৪ শিল্প।

"কলা শতাংশে ... কলা শিল্পে পরিবোধয়েৎ।"

হটির্মাণকলী শব্দ।

১৫ বিষ। ১৬ দোষ ১৭ অল্প সময় ১৮ বিভূতি। ১৯ সামর্থ্য। ২০ সংখ্যা ২১ যৌগিক্যের ভাগ। ২২ কলন ২৩ বিভীষণের জ্যেষ্ঠ কন্যা ইনি মরীচির পত্নী ছিলেন। ২৪ জীবদেহস্থ ষোড়শকলা, তাহাদিগের নাম—প্রাণ, শ্রদ্ধা, ব্যোম বায়ু জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন অন্ন, বীর্য, তপঃ, মন্ত্র কর্ম লোক ও নাম। ২৫ একটি মাত্রাযুক্ত অক্ষর।

"বহু বিস্ময় বুদ্ধির সন্দে ... নিয়ম্যাং।

... কলা ... রহো তদ্ধঃ।"

বৃত্তরত্নাকর।

২৬ ছটা চাতুরি। ২৭ কদলী [মহাদেবের কলার সহিত আছে বলিয়া ... হইয়াছে কেবল কলার মান্দাসের কথা লিখিতে হইল না। এস্থানে তাহার কিছু পরিচয় দিব।]

পূর্বে এদেশে কলার মান্দাস অর্থাৎ কলাগাছের ভেলা প্রস্তুত করিয়া জলপথে যাতায়াত চলিত। কলার মান্দাস করিতে হইলে প্রথমে বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া তাহার গোড়া পর পর সাজাইয়া বাঁশের গোজ দিয়া আঁটিয়া দিতে হয়, আঁটিয়া দিলে দেখিতে ভেলার মত হইয়া। এই ভেলা জলে ভাসাইয়া দিলে শীঘ্র ডুবিয়া যায় না।

মনসার ভাসান নামক প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে কলার মান্দাসের পরিচয় পাওয়া যায়। বাসরঘরে সর্পাঘাতে মৃত স্বামী লখিন্দরকে সতী বেহুলা পতি লখিন্দরকে কোলে লইয়া কলার মান্দাসে চড়িয়া অনেক দিন ভাসিয়া শেষে তাঁহার গুণে পতি পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। [লখিন্দর ও বেহুলা দেখ।]

কবি কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ উক্ত উপাখ্যানটী রচনা করেন। এই মান্দাসে জলভ্রমণ উপলক্ষে বেহুলা নানাস্থান দিয়া ভাসিয়া যান সেই সকল স্থানের নাম প্রাচীন ভূগোল অনুসন্ধিৎসুগণের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"মাস ... করি ... বাহির হইল বাকি
সাজাইল কলার মান্দাস
কলার মান্দাস ... পাঠাইল জলে।
বেহুলা ভাসিয়া যায় ... কোলে।
[illegible]
উপস্থিত একটি ... কুতূহলে।
ত্রিবেণী বেহুলা ... ভুবনাজপুর।
[illegible]
[illegible]
ভাসিতে ভাসিতে ... বাঁকা বাঁকে ...।
[illegible]
[illegible]
বিনোদ ... বাদা বেহুলা ...
... বেহুলার মান্দাস একলা।
[illegible]
... জন্ম বড় ...।
বেহুলা করেন স্তব মনসার স্থানে
মান্দাস ... ।
[illegible]
[illegible]
অবিরত বেহুলা বিদারিতে নারী।
[illegible]
সুন্দরী ... ।
ত্রিন দিন ... বেহুলা।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
... মান্দাস চালি আইল ...।
... ভাসিয়া পাইল ...
... ভাসিয়া ... কলে ...।
তিন দিনে ত্রিবেণী ত্রিধারা ...
কলার ভেলা আইল ক্ষেমানন্দ ...।"

কলাই (দেশজ) কলায় শব্দের অপভ্রংশ হইলেও ... তেন ... । সংস্কৃত ভাষায় মটরকে কলায় বলে ... কলাই শব্দ মাত্র ... কলাই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া ...

কলাই (আরবী [illegible]) পাত্রাদি টিন অথবা অপর কোন ধাতু দ্বারা [illegible]।

[illegible]

[illegible] বিশেষ।

[illegible] (Lonicera flora [illegible]) [illegible] বাঙ্গালার [illegible] ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র [illegible] লোকের [illegible] এই সুন্দর গাছ [illegible] জন্মে। [illegible]

কলাকুশল (ত্রি) কলায় [illegible] কুশলঃ [illegible] চতুঃষষ্টিকলায় সুনিপুণ।

কলাঙ্কুর (পুং) কলা [illegible] অঙ্কুর [illegible]

[illegible] বিলাসিনী স্ত্রী, বহুস্ত্রী। [illegible]

[illegible] প্রাচীন তীর্থস্থান। (বাণিক্যপুর)

[illegible]

[illegible]

[illegible] (স্ত্রী [illegible]) [illegible]

কলাচান (পুং স্ত্রী) [illegible] পক্ষিবিশেষ।

কলাঞ্জাঞ্জী (স্ত্রী) [illegible] বিশেষ, [illegible]।

কলাদ (পুং) কলা [illegible] স্বর্ণকার, সেকরা।

কলাদক (পুং) কলা [illegible] (পা ৫।১।৬৩) স্বর্ণকার।

কলাদ্গি, বোম্বাই প্রদেশের দাক্ষিণ বিভাগের একটি জেলা। এখন বিজাপুর জেলা নামে চলিত হইয়াছে।

এই জেলার উত্তরাংশে ভীমানদী বিজাপুরের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা শোলাপুর জেলা এবং অক্কালকোট [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ঐরাণী বদামি, বাগলকোট, [illegible], [illegible] এই সকল স্থানের লোকেরা [illegible] এই সকল [illegible] (বাদামি প্রভৃতি বিবরণ দেখ।)

[illegible] কাটিয়া [illegible] এখানে বসতি হয়, তাহা ঠিক করা কঠিন। তবে অতি পূর্ব্বকালে এখানে নগর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। [illegible] খৃষ্টীয় [illegible] চালুক্যরাজ [illegible] পরাজিত করেন। [illegible] এই স্থান [illegible] অধিকারভুক্ত [illegible]। [illegible] পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া [illegible] অধিকার করিয়া লয়েন। [illegible] (বর্তমান দৌলতাবাদ) [illegible] করেন। [illegible] আলাউদ্দীন [illegible] আক্রমণ করেন। [illegible] দেবগিরির রাজা। তিনি মুসলমানের আক্রমণ [illegible] অধীনতা স্বীকার করেন। [illegible] এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, বিজাপুর তাঁহার রাজধানী হইল। [বিজাপুর দেখ।]

পূর্ব্বে এখানে অনেক বৌদ্ধস্তূপ ছিল, চীনপরিব্রাজক

[illegible] এই [illegible] সকল দর্শন করিয়া যান, তখন এই [illegible] ৬০০০ [illegible] ([illegible]) [illegible] ছিল।

এই [illegible] এবং [illegible] [illegible] আছে [illegible] অনেক নদীর জল দুষ্প্রাপ্য হই।

এখানে [illegible] কলাহাণ্ডি [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

এখানে [illegible] এবং [illegible] হয়। এখানে [illegible] কুসুম [illegible] উৎপন্ন হয়। বসন্তকালে [illegible] কুসুমফুল ফুটিয়া উঠে তখন এখানকার শোভা [illegible]।

এখানকার বনজঙ্গলে বাঘ, ভালুক, হরিণ [illegible] ও [illegible] হয়।

এখানকার [illegible] [illegible] নয়। [illegible] বৃষ্টি না হওয়ায় সময়ে সময়ে [illegible] না [illegible] দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে। [illegible] ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই [illegible] দুর্ভিক্ষ হয় [illegible] সময় এই জেলা এক [illegible] উৎসন্ন হইয়া যায়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আর একবার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়। এই সময় [illegible] ও [illegible] [illegible] টাকা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ১৮১৮ ১৯, ১৮৩৪ ৩৫, ৮০১ ১৮৫৪ ১৮৬৪ ও ১৮৯৭ সালে বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ঘটিয়াছিল। এই সময় [illegible] চারি সেরের অধিক [illegible] পাওয়া যাইত না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষই প্রধান। সে সময়ের কথা মনে করিলে বুক ফাটিয়া যায়। [illegible] [illegible] করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সেই দুর্ভিক্ষকে এ অঞ্চলের লোকেরা [illegible] [illegible] বলিয়া থাকে। বাস্তবিক সেই [illegible] [illegible] [illegible] এখনও পাওয়া যায়।

এই [illegible], রাজপুত, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ও মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। লোকসংখ্যা ৩৫৮০৯০।

কলাধর (পুং) কলা, ধরতি কলা-ধৃ অচ্‌। ১ চন্দ্র। ২ চতুঃষষ্টিকলাভিজ্ঞ ব্যক্তি। ৩ শিব।

কলাধিক (পুং) কুক্কুট।

কলান (দেশজ) যোগকরা [illegible]।

কলানক (পুং) একজন শিবের অনুচর।

কলানাথ (পুং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কলানিধি (পুং) কলা [illegible], কলা-নি-ধা-কি। ১ চন্দ্র। ২ চৌষট্টিকলাভিজ্ঞ ব্যক্তি।

কলানুনাদী ([illegible] পুং) কল-অনুনাদি [illegible] [illegible]। ১ [illegible] ২ [illegible] [illegible]। ৪ [illegible] ৫ কপিঞ্জল ৬ চাতক।

("কলানুনাদী [illegible]")

কলাঙ্কুর ([illegible] কলা [illegible] [illegible]

১ [illegible], [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৩। ৪৪৪।) ২ চন্দ্র [illegible]।

("[illegible]

[illegible]" কুমার ১ ২৫)

কলাপ্রাপ্ত ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পর্যায় ও [illegible] [illegible] [illegible] পর্য্যায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নয় এই মন্ত্র [illegible] [illegible] করিয়া, পুনর্ব্বার ঐ সকল মন্ত্র [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পর্য্যায় [illegible] হইবে।

কলাপ (পুং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] ৩ ২ ১), কলা [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ([illegible] ৩। ৩। ১২১।) ১ ময়ূর- ২ ময়ূর-পুচ্ছ। ৩ মেখলা চন্দ্রহার। ৪ অলঙ্কার।

("[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]" কুমার।

৫ তূণ। ৬ চন্দ্র। ৭ চতুর ৮ ব্যাকরণবিশেষ। কলাপ ব্যাকরণের অপর নাম কুমার ও কাতন্ত্র।

কলাপচন্দ্র নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই ব্যাকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"রাজা শালিবাহন কোন মহিষীর সাথে জলক্রীড়া করিতে ছিলেন। জলসিঞ্চনে সেই রাণী বিরক্ত হইয়া রাজাকে বলিলেন,—"মোদকং দেহি দেব।" অর্থাৎ হে দেব! আমাকে উদক (জল) দিও না। মূর্খ রাজা সেই বাক্যটির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া রাণীকে একটি

মোদক (মোয়া) প্রদান করিলেন। তাহাতে সেই বুদ্ধিমতী রাণী 'আমার পতি রাজা হইলেও মূর্খ' এই বলিয়া নিন্দা করিলেন। শালিবাহন তাঁহার সমুদয় কথা শর্ব্ববর্ম্মার কাছে জানাইলেন। তখন শর্ব্ববর্ম্মা তাঁহার শিক্ষার জন্য কাতন্ত্র রচনা করিলেন।"

কাতন্ত্র বা কলাপ রচনা সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তি আছে—'শর্ব্ববর্ম্মা শালিবাহনকে ব্যুৎপন্ন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কুমারের আরাধনা করেন। তখন ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহার আরাধনায় প্রীত হইয়া নিজ ব্যাকরণজ্ঞান আবিষ্কারের জন্য 'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ' এই প্রথমাদিরূপ সূত্র শর্ব্ববর্ম্মাকে প্রদান করেন। শর্ব্ববর্ম্মা তাহাই অবলম্বন করিয়া কলাপ প্রণয়ন করেন। কুমার হইতে ব্যাকরণের প্রথম সূত্র প্রাপ্ত হওয়ায় ইহার একটি নাম 'কুমার ব্যাকরণ'।

আর একটি কিম্বদন্তি আছে তাহা এই—'যখন শর্ব্ববর্ম্মা শালিবাহনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কুমারের আরাধনা করেন, তখন কুমার যে ময়ূরপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হন, শর্ব্ববর্ম্মা দেখিলেন, সেই ময়ূরের কলাপদেশে 'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ' এই সূত্রটি লেখা রহিয়াছে। তাহা দেখিবামাত্র তাঁহার মনে পূর্ণ ব্যাকরণ জ্ঞান উদিত হইল।'

তিনি সেই সূত্রটি প্রথমে রাখিয়া স্বতন্ত্র ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। ময়ূরের কলাপে ইহার প্রথম সূত্র লিখিত থাকায় এই ব্যাকরণের কলাপ নাম হয়।

কলাপের টীকাকারগণের মতে শর্ব্ববর্ম্মা ঈষৎ তন্ত্রে অর্থাৎ অল্পসূত্রে এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, এই জন্য ইহার নাম হইল কাতন্ত্র।

বঙ্গদেশে কলাপ নামেই প্রসিদ্ধ। পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতগণই প্রায় কলাপব্যবসায়ী। বৈয়াকরণগণ পাণিনির পরেই ইহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। বাস্তবিক কেবল এই ব্যাকরণখানি আদ্যোপান্ত সমালোচনাপূর্ব্বক পড়িয়া পণ্ডিতপদবাচ্য হওয়া যায়।

শর্ব্ববর্ম্মা কলাপের সন্ধি, চতুষ্টয় এবং আখ্যাত এই অংশত্রয়ের সূত্র রচনা করেন। তিনি কৃৎসূত্র প্রণয়ন করেন নাই। কাত্যায়ন কৃৎসূত্রের প্রণেতা।

দুর্গসিংহ কলাপের বৃত্তি রচনা করেন। তাঁহার বৃত্তি না হইলে বোধ হয় কলাপব্যাকরণ সম্পূর্ণ ও সাধারণের সুবোধগম্য হইত না। বাস্তবিক দুর্গসিংহ নিজবৃত্তিতে যেরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। [দুর্গসিংহ দেখ]

এতদ্দেশে কলাপের অনেকগুলি টীকা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে শ্রীপতিদত্তকৃত কাতন্ত্রপরিশিষ্ট, ত্রিলোচনকৃত পঞ্জিকা, কবিরাজকৃত কলাপবৃত্তিটীকা, সুষেণকৃত ব্যাখ্যাসার, রঘুনাথশিরোমণির ব্যাখ্যা, কাতন্ত্রচন্দ্রিকা ও চতুষ্টয় প্রভৃতি কয়েকখানিই প্রসিদ্ধ।

৯ গ্রামবিশেষ, (ভাগবত ৯।১২।৬)। ১০ অস্ত্রবিশেষ, ভারত ৪।৫।২৮। ১১ বাণ। ১২ বস্ত্র। ১৩ বাণাধার।

"বদ্ধবদনেন কলাপবতে।" সাহিত্যদর্পণ ১০ প।

কলাপক (পুং) কলাপ সংজ্ঞায়াং কন্। ১ হস্তীর গলরজ্জু। ২ (স্বার্থে কন্) কলাপ। ৩ (ক্লী) যস্মিন কালে ময়ূরাঃ কলাপিনো ভবন্তি, স কলাপী, তস্মিনকালে দেয়ং ঋণম্, কলাপিন্ বুন্ (কলাপ্যশ্বত্থযববুসাদ্ বুন্। পা ৪।৩।৪৮) ঋণবিশেষ। ৪ হারবিশেষ, চারিটি করিয়া একত্র যুক্ত হইলে তাহাকে কলাপক কহে।

"স্থূলোরসুখং সপদ্যাং চৈত্রকেন চ মুক্তকং।

কলাপকং চতুর্ভিস্তু পঞ্চভিঃ কুলকং মতম্।'

। সাহিত্যদ০ ৬। ৫৫৮।)

সমাস্নকরের নামান্তর বিশেষক, ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্বিশেষকম্।" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

কলাপগ্রাম (পুং) কলাপনাম্না গ্রামঃ মধ্যলো০। গ্রামবিশেষ হিমালয়ের উত্তরে এই গ্রাম বদরী মহাভারতে কথিত আছে। ("হিমবৎপ্রকৃষ্ণ্যা কলাপগ্রামবাসিবৎ।" ২ ব শারদ্বৎ গ্রামবিশেষ। ০° প্রথ০ ১১।৫১)

কলাপচ্ছন্দ (পুং) ২৪ নর মুক্তার গহনা।

কলাপতত্ত্বার্ণব (পুং) কলাপব্যাকরণের মতানুযায়ী গ্রন্থবিশেষ।

কলাপদ্বীপ পুং। কলাপঃ গ্রামঃ প্রায়ঃ দ্বীপ ইব উপমি। কলাপগ্রাম।

কলাপশিষ্য [ন] (পুং) মুনিবিশেষ।

কলাপানুসারী [ন্] (পুং) কলাপব্যাকরণের মতানুযায়ী।

—

* (১) "তারকয়োরিব স্বরি কুবিধরাদেব ভুতাবিশেষ। তত্র যে ব্যাগোত্তরে নবা আমোদেশ্চ বহুবৃত্তবিবৃতাম্ [কলাপ ৪।৫।৩১] ইতি কলবৃত্তম্ প্রত্যয়ঃ। ন চায়োবাধিকাতিকাঃ প্রত্যয় নহি বর্ততে। কেন তত্র্যবং প্রত্যুতাপ্ত। ঔণাদয়ং কাতন্ত্রম্। পূর্ণচন্দ্র ঋজুশব্দ পীতে। বা কীর্ত্যর্থে হত ইতি ঔণাদিকেং কাপ্তেনঃ" "ত্রিলোচনকৃত কাতন্ত্রপঞ্জিকা। (২) 'কৈয়ট্ট' কাতন্ত্রম্। ঔণাদিকবোধার্থিবোধকঃ।" কবিরাজ ও কাতন্ত্রচন্দ্রিকা।

কলাপিনী (স্ত্রী) [illegible] কলাপ অস্ত্যস্যাঃ [illegible] ইনি ঙীপ্। ১ ময়ূরী। ২ রাত্রি। [illegible]

কলাপী (পুং) [illegible] ১ ময়ূর। [illegible] ২ কোকিল [illegible] ৪ বটবৃক্ষ। [illegible]

কলাপুর [illegible] গ্রাম বিশেষ। [illegible]

কলাপূর্ণ (পুং) কলাভিঃ পূর্ণ। ১ চন্দ্র। ২ [illegible]

"[illegible]

[illegible]"

[illegible]

কলাভৃৎ (পুং) কলা [illegible] ১ চন্দ্র। [illegible]

কলাম (পুং) [illegible] কলম ধান্য। [illegible]

[illegible]

কলামোচা [illegible]

কলাম্বিকা (স্ত্রী) [illegible]

কলায় [illegible]

[illegible]

কলায়খঞ্জ [illegible]

"[illegible]

[illegible]"

[illegible]

কলাসা (স্ত্রী) [illegible]

কলালাপ (পুং) [illegible] ১ ভ্রমর। [illegible]

কলাবতী (স্ত্রী) [illegible]

[illegible]

অংকুশমুদ্রা দ্বারা [illegible] এর মধ্যে চৈতন্যরূপিণী প্রদর্শন করিবে। অস্ত্র মন্ত্র ও গন্ধ পুষ্পের দ্বারা কলস সংশোধন করিয়া, উর্দ্ধ উর্দ্ধ [illegible] একটি কলস, ও [illegible] বহন করিয়া, এবং বহ্নি, দীপ ও জলধারা [illegible] প্রাকার চিন্তা করিয়া কলস স্থাপন করিতে হইবে। তৎপরে মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস ও মন্ত্রন্যাস, তাহার পর মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ধ্যান, মানসপূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন, তৎপরে অর্ঘ্যপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, সেই জলধারা আত্ম ও পূজোপকরণ মূলমন্ত্র সহ তিনবার সিঞ্চিত করিয়া, পীঠমন্ত্রের দ্বারা শরীরে ধর্মাদির পূজা করিতে হইবে। তৎপরে হৃৎপদ্মের পূর্বাদি কেশরে পীঠশক্তির পূজা করিয়া মধ্যে পীঠপূজা করিবে। হৃদয়ে মূল দেবতার পূজা [illegible] কেবল পঞ্চোপচার দ্বারা করিতে হইবে। [illegible] মুদ্রা [illegible] সর্বাঙ্গ [illegible] দ্বারা [illegible] পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে।

এই সময় [illegible] সম্পাদন করিতে হয় [illegible] বহিঃপূজা আরম্ভ করিবে। [illegible] সম্মুখে [illegible] অষ্টদল [illegible] স্থাপন করিবে। [illegible] পূজার পর, [illegible] তাহার উপর [illegible] আচ্ছাদন [illegible] পীঠ [illegible] পূজা [illegible] করিবে। তৎপরে [illegible] চন্দন অগুরু ও কর্পূর দ্বারা [illegible] সূত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া কুম্ভের পূজা করিবে, [illegible] আম্রপল্লব ও নবরত্ন নিক্ষেপ করিয়া [illegible] কুম্ভ ও পীঠের একত্র চিন্তা করিয়া পীঠস্থাপন করিতে হইবে। ঐ কুম্ভের চারিদিকে বেদিকা [illegible] পূজা করিবে।

তৎপরে আত্মশরীরে [illegible] প্রতিলোমক্রমে জপ করিয়া, দেবতা [illegible] অথবা [illegible] দ্বারা কুম্ভ পূর্ণ করিবে। [illegible] অমৃতাদি ষোড়শকলা [illegible] পূজা করিবে এবং একটি [illegible] দ্বারা পূর্ণ [illegible] করিয়া, তাহাতে সকল কলার আবাহনপূর্বক পূজা করিবে।

প্রথমেই অগ্নির দশকলা পূজা করিতে হইবে, মূলমন্ত্রের প্রতিলোমক্রমে জপ ও [illegible] পূর্ণ করিয়া তাহাদিগের [illegible] প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাহাদের পূজা করিতে হয়। তৎপরে সূর্যের [illegible] দ্বাদশকলা ও চন্দ্রের অমৃতাদি ষোড়শকলা আবাহন করিয়া তাহাদের পূজা করিবে। [illegible] কলার পূজা করিতে হয়। [illegible] দশকলা, [illegible] দশকলা, [illegible] দশকলা, [illegible] চারিকলা ও নিবৃত্ত্যাদি [illegible] ষোড়শকলার পূজা করিবে। সমর্থ হইলে প্রত্যেককে আবাহন করিয়া [illegible] দ্বারা পূজা করা উচিত। তৎপরে কলসে ঐ [illegible] নিক্ষেপ করিবে। ঐ কুম্ভমুখ [illegible] ও আম্র পল্লব [illegible] বেষ্টিত করিয়া কুম্ভমুখ [illegible] দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, এবং [illegible] ঐ মুখের উপর ফল অক্ষত ও চন্দন স্থাপন করিবে। তাহার পর [illegible] মূলমন্ত্র দ্বারা [illegible] করত [illegible] ধ্যানপূর্বক [illegible] পূজা করিতে হইবে। দেবতার অঙ্গে [illegible] ধেনুমুদ্রা ও অমৃতীকরণমুদ্রা প্রদর্শন, [illegible] এবং ষোড়শোপচারে পূজা সমাপন হইলে ১০০৮ বা ১০৮ জপ করিবে।

অতঃপর [illegible] সমাপন করিয়া গুরু শিষ্যের নেত্রদ্বয় [illegible] বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করিবেন এবং পুষ্প দ্বারা তাহার অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া স্বয়ং মন্ত্রপাঠপূর্বক দেবতার [illegible] ঐ পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করাইবেন। তৎপরে নেত্রবন্ধন খুলিয়া শিষ্যকে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া, [illegible] পূজাক্রমানুসারে ভূতশুদ্ধি বিধান করিয়া শিষ্যদেহে সেই সেই মন্ত্রাদি ন্যাস করিবেন। [illegible] দেবতা [illegible] পুনর্বার পূজা করিয়া [illegible] শিষ্যকে [illegible] আসনে উপবেশন করাইবেন এবং ঐ কুম্ভস্থিত জল পল্লব দ্বারা শিষ্যের মস্তকে রাখিয়া মনে মনে মাতৃকা [illegible] বিশ্বসারতন্ত্রোক্ত অভিষেক মন্ত্র দ্বারা ঐ কুম্ভের জল শিষ্যশরীরে সেচন করিবেন। শিষ্য তৎক্ষণাৎ [illegible] বস্ত্র পরিবর্তনপূর্বক গুরু সমীপে উপবেশন করিবে। তৎপরে গুরু শিষ্যশরীর ও আত্মশরীরকে এক চিন্তা করিয়া গন্ধাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন।

তৎপরে মন্ত্রের [illegible] শিষ্যের [illegible] বিধারণ করিয়া শিষ্য-শরীরে কলান্যাস করিবেন এবং শিষ্যমস্তকে হস্ত দিয়া

১০৮ বার জপ করিয়া 'অমুক মন্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি' বলিয়া শিষ্যকে প্রদান করিবেন। শিষ্যও 'দত্ত' বলিয়া গ্রহণ করিবে। তখন গুরু যথাবিধানে মন্ত্র শিষ্যের দক্ষিণকর্ণে তিনবার ও বামকর্ণে একবার, স্ত্রীলোক ও শূদ্র হইলে বামকর্ণে তিনবার ও দক্ষিণকর্ণে একবার শ্রবণ করাইবেন। মন্ত্রদানের পর শিষ্য গুরুচরণে পতিত হইয়া থাকিবে, গুরু তাহাকে মন্ত্র দ্বারা উত্থিত করিবেন। উত্থিত হইয়া শিষ্য ঐ মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে এবং পুষ্প তিল ও জল গ্রহণ করিয়া গুরুকে স্বর্ণপণ দক্ষিণা ও দীক্ষাগ্রহণের সমস্ত সামগ্রী প্রদান করিবে। অন্যান্য ব্রাহ্মণকেও যথাশক্তি দান করিয়া পরিতুষ্ট করিতে হইবে। গুরুকেও মন্ত্রদানের পর স্বীয় শক্তি রক্ষার জন্য ১০০৮ বা ১০৮ মন্ত্র জপ করিতে হয়। পরদিবস ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইয়া শিষ্যও ভোজন করিবে। যেহেতু দীক্ষাদিনে শিষ্যের উপবাস বিহিত।

কলাবাদতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ।

কলালাপ [১] (পুং) কলং মধুরং, কলং মধুরং লপতি লপ্‌ অণ্‌। ১ সঙ্গীতালাপকারী। ২ ভৃঙ্গ। ৩ (ঐ) কলহংসবিশেষ।

কলাবিক (পুং) কল অবিকারাদি বিশেষণ যোগ, কল অব ঠক্‌। কুকুট, মোরগ।

কলাবিকল (পুং) কলায় অব্যক্তমধুরধ্বনিনা বিকলঃ, ৩তৎ। চটক, চড়ুই পাখী। [চটক দেখ।]

কলাবিধিতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ।

কলাসারতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ।

কলাহক (পুং) কলং আহন্তি, কল আ হন ড, সংজ্ঞায়াং কন্‌। কাহলনামক বাদ্যবিশেষ।

কলি (পুং) কলতে কলোহাশ্রয়ত্বেন বর্ত্ততে, কল ইন্‌ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭) ১ বহেড়া গাছ, নলরাজের নিবাসের জন্য কলি নামে অসুর বহেড়া গাছ অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম কলি হইয়াছে। (ভারত বন ৭২ অঃ।) (কলিস্তস্মৌ বিভীতকঃ। মেদ ৪। ১১১।) ২ (কলতে শব্দায়তে) শূর, বীর। ৩ (কলতে শব্দায়মানা ভবন্তি) বিবাদ। ৪ যুদ্ধ। ৫ (কলয়তি পাপেন জনান্‌) যুগবিশেষ, চতুর্থযুগ। (কলিঃ স্ত্রী কলিকায়াং না শরাজিকলহে যুগে। মেদিনী।)

কল্কিপুরাণে কলিযুগের উৎপত্তিকথা এইরূপ লিখিত আছে,—

"প্রলয়ের শেষে লোকপিতামহ ব্রহ্মা পৃষ্ঠদেশ হইতে পাপময় মলিন ঘোর অধর্ম্মকে সৃষ্টি করিলেন; অধর্ম্ম তাঁহার মার্জ্জারলোচনা মিথ্যানাম্নী পত্নীর গর্ভে 'দম্ভ' নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। দম্ভ মায়া নাম্নী স্বীয় ভগিনীর গর্ভে 'লোভ' নামক পুত্র ও 'নিকৃতি' নাম্নী কন্যা উৎপাদন করিলেন, এই ভ্রাতা ভগিনী হইতে ক্রোধের জন্ম হইল, ক্রোধের ঔরসে তাহার ভগিনী হিংসার গর্ভে কলি জন্মগ্রহণ করিল, তাহার রূপ তৈলাভ্যক্ত অঞ্জনের ন্যায়, মুখ করাল, জিহ্বা লোল, উদর কাকের ন্যায় এবং সর্ব্বাঙ্গে পূতিগন্ধ। এইরূপ উৎকট মূর্ত্তিধারী কলি বামহস্তে উপস্থ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অতঃপর তিনি স্ত্রী, মদ্য, দ্যূত ও স্বর্ণ প্রভৃতিতে নিতান্ত আসক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কলির ঔরসে ভগিনী দুরুক্তির গর্ভে ভয় নামে পুত্র ও 'মৃত্যু' নাম্নী কন্যার উৎপত্তি হয়। কলি

কলিযুগের লক্ষণ — সত্য, ধর্ম্ম, দয়া, নিদ্রা, হিংসা, বিবাদ, শোক, মোহ, দৈন্য, লোভ ও ক্রোধ প্রভৃতি বাড়িবে ও বাহ্য লাভ প্রকাশ।

এই সময়ে মানবগণ কামী ও কটুভাষী, জনপদ সকল দস্যুপীড়িত, বেদ সকল পাষণ্ডদূষিত, রাজগণ প্রজাপীড়ক, ব্রাহ্মণগণ শিশ্ন ও উদরপরায়ণ, ব্রহ্মচারিগণ ব্রতভ্রষ্ট ও অশুচি, ভিক্ষুকগণ পরিবারপালক, তপস্বিগণ গ্রামবাসী, ন্যাসিগণ অর্থলোলুপ, এবং মনুষ্যমাত্রেই কুকর্ম্মরত, অধিক ভোজনশীল ও চৌর্য্য প্রভৃতিতে সবিশেষ সাহসী হইবে।

এইকালে শূদ্রগণ প্রভুত্বলাভ, ও তপস্বিগণ ব্রতত্যাগ করিবে, শূদ্রগণ ধর্ম্মোপজীবী হইয়া প্রতিগ্রহ লইবে, মনুষ্যমাত্রই পাপী, অনাচার ও পিশাচতুল্য হইয়া অন্যায় অবস্থায় ভোজন করিবে ও আর দেবতা অতিথি প্রভৃতির পূজা করিবে। পিতৃতর্পণক্রিয়া লোপ হইবে; সকলেই স্ত্রীবশ ও শূদ্রসম হইয়া উঠিবে। স্ত্রীগণ অল্পভাগ্যা, অধিক সন্তানবতী ও স্বপতির অবজ্ঞাকারিণী হইবে। কেহই আর বিষ্ণুপূজা করিবে না, তবে কলিকালে এই এক ভাল হইবে যে, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলেই মানব মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। (পদ্মপু° ২২৭ অঃ।)

উড্ডীশতন্ত্রে কলিযুগের লক্ষণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—"যে সময়ে বৈদিকী দীক্ষা, পৌরাণিকী দীক্ষা ও পাপপুণ্যের বেদমত পরীক্ষা লুপ্ত হইবে, গ্রামে গ্রামে দল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবেন, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠজাতীয় ও ধনলোলুপ হইবে, স্ত্রীগণ অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত, গর্ব্বিত, কলহরত ও পতিনিন্দুক হইবে, মানবগণ স্ত্রী-পরাজিত, কামবিবশ ও অন্ন বিক্রয়ে অভিলাষক হইবে, পৃথিবী অল্পফলা, মেঘগণ

অল্পবর্ষ বয়ুসেই পলিত কেশ হইবে, [illegible] সামাজিক দ্বারা [illegible] পরস্পর [illegible] এবং মনুষ্য সকল পানভোজন নিরত এবং [illegible] হইবে তখনই কলি প্রবল হইয়াছে জানিবে।"

যদীয় [illegible] কলিযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। [illegible] আয়ুকাল চারিলক্ষ বত্রিশ হাজার (৪৩২০০০) বৎসর [illegible] অর্থাৎ [illegible] ১৫৭৭৯১৭৮০ দিবস।

[illegible] আছে "কলিতে [illegible] হইবে। কলিতে [illegible]

[illegible]

অতীত হইলে [illegible] সত্যযুগ আরম্ভ হইবে।"

([illegible] ১০ [illegible])

বর্তমান ১৩১৩ শকাব্দ পর্যন্ত কলিযুগের ৪৯৯০ বৎসর অতীত হয়েছে।

এই যুগে ধর্ম একপাদ অধর্ম ত্রিপাদ। মনুষ্যের আয়ু পরিমাণ ১০৮ বৎসর [illegible] অবতার শ্রীকৃষ্ণ এবং [illegible] কল্কি উৎপন্ন হইয়া পাপিগণের বিনাশসাধন করবেন। [illegible] অন্নগত প্রাণ এবং [illegible] হবে।

কলিযুগের বিশেষ ধর্ম দান। মনুসংহিতা গ্রন্থে লিখিত আছে —

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।

দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥"

সত্যযুগে তপস্যা [illegible] দ্বাপরে যজ্ঞ ও কলিযুগে দানমাত্র বিশেষ ধর্ম। (মনু

[illegible]

[illegible] কলিতে [illegible]

[illegible] সুতরাং কলিযুগে [illegible]

এক কৃষ্ণ নামের এত শক্তি বলে পাপ।

[illegible] ভগবান পাপী কলি [illegible]

[illegible] কলিতে [illegible]

পার হেরো।

অন্নাঙ্গগত কালকা ও গোপাল [illegible] আশ্রিত দেবতা [illegible] আছে।

কলৌ [illegible] গোপাল কালী [illegible] কালিকা।"

[illegible] কলিকালে [illegible] বলিয়া কথিত হইয়াছে।

[illegible] নাস্তি পরা গতিঃ।

[illegible] কলৌ যুগে॥

যে বিপ্রস্তাং পুরীং প্রাপ্য ন ত্যজন্তি কদাচন।

বিজিত্য কলিজান্ দোষান্ যান্তি তৎ পরমং পদম্॥"

কলিযুগে বারাণসীপুরী ব্যতীত জীবগণের সর্ব্বপাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত আর নাই। যে ব্রাহ্মণ ঐ পুরী প্রাপ্ত হইয়া কখন তাহা পরিত্যাগ না করেন, তিনি কলির পাপ বিনাশ করিয়া পরম পদ লাভ করিতে পারেন। (ব্রহ্মপু°।)

গঙ্গাস্নান সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,—

"কৃতে সর্ব্বাণি তীর্থানি ত্রেতায়াং পুষ্করং পরম্।

দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গৈব কেবলম্॥"

সত্যযুগে সমুদায় তীর্থ, ত্রেতায় পুষ্কর, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র এবং কলিযুগে গঙ্গাই একমাত্র তীর্থ। মহাভারতে আছে,—

"গীতা গঙ্গা তথা বিষ্ণুঃ কপিলাশ্বত্থসেবনম্।

বাসরং পদ্মনাভস্য সপ্তমং ন কলৌ যুগে॥"

গীতা গঙ্গা, বিষ্ণু, কপিলা, অশ্বত্থ ও হরিবাসর সেবা ব্যতীত কলিযুগে আর সপ্তম ধর্ম্মকার্য্য নাই।

হরিনাম কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে,—

"যেহহর্নিশং জগদ্ধাতুর্বাসুদেবস্য কীর্ত্তনম্।

কুর্ব্বন্তি তান্ নরব্যাঘ্র ন কলির্বাধতে নরান্॥

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।

নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমশ্লোকনাম যৎ।

সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহত্যেধো যথানলঃ॥"

যাঁহারা দিবানিশি জগৎস্রষ্টা বাসুদেবের কীর্ত্তন করেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! কলি তাঁহাদিগকে কোন কোনরূপ বাধা দিতে পারে না। সর্ব্বদা সকল স্থানে চক্রপাণির নাম করিবে, তাহাতে অশৌচাদির বিচার আবশ্যক নাই, যেহেতু নামকীর্ত্তনই পবিত্রকারক। জ্ঞানবশতঃ হউক বা অজ্ঞানবশতঃই হউক হরিনাম কীর্ত্তন করিলেই পুরুষের পাপসকল অগ্নি কর্ত্তৃক কাষ্ঠাদির ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়।

ব্রহ্মপুরাণে আছে,—

"গোবিন্দনাম্না যঃ কশ্চিন্নরো ভবতি ভূতলে।

কীর্ত্তনাদেব তস্যাপি পাপং যাতি সহস্রধা॥"

গোবিন্দনাম যুক্ত কোন মানবের নাম করিলেও সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে, —

"মেধ্যামেধ্যবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা।

ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্নৃণাং ভবেৎ॥ ৬

বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥ ৭

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ মরৈবোক্তং পুরা শিব।

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥ ৮। ২য় উল্লাস।

পবিত্রাপবিত্র বিচারহীন ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধি হইবে না; পুরাণ, সংহিতা ও স্মৃতি দ্বারাও মনুষ্যের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। কলিকালে আগমোক্ত পথ ব্যতিরেকে গতি নাই।

"পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোহপি দুর্লভঃ।

বীরসাধনকর্ম্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে॥ ১৯

কুলাচারং বিনা দেবি কলৌ সিদ্ধির্ন জায়তে।" ৮ উল্লাস।

কলিযুগে পশুভাব নাই, দিব্যভাবও দুর্লভ। কলিযুগে বীরসাধনই প্রত্যক্ষফলদায়ক। হে দেবি! কলিযুগে কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধি হইতে পারে না।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া কুলাচারের অনুষ্ঠান করিবেন, যাঁহারা সত্যশীল হইবেন, যাঁহারা গুরুশুশ্রূষায় তৎপর, পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান্, স্বপত্নীতে অনুরক্ত, সত্যব্রত, সদাশান্ত ও সদাধর্ম্মপরায়ণ হইয়া 'কুলসাধনই' সত্য এইরূপ বিশ্বাস করিবেন, যাঁহারা হিংসা, মাৎসর্য্য, দম্ভ ও দ্বেষশূন্য হইবেন এবং যাঁহারা কুলাচার অনুসারে দান, স্নান, তপস্যা, তীর্থদর্শন, ব্রত ও তর্পণ, গঙ্গাস্নান, পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি আচরণ করিবেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না। কলির দোষসমূহের মধ্যে একটি প্রধান গুণ আছে যে, মানসিক কোনরূপ পাপের সঙ্কল্পমাত্রই দোষ নাই।

কলির তারক ব্রহ্মনাম,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

বৃহন্নারদীয়পুরাণোক্ত কার্য্যসকল কলিতে নিষিদ্ধ—সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, অসবর্ণকন্যাবিবাহ, দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংসদান, বানপ্রস্থাশ্রম, দত্তা কন্যা অক্ষতা হইলেও তাহার পুনর্ব্বার দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ, অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থানগমন, গোমেধযজ্ঞ, ব্রাহ্মণ আততায়ী হইলেও তাহার হিংসা করা, সুরাগ্রহণ, অগ্নিহোত্র হবনীতেও লেহ লীঢ়া গ্রহণ, বৃত্ত ও স্বাধ্যায়সাপেক্ষ অশৌচ, সঙ্কোচ বৎসরাদিক প্রায়শ্চিত্তবিধান, সংসর্গদোষ সত্ত্বে চুরি প্রভৃতি দোষ হইতে দুষ্কৃতের বর্জ্জন ও ঔরস ব্যতীত অন্য পুত্র গ্রহণ, শুদ্ধ স্ত্রী পরিত্যাগ, পরোদ্দেশে আত্মত্যাগ, উচ্ছিষ্ট বর্জ্জন, দাস গোপাল প্রভৃতির অন্নভোজন, অতিদূরে তীর্থসেবা, গুরুপত্নীতে শিষ্যের গুরুবৎ বৃত্তি, বিবাহিত

দিগের আপদ্বৃত্তি, অবভৃথস্নান, ব্রাহ্মণের প্রণাম, যুগাদি-গমন, বলাৎকারাদি-দোষদুষ্ট স্ত্রী-গ্রহণ, সর্ব্বজাতিতে যতির ভিক্ষাগ্রহণ, ব্রাহ্মণাদির জন্য শূদ্রাদির পাক, পর্ব্বতের উচ্চ-স্থান হইতে পতিত হইয়া অথবা অগ্নিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য সকল কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্ণয়সিন্ধু, হেমাদ্রি, আদিত্যপুরাণ ও পৃথ্বীচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে।

যুধিষ্ঠির, হরিশ্চন্দ্র, মুনিশ্চন্দ্র, কেবলশেখর, বিক্রমাদিত্য, বিক্রমসেন, লাউসেন, বল্লালসেন, দেবপাল, ভূপাল মহীপাল, এই কয়েকজন কলিযুগের প্রধান রাজা এবং যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়, নাগার্জ্জুন ও বলি* এই ছয়জন রাজচক্রবর্ত্তী শককারক। [শক দেখ।]

৬ দেবগন্ধর্ব্ববিশেষ, কশ্যপ ঔরসে দক্ষকন্যার গর্ভে ইহার জন্ম। (মহাভারত ১। ৬৫। ৪৪।)।

৭ একজন অতি প্রাচীন ঋষি। ইহার নাম ঋক্‌সংহিতায় দৃষ্ট হয়।

৮ সঙ্গীতের অপ্সরা। ৯ শিব। ১০ বৈষ্ণবদিগের তিলকের ভেদবিশেষ, ইহার আকৃতি ফুলের কুঁড়ির ন্যায় আগাগোড়া সূক্ষ্ম ও মধ্য স্থূল, ইহা অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম হইলে 'রসকলি' বলিয়া থাকে। ১১ (স্ত্রী) কলিকা, ফুলের কুঁড়ি।

কলিক (পুং) কলো মধুগভীরো ধ্বনির্যস্য, কল-অর্থে ঠন্। ক্রৌঞ্চ পক্ষী।

কলিকা (স্ত্রী) কলিরেব, কলি স্বার্থে কন্ টাপ্। ১ ফুলের কুঁড়ি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কোরক, কলি, কলী।

("মুক্তামরালবলনাৎ কলিকামকালে।
কার্য্যং কদর্থয়সি কিং নবমালিকায়াঃ॥" সাহিত্যদ০।)

২ বীণার মূলদেশ। ৩ ছন্দোবিশেষ, তালবিরত পদসমূহের নাম কলা, কলাযুক্ত বলিয়া ইহার নাম কলিকা। কলিকা ছয় প্রকার,—চতুর্ভুজ, দিগাদিগণযুত, ত্রিভঙ্গীযুত, বর্ণ, মিশ্র ও কেবল। চতুর্ভুজে দশপ্রকার সংযুক্ত বর্ণ থাকে। মধুর, স্নিগ্ধ, বিশিষ্ট, শিথিল ও দ্রাবি সংযুক্ত হইয়া বর্ণ সকল হ্রস্ব দীর্ঘভেদে ভিন্ন হয়। হ্রস্ব ও মধুর সংযোগ যথা,—শঙ্কর, অম্বুজ ও কিঙ্কর। স্নিগ্ধসংযোগ দর্প, কর্পূর ও সর্প। বিশিষ্ট সংযোগ যথা,—তত্ত্ব, কল্যাণ ও চিত্ত। শিথিল সংযোগ,—পত্র, কল্প ও বক্র। দ্রাবি সংযোগ যথা ভদ্র, সহ্য ও প্রসন্ন।

---

* "যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ ততো নৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেহনু নাগার্জ্জুনমেদিনীপতির্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্‌শককারকাঃ কলৌ॥"
জ্যোতির্বিদাভরণ।

কেহ কেহ গর্হাদি শব্দকেই দ্রাবি সংযুক্ত বলিয়া থাকেন। দীর্ঘসংযোগ যথা,—সূর্য্য, অব্দ, কার্পাস, বাল্য, বৈদ্য ও বাহ্য। চতুর্ভুজে কলার নিয়ম, দ্বাদশ হইতে চৌষট্টি ইহার ন্যূনাধিক করা হয় না। চতুর্ভুজ দুই প্রকার সম ও বিষম। তন্মধ্যে সম বিংশ প্রকার বর্দ্ধিত, বীরভদ্র, সমগ্র, অচ্যুত, উৎপল কুসুম, শ্রীভূপতি, মাতঙ্গখেলিত ও তিলক, এই নয় প্রকার ব্যতীত অন্যভেদের নামাদি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষম পাঁচ প্রকার, পদ্ম, কুন্দ, চম্পক, বঞ্জুল ও বকুল। তন্মধ্যে পদ্ম ছয় প্রকার, পদ্মের দিক্-কর, পাণ্ডুরেণ, ইন্দীবর, অরুণাম্ভোজ ও কহ্লার। বকুল দুই প্রকার, তাম্বুল ও মদন। এইরূপে চতুর্ভুজ বিংশ প্রকার হইয়া থাকে। দিগাদিগণযুত পাঁচপ্রকার, কোরক, অব্জ, সম্পুট, কুসুম ও শঙ্খ। ত্রিভঙ্গীযুত, বর্ণ ও মিশ্রভেদে দুই প্রকার মিশ্রকালিকা গন্ধসম্পূর্ণা ও সর্ব্ববিভক্তিকা ভেদে দুই প্রকার, কেবলাও দুই প্রকার অক্ষরময়ী ও সর্ব্বলঘ্বী।

৪ ছন্দোবিশেষ।

"প্রথমযুগচরণসদৃশং প্রকৃতি ন যদি লক্ষ্ম।
ইতরদিতরপদিত যদি যাব চ তুর্য্যং
চরণযুগলকমবিকৃতমপরমিতি কলিকা সা॥"
(বৃত্তরত্নাকর ৪ অঃ।)

প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ একরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলে এবং তৃতীয় চতুর্থ চরণ অবিকৃত থাকিলে তাহাকে কলিকা কহে।

৫ কলা, চন্দ্রের জ্যোতির অংশ।

("ভক্তত্বে কলিকা ইত্যাজ্যোতিষঃ স্মৃতাঃ।"
সিদ্ধান্তশিরোমণি।)

কলিকা (দেশজ) কল্‌কে, তামাক খাওয়ার উপকরণবিশেষ, ইহাতেই তামাক সাজিতে হয়। মাটি, পাথর ও বিবিধ ধাতু প্রভৃতি দ্বারা ইহা প্রস্তুত। উৎপত্তির স্থানে ও আকার ভেদানুসারে ইহারও নানা প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন বালাগড়ে, কাটালে, মুক্তঝুরি প্রভৃতি, ইত্যাদি।

কলিকাতা—সমগ্র ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী, বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী; বৃটিশ শাসনের কেন্দ্রস্থল, বৃটীশ রাজপ্রতিনিধির বসতিস্থান, ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। এই নগরীতে এত অধিক সুরম্য সুন্দর, সুশোভিত অট্টালিকা আছে যে, তজ্জন্য ইহার আর একটি স্বতন্ত্র নামের সৃষ্টি হইয়াছে; লোকে ইহাকে ঐ জন্য "সৌধময়ী মহানগরী" বলিয়া থাকে।

এই [illegible] নদী [illegible] ভাগীরথীর [illegible] ভাগীরথীর [illegible] "[illegible]" [illegible] অবস্থিত। [illegible] নির্দেশ করিবার জন্য যে সকল [illegible] কলিকাতার [illegible] জানা যায় যে, [illegible] কলিকাতা [illegible] [illegible] পূর্ব্ব [illegible]

কলিকাতার [illegible]—[illegible] বর্ত্তমান [illegible]

[illegible]

[illegible] কলিকাতার [illegible]

[illegible] বলিয়া [illegible] গিয়াছে।

[illegible]

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [illegible], কতকগুলি [illegible] ৪০০ ফুট [illegible] হইতে [illegible] এবং ৪০০ হইতে [illegible] মধ্যে [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] আছে, কোন কোন [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছে।

[illegible]

[illegible] দেখা [illegible]

* [illegible] by Blanford and [illegible] Blanford's Physical Geography.

Journal of the Asiatic Society of Bengal [illegible] p. 86 and Vol XXXII p. 154

266 III

করেন যে, এই স্তরটি সমস্ত কলিকাতা, তন্নিকটবর্তী সমুদ্র বা নদীতীরবর্তী স্থানগুলিতে বর্তমান, তবে সকল স্থলে এই স্তরের অবস্থান সমগভীর নয়। তাঁহার সময় গার্ডেন রীচের (কোম্পানীর বাগানের) নিম্নে এবং অপর পারে নদী গর্ভে এই স্তর সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শিয়ালদহে এই স্তর ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০।৩১ ফুট নিম্ন এবং কোম্পানীর বাগানের নীচে ৩৬ ফুট নিম্ন, কিন্তু বেহালাতে ৫১ ফুট নিম্ন।

পূর্বে যে গাছের গুঁড়ির কথা বলা গিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি ৫ ফুট গভীর কূপ খনন করিয়া দেখা যায়, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই সকল বৃক্ষাবশেষ পূর্বোক্ত খালের মাথা তাঁহার সীমাসমতল হইতে ১৫। ফুট নিম্নে এবং ভাগীরথীর ঐ স্থান হইতে ১৩ ফুট নিম্নে জন্মিয়াছিল। মাতলা ক্যানিং টাউন প্রভৃতি স্থলেও ঐ স্তরটি ওয়া ... তাহাদিগের সহিত তুলনায় ও সুন্দরবনের, সুন্দরীবৃক্ষ সংস্থানের স্তরের সহিত তুলনা করিয়া বুঝা যায়, শিয়ালদহের যে স্তরে ঐ সকল বৃক্ষাবশেষ পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে ঐ সকল বৃক্ষ জন্মিবার পরে ১৮ বা ২০ ফুট বসিয়া গিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বেহালাতে ... স্তরে বৃক্ষাবশেষ দেখা গিয়াছিল সেই স্থানই যদি ঐ অঞ্চলের মৌলিক অবস্থান স্থল হয়, তবে সেখানেও যে স্তরটি ৪০।৪৮ ফুট বসিয়া গিয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই দুই স্থানের ভূপৃষ্ঠ সমসাময়িক কিনা তাহার বিশ্বাসজনক কোন প্রমাণ নাই।

উপরোক্ত কারণসমূহ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপটী গড় ১৮ হইতে ২০ ফুট পর্যন্ত বসিয়া গিয়াছে। যে হেতু নিম্নে যে সকল স্থানে সুন্দরীগাছ পাওয়া গিয়াছে ঐ সকল গাছ এককালে ভূপৃষ্ঠে জন্মিয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভূতত্ত্ববিদ্ ব্লানফোর্ড সাহেব যে সকল স্থানের খনন পরিদর্শন করিয়াছেন, তৎসমুদয় স্থানে ৮ হইতে ১০ ফুট মধ্যেই ঐরূপ বৃক্ষাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন। উপরিস্থ স্তরসমূহ সাধারণত উদ্ভিজ্জাবশেষ এবং নদীজলসম্ভূত পঙ্কাদিতে পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও ঐ সকল স্থানে যে এক সময়ে ভূপৃষ্ঠ ছিল, তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে যে কেবল স্তরটি কালসহকারে বসিয়া গিয়াছে তাহাই স্পষ্ট বুঝা যায় এমত নহে। উহা এত শীঘ্র সংঘটিত হইয়াছিল যে নদীস্রোতবাহিত মৃত্তিকা (পলি) দ্বারাও তত দ্রুত ভরাট হওয়া অসম্ভব।

নদীর গতি পরিবর্তন—কলিকাতার দক্ষিণে "টালির নালা" বা "আদি গঙ্গা" নামে একটি খাল আছে। এই খালটীর পূর্বে এ অবস্থা ছিল না। ইহা বিস্তৃত নদী ছিল, প্রাচীনকালে ইহাই ভাগীরথীর প্রধান স্রোত ছিল। কালক্রমে উহা একটি সামান্য "সোঁতা" নামে পর্যবসিত হয় ও অবশেষে "টালি" নামক এক সাহেব উহার সংস্কার করিয়া "টালির নালা" এই নামে প্রচারিত করেন। ভাগীরথীর স্রোত ঘুসুড়ির নিকট দক্ষিণবাহিনী হইয়া বরাবর কলিকাতাকে বামে রাখিয়া খিদিরপুরের নিকট পূর্ববাহিনী হয়। সেখান হইতে বর্তমান টালির নালার খাত বাহিয়া চারি ক্রোশ দক্ষিণে গড়িয়াগ্রাম পর্যন্ত পূর্বমুখে বহিয়া অগ্নিকোণে বাঁকিয়া হাতিয়াগড় পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। এখনও হাতিয়াগড় পর্যন্ত সেই আদি গঙ্গার চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হয়। *

* খিদিরপুরের দিকে যে গঙ্গা পূর্বগামী প্রবাহিত ছিল তাহা কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য হইতেও বুঝা যায়। শ্রীমন্ত ডিঙ্গা বাহিয়া বেতড়, কোতরঙ এড়াইয়া কুচিনান হইয়া কলিকাতার উপর চিৎপুরে উপস্থিত হইল। তৎপরে কলিকাতা ও তাহার সম্মুখে অপর পারে শালিখা অতিক্রম করে ... হইয়া ডাহিনে হিজলীর পথ পশ্চাৎ করিয়া বালিঘাটা ... উপস্থিত হইল। তৎপরেই শ্রীমন্ত ডিঙ্গা কালীঘাটে পহুছিল।

"ত্বরায় চলিল তরি তিলেক না রহে।
ডাহিনে মাহেশ বামে খড়দহ রহে।
কামদহ কাঁকড় এড়াইয়া যায়।
সর্বমঙ্গলার দেউল দেখিবারে পায়।
... বাহিয়ে পূজা পাইল।
কোন্নগর এড়াইল সাধু শ্রীপতি।
ত্বরায় চলিল তরি তিলেক না রহে।
চিৎপুর শালিখা এড়াইয়া যায়।
বেতড়েতে উত্তরিল বেণিয়ার বালা।
কলিকাতা এড়াইল অবসান বেলা।
বেতাইচণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে।
ধনস্থান গ্রামধারা পথ এড়াইল বামে।
ডাহিনে এড়াইল হিজলীর পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত।
বালিঘাটা এড়াইল বণিকের বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা।"

রেনেল সাহেব আঠারশতকের বঙ্গদেশের গতি দেখাইবার জন্য তাঁহার হিন্দুস্থানের মানচিত্রে ... এবং যে একখানি নদী প্রবাহ প্রদর্শক মানচিত্র দিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে কলিকাতার দক্ষিণপূর্বে বেলেঘাটার নিকট একটি নদীবাঁক ছিল কবিকঙ্কণের বর্ণনার বালিঘাটা যদি এই বেলেঘাটা হয় তাহা হইলে ঐ নদীবাঁকই যে ভাগীরথীর আদিস্রোত তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না, কারণ এই নদীবাঁকের উপরেই শ্রীমন্ত কালীঘাট পাইয়াছিলেন।

কলিকাতার জলবায়ু।—উষ্ণ-কটিবন্ধের বা গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রায় সীমার নিকট এবং কর্কটক্রান্তির ১ অংশের মধ্যে স্থাপিত হইলেও কলিকাতার জলবায়ু প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের সান্নিধ্যবশতঃ কলিকাতাবাসিগণকে তাহাতে অপরাপর স্থানের লোকের ন্যায় কোন ঋতুর আতিশয্য অনুভব করিতে হয় না, আর সেই জন্য এখানে ঋতুত্রয় মধ্যে তিনটিমাত্র ঋতুর প্রভেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ফাল্গুনমাসের শেষ হইতে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত গ্রীষ্ম, তৎপরে অগ্র পর্যন্ত বর্ষা, তৎপরে কার্তিকের শেষ হইতে শীত ঋতুর আবির্ভাব হয়। অগ্রহায়ণের শেষ হইতে মাঘের পূর্ব পর্যন্ত শীতের প্রাবল্য এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে গ্রীষ্ম ও রৌদ্রের তীক্ষ্ণতা হয়। কলিকাতার বৎসরের মধ্যে গড়ে উষ্ণতার পরিমাণ ৭৯°৪°, গ্রীষ্মের সময় গড়ে ৮৪°, বর্ষার গড়ে ৮০৫° ও শীতে গড়ে ৭৫৫° উষ্ণতার পরিমাণ দেখা যায়। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ১৮৩৭ ও ১৮৭১ সালের যে মাসে সর্বাপেক্ষা অধিক গরম পড়িয়াছিল, তাহাতে তখন উষ্ণতা হইয়াছিল ১০৬°। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতা ও সন্নিকটবর্তী স্থানে ঝড় হইয়া থাকে। ঝড়ের সময় প্রায় উত্তরপশ্চিমকোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে। অপরাহ্ণেই প্রায় ঝড় হয়। কলিকাতার ঝড়ে প্রায় বজ্রপতন ও বিদ্যুৎস্ফুরণ অধিক হয়। কলিকাতার সাধারণ বায়ুর আর্দ্রতা কিছু অধিক। অধ্যাপক ব্ল্যানফোর্ডের মতে, এখানকার বায়ুর্তে একসহস্রাংশে গড় ৭৮২ ভাগ জলীয় বাষ্প বা সূক্ষ্ম জলকণা থাকে। কলিকাতায় বৎসরে গড়ে ৬৬°০৪ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে। তন্মধ্যে ১৮৭১ সালে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হইয়াছিল, উহার পরিমাণ ৯২°০১ ইঞ্চি। শ্রাবণমাসের শেষে অধিক বৃষ্টি হয় অর্থাৎ গড়ে ৪১১৮ ইঞ্চি এবং পৌষমাসের শেষে সর্বাপেক্ষা অল্প হয়, অর্থাৎ গড়ে ০°২০ ইঞ্চি মাত্র। কলিকাতার বায়ুর ভার গড়ে সমুদ্রতল হইতে ১৮ ফুট ও বায়ুমানযন্ত্রে জুন বা জুলাই মাসে ২৯°৭৯২ ইঞ্চি উচ্চে অনুভূত হয়। ডিসেম্বর মাসে আরও উচ্চে অর্থাৎ ৩০°০৪১ ইঞ্চি উঠে বুঝা যায়। কলিকাতার অবস্থান স্থল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এখানে ঘূর্ণীবাতাস ও তৎসঙ্গে প্রবল ঝড় প্রায় সর্বদাই ঘটিতে পারে এবং ঘটেও। এরূপ ভীষণ ঝড় এখানে ১২।১৩ বৎসরের মধ্যে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। চব্বিশপরগণার ঝড় ও আশ্বিনে ঝড় এবং কার্তিকে ঝড় (১২৭১ এবং ১২৭২ সাল) ইহার নিদর্শন। এই সকল ঝড়ে কলিকাতার নীচে ভাগীরথী গর্ভে জাহাজাদির যথেষ্ট ক্ষতি হয় বলিয়া আজকাল কলিকাতা বন্দরে "ঝটিকাসঙ্কেত" (Storm Signal) স্থাপিত আছে। কলিকাতায় ঝড়ের লক্ষণ বুঝিতে পারিলেই নাবিকদিগকে সাবধান করিবার জন্য ঐ সকল সঙ্কেত প্রদর্শন করা হয়। কলিকাতায় মৌসুম বায়ু বহিতে আরম্ভ হইলে অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখমাসে নৈঋতদিক্ হইতে এবং ঐ বায়ু বন্ধ হইবার সময় অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিনমাসে ঈশানকোণ হইতে ঝটিকা উত্থিত হয়।

কলিকাতার প্রত্নতত্ত্ব।—এখন যে কলিকাতা লক্ষ লক্ষ মানবের বাসভূমি 'সৌধময়ী মহানগরী' বলিয়া পরিচিত, সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে এই কলিকাতার চিহ্নমাত্র ছিল না। সাগরের তরঙ্গশালী সলিলগর্ভে এই স্থান নিহিত ছিল। কেবল এই স্থান কেন, সমস্ত গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপের চিহ্নও ছিল না। ভূতত্ত্ববিদেরা বহু অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, অতি পূর্বকালে বর্তমান রাজমহলের নিম্ন দিয়া বঙ্গোপসাগরের জল স্রোত প্রবাহিত হইত। বহুদিন পরে ক্রমশঃ চড়া পড়িয়া বর্তমান আকার ধারণ করে, কিন্তু গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপটি বহুদিন জলময় ছিল। কলিকাতা ঐ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপমধ্যে অবস্থিত, পলি জমিয়া যখন কলিকাতার ভূপৃষ্ঠ দেখা দিল তখন ইহা সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ বরাহমিহির বর্তমান বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশকে 'সমতট' * বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নামটি

অনেকে অনুমান করেন যে পূর্বে চাঁদপাল ঘাটের নিকট হইতে যে খাল (যাহাকে ডিহিকলিকাতার খাল বলিত) কলিকাতার উত্তরদিক দিয়া বরাবর পূর্বমুখে বর্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ক্রিক রো নামক স্থানের ভিতর দিয়া বেলেঘাটার নিকট বড় খালে মিলিত হইয়াছিল, সে খালে পূর্বে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিত। শ্রীমন্তের ডিঙ্গা এই খাল দিয়াই বড় খাল হইয়া আদিগঙ্গার উপর দিয়া কালীঘাটে পঁহুছিয়াছিল আর এ খালের দৈর্ঘ্য চাঁদপাল ঘাট হইতে বেলেঘাটা পর্যন্ত ছিল। কিন্তু রেলের সার্কিউলার বেলেঘাটার দিকে যে জলধারা আছে, তাহাকে সামান্য খাল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তাহার দৈর্ঘ্য অনেক দূর।

তৎপরে শ্রীমন্ত কালীঘাটের দক্ষিণে নানা গ্রাম অতিক্রম করিয়া গেল—

ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
ত্রিপুরা পূজিয়া সাধু চলিল সত্বর।
আমনির দিয়া উত্তরিল সমাধান।
সন্তোষমাধব পূজা করিল সত্বর।
তাহার দেহারে সাধু পার হাতাগর।"

এই 'হাতাগর' ই এখনকার হাতিবাগান। কবিকঙ্কণের বর্ণনা যে সমূলক, তাহা এখন হাতিবাগানের নিকট আদিগঙ্গার গর্ভ দৃষ্টি করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

* বরাহমিহিরের পুস্তক আর কোন পুরাণ উপপুরাণ অথবা প্রাচীন পুস্তকে সমতটের উল্লেখ নাই। [সমতট দেখ।]

যাহাতে বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বে এখানে সমুদ্র ছিল অথবা সেই ভূভাগ সমুদ্রের যোগ আসিত। কিন্তু বহুবৎসরের [illegible] পূর্ণ হওয়াতে সেখানে সমুদ্রস্রোত আর না আসায়, সেই সমুদ্রতীর স্থান [illegible] প্রচলিত হয়। ক্রমে এখানে লোকজন বসতি করিয়া [illegible] একটি জনপদে [illegible] হয় ([illegible] ১৪। ৬ এবং [illegible] এবং [illegible] দেখ)। [illegible] সময়ের [illegible] [illegible] ছিল। এই [illegible] [illegible] আর [illegible] বলিয়া [illegible] আবার [illegible] হয়। [illegible] হইল, কলিকাতা বর্ত্তমান [illegible] পরিণত হইয়াছে তাহা ঠিক জানা যায় নাই। তৎপরে সর্ব্ব প্রথম কোন সময়ে এই স্থান মানবজাতির বাসযোগ্য হয়, তাহাও বলিবার উপায় নাই। সুন্দরবনের জঙ্গল এখানেও পূর্ব্বে [illegible] আবাস ছিল। তৎপরে অসভ্য বন্য [illegible] এখানে বাস করিতে থাকে। [illegible] কৈবর্ত্ত, নিষাদ, শবর [illegible]। তাহাদের বসবাসে ক্রমে এই জনপদ [illegible] হয়। তৎপরে অসভ্য জাতি আসিয়া এখানে বাস করে। তাহারা নিকটস্থ নদী হইতে [illegible] জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহাও [illegible] ঠিক করিয়া বলা যায় না।

কলিকাতার প্রাচীনত্ব।—কলিকাতা কতদিন হইল [illegible] তাহা ঠিক বলিবার কোন উপায় নাই। [illegible] এই স্থান খুব প্রাচীন। পণ্ডিত [illegible] বলেন যে—"বহুপ্রাচীন কাল [illegible] কালীক্ষেত্র নামে পরিচিত। পুরাকালে হিন্দুগণ এই [illegible]। [illegible] বেহুলা (আধুনিক বেহালা) [illegible] বিস্তৃত ছিল। এই [illegible] মধ্যে কোন স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া [illegible] এই স্থানে একটি দেবী-[illegible] আছে। [illegible] সেই দেবীর নাম [illegible]। কালীক্ষেত্র [illegible] আর কিছু নহে।" (১)

[illegible] — [illegible] সময় কলিকাতার [illegible] সুন্দরবনের [illegible] হইয়াছিল।" (২)

১) Int [illegible] Antiquity [illegible] ২) [illegible] দেখ।

উপরোক্ত বিবরণগুলি যে কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আমরা কোন প্রাচীন [illegible] উহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ খুঁজিয়া পাইলাম না।

বঙ্গদেশ মুসলমান অধীন হইলে [illegible] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [illegible] বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন [illegible] শাসিত হইত। সপ্তগ্রাম ঐ সকল [illegible] একটি। কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামসমূহ সম্ভবতঃ এই প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের প্রধান সচিব [illegible] আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে কলিকাতা নামের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে আর অন্য কোন ইতিহাসে অথবা প্রামাণিক পুস্তকে কলিকাতার নামোল্লেখ [illegible] হয় না। এই আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে [illegible] টোডরমল্ল প্রণীত তালিকায় বঙ্গদেশের যে কয়েকটি বিভাগ বা সরকারের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে কলিকাতা সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) সরকারের ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, মহল কলিকাতা (কলকাতা), বাকুয়া বা বড়ুয়া এই মহলত্রয় হইতে একত্র বাৎসরিক ২৩,৪০৫ টাকা রাজস্বরূপে সম্রাটের কোষে সংগৃহীত হইত।

আইন-ই-আকবরী রচিত হইবার পরে এবং বঙ্গদেশের সহিত মুসলমানদিগের সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে আর কোন মুসলমান ঐতিহাসিক লেখকদিগের [illegible] ঐতিহাসিক পুস্তকে "কলকাতা" নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী রচিত চণ্ডীতে আমরা কলিকাতার উল্লেখ দেখিতে পাই। কথিত আছে যে ১৪৮৬ শকে বা ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ সম্রাট আকবর শাহের সিংহাসনারোহণ হইবার বার বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়। এই পুস্তক মধ্যে বণিক ধনপতি এবং উহার পুত্র শ্রীমন্ত সওদাগরের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ মধ্যে কলিকাতার (?) নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব অনেকে অনেক পূর্ব্বে কলিকাতা বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এই সময় কলিকাতা নাম সম্বন্ধে কিছু গোল আছে। আইন-ই-আকবরীতে কলকাতা মহলে [illegible] কোন গ্রাম ছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। এই সময়কার সংস্কৃত লেখকেরা কলিকাতা মহলকে কিলকিলা নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। [illegible] দৈবজ্ঞ [illegible] [illegible] নামক পুস্তকে [illegible] বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। [কবিরাম শব্দে তাঁহার জীবনী ও সময় দেখ।] তাঁহার [illegible]

কিলাকিলার মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম ছিল, নিম্নে তদ্বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম* —

পশ্চিমে সরস্বতী ও পূর্ব্বে যমুনা নদী, ইহার মধ্যে ২১ যোজন পরিমিত কিলাকিলা ভূম। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। বালেশ্বরী নদীর পশ্চিমে গঙ্গার নিকটে শাকম্ভরীদেবী বিরাজ করিতেছেন। এখানে উপবাস করিলে কুষ্ঠাদি দারুণ রোগ [illegible] নদীর কূলে) আরোগ্য হয়। বালেন্দ্র ও বঙ্গালয় (বড়দহ) গ্রামের মধ্যে দীর্ঘগঙ্গার (বুড়িগঙ্গা) নিকট কুলপাল নামক রাজা বাস করিতেন। সেই দেশ মধ্যে গঙ্গানদীর তটে অনুপদেশ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বার্ত্তাভূমি (?) আছে। এখানে কদলী পুষ্পিণী, গুবাকি প্রভৃতি গাছ জন্মে। পীঠমালা তন্ত্রের মতে, এখানে ভাগীরথীর তীরে সতীদেবীর শরীর হইতে বামহস্তের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল। কালীদেবীর প্রসাদে কিলাকিলাবাসীরা ধনধান্যবান্ হইবে। সকল গ্রাম

* পশ্চিমে সরস্বতীনাম্না পূর্ব্বে কালিন্দিকা নদী।
একবিংশতিযোজনৈশ্চ মিতা কিলকিলাভিধা ॥ ৬৬২
কিলকিলভূমিমধ্যে যৌ দেশৌ মুখ্যতমৌ স্মৃতৌ।
বালেশ্বরীসরিত্তীরে পশ্চিমপার্শ্বে বিরাজতে ॥ ৬৬৩
তত্র শাকম্ভরী দেবী গঙ্গায়া নিকটে স্থিতা।
কুষ্ঠাদিব্যাধিনাশায় বিরাজন্তে মহানদে ॥ ৬৬৪
বালেন্দ্রবঙ্গালয়গ্রামমধ্যে বড়দহে তথা।
দীর্ঘগঙ্গা নদীতীরে ব্রাহ্মণো কুলপালক ॥ ৬৬৫
সেই বসতি কুলপালাখ্যো ভূমিপতিঃ ॥
অনূপানাং দেশানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা ভুবঃ ॥ ৬৬৬
অনেককদলীপুষ্পা গুবাক নারিকেলবৃক্ষকা।
যথা মধুতরুণাং বাহুল্যং তত্র বর্ত্ততে ॥ ৬৬৭
পীঠমালাতন্ত্রমতে সতীদেহাঃ পতিতঃ।
বামহস্তাঙ্গুলিপাতো জাতো ভাগীরথীতটে ॥ ৬৬৮
কালীদেব্যাঃ প্রসাদেন কিলকিলাদেশবাসিনঃ।
ভবিষ্যন্তি পুষ্টিযুক্তা ধনধান্যসমন্বিতাঃ ॥ ৬৬৯
বহুদেশাশ্চ সন্তি যত্র সর্ব্বদেশেষু সর্ব্বদা।
আদ্যশ্চ সর্ব্বদেশানাং যাত্রা হি সর্ব্বদা ভুবি ॥ ৬৭০
পশ্চাদ্ধ্বা ভূমিং লোকা হি কামাদ্ যত্র পতন্তি হি।
ভাগীরথ্যাশ্চোত্তরপার্শ্বে যবেতর ব্রহ্মাণক ॥ ৬৭১
কিলকিলায়ামসকৃৎ সমর্থা বর্ত্ততে।
যথা তথা লক্ষ্যতে কাশী হি সাধুভিঃ ॥ ৬৭২
মধুরবচনাখ্যে পূর্ব্বপ্রান্তে চ মধ্যে।
তারপূর্ব্বোহপি বসতি দেবালয়া বোধনাৎ চ ॥ ৬৭৩
পূর্ব্বনির্মাণো রাজতে মধ্যবামনমাশ্রয়ম্।
যেন কল্পিতবান্ রাজা ব্যাধিযুক্তান্ ॥ ৬৭৪
তত্রাপি কিলকিলা চ সা দীক্ষতে দেবভাগিনিভিঃ।
কিলকিলাসম্পত্তিঃ সতী নিত্যদেবৈব যত্র চ ॥ ৬৭৫
ততশ্চাপূর্ব্বামঃ তত্র কিলকিলা বিখ্যাতা ভূমিঃ।
সতীদেব্যা অধোভাগে তীর্থযুক্তকলাপূর্ব্বক ॥ ৬৭৬
তত্র তীর্থ সন্ততাৎ গঙ্গা ধন্যা স্থানে বর্ত্তি
কুলপালস্য যে পুত্রা হরিপালো হরিপালকো ॥ ৬৭৮
যাত্রা বিষ্ণুপাদিতে যত্র রক্ষণে তু ভূভৃত।
হরিপালো মহারাজো বহুধা সবিক্রমঃ ॥ ৬৭৯
হরিপালো হি তত্রৈব কুলপালস্য গোচিত্।
রাজা যদুর বিশেষু নানাশিল্পশালকেষু চ ॥ ৬৮০
হরিপালো যাজ্ঞেশে চ রাজা ভাস্ক্যা চ পশ্চিমে।
ত্রিবেণী বিষয়ে চ চক্রদ্বীপস্য পশ্চিমে।
চন্দ্রদ্বীপস্থ রাজা চ ধর্ম্মাত্মা কুলবান্ নৃপঃ ॥ ৬৮১
হরিপালস্য বংশ পুত্র ধর্ম্মাধিকৃতস্য জাতিনা।
কৃতবান্ বৈ বিভাগশ্চ কেশবাখ্যো মহাবল ॥ ৬৮২
পশ্চিমে যোজনাস্তেষু সমগ্র মধ্য মধ্যত।
মুখ্যা ভূপ যেষাং তিষ্ঠা পদাশ্চ হ ॥ ৬৮৩
কুলপাল হরপাল বর্দ্ধিত রাজ্যং ধ্রুবং।
গুণাভিরাম শ চ চন্দ্র বশিত ভূপঃ ॥ ৬৮৪
বিভা ও বা ৎ বা প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বাশ্চ বিক্রমা চ।
জগতো বহারাজ বস্তু ন বশ্চ বর্ত্ত ত ॥ ৬৮৫
প্রতাপাদিত্যভূপস্য বংশাঃপ্রতিষ্ঠিতঃ চ।
গঙ্গাবালয়তো বাঙ্গ চি এ বর্ত্ত ও নৃপ ॥ ৬৮৬
কেশবশ্চাপি মহারাজে চান্দ্রাজ বিবেচক।
কাশ্যপাৎ বহুনাং নীত্বা যাজক চক্রে হ ॥ ৬৮৭
তত্র বংশেষু কোশলা প্রাচীনবিখ্যাত নৃপ।
কেশবঃ ভাস্করো নৈয়ায়িকবীরাণাং পালনম্ ॥ ৬৮৮
শিবপুর সমাযুক্ত বাসু বা ব বিভাগ।
শ্রীরামাদিপুর বিষ্ণু ও হুগলী সমিবেত ॥ ৬৮৯
কলিকাতা প্রভৃতয়ো গ্রামা যান্তি বর্ত্তিত।
এতানি ভক্তিমী দিবা বহতে বালুকায়াং ॥ ৬৯০
বালেশ্বরাবধি চ গঙ্গাং কিলকিলা সাগরম্।
যদাদিত্যপ্রান্তো যত্র রাজা চ বীরঃ ॥ ৬৯১
গঙ্গাযমুনয়ো যো সাটজিগ্রামবাসিনাম্।
কালিকানাং পালক বর্ত্ততে অদ্য নৃপ ॥ ৬৯২
গোবিন্দপুর সমীপে তথা হি ভট্টপল্লিকম্।
কালীদেব্যা সমীপে চ সুতানুটিবাপিকা নৃপ ॥ ৬৯৩
সালকিয়া মহাগ্রাম যত্র ত পথ সমম্।
গ্রামাণাং বিদ্যতে কিলকিলাখ্য বর্ত্ততে ॥ ৬৯৪
বিষয়া ভূভাগে পত্তন প্রভবেহপি চ।
বিশেষং চ পূর্ব্বোক্তং কিলকিলাবিষয় চ ॥ ৬৯৫
তথা শিব গঙ্গাদেশে সম্মীপমপারে।
তত্র বিষ্ণুপদে সাধু কলেবরী সতীস্থলঃ ॥ ৬৯৬
তত্র কিলকিলাদেশে বহুগ্রামসমাযুক্ত।
তাম্রলিপ্তকিকরেন্দ্রে বিখ্যাতমেব তদ্বিদুষি ॥ ৬৯৭
দিগ্বিজয়প্রকাশে কিলকিলাবিবরণ।

লগ্ন এ এখানে জন্মে বলিয়া, অনেকে ইঁহাকে খড়দহ বলিয়া থাকেন। এখানে সকল বর্ণের লোক মিশ্রিত বাস করে। কেলিকিলা অথবা খল, সাধুগণ ইহার নানাপ্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। এখানকার দেশবাসীদিগের মতে, সমুদ্র মন্থনকালে কূর্মপৃষ্ঠোপরি মন্দর পর্বতের ও অনন্তের ঘর্ষণ [illegible] হইয়া দেবগণের সেবনের জন্য যেখানে [illegible] করেন সেই স্থানের [illegible] নির্দিষ্ট হইয়াছে [illegible] কেলিকলা হয়। [illegible] মহাজনবর্গ [illegible] [illegible] কালীঘাটের [illegible] পরিচিত হইয়া থাকেন। [illegible] পূর্ব [illegible] ও [illegible]। [illegible] [illegible] নাম কলুটোলা একটি মহাগ্রাম [illegible] এখানে থাকেন, [illegible] রাজা [illegible]। [illegible] নিকট [illegible] [illegible] থাকেন। [illegible] [illegible] [illegible] কোম্পানির [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন। [illegible] [illegible] উভয় পার্শ্বে [illegible] [illegible] [illegible] নামক স্থানে [illegible] [illegible] আলোক [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঐ [illegible] [illegible] [illegible] নামে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] রাজার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] আছে। [illegible] প্রায় [illegible] [illegible] প্রথম [illegible] কলিকাতার [illegible] [illegible] নির্মিত হইয়াছে। ঐ সময়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (চৈতন্যদেব) এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিত্যানন্দ জন্ম গ্রহণ করিবেন

যাহা হউক, আকবরের সময়ের পরে যে সময়ে ইংরাজগণ, কলিকাতায় পদার্পণ করেন সে সময়ে কলিকাতার অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কলিকাতা তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গালার সুবাদার নবাব আলীবর্দী খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। উক্ত রাজার নিকট নবাবের [illegible] সদর [illegible] মধ্যে দশ লক্ষ টাকা নবাবের পাওনা ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ঐ টাকা রেহাই পাইবার জন্য নবাবের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। একদা নবাব জলপথে নৌকারোহণে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন। ভাগীরথী তীরস্থ অনেক গ্রাম অতিক্রম করিয়া অবশেষে নবাবের তরণী কলিকাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সময়ে এখানে একখানি অতি সামান্য পল্লী ছিল। পূর্ব [illegible] [illegible] জলাভূমি বাদা ও বনে আচ্ছন্ন ছিল, কেবল ইহার উত্তরাংশে [illegible] ধারে কতকগুলি লোকের বসতি [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] ও কলিকাতার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নবাবের নিকট [illegible] [illegible] [illegible] চতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার কথা [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া নিবার অভিপ্রায় [illegible] [illegible] [illegible] নিকট [illegible] প্রকাশ করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া [illegible] অবস্থা নিজ চক্ষে দেখিবার জন্য বহির্গত হইলেন। [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] যাইতে [illegible] [illegible] [illegible] কেবল জঙ্গল ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে [illegible] না। [illegible] [illegible] কৃষ্ণচন্দ্র নিঃশব্দ নবাবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] বর্ণন করিতে লাগিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাতর বচনে নিবেদন [illegible] [illegible] দয়া করিয়া বিশেষ [illegible] [illegible] আপনি [illegible] আর কিছু দূর চলুন তাহা হইলে সেবকের জমীদারীর যে কিরূপ অবস্থা তাহা [illegible] আর কিছু বাকী থাকিবে না।' নবাব উত্তর করিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র! আর অধিক দূর যাইবার আবশ্যক নাই, যথেষ্ট হইয়াছে, অদ্য হইতে তোমাকে তোমার নিরূপিত করের দায় হইতে মুক্ত করা গেল।' (৩) ইহা হইতেই তৎকালে কলিকাতার কিরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

(৩) [illegible] ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত ১০০ হইতে ১০৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখ।

কলিকাতায় ইংরাজাগমন, তৎকালীন যুদ্ধাদি ও আনুষঙ্গিক ইতিহাস।—বাঙ্গালা প্রদেশে ইংরাজদিগের প্রথম কুঠি স্থাপিত হয় বালেশ্বরের নিকট পিপ্‌লিতে তৎপরে কিছুদিন নানা গোলযোগে পড়িয়া ইংরাজেরা বাঙ্গালায় আপনাদের বাণিজ্য বিস্তৃত করিতে পারেন নাই। সুরাটের ইংরাজকুঠির অধীনস্থ 'হোপওয়েল' নামক জাহাজের শস্ত্রচিকিৎসক মিঃ গেব্রিয়েল বাউটন সম্রাট্ সাহজাহানের একটী কন্যার দুরারোগ্য অগ্নিদগ্ধক্ষত আরোগ্য করায় তিনি ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে পুরস্কার স্বরূপ একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সনন্দে ইংরাজদিগকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে এবং বঙ্গদেশে তাঁহাদিগের ইচ্ছামত সকলস্থলে বাণিজ্যকুঠি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। এই সনন্দের বলে ইংরাজেরা নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে হুগলিতে কুঠি করিয়া হুগলী, পাটনা, বালেশ্বর, কাশিম বাজার ঢাকা প্রভৃতি স্থানে বিপুল উৎসাহে বহু বিস্তৃত বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। এ সময়ে কিন্তু বাঙ্গালায় ইংরাজের প্রতি কুঠীতে একজন এনসাইন ও ত্রিশজন রক্ষী সৈন্য ব্যতীত আর কোনরূপ সামরিক বল ছিল না। এইরূপ অল্পদিনের মধ্যে ইংরাজ বণিকেরা বাঙ্গালায় বাণিজ্য সম্বন্ধে বেশ প্রবল হইয়া উঠিলেন। বাঙ্গালার নবাব ইহাতে কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া বলে ছলে ইংরাজ বণিকগণকে শাসনে রাখিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে ইংরাজেরা নবাবের অত্যাচারে একান্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। নবাব সম্রাটের সনন্দ উপেক্ষা করিয়া নানা ছলে ইংরাজদিগের নিকট শুল্ক আদায় করিতে লাগিলেন। ইংরাজ বণিকদিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া পড়িল। তাঁহারা কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগকে জানাইলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা ইংলণ্ডেশ্বরের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের বাণিজ্যতরী গুলি দুইটী বহরে (Fleet) ভাগ করিয়া একটী সুরাটে ও অপরটী গঙ্গার মোহানায় প্রেরণ করিলেন। যেটী গঙ্গার মোহানায় আসিল, তাহাতে ৬০০ শত য়ুরোপীয় শিক্ষিত সৈন্য ছিল।

কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা কোম্পানীর গোমস্তা জব চার্ণককে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, বাঙ্গালায় যত ইংরাজ আছে, সকলে একত্র হইয়া এরূপ ভাবে প্রস্তুত থাকিবে যে, [illegible] জাহাজের বহর পঁহুছিলেই তাহারা সকলেই যেন তাহাতে উঠিতে পারে। জাহাজের বহরের অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ ছিল যে, তিনি বালেশ্বরে ইংরাজগণকে উঠাইয়া লইয়া চট্টগ্রাম নগর আক্রমণ ও তথায় আত্মরক্ষোপযোগী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ইংরাজদিগকে স্থাপন করিবেন।

জাহাজের বহর আসিয়া পঁহুছিতে কিছু বিলম্ব হইল খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বহর আসিয়া নদীর মুখে পঁহুছিল। জব চার্ণক তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাইয়া বহরের অধ্যক্ষকে সত্বরে হুগলীর নিচে আসিতে লিখিলেন এবং [illegible] হুগলীর কুঠির অধীনে একটী পর্ত্তুগীজ পদাতিক দল [illegible] করিয়া লইলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁ এ সংবাদে ভীত হইয়া জব চার্ণকের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।

নবাব সন্ধির প্রস্তাব করিলেন বটে কিন্তু [illegible] এই আশঙ্কায় [illegible] সুবাদার চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সৈন্যদল [illegible] অধীনে থাকিবার জন্য হুগলীতে প্রেরিত হইল [illegible] যখন একটা মীমাংসা হইবার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল সেই সময়ে একদিন (১৬৮৬, ২৮এ অক্টোবর) হুগলীর বাজারে ইংরাজপক্ষীয় কয়েকজন [illegible] নবাবের কয়েক জন সৈনিকের বিবাদ হয়। এই সূত্রে [illegible] পক্ষে, সুতরাং একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধে [illegible] নবাবসৈন্য বিশৃঙ্খলভাবে [illegible] ইংরাজদের নিকট পরাস্ত হইল। বাজারে [illegible] ইংরাজেরা জয়ী হইয়া হুগলীনগর আক্রমণ করেন। জাহাজের বহরের অধ্যক্ষ অ্যাড্‌মিরাল নিকল্‌সন জাহাজ হইতে নগর উপরে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হুগলীর প্রায় ৫০০ শত গৃহ বিনষ্ট হইল। ইংরাজেরা নগর লুণ্ঠন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে জব চার্ণক তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া রাখিলেন। (এই নিবারণ করার জন্য তিনি শেষে ডিরেক্টরদিগের নিকট তিরস্কৃত হন কারণ তাঁহারা বলেন যে যদি ইংরাজসৈন্য নগর লুণ্ঠন করিতে পাইত তাহা হইলে নবাবসৈন্য ও দেশীয় লোকেরা ইংরাজের বল বুঝিতে পারিত।)*

ইংরাজসৈন্য জয়ী হইল, কিন্তু যুদ্ধ থামিল না। [illegible] ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। [illegible] যে [illegible] হইতে [illegible] না [illegible] যতদিন ইংরাজেরা পূর্ব্ব সনন্দানুসারে বাণিজ্য করিতে পাইবেন ও নবাব তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য ৬৬ লক্ষ টাকা দিবেন। সন্ধি করিয়া মুসলমানেরা ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। নবাব ঢাকা, মালদহ, পাটনা ও কাশিমবাজারের কুঠিগুলি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া সেই

* Vide (a) Stewart's History of Bengal (b) Broome's History of the Rise and Progress of the Bengal Army and (c) Cook's Monthly Mall and Indian Advertiser V I I or VIII

সকল স্থানের অধ্যক্ষ পদে কারাবদ্ধ করিয়া [illegible]। হুগলীর ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের [illegible] মাসে নবাব সৈন্যগণ [illegible] করিয়া হুগলীতে গোলা [illegible]।

[illegible] এই সৈন্যগণ [illegible] কাবনের [illegible] নিত্য উৎপীড়িত [illegible] এই স্থান হইতে প্রধান কুঠী উঠাইয়া [illegible] স্থান অনুসন্ধান হইতে [illegible]। [illegible] কোন [illegible] এই [illegible] হইল। [illegible] কারণ এই সময়ে [illegible] আপনা [illegible] বাণিজ্যাবসায় যেরূপ [illegible] করিয়া তুলিয়াছিল [illegible]

[illegible] কোন [illegible] কুঠী [illegible] [illegible] ছিল [illegible]

[illegible] আকিলান খুলিয়া দেয় —

প্রথমতঃ—হুগলীর [illegible] থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ—ভাগীরথীর [illegible] [illegible] যাওয়া কঠিন হইবে [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] বহুদূর হইয়াছে, [illegible]

[illegible] খুলিয়া [illegible] কথা [illegible] ছুটী ও চন্দননগরের [illegible] আর [illegible] নাই। চতুর্থ—[illegible] পঞ্চমতঃ— [illegible] বলিয়া [illegible] উপর [illegible] না। [illegible] একবারে [illegible] সপ্তমতঃ—[illegible] পারিবে না [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Le [illegible] Lu [illegible]

[illegible] ইংরাজ [illegible] পুর্ব্ব [illegible]

১ [illegible] [illegible] arks [illegible] [illegible] Europe [illegible] A[illegible] by J [illegible]

অবাধ চাপিয়া আসিতেছে। যে সময় সুতানটী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে ইহাদের বসবাস ছিল।

জব চার্ণক দলবল লইয়া সুতানটীতে পৌঁছিয়া বাটীর ভিতরদিকে একটি বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের তলে কুটীরাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। এই নিম্ববৃক্ষের তলা হইতেই বর্ত্তমান "নিমতলা" নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে। সেদিন (১৮৮০) নিমতলার আত্মারামের ঘাটের নিকট আবাসে যে প্রাচীন নিম্ববৃক্ষটী পুড়িয়া গিয়াছে সেটি চার্ণকের সময়ের বৃক্ষ নহে; কারণ সে সময়ে ঐ স্থানের ভূমির উৎপত্তি হয় নাই, উহা তখন গঙ্গাগর্ভে ছিল।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জব চার্ণক সংবাদ পাইলেন যে, নবাব সায়েস্তা খাঁর সেনাপতি আব্দুল সমদ খাঁ বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া হুগলীতে উপস্থিত হইয়াছেন, সেখান হইতে ইংরাজ উচ্ছেদ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই সংবাদ পাইয়াই চার্ণক বুঝিলেন যে আর এখন সুতানুটিতে থাকাও যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ বাঙ্গালার নবাবের সহিত যুদ্ধ করিবার মত তাঁহার সৈন্যবল নাই, আর এরূপ অরক্ষিত স্থানও সেরূপ বৃহৎ যুদ্ধের উপযোগী নহে। এই স্থির করিয়া তিনি আবার সদলে সুতানুটি ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরের মোহনার হিজলী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা গঙ্গার পশ্চিমকূলে সুতানুটির ৫ ক্রোশ দক্ষিণ "টানা" নামক স্থানের দুর্গ অধিকার করিলেন। পরে বজবজ থানায় অগ্রসর হইয়া পাইলেন তথায় নবাবের মুসলমান সৈন্যগণ অধিকৃত স্থানের লবণের এবং শস্যের গোলা লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। নদীপথে মুসলমানদিগের যে সকল নৌকা দেখিতে পাইলেন তাহাও হস্তগত করিয়া আপনাদের আহত বা পীড়িত সৈন্যদিগকে বালেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন এবং মোগলদিগের ৪০ খানি তরণী পোড়াইয়া দিলেন।

এই সময়ে হিজলী একটি দ্বীপের মত ছিল, পশ্চিমদিকে একটি ক্ষুদ্র খাঁড়ি ছিল, সুতরাং হিজলী আসিতে হইলে নৌকা ব্যতীত আর কোন উপায়ই ছিল না। সে সময়ে এখানে লোকের বাস ছিল না বলিলেই চলে। চারিদিক ঘন ঘন বন, আর তাহাতে বাঘের বাস ছিল। প্রকৃতপক্ষে নবাবের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্যই ইংরাজেরা এই স্থানটি মনোনীত করেন।

জব চার্ণক হিজলীতে সদলে অবতীর্ণ হইয়া বন কাটাইয়া চতুর্দ্দিকে কামানাদি স্থাপন করিলেন এবং গড়ের উপর সমস্ত কামানাদি বাঁধিয়া গোলা আটকাইয়া বসিয়া রহিলেন; কিন্তু বিধি বিপরীত হইল। হিজলীতে এক বিন্দুও পানোপযোগী পরিষ্কার জল পাওয়া যাইত না, তাহার উপর খাদ্যের অভাবে সমস্ত ইংরাজসৈন্য পীড়িত হইল এবং জলাভাবে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত; যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা পীড়ায় এরূপ কাতর হইয়া পড়িল যে, তাহাদের জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইল। ভাগ্যক্রমে নবাব সায়েস্তা খাঁ এই সময়ে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। চার্ণক তৎক্ষণাৎ সন্ধি করিলেন। সন্ধিতে ইংরাজেরা সকল স্থানের কুঠীগুলি ফিরিয়া পাইলেন, সমুদ্র হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমকূলে "উলুবেড়িয়াতে" ডক ও গোলা করিবার অনুমতি পাইলেন, ইহাদের বাণিজ্য নির্ব্বিবাদে চলিতে লাগিল, কেবল মুসলমানদিগের যে নৌকাগুলি ইঁহারা হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহাই ফিরাইয়া দিলেন।

বাঙ্গালার নবাবাপেক্ষা প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে। সেই সময়ে শেঠদিগের একঘর ও বসাকদিগের ৪ ঘর আদিপুরুষ সপ্তগ্রাম হইতে গোবিন্দপুরগ্রামে আসিয়া বাস করেন। অনেকে বলেন যে, ইউরোপীয় বণিকদিগের সহিত বাণিজ্য করিবার লোভেই তাঁহারা এখানে আসেন। কিন্তু তাহা যুক্তিসিদ্ধ অনুমান বলিয়া বোধ হয় না, কারণ তাহা হইলে তাঁহারা তৎকালের বাণিজ্যের কেন্দ্র হুগলী বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে না থাকিয়া এতদূরে আসিয়া বাস করেন কেন? আর বর্ত্তমান শেঠ-বংশধরেরা তাঁহাদের আদিপুরুষ মুকুন্দরাম শেঠ হইতে ১১শ পুরুষ এবং কালিদাস বসাকের বংশধরেরা ১০ম পুরুষ এবং অন্য তিনঘর বসাকের বংশধরেরা ১০ম পুরুষ অধস্তন। এই বংশাবলী আলোচনা করিলে জানা যায় যে সময়ে ইহাদের আদিপুরুষেরা (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে) এখানে আসেন তখন সপ্তগ্রামের তেমন হীনাবস্থা হয় নাই। তখনও সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। তবে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে তাঁহারা কোন বিশিষ্ট কারণে উৎপীড়িত বা বিরক্ত হইয়া রাজধানীর নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্যই বোধ হয়, তাহারা এই বনমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কারণ তৎকালে কলিকাতা যে একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। অতএব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাণিজ্যের জন্য এখানে আসার কথা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

● সুতানুটির নাম ইউরোপীয়গণ কতদিন হইতে অবগত হইয়াছেন তাহা ঠিক করিবার কোন উপায় নাই, তবে ভ্যানডেন ব্রোক অঙ্কিত ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে সুতানুটি স্থলে "চিটানটী" (Chuttanutte) লিখিত আছে, আর কর্ণেল ইউল "হেজেস্ ডায়েরী" পুস্তকে কাগজপত্র পর্য্যবেক্ষণের সময়ে কয়েকখানি প্রাচীন চিঠিপত্র পান। তাহার মধ্যে একখানি সুতানুটি হইতে ১৬৮৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে লিখিত হয় এবং তাহার পূর্ব্বে লইতে জানা যায় যে, ইংরাজেরা ১৬৮৬ সালের পূর্ব্বে এই স্থানটী জানিতেন, তাছাড়া, ইউল সাহেব বলেন যে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দের "ইংলিস পাইলট ও প্রাচীন সমুদ্র বন্দর মানচিত্রে" সুতানুটির উল্লেখ আছে।

নবাবের হঠাৎ এরূপ সন্ধি করিবার কারণ ছিল। অ্যাড্‌মিরাল নিকল্‌সন যিনি হুগলীতে খবর লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি ইংলণ্ড হইতে চট্টগ্রাম ও সমস্ত মুসলমান নৌকা অধিকার করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। নবাব এই সংবাদ শুনিয়া এত শীঘ্র সন্ধি করিয়া ফেলিলেন।

তৎপরে জব চার্ণক উলুবেড়িয়ায় তক্ত নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পীড়িত সৈন্য ও ইংরাজগণকে সুতানুটিতে পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা আসিয়া কুটীরে বাস করিতে লাগিল। এমন সময়ে মালাবারে ইংরাজ ও মোগলসেনার যুদ্ধ বাধে, সুতরাং শায়েস্তা খাঁর মনে আবার ইংরাজদিগের কথা জাগিল। তিনি সুতানুটি ত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগকে হুগলীতে আসিতে আদেশ পাঠাইলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত গোলমালে তাঁহার রাজ্যের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া [illegible] টাকা চাহিলেন এবং নিজ সৈন্যদিগকে ইংরাজের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের আদেশ দিলেন। চার্ণকের তখন এরূপ অবস্থা যে তিনি টাকা দিতে বা যুদ্ধ করিতে পারেন না এবং বুঝিলেন যে হুগলীতে ফিরিয়া যাওয়া কোনক্রমে সঙ্গত নহে। কাজেই তাঁহার আদেশ মত দুইজন ইংরাজ কুঠীয়াল নবাবকে কথায় ভুলাইয়া এই অত্যাচার নিবারণের জন্য ঢাকায় উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে ইংলণ্ড হইতে কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা নিকল্‌সনের অকৃতকার্য্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া কাপ্তেন হিথকে ৬০টি কামান ও ১৬০ জন ইংরাজসৈন্য সহ বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। হিথের উপর আদেশ রহিল যে, তিনি যদি উপযুক্ত নিয়মে যুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালায় ইংরাজবাণিজ্য বজায় রাখিবেন, নতুবা সমস্ত ইংরাজসৈন্য ও কুঠীয়ালগণকে মান্দ্রাজে পঁহুছাইয়া দিয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ করিবেন।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে হিথ আসিয়া সুতানুটী পঁহুছিলেন। এ সময়ে চার্ণক পূর্ব্বোক্ত দুইজন কুঠীয়ালকে নবাবের নিকট ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, যদি নবাব কতকটা কথা গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট সুতানুটিবাসের ও তথায় জমি খরিদ করিয়া আবাসাদি নির্ম্মাণের অনুমতি আনিতে হইবে। এই অবস্থায় হিথ সুতানুটিতে উপস্থিত হইয়া নবাবের ব্যবহারের কথা শুনিলেন এবং নিজে উদ্ধত স্বভাবের লোক বলিয়া তৎক্ষণাৎ চার্ণকের অনভিমতেও যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং কোম্পানীর সমস্ত কুঠীয়াল ও লোকজনকে সঙ্গে লইয়া বালেশ্বরাভিমুখে গমন করিলেন। বালেশ্বরের শাসনকর্ত্তা নবাবের হইয়া সন্ধি করিতে চাহিলেন, কিন্তু হিথ শুনিলেন না। তখন সেই শাসনকর্ত্তা বালেশ্বরের ইংরাজকুঠীর দুইজন কুঠীয়ালকে জামিন স্বরূপে বন্দী করিলেন। এই সময়ে ঢাকায় নবাবের নিকট পূর্ব্বপ্রেরিত দুই জন ও অন্য দুই কুঠীতে দুইজন ইংরাজ কুঠীয়াল এবং বালেশ্বরের এই বন্দীদ্বয় ব্যতীত আর সকলেই হিথের জাহাজে ছিলেন। হিথ উক্ত ৬ জনের প্রাণের আশঙ্কা সত্ত্বেও সৈন্যসামন্ত লইয়া বালেশ্বর আক্রমণ করিলেন। যে দিন বালেশ্বর আক্রমণ করা হইল, সেই দিনই ঢাকার দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, নবাবসৈন্য ইংরাজের অধীনে আরাকান অধিকার করিবে। হিথ চট্টগ্রাম দখলের সম্ভাবনা দেখিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ডিসেম্বর তিনি বালেশ্বর ত্যাগ করিয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চট্টগ্রাম সুরক্ষিত দেখিয়া আরাকানরাজকে হস্তগত করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে উত্তর দিতে বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং চট্টগ্রাম আক্রমণ করিবেন কি না ভাবিয়া পূর্ব্বোক্ত ৬ জনকে বাঙ্গালায় ফেলিয়া অন্য সকলকে মান্দ্রাজে রাখিয়া আসিবার জন্য ১৩ ফেব্রুয়ারী যাত্রা করিলেন।

এ দিকে আরঙ্গজেব এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া দেশ হইতে ইংরাজ তাড়াইয়া দিতে আদেশ দিলেন। নানা অত্যাচার ঘটিল। এদিকে শায়েস্তা খাঁ বৃদ্ধবয়সে আগরায় গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। আজীমর্দ্দন খাঁর পুত্র ইব্রাহিম খাঁ নবাব হইলেন। ইব্রাহিম বড় দয়ালু। তিনি নবাব হইয়াই বন্দী ইংরাজ ৬ জনকে ছাড়িয়া দিলেন ও সম্রাটের আদেশ আনাইয়া ইংরাজগণকে বঙ্গদেশে আসিবার জন্য চার্ণককে পত্র লিখিলেন।

ইংরাজগণ ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪এ আগষ্ট তারিখে সুতানুটিতে আসিয়া স্থায়ীরূপে বসবাস করিতে থাকেন। সাম্রাজ্যের কোষে বাৎসরিক ৩০০০ মুদ্রা নজরানা দিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় বাঙ্গালার নানাস্থানে কুঠী স্থাপন ও ব্যবসা বাণিজ্য করিবার জন্য, ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে (সাল হিজিরা ১১০২) জব চার্ণক নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট হইতে সম্রাট্‌প্রদত্ত 'হসবুল হুকুম' প্রাপ্ত হন। ইংরাজগণ সুতানুটিতে উপনিবেশ স্থাপন করিবার অনুমতি পাইলেন বটে, কিন্তু উক্ত স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার আজ্ঞা পাইলেন না। (১) এই ঘটনার পর ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ১০ দিবসে চার্ণকের মৃত্যু হয়। কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, চার্ণকের জীবনকালপর্য্যন্ত বাঙ্গালা মান্দ্রাজ হইতে পৃথক্ থাকিয়া ব্যবসায়

(১) Broome's History of the Rise and Progress of the Bengal Army, vol I P 24

আদায় করিব, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর পুনরায় কোর্ট [illegible] (মালিকের) অধীনস্থ হইবে। (২)

চার্ণকের মৃত্যুর পর [illegible] পুনরায় [illegible] অধীন হইল এবং [illegible] চার্ণকের পদে নিযুক্ত [illegible] কিন্তু [illegible] সন্তুষ্ট করিতে না পারায় [illegible] তৃতীয় [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

[illegible]

এই তিনটি গ্রাম ক্রয় করিবার বিশেষ কারণ ঘটিল। এ সময়ে ইংরাজগণ [illegible] কোম্পানীদের [illegible] অভিপ্রায়ে আয়োজন করিয়াছিলেন, [illegible] তাঁহার উপর এরূপ [illegible] তাঁহারা [illegible] চেষ্টা [illegible]

[illegible]

হইবে। (১) কিন্তু বোল্ট সাহেব বলেন যে, ঐ সমস্ত স্থান দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় মাইল হইবে। (২) এই ভূমির বদল যে বাৎসরিক ১১৯৫ মুদ্রা বাঙ্গালার নবাবকে প্রদান করিতে হইবে, তাহা আজিম উস্‌সান্‌ নিজের প্রাপ্য বলিয়া রাখিলেন। (৩) যাহা হউক, এই ক্রয় সম্বন্ধীয় সনদ প্রভৃতি সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া সুতানুটির প্রধান বণিক্‌ প্রতিনিধি এই সংবাদ লণ্ডন নগরে কোর্ট অব্‌ ডাইরেক্টর জানাইলেন। তাঁহারা প্রত্যুত্তরে কলিকাতাকে প্রেসিডেন্সী পদে উন্নত করিয়া, এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া পাঠাইলেন যে প্রেসিডেন্ট মাসে ২০০৲ টাকা মাহিনা এবং ১০০ টাকা ভাতা পাইবেন। তাঁহার অধীনে একটী সভা থাকিবে ঐ সভায় চারিজন সভ্য হইবে। পর্য্যায়ক্রমে ইঁহারা প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করিবেন। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রথম হইবেন হিসাবী (Accountant) দ্বিতীয় বাণিজ্য দ্রব্যাদির গুদাম রক্ষক (Warehouse keeper), তৃতীয় সামুদ্রিক কোষাধ্যক্ষ (Marine purser) এবং চতুর্থ রাজস্ব গ্রাহক (Receiver of Revenues)

আয়ার সাহেব বিলাত যাত্রা করিলে বিয়ার্ড সাহেব তৃতীয় প্রধান বণিকপদে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন বাঙ্গালা একটি বিভিন্ন প্রেসিডেন্সী বলিয়া পরিগণিত হইল, তখন আর্য্যার সাহেবই প্রথম প্রেসিডেন্টপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সার চার্লস আয়ার বিলাত চলিয়া গেলে বেয়ার্ড নিযুক্ত হইয়া আসিলেন বিয়ার্ডসাহেবকে দ্বিতীয় সভ্যপদ গ্রহণ করিতে হয় তখন হাল্সি দ্বিতীয় বা বণিক্‌ দ্রব্যাদির গুদাম রক্ষক, ফ্রেঞ্চ সামুদ্রিক কোষাধ্যক্ষ এবং ওয়াক্‌ দণ্ডধর শঙ্কর বা রাজস্ব গ্রাহক নিযুক্ত হন (কিন্তু আয়ার সাহেব আসিয়া কর্ম্ম গ্রহণ না করাতে বিয়ার্ড সাহেব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন।) (৪)

হাউড্‌ বলেন যে সমস্ত চিঠি পত্রাদি লণ্ডনে কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স সভায় পাঠান হইত, ঐ সকল পত্রাদির উপরে "সুতানুটি" বলিয়া লিখিত আছে। (৫) কিন্তু এখন হইতে কলিকাতা "ফোর্ট উইলিয়ম কলিকাতা" এবং কখন কখন "প্রেসিডেন্সী অব কোর্ট উইলিয়ম" এরূপ অভিহিত হইতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত নামে অভিহিত হওয়ার পূর্ব্বে ঠিক কোন্‌ সময় হইতে যে সুতানুটি কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর এই তিনটি সম্মিলিত গ্রাম কেবল "কলিকাতা" নামে অভিহিত হইতে থাকে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কাহারও কাহারও মতে "কলিকাতা" এই যে নামটি ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময় হইতে ব্যবহৃত হয় কিন্তু ঐ মত ভ্রমাত্মক, যেহেতু ১৭০২ খৃষ্টাব্দে দুইটি বিলাতী ইংরাজ বণিক্‌ (স্বর্ণকার অর্থাৎ ইংলিস কোম্পানী ও ঔল্ড ইণ্ডিয়া কোম্পানী) সম্মিলিত হইবার যে দলিল লেখা হয় তাহাতে সুতানুটি বাজারই লিখিত হইয়াছে (কালকাতা নহে) যাহা হউক উল্লেখিত তিনটি গ্রাম এইরূপ সীমাবদ্ধ ছিলঃ— উত্তর দিকে (বর্ত্তমানে গোবিন্দপুর খাড়ি বা আদিগঙ্গা) হইতে আরম্ভ করিয়া এক্ষণকার নেলা পর্য্যন্ত স্থানকে গোবিন্দপুর বলিত। এই গ্রাম অনেকগুলি ছোটখাটো মধ্যবিত্ত এবং মধ্যে জঙ্গলে পূর্ণ ছিল।

উত্তরে চিৎপুরের খাল (মহারাষ্ট্রখাত), পশ্চিমে ভাগী রথী দক্ষিণে বর্ত্তমান টাঁকশাল, বড়বাজার এবং পূর্ব্বে কর্ণ ওয়ালিসের রাস্তার ও মারফিটনার রোডের খানিকটা পশ্চিমাংশ সুতানুটি নামে প্রসিদ্ধ ছিল*। গোবিন্দপুর ও সুতানুটির মধ্যবর্ত্তী গ্রাম কলিকাতা।

এই কলিকাতা পশ্চিমে ভাগীরথীর তীর হইতে পূর্ব্বে কোন্‌ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। বড়বাজার লালদিঘি দিঘী, পোষ্ট আফিস কাষ্টম হাউস প্রভৃতি স্থান কলিকাতার মধ্যে ছিল। ক্রমে এই তিনটি গ্রাম এবং আর কয়েকটি সামান্য সামান্য পল্লী মিলিত হইয়া এই "সৌধময়ী মহানগরী" (City of Palaces) হইয়াছে।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে জন বিয়ার্ড সাহেব 'সম্মিলিত পূর্ব্বভারত বণিক্‌ সমিতির' (United Company of Merchants Trading in the East India) কলিকাতা সভার সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সির এলাকার কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিবার জন্য উঁহার অধীনে আট জন সদস্য নিযুক্ত হয়েন এবং বিলাতী বণিক্‌ সমিতির সম্মিলনে উক্ত কোম্পানীদ্বয়ের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিবাদ মিটিল না।

উইলিয়ম নিকট হইতে সম্রাট্‌ আরঙ্গজেবের নিকট পত্র উইলিয়ম নিয়ামের যোগাযোগ নিষ্ফল হইলে, সম্রাট্‌

(১) Vide Report on the Census of the Town of Calcutta taken on the 9th April 1876 by Beverley C. S.

(২) Vide Bolts's Considerations on Indian Affairs 2 ed 1772 p 61

(৩) Vide Orme, Vol II p 17

(৪) History of the Rise and Progress of the Bengal Army by Arthur Broome. 1 81

(৫) Historical Notices concerning Calcutta in the days of Job Charnock (in Indian and Colonial Magazine)

* সুতানুটির প্রাচীন সীমা আমরা শ্রদ্ধেয় J. H. Blochmann, এবং মঃ ক্লিফ, সিরাজীত বাবুর অনুসারে সুতানুটি সীমা নির্দেশ করিলাম।

[illegible] সমস্ত ইংরাজদিগকে [illegible] করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible], কিন্তু [illegible] সাহেব কলিকাতাকে উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিয়া কোম্পানির [illegible] কোম্পানির [illegible] বাধাই [illegible]

১৭০০ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট [illegible] সাহেবের মৃত্যু হইল। [illegible] কোম্পানীর [illegible] করিবার জন্য [illegible] সাহেব [illegible] করেন। এই সময় [illegible] ১২০ জন [illegible] ফোর্টউইলিয়ম দুর্গ সুরক্ষিত করা হইল। কলিকাতার [illegible] এইরূপে [illegible] উত্তম [illegible] বাণিজ্য চালাইবার জন্য চতুর্দিক হইতে লোক আসিয়া [illegible] আরম্ভ করিল। এইরূপে এই নগরী কলিকাতার প্রথমাবস্থা সংগঠিত হয়।

[illegible] আওরঙ্গজেবের সমস্ত [illegible] [illegible] ৩০০০ মুদ্রা প্রদান করিলে [illegible] প্রকার শুল্ক [illegible] অব্যাহতি পাইলেন [illegible] [illegible] ব্যবসায়ীদিগের [illegible] ১২০ টাকা হিসাবে [illegible] কলিকাতায় [illegible] [illegible] [illegible] ১৭ [illegible] কোর্ট অব ডিরেক্টরস [illegible] অনুমতি প্রদান করিলেন। [illegible] দুই জন [illegible] [illegible] নিযুক্ত হইলেন। [illegible] ১৭ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপনীত হন। (১)

এই সময়ে সম্রাট্ ফেরোক্সেরের সহিত [illegible] রাজপুতনার [illegible] বিবাহ, কিন্তু সম্রাটের এরূপ পীড়া হইল যে [illegible] ঐ রোগের [illegible] করিতে পারিলেন না [illegible] ঐ বিবাহ স্থগিত রহিল। অবশেষে [illegible] রোগের [illegible]

রোগে সম্রাট্ [illegible] ডাক্তার হ্যামিল্টন সাহেবকে [illegible] [illegible] নিযুক্ত ছিলেন। [illegible] [illegible] মধ্যে সম্রাটের রোগ আরোগ্য করিলেন। এই ঘটনায় হ্যামিল্টন সাহেব সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেন। রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পর [illegible] [illegible] হ্যামিল্টন সাহেব [illegible] [illegible] তাহাতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ১৭১৮ [illegible]

[illegible]

[illegible] কোম্পানির [illegible] [illegible] এবং ইংরাজেরা কলিকাতার [illegible] গোবিন্দপুরের জন্য যে ১১৩৪।৵০ বাৎসরিক [illegible] ৮১২২। মুদ্রা [illegible] [illegible] [illegible] কোম্পানির [illegible] [illegible] আদেশ পাইলেন। (১)

সম্রাটের নিকট হইতে এইরূপ সনদ লইয়া আসার [illegible] মুর্শিদ কুলি খাঁ ইংরাজ বণিক্‌গণের উপর অত্যন্ত

(১) Stewart's History of Bengal p 395 6, Auber vol. I p 16

(১) Appendix C History of the Rise and Progress of the Bengal Army by Capt A Broome and East Indian Records Book No 303

[illegible] হইয়াছিলেন। সেই [illegible] ক্রয় [illegible] দিন [illegible] অবজ্ঞা করিয়া প্রকাশ্যে কোন প্রকার [illegible] করিতে সাহস করেন নাই [illegible] ঐ গ্রামগুলির জমিদারের [illegible] নাই। [illegible] অধিক মূল্য দিয়ে [illegible] হইল না কেন [illegible] জমিদার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারিবে না। [illegible] হইল [illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible] এবং [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible]।

[illegible] যে, [illegible] ঐ [illegible] উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার [illegible]। [illegible] ঐ গ্রাম [illegible] নাই [illegible] [illegible]

[illegible] কলিকাতা [illegible] [illegible]

[illegible] কোম্পানির [illegible] [illegible] [illegible] তাহারা [illegible] করিয়া [illegible] ঐ [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]

[illegible] অনুমতি [illegible] উপর [illegible] নিকট [illegible] খনন করিবার [illegible] হইল। [illegible] (Maratta Ditch) [illegible] ঐ [illegible] খনন করা হয়। (১)

[illegible] ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] কলিকাতার [illegible] ১৭৫৪ [illegible] কোম্পানির [illegible] মুদ্রা [illegible]।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে [illegible] কলিকাতা [illegible] [illegible] [illegible]

(১) [illegible] History of [illegible] Bengal Army Vol I p 140

(২) Bolts' Considerations on Indian Affairs 1772 App [illegible] note

(৩) Orme's History [illegible] [illegible] Progress of the Bengal Army Vol I p 140

(৪) Holwell's Indian Tracts 2nd ed 1764 p 140

(৫) Selections from the Unpublished Records of the Government [illegible] p 3

অনুকূল, দ্র ইব নক দেখ।] ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারীতে সিরাজউদ্দৌলার সহিত সন্ধি হয়। এই সন্ধি দ্বারা এই স্থির হয় যে যে সকল গ্রাম সম্রাট্ দ্বারা কোম্পানি পাইয়াছিলেন, সুবাদার তাহা আজও উঁহাদিগকে দখল দেন নাই; এক্ষণ ঐ সকল গ্রামে কোম্পানির অধিকার দেওয়া হইবে এবং কোম্পানির ঐ সকল গ্রাম বিক্রয় করিতে অধিকারিদিগকে কোনরূপ বাধা দেওয়া হইবে না।

পলাশীর যুদ্ধের পর যখন ক্লাইব মীরজাফরকে নূতন সুবাদারপদে প্রতিষ্ঠিত করেন তখন একটি সন্ধি দ্বারা ইংরাজ বণিক্-সমিতি কলিকাতার জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হন। (১) [পলাশী ও মীরজাফর দেখ।]

এই সন্ধি দ্বারা কলিকাতার মধ্যস্থিত ভূমি ছাড়া মীরজাফর কোম্পানিকে কলিকাতার সীমার বাহিরে একটি ১১০০ গজ পরিমিত ভূমি দিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত সমস্ত ভূমি কোম্পানির জমিদারী ভুক্ত করিয়া দেন, এবং আজ্ঞা দেন যে ঐ স্থানের সমস্ত জমিদারী কোম্পানির অধীনস্থ হইবে ও অন্যান্য জমিদারের ন্যায় কোম্পানির রাজস্ব প্রদান করিবেন। (২)

পর বৎসর ১৭৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ সনন্দ দ্বারা কোম্পানী তালুক বা জায়গীরস্বরূপ কলিকাতা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ ইংরাজ বণিক্-সমিতি উঁহাদের কুঠী রক্ষা করিবেন এবং নবাবসরকারের সাহায্যে রহিবেন বলিয়া নবাব মীরজাফর ৮৮ ও ৫৫ খানি রেকাই দিয়া উক্ত কোম্পানিকে কলিকাতা পাইকান ও পর ৫৫ আমীরাবাদ পরগনা-চতুষ্টয়ের মধ্যস্থ ২০টি গ্রাম ৩৬টি বাজার এবং অপর পরগনা কোম্পানী প্রদান করেন। গ্রাম কয়েকটি এই—১ গোবিন্দপুর, ২ সিমলাপুর, ৩ চাম্বলী ৪ ধলন্দ, ৫ বেলে বেলিয়া, ৬ খোলডাঙ্গা ৭ আমহাটি, ৮ শিয়ালদহ, ৯ বাহির সিমলা, ১০ কসবাপুর ১১ বাহির মির্জাপুর, ১২ হুগলাহাটি, ১৩ কোলপুর, ১৪ সিমলা ১৫ মালঙ্গ ১৬ আড়কুলী, ১৭ ডিহি কলিকাতা, ১৮ বাগবাজার ১৯ ডিহি, ২০ শ্রীরামপুর ২১ গণপুর, সকল পরগনার অন্তর্গত। বাজারদ্বয় ১ শুঁড়িহাটি বাজার ও ২ গোবিন্দপুর বাজার।

উপরোক্ত গ্রামগুলির মধ্যে কয়েকটি মহারাষ্ট্রখাতের এবং অবশিষ্টগুলি উক্ত খাতের সীমা হইতে ১২০০ গজের মধ্যে ছিল। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না যে উক্ত সময়ে লোকে সাধারণ কথাবার্তায় মহারাষ্ট্রখাতই কলিকাতার সীমা বলিয়া নির্দেশ করিত। যাহাই হউক, যে সময় কোম্পানী ২৪ পরগনা গ্রহণ করেন সেই সময়ে মহারাষ্ট্র খাতের বাহিরে যে সকল স্থান কলিকাতার সীমাভুক্ত ছিল, ঐ সকল স্থান এবং আরও কতক ভূমি লইয়া কলিকাতা ও ২৪ পরগনা হইতে বিভিন্ন করিয়া ডিহি পঞ্চান্ন গ্রাম নামে অভিহিত হয়। অধুনা ঐ সকল স্থান কলিকাতার সহরতলী বলিয়া পরিচিত, উক্ত স্থানগুলিই পূর্বে ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম নামে অভিহিত হইত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২১ আইনে পঞ্চান্নগ্রামের সীমার মধ্যে সমস্ত স্থানই সহরতলী বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে বটে কিন্তু ঐ সময় হইতে উহার অধিক সামান্য অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছিল। (১) ঠিক কোন সময় যে, কলিকাতা এবং পঞ্চান্ন গ্রামের মধ্যে সীমা নির্দ্ধারিত হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জজ উইল উক্ত সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১০ই দিবসে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর সভা হইতে একটি আইন (২) বিধিবদ্ধ করিয়া নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণা দ্বারা কলিকাতার সীমা নির্দ্ধারিত করেন। সংক্ষেপে তাহার মর্ম উদ্ধৃত হইল।—

উত্তরসীমা—ভাগীরথীর পশ্চিম তীর বাগবাজারের খালের মুখ হইতে পুরাতন পাউডার মিলখানার ছাদা মধ্যে মহারাষ্ট্র খালের পোলের (জানবাজার পোল) পাদদেশ পর্য্যন্ত।

পূর্বসীমা—মহারাষ্ট্র খালের দক্ষিণ ধারে ঐ পোলের পার্শ্ববর্তী রাস্তার পূর্বধার দিয়া বসাকদের উত্তরকোণ হইতে ঐ খালের দক্ষিণধার দিয়া পূর্বমুখে যাওয়া হইতে খালের উত্তর ধার দিয়া পশ্চিমমুখে উত্তরপূর্ব কোণ হইতে খালের পাশ ও বৈঠকখানা রাস্তার পূর্বধার দিয়া দক্ষিণদিকে মহারাষ্ট্র খাতের শেষ সীমা হইয়া ঐ স্থান হইতে ৮ নং বাজারের কোণ অথবা নারায়ণ চাটুয্যের বাগানের ঠিক বিপরীত দিকে যেখান হইতে বেলেঘাটার রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। তৎপরে শিয়ালদহ ক্ষেত্র লইয়া বৈঠকখানা রাস্তার পূর্বধার হইয়া এবং পাদ্রী সাহেবদিগের সমাধিস্থানকে পূর্বদিকে রাখিয়া যেখানে প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ বৈঠকখানা বৃক্ষ ছিল—অর্থাৎ বহুবাজার রোড ও বৈঠকখানা বাজারের বিপরীত দিকে রাস্তার দুই পার্শ্বে, বৈঠকখানা রাস্তার পূর্বধার দিয়া গোপীবাবুর বাজারের এবং তথা হইতে সরাসরি চলিয়া গিয়া যেখানে উক্ত রাস্তা পশ্চিম

(১) Census Report of Calcutta of 1876 by Mr Beverly.

(২) 159th section Cap 52 of the Act passed in the 33 year of his Majesty's reign.

(১) Bolts Indian Affairs p 81

(২) Rise Progress and State of the English Government in Bengal, by Harry Verelest, 1772. App. p. 164.

দিক দিয়া [illegible] উঠিয়া শ্রীরামপুর পূর্ব্বে [illegible] খালের [illegible] পূর্ব্ব সীমা শেষ হইয়াছে। অধুনাতন কলিকাতার সহরতলীর [illegible] চৌরঙ্গী এবং [illegible] এই সীমার অন্তর্ভুক্ত হয়।

দক্ষিণ সীমা—[illegible] ঝিঁঝির অন্তর্গত গোপালপুর [illegible] সীমা মধ্যে রাখিয়া পশ্চিম অভিমুখে,—যেখানে চৌরঙ্গীর বড় রাস্তার বিপরীত দিকে ময়দান [illegible] রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে [illegible] হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিস এবং সাধারণ হাসপাতালের মধ্য সাধারণ রাস্তার দক্ষিণদিকে [illegible] পুনরায় পশ্চিমমুখে সাধারণ হাসপাতাল [illegible] ভবানীপুরস্থিত হাসপাতালের সমাধিভূমি [illegible] আলীপুর [illegible]

[illegible]

[illegible] জমীর [illegible] পুনরায় নিকট (নদীর পশ্চিমতীরে) পূর্ব্বোক্ত [illegible] কর্ণেল রবার্টসনের বাগানের উত্তর কোণে দাঁড়াইয়া [illegible] সীমা শেষ হইয়াছে।

পূর্ব্ব কথিত বিধি (Act 56) অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ সীমা পরিবর্ত্তিত করিবার [illegible] ছিলেন কিন্তু সেই পর্য্যন্ত কলিকাতার সীমা আর বদলায় নাই। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ঠিক কোন্ সময়ে যে, কলিকাতা এবং শহরতলীর উভয়ের সীমা স্থিরীকৃত হয় তাহা ঠিক জানা যায় না এবং ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হওয়াতে এই সীমা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গোলযোগ উপস্থিত হয় যেহেতু উহাতে পূর্ব্ব সীমা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, যে অবধি মহারাষ্ট্রখাত দেখিতে পাওয়া যায় সেই অবধি উক্ত খাতের ভিতরের দিক্ পর্য্যন্ত কলিকাতার সীমা বর্দ্ধিত হইয়াছে। (১) কিন্তু এই খাত সম্পূর্ণ খনন করা হয় নাই এবং যেহেতু [illegible] এই স্থানের পর [illegible] আলিপুর [illegible] ([illegible]) এবং [illegible] আসিয়াছে [illegible] ১৭৯৪ সালে পূর্ব্ব সীমা [illegible] জানা যায় না। ১৭৯৭ সালের কলিকাতার প্রাচীন মানচিত্র আছে [illegible] কলিকাতার সীমা ঐ সময়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল [illegible] প্রাচীরের [illegible] পরিমাণ [illegible] ঠিক [illegible] হইয়াছে। আবার ১৮৮ [illegible] কলিকাতার [illegible] মধ্যে [illegible] ডাক্তার [illegible] বলিয়াছেন যে ৩০ [illegible] এবং [illegible] একটি [illegible] ছিল [illegible] ছিল যে, এই স্থানে [illegible] (৯) কলে [illegible] যে ঠিক [illegible] ছিল তাহা সমস্ত ঠিক নির্ণয় করা অতীব দুরূহ।

কলিকাতার অন্তর্গত [illegible] আধুনিক [illegible] —কলিকাতার মধ্যে যে সমস্ত স্থানের [illegible] তাহার কতকগুলি হইতে এই স্থানের ঐতিহাসিক বিবরণাদি পাওয়া যায়।

কলিকাতার কতকগুলি প্রধান রাস্তার নাম কয়েকজন রাজপুরুষের নামানুসারে হইয়াছে যথা—ডালহাউসি [illegible] কলিকাতার প্রাচীন গবর্ণর [illegible] সাহেবের নামে নাম করণ হইয়াছে "[illegible] ষ্ট্রীট" [illegible] রাস্তা লর্ড ক্লাইভের নামানুসারে হইয়াছে। এই রাস্তার উপরে এক্ষণে যে বাটীতে [illegible] আছে অনেকে বলেন সেই বাটীতে লর্ড ক্লাইভ বাস করিতেন, কেহ কেহ বা বলেন যে [illegible] আপিস আছে সেই বাটীতে [illegible] এই দুই বাটীই অতি প্রাচীন [illegible] উভয়ের মধ্যে [illegible] পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে "কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও স্কয়ার" [illegible] কর্ণওয়ালিসের নামে অভিহিত হইয়াছে। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট নামক রাস্তার উত্তর দিকের শেষ ভাগ [illegible] খাল পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, উহাই কলিকাতার উত্তর সীমা। খালের নিকট যেখানে রাস্তাটি মিলিয়াছে সেইখানেই

(১) Selections from the Oalcutta Gasette Vol II by W S Seton Kerr, C S, p 120

(৯) 'Census Report of Calcutta 1876 by H Beverley Esqr C S P 34

২৯১ III

কলিকাতার সীমার উত্তর পূর্ব্ব কোণ। এই খালের উপর একটি পুল আছে। এই পুল পার হইয়া "টালা" নামক স্থানে যাওয়া যায়। প্রাচীন টালা (Mr Tulloh) নামক নিলামওয়ালা সাহেবের নাম হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। টালার পুল হইতে নামিয়া দক্ষিণমুখে কিছুদূর আসিলে ডাহিনে বাগবাজার ষ্ট্রীট, এই রাস্তা বরাবর পশ্চিমমুখে গঙ্গাতীরে পৌঁছিয়াছে। বাগবাজারের মধ্যে উত্তরপূর্ব্বাংশে এখন যেখানে নিকারী-পাড়া (মৎস্য ব্যবসায়ী বাঙ্গালী মুসলমানকে নিকারী বলে) সেইখানে অতি প্রাচীনকালে ইংরাজের "বারুদখানা" ছিল। এখনও এই বারুদখানার বৃহৎ দীঘী "বারুদখানার পুকুর" নামে ভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। বাগবাজার অতি প্রাচীন স্থান গবর্ণমেণ্টের ১৭১৯ সালের কাগজে এই স্থানের উল্লেখ আছে। বাগবাজার ষ্ট্রীটের বিপরীত খালের দিকে পূর্ব্বমুখে একটি রাস্তা গিয়াছে। ঐ রাস্তা দিয়া দমদমা বারাকপুর প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট যেখানে আরম্ভ সেই স্থান হইতেই একটু পূর্ব্ব দিয়া সাকুলার রোড দক্ষিণমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই সাকুলার রোড অতি প্রাচীন রাস্তা। এই রাস্তাই কলিকাতার উত্তর হইতে পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণদিকস্থ সীমানার [illegible] ছিল। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের উত্তরদিকের মাথার নিকট "শ্যামবাজার" ও "শ্যামপুকুর" নামক দুইটি পল্লী [illegible]। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্টের কাগজে "[illegible]" নামক পল্লীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পল্লীতে [illegible] একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা ছিল, উহার নাম ছিল "[illegible]পুকুর" [illegible] এই পুষ্করিণী ভরাট হইয়া [illegible] হইয়াছে। শ্যামবাজারের পূর্ব্বে সাকুলার রোডের মুখের নিকট পূর্ব্ব পার্শ্বে "মোহনবাগান" নামক পল্লী। এই স্থানে রাজা রাধাকান্তের পিতা ৺গোপীমোহন দেবের একটি সুবৃহৎ সুন্দর উদ্যান ছিল তাহা হইতেই এই স্থানের নাম হইয়াছে। মোহনবাগানের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া "মহারাষ্ট্র খাত" ছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে নবাবের অনুমতি লইয়া ইংরাজেরা বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণের জন্য এই খাত খনন করেন। খাতটী মোহনবাগানের [illegible] দক্ষিণমুখে জানবাজার পর্য্যন্ত প্রসৃত ছিল [illegible] এখানে [illegible] খালের [illegible] হইয়াছিল, এই খাতের ভগ্নাবশেষ এখনও শ্যামবাজারের পূর্ব্বে [illegible] রাস্তায় দেখা যায়। মোহনবাগানের দক্ষিণে হালসির বাগান নামক পল্লী। এইখানে কোম্পানির উমিচাঁদের বাগানবাটী ছিল। ঢাকার রাজা রাজবল্লভের পুত্র কুমার কৃষ্ণদাস নবাব ভয়ে ভীত হইয়া পলাইয়া আসিয়া এই বাগান বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। [illegible] হালসি সাহেবের নামানুসারে এই স্থানের ঐরূপ নামকরণ হয়। হালসির বাগানের পশ্চিমে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের পূর্ব্বে "হাতীবাগান" পল্লী। "হাতীবাগান" পল্লীতে এক্ষণে কলিকাতার অনেকগুলি 'ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত' চতুষ্পাঠী করিয়া বাস করিতেছেন কিন্তু পূর্ব্বকালে এখানে নবাবের হাতী থাকিত। এই হাতীবাগান হইতে দক্ষিণে এক্ষণে যে স্থানকে সিমলা বলে তাহার উত্তরাংশ পর্য্যন্ত জঙ্গলে আবৃত ছিল। ৭০। ৭৫ বৎসর পূর্ব্বেও এই সকল স্থানে সন্ধ্যার পর লোক চোর ডাকাত ও খুনের ভয়ে যাতায়াত করিত না। হাতীবাগানের দক্ষিণ ও পশ্চিমে 'গোপালতুড়িয়া' পল্লী গত শতাব্দীতে বাঁশবনে আবৃত ছিল। মহারাষ্ট্র খাত খননকালে উহা পরিষ্কৃত হয়। এ স্থানটি [illegible] কালাবধি বিখ্যাত। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের কাগজপত্রে হলওয়েল সাহেব এই স্থানকে গোপালতুড়িয়া নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে এই স্থানে মুসলমানেরা '[illegible]' [illegible] লোকেরা বলেন, পূর্ব্বে এখানে [illegible] সময় তিনি [illegible] অনেকগুলি কবর [illegible] শেষ বাকি হইয়াছে। গোপালতুড়িয়ার উত্তর [illegible] "সিমলার বাগান" নামক পল্লী। এ স্থানে পূর্ব্বে [illegible] উপাধিধারী ব্যক্তিগণের বৃহৎ বাগান ছিল। [illegible] পশ্চিমে "দর্জ্জিপাড়া" নামক পল্লী; এখানে [illegible] অনেক মুসলমান দর্জ্জির বাস আছে। এই [illegible] রাস্তার নাম "[illegible] ওস্তাগরের গলি," "[illegible] লেন" "মোমিন পাড়া" ইত্যাদি। প্রাচীনকালে এই মুসলমান পাড়ার (দর্জ্জিপাড়ার) নিকটে দুই ঘর হিন্দু বাস করিত তাহাদের মধ্যে একজন "মুদির দোকান" চালাইত ও এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন, দর্জ্জিপাড়ায় সেই দুই জনের নামে দুইটি রাস্তা বর্ত্তমান আছে,—শ্রীদাম (শ্রীদাম মুদির) গলি, আর ঈশ্বর ঠাকুরের গলি। দর্জ্জিপাড়ার উত্তরে "বালাখানা" নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে। এই স্থানের নাম "বালাখানা" কেন হইয়াছে তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। 'বালাখানা' অর্থে দীর্ঘ গৃহশ্রেণী, ইংরাজীতে যাহাকে "ব্যারাক" বলা যায়। বালাখানায় মুসলমানদিগের সৈন্য প্রহরী ইত্যাদি থাকিত (যেমন "কোম্পানী বাগান" অর্থাৎ যেখানে কোম্পানীর "বালাখানা" ছিল।) সম্ভবতঃ পূর্ব্বে এ অঞ্চলেও একটি ক্ষুদ্র "বালাখানা" ছিল

তাহাতে নৈকাদি থাকিত। বাগবাজারের দক্ষিণে ও পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত একটি রাস্তাকে এখন গ্রে ষ্ট্রীট বলে, গ্রে ষ্ট্রীট পূর্বে সার্কুলার রোডে মিলিয়াছে, ইহাকে দেশীয়েরা 'বাগ বাজার রাস্তা" বলে। বাঙ্গালার কোটলাট আর উইলিয়ম গ্রের নামানুসারে ইহাকে এক্ষণে গ্রে ষ্ট্রীট বলা যায়। যেখানে গ্রে ষ্ট্রীট সার্কুলার রোডে মিলিয়াছে, সেই স্থানের নাম নন্দনবাগান। নন্দনবাগান পূর্বকালে উমিচাঁদের বাগান বাটীর (বাগানের) অন্তর্গত ছিল। সিরাজ ১৭৫৬ সালে কলিকাতা অবরোধ করিবার সময় এই নন্দনবাগানেই ছাউনি করিয়াছিলেন এবং রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে পাইবার জন্য নন্দনবাগান ও হালসির বাগান ভাঙ্গিয়া উমিচাঁদের বাড়ী লুট করেন। তৎপরে নন্দন উপাধিধারী জনৈক ব্যক্তি এখানে বাগান করায় ইহার নাম নন্দনবাগান হইয়াছে। কালেকুড়িয়ার নিকট পূর্বকালে গোয়াবাগান নামক ক্ষুদ্র পল্লী। গোয়াবাগান শব্দের অর্থ গুপারি বাগান। বোধ হয় পূর্বে এ অঞ্চলে কাহারও গুপারির বাগান ছিল বা তৎপূর্বে এ অঞ্চলে যে জঙ্গল ছিল, তন্মধ্যে বহু গুবাক বৃক্ষ ছিল বলিয়া ইহার ঐ নাম হইয়াছে। এখানে একটি গরুর হাট আছে। অনেকে বলেন (গো হাট বাগান) হইতে 'গো বাগান" (গোয়াবাগান নহে) নাম হইয়াছে। এখানকার গো হাট অতি প্রাচীন। গোয়াবাগানের দক্ষিণে "সিমুলিয়া" নামক বৃহৎ পল্লী। সিমুলিয়া যখন বনের মধ্যে ছিল, তখন এখানে যথেষ্ট শিমুল ফুলের বৃক্ষ ছিল, তাহা হইতেই ইহার নাম হইয়াছে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এ অঞ্চলে সন্ধ্যার পর লোকের যাতায়াত বন্ধ হইত। ১৭৮৯ সালের কাগজপত্রে ঐ স্থান এই নামেই উক্ত হইয়াছে।

কলিকাতার কতকগুলি স্থান এইরূপ বৃক্ষের নামে পরিচিত। যথা—কলাবাগান,—দুটি আছে একটি বাগবাজারের খালের নিকট, অপরটি বর্তমান চোরবাগানের ভিতর। চোরবাগানের কলাবাগানে বসাকদিগের কলার চাষ ছিল। এই বাগানের মধ্যে একটি বৃহৎ দীঘী ছিল, ইহা "বসাক-দীঘী" বা "কলাবাগানের দীঘী" নামে পরিচিত। সম্প্রতি এই দীঘীকে ছোট করিয়া ও তাহার চতুর্দিকে বৃক্ষাদি দ্বারা সাজাইয়া মিউনিসিপালিটি কর্তৃক "মার্কাস স্কোয়ার" নাম দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নারিকেলডাঙ্গা, লেবু-বাগান, লেবুতলা, হরিতকীবাগান, বকুলবাগান, পেয়ারা বাগান, নিমতলা, বাঁশতলা' তালতলা, আমড়াতলা, চাঁপা তলা ইত্যাদি। এই সকল স্থানে পূর্বে ঐ সকল বৃক্ষের সংখ্যা অধিকই থাক বা তাহাদের বৃহদাকার অথবা প্রাচীনত্ব হইতেই উক্ত স্থানগুলির নামকরণ হইয়াছে। "বাবা-বটতলা" নামক স্থানে পূর্বে একটী পুষ্করিণী ও একত্র জোড়া দুটি বটগাছ ছিল। এখানে বাঙ্গালা ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থগুলি অতি দুর্দশার সহিত মুদ্রিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে। আর কতকগুলি নাম ব্যক্তিগত নাম বা উপাধি হইতে হইয়াছে, যেমন—রামবাগান রাজবাগান, মদনের বাগান, রাজার ফুলবাগান (এখানে শোভাবাজার রাজ-বংশের ফুলবাগান ছিল।), ইত্যাদি। এই সকল স্থলে বোধ হয় উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত উপাধিধারী ব্যক্তিগণের বাস বা বাগান ছিল। ঘুড়ির বাগান নামক পল্লীতে পূর্বে একটি বৃহৎ উদ্যান ছিল, সেখানে বহু আড়ম্বরে সেকালে ঘুড়ি খেলা হইত। বাদুড়বাগান নামক পল্লীতে বাদুড়ের আধিপত্য বড় বেশী ছিল কি না তাহা কে বলিবে? পূর্বে যেমন "জানপুকুর" পল্লীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ কয়েকটি স্থানের নাম আছে, যথা সিয়ালীপুকুর, বেনেপুকুর প্রভৃতি। এই সকল স্থানে উক্ত উপাধিধারী ব্যক্তিগণের প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল বেনেপুকুরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "কড়িয়া পুকুর" নামক স্থানে বোধ হয় পূর্বে নানাস্থানের [illegible] বিক্রয়াদি করিত এবং নিকটে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। ঝামাপুকুর নামক স্থানের পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্তমান। শুনা যায় এখনও ইহার তলদেশ হইতে যথেষ্ট ঝামা ইট বাহির হয়। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দের কাগজপত্রে উল্লেখ আছে যে, সে সময়ে এই অঞ্চলের পুষ্করিণীগুলি অতি দূষিত জলপূর্ণ ছিল, বোধ হয়, জলের সেই দোষ নিবারণের জন্য ঝামাপুকুরের অধিকারীরা পূর্বকালে পুষ্করিণীমধ্যে বহুল ঝামা ফেলাইয়া থাকিবেন।

কতকগুলি স্থানের নাম তত্রস্থ অধিবাসিগণের জাতি, নাম বা ব্যবসায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যথা—* কুমারটুলী

* কুমারটুলীতে কোম্পানীর সময়কার [illegible] বনমালী সরকারের বাটী ও "জানজনার" ও "শিব" ঠাকুরের মন্দির অতি বিখ্যাত। [illegible] মন্দিরের বহির্ভাগ দেখিতে তাদৃশ মনোরম নহে, কিন্তু ইহার গাত্রে ইটের কাটিয়া নানাবিধ দেবদেবীর মূর্তি খোদিত হওয়াতে কারু কার্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পার্শ্ব দিয়া এক্ষণে রাস্তা হওয়ায় ইহার মঠবিশিষ্টাদি [illegible] ও [illegible] হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পিদের রাজোচিত নির্মিত মন্দির [illegible] দেখিবার যোগ্য, শিল্পকার্য্য ও খোদিত মূর্তিতে পূর্ণ। এই মন্দির বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত। এখানে একটি বৈষ্ণব উৎসব হইয়া থাকে, তাহাতে নানা যাত্রী আসিয়া থাকে। তবে বনমালী সরকারের বংশলোপ হওয়ার পর এবং বিবাদি [illegible]

এখানে কুম্ভকারগণের অনেক বাস ও ব্যবসায় আছে। জেলেটোলা ও জেলেপাড়া—পূর্বকালে মৎস্যজীবী ধীবরেরা বাস করিত। শাঁখারীটোলা এখানে শঙ্খবণিকগণের বাস ও ব্যবসায় ছিল।

কাঁসারীপাড়া—কাংস্যবণিকগণের বাস এখনও অনেক আছে। এইরূপ ছুতারপাড়া, অহিরীটোলা, কামারপাড়া, আহিরীটোলা, শুঁড়িপাড়া, ডোমপাড়া, পটুয়াটোলা, বাগদিপাড়া, মুচিপাড়া, নিকারীপাড়া ইত্যাদি।—এই সকল স্থানের কোথাও এখনও উক্ত জাতীয় লোক বাস করে, কোথাও বা কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট আছে। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল "বেণিয়াপাড়ার" উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানপাড়া ও উড়িয়াপাড়ায় মুসলমান ও উড়িয়ার বাস করে এবং [illegible] আছে। এই [illegible] তাহাদের বাসিন্দারা বাস করে। [illegible] প্রাচীন পল্লী, এক [illegible] বোটক [illegible] এই স্থানে [illegible] হইত। [illegible] পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল, [illegible] কাশীপুর [illegible] হইত।

পূর্বে লোকের ব্যবসায়ের জন্য [illegible] চাউল [illegible] কাঠের ব্যবসায়ের জন্য "চাউলপটি" ও তাহার ব্যবসায় হেতু "চাঁপাতলাপাড়া" নামকরণ হইয়াছে। এইরূপে [illegible] (যেমন কাঠি মুরগীহাটা, [illegible] মুচি, কাঠ খুশবিহারি নিমতলা ইত্যাদি) পটী, সোনাপটী, তুলাপটী, [illegible] চোরাবাগান। [illegible] বিপুল ব্যবসায় এবং [illegible] ডাকাতি প্রভৃতি, ছাতা ইত্যাদির ব্যবসায় আছে। [illegible] এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। [illegible]

[illegible]

এইরূপ কলিকাতায় প্রাচীন [illegible] গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ী। এখন এখনও তাঁহার বংশধরগণ বাস করেন। [illegible] এই গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ী ও নবরত্ন [illegible] বাড়ী প্রসিদ্ধ ছিল।

যায় না। "সাধকপাড়া" পল্লীর [illegible] হইল বলা যায় না, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এখানে [illegible] অনেক ধুনুরীর ব্যবসায় ছিল।

কতকগুলি স্থানের নাম মুসলমানগণের নামানুসারে হইয়াছে,—যেমন মির্জাপুর" বোধ হয় কোন মির্জার নামানুসারে হইয়াছে। মেছুয়া বাজার—এখানে আগে মেছুয়া নামক মুসলমানের বাগান ছিল, [illegible] তৎপূর্বে এখানে [illegible] ছিল। মানিকতলা—[illegible] মানিক পীরের নামানুসারে হইয়াছে। [illegible] জানবাজারের [illegible] একটী [illegible] আছে। [illegible]

[illegible]

[illegible] ছিল। [illegible] বৃহৎ [illegible] ছিল। [illegible] কিছু [illegible] বাজার সুখে [illegible] ছিল। [illegible] হইতেই [illegible] থাকিত। [illegible] প্রথম [illegible] হইয়াছিল, কিন্তু [illegible] বাহির হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। [illegible] এইরূপ পাশাপাশি দুইটি বাগান ছিল। [illegible] প্রসন্নকুমার ঠাকুরের [illegible] ইহার নামকরণ হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। [illegible] দক্ষিণে গঙ্গাতীরের পাথর [illegible] একটি ঘাট ছিল, [illegible] "পাথুরিয়া ঘাট" বলিত। সেই ঘাট হইতে এ স্থানের নামকরণ হইয়াছে। বড়বাজার, [illegible] "কলিকাতা" নামক গ্রামের হাট বা বাজার এইখানে ছিল। নিকটবর্তী কয়েকখানি গ্রামের মধ্যে এত বড় হাট বা বাজার আর ছিল না বলিয়া লোকে ইহাকে বড়বাজার বলিত। এখনও সহরে এত বড় বৃহৎ বাজার আর নাই।

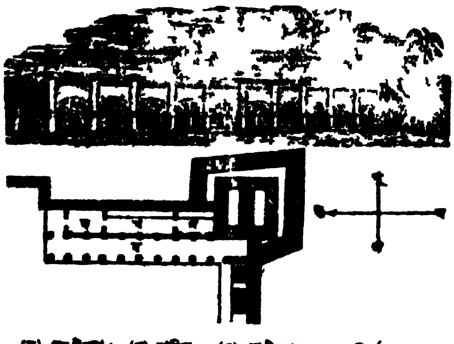
সামান্য মাছ তরকারী হইতে হীরা মতি পর্যন্ত সকল দ্রব্য টাকায় আবশ্যক, তাহা এই বড়বাজারে পাওয়া যায়। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে এ স্থান এই নামেই অভিহিত হইত। শোভা বা সভাবাজার—অনেকে বলেন যে রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধের সময়ে তাঁহার বাটীতে যে আহ্বানের সমবেত মহতী সভা হইয়াছিল, তাহারই প্রসিদ্ধি হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। কেহ বলেন যে, সেই সভায় আহূত ব্যক্তিগণের নৈবেদ্যের ব্যাপার নির্বাহার্থ নবকৃষ্ণকে একটি বাজারের মত স্থাপন করিতে ও তাঁহাদের বাসের জন্য গৃহাদি নির্মাণ করাইতে হইয়াছিল যে স্থানে এই সকল হইয়াছিল, লোকে সেই স্থানকে "সভা বাজার" বলিত; ক্রমে তাহা হইতে "সভা বাজার" নামের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ইহার কোনটিই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না; কারণ যে সময় মহারাজ নবকৃষ্ণের প্রতিপত্তি হয়, তাহার বহু পূর্ব হইতেই এই স্থান এই নামেই বিখ্যাত ছিল, ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানীর কাগজপত্রে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে হলওয়েল সাহেবের লিপিতে ও ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব এবং মুন্সী (তখন রাজা হন নাই) নবকৃষ্ণের প্রমুখ সাহেব এ স্থানের এই নামেই পরিচয় আছে। কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন যে, কলিকাতার প্রাচীন বসাকবংশের শোভারাম বসাক এখানে একটি বাজার করিয়া তাহার নাম "শোভারাম বাজার" রাখেন—তাহা হইতে ইহার নাম "শোভাবাজার" হইয়াছে। কিন্তু ইহাও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না বা তাহার স্বপক্ষে কোন কাগজপত্রও পাওয়া যায় না, কারণ প্রাচীন কালে বা মধ্যকালে কলিকাতার যে সকল ব্যক্তিগত নামে বাজার স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে নামের অর্দ্ধাংশ লোপ বা নামের পর বাবু শব্দ লোপ দেখা যায় না। যেমন, মদন বাবুর বাজার, লালা বাবুর বাজার, বড় বাবুর বাজার ইত্যাদি, সুতরাং যদি শোভারাম বসাকের নামে এ স্থানের নামকরণ হইত তাহা হইলে 'শোভারাম বাবুর বাজার' এইরূপ নামকরণ হইত। কোন বিখ্যাত প্রাচীন বিজ্ঞ লোক রাজা রাধাকান্ত দেবের মুখে শুনিয়াছেন যে, পূর্বে ঐ বাজারের 'সূতা বাজার' অর্থাৎ সূতাবিক্রয়ের বাজার এই নাম ছিল, তাহারই অপভ্রংশ করিয়া অনেকে 'সতা বা 'সভাবাজার' বলিয়া থাকে। পূর্বে এই বাজার তখনকার (কাঁচা) চিৎপুর রাস্তার উপর বসিত। শোভাবাজারের দক্ষিণ এবং দর্জিপাড়া ও বালাখানার উত্তরাংশকে এখন "রাজার পাড়া" বলে, কিন্তু পূর্বে এই স্থানকে "রামমান্ বাগান" বলিত। সেকালে নাকি এই অঞ্চলে বাঘের বিশেষ উপদ্রব ছিল। এখনও জঙ্গলের নিকট এককালে মধ্যেই বাঘের ডাক শুনা যায়। চোরবাগান—পূর্বে এখানে চোর ডাকাতের বিশেষ উপদ্রব ছিল বলিয়া লোকে এই অঞ্চলের এইরূপ নাম দিয়াছিল। এখন যেখানে ছাতুবাবুর মাঠে বাজার হইয়াছে, তাহার উত্তরাংশে দর্জিপাড়ার রাস্তা পর্যন্ত ছাতুবাবুর বাটীর উত্তরাংশকে পূর্বে "মালীর বাগান" বলিত। কোম্পানি এবং ফলাদের বাগানের মালীরা এই অঞ্চলে থাকিত বলিয়া এই নাম হইয়াছিল। মালীর বাগান ছাড়াইয়া পূর্বে "জোড়া" বা "জেড়ুয়া" নামক স্থান। "জোড়া" দুই শব্দের অপভ্রংশ, ১০৮০ বর্ষ পূর্বে, এখানে বনজঙ্গলে পরিবৃত জলা বা 'বন' ছিল তাহা হইতেই ইহার নাম 'জোড়া' হইয়াছে। পূর্বে এখানেও চোর ও দুষ্ট লোকের বড় উপদ্রব ছিল। পূর্বকার সেই বন কাটাইয়া এবং 'জলা' পরিষ্কার করিয়া বর্তমান 'জোড়া পুকুর' হইয়াছে।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজারের নিকট অনেকগুলি নীচ জাতীয় বেশ্যার বাস ছিল, এ সময়ে এখানে বাবিয়ানাগণের গতিবিধি ছিল। এখনও নিকটবর্তী "সিদ্ধেশ্বরীতলায়" ঐরূপ বেশ্যাগণের যথেষ্ট বাস আছে। এই সিদ্ধেশ্বরীতলায় "সিদ্ধেশ্বরী" নামক কালীর মন্দির ও নবরত্ন নামক শিবমন্দির আছে। এতদুভয় মন্দির কুমারটুলীর মিত্রবংশের আদিপুরুষ সেকালের কলিকাতার নায়েব জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শুনা যায়, সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে গোবিন্দরামের সময়ে এত বলি দেওয়া হইত যে, রক্তস্রোত চিৎপুর রাস্তার উপর দিয়া গঙ্গায় গিয়া পড়িত। সিদ্ধেশ্বরীতলার উত্তরে মদনমোহনতলা। এখানে বিষ্ণুপুর রাজবাটীর বিগ্রহ মদনমোহন নামক শ্রীকৃষ্ণমূর্তির মন্দির ও রাসমঞ্চ আছে। এখানে রাসযাত্রার সময়ে এবং ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূর্ব দিন অন্নকূট যাত্রার সময়ে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। বিষ্ণুপুরের রাজা দামোদর সিংহ ঋণগ্রস্ত হইয়া কলিকাতার বাগবাজার নিবাসী তখনকার জনৈক লবণব্যবসায়ী কারবারি গোকুলচাঁদ মিত্রের নিকট লক্ষ টাকা ধার করেন এবং প্রতিভূস্বরূপ মদনমোহনবিগ্রহ রাখিয়া যান। পরে যখন আবার উদ্ধার করিতে আসেন, তখন গোকুলের সেবায় তুষ্ট হইয়া মদনমোহন তাঁহাকে ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হন ও স্বপ্নে রাজাকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। হাটখোলা—শোভাবাজারের পশ্চিমাংশে গঙ্গাতীর পর্যন্ত স্থানের নাম "হাটখোলা"। এইখানেই বর্তমান চাঁপাতলা ও মদনমোহনতলার মধ্যে প্রাচীন 'সূতানুটী হাট' ছিল, আর সেই হাটের উপরেই "সূতানুটী হাট" ছিল। সেই হাটখোলার

এই স্থানের নাম হইয়াছে। এখন এখানে অনেকগুলি মহাজনের আড়ত আছে।

ডালহাউসি স্কয়ার [illegible] মিক স্কয়ার [illegible], লর্ড ডালহাউসির নামে [illegible] হইয়াছে। "ডালহাউসি স্কয়ার" এতদঞ্চলে [illegible] "লালদীঘী" নামে পরিচিত। লালদীঘী অতি প্রাচীন স্থান [illegible] "কেল্লা" [illegible] আজকাল [illegible] "ট্যাঙ্ক স্কয়ার" বলিয়া [illegible] [illegible] এখন [illegible] [illegible] এই [illegible] পানীয়জল ব্যবহৃত হইত [illegible] কেল্লা" [illegible] এখন এই [illegible] ইংরাজদের [illegible] ছিল। ইহার [illegible] একটি [illegible] ছিল [illegible] [illegible] "লালদীঘী" [illegible] "লালবাজার" [illegible] [illegible] পূর্ব্বে এই [illegible] [illegible] ছিল [illegible] [illegible] এরূপ নাম হইয়াছে [illegible] "পুরোনো [illegible] নাম [illegible] অন্ধকূপ" [illegible] ছিল। পূর্ব্বে এই [illegible] অন্ধকূপ [illegible] স্মারকচিহ্নস্বরূপ একটি ৫০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। [illegible] যাঁহারা অন্ধকূপ কারায় বন্দী ছিলেন, তিনি তাঁহাদের স্মরণার্থ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২০ জুন তারিখে সেই [illegible]

দীঘী ছিল না। কলিকাতার দক্ষিণাংশে স্থায়ী জলের অভাব হওয়ায় এতদঞ্চলের অধিবাসিগণের প্রয়োজনার্থ [illegible] আদেশে "পুরাণ কেল্লা"র সম্মুখের বাগানের বেড়োপুকুর বাড়াইয়া দীঘী করা হয় ও সাধারণে যাহাতে এই দীঘী [illegible] জল নষ্ট করিতে না পারে তজ্জন্য চতুর্দ্দিক [illegible] দেওয়া হয়*। [illegible] লালদীঘীর [illegible] [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] [illegible] লালদীঘীর [illegible] [illegible] "কাউন্সিল হাউস" [illegible] [illegible] এখন [illegible] [illegible] প্রাচীন [illegible]

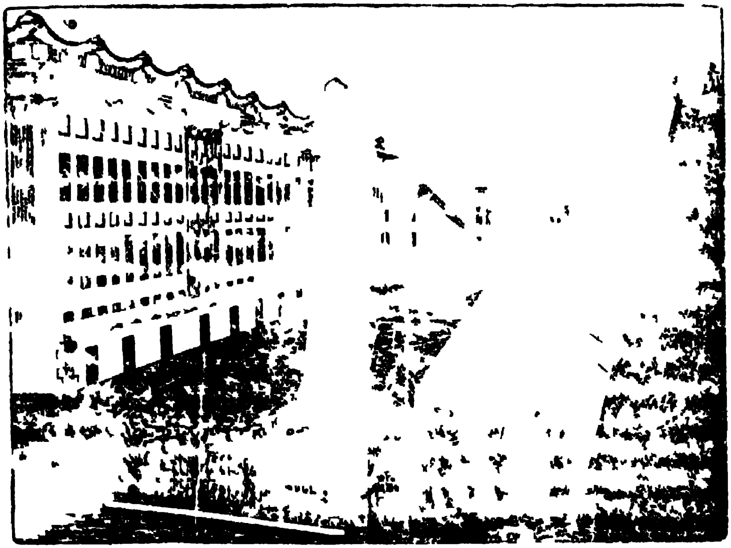


(ক) লালদীঘী। (খ) [illegible]। (গ) প্রাচীন অন্ধকূপের প্রতিমূর্ত্তি।

[illegible] স্তম্ভটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অন্ধকূপে মৃত ব্যক্তিগণের নাম স্তম্ভগাত্রে খোদিত ছিল। এই স্তম্ভটি অনেকদিন বর্ত্তমান ছিল, শেষে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংসের আদেশে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। যেখানে এই স্তম্ভ ছিল, এখন সেখানে ছোটলাট ইডেনের মূর্ত্তি আছে। এই লালদীঘীর নিকটে যেখানে বর্ত্তমান 'রাইটার্স বিল্ডিং' ও পোষ্ট আফিস আছে, পূর্ব্বে সেইখানেই প্রাচীন কোর্ট উইলিয়ম

* তখন ইহাকে লালদীঘীর মত বড় পুষ্করিণী ছিল না। বাগানের মধ্যস্থলে একটি ছোট পুষ্করিণী ছিল, তাহাতে ইংরাজেরা আমোদের জন্য মাছ ছাড়িয়া রাখিতেন। এই সময়ে এই বাগানে ২৫ একরেরও বেশী জমী ছিল।

নমক দুর্গ ছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দুর্গের বাটী বর্ত্তমান ছিল শেষে ঐ বৎসরেই তাহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া "কাষ্টম হাউস" নির্ম্মিত হয় ও অবশিষ্টাংশ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া "পোষ্ট আফিস" নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাচীন দুর্গের একপার্শ্বের প্রাচীর বর্ত্তমান ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল, পরে গত আগষ্টমাসে নূতন কালেক্টরেট বিল্ডিং নির্ম্মাণের সময় তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। ঐ নূতন বাটীর ভিত্তিখননের সময় সেই অফিসের বর্ত্তমান উত্তরপূর্ব্ব কোণে রাস্তার সম্মুখের উপর যেখানে 'অন্ধকূপ' স্মৃতি প্রস্তরখানি গাঁথা আছে তাহারই উত্তরে ৪৩ ফুট বাটীর নিম্নে একটি ঘর বাহির হইয়াছিল। গৃহটিতে একটি জানালা ছিল এবং ইহার ছাদ, দেওয়াল, দালান কোন ভাঙ্গে নাই। এই ঘরটীর প্রাচীরে ও [illegible] অভ্যন্তরে বায়ুর জমাট পর্য্যন্ত হয় নাই। সকলেই স্থির করিয়াছেন যে ইহা প্রাচীন দুর্গের অন্যান্য একটি ক্ষুদ্র গৃহ ছিল, গুদামরূপ বা [illegible] জন্য ব্যবহৃত হইত। [illegible] প্রাচীরের দিক, এখন যেখানে সেই কয়লাঘাট [illegible] আছে সেই পর্য্যন্ত এখন



(১) ১৭৯০ খৃঃ অঃ অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভ। (২) পুরাণ কেল্লা। (৩) কোম্পানী কর্ম্মচারীর নিবাস। (৪) লালদীঘী

যেখানে রেলওয়ে আপিস আছে, তাহার উত্তরস্থ রাস্তার ইস্তক ফিরিঙ্গি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কারণ, ঐ সকল স্থানে যখন আধুনিক গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, তখন ভিত্তি খননের সময়ে ভূমধ্য হইতে বড় বড় প্রাচীরের অংশ পাওয়া গিয়াছিল।

লালদীঘীর উত্তরে "রাইটার্স বিল্ডিং"। এই সৌধমালা অতি প্রাচীন, তবে পূর্ব্বকালে ইহার সম্মুখভাগ এরূপ জমকাল ছিল না। এই বাটীর উত্তরদিকে বর্ত্তমান "লায়ন্সরেঞ্জ" নামক রাস্তার উত্তর ও পূর্ব্বে যে সকল গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাও সে কালে ছিল না। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মিঃ বারওয়েল কলিকাতার গবর্ণর ছিলেন, তিনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া প্রস্থান করেন। যখন তিনি কলিকাতায় ছিলেন, তখন এই বৃহৎ সৌধমালা তাঁহার সম্পত্তি ছিল। অবশেষে যখন কোম্পানীর কর্ম্মচারী যুবক সিভিলিয়ানগণের সংখ্যা বেশী হইল, তখন এই সৌধমালা গবর্ণমেণ্ট বারওয়েল পরিবারের নিকট হইতে ভাড়া লইয়া ঐ সকল কর্ম্মচারীকে থাকিতে দেন। তখন হইতে ইহার নাম "রাইটার্স বিল্ডিং" হয়। অবশেষে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইহার সম্মুখভাগ পরিবর্ত্তিত এবং আয়তনে বর্দ্ধিত হয়। রাইটার্স বিল্ডিং এর উত্তরপার্শ্ব দিয়া "কাউন্সিল হৌস ষ্ট্রীট"

নামক বর্ত্তমান রাস্তা আছে। এই রাস্তার উত্তরপূর্ব্ব কোণে যে বাড়ীতে এখন "এক্সচেঞ্জ" আছে, পূর্ব্বে সেই বাটীতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে "ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ" স্থাপিত হইয়াছিল। এই রাস্তার অপর পার্শ্বে যে দীর্ঘ সৌধমালা আছে, তাহাই পূর্ব্বে "হরকরা" নামক সংবাদ পত্রের কার্য্যালয় ছিল। তখন "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ" বাটী ও 'হরকরা' আপিস এতদুভয়ের ছাদের উপর দিয়া একটি কাঠের সাঁকো দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন ছিল। "রাইটার্স বিল্ডিং' এর পশ্চাতে প্রাচীন "সেণ্টজন গির্জ্জা" ছিল এই গির্জ্জাই কলিকাতার সর্ব্ব প্রথম গির্জ্জা। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়, ইহার চূড়া সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও সুদৃশ্য ছিল। সে কালের গবর্ণরগণ কোম্পানীর অধীনস্থ কলিকাতাবাসী ইংরাজকর্ম্মচারিগণে পরিবৃত হইয়া প্রতি রবিবারে এইখানে উপাসনা করিতে আসিতেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পে এই গির্জ্জার চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে 'সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা অবরোধ করেন তখন তাঁহার আদেশে এই গির্জ্জা ভূমিসাৎ করা হয়।

যে রাস্তা রাধাবাজারের সম্মুখ দিয়া লালবাজারের রাস্তা হইতে বহির্গত হইয়াছে, তাহাকে "মিসন রো" বলে। পূর্ব্বে ইহাকে "দি রোপ ওয়াক" বলিত। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা অবরোধের সময় এই পথের উপর যুদ্ধ হইয়াছিল। এই রাস্তার উপর একটি গির্জ্জা আছে। এই গির্জ্জার নাম 'ওল্ড চর্চ' বা ওল্ড মিসন্ চর্চ"। ইহার বাঙ্গালা নাম "লাল গির্জ্জা", ১৭৬৭ সালে মিঃ কিয়ারনাণ্ডার নামক এক ব্যক্তি ইহা স্থাপন করেন। তিনি ইহার 'বেথ টিফিলা" নাম দিয়াছিলেন। কিয়ারনাণ্ডার সাহেব সুইডেন দেশীয় লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে ইহা একটি ক্ষুদ্র গির্জ্জা ছিল। তখন ইহার গায়ে এক প্রকার পাথুরে লাল রং দেওয়া ছিল, তাহা হইতেই ইহার নাম "লাল গির্জ্জা' হইয়াছিল, কেহ বলেন, লালদীঘির নিকটে অবস্থিত বলিয়াই ইহার নাম "লাল গির্জ্জা" হইয়াছে। অবশেষে কর্টট সাহেব একজন মিস্ত্রি বর্ত্তমান গির্জ্জাগৃহ ও চূড়াদি নির্ম্মাণ করেন। এই বাটী নির্ম্মাণের সময়ে কিয়ারনাণ্ডারের বেথ-টিফিলা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়।

লালদীঘির ঠিক দক্ষিণে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বাটী আছে, ইহার নাম "ডালহৌসি ইন্ষ্টিটিউট্"। এই প্রাসাদ স্থলে বড় বড় বিখ্যাতলোকের প্রস্তরমূর্ত্তি রাখিবার জন্য নির্ম্মিত হয়। এখানে লর্ড ডালহৌসি, সিপাহীযুদ্ধ বিজেতা স্যর হাভলক, নীল, আউট্রাম, নিকল্সন্ প্রভৃতি অনেক জনের প্রস্তর মূর্ত্তি এবং একটি হল-(থিয়েটার)-ঘর আছে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইহার সমুদয়ভাগ নির্ম্মিত হয়।

"ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটের" দক্ষিণ রাস্তার অপর পারে "টেলিগ্রাফ আপিস।" ১৮৭০ সালে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তর পূর্ব্বকোণে একটি ১২০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ আছে। লালদীঘির দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে "কারেন্সি আফিস"। এখানে নোট ভাঙ্গান হয়। এই বাটীটি পূর্ব্বে "আগ্রা ও মাষ্টারম্যান্ ব্যাঙ্কের" জন্য নির্ম্মিত হয়, কিন্তু বাড়ীটির নির্ম্মাণ শেষ হইবার পর উক্ত ব্যাঙ্ক ফেল' হয়। গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া "কারেন্সি আপিস" করেন।

কারেন্সি আফিসের দক্ষিণ পশ্চিমকোণের চৌমাথা হইতে যে রাস্তা টেলিগ্রাফ আফিসের পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার নাম "ওল্ড কোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট্"। এই রাস্তাটি বরাবর গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর ফটকের সম্মুখ দিয়া ময়দানে আসিয়া মিলিয়াছে। এই রাস্তার উপর যত টাকার ব্যবসা বাণিজ্য হইয়া থাকে, এত টাকার ব্যবসা পৃথিবীর আর কোথাও এক স্থানে এক রাস্তার উপরে হয় না। এইখানেই ইংরাজ জহুরী হামিলটনের দোকান। এই অঞ্চলে একটি ঘাড়ওয়ালা গির্জ্জা আছে, ইহা সেকালে ছিল না। ইহার নাম "সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ্ চর্চ', এদেশীয়েরা ইহাকে "লাটসাহেবের গির্জ্জা" বলে। লর্ড ময়রা ইহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন বলিয়া ইহার দেশীয় নাম ঐরূপ হইয়াছে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ৩০এ নভেম্বর ইহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ঐ দিন ইংরাজী পর্ব্ব "সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজে' এবং তাহা হইতেই ইহার নাম 'সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ্ চর্চ" রাখা হয়। ইহার ঘড়ীটি ১৮৩৫ সালে প্রদত্ত হয়। আর্কার ব্রাইস্ নামক কোন ব্যক্তি এই গির্জ্জার স্থাপয়িতা, ইহা স্কটলণ্ডের পাদরীগণের অধিকারভুক্ত। কলিকাতার মধ্যে এই গির্জ্জার চূড়া অনেক অনেক গির্জ্জা অপেক্ষা উচ্চ। কলিকাতার প্রথম বিশপ্ মিডল্টনের সহিত ডাঃ ব্রাইসের ইংলণ্ডীয় ও স্কটলণ্ডীয় গির্জ্জার উচ্চতা লইয়া তর্ক হয়। সেই তর্কের ফলে ব্রাইস ইহার চূড়া সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ করেন। বিশপ্ মিডলটন তখন নূতন "সেণ্টজন চর্চ" (পাথুরিয়া গির্জ্জায়) থাকিতেন, ব্রাইস্ সেণ্টজন চর্চের চূড়া অপেক্ষা সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ চর্চের চূড়া উচ্চ করিয়া তদুপরি একটি বায়ুগতি-নির্দ্দেশক মোরগ পক্ষী স্থাপন করেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় চর্চের প্রধান কর্ম্মচারী বিশপ্ মিডলটনের মান রক্ষা করিবার জন্য নিয়ম করেন যে, পূর্ত্ত বিভাগ হইতে সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজের জন্য সমস্ত খরচ যোগান হইবে, কেবল ঐ পক্ষীটির কিছু যোগাইবে না

তাহা পূর্ববিভাগ হইতে বেষ্টিত হইবে না; আজও এই নিয়ম চলিতেছে। এই সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ চর্চ যে স্থলে নির্মিত, পূর্বে সেইখানে "ওল্ড কোর্ট হাউস" বা সাবেক টাউনহল ছিল। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ বুর্দিয়ার নামক একজন বণিক্ এই টাউনহল প্রস্তুত করান। ঐ বণিক্ শেষে বোম্বাইয়ের গবর্ণর হন। ১৭৩৪ সালে মিঃ বুর্দিয়ার ঐ টাউনহলটি গবর্ণমেণ্টকে দান করেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার কথা থাকে যে, গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৪০০০৲ টাকা সাহায্য করিয়া একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করিবেন। এই টাকায় বর্তমান 'ফ্রি স্কুল' স্থাপিত হয়। এই প্রাচীন টাউনহলের ছাদের উপর দুইটি সভাগৃহ ছিল। সেখানে তদানীন্তন ইংরাজগণের ভোজ নৃত্য, সভা ও বক্তৃতাদি হইত। সাবেক টাউনহলের নিকট বর্তমান "লায়ন্স রেঞ্জ" নামক রাস্তার উত্তর পূর্বকোণে সেকালের ইংরাজগণের "থিয়েটার গৃহ" ছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে এই "থিয়েটার গৃহ" অধিকার করিয়া এইখান হইতে প্রাচীন কেল্লার উপর তোপ দাগিতে আরম্ভ করে।

পাথুরিয়া গির্জা—গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পশ্চিম কোণে "চর্চ লেনের" উপর যে খড়ওয়ালা গির্জা আছে, তাহাকে বাঙ্গালীরা "পাথুরিয়া গির্জা" বলে। ইহার নাম "সেণ্ট জন চর্চ"। পুরাতন "সেণ্ট জন চর্চ" সিরাজ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পর ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে উহা পুনর্নির্মিত হয়। ইহার ভিত্তিপ্রস্তর হুইলার স্থাপন করেন। রাজা নবকৃষ্ণ এই গির্জার জন্য জমী বিনামূল্যে দিয়াছিলেন। এই স্থানে প্রাচীন কবর স্থান ছিল। চর্চের দিকে এখনও কয়েকটি সমাধিস্তম্ভ বর্তমান। এই স্থানেই কলিকাতার স্থাপয়িতা জব চার্ণক ইংরাজের বাঙ্গালা জয়ের প্রধান সহায় অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ও যে ডাক্তার সম্রাট ফেরোকসিয়রকে আরোগ্য করিয়া বাঙ্গালায় ইংরাজ বাণিজ্যের সূত্রপাত করেন, সেই ডাক্তার হ্যামিল্টনের কবর আছে। কথিত আছে, গৌড়নগরের ধ্বংসাবশেষ হিন্দু প্রাসাদ ও ভগ্ন প্রস্তর দ্বারা ইহার ভিত্তি নির্মিত হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালীরা ইহাকে "পাথুরে গির্জা" বলে। চর্চ লেনের পশ্চিম পার্শ্বে ঠিক গির্জার সম্মুখে যে বাড়ীতে এখন ষ্ট্যাম্প অ্যাণ্ড ষ্টেশনারী আপিস আছে সেই বাড়ীতেই পুরাতন কলিকাতার "টাঁকশাল" ছিল। ১৭৯১ হইতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে টাকা তৈয়ারী হইত। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম টাকা তৈয়ার হয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউস—১৭৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে আপজন্ সাহেব যে মানচিত্র করেন তাহাতে দেখা যায়, বর্তমান লাট সাহেবের বাড়ীর স্থানে পুরাতন লাট সাহেবের বাড়ী ও "কাউন্সিল হাউস" ছিল। তাহার পূর্বে এখন যেখানে "ট্রেজারি বিল্ডিং" আছে সেইখানে ছিল। বর্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউস লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে যে বাড়ীতে এখন বর্ণ কোম্পানীর আপিস সেই বাড়ীতে মিসেস হেষ্টিংস (ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্ত্রী) থাকিতেন। হাইকোর্টের পূর্বদিকে "ওল্ড পোষ্ট আপিস ষ্ট্রীট"। ইহাকে "উকীলপাড়ার রাস্তা" বলে। এইস্থানে যেখানে "এজরা বিল্ডিংস" আছে, সেইখানে পুরাতন ডাকঘর ছিল।

টাউনহল—যেখানে বর্তমান টাউনহল আছে পূর্বে সেখানে জষ্টিস হাইডের বাড়ী ছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ৭ লক্ষ টাকায় বর্তমান "টাউনহল" নির্মিত হয়। টাকা চাঁদায় উঠে।

হাইকোর্ট—১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের আদেশে আলীপুরে বর্তমান সৈনিক হাসপাতাল নামক বাটীতে সদর দেওয়ানী বা আপীল আদালত এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "সদর নিজামত আদালত" স্থাপিত হইলে সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হয়। "ওল্ড কোর্ট হাউস" নামক স্থলে যে প্রাচীন "কোর্ট হাউস" বা "টাউনহল" ছিল এখন যেখানে সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ চর্চ আছে, তাহাতেই এই আদালত বসিত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট তৈয়ার হইয়া গেলে এই বাটীতে সুপ্রীম কোর্ট উঠিয়া আসে ও পুরাতন কোর্ট হাউস ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। বর্তমান হাইকোর্টের স্থানে পুরাতন সুপ্রীম কোর্টের বাটী ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট ভাঙ্গিয়া বর্তমান হাইকোর্ট নির্মিত হয়।

ছোট আদালত—চর্চ লেন হইতে উত্তরমুখে হেয়ার ষ্ট্রীটে বাহির হইয়া ব্যাঙ্কশেল রাস্তার উত্তরপার্শ্বে ছোট আদালত। ১৮৭২ সালে ইহা নির্মিত হয়।

পোষ্ট আপিস—পুরাতন কেল্লার কতকাংশ জমির উপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়।

বাণ্ডহাউস—কষ্টম হাউসের নিকটেই ব্যাণ্ড হাউস, ইহার প্রকৃত নাম বণ্ডেড ওয়্যার হাউস (Bonded ware house). এই বাটীটি গুদাম মাত্র। কলিকাতা বন্দরে যে সকল মাল আসিয়া নামে বা এখান হইতে যাহা রপ্তানী হয় তাহাই এই গুদামে থাকে। এই গুদামের সহিত কিন্তু কাঠের সম্পর্ক নাই; কড়ি বরগা কাষ্ঠাদি কিছুই নাই অথচ বাটীটি খুব মজবুত।

বেলভেডিয়ার প্যালেস—[illegible] উত্তরে এই মনোহর বাটী অবস্থিত। এই প্রকার বাটী কলিকাতায় আর দ্বিতীয় নাই। ইহার [illegible] নির্মিত। জানালা

বরঞ্চ কথাটি বাড়ীর বাটীর কাজের সম্পর্ক নাই। ইহাতে দরজা ও জানালায় চৌকাঠ পাথরের প্রাচীর কাটিয়া করা হইয়াছে। এই বাটী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছে। ইহার উত্তরপূর্বকোণে ঘুটিপাথরের উপর এক অংশ খোদিত আছে। এই স্থানে প্রাচীন কেল্লার উত্তরপূর্বকোণের বুরুজ ছিল। কেল্লার আফিসের ভিত্তি খননের সময়ে এই বুরুজ ও তাহার সংলগ্ন উত্তরদিকের আবরক প্রাচীর এবং উত্তরপশ্চিমের বুরুজ ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমদিকের আবরক প্রাচীরের চিহ্ন বাহির হইয়াছিল। এই সকল প্রাচীরের বহির্ভাগে কোনরূপ বালির বা চুণের কাজ ছিল না, ইটগুলি লাল বর্ণ দেখা যাইত। অনেকে মনে করেন—এই [illegible] প্রাকারের সহিত বালবাই পুষ্করিণী "কেল্লার বাগানের" মেছোপুকুরের নাম "লালদীঘী" হইয়াছে। কেহবা বলেন যে [illegible] এবং [illegible] সাহেবের কথিত প্রাচীন কেল্লার সম্মুখের দোকানের নিকটস্থ দুর্গের জল [illegible] পুষ্করিণী লালদীঘী, পূর্বে এই পুষ্করিণী [illegible] জল দুর্বাইয়া [illegible] পরিষ্কার [illegible] হইত।"

মেটকাফ হল—লাটআফিসের দক্ষিণপশ্চিমকোণে গঙ্গাতীরে [illegible] ষ্ট্রীটের [illegible] "মেটকাফ হল"। ১৮৪০ খৃঃ [illegible] প্রধান [illegible] মেটকাফের নামে এই পুস্তকালয় স্থাপিত হয়।

টাঁকশাল—[illegible] উপর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের নিকট এই সুন্দর বাটী [illegible] উপর নির্মিত। [illegible] বাটী [illegible] রাজধানী [illegible] মিনর্ভা দেবীর মন্দিরের অবিকল [illegible] দেখিতে ঠিক [illegible]। ১৮২৪ ও ৩০ খৃষ্টাব্দে এই বাটী নির্মিত হয়। এখানে যে কল আছে, তাহাতে আবশ্যক হইলে [illegible] একবারে ১০ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত হইতে পারে। ১৮৮৬ সালে একবারে [illegible] প্রয়োজন হওয়ায় [illegible] ১৮ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছিল। যেখানে এখন টাঁকশাল অবস্থিত [illegible] ভাগীরথীর [illegible] ছিল।

[illegible] প্রায় [illegible] ওয়েলেস্লির নামে [illegible] প্লেস ও ষ্ট্রীটের নাম আছে। বহুবাজার [illegible] আরম্ভ করিয়া যে রাস্তা বরাবর দক্ষিণমুখে "হেদোলা পুকুরের" [illegible] পার্ক ষ্ট্রীট মিলিয়াছে, তাহার নাম "ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীট"। এই রাস্তার মধ্যস্থলে "[illegible]" নামে একটি [illegible] আছে, ইহার দেশীয় নাম "মাদ্রাসা শিক্ষা"। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ডক্ সাহেব [illegible] সহিত মিলিয়া এই শিক্ষা স্থাপন করেন। এই [illegible] উত্তরে "কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ," এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ওয়ারেণ হেষ্টিংস্। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে আরবী ও পারস্য ভাষায় সাহিত্য বিজ্ঞান ও মুসলমান আইন শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইহার বর্তমান বাটী নির্মিত হয়। ইহার সম্মুখে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার দেশীয় নাম "মাদ্রাসা পোলপুকুর"। হেদোলা পুকুর ছাড়াইয়া আরও কিছু দক্ষিণে গেলে আর একটি পুষ্করিণী আছে তাহার দেশী নাম "বামুন (ব্রাহ্মণ) [illegible] (বসাক) দীঘী"।

[illegible] এবং ওয়েলিংটনের নামেও একটি ষ্ট্রীট ও স্কোয়ার আছে। ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীটের উত্তরে বহুবাজারের [illegible] আছিল এই [illegible] যথায় পুষ্করিণীর [illegible] চৌরাস্তার নামই "ওয়েলিংটন স্কোয়ার"। [illegible] উত্তরমুখে [illegible] বহুবাজারের চৌরাস্তার [illegible] যে রাস্তা তাহার নাম [illegible] ষ্ট্রীট, এই রাস্তার [illegible] [illegible] একটি রাস্তা আছে। কলিকাতার প্রথম [illegible] নির্মিত হয়।

বহুবাজার—বহুবাজার ষ্ট্রীট নামে একটি [illegible] বাজার চৌরাস্তা হইতে পূর্ব [illegible] শিয়ালদহ ষ্টেশন [illegible] ও পাঞ্চাবে অপার [illegible] রাস্তা [illegible]। এই রাস্তাটি প্রাচীন [illegible] রাস্তা। বহুবাজার [illegible]। বহুবাজার ষ্ট্রীটের পূর্বাংশে একটি স্থানের নাম [illegible] এই স্থানে পূর্বে একটি [illegible] ছিল। এখন যে বৃহৎ বাজার [illegible] "[illegible] বাজার" বা "বৈঠকখানার বাজার" বলে, পূর্বে সেইখানে [illegible] ছিল। এই স্থানে [illegible] "[illegible]" ঠাকুর বাটী "[illegible]" নামক [illegible] একটী মেলা হয়। সেই মেলায় প্রায় সহস্রাধিক লোক সমবেত হয়। নবদ্বীপাদি দূরস্থান হইতেও বৈষ্ণবগণ এখানে আসিয়া থাকেন।

এই বহুবাজারে জল যোগাইবার কল আছে। এখনকার প্রধান কার্যালয় হইতেই চোঙের মধ্য দিয়া কলিকাতায় সর্বত্র জল যোগান হইয়া থাকে।

বহুবাজার ছাড়াইয়া উত্তরে পটলডাঙ্গা ও কলেজ ষ্ট্রীট। এখানে কয়েকটী বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত কলেজ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, হিন্দু কলেজ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, এবং ডাক্তারি শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ উঠিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে সম্মিলিত হয়।

কলেজ ষ্ট্রীটের উত্তরে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ও ঠনঠনিয়া। এই ঠনঠনিয়া কর্ণওয়ালিস্ ও চোরবাগানের মোড়ে একটি প্রাচীন কালী ও শিবমন্দির আছে। শঙ্কর ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ এইরূপ, একদিন রজনীযোগে কালীদেবী শঙ্কর ঘোষকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করেন, 'শঙ্কর! তোর বাটীর পার্শ্বে আমার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দে, তোর মঙ্গল হইবে।' শঙ্কর ঘোষ দেবীর আদেশে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবীকে এবং তাঁহার পার্শ্বের মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিলেন। এখনও শিব মন্দিরের পাষাণের উপর খোদিত আছে—

"শঙ্করের হৃদয় মধ্যে কালী বিরাজে।"

কলিকাতার এ অঞ্চল সম্বন্ধে আরও অনেক কথা লেখা যাইত, কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে এখানেই উপসংহার করিতে হইল। এখন কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চল লইয়া দুই এক কথা বলিব।

আদিগঙ্গা যেখানে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশিয়াছে সেই স্থানের উপর একটি সেতু আছে, মার্কুইস অব হেষ্টিংসের শাসনকালে সাধারণ চাঁদায় নির্ম্মিত হয়। হেষ্টিংসের স্মরণে সেতুটি প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম "হেষ্টিংস্ ব্রিজ" রাখা হয়। খিদিরপুর হইতে উক্ত সেতু পার হইলে কুলি বাজারে পড়িতে হয়। এখানে গবর্ণমেন্টের কমিসেরিয়েট দপ্তর সকল আছে। এই স্থানে সমস্ত [illegible] প্রেরিত হয়। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে শনিবার দিবস সুপ্রীমকোর্টের বিচারে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হয়। [নন্দকুমার দেখ।]

বর্ত্তমান আলীপুর হইতে সেতু হইতে কিছু দূরে দুইটি বৃক্ষ ছিল, তাহারই তলে ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এবং স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়।

এখন আলীপুরে যে সৈনিকদিগের হাঁসপাতাল আছে, তাহাকে পূর্ব্বে সদর দেওয়ানী বা আপীল আদালত বলিত, ঐ আদালত বর্ত্তমান বড় আদালতের সহিত মিলিত হইলে ঐ বাটীতে সৈনিক হাঁসপাতাল Military Hospital হইল। এই বাটীর পূর্ব্বদিকে নগরাভিমুখে পাগলাগারদ ও সাধারণ চিকিৎসালয় General Hospital), শেষোক্ত বাটী পূর্ব্বে একজন ধনীর বাগান ছিল, তৎপরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট ক্রয় করিয়া সাধারণ চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

চৌরঙ্গী—উক্ত চিকিৎসালয় হইতে কিছু পূর্ব্বদিকে আসিলে চৌরঙ্গী নামক রাস্তা। এই রাস্তা চিৎপুর হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্বে যাত্রীগণ চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী দর্শন করিয়া এই রাস্তা দিয়া কালীঘাটে যাইত। এই রাস্তার পশ্চিমে গড়ের মাঠ এবং পূর্ব্বে সম্রান্ত ইংরাজদিগের বসতি স্থান। পূর্ব্বকালে এইস্থান ও ময়দান নিবিড় বন জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। তখন এখানেও বহু বরাহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু বাস করিত, সেই বন মধ্যে দুর্দ্দান্ত ডাকাত দলের আড্ডা ছিল। অস্ত্রশস্ত্র না লইয়া কেহই এ পথে চলিতে পারিত না। কেহ কেহ বলেন তৎকালে এখানে গোরক্ষনাথের শিষ্য চৌরঙ্গী নামধারী এক যোগী বাস করিতেন, তাহা হইতে এইস্থান "চৌরঙ্গী" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আবার কেহ বলেন, "প্রাচীন গোবিন্দপুরের পূর্ব্বাংশে জঙ্গলগিরি নামক একজন চৌরঙ্গী যোগী কালী দেবীর কোন পবিত্র চিহ্নের সেবা করিতেন। ঐ চিহ্ন দেবীর কনিষ্ঠাঙ্গুল। অবশেষে গোবিন্দপুরে বর্ত্তমান কেল্লা নির্ম্মাণ করিবার সময় ঐ পবিত্র চিহ্ন বর্ত্তমান কালীঘাট নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। উক্ত মহাপুরুষ চৌরঙ্গী হইতে বর্ত্তমান চৌরঙ্গী নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে। শেষোক্ত মতটি যুক্তিসহ ও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না। চৌরঙ্গী যোগীদিগের অনেক পূর্ব্বে কালীঘাট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। [কালীঘাট দেখ।] বিশেষতঃ জঙ্গলগিরির নাম ছাড়া চৌরঙ্গীর উল্লেখ এবং এখানে তাঁহার নিবাস সম্বন্ধে কোন প্রমাণ অথবা জনপ্রবাদ প্রচলিত নাই। সুতরাং জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী হইতে চৌরঙ্গী নামের উৎপত্তি অপেক্ষা [illegible] নির্দ্দেশ করাই উচিত। আরও চৌরঙ্গী যোগীগণ যে এ অঞ্চলে কোন সময় বাস করিয়াছিলেন কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। [চৌরঙ্গী দেখ।]

চৌরঙ্গী এই স্থানের নামটি অধিককাল প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরজাফরের পুত্র মীরণের সহিত সন্ধিপত্রসহ [illegible] 'চৌরঙ্গী' একটি গ্রাম বলিয়া সর্ব্বপ্রথম বর্ণিত হইয়াছে। তৎকালে এই স্থান [illegible] পরগণা কলিকাতার অন্তর্গত এবং [illegible] পরগণা [illegible] অন্তর্গত ছিল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার বনজঙ্গল পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয়। এখন চৌরঙ্গীতে যে সকল সৌধমালা দেখা যায় তৎসমস্তই আধুনিক। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ৮ খানি মাত্র বাটী ছিল [illegible]

* এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি জেল [illegible]

জানা যায়। তৎকালে এখানে (বর্ত্তমান মিডল্টন রো নামক গলির কোণে ট্যা হাউস্ নামক বাটীতে) সার ইলাইজা ইম্পে বাস করিতেন। তাঁহার বাটীর নিকট পুষ্করিণী বা ঝিল ছিল ঐ ঝিল বুজাইবার সময়ে এখানে সাংঘাতিক ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তজ্জন্য বর্ত্তমান মিডল্টন্ রো নামক রাস্তা কিছুদিন কলেরা ষ্ট্রীট্ বা ওলাউঠার রাস্তা বলিয়া খ্যাত ছিল। এই সমস্ত স্থান ইম্পের উদ্যান মধ্যে ছিল।

পার্ক ষ্ট্রীট্— (দেশীয়েরা যাদায়তলা বলিয়া থাকে)। এই রাস্তা হইয়া ইম্পের বাগানে যাওয়া হইত বলিয়া পার্ক ষ্ট্রীট নাম রাখা হয়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এই পথ সমাধি ভূমির রাস্তা (Burial Ground Road) নামে অভিহিত ছিল। কারণ সেই সময়ে এই পথ দিয়া শবদেহ লইয়া গোর দিতে যাইত। তৎকালে এখানে কেহ বড় একটা বাস করিতে চাহিত না। এখনকার সাহেবেরাও এখানে ভূতের ভয় করিত।

এই রাস্তার নিকটে উড ষ্ট্রীট্ ও থিয়েটার রোড এই দুই রাস্তার সংযোগস্থলে পূর্ব্বে চন্দ্রপাল ছিল [illegible] [illegible] সাহেব বাস করিতেন [illegible] পৌত্তলিকধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল তৎকালে সকলে তাঁহাকে 'হিন্দু ষ্টুয়ার্ট' বলিত।

সেণ্টপল্স গির্জ্জা চৌরঙ্গীর দক্ষিণপ্রান্তে ময়দানের উপর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। দেশীয়েরা [illegible] গির্জ্জা বলিয়া থাকে। এই গির্জ্জার সম্মুখে রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে লর্ড বিশপের বাটী আছে।

এসিয়াটিক সোসাইটী—এই প্রত্নতত্ত্ববিদের সভা গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে পার্ক ষ্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর উপর অবস্থিত। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে এই বাটী নির্ম্মিত হয়।

এসিয়াটিক সোসাইটীর দুইটি বাটী পরে চৌরঙ্গী রাস্তার উপর প্রসিদ্ধ মিউজিয়ম্ বা যাদুঘর। এই বাটী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

ধর্ম্মতলা—চৌরঙ্গীর উত্তর সীমা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে এই রাস্তাকে এভিনিউ (Avenue) বলিত। তখন এই রাস্তা দিয়া গোবিন্দপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যাওয়া যাইত। পূর্ব্বে এখানে গাছের তলায় মহা সমারোহে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হইত। এই পূজা নীচ লোকেরাই করিত সেই ধর্ম্মঠাকুরের নাম হইতে 'ধর্ম্মতলা' নাম হইয়াছে আবার কাহারও মতে এখন যেখানে কুক সাহেবের আড্ডা, সেইখানে একটি বড় মস্‌জিদ্ ছিল, তাহা হইতে এই ধর্ম্মতলা নাম হইয়াছে। ধর্ম্মতলার বাজার ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহাকে পূর্ব্বে সেকণীয়দের বাজার বলিত ধর্ম্মতলার রাস্তার কোণে মুসলমানদিগের একটি বৃহৎ মস্‌জিদ্ আছে এই মস্‌জিদের কারুকার্য্য অতি চমৎকার। ৮৩ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের পুত্র শাহজাদা গোলাম মহম্মদের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মতলা বাজারের দক্ষিণে নিউ ম্যুনিসিপাল অফিসের পার্শ্বেই মিউনিসিপাল মার্কেট বা হগ্‌সাহেবের বাজার। এমন সুন্দর বাজার আর কোথাও দেখা যায় না।

কলিকাতা নামের উৎপত্তি। কলিকাতা নামটি কি করিয়া হইল এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন তন্মধ্যে দুই একটি কথা আমরা উত্থাপন করিব

১ প্রবাদ আছে, যখন সর্ব্বপ্রথম একজন ইংরাজ এখানে আসিয়া আর কাহাকেও না দেখিয়া একজন চাষীকে এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করেন সে ইংরাজী কথা বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল সাহেব বুঝি তাহার ধান কবে কাটা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই ভাবিয়া সে উত্তর করিল কাল কাটা অর্থাৎ গতকল্য এই ধান কাটা হইয়াছে। সাহেব মনে করিল এই স্থানের নাম তবে বুঝি কালকাটা

২। পল সাহেব বলেন কলিকাতার নিম্নভূমিতে মাছ খাওয়ার জন্য খাল কাটা হইতে হয়ত এ নাম হইয়াছে [illegible] করে

৩। কোন কোন বিচক্ষণ ইংরাজের মতে কলিচুণ হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি

৪ কাহারও মতে কালীঘাট হইতে কলিকাতা নাম হইয়াছে

উপরে যে কয়টি কথা লিখিলাম আমাদের বিবেচনায় কোনটি যুক্তিযুক্ত অথবা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

প্রথমতঃ ইংরাজ আগমন এবং মহারাষ্ট্র খাত খননের পূর্ব্বে কালিকাতা নাম ছিল। তাহা আমরা আবুল ফজলের আইন ই আকবরী গ্রন্থে দেখিতে পাই। সুতরাং কাল কাটা অথবা খাল কাটা হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইতে পারে না।

কলিচুণ হইতে কলিকাতার নাম হওয়া নিতান্ত উৰ্ব্বর মস্তিষ্কের কথা, এরূপ প্রলাপ বাক্যে কর্ণপাত করা যাইতে পারে না।

কালীঘাট হইতেও কলিকাতা নাম হয় নাই। কারণ হাজের সানাধানের প্রাচীন ও আধুনিক অনেক স্থলাদির নাম মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়

২৫২ III

যে কলী স্থানে 'কলি' এবং ঘাট বা ঘাটা স্থানে 'কাতা' এরূপ নামের অপভ্রংশ বা নাম পরিবর্তন কখন ঘটে নাই, বিশেষতঃ কালীঘাটস্থানে কলিকাতা হওয়া শব্দশাস্ত্রের নিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। এমন কি ভারতের যে কোন স্থানের নামের আদ্যে কালী আছে, তাহা ভারতবাসীর নিকট কেন, সুদূরবর্ত্তী যবনগণ দ্বারাও বিকৃতনামে উচ্চারিত হয় নাই। সুতরাং কালীঘাট নাম হইতে কলিকাতা নাম হইয়াছে এই অলৌকিক সিদ্ধান্ত এককালে পরিত্যাগ করাই উচিত। [কালীঘাট দেখ।]

কলিকাতাকে মেছুয়েরা 'কোল্‌কাতা' এবং উত্তর পশ্চিমের লোকেরা 'কলকত্তা' বা 'কলকাত্তা' নামে উচ্চারণ করেন এবং বঙ্গবাসীরা লিখিবার সময় 'কলিকাতা' লেখেন বটে কিন্তু উচ্চারণ করেন 'কোলিকাতা।' আমাদের কোন মিত্র বন্ধু 'কোল কা হাতা' বা 'কোলি কা হাতা' হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি স্বীকার করেন। তিনি অনুমান করেন প্রাচীনকালে কোল অথবা কোলি জাতি এখানকার নদীতীরে বাস করিত সম্ভবতঃ তাহাদের বাস থাকায় এখানকার কোলকাতা বা কোলিকাতা নাম হইয়াছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত পালি ও দ্রাবিড়ভাষায় কোল শব্দের একটি অর্থ শূকর দৃষ্ট হয়। যখন কলিকাতা বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, সেকালে বর্ত্তমান সুন্দরবনের ন্যায় এখানেও যে বিস্তর শূকরের বাস ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুমান করা যায় সেই সময় হইতে এখানকার নাম 'কোলকাতা' হইয়াছে। অকবরের সময়ে (বোধ হয় তাঁহারও পূর্ব্ব হইতে) কলিকাতা-মহলের পার্শ্ববর্ত্তী নীচজাতিরা ঐ শূকর ধরিয়া ব্যবসা করিত। বরাহনগর* এ ব্যবসার প্রধানস্থল। ওলন্দাজ ও ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস পাঠে এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক শূকর অথবা কোলজাতির নাম হইতেই যে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ বলিতে পারা যায় না। তবে কলিকাতা নাম কিসে হইল? তাহাই এখন বিবেচ্য।

যদিও এখনকার বঙ্গবাসীগণ কলিকাতা এবং পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা 'কলকত্তা' বলিয়া থাকেন কিন্তু অকবরের সময়ে এবং ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে এই স্থানকে প্রকৃতই কলিকাতা অথবা কলকত্তা বলিত কি না তৎসম্বন্ধেই এখন ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে লিখিয়াছি বটে, আইন ই অকবরীতে 'মহাল কলকত্তা' এবং কবিকঙ্কণের মুদ্রিত চণ্ডীগ্রন্থে কলিকাতা নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখন আবার বিশেষ মনোযোগে দেখিতেছি। প্রথমতঃ এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে আইন ই অকবরী নামক পারস্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ পুস্তকে সরকার সাতগাঁর মধ্যে যেখানে 'মহাল কলকত্তার' উল্লেখ আছে তাহারই নিম্নে কলতা কলনা, অথবা এইরূপ পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রিত পুস্তকে পাঠান্তর ও কবিকঙ্কণ রচিত চণ্ডীমঙ্গলের যে কয়েকখানি প্রাচীন পুথি দেখিলাম তন্মধ্যে কলিকাতা নামের উল্লেখ নাই। এতদ্ব্যতীত অকবরের সমসাময়িক কবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডীগ্রন্থে ধনপতি ও শ্রীমন্তের সমুদ্রযাত্রা বর্ণনকালে বরাহনগর, চিত্রপুর, কালীঘাট প্রভৃতি সকল স্থানের উল্লেখ থাকিলেও ঐ গ্রন্থে কলিকাতা নামের কোন উল্লেখ নাই। এমন কি, এ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্র অনুসন্ধান দ্বারা যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে ১৬ই আগষ্ট ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে কলকত্তা (Calcutta) নামের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ঐ সময়ের পূর্ব্বে কলকত্তা বা কলিকাতা এই নাম প্রচলিত ছিল কিনা, তৎপক্ষেই ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। কারণ, ওলন্দাজ ভ্যালেণ্টাইনের মানচিত্রে প্রাচীন কলিকাতা গ্রামের উত্তর পার্শ্বে চিৎপুট (বা সুতানুটি) ও গোবনপুর (বা গোবিন্দ পুর) উক্ত দুইটি স্থানের উল্লেখ থাকিলেও কলিকাতার নাম পাওয়া যায় না। তাহাতে কলিকাতা নামোল্লেখ নাই সত্য কিন্তু একস্থানে ভ্যালেণ্টাইন কলকতা (Calcutta) নামক একটি গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণেল ইউল সাহেব এই স্থানটি 'খোল খালি' বলিয়া অনুমান করেন। কোম্পানীর সময়কার একখানি অতি প্রাচীন সমুদ্রযাত্রীর মানচিত্রে 'কলকতা' স্থানে কলকত্তা (Calcutta) লিখিত দেখা যায়। আবার টমাস্ কিচেন নামক একজন ভৌগোলিক কলকত্তা (Calcutta) স্থানে কলকলা (Calcula) নাম ব্যবহার করিয়াছেন। যদিও ইউল কলকলার নাম 'খোল খালি' বলিয়া অনুমান করিয়াছেন কিন্তু আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে এক সময়ে এই কলি

* বরাহনগর নামটি আধুনিক নহে। প্রাচীন ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের পুস্তকে এবং অকবর বাদশাহের সমসাময়িক কবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডীগ্রন্থে বরাহনগরের উল্লেখ আছে। কবি মাধবাচার্য্যের বচন উদ্ধৃত করিলাম।—

"কিরাইতল বাহি যায় সাধু ধনপতি।
বরাহনগরে গিয়া হইল উপনীতি॥
চিত্রপুর বাহি সাধু যায়ে সাবধানে।
তাহার ডাহিনে ডিঙ্গা গেল কুচিনানে॥"

ক [illegible] কেহ [illegible] কলকতা নামক স্থান বলিয়াও মনে করেন। বাস্তবিক ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যখন কোন কাগজ [illegible] কলিকাতার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না এবং ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে [illegible] যখন সুতানুটি ও [illegible] উল্লেখ থাকিলেও কলিকাতার নাম পাওয়া [illegible], তখন একরূপ কলকতা নাম পাওয়া যাই [illegible] তখন অনুমান করা যায়, এই কলিকাতার একটি প্রাচীন নাম কলকতা ছিল।

রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহার শেষাবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে [illegible] স্থান [illegible] রচনা করেন তিনি আপন [illegible]। সম্প্রতি কলিকাতা স্থানে কলাকতা নাম লিখিয়াছেন। একরূপ বোধ হইতেছে যে রাজা রাধাকান্ত [illegible] একটি প্রাচীন নাম কিল [illegible] অবশ্যই জানিতেন। রাজা শব্দাপাদিত্যোর [illegible] 'দিগ্বিজয়প্রকাশে' 'কিলকিলা [illegible] নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা বাঁচপূর্ব্ব [illegible] বর্ণিত হইয়াছে এই কিলকিলা ভূমিই যে [illegible] কলকতা [illegible] সন্দেহ নাই। [illegible] কৌলোলিক কর্তৃক [illegible] হইয়াছে তাহা অসম্ভব নহে। ঐ [illegible] একস্থানে কলকলা [illegible] কিলকিলা ভূমির অন্তর্গত কিল [illegible] যথা—

"[illegible] বাসরে।
[illegible] ॥"

[illegible] ১৬৭ শ্লো.

[illegible] কলিকাতা গ্রাম বলিয়া মনে হয়। [illegible] কলিকাতার অতি প্রাচীন নাম। এই [illegible] ক্রমে কলকতা, কলকত্তা, কলিকাতা [illegible] হইয়াছে। [illegible] পারস্যভাষায় [illegible] কলকতা [illegible] না দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ [illegible] নামে উচ্চারিত [illegible] পারস্যভাষায় লিখিত [illegible] লক্ষিত হইতেছে [illegible] একটী সাধারণ [illegible]

) ///

সুতরাং কিলকিলা শব্দ ভাষান্তরে লিখিত হইয়া কলকলা 'কলকত্তা', কলকতা, ও পরিশেষে কলিকাতা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

গোবিন্দপুর নামের উৎপত্তি। কলিকাতার [illegible] কালেক্টর হলওয়েল সাহেবের মতে [illegible] মিত্রের নামানুসারে গোবিন্দপুর হইয়াছে আবার [illegible] শেঠ বসাকেরা বলিয়া থাকেন পূর্ব্বে এই স্থানে তাঁহাদের ইষ্টদেব [illegible] মন্দির ছিল তাহা হইতে এই স্থানের নাম গোবিন্দপুর হইয়াছে। এই দুইটি মতই [illegible] সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। প্রথমতঃ [illegible] মিত্রের অনেক পূর্ব্ব হইতে গোবিন্দপুর নাম পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ যদি গোবিন্দজীর নাম হইতে গোবিন্দপুর নাম হইত তাহা হইলে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে গোবিন্দপুরের উল্লেখ আছে, তাহাতে গোবিন্দজীর নামও থাকা সম্ভবপর। যাহা হউক [illegible] বিরচিত 'দিগ্বিজয়প্রকাশ' নামক গ্রন্থে গোবিন্দপুরের নামকরণ সম্বন্ধে আমরা এইরূপ বিবরণ পাইয়াছি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"[illegible] চক্রকুলো [illegible]
[illegible] ১৪৯
গোবিন্দ [illegible]
[illegible] ৫১
গোবিন্দ [illegible]
[illegible] ॥ ১০৫৪
[illegible]
[illegible] ১০৫৫
পুর [illegible]
[illegible] ॥ ১০৫৬
[illegible]
[illegible] ॥ ১০৫৭
[illegible]
[illegible] ॥ ১০৫৮
[illegible]
[illegible] ॥ ১০৫৯
[illegible]
[illegible] ॥ ১০৬০
[illegible]
[illegible] ॥ ১০৬১
[illegible]
[illegible] গোবিন্দপুরে [illegible] মহান্ ॥ ১০৬২

ভাগীরথী পূর্ব্বতটে পুরীবর্দ্ধনাংশকে।

বাঙ্গালা ৮ বিভাগ নাম্না চক্রান্ত বাসতেজবে॥ ১০৮৩

"হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে চক্রদ্বীপের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভাগ্য পুরাণাদে কালীনদীর সন্নিকটে চারি সহস্র কল্যাব্দে গোবিন্দশরণ নামক একজন রাজা গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা উদ্দেশে আগমন করেন। যখন তিনি তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আসেন, সেই সময়ে কালীদেবী নৌকামধ্যে তাঁহাকে এইরূপ স্বপ্নাদেশ করেন, রাজন্! তুমি সত্বর আমার অবস্থানপুরীতে আগমন কর। আমার নিকটবর্ত্তী বনময়(?) ভূমিতে তৃণ জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া একটি মহাগ্রাম সংস্থাপন কর। আমার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে তোমার অমঙ্গল হইবে।' রাজা দেবীর আদেশ অবগত হইয়া পাটলিগ্রাম (?) হইতে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া সুরধনীতটে বসতি করিলেন। গোবিন্দশরণ স্বপ্নকালে দেবীর পৃষ্ঠদেশে যে একখানি স্বর্ণময় বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন পরে দেবীর আদেশে ঐ স্থান খনন করিয়া প্রকৃত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ অর্থ সাহায্যে অলঙ্কৃত হইয়া গোবিন্দশরণ চতুর্দ্দিক বাস দেবীর পূজা করেন ধন, ধান্য, ধর্ম্ম ও কলের বৃদ্ধি হইয়াছিল কালক্রমে ঐ স্থানের বহু লোক বসতি করেন এইরূপ অভিপ্রায় গোবিন্দশরণ পুরীর শ্রী ... নামের বাসের নিমিত্ত ... বাক্যবাণ করিয়াছিলেন।"

কবিরামের উক্ত বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, রাজা গোবিন্দশরণের নামানুসারে এই স্থানের নাম 'গোবিন্দপুর' হইয়াছে।*

সুতানুটি সম্বন্ধে দুই একটি কথা।—ইতিপূর্ব্বে সুতানুটি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এখানে ইংরাজ আগমনের পূর্ব্ব হইতে তন্তুবায়ের সূতার নুটি (বা লুটি) প্রস্তুত করিয়া (বর্ত্তমান বটতলার নিকট) তখনকার সুতানুটির হাটে বিক্রয় করিত, ঐ হাটকে সুতানুটির হাট বলিত। এই হাটের সম্মুখে একটি ঘাট ছিল, তাহাই সুতানুটির ঘাট। এইখানে ইংরাজবণিকেরা নামিয়া তন্তুবায়দিগের নিকট হইতে সূতা বা সূতানুটি ক্রয় করিত। সেই হাটের পার্শ্বে একটী বিস্তীর্ণ বাজার বসিত। বোধ হয় য়ুরোপীয় বণিকেরা সুতানুটি-হাটের নামানুসারে ইহার নিকটবর্ত্তী সমুদায় স্থানের সুতানুটি নাম প্রদান করেন। কারণ ইংরাজ অথবা অপরাপর য়ুরোপীয়গণের আগমনের পূর্ব্বেকার কোন দেশীয় চিঠায় সুতানুটি নাম পাওয়া যায় না। ইংরাজদিগের অধিকার কাল হইতে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দখলে ছিল, তৎপরে ঐ বৎসরে ১৬ই জানুয়ারী ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাবের তৎকালীন দেওয়ান মহারাজ নবকৃষ্ণকে সুতানুটি প্রদান করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবকৃষ্ণকে যে সনন্দ পত্র দেন তাহাতে এ কয়টী স্থানের উল্লেখ আছে—

১ মহল সুতানুটি (২০১৭ বিঘা)। ২ হাট সুতানুটি। ৩ বাজার সুতানুটি। ৪ সুবা বাজার। ৫ চোর বাজার। ৬ বাগবাজার (১০০ বিঘা)। ৭ হোগলকুড়িয়া (২৯৭) বিঘা। ঐ কয়টি স্থানের জন্য নবকৃষ্ণকে ... ১২০১৭৮/১০ খাজনা দিতে হইত। এক্ষণে ... শোভাবাজারের রাজবংশীয়গণ ঐ সকল স্থানের তালুকদারী স্বত্ব ভোগ করিতেছেন।

বিদ্যালয়। কলিকাতায় ৯টি গবর্ণমেণ্টের কলেজ, ৫টী মিসনরী কলেজ এবং দেশীয়লোকের যত্নে স্থাপিত ৩টি কলেজ আছে। উক্ত কলেজ ছাড়া মেডিকেল কলেজ ও ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল, শিক্ষকের জন্য নর্ম্মাল স্কুল, শিল্প বিদ্যালয় (Government School of Art) এ ছাড়া ৩টি অপর বিদ্যালয় আছে। ইহার মধ্যে ১৪৯টি বিদ্যালয় বালকদিগের জন্য এবং ১৪২টি বালিকাদিগের জন্য। উহার মধ্যে আবার বালকদের জন্য ৮২টি ইংরাজী, এবং ৭২টি বাঙ্গলা বিদ্যালয়, বালিকাদিগের জন্য ১২০টি বাঙ্গালা বিদ্যালয় এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষকতা শিক্ষা দিবার জন্য ৩টী নর্ম্মাল বিদ্যালয় আছে।

চিকিৎসালয়।—কলিকাতায় প্রধান ৬টী হাঁসপাতাল আছে—মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতাল, মেয়োহাঁসপাতাল, ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল, স্থানীয় পুলিশ হাঁসপাতাল এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্য ইডেন হাঁসপাতাল।

ধর্ম্মসমাজ—কলিকাতায় নানাজাতির বাস থাকায় অনেকগুলি ধর্ম্মসমাজ আছে। তন্মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মসমাজগুলি ইতিপূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন এই কলিকাতার মধ্যে ৫৩টী মসজিদ এবং ৩টী ব্রাহ্মসমাজ আছে।

* অনেকপুরী—যে ভূমি কর্ষিত হয় নাই।

* কলিকাতা গোবিন্দপুর ও সুতানুটি ইহাদিগের প্রাচীন ভৌগোলিক সামাজিক, রাজনৈতিক বাণিজ্যঘটিত অনেক কথা জানিবার যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বনের বিশেষ চেষ্টা কর্ত্তব্য। সমস্তেতে, কলিকাতা ৭।২০ নং কালেক্টারীতে মাদ্রাজের পুরাতন সেরেস্তায়, কিন্তু ভেন ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়মে যে অনেক পুরাতন কাগজ আছে তাহা অনুসন্ধান করিলে অনেক ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশিত হইতে পারে।

জল।—অপর স্থানের ন্যায় এখানে পুষ্করিণীর জল কাহাকেও খাইতে হয় না। মিউনিসিপালিটির যত্নে এখানে কলের জল সর্ব্বত্র আবৃত হইয়া থাকে। এই জল পলতা নামক স্থান হইতে আনীত হয় এবং জলের কলের আপিসে শোধিত হইয়া নলদ্বারা কলিকাতার চারিদিকে সঞ্চালিত হয়। এখন প্রায় কলিকাতার সকল বাটীতেই অন্ততঃ একটী করিয়া কলের কল আছে এবং সাধারণের সুবিধা জন্য প্রতিরাস্তার মোড়ে একটী করিয়া বড় কলের কল ও মধ্যে মধ্যে স্নানাগার নির্ম্মিত হইয়াছে।

এখানকার অনেক হিন্দুধিবাসী কলের জল অপবিত্র ভাবিয়া পান করেন না, তাঁহারা ভাগীরথীর জল আনাইয়া ব্যবহার করেন।

গ্যাস]—সন্ধ্যার পরই কলিকাতার বড় রাস্তা হইতে সামান্য গলিঘুঁজি সর্ব্বত্রই গ্যাসালোকে আলোকিত হয়; এজন্য দিনের মত রাত্রিকালে পথে চলিতে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় না।

ড্রেন।—কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার সকল রাস্তার পার্শ্বেই নর্দ্দমা দেখা যাইত, কিন্তু এখন আর নাই। এখন সকল রাস্তার মৃত্তিকার ভিতর দিয়া ড্রেন গিয়াছে, সকল বাটীর এবং সকল রাস্তার ময়লা ঐ ড্রেনের ভিতর দিয়া ধাপার বিলে গিয়া পড়ে, এজন্য কলিকাতাবাসীকে আর নর্দ্দমার ময়লার দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হয় না।

পুলিস।—কলিকাতার পুলিস কমিসনরের অধীন। কমিসনরের একজন সহকারী আছেন। তাঁহাদের নীচে ৪ জন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ২১১ জন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী, ১৯২৭ জন কনষ্টেবল্ এবং ৩ জন অশ্বারোহী কনেষ্টবল্। এ ছাড়া বিস্তর পাহারাওয়ালা আছে। প্রতিবর্ষে পুলিসের খরচ ৪২৩৮১০৲।

উপরোক্ত জল, গ্যাস ড্রেন ও পুলিসের জন্য (গবর্ণমেণ্টের ব্যতীত) কলিকাতাবাসিগণ মিউনিসিপালিটিকে স্বতন্ত্র কর দিতে বাধ্য।

কলিকাতা বন্দর—ভাগীরথীর ধারে ৫ ক্রোশ বিস্তৃত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে পোর্ট কমিসনরগণের তত্ত্বাবধানে আছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথীর উপর কলিকাতা হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত এক সেতু আরম্ভ হয় এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ঐ সেতু সম্পূর্ণ নির্ম্মিত হয়। উক্ত সেতু প্রস্তুত করিতে ২২০০০০০৲ খরচ হয়, সেই সময় হইতে উক্ত পোর্ট কমিসনরগণ ঐ সেতুর তত্ত্বাবধান করায় তাঁহারা 'ব্রিজ কমিসনর' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। পোর্ট কমিসনরগণের প্রধান কার্য্য ভাগীরথীর তীরে জাহাজ, নৌকা এবং তাহার মাল রাখিবার জন্য জেটী ও জমির প্রস্তুত রাখা, নদীর উপর আলো রাখা, যাহাতে জাহাজ নৌকাদিতে কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ সতর্ক থাকা। [মাণ্ডল, পোর্টক্যানিং দেখ।]

বাণিজ্য।—কলিকাতায় যেমন নানাদেশীয় লোকের বাস, সেইরূপ নানাদেশের সহিত ইহার বাণিজ্য। এখানে প্রতিবর্ষে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে। [বাণিজ্য শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

লোকসংখ্যা।—১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির এলাকাধীন স্থানের লোকসংখ্যা মোট ৬৮১৫৫৪৯। তন্মধ্যে সাবেক মিউনিসিপালিটির অধীনস্থ স্থানে পুরুষ ৪,৮৭,০৩৪, স্ত্রীলোক ১,৪১,৯৫৯। সংযুক্ত স্থানে পুরুষ ১,২৮,০৯৭, স্ত্রীলোক ৮৫,০০১। কেল্লায় পুরুষ ৭১১৮ স্ত্রী ৩৪৯। বন্দরে পুরুষ ২৩,৫১৫, স্ত্রী ৭৩। খালে পুরুষ ২,০১২, স্ত্রী ১০

গত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের লোক গণনায়, কলিকাতা নগর, বন্দর ও সহরতলীর লোকসংখ্যা ৭৬৬২৯৮, এরূপে শতকরা ৬২ জন হিন্দু ৩২২ জন মুসলমান এবং ৪৪ জন খৃষ্টান। এবং মোট ব্রাহ্ম ৪৮৮, বৌদ্ধ ১১০৫ জৈন ১৪৭, য়িহুদী ৬৮৬, পার্শী ১৪৫, শিখ ২৮০৪ এবং অপরাপর মোট ৭৭২।

হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ৫২২৪১, কায়স্থ ৪৯৩৫১, কৈবর্ত্ত ৩৪,৫৮৩; চামার ২১৫০১, সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকার ১৭,৫৩৫, তন্তুবায় ১৪৪৫৮, বৈষ্ণব ১৫,৭৮৫, বণিক ১৩,৪০৭, গোয়ালা ১২,৪৭৪, সদ্গোপ ১১,৫৪৩; কাহার ১১০৪১, তেলি ১০৭৬৯, মেথর ১০৬৩৬।

রাজা নবকৃষ্ণের সময় কেবল সুতানুটির ৪১১৫ ঘর লোকের বাস ছিল, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ৬৪৮ ঘর, কায়স্থ ৪৭২ ঘর তাঁতি ২৪৬ ঘর, মুসলমান ২১৬ ঘর, তেলি ৮৫ ঘর, কলু ৪৬ ঘর, চাসাধোবা ৭৬ ঘর, এ ছাড়া অপরাপর জাতি বাস করিত বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপালিটির শাসনবিবরণী অনুসারে কলিকাতায় ২৫৯৪৯ পাকা এবং ৪৭,২৭৭ কাঁচা বাড়ী আছে।

কলিকাপূর্ব্ব (স্ত্রী) কলিকয়া অংশেন অঙ্গঃ অপূর্ব্বং। চরমা পূর্ব্বের জনক অপূর্ব্ব। যেমন, দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগের অঙ্গ আগ্নেয়াদিযাগ জন্য অপূর্ব্ব। ("অঙ্গ প্রধানান্তরঃ বহুকর্ম্মসাধ্য সর্ব্বাঙ্গ কলকলকাপূর্ব্বোৎপত্তৌ স্বতং প্রত্যেক কর্ম্মজন্য দৃষ্টম্ ৪" স্মৃতি)

কলিকার (পুং) কলিং কলহং করোতি, কলি-কৃ অণ্। ১ ধূম্যাট পক্ষী, ফিঙে। ২ পীত মস্তক পক্ষী। ৩ (কলিং কণ্টকৈর্ব্বিচ্ছেদং করোতি) পূতিকরঞ্জ।)

(কলিকারস্তু ধূম্যাটে করঞ্জে পীতমস্তকে। মেদিনী।)

কলিকারক (পুং) কলিং যুদ্ধকণ্টকমিদং করোতি, কলি কৃ-ণিচ্ ণ্বুল্। ১ পূতিকরঞ্জ, কাটাকরঞ্জ। ২ (কলিং কলহং কারয়তি) নারদ ঋষি। (নারদস্ত দেবব্রতা পিশুনঃ কলিকারকঃ। হেম ২।৫৩১।) ৩ (ত্রি) কলহকারক।

কলিকারী (স্ত্রী) কলিং পক্ষপাতাভাবমিদং করোতি কলি কৃ-ণিন্ ঙীপ্। বিষলাঙ্গলিয়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,— লাঙ্গলী, হলিনী, গর্ভপাতনী দীপ্তা বিশল্যা, অগ্নিমুখী, ইন্দ্রপুষ্পিকা, বিদ্যুজ্জ্বালা অগ্নিজিহ্বা ব্রণহৃৎ, পুষ্পসৌরভা স্বর্ণপুষ্পা ও বহ্নিশিখা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ কটু উষ্ণ, কফ ও বায়ুনাশক, গর্ভশল্য অর্থাৎ মৃতগর্ভনিঃসারক এবং সারক।

কলিকাল (পুং) কলের্যুগস্য কালঃ। কলিযুগ [কলি দেখ।]

কলিঙ্গ (স্ত্রী) কালিং শব্দং গচ্ছতি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ইন্দ্রযব। ২ পূতিকরঞ্জ ৩ (যে মস্তকে শিখা চিহ্নযুক্ত) ধূম্যাট, ফিঙ্গা পাখী। ৪ কুটজগাছ। ৫ শিরীষগাছ। ৬ অশ্বত্থগাছ। ৭ [illegible]। ৮ একজন অতি প্রাচীন রাজা। দীর্ঘতমার ঔরসে বলিপত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ইহার জন্ম। ৯ ভারতবর্ষের প্রাচীন জনপদ। এই জনপদ কোথায়?

মহাভারতে লিখিত আছে — "রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইয়া পঞ্চশত নদী মধ্যে স্নান করিলেন। তৎপরে ভ্রাতৃগণ সহ সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গ দেশে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন লোমশ কহিলেন মহারাজ! এই সমস্ত প্রদেশকে লোকে কলিঙ্গ বলিয়া থাকে। এই স্থানে প্রায় নদী বৈতরণী প্রবাহিত হইতেছে, এই স্থানে ভগবান্ ধর্ম্ম দেবগণের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই স্থানে ভগবান্ রুদ্র যজ্ঞকালে পশু গ্রহণপূর্ব্বক ইহা 'আমারই অংশ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে দেবগণ রুদ্রকে কহিলেন, হে ভগবান্! পরস্ব গ্রহণ করা নিতান্ত অন্যায়, আপনি সমস্ত যজ্ঞভাগ সমস্ত আত্মসাৎ করিবেন না। এই বলিয়া সকলে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। বাগ্দ্বারা তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিলে রুদ্র পশু পরিত্যাগ করিয়া দেবযানে আরোহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এ বিষয়ে এক কিংবদন্তী আছে যে, দেবগণ রুদ্রভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞপূর্ণ একভাগ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! এই গাথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক এই স্থানে স্নান করিলে স্বর্গপথ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত বৈতরণীতে নামিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া সাগরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং লোমশের আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতে নিশাযাপন করিলেন।"*

রঘুবংশে কালিদাস লিখিয়াছেন,—

"স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ॥"

রঘু, হস্তী দ্বারা সেতু প্রস্তুত করিয়া কপিশা নদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং উৎকল দেশবাসী রাজাদিগের সাহায্যে পথ অবগত হইয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের মতে,—

"জগন্নাথাৎ পূর্ব্বভাগাৎ কৃষ্ণাতীরান্তগং শিবে।
কলিঙ্গদেশঃ সংপ্রোক্তো বামমার্গপরায়ণঃ॥
কলিঙ্গদেশমারভ্য পঞ্চাশদ্‌যোজনং শিবে।
দক্ষিণস্যাং মহেশানি! কালিঙ্গঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

জগন্নাথের পূর্ব্বভাগ হইতে কৃষ্ণানদীর তীর পর্য্যন্ত কলিঙ্গদেশ, এই স্থানের লোকেরা বামাচারপরায়ণ। আবার কলিঙ্গ দেশ হইতে দক্ষিণে ৫০ যোজন পর্য্যন্ত কালিঙ্গ নামে কথিত হইয়া থাকে।

---

* স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্॥
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত॥
লোমশ উবাচ।
এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রায়জত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ শরণমেত্য বৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্॥
সমানং দেবযানেন পথা স্বর্গমুপেয়ুষঃ।
অত্র বৈ ঋষয়োঽন্যে চ পুরা ক্রতুভিরীজিরে॥
অত্রৈব রুদ্রো রাজেন্দ্র পশুমাদত্তবান্ মখে।
পশুমাদায় রাজেন্দ্র ভাগোঽয়মিতি চাব্রবীৎ॥
হৃতে পশৌ তদা দেবাস্তমূচুর্ভরতর্ষভ।
মা পরস্বমভিদ্রোগ্ধা মা ধর্ম্মান্ সকলান্ নশীঃ॥
ততঃ কল্যাণরূপাভির্বাগ্‌ভিস্তে রুদ্রমস্তুবন্।
ইষ্ট্যা চৈনং তর্পয়িত্বা মানয়াঞ্চক্রিরে তদা॥
ততঃ স পশুমুৎসৃজ্য দেবযানেন জগ্মিবান্।
অত্রানুবংশো রুদ্রস্য তং নিবোধ যুধিষ্ঠির॥
অযাতযামং সর্ব্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্।
দেবাঃ সঙ্কল্পয়ামাসুর্ভয়াদ্রুদ্রস্য শাশ্বতম্॥
ততো বৈতরণীং সর্ব্বে পাণ্ডবা দ্রৌপদী তথা।
অবতীর্য্য মহাভাগাস্তর্পয়াঞ্চক্রিরে পিতৄন্॥
ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো মহাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ সাগরগামগচ্ছৎ।
কৃত্বা চ তচ্ছাসনমস্য সর্ব্বং মহেন্দ্রমাসাদ্য নিশামুবাস॥"
মহাভারত, বনপর্ব্ব ১১৪ অ.।

কাব্যমধ্যেও নিম্নরূপ প্রকারে বর্ণিত আছে—

"বৈতুরণ্যাস্তুত্তরে চ কলিঙ্গো বিষ্ণু [illegible]।

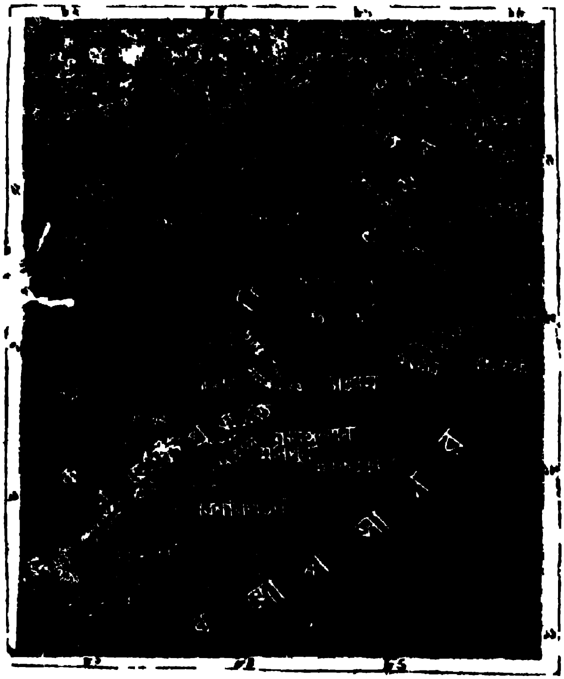
মহানাং চৌরকেষু সংকায়েষু বিক্রমম্।" ১৮১।

বৈতুরণীর উত্তরে প্রসিদ্ধ কলিঙ্গদেশ, সেই স্থানে লোক-[illegible] চৌরকেরা থাকে।

এই ত গেল আমাদের দেশের প্রাচীন মত। এখন দেখা যাউক, প্রাচীন গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণ কলিঙ্গ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। প্লিনি তিনটি কলিঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন— ১ কলিঙ্গী, ২ মোদোগালিঙ্গম্, ৩ মাকোকালিঙ্গী। ইহার মধ্যে কলিঙ্গী, [illegible] সমুদ্রের নিকটে এবং মালেয়াস্ পর্ব্বতের নিকট। (Plin., Hist Nat VI 21)

এখানে সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, [illegible] বলিয়া কে? এবং মালেয়াস্ পর্ব্বতই বা কোথায়?

যাঁহারা এখন [illegible] নামে বিখ্যাত,—এই জাতি



প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যের মানচিত্র।

এখনও ছোটনাগপুরের দক্ষিণ-ভাগে বাস করে। (Campbell's Ethnology of India pp 130-1) এই জাতির [illegible] চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে [illegible] জাতির বাস। (Imperial Gazetteer of India, Vol VII /98-III P 506 দেখ।) এই জাতিই প্লিনি বর্ণিত [illegible] বলিয়া সহজে স্বীকার করা যায়। [illegible] আপনাদিগকে মল্লা বা মাল বলিয়া কখন কখন পরিচয় দেয়।

মালেয়াস্ পর্ব্বত আমাদের পুরাণোক্ত "মলয়

প্লিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, এই মাল্লস্ পর্বতে মোনেদেশ ও শবরী জাতি বাস করে। অতি পূর্বকাল হইতে উড়িষ্যার পার্বতীয় প্রদেশে শবর জাতির বাস ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে, নীলাচলের নিকটেই শবরালয় ছিল, সেই স্থানে শঙ্খ চক্র গদাধর বিষ্ণুমূর্তি বিরাজ করিতেন। যথা—

"নীলাচলং শিখরং বং পশ্চাৎ পাপনাশনম্।
অত্যাদ্ভুতং নিবসতি সাক্ষাদ্ধরকুলো হরেঃ॥
উপত্যকায়ামারূঢ়ঃ শবরাশ্রমবান্ বিভুঃ।
যদর্থং শবরাশ্চারৈর্বেষ্টিতং পর্বতো বিভুঃ।
কেন্দ্রং দীপবান্ বং খ্যাতং শবরদীপকম্॥
যদর্থং বিষ্ণুচক্রাংশুবান্ শঙ্খ চক্র গদাধরান্।
ভক্তো বিশ্বাবসুনাম শবরঃ পরিতাপকঃ॥" ইত্যাদি।

অতএব প্লিনি বর্ণিত 'শবরী' জাতি পুরাণকথিত শবর ভিন্ন আর কিছুই নয়। এক্ষণে উড়িষ্যার অন্তর্গত পাললহরা রাজ্যের মধ্যবর্তী একটী উচ্চ গিরিশৃঙ্গকে মালয় বা 'মালয়গিরি' বলে। সম্ভবতঃ পূর্বকালে এই রাজ্যের সমস্ত গিরিমালাকেই 'ম[লয়]' বলিত। এই গিরিমালাই 'মাল্লস্' নামে প্লিনি কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, ইহাকে পুরাণোক্ত 'মালাবান্' পর্বত বলিয়া স্বীকার করিলে কোন দোষ পড়ে না। যাহা হউক, এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, প্লিনি উড়িষ্যার পশ্চিমাংশকে কলিঙ্গ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

২য়, মোদো গালিঙ্গম্। আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল ইহাকে 'মধ্যকলিঙ্গ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সেণ্ট মার্টিন এই স্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"মদ্রকে মদ নামক এক প্রকার অসভ্য জাতির নাম পাওয়া যায়, ইহারা অন্ধ্র জাতির সহিত একত্র বর্ণিত হইয়াছে। * প্লিনি এই জাতিকে গঙ্গার এক বৃহদ্দ্বীপবাসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গলিঙ্গ সম্ভবতঃ কলিঙ্গ শব্দের রূপান্তর মাত্র। গঙ্গার 'ব'দ্বীপে ঐ জাতির বাস থাকায় উহাকে মদগলিঙ্গ বলিত।"

আমাদের মতে, উক্ত উভয় মতই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমরা তেলগু-ভাষায় মোদোগলিঙ্গ শব্দ দেখিতে পাই। তৈলঙ্গীদিগের উচ্চারণ অনুসারে এই শব্দ "মুদুগলিঙ্গ" হইয়া থাকে। তেলুগুভাষায় মুদু শব্দের অর্থ তিন। সুতরাং 'মোদোগলিঙ্গে' বা 'মুদুকলিঙ্গে'র সংস্কৃত নাম ত্রিকলিঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেই যুক্তিসঙ্গত হয়। (Caldwell's Dravidian Grammar, Intro p 32 দেখ।)

ত্রিকলিঙ্গ * নামক জনপদের নাম দক্ষিণদেশের ৫ম, ৯ম, ও ১০ম শতাব্দীর শিলালিপি ও তাম্রশাসনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জনপদ পূর্বকালে কলিঙ্গ রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল। টলেমি ত্রিগ্লিপ্টন বা ত্রিলিঙ্গন্ নামে এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। (Ptolemy's Geog Bk vii ch 23) দক্ষিণাপথের তামিল শিলালিপিতে ইহা 'তেলিঙ্গ' নামে কলিঙ্গদেশের সহিত উক্ত হইয়াছে। (Archæological Survey of Southern India Vol IV p 61) স্কন্দপুরাণের কুমারিকা খণ্ডে ত্রিলিঙ্গ নামক জনপদের উল্লেখ আছে। যথা,—

"সংবহুনামদেশে চ লক্ষমেকঞ্চ পাদকম্
ত্রিলিঙ্গদেশে চ তথা লক্ষঃ প্রোক্তঃ সপাদকঃ॥"

কুমারিকাখণ্ড ৩৭ অঃ।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে ইহাই 'তৈলঙ্গ' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

"শ্রীশৈলং সমারভ্য চোলেশান্মধ্যভাগতঃ।
তৈলঙ্গদেশো দেবেশি ধ্যানাধ্যয়নতৎপরঃ॥"

শ্রীশৈল হইতে আরম্ভ করিয়া চোলরাজ্যের মধ্যভাগ পর্যন্ত তৈলঙ্গ দেশ। হে দেবেশি! এই স্থানের লোকেরা ধ্যান ও বেদাধ্যয়ন তৎপর।

ত্রিকলিঙ্গ বা তৈলঙ্গের বর্তমান নাম তেলিঙ্গ বা তেলঙ্গন, এই জনপদ মান্দ্রাজের উত্তর পুলিকট নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে গঞ্জাম পর্যন্ত এবং পশ্চিমে ত্রিপতি, বেল্লারি, কর্নুল, বরর ও চন্দ্রপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানে তৈলঙ্গ বা তেলগুভাষী হিন্দুদিগের বাস।

৩য় মকোকলিঙ্গ। ইহা সংস্কৃত মহাকলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ। প্রাচীন হিন্দুগণ বর্তমান আরাকান প্রদেশকে মগদেশ এবং তাহার অধিবাসীদিগকে মগ বলিয়া জানিতেন। কেহ কেহ এই মগ অধিবাসীকেই প্লিনি কথিত মকোকলিঙ্গ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক ইউএন্সিয়াং কলিঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন কোঙ্-উ-তো- হইতে একশত ক্রোশের অধিক (১৪০০ বা ১৫০০ লি)

* মনুসংহিতায় উহারা বৈদেহিক জাতিসম্ভূত মেদ ও অন্ধ্র নামে অভিহিত হইয়াছে। (মনু ১০।৩৬) দেখ।

* কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, ত্রিকলিঙ্গ বলিলে তিনটী কলিঙ্গ বুঝায়। যথা কলিঙ্গ মধ্যকলিঙ্গ ও উৎকলিঙ্গ। উৎকলিঙ্গ হইতেই অপভ্রংশে উৎকল নাম হইয়াছে। (Indian Antiquary V 53) এই মত সঙ্গত নয়। কারণ মহাভারত হরিবংশাদিতে উৎকল নাম দৃষ্ট হয়, প্রাচীন কোন গ্রন্থে উৎকলিঙ্গ নাম নাই।

গমনের পর আমরা কলিঙ্গ (কিলিঙ্গ কিয়া) দেশে আসিলাম।" (Si-yu-ki, Bk. x) এখন দেখা যাউক 'কোঙ্‌-উ-তো' দেশ কোথায়? কানিংহাম সাহেবের মতে ইহারই বর্ত্তমান নাম গঞ্জাম। (Cunningham's Ancient Geography of India p. 513) কিন্তু ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বিখ্যাত চীনাচার্য্যবিদ্ জুলিয়ন স্থলে 'কোঙ্‌-উ-তো' শব্দের সংস্কৃত নাম 'কোনগোদ' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (১) কিন্তু আমাদের বিবেচনায় — 'কোনগোদ' না হইয়া 'কঙ্গোদ' হওয়াই অধিক সঙ্গত। প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান কটক প্রদেশে কঙ্গ ও গোদ নামে দুই পাশাপাশি ক্ষুদ্র অথচ প্রবল রাজ্য ছিল। এই দুই রাজ্যের মধ্যে গোদ রাজ্য সমধিক প্রাচীন। কটকের প্রাচীন রাজধানী চৌদ্বারের নিকট হইতে একখানি অতি প্রাচীন তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে। তাহার যেরূপ অনুশাসন পাঠে জানা যায় যে, ঐ সময় গোদ ত্রিকলিঙ্গ রাজ ভবগুপ্তের শাসনাধীন ছিল। (২) ভবগুপ্তের পুত্রের নাম শিবগুপ্ত, তিনি উৎকল রাজ যযাতিকেশরীর সমসাময়িক। অনুশাসন পাঠানুসারে তাঁহার রাজত্বকাল ৪৭৭—৫২৬ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ত্রিকলিঙ্গরাজ ভবগুপ্ত চীনপরিব্রাজকের অনেক পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার সময়ে গোদ দেশের অবস্থা অবশ্যই ভাল ছিল। বোধ হয় তাঁহার অনেক পরে অর্থাৎ হিউএন্ সিয়াঙ্গের সময়ে গোদ কঙ্গরাজের অধিকারভুক্ত হইয়া কঙ্গোদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কঙ্গোদ, সামান্য ভূখণ্ডের অধিপতি হইলেও তাঁহার প্রতাপ নিতান্ত কম ছিল না। কঙ্গোদ রাজ্য একটু উচ্চ, এখানে প্রচুর পরিমাণে [illegible] পাওয়া যায়। কঙ্গোদ [illegible] কটকনগরে [illegible] চাউল [illegible] পারেন। (৩) হিউএন্ সিয়াঙ্গের মতে কঙ্গোদ হইতে ১০০ ক্রোশ গমন করিলে কলিঙ্গদেশ পাওয়া যায়। [illegible] গঞ্জাম [illegible] কলিঙ্গ দেশ হইতেছে। কানিংহাম [illegible] গঞ্জাম [illegible] ছাড়াইয়া [illegible] হয়। [illegible] চীনপরিব্রাজক [illegible] কলিঙ্গ [illegible] স্বীকার করিয়াছিলেন ইহাই অধিক [illegible] বলিয়া বোধ হইতেছে। এই মত স্বীকার করিয়া লইলে মহাকবি কালিদাসের বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়। [illegible] কলিঙ্গপত্তনের [illegible] প্রায় ৩৫০ ক্রোশ [illegible] ৫০০ লি) আকবরের রাজত্বকালে কলিঙ্গ দণ্ডপাট নামে একটি সরকার ছিল, উহা উড়িষ্যার অন্তর্গত। তখন এই স্থান ২৭টি মহলে বিভক্ত ছিল। (আইন ই আকবরী।) এই ত গেল সাবেক কথা। এখনকার প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ কি বলেন, তাহাও জানা আবশ্যক।

কোলব্রুক সাহেবের মতে গোদাবরী নদীর তটস্থ প্রদেশ কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইত। (১)

কানিংহাম বলেন "হিউএন্ সিয়াঙ্গের সময়ে কলিঙ্গরাজ্য গঞ্জামের দক্ষিণ পশ্চিমে ১৪০০ হইতে ১৫০০ লি অর্থাৎ ২৩৩ হইতে ২৫০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। তৎকালে উহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ৮৩৩ মাইল ছিল। যদিও উহার চতুঃসীমা উক্ত হয় নাই, কিন্তু এই রাজ্য পশ্চিমে অন্ধ্র ও দক্ষিণে ধনকটক রাজ্যের সহিত সংমিলিত ছিল। ইহার প্রান্তসীমা দক্ষিণ পশ্চিমে গোদাবরী এবং উত্তর পশ্চিমে ইন্দ্রাবতী নদীর শাখা গওলিয়া নদী ছাড়াইয়া যায় নাই। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড মাহেন্দ্র পর্ব্বতের দ্বারা সমাকীর্ণ।" ইত্যাদি।

শিলালিপিবিৎ হল্টস্কের মতে কলিঙ্গ গোদাবরী ও মহানদীর মধ্যে। (২)

আমাদের মতে, মহাভারত ও হরিবংশের সময়ে কলিঙ্গ রাজ্য বর্ত্তমান বৈতরণী নদীর তট প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (৩) এখনকার মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, গঞ্জাম ও সরকার তৎকালে কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উৎকলরাজ [illegible] উত্তর [illegible] উৎকল কলিঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র হয়। [উৎকল শব্দ দেখ।] তদবধি কেবল গঞ্জাম ও সরকার কলিঙ্গ নামে নির্দিষ্ট রহিল। খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দে চোড়গঙ্গ রাজগণের প্রবল প্রতাপে কলিঙ্গ রাজ্য [illegible] দক্ষিণে চোলমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। [illegible] তৈলঙ্গ পর্য্যন্ত এই কলিঙ্গের [illegible] অন্তর্ভুক্ত [illegible]। মুসলমানদিগের আক্রমণকালে কলিঙ্গ রাজ্য [illegible] অনেকটা কমিয়া আসে। সেই সময় উৎকল ও তৈলঙ্গ (তেলিঙ্গন) স্বতন্ত্র হইল। মধ্যে [illegible] সামান্য ভূভাগকে লোকে কলিঙ্গ বলিত। [illegible] তৎকালে কলিঙ্গ নামের লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এখনকার বর্ত্তমান মানচিত্রে কলিঙ্গপত্তন [illegible] উল্লেখ নাই।

(১) Julien's Hiouen Thsang III. [illegible]
(২) Indian Antiquary Vol. V. p. 57
(৩) Stirling's Orissa p. [illegible]

(১) Colebrooke's Essays Vol. II. p. 179
(২) E. Hultzsch's South Indian Inscriptions p. [illegible]
(৩) [illegible] ([illegible])"

এই স্থান ত্রিকলিঙ্গ (বর্ত্তমান [illegible]) সহ কলিঙ্গ [illegible] ত্রিকলিঙ্গ অধিপতি বলিয়া মনে অনুমান করা যায়। টলেমির মতে [illegible] কলিঙ্গ রাজা Indian Antiquary Vol. XIII p. 363 দেখ।

কেবল সমুদ্র-তটস্থ কলিঙ্গ-পত্তন ও গোদাবরীর মোহানা স্থিত কলিঙ্গ নগর যেন সেই কলিঙ্গ রাজ্যের চিহ্নমাত্র স্মরণ করিয়া দিতেছে।

মহাভারতাদিতে কলিঙ্গ-রাজ্যের দুইটি প্রধান নগরের উল্লেখ আছে,—রাজপুর ও রাজপুর। বৌদ্ধশাস্ত্রে কলিঙ্গের এই দুইটি প্রাচীন নগরের নাম পাওয়া যায়,—দন্তপুর ও কুম্ভবতী। জৈনদিগের হরিবংশ নামক গ্রন্থে কাঞ্চন নগর নামে একটি নগরের উল্লেখ আছে। প্রাচীন শিলালিপিতে কলিঙ্গনগর, সিংহপুর, বেণীপুর প্রভৃতি আরও কয়েকটী প্রাচীন নগরের উল্লেখ দেখা যায়।

কলিঙ্গ জনপদ কোন্ সময়ে সংস্থাপিত হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। মহাভারতের মতে, দীর্ঘতমা-পুত্র কলিঙ্গ স্বীয় নামে জনপদ স্থাপন করেন।

"অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥
কলিঙ্গবিষয়শ্চৈব কলিঙ্গস্য চ স স্মৃতঃ।"

মহাভারত আদি ১০৪। ৪৯।

মহাভারতের মত ধরিলে কলিঙ্গরাজ্যের স্থাপনকাল বৈদিক সময়ে যাইয়া পড়ে। [দীর্ঘতমা দেখ।]

বাস্তবিক এই জনপদ অতি প্রাচীন, বৈদিকগ্রন্থে না থাকুক, রামায়ণাদি প্রাচীনগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। (রামায়ণাদি কিষ্কিন্ধ্যা ৪১ অঃ) *

পূর্ব্বকালে এদেশকার ক্ষত্রিয়েরা বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কলিঙ্গরাজ মহাবীর শ্রুতায়ু দুর্য্যোধনের সেনাপতি হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। ভীমের হস্তে তিনি এবং তৎপুত্র শক্রদেব ও কেতুমান্ নিহত হন। (ভীষ্মপর্ব্ব)। দাঠাবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে বুদ্ধের নির্ব্বাণ হইলে তৎকালীন কলিঙ্গরাজ বুদ্ধদেবের দন্ত আনিয়া আপন রাজ্যে স্থাপন করেন এবং যেখানে ঐ দন্ত রাখিয়াছিলেন পরে সেই নগরের নাম দন্তপুর হইল। [দন্তপুর দেখ।]

কলিঙ্গক (পুং) কলিঙ্গ-সংজ্ঞায়াং কন্। কলিঙ্গ-ইব কায়তি কলিঙ্গ-কৈ-ক, ইতি বা। ইন্দ্রযব।

("কলিঙ্গকাঃ পটোলস্য পাঠা কটুকরোহিণী।" চক্রদত্ত।)

কলিঙ্গড়ী (স্ত্রী) দুর্গা।

কলিঙ্গা (স্ত্রী) কায় সুখায় লিঙ্গমস্যাঃ, বহুব্রী; ক-লিঙ্গ-টাপ্। ১ নারী। ২ কেউটি। ৩ তোমরাজের পত্নী, দুর্ম্মদের মাতা। (নৃসিংহপু০ ২৮। ১৮)

কলিঙ্গাদ্যগুড়িকা (স্ত্রী) অর্শোতিসাররোগের ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—ইন্দ্রযব বেলশুঁট আমের আঁটির শাঁস, কয়েৎবেল, রসাঞ্জন, লাক্ষা, হলুদ, দারুহরিদ্রা, বালা, কট্ফল, শোনা, লোধ, মোচরস, লজ্জা, ধাইফুল ও বটের কুঁড়ী, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া চেলুনজলযোগে (আউশ জলে চাউল ধুইয়া) পেষণ করিতে হয়, চিক্কণ হইলে ২ তোলা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে অর্শোতিসার, শূল, অতিসার ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

কলিঙ্গিকা। অপর নাম কলিঙ্গগঙ্গা। কামরূপের একটি নদী। (কালিকাপু০) ইহার বর্ত্তমান নাম কলং।

কলিচূণ (দেশজ) ঝিনুক, শামুক প্রভৃতি পোড়াইয়া যে চূণ প্রস্তুত হয়। [চূণ দেখ।]

কলিজা (দেশজ) বক্ষঃস্থল কলেজা।

কলিঞ্জ (পুং) কঃ বায়ুঃ লঞ্জ্যতে নিবধ্যতে, তেনেতি শেষঃ ক-লঞ্জ-অণ (অণ্ ০। পা ৩। ২। ১।) পৃষোদরাৎ সাধুঃ কট, বেড়া, দরমা। ইহার অপর সংস্কৃত নাম 'কিলিঞ্জ।'

কলিঞ্জন (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (Alpinia Galanga)

কলিত (ত্রি) কল-ক্ত। ১ বিদিত। ২ জ্ঞাত। ৩ বেষ্টিত। ৪ গণিত। ৫ উপার্জ্জিত। ৬ অনুগত। ৭ আশ্রিত। ৮ বিচারিত। ৯ বদ্ধ। ১০ উক্তি। ১১ গৃহীত। ১২ যুক্ত।

("করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণিঃ।" ভৈরবধ্যান।)

১৩ (ক্লী, ভাবে ক্ত।) জ্ঞান।

কলিদ্রুম (পুং) কলিনা আশ্রিতো দ্রুমঃ মধ্যলো০। বিভীতক, বহেড়াগাছ। [বিভীতক দেখ।]

কলিনাথ (পুং) কলেঃ কালস্য বা নাথঃ। ১ কলিযুগের প্রভু, কাল। ২ মুনিবিশেষ, ইনি একখানি গন্ধর্ব্বশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

কলিন্দ (পুং) কলিং সংখ্যাং দ্যতি খণ্ডয়তি বা, কলি-দো খো বা খচ্ মুম্। ১ বহেড়াগাছ। ২ সূর্য্য। ৩ পর্ব্বতবিশেষ, এই পর্ব্বত হইতে যমুনানদী নির্গত হইয়াছে। (রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যা ৪০ অঃ)

কলিন্দকন্যা (স্ত্রী) কলিন্দস্য পর্ব্বতবিশেষস্য কন্যা ৬তৎ। যমুনা নদী। ("কলিন্দকন্যা মথুরাং গতাপি গঙ্গোর্ম্মিসংসক্তজলেব ভাতি।" রঘু।)

কলিন্দনন্দিনী (স্ত্রী) কলিন্দং নন্দয়তি, কলিন্দ নন্দ-ণিনি-ঙীপ্। যমুনানদী।

কলিন্দশৈলজা (স্ত্রী) কলিন্দশৈলাৎ জায়তে, কলিন্দ-শৈল-জন্-ড-টাপ্। যমুনানদী।

* রামায়ণে অপর এক কলিঙ্গনগরের নাম পাওয়া যায়। উহা গোমতী ও অযোধ্যার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল। (রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড ৭১ অঃ দেখ)

কলিঙ্গিকা (স্ত্রী) কলিং ভাতি নাশয়তি, কলি-ভা-ক-যুক্ স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বম্। নক্তবিদ্যা (কলিঙ্গিকা নক্ত-বিদ্যা। হেম ২।১১৫)

কলিপ্রিয় (পুং) কলিঃ কলহঃ প্রিয়ো যস্য, বহুব্রী। ১ নারদমুনি। ("কলিপ্রিয়স্ত প্রিয়ংবদঃ।" মনু।) ২ বানর। ৩ দুষ্টলক্ষণ। ৪ বহেড়াগাছ।

কলিমারক (পুং) কলিনা বহেড়ককণ্টকেন মারয়তি, কলি-মৃ-ণিচ্ ণ্বুল্। পূতিকরঞ্জ

কলিমালক (পুং) কলীনাং কণ্টকানাং মালা যত্র, কলি-মালা ক। পূতিকরঞ্জ।

কলিমাল্য (পুং) কলীনাং মালাং যত্র, বহুব্রী। পূতিকরঞ্জ।

কলিযুগ (স্ত্রী) কলিরেব যুগম্। চতুর্থযুগ। [কলি দেখ।]

কলিযুগাদ্যা (স্ত্রী) কলিযুগস্য আদ্যা আদ্যাতিথিঃ, ৬তৎ। মাঘী পূর্ণিমা, এই তিথি হইতে কলিযুগের আরম্ভ।

কলিল (ত্রি) কলয়তে মিশ্রয়তে, কলি ইলচ্ (সলিকল্যনিমহি-ভড়িভণ্ডীত্যাদি। উণ্ ১।৫৫।) ১ মিশ্র। ২ গহন।

(কলিলং মিশ্রং গহনঞ্চ। উজ্জ্বলদত্ত।)

("যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।" গীতা ২।৫২।)

কলিবল্লভ। চালুক্যরাজ ধ্রুবের নামান্তর।

কলিবিক্রম। দক্ষিণাপথের একজন প্রাচীন চালুক্যরাজা। ইঁহার অপর নাম ত্রিভুবনমল্ল বা বিক্রমাদিত্য (৬ষ্ঠ)। ইনি আহবমল্লের পুত্র। ইঁহার রাজত্বকাল শকং ৯৯৭—১০৪৮।

কলিবিষ্ণুবর্দ্ধন। পূর্ব্ব চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্য নরেন্দ্র মৃগরাজের পুত্র। ইনি দেড়বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কলিবৃক্ষ (পুং) কলেরাশ্রয়রূপো বৃক্ষঃ, মধ্যলো°। বহেড়াগাছ।

কলিসংশ্রয় (পুং) কলেঃ সংশ্রয়ঃ আবেশঃ, ৬তৎ। শরীরে কলি প্রবিষ্ট হওয়া। ২ কলির আকৃতি।

কলিহারী (স্ত্রী) কলিং হরতি কলি-হৃ অণ্-ঙীষ্। বিষলাঙ্গলিয়া। ("কলিহারী সরা কুষ্ঠশোফার্শোব্রণশূলজিৎ।" ভাবপ্র°)

কলী (স্ত্রী) কাল ঙীপ্। কলিকা, ফুলের কুঁড়ি।

কলীজা (দেশজ) বক্ষঃস্থল।

কলু (দেশজ) নিম্নশ্রেণী বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। ইহারা তৈলাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীর হিন্দু আছে। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় ইহাদিগকে "কলু" বলে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহাদিগকে "তেলী" বলে। বাঙ্গালায় "তেলী" নামে আর এক জাতি আছে, তাহারাও তৈলাদি বিক্রয় করে বটে, কিন্তু তাহারা "কলু" অপেক্ষা উচ্চশ্রেণী-ভুক্ত। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বা বিহারে এ পার্থক্য নাই। সংস্কৃতভাষায় কলুকে তৈলকার বা তৈলিক বলে।

বাঙ্গালায় যে সকল কলু আছে, তাহাদের মধ্যে ৬ শ্রেণীর কলুই প্রধান। কোলকাত্তা (কলিকাতা ?), আমরপুরী, পশ্চিমে, পিদমেৎ বা পিদ্‌লে, দেশ বা দেশলা ও সপ্তগ্রামী। এতদ্ভিন্ন গোয়ালদ (বাদল) রাঢ়ী, সেনভূমি, হুকুমপুরী প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেণী আছে, তাহারা ইহাদের তুলনায় পূর্ব্বোক্ত ৬ শ্রেণীর কলু অপেক্ষা অল্প সম্মান পাইয়া থাকে। এই সকল শ্রেণীকে "সমাজ" বলে। উক্ত সমাজের মধ্যে আবার পর্য্যায়ক্রমে কোলকাত্তা, আমরপুরী, পশ্চিমে, দেশলা ও সপ্তগ্রামীরা অল্পাধিক সম্মান পাইয়া থাকে। "কোলকাত্তা" সমাজের কলুর সংখ্যা অতি অল্প। "আমরপুরী"র সংখ্যাই অধিক। পূর্ব্বে এই ছয় সমাজের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইত না, এখনও হয় না, তবে পূর্ব্বে কোন কোন উচ্চ সমাজের লোক নিম্ন সমাজ হইতে কন্যা গ্রহণ করিত বটে কিন্তু কখনও নিম্নসমাজে কন্যা সম্প্রদান করিত না; আজকাল সে প্রথাও রহিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার কলুদিগের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রই অধিকাংশ।

কলুরা অনাচরণীয়, অর্থাৎ ইহাদের স্পৃষ্ট জল কোন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর ব্যবহার্য্য নহে। ইহাদের দীক্ষাদান ও পৌরোহিত্য করিবার জন্য একশ্রেণী ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত মিশিতে পারেন না, কারণ, তাঁহারা পতিত অর্থাৎ তাঁহারা কলুদিগের নিকট [illegible] দান গ্রহণ করিয়া থাকেন। কলুর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও রাঢ়ীয় ও বৈদিক দুই শ্রেণীই আছে। বৈদিক কলুর ব্রাহ্মণের উপাধি চক্রবর্ত্তী ও ভট্টাচার্য্য এবং রাঢ়ীয় কলুর ব্রাহ্মণের মধ্যে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও চক্রবর্ত্তী উপাধিধারীই বা কই অধিক। ইহাদের একদিন কলুর পৌরোহিত্যাদিই একমাত্র জীবিকা ছিল, সম্প্রতি কোন কোন স্থলে কেহ কেহ ইঁহাদের অধীনে চাকুরী স্বীকার করিয়াছেন।

বাঙ্গালার কলুর মধ্যে কোলকাত্তা ও আমরপুরী সমাজের কলুর উপাধি সাধুখাঁ (সাধখাঁ) ও মণ্ডল। অন্যান্য শ্রেণীতে মণ্ডল, পরামাণিক, নায়ক, দত্ত প্রভৃতি উপাধি আছে।

কলুজাতির ইতিবৃত্ত—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুম্ভকারের ঔরসে ও কোটকজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তৈলকার নামক জাতির উৎপত্তি, আর জাতিমালায় মতে কুম্ভজাতীয় পুরুষের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে তৈলকারের উৎপত্তি হইয়াছে।

তৈলকার শব্দের আর কয়টী প্রতিশব্দ—চক্রী, চাক্রিক, তৈলিক, তেলী। [illegible] মনুর পৌত্র ধ্রুবের বংশে বেণ নামে এক রাজা হন। বেণ দুর্বুদ্ধি প্রযুক্ত বলাৎ (ভারত

ব নাই। এবং, বিবাহ বিষয়ে জাতিগত বাধা উঠাইয়া দেন। সুতরাং তখনকার চতুর্বর্ণের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম মিলন বশেই চলিয়া গেল। এই সকল বর্ণবিপর্য্যয়ে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইল, তাহারাই বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া নানাজাতির সৃষ্টিকর্তা হইল। বেণ রাজার এরূপ দুরাচার দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ঊরুদেশ মন্থন করিয়া এক পুরুষ উৎপাদন করিলেন। এই পুরুষ পৃথুনামে খ্যাত হইয়া রাজা হইলেন। পৃথু রাজা হইয়া সমস্ত বর্ণসঙ্করের মধ্যে কার্য্যবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ করিয়া দিলেন। এই সময়ে যাহাদিগের প্রতি তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার ভার দেওয়া হয় তাহারাই তৈলকার বা কলুনামে স্বতন্ত্র জাতি হয়। পৃথু নিয়ম করিয়া দেন যে, যে শ্রেণীর প্রতি যে কার্য্যের বা ব্যবসায় ভার অর্পিত হইল, সে যদি সে ব্যবসা ত্যাগ বা অন্য ব্যবসা অবলম্বন করে, তবে সে স্বশ্রেণী হইতে চ্যুত ও রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবে।

কলুরা "ঘানিগাছ" নামক কাষ্ঠময় যন্ত্রে বলদের সাহায্যে তিল, তিসি, সর্ষপ, পোস্ত, বাদাম, এরণ্ড প্রভৃতি তৈলকর বীজ ও নারিকেলের শস্য পেষণ করিয়া তৈল প্রস্তুত করিয়া ও তাহার ব্যবসা করে। বাঙ্গালায় "তেলী" নামক যে জাতি তৈল প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে "গান্ধুর, বা ঘনা তেলী" বলে। কলুর ঘানিগাছ ও ঘনাতেলীর ঘানিগাছ বিভিন্ন প্রকারের হয়। ঘনাতেলীর গাছ অপেক্ষা কলুর গাছ অধিক সুবিধাজনক ও কার্য্যোপযোগী।

"কলু"র বর্ত্তমান অবস্থা—ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। ইংরাজেরা এক্ষণে পেষণযন্ত্র আবিষ্কার করিয়া কলুদের জীবিকার হন্তারক হইয়া উঠিয়াছেন। ইংরাজী কলে যেরূপ শীঘ্র ও যত অধিক তৈল হইতে পারে, কলুর ঘানিগাছে তাহা হওয়া একান্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং কলুর ঘানিতে তৈলপেষণ এক প্রকার বন্ধ হইয়া যাইতেছে। কাজেই আজকাল ইহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ বিশেষ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা তৈল ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান্ হইত, প্রতিগ্রামে অন্ততপক্ষে এক ঘর কলুর বাস আবশ্যক হইত, এবং তাহার জীবিকা ও সর্ষপাদি উৎপাদনের জন্য একখণ্ড ভূমির দান হইত, কিন্তু এক্ষণে আর তাহার আবশ্যক হয় না। ইংরাজের যন্ত্রের সাহায্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা অবধি কলুর ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমাজের আর সেরূপ দৃঢ়তা নাই, কাজেই এই সকল কলুব্যবসায়ী ব্রাহ্মণাদি জাতির কোন শাসন নাই; রাজা বিদেশীয়, তিনি ইহাতে অধিকারিতা দেখিতে পান না। সুতরাং দিন দিন কলুজাতির অন্নাভাব বাড়িয়া উঠিতেছে।

কলু (দেশজ) ২ আসামের গারো পাহাড়স্থ একটি নদী। এই নদী তুরা নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছেন।

কলুক (পুং) বাত বয়াবনের এক প্রকার মক্ষিকা।

কলুনী (দেশজ) কলুজাতির স্ত্রী।

কলুষ (ক্লী) কং সুখং লুষ্ণাতি হিনস্তি, ক-লুষ্‌ অণ্‌। কল উষচ্‌ বা (পুনাহকলিভ্য উষচ্‌। উণ্‌ ৪। ৭৫) ১ পাপ। ২ মলিনতা। ("বিগতকলুষমন্তঃ শালিপক্কা ধরিত্রী।" ঋতুসং।)
(পুং) কং জলং লুষ্ণাতি হিনস্তি আবিলকারকঃ, ক-লুষ ক। ৩ মহিষ। (ত্রি) ৪ বদ্ধ। ৫ নিন্দিত। ৬ কষায়িত। ৭ দূষিত। ৮ ক্রূর। ৯ পাপী। ১০ অসমর্থ।
("তাবাবযোধকলুষা দয়িতেব রাত্রৌ।" রঘু ৫। ৬৪।)

কলুষিত (ত্রি) কলুষমস্য সঞ্জাতং, কলুষ ইতচ্‌ (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্‌। পা ৫। ২। ৩৬।) ১ পাপযুক্ত। ২ দূষিত ৩ মলিন। ৪ কষায়িত। ৫ বদ্ধ। ৬ দুঃখিত। ৭ ক্রূর। ৮ অসমর্থ।

কলুষী [ন্‌] (ত্রি) কলুষমস্যাস্তি, কলুষ ইনি। ১ পাপী। ২ মলিন।

কলূত্তর (পুং) দেশবিশেষ।

কলেজা (দেশজ) বক্ষঃস্থল।

কলেবর (ক্লী) কলে শুক্রে বরং শ্রেষ্ঠং, দেহোৎপত্তিহেতুকত্বাৎ শংবরম্, সপ্তম্যা, অলুক্। শরীর।
(কলেবরং শরীরোহথাস্ত্রীবে তুপণং শনঃ। মেদ ৩। ২২৮।)

কলেরা (ইংরেজী Cholera) ওলাউঠা। [ওলাউঠা দেখ।]

কলোয়ার (কলবার)—হিন্দুস্থানী ও বিহারী শৌণ্ডিকজাতি হইতে উৎপন্ন এক জাত নীচজাতীয় লোক। ইহারা মদ্যাদির ব্যবসায় করিয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে, মদির প্রস্তুতকারী "কল্লেওয়ার" নামক বনজাতির নাম হইতে ইহাদের এই জাতীয় নামের উৎপত্তি হইয়াছে, আর কেহ কেহ বলেন যে, "কলওয়ালা" শব্দ হইতে "কলওয়ার" নামের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু কোনটিই যথোচিত বলিয়া বোধ হয় না।

এই জাত প্রধানতঃ ৬ শ্রেণীতে বিভক্ত;—অযোধ্যা, বিহারী বা ভোজপুরী, দেশওয়ার, খৈরওয়ার, [illegible], খালসা ও খাঁরুহা। ইহা ব্যতীত ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুসলমান আছে, তাহারা "[illegible]" [illegible] ছিল। ধর্ম্মবিদেরা এই মুসলমান-কলোয়ার [illegible] হবে যে, ইহারা

বারহেবেলি হইতে প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে এদেশে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে "সাগাই" (সাঙ্গা ?) বলে। বিয়াহুতেরা বলে যে, পূর্ব্বে তাহাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল না, তবে আজকাল চলিয়া গিয়াছে। ইহারা স্বজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলে যে, যে আদি পুরুষ হইতে সমুদয় কলওয়ার জাতির উৎপত্তি, সেই আদি-পুরুষের দুইটি পত্নী ছিল, একটি "বিয়াহি" (বিবাহিত), আর একটি "সাগাই" এই "বিয়াহি"-পত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরা "বিয়াহুত" নামে পরিচিত, আর "সাগাই"-পত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরাই অন্যান্য নামে পরিচিত। বিয়াহুতেরা মদের ব্যবসা, মদ্যপান, নিজ হস্তে গোদোহন বা বলীবর্দ্দের "অণ্ডচ্ছেদ" করে না। ইহারা কেবল "তাড়ির" ব্যবসা করে। খরিদাহা শ্রেণীরা বলে যে, গাজীপুর জেলার একটি গ্রামের নাম হইতে তাহাদের শ্রেণীর নামকরণ হইয়াছে। খরিদাহারা বিয়াহুত-গণের ন্যায় নিজহস্তে গোদোহন ও বৃষের অণ্ডচ্ছেদন করে না, তবে মদ্যপানে বা মদের ব্যবসায়ে তাহাদের আপত্তি নাই। অন্যান্য কলওয়ারেরা জৈসওয়ার শ্রেণীকে জারজ বংশ বলিয়া থাকে। কোন এক কলওয়ারের "জৈসিয়া" নামে এক উপপত্নী ছিল; তাহার গর্ভজাত সন্তান হইতে জৈসওয়ারগণের উৎপত্তি, কিন্তু তাহারা আপনারা বলে যে, পূর্ব্বে তাহারা "জৈসপুর" নামক এক গ্রামে ছিল, সেই গ্রামের নাম হইতে তাহাদের শ্রেণীর নামকরণ হইয়াছে। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি নিষিদ্ধ বিষয়ের তারতম্য লইয়া অন্যান্য শ্রেণীগুলির বিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে। বিয়াহুত ও খরিদাহা শ্রেণীর লোকেরা স্ববংশে নিজ মাতামহগোষ্ঠীতে, পিতৃমাতামহগোষ্ঠীতে বা পিতামহের মাতামহ গোষ্ঠীতে বিবাহ করে না। জৈসওয়ার শ্রেণীরাও ঐরূপ স্ববংশে, নিজ মাতামহ-গোষ্ঠীতে ও নিজ প্রমাতামহীর পিতৃবংশে বিবাহ করে না।

বিবাহ—বিয়াহুত ও খরিদাহা শ্রেণীর কলওয়ারেরা ৫ম হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ও জৈসওয়ারেরা ৫ হইতে ১০ম বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ দেয় ও বনোধিয়ারা ৭ হইতে ১২ বৎসরে দেয়, কিন্তু সকলেই কন্যা অপেক্ষা বরের বয়স কয়েক বৎসর বেশী হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করে। পুরুষের বিবাহ সকল শ্রেণীতেই ৮ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যেই হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানী কোয়েরীদিগের যে প্রণালীতে বিবাহ হইয়া থাকে, ইহাদেরও সেইরূপ হয়। "সিন্দুরদান" কার্য্য হইয়া গেলেই বিবাহ সম্পূর্ণ হয়।

ইহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে "বরদেখি," "বরছেকা" ও "পানবাটি" নামক তিনটি কুলাচার আছে। কেবল বনোধিয়াগণের মধ্যে ঐ তিন প্রথা নাই। বরের পিতাকে সর্ব্বদা বরকার্য্যে ইহারা কিছু নগদ অর্থ দেয়, তাহাকে "তিলক" বলে। কোন শ্রেণীতেই ২১৲ টাকার অধিক তিলক দিবার নিয়ম নাই। ইহারা একটি হইতে ৩টি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে। প্রথমা পত্নী বন্ধ্যা হইলেই এরূপ পত্ন্যন্তর গ্রহণ ঘটে। সকল শ্রেণীতেই বিধবাবিবাহ চলে। পত্নী ব্যভিচারিণী হইলে ইহারা সে পত্নীকে পরিত্যাগ করে। চম্পারণ জেলার পরিত্যক্তা ব্যভিচারিণীকেও কলওয়ারেরা "সাগাই" প্রণালীতে পত্নীরূপে গ্রহণ করে, এরূপও দেখা যায়।

ধর্ম—এই জাতীয় সকল শ্রেণীর লোকেরা বৈষ্ণব, উহারা অন্যান্য গ্রাম্যদেবতার পূজা করিয়া থাকে। "গোরখ" নামক দেবতাকে শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে বিয়াহুত ও খরিদাহা শ্রেণীর লোকেরা চাউল ও দুগ্ধ উৎসর্গ করে, ঐ সময়ে ধূপ ও ধুনাদিবারে "কালী" ও "..." নামক দেবতাকে ছাগল ও মিষ্টান্ন উৎসর্গ করে এবং সন্ধ্যায় "গোরইয়া" দেবতাকে শূকরশাবক উৎসর্গ করে। ঐ সময়ে বনোধিয়া জৈসওয়ারেরা শিবের মন্দিরে "পাঁচপীর" দেবতাকে এবং কার্ত্তিক শুক্লা একাদশী তিথিতে তুলসী একাদশী ও চতুর্দ্দশীতে বনোধিয়ারা "ব্রহ্মদেব" কে উৎসর্গ করিয়া থাকে। এই সকল নিবেদিত সামগ্রী ইহারা আপনারা ভোজন করে। কেবল উৎসর্গিত শূকরশাবকগুলি খায় না, মৃত্তিকা মধ্যে পুঁতিয়া ফেলে ও পাঁচপীরের প্রসাদ মুসলমানগণকে বিতরণ করিয়া দেয়।

ইহাদের পূজাদি ও পৌরোহিত্যাদি করিবার জন্য এক শ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ আছে। কেবল বনোধিয়ার পুরোহিতেরা অন্যান্য কনোজীয়া ব্রাহ্মণের তুল্য সম্মান পাইয়া থাকে। ইহারা শবদাহ করে। অপ্রাপ্তবয়স্কেরও দাহ হয়। বনোধিয়ারা ৭ম বর্ষের ন্যূন মৃত সন্তানের শব পুঁতিয়া ফেলে।

জীবিকা ও অবস্থা—মদ্য প্রস্তুতের ব্যবসাই ইহাদের মূল জীবিকা। বনোধিয়া, দেশবার ও খালসা শ্রেণীর কলওয়ারেরা অন্যান্য ব্যবসা ও তেজারতি কারবার করিয়া থাকে, অধিকাংশ কৃষিকার্য্য করে। যে সকল কলওয়ারেরা তেজারতি কারবার করে, তাহারাই ইহাদের মধ্যে সম্ভ্রম পায়। ছোটনাগপুরের উচ্চশ্রেণীর কলওয়ারেরা ঐ ব্যবসায়ে সবিশেষ সম্পন্ন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিলাসিতা নাই, সাধারণ মজুরেরা যেরূপ আহারাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করে, ইহারাও সেইরূপ করে।

ইহারা জল চরণীয়, অর্থাৎ ইহাদের স্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণাদির অব্যবহার্য্য। ইহাদের অধিকাংশ এখন চাষবাস করিয়া খায়, কারণ ইহাদের জাতিগত ব্যবসায় গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় কৃষি ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। 'তেলী' বা কলু অপেক্ষা ইহারা জাতিপর্য্যায়ে উচ্চ শ্রেণী মধ্যে গণ্য বটে।

সর্ব্বাপেক্ষা চম্পারণ ও মজঃফরপুর জেলায় এই জাতির বাস অধিক। নদীয়ায় ১ ঘর মাত্র আছে।

কল্ক (পুং, ক্লী) (কল্যতে ক্ষিপ্যতে কলি ক; উণ্ ৩।৪০।) ১ শিলা পিষ্ট দ্রব্য।

"দ্রব্যমার্দ্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কং বা সজলং ভবেৎ।

তদেব প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বৈঃ কল্ক ইত্যভিধীয়তে।"

শুষ্ক হউক বা জলমিশ্রিত হউক শিলাপিষ্ট দ্রব্যমাত্রকেই কল্ক বলা যায়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পিষ্ট, পিষ্টক, আবাপ ও প্রক্ষেপ। একপ্রকারের অতিরিক্ত কাল থাকিলে কল্ক দ্রব্যের বীর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। ২ মুদ্গতৈলাদির শেষ। ৩ দম্ভ। ৪ বহেড়াগাছ। ৫ বিষ্ঠা। ৬ কিট্ট। ৭ পাপ। ৮ দ্রব্যাদের চূর্ণ। ৯ কানের ময়লা। ১০ তুরুষ্ক নামক গন্ধ দ্রব্য। ১১ প্রতারণা। ১২ (ত্রি) কলুষিত পাপ আচরিত, কল্ক। পাপাত্মা পাপ যার।

(কল্কোৎকটা মুক্তকেশা দশনৈর্দষ্ট বর্ত্তিকে।

নিষ্কিঞ্চিতোক্ত পাপে 'দ্রব্য পাপাশয়ে পুনঃ। মেদিনী।)

কল্কন (ক্লী) কল্ক শাঠ্যং করোতি, কল্ক পিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ শঠতাচরণ। ২ বিবাদ।

কল্কফল (পুং) কল্কং বিকারকং ফলমিব ফলং যস্য বহুব্রীহিঃ। দাড়িমগাছ। [দাড়িম দেখ।]

কল্কল (পুং) বাদ্যবিশেষ।

কল্কলানি (দেশজ) ১ বৃথাবাক্যে গোলযোগ করা। ২ জল প্রাতের শব্দ।

কল্কাশিন্দা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

কল্কি (পুং) কল্কং পাপং তন্নাশক অস্তি অস্য ইনি। ভগবান্ নারায়ণের দশাবতারের মধ্যে দশম বা শেষাবতারের নাম "কল্কি"। যখন ভূমণ্ডলে কলির চতুর্থ পাদ বা পূর্ণাধিকার হইবে অর্থাৎ কলির শেষে যখন সমুদয় মানব একবর্ণ হইয়া যাইবে এবং বিষ্ণুর নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে, তখন ভগবান্ এই নামে অবতীর্ণ হইয়া, কলিকে নিপীড়িত করিয়া, তাহাকে পৃথিবী হইতে দূর করিয়া দিবেন এবং শ্লেচ্ছকুল ধ্বংস করিয়া সদ্ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও পুনর্ব্বার সত্যযুগকে স্থাপন প্রদান করিবেন।

(মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণু, গরুড়, নারসিংহ ইত্যাদি।)

সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগ পর্য্যায়ক্রমে পৃথিবীতে অধিকার পাইয়া থাকে। এই চারিটি যুগের সমষ্টি কালকে "দিব্যযুগ" বলে। এরূপ ৭১টি দিব্যযুগে এক একটি মন্বন্তর হয়। বর্ত্তমান সময়ে ৭ম মনু বৈবস্বতের অধিকার চলিতেছে। বৈবস্বতের অধিকারের ৭১টি দিব্যযুগের মধ্যে অষ্টাবিংশতি দিব্যযুগের বর্ত্তমান কলিযুগ চলিতেছে। ইতিপূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ নামক ছয়টি মন্বন্তর হইয়া গিয়াছে। এই প্রত্যেক মন্বন্তরে ৭১টি করিয়া ৪২৬টি দিব্যযুগ অতীত হইয়াছে এবং প্রত্যেক দিব্যযুগে একটি করিয়া কলিযুগ অতীত হইয়াছে, আর বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর ২৭টি দিব্যযুগ ও তৎসহ ২৭টি কলিযুগও গিয়াছে। বর্ত্তমান শ্বেতবরাহকল্পে মোট ৪৫৩টি কলিযুগ অতীত হইয়াছে। যদি প্রত্যেক কলির শেষাবস্থায় নারায়ণ কল্কিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ৪৫৩ বার তাঁহার কল্কিলীলা হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমান কলিযুগের শেষেও একবার হইবে। প্রত্যেক মন্বন্তরে নারায়ণের অবতারাদি সমান হয় কি না, তাহা কোন পুরাণ হইতেই স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্বন্তরে বা কলিযুগে কল্কি অবতার হইয়াছিল কি না সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করা যায় না।

যাহা হউক, ভগবানের কল্কিলীলা সম্বন্ধে কল্কিপুরাণকার যাহা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, "কলির শেষ পাদ উপস্থিত হইলে, স্বাধ্যায়, স্বধা স্বাহা, বষট্ ও ওঙ্কার অন্তর্হিত হইল, সুতরাং দেবগণের আহারাদিও বন্ধ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা সংবেত হইয়া দীনা ক্ষীণা মলিনা ধরণীকে অগ্রে করিয়া একান্ত হতাশ মনে ব্রহ্মলোকে গিয়া উপনীত হইলেন। দেবগণ বিমনমনে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া সনক সনন্দ সনাতনাদি ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে সুখোপবিষ্ট দেখিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া অবস্থান করিলেন। পিতামহ তাঁহাদিগকে সাদরে উপবেশন করিতে বলিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবগণ তখন কলির দোষে যেরূপে ধর্ম্মনাশ হইয়াছে, সেই সমস্ত যথাযথ নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণের নিকট অবস্থা অবগত হইয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'চল, বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিব।' এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে স্তবাদিতে তুষ্ট করিয়া দেবগণের প্রার্থনা জানাইলেন। নারায়ণ বিধিমুখে কলি-বিবরণ জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, 'বিধে। আমি তোমার

অভিপ্রায়ানুসারে শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশার ঔরসে সুমতিগর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। আমার জ্যেষ্ঠ আর তিনটি ভ্রাতা হইবেন। আমি সেই চারি ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া কলি ক্ষয় করিব। আমার শক্তি লক্ষ্মীও পদ্মা নাম ধারণ করিয়া সিংহলদেশে বৃহদ্রথ রাজার কৌমুদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। দেবগণ! তোমরাও ভূমণ্ডলে স্ব স্ব অংশে অবতরণ কর। আমি তোমাদের সহায় দেবাপি ও মরু নামক রাজদ্বয়কে পৃথিবীতে স্থাপিত করিয়া তৎপর সত্যযুগ ও ধর্মের পালন করিব। প্রভুর এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

দেবগণকে বিদায় দিয়া ভগবান শম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশার ঔরসে সুমতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইঁহার পূর্বে কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্রক নামে বিষ্ণুযশার তিনটি পুত্র হইয়াছিল। বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ভগবান্ ভূমিষ্ঠ হইলেন। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সূতিকাগারের ঘটনা অত্যাশ্চর্য হইয়াছিল। মহাষষ্ঠী ইঁহার ধাত্রী হইয়াছিলেন, অম্বিকা নাড়ীচ্ছেদন করিয়াছিলেন, ভাগীরথী গর্ভক্লেদ পরিষ্কার ও সাবিত্রী দেবী গাত্রমার্জন করিয়াছিলেন, পৃথিবীদেবী দুগ্ধ দিয়াছিলেন, মাতৃকাগণ আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। পরে ব্রহ্মা ভগবানকে এইরূপে চতুর্ভুজ মূর্তিতে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া সত্বর পবনকে সূতিকাগৃহে প্রেরণ করিলেন। পবন আসিয়া ভগবানের কানে কানে বলিলেন, প্রভু! আপনার চতুর্ভুজ মূর্তির দর্শনলাভ দেবতাদিগেরও দুর্লভ, সুতরাং এ মূর্তি সংবরণ করিয়া মনুষ্য মূর্তি ধারণ করাই যুক্তিযুক্ত।' ভগবান্ পবনমুখে ব্রহ্মার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজ মানব শিশু হইলেন। বিষ্ণুযশা হঠাৎ পুত্রের রূপান্তর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন বটে কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া পূর্বদৃষ্ট রূপকে ভ্রম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

ভগবানের জন্মগ্রহণাবধি শম্ভলগ্রামের পাপ তাপ অন্তর্হিত হইল। অধিবাসিবর্গ মঙ্গল উৎসবে মত্ত হইল। পুত্রকে ক্রমশঃ প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়া বিষ্ণুযশা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া নামকরণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। যে দিন নামকরণ হইবে, সেই দিন পরশুরাম, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও ব্যাসদেব ভিক্ষুকরূপ ধারণ করিয়া শিশুকল্কীকে দেখিতে আসিলেন। বিষ্ণুযশা এই অদৃষ্টপূর্ব দর্শনার্থী তেজস্বী অতিথিচতুষ্টয়কে দেখিয়া যথোচিত সম্মানে সংবর্ধনা করিলেন। তাঁহারা উপবিষ্ট হইয়া পিতৃক্রোড়স্থ বালককে দেখিয়াই বুঝিলেন, ভগবান্ কলিকুলবিনাশের জন্য এই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা বালকের 'কল্কি' নাম নির্দেশ করিলেন এবং উপস্থিত থাকিয়া জাতকর্ম ও নামকরণাদি সংস্কার করাইয়া প্রসন্নমনে বিদায় হইলেন। ইহার পর গর্গ, ভর্গ, বিশাল প্রভৃতি নামে দেবতারা কল্কির জ্ঞাতিরূপে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে বিশাখযূপ নামে এক নরপতি তৎপ্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন করিতেন। কিছুকাল পরে কল্কির উপনয়নযোগ্য বয়স হইল, বিষ্ণুযশা একদিন কল্কিকে বলিলেন, 'বৎস, আমি তোমার যজ্ঞোপবীত দান সংস্কার সম্পন্ন করিব, পরে তুমি চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিবে।' কল্কি এই কথা শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বেদ কি, সাবিত্রী কি, যজ্ঞসূত্র কি, ব্রাহ্মণ কি, দশবিধ সংস্কার কি, বিষ্ণুপূজা কি, প্রভৃতি জানিতে চাহিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যে ব্রাহ্মণ সংসারের পালক হইয়া হরির প্রীতি সাধন করিয়া ত্রিলোকের অধীশ্বর ও নিখিল ভুবনের উদ্ধার করেন, এরূপ ব্রাহ্মণ কোথায় থাকেন?' বিষ্ণুযশা এই প্রশ্নের উত্তরে কলির অত্যাচারের কথা নিবেদন করিলেন। পিতার মুখে কলির সংবাদ শুনিয়া ভগবান্ কল্কি দুঃখ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মনে কলিনিগ্রহের সংকল্প জাগিল। পরে যথানিয়মে উপনয়ন শেষ হইলে, তিনি গুরুকুলে বাস করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

তখন পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে বাস করিতেন। তিনি কল্কিকে আসিতে দেখিয়া নিজ আশ্রমে আনিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'বৎস, আমি তোমার অধ্যাপক হইব, ভৃগুবংশে জমদগ্নির ঔরসে আমার জন্ম, বেদবেদাঙ্গ তত্ত্ব ও ধনুর্বেদে পারদর্শী, আমি সমুদয় পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছি, এক্ষণে তপস্যার জন্য এই মহেন্দ্রপর্বতে বাস করিতেছি, তুমি আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার কর এবং অভিলষিত শাস্ত্র অভ্যাস কর।' কল্কি পরশুরামের কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার নিকট থাকিয়া চতুঃষষ্টি কলা সাঙ্গবেদ ও ধনুর্বেদ শিক্ষা করিয়া যথাবিধি গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলেন। পরশুরাম দক্ষিণার কথা শুনিয়া বলিলেন, 'পূর্বকালে ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট কলিনিগ্রহের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কলিনিগ্রহের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, তুমি সেই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ হরি, তুমি আমার নিকট বিদ্যা শিখিয়াছ, পরে শিবের নিকট অস্ত্র ও সর্বজ্ঞ শুকপক্ষী এবং

সিংহলদেশের রাজকন্যা পদ্মাবতী লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে তোমার হস্তে ধর্ম্মহীন নৃপতিগণের বিনাশ, কলির নিগ্রহ ও ধর্ম্মের সংস্থাপন হইবে, তুমি অবশেষে মরু ও দেবাপিকে পৃথিবীরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া গোলোকে প্রতিগমন করিবে। তোমার এই সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানে আমার পরম প্রীত হইবে, তাহাই আমার দক্ষিণা।' কল্কি গুরুদেবের কথা শুনিয়া বিল্বোদকেশ্বর নামক শিবমন্দিরে গিয়া মহাদেবের পূজা ও স্তব করিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবাদিদেব পার্ব্বতীর সহিত আবির্ভূত হইলেন এবং তুষ্ট হইয়া বর দিলেন, তুমি যে স্তব রচনা করিয়া পাঠ করিলে, সেই স্তব যে পাঠ করিবে তাহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই কামগামী বহুরূপী গরুড়ের অংশসম্ভূত অশ্ব ও এই সর্ব্বজ্ঞ শুক তোমাকে দিতেছি, গ্রহণ কর, আজ হইতে মানবগণ তোমাকে সর্ব্ববিৎ শাস্ত্রনিপুণ, বেদপারদর্শী ও সর্ব্বভূতবিজয়ী বলিয়া জানিবে, এই মহাপ্রভাশালী রত্নখচিত মুষ্টিশালী করাল করবাল গ্রহণ কর, ইহা দ্বারা পৃথিবীর গুরুভার হরণ করিবে। এই বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন, কল্কিও হরপার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়া শিবদত্ত বরগুলি লইয়া অশ্বারোহণে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বিষ্ণুযশা পুত্র



কল্কি অবতার।

মুখে সমস্ত অবগত হইয়া যেখানে সেখানে সেই কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন ক্রমে সেই কথা রাজা বিশাখযূপের কর্ণগোচর হইল। বিশাখযূপ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, যথার্থই বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়াছেন, কারণ যে অবধি কল্কির জন্ম হইয়াছে সেই অবধি তাঁহার রাজধানী মাহিষ্মতী নামক নগরীতে যাগ, দান ও তপস্যা ব্রতের অনুষ্ঠান হইতেছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি তাহাদের দুরাচার ত্যাগ করিয়াছে। বিশাখযূপ এই সকল দেখিয়া নিজেও ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলেন ও বিশুদ্ধ হৃদয়ে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কল্কি উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ গ্রহণকরত মাহিষ্মতীপুরের উদ্দেশে অশ্বারোহণে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও গর্গ ভর্গাদি জ্ঞাতিগণও অনুগমন করিলেন। বিশাখযূপ কল্কির আগমন শুনিয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি পুরোদ্বারে পৌঁছিয়া দেখিলেন, দেবতা পরিবৃত উচ্চৈঃশ্রবারোহী ইন্দ্রের ন্যায় স্বজনপরিবৃত কল্কি দণ্ডায়মান। বিশাখযূপ তাঁহাকে দেখিয়াই অবনত হইয়া প্রণাম করিলেন কল্কিও প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন, ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পাইয়া সেই দিন হইতেই বিশাখযূপ পুণ্যাত্মা বৈষ্ণব হইলেন।

কল্কি রাজার সহিত বাস করিতে লাগিলেন এবং সকলে আত্মধর্ম্মের নিরূপণ করিয়া কহিলেন 'আমার অংশগণ কলির পাপে ভ্রষ্টাচার হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার আমার সহিত মিলিত হইয়াছেন, তুমি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া আমার উপাসনা কর, আমিই পরম লোক আমিই সনাতন ধর্ম্ম, কাল স্বভাব সংস্কার ও কর্ম্ম আমারই অনুগামী। আমি চন্দ্রবংশীয় দেবাপি ও সূর্য্যবংশীয় মরুকে ধরারাজ্যে সংস্থাপিত ও সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া গোলোকে প্রস্থান করিব।' বিশাখযূপ কল্কির বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কল্কি কলির বিনাশের জন্য বিশাখযূপের সভায় প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া বিবৃতি এবং মায়া। ভগবানের মানস ব্রাহ্মণজন্ম ও সৃষ্টি বেদমাহাত্ম্য ব্রাহ্মণধর্ম্ম প্রভৃতি কথা ও আপনার অবতারের আবশ্যকতা ব্যক্ত করিলেন। বিশাখযূপ এই সকল কথা শুনিয়া মহানন্দে স্বরাজ্যে গেলে শিবদত্ত শুক দর্শন দিয়া কল্কির নিকট উপস্থিত হইল। কল্কি শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, শুক তুমি কোন দেশ হইতে আসিলে তাহা বল তোমার মঙ্গল হউক। শুক কহিল দেব, সাগরের মধ্যে সিংহল নামে দ্বীপ আছে সেখানকার নৃপতির নাম বৃহদ্রথ কৌমুদী নাম্নী মহিষীর গর্ভে তাঁহার এক কন্যা হইয়াছে তাঁহার নাম পদ্মিনী পদ্মাবতী ত্রিলোকে দুর্লভা তাহার রূপ অতীব রমণীয় রূপে মন্মথও পাগল হয়, পদ্মাবতী হরপার্ব্বতীর উপাসনা করিয়া বর

লাভ করিয়াছেন যে, কোন মনুষ্য-রাজপুত্র পদ্মাবতীর উপযুক্ত নহেন, এবং জগতে মানব বা দেব অসুর নাগ গন্ধর্ব প্রভৃতি যে কেহ পদ্মাকে কামভাবে নিরীক্ষণ বা অভিলাষ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ নীচ পুরুষদেহের পরিবর্তে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইবে, একমাত্র নারায়ণই তাঁহার স্বামী। পদ্মা মহাদেবের নিকট এই বর লাভ করিয়া পরম সুখী হইয়া এতদিন নারায়ণের অপেক্ষা করিতেছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার পিতা স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়াছেন, নৃপতির উদ্দেশ্য স্বয়ংবর সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যেমন রুক্মিণীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন সেইরূপ নারায়ণ এই সভামধ্যে পদ্মাকেও গ্রহণ করিবেন। এদিকে স্বয়ংবর সভায় যে সকল নৃপতি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পদ্মাকে কামভাবে দৃষ্টি করিবামাত্র স্ব স্ব মনোহরূপ বিপুলনিতম্বা স্তনযুগশালিনী সুমধ্যমা রমণীর শরীর প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহার মনে যেরূপ রমণীর রূপ আকাঙ্ক্ষিত ছিল তিনি সেইরূপ রূপ প্রাপ্ত হইলেন, এমন কি, তাঁহারা নৃত্যগীতাদিবিষয়েও নিপুণতাও লাভ করিলেন। নৃপতিগণ স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নমনে পদ্মার সহচরী হইলেন। আমি বিবাহ দেখিব বলিয়া নিকটস্থ একটি বৃক্ষে বসিয়াছিলাম, এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পদ্মাও বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমি পদ্মার বিলাপ শুনিয়াছি তিনি শ্রীহরির চিন্তায় একান্ত কাতরা, আমি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া পদ্মাবতীকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

কল্কি শুকমুখে পদ্মাবতী লক্ষ্মীর এতাদৃশ অবস্থা শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য শুককে যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া পুনরায় সিংহলে প্রেরণ করিলেন। শুক সিংহলে উপস্থিত হইল এবং পদ্মাবতীকে কতকটা আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার মুখে নিবারিত বিষ্ণুপূজার পদ্ধতি, ভগবানের দেহের বর্ণনা ও শ্রীচরণ হইতে কেশ পর্যন্ত প্রতি অঙ্গের ধ্যান শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সমুদ্রের অপর পারে শম্ভলগ্রামে বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই সংবাদ প্রদান করিল। পদ্মা শুকমুখে কল্কির সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিলেন এবং তাঁহাকে কল্কিদেবকে আনয়নের জন্য নিযুক্ত করিলেন ও বলিয়া দিলেন, "শুক, আমার বলিবার কথা বলিও, তোমার অবিদিত কিছুই নাই, আমি আর কি বলিব, যদি কল্কি আপনাকে মনুষ্যমধ্যে স্ত্রীরূপপ্রাপ্তির আশঙ্কায় সিংহলে পদার্পণ না করেন তথাপি তাঁহার শ্রীচরণে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিও, "আমার অদৃষ্টদোষে শিবের বর অভিশাপে পরিণত হইয়াছে।" শুক পদ্মাবতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কল্কির নিকট প্রত্যাগমন করিল। কল্কি শুকের নিকট পদ্মার কথা শুনিয়া শিবদত্ত অশ্বে আরোহণপূর্বক শুককে সঙ্গে লইয়া অনন্যচিত্ত অবিলম্বে সিংহলে যাত্রা করিলেন। যথাকালে রাজধানী কারুমতীনগরে উপস্থিত হইলেন। নগরের প্রান্তভাগে মনোহর সরোবর দৃষ্টি করিয়া শুককে বলিলেন "শুক এই স্থানে স্নান করিতে হইবে।" শুক কল্কির উদ্দেশ্য বুঝিয়া পদ্মাবতী সন্নিধানে গমন করিল। কল্কি সরোবরতীরে সোপানোপরি অবস্থান করিলেন। এদিকে শুক গিয়া পদ্মাবতীকে কল্কির আগমন সংবাদ জানাইল। পদ্মাবতী শুনিয়া সরোবর স্নানের ছলে সহচরী সঙ্গে লইয়া কল্কিসদনে চলিলেন। পদ্মাবতী আসিতেছেন শুনিয়া, গৃহে বিপণীতে যে সকল পুরুষ ছিল, তাহারা ত্রস্ত চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল; তাহাদিগের কামিনীগণ পাছে পতির স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি হয়, এই ভয়ে পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। পদ্মাবতী সহচরীগণের সহিত সরোবর সোপানে নামিলেন ভগবান্ কল্কি তখন কদম্বতরুর মূলদেশে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। পদ্মাবতী যথাকালে স্নান সমাপন করিয়া সেই তরুমূলে উপস্থিত হইলেন এবং কল্কির রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত হইয়া শুককে বলিলেন "শুক, এই মহাপুরুষের নিদ্রা ভঙ্গ করিও না, কি জানি যদি নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমাকে দেখিয়া ইনি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আমার কি হইবে। হায়! মহাদেবের বর আমার পক্ষে শাপ হইল।" কল্কি মনে মনে পদ্মার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জাগরিত হইলেন এবং পদ্মাবতীকে মধুর প্রেমসম্ভাষণে আদর করিলেন। পদ্মাবতী কল্কিদেবের মধুর বচন শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার পুরুষত্ব অক্ষত রহিয়াছে দেখিয়া সাতিশয় আনন্দলাভ করিলেন এবং লজ্জাবনতমুখে শ্বেত গদগদস্বরে ভগবান্ কল্কিকে স্তবে তুষ্ট করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পদ্মাবতী নিজ গৃহে আসিয়া পিতার নিকট ভগবান্ কল্কিদেবের আগমন বার্তা জানাইলেন। রাজা বৃহদ্রথ, নগরে শ্রীহরির পদার্পণ হইয়াছে শুনিয়া, নানাবিধ নৃত্য, গীত, বাদ্যাদির আয়োজন করিয়া পাত্রমিত্র পরিজন ও ব্রাহ্মণাদি সহ কল্কিদেবকে আনয়ন করিতে যাত্রা করিলেন। পুরোহিতগণ পূজার উপকরণ লইয়া অনুসরণ করিলেন। রাজা সরোবরতীরে কল্কিকে দেখিয়া স্তব-পূজাদি দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন ও অবশেষে পুরীমধ্যে আনয়ন করিয়া পদ্মাবতীকে সম্প্রদান করিলেন। যে রাজগণ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্তব করিয়া কল্কির

প্রসন্নতা লাভ করিলেন ও তাঁহার আদেশমত রেবানদীর জলে অবগাহন করিয়া স্ব স্ব পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইলেন। পরে সকলে দশ অবতারের নামাদেশ ও ভগবান্ কল্কির স্তব করিয়া স্ব স্ব দেশে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। পুরুষোত্তম কল্কি এই সময়ে তাহাদিগকে বর্ণাশ্রমধর্মের উপদেশ, বৈদিক অনুশাসনাদি প্রবৃত্তিমার্গের ও নিবৃত্তিমার্গের পারলৌকিক কার্য্যের উপদেশ দিলেন। নৃপতিগণ এই সকল কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেব, কে কি কারণে স্ত্রী ও পুরুষদেহের সৃষ্টি করিয়াছেন, সুখ, দুঃখ ও জরা কোথা হইতে কাহার আদেশে, কি উদ্দেশে বিহিত হইয়াছে? এ পর্য্যন্ত এ সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব নিরূপিত হয় নাই ও এতদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু আমরা জানি না, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বলুন।' কল্কিদেব এই প্রশ্ন শুনিয়া অনন্তনামক মুনিকে স্মরণ করিলেন। মুনিবর স্মরণমাত্রে তথায় উপস্থিত হইলেন। কল্কি তখন রাজাদিগের প্রশ্নের যথা সদুত্তর দিতে কহিলেন। মুনিবর অনন্ত স্বীয় পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া রাজাদিগের সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। রাজগণ তাহার পর স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নৃপগণ স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলে ভগবান কল্কিও স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে সংকল্প করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া শম্ভলগ্রামে ভগবানের জন্য স্বর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। কল্কি ও পদ্মাবতী যথাকালে নানাবিধ যৌতুক লইয়া শম্ভল গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা সকলে উপনীত হইলে কল্কি ও পদ্মাবতী জনক জননীর চরণে প্রণাম করিয়া বন্ধুজন সমভিব্যাহারে নগরে আগমন করিয়া বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কল্কির ভ্রাতা কবি স্ব-পত্নী কামকলার গর্ভে বৃহৎকীর্ত্তি ও বৃহদ্বাহু, প্রাজ্ঞ স্বপত্নী সন্নতির গর্ভে যজ্ঞ ও বিজ্ঞ, এবং সুমন্ত্রক মালিনীর গর্ভে শাসন ও বেগবান্ নামে পুত্রোৎপাদন করিলেন।

কিছুদিন অতীত হইলে বিষ্ণুযশা অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কল্কি পিতার ইচ্ছা অবগত হইয়া ধনরত্ন সংগ্রহার্থ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন।

কল্কি স্বগণে পরিবৃত হইয়া সসৈন্যে প্রথমতঃ কীকট দেশে উপস্থিত হইলেন। কীকটদেশে তখন সব একাকার হইয়া গিয়াছে, কেহ আর ধন, স্ত্রী বা অন্নাদি গ্রহণে আপনার ও অপরের মধ্যে কোন ভেদ দেখিত না। কীকটে তখন জিন নামক রাজা ছিলেন। তিনি কল্কিকে আসিতে শুনিয়া দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

প্রথম যুদ্ধে জিনরাজের বৌদ্ধসেনা বিধ্বস্ত হওয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। পরে কল্কি ও জিনের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বাধিল। কল্কি শরাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জিনরাজ অচেতন কল্কিকে উঠাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বিশ্বম্ভর দেহ উঠাইতে পারিল না। ইতিমধ্যে বিশাখযূপ নিকটস্থ হওয়া জিনকে গদাঘাতে মূর্চ্ছিত করিয়া কল্কিদেব লইয়া স্ব-রথে আরোহণ করিলেন। রথে উঠিয়াই কল্কির চেতনা হইল। চেতনা পাইয়া তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে আবার জিনের সম্মুখে উপনীত হইয়া তাহাকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কটিদেশ ভগ্ন করত বিনাশ করিলেন। জিনের ভ্রাতা শুদ্ধোদন গদাহস্ত পাদচারীর প্রতিরোধ দিতে আসিল, কিন্তু কল্কির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবির নিকট বাধা পাইয়া তাহার ই সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শুদ্ধোদনে কবিতে গদাযুদ্ধ হইল, কিন্তু শুদ্ধোদন কিছুতেই কবিকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া মায়াদেবীকে স্মরণ করিল। মায়াদেবী সিংহধ্বজ রথে সৈন্যের পুরোভাগে থাকিলে দেবপক্ষের সৈন্য ক্ষীণ হইয়া পড়িল। মায়া আসিলেন, কল্কিসৈন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। বৌদ্ধসেনা জয়ধ্বনি করিয়া অগ্রসর হইল কিন্তু কল্কি কারণ বুঝিতে পারিয়া নিজে মায়ার সম্মুখীন হইলেন। মায়া বিষ্ণুকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার শরীরে মিশিয়া গেলেন। মায়াকে অন্তর্হিত দেখিয়া বৌদ্ধসৈন্য হীনবল হইয়া পড়িল। যাহা হউক, শেষে আবার যুদ্ধ বাধিল। ক্রমে শুদ্ধোদন, কাকাক্ষ, কপোতরোমা প্রভৃতি বৌদ্ধনায়কগণ পতিত হইতে লাগিল। শেষে অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বৌদ্ধবীরপত্নীরা যুদ্ধে আগমন করিল। ভগবান কল্কি তখন তাহাদিগকে অবলাজনসুলভ অনুচিত বুঝাইয়া দিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। রমণীগণ সে কথা না শুনিয়া পতিশোকে অস্ত্রত্যাগ করিল কিন্তু অস্ত্রগণ শত্রুর প্রতি না গিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে 'যে ভগবানের শক্তির আশ্রয়ে আমরা শত্রুকুল ধ্বংস করি, ইনি সেই ভগবান হরি। ভগবান যখন প্রহ্লাদের জন্য নৃসিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন তখনও আমরা হরির গাত্রে আঘাত করিতে পারি নাই আর এখনও পারিব না।'

বৌদ্ধকামিনীরা ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইল ও অবশেষে কল্কির শরণ লইল। কল্কিদেব তখন তাহাদিগকে ভক্তিযোগের উপদেশ দিলেন। তাহারাও ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করিল।

কল্কিদেব তৎপরে কীকট হইতে চক্রতীর্থে আসিয়া সকলে শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকাণ্ড নয়ন মানাদি করিলেন। একদিন তথায় বালখিল্যাদি মহর্ষিগণ একত্রিত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, কুম্ভকর্ণের নিকুম্ভনামে এক পুত্র ছিল, তাহার কুথোদরী নামে এক কন্যা আছে। কালকঞ্জনামক দানবের সহিত এই কুথোদরীর বিবাহ হইয়া বিকঞ্জনামে এক পুত্র হইয়াছে। আপাততঃ কুথোদরী হিমালয় পর্বতে মস্তক রাখিয়া নিষধ পর্বতে পদদ্বয় বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিয়া আছে। হিমালয়ের এক উপত্যকায় বসিয়া বিকঞ্জ স্তন্যপান করিতেছে, সেই রাক্ষসীর নিশ্বাস পবনে প্রপীড়িত ও ভীত হইয়া আমরা আপনার শরণ লইলাম। আপনি আমাদিগকে চিরকালই রাক্ষসভীতি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এখনও করুন।

কল্কি মুনিগণের কথা শুনিয়া হিমালয়ের উপত্যকায় গিয়া দেখিলেন, একটি দুগ্ধবতী নদী অতি খরস্রোতে বহিয়া যাইতেছে; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, উহা কুথোদরীর একটি স্তনের দুগ্ধধারা, বিকঞ্জ একটী স্তন পান করিতেছে বলিয়া অপর স্তনের দুগ্ধধারা গড়াইয়া নদী হইয়া বহিতেছে। মুনিরা বলিলেন, পরে সে যখন স্তন পরিবর্তন করিবে, তখন এই নদী শুকাইয়া যাইবে, অপরদিক্ দিয়া অপর স্তনের দুগ্ধ বহিতে থাকিবে। কল্কি এই কথা শুনিয়া কুথোদরীর ভীষণাকারের কথা চিন্তা করিতে করিতে অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। নিকটে গিয়া দেখেন, রাক্ষসীর কর্ণকুহরে পর্বতগহ্বর এবং সিংহগণ আশ্রয় লইয়াছে, লোমকূপে বন্যগণ পুত্রপৌত্রাদি লইয়া সুখে আছে। কল্কি রাক্ষসীকে দেখিয়া শরত্যাগ করিলেন। রাক্ষসী শরবিদ্ধ হইয়া গভীর গর্জন করিল। সেই শব্দে মুনিগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পরে রাক্ষসী শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র হস্ত্যশ্বরথপদাতি সহিত কল্কি রাক্ষসীর মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হইবার উপক্রম হইল। রাক্ষসী নিকটে পাইয়া সকলই গ্রাস করিল।

ভগবান্ কল্কি সসৈন্যে রাক্ষসীর উদরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র জগৎ সংসার ভীত হইয়া উঠিল। কল্কিদেব তখন রাক্ষসীর উদরে বাণাদি ছাড়িয়া করবাল হস্তে উদর বিদারণ করিয়া বহির্গত হইলেন। সৈন্যগণ যোদ্ধৃবৃন্দ, ধর্ম, সাধারণ প্রভৃতি যে যেখান দিয়া পারিল বাহির হইয়া পড়িল। কুথোদরী পঞ্চত্ব পাইল। বিকঞ্জ জননীর মৃত্যু দেখিয়া নিরায়ুধ হস্তে কল্কিসেনা বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। কল্কি পঞ্চবর্ষীয় দানব বালককে ব্রহ্ম অস্ত্রে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে অসংখ্য মুনি ঋষি গঙ্গাতীরে বসিয়া কল্কিকে দর্শন করিতে আসিলেন। এই সকল ঋষিগণের মধ্যে অত্রি, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পরাশর, নারদ, অশ্বত্থামা, পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, দুর্বাসা, দেবল, কণ্ব, কুশল, মধুচ্ছন্দা, শমীক, বেদপ্রমিতি প্রভৃতি মহর্ষিগণ ছিলেন। ইহাদের সহিত মরু ও দেবাপি নামক দুই রাজর্ষি আসিয়া ছিলেন। কল্কি তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, মরু আপনাকে সূর্য্যবংশোদ্ভূত অধিবর্ণের পৌত্র ও শাঘ্রের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। ইনি কলাপগ্রামে তপস্যা করিতেছিলেন, ব্যাসদেবের মুখে কল্কি অবতারের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। মরু আপনাকে চন্দ্রবংশীয় প্রতীপরাজের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। ইনি বাল্যকালে রাজ্যত্যাগ করিয়া কলাপগ্রামে তপস্যা করিতেছিলেন, ব্যাসমুখে কল্কিসংবাদ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন।

ইঁহাদের পরিচয় শুনিয়া ভগবান্ কল্কির পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল। উভয়কে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, 'মরু, প্রবল পৌরুষ, প্রাণিহিংসক ম্লেচ্ছগণকে সংহার করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় নিবাসনে এবং পুরুদিগের উচ্ছেদ নাশ করিয়া দেবাপিকে হস্তিনাপুরে বসাইব। তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে কৃতবিদ্য, এক্ষণে যোদ্ধৃবেশে রণযাত্রাকালে আমার অনুগমন কর। মরু! তুমি বিশাখযূপের কন্যা রুচিরাশ্বী কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর এবং দেবাপি! তুমিও রুচিরাশ্ব নৃপতির কন্যা শান্তাকে বিবাহ কর।' কল্কি এই কথা বলিবামাত্র আকাশ হইতে দুইখানি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রথ অবতরণ করিল। সকলে বিস্মিত হইল। কল্কি বলিলেন 'তোমরা উভয়ে লোকপালদিগের ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেরের আদেশে রথারোহে অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমাদের জন্য ইঁহাদেরই বিশ্বকর্ম্মা এই রথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তোমরা ইহাতে আরোহণ করিয়া আমার অনুবর্ত্তী হও।' কল্কির এই কথায় পর পুষ্পবৃষ্টি হইল।

এই সময়ে সনকসদৃশ এক তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মচারী উপনীত হইলেন। কল্কি পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'কমলাপতে! আমি আপনার আদেশবহ সত্যযুগ। আপনার আবির্ভাব ও প্রভাব প্রকাশ দর্শনের জন্য এখানে আসিয়াছি।' সত্যযুগ এই বলিয়া কল্কির স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিয়া সত্যযুগ কল্কির অনুগামী হইলেন। মহর্ষিরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

কল্কি তৎপরে বিশসনাদ্যো যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বিশাখ

ধূপ, দেবাপি ও মরু তাঁহার অনুগামী হইলেন। ধর্ম্ম এবং এই সময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কল্কির নিকট স্বীয় পরিজন সহ উপস্থিত হইলেন। কল্কি পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। কীকটে বৌদ্ধ বিধ্বস্ত হইয়াছে জানিয়া ধর্ম্ম আহ্লাদিত হইয়া নিজাশ্রমে স্বপরিজনবর্গকে রাখিয়া কল্কির অনুগমন করিলেন।

এবার কল্কি, খশ, কাম্বোজ, শবর, বর্ব্বর প্রভৃতিকে দমন করিবার অভিলাষে কলির পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কলির পুরী এরূপ ভীষণ যে, দেখিবামাত্র সকলের মনে ভয়সঞ্চার হয়। সর্ব্বদাই কুক্কুর, মার্জ্জার, কাক, উলূক ও শৃগালগণে সমাচ্ছন্ন। গোমাংসের দুর্গন্ধে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ। সেখানে কামিনীগণ দ্যূত, বিবাদ প্রভৃতি ব্যসনে অনুরক্ত। রমণীরাই সেখানে সংসারে কর্ত্রী, অন্য প্রভু নাই।

কলি কল্কিদেবকে দুর্দ্ধর্ষ ভাবিয়া স্বীয় পরিজনে পরিবৃত হইয়া পেচকাঙ্করথে আরোহণ করিয়া বিশসন নগরের বহির্দ্দেশে আসিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিল। কল্কি সৈন্যে উপনীত হইয়া ধর্ম্মের সহিত কলির, ঋতের সহিত দম্ভের, প্রসাদের সহিত লোভের, অভয়ের সহিত ক্রোধের, সুখের সহিত ভয়ের, হর্ষের সহিত নিরয়ের, যোগের সহিত আধির, ক্ষেমের সহিত ব্যাধির, প্রশ্রয়ের সহিত গ্লানির, স্মৃতির সহিত জরার ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বিগণের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ক্রমে বিষমযুদ্ধ বাধিল। আকাশে দেবতারা দেখিতে আসিলেন। মরুরাজ খশ ও কাম্বোজদিগের সহিত, দেবাপি চীন ও বর্ব্বরদিগের সহিত এবং বিশাখযূপ পুলিন্দ ও চণ্ডালগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কলির কোক ও বিকোক নামক দুই দানব সেনাপতি ছিল। ইহারা বৃকাসুরের পৌত্র ও শকুনির পুত্র। ইহাদের দেখিতে উভয়েই একরূপ। ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া ইহারা দেবতারও অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। পরাক্রান্ত এই দুই বীর যুদ্ধ বাধিলে স্বয়ং মৃত্যুও ভীত হইয়া পলায়ন করিতেন। কল্কিদেব স্বয়ং এই দুই বীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। যুদ্ধে অস্ত্রের ঝনঝনা বীরগণের সিংহনাদ শব্দাঘাতে পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। অবশেষে কলির অনুচরবর্গ একে একে পরাজিত হইয়া নানা দিগ্দেশে পলায়ন করিল। কলি স্বয়ং পরাজিত হইয়া স্ত্রীবালক ভবনে প্রবিষ্ট হইল, তাহার পেচকাঙ্ক রথ চূর্ণিত হইয়া গেল। খশ চণ্ডালাদি সকলেই আজিকার মত দেবাপি ও বিশাখযূপের হস্তে নিষ্পেষিত হইল।

কোক ও বিকোকের সহিত কল্কিদেবের ঘোর দুরন্ত যুদ্ধ দৈত্যদ্বয়ের যুদ্ধের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কল্কি ইহাদের অস্ত্রাঘাতে নিতান্ত পীড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়া একবারে বিকোকের শিরশ্ছেদ করিলেন, কিন্তু কোক ভ্রাতার মৃতদেহের প্রতি চাহিবামাত্র সে জীবিত হইয়া আবার উভয়ে কল্কির প্রতি ধাবিত হইল। এইরূপে কতবার উভয়ের শিরশ্ছেদ করিলেন, কিন্তু একে অন্যের মৃতদেহ দৃষ্টি করিবামাত্র জীবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে কল্কি স্বীয় অশ্বকে তাহাদের প্রতি নিযুক্ত করিলেন। কামগামী অশ্বের খুরপ্রহারে দানবদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল, তথাপি মরিল না দেখিয়া কল্কি চিন্তাযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা এই সময়ে তথায় আসিয়া কল্কিকে বলিলেন, 'বিভো! ইহারা অস্ত্রশস্ত্রে বধ্য নহে। ইহাদিগকে আমি বরদান করিয়াছিলাম, যে একে অন্যের মৃতদেহ দেখিতে পাইলে মৃতব্যক্তি পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে, সুতরাং যাহাতে ইহারা এক সময়ে বিনষ্ট হয়, তাহা করুন।' কল্কি তখন তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া খড়্গ পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের মস্তকে এককালে বজ্রমুষ্টিতে প্রহার করিলেন। উভয়ে বিদীর্ণমস্তক হইয়া পঞ্চত্ব পাইল আর কেহ কাহারও মৃতদেহ দেখিতে পাইল না, সুতরাং আর জীবিত হইল না। দেবতারা ও পৃথিবীস্থ সকলে ইহাদের বিনাশে পরম প্রীত হইলেন। সিদ্ধচারণাদি তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কলিপুর বিধ্বস্ত হইল।

কল্কি তৎপরে ভল্লাটনগরে শয্যাকর্ণদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানের শাসনকর্ত্তা রাজা অতি কৃষ্ণপরায়ণ এবং যোগীর অগ্রগণ্য। ভগবান্ কল্কি যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া তিনিও প্রীতি ও ভক্তিসহকারে সৈন্য সজ্জিত করিয়া প্রস্তুত রহিলেন। তাঁহার 'বিষ্ণু'-বাসনা সুশান্তা ভার্য্যাকে জগৎপতির সহিত যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, নাথ! ভগবানের কোমল শরীরে আপনি অস্ত্রক্ষেপণ করিবেন, কিরূপে? শশিধ্বজ উত্তর দিলেন প্রিয়ে! এস্থলে ভক্তিশাস্ত্র, উপাস্য উপাসককে যুদ্ধে প্রহার করিতে পারে; আর যদি যুদ্ধে জয়ী হইতে পারি, তাহা হইলে রাজা আমি, তাহাতে থাকিবে অথচ কল্কি বন্দী হইয়া বশী হইবে, অথবা যদি যুদ্ধে মরি তাহা হইলে স্বর্গে নিঃসন্দেহে যাইব, সুতরাং আমি কোন দিকেই ক্ষতি দেখিতেছি না। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রভু, আমি সেবক, তিনি আমার নিকট যেরূপে সেবা চাহিবেন, আমায় তাহা করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে সুতরাং প্রভু যখন আমার নিকট যুদ্ধ চাহিতে আসিতেছেন, তখন আমি তাহাই করিতে বাধ্য। রাণী শুনিয়া বলিলেন—হরিসেবকেরা কখনই কামনাশিষ্ট নহেন,

সুতরাং আপনার যে স্বর্গ কামনা বা বধ কামনায় যুদ্ধ করিতেন, ইহা অসম্ভব, আর আপনি যখন বিষ্ণু, তখন তিনিও আত্মা, সুতরাং আমার বোধ হয় আপনাদের উভয়ের যুদ্ধ কেবলই লোকের দেখামাত্র। এইরূপ অনেক কথোপকথনের পর শশিধ্বজ হরিনাম স্মরণ ও হরিধ্যান করিয়া কল্কির সহিত যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মার্থিগণ উন্মত্ত হইয়া তাঁহার সহিত চলিল। রাজকুমার সূর্য্যকেতু পরম বৈষ্ণব ও অস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধ বাধিল। বিশাখযূপের সহিত শশিধ্বজ, মরুর সহিত সূর্য্যকেতু ও দেবাপির সহিত বৃহৎকেতু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কাটাকাটি বিস্তর হইয়া গেল। সূর্য্যকেতুর যুদ্ধে মরু মূর্চ্ছিত হইবামাত্র সারথি তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল। বৃহৎকেতু দেবাপির যুদ্ধে পরাজিত হইলেন ও তাঁহার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সূর্য্যকেতু মহাবীর্য্য আসিয়া মুষ্টিঘাতে দেবাপির চৈতন্য হরণ করিয়া তাঁহার ভুজবন্ধন হইতে ভ্রাতাকে মুক্ত করিলেন। শশিধ্বজ বিশাখযূপকে পরাস্ত করিয়া কল্কির সম্মুখীন হইলেন।

শশিধ্বজ কল্কিকে বলিলেন, 'পুণ্ডরীকাক্ষ! আইস, তুমি আমার হৃদয়ে প্রহার কর, নতুবা আমার শরে আহত হইয়া কাষ্ঠবৎ ভূতলে লুটাও। আর যদি আমায় ভক্ত বিবেচনা করিয়া থাক, তবে নির্ব্বিবাদে প্রহার কর, আমি অনায়াসে শিব অথবা বিষ্ণুলোকে চলিয়া যাই।'

কল্কি এই কথায় মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বাহ্যে তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়ে মহাযুদ্ধ বাধিল। উভয়ে বিদ্যার চালনা করিতে লাগিলেন। শেষে কল্কির মুষ্ট্যাঘাতে শশিধ্বজ মুহূর্ত্তের জন্য অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, পরমুহূর্ত্তে তিনিও কল্কিকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। কল্কি সেই আঘাতে ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। ধর্ম্ম ও সত্যযুগ পতিত কল্কিকে উঠাইয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত নিকটস্থ হইবামাত্র রাজা শশিধ্বজ তাঁহাদের উভয়কে উভয় কক্ষে ও কল্কিকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া স্বপুরীতে চলিয়া আসিলেন। গৃহে পৌঁছিয়া রাজা দেখিলেন, রাণী সখিগণে পরিবৃতা হইয়া হরিগুণগান করিতেছেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, প্রিয়ে! এই ভগবান্ কল্কি যুদ্ধচ্ছলে আমার বক্ষস্থলে উঠিয়া তোমার ভক্তি দেখিতে আসিয়াছেন। আর আমার উভয় কক্ষে ধর্ম্ম ও সত্যযুগ। তুমি ইঁহাদের যথোচিত অর্চ্চনা কর।' সুশান্তা সকলকে প্রণাম করিয়া হরিপ্রেমে বিভোরা হইয়া নৃত্য ও স্তব করিতে লাগিলেন। তবে তুষ্ট হইয়া কল্কি সুশান্তার ক্রোড় হইতে উঠিয়া ঈষৎ লজ্জামুখে সুশান্তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুশান্তা দাসী বলিয়া পরিচয় দিলেন। ধর্ম্ম ও সত্যযুগ তাঁহার হরিভক্তির প্রশংসা করিলেন। কল্কি প্রীত হইয়া বলিলেন, তোমরাই যথার্থ আমায় জয় করিয়াছ। শেষে কল্কি শশিধ্বজের কন্যা রমার পাণিগ্রহণ করিলেন। অবশেষে কল্কির সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ শশিধ্বজকে তাঁহার অপূর্ব্ব ভক্তির কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি পরিচয় দিয়া যেরূপে হরিভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করেন।

তৎপরে কথাপ্রসঙ্গে শশিধ্বজ কল্কিকে বামনাবতার আখ্যা করিলেন এবং শেষে স্বর্গ ও মোক্ষলাভের জন্য বর প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ ঐ স্থান হইতে বহুদূর গমন করিতে চাহিলেন, শশিধ্বজ তাঁহার ... আরও বলিলেন যে নিকটেই কৃপাণকারীর সঙ্গ ছাড়িয়া শিক্ষা সমাধিস্থ রাখা হইল। অনন্তর কল্কি ... সান্ত্বনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তৎপরে তিনি সসৈন্যে কাঞ্চনীপুরীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ পুরী বিষদুর্গে বেষ্টিত ও সর্পজাল কর্তৃক রক্ষিত। কল্কি সৈন্যগণের সহিত বিষাক্ত নগরে ও পুরী প্রবেশ করিলেন। পুরীর মধ্যে সুন্দর প্রাসাদ হরিচন্দনবৃক্ষে বেষ্টিত ও মণিকাঞ্চনে অলঙ্কৃত, কিন্তু মনুষ্যের সম্পর্ক নাই, কেবল নাগকন্যাগণ চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। কল্কি এই পুরী প্রবেশে ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল, 'আপনি একা প্রবেশ করুন, পুরীমধ্যে এক বিষকন্যা আছে, তাহার দৃষ্টিতে আপনি ভিন্ন আর সকলেই মরিবে।' তখন কল্কি কেবল শুককে লইয়া অশ্বারোহণে একাকী পুরী প্রবেশ করিয়া বিষকন্যাকে দেখিতে পাইলেন। বিষকন্যা নারায়ণকে দেখিয়া বলিলেন, 'আমার তুল্য হতভাগিনী বিষনেত্রা কামিনী আর নাই, আপনি কে?' কল্কি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি বিষনেত্রা হইলে কেন?' বিষকন্যা বলিল, 'আমি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রগ্রীবের ভার্য্যা সুলোচনা। একদিন আমি পতির সহিত গন্ধমাদন কুঞ্জবনে রমণ করিতেছিলাম, এমন সময় যক্ষ মুনিকে দেখা। কলেবর দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলাম। মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া বিষনেত্রা হইতে অভিসম্পাত করিলেন। এক্ষণে আপনার দর্শনে আমার পাপক্ষয় হইল, আমি স্বস্থানে চলিলাম।'

বিষকন্যা স্বর্গে গমন করিলে, কল্কি ঐ পুরের অধীশ্বর মহতিকে ঐ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে মরুকে অযোধ্যারাজ্যে, সূর্য্যকেতুকে মথুরায়, দেবাপিকে বারণাবত, অরিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দ ও হস্তিনাপুরে অভিষিক্ত

করিলেন এবং কবি প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে কোকট, পৌণ্ড্রাদি ও কালিন্দীকাদি কীকটাদি রাজ্য প্রদান করিলেন বিশাখ যুপকে কৌষ ও কলাপগ্রামে প্রদান করিলেন অনন্তর [illegible] নগরে ফিরিয়া আসিলেন। পৃথিবীতে ধর্ম ও সত্যযুগের অধিকার প্রবর্তিত হইল।

কিছুদিন অতীত হইলে, বিষ্ণুযশা পুত্রকে যজ্ঞ করিতে অনুরোধ করিলেন, কল্কিও পিতার আদেশে রাজসূয় বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। কৃপ, রাম বশিষ্ঠ ব্যাস, ধৌম্য, অকৃতব্রণ অশ্বত্থামা, মধুচ্ছন্দা ও মন্দপাল প্রভৃতি মহর্ষিগণ এই সকল যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। কল্কি যজ্ঞান্তে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি ভোজন করাইলেন, পরে সকলে নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

কিছুদিন পরে পরশুরাম এ নগরে উপস্থিত হইলেন। [illegible] সময় [illegible] [illegible] ও [illegible] নারদ [illegible] [illegible] হইয়াছিল [illegible] [illegible] নাই [illegible] পরশুরাম [illegible] [illegible] [illegible]। পরশুরাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পত্নীপুত্র [illegible] [illegible] [illegible]। এক দিন [illegible] আসিয়া [illegible] [illegible] করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন তিনি পুত্র ও [illegible] ডাকাইয়া [illegible] তাহার সকল [illegible] [illegible] [illegible]।

কল্কি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া [illegible] [illegible] হিমালয় পর্বতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া আপনাকে [illegible] করিলেন। অমনি চতুর্ভুজ [illegible] [illegible] বৈকুণ্ঠলোকে চলিয়া গেলেন। পদ্মা ও রমা অনলে দেহ বিসর্জন করিয়া [illegible] [illegible] হইলেন। পৃথিবীতে সত্যযুগের [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] করিতে লাগিলেন।' কল্কিপুরাণ।

[কল্কিপুরাণ সার শেষ।]

ভাগবতে কল্কি ভগবানের [illegible] অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন। (ভাগবত ১। ৩ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক)

জৈনদিগের মধ্যে কল্কি অবতারের কথা শুনা যায়। তাঁহারা বলেন যে মহাবীরের নির্বাণ লাভের পর [illegible] বৎসরে কল্কি অবতার হইয়া জৈনধর্মের বিরুদ্ধ মত স্থাপন করেন। যথা,—

"মুক্তিং গতে মহাবীরে [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]।"

(জৈন° হরিবংশ [illegible])

কল্কিপুরাণ— একখানি আধুনিক উপপুরাণ এখানি অষ্টাদশ উপপুরাণের অন্তর্গত নহে। ইহাতে ৩টি অংশ আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে সাতটি সাতটি করিয়া ১৪টি অধ্যায় এবং তৃতীয়াংশে একবিংশতি অধ্যায় আছে। সর্বশুদ্ধ এই ৩৫টি অধ্যায়ে ক্রমান্বয়ে শুক মার্কণ্ডেয় সংবাদ অধর্মের বংশকীর্তন কলি বর্ণন পৃথিবী ও দেবগণের ব্রহ্মলোকে গমন ব্রহ্মাকর্তৃক শম্ভলগ্রামে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার গৃহে জন্মগ্রহণে বিষ্ণুর ও তদংশভূত চারিটি [illegible] জন্মবিবরণ, কল্কি বিষ্ণুযশা সংবাদ, কল্কির উপনয়ন, পরশুরামের সহিত কল্কির সাক্ষাৎ, তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন, অস্ত্রশিক্ষা, কল্কির [illegible], [illegible] এবং বিল্বোদকেশ্বর শিবের নিকট অশ্ব, খড়্গ, শুক, [illegible] এবং বরলাভ করিয়া প্রত্যাগমন, জ্ঞাতিদিগের নিকট বরকীর্তন নরপতি বিশাখযূপের সভায় কল্কির সংক্ষেপে [illegible], [illegible] [illegible] শুক-কল্কি সংবাদ [illegible] [illegible], [illegible] শুক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেশব, শুক [illegible] সংবাদ, পদ্মার বিষ্ণুপূজা [illegible] [illegible] কেশবের পদ্মার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], শুককে [illegible] [illegible] শুক প্রত্যাগমন [illegible] [illegible] কল্কি ও [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], কল্কি [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কল্কির বর্ণাশ্রম ধর্মের উপদেশ [illegible] [illegible], [illegible] আগমন, অনন্তের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন, [illegible] [illegible] [illegible] মায়াদর্শন ও বৈরাগ্যাদয় [illegible], অনন্তের [illegible] [illegible] [illegible] প্রত্যাগমন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], বিষ্ণুযশার [illegible] [illegible] [illegible] গমন, [illegible] [illegible], মায়ার [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] আবির্ভাব, [illegible], মুনিগণের আগমন [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গমন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], মরু ও দেবাপির সহিত কল্কির যুদ্ধযাত্রা, ধর্ম ও সত্য [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] যুদ্ধ, [illegible] [illegible] বিষ্ণুভক্তি কীর্তন, [illegible] [illegible] কর্তৃক [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পতাকা এবং তাঁহাদিগকে লইয়া শশিধ্বজের পুরীপ্রবেশ, সুশান্তার স্তব, কল্কির সহিত রমার বিবাহ, শশিধ্বজের পূর্বজন্মের বিবরণ বিবিধ ও আখ্যানের বিবরণ, ভগবৎকোপাখ্যান [illegible] মুক্তি বিষকন্যা মোচন, রাজগণের রাজ্যদান শম্ভলাদির অভিষেক, মায়াস্তব শম্ভলে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান নারদ হইতে বিষ্ণুযশার মুক্তিলাভ ধর্ম ও সত্য যুগাধিকার [illegible] কল্কির বিবাহ পুত্রপৌত্রাদি বৃদ্ধি, ব্রহ্মাদির বাক্যে বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠগমন গঙ্গা ও রমার অনল প্রবেশ [illegible] শুকদেবের প্রস্থান মুনিগণোক্ত গঙ্গাস্তব সংক্ষেপে পুরাণ বিবরণ ও পুরাণের ফলশ্রুতি বিবৃত হইয়াছে।

কল্কিপুরাণের রচয়িতা উৎপত্তি ও শ্লোক সংখ্যা—এখানি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত বলিয়া বিবৃত হইলেও তাঁহার রচিত বলিয়া বিশ্বাস হয় না; কারণ বেদব্যাস প্রণীত যে সকল মহাপুরাণ ও উপপুরাণ নামক অষ্টাদশ গ্রন্থে [illegible] যায় তাহার মধ্যে ইহার নাম নাই। এতদ্ভিন্ন ইহার মধ্যেই তৃতীয়াংশের একবিংশ অধ্যায়ের শেষে এক স্থলে আছে, "সকল পুরাণ [illegible] যে মহর্ষি [illegible] বর্ণনা করিয়া [illegible] আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।"—যদি এখানি বেদব্যাস রচিত হইত তাহা হইলে তাঁহার লেখনী হইতে স্বপ্রশংসার প্রণামজ্ঞাপক শ্লোক নিঃসৃত হইত না।

এই কল্কিপুরাণ মধ্যেই ইহার রচয়িতা যে বেদব্যাস নহেন তাহার আভাস পাওয়া যায়। প্রথম অংশে প্রথম অধ্যায়ে উগ্রশ্রবা শৌনকাদি ঋষির প্রশ্নানুসারে যখন কল্কিপুরাণ ব্যাখ্যায় উপক্রম করিলেন তখন পুরাণের পরিচয় নিরূপণ করিবার জন্য বলিলেন "পুরাকালে নারদ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা এই উপাখ্যান তাঁহাকে বলেন। নারদ ব্যাসদেবের নিকট ব্যাখ্যা করেন। বেদব্যাস স্বপুত্র ব্রহ্মরাতকে (শুকদেবকে?) সেই বিবরণ বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মরাত অভিমন্যুপুত্র বিষ্ণুরাতের (পরীক্ষিতের?) সভায় এই কথা কীর্তন করেন, কিন্তু কথা শেষ হইতে না হইতে বিষ্ণুরাত স্বর্গগমন করিলেন। মার্কণ্ডেয়াদি মহর্ষিগণ শুকদেবকে অনুরোধ করিয়া কথার শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করেন। আমি সেই সময়ে শুকদেবের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই বিবৃত করিব। ইহাতে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক আছে।"—কিন্তু তৃতীয়াংশের শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থের উপসংহারকালে উগ্রশ্রবার মুখে বিপরীত বর্ণনা পাওয়া যায় "যে সকল ব্যক্তি নিরন্তর পাপী তাহারাও এই পুরাণের প্রভাবে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। এই কল্কিপুরাণে ছয়শত [illegible] শ্লোকে সকল শাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে। প্রলয়াবসানে শ্রীহরির মুখ হইতে এই কল্কিপুরাণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পুরাণে চতুর্বর্গ লাভ হয়। ভগবান্ [illegible] ব্রাহ্মণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া এই পরম বিস্ময়কর ভগবান কল্কির প্রভাব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।" শ্লোকসংখ্যা সম্বন্ধেও এই পুরাণের দুই স্থলে দুইরূপ মত পাওয়া যাইতেছে। পূর্বোক্ত উক্তি [illegible] সংখ্যার [illegible] দৃষ্ট হইবে।

কল্কিপুরাণের বর্ণিত বিষয়—পুরাণোপপুরাণ বর্ণিত বংশ সকলের বর্ণনা কল্কিপুরাণে নাই। কিন্তু লেখক সে সম্বন্ধে যে সকল কথা এই পুরাণে লিখিয়া গিয়াছেন তাহা দেখিয়াই বোধ হয় যে সে সকল [illegible] পুরাণের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে [illegible] হইয়াছে মাত্র। রঘুবংশ নৈষধ কুমারসম্ভব মহাকাব্য যেরূপ কোন এক ব্যক্তি বিশেষের বা বিষয় বিশেষের [illegible] থাকে ইহাতেও সেইরূপ একমাত্র কল্কিচরিত [illegible] হইয়াছে। ইহা [illegible] আছে অথচ যতদূর অবিচ্ছিন্নভাবে [illegible] এবং পুরাণের [illegible] করিবার পক্ষের [illegible] করিলে ইহাকে একখানি সুন্দর কাব্য [illegible] যুক্তিসঙ্গত হয়। ইহার রচনাপ্রণালীও পুরাণের [illegible] এবং তদ্রূপ প্রাচীন ধরণের ভাষাতেও লিখিত নহে।

কল্কিপুরাণের ঐতিহাসিকতা ও রচনাকাল [illegible] কলির শেষ দশার বর্ণনা আছে [illegible] যখন কলিপ্রভাবে সমস্ত পৃথিবী [illegible] হইবে। [illegible] তখন কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া [illegible] পাপ [illegible] করিবেন। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে [illegible] কল্কির সময়ে পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহা কলির [illegible] ঘটনা না হইয়া প্রথম পাদের ঘটনা বলিয়া অনুমান হয় [illegible] বাহ্যিক বৌদ্ধগণের প্রথম যুগ বা [illegible]। এই অংশ [illegible] পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে যখন ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মে ভাসিতেছিল তখন ভারতের যে অবস্থা ছিল [illegible] সেই অবস্থার বর্ণনা। কলি শব্দে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের যে [illegible] উদ্ভব হয় তাহা এতদ্দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অনুমান হয়, যে সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রবলতা হ্রাস করিয়া [illegible] অল্পে অল্পে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান হইতেছিল কল্কিপুরাণকার ঠিক সেই সময়ের লোক। তখন তাঁহার চক্ষে [illegible] যে দুর্দশার ছবি ভাসিতেছিল তিনি তাহাকেই [illegible]

শেষ পাদের অবস্থা বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। এইখান হইতেই কল্কি পুরাণ রচনার অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

তৎপরে কল্কিপুরাণে যে সকল স্থানের নাম কথিত হইয়াছে, (মাহিষ্মতী, শম্ভল, কীকট, সিংহল, পৌণ্ড্র গৌড়, সুরাষ্ট্র, পুলিন্দ, মগধ, মধ্যকর্ণাট অন্ধ্র, ওড্র, কলিঙ্গ, অঙ্গ, বঙ্গ বঙ্গ, কলাপক, দ্বারকা, মথুরা বারণাবত, অরিন্দম, বৃকস্থল, কাম্যক, হস্তিনাপুরী, চোল, বর্ব্বর, কর্ণ গুজরাট কাঞ্চনপুরী প্রভৃতি) তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীন পৌরাণিক নাম। ইহার কতকগুলি সেই সেই নামে পূর্ব্বোক্ত অনুমিত সময়ে (অর্থাৎ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের প্রথমাবস্থায়) বিদ্যমান থাকা সম্ভব।

তাহার পর মরু ও দেবাপির পরিচয়স্থলে, কল্কিপুরাণকার যে বংশাবলী দিয়াছেন, তাহাতে মরু রামচন্দ্রের অধস্তন একবিংশ পুরুষ এবং দেবাপি পাণ্ডবগণের ঊর্দ্ধতন ৪র্থ পুরুষ শান্তনুর ভ্রাতা বলিয়া কথিত আছে। যদি অন্যান্য পুরাণের কথা বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে যুধিষ্ঠির কলির প্রারম্ভ ৬৫৩ বৎসরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ঊর্দ্ধতন ৪র্থ পুরুষ কখনই তাঁহার বহুপরবর্ত্তী কলির শেষপাদ পর্য্যন্ত লোক হইতে পারেন না। এতদ্ভিন্ন মরু ও দেবাপির যে বংশাবলী দেওয়া আছে, তাহা হইতে হিসাব করিলে দেখা যায় যে, মরু ও দেবাপির মধ্যেও সাত পুরুষের পার্থক্য আছে। তাহার পর আরও এক কথা, এই স্থলে বিচার করিলে দেখা যায় যে, কল্কি অবতারের পর সত্যযুগের প্রারম্ভ। যদি কল্কিদেব দেবাপি ও মরুকে পৃথিবীরাজ্যে স্থাপিত করিয়া সত্যযুগের সংক্রমণ করিতেন তাহা হইলে দেবাপি ও মরুকে সত্যযুগের প্রথম রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু অন্য কোন পুরাণেই সে কথা বলে না। [কল্কি দেখ।]

কল্কিপুরাণের ঘটনা ভবিষ্যৎ ঘটনা কি না—ইতিহাস ছাড়িয়া দিয়া যদি পুরাণের কথা বলিয়া এতদ্বর্ণিত বিষয়গুলি যথার্থবোধে ভক্তির সহিত বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার বর্ণিত ব্যাপারগুলি ভবিষ্যতে ঘটিবার কথা, কিন্তু এই পুরাণখানির বর্ণনা পাঠ করিলে তাহা বোধ হয় না। ইহাতে যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত অতীতকালের ঘটনা-বোধক।

উগ্রশ্রবাঃ ঋষি প্রশ্নের পর বলিলেন—"শুকদেবের অনুমতিক্রমে আমি সেই পুণ্যাশ্রমে যে সকল ভবিষ্য ঘটনা শুনিয়াছিলাম, এই স্থলে সেই শুভকর ভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি।" ভবিষ্যৎকালের বোধক উগ্রশ্রবার মুখে একটি মাত্র কথা ব্যতীত আর কোথায় বিন্দুমাত্রও কিছু নাই।

ইহা ভবিষ্যৎকালের ঘটনা বলিয়া কথিত হইলেও বাস্তবিক ইহা ভবিষ্যৎকালের ঘটনা নহে, কিন্তু মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ প্রভৃতিতে কল্কি অবতারের কথা যাহা লিখিত আছে, তাহা ত সমস্তই ভবিষ্যৎ কালবোধক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে কল্কি অবতার উত্তরকালে হইবেন, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক কল্কিপুরাণখানিতে সংক্ষেপে অনেক গভীর ভাবময়ী সৎকথার আলোচনা আছে পাঠে আনন্দ আছে। এই সকল কারণে কল্কিপুরাণকে "অনুভাগবত" বলিয়া থাকে।

কল্কিপ্রাদুর্ভাব (পুং) কল্কেঃ দশমাবতারস্য প্রাদুর্ভাবঃ উৎপত্তিঃ। কল্কি অবতারের উৎপত্তি।

কল্কিরাজ। একজন প্রাচীন রাজা, গুপ্তরাজবংশের পর ইনি ইন্দ্রপুরে ৪২ বর্ষ রাজত্ব করেন। (জৈন হরিবংশ) ইহার আত্মজ রাজা অজিতঞ্জয়। (জৈন উত্তরপুরাণ)।

কল্কী [ন্] (পুং) কল্ক পাপং নাশ্যত্বেন অস্ত্যস্য ইনি। কল্কি অবতার।

("স তুঃ কৃতী বরাহশ্চ নরসিংহোহথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥" পুরাণ।)

কল্ভানি (.... , ১ ....) ...... জলের ...... পচা [illegible] ।

কল্প (পুং) কল্প অচ্ 'বদীন্দ্রো মনৌ, কৃপ কর্ত্তরি অচ্। ১ বিধি। ('এষ বৈ প্রথমঃ কল্পঃ প্রদানে হব্যকব্যয়োঃ।' মনু ৩।১৪৭) ২ (কল্প্যতে সৃষ্টিঃ নাশো বা অত্র, কৃপ শিচ অপ্,) প্রলয়, সন্ধিযুক্ত চতুর্দ্দশ মনু দ্বারা এক প্রলয় কাল নির্ণীত হয়।

"সসন্ধ্যস্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশ।
কৃতপ্রমাণঃ কল্পাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশ স্মৃতঃ॥' সূর্য্যসিং।)

৩ (কল্প্যতে বর্ষক্রমাদি সমস্তো ব্যবহারো যত্র কৃপ ঘঞ্) ব্রহ্মার একদিন দেবতার দুই সহস্রযুগ ব্রহ্মার একদিন হয়, এইরূপ ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার একমাস হইয়া থাকে। তাহার সংস্কৃত নাম—শ্বেতবারাহ, নীললোহিত, বামদেব, গাথান্তর, রৌরব প্রাণ, বৃহৎকল্প, কন্দর্প, সত্য, ঈশান, ধ্যান, সারস্বত, উদান, গরুড়, কৌর্ম্ম (ইহাই ব্রহ্মার পৌর্ণমাসী), নারসিংহ, সমাধি, আগ্নেয়, বিষ্ণুজ, সৌর সোম, ভাবন, সুপুমালী, বৈকুণ্ঠ, আর্চ্চিষ বল্মীক, বৈরাজ, গৌরীকল্প, মহেশ্বর ও পিতৃকল্প (ইহাই ব্রহ্মার অমাবস্যা) এইরূপ বারমাসে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়, এবং এইরূপ শত বৎসর ব্রহ্মার আয়ুকাল। উহার পঞ্চাশ বর্ষ অতীত হইয়াছে।

এক্ষণে এতৎ পর্য্যন্ত শ্বেতবারাহ কল্প চলিতেছে। চৈত্রমাসের শুক্ল প্রতিপদে প্রথম কল্প আরম্ভ হইয়াছে।

"চৈত্রে মাসি জগৎ ব্রহ্মা সসর্জ্জ প্রথমেহহনি।

শুক্লপক্ষে সমগ্রন্তু তদা সূর্য্যোদয়ে সতি।

প্রবর্ত্তয়ামাস তদা কালস্য গণনামপি।"

সৃষ্টির পর শুক্লপক্ষীয় প্রথমদিনে সূর্য্যোদয় হইলে ব্রহ্মা সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতেই কালের গণনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। (ব্রাহ্মপুরাণ)

[illegible]

[illegible] ... সত্যযুগ পরিমাণের [illegible] এবং কলিযুগের পরিমাণ [illegible] বিভক্ত [illegible] ... অর্থাৎ সত্যযুগে চারি ভাগ, ত্রেতাযুগে তিন ভাগ, দ্বাপরযুগে দুই ভাগ এবং কলিযুগে এক ভাগ এই অনুসারে চারি যুগের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ... তাহার চারিগুণ কাল সত্যযুগের পরিমাণ। ঐরূপ তিন ভাগ ত্রেতাযুগের, দ্বিগুণ দ্বাপর যুগের ও একগুণ কলিযুগের পরিমাণ জানিতে হইবে। প্রতি যুগের আদি ও অন্ত্য যথা সেই সেই যুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ।

একসপ্ততি মহাযুগে এক মন্বন্তর হয়। সত্যযুগ পরিমাণে ঐ মন্বন্তরের সন্ধি জানিতে হইবে। ঐরূপ এক এক মন্বন্তরের পর এক একবার জলপ্লাবন হইয়া থাকে। এক এক কল্পে সন্ধির সহিত চতুর্দ্দশ মন্বন্তর থাকে, অর্থাৎ সন্ধির সহিত চতুর্দ্দশ মন্বন্তরেই এক কল্প হয়। এক কল্পের পর [illegible] কল্পের আদিতে পঞ্চদশ সন্ধি স্বীকৃত হইয়াছে।

	দেবমান।	লোকমান
অধঃ সন্ধি	৪ ০০	১৭ ২৮ ০০৮
চতুর্যুগ বা মহাযুগ	৮৬৪০০০	৩০ ৬৭২০ ০০০
এক সন্ধি	৪ ৮০ ৩০	১ ৭২৮ ০০
এক মন্বন্তর	৮৫৩৮০০	৩০৮ ৪৪৮ ০০০
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর	[illegible] ৫,৭০০	৪ ৩১৮ [illegible] ০০০
কল্প	১২ ০০০ ০০০	৪,৩২০ ০০০ ০০০

সহস্র মহাযুগে এক কল্প হয়। সৃষ্টি কালের অবসান [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] এক কল্প [illegible] এক দিন [illegible] ... এইরূপ এক কল্পের অর্দ্ধ [illegible] অতীত হইয়াছে [illegible] অর্থাৎ [illegible] প্রথম দিবস আসিতেছে [illegible] বর্ত্তমান কল্পের ছয় মনু ও তাহার সন্ধি অতীত হইয়াছে। এক্ষণে বৈবস্বত নামক সপ্তম মনুর কাল চলিতেছে ও বর্ত্তমান মনুর সপ্তবিংশতি যুগ অতীত হইয়াছে। এই অষ্টাবিংশ, যুগও আবার সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর [illegible] হইয়াছে, কলিযুগ চলিতেছে।

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত মধ্যাধিকার ১১–২৩)

৬ বিকল্প। ৫ ন্যায়। ৬ কল্পবৃক্ষ। ৭ শাস্ত্রবিশেষ, এতশাস্ত্রে বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞাদির উপদেশ আছে। ৮ বাক্যবিশেষ, ঈষদূন অর্থে এই প্রত্যয় হইয়া থাকে। ("ঈষদসমাপ্তৌ কল্পব্দেশ্যদেশীয়রঃ।" পাণিনি ৫। ৩। ৬৭) ৯ সংকল্প, প্রতিজ্ঞা। ১০ পক্ষ। ১১ অভিপ্রায়। ১২ বেদাঙ্গবিশেষ।

কল্পক (পুং) কল্পয়তি ক্ষৌরকর্ম্মাদিনা বেশং রচয়তি, কৃপ ণিচ্-ণ্বুল্। ১ নাপিত। ২ কচূর। ৩ (কল্পয়তি সম্পাদয়তি রচয়তি) প্রবর্ত্তক। ৪ (ত্রি) রচক। ৫ আরোপক।

কল্পকার (পুং) কল্পং কল্পসূত্রং করোতি, কল্প-কৃ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১।) ১ কল্পসূত্রকারক আশ্বলায়নাদি।

২ (কল্প বেশং করোতি) নাপিত। ৩ (ত্রি) বেশকারক। ৪ ছেদক।

কল্পকারক (পুং) কল্পং করোতি, কল্প কৃ ণ্বুল (ণ্বুলতৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩।) ১ কল্পসূত্রকারক। ২ নাপিত। ৩ (ত্রি) বেশকারক। ৪ ছেদক।

কল্পকেদার (পুং) কালীনাথ পণ্ডিত চিকিৎসাগ্রন্থবিশেষ।

কল্পক্ষয় (পুং) কল্পস্য ক্ষয়ঃ ক্ষয়ে যত্র, বহুব্রী। প্রলয়
"কল্পক্ষয়ে পুনস্তে তু প্রবিশন্তি পরং পদম্।" বিষ্ণুপুরাণ)

কল্পগা (স্ত্রী) গঙ্গা নদী।

কল্পতরু (পুং) কল্পস্তাসৌ তরুশ্চেতি, কর্মধা। কল্পস্য তাং সাধ্যাঃ শিব ইত্যাদিবৎ ষষ্ঠী। ১ দেবলোকের বৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষের নিকট যে কোন পদার্থ প্রার্থনা করিলেই পাওয়া যায়। "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।" ভাগবত ১।১।৩।) ২ বৃক্ষমাত্রবিশেষ। ৩ শারীরকসূত্রভাষ্যের ভামতী টীকার বেদান্ত ব্যাখ্যা ৬ ???।

কল্পদ্রু (পুং) কল্পশ্চাসৌ দ্রুশ্চেতি, কর্মধা। কল্পতরু।

কল্পদ্রুম (পুং) কল্পশ্চাসৌ দ্রুমশ্চেতি, কর্মধা। কল্পতরু।

কল্পন (ক্লী) কৢপ ভাবে ল্যুট্। ১ ছেদন। ২ রচনা। ৩ বিধান। ৪ আরোপ। ৫ অপ্রকৃত বিষয় উদ্ভাবন।

কল্পনা (স্ত্রী) কৢপ ণিচ্ ভাবে যুচ্ টাপ্। ১ হস্তিসজ্জা। ২ গাত্রের আরোহণ জন্য হস্তিসজ্জা। ৩ অনুমান। ৪ রচনা। ৫ যথার্থরূপ প্রমাণ বিশেষ। ৬ নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন।

কল্পনাকাল (ত্রি) কল্পনায়াঃ কাল ইব কালো যস্য বহুব্রী। স্বপ্নের ন্যায় আশু বিনাশশীল পদার্থ।

কল্পনাথ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Justicia paniculata)

কল্পনাশক্তি (স্ত্রী) কল্পনায়াঃ নবোদ্ভাবনস্য শক্তিঃ ৬তৎ। নূতন বিষয় উদ্ভাবনের শক্তি।

কল্পনী (স্ত্রী) কল্প্যতে, ছেদনাদীন ক্রিয়তে অনয়া কৢপ ছেদনে ল্যুট্ ঙীপ্। কর্তনী, কাঁচি। (কল্পনী কর্তরী কল্পনাপি। হেম ৩।৫৭৫।)

কল্পনীয় (ত্রি) কল্পনায় হিতম্, কল্পন ছ। ১ কল্পনার উপযোগী। ২ ছেদ্য। ৩ বিধানের উপযুক্ত। ৪ আরোপণের উপযোগী।

কল্পপাদপ (পুং) কল্পয়তি সর্বকামং সম্পাদয়তি কল্পঃ, কল্পশ্চাসৌ পাদপশ্চেতি, কর্মধা। কল্পবৃক্ষ।

("বৃথা ন চক্রেঽল্পিতকল্পপাদপঃ।" নৈষধ। ১।১৫।)

কল্পপাদপদান (ক্লী) কল্পপাদপস্য স্বর্ণনির্মিতপাদপা-কৃতের্দানম্। মহাদানবিশেষ। বল্লালসেন-বিরচিত দান সাগর নামক গ্রন্থে এই দানের বিধান এইরূপ বর্ণিত আছে,—"যজমান কল্পপাদপ দান করিতে ইচ্ছা করিলে, তুলাপুরুষদানের ন্যায় পুণ্য দিন দেখিয়া পুণ্যাহ বচন, লোকেশের আবাহন এবং ঋত্বিক্ বরণ, মণ্ডপ, সম্ভার, ভূষণ ও আচ্ছাদন একত্র করিবে। শক্তি অনুসারে তিন পল হইতে সহস্র পল পর্যন্ত স্বর্ণের অর্দ্ধ পরিমাণে নানা ফলযুক্ত ও নানা বস্ত্র অলঙ্কার সংযুক্ত পাঁচটি শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ প্রস্তুত করিয়া, ১ প্রস্থ গুড়ের উপর ২ খানি বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিবে, এবং তাহার তলদেশে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও সূর্যমূর্তি স্থাপন করিবে। অপর অর্দ্ধাংশ স্বর্ণ দ্বারা আর চারিটি বৃক্ষ ও চারিটি মূর্তি করিতে হইবে। তন্মধ্যে সন্তানবৃক্ষের তলদেশে রতি ও কন্দর্পের মূর্তি রাখিয়া ঘৃত দিয়া ঐ বৃক্ষ ১ প্রস্থ পূর্বদিকে, গুড়ের উপর লক্ষ্মীসহ মন্দার বৃক্ষ দক্ষিণ দিকে, জীরকের উপর সাবিত্রীসহ পারিজাতবৃক্ষ পশ্চিমদিকে, এবং তিলের উপর সুরভিসহ হরিচন্দন বৃক্ষ উত্তরদিকে রাখিয়া প্রত্যেক বৃক্ষ ২ খানি করিয়া শুক্লবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। পূর্বোক্ত বৃক্ষের পার্শ্বে ২টি করিয়া ৮টি পূর্ণকলস তাহার উপর ইক্ষুদণ্ড ও ফলাদি রাখিয়া রেশমের বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। পূর্ণ কলসের পার্শ্বে দেশ পাদুকা, উপানহ, ছত্র চামর, আসন ভাজন ও দীপ রাখিয়া দিবে। পরে মন্ত্রবিশেষ দ্বারা তিন বার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কল্পপাদপ দান করিবে।

দানান্তে এক দিন কিছু ভোজন করিয়া বিশ্রাম হইবে না, এবং কোনরূপ শক্তা ব্যবহার করিবে না।

এই মহাদান করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়, এবং সমস্ত পাপ বিনষ্ট হওয়ায় এ লোকে শতকল্প স্বর্গবাস করিয়া রাজধিরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আবার সাগরং বলযুক্ত নারায়ণ পরায়ণ ও নারায়ণ কথারত হওয়ায় তাহার নারায়ণ-লোক লাভ হয়।

এই কল্পপাদপ দান কথা পাঠ করিলে শ্রবণ করিলে বা স্মরণ করিলেও পাপবিমুক্ত হইয়া মন্বন্তরকালে ইন্দ্রলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়।"

কল্পপাল (পুং) কল্পং সুরাবিধানকল্পং পালয়তি কল্প-পাল ণিচ্ অণ্। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি (কল্পপালঃ সুরাজীবী শৌণ্ডিকো মণ্ডহারকঃ। হেম ৩।৫৬৫)

কল্পমহীরুহ (পুং) কল্পশ্চাসৌ মহীরুহশ্চেতি, কর্মধা। কল্পবৃক্ষ।

কল্পলতাদান (ক্লী) কল্পলতায়াঃ যথাবিধি স্বর্ণ নির্মিতায়া লতায়া দানং, ৬তৎ। মহাদানবিশেষ।

দান-সাগরে ইহার দানবিধি এইরূপ লিখিত আছে,—

"শক্তি অনুসারে পাঁচ পল হইতে সহস্র পল পর্য্যন্ত পরিমিত স্বর্ণের কল্প মূল এবং ও পল্লিশোভিত, স্থানে স্থানে বিদ্যাধর, কিন্নর, মিথুন, ও সিদ্ধমূর্ত্তি, এবং সিদ্ধগণের মুক্তাহারবিশিষ্ট দশটি লতা নির্ম্মাণ করিয়া, নানাবিধ বিচিত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। লতার নিম্নদেশে স্থাপনের জন্য প্রাঙ্গাদি দশটি প্রস্তুত করিতে হইবে। লতা রোপণের জন্য লবণ, গুড়, হরিদ্রা, তণ্ডুল ঘৃত, ক্ষীর, শর্করা, তিল ও নবনীত এবং লতাপার্শ্বে ঋত্বিকের জন্য দশটি ধেনু, দশটি কুম্ভ ও দশ যোড়া বস্ত্র সংগ্রহ করিবে। ব্রতের পূর্ব্বদিনে হবিষ্য ভোজন, নিবেদন, মঙ্গল বাক্য প্রভৃতি করিতে হইবে। পরদিন গুরু, পুরোহিত, যজমান ও যাপক সকলে উপবাসী থাকিবেন। পুরোহিত প্রধান বেদীতে লিখিত চক্রের উপর পূর্ব্বাদি ৮ দিকে ৮টি ও লতামণ্ডপ মধ্যে ২টি লতা রাখিয়া তাহার নিম্নদেশে ধবল বিদ্যা হংসারূঢ়া ব্রাহ্মী ও অনন্তশক্তি মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন, অপর আটদিকের ৮টি লতার নীচে যথাক্রমে পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া গুড়ের উপর স্বর্ণাসনে শূলপাণিধৃতা মাহেশ্বরী, হরিদ্রার উপর ক্রৌঞ্চবাহনা ছাগারূঢ়া আগ্নেয়ী, তণ্ডুলের উপর মহাপাশি মহিষারূঢ়া যাম্যা, ঘৃতের উপর খড়্গপাণি, নরারূঢ়া নৈঋতী, ক্ষীরের উপর পাশপাণি হস্তে মৎস্যারূঢ়া বারুণী, শর্করার উপর মৃগাসনা পতাকিনী, তিলের উপর সৌম্যা এবং নবনীতের উপর শূলহস্তে বৃষা সনে মাহেশ্বরী মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। প্রত্যেক মূর্ত্তির মুকুট যুক্ত, ক্রোড়দেশে পুত্রবিশিষ্ট ও প্রসন্ন করা আবশ্যক। লতার পার্শ্বে দশ ধেনু, দশ পূর্ণকুম্ভ ও দশ যোড়া বস্ত্র স্থাপন করিবে। তৎপরে মঙ্গল গীত, বাদ্য বন্দিগণের স্তুতিপাঠ প্রস্তুত হইতে থাকিবে, এই সময়ে কুম্ভের নিকটস্থ ও কুম্ভজল দ্বারা যজমানকে স্নান করাইবে। স্নানান্তে যজমান শুক্লবস্ত্র অলঙ্কার ও মাল্যাদি ধারণ করিয়া, লতাসমূহ তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তিন বার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। তৎপরে যথাবিধানে কল্পলতা দান করিয়া দক্ষিণা-দান, দরিদ্র অনাথ প্রভৃতির সন্তোষসাধন ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কার্য্য সম্পাদন করিবে।

কল্পবর্ষ (পুং) উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবকের পুত্র।

(ভাগবত ৯। ২৪। ২৫।)

কল্পবল্লী (স্ত্রী) কল্পলতা।

কল্পবায়ু (পুং) প্রলয়কালে যে বায়ু প্রবাহিত হয়।

কল্পসূত্র (ক্লী) কল্প বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানস্য প্রতিপাদকং সূত্রম্। ১ বৈদিক কর্ম্মবোধক গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থ আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি প্রণীত।

("আশ্বলায়নসৈয়ং সংখ্যাতঃ কল্পসূত্রেণ প্রাক্তৈঃ।
চতুর্দ্দশমণ্ডপস্য প্রথমং পরিকল্পিতম্।" মাঘ ১১।৩৩।)

২ জৈনদিগের ধর্ম্মগ্রন্থবিশেষ। ভদ্রবাহু এই গ্রন্থ প্রচার করেন।

কল্পাতীত (পুং) কল্পঃ কল্পকালঃ অতীতো যস্য, কল্পঃ স্থিতিঃ অতীতঃ অতিক্রান্তো যেন বা বহুব্রী। কল্পকাল অপেক্ষাও অধিক দিন যাহারা বাঁচিয়া থাকে, অথবা যাঁহারা স্থিত নহেন অর্থাৎ নিত্য, দেবতাবিশেষ।

(কল্পাতীতা নব গ্রৈবেয়কাঃ পঞ্চানুত্তরাঃ।
নিকায়ভেদাদেবং স্যুর্দ্দেবাঃ কিল চতুর্ব্বিধাঃ॥ (হেম ২। ৮।)

কল্পাদি (পুং) কল্পস্য স্বষ্টেঃ আদিঃ প্রথমঃ কালঃ, ৬তৎ। সৃষ্টির পূর্ব্ব সময়।

কল্পানুপদ (পুং) সামবেদান্তর্গত গ্রন্থবিশেষ।

কল্পান্ত (পুং) কল্পস্য অন্তো যত্র, বহুব্রী। ১ প্রলয়। ২ কল্পের বিনাশ।

("উপমানমভূদ্বিলাসিনাং করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া।" মাঘ ৩১।৪।)

কল্পান্তর (স্ত্রী) কল্পান্তরং, ৪তৎ। অপর কল্প।

কল্পান্তস্থায়ী [ন্] (ত্রি) কল্পান্তপর্য্যন্তং তিষ্ঠতি, কল্পান্ত-স্থা ণিনি। প্রলয়কাল পর্য্যন্ত যাহা বর্ত্তমান থাকে।

কল্পিক (ত্রি) উপ্‌এক্‌, যোগ্য।

কল্পিত (পুং) কল্প্যতে সজ্জীক্রিয়তে যস্মৈ, কৃপ ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত, ১ সজ্জিত হস্তী। ২ (ত্রি) রচিত।

("ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।" মহানির্ব্বাণ)

৩ উদ্ভাবিত। ৪ সম্পাদিত। ৫ সজ্জিত। ৬ দত্ত। ৭ আরোপিত। ৮ অবধারিত। ৯ কৃত্রিমবিষয় সত্তার ন্যায় বিবেচিত।

কল্পিতার্থ্য (ত্রি) কল্পিতং দত্তং অর্ঘ্যং যস্মৈ। যাঁহাকে অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছে।

কল্পী [ন্] (ত্রি) কল্পয়তি, কৃপ-ণিচ্-ণিনি। ১ রচনাকারক। ২ আরোপক। ৩ বেশকারক। ৪ (পুং) নাপিত।

কল্প্য (ত্রি) কৃপ-ণিচ্-যৎ। ১ রচনীয়। ২ আরোপ্য। ৩ অনুষ্ঠেয়। ৪ বিধেয়।

কল্বল (দেশজ) ১ অস্পষ্ট শব্দ। ২ অস্পষ্ট কথা।

কল্বলানি (দেশজ) ১ অস্পষ্ট শব্দকরা। ২ অস্পষ্টভাবে কথা বলা।

কল্বলি (দেশজ) কল্বল করা।

কল্ম [ষ্] (স্ত্রী) মলতোহৈবজ্যাৎ। কর্ম্ম।

কল্মাল (পুং) কলয়তি অপগময়তি মলং, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তেজঃ।

কল্মলীক (ক্লী) কলয়তি অপগময়তি মলং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তেজঃ।

কল্মশীকী [ন্] (পুং) কল্মশীকমস্ত্যস্য কল্মশীক-ইনি। কল্র।

কল্মষ (ক্লী) কর্ম্ম শুভকর্ম্ম শুভি নাশয়তি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ পাপ। ২ হস্তিপুচ্ছ। ৩ মলিনতা। ৪ (পুং) নরক বিশেষ। ৫ (ত্রি) মলিন। ৬ (পুং) মাসবিশেষ; জন্মনক্ষত্রে মঙ্গলবার বা শনিবার হইলে তাহাকে কল্মষমাস কহে।

"জন্মঋক্ষে যদি স্যাতাং বারৌ ভৌমশনৈশ্চরৌ।
স মাসঃ কল্মষে নাম মনোদুঃখপ্রদায়কঃ।।" দীপিকা।

কল্মাষ (পুং) কলয়তি, কল ক্বিপ্; মাষয়তি মষ্যতে অতি ভব ৫ অত্রবর্ণান্, মাষ ণিচ অচ্; কল চাসৌ মাষশ্চেতি কর্ম্মধা। ১ চিত্রবর্ণ। ২ (ত্রি) চিত্রবর্ণবিশিষ্ট, চিত্রিত। ৩ কৃষ্ণপাণ্ডুবর্ণ। ৪ কৃষ্ণবর্ণ। ৫ (কলং শুভকর্ম্ম মাষয়তি হিনস্তি, কল্ মষ ণিচ অচ্) রাক্ষস। ৬ গন্ধশালি। ৭ সর্পবিশেষ। ৮ ঋষিবিশেষ। ৯ (ত্রি) কৃষ্ণবিন্দুযুক্ত।

কল্মাষকণ্ঠ (পুং) কল্মাষঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কণ্ঠো যস্য, বহুব্রী। শিব, নীলকণ্ঠ।

কল্মাষগ্রীব (ত্রি) কল্মাষা কৃষ্ণবর্ণা গ্রীবা যস্য, বহুব্রী। যাহার গ্রীবা কৃষ্ণবর্ণ। ২ (পুং) কল্মাষা গ্রীবা সামীপ্যাৎ কণ্ঠ যস্য। মহাদেব।

কল্মাষতা (স্ত্রী) কল্মাষস্য ভাবঃ কল্মাষ তল্ টাপ্। পা ৫। ১। ১১৯। ১ চিত্রবর্ণতা। ২ কৃষ্ণপাণ্ডুবর্ণতা। ৩ রাক্ষসভাব। "রাক্ষসং ভাবমাপন্নঃ পাদে কল্মাষতাং গতঃ।" ভাগবত ৯। ৯। ২৫।)

কল্মাষপাদ (পুং) কল্মাষৌ কৃষ্ণবর্ণৌ পাদৌ যস্য, বহুব্রী। সৌদাসরাজ। ইনি নলসখা ঋতুপর্ণরাজের বংশীয়। কোন সময়ে মৃগয়া করিতে গিয়া এক রাক্ষস বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহার ভ্রাতা সেই ক্রোধে বৈরনির্য্যাতনের উপায় অন্বেষণের আশায় রাজার গৃহে পাচকবেশে বাস করিতে লাগিল। একদিন রাজগুরু বশিষ্ঠ রাজগৃহে ভোজন করিতে উপস্থিত হইলে, ঐ রাক্ষস তাঁহাকে নরমাংস ভোজন করিতে দিয়াছিল। বশিষ্ঠ সেই মাংস দেখিয়া রাজার দুর্ব্যবহার বিবেচনায় তাঁহাকে 'রাক্ষস হইবে' বলিয়া অভিশাপ দিলেন। বিনা অপরাধে অভিশাপ দেখিয়া রাজাও গুরুকে প্রতিশাপ দিবার জন্য জল গ্রহণ করিলেন; এই সময় রাজমহিষী মদয়ন্তী দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে এই অকার্য্য হইতে নিবারিত করিলেন। রাজা সেই জল নিজের পায়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতেই তাঁহার নাম কল্মাষপাদ হইল।

(ভাগবত। ৯। ৯ অঃ)

কল্মাষাঙ্ঘ্রিক (পুং) কল্মাষৌ কৃষ্ণবর্ণৌ অঙ্ঘ্রী যস্য, কল্মাষাঙ্ঘ্রি কন্। কল্মাষপাদ।

কল্মাষী (স্ত্রী) কল্মাষ ঙীষ্। ১ চিত্রবর্ণা স্ত্রী। ২ কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী। ৩ কৃষ্ণবর্ণা যমুনা। ("কল্মাষীতীরসংস্থৃত গতবং শিষ্যতাং ভৃগোঃ।" ভারত সভা ৭৬ অঃ) ৪ রাক্ষসী।

কল্মেশ্বর।—মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগর। নাগপুর সহর হইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। কুণবীজাতীয় একব্যক্তি এখানকার জমিদার, তিনি নগরের মধ্যে একটি প্রাচীন দুর্গে বাস করেন। সেই দুর্গটি দিল্লী হইতে একজন হিন্দু সর্দ্দার আসিয়া নির্ম্মাণ করেন। এখানে থান, তৈল ও দেশীকাপড়ের ব্যবসা আছে। এখানকার জমিতে আফিম, ইক্ষু ও তামাক জন্মে। লোকসংখ্যা ৫৩১৮।

কল্য (ক্লী) কল্যতে জ্ঞায়তে, কল কর্ম্মণি যৎ। ১ প্রাতঃকাল। ২ (কলয়তি চিত্তং সম্পাদয়তি কল্ যক্) মধু। ৩ (ত্রি) সজ্জ প্রস্তুত। ৪ নীরোগ। ৫ বধির ও বোবা। ৬ দক্ষ। ৭ কল্যাণবাক্য। ৮ উপায় বাক্য। (মেদিনী)

কল্যজগ্ধি (স্ত্রী) কল্যে প্রাতঃ জগ্ধির্ভক্ষণম্, ৭ তৎ। ১ প্রাতঃকালে ভোজন। ২ প্রাতঃকালের ভোজ্য।

কল্যত্ব (ক্লী) কল্যস্য নীরোগস্য ভাবঃ কল্য ত্ব (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ পা ৫। ১। ১১৯।) আরোগ্য, নীরোগতা।

কল্যপাল (পুং) কল্যং মধু মদ্যং পালয়তি, কল্য পাল অণ্। শুণ্ডি।

কল্যপালক (পুং) কল্য পালয়তি, কল্য পাল ণ্বুল্। শুণ্ডি।

কল্যবর্ত্ত (পুং) কল্যে প্রাতঃ বর্ত্ততে জীব্যতে অনেন কল্য বৃত ণিচ্ অপ্। প্রাতর্ভোজন। (কল্যবর্ত্তঃ প্রাতরাশঃ। হেম ৩। ৮৯।)

কল্যা (স্ত্রী) কলয়তি নাদয়তি কল্ ণিচ যক্ টাপ্। ১ মদ্য। ২ কল্যাণবাক্য। ৩ হরিতকী।

কল্যাণ (ক্লী) কল্যে প্রাতঃ অণ্যতে শব্দ্যতে, কল্য অণ্ ঘঞ্ (অকর্ত্তরি চ। পা ৩। ৩। ১৯।) ১ মঙ্গল, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্বঃ, শ্রেয়স্, শিব ভদ্র, শুভ, ভাবুক ভবিক, ভব্য, কুশল, ক্ষেম ও শস্ত। ২ (ত্রি) কল্যাণযুক্ত। ৩ সুবর্ণ। (কল্যাণমক্ষয়ে স্বর্ণে মঙ্গলেঽপি নপুংসকম্। মেদিনী।) ৪ রাগবিশেষ। এই রাগে ধ, নি, সা, ঋ গ, ম, প এই কয়েকটি স্বর আছে। রাত্রি ১০ দণ্ডের সময় ইহা গান করিতে হয়। ইহার ঠাটে রাজধানী কল্যাণ, বিরাটী ঐরাবত ও কোকিল কল্যাণ প্রভৃতি গাইতে হয়। কল্যাণের পুত্রগণের নাম,—হিমাল, বসন্ত দীপ, হরান কলিঙ্গরা, পুলিন্দ ও ভদ্রসাগর।

(পুং) রাজবংশে ইনি 'ভট্ট শ্রীকল্যাণ' নামে খ্যাত ছিলেন। গীতগঙ্গাধর নামক পুস্তক প্রণেতা।

কল্যাণ — বোম্বাই প্রেসিডেন্সির থানা নামক জেলার একটি উপবিভাগ। ইহার পরিমাণফল ২৭৮ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের উত্তরে উলহাস ও [illegible] নদী, পূর্বে শাহাপুর ও মুরবাদ, দক্ষিণে [illegible] এবং পশ্চিমে [illegible] পর্বতমালা। এখানে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, কলাই, নারিকেল ও অন্যান্য শস্য ও [illegible] জন্মে। এখানকার লোকসংখ্যা ৭০৯৮৮।

এই স্থান প্রায় ত্রিকোণাকার। পশ্চিমাংশে প্রশস্ত সমতল ভূমি এবং পূর্ব ও দক্ষিণ পর্বতমালার অংশসমূহ [illegible]। কল্যাণে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্বদিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তখন [illegible] অস্বাস্থ্যকর। শীতকালে এখানে জ্বরের বড় প্রাদুর্ভাব হয় [illegible] তাহা হইলেও এক সময় বেশ স্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। এখানে একটি দেওয়ানী আদালত দুইটি ফৌজদারী আদালত ও একটি থানা আছে। কল্যাণ নগর এই প্রদেশের প্রধান সহর। কল্যাণ সহরে বন্দর আছে। এইখানে চাউল ছাটাইবার ব্যবসা অধিক প্রবল। কল্যাণে যখন মুসলমান অধিকার ছিল, তখন এই সহরটি [illegible] ১টি মসজিদ ও ৫টি নগরদ্বার নির্মিত ও ইহার চতুর্দিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করা হয়। নগরটি ১৯°১৪ উঃ অক্ষাংশে এবং ৭৩ ১ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

কল্যাণ অতি প্রাচীন স্থান। নানা স্থানের অতি প্রাচীন এমন কি খৃষ্টীয় প্রথম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর খোদিত লিপিতেও কল্যাণ প্রদেশের নাম পাওয়া যায়। পেরিপ্লাসের মতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে কল্যাণ নামে একটি [illegible]। [illegible] কসমস ইণ্ডিকোপ্লুষ্টেসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের ৫টি প্রধান বাণিজ্যস্থানের মধ্যে কল্যাণ একতম, এখানে [illegible] বাণিজ্য ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা কল্যাণনগরকে একটি জেলার সদর [illegible] ইহার নাম পরিবর্তিত করিয়া ইসলামাবাদ রাখেন। পর্তুগীজেরা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে এই স্থান অধিকার করে। [illegible] ১৫৭০ খৃঃ অঃ তাহারা [illegible] লুণ্ঠন করিয়া যথেষ্ট ধন রত্ন লইয়া যায়। তাহার পর [illegible] আহম্মদনগরের রাজ্যভুক্ত হয়। ১৬ ৬ খৃষ্টাব্দে [illegible] কল্যাণ [illegible] হয়। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর সেনাপতি আবাজী সোনদেব কল্যাণ আক্রমণ ও ইহার শাসনকর্তাকে বন্দী করেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা শিবাজীর হস্ত হইতে এ প্রদেশ আর একবার উদ্ধার করে, কিন্তু ১৬৬২ খৃঃ অঃ পুনরায় অধিকারচ্যুত হয়। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী ইংরাজ বণিককে এখানে একটি কুঠী স্থাপন করিতে আদেশ দেন এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে [illegible] ইংরাজদিগকে সাহায্য বন্ধ করিলে ইংরাজেরা এ প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়েন। তদবধি এই স্থান ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধীনে আছে।

কল্যাণের প্রাচীন ইতিহাস—ইহার প্রাচীন [illegible] এ পর্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ কর্ণাটক খোদিত লিপি হইতে। কর্ণেল মেকেঞ্জি সাহেব [illegible] পুস্তকাবলির সংক্ষিপ্ত [illegible] লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে "মকরধ্বজ বম্মার বংশাবলী" নামে একখানি পুস্তক [illegible] তাহার মধ্যে লিখিয়াছেন [illegible] নারায়ণের [illegible] প্রাচীন কর্ণাটবংশের [illegible] বিবরণ কীর্তিত হইয়াছে। [illegible] চক্রবর্তীর [illegible] সোম নামক [illegible] বংশের [illegible] নারায়ণ [illegible] কল্যাণ [illegible] প্রাচীন কল্যাণ [illegible] অবস্থা।

কর্ণাটক খোদিত লিপি [illegible] জানা যায় যে যখন চালুক্য রাজগণ [illegible] কল্যাণ [illegible] হয়। এই সময় কল্যাণ এতদূর সমৃদ্ধিশালী [illegible] পড়ে যে [illegible] চালুক্যরাজগণ [illegible] খোদিত লিপি [illegible] কল্যাণ বা কল্যাণপুরের চালুক্য রাজ" বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছে। কোলব্রুক [illegible] চিররাজ মহামণ্ডলেশ্বর নামক একজন রাজার (৯৬৫ শক [illegible]) [illegible] কালে [illegible] আবিষ্কার করিয়াছেন যে "[illegible] কর্ণাটীয় [illegible] কিন্তু দাক্ষিণাত্য [illegible] প্রথমে রাষ্ট্রকূটগণ [illegible] চালুক্যগণ অধীনস্থ হয় এবং এই [illegible] তখন সমগ্র কোঙ্কণ প্রদেশ বেলগাম ও সেতারার মধ্যবর্তী

স্থান সমৃদ্ধ ছিল। শিলারগণের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল প্রদেশও কল্যাণের অধীনস্থ হয়।

দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজগণের মধ্যে কলিবিক্রম বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লদেবের একখানি মহিমাত্মক কাব্য আছে। বিহ্লণ নামক জনৈক কবি তাহার প্রণেতা ও কাব্যখানির নাম "বিক্রমাঙ্কচরিত"। এই কাব্যের মতে এই বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল শক ৯৮৭—১০৪৮, এবং ইঁহার পিতা আহবমল্ল ২য় কল্যাণনগরীর স্থাপয়িতা, কিন্তু ইঁহার পূর্ব্বেও যে কল্যাণ প্রদেশ ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (Ind Ant Vol I p 209) কল্যাণ প্রদেশ পূর্ব্বোক্ত বিক্রমাদিত্যের অতি প্রিয় স্থান ছিল। নানা স্থানের যুদ্ধ জয় করিয়া বিক্রমাদিত্য এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন।

কল্যাণ উপাধ্যায়। বালতন্ত্র নামক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণেতা, ইনি মহীধরের পুত্র রামদাসের পৌত্র, অহিচ্ছত্র নগর ইঁহার জন্মস্থান। ইঁনি [illegible]০ শকে শ্রাবণ পূর্ণিমা রবিবারে আপন বালতন্ত্র পরিসমাপ্ত করেন।

কল্যাণক (স্ত্রী) কল্যাণ স্বার্থে কন্। ১ কল্যাণ। ২ (ত্রি) কল্যাণযুক্ত।

কল্যাণকগুড় (পুং) গ্রহণীরোগের বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী আমলকীর স্বরস ।২ সের, ইক্ষুগুড় ৬।০ সের একত্র পাক করিবে, পাক প্রায় সমাপ্ত হইলে পিপুলমূল জীরা /৮, মরিচ পিপুল, শুঁঠ, গজপিপ্পলী হবুষা যমানী বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, আমলকী বহেড়া যমানী আকনাদি, চিতা ও ধনে, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮/তোলা তেউড়ী চূর্ণ ১ সের ও তৈল /১ সের প্রক্ষেপ দিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। ২ তোলা পরিমিত এই অবলেহ ৮ তোলা এলাইচ তেজপত্রের চূর্ণসহ সেবন করিলে গ্রহণী শ্বাস, কাস, স্বরভেদ, শোথ, মন্দাগ্নি, পুংস্ত্বহানি ও বন্ধ্যাদোষ নিবারিত হয়। ইহা তেউড়ী তৈলে ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া দিতে হয়। (চক্রদত্ত।)

কল্যাণঘৃত (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত ঔষধ সংস্কৃত ঘৃতবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী —বিড়ঙ্গ ত্রিফলা, মুথা মঞ্জিষ্ঠা দাড়িমত্বক্, উৎপল প্রিয়ঙ্গু, এলাইচ, এলবালুক, রক্তচন্দন দেবদারু, বেণামূল, কুড়, হরিদ্রা, শালপানী চাকুলে, অনন্তমূল, শ্যামা রেণুকা ত্রিবৃৎ, দন্তী, বচ, তালীশ কেশর ও মালতীফুল এই সকলের কল্ক দ্বারা দ্বিগুণ দুগ্ধের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, বিষমজ্বর কাস, ক্ষয়, উন্মাদ বিষদোষ অলক্ষ্মীগ্রহ ও রক্ষোদোষ, অগ্নিমান্দ্য, অপস্মার, শুক্রহীনতা, বন্ধ্যাদোষ, চক্ষুরোগ ও শুক্রমার্গের রোগসমূহ নিবারিত হইয়া আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। (সুশ্রুত)

কল্যাণকর (ত্রি) কল্যাণং করোতি, কল্যাণ-কৃ ট। (কৃঞো হেতুতাচ্ছীল্যানুলোম্যেষু। পা ৩।২।২০।) মঙ্গলকর, শুভজনক।

কল্যাণকলবণ (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত ঔষধ সংস্কৃত লবণবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—পঞ্চমূল, পলাশ, কুটজ বিষ আকন্দ, সিজ, অপামার্গ, পাটল, পারিভদ্র, পিপুল, [illegible] পত্তা, মদন, নির্গুণ্ডী, চিতা, [illegible], পুতিকা, মূর্ব্বা, কণ্টকারী, তেলা ইঙ্গুদী, বৈজয়ন্তী, কদলী, পুনর্নবা, বাসা তিলক, ইন্দ্রবারুণী মেষশৃঙ্গ ও অশোক, এই সকল গাছের লতাপাতা মূল সমস্তই লবণমিশ্রিত করিয়া পোড়াইতে হইবে তাহার পর ক্ষার প্রস্তুতের বিধান মত ইহা স্রাব করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। হিঙ্গ্বাদিগণোক্ত বা পিপ্পল্যাদিগণোক্ত দ্রব্য সকল ইহাতে প্রক্ষেপ দিতে হইবে। ইহা সেবনে বায়ুরোগ গুল্ম, প্লীহা, অগ্নিবল, অজীর্ণ অর্শঃ, অরোচক ও কাস প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত হয়।

কল্যাণকামোদ (পুং) মিশ্ররাগবিশেষ, ইমন ও কামোদ এই উভয় রাগ মিশ্রিত হইলে তাহাকে 'কল্যাণকামোদ' কহে।

কল্যাণকৃৎ (ত্রি) কল্যাণ কৃ-ক্বিপ্। ১ কল্যাণকারক, যে কল্যাণ করে। ২ শাস্ত্রবিহিত কার্য্যকারক।

কল্যাণকোট। সিন্ধুপ্রদেশের ঠাট্টা নগরের পার্শ্বস্থ একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ বর্ত্তমান নাম তোঘলকাবাদ।

কল্যাণচন্দ্র (পুং) একজন জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।

কল্যাণদেবী (স্ত্রী) কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের স্ত্রী। (রাজতর°)

কল্যাণধর্ম্মা [ন্] (ত্রি) কল্যাণো মঙ্গলময়ো ধর্ম্মোঽস্যাস্তি, কল্যাণ ধর্ম্ম ইনি। মঙ্গলকর ধর্মবিশিষ্ট।

কল্যাণনট (পুং) মিশ্ররাগবিশেষ, কল্যাণ ও নট এই উভয় রাগ মিশ্রিত হইলে, তাহাকে কল্যাণনট কহে।

কল্যাণপুর। ১ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ফতেপুর জেলার অন্তর্গত একটি তহশীল, গঙ্গাযমুনানদীর মধ্যে। ২১৬ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। পরিমাণ ২৭১ বর্গমাইল। ১১১৮২ জন লোকের বাস। ২ কাশ্মীরের একটি প্রাচীন নগর, ([illegible] শকে) কল্যাণদেবী এই নগর স্থাপন করেন। (রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৮২) ৩ দাক্ষিণাত্যের কল্যাণপ্রদেশের প্রাচীন রাজধানী। চালুক্যরাজগণের শিলালিপিতে এই স্থান প্রসিদ্ধ। [কল্যাণ দেখ।]

কল্যাণমল। —অযোধ্যাপ্রদেশের হরদৈ জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা। ইহার প্রাচীন নাম মধৌলিয়া। প্রবাদ এইরূপ, রামচন্দ্র রাবণনিধন করিয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া

আসিবার সময়ে এখানে রথ হইতে অবতরণ করেন এবং রাবণ-বধ জনিত পাপক্ষালনের জন্য এখানকার 'হাতিয়া হরণ' নামক পবিত্রকুণ্ডে স্নান করেন।

পাঠানদের পূর্বে এই স্থান ঠাঠেরাদিগের অধিকারে ছিল, তৎপরে বৈষবার রাজপুতকুলোদ্ভব রাজকুমার ঠাঠেরদিগকে তাড়াইয়া ৫৪ খানি গ্রামের উপর রাজত্ব করেন। 'ভুনি বংখালিয়া' নগরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন, ইহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নাগমল নামক তাঁহার একজন নায়েব প্রভুহত্যা করিয়া তাহারও মতে বলপ্রয়োগপূর্বক এই স্থান অধিকার করেন। এখনও নাগমল বংশীয় শকরবার রাজপুতগণ ১৩ খানি গ্রাম উপভোগ করিতেছেন।

এই পরগণার পরিমাণ ৬৩ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ৭১ বর্গমাইল চাষ হয়। এখানকার জমী তেমন উৎকৃষ্ট নয়। লোকসংখ্যা ২৮৩৭২ এখানকার 'হাতিয়াহরণ' নামক কুণ্ডের পার্শ্বে পৌষের [illegible] একটি মেলা হয়, তাহাতে ন্যূনাধিক [illegible] লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

এই পরগণার মধ্যে কল্যাণ নামক গ্রামটী প্রধান।

কল্যাণমল্ল (পুং) ১ অনঙ্গরঙ্গ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ [illegible] মল্লের পুত্র, ইনি মেঘদূতের মালতীমালা টীকা রচনা করেন।

কল্যাণমিত্র (ক্লী) কল্যাণস্য [illegible] 'মিত্র' হয়। [illegible] পুত্রের পুত্র, ইহার নাম স্মরণে [illegible] পাওয়া যায় এবং [illegible] হয়। (বৌদ্ধ [illegible])

কল্যাণযোগ (পুং) কল্যাণকরো যোগঃ, কল্যাণং কর্মধা। জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত যাত্রার যোগবিশেষ। বৃহস্পতি কেন্দ্র স্থলে অর্থাৎ লগ্নস্থানের ১, ৪, ৭, ১০ম স্থানে, এবং শুক্র ত্রিকোণে অর্থাৎ ৫ম ও ৯ম স্থানে অথবা ১০ম বা ১১শ স্থলে থাকিলে 'কল্যাণযোগ' হয়। এইযোগে যাত্রা করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে।

কল্যাণরাজচরিত্র (ক্লী) কল্যাণরাজের জীবনচরিত, ইহা [illegible] নামক কোন লেখকের লিখিত।

কল্যাণবচন (ক্লী) কল্যাণং মঙ্গলময়ং বচনং, কর্মধা। মঙ্গলবাক্য।

কল্যাণবর্ম্মা [ন] (পুং) ১ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ, ইনি সারাবলী নামক একখানি জ্যোতিষ রচনা করেন। ২ কাশ্মীররাজ গুপ্তগণের একজন মাতুল, গুপ্তগণের শৈশবাবস্থায় ইনি কিছু দিন আত্মগণের সহিত রাজকার্য্য চালাইয়াছিলেন। ইনি কল্যাণস্বামীকেশব নামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। (রাজতরঙ্গিণী ৫। ৬২৬)।

কল্যাণবাচন (ক্লী) কল্যাণস্য বাচনং উচ্চারণম্, ৬তৎ। শাস্ত্রবিহিত কর্মসমূহের প্রথমেই ব্রাহ্মণ দ্বারা যে মন্ত্রবিশেষ উচ্চারণ করান হয়। যজমান 'ওঁ যঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কর্ম্মণি কল্যাণং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু' এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে। ব্রাহ্মণ 'ওঁ কল্যাণম্' এই মন্ত্র ৩ বার পাঠ করিলে,

"ওঁ পৃথিব্যামুদ্ধৃতায়াস্তু যৎ কল্যাণং পুরাকৃতম্।
ঋষিভিঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈস্তৎ কল্যাণং সদাস্তু নঃ॥"

ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ দ্বারা কার্য্যারম্ভে কল্যাণবাচন করিতে হয়।

কল্যাণবাদী [ন] (ত্রি) কল্যাণং বদতি, কল্যাণ বদ ণিনি। কল্যাণবক্তা, যে কল্যাণ বলে।

কল্যাণবিনোদ (পুং) মিশ্ররাগবিশেষ, কল্যাণনটের নামান্তর। [কল্যাণনট দেখ]

কল্যাণবীজ (পুং) কল্যাণং বীজং যস্য, বহুব্রী। ১ মসূর [মসূর দেখ]। ২ ৬তৎ মঙ্গলের কারণ।

কল্যাণসিংহ (পুং) বিকানীরের একজন রাজা। রাজা [illegible] সিংহের পুত্র, ১৬০৩ সম্বতে ইনি রাজ্যে অভিষিক্ত হন [illegible] ২৭ বর্ষ রাজত্ব করেন।

কল্যাণাচার (পুং) কল্যাণকরঃ আচারঃ, কর্মধা। মঙ্গলকর আচরণ।

কল্যাণাচার্য্য [ন] (ত্রি) কল্যাণস্য আচার্য্যঃ, ৬তৎ। কল্যাণাচার ইনি। মঙ্গলময় আচরণযুক্ত।

কল্যাণাভিজনন (ক্লী) কল্যাণকরং অভিজননং, কর্মধা। মঙ্গলকর জন্ম।

কল্যাণালয় (ত্রি) কল্যাণস্য আলয়ং, ৬তৎ। ১ মঙ্গলের আলয়, যাহার নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করা যায়। ২ (পুং) পরমেশ্বর।

কল্যাণাস্পদ (ত্রি) কল্যাণস্য আস্পদঃ, ৬তৎ। ১ মঙ্গলের পাত্র। ২ (পুং) জগদীশ্বর।

কল্যাণিকা (স্ত্রী) কল্যাণ সংজ্ঞায়াং কন টাপ, অত ইত্বম্। ১ মনঃশিলা। [মনঃশিলা দেখ।]

কল্যাণিনী (স্ত্রী) কল্যাণং অস্ত্যস্যাঃ, কল্যাণ ইনি ঙীপ। ১ বলা। [বলা দেখ।] ২ কল্যাণবিশিষ্টা স্ত্রী।

কল্যাণী [ন] (ত্রি) কল্যাণযুক্ত, কল্যাণ ইনি কল্যাণযুক্ত।

কল্যাণী (স্ত্রী) কল্যাণ-ঙীপ। মাষপর্ণী। গাভী।
("উপস্থিতেয়ং কল্যাণী নাম্নি কীর্ত্তিত এব যৎ।" রঘু ১৮৭।)

কল্যাণোপায় (ত্রি) কল্যাণ উপায়। কল্যাণের যোগ্য পাত্র কল্যাণার্থিত্ব।

কল্যাণ্যাদি (পুং) পাণিনি ব্যাকরণোক্ত গণবিশেষ, কল্যাণ

হৃতপা ছতপা বক্তী অনুবৃষ্টি, অনুপষ্টি, জ্যতী বনীবর্দী জ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও পরস্ত্রী, এই কয়েকটি শব্দ কল্যাণ্যাদিগণের অন্তর্ভূক্ত, তত্ প্রত্যয়ান্ত এই সকল শব্দের নিয়োগে ইনঙ আদেশ হয়। (কল্যাণ্যাদীনা মিনঙ চ। পা ৪।১।১২৬।)

কল্যাপাল (পুং) কল্যাং মদ্য পালয়তি কল্য পাল্ অণ্। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি।

কল্মাষ (স্ত্রী) [বৈদিক] কল্মষ (?)

কল্ল (ত্রি) কলতে শব্দং ন গৃহ্নাতি, কল্ অচ। বধির, কালা।

কল্লট (পুং) স্পন্দসর্বস্ব ও স্পন্দসূত্রবিবরণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। কাশ্মীর ইহার জন্মস্থান। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাকে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক হইবেন, ঐ সময়ে কাশ্মীরে কল্লট নামে একজন শৈব রাজা ছিলেন সম্ভবতঃ স্পন্দসর্বস্বকার ঐ রাজার নামেই আপন গ্রন্থ চালাইয়া থাকিবেন। স্পন্দসূত্রের বার্ত্তিককার ভাস্কর ইহার [illegible] নিকট শিবসূত্র ব্যক্ত করেন। পরে কল্লট [illegible] জনসমাজে প্রচার করেন। [illegible] একখানি লঘুবৃত্তিও রচনা করেন। [illegible দেখ।]

[illegible] (স্ত্রী) কলত্র ভাব [illegible] পা ৫।১।১১ [illegible] (বরদেশস্থ কলত্র। [illegible] দেখ ১২২০ বৎসর তা।

কল্লন। দাক্ষিণাত্যের অসভ্য কৃষ্ণবর্ণ জাতিবিশেষ। তামিল তৈলঙ্গী [illegible] ভাষা অনুসারে কল্লন শব্দের মুখ্য অর্থ চোর বা ডাকাত। পূর্ব্বে ইহারা চৌর্য্য ও ডাকাতী করিত বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে।

মদুরা [illegible] এই জাতির বাস। এক সময়ে ইহারা [illegible] রাজাদিগের নিকট হইতে কোন কোন স্থান লইয়া স্বাধীনভাবে বাস করিত।

ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে এই জাতি মদুরা এবং নিকটস্থ দেশে বড়ই উৎপাত করিত। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মদুরা ইংরাজ অধিকৃত হইলে ইহাদের সেই প্রভাব বোধ হয় অনেক কমিয়া আসে তবে সেই উদ্ধত স্বভাব অতুল সাহস এবং শরীরের তেজ এখনও কমে নাই।

কল্লন জাতির বিবাহপদ্ধতি বড় চমৎকার। একটা রমণী অনায়াসে দুইটি হইতে দশটি পর্যন্ত পতি গ্রহণ করিতে পারে তবে এক এক জোড়া লইতে হইবে, বিজোড় হইলে চলিবে না। ইহাদের সন্তানেরা আপনাদিগকে ছয় আট বা দশজনের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়—এইরূপ পরিচয় দিয়া থাকে, আট ও দুইজনের ছয় ও দুইজন অথবা চার ও দুইজনের পুত্র। অনেকগুলি পিতা হওয়ায় বড় একটা গোলযোগ নাই তাহারা ভাবে সন্তান সকলেরই সুতরাং সকলেই প্রতিপালন করিতে বাধ্য।

ইহারা পুত্রদিগকে শৈশবকাল হইতে চৌর্য্যবৃত্তি শিক্ষা দেয়। যে এই কার্য্যে যখন পরিপক্ব হয় সে স্বজাতির নিকট সেইরূপ আদর ও সম্মান লাভ করে। ইহারা শিবের পূজা করে। কেহ মারিলে আবশ্যক হইলে পোড়াইয়া ফেলে অথবা গোর দেয়।

কল্লা, কল্ল (ত্রি) [illegible] ২৬। [illegible] অবাধ্য।

কল্লি [illegible] অপর্যামী [illegible]।

কল্লিনাথ (পুং) একজন সঙ্গীতশাস্ত্র বচয়িতা।

কল্লোল (পুং) কল্ বাহুলকাৎ ওলচ্ [illegible] মহাতরঙ্গ, বড় ঢেউ। ইহার অপর সংস্কৃত নাম উল্লোল। ২ হর্ষ। ৩ (ত্রি) শত্রু। কল্লোল [illegible] কবিবিলাবলি। মেদিনী

কল্লোলিত (ত্রি) কল্লোল [illegible] সঞ্জাত [illegible] কল্লোল ইতচ্ [illegible] তারকাদিভ্য ইতচ্ পা ৫।২।৩৬ তরঙ্গযুক্ত।

কল্লোলিনী (স্ত্রী) কল্লোল [illegible] কল্লোল ইনি ঙীপ্। নদী।

কল্লোলিনীবল্লভ (পুং) কল্লোলিনীনাং নদীনাং বল্লভ ৬তৎ সমুদ্র।

কল্লসা (দেশজ) মনুষ্য শরীরের অবয়বাংশের কানকো ও মুখকোণের মধ্যস্থান।

কল্হণ (কহ্লণ) পুং [illegible] রাজতরঙ্গিণী নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ইতিহাস রচয়িতা। ইনি কাশ্মীরের প্রধান রাজমন্ত্রী চম্পক প্রভুর পুত্র। রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় কল্হণ ৪২২৪ সপ্তর্ষি বা লৌকিকাব্দে এবং ১০৭০ শকে (১১৪৮ খৃষ্টাব্দ) জীবিত ছিলেন।

কল্হণের রাজতরঙ্গিণী ভারতবাসী হিন্দুদিগের বড় আদরের ধন ভারতের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের অমূল্য রত্ন। পূর্ব্বে সাধারণের বিশ্বাস ছিল ভারতবাসী আপনাদের প্রাচীন ইতিহাস [illegible] আবশ্যকতা জ্ঞান করিতেন না। [illegible] মহারাজ রঞ্জিতের [illegible] রক [illegible] ইতিহাস

[illegible]
[illegible] রাজতরঙ্গিণী ১২০।

লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজতরঙ্গিণী পাঠ করিলে কাশ্মীরের প্রাচীন হিন্দু নৃপতিগণের বংশাবলী, সংক্ষিপ্ত জীবনী, রাজ্যকাল এবং কাশ্মীরের ও তন্নিকটস্থ জনপদসমূহের অবস্থা জানা যাইতে পারে। [কাল শব্দে কহ্লণপ্রণীত অব্দ সকলের সমালোচন দেখ।] রাজতরঙ্গিণীর রচনা প্রণালীও বেশ কবিত্ব ও শব্দলালিত্যপূর্ণ।

কহ্লহারা। সিন্ধু প্রদেশীয় বেলুচী মুসলমানজাতি। ইহারা আপনা দিগকে মক্কাবাসীর বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়।

কবক (ক্লী) কবতে আচ্ছাদয়তি বিস্তারয়তি বা কব অচ্‌ সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ ছত্রাক, ব্যাঙের ছাতা। মনুসংহিতায় ইহা অভক্ষ্য বলিয়া নির্দিষ্ট আছে

"লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ" মনু

২ পুং কবল গ্রাস।

গ্রাসোচ্ছেদক [illegible] কবকো ... [illegible]

কবচ (পুং ক্লী) কু অচ্‌ (কুত্ৰ্যভিদয়প্রভৃতিভ্যোঽচ্‌ ইত্যাদি। উণ্‌ ৫।২। অথবা কং দেহং বঞ্চতি [illegible] প্রাপ্নোতি [illegible] ক বঞ্চ অচ্‌ কং বাতং বৃণোতি বা। ১ সন্নাহ বর্ম কবচ বর্ম। উদ্ধরণ। ইহার সংস্কৃত পর্যায় —তনুত্র, বর্ম, দংশন, উরশ্ছদ, কঙ্কট, জগর, দংশ, জাগর, অজগর কটক, দোষ, সন্নাহ ও কঙ্ক

স্বর্ণ, রৌপ্য তাম্র ও লৌহ এই কয়েক ধাতু দ্বারা বর্ম প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন কাষ্ঠ চর্ম ও বস্ত্র দ্বারাও বর্ম প্রস্তুত হইত, ইহাদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর পূর্বলিখিত বর্ম অধিক গুণযুক্ত। বৈদিক কালে স্বর্ণনির্মিত কবচের প্রচলন ছিল ঋকসংহিতাপাঠে জানা যায়। শরীরের আয়তন অনুসারে দৃঢ় ও চিক্কণ এই কয়েকটী কবচ সাধারণ। ছিদ্রযুক্ত অশিষ্ট ভার বা পাতলা এবং সকলের মধ্যে নিকৃষ্ট। শ্বেত পীত, রক্ত ও কৃষ্ণ এই কয়েক প্রকার বর্ণের বর্ম ধারণের নিয়ম। ২ শরীররক্ষার জন্য দেবতার মন্ত্রবিশেষ প্রথমে মন্ত্রবিশেষের উল্লিখিত দেবতার পূজা করিয়া ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, পরে ভূর্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া স্বর্ণরৌপ্য বা তাম্রের দ্বারা স্থাপন আবৃত করিয়া কণ্ঠে বা দক্ষিণ বাহু প্রভৃতিতে ধারণ করিতে হয় ৩ পটহ। ৪ বৃক্ষ। ৫ ঢাক বাদ্য, নাগরাবাদ্য।

(কবচো গন্ধতাপে চ সন্নাহে পটহেঽপি চ। মেদিনী।)

কবচপত্র (ক্লী) কবচস্যেবনমাধানং পত্রমস্য। বৃক্ষ, ভূর্জ। ভূর্জপত্র।

কবচপাশ (পুং) [বৈ] কবচ বা সন্নাহ যদ্দ্বারা বর্ম বাঁধা যায়। বাজসনেয়িসংহিতা।

কবচহর (পুং) কবচং হরতি যেন স্মাপ্য, কবচ হৃ-অচ্‌ (বয়সি চ। পা ৩।২।১০।) কবচহরণের উপযুক্ত বয়স্ক বালক। (কবচহরঃ কুমারঃ। কাশিকা।)

কবচিত (ত্রি) কবচং সংজাতমস্য, কবচ ইতচ্‌ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্‌। পা ৫।২।৩৬) কবচযুক্ত।

কবচী [ন] (ত্রি) কবচং অস্ত্যস্য, কবচ ইনি। ১ বর্মযুক্ত। ২ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। (মহাভারত ১। ১১৭।১১) শিব মহাদেব।

কবটী (স্ত্রী) কোড শব্দার্থে, কু অটন্‌ ঙীষ। কবাট।

কবড় (পুং কেন জলেন বলতে চলতি ক বল অচ্‌ লত্বাৎ ডৎ্বম। ১ গ্রাস। ২ মুখের ভিতর জলাদি দিয়া নাড়া চাড়া করিয়া ফেলিয়া দেওয়া কবল করা।

কবতী (স্ত্রী কু শব্দে অপাত্ত কু মতুপ মস্য বঃ ঙীপ্‌। "কর নক্ষিত্র" ইত্যাদি একবিশেষ।

কবত্নু (ত্রি) [বৈ] ১ ব্যাধশব্দ। ২ মন্দকর্ম। সায়ণ "পুষ্পাণ্ডন কবাদং কবত্নুম" ঋকসংহিতা ৭।৩২।৯।

কবন (ক্লী) কৌতি শব্দায়তে কু ল্যুট্‌। জল।

কবন্ধক (পুং মঙ্ক্ষিবিশেষ। পা ২।৪।৩৯)

কবপথ (পুং কুৎসিতঃ পন্থা কো পথিন্‌ [illegible] ৬।৩।১০৮ [illegible]

কবয়া স্ত্রী কাং জলং [illegible] [illegible] কবয়ী ঙীষ মৎস্যবিশেষ কইমাছ। ইহার অপর সংস্কৃত নাম ক্রকচপৃষ্ঠী [কই দেখ

কবর (ত্রি) কে মস্তকে বরং আত্মমানঘং শ্রেষ্ঠং। ১ কেশ পাশ। ২ সংপৃক্ত। ৩ খচিত। ৪ পুং) কু অরন (কোর রন। উণ্‌ ৪।১৫৪। পাঠক উদ্ধরণ। পুং ক্লী ৬ লবণ। ৭ অম্ল। (কবরং লবণাম্লয়োঃ। মেদিনী ৮ চিত্রবর্ণ।

("দৃষ্টৈর্বনিক্ষিতকলাপকলাপমধ্যা"।
ব্যাকীর্ণমাল্যকবরাং কবরীং তরুণ্যাঃ। মাঘ ৫।১৮
(আরব্য শব্দ) গোর, সমাধি।

কবরকী (স্ত্রী) কবরং কেশপাশং কীর্য্যতি বিক্ষিপতি বন্দ কবর কৃ ড ঙীষ। কারাগারবদ্ধা কয়েদী।

কবরপুচ্ছী (স্ত্রী) কবরং চিত্রবর্ণং পুচ্ছং অস্যাং অচ্‌ ১ ময়ূরী। ২ বিচিত্র পুচ্ছবিশিষ্টা।

কবরা স্ত্রী) কবর টাপ্‌। ১ বনপুষ্প বাবুই। ২ বিচিত্রবর্ণা

কবরী স্ত্রী) কং শিরঃ বৃণোতি আচ্ছাদয়তি ক বৃ অচ্‌ ঙীপ্‌ অথবা কু অরন (কোররন উণ্‌ ৪।১৫৪।) ঙীষ। ১ কেশ বিন্যাস, চুলের খোঁপা। ইহার সংস্কৃত পর্যায় —কেশবেশ

১ কবর ও কেশপাশ। ২ বর্ব্বরা, বাবুই। ৩ কাবরী, বিশেষ শাক।

কবরীভর (পুং) কবর্য্যাঃ ভর আধিক্যম্, ৬তৎ। স্থূল কবরী।

কবরীভার (পুং) কবর্য্যাঃ ভার আধিক্যম্ ৬তৎ। ১ স্থূল কবরী। ২ কবরীর ভারত্ব।

কবরীভৃৎ (ত্রি) কবরীং বিভর্ত্তি কবরী ভৃ-কিপ। কবরী ধারী যাহার কবরী আছে।

কবর্গ (পুং) ককারাদি ৫টি বর্ণ,—ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচটি কবর্গ, ইহাদিগের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ।

কবর্গীয় (ত্রি) কবর্গ ছ। কবর্গ হইতে [illegible]।

কবর্দ্ধি [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রধান কবীরপন্থী সম্প্রদায়ের প্রধান [illegible] এই স্থানে বাস করে।

কবল (পুং) [illegible] ১ গ্রাস।
("[illegible] কবল [illegible] ন পারয়ন্।
[illegible] ২। ৪১। ৯।)

২ মৎস্যবিশেষ, কেলে মাছ।

কবলগ্রহ (পুং) কবলস্য গ্রহঃ, ৬তৎ। ১ কবলযোগ্য [illegible]বিশেষ। ২ [illegible]বিশেষ।

কবলিকা (স্ত্রী) ব্রণের উপর প্রলেপ দিয়া তাহার উপর বাঁধিবার উপযুক্ত পত্রাদি।
("ততঃ [illegible]
কবলিকাং দদ্যা [illegible]।" [illegible])

কবলিত (ত্রি) কবলং করোতি কবল ণিচ কর্ম্মণি ক্ত। ১ ভুক্ত। ২ গ্রস্ত, যাহা গ্রাস করা হইয়াছে। ৩ আবৃত। ৪ ব্যাপ্ত।

কবলীকৃত (ত্রি) অকবলং কবলং কৃতম্, কবল চ্বি কৃ ক্ত। কবলিত।

কবষ্ (ত্রি) কু অঙ্গন [illegible] ছিদ্রযুক্ত কপাটাদি।

কবষ (ত্রি) কু অষচ্। ছিদ্র কপাটাদি (পুং) প্রাচীন ঋষিবিশেষ। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)।

কবস (পুং) কু অস (সংশ্লিষ্ট [illegible]) ১ সন্নাহ বর্ম্ম। ২ কণ্টক [illegible], (কবস. সংনাহঃ কণ্টকাদিশ্চ। উজ্জ্বলদত্ত)।

কবাগ্নি (পুং) কু অল্প অগ্নিঃ কোঃ কবাদেশঃ। অল্প অগ্নি।

কবাট (ত্রি) কু শব্দে [illegible] অট [illegible]। ("[illegible] কবাটপাটন [illegible]।" [illegible])

কবাটক (ত্রি) কবাট স্বার্থে কন্। কপাট।

কবাটিয় [illegible]

কবাটবক্র (স্ত্রী) [illegible]

কবাটী (স্ত্রী) [illegible] কপাট।

কবার (স্ত্রী) [illegible]

কবারি (ত্রি) [illegible]

কবাসখ [illegible] সহ [illegible]।

কবি [illegible] কবতে [illegible] ২ বাল্মীকি। ৩ শুক্রাচার্য্য। [illegible] উণ্[illegible]।১৬৮। [illegible]
(———— কবির্বাল্মীকিশুক্রয়োঃ।
[illegible] ৬ ভৃগুর পুত্র ও শুক্রাচার্য্যের পিতা ঋষিবিশেষ। ৭ সূর্য্য ৮ [illegible] কোকিল [illegible]। ৯ ব্রহ্মা। ১০ মেধাবী। ১১ চাক্ষুষ মনু ও বৈরাজ প্রজাপতিকন্যার গর্ভজাত পুত্রবিশেষ।
"[illegible] প্রজাপতেঃ।
উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্ কবিঃ। [illegible]
১২ [illegible]। ১৩ ব্রহ্মা।

কবি—বঙ্গদেশ প্রসিদ্ধ এক প্রকার গানবিশেষ। যদিও কবি শব্দের প্রকৃত অর্থ কবিতা রচয়িতা ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি কবিতা রচনা করে, কবি বলিলে সেই ব্যক্তিকেই বুঝায় কিন্তু বাঙ্গালাদেশে বহুদিন হইতে উক্ত গানবিশেষ এত প্রসিদ্ধ [illegible] কবি শব্দে বুঝাইয়া আসিতেছে যে ঐ গীতের ব্যবসায়ীদিগকে সচরাচর লোকে 'কবিওয়ালা' বলিয়া

325 III

থাকে এবং উহার রচয়িতাকে কবির 'বাঁধনদার' বলে। এই দেশের মধ্যে এই কবিগানের ও কবিওয়ালাদিগের যে কতদিন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সংশয়শূন্য হইয়া স্থির করা বড় কঠিন। বোধ হয় কালীয়দমন যাত্রার অনেক পরে ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, এবং ঐ যাত্রাই ইহার নিদান ও উৎপত্তিস্থান। কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রসঙ্গঘটিত কালীয়দমন যাত্রায় অঙ্গবিশেষের নাম ঝুমুর। যাত্রার বালকগণ একত্র হইয়া একতানে ঐ ঝুমুর গাহিয়া থাকে এবং ঝুমুরের তালেই মৃদঙ্গ ও মন্দিরা বাজাইয়া, মান, মাথুর কি কলঙ্কভঞ্জন কোন পালায় যাত্রা হইবে, তাহা বুঝাইতে পারেন। পাঠকদিগের অবগতির জন্য পরমানন্দ অধিকারীর দলের একটি ঝুমুর এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

"ও যার অঙ্গ বাঁকা বচন বাঁকা বাঁকা যুগল আঁখি।
হৃদয় কঠিন পাষাণ সে তার প্রেম গো বিধুমুখী।
সে মন চুরি করে, লুকিয়ে রহে সে তা জানে গো জগৎজনে,
তার সঙ্গে যদি প্রেম কর সে কি প্রেমের মরম জানে।"

এই ঝুমুর গানের পর যাত্রার প্রকৃত পালা আরম্ভ হয়। ইহার সুর ও তাল মান অতি মধুর। এই ঝুমুরের অনুকরণ করিয়া পশ্চিমাংশে বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলাতে পৃথক ঝুমুর দলের সৃষ্টি হয়। তাহাতে ঢোলের বদলে মাদল বাজে, এবং স্ত্রী পুরুষ একত্র মিলিত হইয়া দাঁড়াইয়া কৃষ্ণলীলা ঘটিত সখীসংবাদ, বিরহ ও খেউড় প্রভৃতি গান করিয়া থাকে। কবি গানের মত উহাতে উত্তর প্রত্যুত্তর আছে। যথা,—

"নন্দঘোষের বলে ও কুকুর দ,
আজি কানাই বলাই সঙ্গে লয়ে যাব মধুপুর।"
উত্তর—"কে গো বলাবলি কর, বল মহাশয়,
কানাই বলাই কেন নিয়ে যাবে বল কংসালয়?"

এইরূপ গীতের সহিত প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গানের সুর-সাম্য ও অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যথা—প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা হরুঠাকুরের ওস্তাদ রঘুর গীত,—

"আয় চাঁদ গোপাল রে তুই মথুরায়,
আয় আয় একবার করি কোলে।
ও তুই কংসধ্বংস যাবি, আমারে কি পাবি রে,
একবার ডাকরে ডাক আমায় মদন মা বলে।"

কবির আসরে প্রথমতঃ [illegible] বিষয়, পরে সখী সংবাদ, তারপর বিরহ পরে সর্ব্বশেষে লহর ও খেউড় গাইবার নিয়ম। দুর্গা ও শ্যামাদি শক্তির স্তোত্র এবং লীলাদি বর্ণনা-সম্পর্কীয় তাবৎ দেবদেবীর স্তবের নাম ভবানী বিষয়, অথবা ঠাকুরাণী বিষয়।' কৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রস্তাবনা ও সখীদিগের উক্তি গীতকে সখীসংবাদ বলিয়া থাকে এবং পতিবিয়োগে ব্যাকুলা বিরহিণী কামিনীদিগের বিরহ বর্ণন প্রকাশক গীত গুলি বিরহ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এই বিরহে কখন কখন পুরুষের উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লেষ, ব্যঙ্গ, কাব্য ও পরিহাসাদি ভাবের গানের নাম লহর এবং অশ্লীল ঘটিত গীতের নাম খেউড়। পূর্ব্বকালের খেউড় প্রায় অশ্লীল ইঙ্গিতে ও ভাব ভঙ্গিতে খুব প্রচ্ছন্নভাবে রচিত হইত। ইহার নাম সাদা খেউড়। আর কখন কখন কোন কোন খেউড় এত অশ্লীল শব্দে ও ইঙ্গিতময় রচিত হইয়া থাকে যে, তাহা শুনিলে কর্ণে হস্তার্পণ করিতে হয়। দুই ব্যক্তি একত্র হইয়া শুনা দূরে থাকুক, নির্জ্জনে আপনা আপনি মনে করিতেও ঘৃণা ও লজ্জাবোধ হয়। কিন্তু মানবচরিত্রে কি অদ্ভুত ও কালের কি কুটিলগতি! কিছু দিন পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে বড় বড় বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অধ্যাপক ও রাজা। রাজ মহারাজারা, পিতা পুত্র একত্র বসিয়া অভিনব যত্নপূর্ব্বক এই খেউড় শ্রবণ করিতেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির হাফ্-আখড়াইয়ের গীতের মধ্যে উক্ত প্রকার আছে। অপূর্ব্ব আদির সহিত বিশদ খেউড় রসিক ও শুনিতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ঘরে পূজার সময় নবমী কীর্ত্তন উপলক্ষে নবমীপূজার দিন মহিষ বলিদানের পর কাদা খেউড়ের সময় স্বয়ং মহারাজ, যুবরাজ ও অন্যান্য রাজকুমারদিগকে নিজে নিজে এক একটি সকার বকারের খেউড় রচনা করিয়া গাইতে হইত এবং কখন কখন পরস্পর ছড়া কাটাকাটি উত্তর প্রত্যুত্তর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন,—

"কি হ'ল ওলো ঠাকুরঝি" ইত্যাদি খেউড়টি রাজকুমার শিবচন্দ্র রচিত বলিয়া প্রবাদ আছে। উক্ত বংশে অদ্যাপি এই রীতি প্রচলিত আছে কি না, বলা যায় না, বোধ হয় না থাকাই সম্ভব।

কবির দুই দল থাকে, একদল গান গাহিয়া থামিলে অপর দল তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর বাঁধিয়া গাহিতে আরম্ভ করে। শ্রোতৃবর্গ সেই প্রত্যুত্তর শুনিয়া সভাসদের কাহার জয় বা কাহার পরাজয় হইল, তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। প্রতি কবির দলেই একজন বা দুইজন করিয়া গীত রচক বা বাঁধনদার থাকেন। এখন কবির গান আর তেমন শুনা যায় না। লোকের পূর্ব্ববৎ অনুরাগ না থাকায় ক্রমে লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন কবির অনুকরণে মধ্যে 'হাফ্-আখড়াই' গান মধ্যে মধ্যে শুনা যায়।

বাঙ্গালা সনের একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রকৃত কবি গান ও কবিওয়ালা বিদ্যমান থাকার কোন কথা জানিতে পাওয়া যায় না। বরং হরুঠাকুরের ওস্তাদ রঘুর পূর্ব্বে আর কেহ প্রকৃত কবিওয়ালা বলিয়া ছিল না। কেহ কেহ বলেন, মতে' ও নন্দ কবিওয়ালার দল রঘুর পূর্ব্ববর্ত্তী। যাহা হউক, ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় বহুলোক একত্র হইয়া বৈঠকি ভাবে কবির ন্যায় একরকম গান করিতেন যেহেতু উত্তরকালবর্ত্তী কবিকে অনেক প্রাচীন লোক দাঁড়া কবি বলিতেন। যথা,—"এদের বাড়ী দাঁড়া কবি হইতেছে।" "এটা দাঁড়াকবির সুর" ইত্যাদি। যাহা হউক একণে রঘু হইতেই দাঁড়াকবি বা প্রকৃত কবির সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। রঘুর দলের অনেক গীতের সুরসার উত্তর কালবর্ত্তী কবিওয়ালাদিগের ন্যায়। যথা মহীন রায় —

"তোরা বলিস্ ত আমি তোদের সঙ্গে যাই,
দুঃখে আর এ ঘরে থাকার কাজ নাই।
কুলশিলে জল ঢেলে দিব।
এ কলঙ্ক [illegible] আর লজ্জা কি আমার ডঙ্কা মেরে চলে যাব।"

রঘু যে কি জাতি ছিলেন এবং কোথায় তাঁহার বাস ছিল, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে এই বিষয়ে ভিন্ন রূপ কথা শুনা যায়। কেহ এই রঘুকে রঘুনাথ দাস চর্ম্মকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেহ বা তন্তুবায় বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ বলেন কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শালিখাতে রঘুর বাস ছিল, আবার কেহ বলেন, তালপাড়া রঘুর জন্মস্থান। রঘুর পরে, যিনি তৎসমকালে "রাসু নরসিং" বলিয়া খ্যাত এবং লালুনন্দলাল ও গোঁজলা গুঁই এইনাম কয়েক ব্যক্তির দল থাকার কথা কাহারও কাহারও নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা যে কি প্রমাণ অনুসারে ঐ কথা বলিয়া থাকেন, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন লোকপরম্পরায় রাসু নরসিংহ ও লালুনন্দলালের কথা শুনা যায় বটে তাঁহাদের মধ্যে রাসুনৃসিংহের যে দুই একটি গান শুনা যায়, তাহাই ভাবপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। যথা —

মহড়া) "সখি এ সকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে থাকিতে নারি সুখের উদয়।
দুঃখভঞ্জন, লোকগঞ্জন, কলঙ্ক সব হতে হয়।
(চিতেন)—এখনো পীরিতি করি যাতে তরি ভুবিতে
ঐহিক আর পারত্রিকে,
[illegible] দুঃখখণ্ডন, সদা রাখি মন তারি পায়
(অন্তরা)—আমার ভাবে গরলে অমৃত, উপজে কি সুখ,
কলঙ্কবোধন জগতে মরণ হতে অধিক,
(পরচিতেন)—জনম বধির যাতে ধনমানে যশাতে
ভাবিয়ে অন্তরে দুষিতে
বিকারে সে পড়ে বাধিত হয়ে কলঙ্কিনীরে নাহি ভয়।
(অন্তরা)—যেমনে করে চাতক পাখী ধরে থাকিতে,
জল দেখি জল খায় না ডাকিয়া প্রেমের প্রয়াসে
(চিতেন)—অন্তরালে যে নীরদ হইতে
জলধারা পড়িবে তাহাতে
সেই কৃপা করে মন তৃষাতে প্রাণ ধরে তাহার পর শুভ।
(অন্তরা)—শুভলগ্ন কর সে রসময় অরুণ সরণে
মনের তিমির বিনাশ করিতে কিরণে
(চিতেন)—[illegible] সে কমল ফুটিবে
প্রেম শীকর ঘটিবে
মরো মধুরে [illegible] নাম [illegible] যায়।
(পর অন্তরা পরে কহি)—
আমির এইরূপ দুই বাধিতে সাক্ষাতে
[illegible]
[illegible]
কমল ফুল ফুটিবে
থাকিতে এমন অমৃত সেই জল পারে প্রকাশ সে হারায় ?"

এই কবির রচিত বিরহ যথা —

(মহড়া)—"কত সখি কিছু ভেবো না কথা
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা।
কহিলে এখন এত বিরহ প্রাণ যেন প্রেমময় উপজে কোথা
আমি একাকী বিনা [illegible] প্রাণে ঘুচাব ব্যথা
(চিতেন) আমি রসিকের [illegible] পড়েছি সন্ধানে
তুমি কি জান প্রেম বাগে
[illegible]
(অন্তরা)—তার [illegible] প্রাণনাথ প্রেমের পিয়াসী
[illegible]
কি [illegible] ভাবে [illegible]
(পরচিতেন)—কার প্রেমে [illegible] বনে ব্রজবাসী
সেই মধুপুরী [illegible]
কোন্ [illegible] কুজা [illegible]"

রাসু নৃসিংহের এরূপ গীত আর অধিক দৃষ্ট হয় না। [illegible] তাঁহার অধিক গানেই একটু সাত্ত্বিক ও ভক্তি ভাবের [illegible]

ফরাসডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী গোঁদলপাড়া রাসুনৃসিংহের জন্মস্থান বলিয়া খ্যাত আছে। ইনি কায়স্থকুলোদ্ভব [illegible] সন্তান, বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীর শেষ দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন এবং ঐ শতাব্দীর শেষভাগে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কবিওয়ালা লালুনন্দলালও এই সময়ের লোক। কিন্তু ইহার দলের অধিক গান প্রচারিত নাই। তাঁহার একটি পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা —

(মহড়া)—"হ'ল এ দুখ নাহি দিতে।
চিরদিন যেন কাঁদিতে।
(চিতেন)—হ'য়েছে না হ'বে কলঙ্ক আমার দিয়েছে না দাবে দুখ,
ভুলেছি না ভুখ দিয়ে দেখি পাতাল অবধি
শেষে এই হ'ল আকাশে পাতাল, তরণী লাগিল ভাসিতে।
(অন্তরা)—মন প্রাণ ধন যৌবন দিয়ে শরণ লইলাম যাঁর,
তবু তাঁর মন পাওয়া নাহি আমার হ'ল ভার,
না পু'রল সাধ, উদয়, চিতেন, দিয়ে পরিবার অবধি।" ইত্যাদি

ইহার পরই হরুঠাকুরের সময়। অনুমান বাঙ্গালা ১১৪৫ কি ৪৬ সালে কলিকাতা সিমুলিয়াতে হরু (হরেকৃষ্ণ) ঠাকুরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কালীচরণ দীর্ঘাঙ্গী। হরু প্রথমতঃ সখের দল করেন, তৎপরে অনেক বিলম্বে পেশাদারী দল করিয়াছিলেন। তিনি পেশাদারী কবিওয়ালা হইলেও কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই তিন স্থানের রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার কবিতা এবং ইঁহার কাব্যামোদিতা প্রশংসনীয়। সর্ব্বাপেক্ষা রাজা নবকৃষ্ণই হরুকে বড় সমাদর করিতেন ও ভালবাসিতেন। ইহাতে তাঁহার সভাপণ্ডিত অধ্যাপকেরা মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহাদিগের এই ভাব বুঝিতে পারিয়া, যে সময়ে তাঁহারা প্রাতঃস্নানের পর রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান, একদিন সেই সময় রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—যে 'গতরাত্রে পূর্ণচন্দ্র দর্শনে আমার মনোমধ্যে একটি ভাবের উদয় হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনারা সেই ভাবের একটি পূরণ-সমস্যাটি কবিতা পূরণ করিয়া দিলে, মনে বড় আহ্লাদ হয়।" অধ্যাপকেরা কহিলেন, 'তার আশ্চর্য্য কি? কি ভাব, আজ্ঞা করুন।' রাজা কহিলেন,—"বঁড়শি বিঁধেছে যেন চাঁদ।" অধ্যাপকেরা একে একে সকলেই চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহই ভাবের উদ্দীপন ও স্ফুরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—"মহারাজ! ভাবটা বড় কূট, একটু চিন্তা করিয়া কল্য কবিতা প্রস্তুত করিয়া দিব।" এই কথা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ একজন চোপদারকে কহিলেন,—'যাও, হরুঠাকুর যে ভাবে থাকেন, সেইভাবেই তাঁহাকে ধরিয়া আন।" আজ্ঞামাত্র চোপদার গিয়া হরুকে রাজা নবকৃষ্ণের আদেশ জানাইল। হরু তখন তৈল মাখিতে ছিলেন, তদবস্থায় গামছা কোমরে রাজসভায় আসিলেন। রাজা হাসিতে হাসিতে হরুকে ঐ ভাবটি দিয়া একটি পূরণোপযোগী গীত রচনা করিতে বলিলেন। কাব্যদেবীর অনুগ্রহে, হরু তৎক্ষণাৎ একটি সেই ভাবের সখী সংবাদ প্রস্তুত করিয়া, মহারাজ ও সভাস্থ সকলকে শুনাইলে, সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া, হরুকে সাধুবাদ দিলেন ও রাজাকে কহিলেন, "আপনি প্রকৃত রসজ্ঞ ও ভাবজ্ঞ বলিয়াই হরুর এত আদর করেন। আমরা হরুর উদৃশী শক্তি জানিতে ও বুঝিতে পারি নাই।"

হরুঠাকুরের সখীসংবাদ বড় প্রশংসনীয়। সখীসংবাদ—

(মহড়া)—"তোমার ভাব দেখে অবি অনুভাব ভাব বুঝি ফুরা'ল।
ছিল দিন্, রজনীর্ [illegible], প্রাণ, ওরে প্রাণ,
তুমি আর সেই তোমার প্রেম লুকা'ল।
এ কি ভাব, দেখে পূর্ব্বের সে সব ভাব, অভাবে ভাব মিলা'ল।
তোমায় লোকে কয়, রসময়, মিলাইব সে মন পরের ভাবে রয়,
ঘরে এসে দুখ রয় সে দুখ [illegible]
তোমার আমার আছে আঁখি, মন দিয়ে [illegible] কি,
যেন না [illegible]
(চিতেন)—সেই তুমি সেই আঁখি [illegible] নূতন [illegible],
এবে প্রাণ হ'লো মনের অনুচিত [illegible]
[illegible] (ওরে প্রাণ)
[illegible]
তোমার সদাই বদন বাঁকা, [illegible] (প্রাণ)
সে সব [illegible]
(অন্তরা)—প্রাণ বদনে ভুলাইলে এ মন, তোমার কোথা মন,
কেমন কেমন [illegible] পাই,
কেমনে কোন্ স্থানে মন রাখিলে যে প্রাণ না রয় [illegible]
[illegible]
(পরচিতেন)—নাই এখন তোমার সে [illegible],
কোথা রয়, দেখ কে কারে কি ক'য়, ও প্রাণ এখ'ন [illegible]
তুমি [illegible] রাখ প্রাণ, [illegible],
কোন্ বাকো দান, কোন্ বাকো বাণ,
আমি রাখা এক্ষণ হ'লে যেন পাব আশ প্রাণ,
আমার সুখের সময়ে তোমার মন শুকাল।
(ফুকা)—প্রাণ বলবো বলবো করি তবে বলতে নারি
সদাই ভাবি ভাবি দুখ।
এমন দুখের দেখা পাই না যে রসরাজ কবি তাঁর [illegible] কৌতুক
(মেলতা)—আমি আমি আমা হ'তে প্রাণ মনের ভাব তোমার নাই
(ওরে প্রাণ)
এখন তোমার ভুলান প্রাণ সেই কথা কহিতে চাই,
মনে এই বড় [illegible] (ওরে প্রাণ)
আপনার প্রাণবঁধুকে [illegible] কর দিলাম,
হ'লে আমার উভয়ই সজোগী মন হ'ল।
প্রেমের রাখা দেখে [illegible] ফুরা'ল।"

হরুঠাকুর রচিত বিরহ।

(মহড়া)—"দিন দিন দিন তার জীবন যৌবন।
এমন প্রেমের সাধ করে কেবা কর
সে চাহে না আমি তার তোমাই মন।

(চিতেন)—যেখানেতে মা রহিল স্বামী অমার মান,
সে কেমন অজান তারে সঁপে প্রাণ,
সেযে কেঁদে হারে সোহ কলহকারণ।
(অন্তরা)- একি অপরের রীতি সই শুনেছ এমন
কেহ সুখে থাকে কেহ দুখে জ্বালাতন,
(চিতেন)—পরের স্বপনে মনে যে থাকে যেথায়,
সে জন কভু তার ফিরে নাহি চায়,
তথাপি না পারে তারে ভুলে বিস্মরণ।
(অন্তরা)—সখি পিরীতি পরম ধন জগতেতি সার
সুজনে কুজনে হলে তত ভাবনার,
(পরচিতেন)—সামান্য প্রেমের কথা একি প্রাণ সই
কারেও বা কই, প্রাণে মরে রই
যার পরে আর তার কথায় লাঞ্ছন
(ফুকা)—যারে আমার আপন সই আর কেহ নাই
এমন প্রেমের মুখে তাদের মুখে ছাই
(চিতেন)—কেন অন্যায় রবে মন আমি কি
অমন নারী একা যে থাকি,
এ হীন কথা কিন প্রেম উপার্জন।
অন্তরা যার স্বভাব সম্পট সই তার কি এ ভাব
... কি করি বা কথ প্রেম অনুরোধ
(চিতেন)—অদৃষ্ট উদয়েতে হলো এ কেমন
এমন মিলন না হবে কখন
... যার ... ... ।"

নিতাইদাসের ও রামবসুর সমান কেহই নয়। তবে ... সংগৃহীত রচিত বিরহের মধ্যে দুই একটী গীত বিলক্ষণ ... ও রচনার নিপুণতা দেখা যায়। বিশেষতঃ ... কবি সকলেই বসন্ত ঋতু অবলম্বন পূর্বক বিরহ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইনি বর্ষা ঋতু আশ্রয় করিয়া যে একটী বিরহ রচনা করিয়াছিলেন, সেটি অতি মধুর ও তাঁহার কবিত্বের বেশ কবিত্ব শক্তির প্রকাশ পাইয়াছে। যথা —

চিতেন দুটীর ধার বহিছে এই ঘোরতরা রজনী
... পাগলিনিরে কোথায় গুণমণি।
... ...
ঐ মধুর মধুরী হরষিত হেরি চাতক চাতকিনী।
(অন্তরা)—এ সময় কেতকী চম্পকজাতি সেউতি সেফালিকে
... আপনে ঘোর ক্ষপায় প্রাণনাথে সুখ না দেখে
বিদ্যুৎ খদ্যোত দিবাজ্যোতি কত প্রকাশে দিনমণি।

* * * * * *

প্রিয়মুখে মুখ দিয়ে নারী শুক থাকে দিবস রজনী।

হরুঠাকুর গোঁজলা গুঁই এবং তাঁহার দোহারগণের পর নীলু, রামপ্রসাদ, উদয়দাস, পরাণদাস, নিত্যানন্দদাস বৈরাগী ভবানী বেনে, মোহন সরকার, ঠাকুরদাস সিংহ, কাশীনাথ পাটনী ও তৎপুত্র নীলমণি পাটনী, ভোলা ময়রা, চিন্তাময়রা, বলরাম কপালী এবং আণ্টুনি সাহেবের কবির দল হয়। এই দলগুলির মধ্যে নীলু ও রামপ্রসাদের দলই সর্বাপেক্ষা বড়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দলগুলির সৃষ্টি হওয়া বলিয়া বোধ হয়। তবে ইহার মধ্যে কোন দল কখন অর্থাৎ কে আগে ও কে পশ্চাতে হয়, তাহা স্থির করা কঠিন। তবে পূর্বোক্ত দলগুলি যে সমকালবর্তী তাহা ঐ সময়কারের মধ্যে পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর দেখিয়া জানা যায়। ইহার কিছুদিন পরেই গোবিন্দ অধিকারী, উদয়দাস, নিত্যানন্দদাসের পুত্র এবং শীতল পুত্র কৃষ্ণমোহন (শেষোক্ত নিত্যানন্দদাসের দল রাখিয়াছিলেন এবং ...) সর্বদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত দলাধিপতিরাই যে স্বয়ং গীত রচয়িতা ছিলেন তাহার কোন প্রামাণিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকের মতে পূর্বোক্ত নীলমণির ও ... এবং অনেকেই নিজে গান প্রস্তুত করিতেন। নীলুঠাকুর মোহন সরকার, ভবানী বেনে ও ঠাকুরদাস সিংহের দলে অনেক ... বিখ্যাত ... রচয়িতা ছিলেন। ... তিনি ... কবির ... নাই। ... ঠাকুর ... দলের ... ছিলেন। ... পাটনীর দলে সমস্ত গীত একজন কুকুরমুখো ... নামক ... রচিত।

... মধ্যে সকলে যে শিক্ষিত ... তাহা নহে। অনেকে অশিক্ষিত ও অভদ্র ছিলেন। ইহার মধ্যে কাহারও ... পর্যন্ত ছিল না কিন্তু ... সরস ও ভাবপূর্ণ ... রচনা করিতে পারিত যে শুনিলে ... বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। প্রবাদ আছে যে, পাটনীর দলের গীতরচয়িতা কুকুরমুখো গোঁরা কেবল মুখে মুখে বড় বড় ... উত্তর দিত এবং ঐ সমস্ত উত্তর ... মধ্যে পুরাণঘটিত গূঢ় ও গুহ্য ভাব সকল ... থাকিত, একবার নিতাইদাস নীলুপাটনীকে "মাকুবাগুয়া পাটনী" বলিয়া শ্লেষ করিয়াছিলেন, ... গোঁরা ও ঐ গীতের উত্তরে বাগ্দিকে শ্লেষ করিয়া বলে —

তোর ... বাড় খাবার হলো ডুব দিয়ে ... খায়
নিজের আছি কে জেনে দেখবে বৈরাগী নিতাই।
ছেড়ে সব জীব জন্তু,
সেই বাগ্দার নীলমণি,
মেধো বৈরাগী পার করবে বলে ... ধরে আছি তাই। ইত্যাদি।

কবিওয়ালাদিগের মধ্যে কবিত্বশক্তি অনুসারে পর্যায় বদ্ধ করিতে হইলে হরুর পর রামবসুর নাম উল্লেখ করা

১৭ III

কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সময়ের পুরস্কার ঘটনা ধরিলে নৌলুঠাকুরের দলকেই হরুর আসর নিকটবর্ত্তী বলিয়া গণ্য করা উচিত। তবে দুঃখের বিষয় এই যে নীলুর দলের অধিক গীত প্রকাশ নাই যাহা কিছু আছে, তাহাও রামপ্রসাদ ঠাকুরের রচিত বলিয়া বিখ্যাত, এজন্য উভয়েরই রামপ্রসাদ ঠাকুর সমক্ষে প্রকাশ করা উচিত। নীলুর পর রামপ্রসাদ ঠাকুর নীলুপাটনীর দল রাখেন। রামবসুকৃত একটি গীতে তাহার একথা প্রকাশ আছে যথাস্থানে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন নীলুঠাকুরের পর নিতাইদাসের দলই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দল বলিয়া খ্যাত আছে। নিতাইদাসের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী। ফরাসডাঙ্গার উত্তরাংশে চন্দননগর ইহার জন্মভূমি। ইনি জাতিতে বৈষ্ণব [illegible] হইতেই ইহার গাহনা বাজনায় বড় অনুরাগ। [illegible] প্রথমে নীলুঠাকুরের [illegible] দলে গান করিতেন, [illegible] পরে [illegible] দল করেন। কিন্তু সকল গীত স্বয়ং রচনা করিতে না [illegible] ঠাকুর ও গোঁজলা [illegible] নামে দুই ব্যক্তিও [illegible] গীতরচয়িতা ছিলেন। ইহার দলের গীত বিলক্ষণ সারবান ও সাহিত্যপূর্ণ। যথা,—

সখী সংবাদ।

মহড়া —"ফিরে ফিরে চাও ফিরে বল হে শ্যামধন।
বিরাগী [illegible] বই [illegible]
তবে কোথা যাব কোথা পাব শ্যামের দর্শন।
অভিমানে রয়েছেন মানিনী রতন
যাবেন অধীন হ'য়ে কোন দিন
[illegible] প্রাণ যা [illegible]
এ [illegible] তখন
[illegible] কেমন [illegible]
চিতেন — [illegible]
[illegible] চাইলে [illegible]
[illegible]
অমনি [illegible]
[illegible]
[illegible]।
অন্তরা)—রাধার [illegible] সহিতো, [illegible]
[illegible] নাই, [illegible] পিরীত নাই
এখন [illegible] পিরীত হল
মানিনী [illegible]
[illegible]
অমনি [illegible] —
(পরচিতেন)—[illegible]
[illegible] হয়েছি যে বিষম।
মাধার [illegible] কর রবি,
অমনি ধূলায় লুণ্ঠিত কমলিনী,
[illegible] উপজিল [illegible]

বিশেষতঃ উক্ত বৈরাগীর দল ভিন্ন পূর্ব্বোক্তি [illegible] তেমন বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। যথা—

মহড়া।—"পিরীতের কি ধার ধারো তুমি প্রাণ,
[illegible] তোমার [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]।
চিতেন —[illegible]
[illegible] দিতে হয়।
[illegible]
[illegible]
মহড়া [illegible]
[illegible] প্রাণ
তখন [illegible]
(চিতেন) [illegible] দিলে [illegible]
[illegible] পুরুষের [illegible]
যদি পুরুষ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]।
মহড়া)—[illegible]
[illegible] কিছু [illegible]।
(অন্তরা)—[illegible] যেমন, [illegible] তখন, দুই দিকে [illegible]
[illegible] আপনি [illegible]
(চিতেন,—[illegible]
[illegible]
[illegible] প্রাণ, [illegible]
[illegible]।"

নিতাইদাসের সমকালবর্ত্তী আর একজন কবি [illegible] ভবানে [illegible]। ইহার প্রকৃত নাম ভবানী, জাতিতে [illegible] কলিকাতার নিকটবর্ত্তী [illegible] ইহার [illegible] স্থান। কেহ কেহ কহেন যে [illegible] নিকট [illegible] গেছে ভবানের জন্মস্থান, [illegible] তাহার দল থাকা বলিয়া লোক তাহাকে উহার বাসিন্দা মনে করিত।

ভবানে প্রথমতঃ রামবসুর নিকট হইতে গীত লইয়া [illegible] প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভবানের দল এক সময়ে [illegible] [illegible] হইয়াছিল। [illegible] নিতাইদাসের সঙ্গে ইহার লড়াই হইত এবং তৎকালবর্ত্তী লোক "নিতে ভবানের" লড়াইকে "বাঘে মহিষের লড়াই" বলিতেন। ঐ দুইজনের [illegible]

প্রতিপত্তি হইয়াছিল, যেখানে ভবানে সেখানে নিতে, যেখানে নিতে সেইখানে ভবানে। পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিতে ভবানের এক একটি গান নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

নিতাইদাসের রচিত বিরহ।

(মহড়া)—"কোকিল হে কিছু বলা ধর্ম নাই তোমার শরীরে,
হয়ে মদনের অনুচর তাহার আশাবে নিরন্তর,
অবলা হত্যার ভাগী করলে তোমারে
যেহেতু ব্রজমণ্ডলে।
সেই কৃষ্ণপ্রেমে মজে ত্রিজগৎ মাঝে কলঙ্কিনী হল রাধ
আবার এ কাল হলো আমার বাদ
আমার কাল অকালেতে ঐ কাল কোকিল
বসন্তকালে আসায় আমারে।
(চিতেন)—বিবেচনা করিলে তোমায় না শুন কথা,
দেখি তোমার রীত একি বিপরীত
যেন হাত বাড়ে অন্তরে ব্যথা —
যদি এ কাল এবং তবে ঘটিতে পরাণে
তবে তোর গতি হবে কি,
বিরহ তুই কাহারও পাখী
তুই না যেন অশ্বপর রাবণের পক্ষপাত
দুঃখিনী কমলিনীর মর্মস্থলে
(অন্তরা)— ওরে কোকিলে জানবে কমলিনীর বিরতি
কৃষ্ণপ্রেমে অমন জলে আবার তায় দিতেছ যে আহুতি —
রাধার হয়ে মধুপুরে যেতে ত পারলো এই শ্রীমতীর হল কি দুর্গতি
মনের খেদ প্রাণে কি দিবে যদি আজ হে কৃষ্ণহে শ্রীকৃষ্ণবিহনে
প্রাণনাথ যদি শুনে আসে পাব শ্রীপতি
ওরে তোমার কি কঠিন প্রাণ না মানে রাধার প্রাণ
একাকী পেয়ে কুঞ্জকুটিরে।

ভবানী বেণের রচিত বিরহ।

(মহড়া)— একবার বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলে ডাকরে কোকিল
মধুর কুহুধ্বনি শুনে তাপিত প্রাণ জুড়াবে গোপীগণে
নীরব হয়ে বনে কেন রহিলি অজ্ঞান জ্ঞানে।
জুড়াবে গোকুলবাসী গোপী সকলে,
তা'তে মধুপালা মধুকর, ওরে পিকবর রাধার কর্ণ কুহরে।
কুহু কুহু স্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল,
জানি দুরন্ত বিরহ এ প্রাণে নির্বাণ হয়,
কৃষ্ণ প্রেমের আশা যাবে কৃষ্ণনাম নিলে।
(চিতেন)— অন্য সময় হলে বল না কলরবে অনুভব
দুঃখী কৃষ্ণবিচ্ছেদে মরে শুনে কোকিলের রব,
সেই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যাম বৃন্দাবনে নাই
দুঃখের কি দিব সখা কৃষ্ণপদে, আর কেনো আছে রাই,
জুড়ায় কমলিনীর জীবন তুমার পাখী এমন যে,
ওরে পিক হও শাপক দুঃখিনী বলে।
অন্তরা—আমরা দুঃখিনী গোপী বিরহিণী কৃষ্ণবিহনে
দেখরে বিরহ দিনে ত্রিকাল অন্তরে আর নহে
কৃষ্ণ হয়েছে রাধার কলেবর গোপনে ওরে পিকবর
সে পায় জীবন এখন শুনে কৃষ্ণনাম শ্রবণে।"

নিতাইদাস যেমন গাহিতে তেমনি বাজিতে ছিলেন। তাঁহার সম ঢুলী তৎকালে কেহই ছিল কি না সন্দেহ। সহর কলিকাতা নিবাসী রাধারামবাবাজীর পুত্র দেশবিখ্যাত মোহন ঢুলীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গত করিত; কিন্তু যখন গাহিতে গাহিতে তিনি বড় উন্মত্ত হইতেন, তখন মোহনের স্কন্ধ হইতে ঢোল লইয়া নিজে বাজাইতেন এবং তাঁহার আড়ি পরম ও মিহাইয়ের চোট শুনিয়া মোহন বারম্বার তাঁহার পায়ের ধুলা লইত।

কবিওয়ালা মোহন সরকার ও ঠাকুরদাস সিংহের নিজের কোন গীত প্রসিদ্ধ নাই এজন্য তাহাদিগের কথা পৃথক্‌রূপে আর কিছু বলা হইল না। ইহারা দুইজনই রামবসুর সাহায্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। অতএব রাম বসুর পরিচয়েই ইহাদিগের পরিচয় হইবে। এই সময়েই কবি রামবসুর নাম জাহির হইয়া উঠে এবং তিনি পৃথক্ দল করেন।

৺রামবসুর প্রকৃত নাম রামচন্দ্র বসু, কলিকাতার নিকট ভাগীরথীর পরপারস্থ শালিখাগ্রামে অতি ভদ্রকুলীন কায়স্থ ঘরে ইহার জন্ম এবং ইনি জন্ম কবি। অতি বাল্যাবস্থায় যখন সহর কলিকাতার যোড়াসাঁকো নিবাসী ৺বারাণসী ঘোষের বাটীতে রামচন্দ্র তাঁহার পিতামহাশয়ের নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করিতেন তখন হইতে কলাপাতে তিনি গীত রচনা করিয়া ফেলিয়া দিতেন, কবিওয়ালা ভবানীবেণে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার এইরূপ অসাধারণ রচনাশক্তি জানিতে পারিয়া গোপনে তাঁহার নিকট হইতে গান লইতে আরম্ভ করে। তিনি কিছুদিন পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া কিছুদিন কেরাণীগিরি চাকরী করেন, কিন্তু কবিতা রচনা বিষয়ে তাঁহার এমন অনুরাগ ছিল যে, সে চাকরী তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি কেবল কবিতা রচনাতেই জীবন দীক্ষিত করিলেন। প্রথমতঃ তিনি কাহারো নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন না, তারপর প্রয়োজন সাধনের জন্য অগত্যা তাঁহাকে কিছু কিছু অর্থ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বতন লেখকদিগের প্রমাণানুসারে সর্ব্বাগ্রে ভবানী বেণের দলে তাঁহার গান দেওয়া বলিয়া মনে করিতে হয়, তার পর নীলু ঠাকুর, পরে মোহন সরকার, তদনন্তর ঠাকুরদাস সিংহ, অবশেষে তিনি নিজ নামে দল করিয়া এই বঙ্গদেশের মধ্যে

হয়েছিল [illegible]। অল্প বয়সেই তাহার [illegible] বয়ঃক্রম [illegible] বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া বাঙ্গালা ১২[illegible] ৩৬ সালে ইহলোক [illegible] অবসর গ্রহণ করেন। সহর মুর্শিদাবাদের কাশীমবাজারের রাজা [illegible]কুমার বাহাদুরের বাটীতে পার্বণীয়া পূজায় [illegible] করিবে গিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন এবং সেই পীড়াতেই তাঁহার আয়ুঃ শেষ হয়। রামবসুর কবিত্বশক্তি অসাধারণ ও অদ্বিতীয়।

রামবসু রচিত সপ্তমী

[illegible]

[illegible]

যাহা হউক সখীসংবাদের আলোচনা সমস্ত অংশ পাওয়া যায় না, কিন্তু যতটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই কবির বেশ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। বিরহ বর্ণনে রাম বসুর কেহ এখন সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তাঁহার দুইটি বিরহের কতকাংশ উদ্ধৃত করা গেল।

মহড়া — মনে রহিল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে তারে বলি বলি আর বলা হল না
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে
সখি ধিক থাক আমারে ধিক সে বিধাতারে
নারী জনম যেন করে না।

চিতেন — একে আমার এ যৌবনকাল তাহে কাল বসন্ত এল
এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেল
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে
[illegible]
[illegible]
[illegible]

অন্তরা — [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

মহড়া — [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

নাই কো রামবোসের এখন সেকেলে পোরোর।
[illegible]
তদুত্তরে রামবসু ঐ গীতের এইরূপ উত্তর দিলেন,—
মহড়া — তোমার এই [illegible]
[illegible]

চিতেন — [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

অন্তরা — নীলমণি [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

রামবসুর [illegible]

[illegible]

রামবসুর সমকালবর্ত্তী [illegible]

[illegible] ... সময়ে [illegible] ... [illegible]

[illegible] ... আসিয়া [illegible] ... একজন [illegible]

[illegible] ... ঐ সমস্ত [illegible]

[illegible]

[illegible] ... এক আসরে [illegible] —

"[illegible] আমি এইটি জানতে চাই

[illegible] তোমার [illegible] কেন [illegible]"

[illegible]

"[illegible]

[illegible] কথা [illegible]"

[illegible]

[illegible] —

"[illegible] নাই [illegible]

[illegible]"

[illegible]

"[illegible] কিছু [illegible]

শুধু [illegible] কোথা [illegible] নাই ॥

[illegible]

ঐ দেখ [illegible] দাঁড়িয়ে রয়েছে,

আমার [illegible] সফল হবে যদি [illegible] পাই ॥"

একবার [illegible] কোন [illegible] লোকের বাড়ী [illegible] সময়ে [illegible] দলের [illegible] তুমি যদি [illegible] কেমন [illegible] করিয়া না [illegible] তাহাকে নূতন [illegible] হইয়া আর তাঁহার [illegible] এই [illegible] বিষয় [illegible] করিয়া [illegible]

"[illegible] আসিবে না ? [illegible]

[illegible] ফিরে যাবনী ॥" • • •

[illegible] সমকালবর্তী [illegible] কতকগুলি [illegible] বিদ্যমান [illegible] নাই

[illegible] পরে [illegible] নিকট [illegible] আর একজন [illegible] এবং [illegible] তিনি [illegible] করেন নাই। [illegible] চাকরী করিতেন [illegible] চৌধুরী [illegible] তাঁহার জীবনের [illegible] পরিচয় [illegible] গীত রচনা করিয়া [illegible] কথা [illegible]

রাধা। — [illegible]

[illegible]

[illegible] নাই [illegible]

[illegible] নাই।

[illegible] — [illegible] কিশোরী [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সখী [illegible]

[illegible] নাই [illegible]

([illegible]) [illegible]

[illegible] কিশোরী

[illegible] না কেন [illegible],

[illegible]

[illegible] কি [illegible] তোমার [illegible] নাই ॥

[illegible]

[illegible] প্রাচীন [illegible]

[illegible] প্রাচীন [illegible]

[illegible] প্রাচীন [illegible]

[illegible]

[illegible] কবিকঙ্কণ [illegible]

[illegible] প্রাচীন [illegible]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। [illegible]

[illegible] মুকুন্দরাম 'কবিকঙ্কণ' [illegible]

[illegible]

যে সময়ে যবনের উৎপীড়নে বঙ্গবাসিগণ উত্যক্ত, বিব্রত, মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে অক্ষম, এমন কি প্রাণের পর্য্যন্ত শঙ্কিত ছিল, সেই দুঃসময়ে কবিকঙ্কণ যৌবন কালে সংসার-স্রোতে ভাসিতে ছিলেন। তিনি মুসলমানের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আপন জন্মস্থান ছাড়িয়া অনেক দুঃখে স্ত্রী-পুত্রাদি সঙ্গে লইয়া বিদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, নানাস্থানে পথে ঘাটে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। নানাস্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণভূমি পরগণার মধ্যবর্ত্তী আড়রা নামক গ্রামে ব্রাহ্মণরাজ বাঁকুড়াদেবের নিকট উপস্থিত হন। বাঁকুড়াদেব তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিলেন এবং আপন পুত্র রঘুনাথের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিলেন। এই স্থানে কবিকঙ্কণ পরমসুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, এইখানেই তিনি রাজা রঘুনাথের আদেশে বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বপ্রধান কাব্য চণ্ডীমঙ্গল প্রচার করেন।

কবিকঙ্কণের দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন, পুত্র দুই জনের নাম শিবরাম ও মহেশ, কন্যা দুইটির নাম চিত্ররেখা ও যশোদা।

কবিকঙ্কণের বংশধরেরা অদ্যাপি দামুন্যাগ্রামে* বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই সাবর্ণ্য শ্রোত্রীয়। তাঁহারা কবিকঙ্কণের হস্তলিখিত চণ্ডীমঙ্গলের পূজা করিয়া থাকেন। সেই পুঁথিখানি কবিকঙ্কণের আরাধ্যদেবী সিংহবাহিনীর পার্শ্বে স্থাপিত আছে। এখন দামুন্যাগ্রামে কবিকঙ্কণের বংশধরদিগের বাটিতে যে সিংহবাহিনী আছেন তাঁহার মূর্ত্তি অপরূপ, তাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এবং গলে বনমালা বিদ্যমান। কবিকঙ্কণের বংশধরেরা বলেন "কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন। যখন ভগবতী তাঁহাকে বর দেন তখন তিনি আপন কুলধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবতী তাঁহাকে বলেন, তুমি আমাতেই তোমার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। তাই সিংহবাহিনীর প্রতিমা এইরূপ।" বাস্তবিক, কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি চণ্ডীমঙ্গল রচিবার অনেক পূর্ব্বে 'জগন্নাথ মঙ্গল' নামক একখানি উৎকলমাহাত্ম্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে অনেক স্থানে

"ভণে মুকুন্দ কবে বালক ভিখারী।"

এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থখানি চণ্ডীমঙ্গলের ন্যায় সুললিত ও কবিত্বশক্তি পরিচায়ক নহে। উহার রচনা প্রণালী দৃষ্টে অনুমিত হয়, এই গ্রন্থখানি তিনি বাল্যকালে রচনা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন নাই। বোধ হয়, ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথ তাঁহাকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বহুদিন হইতে চণ্ডীমঙ্গলগ্রন্থ যেমন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পালাক্রমে গীত হইয়া আসিতেছে, জগন্নাথমঙ্গল ক্ষুদ্র পুস্তক হইলেও বহুদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত উৎকলদেশের নানাস্থানে উহার গান শুনিতে পাওয়া যায়।

ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বোজভৃঙ্গ, গৌড় বঙ্গ-উৎকল অধিপ।
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে, ডিহিদার মামুদ সরিফ।
উজীর হৈল রায়জাদা, ব্যাপারীরে দেয় খেদা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হৈল অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পোনর কাঠায় কুড়া, নাহি মানে প্রজার গোহারি।
সরকার হৈল কাল, খিলভূমি লেখে লাল, বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়াই আনা কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।
ডিহিদার অবোধখোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ, ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী, হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।
পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পলায় পাছে, দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজার ব্যাকুলচিত্ত, বেচে ধান্য গরু কিনা, টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা।
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডীবাটী যার গাঁ, যুক্তি কৈল গম্ভীর (?) খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, পথে চণ্ডী দেখা দিল মনে।
তেলীগাঁয়ে উপনীত, রূপরায় নিল বিত্ত, যদুকুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর, তিন দিবসের দিল ভিক্ষা।
বাহিল গোড়াই নদী, সর্ব্বদা স্মরিয়ে বিধি, তেউট্যায় হৈল উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি, পাইলু পাড়ুলটী (?), গঙ্গাদাস বড় কৈল হিত।
নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলু দামোদর, উপনীত গোচড়্যা নগরে।
তৈল বিনা কৈলু স্নান, উদক করিলু পান, শিশু কাঁদে ওদনের তরে।
আশ্রম পুখুরীআড়া, নৈবেদ্য শালুকনাড়া, পূজা কৈলু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেলু সেই ধামে, চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।
করেতে পত্রের মসী, ভিন্ন চরণের রসি, আজ্ঞা দিল রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বাহিয়া যাই, আড়রা নগরে উপনীত।
আড়রা ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী, নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি, রাজা দিল দশ আড়া ধান।
সুধন্য বাঁকুড়া রায়, ভাঙ্গিল সকল দায়, সুত পাঠে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত, গুরু করি করিল পূজিত।
সঙ্গে দামোদর নন্দী, যে জানে স্বরের সন্ধি, অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি, গায়কের দিলেন ভূষণ।
ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত, প্রকাশিল নূতন মঙ্গল।
তাহার আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, রঘু তাহা করিও কুশল।"

* দামুন্যাগ্রামনিবাসী শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই আপনাদিগকে কবিকঙ্কণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

কবিকঙ্কণের সময়।—মুদ্রিত চণ্ডীমঙ্গলগ্রন্থের শেষে লিখিত আছে—

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥"

এই কবিতার উপর নির্ভর করিলে ১৪৬৬ শকে চণ্ডী মঙ্গলের রচনা কাল স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু চণ্ডী মঙ্গলের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে, মানসিংহ যখন গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের রাজা, সেই সময়েই চণ্ডীগ্রন্থের উৎপত্তি কাল। মানসিংহ ১৫১১ শকে এ দেশের সুবাদারী পদ প্রাপ্ত হন, সুতরাং ১৪৬৬ শকে গ্রন্থখানি রচিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এমন কি উক্ত চণ্ডী মঙ্গলের প্রাচীন পুঁথিতে সমাপ্তিকাল নিরূপক কবিতাটি দৃষ্ট হয় না, ইত্যাদি কারণে ১৪৬৬ শক নিরূপক কবিতা অপর ব্যক্তি কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়।

কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম কুতবখাঁর নিকট হইতে ৫০ বিঘা জমীর সনন্দ পাইয়াছিলেন।* কুতবখাঁ জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে ১৫২৮ শকে (১৬০৬ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গাল, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হইয়াছিলেন, অতএব ১৫১১ শকের পর ও ১৫২৮ শকের পূর্ব্বে কোন সময়ে কবিকঙ্কণ আপন গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণভূমের রাজগণের মধ্যে কবিকঙ্কণের প্রতিপালক রঘুনাথ রায় ১৪৯৫ শক হইতে ১৫২৫ শক পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন।† ঐ রাজত্বের সময়েই চণ্ডীমঙ্গল রচিত হয়।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলে যেরূপ কবিত্ব, শব্দলালিত্য, রচনা পারিপাট্য এবং চরিত্র অঙ্কনে যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। তিনি এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ভগবতীর পূজা প্রচারোদ্দেশে কালকেতু ও শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন, এই উপাখ্যানে দেবীমাহাত্ম্য ঘটিত যে সকল পুরাণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও কবিকঙ্কণের সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। ৩০০ বর্ষ পূর্ব্বেকার বঙ্গদেশের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতির প্রকৃত ছবি এই চণ্ডীগ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে, বঙ্গসমাজের এমন প্রকৃত চিত্র তৎকালীন অপর কোন পুস্তকে লিখিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

তিনি চণ্ডী লিখিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ হইতে নানাবিধ উপাখ্যান, ভারতবর্ষের নানাস্থানের নদ নদী নগর গ্রাম অরণ্য কতই বর্ণন করিয়াছেন। পশু পক্ষী ও নানাদেশী বহুজাতীয় মানবের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব কি সুন্দরই চিত্রিত করিয়াছেন। কালকেতু, ধনপতি, শ্রীমন্ত, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারিশীল, লহনা, ফুল্লরা, খুল্লনা, দুর্ব্বলা প্রভৃতি সকল চরিত্রই পৃথক্‌ভাবে চিত্রিত।

কবিকঙ্কণ প্রায় সকল স্থলেই বিশেষ নিপুণতার সহিত নায়ক নায়িকার চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন বটে, কিন্তু দুই এক স্থলে অত্যুক্তিদোষ ও অস্বাভাবিক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, খুল্লনা কখন পতি সহবাস করে নাই, ১২।১৩ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই এমনকালে বিদেশ প্রত্যাগত পতির শয়নগৃহে যাইবার ব্যগ্রতা, যাইবার সময়ে সপত্নীর সহিত নির্লজ্জের মত বিতণ্ডা, নিদ্রিত পতিকে মৃতবোধে রোদন আরম্ভ, নিজে সাধিয়া পতির সঙ্গে পাশাখেলা, এবং মহাধনীর পত্নী হইলেও অঞ্চল পরিয়া ছাগল চরাইয়া বেড়ান, এরূপ স্থলে তাঁহার মাতাও কন্যার একবার তত্ত্ব লইল না, এগুলি অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। এ ছাড়া ১২ বর্ষ বয়সের শ্রীমন্ত সিংহলে গিয়া বিবাহের পর শালীশালাজ প্রভৃতির সহিত যেরূপ হাস্য পরিহাস করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

কবিকঙ্কণের রচনা প্রগাঢ় রসোদ্দীপক, ভাবপূর্ণ ও সুমধুর হইলেও আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য নয়, ইহার স্থানে স্থানে অনেক দুরূহ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে, এ ছাড়া এত অপভ্রংশ শব্দের উল্লেখ দেখা যায় যে তাহাদের অর্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। সুতরাং সেই সেই স্থানে রসভঙ্গ বোধ ঘটে।

চণ্ডীগ্রন্থে যে দুইটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহার একটি স্থান কলিঙ্গদেশ এবং দ্বিতীয়টি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকটবর্ত্তী অজয়নদের তীরস্থ উজানিনগরী। কলিঙ্গদেশ কবিকঙ্কণের বাসস্থান হইতে বহুদূরবর্ত্তী, বোধ হয়, তিনি সেই দেশে কখন গমন করেন নাই, তাই এ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ঠিক হয় নাই। দ্বিতীয় স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ অনেকটা ঠিক। অদ্যাপি মঙ্গলকোটের নিকট 'উজনী' নামে একটি স্থান আছে, তাহাই কবিকঙ্কণের উজানিনী নগরী বলিয়া বোধ, এখন উহা পতিত

* শিবরামের বংশধরের নিকট সনন্দ আছে।

† রঘুনাথ রায়ের বংশীয়েরা একণে মেদিনীপুরের সেনাপতি গ্রামে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সে প্রবল প্রতাপ সে পূর্ব্ব বিভব সম্পত্তি নাই বর্ত্তমানকালে সমস্ত হারাইয়া বসিয়াছেন। সেনাপতি গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী রাজাবাহাদুর যাহা উপকার করেন, তদ্দ্বারাই তাঁহাদের কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে।

দূরও মাত্র, সেখানে লোকের বসবাস নাই। উহার নিকট 'ভ্রমর' নামক একটি খাল আছে, খালটি অজয়নদে মিশিয়াছে। ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর অজয় বাহিয়া সিংহল যাত্রাকালে নদের উত্তরকূলে ইন্দ্রপুর, গাঙ্গড়া, বাকুলা, চরকি, অমরপুর, নগা উদ্ধানপুর প্রভৃতি গ্রামের নামোল্লেখ আছে, এখনও তাহার অনেক গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে উক্ত সওদাগরদ্বয়ের নৌকা গঙ্গায় পৌঁছিলে গঙ্গার উভয় পার্শ্ববর্তী যে সকল স্থানের নাম পাওয়া যায়*, তাহার অনেক স্থানও প্রত্যক্ষ হইতেছে। তৎকালে সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারে ছিল, কবিকঙ্কণ ঐ সকল স্থান 'ফিরিঙ্গীর দেশ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"ফিরিঙ্গীর দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিদিন বহে যায় হারামদের ডরে॥"

কেহ কেহ অনুমান করেন, কালকেতু ও শ্রীমন্তসওদাগরের উপাখ্যান কবিকঙ্কণের স্বকপোলকল্পিত; কিন্তু তাহা নয়। কবিকঙ্কণের বহুপূর্ব্ব হইতে কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিবেণী-নিবাসী কবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল বা দুর্গা-মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠে জানা যায়।

* কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের ৫।৭ খানি প্রাচীন পুঁথি পাঠ মিলাইয়া দেখিলে প্রত্যেক পুঁথিতেই যেখানে কোন স্থানের নাম আছে, সেইখানের বিভিন্ন পাঠ লক্ষিত হয়, এমন কি দুইখানি প্রাচীন পুঁথির পাঠ একরূপ প্রায় দেখা যায় না।

† কবি মাধবাচার্য্য আকবর বাদশাহের সমসাময়িক, তিনি আপন দুর্গামাহাত্ম্যে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজাপালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগৌড়মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর।
যাগযজ্ঞ জপ তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
সদাচার মহোদধি খ্যাতে [illegible]।
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম সুরগুরু॥
তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
এ সব আসরে যত সজ্জন মধ্যে গান।
তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান॥
ত্রুটি ভাল মন্দ দোষ না নিবা আমার।
তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদা-চরিত॥"

উপরোক্ত কবিতা পাঠে দেখা যাইতেছে, মাধবাচার্য্য ১৫০১ শকে (১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে) দুর্গামাহাত্ম্য রচনা করেন। এই প্রমাণানুসারে তিনি কবিকঙ্কণের অন্ততঃ ১০ বর্ষ পূর্ব্বে গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল বা দুর্গামাহাত্ম্যে ধনপতি ও শ্রীমন্তসওদাগরের সমুদ্রযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিও পূর্ব্বে গান হইত। তবে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর মত রচনাপ্রণালী ভাবোদ্দীপক ও কবিত্বপূর্ণ না হওয়ায় জনসমাজে তেমন আদৃত হয় নাই।

কবিকণ্ঠহার (পুং) কবীনাং কণ্ঠহার ইব আদরণীয় ইত্যর্থঃ। ১ কবিদিগের উপাধিবিশেষ। ২ একখানি প্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থ।

কবিকর্ণপূর, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থকার। কাঞ্চনপল্লী (কাঁচড়াপাড়া) গ্রামে সেনবংশ নামে একটি প্রসিদ্ধ বংশ আছে। ঐ বংশে শিবানন্দ সেন নামে এক পরম বৈষ্ণবপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একবার রথের সময় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য সপরিবারে নীলাচলে গমন করেন। রথের সময় প্রভুকে দর্শন করিতে যত গৌড়ীয় যাত্রী গমন করিতেন, তাঁহাদিগের পথের ব্যয় নির্ব্বাহ ও আবাসস্থান নিরূপণ করাই শিবানন্দের প্রধান কার্য্য ছিল। শিবানন্দ যেবার সপরিবারে নীলাচলে গমন করেন, তাহার পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে যখন একবার তিনি একাকী নীলাচলে গিয়াছিলেন ঐবারে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, এবার তোমার একটি পুত্র হইবে, ঐ পুত্রের নাম পরমানন্দপুরী গোসাঞি রাখিবে। ঐ সময়ে শিবানন্দের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন, শিবানন্দ বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছে। শিবানন্দ প্রভুর আজ্ঞানুসারে পুত্রের নাম পরমানন্দ দাস রাখিলেন।

পুত্রটিকে দর্শন করিয়া অবধি শিবানন্দের বড়ই অভিলাষ হইয়াছিল যে, তিনি পুত্রটিকে লইয়া চৈতন্য প্রভুর চরণে সমর্পণ করিবেন, কিন্তু ঐটি তাঁহার শেষ পুত্র, সুতরাং তাঁহার পত্নী ঐ পুত্রটিকে সেই দূরদেশে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। অগত্যা শিবানন্দকে সপরিবারে নীলাচলে যাইতে হইল। শিবানন্দের পুত্র এই পরমানন্দ দাসই পরে কবিকর্ণপূর নামে বিখ্যাত হয়েন। কবিকর্ণপূর সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যচরিত নামে একখানি মহাকাব্য, আনন্দ-বৃন্দাবন নামে একখানি চম্পূকাব্য এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করেন। ঐ সকল গ্রন্থ হইতে কবিকর্ণপূরের বিষয় যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা এই,—

শিবানন্দ সেন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া শত শত ভক্তের সহিত যখন চৈতন্যপ্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রভুও ভক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনার্থ কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। যখন উভয় দল মিলিত হইল, তখন শিবানন্দের সপ্তমবর্ষীয় পুত্র

শিশুর প্রভু গৌরাঙ্গকে দর্শন করিবার জন্য আগ্রহ সহকারে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা গৌরাঙ্গচন্দ্র কে আমাকে দেখাইয়া দিন।" তাহাতে শিবানন্দ সেন উত্তর প্রদান করেন, তাহাই চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে :—

"বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীরবেন্দ্র-
ক্রীড়াগামী কনকপরিঘপ্রাঘিমাজানুবাহুঃ।
সিংহগ্রীবো নবদিনকরজ্যোতিরজ্যোতিবাসাঃ
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ॥"

বিদ্যুদামকান্তি, উৎকণ্ঠিত মৃগেন্দ্রগতি, স্বর্ণপরিঘসম দীর্ঘোন্নত বাহু, সিংহগ্রীব, অরুণ-কিরণকান্তিবাসা, ঐ শ্রীগৌরাঙ্গদেব সম্মুখে রহিয়াছেন, তোমরা প্রণাম কর, প্রণাম কর।

ঐ দিবস শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে শিবানন্দের পুত্রকে নিবেদন করা হইল না। কয়েক দিবস পরে প্রভু যখন দুই চারিটি ভক্ত সমভিব্যাহারে শিবানন্দের বাসার নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন শিবানন্দ পত্নীর সহিত চৈতন্যের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে নিজ বাসাতে লইয়া আসিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে, চৈতন্য কখন স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করিতেন না, কিন্তু যাহাদিগের প্রতি তাঁহার বাৎসল্যভাব অথবা যাঁহারা তাঁহার ভক্তজনমধ্যে গণ্য, তাঁহাদিগের সহিত চৈতন্যদেবের এই ভাব ছিল না। শিবানন্দের পত্নীকে চৈতন্য নিজের কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, সুতরাং শিবানন্দের কথায় কোন আপত্তি না করিয়া তিনি তাঁহাদিগের বাসাতেই গমন করিলেন। এইবার শিবানন্দ পুত্রকে লইয়া চৈতন্য প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন। প্রভু শিবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া তোমার দিব্য পুত্র হইয়াছে বলিয়া স্নেহভাবে বালকের মস্তকে চরণ প্রদানে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ঐ সময়ে পরমানন্দ প্রভুর ইচ্ছানুসারেই হউক অথবা বালস্বভাববশতই হউক চরণগ্রহণার্থ মস্তক অবনত না করিয়া হাঁ করিলেন। তাহা দেখিয়া চৈতন্যদেব বালকের মুখে পায়ের বুড়া আঙ্গুল ঠেকাইলেন; বালকও দুই হস্তে পা ধরিয়া সতৃষ্ণ-হৃদয়ে ঐ অঙ্গুলি লেহন করিতে লাগিলেন। এই বিষয়টি আনন্দবৃন্দাবনের নিম্নলিখিত শ্লোকে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে,—

"বৎসাস্বাদ্য মুহুঃ স্বয়া রসনয়া প্রাপস্য সৎকাব্যতাম্।
যেষাং ভক্তজনেষু ভাবমু স্বৈরং প্রাপ্স্যসেত্বং যথা॥"

বৎস! তুমি স্বীয় রসনা দ্বারা এই অঙ্গুলি আস্বাদন করিয়া সৎকবিত্ব প্রাপ্ত হইলে, এই বেদদুর্লভ কবিত্ব ভক্তজন মধ্যে প্রচার করিও।

ঐ সময়েই প্রভু বলেন, "পরমানন্দ, তুমি উত্তম কবি হইবে। অদ্যাবধি তোমার নাম কবিকর্ণপুর হইল।" বস্তুতঃ কবিকর্ণপুর বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একজন প্রধান কবি হইয়াছিলেন। [কাঞ্চনপল্লী দেখ।]

কবিকল্পদ্রুম (পুং) বোপদেব প্রণীত ধাতুসমূহের অর্থবোধক গ্রন্থবিশেষ।

কবিকল্পলতা (স্ত্রী) কাব্যরচনা শিখিবার উপযোগী গ্রন্থবিশেষ।

কবিকা (স্ত্রী) কবি-স্বার্থে কন্-টাপ্। ১ লাগাম। ২ কচুক পুষ্প। ৩ কটমাছ।

কবিক্রতু (ত্রি) [বৈ] ১ স্তুতি করিতে ইচ্ছু। ২ জ্ঞানবান।

কবিচন্দ্র (পুং) ১ কর্ণপুরের পুত্র ও কবিবল্লভের পিতা; ইঁহ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। কবিচন্দ্রের নামে কাব্যচন্দ্রিকা, ধাতুচন্দ্রিকা, রত্নাবলী, রামচন্দ্রচম্পূ, শান্তিচন্দ্রিকা, স্মরলহরী ও সারাবলীনামক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থগুলি একজনের হস্তলিখিত কি না, তৎপক্ষে সন্দেহ আছে। ২ কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইনিও বাঙ্গালা কবিতা লিখিতেন। একাল তৎকৃত 'দাতাকর্ণ' কবিতা বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ।

কবিচ্ছদ (ত্রি) কবিঃ শব্দঃ ছদ আবরণবস্ত্রমিব যস্য, বক্তা। পণ্ডিত।

কবিজ্যেষ্ঠ (পুং) কবিষু জ্যেষ্ঠঃ ৭তৎ। বাল্মীকিমুনি।

কবিল্লক (পুং) শাকবিশেষ।

কবিতম (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন কবিঃ, কবি তমপ্ (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫।) বহুকবির মধ্যে উৎকৃষ্ট কবি।

কবিতা (স্ত্রী) কবের্ভাবঃ, কবি-তল্ (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) টাপ্। কাব্য, শ্লোক, পদ্য।

কবিতাবেদী [ন্] (ত্রি) কবিতাং বেত্তি, কবিতা বিদ্-ণিন্। কবিতাজ্ঞ, যাহার কবিতা বিষয়ে জ্ঞান আছে।

কবিত্ব (ক্লী) কবের্ভাবঃ, কবি-ত্ব (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কবিতা-রচনার শক্তি।

কবিত্বন (ক্লী) [বৈ] ১ স্তুতি। ২ জ্ঞান।

কবিপুত্র (পুং) কবেঃ ভৃগুপুত্রস্য পুত্রঃ, ৬তৎ। ১ শুক্রাচার্য। ২ ভার্গবর্ষি।

("ভৃগোঃ পুত্রঃ কবির্বিদ্বান্ শুক্রঃ কবিসুতোগ্রহঃ।"

(মহাভারত আদি ৬৬ অঃ।)

কবিভূষণ (পুং) কবীনাং ভূষণমিব। ১ উপাধিবিশেষ। ২ কবিচন্দ্রের পুত্র।

কবিয় (ক্লী) কং সুখং অর্হতি, ক অর্হ-ক-ও অকারে ইব আদেশঃ। খলীন, লাগাম।

(কবী মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ। বেদ ৪। ৩১৬।)

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—বাঙ্গালার বিখ্যাত "রাম-প্রসাদী পদাবলী" রচয়িতা। ইঁহার পদাবলী ব্যতীত "কালীকীর্ত্তন" "শিব সঙ্কীর্ত্তন", "কৃষ্ণকীর্ত্তন" ও "বিদ্যাসুন্দর" নামক কয়েকখানি কাব্য আছে। এই কয়খানি পুস্তকের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রধান এবং কালী-কীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার পদাবলীই তাঁহার অতুল ও অক্ষয়কীর্ত্তি। রামপ্রসাদের এই গানগুলির তুল্য ভক্তিভরা গান জগতের আর কোনদেশের সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইঁহার পদাবলীগুলি অতি সহজ কথায়, অতি গূঢ়ভাবে পরিপূর্ণ। কালীকীর্ত্তনখানি মহাকাব্যের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। ইহার অধিকাংশই গানময়। এই সকল গান কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট। শিবসঙ্কীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। বিদ্যাসুন্দরখানি প্রধান গ্রন্থ হইলেও বাঙ্গালীর নিকট তাদৃশ আদর পায় নাই; কারণ, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদা-মঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দর অতি মধুর বলিয়া এখানির হতাদর ঘটিয়াছে, কিন্তু, তাই বলিয়াই যে কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর মাধুর্য্যহীন, তাহা নহে, বরং কাব্যাংশে ভারত-চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা এখানি শ্রেষ্ঠতর। ভারতের কাব্যে যে রস আছে, তাহা সাধারণের নিকট অতি মধুর, অতি তৃপ্তিকর, আর কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরেও সেই রস আছে, কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে ততটা তৃপ্তিকর নহে, তবে কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরে এই রসের সঙ্গে আর একটি সামগ্রী আছে, তাহা ভারতচন্দ্রের কাব্যে নাই। ভারতচন্দ্র তাঁহার নায়কনায়িকাকে কেবল বিপুল লালসাময়ী করিয়া সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কবিরঞ্জন উভয়কে ভক্তির জীবন্ত প্রতিমা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এক কথায় ভারত-চন্দ্র প্রসাদ-গুণপ্রধান আর কবিরঞ্জন ভক্তিরস-প্রধান। ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে, শব্দযোজনায় ভারতের কাব্য অতুল-নীয় আর ভাবে, চরিত্রচিত্রণে ও বর্ণনার গভীরতায় কবিরঞ্জন সকগুণে শ্রেষ্ঠ। আর এক কথা,—কবিরঞ্জনের কাব্য ভার-তের কাব্যের পূর্ব্বে রচিত হয়। এস্থলে এ বিষয়ে আর অধিক আবশ্যক নাই। ["বিদ্যাসুন্দর" দেখ।]

জীবনী—প্রসিদ্ধ হালিসহরের অন্তর্গত বর্ত্তমান "কুমার-হাট" বা "কুমারহট্ট" গ্রামে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের যে স্থলে কবিরঞ্জনের বাস ছিল, সেখানে এখন গৃহাদি নাই, তবে সেখানে তিনি তন্ত্রমতে পঞ্চমুণ্ডী আসন করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন, সেই স্থলে সেই আসনের স্থান আজিও বর্ত্তমান আছে। আজিও গ্রামের লোকে এই স্থানটিকে পবিত্র বলিয়া মলমূত্র ত্যাগে অপবিত্র করে না। অনেক গায়ক ভিক্ষায় যাইবার সময় অগ্রে এই আসনের স্থানের মাটী ভক্ষণ ও মস্তকে ধারণ করিয়া, এই স্থানে দাঁড়াইয়া দুচারিটা গান করিয়া পরে অন্যত্র গমন করে। সম্প্রতি এই-খানে স্থানীয় যুবকগণের উৎসাহে রামপ্রসাদের উদ্দেশে প্রতি বৎসর একটি মেলা হইয়া থাকে।

কবিরঞ্জন কুমারহট্টের যেখানে বাস করিতেন, নিজকাব্য বিদ্যাসুন্দরে তাহাকে "সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

"ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।
তার মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম॥"

কবিরঞ্জনের যে সকল কাব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোথাও কাল-নিরূপক কোন কথা নাই। কালী-কীর্ত্তনের একস্থলে আছে,—

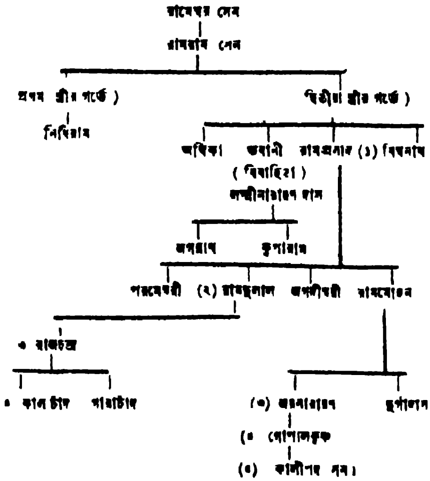
"শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥"

এই "রাজকিশোর" কে? তাহারও অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেকে মনে করেন এই "রাজকিশোর" শব্দ যুবরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশে লিখিত, কিন্তু তাহাও কতটা যুক্তিযুক্ত তাহারও স্থির করিবার কোন উপায় নাই।

অনেকে অনুমান করেন যে কবিরঞ্জন ১৬৪০—১৬৪৫ শকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ বলেন, তিনি ১৬৪২ শকে জন্মগ্রহণ করেন। যদি ইহাই গ্রাহ্য করা যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালা ১১২৭ সালে (ইং ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে) কবিরঞ্জন জন্মিয়াছিলেন, বলিতে হয়; আর ভারতচন্দ্রের জন্মকাল ১৬৩৪ শকে সুতরাং উভয়ে সমকালবর্ত্তী হইলেও ভারত রামপ্রসাদ অপেক্ষা আট বৎসরের বড় বলিতে হয়।

রামপ্রসাদ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, কিন্তু প্রসাদী পদা-বলীর মধ্যে কতকগুলি গানের শেষে "দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে" এইরূপ ভণিতা আছে; ইহা দেখিয়া অনেকে বলিতে চাহেন যে, রামপ্রসাদ ব্রাহ্মণ ছিলেন, অথচ কোথাও কোন স্থলে ব্রাহ্মণের "সেন" উপাধি নাই; সুতরাং তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। কেহ বলেন, রামপ্রসাদের সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালার বৈদ্যগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের ঔরস-জাত বলিয়া প্রমাণ করিয়া উপবীত গ্রহণ এবং অশৌচকাল কমাইয়া লয়েন; রামপ্রসাদ বোধ হয়, এই আন্দোলন-স্রোতে পড়িয়া আপনা[illegible] "দ্বিজ" নামে অভিহিত করিতেন, এরূপ অনুমান করা বাতুলতামাত্র; কারণ, ভক্তিমান্ রাম-প্রসাদ কখনই ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসম্মান দেখাইয়া স্বয়ং

মাতিবার মত তরল প্রকৃতির লোক ছিলেন না। আরও তিনি কালী-কীর্তনের অনেক স্থলে নিজ ব্রাহ্মণেতর জাতি প্রতিপাদক "ভণে রামপ্রসাদ দাস, মার এই এক ধ্যান," "রামপ্রসাদ দাসে প্রেমানন্দে ভাসে," "দাস প্রসাদ বলে সেই ব্রহ্মময়ী" ইত্যাদি যথেষ্ট ভণিতা আছে। কেহ কেহ বলেন, "দ্বিজ" শব্দ পরবর্ত্তী যোজনামাত্র কেহ কেহ আবার বলেন, "দ্বিজ রামপ্রসাদ" হয়ত একজন স্বতন্ত্র লোক ছিলেন, কালক্রমে তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি কবিরঞ্জনের গীতাবলীর মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। এই উভয় কথার মীমাংসা করা বড় সহজ, কারণ নিম্নে রামপ্রসাদ সেনের নিজের লিখিত পরিচয় ও তাঁহার বংশ তালিকা দেওয়া হইল, ইহাতে তাঁহার অধস্তন ৫ম পুরুষের নামও আছে, তাঁহার বংশীয়েরা আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।



গ্রন্থায় বিদ্যাসুন্দরের শেষে যে, কবিরঞ্জন নিজ আত্মীয়গণের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন, সেখানে তিনি লিখিয়াছেন যে,—

"জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী।
যার পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥
ভাগিনেয় দুই জগন্নাথ কৃপারাম।
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি কৃপারাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জন মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥"

এই উদ্ধৃত অংশের তৃতীয় চরণে "ভগ্নীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাস" এই নাম হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কবিরঞ্জন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তবে গীতের ভণিতায় উল্লিখিত "দ্বিজ রাম প্রসাদ একজন স্বতন্ত্র লোক ছিলেন—এ সন্দেহ এখানেও মিটিল না, সম্ভবতঃ এই দ্বিজ রামপ্রসাদ কবিওয়ালা রাম প্রসাদ ঠাকুর হইতে পারেন। কারণ, ইঁহারা প্রায় সম সাময়িক। [কবি দেখ।] বিদ্যাসুন্দরের শেষে রামপ্রসাদ নিজবংশ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—

"ধরাতলে মহাকুল পূর্ব্বাপর তত্ত্বমূল
কীর্ত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কত।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্ন কালিকা কৃপামত॥
সেই বংশ সম্ভূত ধীর সর্ব্বগুণযুত
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তাঁর কহে পদে কালিকার
কৃপাময়ী মায় কুরু দয়া॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে রামপ্রসাদ সেন যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন তাহা বেশ ঐশ্বর্য্যশালী ছিল। তাঁহার আদিম পূর্ব্বপুরুষের নাম কীর্ত্তিবাস। এই কীর্ত্তিবাস হইতে নিজ পিতামহ রামেশ্বর পর্য্যন্ত মধ্যে কয়েক পুরুষের নাম তিনি প্রকাশ করিয়া যান নাই।

রামপ্রসাদ বাল্যকালেই বাঙ্গালা, সংস্কৃত পারস্য ও হিন্দি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। অল্পবয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় কাজেই তাঁহার স্কন্ধে সংসারের ভার পড়িল। রামপ্রসাদের পিতা বোধ হয়, এ সময়ে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন, জাতীয় চিকিৎসাব্যবসায়ে কোনরূপে দিনপাত করিতেন কারণ, পিতার মৃত্যুর পরই রামপ্রসাদকে সংসার প্রতিপালনের জন্য অল্পবয়সে কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টায় আসিতে হইয়াছিল। রামপ্রসাদের মধ্যমা ভগিনীপতি

 কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের বাটী কলিকাতায় ছিল, সেই সূত্রে তিনি কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন। তখন জমিদার বা মহাজনের বাড়ী ভিন্ন আর কোথাও চাকরী মিলিত না, কাজেই রামপ্রসাদ খুঁজিয়া খুঁজিয়া কলিকাতার এক ধনবানের গৃহে একটি সামান্য মুহুরীগিরি পাইলেন। কিম্বদন্তী এইরূপ, তখন তাঁহার বয়স ১৭। ১৮ বৎসরের অধিক নহে। কোন ধনবানের গৃহে তিনি কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না, কেহ বলেন, খিদিরপুরের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, আর কেহ বলেন যে নবরত্নকুলাধিপতি দুর্গাচরণ মিত্রের নিকট তিনি চাকরী স্বীকার করিয়াছিলেন। কিছুদিন চাকরী করিবার পর একদিন তাঁহার উপরিতন কর্মচারী তাঁহার লিখিত খাতা বহিগুলি দেখিয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ক্রোধের কারণ আর কিছুই নহে, কেবল রামপ্রসাদ সেই সকল খাতা বহির হিসাবের পার্শ্বে পত্রপৃষ্ঠায় যেখানে ফাঁক পাইয়াছেন সেইখানেই গান লিখিয়া ভরাইয়াছেন। উপরিতন কর্মচারী একজন বিষয়ীলোক, তা তিনি ঐ সকল গানের ভাব কি, আর কি অবস্থায়ই বা লিখিত হইয়াছে, তাহা না বুঝিয়া কেবল বুঝিলেন, রামপ্রসাদের দোষে প্রভুর হিসাবের খাতা খারাপ হইয়াছে, সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ প্রভুকে গিয়া সেই খাতা দেখাইলেন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্যক্রমে রামপ্রসাদের প্রভু খাতা খুলিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় দেখিলেন,

"আমায় দে মা তবিলদারী
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।
পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাহিনার চাকর কেবল চরণ ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর তবে তো মা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাই তো সে পদ লয়ে বিপদ সারি।"

প্রভু গানটি পড়িলেন, দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার আর হাওলানবীশের নালিশ শুনা হইল না। তিনি ভাবাপন্ন হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন তাঁহার আর কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না। তিনি বুঝিলেন রামপ্রসাদ সামান্য লোক নহেন রামপ্রসাদ তাঁহার তবিলদার বা মুহুরী হইবার উপযুক্ত নহেন, তিনি মা কালীর তবিলদার হইবার আশায় তোমার কাছে পঁহুছিয়াছেন, মা কালীর পদরত্নভাণ্ডারেরই জিম্মা লইবার জন্য ব্যাকুলা-ভাবাপন্ন হন, নিজের সত্তা ভুলিয়া গিয়াছেন তাঁহার সং- প্রভুদাস সত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া, প্রভুর হিসাবের খাতা পত্রে অন্যমনস্ক মনে, বিভোর প্রাণে, প্রাণের আবেগ ছুটাইয়া নিজের কল্পনা প্রাণের কথাগুলি প্রাণ দিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন।

যাহা হউক রামপ্রসাদের উক্ত গানগুলি পড়িয়া হাওলানবীশের আর কোন কথা শুনিলেন না, তৎক্ষণাৎ রামপ্রসাদকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে নিষ্কর্ম্ম হইয়া অবসর দিয়া সংসারচিন্তা হইতে বিরত থাকিতে বলিলেন, আর তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

এই ঘটনা হইতে অনুমান হয় যে [illegible] বাল্যকাল হইতেই রামপ্রসাদের মন কালীভক্তিতে আর্দ্র ছিল, এবং যৌবন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তি পূর্ণ বিকাশ হইয়া তাঁহাকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি চাকরীস্থানে সময়ে সময়ে ভাবের [illegible] হইয়া যাইতেন কাজেই হিসাব লিখিতে বসিয়া [illegible] হিসাবের কথা, ভুলিয়া গিয়া মা কালীর সহিত মনের কথা কহিতেন, পদ্যাকারে সেগুলি স্বতঃই [illegible] আকারে [illegible] অজ্ঞাতসারে নিজেই সেই খাতায় লেখা হইয়া পড়িত।

যাহা হউক রামপ্রসাদ [illegible] প্রভুর কৃপায় একবারে সংসারচিন্তা ও সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বাটী চলিয়া গেলেন। বাটী গিয়া রামপ্রসাদ [illegible] পঞ্চমুণ্ডী আসনে [illegible] সাধন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে রামপ্রসাদের বিবাহ হয়। ঠিক কোন সময়ে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার নিজ রচিত গ্রন্থের কোথাও তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের অনেক স্থলে

[illegible] দারা পক্ষে [illegible] ভার।
আমাকে অধম এত দেখুন আমার।
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব
কহিবার কথা নয় লিখনের কি কব।"

এইরূপ কবিতা দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, রামপ্রসাদ যে সময় বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, তখনও তাঁহার সাধনার মনোরথ সিদ্ধিলাভ হয় নাই, কিন্তু তিনি যে কোন প্রকার সাধনা করিয়াছিলেন, একথা ঐ বিদ্যাসুন্দরেই তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—

"শ্রীগুরুর আজ্ঞায় শৈলেশপুত্রী যথা।
নিশাকালে চিত্তার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥
কিঞ্চিৎ ছিটিলে কলাপেক্ষা ছিল কিবা।
ক্ষীণ-পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈল শিবা॥"

রামপ্রসাদের পত্নীও অসামান্যা রমণী ছিলেন। কালী স্বপ্নযোগে তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করিলেন। রামপ্রসাদ এইজন্যই কালীর উপর অভিমান করিয়া বলিয়াছেন—"ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে"—ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের সাধনা কিরূপ বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার লেখা দেখিয়া বোধ হয় না যে, কোন প্রকার সাধনপ্রণালী তাঁহার জানা ছিল। তিনি সুস্পষ্টরূপ পথসাধন প্রণালী বলিয়াছেন—

'জাত নহি বলে কেহ না করিবে হেলা।
বিষম বিষধর কালসর্প শিশু খেলা॥
[illegible] কিছু কিছু করা চাই।
[illegible] কিছু কিছু করে যাই॥'

ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি তখনও সংসার লিপ্ত বিষয় কর্ম্মে মগ্ন থাকিতেন বলিয়া সন্ন্যাস সাধনার গূঢ় পথ অবলম্বন করিতে পারেন নাই। রামপ্রসাদের বিশ্বাস ছিল

"[illegible] পরমায়ু দণ্ড।
[illegible] সকল কাণ্ড।'

সেইজন্য [illegible] উপাধির নামও প্রকাশ করেন নাই, [illegible] কীর্ত্তনের একস্থানে [illegible]

'[illegible] উপাধি [illegible] প্রসাদ [illegible]
[illegible] দিয়া দিতে চায়।"

এস্থান হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বোধ হয় প্রসাদের পূর্ব্ব নাম "কৃপানাথ" ছিল।

রামপ্রসাদের বাসস্থান কুমারহট্ট নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত ছিল। কুমারহট্ট গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়া এখানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটি কাছারিবাড়ী ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ও মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করিতেন। এ সূত্রে রামপ্রসাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, কারণ, কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় গুণজ্ঞ ও সজ্জনপ্রিয়ের নিকট রামপ্রসাদের ন্যায় গুণী ব্যক্তি অধিকদিন অপরিচিত থাকিতে পারে না। তবে কি সূত্রে তাঁহাদের প্রথম পরিচয় হয় তাহা জানা যায় না। যখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহট্টের প্রাসাদে আসিয়া বাস করিতেন, সেই সময় রামপ্রসাদকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত নানাবিষয়ের আলোচনা করিতেন। এ সময় কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত ভারতচন্দ্রের পরিচয় হয় নাই। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের অসাধারণ কবিত্ব ও পারমার্থিক ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু রামপ্রসাদ সংসার বিরাগী নিস্পৃহ মহাশক্তির উপাসক প্রেমিক লোক ছিলেন। তিনি এরূপ রাজপ্রসাদ ভোগ করাকে বড় ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার যে মত ছিল, তাহা আমরা বিদ্যাসুন্দরের একটি চরণে দেখিতে পাই,—"কিন্তু সেই অধম গোলাম খোসামোদে।" এই মর্ম্মের পরিচায়ক তাঁহার দুইটী গীতও দেখিতে পাওয়া যায়,—

(১)

'আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।"
ওমা তুমি কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী
জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে দান ধর্ম্ম তার উপরি।
ওমা [illegible] বানিয়ে গেছ রাজেশ্বরী
[illegible] কাছে মা [illegible]
[illegible] ভাণ্ডারী।
[illegible]
[illegible]"

(২)

"আমায় ভুলালে ভুলব না গো।
অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব দুলব না গো॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উলব না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান মনের আগুন তুলব না গো।
ধনলোভে মত্ত হয়ে দ্বারে দ্বারে বুলব না গো॥
আশাবায়ুগ্রস্ত হয়ে মনের কথা খুলব না গো।
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে প্রেমের গাছে ঝুলব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলব না গো॥"

রামপ্রসাদ কবিতা উপহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেও রাজা অসন্তুষ্ট হইলেন না, বরং সন্তুষ্ট হইয়া প্রসাদকে একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিলেন এবং 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে কেবল গান শুনিয়া আর ভাব দেখিয়া রামপ্রসাদকে উপাধি দিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি অবশ্যই তাঁহার রচিত কোন কাব্যগ্রন্থ দেখিয়াছিলেন কিন্তু এই কাব্য যে কি, তাহা জানা যায় না, তবে কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরের

পরে ও অষ্টমঙ্গলায় তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়,

(অষ্টমঙ্গ ।)

"ওগো বিশ্বতারিণী কলুষ বিনাশিনী
জনমিলা পর্ব্বতের ঘরে। (১)
কার্ত্তিকের [illegible] [illegible] নীলকেতু
[illegible] অন্নদাখ্যা ধরে। (২)
[illegible] মহিষ সুর তার দর্প কৈলা চূর
লীলায় হইলা দশভুজা।
[illegible] [illegible] নাম [illegible] প্রভু রাম
প্রকাশিলা শারদীয়া পূজা। (৩)
[illegible] নিজ [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] (৪)
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। (৫)
[illegible] [illegible] [illegible]
তব তত্ত্ব না জানেন বিধি
[illegible] [illegible] [illegible] মহাকালী [illegible]
[illegible] [illegible] মাতা।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ছায়া (৬)
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] (৭)
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] পদাব। (৮)
[illegible] [illegible] [illegible] পুনর্ব্বার
[illegible] [illegible] চরিত্র তোমার।"

[illegible] [illegible] মঙ্গল লইয়াই 'বিদ্যাসুন্দর' রচিত [illegible] [illegible] অপর [illegible] মঙ্গলের [illegible] বিদ্যাসুন্দর [illegible] [illegible] [illegible] কবিরঞ্জন এই [illegible] মঙ্গল [illegible] [illegible] [illegible] লিখিয়াছিলেন, আর বিদ্যাসুন্দরের কথা [illegible] [illegible] [illegible] মঙ্গল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেহ [illegible] অনুমান করেন।

রামপ্রসাদের [illegible] তাঁহার নিকটে 'আজু [illegible] [illegible] [illegible] বর্ত্তমান ছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] ছিল তাহা নিরূপণ করা [illegible] [illegible] অযোধ্যারাম গোস্বামী বলিয়া অনুমান করেন। [illegible] রামপ্রসাদের জীবনে অনেকটা সম্বন্ধ ছিল [illegible] [illegible] [illegible] আর সাধক রামপ্রসাদ [illegible] [illegible]

'আজুরে ক্ষেপা' সুতরাং [illegible] [illegible] ছিল [illegible] মধ্যে মধ্যে [illegible] উক্তি [illegible] [illegible] বিবাদ বাধিত কিন্তু [illegible] মুখামুখী [illegible] [illegible] [illegible] কিনা জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, [illegible] [illegible] মধ্যে মধ্যে রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইকে এক[illegible] করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া [illegible] [illegible], [illegible] যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আজু গোঁসাইয়ের মত একজন [illegible] কবির [illegible] [illegible] নাই কেন? কেহ কেহ সে [illegible] বলেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র নিজে [illegible] ছিলেন বলিয়া, বৈষ্ণবদিগের উপর প্রসন্ন ছিলেন না, অথবা আজু গোঁসাইয়ের [illegible] উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত ছিলেন, এ মীমাংসা সমীচীন বলিয়া বোধ [illegible], [illegible] [illegible] উপস্থিত [illegible] শুনিয়া আমোদিত হইবার [illegible] [illegible] নিমন্ত্রণ করা হইত তাঁহার [illegible] যে উৎসাহ পাইবার অনুপযুক্ত [illegible] [illegible] নহে আর বৈষ্ণব বলিয়া [illegible] [illegible] কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদ লাভ করেন নাই [illegible] [illegible] নহে [illegible] [illegible] সভায় অনেকানেক [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] সকলেই [illegible] ছিলেন, তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্থান নবদ্বীপের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, তাহাও বোধ হয় অসম্ভব।

আজু [illegible] [illegible] বৈষ্ণব ছিলেন। তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],—

(১)

"[illegible] বৃন্দাবন [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] নাম [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]"

(২)

মন [illegible] [illegible]।
[illegible] বৈকুণ্ঠবাসী
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
মহাকালী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] তাহা [illegible] হইল
"[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

 কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

যেমন শরার জলে সূর্য্যের ছায়া অভাবেতে স্বভাব যেটা।
গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলেম মাটী॥
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি।
রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি॥
আগে ইচ্ছাসুখে পান করিয়ে বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা যা ইচ্ছা তাহাই কর মা, তুমি গো পাষাণের বেটী॥"

এই গান শুনিয়া আজুগোঁসাই উত্তর দিয়াছিলেন—

"এই সংসার সুখের কুটি।
যার যেমন মন তেমনি ধন মনের করবে পরিপাটি॥
ওহে সেন অল্প জ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি।
ওরে শিবের ভাবনা কেন শ্যামামায়ের চরণ দুটি॥
জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিলনা ত্রুটি।
সে যে এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ রেখে, খেয়ে ছিল দুধের বাটি॥"

রামপ্রসাদের গান—

"মুক্ত কর মা মায়াজালে।" ইত্যাদি।

আজুগোঁসাইয়ের উত্তর—

"বদ্ধ কর মা খেপলা জালে।
যাতে চুনপুঁটী এড়বেনা, মজা মারব কোলে ঝালে॥"

রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তনে ভগবতীর গোপবধূবেশে বেণু বাজাইয়া একাগ্রকাননে গো-চারণ বর্ণনা করিয়া কয়েকটি গীতপদ ও ভজন রচনা করিয়াছেন। আজুগোঁসাই সেইগুলি শুনিয়া উত্তর দেন,

"না জানে পরমতত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত্ব
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায়রে?
তা যদি হইত যশোদা যাইত
গোপালে কি বনে পাঠায়রে?"

আজু গোঁসাইয়ের এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়া রামপ্রসাদ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একবার বলিয়াছিলেন—

"কর্ম্মের ধাট, হেলের কাট, আর পাগলের ছাট,
ম'লেও যায় না।"

আজুগোঁসাই ঐ কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন—

"কর্ম্ম-ডোর স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর
ম'লেও যায় না।"

রামপ্রসাদ এই "মদের ঘোর" উল্লেখ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"কালীনাম সুধারস পান কর রাত্রিদিনে।" ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামদুলাল ও কন্যাদ্বয়ের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু কনিষ্ঠপুত্র রামমোহনের নাম পাওয়া যায় না, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যখন রামমোহন ভূমিষ্ঠ হন, তাহার বহুপূর্ব্বে বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল, আর যখন তাঁহার তিনটি সন্তানের পর বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, কনিষ্ঠ পুত্রটি তাঁহার পরিণত বয়সের সন্তান। যখন এই কনিষ্ঠ পুত্রটি গর্ভে তখন আজুগোঁসাই সে সংবাদ শুনিয়া রামপ্রসাদকে বলেন—

"তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকাঘুটি।"

এই কয়টী সামান্য ঘটনা ছাড়া রামপ্রসাদের জীবনে কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদিন রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন ও আপন মনে গান গাহিতেছিলেন। বেড়ার অপর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী তাঁহার সাহায্য করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জগদীশ্বরী হঠাৎ কোন কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেলেন, রামপ্রসাদ তাহা জানিতে পারিলেন না। তৎপরে জগদীশ্বরী ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, বেড়া অনেকদূর বাঁধা হইয়াছে; কিন্তু একা রামপ্রসাদ কিরূপে এতটা বাঁধিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভিতর দিক্ হইতে দড়ি ফিরাইয়া দিল কে? রামপ্রসাদ গাহিতে গাহিতে বলিলেন, 'কেন মা তুমিই-ত দিতেছিলে।" জগদীশ্বরী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না আমি উঠিয়া গিয়াছিলাম" তখন রামপ্রসাদ সকল বুঝিয়া ব্যাপার বুঝিলেন ও ঈষৎ হাসিয়া গাহিলেন—

'মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন! ভাব শক্তি পাবে মুক্তি বাঁধ দিয়ে ভক্তিদড়া॥
নয়ন থাকতে দেখলে না মন! কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভালবাসে বুঝা যাবে মৃত্যু-শেষে,
ম'লে দণ্ড দুচার কাঁদাকাটা শেষে দিবে গোবর ছড়া।
ভাই বন্ধু দারা সুত কেবলমাত্র মায়ার গোড়া॥
ম'লে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী কড়ি দিবে আটকড়া।
অঙ্গেতে যত আভরণ সকলি করিবে হরণ
দোকোট বস্ত্র গায়ে দিবে চারকোণা মাঝখানে ফেঁড়া॥
যেই ধ্যানে একমনে সেই পাবে কালিকা তারা।
বের হ'য়ে দেখ কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া।"

কিছুদিন হইতে রামপ্রসাদের মনে বারাণসী দর্শনের অভিলাষ জন্মে, একদিন তিনি স্নান করিতে যাইবার সময় গাহিতে গাহিতে যাইতেছিলেন,—

"আমি কবে কাশী-বাসী হব।
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব॥

215-III

গঙ্গাজলে বিল্বদলে বিশ্বেশ্বরনাথে পূজিব।
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে ম'লে পরে মোক্ষ পাব॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বজীবে শরণ লব।
আর বম বম্ বম্ ভোলা বলে নৃত্য ক'রে গাল বাজাব॥
প্রসাদ বলে এ জনমে এমন দিন যদি পাব।
যদি সেই বেটী সে ইচ্ছা করে এখনি সে দিন পেয়ে যাব॥"

রামপ্রসাদ গান সবেমাত্র গাহিয়া থামিয়াছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে একটী রমণী আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "বাবা! তুমি বেশ গাও আমাকে দুটা গান শুনাও।" রামপ্রসাদ বলিলেন, "যাও মা। তুমি আমার বাড়ী গিয়ে বস, আমি স্নান করে এসে তোমায় গান শুনাব।" পরে রামপ্রসাদ স্নান করিয়া আসিয়া গৃহে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নিজ জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! একটী স্ত্রীলোক কি গান শুনিতে এসেছিল?" প্রসাদের মাতা বলিলেন, "হাঁ হাঁ একটী মেয়ে মানুষ এসেছিল বটে, কিন্তু তোর বিলম্ব দেখে চণ্ডীমণ্ডপে কি লিখে রেখে গেছে।" রামপ্রসাদ চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বুঝিলেন, কাশী হইতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা গান শুনিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কাশীতে গিয়া গান শুনাইয়া আসিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন *। রামপ্রসাদ অমনি আর্দ্রবস্ত্রে মাতাকে সঙ্গে লইয়া—"মন চলরে বারাণসী" গান গাহিতে গাহিতে বারাণসী চলিলেন। পথিমধ্যে রামপ্রসাদের বড়ই কষ্ট হয়, বোধ হয় পীড়িত হইয়া পড়েন, কাজেই পথ চলিতে অক্ষম হন এবং কাশী যাওয়া হইল না ভাবিয়া তাঁহার বড় দুঃখ হয়। তিনি অতি দুঃখে একদিন গাহিলেন,—

"মাগো, আমার কপাল দোষী।
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হইয়ে যেতে নারিলাম বারাণসী॥
ভারত-ভূমে জনমিয়া কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমি না ভাবিলাম অন্তর পথ কোথায় পাব গয়াকাশী॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মাগো পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে পথ হারায়ে আছি বসি॥
পরের হরণ পরগমন মনে জনম হাসি খুসি।
সাজাই এখন করে গোদন প্রসাদ নয়ন-জলে ভাসি॥"

তৎপরে তিনি সেই অবস্থাতে ত্রিবেণীর নিকট পৌঁছিলে, সেখানে মাতা অন্নপূর্ণা তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া প্রত্যাদেশ করিলেন, "আর তোমার কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, এইখান হইতেই আমায় গান শুনাও।" রামপ্রসাদ অমনি গাহিলেন—

১। "কাজ কি আমার কাশী?
যাঁর কৃত কাশী অহরনিশি বিগলিত কেশী॥
মগধবায় কুণ্ডল পড়েছিল খসি,
সেই হ'তে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষে॥
অসী বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী,
মায়ের করুণা বরুণাধারা অসীধারা অসি॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি,
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল তা না বাসি,
ঐ যে গলাতে লেগেছে আমার কালী মায়ের ফাঁসি॥"

২। "আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যানকালে আনন্দসাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি
কালীনামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা,
ওরে অনলে দহন যথা হয়রে তূলারাশি।
গয়ায় ক'রে পিণ্ডদান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ,
ওরে যে করে কালীর ধ্যান তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে ম'লেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে ভাবিলে রে এলোকেশী॥"

৩। "কাজকিরে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশকোটী তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী।
হৃৎকমলে ভাব ব'সে চতুর্ভূজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি॥"

প্রবাদ আছে, স্বয়ং রামপ্রসাদের হস্ত হইতে সুপারীরূপে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার রামপ্রসাদ গাবগাছ হইতে পত্র আহরণ করিয়া কালীপূজা করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আর দুইচারিটি ঘটনা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে জানা যায়। তিনি কলিকাতায় ভগিনীপতির বাটীতে মধ্যে মধ্যে আসিতেন, এই সময়ে তাঁহার সহিত রাজা নবকৃষ্ণের পরিচয় হইয়াছিল। রাজা নবকৃষ্ণের বাটীতে তোষের সময় এক

* কেহ কেহ বলেন অন্নপূর্ণা লিখিয়া রাখিয়া যান নাই, রামপ্রসাদ বাটী আসিবামাত্র দৈববাণী হয় "আমি আর থাকিতে পারি না, তুই কাশী গিয়া আমাকে গান শুনাইয়া আয়।"

বার রামপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহাকে দোলসম্বন্ধে একটি গান রচনা করিতে বলেন। রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ গাহিলেন,—

"হৃদ্‌কমলমঞ্চে দোলে করালবদনী (শ্যামা)
মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী (ওমা)
ইড়া পিঙ্গলানাম্নী সুষুম্না মনোরমা
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী (উমা)॥
আবির রুধির তায় কি শোভা হয়েছে হায়
কাম আদি মোহ যায় হেরিলে অমনি (ওমা)।
যে দেখেছে মায়ের দোল সে পেয়েছে মায়ের কোল
শ্রীরাম প্রসাদের এই ঢোল মারা বাণী (ওমা)॥"

আর একবার রথ যাত্রা উপলক্ষে রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—

"কালী কালী বল রসনারে।
ও মন ষট্‌চক্ররথ মধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি, যাঁধা আছে মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতার সারথি তায়, রথ চালায় দেশ দেশান্তরে॥
জুড়ি ঘোড়া দৌড় ছুটে দিনেতে দশকুশী মারে।
সে যে সময় শির-নড়িতে নারে, কলে বিকল হ'লে পরে॥
তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ মন উচাটন কোরোনারে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস শীতল হবে অন্তঃপুরে॥
পা জনে পাঁচজনে গেলে ফেলে রাখবে প্রসাদেরে।
ও মন এই-ত সময়, দিছে কাল যায়, যত ডাকতে পার
দু-অক্ষরে*॥"

আর একবার চড়ক দেখিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন, —

"ওরে মন চড়কী চড়ক দোর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে॥
যুগল শম্ভু শম্ভু যুবতীর উরে।
মনরে ওরে করপদ্মাবদনে পুজিছ তাঁদের॥
ঘরেতে যুবতীর বাক্, বাজিছে পাপের ঢাক,
মনরে ওরে, বৃন্দাবনী খ্যাম্‌টা ঢালী বাজায় বারে॥
কাম উচ্চ ভাবার চড়ে তাঁদে পাজর পাটে পড়ে
মনরে ওরে, এমন যাতনা কয়েছ তুচ্ছ খণ্ডরে তোমারে॥

* প্রবাদ আছে বটে এই গানটি রথ উপলক্ষে রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ হয় তাহা নহে, কারণ "তীর্থে গমন, মিথ্যাভ্রমণ" ইত্যাদি চরণগুলি পড়িলে অনুমান হয় যে, কোন সময়ে তাঁহার জগন্নাথ ক্ষেত্রে কিম্বা রথ দেখি-বার সাধ হইয়াছিল বা সে সম্বন্ধে কাহারও সহিত কোন কথোপকথন হইয়াছিল, কারণ তাহার আরও একটি গান আছে, "জগন্নাথ পাদপদ্মে, নীলাচলে যা না তোর, ওরে ঘরে কালী সর্বনাশী, ত্রিবেণী যাবে তোর বাড়িবে।"

দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ,
মনরে ওরে মায়াডোরে বঁড়শীগাথা দেহ বল যারে॥
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার,
মনরে ওরে, শিবে ফুকে শিবে পাবি ডাক কোলে মারে॥"

আর একবার কুমারহট্ট নিবাসী অধ্যাপক বলরাম তর্কভূষণ তাঁহাকে মাতাল বলিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ সেই কথা শুনিয়া গাহিয়াছিলেন,—

"ওরে সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই জয়কালী বলে।
মন মাতালে মাতাল করে, যত মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মশলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান শুঁড়ীতে চোয়ায় ভাটি,
পান করে মোর মন মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে তারা মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মিলে॥"

রামপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তিনি পূর্ব্বেই কোন সময়ে মৃত্যু হইবে জানিতে পারিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রে কালীপূজা করেন। পরদিন বিসর্জ্জনের সময় পরিজনবর্গকে নিজ আসন্নকাল উপস্থিত জানাইয়া, সকলের সঙ্গে গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাতীরে গমন করেন এবং গঙ্গাজলে নিজ শরীর অর্দ্ধ মগ্ন করিয়া শেষ চারিটি গান করেন। তাঁহার শেষ গানটি এই—

"তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন যেমন রাখলি সুখে তেমনি সুখ কি পাছে॥
আর যদি থাকত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই,
মাগো ওমা দিয়ে আশা, কাটলে পাশা তুলে দিয়ে গাছে।
প্রসাদ বলে মন দড় দক্ষিণার জোর বড়'
মাগো ওমা, আমার দফা হল রফা দক্ষিণা হ'য়েছে॥"

উক্ত গানটির শেষ ছত্র গাহিবামাত্র ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া রামপ্রসাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

রামপ্রসাদের মত।—কবিরঞ্জন শুচি অশুচি সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ স্বীকার করিতেন না, তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন,

'ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞানখড়্গে বলিদান করিলে কৈবল্য পাবা॥"

তাঁহার মতে, অহঙ্কার বিনাশ না হইলে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না।

"অহঙ্কার অবিদ্যা তোর সেটাকে তাড়ায়ে দিবি।"

তিনি প্রকৃত তান্ত্রিক, মহাশক্তির উপাসক, আদ্যাশক্তির

প্রিয় ভক্ত ছিলেন। তিনি ঘটে পটে, জলে স্থলে, সকল দেবমূর্ত্তিতেই মহাশক্তি কালীরূপ দেখিতে পাইতেন,—

তিনি এক স্থানে গাহিয়াছেন,

"ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না।"

কালী কৃষ্ণ ব্রহ্মা শিবে তাঁহার অভেদ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তাঁহার মতে, ধাতু পাষাণ অথবা মাটিমূর্ত্তি পূজা করিয়া কাজ কি, হৃদয়মন্দিরে সেই মহাশক্তির মনোময় প্রতিমার কল্পনা করিয়া সাধক অর্চ্চনা করিবেন। মহাশক্তির প্রতি অচলা ভক্তি থাকিলেই মুক্তিলাভ হয়। তাঁহার মত পরিপোষক কয়েকটি গীত উদ্ধৃত হইল;—

(১)

"মন তোর এত ভাবনা কেনে?
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে॥
জাঁকজমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে;
তুই লুকিয়ে তাঁরে করবি পূজা জানবে নারে জগৎজনে॥
ধাতুপাষাণ মাটীর মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও হৃদিপদ্মাসনে॥
আলোচাল আর পাকাকলা কাজ কিরে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে তৃপ্ত কর আপন মনে॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো কাজ কি তোর সে রোশনাইয়ে।
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে দেওনা জ্বলুক নিশিদিনে॥
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে।
তুমি জয়কালী জয়কালী বলি বলি দাও ষড়্‌রিপুগণে॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল কাজ কিরে তোর সে বাজনে।
তুমি জয়কালী বলি, দাও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥"

(২)

"মন কোরনা দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে করেম কত খোঁজ তল্লাসি,
ঐ যে কালীকৃষ্ণ শিবরাম—সকল আমার এলোকেশী
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী,
ও মা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥"

(৩)

"কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন॥
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
কালী পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ।
আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তারা ঘটে পটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
তারার উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
কালীর মর্ম্ম কাল জেনেছেন অন্য কেটা জানবে তেমন॥
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধুতরণ
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হ'য়ে বামন॥"

কবিরহস্য (ক্লী) কবীনাং রহস্যং যত্র, বহুব্রী। গ্রন্থবিশেষ, এই গ্রন্থে প্রত্যেক ধাতু যত প্রকার গণভুক্ত এবং তাহার প্রত্যেক গণে যেরূপ নিষ্পন্ন হয়, তাহাই কাব্যচ্ছলে লিখিত আছে। ইহা পণ্ডিত হলায়ুধ প্রণীত। [হলায়ুধ দেখ।]

কবিরাজ (পুং) কবীনাং রাজা শ্রেষ্ঠঃ, কবি-রাজন্ টচ্ (রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ১ কবিশ্রেষ্ঠ। ২ কবি বিশেষ, ইনিই 'রাঘবপাণ্ডবীয়' কাব্য প্রণয়ন করেন। পাশ্চাত্য মতে ইনি খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ৩ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক। এই চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ব্বে অনেকেই প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, সেই অবধি বোধ হয় চিকিৎসক মাত্রই 'কবিরাজ' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকবেন। বঙ্গদেশে বৈদ্যমাত্রেই ক... নামে পরিচিত।

কবিরাজগণের আরও কয়েকটি উপাধি দৃষ্ট হয়। যথা কবিরঞ্জন, কবিচন্দ্র, কবিরত্ন কবিভূষণ, কবিবল্লভ, কবীন্দ্র, বৈদ্যনিধি ইত্যাদি।

এ দেশে কবিরাজের আর একটি নাম "নাড়ীটেপা" ভাল ভাল কবিরাজগণ কেবলমাত্র নাড়ী টিপিয়া উৎকট উৎকট রোগ নির্ণয় করিয়া থাকেন বলিয়া "নাড়ীটেপা" নাম হইয়াছে। যাহারা আয়ুর্ব্বেদে বিশেষ পারদর্শী নয় অথচ চিকিৎসা করিয়া থাকে তাহাদিগকে "হাতুড়িয়া" বলে।

পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে কবিরাজের বিশেষ সমাদর ছিল। তৎকালে বিক্রমপুর ও কাঁচড়াপাড়ায় কবিরাজী শিখিবার পাঠশালা ছিল, এ ছাড়া বড় বড় কবিরাজের বাটীতেও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার জন্য অনেক ছাত্র থাকিত। মধ্যে হাকিমী ও ইংরাজী চিকিৎসার প্রচলনে কবিরাজগণের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এক্ষণে আবার কবিরাজী চিকিৎসার দিন দিন উন্নতি দেখা যাইতেছে। [বৈদ্য, চিকিৎসা, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কবিরাজী (দেশজ) ১ বঙ্গদেশীয় বৈদ্যক চিকিৎসা। ২ (ত্রি) কবিরাজসম্বন্ধীয়। (পুং) ৩ উপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। রূপ কবিরাজ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। রূপের গুরু তাঁহাকে শয্যাবাসিনী রমণীর হস্তে ভোজন করিতে নিষেধ করেন, তাই একদিন তিনি শয্যাবাসিনী গুরুপত্নীর হস্তে ভোজন করেন

নাই। শুক এই কথা শুনিয়া তাঁহার তিন কণ্ঠিমালার মধ্যে দুই কণ্ঠি ছিঁড়িয়া দেন। রূপ সেই এক কণ্ঠি লইয়া পলায়ন করেন। উৎকলদেশে অনেক বৈষ্ণব রূপ কবিরাজের মতানুবর্ত্তী হইয়া তাহারা কবিরাজী নামে বিখ্যাত হয়। কবিরাজীরা অন্য বৈষ্ণবের ঘরে বিবাহ অথবা অন্নগ্রহণ করে না, অথবা অন্য কাহার পাক করা অন্ন ভোজন করে না, প্রায় সকলেই সদাচারী। কাহারও মতে, ইহাদেরই অপর নাম 'স্পষ্টদায়ক'।

কবিরাম। ১ দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভূগোল-রচয়িতা। ইনি কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহার গ্রন্থপাঠে জানা যায়, ইনি যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। ইহার গ্রন্থে সমস্ত ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রাচীন ভূবৃত্তান্ত ও প্রবাদ লিখিত হইয়াছে। ২ বেহারে ডোমজাতির টাইকে কবিরাম কহে।

কবিরামায়ণ (পুং) কবিনা কবিতয়া কাব্যেন কাব্যেন বা রামঃ অয়নং আশ্রয়ো যস্য, বহুব্রী। বাল্মীকি মুনি।

কবিল (ত্রি) কু-কব বা বর্ণনে ইলচ্। ১ স্তোতা স্তবকারক। ২ শব্দকারক।

কবিলাসিকা (স্ত্রী) কং সুখং বিলাসয়তি উদ্দীপয়তি ক-বি-লস ণিচ্-ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বম্। বীণাবিশেষ।

কবিবর (ত্রি) কবিষু বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। কবিশ্রেষ্ঠ।

কবিবল্লভ (পুং) অপর নাম আদিত্যাসূরি। ইনি বিশ্বেশ্বর আচার্য্যের শিষ্য এবং কালাদর্শ বা কালনির্ণয় নামক স্মার্ত্তসংগ্রহরচয়িতা।

কবিবেদী [ন্] (ত্রি) কবিং কাব্যং বেত্তি কবি-বিদ্ ণিনি। ১ কাব্যবেত্তা। ২ কবি।

কবিশস্ত (ত্রি) কবিষু শস্তঃ খ্যাতঃ ৭তৎ। বিখ্যাত কবি।

কবিশেখর (পুং) সাধনমুক্তাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

কবী (স্ত্রী) কব ঙীষ্। লাগাম।

(কবী খলীনং কবিকা কবিয়ং মুখযন্ত্রণম্। হেম ৪।৩১৬)

কবীন্দ্র আচার্য্য সরস্বতী, কাব্যচন্দ্রোদয় ও পদচন্দ্রিকা নামী সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

কবীন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মা, একাক্ষচন্দ্রিকা ও বিরজামাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি উৎকলরাজ অনাঙ্গভীমদেবের সময়ে ঐ দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

কবায় (স্ত্রী) কবি-বাহুলে হ। লাগাম।

কবীয়ৎ (ত্রি) কবিরিব আচরতি, কবিং স্তোতারং ইচ্ছতি বা, কবীয়-শতৃ। ১ কবিসদৃশ। ২ নিজের স্তব পাইবার ইচ্ছাযুক্ত।

কবীয়ান্ [স্] (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন কবিঃ, কবি-ঈয়সুন্। (দ্বিবচন-বিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনৌ। পা ৫।৩।৫৭) উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।

কবীরপন্থী (দেশজ) বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। (কবীর দেখ।]

কবুলাবেশী (আরব্য কবুল শব্দজ) কোন জমীর জমা নির্দিষ্ট মত শুমরা জমা অপেক্ষা যত অধিক দেওয়ায় অঙ্গীকার করা হয়, তাহার নাম 'কবুলাবেশী।'

কবুল (আরব্য) ১ স্বীকার।

কবেল (ক্লী) কং জলং বিলতি ভূণাত্তি, ক-বিল-অণ্। ১ পদ্ম। ২ শুঁদিফুল।

কবোষ্ণ (ক্লী) কুৎসিতং ঈষৎ ইত্যর্থঃ উষ্ণং, কর্ম্মধা কোঃ কবাদেশঃ (কবঞ্চোষ্ণে। পা ৬।৩।১০৭।) ১ ঈষৎ উষ্ণ স্পর্শ। ২ (ত্রি) ঈষৎ উষ্ণ স্পর্শযুক্ত।

(কোষ্ণঃ কবোষ্ণঃ কদুষ্ণোমন্দোষ্ণস্ত্বেষদুষ্ণবৎ। হেম ৬।২৫।

"মৎপত্রং চুর্ণিতং যত্না সূনমাবর্জ্জিতং ময়া।

পয়ঃ পূর্বৈঃ সনিশ্বাসৈঃ কবোষ্ণমুপভুজ্যতে॥" রঘু ১।৬৭।

কব্য (ত্রি) কবি যৎ (বয়ুস্তরস্থক-কবি-কেম বর্জ্জন্ নিক্ষেবলউক্থজনপূজনবস্তুরসর্বথবিষ্ঠ ইত্যোতেভ্যাচ্ছন্দসি স্বার্থে যৎ। কাশিকা ৪।৪।৩০) [বৈ] স্তবকারী (সায়ণ)। (পুং) ২ বেদোক্ত পিতৃলোকবিশেষ।

("মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভিঃ।" ঋক্‌সংহিতা ১০।১৪।৩)

(ক্লী) কূয়তে দীয়তে পিতৃভ্যঃ যৎ অন্নাদিকং, কু-অচ্-যৎ (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭।) ৩ পিতৃলোকের উদ্দেশে যে অন্নাদি দেওয়া হয়।

কব্য পদার্থ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়, নতুবা তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। মনুসংহিতায় লিখিত আছে,— একটিমাত্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কব্য ভোজন করাইলে পুষ্কল ফল লাভ হয়, কিন্তু অমন্ত্রজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও তাহা হয় না, বিশেষতঃ অমন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সে যতগুলি গ্রাস ভক্ষণ করে, পিতৃলোকদিগকে ততগুলি উত্তপ্ত লৌহগোলা ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব প্রথমেই পরীক্ষা করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে কব্য ভোজন করাইবে। বেদজ্ঞবিদ্ ব্রাহ্মণমধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ, তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠ ও কর্ম্মনিষ্ঠভেদে চারি শ্রেণী আছে। হব্য ভোজনে চারি শ্রেণীরই বিধান থাকিলেও কব্য ভোজনে একমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিধান দেখা যায়।

"জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথাপরে।
তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্ম্মনিষ্ঠাস্তথাপরে॥
জ্ঞাননিষ্ঠেষু কব্যানি প্রতিষ্ঠাপ্যানি যত্নতঃ।

তব্যানি তু যথান্যায়ং সর্ব্বেষেব চতুর্ষপি ॥"

ঐরূপ ব্রাহ্মণের অভাব হইলে, মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, দৌহিত্র, জামাতা, বন্ধু, পুরোহিত বা যজমানকে ভোজন করাইবে। (মনু ৩ অঃ।)

মনুর মতে বেদজ্ঞ হইলেও এই সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করান নিষিদ্ধ। যথা—চিকিৎসক, দেবল, মাংস-বিক্রেতা, দোকানদার, চৌর্য্যাদিদোষে পতিত, ক্লীব, নাস্তিক, জটাধারী, দুর্ব্বল, প্রতারক, রাজার প্রেষ্য, কুনখ, শ্যাবদন্ত, গুরুর প্রতিরোধী, অগ্নিত্যাগী, রাজবন্দী, পশুপালক, বৃষলসেবী, অতিদেবতা, শূদ্রাণীপতি, বিধবার গর্ভজাত, কাণা, বেতন লইয়া যাহারা অধ্যাপনা করেন, শূদ্রশিষ্য, দুর্ব্বাদী, মাতা পিতা ও গুরুকে অকারণ পরিত্যাগকারী, গৃহদাহক, বিষদাতা, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রেতা, সমুদ্রযাত্রী, অবিবাহিত, অগ্রজ বর্ত্তমানে বিবাহকারী, জাতক, বন্দী, তৈলিক, কূটকারক, পিতার সহিত বিবাদকারী, মদ্যপ, পাপরোগী, দাম্ভিক, রসবিক্রেতা, ধনু ও শরনির্ম্মাতা, দিধিষূপতি, মিত্রদ্রোহী, দ্যূতবৃত্তি, পুত্রাচার্য্য, অপস্মাররোগ, গণ্ডমালারোগী, শ্বিত্ররোগী, খল, উন্মত্ত, অন্ধ, বেদনিন্দক, জ্যোতিষ, ব্যবসায়ী, পক্ষিপোষক, যুদ্ধশাস্ত্রের আচার্য্য, ধূর্ত্ত, বৃক্ষারোপক, কুক্কুরের সহিত ক্রীড়াশীল, শ্যেনপক্ষিজীবী, কন্যাদূষক, হিংস্র, শূদ্রবৃত্তি, গণযাজককারী, আচারহীন, কৃষিজীবী, শ্লীপদরোগী ও সজ্জননিন্দিত।

(পুং) চতুর্থ মন্বন্তরের সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

কব্যতা (স্ত্রী) [বৈ] স্তুতি। জ্ঞান।

কব্যবাড় [কব্যবাল দেখ।]

কব্যবাল (পুং) কব্যং বলতে দীয়তে অস্মৈ কব্যবল-ঘঞ্। ১ পিতৃগণবিশেষ।

("কব্যবালোঽনলঃ সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা তথা।
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ॥"
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

২ অগ্নি। অগ্নিতেই পিতৃগণ উদ্দেশে দান করা হইয়া থাকে।

কব্যবাহ্ (পুং) কব্যং বহতি, কব্য-বহ্-ণ্বি। অগ্নি, যে অগ্নিতে পিতৃগণের উদ্দেশে কব্য দেওয়া হয়।

কব্যবাহ (পুং) কব্যং বহতি প্রাপয়তি পিতৃন্ ইতি শেষঃ, কব্য বহ-অণ্। অগ্নি।

কব্যবাহন (পুং) কব্যং বহতি কব্য বহ-ল্যুট্ (কব্যপুরীষপুরীষ্যেষু ঞ্যুট্। পা ৩। ২। ৬৫।) ১ অগ্নি। ("অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা। শুক্ল যজুঃ। ২। ২৯।") যজুর্ব্বেদের মতে, অগ্নি তিন প্রকার, দেবগণের অগ্নি 'হব্যবাহন' পিতৃগণের 'কব্যবাহন' এবং অসুরগণের 'সহরক্ষা'। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২। ৫। ৮। ৬)

কশ (পুং) কশতি শব্দায়তে তাড়য়তি বা কশ অচ্। অশ্ব প্রভৃতিকে তাড়না করিবার পদার্থবিশেষ, চাবুক; ইহা চর্ম্ম, বস্ত্র ও বেত প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত হয়।

("স রাজা তং কশের অভ্যাহনৎ।" মহাভারত ৩।১৯৬)

কশস্ (ক্লী) কশতি নীচৈঃ গচ্ছতি কশ-অসুন্। জল। (নিঘণ্টু ১।১২)

কশা (স্ত্রী) কশ-টাপ্। ১ চাবুক। ("জঘান কশয়া ঘোরাং স্বধা রাক্ষসবল্লভীম্।" ভারত ১।১৭৭।১০।) (চর্ম্মযতে কশা রশ্মৌ বল্লাক্ষেপণী কৃশা। হেম ৪।৩১৮।) ২ মাংসরোহিণী। (ভাবপ্র০) ৩ (দেশজ) টাকা।

কশাই (দেশজ) গরু প্রভৃতি মারিয়া যাহারা বিক্রয় করে।

কশাই, মেদিনীপুর জেলায় নদীবিশেষ, সাধুভাষায় কংসবতী এবং কালিদাসের রঘুবংশে কপিশানদী নামে পরিচিত।

কশাইকুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গের জালিয়াজাতিবিশেষ। ইহারা কশাই নদীতে নৌকা চালায় ও মাছ ধরিয়া বেড়ায়। ১৪ প্রকার বাগ্দীর মধ্যে ইহারা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়।

কশাঘাত (পুং) কশেন কশয়া বা আঘাতঃ ৩তৎ। চাবুক মারা

কশাত (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, বেলে।

কশার্হ্য (স্ত্রী) কশাম্বং কশাঘাতানাং ত্রয়ম্ ত্রয়ী। ৩ প্রকার কশাঘাত; মৃদু, মধ্য ও নিষ্ঠুর। অশ্বাদের সাধারণ উত্কালে মৃদু আঘাত এবং উপবেশন, নিদ্রা, স্খলন, দুষ্টচেষ্টা, অশ্বিনী দেখিয়া ঔৎসুক্য, গর্ব্বিত ভ্রেষারব, ত্রাস, মুখপান, বিমার্গগমন, ভয়, শিক্ষাত্যাগ, চিত্তবিভ্রম প্রভৃতি অপরাধে মধ্য ও নিষ্ঠুর আঘাত করিতে হয়। অপরাধ বিশেষে আঘাতের স্থানও পৃথক্। ত্রস্ত ও ভীত হইলে গলদেশে শিক্ষাত্যাগ ও চিত্তবিভ্রমে অধরে গর্ব্বিত হ্রেষারব ও অশ্বিনী দেখিয়া ঔৎসুক্যকালে বাহু ও স্কন্ধদেশে উপবেশন ও নিদ্রায় কটিদেশে দুর্ব্যবহার ও বিমার্গপ্রয়াণে মুখে, স্খলন ও মুখপানে জঘনে এবং দুষ্ট প্রকৃতি হইলে সর্ব্বস্থানেই কশাঘাত করিতে হয়।

কশার্হ (ত্রি) কশাং অর্হতি কশা-অর্হ-অণ্। ১ কশা মারিবার উপযুক্ত। ইহার অপর সংস্কৃত নাম কশ্য।

[কশার্হ্য দেখ।]

কশিক (পুং) কশতি হিনস্তি সর্পান্, কশ-বাহুলকাৎ ইক। নকুল, বেজি।

কশিকপাদ (ত্রি) কশিকস্য পাদাবিব পাদৌ অস্য, বহুব্রী, হস্ত্যাদিত্বাৎ নান্ত্যলোপঃ (পাদস্য লোপোঽহস্ত্যাদিভ্যঃ। পা ৫।৪।১৩৮।) নকুলের ন্যায় পদবিশিষ্ট জন্তু।

কশিপু (পুং) কশতি দুঃখং কষ্যতে বা, মৃগয়্বাদিত্বাৎ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অন্ন। ২ আচ্ছাদন। ৩ অন্নাচ্ছাদন।

(কশিপুর্ভক্তাচ্ছাদনয়োরেকৈকস্মিন্ পৃথক্ দ্বয়োঃ পুংসি। মেদিনী)

[illegible] "সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈঃ।" ভাগবত ২।২।৪)

৪ আসনবিশেষ।

কশিপুপবর্হণ (স্ত্রী) [বৈ] উপাধান বস্ত্র। বালিশের খোল।

কশীকা (স্ত্রী) কশ বাহুলকাৎ ঈকন্ টাপ্। এবং নকুলী। "আপথতা পরিস্থিতা যা কশীকেব জঙ্ঘে।" ঋক্ ১।১২৬।৬। 'কশীকা স্তম্ভবংশা নকুলী' সায়ণ।)

[illegible] (পুং) রাজবিশেষ, ইহার পিতার নাম [illegible]

[illegible] ১ কুশাবতী নামের অপভ্রংশ। [কুশাবতী দেখ] ২ অন্ন। [illegible] দেখ।)

কশেরুক (পুং) [illegible]বিশেষ। ভারত ২।১০ অঃ

কশেরু (পুং, স্ত্রী) [illegible] উ প্রত্যয়েন [illegible] ১ পৃষ্ঠাস্থি, শিরদাঁড়া, [illegible] ২ (স্ত্রী) [illegible] বা শুণ্ডি। কেশুর। [illegible] ইহা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে দুইপ্রকার এবং [illegible] 'রাজকশেরু' [illegible] ক্ষুদ্র [illegible] বলে [illegible] বিবিধ কেশুরের গুণ—মধুর [illegible] গুরু, মলগ্রাহী [illegible] রক্তপিত্ত ও [illegible] এবং গুরু, বায়ু, [illegible] কারক।" ৪ (পুং) ভারতবর্ষের একটি 'বর্ষ'।

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্নিশাময়।

ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্

নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্বস্ত্বথ বারুণঃ॥" বিষ্ণুপুরাণ)

কশেরুক (স্ত্রী) কশেরু স্বার্থে কন্ কেশুর।

কশেরুকা (স্ত্রী) কশেরুক টাপ্ পৃষ্ঠাস্থি। শিরদাঁড়া।

কশেরুমান্ (পুং) ১ যবনরাজবিশেষ।

("ইন্দ্রদ্যুম্নো হতঃ কোপাদ্যবনশ্চ কশেরুমান্। ভারত ১৬অঃ

২ ভারতবর্ষের খণ্ডবিশেষ।

কশেরুস্ (স্ত্রী) কশেরু

কশেরু (স্ত্রী) কশ্ ঊ [illegible] (কেশুর, চাচা। উণ্ ১।৯০।) ১ তৃণকন্দবিশেষ, কেশুর (কশেরু তৃণকন্দে স্ত্রী। উজ্জ্বলদত্ত।) (কশেরু দেখ।) ২ বিশ্বকর্মার চতুর্দশী কন্যা। নরকাসুর হস্তিরূপে ইহাকে হরণ করিয়াছিল। হরিঃ ১২১ অঃ।)

কশোক (ত্রি) কশ তাড়নে বাহুলকাৎ ওক। ১ হিংসক ২ রাক্ষসাদি।

কশ্চন (অব্যয়) কিম্ চন ইতি মুগ্ধবোধঃ। (পাণিনি ইহাকে পৃথক্ পদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।) কোনও অনির্দিষ্ট কোন একজন।

কশ্চিৎ (অব্যয়) কিম্ চিৎ ইতি মুগ্ধবোধঃ। পাণিনি মতে ইহাও পৃথক্ পদ। কোনও, অনির্দিষ্ট কোন একজন।

("কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ

শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।" মেঘদূত।)

কশ্মল (স্ত্রী) কশ কল মুট (কুটিকশিকৌতিভ্যঃ প্রত্যয়স্য মুট। উণ্ ১।১০৮) ১ মূর্চ্ছা। ২ মোহ। ৩ পাপ। ৪ (ত্রি) মলিন।

(মলিনং কচ্ছরং ত্রিষু কশ্মলঞ্চ মলীমসম্। হেম ৬।৭১)

৫ দুরাচার। ৬ (ত্রি) পাপী।

কশ্মশ (স্ত্রী) [illegible] পৃষোদরাদিত্বাৎ লস্য শঃ কশ্মল [কশ্মল দেখ।]

কশ্মীর (পুং) কশ ঈরন্ মুড়াগমশ্চ (কশেমুট্ চ। উণ্ ৪।৩২) কাশ্মীর জনপদ [কাশ্মীর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কশ্মীরজ (স্ত্রী) কশ্মীরে জায়তে, কশ্মীর-জন্ ড কুঙ্কুম বিশেষ। [কুঙ্কুম দেখ।]

কশ্মীরজন্ম [ন] (স্ত্রী) কশ্মীরে জন্ম যস্য বহুব্রী। কুঙ্কুমবিশেষ। [কুঙ্কুম দেখ।]

(কশ্মীরজন্ম কুঙ্কুমং [illegible] হেম ৩।৩০৮)

কশ্য (স্ত্রী) কশাং অর্হতি কশা য (দণ্ডাদিভ্যো যঃ। পা ৫।১।৬৬।) ১ অশ্বের মধ্যভাগ। মদ্য। কশ্যং [illegible] (হেম ৪। ৮০) ২ (ত্রি) কশাঘাতের যোগ্য। ৩ কশতি বাহুলকাৎ করণে যৎ। [illegible]

কশ্যপ (পুং) কশ্যং [illegible] মদ্যং পিবতি কশ্য পা ক। ১ ঋষিবিশেষ, ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির ঔরসে ও কলার গর্ভে ইহার জন্ম। মার্কণ্ডেয় পুরাণমতে, কশ্য অর্থাৎ সোমরস পান মত্ত হইতে ইহার উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহার নাম কশ্যপ হইয়াছে।

"ব্রহ্মণস্তনয়ো যোঽভূৎ মরীচিরিতি বিশ্রুতঃ।

কশ্যপস্তস্য পুত্রোঽভূৎ কশ্যপানাৎ স কশ্যপঃ॥"

মার্কণ্ডেয়পু ১০৮ অ

শুক্ল যজুর্বেদ প্রভৃতি বৈদিক সংহিতামতে, কশ্যপ হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্ম হইতে জন্মে। "হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকা যাসু জাতঃ কশ্যপো যাস্বিন্দ্রঃ।" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫।৬।১।১

কশ্যপ একজন প্রজাপতি। সাম, যজুঃ ও অথর্বসংহিতায়

মতে, ইনি ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের জনক। (সামসং ১।১।২।৪, শুক্লযজুঃ ৩।৩২, অথর্ব্ব ১৩।৩।১০।)

কাত্যায়নের বেদানুক্রমণিকার মতে, কশ্যপ ঋক্‌সংহিতার কয়েকটি সূক্তের ঋষি। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কশ্যপঋষি দক্ষের ১৭টি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন; তাঁহাদিগের গর্ভে ১৭টি জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল, যথা—১ অদিতিগর্ভে দেবগণ, ২ দিতিগর্ভে দৈত্যগণ, ৩ দনুর গর্ভে দানব, ৪ কাষ্ঠা গর্ভে অশ্বাদি, ৫ অরিষ্টাগর্ভে গন্ধর্ব্বগণ, ৬ সুরসাগর্ভে রাক্ষস, ৭ ইলাগর্ভে বৃক্ষ, ৮ মুনিগর্ভে অপ্সরোগণ, ৯ ক্রোধবশার গর্ভে সর্প, ১০ তাম্রার গর্ভে শ্যেন গৃধ্র প্রভৃতি, ১১ সুরভিগর্ভে গো মহিষাদি, ১২ সরমাগর্ভে শ্বাপদ, ১৩ তিমিগর্ভে জলজন্তু ১৪ বিনতাগর্ভে গরুড় ও অরুণ, ১৫ কদ্রুগর্ভে নাগ, ১৬ পতঙ্গীগর্ভে পতঙ্গ, ১৭ যামিনীগর্ভে শলভ।

(ভাগবত ৪।১।১২।)

কিন্তু মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতিতে কশ্যপের ত্রয়োদশ ভার্য্যার উল্লেখ আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ত্রয়োদশটির নাম এই—১ অদিতি ২ দিতি ৩ দনু ৪ বিনতা ৫ খসা ৬ কদ্রু ৭ মুনি ৮ ক্রোধা ৯ অরিষ্টা ১০ ইরা ১১ তাম্রা ১২ ইলা এবং ১৩ প্রধা। (মার্কণ্ডেয় ১০৮ অঃ।)

২ (পশ্যতীতি পশ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পশ্য এব পশ্যকঃ আদ্যন্তাক্ষরবিপর্য্যয়াৎ সিধ্যতি। যদ্বা কশ্যং অজ্ঞানং অবিদ্যানিবর্হণং পিবতি নাশয়তি অথবা কশ্যং বিজ্ঞানধনং পাতি রক্ষতি যাস্কনীতি শেষঃ।) পরব্রহ্ম।

("ভবেৎ ব্রহ্ম বা আত্মা একত্র পাতা বর্ত্তা প্রজানাং গোপ্তা যাবৎ কশ্যপো হ বোধয়জ্ঞান তোজো গাম্বর্ব্বি।" তাপনি শ্রুতি ২।১১।) ৩ কচ্ছপ। ৪ (ত্রি) পানরত (সুরাপঃ পানরতঃ স্যাৎ।) ৫ মৃগবিশেষ। ৬ মৎস্যবিশেষ।

কশ্যপনন্দন (পুং) কশ্যপস্য নন্দনঃ পুত্রঃ ৬তৎ। ১ গরুড়। ২ দেবাসুরাদি।

কশ্যপপুর (ক্লী) কশ্যপস্য পুরম্ ৬তৎ। বর্ত্তমান কাশ্মীর, কশ্যপ ঋষি ইহার কশ্যপপুর নামকরণ করিয়াছিলেন। এই জনপদই হীরদোতসের 'কস্পতুরস' এবং টলেমীর 'কশ্পীরা'।

কশ্যপসংহিতা (স্ত্রী) কশ্যপস্য সংহিতা, ৬তৎ। কশ্যপ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ।

কশ্যপস্মৃতি (স্ত্রী) কশ্যপ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ।

কষ (পুং) কষতি অত্র অনেন বা কষ অচ্, যদ্বা কষ ষ নিপাতনাৎ সাধুঃ। (গোচর-সঞ্চরবহব্রজব্যাজাপণনিগমাশ্চ। ৩।৩।৩।১১৯।) কষ্টিপাথর, যাহাতে স্বর্ণ রৌপ্য ঘষিয়া পরীক্ষা করা হয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শাণ ও নিকষ।

কষণ (ত্রি) কষ্যতে হিংস্যতে, কষ কর্ম্মণি ল্যুট্। ১ অপক্ব। ২ (পুং) কষতি অত্র। কষ্টিপাথর। ৩ (ক্লী) ভাবে ল্যুট্। ঘর্ষণ, কণ্ডূয়ন।

("কষণকম্পনিরস্তমহাহিভিঃ

ক্ষণবিমত্তমতঙ্গজবর্জ্জিতৈঃ।" ভারবি ৫।৪৭।

৫ চালন। ৬ (দেশজ) টানিয়া বাঁধা।

কষণী (দেশজ) ধমকানি, শাসন, কষুনি।

কষপাষাণ (পুং) কষশ্চাসৌ পাষাণশ্চেতি কর্ম্মধা। কষ্টিপাথর।

("কষপাষাণনিভে নভস্তলে।" নৈষধ ২।)

কষা (স্ত্রী) কষ্যতে তাড্যতে অনয়া কষ বাহুলকাৎ করণে অপ্-টাপ্। ১ কশা, চাবুক। (দেশজ) ২ টানিয়া বাঁধা ৩ কষায় রস। ৪ শরীর রুক্ষ হওয়া। ৫ কৃপণ।

কষাকু (পুং) কষ-আকু। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি।

কষানি (দেশজ) ১ ক্লেদ। ২ নির্গত রস।

কষায় (পুং, ক্লী) কষতি কণ্ঠং, কষ আয়। ১ রসবিশেষ, কষা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—তুবর, তুবর ও তূবর। সুশ্রুতে কষায় রসের এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে, যথা—যে রস আস্বাদন করিলে মুখ শুষ্ক জিহ্বা স্তম্ভিত, কণ্ঠদেশ বদ্ধ, হৃদয় কর্ষিত ও পীড়িত হয়, তাহাকে কষায় রস কহে। পৃথিবী বায়ুগুণ বহুল হইলে এই রসের উৎপত্তি হয়। এই রসের গুণ মল গ্রাহক ব্রণরোপক, স্তম্ভন, শোধন লেখন, শোষক পীড়াদাহক ক্লেদনাশক ও বায়ুবর্দ্ধক। ইহা অতিরিক্ত ব্যবহার করিলে পীড়া, মুখশোষ, উদরাধ্মান, বাক্যগ্রহ (কথা বলিতে আট কাইয়া যাওয়া), মন্যাস্তম্ভ, গাত্রস্ফুরণ, গাত্র চিমিচিমি স্রোতোরোধ, শ্যাবত্ব, শুক্রনাশ, আকুঞ্চন, আক্ষেপ প্রভৃতি বায়ুবিকার উপস্থিত হয়।

২ ক্বাথ, পাচন, ইহার অপর সংস্কৃত নাম নির্যূহ। ইহার পাঁচ প্রকার ভেদ আছে—স্বরস, কল্ক, কথিত, শীত ফাণ্ট। [তত্তৎ শব্দে দেখ।]

৩ নির্য্যাস। ৪ বিলেপন, অঙ্গলেপ।

("কণ্ঠার্পিতো লোধ্রকষায়রুক্ষে-

গোরোচনাক্ষেপনিতান্তগৌরে।" কুমার)

৫ অঙ্গরাগ। (পুং) ৬ শোনা গাছ। ৭ রাগ, আসক্তি ৮ কলিযুগ। ৯ নির্ব্বিকল্প সমাধির বিঘ্নবিশেষ। বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অখণ্ড বস্তু গ্রহণে উদ্যুক্ত হইলেও যে রাগাদি সংস্কার উদ্ভূত হইয়া তাহাকে স্তব্ধ করিয়া রাখে এবং অখণ্ড বস্তু গ্রহণ করিতে না দেয়, তাহাকেই 'কষায়' কহে। ১০ ধ বৃক্ষ। (ত্রি) ১১ কষায়রসবিশিষ্ট। ১২ সুরভি ("প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ। মেঘদূত।")

১৫ লোহিত, রক্তবর্ণ। রক্তপীতমিশ্রিত বর্ণ। অপটু। ১৬ দুর্বাধ্য। ১৭ রঞ্জিত। ১৮ আসক্ত, সংসারলিপ্ত। লোক প্রকাশ নামক বৈষ্ণবশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"কষং সংসারকান্তারমষং যে যান্তি জনাঃ।

তে কষায়াঃ ক্রোধমানমায়া লোভাঃ ইতি স্মৃতঃ॥" ৩৪০৯।

কষায়কৃৎ (পুং) কষায়ং কষায়রসং করোতি, কষায়-কৃ-ক্বিপ্-তুগাগমঃ ১ রক্তলোধ্র। ২ (ত্রি) কষায় প্রস্তুতকারী।

কষায়তা (স্ত্রী) কষায়স্য ভাবঃ, কষায়-তল্-টাপ্। কষায়ের ধর্ম।

কষায়পাক (পুং) দ্রব্যবিশেষের কাথ প্রস্তুত- প্রণালী। যে সকল কাথে জলের পরিমাণ লিখিত নাই, তথায় আর্দ্র দ্রব্য হইলে ৮ গুণ ও শুষ্ক দ্রব্য হইলে ১৬ গুণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিবে। অথবা ১ তোলা দ্রব্যে দ্রোণ পরিমিত জল দিয়া চতুর্থাংশে অবশিষ্ট রাখিতে হয়।

কষায়পাণ (স্ত্রী পুং) কষায়ঃ পানং যস্ত, বহুব্রী, ণত্ব (পানদেশে চ। পা ৮।৪।৯।) গান্ধার জাতি। (কষায়পাণা গান্ধারাঃ। কাশিকা।)

কষায়যাবনাল (পুং) কষায়ঃ রক্তবর্ণঃ যাবনালঃ, কর্মধা। কষায় রসবিশিষ্ট যাবনাল ধান্য।

কষায়রস (পুং) রসবিশেষ। [কষায় দেখ]

কষায়বর্গ (পুং) কষায়াণাং কষায়রসযুক্তদ্রব্যাণাং বর্গঃ সমূহঃ ৬তৎ। ন্যগ্রোধাদি, অম্বষ্ঠাদি, প্রিয়ঙ্গ্বাদি, লোধ্রাদি, ত্রিফলা, শল্লকী, জাম, আম, বকুল, তিন্দুক, কদলী, কতকশাক, পাষাণভেদি, বনস্পতিফল, সালসারাদি, কুলবক, কোবিদার, জীবন্তী, চিল্লী, পালঙ্কী, সুনিষণ্ণ, নীবার ও মুদ্গ প্রভৃতি দ্রব্য সংক্ষেপতঃ কষায়বর্গের অন্তর্ভূত। (সুশ্রুত।)

কষায়বাসিক (পুং) সুশ্রুতোক্ত কীটবিশেষ, এই জাতীয় কীট সোমা, সুতরাং শ্লেষ্মপ্রকোপক; ইহাদের মল-মূত্র বিষাক্ত।

কষায়া (স্ত্রী) কষ-আয় টাপ্। ক্ষুদ্র দুরালভা লতা। (Small sort of Hedysarum) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—যাস, যবাস, দুস্পর্শ, ধন্বযাস, কুনাশক, দুরালভা, দুরালম্ভা, সমুদ্রান্তা, রোদিনী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনন্তা, দুরাধগ্রহা, দুরভিগ্রহা। ভাবপ্রকাশের মতে, ইহার গুণ—মধুর, তিক্ত ও কষায়রস, সারক, শীতল, লঘু এবং কফ, মেদ, মত্ততা, ভ্রম, পিত্ত, রক্ত, কুষ্ঠ, কাস, তৃষ্ণা, বিসর্প, বাতরক্ত, বমি ও জ্বরনাশক। [দুরালভা দেখ।]

কষায়িত (ত্রি) কষায়ঃ রক্তপীতাদিবর্ণঃ সঞ্জাতোঽস্য কষায় ইতচ্। তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬। রক্তাদি বর্ণযুক্ত, যে বস্তুর রক্তাদি বর্ণ করা হইয়াছে।

("অমুনৈব কষায়িতস্তনী সুভগেন প্রিয়গাত্রভস্মনা" কুমার ৪। ৩৪।)

কষায়ী [ন্] (পুং), কষায়ো বিদ্যতে যস্য, কষায়-ইনি। ১ শালবৃক্ষ। ২ লকুচবৃক্ষ। ৩ খর্জ্জুরবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ কষায়বিশিষ্ট।

কষায়ীকৃত (ত্রি) অকষায়ঃ কষায়ঃ কৃতঃ, কষায় চ্বি-কৃ-ক্ত। যে কষায় বর্ণযুক্ত দ্রব্যে কষায়বর্ণ করা হইয়াছে।

কষায়ীভূত (ত্রি) অকষায়ঃ কষায়ো ভূতঃ, কষায় চ্বি-ভূ ক্ত। কষায়রূপে বা কষায় গুণযুক্ত করিয়া নির্মিত দ্রব্য।

কষি (ত্রি) কষিত, হিনস্তি, কষ ই (খনিকষ্যজ্যসিবসি ইত্যাদি। উণ্ ৪। ১৩৯) হিংস্রক।

(কষিহিংস্রঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কষিত (ত্রি) কষ-ক্ত। যাহা কষা অর্থাৎ পরীক্ষা করা হইয়াছে।

কষীকা (স্ত্রী) কষতি, কষ-ঈকন্ (কষি দূষিভ্যামীকন্। উণ্ ৪। ১৭।)-টাপ্। ১ পাকজাতি। (কষীকা পক্ষিজাতিঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ (কষত্যনয়া) খন্তা।

কষী (পারসী শব্দ) দাড়ি, ছেদ।

কষীদা (পারসী শব্দ) শক্ত করিয়া বাঁধা।

কষেরুকা (স্ত্রী) কষ এরক্ উ সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্। ১ পৃষ্ঠাস্থি, পিঠের দাঁড়া। ২ কশেরুকা, কেশুর।

কষ্কষ (পুং) কষ ইতি অব্যক্তশব্দমুচ্চার্য্য কষতি কষ-কষ্-অচ্। বিষধর কৃমিবিশেষ।

("যেবাযাসঃ কষ্কষাস এজৎকাঃশিপবিৎনুকাঃ। দৃষ্টশ্চ হন্যতাং কৃমি রতাদৃষ্টশ্চ হন্যতাম্॥" অথর্ববেদ ৫। ২৩। ৭।)

কষ্ট (ত্রি) কষ গত্ত হিংসা, কষ কৃচ্ছ্রাদি ক্ত নেট্ (কৃচ্ছ্র গহনয়োঃ কষঃ। পা ৭। ২। ২২।) ১ পীড়াযুক্ত। ২ গহন। ৩ পীড়াজনক। ৪ কষ্টসাধ্য। ৫ কুৎসিত। ৬ (স্ত্রী) কষ-ভাবে ক্ত। পীড়ামাত্র, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, পীড়া, বাধা, ব্যথা, দুঃখ, অমানস্য প্রসূতিজ, কৃচ্ছ্র, আভীল, আবাধা, বেদনা, দুঃখ, আমানস্য, কশাকল, অর্ত্তি, আর্ত্তি, পীড়ন, বাধন আমনস্য, বিবাধন, বিবেঠন বিবাধক, পীড়িত, কাষ ও অসর্গ। ৭ অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত দোষবিশেষ, অর্থ প্রতীতি ব্যবহিত হইলে তাহাকে কষ্ট বা ক্লিষ্টতা দোষ কহে।

"ক্লিষ্টত্বমর্থপ্রতীতের্ব্যবহিতত্বম্।" সাহিত্যদ° ৭ পঃ।)

যথা "ক্ষীরোদজাবসতিজন্ম ভুবঃ প্রসন্নাঃ।" এখানে 'জল প্রসন্ন' এই অর্থে বাক্য প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু সহজে তাহা বুঝিবার উপায় নাই,— ক্ষীরোদজা লক্ষ্মী, তাঁহার বসতি পদ্ম, পদ্মের জন্মস্থান জল। অতএব এখানে ক্লিষ্ট বা কষ্টদোষ ঘটিয়াছে।

সাহিত্যদর্পণে ইহাকে ক্লিষ্টত্ব দোষের প্রকারান্তরে 'কষ্ট' নামে অভিহিত আছে।

("কষ্টং জবর্ধাবগমো ছুরারো জাবদ্বেধি।")

কষ্টকর (ত্রি) কষ্টং করোতি কষ্ট-কৃ-ট। ১ পীড়াজনক। ২ দুঃখজনক।

কষ্টকল্পনা (স্ত্রী) কষ্টেন কল্পনা, ৩তৎ। ১ যাহা ভাবিয়া স্থির করিতে কষ্ট বোধ হয়। যাহা সহজে কল্পনা করা যায় না।

কষ্টকল্পিত (ত্রি) কষ্টেন কল্পিতং রচিতম্। যাহা কষ্টে রচনা করা হইয়াছে।

কষ্টকার (পুং) কষ্টং করোতি কষ্ট-কৃ অণ্। ১ সংসার। ২ (ত্রি) পীড়াকারক।

কষ্টকারক (পুং) কষ্টকার স্বার্থে কন্। কষ্ট, কৃ ণ্বুল বা যদ্বা কষ্টস্য কারকঃ ৬তৎ। ১ সংসার। (ত্রি) ২ দুঃখজনক।

কষ্টজীবী [ন্] (ত্রি) কষ্টেন জীবতি, কষ্ট-জীব ণিনি। ১ যে কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করে। ২ যে অনেক রোগ করিয়াও বাঁচিয়া থাকে।

কষ্টতপা [স্] (পুং) কষ্টং কষ্টকরং তপো যস্য, বহুব্রী। অতি কষ্টকর তপস্যাকারক।

কষ্টদ (ত্রি) কষ্টং দদাতি, কষ্ট দা-ক। কষ্টদায়ক, যে কষ্ট দেয়।

কষ্টরিপু (পুং) কষ্টঃ কষ্টসাধ্যো রিপুঃ, কর্ম্মধা। যে শত্রুকে কষ্টে পরাজয় করিতে হয়। মনুসংহিতায় ইহার এইরূপ লক্ষণ উক্ত আছে,—

"প্রাজ্ঞং কুলীনং শূরঞ্চ দক্ষং দাতারমেব চ।

কৃতজ্ঞং ধৃতিমন্তঞ্চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ।"

বিদ্বান, কুলীন, বীর, দক্ষ, দাতা, কৃতজ্ঞ ও ধৈর্য্যশালী শত্রুকে পণ্ডিতগণ 'কষ্টরিপু' কহেন।

কষ্টলভ্য (ত্রি) কষ্টেন লভ্যং, ৩তৎ। যাহা কষ্টে পাওয়া যায়।

কষ্টশ্রিত (ত্রি) কষ্টং শ্রিতং আশ্রিতং যেন, বহুব্রী। ১ যে কষ্ট পাইতেছে। ২ কঠোর ব্রতকারক।

কষ্টশ্রোত্রিয়। বঙ্গদেশীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের একটি বিভাগ। [শ্রোত্রিয় দেখ।]

কষ্টসহ (ত্রি) কষ্টং সহতে কষ্ট-সহ-অচ্। কষ্টসহিষ্ণু।

কষ্টসাধ্য (ত্রি) কষ্টেন সাধ্যম্, ৩তৎ। ১ যাহা কষ্টে আরোগ্য করিতে হয়। ২ যাহাকে কষ্টে পরাজয় করিতে হয়।

কষ্টস্থান (ক্লী) কষ্টং কষ্টকরং স্থানম্, কর্ম্মধা। দুঃখজনক স্থান।

কষ্টহরণপর্ব্বত, মুঙ্গের পর্ব্বতের একটি প্রাচীন নাম।

কষ্টহরণী, ১ কীকট দেশস্থ একটি নদী। (ব্রহ্মখণ্ড ২১। ৪১)

২ অঙ্গদেশের নদীকূলের নিকট প্রতিষ্ঠিত এক প্রাচীন দেবীমূর্ত্তি। (দেশাবলী ৪৪। ২। ৬)। বর্ত্তমান মুঙ্গেরের নিকট।

কষ্টা (দেশজ) কষায় রসবিশিষ্ট।

কষ্টি (স্ত্রী) কষ-ভাবে ক্তি। ১ কষা, পরীক্ষা করা। ২ (অধি-করণে ক্তি) কষিবার পাথর।

কষ্টিপাথর (দেশজ) সোণা রূপা পরীক্ষা করিবার পাথর বিশেষ।

কষ্টেস্বৃষ্টে (দেশজ) অতি কষ্টে। সংস্কৃত ভাষাতেও কষ্ট সৃষ্টি' শব্দের উত্তর তৃতীয় বিভক্তি করিয়া অতি কষ্টের স্থলে 'কষ্টসৃষ্ট্যা' এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

কস্ (দেশজ) ১ কাষ। ২ মুখের পার্শ্বভাগ।

কস (পুং) কসতি বিকসতি স্বাদুতা, কস অচ্। কস কষ্টিপাথর।

কসন (পুং) কসতি হিনস্তি, কস ল্যু। কাসরোগ।

কসনা (স্ত্রী) কসতি হিনস্তি, বিষেণ পীড়য়তি কস যুচ্ টাপ্। লূতাবিশেষ, কৃষ্ণবর্ণ মাকড়সাবিশেষ। ইহার মুখ স্পর্শে বিষরোগ হইয়া থাকে। [বিষ শাস্ত্র দেখ।]

("অভিদ্রুত বদ্ধা কৃষ্ণা কসনা চাপি তু পঞ্চ চ্চ। সুশ্রুত।)

কসনি (দেশজ) ১ খাকড়ার। প্রথবন্ধ। (প্র)

"কুন্দলের থুকাড় ১ করে পিঠে পাড়।

কসান কুলের দাত শাগাসবিহীন।' রামেশ্বর শিবা ।।

২ কাদিয়া বাধা।

কসনোৎপাটন (পুং) কসনং কাসরোগং উৎপাটয়তি কসন-উৎ-পট-ণিচ্-ল্যু। বাসক বৃক্ষ।

কসব্ (আরবী) বাণিজ্য, ব্যবসা।

কসম্ (আরবী) শপথ।

কসর্ণীর (পুং) সর্প বিশেষ (অথর্ব্বসংহিতা ১০। ৪। ৫)

কসরবাণি, বেহার অঞ্চলের বেণিয়া জাতির একটি শাখা এই শাখা আবার ২৬ থাকে বিভক্ত, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রধান, যথা—সগেলা, বগেলা, চনহাৎ কথোতিয়া, আবকাহনা চাত্রানিয়া, চোকাবার, মালহটিয়া, জোগসখাজি, সোনচক্র, পেকেশীড়, সোনাল, তারনি ও ত্রিকশম।

কসরোণিয়া স্ব স্ব থাকে অথবা যাহার সহিত পাঁচ পুরুষ সম্বন্ধ আছে এরূপ লোকের সহিত বিবাহ কার্য্য করে না। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। পুরুষেরা বহুবিবাহ করিতে পারে। বিধবাবিবাহ ইহাদের মধ্যে দোষের নহে তবে বিধবা কোন ক্রমে আপন দেবরকে বিবাহ করিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, বিষ্ণুর

উপাসনা ব্যতীত, তাহারা 'বন্নী' ও 'গোখা-শম্ভুনাথ নামক গ্রাম্যদেবতারও পূজা করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই দোকানদার, তবে অল্প লোকেই কৃষিকার্য্য করে। ইহারা তেলী অথবা মুসলমানকে কখন গবাদি বিক্রয় করে না।

কসা (স্ত্রী) কসতি তাড়য়তি, কস-অচ্-টাপ্। ১ কশা, চাবুক। ২ (দেশজ) মুখের প্রান্তদেশ।

কসাই (আরব্যশব্দ) ১ পশুঘাতক। ২ (দেশজ) একটি নদী। মানভূমজেলার উত্তর পশ্চিমাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া মানভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর হইয়া হলদী নদীর সহিত মিশিয়াছে। কালিদাসের রঘুবংশে ইহা 'কপিশা' নামে উক্ত হইয়াছে। কোন কোন প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে ইহার নাম কংসবতী দৃষ্ট হয়।

কসাগিলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Dolichos hexandras)

কসাম্বু (স্ত্রী) পিতৃলোকদিগকে কব্যদান সময়ে যে জল দান করা হয়:

কসায়ী (আরব্যশব্দ) কসাই, পশুঘাতক।

কসারস (পুং) পক্ষীবিশেষ।
("হংসকাকমযূরাণাং কৃকলাসকসারসাম্।" মহাভারত ১৩৬ অঃ)

কসালা (আরবী) কষ্ট।

কসিপু (পুং) কসতি নাশি দুঃখম্, (নিপাতনাৎ সিদ্ধম্।) ১ কশিপু। ২ অন্ন।

কসুনি (দেশজ) ১ কসাকসি। ২ গৃহস্থ পরিবারকে শাসন বা পীড়াপীড়ি।

কসুর (আরবী) ১ অভাব। ২ ত্রুটি। ৩ অবশিষ্ট। ৪ দণ্ড।
"পাঞ্চলি পঞ্চকাত, ওড়ালোন সনাতন,
ধানকাটি কমির কসুরে।" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী।)

কস্কষালি (দেশজ) ক্রোধে দন্ত কড়মড়ি।

কস্‌কস্ (দেশজ) ১ অধিক উত্তপ্ত। ২ অধিক কাঁচা। ৩ অত্যন্ত ক্রোধ।

কসিয়া, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গোরখপুরজেলার ডোণ-তহসীলের এলাকাধীন একটি গ্রাম, গোরখপুর হইতে ১৮। ক্রোশ পূর্ব্বে।

কসিয়া গ্রাম—বৌদ্ধগ্রন্থে 'কুশীনগর' নামে পরিচিত। এইখানে শাক্যবুদ্ধের নির্ব্বাণ হয়। ভারতবর্ষের বৌদ্ধ রাজাদিগের সময় এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে দেশ বিদেশ হইতে বৌদ্ধযাত্রিগণ অতি পবিত্র তীর্থ ভাবিয়া এই স্থান দর্শন করিতে আসিত। খৃষ্টের ৫ম ও ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও হিউএন্‌সিয়াং এই পবিত্রস্থান দেখিতে আসিয়াছিলেন। হিউএন্‌সিয়াং লিখিয়াছেন, 'এই নগরের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে, অজিতাবতী নদীর পরপারে শালবন ছিল, এই বনে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভ করেন। তাঁহার স্মরণার্থ অশোকরাজ অনেকগুলি স্তূপ ও একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে এক প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

হিউএন্‌সিয়াঙের সময়ে এখানকার পূর্ব্বসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছিল, তৎকালে এখানকার প্রায় উপবন সকলই ধ্বংস হইয়াছিল। কেবল অশোকরাজ-নির্ম্মিত একটি বৌদ্ধস্তূপ এবং বুদ্ধমূর্ত্তি ভূষিত একটি বিহার সেই পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছিল।

এখন এই গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে অশ্বত্থমূলে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি, একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীন স্তূপ এবং রামভর-ভবানী নামক দেবীমন্দির আছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তি ছিল, কালবশে গণ্ডকীনদীর জলস্রোতে সেই সমস্ত কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রামে ডাকঘর, ঔষধালয়, পুলিসের থানা ও জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের থাকিবার কাছারী আছে।

কসিয়াড়ি, মেদিনীপুরজেলার তমলুক উপবিভাগের অন্তর্গত একটি গ্রাম। অক্ষা° ২২° ৭´ ২৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৭°১৬´২০´´ পূঃ। এই গ্রামটি বাণিজ্যপ্রধান, এখানে তসরের কৃষি হয় এবং তসরের ব্যবসায় জন্যই এই স্থান বিখ্যাত।

কসেরা, বেহার অঞ্চলের এক প্রকার বেণিয়াজাতি।
[কাঁসারি দেখ।]

কস্কাদি (পুং) পাণিনি-ব্যাকরণোক্ত বিসর্গস্থানে নিত্য স হইবার জন্য গণবিশেষ।

"কস্ক, কৌতস্কুত, ভ্রাতুষ্পুত্র, শুনস্কর্ণ, সদ্যস্কাল, সদ্যস্ক্রী, সাদ্যস্ক্রী, কাংস্কান্, সর্পিষ্কুণ্ডিকা, ধনুষ্কপাল, বর্হিষ্পল, যজুষ্পাত্র, অয়স্কান্ত, তমস্কাণ্ড, অয়স্কাণ্ড, মেদস্পিণ্ড, ভাস্কর, অহস্কর ও আকৃতিগণ।" (পা ৮। ৩। ৪৮।)

কস্তুরী (স্ত্রী) [বৈ] কং শিরোহপ্রকাশকং তন্তুরিব, ক-তনু-অণ্ ঙীষ্। শকটের অধঃপতন নিবারণ জন্য মেধিবিশেষ।

কস্তীর (স্ত্রী) রাং, রঙ্গধাতু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পুত্র-পিচ্চট, মৃদঙ্গ, বঙ্গ রঙ্গ, ত্রপু, স্বর্ণজ, নাগজীবন, অলকপত্র, চক্র, তমর, নাগজ, আলীনক ও সিংহল। [রঙ্গ দেখ।]

কস্তুরিকা (স্ত্রী) কস্তূরী-স্বার্থে কন্-টাপ্। (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কস্তূরী।

কস্তূর (দেশজ) কস্তূরী।

কস্তূরা (দেশজ) কস্তূরী।

কস্তূরিকা (স্ত্রী) কস্তূরী স্বার্থে কন্-টাপ্। (পৃষোদরাদিত্বাৎ) হ্রস্বঃ। কস্তূরী।

কস্তূরিকামৃগ (পুং) একজাতীয় হরিণ। ইহাদের তল-পেটের নিকট নাভিতে কস্তূরী সঞ্চিত থাকে এবং ইহাদের শরীর হইতে কস্তূরীগন্ধ নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহাদিগকে কস্তূরিকামৃগ কহে। সংস্কৃত পর্য্যায়—কস্তূরীমৃগ, গন্ধবাহ, গন্ধমৃগ। ভারতবর্ষে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এই মৃগ পরিচিত ও সমাদৃত। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা ৫ প্রকার মৃগের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে কস্তূরিকামৃগ 'পার্থিবমৃগের' অন্তর্গত। যথা—

"পৃথিব্যপ্‌বায়ুগগনান্তেজোহধিকাস্ত পঞ্চধা।
বিভাজ্যৈ নৈকভেদাস্ত সমস্তা মৃগজাতয়ঃ॥
যে গন্ধিনঃ ক্ষীণশরীরকর্ণা-
স্তে পার্থিবা গন্ধমৃগাঃ প্রদিষ্টাঃ।" যুক্তিকল্পতরু।

মৃগজাতি এক প্রকার নয়। পার্থিবমৃগ, জলমৃগ, বায়ুমৃগ, গগনমৃগ ও তেজোমৃগ এই পাঁচ প্রকার ভেদ আছে। যে সকল মৃগের শরীর ও কর্ণ ক্ষীণ, গন্ধবিশিষ্ট, তাহাদিগকে পার্থিব গন্ধমৃগ বলা যায়। [মৃগ দেখ।] এই গন্ধমৃগেরই অপর নাম কস্তূরিকামৃগ।

কস্তূরিকামৃগ রোমন্থক চতুষ্পদ পশুর মধ্যে পরিগণিত। সচরাচর যে সকল হরিণ দেখা যায়, ইহারা সেরূপ নয়। হরিণের বড় বড় শিং থাকে, কিন্তু ইহাদের তাহা নাই, তবে গাত্র হাব ভাব ঠিক হরিণের মত, এজন্য ইহাদিগকে এক বিভিন্ন জাতীয় হরিণ বলা যায়। হরিণের ন্যায় ইহাদের চক্ষুর মূলে অক্ষিছিদ্র নাই। এ ছাড়া ইহাদের উপর-মাড়ি হইতে গালের দুই পার্শ্বে দুইটি গজদন্ত ২।৩ অঙ্গুলি বাহির হইয়া থাকে। লোম স্পর্শ করিলে হংস-পুচ্ছের পালকের মত কর্কশ বোধ হয়।

কস্তূরীর জন্যই কস্তূরিকামৃগের এত আদর। এই সুগন্ধি দ্রব্য বহুদিন হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত। [কস্তূরী দেখ]

"কস্তূরিকামৃগবিমর্দ সুগন্ধিরেতি" মাঘ।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের তিন জায়গায় তিনপ্রকার কস্তূরিকামৃগ পাওয়া যাইত, স্থানভেদে কস্তূরীরও তারতম্য ছিল। কাশ্মীর-পণ্ডিত নরহরি-বিরচিত নিঘণ্টুরাজনামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"কপিলা পিঙ্গলা কৃষ্ণা কস্তূরী ত্রিবিধা মতা।
নেপালে কপিলা কাশ্মীরকে কামরূপে কপিলা জায়তে॥
কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ।
কাশ্মীরদেশসম্ভবা কস্তূরী অধমা স্মৃতা॥"

নেপাল কাশ্মীর ও কামরূপ এই তিনদেশে তিন প্রকার কস্তূরী জন্মে। কামরূপের কস্তূরী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, নেপালের কস্তূরী মাঝামাঝি, দেখিতে নীল এবং কাশ্মীরের কস্তূরী অধম, দেখিতে কপিলবর্ণ।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে, পূর্ব্বকালে কামরূপ, নেপাল ও কাশ্মীরে তিন প্রকারের কস্তূরীমৃগ বাস করিত। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের মতে হিমালয় প্রদেশই এই জাতীয় মৃগের প্রধান বাসস্থান,—

"মৃগনাভিঃ কস্তূরী তদন্বিত কস্তূরীমৃগাধিষ্ঠানাদিত্যর্থঃ
তেন হিমাদ্রাবপি তদ্‌গত সকালোহস্তীতি গম্যতে॥"

কুমারসম্ভবে মল্লিনাথকৃত টীকা ১।৫৪।

এই মৃগজাতি মাইবেরিয়া, মধ্য এসিয়া এবং হিমালয়-প্রদেশে জীবজন্তুর সমুদ্র হইতে ৮০০০ ফুট উচ্চ স্থানে, তিব্বত ও আলতাইদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে সাইবেরিয়ায় এই মৃগ দৃষ্ট হয়। সকল স্থানের কস্তূরিকামৃগ অপেক্ষা তিব্বতদেশীয় কস্তূরীমৃগ অধিক আদরণীয়। ইহাকে তিব্বতে 'লা', 'লব', কাশ্মীরে 'রৌস', কুনাবরে 'রেবা', হিন্দুস্থানীরা 'কস্তূর' ও 'কস্তূরী', মহারাষ্ট্রে 'সেমোরী' ও গাড়ুতে 'মুস্কু' বলে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম (Moschus Moschiferus)

কস্তূরীমৃগ ২॥ ফুটের অধিক বড় হয় না চক্ষু কাল মধ্যে মধ্যে লাল ও ধূসরের ছিটা, ঠোঁট পীত লেজ ছোট প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা, স্ত্রী ও পুরুষের ২ বৎসর পর্য্যন্ত লোমের উপরে লোম ও নিম্নভাগে পশম থাকে, পুরুষ বড় হইলে লোম বা পশম থাকে না। কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের নাভি হইতেই কস্তূরী উৎপন্ন হয়।



কস্তূরিকামৃগ।

ইহারা অতি ভীরু, নিরীহ, লাজুক এবং নির্জ্জন-প্রিয়। নিবিড় অরণ্য ও মানবের অগম্য উপত্যকাপ্রদেশ ইহাদের বিচরণ-ভূমি। শিকারীরা বহুকষ্টে ইহাদের ধরিতে অথবা আক্রমণ করিতে পারে। কোনক্রমে ধরিতে পারিলে শিকারীরা ইহাদের নাভিচ্ছেদন করিয়া লয় এবং উহা অধিক মূল্যে ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে।

কস্তূরিকা মৃগের নাভি (Musk-bag) একটি ছোট পায়রার ডিমের মত, আকার বৃক্কের ন্যায়। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টাভার্ণিয়ার ১৬৭৩টি নাভি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কস্তূরিকামৃগ পর্ব্বতস্থ সামান্য তৃণ ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। ইহাদের চারি পা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, দূর হইতে তাহাতে অস্থ্যাদির কোন দেখা যায় না। এরূপ একটি গল্প আছে যে, কস্তূরিকামৃগের হাঁটু নাই।

ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে কস্তূরিকামৃগের মত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র পশু আছে, কিন্তু তাহাদের নাভিতে কস্তূরী উৎপন্ন হয় না। সুমাত্রা ও যবদ্বীপে এই ক্ষুদ্র অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত হরিণকে কোথাও 'সেভ্রোটন্' কোথাও বা "নপু" বলে। ইহার ইংরাজী প্রকৃত নাম Tragulus Javanicus



ইহা যবদ্বীপবাসিগণের অতি প্রিয়, পুষিলে বেশ পোষ মানে।

কস্তূরী (স্ত্রী) কসতি গন্ধোৎকটত্বাৎ কস উর-তুট্ ঙীপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ [কস্তূরিকামৃগ দেখ।] ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মৃগনাভি, মৃগমদ, মৃগ, মৃগী, নাভি, মদ, বাতামোদ, যোজনগন্ধিকা, মদনী, গন্ধকেলিকা, বেধমুখ্যা, মার্জ্জারী, সুভগা, বহুগন্ধা, সহস্রবেধী, শ্যামা, কামানন্দা, মৃগাণ্ডজা, কুরঙ্গনাভি, ললিতা, শ্যামলা, মোদিনী, কস্তূরিকা, কস্তুরিকা, নাভী, লতা, যোজনগন্ধা, মার্গ, গন্ধবোধিকা, কামাক্ষী, ধূপনকারী, বিত্রা ও গন্ধশিখাচিকা। কস্তূরীমৃগের নাভি (একটি ক্ষুদ্র থলী আকারে) থাকে। তন্মধ্যে এই কস্তূরী উৎপন্ন হয়। এই জন্য সচরাচর ইহাকে মৃগনাভি বলে। আরবী ও পারসি ভাষায় মুস্ক্, বা মিস্ক্ হিন্দী তামিল ও তেলগু ভাষায় কস্তূরী ও কস্তূর। যব ও মলয়ে দিদেশ। সিংহলে কস্তা বা উরুলা। ব্রহ্মে দো। চীনে শি হিয়া। করে কবর্ণ ও মস্কস্ ইতালীতে মুসচিও। জর্ম্মাণ বিসম্, পর্ত্তুগীজেরা অলমিস্কার, ওলন্দাজেরা মস্ক, দিনেমারেরা বিসমের, ফরাসীরা মস্ক, ও ইংরাজীতে মাস্ক কহে। মৃগনাভি কিছু উগ্র, ইহার আস্বাদ কটু অথচ মুখে দিলে বেশ সুগন্ধ বাহির হয়।

ভারতবর্ষে মৃগনাভির আদর বহু পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন বৈদ্যক মতে, কামরূপ, নেপাল ও কাশ্মীর এই তিনদেশে কস্তূরী উৎপন্ন হয়, ইহাদিগের মধ্যে কামরূপের কস্তূরী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহা কৃষ্ণবর্ণ, নেপালের মধ্যম নীলবর্ণ, এবং কাশ্মীরের অধম কপিলবর্ণ। খরিকা, তিলকা কুলথা, পিণ্ডা ও নাভিকা নামে ইহা পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত। (ভাবপ্রকাশ) রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—সুগন্ধি, তিক্ত, চক্ষুর হিতকারক এবং মুখরোগ, কিলাস, কফ, দৌর্গন্ধ্য, বাতদোষ, অলক্ষ্মী, মলা, রক্তপিত্ত ও ছর্দ্দিনাশক। এতদ্ভিন্ন ভাবপ্রকাশে কটু, ক্ষার, উষ্ণ, শুক্রজনক গুরু এবং শীত ও শোষনাশক এই কয়েকটি গুণ অধিক লিখিত আছে।

পূর্ব্বে য়ুরোপের লোকেরা কস্তূরীর বিষয় জানিত না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবেরা য়ুরোপে কস্তূরী লইয়া যায়। আরব ও পারসিকেরা কস্তূরীকে মুসক বলে, তাহা হইতে লাটিন মুস্কস্ (Muschus) ও ইংরাজী মাস্ক্ (Musk) শব্দের উৎপত্তি।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ—

উত্তেজক ও আক্ষেপনাশক হাঁফানি কাশ (১০-১৫ গ্রেণ), কাসী (১০ গ্রেণ দিনে ৩। ৪ বার), মূর্চ্ছা রোগ, তাণ্ডবরোগ, বহুমূত্র স্ত্রীলোকের প্রসবকালীন আক্ষেপ হিষ্টিরিয়া, সোহকর ও ভাত্রিক জ্বর, (Pneumonia), ফুস্ফুস্ প্রদাহ (২৫—৩০ গ্রেণ) ও বাতরোগে বিশেষ উপকারী। ছেলেদের তড়কারোগে অধিক আক্ষেপ হইতে থাকিলে ১-৫ গ্রেণ কস্তূরী পিচ্কারী করিয়া প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ ফল পাওয়া যায়।

একণে তিন প্রকার মৃগনাভি প্রচলিত; তিব্বতদেশীয়, রুষদেশীয় ও চীনদেশীয়। ইহার মধ্যে তিব্বতদেশীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট, চীনের মধ্যম, রুষের অধম। রুষদেশীয় মৃগ হইতে যে কস্তূরী পাওয়া যায়, তাহা তেমন উৎকৃষ্ট না হওয়ায় ব্যবসাদারেরা রুষদেশীয় মৃগের নাভি হইতে কস্তূরী আনিয়া চীনদেশীয় মৃগের নাভিতে পুরিয়া রাখে, তাহাতে উহার গন্ধ অনেকটা পরিবর্ত্তিত হয়।

মৃগনাভি অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় এক একটি নাভির মূল্য ১৫৲। ১৭৲ টাকা, তাই ব্যবসায়ীরা ইহাতে মাংসের কুচি ও রক্ত মিশাইয়া কৃত্রিম চর্ম্মলোমে ঢাকিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু মৃগনাভির পরীক্ষা অতি সহজে হয়। কৃত্রিম মৃগ-

নাভি আগুনে ফেলিলে তাহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। কিন্তু প্রকৃত কস্তূরীতে এমন ঘটে না। (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Hibischus Abelmoschus) আর একজাতীয় গাছ আছে তাহা দেখিতে কেয়াওগাছের মত (Amaryllis Zeylanica)

কস্তূরীকাগুরু (পুং) মৃগনাভি।

কস্তূরীতিলক (ক্লী) কস্তূরীতিলকং ৬-তৎ। কস্তূরীর ফোঁটা। ("কস্তূরীতিলকং ললাটফলকে।" বিষ্ণুস্তব।

কস্তূরীমল্লিকা (স্ত্রী) কস্তূরী গন্ধযুক্তা মল্লিকা মধ্যলো°। মৃগমদবাসা। ২ লতাকস্তূরী। ইহাকে এদেশে কস্তূরী বলে, কস্তূরীগাছ দুইপ্রকার—একপ্রকার লতানিয়া, অপর কেয়াওগাছের মত, উভয় গাছে ফল ও ফুল হয়। ফুল এবং ফলের বীজে বেশ গন্ধ আছে। এদেশে মাথাঘসায় মসলায় কস্তূরীবীজ দেওয়া হয়।

কস্তূরীমৃগ [কস্তূরিকামৃগ দেখ।]

কস্তূরীবল্লিকা (স্ত্রী) কস্তূরীগন্ধযুক্তা বল্লিকা মধ্যলো°। লতাকস্তূরী। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর ও তিক্তরস শীতল, লঘু, চক্ষুর হিতকর, ছেদক এবং শ্লেষ, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ ও মুখরোগনাশক।

কস্মল (ক্লী) কশ-কল-মুট্ (নিপাতনাৎ) শত সপ্তম। কশ্মল। ২ মোহ।

কসরৎ (আরবী) ব্যায়াম, কৌশল।

কসলৎ (আরবী) [illegible], কৌশল।

কসবা (আরবী) ক্ষুদ্র [illegible] গ্রাম

কসবাটী (দেশজ) মহৎ [illegible]

কসবী (আরবী) বেশ্যা।

কসবীবাজ (আরবী শব্দজ) লম্পট।

কস্বর (ত্রি) কস-বরচ। ১ গমনশীল, যে গমন করিতেছে। ২ চঞ্চল।

কহন (দেশজ) বলা।

কহয় (পুং) কহ সূর্য্যস্য হয়ঃ অশ্বঃ। সূর্য্যের অশ্ব। সূর্য্যের অশ্ব সাতটি ইহাদের সকলেরই বর্ণ হরিৎ অর্থাৎ সবুজ।

কহরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, খয়েরা মাছ

কহলক (দেশজ) এক জাতীয় ঘুঘু (Columba lineata)

কহা (দেশজ) বলা।

কহাকহি (দেশজ) বলাবলি পরস্পর কথা কহা।

কহার (পুং) কটাহ।

কহিক (পুং) কহতে-ঠক (দ্বিতীয়াদচো লোপে সন্ধ্যক্ষর-[illegible] । পা ৫। ৩। ৮৩ বার্ত্তিক ৮।) [illegible] সাধুঃ। পক্ষিবিশেষ।

কহু (দেশজ) ককুভ গাছ। (Pentaptera glabra)

কহুবা (দেশজ) একপ্রকার অর্জুন গাছ, ককুভ।

কহুয় (পুং) কে-কাশ্ হুয়ঃ, কঃ সূর্য্যঃ হুয়ে, যস্য বহুব্রী। সূর্য্যের আহ্বানকারক ঋষিবিশেষ।

কহুয়া (দেশজ) বাগ্মী, যে অধিক ও ভাল বলিতে পারে। যেমন কহিতে বলিতে লোক।

কহোড় (পুং) ঋষিবিশেষ, ইনি উদ্দালকের শিষ্য ও অষ্টাবক্রের পিতা।

কহ্লণ (পুং) কহ্লণ। রাজতরঙ্গিণী প্রণেতা। [কহ্লণ দেখ।

কহ্লার (ক্লী) কস্য জলস্য হ্লার হব কে জলে হ্লাদতে কহ্লাদ্ পচাদ্যচ্-(পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ)। শ্বেত উৎপল, শ্বেত শুঁদি, হেলা ফুল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সৌগন্ধিক, কহ্লুণ ও শতক। (Nymphaea lotus) এদেশের [illegible] কোন কোন স্থানে ছোট শুঁদি বলে। ইহা [illegible] স্থানে জলা ও পুষ্করিণীতে জন্মে। অপর [illegible] ফুলও বড় হয়। ইহার শাক খাওয়া যায়। ইহার ফুল [illegible] সাদা বা লাল রঙের হয়। রাজবল্লভের মতে, ইহার পুষ্প গুণ—কষায় ও মধুর রস, শীতল এবং পিত্ত কফ ও রক্ত নাশক।

কহ্ব (পুং) কে জলে হ্বয়তি স্পর্দ্ধতে বা কহ্ব [illegible] বক। (বকে কহ্বো বকোটবৎ। হেম ৪। ৩৯৮।

কা (অব্যয়) ১ কাকের শব্দ। ২ মন্দ। ৩। পথ ও অক্ষ শব্দ পরে থাকিলে কু শব্দের স্থানে কা আদেশ হয় (কা পথ্যক্ষয়োঃ। পা ৬। ৩। ১০৪।)

কাই (দেশজ) লেই, মণ্ড।

কাইট (দেশজ) ১ কিট্ট, ময়লা। ২ তৈলাদির নীচে যে পদার্থ জমিয়া থাকে, ঐরূপ পদার্থের নাম কাইট বা কাট।

কাইবীচি (দেশজ) তেঁতুলের বীজ, এই বীজের শাঁসে কাই বৎ আটা থাকে, বোধ হয় তাই কাইবীচি নাম হইয়াছে [তেঁতুল দেখ।]

কাইম (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থলে 'কেমা', কোনখানে বা 'খরিম', তৈলঙ্গে 'নীল বোলাকোডি' এবং বঙ্গের কোন কোন স্থানে 'কেম' বলে। ইংরাজীতে (Porphyrio poliocephalus.)

এই পাখী দেখিতে গাঢ় নীল, পুচ্ছ চিক্কণ কৃষ্ণ, পুচ্ছের মূলের নিম্নভাগ শ্বেত এবং উপরিভাগ অল্প নীল। ঠোঁট লাল, উপরিভাগ কিছু কতকটা কাল, দুই চক্ষুর উপর যেন রক্তের ফোঁটা, পা দুটি ইটের মত লাল। এক একটি লম্বায় ১ হাত, ডানা ১৩ অঙ্গুলি।

এই পাখী ভারতবর্ষ ও সিংহলের খাল, বিল, জলা, অথবা নদীর যেখানে অধিক খাগড়া গাছ জন্মে এরূপ স্থানেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। যে ঝিল অথবা বিলের চারিপাশে ঝোপ থাকে, এরূপ স্থানই কাউয়-পাখীর প্রিয় ও আবাসযোগ্য। ইহাদের ডাক কুঁকড়ার ন্যায়। বীজ ও শাক সব্জী ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহাদের ডিম কখন কখন কুঁকড়ার বাসায় দিয়া ফোটান হয়। আফ্রিকা ও নিউহলাণ্ডে এই জাতীয় কএকপ্রকার পাখী আছে। ভূমধ্যসাগরের দ্বীপপুঞ্জে একজাতীয় কাইম আছে, তাহারা অন্যান্য হাঁসের ডিম চুষিয়া খায়।

কাইল (দেশজ) কলা, কাল্।

কাউর (দেশজ) ব্রণবিশেষ, শিশুদিগের গলাদিস্থানে ইহা উৎপন্ন হয়, ইহার আকৃতি প্রায় পাঁচড়ার ন্যায়, চিকিৎসাও তদ্রূপ। [পামা দেখ।]

কাএদা (আরবী) ১ অধিকার। ২ বশ। ৩ সুশৃঙ্খল। ৪ নৈপুণ্য। ৫ বন্দোবস্ত।

কাএম (আরবী) স্থায়ী।

কাএমগঞ্জ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ফরুখাবাদ জেলার একটি তহশীল। গঙ্গার বামকূলে অবস্থিত। কাম্পিল ও শমসাবাদ ইহার অন্তর্গত। তহশীলের কতকাংশ ডাঙ্গা ও কতকাংশ নাবাল কতকাংশে বালুকাময় আবার কতকাংশ বেশ উর্বরা। [কাম্পিল ও শমসাবাদ দেখ।] এই তহশীলের ভূপরিমাণ ৩৭১ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে ২৪০ বর্গমাইলে কৃষি হয়। জোয়ার, বাজরা ইক্ষু ও কার্পাস বেশ জন্মে। (১৮৮১ সালের সংখ্যানুসারে) এখানে ১৬৭১৫৬ লোকের বাস। তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। গবর্ণমেন্টের বার্ষিক খাজনা ২৫৫৬৮০৲। এখানে দাওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত আছে।

কাএমগঞ্জ তহশীলের প্রধান কাছারী ও কাম্পিল পরগণার প্রধান নগর কাএম-গঞ্জ। অক্ষা° ২৭° ৩৩ ১০ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৩ ৪৫। বুড়গঙ্গানদীর অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

এই নগর ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ফরুখাবাদের প্রথম নবাব মুহম্মদ খাঁ কর্তৃক স্থাপিত হয়। তিনি আপন পুত্র কাএমের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ করেন। এইখানে পাঠানদিগের দুর্গ ছিল, এখনও অনেক পাঠান এই নগরের নিকটবর্ত্তী জমি ভোগ করিতেছে।

কাএমগঞ্জ নগর আম, তামাক ও বিলাতী আলুর জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে নানাপ্রকার বস্ত্র ও ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি লৌহাস্ত্রও প্রস্তুত হয়। লোকসংখ্যা ১০৩৪৩।

কাএমজঙ্গ, ফরুখাবাদের নবাব মুহম্মদ খাঁ বঙ্গসের পুত্র, পিতার মৃত্যুর পর ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ফরুখাবাদের নবাবীপদ গ্রহণ করেন। ইঁহারই নামানুসারে কাএমগঞ্জ নগরের নামকরণ হয়।

রোহিলা সর্দার আলী মুহম্মদ খাঁর মৃত্যু হইলে, নবাব কাএমজঙ্গ আপন উজীরের প্ররোচনায় রোহিলখণ্ড ও রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধঘোষণা করেন, ঐ যুদ্ধে তিনি পরাস্ত ও নিহত হন (১০ই নবেম্বর ১৭৪৯ খৃঃ)। এই সময়ে সেই চতুর উজীর কাএমজঙ্গের সকল বিষয়সম্পত্তি অধিকার করিল। নবাবের প্রধান কর্ম্মচারিগণ বন্দী হইয়া প্রয়াগে আসিল। কেবল নবাবমাতা আপন ভরণপোষণের জন্য ফরুখাবাদ নগর ও কতকগুলি ক্ষুদ্র জেলা পাইলেন। উজীরই সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিল। উজীরের সহকারী রাজা নবল রায় বিজিত স্থানসমূহের শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নবল রায়ের আধিপত্য বেশী দিন থাকিল না। কাএমজঙ্গের ভ্রাতা আহমদ খাঁ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, ভ্রাতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন।

কাএমী (আরবী কাএম্ শব্দজ) স্থায়ী।

কাওয়ালী (দেশজ) তালবিশেষ।

হিন্দুস্থানীরা 'কাবালী' কহে। বাঙ্গালা শ্রেণীর গায়কেরা প্রায় এই তাল ব্যবহার করেন, বোধ হয় তাই এরূপ নাম হইয়াছে। ইহা ঢেতালা (ত্রিতালী) ও জলদ ঢেতালা (দ্রুতত্রিতালা) নামেও পরিচিত। জলদ ঢেতালা বিলম্বিত ঢেতালা, মধ্যমান ও আড়াঠেকা, ইহারা একজাতীয় কেবল আড় করিয়া বাজাইলে একই বোল বাজান যাইতে পারে। মধ্যমানকে দ্বিগুণ জলদ করিলে কাওয়ালী, মধ্যমান হইতে জলদ কাওয়ালী হইতে আড় হইলে বিলম্বিত ঢেতালা, মধ্যমান আড় হইলে 'ঢিম ঢেতালা'। আড়াঠেকা বোল মধ্যমানকে কিছু আড় বাজাইলেই হইতে পারে। কাওয়ালী চারমাত্রার তাল ও একটি ফাঁক। ঠেকা—

।+ । ।১ ।
১। ধা ধিন্ ধিন্ ধা, তেৎ ধাগে ত্রেকেটে ধিন্,
।০ । ।১ ।
তা তিন্ তিন্ তা, কৎ তাগে ত্রেকেটে ধিন্ ::
।+ । ১
২। ধা ধিন্ ধিন্ ধা, তা ধিন্ ধিন তা,
।০ ।১ ।
তা তিন্ তিন্ তা, না ধিন ধিন্ তা ::
।+ ।১
৩। ধা ধিন্ ধা, না ধিন্ ধা,
।০ ।০
তি তিন্ তা না ধিন ধা ::

তৃতীয় প্রকার ঠেকা জলদ বাজাইবার কালেও সেতারের সঙ্গতেই অধিক প্রচলিত।

কাওয়াঠোঁটী (দেশজ) শস্যবিশেষ, কাককঙ্গা।

কাওরা (দে শব্দ) বাঙ্গালায় বাগ্দীজাতীয় অতি নীচ শ্রেণীর হিন্দু জাতিবিশেষ। ইহারা পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালায় 'কাওরা', পশ্চিম বাঙ্গালা, মধ্যবাঙ্গালা ও ছোটনাগপুরে "খৈরা", মানভূম ও বাঁকুড়ায় 'খয়রা' ও সাঁওতাল পরগণায় 'কোরা' নামে প্রসিদ্ধ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে ইহারা, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতির অন্তর্গত। ছোট নাগপুর, পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালায় ইহারা কৃষিকর্মাদি ও চাষবাস করিয়া থাকে। মানভূম ও বাঁকুড়ার খয়রা-দিগকে মুণ্ডাজাতীয় (খাড়িয়াজাতীয়) বলিয়া অনেকে অনুমান করেন এবং ইহারাও স্বীকার করে যে, হয় ত বহুপূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে কোন না কোন প্রকার নিকট সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষণে নাই। সাঁওতাল পরগণার কাওরারা বলে যে, তাহারা নাগপুর হইতে এদেশে আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে (পশ্চিম বাঙ্গালা ও ছোট নাগপুরে) কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ আছে, যথা—গালো, খোলো, শিখরিয়া, বাঘাদিয়া, সোণা-রেখা, খেটীয়া ও ভক্তি বাবা। এই কয়শ্রেণীর আবার গোত্র-ভেদ আছে, যথা—আলু, বাঘা, ক্ষুইরু (শূকর-শাবক), হাঁসদা (বন্যহংস), কসাব (কচ্ছপ), সাবা শাল (শালমাছ) বা সাঁইলা ও শাল্ (মৃগ)। ইহার মধ্যে বাঘা গোত্রীয় খৈরারা আপনাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলে যে, তাহাদের আদিপুরুষ পীর রাজার সহিত বনমধ্যে শিকার করিতে যায়, কিন্তু দৈবক্রমে কোন শিকার না পাইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। শেষে দেখিল বনের মধ্যে একটি পিঠুলি বা পিঠালী-গাছে শালপাতায় বাঁধা একটি পুঁটুলী ঝুলিতেছে, তাহারা উহা নামাইয়া দেখিল যে উহাতে কতকটা কি মাংস বাঁধা রহিয়াছে। ক্ষুধার আতিশয্যবশতঃ তাহারা আর অনুসন্ধান করিল না যে উহা কিসের মাংস, অমনি পোড়াইয়া ভোজন করিল। অবশেষে তাহারা জানিতে পারিল যে উহা মনুষ্যের জরায়ু (নবজাতশিশুর সহিত যে ফুল পড়ে তাহাই)। তাহারা তদবধি পিঠালীগাছের ফলকে তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধর-গণের পক্ষে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যায়।

আলুগোত্রীয়েরা আপনাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলে যে, তাহাদের আদিপুরুষ বন-আলুগাছের তলায় জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিল বলিয়া তাহারা ঐ গাছের ফল এবং সাদৃশ্য নিবন্ধন আলুজাতীয় কোন ফলও ভক্ষণ করে না। কালক্রমে পূর্ব্বোক্তে ইহাদের এই সকল গোত্রভেদ উঠিয়া গিয়া সাধারণতঃ গালো, খোলো, শিখরীয়া ও বাঘাদিয়া এই চারিটী শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। খোলো শ্রেণীর লোকেরা বলে যে, তাহারা সিংহভূম জেলার পূর্ব্বাংশ ধলভূম হইতে এদেশে আসিয়াছে। এইরূপে খোলোরা মানভূম, শিখরীয়ারা দামোদর ও বরা-কর নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পরেশনাথ পাহাড়ের সমেতশিখরনামক শিখর হইতে এবং সোণা রেখারা সুবর্ণরেখা নদীর তীর হইতে এদেশে আসিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের বাগ্দীর মধ্যে একশ্রেণীর নাম খেটীয়া বাগ্দী আছে দেখিয়া বোধ হয়, খেটীয়া কাওরা-গণ তাহাদেরই সমজাতীয়। বাঁকুড়ার এই চারিশ্রেণীর লোক স্বশ্রেণীতেই বিবাহাদি করে; কিন্তু বাঁকুড়ায় কিছু পূর্ব্বে খোল ও শিখরীয়া শ্রেণীরা পরস্পর আদান প্রদান করিয়া থাকে। মানভূম অঞ্চলে এরূপ শ্রেণী-বিভাগ নাই। মধ্য-বাঙ্গালায় কাওরারা বলে যে, যখন বিশ্বামিত্র ঋষির বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, সেই সময় সেই দেবগাভীর আদেশমতেই হইতে যে সকল ম্লেচ্ছসৈন্য নির্গত হইয়া বিশ্বামিত্রকে পরাভূত করে, এই কাওরারাই সেই ম্লেচ্ছসৈন্যের অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন যে, সাঁওতাল পরগণার খয়রারা পশ্চিম হইতে এদেশে আসিয়াছে এবং প্রথমে খদির প্রস্তুত করাই তাহাদের জাতিগত ব্যবসা ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহারা সকলেই কৃষিজীবি হইয়াছে।

যে প্রদেশে ইহাদের গোত্রভেদ আজিও রক্ষিত হই যাছে, সেদেশে ইহারা কখনই পিতৃগোত্রে বিবাহ করে না, কিন্তু মাতৃগোত্রে মাতুল হইতে ৩ পুরুষ অতীত হইলে বিবাহ করিতে পারে।

কাওরারা মূর্ত্তিবিশ্বাসী হিন্দু। ইহাদের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণবভেদ আছে। ইহারা কালী, দুর্গা, মনসা, শিব, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতার পূজা করে। মনসা ও ভাদু দেবী ইহাদের নিকট অতি প্রিয় দেবতা, বাগ্দীদের মত ইহারাও মনসাদেবীর ভাদ্রমাসের শ্রাবণ উৎসবে যোগ দেয়। ভাদ্রমাসের শেষদিন বাগ্দীদের মত ইহারাও ভাদু দেবীর পূজা করে। ছোটনাগপুরের পাঁচেট রাজবংশে অতি পূর্ব্বকালে এক রাজার ভাদু নামে এক কন্যা ছিলেন। কন্যাটি অতি গুণীলা ও ধর্ম্মিষ্ঠা ছিলেন। রাজাও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। এই কন্যা চিরকাল অবিবাহিতা থাকিয়া কেবল লোকের উপকার করিতেন। শেষে এই অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই রাজকন্যা ভাদুই কাওরা ও বাগ্দীর উপাস্য দেবী। মানভূম ও বাঁকুড়ায় বাগ্দীরা ভাদ্র সংক্রান্তির দিন ভাদুদেবীর একটি প্রতিমূর্ত্তি লইয়া উৎসব করিতে করিতে নগরপথে বাহির হয়। কাওরারাও ইহাতে

যোগ দেয়। উৎসবে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মিলিত হয়, সকলেই নাচিতে নাচিতে গাইতে গাইতে গমন করিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহাদের গৃহে ডোমদের ধর্ম্মঠাকুরের মত আয়া দেবতা কুদ্র ও ভৈরব-ঠাকুরের পূজা হয়। আয়া-দেবতা ও কুদ্রদেবতার নিকট ইহারা ছাগল, হাঁস, পায়রা প্রভৃতি বলি দেয় ও নৈবেদ্যাদি দিয়া থাকে। "দেওঘরিয়া ব্রাহ্মণেরা" এই সকল দেবতার পূজাদি করিয়া থাকে। যে ঘরে ঐরূপ দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহাকে দেবতার নামানুসারে কুদ্রস্থান, ভৈরবস্থান ইত্যাদি বলে। মানভূমের কাওরারা ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে না, ডোমদিগের মত ইহাদের মধ্যে একজন করিয়া পণ্ডিত থাকে; এই পণ্ডিতকে ইহারা 'লায়া' বা 'নায়া' বলে। তাহাকে ইহারা নিষ্কর জমী ভোগ করিতে দেয়, ঐ জমীকে লায়ালী জমী বলে। আবার পূর্ব্বাঞ্চলে "বর্ণ ব্রাহ্মণগণ" ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। বর্ণব্রাহ্মণেরা বাগ্দী ও বাউরী ব্রাহ্মণের ন্যায় পতিত।

কাওরারা হিন্দুসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ শ্রেণীর গণ্য। বাগ্দী, বাউরী, দুলে প্রভৃতির সহিত ইহারা প্রায় এক জাতীয়। ছোটনাগপুরের কাওরা গোমাংস, শূকরমাংস, হাঁস, মোরগ, প্রভৃতি সকল প্রকার হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংসই খাইয়া থাকে, কেবল মেঠো-ইন্দুর, সাপ, টিক্‌টিকী, গোসাপ ইত্যাদি ও মৃত পশুর মাংস খায় না। ছোটনাগপুরের পূর্ব্বে যে সকল কাওরা থাকে, তাহারা গোমাংস স্পর্শও করে না। অনেকে পক্ষিমাংস বা মদ্যাদিও ব্যবহার করে না। নিম্ন বাঙ্গালার কাওরারা বড় হিন্দুর ন্যায় ভোজনাদির নিয়ম পালন করে বলিয়া তাহারা অন্যান্য কাওরা অপেক্ষা আপনাদিগকে উচ্চ জাতীয় বলিয়া বিবেচনা করে। কাওরারা বাগ্দীদের সহিত একত্র মদ্যপান ও মিষ্টান্নাদি ভোজন করে, কিন্তু অন্ন বা জল গ্রহণ করে না। ইহারা নবশাখের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে।

ছোট নাগপুরের কাওরারা শবদাহ বা সমাধি দুই করে। সমাধি দিবার সময় ইহারা শবমস্তক উত্তরদিকে রাখিয়া শবমুখ (মাটিতে উপুড় করিয়া) মাটি চাপা দেয়। বাঁকুড়া ও আরও পূর্ব্বাঞ্চলে শবদাহই করে; কেবল যাহারা ওলাউঠা, বসন্ত বা কোনরূপ সংক্রামক পীড়ায় মরে, তাহাদিগকেই কবর দেওয়া হয়, ইহাদিগকেও উপুড় করিয়া সমাহিত করে। তাহাদের বিশ্বাস যে, এরূপ করিলে ঐ সকল রোগগ্রস্ত লোকের প্রেত আর পৃথিবীতে উঠিতে পারে না। ইহারা একাদশ দিবসে মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে। প্রতিবৎসর কার্ত্তিক ও চৈত্রমাসে ইহারা পিতৃলোকের উদ্দেশে চাউল, ঘৃত ও গুড় উৎসর্গ করে।

পশ্চিম বাঙ্গালায় কাওরাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও অধিকবয়সে বিবাহ দুই প্রচলিত আছে, অধিক বয়স্কা কন্যারা বিবাহের পূর্ব্বে কিন্তু পুরুষ সহবাস করিতে পায় না। ঘটনাক্রমে এরূপ হইলে উভয়ে সমাজে দণ্ডিত হয়। নিম্ন বাঙ্গালায় ইহারা কেবল বাল্যকালে বিবাহ দেয়। বাঁকুড়ার কন্যাদের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে ব্যভিচার ঘটিলে বড় বিষম দণ্ড হয়। ইহাদের বিবাহ নিয়ম সমস্তই বাগ্দীদের মত [বাগ্দী দেখ।] দুই একস্থলে ইহাদের মধ্যে কেবল সিন্দূরদান প্রথা ভিন্নরূপ। বাঁকুড়ায় বর কাঁতিতে করিয়া সিঁদুর পরাইয়া দেয়। মানভূমে বর গোরুর জোয়ালের (জোয়ালের) এক পাশে দাঁড়ায় এবং কন্যা এক খুঁটি খাড়ুর উপর দাঁড়ায়। বরকে কন্যার পশ্চাতে দাঁড়াইতে হয়, এবং কন্যা আরো অগ্রে সাত পা অগ্রসর হয়, এই সময়ে বরকে কন্যার কপালে সিঁদুর মাখাইয়া দিতে হয়। নিম্ন বাঙ্গালার কাওরাদিগের বিবাহপ্রথা হিন্দুদের মত। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ আছে। অনেকেই দুই বিবাহ করে। মানভূম, সাঁওতাল-পরগণা, ও ছোট নাগপুর কাওরাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। এই বিবাহকে ইহারা "সাঙ্গা" বলে। "সাঙ্গার" বিবাহ মুসলমানের 'নিকার' মত অপবিত্র। সাঙ্গা করিবার সময় পাত্র পাত্রীর কপালে নিজহস্তে সিঁদুর দেয় না। পাত্র সিঁদুর স্পর্শ করিয়া দেয় ও উপস্থিত অন্যান্য বিধবারা প্রত্যেকে সেই সিঁদুর পাত্রীর সিঁথায় পরাইয়া দেয়। সাঁওতাল-পরগণা ও মানভূমে বিধবারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু কেবল মৃতস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পারে না, দেবরকে পারে, কিন্তু তাহাকেই যে বিবাহ করিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। বিধবারা যদি অন্য পতি না লইয়া দেবরকে পতিত্বে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহা অন্যান্য সাঙ্গা অপেক্ষা কতকটা পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। বাঁকুড়ায় ও তাহার পূর্ব্বে কাওরারা বিধবার বিবাহ দেয় না। ছোটনাগপুরে স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সধবা-স্ত্রীও সাঙ্গা করিয়া থাকে। স্ত্রীর সতীত্বে সন্দেহ হইলেই স্বামী তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া নিজ সমাজের মণ্ডলদিগের নিকট স্ত্রী-পরিত্যাগের প্রার্থনা করে। মণ্ডলেরা প্রমাণে বিশ্বাস করিয়া দোষ সাব্যস্ত করিলে স্ত্রী গৃহবহিষ্কৃত হয়। সাঁওতাল-পরগণায় স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ঐরূপে পতি অথবা পত্নী পরিত্যাগের প্রার্থনা করিতে পারে।

কোন উচ্চ জাতীয় পুরুষ যদি পতিত হইয়া ইহাদের

ভুক্তিভুক্ত হইতে চাহে, তাহা হইলে ইহারাও মণ্ডলদিগের অনুমতি লইয়া বাগ্দীদের মত তাহাকে স্বজাতিভুক্ত করিয়া লয়। নূতন কাওরা হইতে হইলে প্রার্থীকে একটি সামাজিক ভোজ দিতে হয়। ইহারা সামাজিক ও দেওয়ানী মীমাংসা আপনাপন পঞ্চায়েতের উপর নির্ভর করে। উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া গোলযোগ হইলে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার মতে কার্য্য হয়। বাঁকুড়ায় ও পুরুলিয়ায় কোথাও কোথাও জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈত্রিক বিষয় হইতে "জেঠাং" বলিয়া এক জ্যেষ্ঠ-ভাগ প্রাপ্ত হয়, বাকগুলি সকলেই সমান ভাগ পায়। যদি কাহারও একাধিক পত্নীর ভিন্ন ভিন্ন গর্ভজাত সন্তান থাকে, তবে যে কয়জন স্ত্রী থাকে, সমস্ত বিষয় সেই কয় ভাগে বিভক্ত হয়, পরে সেই এক এক ভাগ এক এক স্ত্রীর সন্তানেরা দ্বিতীয়বার ভাগ করিয়া লয়।

হিন্দু-রাজত্বকালে কাওরারা পুষ্করিণী-খনন, পথ প্রস্তুত, ও অন্যান্য ভূমিসম্বন্ধীয় কার্য্য করিত, আজও তাহারা আপনাদিগের জাতিগত ব্যবসায় বলিয়া বিবেচনা করে। ইহারা "ভার" নামক একপ্রকার ত্রিকোণাকার ঝোড়া ঝুড়িতে করিয়া মাটি বহিয়া থাকে, এই ভার কাঁধে করিয়া বহন করে, কেহ কখন মাথায় লয় না। বেলদার নামক চাষীজাতি মাটি ফেলিবার সময় এই ভার কখন স্পর্শ করে না। নিম্ন বাঙ্গালায় অনেক কাওরারা চাষের কাজ করিয়া থাকে। অনেক কাওরা বহুকালপূর্ব্ব হইতে ঘাটওয়ালীর কার্য্য করিতেছে। এই কার্য্যের জন্য তাহারা ঘাটওয়ালীর জমী ভোগ করে।

কাংশি (পুং) কংসে শবঃ কংস-বাহুলকাৎ ইঞ্, বেদে (পৃষোদরাদিত্বাৎ) সস্য শত্বম্। কাঁসার পাত্র।

কাংস (ত্রি) কংসো দেশভেদো ইভিজনো হস্য, কংস অণ্ (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যোহণঞৌ। পা ৪।৩।৯৩।) কংসাধিষ্ঠিত ভোজদেশীয় মানবাদি।

কাংস্য (ক্লী) কংসায় পানপাত্রায় হিতম্ কংসীয়ং তস্য বিকারঃ, কংসীয়-যঞ্ ছলোপঃ (কংসীয় পরশব্যয়োর্যঞঞৌ লুক্ চ। পা ৪।৩।১৬৮।) কংসমেব ইতি স্বার্থে যঞ্ বা। তাম্র ও রঙ্গ মিশ্রিত ধাতু, কাঁসা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কংস, কংসাস্থি, তাম্রার্দ্ধ, লোহাত্রীক, ঘোষ, কাংসীয়, বহ্নিলোহক, দীপ্তিলোহ, ঘোরপুষ্প, দীপ্তিকাংস্য, কাংস্য। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, রুক্ষ, কষায়, লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক, দোষঃসমূহের ও চক্ষুর হিতকারক, রুচিকারক এবং বায়ু ও কফরোগ নাশক। রাজবল্লভ আরও কয়েকটি গুণ রাজবল্লভ বলিয়াছেন—অম্লরস, বিশদ, লেখন, সারক ও পিত্তনাশক। সুখবোধে কাংস্য দেহের দৃঢ়তা ও আয়ুবৃদ্ধিকারক বলিয়া উক্ত আছে। ইহার শোধন মারণ প্রভৃতি তাম্রের ন্যায়। অনেকে আবার স্বতন্ত্র পদ্ধতিতেও ভস্ম করিয়া থাকেন।

কাংস্যকার (পুং) কাংস্যং তৎপাত্রং করোতি, কাংস্য কৃ অণ্। কংসকার, কাঁসারি। [কাঁসারি দেখ।]

কাংস্যজ (ত্রি) কাংস্যাজ্জায়তে, কাংস্য জন্-ড। কাঁসা দ্বারা যাহা প্রস্তুত হয়।

কাংস্যতাল (পুং) কাংস্যেন নির্ম্মিতঃ তালঃ, মধ্যপদ ১ করতাল। ২ মন্দিরা।

কাংস্যনীল (পুং) কাংস্যমিব কৃষ্ণঃ নীলঃ মধ্যলো[illegible]। [illegible] বিশেষ, নীলতুথ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মুখাতুথ [illegible] তার ও বিতুন্নক।

(মুখাতুখং কাংস্যনীলং হেমতারং বিতুন্নকম্। হেম ৪। [illegible] কোন কোন স্থলে 'কাংস্যনীল' পাঠও দেখিতে পাওয়া [illegible]

কাঁক (কঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ) পক্ষিবিশেষ। ইহার [illegible] পর্য্যায়—কঙ্ক, লোহপৃষ্ঠ, দক্ষশবদন, পত্র, রণালঙ্করণ, কূর, আমিষাপ্রিয়, অরিষ্ট, কালপৃষ্ঠ লোহপৃষ্ঠক, [illegible], [illegible] পক্ষ, দাৰ্ঘপাদ। (অমর, হেম, [illegible] রাজ, [illegible]

কাঁকপাখী এক প্রকার নহে, [illegible] তেও কএক প্রকার কাঁক দেখা যায়। [illegible] হিন্দুস্থানীরা কবুদ্ বোগলে বলে, সিন্ধুপ্রদেশ [illegible] কৈন ও নারায়ণপাত ত্রা বলে নারায়ণ [illegible] Heron বলে। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Ardea [illegible]

ইহার মাথা সাদা, ঘাড় কাল, মাথার [illegible] পালক কাল, পিঠ ও ডানা নীলাভ কটা, [illegible] কাল, পিঠের কাছাকাছি ডানার অগ্রভাগের [illegible] বেশ সূচিক্কণ অথচ কটার মত, লেজ নীলাভ [illegible] বুক ও সমস্ত নিম্ন অংশ সাদা। চঞ্চু ঘোর হলুদিয়া [illegible] উপরিভাগ কটা, পা ও পায়ের তলা কটা। এক একটি [illegible] হাতের উপর বড় হয়।

এই জাতি এসিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকার নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বৃক্ষের উচ্চ চূড়ায় দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং নদী, খাল ও বিল প্রভৃতি জলাশয় হইতে মৎস্য ধরিয়া খায়।

কাশ্মীরবাসীরা এই পাখীর কিছু আদর বেশী। [illegible] পাওয়া যায়, কাশ্মীরবাসীদের উষ্ণীষে নাকি এই পাখীর পালক সুশোভিত হয়।

লাল কাঁককে ইংরাজীতে Purple Heron [illegible]

ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Ardea purpurea। লাল কাঁকের মাথা কাল তাহাতে সবুজের আভা, ঝুঁটি সাদা, গাল লালের আভাযুক্ত কটা, ঘাড় ঘোর লাল, তাহাতে পিঙ্গল ও কালরঙের আভা, পিঠ, পাখা ও পুচ্ছ রক্তাভযুক্ত ধূসর, পিঠের কাছাকাছি ডানা লম্বা ও দেখিতে ঘোর লাল, বুক, পেট ও থাবা কটাসে লাল, পেটের উপর কতকটা সাদাটিয়া। ঠোঁট ঘোর পীত, উপরিভাগ কতকটা কটা। এক একটা দুই হাতের কিছু বড় হয়। আবার কোন কোনটি ছোটও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে জলপ্রধান স্থান খাল, বিল, জলা ও শস্যক্ষেত্রে সাদা কাঁক দেখা যায়। যেখানে বক থাকে, সেখানে প্রায় লাল কাঁকের গতায়াত ঘটে না। ইহারা বড় বড় থাগড়াগাছের উপর বাসা নির্ম্মাণ করে। মৎস্য, ভেক প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। ভারতবর্ষ সিংহল, মলয়, ব্রহ্মদেশ এবং যুরোপে ও আফ্রিকাতেও লাল কাঁক দৃষ্ট হয়।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যকশাস্ত্রকার সুশ্রুতের মতে কাঁক পাখীর মাংস সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণের সহিত সমান গুণ-বিশিষ্ট, বল বীর্য্য ও বিপাকে হিতকর এবং শোষরোগে ফলপ্রদ। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬ অঃ)।

কাঁকুই (দেশজ) কঙ্কতিকা, চিরুণী।

কাঁকজোল, এক ক্ষুদ্র বিভাগ, পূর্ণিয়া, মালদহ ও ভাগলপুরের কতকাংশ। কনিংহামের মতে ইহার অপর নাম রাঢ়।

কাঁকড়া (দেশজ) কর্কট, জলজন্তুবিশেষ। [কর্কট দেখ।]

কাঁকড়াকাঠ (দেশজ) কাষ্ঠবিশেষ।

কাঁকড়াবিছা (দেশজ) বৃশ্চিকবিশেষ। [বৃশ্চিক দেখ।]

কাঁকড়াশালি (দেশজ) ধান্যবিশেষ।

কাঁকড়াশৃঙ্গী (দেশজ) [কর্কটশৃঙ্গী দেখ।]

কাঁকড়ি (দেশজ) কঙ্কণ।

কাঁকনি (দেশজ) কঙ্কণ।

কাকভল্লী (দেশজ) কন্ধদেশে লইয়া যাইবার উপযুক্ত বোচ্‌কা।

কাঁকনী (দেশজ) [কাকিনী দেখ।]

কাঁকোর (দেশজ) কঙ্কর, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কঠিন পদার্থবিশেষ।

কাঁকরোল (দেশজ) ফলবিশেষ, কর্কোটক।

কাঁকলা (দেশজ) ১ কক্কোল নামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ। ২ কাকোলী।

কাঁকলাস (দেশজ) কৃকলাস, গিরগিটী।

কাঁকবিড়ালী (দেশজ) পীড়াবিশেষ, কক্ষদেশে অর্থাৎ বগলে ফোড়া হইলে, তাহাকে 'কাঁকবিড়ালী' কহে।

কাঁকাল (দেশজ) কটিদেশ, কোমর।

কাঁকালি (দেশজ) কটিদেশ।

"আপনার গৌরব রাখহ বনমালী।
হের দেখ বাড়ি মারি ভাঙ্গিব কাঁকালি॥" দুঃখীশ্যাম।

কাঁকিনী (দেশজ) মহিষের স্ত্রী, মহিষী।

কাঁকিলা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ (Esox Scolopax)

কাঁকুয়া (গ্রাম্য) কানকুয়া।

কাঁকুই (দেশজ) কঙ্কতিকা, চিরুণী।

কাঁকুড় (দেশজ) কর্কটী। [কর্কটী দেখ।]

কাঁকুড়ী (দেশজ) কাঁকুড়।

কাঁখ (দেশজ) কাঁক, কক্ষ।

"পুত্রভাবে কোলে কাঁখে তুমি কর তায়।" গোবিন্দমঙ্গল ১৩২।

কাঁখতালী (দেশজ) বগল, কক্ষ।

কাঁচ (দেশজ) কাচ। [কাচ দেখ]]

কাঁচকড়া [কাচকড়া দেখ।]

কাঁচকলস (দেশজ) বোতল, গ্লাস প্রভৃতি।

কাঁচকলা (দেশজ) ১ কাঁচা কলা। ২ অপক্ককদলীভেদ।

কাঁচগড়গড় (দেশজ) ঘাসবিশেষ।

কাঁচড়া (দেশজ) [কর্কট দেখ।]

কাঁচড়াদাম (দেশজ) কাঁচড়া।

কাঁচপাত্র (দেশজ) কাচনির্ম্মিত পাত্র।

কাঁচপোকা (দেশজ) পতঙ্গবিশেষ, বোল্‌তাজাতীয় একরূপ পতঙ্গ, কুমীরেপোকা। ইহাদিগের বর্ণ নীল। বোলতার ন্যায় ইহাদের দংশনেও জ্বালা করে। ঘরের কপাট চৌকাট প্রভৃতি কাঠে ছিদ্র করিয়া, অথবা মৃত্তিকাদি দ্বারা গৃহের ছবি প্রভৃতি স্থানে একরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা প্রস্তুত করিয়া বাস করে। তাহাদের বাসার মাটি জলে গুলিয়া ললাটাদি তিলকস্থানে ফোটা দিলে পালাজ্বর আরোগ্য হয়। এই পোকা প্রায়ই তেলাপোকা (আরসুলা) ধরিয়া নিজের বাসায় লইয়া যায়। প্রবাদ আছে, কাঁচপোকা তেলাপোকা ধরিলে, তেলাপোকা নিতান্ত ভীত হইয়া কেবল কাঁচপোকার চিন্তা করে, তাহাতে ক্রমে ক্রমে সেও কাঁচপোকার ন্যায় বর্ণাদি প্রাপ্ত হইয়া কাঁচপোকা হইয়া যায়।

কাঁচমণি (দেশজ) কাচ।

কাঁচলবণ (দেশজ) লবণবিশেষ।

কাঁচলি (দেশজ) স্ত্রীলোকের স্তনাচ্ছাদক বস্ত্রবিশেষ।

"কুচযুগ হেমগিরি হর-মনোহর।
বিচিত্র কাঁচলি তায় বিশ্ব-অগোচর॥" ধর্ম্মমঙ্গল ৭। ১৩১।

কাঁচা (দেশজ) অপক্ক।

কাচী (দেশজ) ১ কর্ত্তরী, চুল ও বস্ত্র প্রভৃতি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ। ২ অসম্পূর্ণ।

কাচীওজন (দেশজ) অসম্পূর্ণ ওজন; দেশ ও স্থান-ভেদে কাচীসেরে ৫৮, ৬০, ৭৪, ৭২ তোলা প্রভৃতি নানাপ্রকার ওজন দেখা যায়।

কাচীসীম (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Dolichos lignosus.) [সীম দেখ।]

কাচীসের (দেশজ) ৫৮, ৬০, ৭৪ ও ৭২ তোলা।

কাঁচুলী (দেশজ) কাচলি।

কাঁজি (দেশজ) কাঞ্জিক, আমানি।

কাঁজিয়াল (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Cascaria ovata.)

কাঁটা (দেশজ) ১ কণ্টক, বৃক্ষস্থ সূচীবৎ পদার্থবিশেষ। ২ মাছের হাড়। ৩ বাধা। ৪ শঙ্কু।

কাঁটাআলু (দেশজ) আলুবিশেষ (Dioscorea pentaphylla)

কাঁটাকচু (দেশজ) কচুবিশেষ (Pothos laevis.)

কাঁটাকারী (দেশজ) কণ্টকারী।

কাঁটাকুড় (দেশজ) কণ্টককুণ্ড, কণ্টকময় স্থান।

কাঁটাকুলিকা (দেশজ) ক্ষুপবিশেষ। (Ruellia longitolira.)

কাঁটাগুড়কামাই (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Monetia barlerioides.)

কাঁটাগোলাব (দেশজ) গোলাববিশেষ। (Rosa Chinensis.) [গোলাপ দেখ।]

কাঁটানটিয়া (দেশজ) কাঁটাযুক্ত নটে নামক শাকবিশেষ। (Amaranthus Spinosus.) কাঁটানটের সংস্কৃত নাম মারিষ, বাস্তুক, মার্ষ। ইহা দুই প্রকার—সাদা কাঁটানটে ও লাল কাঁটানটে।

বৈদ্যক মতে সাদাকাঁটা নটের গুণ—মধুর, শীতল, বিষ্টম্ভী, পিত্তনাশক, গুরু, বাতশ্লেষকারী, রক্তপিত্তনিবারক ও অগ্নিবৈষম্যনাশক।

লাল কাঁটানটিয়ার গুণ—ক্ষারবিশিষ্ট, মধুর, সর, কফ-জনক, পাকে কটু, মল রোধকর, ইহা অধিক গুরু নহে।

বৈদ্যকমতে কাঁটানটের মূল—উষ্ণ, কষায়, আর্ত্তবরোধক, রক্তপিত্তনিবারক ও প্রদরোগে শান্তিদায়ক।

কাঁটাপালঙ (দেশজ) কাঁটাযুক্ত শাখা।

কাঁটাবাউশ (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Pristis pectinatus)

কাঁটাবাটানা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Quercus acuminata.)

কাঁটাবাঁশ (দেশজ) বেণুবাঁশ, ইহার গায়ে কাঁটা আছে। (Bambusa spinosa.)

কাঁটাবাবলা (দেশজ) বাবলাগাছ। (Mimosa Arabica.)

কাঁটাভোলা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Perca Catus [ভোলা দেখ।]

কাঁটাময় (দেশজ) কাঁটা-বিশিষ্ট।

কাঁটামান (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Pothos heterophylla

কাঁটাল, কাঁঠাল (দেশজ, কণ্টকীফলশব্দের অপভ্রংশ)। ১ কণ্টকী, পনসফল। ইহার সংস্কৃত নাম—পনস, কণ্টকিফল কণ্টকীফল, ফলাঢ্য, অতি বৃহৎফল, মহাসর্জ্জ, ফলিন, ফলবৃক্ষক স্থূল, কণ্টফল, মূলফল, অপুষ্পফলদ, চুতফল, চম্পাকোষ, চম্পালু, রসাল, বৃন্তফল, পনস, পনসতালিকা। উত্তর পশ্চিমে কঁঠাল, বোম্বাইয়ে 'ফনস', ও তামিলে পিলা কহে (Jack-fruit *Artocarpus integrifolia.*)।

কাঁঠালগাছ এক একটি খুব বড় হয়। কাঁঠাল দুই প্রকার—খাজা কাঁঠাল ও রেও বা গলা কাঁঠাল। খাজা কাঁঠালের কোয়া প্রায় ৮।১০ অঙ্গুলি বড় হয়, রেওর কোয়া তেমন বড় হয় না।

এই ফল কেবল গাছের উপর শাখায় জন্মে না, অনেক সময় গাছের মূলে মাটির মধ্য হইতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই কাঁঠাল গাছ জন্মে। ইহার গাছ পাথরিয়া জায়গায় অধিক বাড়িতে পারে না কিন্তু গুঁড়ি খুব মোটা হয়। বালুকাযুক্ত স্থানে খুব বাড়ে, শাখা প্রশাখাও বেশ ছড়াইয়া পড়ে, যদি ইহার মূলে অধিক জল সিক্ত হয়, অথবা পুষ্করিণীর ধারে যেখানে ইহার মূল জল টানিতে পারে, এরূপ স্থানে কাঁঠালগাছ প্রায় ফল ধরে না অথবা ছোট ছোট ফল ধরিলে তাহা বাড়ে ও না বাড়িতে শুকাইয়া যায়। এদেশে অপক্ক ফলকে এঁচোড় এবং পক্কফলকে কাঁঠাল বলে। এঁচোড় ও কাঁঠাল সব বাসীর অতি প্রিয়।

বৈদ্যক রাজবল্লভ মতে ইহার গুণ—সুমধুর, গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, দুর্জ্জর, বাতপিত্তনাশক, শ্লেষ্মা ও শুক্রবর্দ্ধক এঁচোড়ের গুণ—কষায়, স্বাদু, বাতল, রক্তপিত্তহারক।

নিঘণ্টুরাজের মতে—বলবীর্য্যবর্দ্ধক, শ্রমদাহনাশক রুচিকর, গ্রাহী, দুর্জ্জরা, গুরু। বীজের গুণ—ঈষৎ কষায়, মধুর, বাতল, গুরু, রুচিকর। এঁচোড়ের গুণ—নীরস ও দুর্জ্জরা; মধ্যপক্কের গুণ—দীপন।

ভাবপ্রকাশের মতে এঁচোড়ের গুণ—বিষ্টম্ভী, বাতজনক, কষায়, গুরু, দাহকর, মধুর, বলকারক, কফজনক ও মেদোবর্দ্ধক। পক্কফল—শীতল, স্নিগ্ধ, স্বাদু ও পিত্তনাশক, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকর, স্বাদু, অতিশয় মাংসবর্দ্ধক, শ্লেষ্মজনক, বলকারক, শুক্রপ্রদ, রক্তপিত্ত ক্ষত ও ব্রণহারক। ইহার বক্ষ

শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক। বীজ—শুক্রজনক, মধুর, গুরু, কোষ্ঠরোধক ও মূত্রনিঃসারক। মন্দাগ্নি ও গুল্মরোগীর পক্ষে কাঁঠাল অতি অনিষ্টকর। ২ কাঁটাযুক্ত।

কাঁটালকুৰী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ (Perca nebulosa.)

কাঁটালকোষ (দেশজ) কাঁটালের কোষ বা কোয়া।

কাঁটালপাড়া, চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। এখানে পূর্ব্বে খুব সংস্কৃত চর্চা ছিল। নবদ্বীপপতি মহারাজ সতীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মদন-গোপালের রাসযাত্রায় সময় এখানে বড় ধুমধাম হয়।

কাঁটালমাছ (দেশজ) কণ্টকবিশিষ্ট মৎস্য।

কাঁটালাল্পাটানা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Quercus armata.)

কাঁটালিকলা (দেশজ) কদলীবিশেষ। হিন্দুদিগের পূজা ও মঙ্গলকর্ম্মে এই কলা ব্যবহৃত হয়।

কাঁটাশিমুর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Quercus armata) পূর্ব্ববঙ্গে ইহা বিস্তর জন্মে।

কাঁটাশিরীষ (দেশজ) শিরীষগাছ। (A species of Mimosa.)

কাঁটাশুনা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Panax digitata.)

কাঁটাসিজ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Quercus armata)

কাঁটাসিজ (দেশজ) তেকাটা সিজ গাছ।

"বাড় ভাজা বিজবন বদরীর বীজ।
কলা মুলা ভেঙ্গে দিল কাটা কাঁটাসিজ॥" (শিবায়ণ ১৯)

কাঁটী (দেশজ) ১ লৌহনির্ম্মিত গোলাকার পদার্থ, ইহা জালে গাঁথা থাকে। ২ স্বর্ণনির্ম্মিত গোলাকার পদার্থ, ইহা অলঙ্কার বিশেষে ব্যবহৃত হয়।

কাঁটীপলা (দেশজ) হাতের অলঙ্কারবিশেষ, স্বর্ণের কাঁটী ও প্রবাল যথাক্রমে এক কাটীর পর একটী প্রবাল এইরূপে গাঁথিয়া এই অলঙ্কার প্রস্তুত হয়।

কাঁঠী (দেশজ) কাঁটী।

কাঁঠাবালা (দেশজ) কাঁটীপলার নামান্তর।

কাঁঠীবালাচন্দনা (দেশজ) চন্দনাপক্ষীবিশেষ (Psittacus eupatria, *Latham.*)

কাঁড় (দেশজ) তীর, শর।

কাঁড়ন (দেশজ) তুষ পরিষ্কার করা।

কাঁড়রা (দেশজ) মোটা, স্থূল।

কাঁড়বাবুলবুল্ (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Turdus jocosus.) [বুল্‌বুল্ দেখ।]

কাঁড়া (দেশজ) পরিষ্কৃত, তুষশূন্য।

কাঁড়ি (দেশজ) ১ রাশি, ঢিবি। ২ তালের কাঁড়।

কাঁড়িয়া (দেশজ) বৃহৎ ভাণ্ড।

কাঁত (দেশজ) অল্প পরিসরবিশিষ্ট প্রাচীর।

কাঁৎড়া (দেশজ) বৃশ্চিক জাতিবিশেষ, তৃণ প্রাচীর।

কাঁথ (দেশজ) কাঁত।

কাঁথা (দেশজ, কন্থা শব্দের অপভ্রংশ) কন্থা, যাহা কতকগুলি জীর্ণ বস্ত্র একত্র সেলাই করিয়া প্রস্তুত হয়।

কাঁথী (দেশজ) নদীর উচ্চতট।

কাঁথ্‌ড়া (দেশজ) কাঁৎড়া। তৃণবিশেষ।

কাঁদ্‌ড়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, (Commelina nudiflora.) ইহা সেঁৎসেঁতে স্থানে অধিক উৎপন্ন হয়।

কাঁদ (স্কন্ধশব্দের অপভ্রংশ) বাহুর মূলদেশ।

কাঁদন (দেশজ) রোদন, ক্রন্দন।

কাঁদনি (দেশজ) রোদন, ক্রন্দন।

কাঁদনী (দেশজ) যে বালিকা অধিক কাঁদে।

কাঁদনিকলা (দেশজ) রোদন, বিলাপ,।

কাঁদলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Commelina nudiflora.)

কাঁদা (দেশজ) ১ রোদন করা। ২ প্রান্তদেশ। ৩ কূল, তীর।

কাঁদাকাটী (দেশজ) রোদন, বিলাপ।

কাঁদাকাঁদি (দেশজ) পরস্পর রোদন।

কাঁদাড়ি (দেশজ) হাঁচতলার নিম্নে প্রবাহিত পয়ঃনালা।

কাঁদালখাড়ি (দেশজ) কৃষকের ব্যবহৃত যষ্টিবিশেষ, ইহা দ্বারা কৃষকেরা গোরু তাড়ায় ও ধান মাড়িবার কালে ধান টানিয়া একত্র করিয়া দেয়।

কাঁদী (দেশজ) তাল, নারিকেল, কলা প্রভৃতি ফল সকল যেরূপ একত্র গ্রথিত হইয়া থাকে, তাহাকে কাঁদী কহে।

কাঁধ (দেশজ) স্কন্ধ, বাহুর মূলদেশ।

কাঁধনড়ি (দেশজ) স্কন্ধে করিয়া লইবার উপযুক্ত দীর্ঘ যষ্টি।

কাঁধা (দেশজ) ১ প্রান্তদেশ। ২ স্কন্ধ।

কাঁধাড়ি (দেশজ) ১ পাহাড়ের শিরোভাগ। ২ কাঁদাড়ি।

কাঁপন (দেশজ) কম্পন, থরথর করিয়া শরীর চালিত হওয়া।

কাঁপনি (দেশজ) কম্পনরোগ, স্থায়ীভাবে বহুক্ষণ কম্পিত হওয়া। [বেপথু দেখ।]

কাঁপা (দেশজ) কম্পিত হওয়া।

কাঁশা (দেশজ) কাংস্য ধাতু।

কাঁসড় (দেশজ) কাংস্য নির্ম্মিত বাদ্য যন্ত্রবিশেষ; দেবতাদিগের আরতি সময়ে ইহা ব্যবহৃত হয়।

কাঁসর (দেশজ) কাঁসার বাদ্য যন্ত্রবিশেষ, কাঁসড়।

কাঁসা (দেশজ) কাংস্য।

কাঁসারি (দেশজ, সংস্কৃত কাংস্যকার শব্দের অপভ্রংশ) কাংস্যদ্রব্যনির্মাতা ও বিক্রেতা হিন্দুবণিক্‌জাতিবিশেষ। অপর নাম কংসকার, কংসবণিক, কাংস্যকার। বোম্বাইয়ে 'কঁসর' বা 'কংসর' এবং উত্তর-পশ্চিম ও বেহার অঞ্চলে 'কসেরা' 'কংসেরা' ও 'তাম্বেরা' নামে আখ্যাত। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়।—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে,—

"কোন সময়ে বিশ্বকর্ম্মা স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচীকে দেখিয়া কামশরে পীড়িত হইলেন। সেই সময় ঘৃতাচী কামদেবের নিকট গমন করিতেছিলেন, বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে আপনার অভিলাষ জানাইয়া কহিলেন, 'হে সুন্দরী। আমি কামদেবের নিকট কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলে তোমাকে বিবিধ অলঙ্কার প্রদান করিব।' ঘৃতাচী কহিলেন, যেমন তুমি বলিতেছ 'আমি কামদেবের নিকট কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি।' এখন আমি সেই কামদেবের চিত্তরঞ্জন করিতে যাইতেছি। আমি অদ্য তোমার গুরু কামদেবের পত্নীস্থানীয়। এরূপ স্থলে আমাকে কামনা করিলে তোমার গুরুপত্নীগমন-রূপ মহাপাতক হইবে আমি কিছুতেই আজ তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিব না।' বিশ্বকর্ম্মা ঘৃতাচীর কথায় অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, 'তুই যেমন আমার মনোরথ পূর্ণ করিলি না, তেমনি আমার অমোঘ শাপপ্রভাবে মর্ত্ত্যলোকে শূদ্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর্।' তখন ঘৃতাচীও বিশ্বকর্ম্মাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, 'তুমিও আমার শাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নরলোকে জন্ম গ্রহণ কর।' অনন্তর ঘৃতাচী নরলোকে শূদ্রার গর্ভে জন্ম লইয়া মদনগোপের পত্নী হইলেন। এদিকে বিশ্বকর্ম্মাও ব্রাহ্মণরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ঘটনাক্রমে মদনগোপের স্ত্রীর সহিত ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মা সহবাস করিলেন, তাহাতে ৯টি পুত্র জন্মে, সেই নয় পুত্রই মালাকার, কর্ম্মকার, কংসকার প্রভৃতি নয় প্রকার জাতি। তাহাদের মধ্যে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার ও কংসকার এই ছয় প্রকার জাতি শিল্পিদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত" *।

বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের মতে—"ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে অম্বষ্ঠ, গন্ধবণিক, শঙ্খকার ও কংসকারজাতির উৎপত্তি হইয়াছে" *।

ভাগবরাম বিরচিত জাতিমালা মতে—

"গান্ধিকঃ শাঙ্খিকশ্চৈব কাংসিকো মণিকারকঃ।
সুবর্ণবণিকশ্চৈব পঞ্চৈতে বণিজ স্মৃতাঃ॥
শাঙ্খিক্যাং গান্ধিকাজ্জাতস্তাম্রকাংস্যোপজীবিকঃ॥"

বণিক অর্থাৎ বেণিয়াজাতি ৫ প্রকার, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক (শাঁখারি), কংসবণিক (কাঁসারি), মণিকার ও সুবর্ণবণিক। গন্ধবণিকের ঔরসে শঙ্খবণিক কন্যার গর্ভে তাম্র ও কাংস্য-উপজীবী কংসবণিকজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ভাগবরাম কংসবণিক হইতে বিলোমক্রমে অপর জাতি সংস্রবে যে যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এইরূপ লিখিয়াছেন।—

"শাঙ্খিকাৎ কাংসিকজায়াং মণিকারশ্চ জায়তে।
কাংস্যকারাচ্চ মাণিক্যাং সুবর্ণজীবকোঽভবৎ॥
মাণিক্যাং কাংস্যকারাৎ গোপালশ্চ সম্ভবঃ।
গোপালাৎ কাংস্যপুত্র্যাং বৈ তৈলকস্তাম্বুলিকস্তথা॥"

শঙ্খবণিকের ঔরসে কংসবণিককন্যার গর্ভে মণিকার, কংসবণিকের ঔরসে মণিকার-কন্যার গর্ভে সুবর্ণবণিক এবং গোপালের ঔরসে কংসবণিক-কন্যার গর্ভে তেলী ও তাম্বুলীর জন্ম

বঙ্গদেশের কোন কোন বয়োবৃদ্ধ কাঁসারির মুখে শুনা যায়, এই জাতির আদিপুরুষ বহু পূর্ব্বকালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আসিয়া বাস করেন।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কাঁসারিরা আপনাদিগকে প্রকৃত বৈশ্যজাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বাস্তবিক শিল্পী ও বণিক্‌দিগের মধ্যে তাঁহাদিগের সম্মানই অধিক। তাঁহারা যজ্ঞোপবীতও ব্যবহার করেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার উপাধি ভেদে সাতটি শাখা আছে—১ পূর্বিয়া, ২ পচ্ছমান (পশ্চিমীয়), ৩ গোরখপুরী, ৪ তক্‌, ৫ তাকরা, ৬ তমীয়া, ৭ গোলর।

উক্ত শাখাগুলির মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান অথবা আহার-ব্যবহার প্রচলিত নাই। মির্জাপুরে এই জাতির সংখ্যা কিছু অধিক, এখানে তাহারা কাঁসার বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দূরদেশান্তরে বিক্রয় করিতে পাঠায়।

বেহার অঞ্চলের কাঁসারিরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কাঁসারিদের মত পদমর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ঠঠেরা প্রভৃতি অপর বেনিয়া অপেক্ষা কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ।

---

* "বিশ্বকর্ম্মা চ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ॥
মালাকার কর্ম্মকার শঙ্খকার-কুবিন্দকাঃ।
কুম্ভকার কংসকারাঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ।" ব্রহ্মখণ্ড ১০।১৯-২০ শ্লোঃ।

* "বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ অম্বষ্ঠো গান্ধিকো বণিক।
কংসকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সম্বভূবতুঃ॥" বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

তাহারা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিলে, ঠঠেরাগণ তাহাতে পালিশ অথবা খোদাই করে। [ঠঠেরা দেখ।]

বেহারের কাঁসারিদের অনেক গোত্র চলিত আছে, যথা—বনৌধিয়া, বনইয়া, চোথর্গা চৌধরা, হরিবর্ণ লকর মরৌলিয়া, মন্নুরা, মরৌলিয়া, মোহরিয়া, গুলারিয়া, সুন্দর।

ইহারা স্বগোত্রে বিবাহ করিতে পারে না এবং বাল্যকালেই কন্যার বিবাহ দেয়। অনেক সময়ে কন্যার কিছু অধিক বয়সে বিবাহ হইতে দেখা যায়, এমন কি অনেক সময়ে ঋতু হওয়ার পর কন্যা পতিমুখ দেখিতে পায়। বিবাহ প্রথা অনেকটা বেহারের কায়স্থদিগের মত। স্ত্রী রুগ্না, মৃতবৎসা, মৃতগর্ভা অথবা বন্ধ্যা হইলে পুরুষ স্বতন্ত্র পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাদের বিধবারা মনে করিলে 'সাঙ্গা' প্রথামত বিবাহ করে। গভীর রাত্রে অন্ধকার ঘরে এই বিবাহ হয়, এরূপ বিবাহে কেবল বিধবারাই উপস্থিত থাকে, সধবারা অপবিত্র ভাবিয়া এই বিবাহ দেখে না। পুরুষ সিন্দুর দান করিয়া বিধবাকে আপন পত্নীরূপে গ্রহণ করে। এরূপ বিবাহে ভোজ নাই, আমোদ নাই শাস্ত্রানুসারে কোন ধর্মকর্মও করিতে হয় না।

সমাজে ইহারা সৎশূদ্র বলিয়া প্রচলিত। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের হস্তে জলগ্রহণ করিতে পারেন।

বঙ্গদেশের কাঁসারিদিগের মধ্যে পদবী থর ও ভিন্ন ভিন্ন গোত্র প্রচলিত আছে।

পদবী—কুণ্ড, প্রামাণিক, দাস, দাঁ, পাল, নন্দন, দে ইত্যাদি।

থর—সপ্তগ্রামা, মামদবাদী, মাণ্ডা, মাইতি।

গোত্র—শক্তিঋষি শাণ্ডিল্য, সপ্তঋষি, ঋষিকেশ, দধিঋষি।

ইঁহারাও স্বগোত্রে বিবাহ করিতে পারে না। বিবাহাদি কার্য্যে ইহাদিগকে বিষম দায়ে পড়িতে হয়। বিবাহের সময় সব থর নিমন্ত্রণ করা চাই, কাজেই ভোজের খুব বেশী আয়োজন করিতে হয়। এই জন্য গরীব কাঁসারিরা এককালে ৮।৯টী কন্যার বিবাহ দেয়।

বিবাহপ্রথা—বিবাহ হইবার পূর্ব্বে কন্যা ও বরকর্ত্তা পরস্পরের গৃহে গিয়া পাত্রপাত্রী স্থির করেন, পরে ঘরে ঘরে পান ও কাটা সুপারি পাঠাইয়া 'পানপত্র' হয়, বিবাহ বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য স্থলবিশেষে পানপত্রের সঙ্গে 'সার সন্দেশ' হয়, একবার 'সারসন্দেশ' হইলে সহজে বিবাহ ভঙ্গ করিবার যো নাই। কায়স্থ ব্রাহ্মণাদির মত ইঁহাদিগকে কোন প্রকার লিখিত লগ্নপত্র করিতে হয় না। বিবাহের পূর্ব্বে 'ডোকো' নামে কতকগুলি লোক পাড়ায় ও কুটুম্ববাটীতে 'অমুকের পুত্রের সহিত অমুকের কন্যার বিবাহ হইবে' বলিয়া সংবাদ দিয়া আসে এবং ভোজের সময় যাইয়া সকলকে ডাকিয়া আনে। গাত্রহরিদ্রার দিন বরের মাতৃস্থানীয় কোন স্ত্রীলোক এক কাঁসীতে তৈল ও হরিদ্রা, অপর এক থালে মিঠাই এবং কতকগুলি কুটুম্ব স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া কন্যার গাত্রহরিদ্রা দিতে যান। বিবাহের পূর্ব্বে বরকর্ত্তাকে কন্যার গহনা পাঠাইয়া দিতে হয়, সেই সঙ্গে খাবার পান ও সুপারি লইয়া বরপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা যাইয়া কন্যাকে গহনা পরাইয়া আসেন। বর ও কন্যা পাল্কি করিয়া কুটুম্বগৃহে যাইয়া দুগ্ধ ও চিড়া আহার করে এবং প্রত্যেক বাটী হইতে বর ধুতি ও কন্যা শাটী পাইয়া থাকে। তৎপরে কন্যাকর্ত্তা 'মুনিভোজ' সারিতে যান। এই সময় বরকে কুশের পৈতা ও আংটি পরান হইয়া থাকে। কন্যাকর্ত্তা বরকে বলেন, 'তুমি সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া আমার কন্যাকে গ্রহণ কর।' তখন বর ভাবী শ্বশুরের কথামত যথোচিত উত্তর করেন। পরে লগ্ন অনুসারে রাত্রে বিবাহ হয়। বিবাহে সিঁথায় সিন্দুর দিবার নিয়ম নাই। বাসরঘরে বর যাইতে পায় না অন্য ঘরে শুইয়া থাকে; অতি প্রত্যুষে উঠিয়া [illegible] গুপ্তভাবে নিজ গৃহে চলিয়া যায়। [illegible] শ্বশুরালয়ে আসিয়া আহার করিয়া [illegible] রাত্রে বরকে [illegible] নাইয়া 'বরনাহান' হইয়া থাকে। চারি রাত্রি বরনাহান হয়। বিবাহের আটদিন বরের নিমন্ত্রিত সপরিবার কন্যার বাটীতে ও কন্যার নিমন্ত্রিত সপরিবার বরের বাটীতে আহারাদি করিয়া থাকে।

ইহারা বিবাহের চতুর্থ দিবসকে 'চৌঠ' বলিয়া থাকে, এই দিন যদি শুক্রবার হয় তবে যথাসাধ্য বর বিদায় করিতে হয়, নহিলে শুভ দিনে বিদায় হয়। বিদায়ের পর বর শ্বশুর পক্ষীয় কুটুম্ববাড়ী নমস্কার করিতে যায় এবং সকলেরই নিকট হইতে কিছু কিছু যৌতুক পায়। এই দিবস ঘর বসত করিবার জন্য কন্যাকে শ্বশুরগৃহে লইয়া যাওয়া হয়।

বসতের দিন বরকন্যা আট হাঁড়িতে ভাত ও ব্যঞ্জন রাখিয়া এক একবার খোলা ঢাকা করে, তাহাকে 'অষ্টমঙ্গলা' বলে। সেই দিবস কন্যাপক্ষ হইতে বরকে ও বরপক্ষ হইতে কন্যাকে একখানি লালপেড়ে কাপড় আলতায় ছোপাইয়া পরিতে দেয়। বর শ্বশুরগৃহে আসিয়া কন্যার কপালে সিন্দুর দিয়া গাটছড়া বাঁধিয়া নিজ গৃহে কন্যাকে লইয়া যায় সেইদিন রাত্রে বরকন্যা একত্র শয়ন করে। যদি কন্যা ছোট হয়, তবে বিছানা মাড়াইয়া চলিয়া যায়। সেই দিবস ঘরবসত না হইলে কন্যা এক বৎসর পিতৃগৃহে বাস করে, তৎপরে শুভ দিনে শ্বশুরগৃহে ঘরবসত করিতে আসে। ঘরবসত না হইলে যদি ঐ একবর্ষ মধ্যে বরের মৃত্যু

হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা শ্বশুরগৃহে আর স্থান পায় না, আজীবন তাহাকে পিতৃগৃহে থাকিতে হয়।

বাঙ্গালার কাঁসারিদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই।

ইহাদের পূজা শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের হাতে জল গ্রহণ করিতে পারেন।

পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ কাঁসারিই শৈব; পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব এই কয় প্রকার কাঁসারিই দেখিতে পাওয়া যায়। ৩০এ ভাদ্র বিশ্বকর্ম্মা পূজা হইয়া থাকে, এই দিবস কোন কাঁসারি যন্ত্রাদি স্পর্শ করে না।

মাইতী কাঁসারিরা কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যার পর প্রতিপদে তাঁহাদের কুলদেবতা কালীদেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

বোম্বাই-প্রদেশের কাঁসারিরা আপনাদিগকে কর্ত্তবীর্য্য-বংশীয় নেপাল'স্থ ক্ষত্রিয়ের ঔরসোৎপন্ন ও কবিরাণীর গর্ভজাত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা তথাকার শূদ্রাদি অপেক্ষা কুলে-শীলে ও মানে অনেক শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই প্রায় মহাকালীর উপাসক।

কাক (ক্লী) কু ঈষৎ কং জলং, কোঃ কাদেশঃ। ১ ঈষৎ জল। ২ (কাকস্য সমূহঃ) কাক সকল। ৩ সুরতবন্ধবিশেষ। [কাকপদ দেখ।] ৪ (পুং) কায়তে শব্দায়তে, কৈ-কন্ (ইণ্ভীকাপাশল্যতিমর্চ্চিভ্যঃ কন্। উণ্ ৩। ৪৩।) পক্ষিবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—করট, অরিষ্ট, বলিপুষ্ট, সকৃৎপ্রজ, ধ্বাঙ্ক্ষ, আত্মঘোষ, পরভৃৎ, বলিভুক্, বায়স, বাতজব, বল, দীর্ঘায়ু, সূচক, কুক, গ্রামীণ, পিশুন, কটবাদক, দ্বিক, কাক, কাণ, ধূলিজঙ্ঘ, নিমিত্তকৃৎ, কৌশিকারি, চিরায়ু, মুখর, খর, মহালোল, চিরজীবী, চলাচল, করটক, নাগবীরক, গূঢ়মৈথুন, লম্টাক, শ্রাবক ও রতজ্বর।

পৃথিবীর উষ্ণাংশে সর্ব্বত্রই প্রায় কাক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই কাক আছে। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহারা "কাক" "কাগ্" "কাগা" "কাউয়া" "কেগো" প্রভৃতি নামে পরিচিত।

কাকের শ্রেণীবিভাগ নানাপ্রকার; তন্মধ্যে ভারতে ডোমকাক, দাঁড়কাক, পাতিকাক ও কাকড়ানই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদেশিক শকুন-শাস্ত্রবেত্তাগণের মতে কাক "করভিডি" (*Corvidæ*) বিভাগের অন্তর্গত "করভিনি" (*Corvinæ*) শ্রেণীভুক্ত "করভাস্" (*Corvus*) জাতীয়। "করভাস্" জাতীয় পক্ষীর নাসারন্ধ্র ঠিক কপালের নীচে হয় না, ঊর্দ্ধ-চঞ্চুর প্রায় মধ্যস্থলে হয় এবং ১২।১৩টি নাসা-লোমে (চঞ্চুর পার্শ্ব দিয়া চঞ্চুর দিকে কতকগুলি তীক্ষ্ণ লোমের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট কোমল অথচ দৃঢ় পালক হয় তদ্দ্বারা) আবৃত, ইহাই এই জাতির বিশেষ চিহ্ন। এতদ্ভিন্ন চঞ্চু দীর্ঘ, কঠিন, পুষ্ট ও সরল; ঊর্দ্ধচঞ্চুর উচ্চতা কিছু অধিক, ডানা ক্রমহ্রস্ব, দীর্ঘ, প্রথম পর ছোট, কিন্তু ২য় পর ১ম অপেক্ষা বড়, ৩য় ও ৪র্থ পর সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং ৫ম পর হইতে ক্রমশঃ ছোট। পুচ্ছ মধ্যবিধ; পুচ্ছের অগ্রভাগ কতকটা গোলাকার, পায়ের ডাঁটি দৃঢ়; ইহার গ্রন্থিগুলি সবল, পায়ের পাতা মধ্যবিধ, অঙ্গুলিগুলিই প্রায় সমান, নখ তীক্ষ্ণ ও খুব বক্র। ইহারা শাখা প্রশাখায় বসিতে পারে, আবার ভূমিতেও চলিতে পারে।

১। পাতিকাক—বাঙ্গালায় সাধারণত যে কাক দেখা যায়, তাহাকে বাঙ্গালীরা "কাগ্" "কাউয়া" 'কাগা" "কেগো" বলিয়া থাকে। পশ্চিম বাঙ্গালা ও উত্তর প্রদেশে ইহাদিগকে "পাতি কাউয়া" ও "দেশী কাউয়া" বলিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যেও এই কাক আছে; তৈলঙ্গীরা "মাকীকাকী" তামিলেরা 'মনকাক' সিংহলীরা "কবুতিকাকা" "কাকুল" ও "গুতা" এবং মণিপুরীরা "মামকোয়াক" বলে। ইহাদের কপাল, মস্তক ও মুখমণ্ডল চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ এবং ঘাড়, গলা, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও উদর পাংশুবর্ণ, পুচ্ছ ও ডানা কৃষ্ণবর্ণ, গলদেশের পালক বিরল, কৃষ্ণবর্ণ পালকগুলিতে পিঙ্গল ও সবুজবর্ণের চিক্কণতা আছে। ইহারা ১৫ হইতে ১৭।১৮ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়, পুচ্ছের পালক ৭ ইঃ ডানা ১১ ইঃ, পায়ের ডাঁটি প্রায় ২ ইঃ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইহার নাম "করভাস্ স্প্লেণ্ডেন্স্" (C Splendens) অর্থাৎ "সাধারণ কাক;" ইংরাজেরা ইহাকে 'ভারতের সাধারণ কাক" বলিয়া থাকেন। ইহাকে সংক্ষেপে বাঙ্গালায় "গ্রাম্যকাক" বলা যাইতে পারে। হিমালয়ের পাদমূল হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই কাক দেখা যায়। সিকিমে নাই নেপাল ও কাশ্মীরে অল্প। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জল বায়ুর গুণে ইহাদের বর্ণব্যত্যয় হইয়া থাকে। সিন্ধু, রাজপুতানা প্রভৃতি শুষ্ক প্রদেশে ইহাদের ফিঁকা রঙের পালকগুলি প্রায় সাদা হইয়া থাকে, আর সিংহলদ্বীপে ও দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রোপকূলে ঐ সকল পালক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

কাকের স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পর যে বিশেষ বন্ধুতা দেখা যায়, তাহা নহে। নগরে, গ্রামে ও বহুজনাকীর্ণ স্থানে ইহারা অধিক সংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করে। ঐ সকল স্থানের নিকটবর্ত্তী কোন বৃহদ্বৃক্ষে ইহারা প্রায় ১০০।২০০ মিলিয়া রাত্রিযাপন করে। ইহারা গর্ভিণী না হইলে কেহ বাসা বাঁধে না। ডিম পাড়িলে কেবল স্ত্রীপুরুষ দুইটাই বাসায় যায়; অন্য সকলে গাছে বসিয়াই রাত্রিযাপন করে। কাকেরা সন্ধ্যাকালে সূর্য্যাস্তের পরই কোন এক

বৃক্ষে বহুদূর এমন কি ১০।২০ মাইল দূর হইতে আসিয়া দলবদ্ধ হইতে থাকে এবং রাত্রি ২।৩ দণ্ড পর্য্যন্ত কে কোন্ ডালে বসিয়া ঘুমাইবে, ইহা স্থির করিবার জন্য "কা কা" রবে ঠিক করিয়া দেয়। পরদিন প্রত্যূষেও আবার প্রায় ২ দণ্ড রাত্রি থাকিতে ঐরূপে ডাকিতে থাকে এবং ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়ায়, শেষে সূর্য্যোদয় হইলে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া নানাদিকে উড়িয়া যায়। উড়িয়া যাইবার সময় ইহারা ৫টি হইতে ৩০।৪০টি পর্য্যন্ত একত্র এক একদিকে গমন করে। যাহারা বহুদূরে আহারের চেষ্টায় যাইবে, তাহারাই সকাল সকাল যায়, আর যাহারা নিকটে চরিবে, তাহারা গাছে বসিয়া অনেকক্ষণ পরস্পর আলাপ করিতে থাকে বা পালকাদি সংস্কার করিতে থাকে।

ইহারা মনুষ্যের বাসস্থানের দ্বারাই প্রধানতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা যে গ্রাম বা নগরের নিকট থাকে, তাহার কোন্ বাড়ীতে কখন খাদ্যাদি পাক হয়, কখন কে ভোজনাবশেষ বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করে, তাহা বেশ জানে, এবং সময় বুঝিয়া ঠিক সেই সেই স্থানে উপস্থিত হয়। সকলেই এ সকল জানে, কিন্তু সকলেই এক স্থানে উপস্থিত হয় না। কতকগুলি ঐরূপে লোকালয়ে ভ্রমণ করে, কতকগুলি নদীতীরে কাঁকড়া, ভেক, ক্ষুদ্র মৎস্য বা কীটাদি ধরিতে গমন করে, কতকগুলি মাঠে গিয়া গবাদির শরীরস্থ কীটাদি, অথবা পক্ব শস্যকণা খাইতে যায়, কতকগুলি কোথায় কোন মৃতজন্তুর শরীর পড়িয়াছে তাহার অন্বেষণে গমন করে এবং কদলী, বট, আম ইত্যাদি বৃক্ষে ফল পাকিলেও তাহার উপর ইহাদের দৃষ্টি পড়ে। বর্ষাকালে সন্ধ্যা বা সকালবেলা "বাদলাপোকা" উড়িলে ইহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না, ইহারা দলে দলে আসিয়া সেই পোকা ধরিয়া খাইতে থাকে। গ্রীষ্মকালে ইহাদের অতি কষ্ট হয়। প্রতিদিন বেলা ৮।১০ ঘটিকা অতীত হইলেই ইহারা গ্রীষ্মে কাতর হইয়া অট্টালিকার ছাদে বা বৃক্ষাদির ছায়ায় বসিয়া হাঁ করিয়া হাঁফাইতে থাকে, রৌদ্র পড়িলে আবার ভ্রমণে বাহির হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যা আসিবার সময় ইহারা পথিমধ্যে দল পূর্ণ করিতে করিতে আসিতে থাকে। ইহারা চরিয়া ফিরিয়া আসিয়া একে একে গৃহে, অট্টালিকার ছাদে বা ক্ষুদ্র বৃক্ষাদিতে বসিয়া থাকে এবং যখন সেই স্থান দিয়া তাহাদের পরিচিত দল উড়িয়া বাসার দিকে যাইতে থাকে, তখন তাহারাও উড়িয়া গিয়া স্বদলে মিলিত হয়।

বৈশাখ হইতে ভাদ্রের মধ্যে ইহারা ডিম পাড়ে। এক এক বড় বৃক্ষে বড় জোর ৩টি কাক বাসা বাঁধে। কাটি-কুটা দিয়াই ইহারা বাসা বাঁধে, কিন্তু কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী কাকের বাসায় টিনের টুকরা ও লোহার তার-যোড়নের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা একেবারে চারিটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি ঈষৎ সবুজবর্ণ ও তাহার গায়ে ধূসরবর্ণের বিন্দু বিন্দু দাগ থাকে। "কাগডিমী" রং দেখিতে বড় সুন্দর। কোকিলেরা নিজে বাসা বাঁধে না, তাহারা এই কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া রাখে, শেষে কোকিলশাবক ডাকিতে শিখিলে, কাকী ঠোক্‌রাইয়া বাসা হইতে তাড়াইয়া দেয়। ঈশ্বরের এমনি মহিমা যে যতদিন কোকিলশাবক উড়িতে না পারে, ততদিন ডাকিতেও পারে না, সুতরাং কাকী স্বীয় সন্তান-নির্ব্বিশেষে পালন করে। কাকেরা শাবককে অনেক দিন পর্য্যন্ত আহার দিয়া থাকে।

কাক অতি দ্রুত উড়িতে পারে। ব্রাহ্মণীচিল সময়ে সময়ে ইহাদের মুখস্থিত আহার কাড়িয়া লইবার জন্য তাড়া করে, তখন ইহারা যেরূপ বেগে উড়িয়া পলাইতে থাকে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ইহারা বড় চতুর ও বুদ্ধিমান্। ইহাদের ধূর্ত্ততা সম্বন্ধে যথেষ্ট গল্প প্রচলিত আছে। ইহারা এতদূর নির্ভীক যে, মানুষ ভোজন করিতেছে, নিকটে বিড়াল বসিয়া আছে, অথচ তাহা কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্নপাত্র হইতেই অন্ন লইয়া উড়িয়া পলায়ন করে। ইহারা লোকের সম্মুখ দিয়া লাফাইতে লাফাইতে ভূমির উপর চলিয়া যায়, বিন্দুমাত্র ভয় করে না। ইহাদের প্রতি কেহ যদি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহারা তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পলায়। ইহারা বড়ই সন্দিগ্ধ-চিত্ত, সামান্য ভয়ের সম্ভাবনা থাকিলে সে দিকে বড় যায় না।

ইহারা স্বজাতীয়ের মৃতদেহ দেখিলে বা বন্দুকের শব্দ শুনিলে মহা কোলাহল করিয়া সেইস্থানে একত্র হয়। স্বজাতীয়ের কাহারও বিপদ্ ঘটিলে ইহারা জড় হইয়া কোলাহলে সেই স্থান বিরক্তিকর করিয়া তুলে এবং যতক্ষণ তাহার কোন একটা শেষ ফল দেখিতে না পায়, ততক্ষণ কেহ সে স্থান ত্যাগ করে না।

ইহারা বড় পরিহাসপ্রিয়। দুই তিনটা কাক একত্র মিলিত হইয়া চিল, শকুনি বা অন্যান্য পক্ষীকে ঠোক্‌রাইয়া তাহাদের লাঙ্গুল টানিয়া বিরক্ত করিয়া তুলে। তাহারা বিরক্ত হইয়া উড়িয়া গেলে বা চীৎকার করিয়া উঠিলে, ইহারা মহা আনন্দে "কা কা" করিয়া উঠে। ঠিক ঐরূপে ইহারা বিড়ালের মুখের আহারও কাড়িয়া লয়।

এই দুষ্ট কাক পক্ষীদের বড় অনিষ্ট করে। ইহারা সময়ে

সময়ে চুণ চালে বা খোলার চালের খোলার মধ্যে খাবারাদি লুকাইয়া রাখে, শেষে আবশ্যকমত স্থান ঠিক করিতে না পারিয়া, চালের অধিকাংশ চুণ টানিয়া ও খোলা উল্টাইয়া ফেলে।

ইহারা ফিঙ্গার সঙ্গ ভালবাসে না। ফিঙ্গা দেখিলেই কাক সে স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়, ফিঙ্গাও পশ্চাতে পশ্চাতে উড়িতে থাকে। ইহাকেই 'কাকের পিছনে ফিঙ্গা লাগা' বলে।

হিন্দুর নবান্ন পর্ব্বে এই কাকের বড় আদর দেখা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থ "নবান্ন" লইয়া গৃহছাদে উঠিয়া কাকের আগমন প্রার্থনা করিতে থাকে, কিন্তু সে দিন ইহাদিগকে পাওয়া দায় হয় কারণ প্রায় সর্ব্বত্রই ইহারা ভোজ্য পাইয়া তৃপ্ত থাকে। এই জন্য লোকে কথায় বলে যে, "নবান্নের কাক" অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য।

২। (ক) ডোমকাক—'করভাস্' জাতির মধ্যে ডোমকাক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তরাঞ্চলে ইহা দিগকে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধু, রাজপুতানা প্রভৃতি কয়েক স্থানে ইহারা গ্রীষ্মকালে থাকে না। শরতের প্রথমে ইহারা আসে ও বসন্তের পরেই আফগানস্থান, কাশ্মীর প্রভৃতি শীতপ্রধান স্থানে চলিয়া যায়। হিমালয় পর্ব্বতের ১৪০০০ ফুটের ঊর্দ্ধে ডোমকাক আছে, কিন্তু ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশে নাই। বাঙ্গালায়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে যেরূপ ডোমকাক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের গাত্র ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ, গলদেশের পালকগুলি দীর্ঘ ও বিরল; উপরের ঠোঁটের অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র, ঊর্দ্ধচঞ্চুর উচ্চতা অধিক; ডানা দৈর্ঘে ১৩ ইং। দেহ দৈর্ঘে ২৫ হইতে ২৭ ইং। চক্ষুর উভয়পার্শ্বে খাল, চঞ্চু ও পদদ্বয় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ঊর্দ্ধচঞ্চুর অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র। ইহাদিগকে হিন্দুস্থানীরা "ধুদা" ও "ডোমকাগ্", বাঙ্গালায় "ডোমকাগ" ইংরাজেরা "র‍্যাভেন," স্কচেরা "করবি", স্কটল্যাণ্ডবাসীরা "ক্রো", দিনেমারেরা "রভন", জর্ম্মণেরা "কোলক্রেভ" ফরাসীরা "করবো" ওলন্দাজেরা "ক্রভো", "ক্র প" বা 'ক্রভোগ্রসো", প্রাচীন রোমকেরা "করভাস্", স্পেনীয়েরা "এল কুয়র্ভো", পশ্চিম তাতার বাসীরা "কজ কজ গিড" এবং এস্কুইমোরা "তুলুআক" বলে। বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রে ইহার নাম করভাস্ কোরাক্স (Corvus Corax)।

হিমালয় ও য়ুরোপে যে ডোমকাক দেখা যায়, তাহারা বড় ভীরু স্বভাব, কখন লোকালয়ে আসিতে চাহে না, কিন্তু ভারতের অন্য স্থানে যে সকল ডোমকাক আছে, তাহারা পাতিকাকের ন্যায় নির্ভীক, ঘরে দ্বারে ইচ্ছামত যাতায়াত করে। ডোমকাকেরা কিন্তু বড় দ্বন্দ্বপ্রিয়। ইহারা কলহ করিতে করিতে এতদূর উন্মত্ত হয় যে, উভয়ের মধ্যে একটা প্রায়ই মারা পড়ে। সিন্ধুপ্রদেশে প্রতি বৎসর শরৎকালে ইহারা যখন আসে, তখন প্রথম প্রথম ইহাদের অনেকগুলি মারা পড়ে দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ইহাদের স্বভাবসুলভ দ্বন্দ্বপ্রিয়তাই এই মৃত্যুর কারণ। সিন্ধুপ্রদেশের ডোমকাকেরা জাতিগত কণ্ঠস্বর ভিন্ন ঘণ্টাধ্বনির মত একপ্রকার শব্দ করিতে পারে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহারা কাটিকুটা দিয়া মাঠের মধ্যে বা বিরল জঙ্গলে বড় বড় বৃক্ষের মাথায় বাসা বাঁধে। ইহাদের ৪।৫টি ডিম্ব হয় ইহারা প্রায় পৌষ হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যেই ডিম্ব পাড়ে। ডিম্বগুলি দেখিতে সবুজের আভাযুক্ত তরল নীলবর্ণ, ডিমের গায়ে কৃষ্ণাধিকা মেটে রঙ্গের তরল বেগুণে রঙ্গের ও তরল সিন্দুরবর্ণ রঙ্গের দাগ থাকে।

(খ) ছোট দৈর্ঘ্যের ডোমকাক।—হিমালয়ের উর্দ্ধতম প্রদেশে কাশ্মীর ও কুমায়ুন রাজ্য এবং তিব্বতদেশে এক জাতি ডোমকাক আছে, তাহারা প্রায় দীর্ঘে ২৮ ইং, ডানা ১৯ ইং বড় উর্দ্ধচঞ্চুর মধ্যভাগের উচ্চতা খুব বেশী, এবং তাহাদের পুচ্ছও দীর্ঘ হইয়া থাকে। অন্যান্য অবয়ব সাধারণ ডোমকাকের মত। হুই চারিজন বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রবিৎ ইহাকে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া গণনা করেন ও 'করভাস্ টিবেটেনাস' (Corvus Tibetanus) অর্থাৎ 'তৈব্বতী ডোমকাক' নামে অভিহিত করেন কিন্তু সামান্য আকারের দীর্ঘতা ভিন্ন অন্য কোন বিশেষতা নাই দেখিয়া অনেকেই ইহাকে সাধারণ শ্রেণীমধ্যে গণ্য করেন।

য়ুরোপীয় শাকুনতত্ত্ববিদেরা বলেন যে ডোমকাক (র‍্যাভেন) মনুষ্যের কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর অনুকরণ করিতে পারে।

(গ) পাটলচূর ডোমকাক।—মরুপ্রদেশে আর এক প্রকার ডোমকাক দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের কপাল ও মস্তক পাটলাভ পিঙ্গলবর্ণ ও কণ্ঠভাগে বেগুণি রঙ্গের চিক্কণতা আছে, পালকের মধ্যে উপরের স্তরের পালক চিক্কণ, কৃষ্ণবর্ণ ও নিম্নস্তরের পালক পাটলাভ পিঙ্গলবর্ণ; পিঙ্গলবর্ণের পালক গুলির প্রান্তভাগ রক্তাভ। চঞ্চুপুট কাল, পদদ্বয় কাল দৈর্ঘ্যে ২২ ইঞ্চ। সিন্ধুপ্রদেশের খাদ্যোবাবাদ ও জায়গানার মরুভূমিতে ইহাদিগকে শীতকালে দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্জাবের ডোমকাক (C. Corax) হইতে ইহাদের গাত্রবর্ণ ভিন্ন, আরও একটু পার্থক্য আছে যে, ইহাদের গলদেশের

পালকগুলি সূক্ষ্মাকার ও দেহ পরিমাণে ছোট। ইহাদিগের নাম "করভাস্ আম্বুনাস্" (C. Umbrinus) অর্থাৎ 'পাটলচূড়ডোমকাক'। ইহা ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্ত হইতে মিসরদেশ, এসিয়ার পশ্চিম ও দক্ষিণস্থ সকল দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। দাঁড়কাক—এইজাতীয় কাককে উত্তরভারতে "দাঁড়" বা 'দাল কাউয়া' ও দক্ষিণে "দোর কাউয়া" বলে। যাহারা শিকারে পক্ষী প্রতিপালন করিয়া তদ্দ্বারা পক্ষী-শীকার করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে এই জাতীয় কাককে 'কড়য়াল কাক' বলে এবং তৈলঙ্গীরা 'কাকী", তামিলেরা 'কাকা," লেপ্‌চারা 'উলক্ কো" ভুটানীয়া 'উলক্" এবং অনেক ভারতবাসী ইংরাজ ইহাদিগকেই 'র‍্যাভেন' বলেন, কিন্তু বস্তুতঃ শাকুনতত্ত্বজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিতেরা ইহাকে "ইণ্ডিয়ান কার্বি' (Indian Corby) বলিয়া থাকেন।

দাঁড়কাকের কয়েকটা শ্রেণীভেদ আছে।—

(ক) ভারতীয় দাঁড়কাকগুলির আকার এইরূপ—সমস্ত শরীরের উপরিস্তরের পালকগুলি চিক্কণ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নিম্নস্তরের পালক তত ঘোরবর্ণ নহে, পুচ্ছের পালক সংস্থান ঈষৎ গোলাকার, ডানা খুব দীর্ঘ, প্রায় পুচ্ছের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, চঞ্চুপুট সরল, ঊর্দ্ধচঞ্চুর সম্মুখভাগ উচ্চ ও অগ্রভাগ বক্র, ঘাড় ও চঞ্চুপার্শ্বদ্বয়ের পালকে প্রায় চিক্কণতা নাই এবং এই স্থানের পালক তুলার খুপির মত, তাহাতে পালকের দণ্ড নাই। ইহাদের ঠোঁট, পা ও আঙ্গুল কৃষ্ণবর্ণ। এক একটি দৈর্ঘে ১৯ ইঃ, ডানা ১১ হইতে ১৪ ইঃ, পুচ্ছ ৭ ইঃ, পা বর ডাটী ২ ইঞ্চির অধিক এবং ঠোঁট ২॥ ইঞ্চি।

ইহাদিগকে ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে করভাস্ ম্যাক্রো রিঙ্কাস্' (C. macrorhynchus) বা 'করভাস্ কাল্মিনেটাস (C. culminatus) বলে।—ইহারা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে বনে, জঙ্গলে, পল্লীতে, লোকালয় প্রভৃতি সকলস্থানে বাস করে। পূর্ব উপদ্বীপ ও আন্দামান দ্বীপশ্রেণী পর্য্যন্ত আছে। গ্রামকাকের ন্যায় ইহারা অগণ্য নহে, তবে অন্যান্য জাতীয় কাক অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা অধিক বটে। দাক্ষিণাত্য নীলগিরি পর্ব্বতে ইহারাই গ্রামকাকের ন্যায় অসংখ্য বাস করে। ইহারা লোকালয় অপেক্ষা বনে জঙ্গলে অথবা পর্ব্বতে থাকিতে ভালবাসে। ইহারা প্রধানতঃ মৃত জন্তুর মাংস আহার করে বলিয়া ইহাদিগকে ইংরাজেরা 'কর্ভি' বা "কেরিয়ন" অর্থাৎ 'গলিত মাংসভুক্' বলেন। ইহারাও ডিম পাড়িবার সময় কোন দুর্গম জঙ্গলের ভিতর একটি নির্জ্জন বৃক্ষে বাসা বাঁধে। বাসার ভিতর ঘাস, পাতা ও লোম দিয়া কোমল ও উষ্ণ করে। একবারে ৩।৪টি ডিম হয়, ডিম তরল সবুজবর্ণ ও গাত্রে ধূসরবর্ণের বিন্দু বিন্দু দাগ হয়। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে ডিম পাড়িবার সময়। ইহাদের বাসাতেও কোকিল ডিম পাড়ে। ইহারা বড় অনিষ্টকারী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোরগ, পায়রার ছানা ও চড়াই ধরিয়া লইয়া যায়, এমন কি ক্ষুদ্র ছাগশিশু পর্য্যন্ত ইহাদের চঞ্চুপুটাঘাতে মারা পড়ে। ইহারা অপর পক্ষীর বাসা বা ডিম নষ্ট করিতে দেখিলে রাজকাক' ইহাদিগকে তাড়া করে। অনেক ইংরাজ ইহাদিগকে 'জঙ্গলক্রো" (Jungle crow) অর্থাৎ বনকাক বলিয়া থাকেন।

(খ) য়ুরোপীয় দাঁড়কাক বা "কেরিয়ন ক্রো" (Carrion crow) অর্থাৎ 'গলিত মাংসভুক্ কাক' দেখিতে ঠিক এদেশীয় দাঁড়কাকের ন্যায়, কেবল গাত্রের সর্ব্বত্রই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, গলের পালক নরম নহে। সর্ব্বশরীর চিক্কণ। পুচ্ছের পালক ৮ ইঃ, ডানা ১২ হইতে ১৪ ইঃ, এবং ঠোঁট প্রায় ৩ ইঃ,। ভারতবর্ষে ও কাশ্মীরে কেবল এই জাতীয় দাঁড়কাক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য কোথাও নাই। এই জাতীয় পক্ষীর আদিম বাসস্থান সাইবিরিয়ার পূর্ব্বাংশে ইনিসিনদী হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত। সেখান হইতে ইহারা দক্ষিণে কাশ্মীর ও পশ্চিমে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে বাস করে। ইহারা দল বাঁধিয়া বাস করে না। ইহাদিগকে ইংরাজী শাকুন শাস্ত্রে "করভাস্ কোরোন" (C. Corone) বলে।

(গ) কাশ্মীরে আর এক শ্রেণীর দাঁড়কাক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রমাণে দাঁড়কাক হইতে ক্ষুদ্র, গাত্র-বর্ণ অন্ধকারের ন্যায় কাল। ইহারা অতি দ্রুত উড়িতে পারে। চিলের সহিত ইহাদের বিষম বিবাদ। ইহারাও গলিত মাংস খাইয়া থাকে। কাশ্মীরে, সিমলা প্রদেশে, চগলাই উপত্যকায় ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পার্ব্বতীয় কাক নামে বিখ্যাত। ইংরাজী শাকুন শাস্ত্রমতে ইহাদিগকে দাঁড়কাক ও গ্রাম্যকাকের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া 'করভাস্ ইন্টার মিডিয়াস্' (C. intermedius) বলে।

(ঘ) সূক্ষ্মচঞ্চু দাঁড়কাক—গাত্রবর্ণ বেগুনি মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ মস্তক, ঘাড় পৃষ্ঠ উদর ও চক্ষের বর্ণ অপেক্ষাকৃত তরল। কপাল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। দৈর্ঘে ১৮ ইঃ, ডানা ১২॥ ইঃ, পুচ্ছ ৭ ইঃ, চঞ্চুপুট লম্বে ২ ইঃ মোটা গোড়ে এক ইঞ্চ মাত্র। ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে ইহার নাম 'করভাস্ টেনুইরষ্ট্রিস' (C. tenuirostris)।

এতদ্ভিন্ন চীনদেশীয় "করভাস্ পেক্টোরালিস" (C. pectoralis) ও বর্ম্মীদেশের "করভাস্ এন্কা (C. enca)

দাঁড়কাকজাতীয় বটে। ঘবদ্বীপের "করভাস্ এন্কা" স্থূলচঞ্চু কাকের এক জাতীয়, কিন্তু ক্ষুদ্রকায় এবং চীনদেশীয় "পেক্টোরালিস্" ভারতীয় দাঁড়কাক-জাতীয়।

৪। ব্রহ্মদেশীয় গ্রাম্যকাক—ইহাদের কপাল, মস্তক, চিবুক ও গলা চিক্কণ কৃষ্ণ। ঘাড় ও চক্ষুপার্শ্ব তরল পিঙ্গলবর্ণ এবং কর্ণাবরক পালকগুলি ও নিম্নদেশের পালকগুলি পিঙ্গলাভ মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ। ডানা, পুচ্ছ ও বাকি পালক চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ ইহাদের কৃষ্ণবর্ণ পালকগুলি হইতে বেগুনী ও ময়ূরবর্ণ-মিশ্রিত অর্থাৎ ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় আভা বাহির হয়। ইহাদের স্বভাবাদি ঠিক ভারতীয় গ্রাম্য কাকের ন্যায়। সমস্ত ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ মারগুই পর্য্যন্ত, পশ্চিমে আসাম হইতে মণিপুরের পূর্বাঞ্চল পর্য্যন্ত সমস্তদেশে এই কাকের বাস, অন্যত্র নাই। ইহাদের ব্রহ্মদেশীয় নাম "কীগ্যান" এবং বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রমতে ইহাদিগকে "করভাস্ ইন্সোলেন্স" (C insolens) বলে।

৫। ঝোঁটন কাক—ইহাদের মস্তকে কাকাতুয়ার ন্যায় ঝোঁটন আছে। ইহাদিগের মস্তক, ঘাড় গলা, বক্ষের উর্দ্ধভাগ, ডানা, পুচ্ছ এবং ঊরু চিক্কণ, অবশিষ্ট পালক গদার বেলেহাঁসের ন্যায় ধূসরবর্ণ। উপরের পালকের কলম কৃষ্ণবর্ণ ও নীচের পালকের কলম পাটল। পা ঠোঁট ও অঙ্গুলি কাল। দৈর্ঘ্য ১৯ ইঃ, পুচ্ছ ৭॥ ইঃ, ডানা ১২॥ ইঃ, পায়ের ডাঁটি ২ ইঃ ও ঠোঁট ২ ইঃ। ইহাদের ইংরাজী নাম হুডেড্ ক্রো (Hooded Crow) এবং ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রমতে নাম 'করভাস্ কর্ণিক্স্' (C Cornix)

ইহাদের ৩টী শ্রেণী আছে। এই ৩টী শ্রেণীর আকৃতিগত এত পার্থক্য থাকে যে দেখিলে স্পষ্টই চিনিয়া লইতে পারা যায়। বিশুদ্ধ ঝোঁটন কাক (True Corvus Cornix) পারস্যোপসাগরের উপকূল হইতে পশ্চিমে য়ুরোপ পর্য্যন্ত সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কৃষ্ণবর্ণের পালক ব্যতীত অন্য পালকগুলির বর্ণ পাংশুল ধূসর। এই জাতীয় 'করভাস্ কেপেল্লেনাস্' (C Capellanus) পারস্যোপসাগরের তীর ও মেসোপোটেমিয়া প্রদেশে দেখা যায়। এই শ্রেণীর পালকের বর্ণ সাদা ও পালকের কলম কাল। আকার বর্ণাদির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শীতকালে ইহাদিগকে পঞ্জাবের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তরপশ্চিমকোণে, হাজারা প্রদেশ ও গিলগিট প্রান্তে দেখা যায়। গলিত মাংসভুক্ কাকের ন্যায় ইহাদের স্বভাবাদি, আবার ইহারা শস্যভুক্ বটে এবং শস্য পাইবার আশায় ইহারা দলে দলে মাঠ ঘুরিয়া বেড়ায়, ভারতবর্ষে ইহারা বাসা বাঁধে না বা ডিম পাড়ে না। সাইবিরিয়ায় ইহারা গলিত মাংসভুক্ শ্রেণীর সহিত সম্মিলিত করিয়া সন্তান উৎপাদন করে। এই বর্ণসঙ্করকাক এদেশে দেখা যায় না।

৬। কাশ্মীর প্রদেশে, পশ্চিম এসিয়ায় এবং য়ুরোপে একপ্রকার দাঁড়কাক দেখা যায়, বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রমতে ইহারা ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। ইহাদিগের সমস্ত অবয়বের বর্ণ কাল, মস্তক, গলা, ঘাড় ও নিম্নদেশের পালক নীলবর্ণের চিক্কণতা ও পাটলের আভাযুক্ত। ইহাদের আকারাদি দাঁড়কাকেরই ন্যায়, সামান্য ইতরবিশেষ আছে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে রুক (Rook) ও ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে "করভাস্ ফ্রুগিলিগাস্" (C Frugilegus) বলে। ইহাদের শাবক ৫ মাসের হইলে তাহাদের নাসা-রোম (Nasal bristl) পড়িয়া যায় ও তাহার ছয়মাস পরেই তাহাদের মুখের সম্মুখভাগে অর্থাৎ ঠোঁটের মূলে কিছুমাত্র পালক থাকে না। এই কাক ভারতবর্ষে বাসা বা সন্তানোৎপাদন করে না। ইহারা প্রধানতঃ শস্যভোজী, চরিবারজন্য দলে দলে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং খাল বিল ও জলাশয়ে কীটাদি ধরিয়া খায়।

৭। কাশ্মীরে আরও এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকার দাঁড়কাক দেখা যায়, ইহাদিগকে ক্ষুদ্রচঞ্চু দাঁড়কাক বলা যায়। ইহাদের মস্তক ও কপাল চিক্কণ ও কৃষ্ণবর্ণ ঘাড় গাঢ় ধূসরবর্ণ মস্তকের পার্শ্ব ও গলা তরল ধূসরবর্ণ, আর্দ্ধেক গলার শ্বেতবর্ণের কাঁঠি আছে। উপরের স্তরে পালক ও পুচ্ছ সুচিক্কণ নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ, পালকের কলম ধূসর গলার নিম্নভাগ কৃষ্ণবর্ণ, অন্যান্য পালকও শ্লেটের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট দৈর্ঘ্য ১৩ ইঃ পুচ্ছ ৫॥ ইঃ, ডানা ৯ ইঃ, পায়ের ডাঁটি ইঃ, ও ঠোঁট ১॥ ইঃ মাত্র। ইংরাজীতে ইহাদিগকে 'জ্যাক্‌ড' (Jackdaw) ও ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রমতে 'করভাস্ মানিডুলা' (C, monedula) বলে। ভারতের মধ্যে কাশ্মীর ও উত্তর-পঞ্জাবে ইহাদিগকে দেখা যায় শীতকালে অন্যান্য প্রদেশে পর্ব্বতের নিকটেও ইহাদের দেখা যায়। ইহারা কাশ্মীরের পুরাতন অট্টালিকা ও বৃক্ষাদিতে বাসা বাঁধিয়া বাস করে। ইহারা ৪ হইতে ৬টি পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে।

৮। শ্বেতকাক—কাকের ন্যায় অবিকল আকারের একপ্রকার পক্ষী আছে, তাহার সমস্ত পালক কাকাতুয়ার ন্যায় শাদা। পদদ্বয় ও ঠোঁট এবং চক্ষু ও কাকাতুয়ার ন্যায়। ইহাদিগকে শ্বেতকাক বলে।

কাক সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশে কয়েকটি প্রবাদ আছে—

(১) ইহারা এক চক্ষে দেখিতে পায় না, কারণ রাম

সীতা একদিন বনে বেড়াইতেছিলেন। ইন্দ্রপুত্র সীতার রূপ দেখিয়া মোহিত হন এবং কাকরূপে সীতার বক্ষোবসন আকর্ষণ করেন। নখাঘাতে সীতার স্তন হইতে রক্তপাত হয়। রাম তাহা দেখিয়া বাণ ত্যাগ করেন। বাণ কাকের চক্ষুতে লাগে। তদবধি কাকেরা একটি চক্ষুর দৃষ্টি হারাইয়াছে।

(রঘুবংশ, ১২।২২-২৩) এ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

"সবার নাশের রাম না মারেন পাখী।
ঐষীকবাণে বিন্ধিলেন তার এক আঁখি।"

(২) যদি কোন গৃহস্থের ছাদে বসিয়া একটা কাক আর একটা কাকের পায়ে গাঁট বাঁধিয়া দেয় ও মাথার পালক সংযুক্ত করিয়া দেয়, আর যদি কোন সধবা পুত্র সম্ভাবিতা বধূ বা কন্যা তাহা দর্শন করে, তবে স্ত্রীলোকেরা স্থির করেন যে সেই মাসের অভ্যন্তরেই সে কামিনী গর্ভিণী হইবে।

(৩) কাকের পালক স্পর্শ করিলে পুণ্যফল বিনষ্ট হয়। অনেকে এই বিশ্বাসে কাকের পালক ছুঁইলে সবস্ত্র স্নান করিয়া থাকেন।

(৪) কাক রুক্ষ মাটীতে মরে না। "কাক মরে মড়ে, বিড়াল মরে আমার পাপ কলো হাড় হাড়।" (এই শ্লোকটী কি বা তাহার ইতিহাস আছে কিনা জানা যায় নাই।)

(৫) কাক যখন গৃহোপরি উঠিয়া ডাকিতে থাকে ও ইতস্ততঃ উড়িতে থাকে অথচ আহার গ্রহণ করে নাই, তখন শুভসংবাদ যাত্রা করিলে মঙ্গল হয়। ডাকের বচনে আছে—"উঠি পড়ে খায় না, তখন কেন যায় না।"

(৬) কাক নাপিত শিয়াল।
• এই তিন চণ্ডাল।

(৭) পক্ষিজাতির মধ্যে কাক চণ্ডালজাতীয়। ইহারা শব নষ্ট পরিষ্কার করে। কেহ কেহ আবার ইহাকে ব্রাহ্মণ জাতীয় বলে।

(৮) কাকমাংস তিক্ত, কেবল পশুপক্ষীর খাদ্য নহে। লোকে স্বার্থপরতার তুলনায় বলে, "কাক সকলের মাংস খায়, কিন্তু তার মাংস কেহ খাইতে পায় না।" [কাকচরিত্র দ্র]

মদনপালের মতে ইহার মাংস গুণ—লঘু, অগ্নিদীপক, বৃংহণ, বলকারক, আয়ু ও চক্ষুর হিতকর এবং ক্ষত ও ক্ষয়রোগ নাশক।

৫ এক কড়ার চতুর্থাংশ। ৬ দ্বীপবিশেষ। ৭ তিলক বিশেষ। ৮ শিরোহবক্ষালন। ৯ (ত্রি) কুৎসিতভাবে গমনকারী, খোঁড়া। ১০ অত্যন্ত ধৃষ্ট।

কাককঙ্গু (স্ত্রী) কাকপ্রিয়া কঙ্গুঃ মধ্যলো°। ধান্যবিশেষ। চীন। (চীনকস্তু কাককঙ্গুঃ। হেম ৪।২৪৪।)

কাককলা (স্ত্রী কাকস্য কলা অবয়ব ইব অবয়বো যস্যাঃ, মধ্যলো°। কাকজঙ্ঘা।

কাংঘ্না (স্ত্রী) কাকং হন্তি, কাক হন ড টাপ্। মহাকরঞ্জ।

কাকচরিত্র (ক্লী) কাকস্য চরিত্রং বৃত্তং যত্র, বহুব্রী। শাকুনশাস্ত্র অংশবিশেষ। ইহাতে কাকের চেষ্টাদি শব্দ বিশেষ দ্বারা কিরূপে শুভাশুভ জানিতে পারা যায়, তাহারও উপদেশ লিখিত আছে। বসন্তরাজ প্রণীত শাকুন শাস্ত্রে ইহার মত লিখিত হইয়াছে। তাহা এই—

কাক পাঁচ প্রকার বিভক্ত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্ত্যজ, বর্ণ ও স্বর দ্বারা ঐরূপ ভেদ বুঝিয়া লইতে হয়। যে সকল কাক পরিমাণে বৃহৎ, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও বৃহৎ মস্তকযুক্ত এবং যাহাদিগের স্বর গম্ভীর তাহারা বিপ্রজাতি। যাহাদের মিশ্রবর্ণ, পিঙ্গল অথবা নীলচক্ষু, তীক্ষ্ণরব এবং অতিশয় বল আছে, তাহারা ক্ষত্রিয় জাতি। যাহাদের বর্ণ পাণ্ডু বা নীল, চক্ষু শ্বেত বা নীল, শব্দ অতি রূঢ়, তাহারা বৈশ্যজাতি। যাহাদের বর্ণ ভস্মের ন্যায় শরীর কৃশ এবং অধিকাংশ রুক্ষতাযুক্ত, স্বভাব চঞ্চল, তাহারা শূদ্রজাতি এবং যাহাদের মুখদেশ রক্ত, চক্ষু ও পাণ্ডুবর্ণ, স্কন্ধদেশ দীপ্তিবিশিষ্ট, শব্দ ও বুদ্ধিবৃত্তি স্থির, আপদ্ভা অল্প, তাহারা অন্ত্যজ। দ্রোণনামক কৃষ্ণবর্ণ বিপ্র কাক (দাঁড়কাক) শ্রেষ্ঠ, অতএব যাহাদের কণ্ঠদেশ শুভ্রবর্ণ, তাহাদেরই লক্ষণাদি দেখিবে। অদ্ভুত দর্শন বলিয়া শ্বেত-কাক গ্রাহ্য নহে। বিপ্রকাকের নিকট প্রশ্ন করিলে, তাহারা পরিষ্কার উত্তর দেয়। ক্ষত্রিয়কাক তাহা অপেক্ষা অল্প। বৈশ্যকাক অভিবাদন পাইলে এবং শূদ্রকাক পূজা পাইলে উত্তর দেয়। কিন্তু অন্ত্যজকাক সর্বদাই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকে। এই পাঁচ প্রকার কাকের শব্দ দ্বারা যথাক্রমে তৎক্ষণাৎ, তিনদিন ও সপ্তাহ বা একপক্ষ অন্তর ফল পাওয়া যায়।

শান্ত ও প্রদীপ্তভাবে শব্দ করিলে তাহা শুভপ্রদ, কিন্তু ক্রোধস্বরে শব্দ করিলে তাহা প্রশস্ত নহে। সর্বত্র মধুর শব্দই প্রশস্ত। প্রদীপ্তভাবে অথচ পরুষস্বরে শব্দ করিলে কার্য্য নিষ্পন্ন হইলেও পুনর্বার তাহা নষ্ট হয়, কিন্তু পর্যায়ক্রমে শান্তভাবে শব্দ করিলে, তাহা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়। শান্ত ও প্রদীপ্তভাবে বাহিরে একবার শব্দ করিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াও যদি পুনর্ব্বার সেইরূপ শব্দ করে, তাহা হইলে সমস্ত বিঘ্ন নষ্ট হইয়া কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রথমে দীপ্ত শব্দ করিয়া পরে শান্ত শব্দ করিলে কার্য্য নষ্ট হইয়া দ্বিতীয়বার সিদ্ধ হয়।

"সূর্য্যোদয়ের সময় পূর্বদিকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া

[illegible] শব্দ করিলে শত্রুনাশ, চিন্তিত কার্য্যের সিদ্ধি এবং স্ত্রী ও বস্ত্রলাভ হয়। অগ্নিকোণে বসিয়া শব্দ করিলে, [illegible] ধননাশ ও স্ত্রীলাভ হয়। দক্ষিণদিকে পরুষ স্বরে শব্দ করিলে অতি ভয়, রোগ বা মৃত্যু, কিন্তু মধুরস্বরে শব্দ করিলে [illegible] ও স্ত্রীলাভ হয়। নৈঋতদিকে সহসা শব্দ করিলে অকস্মাৎ [illegible] সংঘটন, দূতাগমন ও কার্য্যের যথার্থসিদ্ধি হয়। [illegible] শব্দ করিলে বৃষ্টি হয়, স্ত্রী বন্ধু ও বান্ধব [illegible] আগমন করে এবং [illegible] সহিত কলহ হইয়া থাকে। [illegible] শব্দ করিলে বাঞ্ছিত বস্ত্র অন্ন ও যান লাভ হয়, [illegible] পুত্রের বুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং অতিথির আগমন ও [illegible] গমন হইয়া থাকে। উত্তরদিকে শব্দ করিলে ভয়, সর্প-দর্শন, দরিদ্রতা, ধননাশ ও প্রিয়ব্যক্তি [illegible] হয়। ঈশানদিকে শব্দ করিলে স্ত্রী ও অন্যান্য [illegible] এবং রোগের কারণ উৎপত্তি, প্রিয় বস্তুলাভ [illegible] মৃত্যু হইয়া থাকে। ব্রহ্ম প্রদেশে [illegible] মধুর স্বরে শব্দ করিলে, বাঞ্ছিত অর্থলাভ, [illegible] ও ধনলাভ হয়।

"[illegible] প্রহর সময় পূর্ব্বদিকে কাক ডাকিলে চিন্তিত [illegible], অভীষ্ট বা [illegible] আগমন ও [illegible] হইয়া থাকে। অগ্নিকোণে ডাকিলে স্ত্রীলাভ ও শত্রুনাশ হয়। দক্ষিণদিকে ডাকিলে স্ত্রীলাভ, সুখলাভ ও প্রিয়সঙ্গ [illegible] হয়। নৈঋতকোণে ডাকিলে [illegible] মিষ্টান্ন ও চিন্তিত [illegible] সিদ্ধি লাভ হয়। পশ্চিমে ডাকিলে পুত্রজনের আগমন ও বৃষ্টি হয়। বায়ুকোণে ডাকিলে শুভ রাজপ্রসাদ ও [illegible] হয়। উত্তরে ডাকিলে [illegible], চোর ও শোক-[illegible] ও ধনলাভের সংবাদ আসিয়া থাকে। ঈশানকোণে ডাকিলে প্রিয়ব্যক্তির সহিত আলাপ [illegible] হয়। ব্রহ্মদেশে ডাকিলে সুখ ও [illegible], সম্মান, সম্পদ, ধন ও [illegible] হয়।

"দ্বিতীয় প্রহরে পূর্ব্বদিকে কাকের শব্দ হইলে কোন [illegible] আগমন, [illegible], ব্যাকুলতা ও অতিশয় [illegible], [illegible], প্রিয়ব্যক্তির আগমন সংবাদ ও [illegible], [illegible] বৃষ্টি, [illegible] ও প্রিয়ব্যক্তির সমাগম, নৈঋতে [illegible] এবং শারীরিক রোগনাশ, পশ্চিমে [illegible], স্ত্রীর আগমন, সম্পদ্‌বৃদ্ধি ও কুবচন, বায়ুকোণে [illegible] চোর ভয়, দূতের আগমন এবং স্ত্রী, বাস ও অন্নলাভ, উত্তরে রম্য রব করিলে স্বজন ও দুষ্ট ব্যক্তির আগমন এবং [illegible], অরম্য রব করিলে চোরভয়; ঈশানে কর্কশ শব্দ করিলে [illegible], অগ্নিভয় ও বিরুদ্ধ বাক্য অকস্মাৎ হইলে শত্রুর আগমন ও অন্নলাভ; ব্রহ্মপ্রদেশে সুশব্দ করিলে রাজপ্রসাদ ও মিষ্টান্ন লাভ এবং কুশব্দ করিলে চোরভয় হইয়া থাকে।

"তৃতীয় প্রহরে পূর্ব্বদিকে রুক্ষ শব্দ করিলে সম্পদ্ বৃদ্ধি ও চোরভয় হয় এবং রম্য শব্দ করিলে রাজার আগমন, অন্নলাভ ও কার্য্যসিদ্ধি হয়। এইরূপ অগ্নিকোণে বিরুদ্ধ শব্দে অগ্নিভয়, কলহ, বিরুদ্ধ সংবাদ ও যাত্রার নিষ্ফলতা, বিরুদ্ধ শব্দে ব্যাধি সংবাদ, দক্ষিণদিকে [illegible], আপ্ত ব্যক্তির আগমন ও ক্ষুদ্র কার্য্যের সিদ্ধি, নৈঋতে [illegible] যোগাযোগ, মিষ্টান্নলাভ, শত্রুনাশ, পুত্রের আগমন, পরুষ বিরুদ্ধ সংবাদ ও যাত্রায় কার্য্যনাশ, পশ্চিমে নষ্টধন লাভ, দূরপথে গমন, প্রিয়ব্যক্তির আগমন, স্ত্রীলাভ, অভীষ্ট ব্যাধির সংবাদ ও যাত্রায় কার্য্যসিদ্ধি, বায়ুকোণে দুর্দ্দিন বার্ত্তা, অপহৃত বস্তুর লাভ, সত্য খবর সংবাদ, উত্তম স্ত্রীলাভ ও যাত্রা, উত্তরদিকে কার্য্যসিদ্ধি, অর্থলাভ, [illegible] শুভসংবাদ, গমন ও সৈন্য সমাগম, ঈশানদিকে [illegible] তোষা ও অন্নলাভ, কুৎসা হানি ও কলহ এবং ব্রহ্মদিকে শব্দ করিলে [illegible] ও তাম্বুলযুক্ত তোষা লাভ হইয়া থাকে।

"চতুর্থ প্রহরে পূর্ব্বদিকে অর্থলাভ রাজপূজা অন্ন [illegible] বৃদ্ধি ও রোগ, অগ্নিকোণে ভয় রোগ, মৃত্যু ও [illegible], দক্ষিণদিকে জ্বর ও শত্রুভয়, শিশুজনের আগমন, রোগ ও মৃত্যু, নৈঋতে আত্মবৃদ্ধি, অভীষ্টসিদ্ধি ও পথে চোরের সহিত যুদ্ধ; পশ্চিমে ব্রাহ্মণের আগমন, অর্থলাভ, স্ত্রী ও অন্নলাভ বৃষ্টি, যাত্রায় সিদ্ধি এবং রাজপ্রসাদ; বায়ুকোণে প্রিয়জনের আগমন, সপ্তাহ মধ্যে প্রবাস এবং সত্বর প্রত্যাগমন, উত্তরে [illegible] আগমন, তাম্বুললাভ, কুশল সংবাদ, বৈশ্য হইতে ধনলাভ, অশ্বে আরোহণ এবং যাত্রা বিরুদ্ধ অল্প রোগীর মৃত্যু, ঈশানদিকে স্বর্ণের সংবাদ ও রোগনাশ এবং ব্রহ্মদিকে শব্দ করিলে যথার্থবার্ত্তা ও যথার্থসিদ্ধি হয়।

"দিক্ ও প্রহরাদি অনুসারে যে সকল শুভাশুভ বিশেষ ভাবে কথিত হইল, তন্মধ্যে দীপ্তশব্দ অশুভ ও শান্তশব্দ শুভকর বলিয়া জানিবেন, অথচ দীপ্তদিকের রব শান্তদিকে প্রসারিত হইলে অধিক ফলপ্রদ, দীপ্তদিকে অবস্থিত হইয়া শান্তদিক্ দেখিতে দেখিতে শব্দ করিলে তাহা দুষ্ট, দীপ্তদিকে থাকিয়া দীপ্ত দিক্ দেখিতে দেখিতে শব্দ করিলে তাহাও দুষ্ট, দীপ্তদিকে থাকিয়া প্রশান্ত দিক্ সম্মুখ করিয়া শব্দ করিলে দুঃখ ও দুষ্ট ফলপ্রদ, শাখায় বসিয়া শান্তদিক্ দেখিতে দেখিতে রুক্ষ শব্দ করিলে অল্প অনিষ্ট; শান্তদিকে থাকিয়া প্রশান্ত দিক্ দেখিতে দেখিতে শান্তস্বরে শব্দ করিলে [illegible]

অভীষ্টপদ এবং শান্তদিকে থাকিয়া দীপ্তদিক্ দেখিতে দেখিতে শব্দ করিলে শীঘ্র অভীষ্টপদ হইয়া থাকে। এইরূপে মনুষ্যগণ কাকসমূহের আকার চেষ্টা ও স্বর বিভাগ করিয়া দিবারাত্রে চারি প্রহর অনুযায়ী শুভাশুভ নিরূপণ করিবেন।

*কাল ও স্থান বশের কাকের বাসা নির্মাণ দেখিয়াও শুভাশুভ নিরূপিত হয়।

বৈশাখ মাসে নিরুপদ্রব বৃক্ষে বাসা নির্মাণ করিলে দেশের মঙ্গল এবং কুৎসিত, শুষ্ক বা কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে বাসা নির্মাণ করিলে দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। প্রশস্ত বৃক্ষের পূর্বশাখায় বাসা করিলে বৃষ্টি, শকুনপ্রাসাদ, নীরোগ ও বিজয়, অগ্নিকোণের শাখায় বৃষ্টি, ভয়, কলহ বা পাপ, দুর্ভিক্ষ ও শত্রু দ্বারা দেশনাশ এবং পশুদিগের পীড়া, দক্ষিণশাখায় অল্প বৃষ্টিপাত, অন্ননাশ ও শত্রুবিরোধ, নৈঋত শাখায় বাসা করিলে বর্ষাকালে অনাবৃষ্টি, মনুষ্যের রোগ শত্রু ও চৌরভয়, দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ, পশ্চিমশাখায় বৃষ্টি, নীরোগ, মঙ্গল, সুভিক্ষ, সম্পদ্ ও আনন্দ; বায়ুকোণস্থ শাখায় অত্যন্ত বায়ু অর্থাৎ ঝটিকা ও অনাবৃষ্টি, মূষিকের উপদ্রব, শস্যনাশ ও দুই পক্ষে মতবিরোধ, উত্তর শাখায় বাসা করিলে বর্ষাকালে পরিমিত বৃষ্টি, মঙ্গল, সুভিক্ষ, সুখ, নীরোগ, সম্পদ্বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি, ঈশানদিক্স্থ শাখায় অনাবৃষ্টি শত্রুবৃদ্ধি, প্রজাদিগের উৎসর্গ, বান্ধবদিগের কলহ-প্রবৃত্তি এবং লোকসকল মর্যাদাশূন্য হইয়া থাকে। বৃক্ষের অগ্রভাগে বাসা করিলে অত্যন্তবর্ষণ, মধ্যদেশে করিলে মধ্যমরূপে বৃষ্টি এবং নিম্নদেশে করিলে একেবারে অনাবৃষ্টি হয়। ভূমিতে কুলায় করিলে অবৃষ্টি ও রোগাদি ভয়ের বৃদ্ধি, শুষ্ক বৃক্ষে বাসা বাঁধিলে দাঙ্গা অর্থাৎ লাঠালাঠি ও অন্ননাশ; প্রাচীরের রন্ধ্রে প্রভৃতি ভয়, নিম্নপ্রদেশে, তরুকোটরে, বল্মীক রন্ধ্রে ও লতায় বাসা করিলে পীড়া, অবৃষ্টি ও দেশ নিয়মশূন্য হয়।

*কাকের অণ্ডপ্রসবানুসারে শুভাশুভ নির্ণয় করা যায়।—একটি অণ্ড প্রসব করিলে তাহাকে বারুণ, দুইটি করিলে অগ্নি তিনটি করিলে বায়ু ও চারিটা করিলে ঐন্দ্র বলিয়া থাকে। বারুণ অণ্ডপ্রসবে পৃথিবী শস্যপূর্ণা হয়, অগ্নি অণ্ডপ্রসবে মন্দবর্ষণ হয় ও রোপিত বীজের অঙ্কুর হয় না, বায়ু অণ্ড প্রসবে শস্য উৎপন্ন হইলেও তাহা শুষ্ক, পতঙ্গ প্রভৃতি কীটগণ ভক্ষণ করিয়া ফেলে এবং ঐন্দ্র-অণ্ড প্রসব করিলে পৃথিবীতে মঙ্গল, সুভিক্ষ, সুখ ও কার্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

*কাকের শব্দ চেষ্টাদি অনুসারে যাত্রাকালীন শুভাশুভ নির্ণয়।—প্রবাসী যাত্রাকালে কাকদিগকে দধি ও অন্নযুক্ত পূজা প্রদান করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক নমস্কার করিবে।—

মন্ত্র।— ভুঙ্ক্ষ্ব বলিং পক্ষিষু মন্ত্রপূতং
ত্বং প্রাণিষু প্রাণিবি বর্ণলক্ষম।
ভক্ষেন চ শ্রীং ভজসে নমোহস্ত
তুভ্যং খগেন্দ্রায় সকৃৎ প্রজায় ॥

নমস্কারের পর স্বীয় কার্য স্মরণ করিয়া তাহার সিদ্ধিকামনায় কাক দর্শন করিতে হইবে। কাক যদি সেই সময়ে বামদিকে মধুর শব্দ করিয়া দক্ষিণদিক্ দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে সর্বার্থসিদ্ধি ও প্রত্যাগমন হইয়া থাকে। সেই কাক যদি পুনর্বার বামদিক্ দিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যাগত হয়, তবে অভীষ্ট কার্যের সিদ্ধি, মঙ্গল ও শীঘ্র প্রত্যাগমন হয়। বামদিকে অনুলোম অর্থাৎ উপর হইতে নীচে আসিবার সময় মধুর স্বর করিলে প্রয়োজন সিদ্ধি, বাম ও দক্ষিণ উভয়দিকে ঐরূপ শব্দ করিলে কার্যের সিদ্ধি অসিদ্ধি উভয়ই হইয়া থাকে, অর্থাৎ কার্যসমূহের মধ্যে কতক কার্যের সিদ্ধি এবং কতকগুলির অসিদ্ধি ঘটে। পৃষ্ঠদেশে মধুর শব্দ করিতে করিতে অনুগমন করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে। শব্দ করিতে করিতে অগ্রে যাইলে, উপস্থিত হইয়া হর্ষ প্রকাশ করিলে, অথবা পদ দ্বারা মাথা চুলকাইলে অভীষ্টসিদ্ধি হয়। হাতী বাঁধিবার থামে বসিয়া শব্দ করিলে হস্তিলাভ, হস্তীর উপরে বাহন, অশ্বে বাহন ও ভূমিলাভ, ধ্বজে বিজয়, কূপে নষ্ট বস্তু ও অর্থলাভ, নদীতীরে কার্যসিদ্ধি, পূর্ণ ঘটে ধনলাভ, প্রাসাদে ধান্যরাশি, হর্ম্যপৃষ্ঠে শস্যপূর্ণ ও তৃণপূর্ণ ভূমিতে বসিয়া শব্দ করিলে ধনলাভ এবং বৃক্ষে শব্দ করিলেও ধনলাভ হয়। পৃষ্ঠদেশে বা সম্মুখে গোময়ের উপরে বসিয়া অথবা বটাদি বৃক্ষে বসিয়া বিষ্ঠাপূর্ণ মুখে শব্দ করিলে অভিলষিত ভোজন পান লাভ হয় এবং অন্নাদি, মিষ্ট ফল, মূল, পুষ্প বা মাংসপূর্ণ মুখ দেখিলেও মিষ্টান্নভোজন হয়। নারী শিরস্থ পূর্ণঘটে বসিয়া শব্দ করিলে স্ত্রী ও ধনলাভ শয্যার উপরে বসিয়া শব্দ করিলে স্বজন সমাগম হইয়া থাকে। সম্মুখে গোপৃষ্ঠ, বৃক্ষ, দূর্বা বা গোময়ে চঞ্চু ঘর্ষণ করিতেছে, অথবা অন্তক আহার দিতেছে, এরূপ অবস্থা দেখিতে পাইলে বিচিত্র ভোজ্য লাভ হয়। ধান্য যব, দধি বা ঘৃত দেখিয়া শব্দ করিলে ধন লাভ, মুখে কাঁচা তৃণ লইয়া সম্মুখে দেখা দিলে লাভ, মনোরম অঙ্কুর, পত্র, পুষ্প, ফল ও ছায়াযুক্ত বৃক্ষে শব্দ করিলে কার্যসিদ্ধি, বৃক্ষের শিখরদেশে প্রশান্তভাবে শব্দ করিলে স্ত্রীসঙ্গ, ধান্যের রাশিতে শব্দ করিলে অন্নলাভ, গো পৃষ্ঠে গো ও স্ত্রীলাভ, হস্তিপৃষ্ঠে মঙ্গল, গর্দভের পৃষ্ঠে শত্রুভয় ও বধ, শূকরপৃষ্ঠে বধ, পঙ্কযুক্ত শূকরপৃষ্ঠে ধনলাভ মহিষ

পৃষ্ঠে মহোৎসব, মৃতশরীরে মৃত্যু, শুষ্কদলে কার্য্যক্ষতি ও কাষ্ঠে কলহ হয়। দক্ষিণদিকে শব্দ করিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া যাইলে, সম্মুখ দিয়া আসিলে, অথবা পশ্চাৎদিকে শব্দ করিতে করিতে বিপরীতভাবে গমন করিলে রক্তপাত হইয়া থাকে। বাম ও দক্ষিণ ক্রমে উত্তরদিকে শব্দ করিলে অনর্থ, বামদিকে বিপরীতভাবে গমন করিলে কিম্বা পশ্চাৎদিক্ হইতে শব্দ করিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া গেলে রক্তপাত, লতাদি লইয়া প্রদক্ষিণ করিলে সর্পভয়, গো-পুচ্ছ ও বল্মীক উপরে বসিয়া শব্দ করিলে সর্পদর্শন, অঙ্গার, চিতা ও অস্থির উপরে বসিয়া শব্দ করিলে মৃত্যু, কর চর্ব্বণ করিয়া শব্দ করিলে হানি ও পীড়া, পৃষ্ঠদেশে নিষ্ঠুর শব্দ করিলে মৃত্যু, পুনঃপুনঃ প্রসারিত করিয়া থাকিলে অমঙ্গল, পরাঙ্মুখ হইয়া থাকিলে রক্তপাত বা মৃত্যুভয়, চঞ্চু বা অস্থি ভগ্ন হইলে অস্থিভঙ্গ বা বন্ধন, পরস্পর যুদ্ধ করিলে বধ; পরাঙ্মুখ হইয়া শুষ্ক বৃক্ষে থাকিলেও রোগ; তিক্তবৃক্ষে কলহ ও কার্য্যনাশ, কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে পক্ষদ্বয় কাঁপাইয়া রুক্ষ শব্দ করিলে মৃত্যু, শুষ্কশাখায় বধ, লতাবেষ্টিত থাকিলে বন্ধন, কণ্টকযুক্ত মধুবৃক্ষে কলহ ও কার্য্যসিদ্ধি, আম্রবৃক্ষে রক্তপাত, বিষ্ঠা, আবর্জ্জনা, মৃত্তিকা, তৃণ, কাষ্ঠ, তূপ ও ভস্মাদিতে কার্য্যনাশ হইয়া থাকে। কাকমুখে লতা, রজ্জু, কেশ, শুষ্ক কাষ্ঠ, চর্ম্ম, অস্থি, জীর্ণবস্ত্র, বল্কল, অঙ্গার, রক্তোৎপল ও খোলা দেখিতে পাইলে পুণ্যক্ষয়, পাপ সমাগম, এবং পথে ও আলয়ে মহৎভয়, রোগোৎপত্তি, বন্ধন, বধ ও সর্ব্বধনাপহরণ প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। ঊর্দ্ধমুখ হইয়া চঞ্চল পক্ষে কর্কশ শব্দ করিলে মৃত্যু, এক পা সঙ্কুচিত করিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ স্বরে শব্দ করিলে অথবা কাষ্ঠাদি চূর্ণিত করিলে যুদ্ধাদিতে অনর্থ, চঞ্চুদ্বারা পুচ্ছদেশ কণ্ডূয়ন করিয়া শব্দ করিলে মৃত্যু, এক পায়ে উপবিষ্ট থাকিলে বন্ধন, যাত্রাকারীর মস্তকে বিষ্ঠা বা গোময় নিক্ষেপ করিলে বন্ধন, অস্থি-নিক্ষেপ করিলে মৃত্যু, ঊর্দ্ধদিকে শব্দ করিলে স্ত্রীদোষ; মনুষ্য, হস্তী বা অশ্ব মস্তকে বসিয়া শব্দ করিলে মৃত্যু এবং নদীতীরে বা বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে কর্কশ শব্দ করিলে ব্যাঘ্র ভয় ঘটে। পীড়িত বা ক্লিষ্ট কাক দর্শনে অমঙ্গল মনুষ্য বা অশ্বমস্তকে অথবা রথে দৃষ্ট হইলে সৈন্যবধ, সৈন্যের সম্মুখ দিয়া আসিলে পরাজয়, মাংস না থাকিলেও পুর ও কটকের শিবির মধ্যে কাক প্রবেশ করিলে শত্রুগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলে সন্ধি, ছিন্নধ্বজে আরোহণ করিয়া সমুদ্যত শত্রুসৈন্যগণের দিকে চাহিয়া থাকিলে, অথবা বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষে আরোহণ করিয়া শব্দ করিলে যুদ্ধে রক্তপাত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন দিগনুসারে ও প্রহরানুসারে কাকশব্দের যেরূপ শুভাশুভ কথিত হইয়াছে, যাত্রাকালে তাহাও অনুসন্ধান করিতে হয়।

"কাকের চেষ্টাবিশেষ দ্বারা শুভাশুভ নিরূপিত হয় — অকারণে বহুকাক একত্র মিলিত হইয়া শব্দ করিলে গ্রামে অমঙ্গল হয়; চক্রাকৃতি হইয়া শব্দ করিলে গ্রামের রোধ এবং বাম ও দক্ষিণদিকে ভ্রমণ করিলে গ্রামে ভয় উপস্থিত হয়; রাত্রিকালে শব্দ করিলে জনসমূহের বিনাশ হয়। চঞ্চু ও চরণদ্বারা লোকদিগকে উদ্বেজিত করিলে শত্রুসমূহের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্নান করিয়া ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া শব্দ করিলে বৃষ্টি হয়। এইরূপ জলচর ও স্থলচর বিপরীত ব্যবহার করিলে অর্থাৎ জলচর স্থলে আসিলে এবং স্থলচর জলে যাইলে বর্ষাকালে বৃষ্টি ও অন্য সময়ে ভয় ঘটিয়া থাকে। মধ্যাহ্নকালে কাহারও গৃহের উপর কাক বসিয়া শব্দ করিলে, চোর তাহার ধনাদি অপহরণ করে, অথবা অন্য কোন প্রমাদ ঘটিয়া থাকে। অদৃষ্টভাবে পুনঃপুন-মুখে শব্দ করিলে অগ্নিভয়, অথবা স্বস্থানে থাকিলে কিংবা প্রবাসে গমন করিলেও তিন দিবস মধ্যে বিবিধ দুঃখ ঘটে। ছায়ায় বসিয়া শব্দ করিলে লাভ, ভূমিতে ভূমিলাভ, জলে বিঘ্ন, প্রস্তরে কার্য্যনাশ, (বন্ধনস্থিত বা প্রবাসী হইলেও তাহাকে অনুভব করিতে হয়।) বামদেশে রুধিরলিপ্ত হইয়া শব্দ করিলে পিতৃনাশ, পাখা কাঁপাইতে কাঁপাইতে রুক্ষ শব্দ করিলে গৃহের অমঙ্গল, ঊর্দ্ধদিকে পাখা তুলিয়া কর্কশ শব্দ করিলে প্রলয়, ক্রুদ্ধ হইয়া অপর কাকের উপর আরোহণ করিয়া শব্দ করিলে রোগ দ্বারা মৃত্যু, কাককর্ত্তৃক দ্রব্য নষ্ট বা অপহৃত হইলে বিনাশ ও লাভ হইয়া থাকে। কাকের নিকট রোগবিনাশের প্রশ্ন করিলে,—স্তব্ধ করিলে শীঘ্র রোগনাশ ও শান্তপ্রদেশে কর্কশ শব্দ করিলে বিলম্বে রোগনাশ হইয়া থাকে। প্রশ্ন করিলে যদি পার্শ্বদিক্ আশ্রয় করিয়া শান্তস্বরে শব্দ করে, তাহা হইলে শুভ, তাহার বিপরীত হইলে অশুভ হয়। হ্রস্ব অথবা কংসায় শব্দ করিলে গর্ভিণীর পুত্রোৎপত্তি হয়। কোন কণ্টকযুক্ত শাখা লইয়া উড়িয়া গেলে রাজার আগমন হইয়া থাকে। অন্নাদি, বিষ্ঠা ও মাংস প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণমুখ কাক অভীষ্ট ফল বলিয়া দেয়; ঐরূপ কাক মন্ত্রাদিতে সিদ্ধি ও বাণিজ্যাদিতে লাভপ্রদ এবং বিবাহবিধিতে প্রশস্ত। কাক অশ্বাদি বাহনে অবস্থিত হইলে ইষ্টসিদ্ধি, ছত্রাদিতে অবস্থিত হইলে সেই সেই দ্রব্য লাভ, প্রাচীরে অবস্থিত হইলে বধূ আগমন এবং মনোজ্ঞবৃক্ষে অবস্থান করিলে মনোজ্ঞ বিষয়ের লাভ হয়। গৃহের দিকে সম্মুখ হইয়া কুলকুলধ্ব'ন

করিলে পথিকের আগমন হয় এবং ঐরূপ ধ্বনি সর্ব্বকার্য্যে শুভজনক। কাকের মৈথুন দর্শন বা শ্বেত কাক দর্শন পৃথিবীর মহাভয় ও উৎপাতসূচক। ঐরূপ অদ্ভুত দর্শনে মানবদিগের উদ্বেগ, বিদ্বেষ, ভয়, প্রবাস, ধনক্ষয়, ব্যাধিভয়, প্রহার, বন্ধুনাশ, আকুলতা ও প্রমাদ ঘটিয়া থাকে। ঐ সকল দুর্দর্শন-পাতকগ্রস্ত দর্শনমাত্রেই সবস্ত্র স্নান, ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্রদান, অনশন ও ভূমিশয়ন করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে এবং স্ত্রীসম্ভোগ ত্যাগ করিবে। ঐ সাতদিন অকাত-যাজী-ব্রত আচরণ করিতে হইবে। তাহার পর প্রভাতে স্নান করিয়া শান্তিবিধান করিবে এবং যথাশক্তি গুণী ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিবে। ঐ অদ্ভুত দৃষ্টি যে দেশে ঘটে, তথায় অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, ভয়, উপসর্গ, চৌর, অগ্নি ও শত্রুভয় এবং সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। রাজা তাহার শান্তি জন্য শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম্ম করিয়া অন্ন, গো, ভূমি ও ধনদান করিবেন এবং এক বৎসর যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন।

"স্বরবিশেষ দ্বারা যেরূপ শুভাশুভ নির্ণীত হয়।— 'কখাং' শব্দ মঙ্গলজনক, 'কেকাং' শব্দ অভিলষিত ভোজন ও বাসনান্তর কারণ এবং 'কুং কুং' শব্দে অর্থলাভ, 'কং কং' শব্দে স্বর্ণলাভ, 'কেং কেং' শব্দে সুন্দরী স্ত্রীলাভ, 'কাং কাং' শব্দে ভোগলাভ, 'কু কু' শব্দে পুত্রলাভ' 'কে কব' শব্দে বাঞ্ছাসিদ্ধি, 'ক্রো' কোং' শব্দে শুভলাভ, 'কুং কুং' শব্দে প্রিয়-সঙ্গম হয়। 'ক্রাং ক্রু' 'ক্রাং' ও 'ক্রাং ক্রাং' শব্দ দুঃখজনক, 'ক্রাং ক্রাং' 'ক্রোং ক্রোং' 'ক্রুং ক্রু' ও 'ক্রো কু কু কু' শব্দ মৃত্যুবোধক। 'খ খ' শব্দ যাত্রাকারীর মৃত্যু-জনক, 'ক্রী ক্রীং' শব্দ ইষ্টার্থ-বিনাশকারী, 'কণ কণ' শব্দ অর্থহরজনক, 'কী কী' ও 'কো কো' শব্দ বারবার করিলে তাহা বধজনক, 'কো' শব্দ সর্ব্বদা বিফলকারক, 'ক' শব্দ বিত্তলাভকারক, 'কা কা' শব্দ হানিকারক, 'কা কট' শব্দ আহারবোধজনক, 'কু কু' শব্দ দুঃখজনক, 'কে কে' 'কা কুটি ও কিং চিকি' শব্দ পরদোষসূচক, 'গাং কাং কাং' শব্দ মহৎ যুদ্ধসূচক, 'কাং' শব্দ বাহননাশক, 'কু কু কু' শব্দ শুভপ্রদ। শ্রান্ত, দীন ও উৎসাহহীন কাক দীর্ঘ 'কা' শব্দ করিলে তাহা আত্মনাশক, 'বক্ বক্' শব্দে মাংসভোজন, 'কলি কলি' শব্দে মনশ্চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের নিবারণ ও অস্পষ্টে শব্দ করিলে বিদেশী ব্যক্তির আগমন, 'খব খব' শব্দে মৃত্যু 'কণ কণ' শব্দে কলহ, 'কুলু কুলু' শব্দে প্রিয় বান্ধব আগমন, 'কট কট' শব্দে অন্ন ও দধিভোজন ঘটিয়া থাকে। এইরূপ বহু বহু প্রকার ও শাস্ত্র বচনানুসারে শুভাশুভ লক্ষিত হয়।

"কাকদিগকে বলি অর্থাৎ তাহাদের অভীষ্ট আহারাদি প্রদান করিলে, তাহারা নিতান্ত প্রীত হইয়া থাকে, এজন্য প্রাচীন মুনিগণ তাহাদিগকে বলিদানের যেরূপ নিয়ম বলিয়াছিলেন, তাহাই এখন বর্ণিত হইতেছে।

"দিগ্দগ্ধ ব্যতীত অন্যান্য দিকে বটাদি ক্ষীরীবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া যেখানে বহু কাক একত্র থাকিবে, নিরুক্ত দিবসে তথায় উপস্থিত হইয়া কাকদিগকে বলিদানের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে হইবে; পরদিন প্রাতঃকালে ঐ বৃক্ষের নিম্নদেশ পরিষ্কার করিয়া গোময় লেপন করিবে। তাহার পর ঐ স্থানে বেদী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বৈবস্বত, রাক্ষস, বরুণ, বায়ু, কুবের ও শঙ্কর পূজা করিয়া, অষ্টদিকে অষ্টলোকপালের পূজা করিবে; পূজাকালে প্রণব ও নমঃ শব্দযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অর্ঘ্য, আসন, আলেপন, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য, দীপ, আতপ চাউল ও দক্ষিণা, এই সকল দ্রব্য পূজার উপকরণ। পূজান্তে তরুসন্নিবিষ্ট কাকদিগকে মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া দধিপিণ্ডযুক্ত বলি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—'ইন্দ্রায় যমায় বরুণায় ধনদায় ভূত-বায়সায় বলিং গৃহ্ণাতু মে স্বাহা।"

"ঐ সমস্ত কার্য্যান্তে তথা হইতে অপসৃত হইয়া নিভৃত দেশে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া কাকের চেষ্টা বিশেষ দ্বারা শুভাশুভ লক্ষ্য করিবে। পূর্ব্বদিক্ হইতে খাইতে আরম্ভ করিলে সুখ ও ধন বৃদ্ধি, আগ্নেয়দিক্ হইতে আরম্ভ করিলে অগ্নিভয়, দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিলে অর্থনাশ, নৈর্ঋতে দিক্পালগণের কার্য্যহানি, পশ্চিমে অভীষ্টসিদ্ধি, বায়ুদিকে অন্ন বৃদ্ধি, উত্তরে সুখ, আরোগ্য ও কার্য্যসিদ্ধি ও ঈশানদিকে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। চতুর্দ্দিকে বলি একেবারে বিলুপ্ত হইলে কার্য্যে শুভাশুভ উভয়ই ঘটিবার সম্ভাবনা এবং প্রদত্ত বলি একেবারে ভোজন না করিলে ভয়ের আশঙ্কা।"

"ক্ষীরীবৃক্ষ, উপবন, চতুষ্পথ, নদীতীর ও দেবালয় প্রভৃতি স্থানে; শুক্লদিন ও অষ্টমী তিথিতে, অর্দ্ধসিদ্ধ গোধূম বা ছোলা, দধি ও তণ্ডুলাদির দ্বারা বলি প্রদান করিতে হয়।"

"এতদ্ভিন্ন আরও কারক প্রকার পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে নারদাদি কথিত পিণ্ডত্রয় দানের ব্যবস্থা এইরূপ—"শুভদিনে চতুর্থ প্রহরের সময় পূর্ব্বকথিত স্থানে পিণ্ডের ভোজনের জন্য কাকদিগকে সযত্নে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। পরদিন প্রাতে ভূমিলেপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বরুণ, লোকপালগণ ও কাকদিগের যথাক্রমে দধ্যোদন, আতপতণ্ডুল, পুষ্প ধূপ প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বাদি দিক্ক্রমানুসারে প্রথম

পিণ্ডে স্বর্ণ, দ্বিতীয় পিণ্ডে রৌপ্য, ও তৃতীয় পিণ্ডে লৌহ নিক্ষেপ করিয়া যথাশক্তি দ্রব্যে বলি প্রদানের উপযুক্ত পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। তাহার পর নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা কাকদিগকে আহ্বান করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—'ওঁ তিরি তিরি তিটি কাকচাণ্ডালায় স্বাহা। ওঁ ঐন্দ্রে বিশ্বায় কাকচণ্ডালায় স্বাহা।"

"কাক সুবর্ণযুক্ত পিণ্ড ভোজন করিলে কার্য্য উত্তম হয়, এইরূপ রৌপ্যযুক্ত পিণ্ডভোজনে মধ্যম ও লৌহযুক্ত পিণ্ড ভোজনে অধম বুঝাইয়া থাকে। বিবাদ, বাণিজ্য, বিবাহ, বৃষ্টি, মঙ্গল, ধন, কার্য, ভোগ, রোগ, সংগ্রাম, সেবা, রাজকার্য্য ও দেশ সম্বন্ধে শুভাশুভ দেখিতে হইলে এইরূপ বলি প্রদান করিতে হয়।"

"কাক পিণ্ড গ্রহণ করিয়া অনুকূল চেষ্টা করিলে, দক্ষিণ পক্ষ ও চঞ্চু বা উচ্চ করিয়া শব্দ করিতে করিতে মনোজ্ঞস্থান বা মনোজ্ঞ বৃক্ষ আশ্রয় করিলে শুভ ও অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার বিপরীত চেষ্টায় বিপরীত ফল হয়। কাক যদি প্রথম পিণ্ড লইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে, তাহা হইলে ফল পূর্ণ, এবং ঐ পিণ্ড লইয়া প্রতীচীদিকে গমন করিলে কার্য্যের ফল প্রথমে উত্তম হইলেও পরে তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয় পিণ্ড অপহরণ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিলে শুভ ও কার্য্য ফল বিলম্বে সিদ্ধ হয়। অবশিষ্ট পিণ্ড লইয়া প্রতীচীদিকে গমন করিলে কার্য্যও নিতান্ত অশুভ হইয়া থাকে।"

সাপ্তাহিক দানের ব্যবস্থা—শুভদিনে সায়ংকালে বলি ভোজনের জন্য কাকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, পরদিন প্রভাতে সমস্ত উপকরণসহ কোন নির্জ্জন দেশস্থ তরুতলে গিয়া, মৃত্তিকা, গোময় প্রভৃতি দ্বারা পরিষ্কৃত করিবে এবং পঞ্চগব্য দ্বারা পবিত্র করিবে। তাহার পর ঐ স্থানে ষোড়শ উপচার দ্বারা কুলদেবতার পূজা করিয়া, ঘৃত ও দধিমিশ্রিত আটটি অন্নপিণ্ড পূর্ব্বাদিক্রমে আটদিকে ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নৈর্ঋত, বিষ্ণু ব্রহ্মা, কুবের মহেশ্বর ও কাকগণকে প্রদান করিবে। প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া প্রণব ও নমঃ শব্দযুক্ত মন্ত্র এবং অর্ঘ্য, আসন আলেপন, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য, দীপ, আতপ চাউল ও দক্ষিণাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়. মন্ত্র যথা—

"ওঁ নমঃ খগপতয়ে শকুতায় দ্রোণায় পক্ষিরাজায় স্বাহা।
দ্রোণাচ্ছকসমং পিণ্ডং গৃহাণ যমপক্ষিকঃ।
যথাদৃষ্টং নিমিত্তঞ্চ কথয়স্বাশু স্ফুটম্॥"

পিণ্ডদানের পর তথা হইতে অপসৃত হইয়া নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া কাকচেষ্টা লক্ষ্য করিবে। প্রথম পিণ্ড গ্রহণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি, দ্বিতীয়ে উদ্বেগ, শোক, যাত্রার বিফলতা হানি বা কলহ; তৃতীয়ে রোগ, আপদ্, ভয় ও মৃত্যু; চতুর্থে যুদ্ধ জয়; পঞ্চমে সহজে অভীষ্ট সিদ্ধি; ষষ্ঠে প্রবাস ও বিফলত্ব, সপ্তমে অসিদ্ধি এবং অষ্টমে সন্তাপ, শোক ও যাত্রার বিফলতা হইয়া থাকে। পিণ্ড একেবারে ভোজন না করিলে অথবা চঞ্চু দ্বারা নিক্ষেপ করিলে সকলকার্য্যে অমঙ্গল অথবা ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে।"

কাকচিঞ্চা (স্ত্রী) কাকবর্ণা চঞ্চা প্রান্তভাগঃ ফলে যস্যাঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কুঁচ, গুঞ্জা। [গুঞ্জা দেখ।]

কাকচিঞ্চি (স্ত্রী) কাকবর্ণা চঞ্চা প্রান্তভাগঃ ফলে যস্যাঃ, (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কুঁচ গুঞ্জা।

কাকচিঞ্চিক (স্ত্রী) কুঁচ।

কাকচিঞ্চী (স্ত্রী) কাকচিঞ্চি ঙীপ্। গুঞ্জা।

কাকচ্ছদ (পুং) কাকস্য ছদঃ পক্ষঃ ইব ছদো যস্য মধ্যে না। ১ খঞ্জনপাখী। ৬তৎ। ২ কাকের পাখ।

কাকচ্ছদি (পুং) কাকচ্ছদ বাহুলকাৎ ঙচ। খঞ্জনপাখী।

কাকজঙ্ঘা (স্ত্রী) কাকস্য জঙ্ঘেব জঙ্ঘা আকৃতিরস্যাঃ মধ্যপ। ১ কেঁয়াঠেঙ্গা গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাকাঙ্গ, কাকাঙ্গী, কাকনাসিকা, কুষ্ঠ, ধ্বাঙ্ক্ষজঙ্ঘা কাকস্ব, সুলোমশা, পারাবতপদী, দাসী ও নদীকান্তা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—তিক্ত উষ্ণ রস, কফ ও বধিরতা অগ্নি জীর্ণজ্বর ও বিষম জ্বরনাশক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহাতে জ্বর কণ্ডু, বিষজ্বর ও কৃমি বিনষ্ট হয়।

পুষ্যা নক্ষত্রে ইহার মূল তুলিয়া রক্তসূতা দ্বারা গলদেশে বা হস্তে বন্ধন করিলে একদিন অন্তর পালাজ্বর আরোগ্য হয়।

কেহ কেহ এই গাছকে "মসী" বলিয়া থাকে। ডা' ও তৈলঙ্গে স্বরপত্রি বা 'চিঁপাক বেলয়া' ও ডাক্তার উইলসন Leea hirta বলেন। কেউটা ঠেঙ্গা গাছ ৪।৫ হাত বড় হয় ইহার কাণ্ডের মধ্যভাগ উন্নত দেখিতে কাকজঙ্ঘার মত সেই স্থান হইতে পাতা গজায়। পাতা এক একটি দৈর্ঘ্যে আধ হাত, প্রস্থে ৪ অঙ্গুলি, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও বহুশিরাযুক্ত লোমশ ও কিঞ্চিৎ খরস্পর্শ। ইহার ফল এক এক থোলো হয়, তাহার মটরবৎ বর্ত্তুল উপর প্রদেশ কিঞ্চিৎ নিম্ন।

এই গাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিশেষতঃ বঙ্গদেশ বাঙ্গালাকলে নদীকূলবর্ত্তী জঙ্গলে বিস্তর জন্মে। ২ গুঞ্জা। ৩ মুদ্গপর্ণী লতা। (রত্নমালা)

কাকজম্বু (স্ত্রী) কাকবর্ণা জম্বুঃ। ভূমিজম্বু, ক্ষুদ্র জাম বনজাম।

কাকজম্বূ (স্ত্রী) কং জলং অকতি আপ্নোতি গচ্ছতি, ক-অক-অণ্-টাপ্; কাকা চাসৌ জম্বূশ্চেতি কর্মধা০। জলজাত জামবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাকফলা, নাদেয়ী, কাকবল্লভা, ভৃঙ্গেষ্টা, কাকনীলা, ধ্বাঙ্ক্ষজম্বূ ও ধনপ্রিয়া। বাঙ্গালায় কাকজাম, বনজাম ও পানশিউলী কহে। (Ardisia humilis) রাজনির্ঘণ্টমতে ইহার গুণ—কষায়, অম্ল, পাকে মধুর, গুরু, দাহ, শ্রম ও অতিসারনাশক, এবং বীর্য্যবর্দ্ধক ও রসদায়ক।

কাকজাত (পুং) কাকেন জাতঃ প্রতিপালনেন বর্দ্ধিত ইত্যর্থঃ। ১ কাকপুষ্ট, কোকিল। ২ (ত্রি) কাকজাত, কাক হইতে উৎপন্ন।

কাকণ (ক্লী) কু ঈষৎ কণতি নিমীলতি, কু-কণ্-অচ্ কোঃ কাদেশঃ। ১ গুঞ্জা, কুঁচ। ২ (কাকণমিব আকৃতিরস্যাস্তি রক্তাক্ত চক্রিতত্বাৎ) কুষ্ঠবিশেষ।

"হ্রস্বং কাকণাভমবর্ণমপাকং তীব্রবেদনম্।
ত্রিদোষ লিঙ্গং তৎকুষ্ঠং কাকণং নৈব সিধ্যতি॥" নিদান।

যে কুষ্ঠ কুঁচের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, অপাক অর্থাৎ পাকেনা, এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, তাহার নাম 'কাকণ', এই কুষ্ঠ ত্রিদোষ জন্য, সুতরাং ত্রিদোষের লক্ষণ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অসাধ্য।

কাকণক (ক্লী) কাকণ-স্বার্থে কন্। কাকণকুষ্ঠ।

কাকণন্তিকা (স্ত্রী) কু ঈষৎ কণন্তী নিমীলন্তী, কু, কাদেশঃ, কাকণন্তী-কন্-টাপ্। কুঁচ।

কাকণন্তী (স্ত্রী) কু ঈষৎ কণন্তী নিমীলন্তী, কু-কণ-শতৃ-ঙীপ্ কোঃ কাদেশঃ। কুঁচ।

("কোষ্ঠং গতা শোণিতম্ উগ্র রক্তম্
তজ্জায়তাৎ কাকণন্তী প্রকাশম্।" সুশ্রুত।)

কাকণী (স্ত্রী) কাকণ-ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১) ১ গুঞ্জা। ২ কুষ্ঠবিশেষ। [কাকণ দেখ।]

কাকতন্দ্রা (স্ত্রী) কাকস্য তন্দ্রেব তন্দ্রা, মধ্যলো০। ১ কাকের তন্দ্রার ন্যায় অতি সতর্ক ভাবে তন্দ্রা। ২ (৬-তৎ) কাকের তন্দ্রা।

কাকতা (স্ত্রী) কাকস্য ভাবঃ, কাক-তল্ (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।)-টাপ্। ১ কাকের ধর্ম। ২ কাকের স্বভাব

কাকতালীয় (ক্লী) কাকতালসদৃশতা উপমিতং, কাক-তাল-ছ (সমাসাচ্চ তদ্বিষয়াৎ। পা ৫।৩।১০৬।) ন্যায়বিশেষ। গাছ হইতে তালের ঠিক্ পড়িবার সময় কোন কাক সেই তালের উপর বসিলে, লোকে যেমন তাহাকে 'কাকে তাল ফেলিয়া দিল' বলে, সেইরূপ কোন কার্য্য আপনা আপনি সিদ্ধ হইবার সময় কেহ তাহাতে হাত দিলে তাহাই কৃত বলিয়া পরিচিত হয়। ইহাকেই কাকতালীয় ন্যায় কহে।

("তদিদং কাকতালীয়ং দৈবমাসাদিতং ত্বয়া।"
রামায়ণ ৩।৪৫।১৭।)

কাকতালুকী [ন্] (ত্রি) কাকবৎ তালুরস্যাস্তি, কাক-তালুক-ইনি (বর্ণোপতাপগর্হ্যাৎ প্রাণিস্থাদিনিঃ। পা ৫।২।১২৮।) কাকের ন্যায় তালুবিশিষ্ট।

কাকতিক্তা (স্ত্রী) কাকমাংসবৎ তিক্তা, মধ্যলো০। ১ কাকজঙ্ঘা। ২ গুঞ্জা, কুঁচ।

কাকতিন্দুক (পুং) কং জলং অকতি, ক-অক-অণ্, কাকশ্চাসৌ তিন্দুকশ্চেতি, কর্মধা০। যদ্বা কাকবর্ণতিন্দুকঃ, কাকপ্রিয়ো বা তিন্দুকঃ, মধ্যলোং। বৃক্ষবিশেষ। দেশভেদে ইহাকে মাকড়াকেন্দু' 'মাকড়ো গাব' ও 'কাকতেঁতু' বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়— কাকেন্দু, কুলক, কাকপীলুক, কাকপীলু, কাকাণ্ড, কাকস্ফূর্জ্জ, কাকাহ্ব ও কাকবীজক। (Diospyros tomentosa) রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার কাঁচা ফলের গুণ—কষায়, অম্ল, গুরু ও বায়ুরোগনাশক। ইহার পক্ব ফলের গুণ—মধুর, কিঞ্চিৎ কফকারক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

কাকতুণ্ড (পুং) কাকতুণ্ডস্য ইব বর্ণোঽস্ত্যস্য, কাকতুণ্ড অচ্ (অর্শ আদ্যচ্।) কাল অগুরু। (কালাগুরুঃ কাকতুণ্ডঃ।
হেম ৩।৩০৫।)

কাকতুণ্ডফলা (স্ত্রী) কাকতুণ্ডমিব ফলমস্যাঃ, বহুব্রী। কাকনাসিকা, কেওয়া ঠোঁটী।

কাকতুণ্ডিকা (স্ত্রী) কাকতুণ্ডস্যেব বর্ণঃ ফলাংশে যস্যাঃ, কাকতুণ্ড-ঠন্ টাপ্। গুঞ্জা।

কাকতুণ্ডী (স্ত্রী) কাকং ঈষৎ তুণ্ডং তুণ্ডতে নাশয়তি, তুন্ডিত বধে অণ্-ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ১ রাজপত্তল। ২ (কাকতুণ্ডস্যেব আকৃতির্যস্যাঃ) কেওয়া ঠোঁটী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাকাদনী, কাকপীলু, কাকশিম্বী, রক্তলা, ধ্বাঙ্ক্ষাদনী, বক্রশল্যা, দুর্মোহা, বায়সাদনী, ধ্বাঙ্ক্ষনখী, বায়সী, কাকমাচিকা ও ধ্বাঙ্ক্ষদন্তী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, জরা রসায়ন, বায়ুরোগনাশক, রুচিকারক ও পালতবর্দ্ধক।

কাকতুল্য (ত্রি) কাকস্য তুল্যঃ, ৬তৎ। কাকের মত।

কাকতেয় (কাকতীয়)। দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন হিন্দুরাজবংশ। এই বংশীয়েরা প্রথমে কল্যাণের চালুক্যরাজগণের অধীনস্থ ছিলেন। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্গণের মতে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে এই বংশের অভ্যুদয়কাল।

এই রাজবংশে যে যে রাজার নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কাকতি-প্রলয় প্রথম। কেহ কেহ বলেন, প্রলয়রাজের পাট রাণী কাকতিদেবীর পূজা করিতেন, প্রলয় পত্নীর অনুসারী ও কাকতিদেবীর উপাসক হইয়া কাকতিপ্রলয় নাম গ্রহণ করেন। ঘটনাক্রমে একদিন সেই রাজা একটি শিবলিঙ্গ পান, সেই লিঙ্গ নাকি পরেশ পাথরের। রাজা সেই পাথরের গুণে বিস্তর ধন লাভ করেন। সেই পাথর এমনি ভারী ছিল যে, কেহই নড়াইতে পারিত না। কাজেই প্রলয়রাজকে অনমকোণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে পাথর পাওয়া গিয়াছিল সেইখানে ৯৯০ শকে (১০৬৮ খৃষ্টাব্দে) নগর স্থাপন করিতে হইল। প্রথমে কাকতিপ্রলয় চালুক্যরাজগণের অধীন করদ রাজা ছিলেন। চালুক্যরাজদিগের অধঃপতন-কালে ইনি স্বাধীন হইলেন। প্রলয়ের পুত্র জন্মিলে দৈবজ্ঞেরা বলেন যে, সেই পুত্র পিতৃঘাতী হইবে। দৈবজ্ঞের কথা শুনিয়া রাজা পুত্রকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। কোন ব্যক্তি তাহাকে পাইয়া পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিল। সেই পুত্র বয়োপ্রাপ্ত হইলে পরেশলিঙ্গের রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন। ঘটনাক্রমে একদিন রাত্রে প্রলয়রাজ মন্দিরে দেব দর্শন করিতে গমন করেন। সঙ্গে লোক জন কেহই ছিল না। রাজকুমার রাজাকে গুপ্তভাবে আসিতে দেখিয়া মনে করিল, বুঝি কোন চোর আসিতেছে তাহার আর বিলম্ব সহিল না। তরবারী দ্বারা রাজাকে গুরুতররূপে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতেই প্রলয়রাজ ধরাশায়ী হইলেন। শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, যে পুত্রের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাতৃক্রোড় হইতে লইয়া বনে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, এই সেই পুত্র, তাহারই এই কাজ। তিনি বুঝিলেন অদৃষ্টলিপি বৃথা হইবার নয়। পুত্রের কি দোষ তাঁহার অদৃষ্টে ছিল, তাই পুত্রহস্তে মরিতে হইল। তিনি অন্তিমকালে পুত্রকে গ্রহণ করিয়া তাহাকেই রাজ্য প্রদান করিলেন।

কাকতিপ্রলয়ের পুত্র রুদ্রদেব। তিনি পিতৃহত্যারূপ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সহস্র শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বাহুবলে কটক ও বনবাসের রাজা তাঁহার বশ্যতা-স্বীকার করিয়াছিলেন। কিছুকাল রাজত্বের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাদেব বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন। কিছুদিন পরে মহাদেব দেবগিরির রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া জীবন হারাইলেন। তাঁহার পর রুদ্রদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র গণপতিদেব রাজা হইলেন। তিনি দেবগিরির রামরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পিতৃব্যের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইলেন। রামরাজ তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহাকে আপনার কন্যারত্ন প্রদান করিয়া তাঁহার আনুগত্য-স্বীকার করিলেন। গণপতিদেব পল্লিপারদিগের হস্তে বলনাদ, নেল্লুর প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করেন। তিনি বড় জৈনবিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার সময়ে অসংখ্য জৈনমন্দির বিনষ্ট হইয়া, সেই সেই স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি নগর পত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আপন রাজধানীর চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া তাহার 'একশিলানগর' নাম রাখেন, তাঁহার রাজত্বকালে অনেক তৈলঙ্গ কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী গোপরাজ রমণের যত্নে নিয়োগী ব্রাহ্মণেরা সাধারণ মুহুরী কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎকালীন বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এই নিয়মের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজমন্ত্রীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে জনসাধারণ সমর্থ হয় নাই।

গণপতিদেবের পুত্র হয় নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা উমাকদেবীর সহিত রাজমহেন্দ্রীর রাজকুমার চালুক্য-তিলক বীরভদ্রের বিবাহ হয়। গণপতির মৃত্যুকালে তাঁহার দৌহিত্র জন্মে নাই। সুতরাং তদীয় পত্নী রুদ্রমাদেবী তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া ২৮ বর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে উমাকদেবীর পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব বয়োপ্রাপ্ত হইলে, তিনিই মাতামহ গণপতিদেবের সিংহাসন লাভ করিলেন। এই প্রতাপরুদ্রদেবই বরঙ্গলের শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা। তিনি গোদাবরী হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত প্রদেশে অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। প্রবাদ এইরূপ, তাহার প্রবলপ্রতাপে ভীত হইয়া কটকরাজ দিল্লীর বাদশাহের নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করেন। মুসলমান ঐতিহাসিক পাঠে জানা যায়, ১০২৩ খৃষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্র মুসলমানদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া, দিল্লীর সুলতানের নিকট প্রেরিত হন। কিছুদিন পরে প্রতাপরুদ্র স্বাধীনতা লাভ করিয়া বরঙ্গলে প্রত্যাগমন করেন, কিন্তু আর অধিক দিন তাঁহাকে ইহলোকে থাকিতে হইল না; তাঁহার মরণান্তে তৎপুত্র বীরভদ্র রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সময় যবনের আক্রমণে বরঙ্গল রাজধানী এককালে ভস্মীভূত হইল। বীরভদ্র বরঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া কোণ্ডবীড় নামক স্থানে একটি নূতন নগর স্থাপন করিলেন। বরঙ্গলের কাকত্য-রাজবংশের সেই অবধি রাজত্ব ফুরাইল।

[কোণ্ডবীড় দেখ।]

কাকদন্ত (পুং) কাকস্য দন্তঃ। কাকের দাঁত, ঘোড়ার ডিম, 'শশবিষাণ, কূর্মলোম' প্রভৃতির ন্যায় নিরর্থক বাক্য।

কাকদন্তকি (পুং) প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ।

কাকদন্তগবেষণ (পুং) কাকস্য দন্তাঃ সন্তি ন বা ইতি সংশয়ে তত্র বর্ণভেদস্য সংখ্যাবিশেষস্য চ গবেষণমিব অনর্থকঃ অযত্নে যত্ন। অকারণ অন্বেষণ-বোধক ন্যায়বিশেষ।

কাকের দন্ত আছে কি না এ সন্দেহ নিশ্চয় হওয়ার পূর্বে তাহার বর্ণ ও সংখ্যা লইয়া গোলযোগ করা যেমন অনর্থক; সেইরূপ অনর্থক বিতণ্ডাস্থলে এই ন্যায়ের উদাহরণ দেওয়া হয়।

কাকদ্রুম (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (Dalbergia rimosa.)

কাকধ্বজ (পুং) কাকং ঈষজ্জলং বাষ্পং ধ্বজ ইব যস্য। বাড়বাগ্নি। [বাড়বাগ্নি দেখ।]

কাকদন্তী (স্ত্রী) কু ঈষৎ কনতী নিমীলতী, কোঃ কাদেশঃ। কাকণান্তিকা, কুঁচ।

কাকনামা [ন্] (পুং) কাকস্য নাম নাম যস্য, যথালোং। বকফুলের গাছ। [কাকতুণ্ড দেখ।]

কাকনাস (পুং) কাকস্য নাসায়া বর্ণ ইব ফলে যস্য। বিকণ্টক, বইঁচগাছ।

কাকনাসা (স্ত্রী) কাকস্য নাসা-ইব ফলমস্যাঃ। কেঁওয়াঠোঁটী গাছ।

কাকনাসিকা (স্ত্রী) কাকনাসা স্বার্থে কন্-টাপ্ অত ইত্বম্। ১ কেঁওয়াঠোঁটী। ২ রক্ত ত্রিবৃৎ।

কাকনিদ্রা (স্ত্রী) কাকস্য নিদ্রা ইব নিদ্রা, যথালোং। ১ কাকের নিদ্রার ন্যায় অতি সতর্কতার সহিত নিদ্রা। ২ (৬তৎ) কাকের নিদ্রা।

কাকনীলা (স্ত্রী) কাক ইব নীলা। জামবিশেষ।

কাকন্দক (ত্রি, কাকন্দীদেশে ভবঃ, কাকন্দী বুঞ্ (রোপধেতোঃ প্রাচাম্। পা ৪। ২। ১২৩) কাকন্দীদেশবাসী।

কাকন্দি (স্ত্রী) দেশবিশেষ।

কাকন্দী (স্ত্রী) কাকন্দি-ঙীপ্। দেশবিশেষ।

কাকন্দীয় (ত্রি) কাকন্দী-ছ। কাকন্দীদেশবাসী।

কাকপক্ষ (পুং) কাকস্য পক্ষ ইব আকারোঽস্যাস্য। কাকপক্ষ-অচ্। ১ মস্তকের দুইপার্শ্বে কেশ কাটিয়া কেশ রচনাবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শিখণ্ডক ও শিখণ্ডী। পূর্ব্বে বালকদিগের মস্তকে ঐরূপ কেশরচনা ব্যবহার ছিল।

("কৌশিকেন স কিল ক্ষিতীশ্বরো
রামমধ্বরবিঘাতশান্তয়ে।
কাকপক্ষধরমেত্য যাচিত-
স্তেজসা হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে॥"
রঘু ১১। ১।)

২ কাণের দুইপার্শ্বে কেশরচনাবিশেষ, কাণপাট্টা বা কাণজুলপী।

কাকপক্ষযুক্ত (ত্রি) কাকপক্ষেণ কেশসংস্কারবিশেষেণ যুক্তঃ, ৩তৎ। ১ শিখণ্ডযুক্ত। ২ কাণপাট্টাযুক্ত।

কাকপদ (পুং) কাকপদ ইব আকারোঽস্যাস্য, কাকপদ-অচ্। ১ রতিবন্ধবিশেষ।

("পাদৌ স্কন্ধযুগে স্ত্রিয়া নিধায়। লিঙ্গং ভগে ন্যস্য।
কাময়েৎ কামুকী কামী বন্ধঃ কাকপদো মতঃ॥"
রতিমঞ্জরী।)

২ (কাকস্য পদং পদপরিমাণম্, ক্লী) কাকপদের ন্যায় পরিমাণ, স্মৃতিশাস্ত্রে এই পরিমাণে শিখা রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ৩ (কাকপদবৎ আকৃতিরস্যাস্য, কাকপদ-অচ্) পুস্তকের লিখিত বিষয় অপেক্ষা স্থানে স্থানে অধিক লিখিবার আবশ্যক হইলে সেই স্থানে যে চিহ্ন দিয়া উপরে বা নীচে লিখিত হয়, তাহাকে লেখকগণ কাকপদ বলেন। তাহার আকার এইরূপ (∧ বা ∨)।

কাকপর্ণী (স্ত্রী) কাক ইব কৃষ্ণং পর্ণং যস্যাঃ, কাকপর্ণ ঙীষ্ (যদ্গোরাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ৪১।) মুদ্গপর্ণী, মুগানী। [মুদ্গপর্ণী দেখ।]

কাকপীলু (পুং) কাকপ্রিয়ঃ পীলুঃ। ১ কাকতিন্দুক। ২ কাকতুণ্ডী। ৩ শ্বেত কুঁচ।

কাকপীলুক (পুং) কাকপীলু-সংজ্ঞায়াং কন্। কাকতিন্দুক, মাকড়াকেন্দু। (Diospyros tomentosa)

কাকপুচ্ছ (পুং) কাকস্য পুচ্ছ ইব পুচ্ছো যস্য, যথালোং। কোকিল।

কাকপুষ্ট (পুং) কাকেন পুষ্টঃ, ৩তৎ। কোকিল। কোকিলী ডিম ফুটাইতে পারে না বলিয়া, তাহারা কাকের বাসায় আসিয়া কাকের ডিম ফেলিয়া দিয়া নিজে ডিম পাড়িয়া যায়, কাক নিজের ডিম ভাবিয়া সেই কোকিলের ডিমে তা দিয়া থাকে। ডিম ফোটার পরও শাবকের সম্পূর্ণ পালক হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে কোকিল বলিয়া চিনিতে পারা যায় না, সুতরাং কাকও ততদিন তাহাকে প্রতিপালন করিতে থাকে। এইরূপে কাক কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায় ইহাকে 'কাকপুষ্ট' কহে। [কোকিল দেখ।]

কাকপুষ্প (স্ত্রী) কাকবৎ কৃষ্ণং পুষ্পং যস্য, বহুব্রী। গন্ধপর্ণ।

কাকপেয় (ত্রি) কাকৈরনতকন্ধরৈঃ পীয়তে, কাক-পা-যৎ (কৃত্যৈরধিকার্থবচনে। পা ২। ১। ৩৩।) পূর্ণ জলাশয়।

কাকফল (পুং) কাকপ্রিয়ং ফলমস্য, যথালোং। নিম্বগাছ। [নিম্ব দেখ।]

কাকফলা (স্ত্রী) কাকপ্রিয়ং ফলমস্যাঃ, বহুব্রী°। কাকজম্বু, বনজাম।

কাকবন্ধ্যা (স্ত্রী) কাকীব বন্ধ্যা; পুংবদ্ভাবঃ। একটিমাত্র পুত্র প্রসব করিয়া যে স্ত্রী বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। কাকও একবার মাত্র প্রসব করে বলিয়া ঐরূপ স্ত্রীকে 'কাকবন্ধ্যা' কহে।

কাকবলি (পুং) কাকেভ্যো দেয়ো বলিরন্নাদিকম্, মধ্যলো°। কাককে অন্নাদি যাহা দেওয়া হয়। বলিপ্রদানের নিয়ম যথা—প্রথমে কাককে "ওঁ যমবায়ববরুণনামাদিপূর্বেভ্যো-বায়সেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পাদ্যাদি দান করিয়া পূজা করিবে। পূজান্তে—

"ওঁ কাক ত্বং যমদূতোহসি গৃহাণ বলিমুত্তমং।
যমলোকগতং প্রেতং ত্বমাপ্যায়িতুমর্হসি।"

এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনার পর—

"ওঁ কাকায় কাকপুত্রায় বায়সায় মহাত্মনে।
অত্র পিণ্ডং প্রযচ্ছামি কল্যাণং বর্ধয়ামসি।"

এই মন্ত্রদ্বারা পিণ্ডদান করিতে হইবে।

আহ্নিকতত্ত্বে পিণ্ডদানের মন্ত্র অন্যরূপ। যথা—

"ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যাঃ সৌম্যা বৈ নৈঋতাস্তথা।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তু ভূম্যাং পিণ্ডং ময়ার্পিতম্।
ওঁ কাকেভ্যো নমঃ।"

এই মন্ত্র দ্বারা পিণ্ডদান করিয়া তাহাতে জল সিঞ্চন করিতে হয়।

কাকভাণ্ডী (স্ত্রী) কাকস্য ভৈষজ্যস্য মুখব্যাদানস্য ভাণ্ডী ক্ষুদ্রভাণ্ডমিব, উপমি°। মহাকরঞ্জ; ইহা মুখে দিলে মুখ হইতে জলস্রাব হইয়া থাকে।

কাকভীরু (পুং) কাকাৎ ভীরুর্ভয়শীলঃ, ৫তৎ। পেচক। [পেচক দেখ।]

কাকমদ্গু (পুং) কাক ইব মদ্গুঃ জলচরপক্ষিবিশেষঃ। দাত্যূহ, ডাহুকপাখী।

("স্তনঃ বলা তু দুর্বুদ্ধিঃ কাকমদ্গুঃ প্রজায়তে।" ভারত ১৩। ১১১। ১২১।)

কাকমর্দ (পুং) কাকং মৃদ্নাতি, কাক-মৃদ্-অণ্। মহাকাল লতা, মাকাল।

কাকমাচিকা (স্ত্রী) কাকমাচী স্বার্থে কন্টাপ্ হ্রস্বঃ। কাকমাচী বৃক্ষ।

কাকমাচী (স্ত্রী) কাকান্ মচতে, মচি-অণ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ নলোপঃ) ঙীষ্। ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ; গুড়কামাই। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বায়সী, ধ্বাঙ্ক্ষমাচী, বায়সাহ্বা, সর্বতিক্তা, বহুফলা, কটুফলা, রসায়নী, গুচ্ছফলা, কাকমাতা, স্বাদুপাকা, স্বপনী, তিক্তিকা ও বহুতিক্তা।

বঙ্গদেশে স্থানবিশেষে 'কাম্‌তে' ও 'মধুমী', হিন্দীভাষায় 'মকোয়া' বা 'মকোই', বোম্বাই অঞ্চলে 'কামুনি' বা 'কাচি' ও তামিলে 'মনত্তক্‌-কলি' বলে। (Solanum nigrum) এই গাছ দেখিতে ছোট লঙ্কাগাছের মত, ফুলও তদ্রূপ, ফল মটর বা ধ্যাকুড়ের ন্যায় একস্থানে থোলো থোলো হয়, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়।

রাজনির্ঘণ্ট ও রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বৃষ্য, রসায়ন, রোচক, ভেদক এবং কফ, শূল, অর্শঃ, শোথ, কুষ্ঠ ও কণ্ডূনাশক। ভাবপ্রকাশে আরও কয়েকটি অধিক গুণ দেখা যায়—জ্বর, মেহ, নেত্ররোগ, হিক্কা, বমি ও হৃদ্রোগনাশক।

হকিমেরা ইহার ফলকে 'অনব্‌উস্‌-সালিব' বলিয়া থাকেন।

যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে বা শোথে কাকমাচীর রসপ্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

ডাক্তার মুদিন শেরিফের মতে, শোথরোগে কাকমাচীর পত্রের কাথ অথবা তাহার রস ১ ড্রাম মাত্রায় দিনে তিনবার সেবন করান যাইতে পারে।

কাকমাতা (স্ত্রী) কাকস্য অণ্ডস্য পোষিকা, কাকস্য ভক্ষণ-প্রিয়ত্বাৎ। কাকমাচী।

কাকমুখ (ত্রি) কাকস্য মুখমিব মুখং যস্য, বহুব্রী। ১ কাকের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ২ (পুং) পুরাণোক্ত জাতিবিশেষ, ইহারা সম্ভবতঃ মহানদীর উপকূলে বাস করিত।

কাকমুদ্গা (স্ত্রী) কাকেন ভৈষজ্যেন মুদ্গং গচ্ছতি, কাক-মুদ্গ-গম-ড-টাপ্। মুদ্গপর্ণী গাছ, মুগানী। [মুদ্গপর্ণী দেখ।]

কাকযব (পুং) কাকবৎ নিষ্ফলো যবঃ। আগ্‌ড়া, তণ্ডুল-শূন্য ধান। ("তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে তথা কাকযবা ইব।" মহাভারত।)

কাকর, ১ বোম্বাই প্রদেশের শিকারপুর জেলার একটি তালুক। একটি নগর ও ১০২ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। লোক সংখ্যা ৪৯৫০০। ১৮৮১-৮২ খৃঃ অনুসারে গবর্ণমেন্ট খাজনা ১৮৩২১০৲ টাকা। এখানে ১১ থানা ও ২টি ফৌজদারী আদালত আছে। ভূমিপরিমাণ ৫৯৮ বর্গমাইল। ২ কাকর তালুকের নগর। অক্ষা° ২৬° ৫৮´ উঃ, দ্রাঘি ৬৭° ৪৫´ পূঃ।

কাকরালা (কক্‌রালা) বুদাউন জেলার দাতাগঞ্জ তহশীলের অন্তর্গত একটি নগর। বুদাউন নগর হইতে ছয়ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে হিন্দুদেবমন্দির ও কতকগুলি মসজিদ

আছে; সিপাহীবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী কর্ত্তৃক এই নগর ভস্মীভূত হয়। ১৮৫৮ খৃঃ এপ্রেল মাসে ইংরাজ সেনানায়ক জেনারেল পেনি বিদ্রোহী শাসন করিতে যান, কিন্তু তিনি কতকগুলি মুসলমান গাজী কর্ত্তৃক নিহত হন, অবশেষে তাঁহার সৈন্যগণের যত্নে বিদ্রোহিগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। লোকসংখ্যা ৫৮১০, তন্মধ্যে ৩৫৫৬ মুসলমান ও ২৩০৫ হিন্দু।

কাকরুত (স্ত্রী) কাকস্য রুতম্, ৬তৎ। কাকের রব। [শব্দবিশেষানুসারে শুভাশুভ কাকচরিত্রে দেখ।]

কাকরুহা (স্ত্রী) কাক ইব রোহতি, মূলশূন্যতয়া বৃক্ষাদ্য বলম্বনেন জায়তে, কাক-রুহ ক টাপ্। যদ্বা কাকপুরীষাৎ রোহতি উৎপদ্যতে বৃক্ষোপরি ইত্যর্থঃ। বন্দা বৃক্ষ, পরগাছা।

কাকরুক (ত্রি) রু কুৎসিতং রৌতি, রু রু উক; কোঃ কাদেশঃ। ১ স্ত্রীবশীভূত। ২ উলঙ্গ। ৩ ভীরু। ৪ নিঃস্ব, দরিদ্র। (পুং) ৫ দম্ভ। ৬ কাকেন রুয়তে ছিদ্যতে, কাক-ল কর্ম্মণি কিপ্ লগা রঃ সংজ্ঞায়াং কন্। পেচক।
(কাকরুকো নগ্নধর্ম্মস্ত্রীজিতোলূকভীরুষু নিঃস্বে। মেদিনী।)

কাকল (স্ত্রী) ঈষৎ কলো যস্মাৎ, কোঃ কাদেশঃ। ১ কণ্ঠমণি। ২ গ্রীবার উচ্চদেশ, টুঁটি। ৩ (পুং) কা ঈষৎ কলো-যস্য, বহুব্রী। দ্রোণকাক, দাঁড়কাক।

কাকলক (পুং) কাকল কন্। ২ কণ্ঠমণি, কণ্ঠের উচ্চদেশ। (গলো নিগরণঃ কণ্ঠঃ কাকলকস্তু তন্মণিঃ। হেম ২।২৫২।)
২ বটিক বাক্যবিশেষ। ("বটিককমুকমুকুন্দকশীতক-প্রমোদককাকলকাসনপুষ্পকমহাবটিক-চূর্ণককুরবক-কেদারক-প্রভৃতয় বটিকাঃ।" সুশ্রুত।)

কাকলাস (দেশজ) কৃকলাশ। (Lacerta scutata)

কাকলি (স্ত্রী) কল্ ইন্ কলিঃ; কু ঈষৎ কলিঃ, কোঃ কাদেশঃ। সূক্ষ্ম মধুরাস্ফুটধ্বনি।
"দেবী কাকলিগীতস্য তন্ত্রীণাং নিনদস্য চ।"
(কথাসরিৎসাগর।)

কাকলী (স্ত্রী) কাকলি-ঙীপ্। সূক্ষ্ম ও মধুর অস্ফুটধ্বনি। (কাকলী তু কলঃ সূক্ষ্ম একতানো লয়ানুগঃ। হেম ৬৪৬।)
"ক্রীড়ৎ কোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।"
(উত্তরচরিত ১ অধ্যায়।)
২ বস্ত্রবিশেষ। ৩ রত্নবিশেষ।

কাকলীক (পুং, স্ত্রী) অস্ফুট মধুরধ্বনি।

কাকলীদ্রাক্ষা (স্ত্রী) কাকলীব সূক্ষ্মা দ্রাক্ষা, মধ্যলো। দ্রাক্ষাবিশেষ, কিস্‌মিস্। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জম্বুকা, ফলোত্তমা, লঘুদ্রাক্ষা, নির্বীজা, সুবৃত্তা ও রসালিকা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—মধুর, অম্ল, রসাল, রুচিকারক, শীতল, দাহ ও শ্বাসনাশক এবং মদসমূহের প্রিয়।
[কিস্‌মিস্ দেখ।]

কাকলীরব (পুং) কাকলী মধুরাস্ফুটো রবো যস্য, বহুব্রী। ১ কোকিল। ২ (কথ্য) সূক্ষ্ম ও মধুর অস্ফুটধ্বনি।

কাকবর্ণ (পুং) শিশুনাগবংশীয় রাজবিশেষ। শিশুনাগের পুত্র।
(বিষ্ণুপুরাণ ৪। ২৪। ২)

কাকবর্ম্মা, নেপালের সোমবংশীয় রাজবিশেষ। ইনি মনাঙ্কের পুত্র।

কাকবল্লভা (স্ত্রী) কাকস্য বল্লভা, প্রিয়া। কাকজম্বু, বনজাম।

কাকবল্লরী (স্ত্রী) কাকপ্রিয়া বল্লরী, মধ্যলো। স্বর্ণবল্লী।

কাকশিম্বী (স্ত্রী) কাকপ্রিয়া শিম্বী, মধ্যলো। কাকতুণ্ডী, কেওয়াঠাঁটীগাছ। [কাকতুণ্ডী দেখ।]

কাকশীর্ষ (পুং) কাকঃ শীর্ষে অগ্রেহস্য, বহুব্রী। বকবৃক্ষ, বকফুলের গাছ।

কাকশ্রী (স্ত্রী) কাকস্য শ্রীব, নামসাদৃশ্যাৎ। বকফুলের গাছ।

কাকস্ফূর্জ্জ (পুং) কাকঃ স্ফূর্জ্জতি অস্মিন্, কাক-স্ফূর্জ্জ-ঘঞ্। কাকতিন্দুক বৃক্ষ। [কাকতিন্দুক দেখ।]

কাকস্বর (পুং) কাকস্য স্বর ইব স্বরো যস্য, বহুব্রী। ১ কাকের ন্যায় যাহার কণ্ঠস্বর। ২ (৬তৎ) কাকের রব।

কাকা (দেশজ) ১ পিতৃব্য, পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ২ কাকের শব্দ।

কাকা (স্ত্রী) কাকবৎ আকারোহস্ত্যস্যাঃ, কাক অচ-টাপ্। ১ কাকনাসালতা। ২ কাকোলী গাছ। ৩ কাকজঙ্ঘা গাছ। ৪ রক্তিকা লতা। ৫ কাকপূ গাছ। ৬ কাকমাচী গাছ।
(কাকানাৎ কাকনাসায়াং কাকোলীকাকজঙ্ঘয়োঃ।
রক্তিকায়াং মলপূশ্চ কাকমাচ্যাঞ্চ যোষিতি॥ মেদিনী।)

কাকাক্ষি (স্ত্রী) কাকস্য অক্ষি চক্ষুঃ, ৬তৎ। কাকের চক্ষু।

কাকাক্ষিগোলকন্যায় (পুং) কাকস্য অক্ষিগোলকমিব ন্যায়ঃ, উপমিং। ন্যায়বিশেষ। কাকের একমাত্র চক্ষুই যেমন উভয় অক্ষিগোলকের কার্য্য সম্পাদন করে, সেইরূপ এক বিষয়ের সহিত দুইটি বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলে তাহাকে কাকাক্ষিগোলক ন্যায় বলে।

কাকাঙ্গা (স্ত্রী) কাকস্য অঙ্গং এবাঙ্গং আকারো যস্যাঃ, বহুব্রী। কাক অঙ্গ টাপ্। কাকজঙ্ঘা গাছ।

কাকাঙ্গী (স্ত্রী) কাকস্য অঙ্গং অঙ্গস্যেব আকৃতির্যস্যাঃ। কাকজঙ্ঘা গাছ।

কাকাক্ষী (স্ত্রী) কাকং তজ্জঙ্ঘাকারং অক্ষতি প্রাপ্নোতি, কাক-অচ্ অণ্-ঙীপ্। কাকজঙ্ঘা গাছ।

কাকাণ্ড (পুং) কাকস্য অণ্ড ইব ফলং যস্য বহুব্রী০। ১ মহানিম্ব। ২ কাকতিন্দুক।

("কাকাণ্ডরসনগন্ধ্যা
পুনর্নবা বায়সী শিরীষকটৈঃ।
উদ্বুদ্ধবিষজন্তুকে
লেপোদ্বদনস্যাপনোপি॥" চরক-চি-২৫ অঃ।)

৩ (ক্লীং) কাকের ডিম্ব।

কাকাণ্ডক (পুং) কাকস্য অণ্ডং, ৬তৎ, কাকী-অণ্ড-পুংবদ্ভাবঃ স্বার্থে কন্। কাকের ডিম্ব।

("কেচিৎ হরিদ্রাসংকাশাঃ কাকাণ্ডকনিভাস্তথা।"
ভারত বন০।)

কাকাণ্ডা (স্ত্রী) কাকস্য অণ্ড ইব বীজমস্যাঃ, বহুব্রী। কোলশিম্বী।

কাকাণ্ডারুশ্চিক, মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণভূমির অন্তর্গত একটি গ্রাম। এই গ্রামে কাকাণ্ডারুশ্চিক নামে এক জাগ্রত দেবতা আছেন। (দেশাবলী।)

কাকাণ্ডী (স্ত্রী) কাকাণ্ড-ঙীষ্। মহাজ্যোতিষ্মতী-লতা। [মহাজ্যোতিষ্মতী দেখ।]

কাকাণ্ডোলা (স্ত্রী) কাকাণ্ড' ইতি অব্যক্তং বীজে আদোলতি, কাক-উর-অচ্-টাপ্ যদ্বা পৃষদ্। কোলশিম্বী।

কাকাতুয়া (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। বর্ত্তমান প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে কাকাতুয়া তোতাপাখীজাতীয়। কেবল প্রভেদ এই, তোতা অপেক্ষা কাকাতুয়া আকারে বড়, মাথায় বেশ লম্বা পাখার মত ঝুঁটি ও পুচ্ছ অনেকটা বড় হইয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে C ckatoo ও ইংরাজী প্রাণিশাস্ত্রে এই পক্ষিবংশকে Cacatuina কহে।

প্রকৃত কাকাতুয়ার পালক সাদা, তবে কোন কোনটার সাদা পালকের উপর অল্প লাল বা অপরবর্ণ মিশ্রিত দেখা যায়। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে অষ্ট্রেলিয়াদ্বীপে দুই প্রকার কাল-কাকাতুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে ইংরাজী প্রাণিশাস্ত্রে 'ক্যালিপ্টোরিঙ্কাস, (Calytorhynchus) ও 'মাইক্রোগ্লোসাস্' (Microglossus কহে। তন্মধ্যে শেষোক্ত কাল-কাকাতুয়াই অনেকটা বড় হয়। নিউগিনিতে এই বড় কাকাতুয়া পাওয়া যায়। তাহা দর মিলন কাটান, তদ্বারা অক্লেশে খাদ্যদ্রব্যাদি গৃহীত হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ও অষ্ট্রেলিয়ার কাকাতুয়ার সংখ্যা অধিক। ইহারা ফল, মূল, বীজ ও যেমন কীটাদি আহার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। পুষিলে বেশ পোষ মানে, শিখাইলে তোতার মত বেশ কথা বলিতে পারে।

কাকাদনী (স্ত্রী) কাকৈরদ্যতে ভুজ্যতেহসৌ। কাক-অদ্ কর্ম্মণি ল্যুট্-ঙীপ্। ১ গুঞ্জা। ২ শ্বেত গুঞ্জা। ৩ কেলেকোড়া, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ধ্বাঙ্ক্ষা, গৃধ্রনখী, তুণ্ডী, কাকা, অধিঃস্রা, কটুকা, পালি, কাপাল ও তুলিক। বৈদ্যকে সংক্ষেপতঃ ইহার দোষনাশকতা গুণ বর্ণিত আছে।

কাকাম্বু (পুং) কাকস্য অম্বুনঃ বহুব্রী। পর্পটলতা।

কাকার (ত্রি) কং জলং আকিরতি ক-আ কৃ-অণ্। জলধার কারক।

কাকারি (পুং) কাকঃ অরির্যস্য বহুব্রী। পেচক।

(ধ্বংকে নিপাতিঃ কাকারিঃ কৌশিকোলূকপেচকাঃ।
হেম ৪। ৩৯০।)

কাকাল (পুং) কা ইতি শব্দং কলতি রৌতি কা-কল্ অণ্। দাঁড়কাক।

কাকাবলি (স্ত্রী) কাকানাং আবলিঃ শ্রেণী, ৬তৎ। শ্রেণীবদ্ধ বহুসংখ্যক কাক।

কাকিণা, রঙ্গপুরজেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম, তিস্তো নদীর বামকূলে অবস্থিত। এখানকার লোকেরা কেহ কেহ কাঁকিনা ও কাকিনীয়া এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এ অঞ্চলের বিজ্ঞলোকদিগের মতে 'কাঁকিনা' শব্দ কাহন বা কাহণীয়া শব্দের অপভ্রংশ। গ্রামটি বড় অধিক দিনের নয়। তবে এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান জমিদারেরা এই গ্রামে বাস করেন। এখানে হাটবাজার আছে; ইক্ষু, তামাক ও পাটের বিস্তর রপ্তানি হইয়া থাকে।

কাকিণিকা (স্ত্রী) কাকিণী—স্বার্থে কন্ হ্রস্বশ্চ। পণের চতুর্থাংশ, পাঁচগণ্ডা কড়ি।

কাকিণী (স্ত্রী) কফতে গণনাকালে চঞ্চলীভবতি, কাক-ণিনি ঙীপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু ণঃ।) ১ পণের চতুর্থাংশ, পাঁচগণ্ডা কড়ি ২ মানদণ্ড, কাঠাদন। ৩ গুঞ্জা। ৪ একফড়া। ৫ এক মাষার চতুর্থাংশ।

কাকিনী (স্ত্রী) কাকিণী।

("ঈশ্বরা ভূরিদানেন যল্লভন্তে ফলং কিল।
দরিদ্রস্তচ্চ কাকিন্যা প্রাপ্নুয়াদিতি ন শ্রুতিঃ॥" পঞ্চতন্ত্র।)

কাকিল (পুং) কু ঈষৎ কিরতি, কু-কৄ ক, কোঃ কাদেশঃ, যদ্বা পৃষদ্। কণ্ঠমণি, গলদেশের মধ্যস্থিত উন্নত অংশ।

কাকী (স্ত্রী) কাকস্য স্ত্রী। ১ কাকের স্ত্রী। ২ বায়সীলতা। ৩ কাকোলী। ৪ কর্কশ স্বর। ৫ (দেশজ) খুড়ী, পিতৃব্যের পত্নী।

কাকীয় (ত্রি) কাকস্য ইদম্। কাক ছণ্। কাকসম্বন্ধীয়, কাকের।

কাকু (স্ত্রী) কক-উণ্। ১ শোকভয়াদি দ্বারা স্বরবিকার। ২ বিরুদ্ধ অর্থবোধক স্বরবিশেষ। অলঙ্কারশাস্ত্রে এইরূপ লক্ষণ কথিত আছে—

("ভিন্নকণ্ঠধ্বনির্ধীরৈঃ কাকুরিত্যভিধীয়তে।"

সাহিত্যদর্পণ ২। ৩।)

৩ বক্রোক্তি। ৪ দম্ভুর। ৫ জিহ্বা। ৬ উল্লাপ।

কাকুড় (দেশজ) কাঁকুড়। [কর্কটী দেখ।]

কাকুৎস্থ (পুং) ককুৎস্থস্য নৃপান্তরস্যাপত্যং পুমান্। ককুৎস্থ অণ্ (শিবাদিভ্যোহণ্। পা ৪।১।১১২।) ১ রামচন্দ্র। ২ স্বার্থে অণ্। ককুৎস্থ রাজা। [ককুৎস্থ দেখ।]

কাকুৎস্থবর্ম্মা, দক্ষিণাপথের পলাশিকা ও বনবাসীর প্রাচীন কদম্ব রাজা। তাঁহার পুত্রের নাম শান্তিবর্ম্মা। [কদম্ব দেখ।]

কাকুদ (ক্লী) কাকুং দদাতি কাকু-দা-ক। তালু।

(তালু তু কাকুদম্। হেম ৩।২৪৯।)

কাকুদ্র (ত্রি) ভীতাত্মা। (ত্রিকাণ্ডশেষ ৭।১।)

কাকুপুর, অযোধ্যার একটি প্রাচীন নগর। কাণপুর হইতে ১০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। বৌদ্ধরাজগণের সময় ইহাই অযোধ্যার প্রধান নগররূপে পরিচিত ছিল। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে এই কাকুপুর চৈনিক বৌদ্ধগ্রন্থে শাকেত্ নামে অভিহিত হইয়াছে। কাকুপুর ও বিঠুরের মধ্যে পরকোটী উৎপলারণ্য নামক পবিত্র স্থান।

এখন কাকুপুরে 'ছত্রপুর' নামক একটি গড়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, সেই গড় প্রায় ৯০০ বর্ষ পূর্ব্বে চান্দেলরাজ জয়পালকর্তৃক নির্ম্মিত হয়।

এখানে সিদ্ধেশ্বর মহাদেব ও অশ্বত্থামার নামে দুইটি বৃহৎ মন্দির আছে। প্রতি বর্ষে দেবতার উৎসব উপলক্ষে একটি মহামেলা হয়।

কাকুভ (ত্রি, ককুভ ইদং ককুভ-অণ্। ১ ককুভ্ ছন্দো এ গত গাথাদি। ২ দিক্ সম্বন্ধীয়। ৩ ককুভের পুত্র।

কাকুবাদ (স্ত্রী) কাকা বিকৃতস্বরেণ বাদঃ, ৬তৎ। দীনস্বরে উক্তি।

"কাকুবাদ করিল অঞ্জলি করপুটে।

বাদ সাধে কেবা তার দুর্গার নিকটে॥"

ভারতচন্দ্র—শিবায়ন ১০৪।

কাকুক্তি (স্ত্রী) কাকু-উক্তি। ৬তৎ। দীনস্বরে কথন।

কাকূতি (দেশজ) কাতর বা দীনভাবে অনুরোধ।

কাকেক্ষু (পুং) কাকং দ্বন্দ্বজাতং বহু কাশ্চন ইক্ষুঃ। ১ তৃণবিশেষ, নলখাগড়া। ২ কাশ তৃণ।

কাকেন্দু (পুং) কাকঃ ইন্দুরিব, আহ্লাদকত্বাৎ, ৬তৎ। কুলকবৃক্ষ, মাকড়াতেন্দু।

কাকেষ্ট (পুং) কাকস্য ইষ্টঃ ৬তৎ। নিম্বগাছ। [নিম্ব দেখ।]

কাকোচিক (পুং) কু ঈষৎ কোচী সংকোচী কু কুচ ণিনি স্বার্থে কন্ কোঃ কাদেশঃ। কাকোচী ব কাউচীমৎস্য।

কাকোচী (স্ত্রী) কাকোচ ঙীষ্। কাউচীমৎস্য।

কাকোডুম্বর (পুং) কাকপ্রিয়ঃ উডুম্বরঃ মধ্যলো°। কাকডুমুর।

কাকোডুম্বরিকা (স্ত্রী) কাকোডুম্বর-স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্ব। কাকডুমুর বা কোঠডুমুর গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাকমলপূ, অধরেমলা মলয় ফল্গুনী, কাকোড়িকা, ফল্গুবাটিকা ফল্গুনী কাকোডুম্বর, ফল্গুবাটিকা, বহুফলা, কুষ্ঠঘ্নী অজাক্ষী, চিত্রভেষজা, ধ্বাঙ্ক্ষনাশী। বাঙ্গালার স্থানবিশেষে খোকসাডুমুর বা ডুমুরী, হিন্দীতে খোপসা, পঞ্জাব অঞ্চলে দুধা বা দেগর কহে। (Ficus oppositifolia) এই গাছ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রাচীরের গায়ে অথবা জমির উপর জন্মে। বৈদ্যকনিঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কষায়রস, শীতল, ব্রণনাশক, গর্ভস্রাবিষয়ে হিতকারক ও স্তন-দুগ্ধবর্দ্ধক। এতদ্ভিন্ন ভাবপ্রকাশে কফ, পিত্ত শ্বিত্র, কুষ্ঠ, অর্শঃ, পাণ্ডু ও কামলা নাশক এই কয়েকটি অধিক গুণ লিখিত আছে।

কাকোদর (পুং) কু কু শিতং অকতি কু অক্ অচ্ কোঃ কাদেশঃ, কাকং বক্রগমনকারি উদরং যস্য বা বহুব্রী। সর্প।

(কাকোদরো বিষধরঃ ফণভৃৎ পৃদাকুঃ। হেম ৪।৩৬৯।)

কাকোডুম্বরিকা (স্ত্রী) কাকপ্রিয়া উডুম্বরিকা মধ্যলো°। কাকডুমুর। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাকোডুম্বরিকা, বরণত্রী, মালিকা, কুষ্ঠাহৃৎ মলা, কুষ্ঠঘ্নী, ফল্গুবাটিকা, অজাক্ষী, ফল্গুনী, মলপূ চিত্রভেষজা ও ধ্বাঙ্ক্ষনাশী।

[কাকোডুম্বরিকা শব্দে গুণ দেখ।]

কাকোরী, অযোধ্যা প্রদেশের লক্ষ্ণৌজেলার অন্তর্গত কাকোরি পরগণার একটি নগর। অক্ষা° ২৬° ৫১ ৫৫″ উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৪৯ ৪৫ পূঃ। নগরটি অতি প্রাচীন, পূর্ব্বে এখানে ভার-জাতির বাস ছিল, এক্ষণে লক্ষ্ণৌএর উকীলমোক্তারগণের প্রিয় আবাস স্থান। এখানে অনেক মুসলমান পীরের গোরস্থান আছে। লোকসংখ্যা ৭৮৬২। এখানে সপ্তাহে দুইবার হাট বসে।

কাকোল (পুং স্ত্রী) কু কুৎসিতং কোলতং যথা স্যাৎ তথা কোলতি স্ত্রীড়তি কু কুল অচ্, কোঃ কাদেশ। ১ কৃষ্ণবর্ণ কাকসদৃশ বিষবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—উগ্রতেজঃ, কৃষ্ণচ্ছবি, মহাবিষ গরল ক্ষেড়, বৎসনাভ, প্রদীপন, শৌক্লিকের ব্রহ্মপুত্র ও বিষ। ২ (স্ত্রী) কাকেন উত্থাতে

জকারে অত্র পৃ বাহুল্যাদিত্বাৎ সাধুঃ। মরকবিশেষ। ৩ (পুং) ডাহুকাক। ৩ সর্প। ৫ পুরুষাবিশেষ। ৬ কুলাল, কুম্ভকার। ৭ কাকোলী নামক ঔষধির নাম।

কাকোলী (স্ত্রী) কাকোল ঙীষ্ (ষিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ঔষধিবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মধুরা, কাকী, কাকিকা বায়সোলী, ক্ষীরা, ধ্বাঙ্ক্ষিকা, বীরা, শুক্লা, ধীরা মেদুরা স্বাদ্বীমাংসী, স্বাদুমাংসী, বয়স্থা, জীবনী, শুক্র ক্ষীর পয়স্বিনী পয়স্যা ও শীতপাকী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ মধুররস, শীতল, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক এবং ক্ষয়রোগ, পিত্ত, বাতব্যাধি, রক্তদোষ, দাহ ও জ্বরনাশক।

কাকোলক (ক্লী) কাকস্য উলূকস্য বিরোধবোধিত্বাৎ সংজ্ঞা চারবেষু: সম্বন্ধ কাক ও পেচক।

কাকোলূকিকা (স্ত্রী) কাকোলূক-বুন্ (বয়োদ্ভব বৈরবৈবাহিকে: । পা ৪।৩।১২৫।)। টাপ্। কাক ও পেচকের স্বাভাবিক শত্রুতা।

কাকোলূকীয (পুং) কাকোলূকমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ কাকোলূক ছ। কাক ও পেচকের আখ্যান অবলম্বন করিয়া লিখিত পুস্তকবিশেষ।

কাকোল্যাদি (পুং) কাকোলী প্রভৃতি কতকগুলি বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত দ্রব্যের সংজ্ঞা।

"১ কাকোলী ক্ষীরকাকোলী, জীবক ঋষভক, মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কর্কটশৃঙ্গী, বংশলোচন ক্ষীরী, পদ্মক প্রপৌণ্ডরীক ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মৃদ্বীকা, জীবন্তী ও মধুক এই কয়টি দ্রব্য কাকোল্যাদি গণ নামে অভিহিত। ইহারা রক্ত ও পিত্ত বায়ুনাশক এবং শ্লেষ্মা, শুক্র, আয়ুঃ ও স্তন্যবর্দ্ধক (সুশ্রুত সূত্র ৩৮ অ.।)

কাকোষ্ঠক (পুং) কাকস্য ওষ্ঠ ইব আকৃতি অস্যাঃ। কাক ওষ্ঠকের। কর্ণবেধের আকৃতিবিশেষ, যা সম্পূর্ণ সংকীর্ণ অগ্রভাগ এবং অন্য বৃহত্তরপরিধি কর্ণপালিকে কাকোষ্ঠকপালি বলে।

("নিম্নামসংক্ষিপ্তাগ্রাসশোণিতবলা দঃ কাকোষ্ঠকপালি রিতি।" সুশ্রুত সূত্র ১৬ অঃ।)

কাক্ষ (পুং) কুৎসিতং অক্ষং যত্র, কোঃ কাদেশঃ (কা পথ্য ক্ষয়োঃ। পা ৬।৩।১০৪।) ১ কটাক্ষ।

(অপাঙ্গদর্শনং কাক্ষঃ কটাক্ষোঽক্ষিবিকূণিতম্। হেম ৩।২৩২।)
২ (কর্ম্মধা) কুৎসিত চক্ষু।

কাক্ষসেনি (পুং) অভিপ্রতারীর নামান্তর।

কাক্ষী (স্ত্রী) কক্ষে কচ্ছে ভবঃ কক্ষ-অণ্ (তত্র ভবঃ। পা ৪।৩।৫৩।) ঙীপ্। ১ অড়হর। ২ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা।

(কাক্ষী তুবরিকাঢকী সৌরাষ্ট্র্যপি স্মিয়াম্। মেদিনী।)

কাক্ষীব (পুং) কু ঈষৎ ক্ষীবতি ক্ষীব শিচ অচ্ কোঃ কাদেশঃ। ১ শজিনাগাছ। ২ গৌতম ঋষির ঔশীনরী নাম্নী শূদ্রাণীর গর্ভজাত পুত্রবিশেষ।

("শূদ্রায়াং গৌতমো যত্র মহাত্মা সংশিতব্রতঃ। ঔশীনর্য্যামজনয়ৎ কাক্ষীবাদ্যান্ সুতান্ মুনিঃ।" ভারত সভা।)

কাক্ষীবক (পুং) কাক্ষী এব স্বার্থে কন্। সজিনাগাছ।

কাক্ষীবত (পুং) কক্ষীবতো মুনেরপত্যম্ পুমান্ কক্ষীবৎ অণ্। ১ কক্ষীবৎ ঋষির পুত্র। (ত্রি) ২ কক্ষীবৎ ঋষি সম্বন্ধীয়।

কাক্ষীবতী (স্ত্রী) কাক্ষীবত ঙীপ্। ব্যুষিতাশ্বের স্ত্রী, ইহার নাম ভদ্রা। (ভার° আদি ১২১ অঃ।)

কাক্ষীবান্ [ৎ] (পুং) ১ শূদ্রাগর্ভজাত দীর্ঘতমা ঋষির পুত্রবিশেষ। ২ চণ্ডকৌশিকের পিতা গৌতম। ৩ রাজবিশেষ। (ভার° আদি ১ অঃ।)

কাখড়া (দেশজ) ১ জলজন্তুবিশেষ। [কুলীর দেখ।] ২ গাছবিশেষ। (Curcuma zerumbet)

কাগ (পুং) কা ইতি শব্দং গায়তি কা গৈ ক। কাক।

কাগজ (পারসীক শব্দ) "কাগজ" যে কি জিনিষ, তাহা আর আজ কাল কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। পৃথিবীতে এমন দেশ অতি অল্পই আছে, যেখানে কাগজ নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। যথা—

উত্তর ভারত ও পারস্য	কাগজ।
আরব	কর্ত্তাস্।
তামিল	কদদ।
দেশাক	পেপির।
ফ্রান্স ও জর্ম্মণী	পেপিয়ার।
ইতালী ও প্রাচীন লাটিন	কার্টা বা চার্টা।
পর্তুগীজ ও স্পেন	পেপেল
রুষিয়া	বুমাগ্না।
ইংলণ্ড	পেপার।

অপ্রাচীন তান্ত্রিক সংস্কৃত গ্রন্থে 'কাগদ' নাম পাওয়া যায়।

এখন সকল দেশেই প্রধানতঃ লিখনকার্য্যে কাগজ ব্যবহৃত হয়। এই সকল কাগজ আজ কাল প্রায়ই নানাবিধ বাষ্পীয় যন্ত্র সাহায্যে যুরোপ, আমেরিকা ও এসিয়ায় প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু এখনও এ সমস্ত দক্ষিণ ও পূর্বপ্রদেশসমূহে হাতে হাতে যথেষ্ট পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হয়। এই সকল কাগজ মূল্যবান ও বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ভারত, পূর্ব-উপদ্বীপ, চীন জাপান, পারস্য প্রভৃতি দেশেই ঐরূপ হাত-গড়া কাগজের বেশী আদর দেখা যায়।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা, বিহার, ভূটান, নেপাল, আহ্মদাবাদ, সুরাট, ধারবার, কোলাপুর, আরঙ্গাবাদ ও দৌলতাবাদে ঐরূপ হাত-গড়া কাগজ যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। আরঙ্গাবাদের কাগজ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; দেশীয় রাজন্যবর্গ এই কাগজের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। এই কাগজ সর্ব্বাপেক্ষা মসৃণ, চিক্কণ ও সুদৃঢ় হইয়া থাকে। ইহার পরই দৌলতাবাদের "বাহাদুর খানি" ও মাধাগরি" কাগজ সমধিক আদৃত হয়। এই দুই কাগজ প্রস্তুতের সময় ইহার মধ্যে স্বর্ণের সূক্ষ্মপাত মিশিয়া দেয়, তৎপরে কাগজ প্রস্তুত হইলে কাগজখানির সর্ব্বত্র ঐ স্বর্ণের সূক্ষ্ম রেণু-সকল ছড়াইয়া পড়ে, দেখিতে অতি চমৎকার শোভা হয়;— এই কাগজের নাম "আফশানি কাগজ"। দেশীয় রাজন্যগণ এই আফশানি কাগজে রাজকীয় কার্য্যাদি করিয়া থাকেন। এই সকল হাত-গড়া কাগজে দলীল, সনন্দ, ছাড় প্রভৃতি লিখিত হইয়া থাকে।

যাহার উপর লেখা যায়, সংস্কৃত ভাষায় তাহাকে পত্র বলে। বাঙ্গালা ভাষায় চলিত কথায় "পাতা" বা "পেতে" বলিলে যে অর্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে, সংস্কৃত পত্র শব্দের যথার্থ অর্থ তাহাই। কিন্তু অক্ষর, পত্র ও লিখন-প্রণালীর উৎপত্তি হইলে তৎসম্বন্ধে একটি কৌতূহলজনক অথচ সমূলক প্রমাণ রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"ষাণ্মাসিকে তু সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা॥"

অর্থাৎ ছয়মাস অতীত হইলে ভ্রম উপস্থিত হইল দেখিয়া বিধাতা কর্তৃক পূর্ব্বকালে অক্ষর সৃষ্ট হইয়া পত্রারূঢ় হইল। ছয় মাসের পর যে অধিকাংশ কথাই ভুল হইয়া যায়, তাহা একান্ত সত্য।

জগতের উন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে প্রথমেই কাগজের উপর কালি কলম দিয়া লিখিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই। কাগজ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে কিসে লেখা হইত, কিসে কাগজ হইল, প্রথমে কোন্ দেশে কাগজ সৃষ্টি হয় ও কি কি দ্রব্য হইতে কিরূপে এখন কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

১। কাগজ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে কি কি সামগ্রী লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত?

(ক) প্রস্তর ও কাষ্ঠ—সর্ব্বাদৌ প্রস্তর ও কাষ্ঠই লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। অতি প্রাচীনকালে কাষ্ঠে ও প্রস্তরে অক্ষরাদি খুদিয়া রক্ষিতব্য বিষয় সকল লিখিত হইত। কালদীয়-প্রদেশের প্রাচীন সমাধিস্তম্ভের এবং মিশরদেশের পিরামিডের গাত্রে খোদিত অস্পষ্ট অক্ষরমালাই ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন।

(খ) ইষ্টক—প্রাচীন কালদীয়গণ ইষ্টকের উপর আপনাদিগের জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণাদির ফলাফল উৎকীর্ণ করিয়া রাখিত। এইরূপ লিপিবিশিষ্ট ইষ্টক এখন কোন কোন য়ুরোপীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

(গ) সীসা—প্রাচীনকালে সীসার উপরে দলীলাদি খুদিয়া রাখিবার প্রথা ছিল। কথিত আছে যে, হিসিয়ডের "শ্রমাবলী ও তাঁহার সময়" নামক পুস্তক একটী বৃহৎ সীসার টেবিলে খোদিত হইয়াছিল ও বহুদিন পর্য্যন্ত হেলিকনের মন্দিরে রক্ষিত ছিল। সীসার পাত হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়া পাতলা করিয়া লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোমনগরে এইরূপ সীসার খোদিত একখানি পুস্তক পাওয়া যায়, তাহার আকার ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৩ ইঞ্চি প্রশস্ত। ইহাতে প্রাচীন মিসরীয় অস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত।

(ঘ) পিত্তলাদি—রোমনগরে সাধারণ প্রস্তাবাদির ফলাফল সেকালে পিত্তলে খোদিত হইত। প্রাচীন রোমীয় সৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পিত্তলের বর্ম্মে বা তলবারের খাপে আপনাদিগের "উইলপত্র" (Wills) লিখিয়া রাখিত। ১২ পত্রের আইন (Laws of 12 tables) পিত্তলে খোদিত হইয়াছিল। রোমীয় সম্রাট ভেস্পেসীয়ানের রাজত্বকালে যখন অগ্নিদাহে রাজধানী পুড়িয়া যায়, তখন প্রায় ৩০০০ হাজার পিত্তলের পাত নষ্ট হইয়া যায়; ঐ সকল পাতে কত প্রয়োজনীয় আইন ও দলীলাদি ভস্মীভূত হইয়া যায়। সিরীয়ার প্রাচীন মঠে ডাক্তার বুকানন ৬ খানি ধাতুফলক পাইয়াছিলেন। সে গুলি ধাতু মিশ্রিত। ৬ খানি ধাতুফলকে প্রায় ১১ পৃষ্ঠা হইবে। ইহা পেরেকের মাথার ন্যায় বা ত্রিকোণাকার অক্ষরে লিখিত। কোচীনের য়িহুদীদিগের নিকটেও এইরূপ কয়েকখানি ধাতুফলক আছে।

(ঙ) কাষ্ঠ—সোলনের আইনগুলি কাষ্ঠের উপর খোদিত, এই কাষ্ঠময় আইন পুস্তকের নাম অক্সোনস্ (Axouns)। ঐ আইনের কতকগুলি আবার প্রস্তরের উপরেও খোদিত আছে। এই প্রস্তর-লিপির নাম গ্রীক-ভাষায় "কিরবিস্" (Kyrbies)। হোমরের সময়ের পূর্ব্বে তালিকা পুস্তকগুলিও (গ্রীসের) কাষ্ঠে খোদিত হইত। বক্স নেবু গাছের কাষ্ঠ এবং হাতীর দাঁতই এই সকল

কাষ্ঠে অধিক ব্যবহৃত হইত। তখন এই সকল পাতের উপর মোম মাখাইয়া খুন্তি, (স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, লৌহ বা তাম্রার সূক্ষ্মমুখ শলাকা) দিয়া আঁচড়াইয়া লিখিবার প্রণালী প্রচলিত ছিল। এই সকল লিখিত কাষ্ঠফলক গুলি একত্র বাঁধিয়া রাখিলে যে পুস্তক হইত তাহাকে "কডেক্স" (Codex) অর্থাৎ পুথি বলিত। ইহার উপরে সময়ে সময়ে খড়ির গোলা দিয়াও লিখিত হইত। বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সামান্য সামান্য মুদির দোকানে এই প্রকারের বস্তু আজিও দেখা যায়। তাহারা ৩ খণ্ড ৬×৪ ইঞ্চ কাষ্ঠ একত্র দড়ি দিয়া গাঁথিয়া রাখে। খড়ির সহিত একটী পেনসিল বাঁধা থাকে। খণ্ডগুলিতে মোমের সহিত চূণা মাখাইয়া রাখে। কেনাবেচা করিতে করিতে যে সময়ে কোন ধারের হিসাব বা অন্য কোন হিসাব টুকিয়া রাখিবার আবশ্যক হয়, তাহাই উহাতে পেনসিল দিয়া লিখিয়া রাখে। হিন্দুস্থানীরা একখণ্ড ১ফুট×১॥ তক্তায় লিখিয়া থাকে। উহারা সাবেক ফকির কলমে খড়িগোলা দিয়া লিখে। পূর্ব্বে এইরূপ কাষ্ঠফলকে চিঠি লিখিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গাঁটের উপর মোহর করিয়া দিত। লণ্ডনের পুস্তকালয়ে এইরূপ ২ ফুট ৬৬ ইঞ্চ কাষ্ঠে লিখিত তক্তা আছে। চীনেরাও কাষ্ঠের তক্তা লেখ্যরূপে ব্যবহার করিত।

(চ) পাতা—প্রাচীনকালে অধিকাংশ জাতিই বৃক্ষপত্রকে লেখ্যরূপে ব্যবহার করিত। আফ্রিকার মিসরীয়েরা সর্ব্বপ্রথমে তালপত্র ব্যবহার করিতে শিখে। সিরাকিউসের জজেরা জলপাইগাছের পাতায় নির্ব্বাসনদণ্ডের অপরাধীগণের নাম লিখিতেন। ভারত, সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে তালপত্র যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত। ব্রহ্মদেশে কোন পুস্তক সুন্দর করিয়া লিখিতে হইলে, হাতীর দাঁতের পাতের উপর লিখিত। হাতীর দাঁতের পাতগুলি প্রথমতঃ কৃষ্ণবর্ণ রঞ্জিত করিয়া তাহার উপর স্বর্ণের বা রৌপ্যের জল করিয়া অক্ষর লিখিত। উড়িয়া ও সিংহলীরা "তালিপত্র" গাছের পাতা ব্যবহার করে, এই পাতা খুব চওড়া ও পুরু। ইহার উপরে অক্ষরগুলি স্পষ্ট করিবার জন্য খুন্তি দিয়া লিখিয়া কয়লার গুঁড়া মাখাইয়া মুছিয়া ফেলিত। এখনও সিংহলে তালিপত্র ও ভারতে তালপাতার বহুল ব্যবহার আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতবর্ষে যত গুলি প্রাচীন তালপাতের পুঁথি দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে ১১৮৯ সম্বতের পুথি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

(ছ) বৃক্ষবল্কল—এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বল্কল লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন কালদীয়গণ বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ বল্কলকে লেবার (Liber) বলিত ও লেখ্যরূপে ব্যবহার করিত। এই লেবার শব্দেই লেবার অর্থে এখন পুস্তক বুঝায়। ব্রহ্মদেশীয়েরা বাঁশের চেঁচাড়ির উপর পবিত্র পুস্তকাদি লিখিত। সুমাত্রাবাসীদের বুট্টাজাতি আজও একপ্রকার বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ ছালের উপর লিখিয়া থাকে। তাহারা এই ছাল লম্বা লম্বা করিয়া 'ট' বা চারকোণা ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দেয়। রমন বা টি [illegible] টেজেলের বৃক্ষ জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের রসে ইহারা কালি প্রস্তুত করে। সাধারণতঃ বাঁশ [illegible] বা বাঁশের গাঁটের গায়ে যে মোটার খোলার মত খোলা (আবরণ) থাকে, তাহাতেও লিখিয়া থাকে। অক্সফোর্ড লাইব্রেরীতে বেঁজাকাবেদীর অস্পষ্ট সাংকেতিক অক্ষরে লিখিত এক খানি পুস্তক আছে, তাহার অক্ষ [illegible] বহু শর উপর চিত্রিত। ভারতের মলবার উপকূলবাসীরা আজিও সর্ব্বতঃ [illegible] উপরেই লেখা পড়া করে।

(জ) রেশমীবস্ত্রখণ্ড—প্লিনি বলেন রেশমীবস্ত্রের উপর লিখনকার্য্য সেকালে অপ্রসিদ্ধ বা জগতের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই সকল রেশমীবস্ত্রের পুস্তকাদিতে ম্যাজিষ্ট্রেটগণের নাম ও সাধারণের দলীলাদি লেখা হইত। মিসরের লোকেরাও এরূপ পুস্তকে রক্ষিতব্য বিষয় লিখিয়া রাখিত।

(ঝ) পশুচর্ম—প্রাচীনকালে এক সময়ে কোথাও কোথাও লোকে পশুচর্মের উপর লিখিত। প্রাচীন রোমজাতি পুস্তককে "ডেপ্‌থেরি" (Dep[illegible]) বা চর্ম্ম বলিত। বিবলস (Biblos) গাছ যখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল, তখন ছাগল ও ভেড়ার চামড়াই লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে কনষ্টান্টিনোপলে যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তাহাতে একজাতীয় সাপের [illegible] চর্ম্ম পুড়িয়া যায়। ঐ সকল সর্পচর্ম্মে হোমারের মহাকাব্য "ইলিয়াড" ও "অডেসি" স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল।

(ঞ) পার্চমেন্ট বা ভেলাম—ছাগ ও মেষশিশুকে রীতি অনুসারে এরূপভাবে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে যে তাহার উপর "ছাপা" হইতে পারে, এইরূপ প্রস্তুত করা চামড়ার নাম পার্চমেন্ট। দুগ্ধ ও [illegible] পার্চমেন্টের নাম ভেলাম। বিলাতের সকল চামড়াও হয় না; তবে অল্পবয়স্ক বা দুগ্ধপায়ী গোবৎসের চর্ম্মেই তাহা প্রস্তুত হয়। প্রাচীন কালে য়িহুদীরা ইহার উপর আইনাদি লিখিত। পারসীকেরা ইহাতে কখন কখন প্রেম গল্প বা ইতিহাস লিখিত। দলীলাদি লিখিবার জন্য ইহা এখনও ব্যবহৃত হয়। [illegible]

ব্রেরাকে হুমায়ুনের চর্মে লিখিত একখানি মেম্বকো-পত্রিকা ও ভিয়েনা লাইব্রেরীতে একখানি পুস্তক আছে।

(ট) প্রস্তুত করা চামড়া (লোম তুলিয়া পিটিয়া পরিষ্কার করিয়া যে চর্ম নানাবিধ কার্য্যোপযোগী করা হইয়াছে)—এরূপ চর্মে আরবীয়গণই অধিকাংশ লিখিত।

এইরূপ চর্মে ৫৭ পাতায় একখানি চিত্রবিচিত্র অক্ষরে লিখিত পুস্তক দেখা গিয়াছে।

২। কাগজের সৃষ্টি—প্রথমেই একেবারে অসংলগ্ন পদার্থের মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই। প্রথমে তৃণ ও গুল্মাদির অংশবিশেষ হইতে কাগজবৎ একপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে প্রাচীন মিসরবাসিগণের মতে পেপিরস (Papyrus Antiquorum) বা বাইবেলের মতে উদ্ভিজ্জ "বলরাস" Bulrush নামক তৃণের মূলদেশ হইতে প্রস্তুত কাগজই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঐ তৃণ হইতে যে কাগজ প্রস্তুত হইত, তাহাকে "পেপিরস পেপার" বা সংক্ষেপে "পেপিরি" বলিত। জাস নামক গ্রীক Lexicon নামক গ্রন্থে দেখা যায়, খৃষ্টের ১১০০ বৎসর পূর্ব্বেও পেপিরির বহুল প্রচলন ছিল এবং খৃষ্টের প্রায় তিন শত বৎসর পরেও ঐ পেপিরি ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই তৃণ নদের ধারে জলাজমীতে হইয়া থাকে। মিসরদেশে, সিরিয়া ও সিসিলিদ্বীপে এই তৃণ জন্মে। আরবীয়েরা ইহাকে বের্দি (Babeer), গ্রীকেরা ইহাকে বিবলস্ (Biblos) এবং উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সাইপেরাস্ সিরিয়া-কাস (Cyperus Syriacus) বলেন। ইহা প্রায় ৮ হইতে ১২ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহার পাতা কিন্তু নদের পাতার মত নহে, আমাদের দেশীয় বাঁশ গাছের পাতার ধরণ যেরূপ, এই তৃণের অগ্রভাগেও সেই ধরণের ৮টি মাত্র পাতা হয়। ইহার সর্ব্বাঙ্গে পাতা থাকে না বা নদের ন্যায় গাঁট থাকে না। ওলের ডাঁটার মত গাছটী সরল হইয়া উঠে ও মাথার উপর ওলের পাতার মত ৮টী পাতা ছত্রাকারে বিস্তৃত হয়, আর সেই পাতার গা দিয়াই ঝাউপাতার মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পত্রাংশ সকল ঝুলিয়া পড়ে। ইহার গাছের বর্ণ সবুজ, কিন্তু গোড়ার দিকের যে অংশ জল ও কর্দ্দম মধ্যে থাকে, সেইটুকু অপেক্ষাকৃত শ্বেতবর্ণ। এই অংশের ছাল অতি পাতলা এবং গোড়ার খোলার মত। ইহাতে ঐ অংশে ১২।২০টি খোলার ভাঁজ হইয়া থাকে। এইগুলি সাবধানে খুলিয়া লইয়া আড়ভাবে পরস্পর গায়ে গায়ে জুড়িয়া লইলেই সেকালের পেপেরি কাগজ প্রস্তুত হইত। ঐ ছাল জুড়িতে সেকালে শিরীষ বা তদ্রূপ কোন আঠা ব্যবহৃত হইত না। পেপিরাস গাছের গোড়া মানুষের বাহুর মত মোটা হইয়া থাকে, সুতরাং যে গাছের গোড়া যত মোটা ঐ পেপিরি কাগজও তত চওড়া হইত। এই ছাল আবার যত ভিতরের হয়, ততই পাতলা হইয়া থাকে বলিয়া সেকালে নানাপ্রকার পুরু ও পাতলা 'পেপিরি' প্রস্তুত হইত। যে পেপিরি সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম হইত তাহাকে গ্রীকেরা "হেরেটিকা" বলিত, কারণ এই শ্রেণীর পেপিরি কেবল মিসরীয় যাজকগণ ব্যবহার করিতেন, অপর সাধারণে বা বিদেশীয় বণিকেরা ক্রয় করিতে পাইত না। মিসরীয় যাজকেরা ইহার উপর ধর্ম্ম-কথা লিখিয়া বিক্রয় করিতেন মাত্র। এ সময়ে মিসরীয়েরাই পেপিরি প্রস্তুত করিতে জানিত, সুতরাং গ্রীকেরা ঐ প্রথম শ্রেণীর "পেপিরি" প্রস্তুত করিতে পারিত না। রোমকেরাও ঐ জন্য 'হেরেটিকা পেপিরি' পাইত না, কিন্তু শেষে তাহারা উহা ব্যবহার করিবার উপায় করিয়া লয়। রোমসম্রাট অগষ্টাসের সময় রোমকেরা মিসর হইতে যাজকগণের লিখিত 'হেরেটিকা' ক্রয় করিয়া আনিত এবং এক প্রকার ঔষধ দিয়া ঐ সকল লেখা ধুইয়া ফেলিত। এই ঔষধটিও তাহারাই উদ্ভাবন করে। এইরূপে ধুইয়া ফেলিয়া রোমক বণিকেরা স্বদেশীয় সম্রাটের নামানুসারে উহার "অগষ্টস্" কাগজ নাম দিয়াছিল। উক্ত শ্রেণীর ঠিক পরবর্ত্তী পেপিরি কাগজকে রোমকেরা অগষ্টাস্ পত্নীর নামানুসারে 'লেভিয়ানা' বলিত। শেষে যখন তাহারা নিজে পেপিরি প্রস্তুত করিতে শিখিল, তখন ঐ চইশ্রেণী বাতীত অ্যাম্ফিথিয়েটিকা' ফানিয়ানা' 'এম্পোরেটিকা' "ক্লডিয়া" প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন দরের পেপিরি প্রস্তুত করিত। প্লিনির ইতিহাস পড়িলে বুঝা যায় যে, তখন গ্রীস বা রোমের সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, পেপিরি প্রস্তুত করিতে মিসরদেশীয় নীলনদের জল একান্ত আবশ্যক, কারণ নীলনদের জলে স্বভাবতঃই এক প্রকার আঠাবৎ পদার্থ আছে, তদ্দ্বারা পেপিরির ছাল-গুলি জুড়িবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইত। পেপিরির ছাল-গুলিকে ছাঁটিয়া সমান করিয়া ধারে ধারে মিলাইয়া একটী টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়া নীলনদের জল ছিটাইয়া দিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই পেপিরি প্রস্তুত হইত; কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, পেপিরির ছাল ভিজিলেই উহা হইতে এক প্রকার আঠা-রস বাহির হইয়া থাকে এবং শুকাইলে তাহাতেই ছালগুলি জুড়িয়া যায়।

তৎপরে কিরূপে কি উপায়ে অসংলগ্ন পদার্থের মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়, তাহা

জানিবার উপায় নাই, তবে অনুসন্ধিৎসা-পরায়ণ সুধীগণ অনুমান করেন, যেমন বোলতা, ভীমরুল মৌমাছির চাক দেখিতে অনেকটা কাগজের ন্যায় এবং উহা বৃক্ষাদিজাত পদার্থ হইতেই প্রস্তুত। উক্ত পতঙ্গেরা যেরূপে বৃক্ষাংশ বিশেষকে তরলাকারে পরিণত করিয়া অণুপ্রমাণে মুখে করিয়া আনিয়া বৃহৎ বৃহৎ চাক এবং বিস্তৃত ভিতরের সকল প্রস্তুত করে, সেই উপায়ের অনুসরণ করিয়াই বোধ হয় কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রায় খৃষ্টীয় ২য় অব্দে চীনেরাই অংশুমান্ পদার্থ হইতে সর্ব্ব প্রথমে কাগজ প্রস্তুত করে।

কন্ফুচির সময়ে চীনেরা বাঁশের অভ্যন্তরীণ ছালের উপর তীক্ষ্ণমুখ লেখনী দিয়া আঁচড়াইয়া লিখিত। তৎপরে ইহারা সেই বাঁশেরই ছাল, তুলা, রেশম ও অন্যান্য গাছের ছাল হইতে মণ্ড করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিতে শিখে। হানবংশের হোটি নামক চীনসম্রাটের রাজত্বকালে কতকগুলি বৃক্ষের ছাল, পুরাতন মাছ-ধরা জালের ছিন্নাংশ, শণ ও রেশম একত্র সিদ্ধ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিত এবং এই মণ্ডেই কাগজ হইত। কাগজ প্রস্তুত করিতে ইহারা সেই প্রাচীনকালে যে সকল যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছিল, একালে তাহারই উন্নতি করিয়া তাহার সাহায্যে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিতেছে। এখন চীনদেশে নানাবিধ কাগজ হইয়া থাকে। ইহাদের দেশীয় হো সি নামক গাছের কাগজ এত অধিক প্রস্তুত হয় যে, ইহারা তদ্দ্বারাই গবাক্ষ ঢাকিয়া থাকে।

যাহা হউক, ইংলণ্ডীয় ঐতিহাসিকেরা কাগজের উৎপত্তি সম্বন্ধে চীনকেই প্রথম পদবী দিন আর যাহাকেই দিন, গ্রীক ইতিহাসে কিন্তু যথার্থ কথা জানা যায়। দিগ্বিজয়ী গ্রীক-সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি নিয়ার্কাস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, তৎকালে তিনি ভারতবর্ষে উত্তম মসৃণ চিক্কণ ও দীর্ঘকালস্থায়ী একপ্রকার 'তুলা-চাপড়ান' জিনিসের উপর বাণিজ্যাদির আদান প্রদানের হিসাব লিখনের বহুল প্রচলন দেখিয়াছিলেন। এই তুলা চাপড়ান সম্ভবতঃ তুলাট বা তুলট কিম্বা তুলট কাগজের অনুরূপ হইবে। আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন খৃষ্টজন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে, সুতরাং তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই যে ভারতে তুলটের ন্যায় কোন প্রকার লিখিবার কাগজের প্রচলন ছিল, তাহা নিশ্চয়। অনেকে মনে করেন, বিলাতী কাগজ বা আধুনিক কলের কাগজে ভাতমাড় মাখাইয়াই তুলট কাগজ প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাহা নহে। পূর্ব্বে মালদহ জেলার এই তুলট কাগজ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত। দেশ বিদেশেও এই কাগজের বেশ আদর ছিল, এজন্য মালদহ হইতে নানা প্রকারের তুলট কাগজ দেশ বিদেশে রপ্তানি হইত। সে কালে ইংরাজেরাই চীনদেশীয় একশ্রেণীর কাগজকে "India proof" নাম দিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই কাগজ পূর্ব্বে চীন দেশে উৎপন্ন হইত না, সম্ভবতঃ ভারত হইতে চীনে রপ্তানি হইয়া থাকিবে; কারণ তাহা হইলে এরূপ নামকরণ কেন হইবে? এবং চীনের সহিত ভারতের যে বহু বাণিজ্য পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে মালদহে এই কাগজের ব্যবসায় বেশ প্রসিদ্ধ ছিল; এক শ্রেণীর লোকের ইহাই উপজীবিকা ছিল। এখনও অনেক প্রাচীন জমিদারের ঘরে [illegible] পুঁথি দলিল ও সনদ একপ্রকার কাগজে বাদশাহী [illegible] লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পুরাতন [illegible] কাগজ [illegible] প্রস্তুত হইত। আমরা তুলট কাগজে লিখিত [illegible] বর্ষের প্রাচীন পুঁথি দেখিয়াছি। [illegible] ব্যবহার করিত। মুসলমান [illegible] মুসলমান বৃত্তিজীবীরা যেমন 'নকাল' [illegible] হইয়াছে, সেইরূপ সেকালের কাগজ-ব্যবসায়ীরা [illegible] আখ্যা পাইয়াছিল। এখনও [illegible] "কাগজ" প্রস্তুত করাই [illegible]। [illegible] বিগত [illegible] প্রদর্শনীতে (১৮৮৩-৮৪) [illegible] প্রকার পাটের কাগজ ঢাকা [illegible] এক প্রকার কাগজ, শাহাবাদ [illegible] শ্রেণীর দেশী কাগজ, বহরমপুর [illegible] (মুর্শিদাবাদ) [illegible] প্রকার দেশী কাগজ, এবং ভুটান হইতে এক প্রকার বৃক্ষের ছালের কাগজ প্রদর্শিত হয়। তুলট কাগজে প্রায় পোকা লাগে না। এই কাগজই সুদৃঢ় ও মসৃণ বলিয়া বিখ্যাত।

পূর্ব্বে পারস্যে কঠিন বৃক্ষবিশেষ হইতে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত। ঐ বৃক্ষের নাম তুস্ বা তুজ্। প্রাচীন পারসীকেরা এই তুজ [illegible] সাহায্যে কাগজ প্রস্তুত করিত। তাহারা এই কাগজ বহুল ব্যবহার করিত এবং তাহাদের নিকট হইতে পর্ত্তুগীজ ওলন্দাজেরাও এই কাগজ আনিত।

মুসলমান-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ [illegible] পাতে লিখিত হইয়াছিল।

৩। বিলাতী কাগজের ইতিহাস—

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চীনেরাই খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর সময়ে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য শণ, রেশম ও ছিন্ন

বস্ত্রাদি হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করে। আরবেরা ইহাদের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিয়া ৭০৬ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দ সহরে প্রথম কারখানা স্থাপন করে। তাহাদিগের নিকট হইতে ঐ কাগজ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমে য়ুরোপে প্রচারিত হয়। এই সময়েই সর্ব্বপ্রথম স্পেনদেশে তুলা হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা স্থাপিত হয়। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে ভেলেন্সিয়া প্রদেশের প্রাচীন নগর জেটিভা নগরের কারখানার কাগজ সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইয়া উঠে। এই কাগজ পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সকলদেশে রপ্তানি হইত। ক্রমে ভেলেন্সিয়া ও টলেডো প্রদেশের খৃষ্টানেরা কাগজের কারখানাগুলির বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপের সর্ব্বত্র তুলার কাগজ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতে থাকে। সেই সময়কার কাগজে লিখিত একখানি দলিল ছত্রব লিখিয়া প্রদেশের গম নগরের মঠে রক্ষিত আছে। সম্রাট্ দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের আদেশপত্র। ইহাতে ১২৪২ খৃষ্টাব্দ তারিখ দেওয়া আছে। অবশেষে ১৪শ শতাব্দীতে শণ ও রেশম হইতে বেশী পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় এবং তুলার কাগজ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে থাকে। তখন তুলার কাগজ বড় বেশী দৃঢ় হইত না। সেকালে শণাদি হইতে যে কাগজ প্রস্তুত হইত, বর্ত্তমান প্রণালীর ন্যায় তখন শণ ধৌত করিয়া সাদা করা হইত না, কেবল উহার আঠা ধুইয়া ফেলিত। এই সকল কাগজে শণের আঁশ থাকিত বলিয়া আরও দৃঢ় হইত। সেই সকল কাগজ যাহা আছে, তাহা আজ বিলক্ষণ মজবুত ও সমান উজ্জ্বল আছে, দেখিলেই প্রশংসা করিতে হয়। ১৪শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ফ্রান্স ইটালি ও স্পেনে শণ রেশমাদির কাগজের কারখানা যথেষ্ট হইয়াছিল। জর্ম্মনিতে নুরেম্বর্গনগরে ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে আর হলাণ্ডে ১২৫০ খৃষ্টাব্দে হার্টফোর্ডসায়রের ষ্টিভেনেজ নগরে সর্ব্বপ্রথম কাগজের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কেণ্টসায়রে মেড্‌ষ্টোননগরে পাতলা কাগজের একটি কারখানা হয়। ইঁহারাই কিছু পূর্ব্বে বস্ত্রোরচাইন কাগজ ঢালিবার বুনন-করা ছাঁচ উদ্ভাবন করেন। এই ছাঁচ ফরাসীরা ব্যবহার করিতে করিতে তাহার আরও উন্নতি করেন এবং পরিণামে ঐ সকল ছাঁচে সেকালে 'বেলম্' (Vellum) কাগজ প্রস্তুত হইত। এত সময় হইতে শণ রেশমাদি কুচাইয়া কুটিবার জন্য কাঁচি ও ঢেঁকিকল আবিষ্কৃত হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে মুসোঁ। ডিডো সকল প্রকার তন্তু হইতেই কাগজ প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। মুসোঁ। ডিডো সেই উপায়টি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ফুর্ড্রিনিয়ার কোম্পানি উহার একচেটিয়া কারবার করিতে আদেশ পান। অবশেষে ইঁহাদের এই একচেটিয়া কারবারে মহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা জুটিল। ইঁহাদের কাগজ প্রস্তুতের একচেটিয়া যন্ত্র ও প্রথা অপহৃত ও কূট যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত হইল, কাজেই ব্যবসায়ে আর প্রতিযোগিতা চলিল না, লোকসান পড়িল। ফর্দ্দিয়ার রাজকোষে তখন চল্লিশ লক্ষ টাকা পাওনা। ৭৫ বৎসর বয়সে হেনরি ফুর্ড্রিনিয়ার নামক এক ব্যক্তি একমাত্র কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কর্ত্তার টাকা আদায়ের চেষ্টায় গেলেন। অন্তে সকলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিলেন যে তাঁহাদের উদ্ভাবিত ব্যবসায়ে এতদিন ইংলণ্ডের রাজকোষে প্রতিবৎসর প্রায় ৫ লক্ষ মুদ্রা আয় হইয়াছে, আর এখন সেই ব্যবসায় নষ্ট হইল, সুতরাং এ সময় ঐ রাজ্যের কিছু দয়া করা উচিত। পার্লেমেণ্টে এ আবেদনের বিচার হইয়া স্থির হইল যে কেবল ৭০০০ পাউণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য কাগজওয়ালারা ইহা দেখিয়া চাঁদা করিয়া আরও কতক টাকা তুলিয়া দিতে প্রস্তুত হইল। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের নামে ব্যবসায়ের একচেটিয়া ছিল, তাঁহাদের শেষ বংশধর ৮৯ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ইঁহার দুইটী মাত্র কন্যা অনেক চেষ্টার পর রাজকোষ হইতে যৎসামান্য মাসিক বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

আজকাল চিঠির কাগজে ও ফুলস্ক্যাপ কাগজে যেরূপ জলের লাইনক থাকে, পূর্ব্বে সকল বিলাতী কাগজেই ঐরূপ জলীয় দাগ ও চিহ্ন থাকিত। এই সকল জলীয় দাগের চিহ্ন ব্যবসায়ী ভেদে বিভিন্ন হইত। কাগজ ঠিক ভাল হইয়াছে কি না জানিবার জন্য ঐ সকল জলীয় চিহ্ন পরীক্ষা করা হইত। প্রাচীনকালে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জলীয় চিহ্নের মধ্যে ফ্লাণ্ডার্স্ নগরে যে কাগজ হইত, তাহাতে একটি হাতের পাঞ্জা থাকিত. ঐ পাঞ্জার মধ্যমা অঙ্গুলির মাথা হইতে একটি তারকা বিশিষ্ট শলাকা বহির্গত হইত। এই কাগজে তখন সাধারণ চিঠি পত্রাদির কার্য্য চলিত। লণ্ডনের একটী যাদুঘরে ঐরূপ কাগজে লিখিত একখানি চিঠি আছে, ঐ চিঠিখানি ১৫০২ খৃষ্টাব্দে ২০ জুলাই তারিখে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরির ফ্রান্সিস্কো কাপে লোকে লিখিয়াছিলেন। এই পাঞ্জাঙ্কিত কাগজকে "হাত কাগজ" (Hand paper) বলে। আর এক প্রকার চিঠির কাগজে (Note-paper) সেকালে একটি যন্ত্রের

ঢালের চিহ্ন থাকিত, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার তাহা বদলাইয়া ঢালের উপর রাজচিহ্ন (Royal arms) অঙ্কিত হইত। ডাকের কাগজে (Post paper) সে কালের ডাকপেয়াদার শিঙ্গা ও ঢালের উপর রাজমুকুট চিহ্ন থাকিত। নকলের কাগজে (Copy paper) ফরাসী জাতীয় পুষ্পচিহ্ন থাকিত। [illegible] পুষ্প ও ঢালের মাথায় রাজমুকুট থাকিত। এখন কাগজে বাঁকা বাহুযুক্ত ও একটা পুষ্পচিহ্ন থাকিত। ক্যাপ (Cap কাগজে অশ্বারোহীর টুপির Jockey cap) ছাপ কোন সময় অঙ্কিত থাকিত। ঐ ক্যাপ কাগজে সেক্ষপীয়রের [illegible] প্রথম ছাপা হয়। আফিরাকিয়ার মতে ১৬৬১ সালে ফুলস্ক্যাপ কাগজ প্রথম প্রচলিত হয়। প্রথম [illegible] কোম্পানি গঠিয়া কতকগুলি ব্যবসায়ীকে [illegible] ব্যবসার আদেশ দেন। কতকজন সেই সময় রাজকীয় করের কাগজ নামে তাহারা একচেটিয়া পায়। তাহারাই ঐ ক্যাপ কাগজের আকারে কাগজ প্রস্তুত করে। প্রথমে ইহার [illegible] রাজচিহ্ন দেখা যাইত, কিন্তু ক্রমওয়েল রাজ্য [illegible] হলে রাজচিহ্নের পরিবর্তে "ফুলস্ক্যাপ" (Foolscap) ও [illegible] চিহ্ন দেখা যায়। শেষে আবার যখন [illegible] রাম্প্ পার্লিয়ামেন্টের (Rump Parliament) [illegible], তখন উহা উঠিয়া যায়, কিন্তু আজও উহার নাম এবং পার্লামেন্টের কাগজে [illegible] নাম [illegible] আছে।

অনেক বিলাতি কাগজে জলের নীল রং থাকে। এরূপ [illegible] প্রণালী পূর্বে হঠাৎ ঘটিয়া গিয়াছে। মিঃ বুকানন নামক একজন কাগজব্যবসায়ী ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে একদিন নিজের কারখানায় মণ্ড [illegible] কার্য্যাদি পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রীর হাত হইতে এক মোড়ক নীলবর্ণের গুঁড়া একটা কাগজের মণ্ডে পড়িয়া যায়। ঐ মণ্ডের উপর পড়িবামাত্র তাহাতে মিশিয়া যায়। শেষে সেই মণ্ডে কাগজ প্রস্তুত হইলে, তাহার বহুৎ আদরও হয়। বুকানন স্ত্রীর নীলরঙের পাটি ([illegible]) [illegible] করিয়া যথেষ্ট লাভ করেন।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডে কাগজ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। এডিনবরা নগরে প্রথম একটি কল হয়। সম্প্রতি যে সকল কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহা অধিকাংশ তৃণাদি মিশ্রিত থাকে। সেখানে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাগজ স্পেনদেশীয় এক প্রকার ঘাস (Eaparto Alla, Lygeum Spartum) হইতে প্রস্তুত হইত

এইরূপে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বর্তমান উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বাহ্নকালের মধ্যে যুরোপীয় কাগজ প্রস্তুতের জন্য যে সকল বস্তু ব্যবহৃত হয় এবং প্রত্যেক বস্তু সর্বপ্রথম কোন্ কোন্ সালে কে ব্যবহার করেন, তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল,—

দ্রব্য	খৃঃ অঃ	প্রথম ব্যবহারকর্তা—
তুলা, শণ, রেশম, পশম	১৬৮২	ব্র্যাডেন (B..den)
চামড়া	১৭৭০	হুপার (H... r)
খড়	৮০০	কুপ্স (K..p)
কাটাগাছ	ঐ	
কাঠ	১৮০১	
বল্কল	১৮০	
তৃণ	ঐ	
শতবিধা	১৮০৫	জোন্স (J...)
সরু, শৈবাল	১৮২৪	নেসবিট (N..itt)
বন গাছ	১৮৩৫	ডিলা গার্ড (D... G..r)
তৃণ কোষ	১৮৩৩	উইলিয়মস (W... ms)
ঘৃতকুমারী	১৮৩৮	বেরি (Berry)
কলাগাছের খোসা	ঐ	ঐ
কলাইয়ের ডাঁটা	ঐ	ডি'হারকোর্ট (D Harcourt)
[illegible]	ঐ	বেরি (B rry)
[illegible]	ঐ	[illegible] (L... m...)
[illegible]	ঐ	
[illegible]	ঐ	ডি হারকোর্ট (D Harc...)
[illegible] ডাটা	ঐ	ঐ
[illegible]	১৮৪৬	হ্যানক (Ha...k)
পাট	১৮৪৬	ক্যালভার্ট (C lvert)
নারিকেল ছোবড়া	১৮৫২	নিউটন (Newton)
তৃণ	১৮৫২	উইল্কিন্সন্ (W kinson)
কদলের ওড়	ঐ	
তামাকের ডাটা	ঐ	অ্যাডকক (A locock)
তৃণবর্ণ	১৮৫৩	ষ্টিফ (Stiff)
মা [illegible] মালা	১৮৫৪	ডায়াপার (Diaper)
বাদামের খোসা	ঐ	কুপল্যাণ্ড (Copland)
[illegible]	১৮৫৫	আরচার (Archer)

এতদ্ভিন্ন আরও নানাবিধ বস্তু হইতে প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু সকলগুলি হইতেই কাগজ করিলে যে ব্যবসায়

চলিতে পারে, তাহা নহে, এ বিষয়ে চীনবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। চীনরাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে প্রত্যেক জেলায় ভিন্ন ভিন্ন উপাদান হইতে কাগজ হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চীনেরা কো সি নামক খড়ের কাগজে ব্যবহার করে। পি সুয়ে নামক কাগজ তুঁতগাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়, এই কাগজ তাহারা ঘায়ের লিণ্ট (Lint) ও পটির জন্য ব্যবহার করে, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরার ব্যবহারের বদলেও তাহারা এই কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিয়াংসিতে পিয়াও সিন নামে এক প্রকার কাগজ হয়, তাহা মোড়ক করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। চো সি হন নামক কাগজ কেবল ঔষধাদি মোড়ক করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিয়াংসি প্রদেশে তোয়া সিয়ান নামক কাগজ কো সি নাগ জয় জাহাই পত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। তা সে ও চং-চে নামক কাগজ হিসাবের খাতাপত্রাদি করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। মা-সিয়েন ও লিয়েন সি সুন্দর অথচ পাতলা কাগজ, চটাই লিপিমুদ্রণাদি করিবার জন্য ও চিত্রাদি বসাইবার এবং কে সিয়েন সি নামক হরিদ্রা-বর্ণের পুরু কাগজ ঔষধালয়ে চূর্ণ ঔষধাদি মুড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পা সিয়েন নামক মোমঢালা কাগজে পত্রাদি লিখিত হয়। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার রঙ্গিলা কাগজ অত্যন্ত সুলভমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে, ইহার কতকগুলিতে ৭টি ও কতকগুলিতে ৮টি করিয়া লম্বভাবে লালরঙের রেখা টানা থাকে।

এই সমুদায় কাগজই ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত হয়। কো কিয়েন প্রদেশে কচি বাঁশ হইতে, চি কিয়াং প্রদেশে খড় হইতে এবং কিয়াং নান প্রদেশে ছিন্ন রেশম হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। এতন্মধ্যে রেশমের কাগজ অত্যন্ত মহার্ঘ, আদরণীয় এবং সুদৃশ্য। কাগজে যাহাতে কালি চুপসাইয়া না যায়, এরূপ করিবার জন্য ইহারা এক প্রকার শিরীষবৎ পদার্থ প্রস্তুত করে। উহা দেখিতে ঠিক মোমের পটপটির মত। মাছের কাঁটা বেশ করিয়া ধুইয়া উহার তৈলাংশ নষ্ট করিয়া পরিমাণ মত ফটকিরির সহিত একত্র মিশাইয়া রাখে, ক্রমে উভয় বস্তু গলিয়া তরল হইয়া যায়, তৎপরে চিমটা দিয়া ধরিয়া এক একখানি কাগজ উহাতে ডুবাইয়া লইয়া রৌদ্রে বা অগ্নির উত্তাপে শুকাইয়া লয়। তাহারা আর এক প্রকার কড়া কাগজ প্রস্তুত করে, তাহা অর্দ্ধ ইঞ্চি মোটা হয়। এই কাগজে সহজে অগ্নি লাগিয়া পুড়িয়া যাইতে পারে না। ইহারা "ভারত" নামে এক প্রকার কাগজ (India paper) প্রস্তুত করে, তাহাতে অতি সূক্ষ্ম শিল্পের খোদিত অতি সুন্দর ছাপা হয়। চীনে নৌকার বা গৃহের ছাদ ফুটা হইয়া গেলে, তৈলাক্ত কাগজ গুঁজিয়া দিয়া দাগরাজী করিয়া লয়। পূর্ব্বে যে কড়া কড়া কাগজের কথা বলা হইল, তাহা হইতে উহারা জাহাজের বা নৌকার পালে তালি দিয়া থাকে এবং দোকানদারেরা উহা হইতে জিনিস পত্রাদি বাঁধিবার থলি করিয়া লয়। চীনে প্রতিদিন কাগজ এত অধিক ব্যবহৃত হয় যে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না, ইহার তুল্য সুলভ বাণিজ্য দ্রব্য আর নাই। চীনেরা খড়, গমের ফুটা তুলা, শণ, কচি বাঁশ, রেশম ইত্যাদি যাহা কিছু পায় তাহা হইতেই কাগজ করিয়া থাকে। চীনের কাগজে মোম দেওয়া হয়, তাই ঐ সকল কাগজ দেখিতে অত চিক্কণ। কাগজে মোম মাখাইবার পূর্ব্বে একখানি পাথর দিয়া ঘসিতে হয়। চীনে বিদেশীয় কাগজ বেশী দিন টিকে না। দেশীয় কাগজ এমন নিয়মে প্রস্তুত করে যে দৈবাৎ নষ্ট না হইলে তাহা শীঘ্র নষ্ট হয় না। সুতরাং চীনে সাধারণতঃ যে কাগজে লেখাপড়া হইয়া থাকে, তাহা তাহাদের দেশী কাগজ। বিদেশীয় কাগজে শিরীষ দিলে চীনে তাহা বেশী দিন থাকে না।

চীনেরা অতি সহজে বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত করে। কচি বাঁশগুলিকে প্রথমতঃ জলে বেশ করিয়া ভিজাইয়া রাখে, জলে থাকিয়া যখন বাঁশগুলির হাড় হাড়ে জল প্রবেশ করে তখন বাঁশগুলি চিরিয়া চুণের জলে ভিজাইয়া রাখে। ইহাতে বাঁশ একবারে কাদার মত নরম হইয়া পড়ে, শেষে উহা ফেলিয়া কুটিতে থাকে। কুটিতে কুটিতে যখন সমস্ত বাঁশটা মণ্ড হইয়া পড়ে, তখন উদূখল হইতে তুলিয়া লইয়া অগ্নিতে জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকে। এইরূপ সিদ্ধ করিয়া ফেলিয়া ছাঁচে ঢালিয়া আবশ্যক মত পাতলা বা মোটা কাগজ করে। বাঁশের এই কাগজে লেখাপড়া বা মোড়ক করা ভিন্ন আরও কাজ হয়। চট্টগোলার চট প্রস্তুত সময় ইটের মাটির তাগাড়ের সহিত বাঁশের মোটা কাগজ কুটিয়া মিশাইয়া দিয়া থাকে। বাঁশের কাগজ খুব পাতলা ও স্বচ্ছ হয়। চীনেরা ৫০ খৃষ্টাব্দে এই কাগজ প্রথম প্রস্তুত করে। কেহ কেহ বলেন, তাহার আরও পূর্ব্বে চীনে বাঁশের কাগজ প্রচলিত ছিল। চীনের এক এক প্রদেশে এক একটি বস্তু হইতে প্রধানতঃ কাগজ হইয়া থাকে কোথাও শণ কোথাও কচি বাঁশ, কোথাও তুঁতছাল কোথাও খড়, কোথাও গম খড় হইতে পর্য্যন্ত বহু পরিমাণে কাগজ হয়। রেশমের গুটি হইতে

গাছ হইতে যে একপ্রকার কাগজ হয়, তাহাকে চীনেরা [illegible] বলেন। ইহা অত্যন্ত মসৃণ হয় এবং ইহাতে দোনাই লেখা চলিতে পারে। এক প্রদেশে কোচা বা 'চা' নামক একপ্রকার গাছ হইতে যথেষ্ট কাগজ হয়। ইহারা সেকালের কাগজগুলিও আজ কাল প্রস্তুত করিয়া থাকে। চীনবাসীরা চীন বা ব্রহ্মদেশীয় তুঁত (Broussonetia papyrifera, paper mulberry) গাছের কাগজ প্রস্তুত করিতে প্রথমতঃ ডালগুলি ১ হাত লম্বা টুকরা করিয়া কাটিয়া আবশ্যক মত সিদ্ধ করিয়া লয়। এইরূপ সিদ্ধ করিলে অভ্যন্তরীণ ছালের পরদাগুলি আলগা হইয়া যায়। অতঃপর [illegible] [illegible] যতদূর পারে ঐ সকল ছাল খুলিয়া [illegible] রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। এই [illegible] যখন [illegible] পারিয়াছে [illegible] তখন সেগুলি [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] করিতে থাকে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] কাগজ [illegible] [illegible] আবশ্যক। অতঃপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] কাটি দিয়া উপর্যুপরি সাজাইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শুকাইতে দেয়। এই কাগজ নরম ও বড় পাতলা হইয়া থাকে, এক পৃষ্ঠা [illegible] দুই পৃষ্ঠায় লেখা যায় না। [illegible] কখন কখন ইহার দুই [illegible] [illegible] [illegible] উপর্যুপরি [illegible] দিয়া আঁটিয়া ফেলে। এরূপে আঁটিলে বুঝা যায় না যে, ইহা দুই তা কাগজ কি এক তা কাগজ।

জাপানে ঐ কাগজ প্রস্তুত করিবার সময় উহারা ডাল গুলিকে আবশ্যক সিদ্ধ না করিয়া ছাড়াইলে হাঁড়ি বা পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া সিদ্ধ করে। সিদ্ধ হইয়া যখন ডালগুলির উপর [illegible] [illegible] [illegible] অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণে [illegible] [illegible] যায়, তখন নামাইয়া লইয়া ঠাণ্ডা করে, [illegible] [illegible] [illegible] ছাড়াইয়া লইয়া [illegible] [illegible] জলে ভিজাইয়া রাখে। এই সময় ইহারা ছুরি দিয়া কৃষ্ণবর্ণ ছাল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছাল বাছিয়া আলাদা করে। তাহার পর ছালগুল

আবার সিদ্ধ করিতে [illegible] [illegible] একটি কাটি দিয়া ঘুঁটিতে থাকে। এরূপে মণ্ড প্রস্তুত হইলে তাহাতে মাড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি মিশাইয়া মাদুরে ঢালিয়া কাগজ করে এবং তা সাজাইবার সময় তন্মধ্যে খড় দিয়া উপর্যুপরি সাজাইয়া চাপ দিয়া জল বাহির করিয়া ফেলে। তৎপরে রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে কাগজ হইল। এই কাগজের আঁশ বুঝিয়া না টানিলে ছিঁড়িতে পারা যায় না অর্থাৎ কাগজের আঁশ গুলি যে ভাবে থাকে, তাহার আড়ভাবে টানিলে ছিঁড়ে না। ইহা গাঁজ করিয়া রাখিলে ভাঁজে ভাঁজে কাটিয়া যায় না এবং ইউরোপীয় কাগজ অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী [illegible] বাজারে যে চীনের হাতপাখা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। এ কাগজ [illegible] [illegible] হয়, পারমোড়ক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই কাগজ অনেক [illegible] [illegible] [illegible] এই কাগজ এরূপ [illegible] জাপানীরা এই কাগজ [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] প্রস্তুত করে এবং [illegible] [illegible] [illegible] পারিলেই এই কাগজও ব্যবহার করে। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] আবরণ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

জাপানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাগজ প্রস্তুত হয়। জাপানী [illegible] "[illegible]" বলে, [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]" ([illegible]) মূল মিশাইয়া প্রস্তুত করে। আর এক প্রকার ঐ জাতীয় [illegible] ছাল হইতে কাগজ করে, এই শ্রেণীর কাগজ জাপানীরা "কাদ্রক" বা "কাদ্রিজমা" বলে, এই কাগজে বেশ ছাপা হয়। ঐ "কাদ্রক" এত শক্ত যে উহা হইতে কাছি দড়ি হইতে পারে। [illegible] প্রদেশে [illegible] এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়, ইহার সহিত রেশমের এত নিকট সাদৃশ্য যে হাতে করিয়া ধরিলেও ভ্রমে পড়িতে হয়। অনেকে অনুমান করেন যে জাপানী "কাদ্রক" শব্দ হইতে ইরাণীরা "কাগজ" শব্দ গ্রহণ করিয়াছে।

[illegible] সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম রেশমী কাগজ প্রস্তুত হয়। চীনের কাগজ অপেক্ষাও ইহার অধিক আদর। সর্বপ্রথমে চীনবাসি রেশম হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতে [illegible], তাহা হইতে পারস্য, পারস্য হইতে

[illegible] হইতে গ্রীস ও রোম হইতে প্রাচীন লোকের [illegible] রেশমী কাগজ প্রস্তুতপ্রণালী প্রচারিত হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে নেপালে শুদ্ধ বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। নেপালীরা বাঁশ কাটিয়া কাঠের উদূখলে কুটিয়া মণ্ড প্রস্তুত করে। তৎপরে জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লয়, নানা প্রক্রিয়ার পর রেশমের বস্ত্রের উপর ঢালিয়া শুকাইতে দেয়। তৎপরে ছোট পাথর দিয়া ঘষিয়া মসৃণ করে, এই কাগজ বড় শক্ত হয়, আড়ভাবে ছেঁড়া যায় না [illegible] কাগজে "ফিল্টার" (Filter) করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা [illegible], কারণ উহা জলে [illegible] শীঘ্র [illegible] এই কাগজ লইয়া অধিকক্ষণ নাড়া চাড়া করিলেও [illegible] কাগজ নামে আর একপ্রকার [illegible]। [illegible] Daphne cannabina নামক [illegible] [illegible] বাঁশ [illegible] কাগজ প্রস্তুত [illegible] [illegible] কাগজ প্রস্তুত [illegible] [illegible] ঢালিয়া [illegible] আকারবীন [illegible] [illegible]। এই কাগজ [illegible] করিয়া [illegible] করে। এই কাগজ [illegible] নেপালী কাগজ [illegible] কিন্তু উহা [illegible] প্রস্তুত হয়

[illegible] ও হিমালয় প্রদেশে ঐ [illegible] জন্মিয়া থাকে। [illegible] ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে [illegible] [illegible] পরীক্ষা [illegible] হইয়াছিল। [illegible] উহা হইতে [illegible] কাগজ হয়, [illegible] দ্রাক্ষার বলেন যে উহা [illegible] [illegible] যে, কোন ইংরাজী কাগজে তেমন [illegible] পারে না। উহা চীনদেশীয় "রাইস্ পেপারের" [illegible] উপাদান। [illegible] এই কাগজে লিখিত কতকগুলি পুঁথি আছে, তন্মধ্যে [illegible] বহু প্রাচীন। এই সকল পুঁথি দেখিয়া অনেক অনুমান করেন যে চীনদেশ হইতে প্রায় ৭০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভুটিয়ারা এই কাগজ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। "[illegible] কাগজ" [illegible] কাটাপাহাড় [illegible] [illegible] বিলাতী [illegible] উহা [illegible] [illegible] বোধ [illegible] যাবে না। উহার [illegible] এই গাছ নানাজাতীয় আছে, সকল জাতীয় হইতেই কাগজ হয়। কতকগুলি গাছের ফুল বর্ণের পাতা, কতকগুলির ফুল [illegible] হিমালয়ের নিম্নপ্রদেশে [illegible] নেপালে [illegible] বা [illegible] মিশ্রিত করিয়া দিয়া [illegible] নেপালে [illegible] [illegible] কাগজ প্রস্তুত করিলে আর তাহাতে [illegible] থাকে না, [illegible] দেখা গিয়াছে যে [illegible] কাগজ [illegible]। এই কাগজ [illegible] প্রভৃতি মুড়িবার পক্ষে [illegible] কলিকাতার বাজারে এই কাগজের [illegible] দৈর্ঘ্যে ৫০ ইঞ্চ ও প্রস্থে ২৫ ইঞ্চ।

ভুটিয়ারা [illegible] "ডুগা" নামক [illegible] ছাল হইতে [illegible] প্রস্তুত করে। [illegible] [illegible] উপর রাখিয়া [illegible] কুটিয়া [illegible] মণ্ড প্রস্তুত করে, [illegible] [illegible] কাগজ প্রস্তুত হয়। [illegible] [illegible] পারে। [illegible] ঐ [illegible]

[illegible] কাগজ প্রস্তুত হয় [illegible] এই [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible]

[illegible] হইতে ২ প্রকার কাগজ হয়। [illegible] এই [illegible] [illegible] প্রস্তুত [illegible]।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে [illegible] কাগজ হয় না। [illegible], পরে উহা কাগজ [illegible] ঐ সকল দ্রব্য [illegible] [illegible] জলে [illegible] [illegible] কাগজ প্রস্তুত করিয়া [illegible] লয়। কাগজ [illegible] গাছের মাড় দিয়া ঘুঁটিয়া [illegible] দেয়, পরে ২। ৩ দিন চাপ দিয়া রাখে তৎপরে [illegible] মসৃণ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে য়ুরোপে তুলা [illegible] হইতে প্রধানতঃ কাগজ প্রস্তুত হইত ছেঁড়া কাপড়ের বা রেশমী বস্ত্রের ব্যবহার ছিল না। এখন প্রধানতঃ উহাই ব্যবহার

হইয়া থাকে; কারণ ইহা অতি সহজে ও অল্প খরচে মণ্ডে পরিণত হয়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এক্ষণে নানাস্থান হইতে য়ুরোপে ছিন্ন বস্ত্রাদি আমদানী হইয়া থাকে।

মাদাগাস্কারদ্বীপে "আবো" নামক বৃক্ষের বল্কল হইতে এক প্রকার কাগজ হয়। এই কাগজও জুটীমের ভিজা গাছের ছালের কাগজের মত প্রস্তুত হয়। ইহাতে তাঁতের দাগ দিয়া থাকে; তাহাতে শীঘ্র কালি চুপ্সাইয়া যায় না।

তুলার কাগজের ইতিহাস।—য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে বুকেরিয়া প্রদেশে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে বা ১০ম শতাব্দীর প্রথমভাগে বম্বিসিনী (Bombycinee) নামক তুলার কাগজ প্রথম প্রস্তুত হয় আরবীয়েরা বলে, য়ুসুফ্ অমরা নামক ব্যক্তিই ইহা প্রথম প্রস্তুত করেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহারও অনেক পূর্ব্বে তুলট বা তুলার কাগজ ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহা মাকিদনবীর সেকেন্দরের সেনাপতি নিয়ার্কসের 'তুলা চাপড়ান লিখিবার পত্রের' উল্লেখে জানা যায়। আরবীয়েরা কাগজ প্রস্তুতপ্রণালী পারসিকদিগের নিকট শিক্ষা করে, তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে আফ্রিকার অন্তর্গত সেউটা নগরে, তৎপরে স্পেনদেশে কর্ডোভা, ভ্যালেন্সিয়া ও টলেডো নগরে তুলার কারখানা স্থাপন করেন।

য়ুরোপীয়েরা দ্বাদশ শতাব্দীতে পূর্ব্ব-য়ুরোপ ও সিসিলি দ্বীপে তুলার কাগজ প্রস্তুত করিতেন। কাগজের উপযুক্ত বস্ত্র অভাবে তুলার কাগজ উদ্ভাবিত হয়। এই কাগজ প্রস্তুত হওয়াতে ক্রমশঃ পেপিরি কাগজ উঠিয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী হইতে তুলার কাগজের বহুল ব্যবহার হয়। ইহা প্রথমে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে চীন ও ভারত, ক্রমশঃ পারস্য, আরব, গ্রীস, অষ্ট্রিয়া (সিসিলিয়া) ও জর্ম্মনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; তখন ইহার নাম ছিল গ্রীক পার্চমেন্ট, তৎকালে গ্রীকেরা ইহাকে "বম্বাকিনি" বলিত; কারণ গ্রীক ভাষায় তুলার গাছকে "বম্বিকস্" বলে। প্রাচীন লাটিনেরা "চার্টা বম্বিসিনা" (Charta Bombycina) মধ্যকালের লেখকেরা "চার্টা গসিপেনা বা জুলিনা (Charta Gossypena or xylina). স্পেনীয়েরা "পার্গামিনো ডি পানো" (Pergamino di panno) বলিত। ডামাস্কসে যে কাগজ হইত, তাহা ভাল হইত বলিয়া তাহাকে "চার্টা ডামাস্কেনা" (Charta Damascena) ও অনেকে "চার্টা কটনিয়া" (Charta Cotonia) এবং শেষে "চার্টা সেরিকা" (Charta Serica) বলিত; কারণ চীনের সেরেকা প্রদেশ হইতেই প্রথমতঃ তুলা আমদানী হইত। তৎপরে ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছে।

তুলার কাগজের পর রেশম হইতে কাগজ হইতে আরম্ভ হয়। প্লিনির বর্ণনাপাঠে জানা যায় যে পূর্ব্বে রেশমী বস্ত্রের একখণ্ড নানা উপায়ে প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহাতেই লিখিবার ব্যবহারও ছিল, ইহাকে "লিবি লিণ্টাই" (Libi lintie) বলিত এবং আজকাল যে ভাবে চিত্রকরেরা রেশমীবস্ত্রে ছবি আঁকিবার জন্য জমী করিয়া লয়, প্রায় সে কালেও সেই উপায়ে লিখিবার জন্য জমী করিত। ১১৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপ মধ্যে জর্ম্মনেরা রেশম হইতে কাগজ করেন। কেহ কেহ ইতালীয়দিগকে প্রথম নির্ম্মাতা বলেন। ইতালীয়েরা চীনবাসীদের নিকট ইহা শিক্ষা করে। কেহ কেহ বা বলেন যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে রেশমী কাগজ হয়।

কাগজের কল ও ব্যবসায় ইত্যাদি—এখন য়ুরোপের সর্ব্বত্র এসিয়া ও আমেরিকার অনেকানেক স্থলে সাধারণতঃ বাষ্পীয়যন্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ কলে কাগজ প্রস্তুত হয়। এখন কুটা, পিষা, মণ্ড করা, ধৌত করা, ছাঁচে ঢালা শুকান, চিক্কণ করা মাপ মত কাটা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই কলে হইয়া থাকে। কি য়ুরোপ কি আমেরিকা, কি এসিয়া প্রায় সকল স্থলেই এখন বস্ত্রের ছিন্নাংশ হইতেই প্রধানতঃ কাগজ হইয়া থাকে। অনেক কাগজের কলওয়ালার মতে, তুলাজাত দ্রব্যাদি (বস্ত্রাদি হইতে যে মণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহাই আধুনিক কলে সুন্দররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু কাঁচা তুলা (অর্থাৎ সূতা বা বস্ত্রাদি ভিন্ন অন্য অবস্থা হইতে যে মণ্ড হয় তাহা এখনকার কলে সহজে ব্যবহার করিতে সুবিধা হয় না। কালে কালে নানা লোক দ্বারা নানা বস্তু হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে; সহজে সুবিধায় সস্তাদরে অনেক পরিমাণে কাগজ পাইবার আশায় অনেকেই ঘাস, খড়, পাতা ইত্যাদি লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু আজিও কেহই তুলার বা রেশমের বস্ত্রাংশের ন্যায় আর কোন বস্তু হইতেই আশানুরূপ ফল পাইতেছেন না, তবে ক্রমাগত পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকিলে উত্তরকালে কি দাঁড়াইবে বলা যায় না, কারণ, পেপিরস বহুল খৃষ্ট জন্মের পরও প্রায় ১২ শত বৎসর চলিয়াছিল, আর তুলা রেশমের কাগজের বয়স কেবল ১৫৫০ বৎসর হইল মাত্র। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে খড়ের কাগজ লণ্ডনে প্রস্তুত হয়। ঐ সময়ে মার্কুইস অফ্ সলস্বারি ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জ্জকে একখানি পুস্তক উপহার দেন, উহা কেবল খড়ের কাগজে মুদ্রিত, আর যে সকল বস্তুতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার মধ্যে খড়খানির

বিবরণ তৎকালে জানা গিয়াছিল, তাহারই উক্তচাদ ঐ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছিল। খড়ের কাগজ আজ কাল যুরোপের সর্ব্বত্রই চলিত হইয়াছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। একবার শিল্পসমিতিতে কতকগুলি ভারতবর্ষীয় তৃণ পরীক্ষিত হয়, তাহাতে স্থির হয় যে সমস্ত তৃণ হইতেই কাগজ হইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে খড়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মন ভাষায় একখানি পুস্তক লিখিত হয়, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ৬০ প্রকারের স্বতন্ত্র দ্রব্যজাত কাগজ ছিল।

আফ্রিকার এস্পার্টো (Esparto) তৃণ ও আডান্‌সোনিয়া (Adansonia) বৃক্ষের বল্কল ব্যতীত "ডিস্" (Diss-grass) ঘাস হইতেও কাগজ হইতে পারে, কিন্তু সহজপ্রাপ্য নহে। আলজিরিয়া প্রদেশে সুপ্রকার একজাতীয় ঘাস পাওয়া যায়, তাহাতেও কাগজ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা যেমন দুষ্প্রাপ্য, তেমনি তৈলময় তন্তুবিশিষ্ট বলিয়া কাগজও ভাল হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় নদীর স্রোত বন্ধ করিয়া একপ্রকার জলজতৃণ জন্মে, উহা ইংরাজীতে "পামেটা" (Palmita) নামে খ্যাত। এগুলি ৮।১০ ফুট হয়। ইহাতেও কাগজ হইতে পারে।

আজকাল কাপাসবীজের ছুঁয় হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। অনেকে বলেন, ইহার কাগজ খুব ভাল হয়। পূর্ব্বে স্পেনদেশের এস্পার্টো তৃণসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে "মেরোকোয়া টেনাসেসিমা (Merochoa Tenacissima) ও "লিগেয়াম্ স্পার্টাম্ (Lygeum Spartum) জাতীয় ঘাসও ভাল, ঐ ঘাস দুবলাপাতের চাইতে বেশী জন্মে।

ভারতবর্ষীয় বাব্‌লাগাছের অভ্যন্তরীণ বল্কল হইতেও খুব উৎকৃষ্ট কাগজ হইতে পারে।

জাপানে মাজো পেরো নামক তৃণ হইতে কাগজ হয়।

কাগজে বর্ণাদি সংযোগ।—পূর্ব্বে হেলেতে সর্ব্ব প্রথমে যেরূপে প্রাচীন্ কাগজ উদ্ভাবিত হয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন কালাবধি সাধারণতঃ কাগজের বর্ণ শাদা হইয়া থাকে এবং তদুপরি কালবর্ণের কালিতে লিখন-রীতি চলিয়া আসিতেছে। কাগজের পূর্ব্বে যখন চামড়ায় লেখা চলিত ছিল, তখন যেথাদির চর্ম্ম নীলাদি বর্ণে রঞ্জিত করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের জল-করা অক্ষরে লিখিত। রোমকেরা হাতীর দাঁতের পাতে সবুজ রং করা মোম মাখাইত। অনেক স্থলে সিন্দুরে লিখিবার প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। গ্রীক রাজবংশে প্রায় সমস্ত লেখাপড়াই লালরঙে হইত। ভারতবর্ষে চন্দন, আল্‌তা ও সিন্দুর দিয়া মন্ত্রাদি লিখিবার প্রথা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বাঙ্গালার ও ভারতের অন্যান্য স্থলে বালকগণকে প্রথম লিখিতে শিখাইবার সময় "রামখড়ি" নামক এক প্রকার কোমল প্রস্তর খণ্ড দিয়া ভূমিতে বর্ণমালা লিখাইতে অভ্যাস করান হয়, তৎপরে ক্রমশঃ তালপাতা, কলাপাতা ও অবশেষে আজকাল কাগজে লিখান হইয়া থাকে। ইহা হইতেই ভারতের লেখ্য বস্তুর ক্রমবিকার স্পষ্ট বুঝা যায়। এদেশে সেকালে যতপ্রকার লেখা ছিল, তন্মধ্যে তালপাতা, কলাপাতা, বটপাতা, তেরেটপাতা, ভূর্জ্জপত্র, তুলাট বা তুলট কাগজ প্রস্তর ও ধাতুফলকাদিই প্রধান। এখনও তালপাতার বহুল ব্যবহার আছে। হস্তে বা কণ্ঠে কবচ ধারণ করিবার জন্য স্তবকবচাদি লিখিতে হিন্দুরা আজও ভূর্জ্জপত্র ব্যবহার করে। কলাপাতা আজিও পল্লীগ্রামের পাঠশালে ব্যবহৃত হয়। এই কলাপাতা শীঘ্র শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ইহাতে কখন কোন রক্ষিতব্য বিষয় লিখিত হয় না। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় একটি প্রবাদ আছে—"লেখে দিলাম কলার পাতে, ভেসে বেড়াবে পথে পথে"—অর্থাৎ কলার পাতে লিখিয়া দিয়াছি মাত্র—উহাতে উহার কোনও উপকারে আসিবে না। তেরেটপাতায় লিখিত পুথি এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায়; ইহা তালজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষপত্র পাতাগুলি দেখিতে অবিকল তালপাতার ন্যায় তবে উহা অপেক্ষা পাতলা, চওড়া, নমনশীল অথচ দীর্ঘকাল স্থায়ী। বটপাতার ব্যবহার আর নাই। ধাতুফলক ও প্রস্তরফলক এখন কেবল মন্দিরাদিতে শিলালিপি খুদিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তান্ত্রিক হিন্দুগণেরা তাম্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যাদিতে খোদিত দেবতার যন্ত্র মন্ত্রাদি পূজা ও ধারণ করিয়া থাকে। তুলাট বা তুলট কাগজ যথেষ্ট চলিত আছে। পূর্ব্বে নিয়ার কলের বর্ণনায় বলা গিয়াছে যে তুলা পিটিয়া এক প্রকার "তুলা-চাপড়ান" হইত, তাহা হইতে হউক বা দেশীয় তুত বা চীন ও ব্রহ্মদেশীয় তুত হইতে কাগজ হইত বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম তুলট হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বে এই কাগজের উপর গঁদ, কাই বিচি (তেঁতুল-বীজ) বাটা ও হরিতাল মাখাইয়া ঘুঁটিয়া বন্ধ করিত, কেহ কেহ বা তাহের মাড় দিত। ইহাতে কাগজে পোকা ধরিত না বা কালি ছুপ্‌সাইত না। যে কাগজে ভাতের মাড় দেওয়া হইত, তাহাতে কোন সংস্কৃত পুস্তক লিখিত হইত না। হরিতালাদি দিবার পর বড় কাড় দিয়া ঘসিয়া মসৃণ করা হইত।

মুসলমানদের আমলে ভারতে কয়েক প্রকার কাগজ

397-III

প্রস্তুত হইত, তন্মধ্যে (১) সাধারণ ব্যবহারের কাগজ, (২) আমীর ওমরাহদিগের ব্যবহারের কাগজ এবং (৩) ঘোঁটা কাগজই প্রধান। ঘোঁটা কাগজ আবার ৩ রকম ছিল।

১ম, সাদা—কেবল কাড় বা প্লাক্ দিয়া মসৃণ করা।

২য়, অরক্‌সান—রূপালি ও সোণালি ছিটা দেওয়া অর্থাৎ মার্ক্‌ণারের "আফসানি" কাগজের মত।

৩য়, টিক্‌লদার—ছোট ছোট গাটাল আকারের রূপালি ও সোণালি পাত বসান। মর্যাদা অনুসারে ইহারই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার হইত।

এ সকল কাগজ খাড়া লম্বা হইত। এই সকল কাগজে বিষয়াদি লিখিত হইলে পর গুটাইয়া তাহার উপর ঐ প্রকারের আর একখণ্ড কাগজ জড়াইয়া রাখিত। এই কাগজ খণ্ডকে "কোমরবন্দ্" বলিত। অবশেষে মলমলের থলির ভিতর পুরিয়া আর একটি মখমল, কিংখাব বা শাল জড়াইয়া তাদের কাগজের থলিতে পুরিয়া জরির দড়ি দিয়া মুখ বাঁধিয়া রাখিয়া দিত।

কাশ্মীরে একপ্রকার পুরাতন দেশী কাগজ দেখা যায়, তাহা দেখিতে তেমন সাদা না হইলেও তাহার ন্যায় সুচিক্কণ দৃঢ় কাগজ ভারতে অল্পই আছে। শুনা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই কাশ্মীরে ঐ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দ্বারা যে যে উদ্ভিজ্জ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে, নিম্নে তাহার নাম দেওয়া হইল,—

পোস্তাড়ি, বাব্‌লা, মূর্ব্বা, ঘৃতকুমারী, আনারস, সুপারি, বাবুইঘাস, বাঁশ, বেতবাঁশ, রক্তকাঞ্চন, বনরাজ, শিয়াল, ভূর্জ্জ, ভাবরঘাস, চীনেঘাস, বোল (সুন্দরবনে), শিমুল তাল, তুঁত, পলাশ, অড়হর, আকন্দ, গাঁজা, আখরোট, খেজুর, চিপ্ (বেহার প্রদেশে), চোরকাঁটা, নারিকেল, শোণ লতা, ভাঁটপাট, চালিতা, মোলি (হিন্দী), শণ, হরিদ্রা, মহাদেব-কা-ফুল, কুটিল (হাজারা প্রদেশে), কুটি-লাল (পঞ্জাবে), শ্বেত বড়ুয়া (হিন্দী), অনন্তমূল বালাক (পঞ্জাবে) কোয়ালিয়া, ছিন্ন (শতদ্রুনদীতীরে), মিৎসা (জাপানে), রুদ্রাক্ষ মালা, জঙ্গলী-ভেন্ডী (উত্তর পশ্চিমে), মিঠা শিমুল, পালিতামাদার, আমরুল, কণ্টিকারী (করোমণ্ডলে) বট, কাশীলতা, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, বিলাতী আনারস (বা এক্ষরাকশী), গাজর, কাপাস, কদলী, রাম্বু (কুর্গ প্রদেশে), শজন, সূর্য্যমুখী, পদুয়া-পাত, ঢেঁড়স, স্থলপদ্ম, জবা, বেলাপাত, আতমোড়া, কাপিয়া কিপ (সিন্ধুপ্রদেশে), ভিণ্ডী (সুবা), মালাচড়া তোমস্ (হিন্দী), তুত, কদলী, কেশিয়ননী, খড়, শকর-আলু (হিন্দী), কেয়া, বিলাতী কিকর, ছুরাৱা, খেজুর, শীতলপাটী, ইক্ষু, মুঞ্জা, শর, কুশ, পাহাড়া-পিপুল, মুক্তা, মর্ব্বো (বোম্বাইয়ে), সিন্ধু প্রদেশের সরপত ঘাস, বাঁশ, করেন্ত, বেত্রান, সিংগা (চীনদেশে), মাঘ (উত্তর-পশ্চিমে), তেলবাত, গোলপাতা (দাক্ষে), ষ্টিপা (Stipa) ঘাস, পুরুষপিপুল, গোধুম, অশ্বমূল, তোসলা, বনওকড়া, বিচুয়া, আলু, রুদ্র (মধ্যপ্রদেশে), তিলক, ভুজা (উত্তর আমেরিকায়), ও যবা প্রভৃতি।

কাগজী (পারস্য) ১ কাগজ নির্ম্মাতা। ২ কাগজের আধার।

কাগজানেবু (দেশজ) এক জাতীয় নেবু।

কাগদ (পারস্য 'কাগজ' অথবা জাপানী 'কাম্বে' শব্দ হইতে উৎপন্ন।) কাগজ।

"ভূর্জ্জে বা বসনে বাপি গৌরে বা তালপত্রকে।
কাগদে চাইগজেন পত্রগজেন বা পুনঃ।
ত্রিগজেনাপটৈবকেন বিলিখ্য ধারয়েন্নরঃ।
পত্রসপ্তাপ্লোতকৈ বা গোবিন্দং কবচং শুভম্॥"

(মন্ত্রমহোদধি।)

কাগল, বোম্বাই প্রদেশের কোলাপুররাজের অধীন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, ভূপরিমাণ ১২৯ বর্গমাইল। মোট খাজনা আদায় ২১১৯৬০৲। তন্মধ্যে এখানকার সামন্তরাজ কোলাপুররাজাকে প্রতিবর্ষে ২০০০৲ কর দিয়া থাকেন।

বর্তমান সামন্তরাজের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দুরাম রাও সিন্ধিয়ার একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কোলাপুর রাজের নিকট 'কাগল' সনন্দ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র মহারাষ্ট্র কুলোদ্ভব জয়সিংহ রাও ঘাটগে সর্জ্জাও বাহাদুর নামক বর্তমান সামন্তরাজকে, দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। বর্তমান সামন্তরাজ সম্মানার্থ ৯টী করিয়া তোপ পাইয়া থাকেন।

কাগল রাজ্যে দুধগঙ্গা ও বেদগঙ্গা নাম্নী দুইটী নদী প্রবাহিত। ইহার প্রধান-নগরের নাম 'কাগল', উহা অক্ষা ১৬°৩৫´ উঃ এবং ৭৪°২০´৩০´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৬৩১১, অধিকাংশই হিন্দু।

কাগান, পঞ্জাব প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটি উপত্যকা, দক্ষিণাংশ ব্যতীত তিনদিকে কাশ্মীররাজ্য পরিবেষ্টিত। উপত্যকাটি পরিমাণে প্রায় ৮০০ বর্গমাইল। দৈর্ঘ্যে ৬০ মাইল, বিস্তারে ১৫ মাইল। ইহার পৃষ্ঠদেশ প্রায় ১১০০০ ফুট উচ্চ।

কাগান-উপত্যকা হিমালয়ে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই অত্যুচ্চ উপত্যকা ২২টি স্রোত বা অরণ্যে বিভক্ত। এই সকল বনে বড় বড় বাহাদুরী কাঠ পাওয়া যায়।

এখানকার লোকসংখ্যা অধিক নয়, স্থানে স্থানে কোথাও ২।৪ ঘর লোকের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপত্যকায় 'কাগান' নামে একটি গ্রাম আছে। উহা অক্ষা° ৩৪°৪৬´৪১´´ উঃ এবং ৭৩°৫৪´১৫´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

কাগারি (পুং) কাগস্য অরিঃ, কাগঃ আরির্যস্য বা। পেচক।

কাগ্নি (পুং) ঈষৎ অগ্নিঃ, কোঃ কাদেশঃ। অল্প অগ্নি।

কাঙুর, কামরূপের একটি অপর প্রাচীন দেশ্য নাম।
"মহাসিদ্ধ পীঠ এই কাঙুর ভুবন।" ধনরাম—শ্রীধর্মমঙ্গল।
[কামরূপ দেখ।]

কাঙ্কা (দেশজ) ১ কাকের ঠোঁট। ২ কাকোলী। ৩ কাকজঙ্ঘা গাছ।

কাঙ্গাম্য (দেশজ) তৃণবিশেষ। (Cyperus jalmotha?)

কাঙ্কায়ন (পুং) মুনিবিশেষ, ইনিও চরকসংহিতাপাঠে অগ্নিবেশ ঋষির সহিত একত্রে পুনর্বসু ঋষির নিকট আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। চরকসংহিতা পাঠে জানা যায়, ইহারও স্বতন্ত্র কোন সংহিতা ছিল। কিন্তু আজ কাল তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কাঙ্কালা (দেশজ) কটিদেশ।

কাঙ্ক্ষা (স্ত্রী) কাক্ষ-অচ্ টাপ্। আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা।
("[illegible] কাঙ্ক্ষা।" সুশ্রুত।)

কাঙ্ক্ষিত (ত্রি) কাঙ্ক্ষ-ক্ত। অভিলষিত।

কাঙ্ক্ষীয় (ত্রি) কাঙ্ক্ষ অনীয়র্ (তব্যতব্যানীয়রঃ। পা ৩।১।৯৬।) বাঞ্ছনীয়, ইচ্ছার উপযুক্ত।

কাঙ্ক্ষী [ন্] ত্রি, কাঙ্ক্ষ-ণিচ্, কাঙ্ক্ষ-ণিনি। আকাঙ্ক্ষাকারী, অভিলাষী।

কাঙ্ক্ষোত্র (পুং) [illegible]বিশেষ।

কাঙ্গনী (দেশজ) কঙ্গু নামক ধান্যবিশেষ। [কঙ্গু দেখ]

কাঙ্গয়ম্, মান্দ্রাজ প্রদেশের কোয়েম্বাটুর জেলার ধারাপুর তালুকের অন্তর্গত একটি নগর।

ইহার প্রাচীন নাম কোঙ্গু, বোধ হয় পুরাকালে [illegible] কোঙ্গুরাজগণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকিবেন। অক্ষা° ১১° ১´ উঃ, দ্রাঘি ৭৭ ৩৪´ পূঃ। লোকসংখ্যা ৫৫০৮।

কাঙ্গা (স্ত্রী) কুৎসিতং অঙ্গং যস্যাঃ, বহুব্রী। কাদেশ টাপ্। বচ নামক ঔষধিবিশেষ।

কাঙ্গাল (দেশজ) ১ দরিদ্র, গরীব। ২ যে কোন বিষয়ের অভাবাপন্ন।

কাঙ্গালী (দেশজ) দরিদ্র।

কাঙ্গালীপানা (দেশজ) দরিদ্রের ভান, আপনাকে দরিদ্র বলিয়া পরিচিত করা।

কাঙ্গুক (ক্লী) কঙ্গুধান্য। [কঙ্গু দেখ।]

কাঙ্গ্ড়া, ১ পঞ্জাবপ্রদেশের ছোটলাটের অধীন একটী জেলা। অক্ষা ৩১° ২০´ হইতে ৩৩° উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫° ৫৯´ হইতে ৭৮° ৩৫ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৯০৬৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৭৩০৮৪৫।

ইহার প্রায় সর্বত্র অত্যুচ্চ গিরিমালায় পরিবেষ্টিত। এই সকল গিরিসমূহ সমতল হইতে উচ্চ, এক একটি ৯৩৭ ফুট হইতে ২৫৯৫ ফুট পর্যন্ত দেখা যায়। তন্মধ্যে ধবলাধারগিরি কাঙ্গ্ড়া জেলার উত্তর সীমারূপে ঘেরিয়া আছে, তাহার পরই 'বড় বঙ্গাহল' গিরিমাল, তাহার এক একটি শৃঙ্গ ১৭০০০ হইতে ২০০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ।

কাঙ্গ্ড়া গিরিমালায় পরিবেষ্টিত ও সমাকীর্ণ হইলেও স্থানে স্থানে গ্রাম ও বসতি আছে।

উত্তরসীমায় হিমালয় পর্বত তিব্বতের বক্ষস্থল ও চীনসাম্রাজ্যসীমা হইতে এই জেলাকে পৃথক্ করিয়াছে, দক্ষিণ-পূর্বে বসহর, মণ্ডি, বিলাস প্রভৃতি পার্বত্য রাজ্য, দক্ষিণ পশ্চিমে হোসিয়ারপুর জেলা এবং উত্তর-পশ্চিমে চাকিনদী, গুরুদাসপুর ও চম্বারাজ্য হইতে এই জেলাকে পৃথক্ রাখিয়াছে। এই জেলা ৫টি তহসীলে বিভক্ত, তন্মধ্যে কুলু হইতে পীরপঞ্জাল একটি অংশ, মধ্যস্থলে কাঙ্গ্ড়া তহসীল, তৎপরে হামীরপুর, দেরা ও নুরপুর তহসীল দক্ষিণভাগে পূর্ব হইতে পশ্চিমে [illegible]।

ধবলাধারগিরি বঙ্গাহল তালুক দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তর দিকের নাম বড়বঙ্গাহল এবং দক্ষিণাংশের নাম ছোটবঙ্গাহল। [illegible] তালুক ও কুলুর মধ্যস্থলে বড়বঙ্গাহল গিরি, [illegible] ১৮০০০ ফুট হইবে। [illegible] ৮০০০ [illegible], [illegible] ভাসিয়া [illegible] ঐরাবতী নদী প্রবাহিত হইয়াছে।

ছোটবঙ্গাহলের [illegible] ১০০০ ফুট উচ্চ গিরিশৃঙ্গ পড়িয়াছে, তাহাতে এই স্থান [illegible] হইয়াছে। ইহার [illegible] ১০।২০ খানি গ্রাম আছে, ঐ [illegible] কেবল [illegible] বাস। বঙ্গাহল তালুকের অধিবাসীর নাম [illegible], এখানকার [illegible] মনে হয়।

কাঙ্গ্ড়াজেলায়, মধ্যদিয়া তিনটি গিরিশ্রেণী সমভাবে চলিয়া গিয়াছে, এই তিন গিরিশ্রেণী হইতে বিপাশা, চন্দ্রভাগা, সিন্ধু ও ঐরাবতী নদী বহির্গত হইয়াছে।

পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস—ভারত ও পুরাণাদিতে কুলিন্দ ও ত্রিগর্ত নামক পার্ব্বতীয় জাতির নামোল্লেখ আছে, তাহারাই এখানকার প্রাচীন অধিবাসী। সেই প্রাচীনকালে কাঙ্‌ড়া জেলা কতকটা পূর্ব্বোক্ত ত্রিগর্ত্তজনপদের এবং কতকটা কুলিন্দজনপদের মধ্যে পরিগণিত ছিল। (এখন সেই ত্রিগর্ত ও কুলিন্দ জাতি কুলু ও কুনেৎ নামে পরিচিত।)

[ত্রিগর্ত ও কুলিন্দ দেখ।]

ত্রিগর্ত ও কুলিন্দ জাতিকে পরাস্ত করিয়া রাজপুতেরা এই স্থান অধিকার করেন। তাঁহারা এই পার্ব্বতীয় ভূভাগ বিভাগ করিয়া বহুকাল রাজত্ব করেন। তাঁহারা সকলেই আপনাদিগকে কুরুপাণ্ডবগণের সমকালীন জালন্ধরের কটোচ রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। মুসলমানদিগের আক্রমণে উত্ত্যক্ত হইয়া কটোচ রাজকুমারগণ কাঙ্‌ড়ার গিরিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের বিপুল রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তখনও এখানকার নগরকোটের হিন্দু দেবমন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল এত ঐশ্বর্য্য পঞ্জাবের আর কোন দেবমন্দিরে ছিল না। হিন্দুমাত্রেই এখানকার দেবমূর্ত্তির বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। ১০০৯ খৃঃ গজনীপতি মামুদ এখানকার দেবতার বিপুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিলেন, তাঁহার লোভ ও বিদ্বেষ প্রবল হইল। তিনি পেশোয়ার ক্ষেত্রাভিমুখে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। হিন্দু রাজগণ তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গজনীর নিকট সকলেই পরাস্ত হইলেন। তখন মামুদ কাঙ্‌ড়া দুর্গ অধিকার করিয়া মন্দিরের দেবমূর্ত্তিসহ স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমাণিক্য প্রভৃতি বহুমূল্য ধন লুণ্ঠন করিলেন। প্রায় ৩৫ বর্ষ পরে রাজপুতগণ কাঙ্‌ড়াদুর্গ অধিকার করিয়া বহু সমারোহে পুনর্ব্বার দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কিছুদিন আর কোন গোলযোগ ঘটে নাই। তৎপরে ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ ফিরোজ তোগলক কাঙ্‌ড়া অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন, এখানকার রাজা সহজেই তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করায় তিনি আপনার রাজ্য পাইলেন বটে, কিন্তু সেই পবিত্র দেবমূর্ত্তি হারাইলেন। মুসলমানেরা সেই দেবমূর্ত্তি লুটিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দিল।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে আকবর বাদশাহ কাঙ্‌ড়া দুর্গ অধিকার করেন। তদবধি এই পার্ব্বতীয় ভূভাগের রমণীয় বিভাগ সকল দিল্লী-সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হইল, কেবল দুর্গের মফস্বল স্থান দেশীয় সর্দারগণের অধিকারে রহিল। এখানকার রাজপুতগণ দুইবার বিদ্রোহী হইয়া কাঙ্‌ড়া দুর্গ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর দুইবার (১৬১৫ খৃঃ ও ১৬২৮ খৃঃ) কটোচ রাজকুমারদিগকে শাসন করিবার জন্য কাঙ্‌ড়ায় গমন করেন। শেষবারে ২২ জন সর্দার কর দিতে সম্মত হন।

জাহাঙ্গীর কাঙ্‌ড়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া এখানে বাসের জন্য গ্রীষ্মভবন নির্ম্মাণের আদেশ করেন। এখনও এখানকার গর্গরীগ্রামে সেই গ্রীষ্মভবনের চিহ্ন পড়িয়া আছে।

দিল্লীর মুসলমান-বাদশাহেরা কাঙ্‌ড়ার সর্দারগণকে উপেক্ষা করিতেন না, সকলকেই বিশেষ সম্মান দেখাইতেন এবং পদ অনুসারে সকলকেই বিশেষ বিশেষ পদমর্য্যাদা প্রদান করিতেন। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে নূরপুরের রাজা জগৎচাঁদ সাহ জহান্ বাদশাহ কর্ত্তৃক ১৪০০০ সৈন্যের অধিনেতৃপদ প্রাপ্ত হন। তিনি সেই সৈন্য-সাহায্যে বাল্‌খ ও বদক্সানের উজবেগদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে, আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জগৎচাঁদের পৌত্র মান্ধাতা কিছুদিনের জন্য সুদূরবর্ত্তী বামিয়ান ও ঘোরবন্দের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হন। কুড়ি বর্ষ পরে রাজা মান্ধাতা ২০০০ মনসবদার পদ প্রাপ্ত হন।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কাঙ্‌ড়ারাজ ঘমণ্ডচাঁদ জালন্ধর এবং ইরাবতী ও শতদ্রুনদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্তা হন।

দিল্লীর বাদশাহগণের পূর্ব্ব পরাক্রম বিলুপ্ত হইলে রাজ্য মধ্যে একপ্রকার অরাজকতা ঘটে, সেই সময়ে প্রায় ১৭৫২ খৃঃ এখানকার রাজপুত-সর্দারগণ স্বাধীন হইয়া কাঙ্‌ড়ার অধিকাংশ উপভোগ করিতে থাকেন, তৎকালে আহ্মদশাহ দুর্রানি কেবল তত কাঙ্‌ড়া দুর্গটি আয়ত্তে রাখিয়াছিলেন মাত্র। ১৭৭৪ খৃঃ, জয়সিংহ নামক একজন শিখ-সর্দার কৌশলক্রমে কাঙ্‌ড়া দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু ১৭৮৫ খৃঃ তিনি ঐ দুর্গটি কাঙ্‌ড়ার রাজপুতরাজ সংসারচাঁদকে ছাড়িয়া দিলেন। এতদিন পরে কাঙ্‌ড়া দুর্গ পুনরায় কটোচ রাজবংশের হস্তগত হইল। কটোচরাজ সংসারচাঁদ পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় পুনরায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কাঙ্‌ড়ার পার্ব্বতীয় প্রদেশের নানা স্থানের সর্দারগণ তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হইলেন। এমন কি সংসারচাঁদ যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন, ঐ সকল সর্দারগণ সসৈন্যে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতেন। প্রতি বর্ষে একবার করিয়া প্রত্যেক সর্দারকে রাজদর্শনে আসিতে হইত। সংসারচাঁদ ২০ বর্ষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিলেন। তিনি মান সম্ভ্রমে ও বলে সকল কটোচরাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন।

১৮০৫ খৃঃ, ভূকণে সংসারচাঁদ বিলাসপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। বিলাসপুরের রাজা শতদ্রু ও ঘর্ঘরা নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশের গোর্খা সর্দারগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গোর্খাগণ শতদ্রুনদী পার হইয়া মহলমোরি নামক স্থানে (১৮০৬ খৃ.) কটোচ রাজপুতদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের বাহুবল প্রভাবে রাজপুতগণ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। গোর্খা সর্দারগণ কাঙ্‌ড়ারাজ্যে প্রবেশ করিয়া দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। রক্তস্রোতে কাঙ্‌ড়া ভাসিতে লাগিল। নগর, গ্রাম, উপবন, সুন্দর রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি সকলই বিধ্বস্ত হইল। এখন কাঙ্‌ড়ারাজ্য শ্মশান—মরুভূমির সমান। কটোচ রাজকুমারগণ প্রাণ লইয়া সুদৃঢ় গিরিদুর্গের পশ্চাতে আশ্রয় লইলেন। গোর্খাদিগের সেই লোমহর্ষণ কাণ্ড আজও কেহ ভুলিতে পারে নাই। কাঙ্‌ড়ার প্রত্যেক নগরে প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেকের হৃদয়ে সেই ভীষণ ব্যাপার জাগরূক রহিয়াছে।

তিন বৎসর অত্যাচার সহিয়া রাজা সংসারচাঁদ মহারাজ রণজিৎসিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ১৮০৯ খৃঃ, রণজিৎসিংহ গোর্খাদলের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ভীষণ সমর বাধিল। অনেক কষ্টে রণজিৎ জয়লাভ করিলেন। গোর্খাগণ শতদ্রুর পরপারে প্রস্থান করিল। প্রথমে রণজিৎ সংসারচাঁদকে সমস্ত কাঙ্‌ড়ারাজ্য ছাড়িয়া দিলেন, প্রথমে কেবল কাঙ্‌ড়া দুর্গ ও ৬৬ খানি ক্ষুদ্রগ্রাম সৈন্যব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য আপনার হাতে রাখিলেন, পরে ক্রমশঃ পার্ব্বতীয় সর্দারগণের অধীনস্থ স্থানসমূহ আপনার অধিকারভুক্ত করিতে লাগিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সংসারচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধচাঁদ রাজা হন, তিনি ৪ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। রণজিৎ আপন মন্ত্রী ধ্যান সিংহের পুত্রের সহিত অনিরুদ্ধের ভগিনীর বিবাহ দিতে চান। কটোচ রাজকুমার তাহাতে আপনাকে অপমানিত বোধ করেন। তিনি রণজিৎসিংহের আদেশ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া রাজ্যত্যাগ করিয়া হরিদ্বার যাত্রা করেন। এই সময় সমস্ত কাঙ্‌ড়া শিখরাজের রাজ্যভুক্ত হইল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম শিখযুদ্ধের পর ইংরাজেরা কাঙ্‌ড়া রাজ্য দখল করিলেন। ১৮৪৮ খৃঃ মূলতান্ বিদ্রোহের পর এখানকার পার্ব্বতীয় সর্দারেরা বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অল্পেই মিটিয়া যায়। তৎপরে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানেও সামান্য বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল, এই সময় ছয় জন বিদ্রোহী সর্দারের ফাঁসী হয়। সেই অবধি কাঙ্‌ড়া রাজ্যে আর কোন বিশেষ গোলযোগ ঘটে নাই।

কাঙ্‌ড়াজেলার প্রধান নগর কাঙ্‌ড়া, অক্ষা° ৩২°৫৫´১১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°১৭´৩৬´´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগর নগরকোট নামে বিখ্যাত ছিল। ইহা বাণগঙ্গা ও বিপাশা নদীর সঙ্গমের নিকট পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এই নগরে একটী বড় প্রাচীন দুর্গ আছে। এখানে ভবানী ও ভবানীপতির অতিপ্রাচীন মন্দির রহিয়াছে। কাঙ্‌ড়ার জড়োয়া ও মিনার কাজ প্রসিদ্ধ। লোকসংখ্যা ৫৩৮৭।

কাঙ্‌ড়ার লোকেরা সাহসী, বলশালী, সরল ও স্বাধীনচেতা। অধিকাংশই রাজপুত।

এখানকার একদল চিকিৎসক কৌশলে নাককাটা বা খাঁদানাক ভাল করিয়া দিতে পারে। অকবর সাহের বুদ্দিন নামক একজন চিকিৎসক ছিলেন, তিনিই নাকযোড়া-চিকিৎসা প্রথম প্রচার করেন। অকবরশাহ তাঁহার চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাঙ্‌ড়ার খানিকটা স্থান জায়গীর দেন।

এই জেলায় স্বর্ণ, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য রসাঞ্জন, হীরক, মর্ম্মর প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রস্তর উৎপন্ন হয়।

উদ্ভিজ্জ ও পণ্যদ্রব্যের মধ্যে যব, গম, ছোলা, শণ, কার্পাস, ইক্ষু, তামাক, চা, মধু, মৌচাক, লবণ ও বাসমতী ধানই প্রধান।

কাচ (স্ত্রী) কচ্যতে বধ্যতে অনেন, কচ্‌-ঘঞ্‌, ন কুত্বম্। ১ মোম। ২ শালা। ৩ কাচলবণ। (পুং) ৪ শিক্য। ৫ মণিবিশেষ। ৬ নেত্ররোগবিশেষ—তিমিরাখ্য ও নীলিকা, এই দুইটি ইহার নামান্তর। তিমির রোগের প্রথমাবস্থায় যখন কেবল মাত্র চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ ও উজ্জ্বল রত্নাদি দেখিতে পায়, তাহাকেই কাচ বা লিঙ্গনাশরোগ কহে।

শঙ্খনাভি, বহেড়ার মজ্জা, হরীতকী, মনঃশিলা, পিপুল, মরিচ, কুড় ও বচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র ছাগ দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিতে হইবে। পরে যবের ন্যায় বর্ত্তিকা করিয়া শুষ্ক হইলে জল দিয়া ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিতে হইবে। এই অঞ্জন দ্বারা কাচ, তিমির, পটল, মাংসবৃদ্ধি, অর্ব্বুদ ও রাত্র্যন্ধ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়। ৭ সমুদ্রলবণের নামান্তর।

৮ মৃত্তিকাবিশেষ। কাঁচ, ইহার অপর সংস্কৃত নাম ক্ষার। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—কাষায়, উষ্ণবীর্য্য এবং অঞ্জন দ্বারা দৃষ্টির প্রসন্নতাকারক।

(ভাবপ্রকাশ ৪র্থ ভাগ।)

কাচ স্বচ্ছপ্রবণ স্বচ্ছ দ্রব্য। ইহা য়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান ব্যবহার্য্য দ্রব্য। আমাদের দেশে কাঁসা, পিত্তল, পাথরাদি যেরূপ নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে গণ্য, য়ুরোপে

সেইরূপ কাচপাত্রের ব্যবহার; সুতরাং সেখানে এদেশ অপেক্ষা কাচ অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং সেই শিল্পটির উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছে। য়ুরোপে কাচ এত অধিক প্রস্তুত হয় যে, তাহাতে দেশের অভাব ঘুচাইয়া বিদেশে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হয়। ভারতেও য়ুরোপ হইতে কাচ আসিয়া থাকে। কাচে বোতল, শিশি, কাচের চাদর, পুঁতি, কৃত্রিম মুক্তা, নানাবিধ বাসন, ঝাড়, লণ্ঠন, ফানস ও নানাবিধ খেলওয়ারী দ্রব্যাদি, চুড়ি, বালা, ইয়ারিং প্রভৃতি অলঙ্কার ইত্যাদি প্রস্তুত হয় ও নানাদেশে রপ্তানি হয়। য়ুরোপীয় কাচের দ্রব্যাদি এক ভারতেই প্রতি বৎসর প্রায় ৩৫।৩৬ লক্ষ টাকার আমদানী হয়, তন্মধ্যে পুঁতি ও মুক্তা প্রায় ১০ লক্ষ টাকার আসে।

বালুকাই ও ক্ষার কাচের উপাদান। ভারতে এই দুই পদার্থের অভাব নাই। সাধারণ বালুকার মধ্যে বালুকাও যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং ক্ষার নানাবিধ বস্তু হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। উৎকৃষ্ট কাচ প্রস্তুত করিতে হইলে বালুকীয়ের পরিবর্ত্তে চূর্ণীয় পোড়া আরকখড় ((Eire clay) চূর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারে, ভারতে তাহারও অভাব নাই। একটা দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতে আজিও কাচের ব্যবসায়ের উন্নতি হইল না। এখানে আজকাল যেরূপ কাচ হয়, তাহাতে এক চুড়ী ও কাচের অতি সামান্য ও অপক্ক মুখ শিশি ও কুপী ভিন্ন আর কিছু হয় না। এ দেশের কাচ-প্রস্তুতকারীরা অধিক পরিমাণে ক্ষার ব্যবহার করে বলিয়া কাচ ভাল হয় না। সময়ে সময়ে ক্ষার এত অধিক দেয় যে, কাচেও জিহ্বার স্পর্শ করিলেই লবণস্বাদ পাওয়া যায়। তাহার পর যেরূপ চুল্লীতে কাচ গালাই হয়, তাহাও ঠিক কার্য্যোপযোগী নহে। যেরূপ ধরণের চুল্লীতে এদেশে কাচ গালাই হয়, তাহাতে উপযুক্ত উত্তাপ জন্মে না বা যে পরিমাণ উত্তাপ জন্মে, তাহাও বরাবর সমান থাকে না; কারণ, এ দেশের চুল্লীতে আর প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য ঝাঁঝরার বাতাস দেওয়া হয়, সুতরাং ঝাঁঝরার প্রতি বাহিরের উত্তাপের বৃদ্ধি ও পরক্ষণেই হ্রাস ঘটে। আরও একরূপ সাধারণ দেশীয় গলিত কাচমণ্ডের কতক স্থল পাতলা, কতক স্থল পুরু ও অভ্যন্তরস্থ বায়ুবিন্দু পূর্ণ হইয়া পড়ে, পরিষ্কারও হয় না। দেশী কাচে বিশুদ্ধ ক্ষারের পরিবর্ত্তে সাজিমাটী ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কাচ ভাল হয় না, কারণ, ইহাতে অধিকাংশ কাঁচা অঙ্গার ক্ষার (Crube Carbonate of Soda), সামান্য পরিমাণ উদ্ভিজ্জক্ষার (Potash), শতকরা ৩০।৭০ ভাগ চূণ, ৩০।৪০ ভাগ ঈষৎ পীতবর্ণ বালুকা, অতি সামান্যভাবে লোহাদির, ফেল্স্পার ও লৌহাদি আছে; কিন্তু য়ুরোপীয় উৎকৃষ্ট কাচের বোতলের জন্য যে উপাদান ব্যবহৃত হয়, তাহাতে শতকরা ৫৮ ভাগ বালুকা, লবণক্ষার (Sulphate of Soda) ২৯ ভাগ, চূণ ১১½ ভাগ ও উদ্ভিজ্জাঙ্গার ১½ ভাগ থাকে। লবণক্ষারে শতকরা ৪৫ ভাগ ক্ষার থাকে। আর কাচমণ্ডে শতকরা ২৯ ভাগের মধ্যে ১৩ ভাগ মাত্র এই ক্ষার পড়ে; কিন্তু সাজিমাটী হইতে যে অঙ্গারক্ষার পাওয়া যায়, তাহাতে ৩০।৪০ ভাগ ক্ষার থাকে, সুতরাং ভারতীয় কাচে ও য়ুরোপীয় কাচে ক্ষার-পরিমাণ প্রায় ২৩ ও ১৩ ভাগ হইয়া পড়ে।

এদেশে কাচে রং করিবার জন্য লৌহ, তাম্র ও শঙ্খ-ক্ষার (Arsenic) ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে কাচপ্রস্তুতের ব্যবসায় আছে। সেখানে যে বালুকা হইতে কাচ হয়, তাহা স্বভাবতঃ কাচবৎ চিক্কণ ও ক্ষারবিশিষ্ট। সে দেশে ইহাকে "রেহ্" বলে। এই পদার্থ যে জমীতে থাকে তাহাতে চাষ হয় না। অনেক স্থলে ইহা বাতাসে আপনাই গলিয়া কাচবৎ হইয়া যায়। এই জমা পদার্থের বর্ণ বিলাতী শিশির ন্যায় ঈষৎ নীলবর্ণ। ইহা হইতে অতি সুন্দর শ্বেতবর্ণের কাচ হয়।

চীনে ভারত অপেক্ষা কাচ প্রস্তুতের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

ভারতে অলঙ্কারাদির মধ্যে পুঁতির ব্যবহার যথেষ্ট। হিন্দুস্থানীরা বড় পুঁতিকে কাঁচকা, মানকা, মিনা, তামিলেরা মাস, তৈলঙ্গেরা পুসলাপু ও মলয়বাসীরা মুত্তির মাচা বলে।

কাচের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার নাম। আরব—যিযাজ। ফরাসী—ভিট্রে, ভিয়ের। হিন্দী, বাঙ্গলা—কাঁচ, কাচ। ইটালী—ভেত্রো। লাটিন—ভেট্রাম্। পারস্য—শিশা। রুষীয়—ষ্টেক্লো। স্পেনীয়—ভিড্রো। তামিল—কন্নাডি। তৈলঙ্গী—আদ্দামু।

রসায়ন-তত্ত্বমতে কাচে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি থাকে— বালুকান (Soda), উদ্ভিজ্জক্ষার, (Potash = Pearl-ash ও ward-ash), সোডা (Soda = Sulphate of soda, carbonate of soda), ব্যারাইটা (Baryta), ষ্ট্রন্সিয়া (Strontia), চূণ (Lime) ও ফটকিরি (Alumina)

অস্থিক্ষার (Bone-ash) হইতে একপ্রকার কাচ প্রস্তুত হয়, তাহাকে হীরাকেরা (Bone-Glass) বলে।

কাচের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ২·৭০২।

জর্ম্মানে প্রস্তুত সার্সির (জানালার) কাচের মধ্যে চিকণ বালুকা ১০০ ভাগ, উদ্ভিজ্জক্ষার ৫০ ভাগ, খড়ি ২৫ বা ৩০ ভাগ ও সোরা ২ ভাগ থাকে।

ফরাসীদের (পদ্মকোলার দর্পণের) কাচের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৪৮৮। ইহার বর্ণ ঈষৎ নীলবর্ণ। ভিনিসীয় দর্পণের কাচ ঈষৎ পীতবর্ণ।

বোহিমিয়ার কাচের স্বচ্ছতা সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৩৯৬।

বিলাতী "ক্রাউন" কাচ বোহিমিয়ার কাচের ন্যায়। আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৪৮৭।

স্ফটিককাচ (Crystal glass) আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৯ হইতে ৩·২৫৫ হয়। ইহাতে সীসকের অংশ থাকে। ইহার বিশেষ কোন বর্ণ নাই। ইহার ১০০ শত ভাগ বালুকা, ৩০। ৪০ ভাগ উদ্ভিজ্জক্ষার, ৬০। ৭০ ভাগ মিনিয়াম, ৫ ভাগ সোহাগা, ৩ ভাগ সোরা, ১৫ ভাগ সবলক্ষার ইত্যাদি। লণ্ডন ক্রাউন গ্লাস হইতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়।

ফ্লিণ্ট্‌কাচ (Flint glass, হিন্দী—বোথান) ইহা সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শক ফ্লিণ্ট হইতে প্রস্তুত হয়। ইহার ১০০ ভাগ বালুকা, ৫০ ভাগ উদ্ভিজ্জক্ষার, ১০০ ভাগ মিনিয়াম ও অবশিষ্ট স্ফটিকের ন্যায়।

চুণি-কাচ (Raby glass) একপ্রকার অতি সুন্দর স্বর্ণপ্রভাময় কাচ। ইহা পরিমাণ করিয়া প্রস্তুত হয় এবং গলিত রক্তের সহিত স্বর্ণদ্রাবক মিশাইয়া দেয়। এই কাচ যখন প্রস্তুত হয়, তখন কোন বর্ণ থাকে না, পরে ফারেণহিটের ৯৬৫ ডিগ্রি উত্তাপে গরম করিলে দিব্য চুণির ন্যায় রক্তবর্ণ হয়।

মিন-কাচ (Fuamel glass) ইহাও একপ্রকার অতি সুন্দর চিক্কণ কাচ।

কাচমণি—সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে কাচকে মণিবিশেষ বলিয়া গণনা করা হয়—

"আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ।"

কাচ ও স্ফটিক একই দ্রব্য—

"কাচ স্ফটিক-পাত্রেষু।"

স্ফটিকমণি সম্বন্ধে শুক্র গ্রন্থে আছে—

"হিমালয়ে সিংহলে চ বিন্ধ্যাটবীতটে তথা।
স্ফটিকং জায়তে চৈব নানারূপং সমপ্রভম্॥
হিমাদ্রৌ চন্দ্রসূর্য্যাভং স্ফটিকং তদ্ দ্বিধা ভবেৎ।
সূর্য্যকান্তং তথৈকং চন্দ্রকান্তং তথাপরম্॥
সূর্য্যাংশুস্পর্শমাত্রেণ বহ্নিং বমতি তৎক্ষণাৎ।
সূর্য্যকান্তং তদাখ্যাতং স্ফটিকং রত্নবেদিভিঃ॥
পূর্ণেন্দুকরসংস্পর্শাদমৃতং স্রবতি ক্ষণাৎ।
চন্দ্রকান্তং তদাখ্যাতং দুর্লভং তৎ কলৌ যুগে॥"

হিমালয়ে, সিংহলে ও বিন্ধ্যাচলে স্ফটিকমণি জন্মে। হিমালয়ে দুইপ্রকার জন্মে, তন্মধ্যে একপ্রকার সূর্য্যসদৃশ, ইহা সূর্য্যকরস্পর্শে অগ্নি উদ্গিরণ করে। ইহার নাম সূর্য্যকান্ত। অপর প্রকার চন্দ্রসদৃশ। ইহা চন্দ্রকরস্পর্শে অমৃত উদ্গিরণ করে, কিন্তু কলিযুগে ইহা পাওয়া যায় না, ইহার নাম চন্দ্রকান্ত।

সূর্য্যকান্তমণি এখনকার আতসীকাচের সমগুণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

কাচক (পুং) কাচ স্বার্থে কন্। কাচ।

কাচকূপী (স্ত্রী) কাচনির্ম্মিতা কূপী, মধ্যলো০। কাচের বোতল। "কাচকূপ্যাং বিনিঃক্ষিপেৎ।"

(রাবণকৃত অর্কপ্রকাশ। ১ম)

কাচঘটী (স্ত্রী) কাচনির্ম্মিতা ঘটী অল্প ঘটঃ, মধ্যলো০। কাচনির্ম্মিত জল পাত্র, কাচের গ্লাস।

কাচড়াদাম (দেশজ) জলজ লতাবিশেষ। (Jussicua repens)

কাচন (ক্লী) কচ বাধে ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। ১ পত্র বা পুস্তক বাঁধিবার উপকরণ। ২ ("কিমঃ ক্ষেপাঙ্কচৌ" ইতি মুগ্ধবোধসূত্রেণ কা-চন।) কোনও অনির্দ্দিষ্টা স্ত্রী। ৩ (দেশজ) বলে যোগ করা। ৪ কাপড় ধোপ করা।

কাচনক (ক্লী) কাচ্যতে বেষ্ট্যতে নিবধ্যতে অনেন, কচ-ণিচ্ ল্যুট্ স্বার্থে কন্। পত্র বা পুস্তক বাঁধিবার উপকরণ।

কাচনকী [ন্] (পুং) কাচনকং অস্ত্যস্য, কাচনক-ইনি। পত্র চিঠি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বর্ণদূত, বাচিমুখ, লেখ, বাচিক, হারক ও লেখ।

কাচনার (স্ত্রী) কাঞ্চন। (Bauhinia variegata.)

কাচভাজন (ক্লী) কাচনির্ম্মিতং ভাজনং মধ্যলো০। কাচের পাত্র। ইহার অপর সংস্কৃত নাম শিক্কান।

কাচমণি (পুং) কাচবৎ মণিঃ কাচ এব মণির্বা। ১ কাচের ন্যায় অতি স্বচ্ছ মণি। ২ কাচ।

কাচমল (ক্লী) কাচস্য কাচবৃক্ষিকায়া মলমিব, উপমি০। কাচলবণ।

কাচর (ত্রি) কু ঈষৎ চরতি দীপ্তো ভবতি গচ্ছতি, কু-চর-অচ্ কোঃ কাদেশঃ। পীতবর্ণ।

কাচরু, পূর্ব্ববঙ্গের একপ্রকার কায়স্থজাতি। ইঁহারা কায়স্থজাতির একটী শাখা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি গল্প আছে—

"একজন ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ অপরাপর কায়স্থের নিষেধ সত্ত্বেও আপনার বাটীতে কালীপূজা করেন। তাহাতে বৈষ্ণব কায়স্থগণ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হন এবং সকলে

বলিয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। এই সমাজচ্যুত কায়স্থের বংশধরগণ 'কাচক' নামে প্রসিদ্ধ হন।

আবার কেহ বলেন, তাহা নয়, "কাচকরা কাচ বা শাঁখার ব্যবসা করিতেন বলিয়া কায়স্থসমাজ হইতে বহির্গত হন। তাঁহারা নানা স্থানে কাচ বা শাঁখার বলয়াদি প্রস্তুত দ্বারা প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতেন বলিয়া, কাচক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।"

যাহা হউক, অপর কায়স্থজাতি হইতে কাচকরা অনেকাংশে নিকৃষ্ট, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ইহাদের পুরোহিত, ধোবা, নাপিত স্বতন্ত্র।

গোত্র—আলিমন, কাশ্যপ, পরাশর।

পদবী—দে, দত্ত, দাস।

পূর্ব্ববঙ্গে ও ফরিদপুর জেলায় বাখরিপুরে অধিকাংশ কাচক বাস করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন আর শাঁখার ব্যবসা করে না।

কাচলবণ (ক্লী) কাচাৎ কাচমৃত্তিকাতঃ জাতং লবণম্ মধ্যলো°। লবণবিশেষ, কাল-লবণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নীল, কাচোত্থ, কাচ, নীলক, কাচসম্ভব, কাচসৌবর্চ্চল, কৃষ্ণলবণ, পাক্য, বাসোথ, হরগন্ধ, কালন্দন, কুরুবিন্দ, কাচমল ও কৃষ্ণ। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—ঈষৎ ক্ষার, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তবৃদ্ধি ও দাহকারক এবং কফ, বায়ু, গুল্ম ও শূলনাশক।

কাচবলয়যন্ত্র (ক্লী) কাচনির্ম্মিতং বলয়যন্ত্রং, মধ্যলো°। কাচনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। [বলয়যন্ত্র দেখ।]

কাচসম্ভব (ক্লী) সম্ভবতি অস্মাৎ ইতি সম্ভবঃ, কাচঃ সম্ভবঃ উৎপত্তিস্থানমস্য, বহুব্রী। কাচলবণ।

কাচসৌবর্চ্চল (ক্লী) কাচস্থানকং সৌবর্চ্চলং, মধ্যলো°। কাচলবণ।

কাচস্থালী (স্ত্রী) কাচস্য কাচস্থ স্থালীব, উপমি°। ১ পারুল গাছ। (Bignonia suaveolens) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পাটলি, পাটলা, অমোঘা, মধুদূতী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, কালস্থালী, কাচস্থালী, অলিবল্লভা ও তাম্রপুষ্পী। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—কষায় ও তিক্তরস, উষ্ণবীর্য এবং বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, অরুচি, শ্বাস, শোথ, রক্ত, বমি, হিক্কা ও তৃষ্ণানাশক। ইহার ফুল কষায়, মধুর রস, শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, কণ্ঠশোধক এবং কফ, রক্তদোষ, পিত্ত ও অতীসার-নাশক। ফল হিক্কা ও রক্তপিত্তনাশক। (ভাবপ্র° ১ম ভাগঃ।) [পারুল দেখ।] ২ (কাচনির্ম্মিতা স্থালী, মধ্যলো°) কাচের হাঁড়ী।

কাচা (দেশজ) ১ পিতা মাতার মৃত্যু হইলে হিন্দুগণ যে নূতন বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া অশৌচকাল অতিবাহিত করেন তাহাকে কাচা কহে। ২ ধৌত করা।

কাচাক্ষ (পুং) কাচ ইব অক্ষি যস্য, বহুব্রী। বকবিশেষ।

কাচান (দেশজ) ১ অপর দ্বারা ধৌত করান। ২ ধোপার দ্বারা পরিষ্কার করান।

কাচিঘ (পুং) কচতে দীপ্যতে, কচ দীপ্তৌ বাহুলকাৎ ইন্, কাচিং কাঞ্চনং হন্তি গচ্ছতি, কাচি-হন-ড হস্য ঘঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ)। ১ স্বর্ণ। ২ ভেমত, ছিমড়া। ৩ সিন্দূর।

(কাচিঘঃ কাঞ্চনে হস্তিপে চ হেমতে মুষ্কে হরিণে চ। মেদিনী।)

কাচিৎ (অব্যয়) কোনও অনির্দ্দিষ্ট স্ত্রী। পাণিনি মতে কা চিৎ দুইটি পৃথক্ পদ একত্রিত; কিন্তু মুগ্ধবোধের মতে কা পদের উত্তর চিৎ প্রত্যয় হইয়াছে। (কিমঃ কাচ্চিচ্চনৌ। মু। ত।)

কাচিত (ত্রি) কচ্যতে বধ্যতে অনেন কচ ণিচ্-ক্ত। শিকায় তোলা বস্তু।

কাচিম (পুং) কচ-ণিচ-ইমন্। দেবকুলোৎপন্ন বৃক্ষ। ইহার অপর সংস্কৃত নাম তক্ষক।

কাচিলিন্দি (স্ত্রী) কার্পাসিকা।

কাচুয়া (কচুয়া) খুলনাজেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম, ভৈরব ও মধুমতীনদীর সঙ্গমস্থানে এবং বাগেরহাট হইতে ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে পুলিসের থানা এবং একটি বড় বাজার আছে। ১৭০২ খৃঃ, বেঙ্গল সাহেব ঐ বাজার স্থাপন করেন। গ্রামের মধ্য দিয়া একটি খাল গিয়াছে, তাহাতে গ্রামখানি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মধ্যস্থানে যাতায়াতের জন্য সেতু আছে।

এখানে বিস্তর কচু জন্মে, বোধ হয় তাহা হইতে ইহার নাম কচুয়া বা কাচুয়া হইয়াছে।

কাচূক (পুং) কচ-বাহুলকাৎ ঊকঞ্। ১ কুক্কুট। ২ চক্রবাক।

কাছ (দেশজ) ১ নিকট। ২ নদীতীর। (হিন্দী) ৩ পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ। ইহা পরিধান করিলে উরুর উপর হইতে পায়ে পর্য্যন্ত ঢাকিয়া যায়। ৪ উরুর উপরিভাগ।

কাছনি (হিন্দী) ১ কাছ। ২ কাছের মত উরুর উপর গুটাইয়া টানিয়া পরা।

"কটি নটি বাছে দৃঢ় করিয়া কাছনি।" হরিবংশ - গোবিন্দ।

কাছা (দেশজ) পুরুষের পরিহিত বস্ত্রের যে ভাগ পশ্চাদ্দিকে গুঁজিয়া রাখা হয়।

কাছাআল্‌গা (দেশজ) অসাবধান, কোন কার্য্যেই যাহার যত্ন নাই।

কাছাকাছি (দেশজ) নিকটে নিকটে।

কাছাড় (কাছার)। আসামের চিফ কমিশনর এর অধীন একটি জেলা। অক্ষাং ২৪° ১২´ হইতে ২৫° ৫০ উ. এবং দ্রাঘিং ৯২° ২৮ হইতে ৯৩° ২৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

ভূ পরিমাণ ৩৭৫০ বর্গমাইল।

এই জেলার উত্তরে কপিলি ও দিয়াং নদী, ঐ দুই নদী দ্বারা নওগাঁ জেলা হইতে কাছাড় পৃথক হইয়াছে, পূর্বে মণিপুর ও নাগা পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই বা কুকি জাতি পরিবেষ্টিত গিরিমালা পশ্চিমে শ্রীহট্ট ও জয়ন্তী পাহাড়।

এই জেলা প্রধানতঃ বরাক উপত্যকার [illegible] আছে। [illegible] উচ্চ গিরিশৃঙ্গ [illegible]। [illegible] নিবিড় বন জঙ্গল [illegible] পর্বত [illegible] উপত্যকার মধ্যে [illegible] স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। [illegible]

এখন এই সকল ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর জঙ্গল কাটিয়া চা বাগান হইয়াছে। পাহাড়ের [illegible] কর্ষিত হয়। এখানকার নিম্ন ভূমিতে ধান্যের চাষ হইয়াছে।

বাইল পাহাড় এই জেলাকে 'উত্তর কাছাড়' ও দক্ষিণ কাছাড় এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, এই গিরিমালা ২৫০০ ফুট হইতে ৬০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ। বরাক উপত্যকার দক্ষিণ [illegible] ভুবন পাহাড়, [illegible] এবং সরসপুর বা সিদ্ধেশ্বর পাহাড়। এই পাহাড়গুলি দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে গিয়াছে। ইহাদের একটি একটি ১০০০ ফুটের কম নয়। উপত্যকার পাহাড় আদৌ অধিক উচ্চ নাই।

বরাক নদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রথমে উত্তরে ও পরে পশ্চিম মুখে চলিয়াছে, সকল সময়েই নৌকা যোগে এই নদী পার হওয়া যায়। কাছাড়ের মধ্যে বরাক নদীর এই কয়েকটি প্রধান শাখা আছে, যথা—উত্তরাংশে জিরি, [illegible], মধুরা, বদরী ও ছিরি নদী এবং দক্ষিণাংশে ধলেশ্বরী, কাগরা ও সোনাই। ভুবন ও [illegible] পাহাড়ের মধ্যে চাতলা নামে একটি হাওড় বা জলা পড়িয়া আছে বর্ষাকালে বরাক নদীর জল আসিয়া এখানে জমে তাহাতে ঐ জলাটি ছয় ক্রোশ বিস্তৃত একটি হ্রদরূপে পরিণত হয়।

বরাক নদীর উত্তরাংশে স্থান শস্যপ্রধান, যে দিকে দেখ, দেখিতে পাইবে শস্যক্ষেত্র ধু ধু করিতেছে। এখানে শস্য বেশ উৎপন্ন হয়, কিন্তু দক্ষিণভাগ বনপ্রধান।

এখানকার জমি বালি ও কর্দম মিশ্রিত। এখানকার মৃত্তিকা কোমল, চাষবাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এখানকার পর্বতগাত্রে স্ফটিক, [illegible] উজ্জ্বল স্লেটপাথর এবং উপলখণ্ড ও চুন পাওয়া যায়।

এখানে খনি বা অন্য খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না। পূর্বে কাছাড় অধিকাংশ লবণ এখানকার লবণকূপ হইতে সংগৃহীত হইত। এখন বঙ্গদেশ হইতে ভাল লবণের আমদানী হওয়ায় অনেকেই আর লবণকূপ হইতে লবণ [illegible] যায়, এখনও একটি লবণকূপ ব্যবহার [illegible]।

কাছাড়ের [illegible] বনজঙ্গল [illegible] অপর্যাপ্ত কাষ্ঠ, [illegible] এখানকার বুনো অধিবাসী [illegible] কাঠ কাটিয়া [illegible] করিয়া [illegible] হয়।

কাছাড় হইতে [illegible] ছন, বাঁশ ও চাল [illegible] টাকার দ্রব্য বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

এখানকার কাঁটালিগাছ হইতে রবার উৎপন্ন হয়। গত ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ে প্রায় বাটহাজার টাকার রবার বিক্রয় হয়।

এখানকার জঙ্গলে হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, [illegible], বাঘ, ভল্লুক, শূকর, শাবর ও বড় শিঙ্গা হরিণ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া। [illegible] কাছাড়িরা [illegible] থাকে। [illegible] কৃষিকার্য্য হয়।

ইতিহাস—এখন যেমন কাছাড় [illegible] একখণ্ড ভূভাগে [illegible] হইয়াছে পূর্বকালে এমন ছিল না, পূর্বকালে [illegible] কাছাড় ও ত্রিপুরা [illegible] লইয়া কাছাড় রাজ্য ছিল।

ইহার প্রাচীন নাম "[illegible]"। এরূপ প্রবাদ আছে যে হিড়িম্ব দৈত্যের সহোদরা ভীম পত্নী হিড়িম্বা কাছাড়ের [illegible]। হিড়িম্বার বংশধরের এই স্থানে রাজত্ব করেন বলিয়া এই জনপদ হেড়ম্ব নামে পরিচিত হয়। ব্রহ্মখণ্ড নামক একখানি [illegible] পুরাণীয় গ্রন্থে এই হেড়ম্ব জনপদের প্রথম নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

"[illegible] মাত্র প্রপঞ্চ হেড়ম্ব মণিপুরকম।

[illegible] জয়ন্তাখ্যং [illegible]॥" (৬।৩৪।)

এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রণচণ্ডী।

"হেড়ম্বদেশমধ্যে চ বর্ণচণ্ডী বিরাজতে।
বরবক্রা নদীপার্শ্বে স্থিত্বা লোকদুর্জয়া ॥"

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ৭২। ৪১।

এখন যাহাকে আমরা কাছাড় বলি, তাহারই খানিকটা 'কাছাল' গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ ছিল। [ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৯। ৫৫।]

দেশাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, এক সময়ে হেড়ম্বরাজ্য উত্তরে কামরূপ ও বর্ণপুর, পূর্ব্বে মণিপুরসীমা, দক্ষিণে মরুয়া এবং পশ্চিমে শিয়ালকোট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেশাবলীমতে এই কয়টি নগর ও গ্রাম হেড়ম্বরাজ্যের অন্তর্গত। যথা—

১ কাশপুর—হেড়ম্বরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। এই নগর ঘটোৎকচবংশীয় হেড়ম্বরাজগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

২ বর্ণপুর—হেড়ম্ব রাজধানী হইতে ১৮ যোজন উত্তরে পর্ব্বতের নিকট অবস্থিত। এখানে শাক্ত ও নাগাজাতির বাস। যেখানে নাগারা বাস করে, তাহাকে কেহ কেহ 'খাইচা'র নাগানগর' বলে।

৩ শৃগালকোট বা শিয়ালকোট—কাশপুর হইতে ৮ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত।

৪ জিনাত্রিয়াল—শিয়ালকোট হইতে ৬ যোজন পূর্ব্বে, এই গ্রামে পূর্ব্বকাল হইতে অনেকগুলি মনোহর পুষ্করিণী আছে।

৫ হুলাশীঘি—শিয়ালকোট হইতে অর্দ্ধ যোজন পূর্ব্বে অবস্থিত।

৬ জয়নগর—হুলাশীঘির পূর্ব্বে।

৭ চাপঘাট—কাছার (বা কাছাড়ের) দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। এখানকার অধিবাসীরা হেড়ম্বরাজের সহিত প্রায়ই যুদ্ধ করিত।

এতদ্ভিন্ন বরাশীল, লাবাঠৌ, হরশস্তী, বাওয়াগড় প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরগণা ছিল। (দেশাবলী)

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, পূর্ব্বকালে অর্জ্জুনপুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর কাছাড়ে রাজত্ব করিতেন, এখানকার রাজবংশীয়েরা বভ্রুবাহনের বংশধর, কিন্তু এ প্রবাদটি ঠিক নয়। প্রাচীন পুস্তক ও সাধারণের প্রবাদ মতে হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচের বংশধরেরা এখানে রাজত্ব করিতেন। দেশাবলীতে লিখিত আছে—"হেড়ম্বদেশের প্রথম রাজা ঘটোৎকচ, তিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কর্ণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র বর্ব্বরীক এখানকার রাজা হন। বর্ব্বরীক শ্রীকৃষ্ণের চক্রাঘাতে নিহত হইলে, তৎপুত্র মেঘবর্ণ হেড়ম্বের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার অনেক পুরুষ পর হইলে, সেই বংশে সুর দর্পনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাযোদ্ধা ও পরমধার্ম্মিক ছিলেন, ৫০ বর্ষ রাজত্বের পর তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইলে, তাঁহার পুত্র শত্রুদমন-নিবারণ রামচন্দ্র রাজা হইলেন। [দেশাবলী হেড়ম্বদেশবর্ণন দেখ।]

কাছাড়ের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিশনর এডগার সাহেব লিখিয়াছেন যে, কাছাড় রাজবংশ বহুদিনের প্রাচীন নয়। কাছাড় রাজবংশ মধ্যে ঘটোৎকচ হইতে যে বংশাবলী প্রচলিত আছে, তাহাও অভিনব। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ঐ বংশাবলী প্রস্তুত হয়, সুতরাং তাহার উপর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণীর নির্ভয়নারায়ণ কাছাড় রাজবংশের স্থাপয়িতা, তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার উত্তরপুরুষ রাজা হরিশ্চন্দ্র ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর ৩৭ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র ভ্রাতৃউত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন।"

কিন্তু দেশাবলীর বর্ণনায় বিশ্বাস করিলে এডগারের কথায় উপেক্ষা করিতে হয়। এডগার সাহেব কাছাড় রাজবংশকে অপ্রাচীন বলিয়া স্থির করিলেও রাজমালা প্রভৃতি অপরাপর প্রাচীন ইতিবৃত্ত গ্রন্থে প্রাচীন কাছাড় রাজগণের সংযোগের পাওয়া যায়। রাজমালা প্রায় সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত হয়। এই গ্রন্থে লিখিত আছে "ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র দৌহিত্রস্বত্বে হেড়ম্বরাজের সিংহাসন অধিকার করেন। ত্রিলোচনের দ্বিতীয়পুত্র দক্ষিণ ত্রৈপুররাজ্যের উত্তরাধিকারী হন।"

কাছাড়ের ঐতিহাসিকেরা বলেন, এখন যেখানে নাগা জাতির বাস সেই নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত পার্ব্বত্যপ্রদেশ সমূহে পূর্ব্বে কাছাড় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। আসামের দিমাপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এখনও দিমাপুরে প্রাচীন কাছাড়রাজগণের রাজপ্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ ও বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখনও সেই কাছাড়ীদিগের বংশধরেরা কুকী ও নাগাদিগের সহিত উত্তর কাছাড়ে বাস করিতেছেন, তৎপরে কাছাড়ী রাজগণ দক্ষিণাভিমুখে বরেল পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী মাইবোং নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানকার জঙ্গল মধ্যে প্রাচীন দেবালয় ও সুস্বাদু ফলের উপবন এখনও পড়িয়া রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, এখানে কাছাড়ী রাজারা অতি অল্পকাল বাস করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকগণের মতে, পূর্ব্বকালে কাছাড়ী রাজগণ

বিভিন্ন-মতাবলম্বী পার্ব্বতীয় জাতি মধ্যে পরিগণিত হইতেন। তাঁহারা মাইবোং নামক স্থানে আসিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে কাছাড়রাজ ত্রিপুরারাজকন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। তিনি বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ত্রিপুরারাজের নিকট হইতে বরাক উপত্যকা প্রাপ্ত হন। অনেকে অনুমান করেন যে, সেই সময় হইতে কাছাড়-রাজগণ হিন্দুর পরিচায়ক বর্ম্মোপাধি ব্যবহার করিতেন। ব্রহ্মবাসীগণের উপদ্রবে কাছাড়-রাজগণ মাইবোং ছাড়িয়া কাশপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন*। এই সময়ে বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত গক্ষেরিতর নামক স্থানে আর একটী ক্ষুদ্র রাজধানী ছিল, শেষোক্ত রাজধানী একণে বিধ্বস্ত হইয়া এখন তৎপরিবর্ত্তে চা বাগান শোভা পাইতেছে।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র কাছাড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময়ে মণিপুররাজ মধুচন্দ্র ভ্রাতৃকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাছাড়রাজ তাঁহাকে ৫০০ শত সৈন্য সাহায্যার্থ প্রদান করিলে, মধুচন্দ্র মণিপুরে পুনরায় যুদ্ধ যাত্রা করেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর মধুচন্দ্র নিহত হইলেন, তাঁহার বড় সহোদর চৌরজিৎ পূর্ব্ব হইতে মণিপুরে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, তিনি স্বীয় সহোদর মারজিতের সহিত এরূপ বন্দোবস্ত করেন যে, তিনি দুই বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া মারজিতের হস্তে শাসনভার-প্রদান পূর্ব্বক চিরদিনের মত তীর্থবাসী হইবেন। তিন বৎসর গত হইল, মারজিৎ চৌরজিতের নিকট মণিপুরের শাসন চাহিলেন। শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রাণবধের চক্রান্ত হইতেছে। তখন কালবিলম্ব না করিয়া গোপনে তিনি একমাত্র অশ্বারোহণে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত কাছাড় যাত্রা করিলেন। এখানে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের ভ্রাতা কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের আশ্রয় পাইলেন। কিন্তু মারজিতের মনোহর অশ্ব দর্শনে কাছাড়রাজের লোভ হইল। এই লোভই কাছাড়রাজ-বংশের সর্ব্বনাশের কারণ। কাছাড়রাজ ইচ্ছানুরূপ মূল্য লইয়া অশ্ববিক্রয়ের জন্য মারজিৎকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মণিপুররাজকুমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অশ্বটি কিছুতেই দিতে চাহিলেন না, গোবিন্দচন্দ্র সেই অশ্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

মারজিৎ আশ্রয়দাতা কর্ত্তৃক মর্ম্মপীড়িত হওয়া বা[illegible]ন ভ্রমণ করিতে করিতে আবার রাজধানীতে উপনীত হইলেন এবং ব্রহ্মরাজের নিকট যথেষ্ট সমাদর পাইলেন, ব্রহ্মরাজ তাঁহাকে মণিপুররাজ্য উদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অল্পদিন মধ্যেই মারজিৎ ব্রহ্মরাজের সাহায্যে মণিপুর উদ্ধার করিলেন। তিনি পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশ্বাপহারী এখনও পার্শ্ববর্ত্তী রাজাসনে বিরাজ করিতেছেন। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কাছাড়আক্রমণ করিতে চলিলেন। রাজধানী কাশপুর অগ্নীভূত হইল। আবার যুদ্ধের ঘোরধ্বনিতে গগন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কাছাড় নরশোণিতে প্লাবিত হইল। গোবিন্দচন্দ্র আত্মরক্ষার্থ শ্রীহট্টে পলায়ন করিলেন। কাছাড় ধ্বংস করিয়া মারজিৎ "যেরাঙাবা" অর্থাৎ কাছাড়-বিজয়ী উপাধি গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে ব্রহ্মরাজ মারজিৎকে আপনগরে যাইবার জন্য আহ্বান করেন, কিন্তু মারজিৎ বলিয়া পাঠান যে যদি ব্রহ্মরাজ উভয়রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী কোন এক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন, তবে মণিপুররাজ সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন। ব্রহ্মরাজ মারজিতের পত্রে আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া সসৈন্যে মণিপুর আক্রমণ করিলেন। মারজিৎ কাছাড়ে আসিয়া পলায়িত সহোদর চৌরজিৎ ও গম্ভীরসিংহকে আহ্বান করিলেন। তিনি উভয় ভ্রাতাকে বিজিত কাছাড়রাজ্যের এক একটী অংশ দান করিলেন। তাঁহারাও পরস্পর বিপদে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

গোবিন্দচন্দ্র রাজ্য হারাইয়া ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু সে সময়ে কোম্পানী বাহাদুর অতিপরাক্রম মহারাষ্ট্র ও পিণ্ডারীগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। গোবিন্দচন্দ্র তখন নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন। পররাজ্যলোলুপ ব্রহ্মাধিপ কাছাড়াভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মারজিৎ, চৌরজিৎ ও গম্ভীরসিংহ তিনজনে মিলিয়া প্রাণপণে ব্রহ্মসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেন। ব্রহ্মরাজের জয় হইল এবং কাছাড়রাজ্য ব্রহ্মরাজের হস্তগত হইল। তখন হতভাগ্য গোবিন্দচন্দ্র পুনরায় কোম্পানিবাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র ইংরাজসৈন্য-সাহায্যে পুনরায় কাছাড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইংরাজসৈন্য কাছাড় পরিত্যাগ করিয়া আসিবার অল্পদিন পরেই কাছাড়ীসেনার অধিনায়ক তুলারাম

* এড্‌গার, কাপ্তেন ফিসর ও হণ্টার প্রভৃতি সাহেবের মতে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশপুর রাজধানী স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহারও অনেক পূর্ব্বে যে এখানে হেড়ম্বরাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ১৬৫০ শকে রচিত দেশাবলী গ্রন্থপাঠে জানা যায়।

সেনাপতি [illegible] হইয়া উত্তরকাছাড় অধিকার করেন। তৎপরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা গোবিন্দচন্দ্র গুপ্তভাবে নিহত হইলেন। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায় তাঁহার অধিকৃত রাজ্য ইংরাজ অধিকারভুক্ত হইল। তখনও তুলারাম উত্তর কাছাড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, ১৮৫৪ খৃঃ তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে ইংরাজ কোম্পানী তাঁহার অংশও অধিকার করিলেন।

পূর্ব্বে কাছাড়ের বনজঙ্গলে স্বভাবতঃই চা-গাছ জন্মাইত। ১৮৫৫ খৃঃ চা-করেরা প্রথম তাহার সন্ধান পায়। সেই অবধি কাছাড়ের নানাস্থানে চা বাগান প্রস্তুত হইয়াছে। এই চা বাগান লইয়া দুই একবার ইংরাজরাজকে নাগাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, নাগাপাহাড়ের অধিবাসী নাগারা কাছাড়ের উত্তরাংশে চা-বাগানে নামিয়া আসিয়া বিলক্ষণ উপদ্রব করে, এই উপদ্রবে একজন চা-কর সাহেব ও ১২ জন কর্ম্মচারী নাগাদের হস্তে নিহত হন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট [illegible] নাগাদিগকে শাসন করিবার জন্য ১৮৮০-৮১ খৃঃ মধ্যে নাগপাহাড়ে ইংরাজ-সৈন্য প্রেরণ করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ে একজন ধর্ম্মপ্রচারক দেখা দেন। তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার দৈব ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা বলে, তিনি কাছাড়রাজ্য উদ্ধার করিবেন এবং কাছাড়ীরা আবার সকলেই স্বাধীন হইবে। দলে দলে অসভ্য কাছাড়ীরা আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। তাহারা প্রথমতঃ [illegible] থানা তৎপরে বাঙ্গালা সময়ে ডিপুটী কমিশনর ও তথাকার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে আক্রমণ করিল। এই সময় একটু সামান্য যুদ্ধ বাধে। ডিপুটী কমিশনর বিলক্ষণরূপ অসির আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। আক্রমণকারীদের মধ্যে ৬ জন নিহত হয় এবং অবশিষ্ট সকলে বনমধ্যে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করে।

কাছাড়ে বর্ষাকালে আউস, শালি ও আমনধানের চাষ হয়। এতদ্ভিন্ন সরিষা, তিসী, কলাই, ইক্ষু, লঙ্কা ও নানা প্রকার শাকসব্জিরও চাষ হইয়া থাকে। এখানে মণিপুরী খেস ও কুকী-রমণীদের প্রস্তুত একপ্রকার অতি উৎকৃষ্ট মশারি পাওয়া যায়।

শিলচর, সিদ্ধেশ্বর ও হৈলাকান্দি নামক স্থানে প্রতিবর্ষে কুলির হাট হয়। চা করেরা চা বাগানের জন্য সেই সকল কুলী লইয়া যায়।

কাছাড়ের লোকসংখ্যা ৩১৩৮৫৮, তন্মধ্যে সহরে, গ্রামে ও মহালে ২৮১৪২৫ এবং পর্ব্বতের উপর ২৪৪৩৩ জন লোকের বাস। তন্মধ্যে কাছাড়ী, কুকী, লুসাই, নাগা ও মিকির জাতির সংখ্যাই অধিক। [কাছাড়ী কুকী প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কাছাড়ী (কাছারী)। কাছাড়ের পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ। কাছাড়ের প্রধান প্রধান লোকের মতে কাছাড়ী নাগা, আবর প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতি মেচ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

কাছাড়ীজাতি সাহসী, বলিষ্ঠ এবং শ্রমশালী। তাহাদের মুখের আকার মোগলজাতির মত, চিবুক কোণযুক্ত এবং মোচ দাড়ি অল্প লোমযুক্ত। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি শাখা আছে যথা সরণীয়া, মদাহী ও মদাহী বুড়িয়া। সরণীয়ারা কাছাড়ের ও আসামের উত্তরাংশে বাস করে, তাহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। মদাহীরা পর্ব্বতে বাস করে, তাহাদের মধ্যে সকলেই আপনাদের পুরুষ রীতিনীতি অনুসারে চলে। মদাহী বুড়িয়ারা কোটালে বাস করে, তাহারা অধিকাংশই [illegible] মতাবলম্বী।

কাছাড়ীরা রাক্ষসপ্রথায় বিবাহ করে। তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতার নাম 'বথো', তাঁহার পত্নীর নাম 'হৈমাব'। তাহারা পরমেশ্বর ভাবিয়া আকন্দগাছের পূজা করে। দেওধা ইহাদের পুরোহিত এবং চিকিৎসক। তাহাদের প্রধান পুরোহিতের নাম দেওশী।

সমগ্র কাছাড়ীর সংখ্যা প্রায় ৩০০০০০০০। আসামে একজাতি কাছাড়ীদের সঙ্গে বাস করে, তাহাদিগকে লোকাই কাছারী বলে।

কাছাঢিলা (দেশজ) অসাবধান।

কাছাধরা (দেশজ) ১ অনুগত। ২ তোষামোদকারী। ৩ [illegible]।

কাছাব (দেশজ) জেলাবিশেষ। [কাছাড় দেখ]

কাছারী (পারস্য) ১ বিচারস্থল। ২ কার্য্যালয়। ৩ জমীদারগণের কর্ম্মচারীগণ যেখানে বসিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করে।

কাছি, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকশ্রেণীভুক্ত জাতিবিশেষ। ইহারা বাজারে ফলমূলাদি বিক্রয় ও বাগানে মালীর কাজ করিয়া থাকে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যে সকল কাছি জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ ৭টি শ্রেণীবিভাগ আছে, —কনৌজিয়া, হরদিয়া, সিংরৌর 'বর', কোনপুরীয়া, মাকরীয়া বা মগাহিয়া, জেরেঠা ও অজ্রবা। এই ৭ শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান বা পানাহারাদি চলে না। কনৌজিয়া শ্রেণীই এই ৭ শ্রেণীর

মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ ও কচ্ছুয়ারা সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নপদবীর গণ্য; কিন্তু কচ্ছুয়ারা বলে যে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ এবং কনৌজিয়ারা সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন পদবী ও গণ্য। এই কনৌজিয়া-শ্রেণী কনোজ হইতে কাশী পর্য্যন্ত, মগহিয়া-শ্রেণী পূর্ব্ব-অযোধ্যায়, দিনোয়ারিয়া শ্রেণী অযোধ্যার দক্ষিণপশ্চিমাংশে, জৌনপুরীয়া-শ্রেণী অযোধ্যার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে, জৌনপুরীয়া-শ্রেণী বস্তী জেলায়, মাগধীয়া ও জেঠোত শ্রেণীদ্বয় বিহারে এবং কচ্ছুয়া-শ্রেণী ব্রজ ও মথুরাদি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ৭ শ্রেণী ব্যতীত কাছিদিগের মধ্যে আরও তিনটি শ্রেণী অল্পসংখ্যক দেখা যায়—চাকলা, মঘেসন ও মচন। বিহারে ইহারাই অধিকাংশ আফিমের চাষ করে।

মির্জ্জাপুরের কাছিদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ৭টি বা ১০টি শ্রেণী নাই। ইহারা কচ্ছুয়া, মগোরিয়া, হরিয়া ও অযুধ্যার এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত।

ঐ স্থানে যে সকল কাছি আছে, তাহারা বলে যে, [illegible] (কচ্ছবংশ) [illegible] হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পূর্ব্বপুরুষেরা [illegible] হইতে এক কালে আসিয়াছিল।

কাছি জাতির শ্রেণী বিভাগের নামগুলি অনুধাবন করিলে বোধ হয় ইহারা আপনাদের বাসস্থান অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, কনৌজিয়া—কনোজ বা কান্যকুব্জ, দক্ষিণা—দক্ষিণাপথ, দিনোয়ারিয়া—দিনোয়ার (শাহাবাদ হইতে ২৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত বাল্মীকি-প্রোক্ত নিষাদরাজের "শৃঙ্গবের পুরী"), জৌনপুরীয়া—জৌনপুর; মাগধী বা মগহিয়া—মগধ, কচ্ছুয়া—কচ্ছদেশ, মঘেসন—মঘেসনা (রামায়ণোক্ত "সাঙ্কাশ্য"—কালীনদীর তীরে মৈনপুরী ও ফরক্কাবাদের মধ্যে অবস্থিত ইহার ধ্বংসাবশেষ আছে)।

মির্জ্জাপুরে ইহারা কোয়েরি মুরাও বা কোরাই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহারা কৃষিকর্ম্মে অতি পটু এবং অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে উৎকৃষ্ট শস্যাদি ফল উৎপাদন করিতে পারে।

আগ্রা অঞ্চলে কচ্ছুবহ কাছির সংখ্যাই অধিক। কচ্ছুবহ রাজপুত ঠাকুরদলের ঔরসে ক্রীতদাসীর গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি। বাঙ্গালাতেও এই জাতি যথেষ্ট আছে। ইহারা কুণবী জাতির সমান পদবীতে গণ্য। বোম্বাই প্রদেশে ইহারা ফলফুল ও তরকারী বিক্রয় করে বটে, কিন্তু সাধারণ লোকের জন্য ইহারা বিক্রয় করে না; দেবসেবার জন্য ইহারা মাথায় করিয়া মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। বাঙ্গালাতেও ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র ২টী শ্রেণীতে ভেদ আছে—কাছি ফুলমালী ও কাছি মহাবলী।

রাজপুতানার চেলপুর প্রদেশেই কাছিজাতি যথেষ্ট আছে।

কাছিম (দেশজ) জলজন্তুবিশেষ। [কচ্ছপ দেখ।]

কাছা (দেশজ) মোটা দড়ি, যাহাদ্বারা নৌকাদি দৃঢ়রূপে তীরে বাঁধিয়া রাখা হয়।

কাছে (দেশজ) নিকটে।

কাছ্লা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বুদাউন জেলার বুদাউন তহ-সীলের অন্তর্গত নগরবিশেষ। গঙ্গার পশ্চিমতীরে বুদাউন নগরের ৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বুদাউনের [illegible] বেরেলী ও হাতরাসের মধ্যবর্ত্তী রাজপথ গঙ্গাতীরে আসিয়া মিশিয়াছে। গ্রীষ্মকালে গঙ্গায় সেতু বাঁধিয়া ঐ পথের কার্য্য চলিয়া থাকে। বেরেলী হইতে পণ্যাদি এই পথে বুদাউনে আমদানী হয়, তৎপরে কাছ্লায় নৌকা বোঝাই হইয়া কাণপুর ও ফরেকাবাদে রপ্তানি হয়। এখানে থানা, ডাকঘর, আফিমের গুদাম, সরাই, হাট ও তাবু ফেলিবার মাঠ আছে। সপ্তাহে দুইবার হাট হয়।

কাঁদ (দেশজ, প্রাকৃত কন্ধ শব্দের অপভ্রংশ) কাঁধ, কর্ণ

কাজর (হিন্দী) কজ্জল, অঞ্জন।

"কাজরে রঞ্জিত ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমলবর॥" বিদ্যাপতি।

কাজর, মুসলমানজাতিবিশেষ। পারস্যের বর্ত্তমান রাজবংশ এই জাতীয়। যে সময় সফি বংশীয় প্রধান সম্রাট শাহ ইস্মাইল শিয়া মত পারস্যের রাজকীয় মতরূপে প্রচার করেন, তখন যে ৭টি তুর্কজাতি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিল, ইহারা তাহাদের একতম। একসময়ে প্রাচীন 'হর্কানিয়া (বর্ত্তমান মাজন্দরান্) রাজ্যে এই কাজরজাতি মহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের (হিজরী ৯০৬) পূর্ব্বে এই জাতির কথা শুনা যায় না। ঐ সময়ের একখানি তুর্কী লিখিত গ্রন্থে "পিয়রেরা কাজর" নামক এক ব্যক্তির নাম আছে, তৎপূর্ব্বের কোন সাহিত্যেও "কাজর" জাতির উল্লেখ নাই। অস্তরাবাদ ও মাজন্দরান প্রদেশে ইহারা অধিক সংখ্যায় বাস করে। রাজপুতের ন্যায় ইহারা কেবল যুদ্ধব্যবসায়ী।

এই বংশোদ্ভূত আগা মহম্মদ খাঁ ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম সম্রাট হন ও অস্তরাবাদের নিকট বাস করেন। (তিনি একজন সামান্য সৈনিকের পুত্র এবং এক সময়ে নাদিরশাহের সভা হইতে বিতাড়িত হন।) নাদিরের এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে বাল্যকালে পাইয়া খোজা করিয়া দেন। তিনি শৌর্য্য ও পরাক্রমশা

ছিলেন, ইঁহার পর কেহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফতে আলী (১৭৯৯ খৃঃ) সম্রাট্ হন। ইঁহার সময়েই রুষ পারস্যের যুদ্ধ ঘটে। কর্ণেল মাক্ গ্রেগরের মতে—তিমুর বাদশাহ ৮০৩ হিজরায় সিরিয়া হইতে কাজর দলকে এদেশে আনয়ন করেন। ইহাদের মধ্যে য়োকারিবাস ও আশোগাবাস নামে দুটি শ্রেণী ও প্রত্যেক শ্রেণীর ৬টী করিয়া বংশভেদ আছে। কিরাফোগলু নামক কাজর জাতীয় একটি বংশ রুষ আর্মেনিয়ার পার্ব্বত্যপ্রদেশে উঠিয়া গিয়া বাস করিতেছে। আজবালু বংশীয়েরা ১ম তমাস্প সাহের সময় বাঙ্গ প্রদেশে উঠিয়া যায়, কিন্তু নাদির সাহের অধীনে উজ্‌বাক্ বন্দীরা তাহাদিগকে দূরীভূত এবং অবশিষ্ট অনেককে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

কাজল (স্ত্রী) কু ঈষৎ জলম, কোঃ কাদেশঃ। ১ অল্পজল। ২ (দেশজ) কজ্জল, অঞ্জন।

কাজলগোয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Facca integrifolia)

কাজললতা (দেশজ) কাজল প্রস্তুত করিবার জন্য লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। বাঙ্গালী কন্যাদিগকে বিবাহকালে কাজললতা হস্তে রাখিতে হয়।

কাজলবর্ণ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Alpinia Bangluum, *Buch.*)

কাজলবাস (তুর্কী কাজল্ অর্থ লাল+বাস=মাথা। যাহারা মাথায় লাল টুপী ব্যবহার করে।) শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান-জাতিবিশেষ। পারস্যের তাব্রেজ, সিরাজ মেশেদ্ ও কেরমান্ নগর এই জাতির জন্মস্থান। তথায় ইহারা অশ্বপালন মেষপালন ও কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কাজলবাসেরা বিলক্ষণ সাহসী, চতুর ও যুদ্ধপ্রিয়। ইহারা পারস্যের নাদিরসাহের সৈন্যশ্রেণী মধ্যে নিযুক্ত হয়াছিল। নাদিরসাহের খুন হইলে কাজলবাসেরা আহ্মদ সাহের সহিত মিলিত হইয়া কাবুল অধিকার করে। এই সময়ে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১২০০০০। আহ্মদশাহের মৃত্যুর পর ইহারা কাবুলের নিকটবর্ত্তী চান্দোলগ্রামে বাস করিতে থাকে। ইহারা সুন্নিসম্প্রদায়ভুক্ত দুরাণি সর্দারগণের ঘোর শত্রু, আফগান্ সর্দারেরা ইহাদিগকে ভয় করিয়া চলেন।

এক্ষণে কাজলবাস-সৈন্য যাহা হয়, আফগান সর্দারগণের এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিতেছে।

কাজলা (দেশজ) কৃষ্ণবর্ণ, কাজল সম বর্ণ।

কাজলালটোরা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Lanius excubitor)

কাজলি (দেশজ) ১ কাজল সম বর্ণ। ২ মৎস্যবিশেষ। (Malapterurus Koila, *Buch.*)

কাজাক্ (কজাক) মধ্য এসিয়ার বনবাসী মুসলমান জাতিবিশেষ। যুরোপে ইহারা কোসাক নামে পরিচিত। ইহারা মধ্য এসিয়ার উত্তরবিভাগস্থ মরুপ্রদেশের অন্তর্গত তৃণাচ্ছাদিত ভূভাগে প্রধানতঃ বাস করে। কিরিজাদির ন্যায় ইহাদের মধ্যে নানাবিধ শ্রেণী, শাখা ও বংশবিভাগ আছে। যুরোপে ইহারা বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুদ্রদল এই তিনভাগে বিভক্ত। এরূপ বিভাগ কিন্তু এখন এ সময় নাই। ভ্রমণপ্রিয়তা ও যুদ্ধপ্রিয়তার জন্য অতি দূরবাসী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা একত্র হয়। এম্বানদীর তীরে, আরাল হ্রদের তীরে এবং বল্খাশ ও আলাকোল হ্রদের তীরে ইহারা অধিক সংখ্যায় দেখা যায় কিন্তু বহুদূরবর্ত্তী হইলেও সর্ব্বদা সকল প্রদেশে ভ্রমণ করায় জন্য ইহাদের ভাষাতে বিশেষ পার্থক্য নাই।

ট্রান্সক্সিয়ানা প্রদেশে ইহারা হোসেন বা মির্জা সুলতান্ নামক একব্যক্তির অধীনে স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রথম অভ্যুত্থান করে। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে (৯৪১ হিজরা) জক্সার্টিসনদীর তীরে ইহারা বড়ই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। সুলতান কোরেশ মস্কাউনগরে রুষসম্রাট্ ফেডোরের নিকট অনেকবার দূত পাঠাইয়াছিলেন।

এই দেশে প্রায় জাতীয়রা "যদ তলাব" (দৈবশক্তিসম্পন্ন পাত্রবিশেষ) নামক এক প্রকার প্রস্তরখণ্ডের এক অলৌকিক শক্তি, যুদ্ধ ও বহুস্থানের শান্তি, এবং দুর্ভিক্ষের উপর ক্ষমতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করে।

ইহারাই ১৬শ শতাব্দে তাতার সেনাদিগের মধ্যে সম্মুখভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিত। রুষিয়া এই সময় ইহাদের বিরুদ্ধ ছিল। ইহারা সেই স্থানে সেই সময় প্রায় সমস্ত তাতারজাতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে, এমন কি অস্ত্রাখান পর্য্যন্ত অধিকার করে। শেষে প্রচণ্ডবীর ইভান (Ivan the terrible) ইহাদিগকে রুষীয়ার বহির্দ্দেশে দূরীভূত করিয়া দেন। ইহারা পরাস্ত হইয়া সমরকন্দ, বোখারা ও খিবা প্রদেশে পলাইয়া যায়। এস্থানেও ইহারা উদ্ধমনীয় হইয়া উঠে, পরে অষ্টাদশ শতাব্দে এখানেও রুষ-আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায় ইহারা কতকটা শান্ত হইয়া রুষসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কাজান প্রদেশে এই জাতীয় লক্ষাধিক লোক বাস করে।

ইহাদের ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন সর্দার, ভিন্ন কবরভূমি ও তাঁবু ফেলিবার স্থান আছে। ইহাদের মধ্যে অনেক ধনী বণিক আছেন। অনেক সর্ব্বদাই বিবাদে রত থাকেন। কোন আইন ইহারা গ্রাহ্য করে না। ভাষায় ও আচার ব্যবহারে তুরুকজাতি হইতে বিশেষ পৃথক্ নহে। ইহাদের স্ত্রীলোকের ও শিশুর গাত্রবর্ণ য়ুরোপীয়গণের ন্যায়, কেবল

হয়ে। ও। ন অপকাকৃত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। ইহারা মস্তক দীর্ঘ পাগড়ী জোগাকার, চক্ষু বাদামের ন্যায় ও [illegible]। দাড়ি উচ্চ, চেপ্টা নাক, প্রশস্ত ললাট, ওষ্ঠ বৃহৎ ও গোঁফ [illegible] ইহাদের মধ্যে কাবুলবাসিগণের ধাঁচাই সুন্দর। ইহারা গ্রীষ্মকালে কুল্লা নামক পাগড়ী ও শীতকালে কুমক নামক টুপি পরে। ইহারা সাধুসন্ত পাক, ফকির, [illegible], ভূতাদি আহ্বান প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে ও সেই সেই শাস্ত্রের বহুল আলোচনা করে।

১৮ ২ হইতে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে, ইহাদের মধ্য হইতে কতক গুলি চতুর লোক লইয়া রণজিৎ ৮০টি সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়াছেন।

ইহাদের কোন কোন বেশ দেখিতে সুপুরুষ, আফগানের ন্যায় নহে। বিবাহিত স্ত্রীলোকের মস্তকে একটি রক্তিম কারুকার্যময় রেশমী টুপি পরে ও তাহার গায়ে একখানি [illegible] থাকে।

কাজিয়া (আরবী) কলহ, বিবাদ।

কাজী (আরবী) মুসলমান সমাজের বিচারপতি। যেখানে মুসলমানের রাজত্ব, সেখানেই কাজী সমাজনীতি ধর্ম নীতি, কোরাণশাস্ত্র ও সাংসারিক বিধি অনুসারে বিচার করেন। যখন ভারতবর্ষ মুসলমানরাজের অধীন ছিল তৎকালে এই কাজীরা বিচারকপদে অভিষিক্ত ছিলেন। এই বঙ্গদেশেই অনেক কাজী বিচার করিতেন; শুনা যায়, তাঁহাদের মধ্যে পক্ষপাত ও স্বেচ্ছাচারিতা কিছু প্রবল ছিল, সেই জন্য বোধ হয় এখনও অনেকে কোন অন্যায় বিচার হইলে 'কাজীর বিচার হইল' বলিয়া উপহাস করেন। এখন ইংরাজাধিকৃত ভারত-সাম্রাজ্যের মধ্যে কাজীরা মুসলমানদিগের বিবাহকালে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহবন্ধন দৃঢ় করিয়া থাকেন। কিন্তু তুরস্ক, আরব ও পারস্যে ইহারা এখনও বিচারকের কার্য করিয়া থাকেন, তবে দেশভেদে ইহাদের মর্য্যাদার কিছু তারতম্য আছে। তুরস্কদেশে ইহাদের হস্তে বিচারের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিলেও, সেখানে কাজীরা মুফতির অধীন। তুরস্কাধিপ হারুণ আল্ রসীদের সময় হইতে কাজীর হস্তে বিচারভার অর্পিত হয়, সর্বপ্রথম কাজীর নাম আবু য়ুসফ্। সকল দেশ অপেক্ষা আরবরাজ্যে কাজীদিগের ক্ষমতা অধিক, যদি প্রজারা কোন কারণে দেশের অধিপতির নামে অভিযোগ করেন, তাহা হইলে প্রবল-পরাক্রান্ত অধিপতি উহাদেরও কাজীর সমক্ষে উপস্থিত হইতে হয়। পারস্যদেশে প্রত্যেক নগরেই কাজী আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকই শেখ উল্ ইস্লামের অধীন। সর্বপ্রধান কাজীর নাম কাজীউল কাদং।

কাজী আহ্মদবিন্ মুহম্মদ অল্‌গফারি অল্‌কাজ্‌বিনি। একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ইনি নুসখ্ জহান্ আরা নামক একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন, সেই গ্রন্থে মুসলমান রাজ্যের স্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া ৯৭০ হিজরী পর্য্যন্ত সেই ঘটনাবলী লিখিত হইয়াছে। কাজী আহ্মদ পরজন্মে পারস্য হইতে মক্কা দর্শনে গমন করেন, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সিন্ধুদেশে দেবাল নামক গ্রামে ইহার মৃত্যু হয় (১৫৬৭ খৃঃ)

কাজীমআলাখাঁ, একজন মুসলমান চিকিৎসক ও ওমরাও। ইনি আগ্রানগরে যমুনাতীরে (১৫৫১ খৃঃ) এক সুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই উদ্যানের আর পূর্ব শোভা নাই, অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা অদ্যাপি "হকীম-কা বাগ" নামে প্রসিদ্ধ।

কাজয়াৎ (পারস্য) কাজীর কার্য, বিচার।

কাঙ্কলা (দেশজ) কোন জলাশয়স্থানে একটি দ্রব্য রাখিয়া তাহা ঠেলিয়া উপরদিকে না তুলিয়া, যদি ঐ দ্রব্যটির নিম্নদেশ হইতে জলটি ক চালনা করা যায়, তাহা হইলেও দ্রব্যটি উপর দিকে উঠিয়া থাকে এই প্রক্রিয়ার নাম কাঙ্কলা।

কাঞ্চন (ক্লী) কাঞ্চতে দীপ্যতে, কচি দ্যুট। ১ স্বর্ণ। ২ পদ্মকেশর। ৩ ধন। ৪ (ক্লী পুং) নাগকেশর ফুল। ৫ দীপ্তি। ৬ বন্ধন। ৭ (ত্রি) স্বর্ণনির্ম্মিত। (পুং) ৮ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, এই পুষ্প শ্বেত ও রক্তভেদে দুই প্রকার। রক্ত পুষ্পের সংস্কৃত পর্য্যায়—রক্তপুষ্প, কোবিদার, যুগ্মপত্র ও কুণ্ডল। শ্বেত পুষ্পের পর্য্যায়—কাঞ্চনাল, কন্দার ও পাকারি। [কাঞ্চনফুল শব্দ প্রভৃতি দেখ।] ৯ চম্পক। ১০ উদুম্বর। ১১ ধুস্তূর। ১২ পুরূরবার বংশীয় ভীমের পুত্রবিশেষ। ("ভীমস্তু বিজয়স্যাথ কাঞ্চনো হোত্রকস্ততঃ।" ভাগ ৯।১৫।৩) ১৩ পক্ষ বৃক্ষ। ১৪ নারায়ণের পুত্রবিশেষ। ১৫ ধনঞ্জয় বিজয় নামক গ্রন্থ প্রণেতা।

কাঞ্চনক (ক্লী) কাঞ্চন সংজ্ঞায়াং কন্। ১ হরিতাল। ২ ধান্য-বিশেষ (সুশ্রুত সূত্র ৪৬ অঃ।) ৩ (পুং) কাঞ্চনফুলের গাছ।

কাঞ্চনকদলী (স্ত্রী) কাঞ্চনবর্ণা কদলী, মধ্যলো°। চাঁপা কলা।

কাঞ্চনকন্দর (পুং) কাঞ্চনস্য কন্দরঃ, ৬তৎ। স্বর্ণের খনি।

কাঞ্চনকারিণী (স্ত্রী) কঞ্চনং বহুমূল্যাম বচনং করোতি, কাঞ্চন কৃ ণিনি ঙীপ্। শতমূলী। [শতাবরী দেখ।]

কাঞ্চনক্ষীরী (স্ত্রী) কাঞ্চনমিব ক্ষীরমস্যাঃ, বহুব্রী। স্বর্ণক্ষীরী।

কাঞ্চনগিরি (পুং) কাঞ্চনময়ো গিরিঃ, মধ্যলো°। ১ সুমেরু পর্ব্বত। ২ দান করিবার উদ্দেশ্যে স্বর্ণনির্ম্মিত কৃত্রিম পর্ব্বত।

কাঞ্চনচৈত্রিক (ক্লী) কাঞ্চন নির্মিত আয়ুধ, কাঞ্চন নির্মিত চক্র। স্বর্ণ পর্বতকাছ নির্মিত।

কাঞ্চনচক্র (ক্লী) বৌদ্ধশাস্ত্রমতে পৃথিবীর অধোভাগ। (দিব্যাবদান ২১৮।৮)

কাঞ্চনচন্দ্র (পুং) ক কনক চন্দ্র ইব কান্তিঃ, ৬তৎ। স্বর্ণের রাশি।

কাঞ্চনজঙ্ঘা। পূর্ব হিমালয়ের এক অত্যুচ্চ পর্বতশৃঙ্গ সিকিম ও নেপালের সীমান্তে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪২ ৫', দ্রাঘি° ৮৮° ১১' ২৬" পূঃ। এবরেষ্ট ছাড়া এতবড় শৃঙ্গ আর জগতে নাই, ২৮১৭৬ ফুট উহার উচ্চতা। এই শৃঙ্গ পোখাগৈতাম হইতে ৬৫ ক্রোশ পূর্বে থাকিয়া উহার শৃঙ্গ যেন নেপালের পূর্ব সীমা রক্ষা করিতেছে। এই শৃঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন তুষারাবৃত থাকে। সূর্যোদয়কালে দূর হইতে ঠিক কাঞ্চনের ন্যায় দেখায়, সেইজন্য বোধ হয়, এই শৃঙ্গ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'কাঞ্চনশৃঙ্গ', 'কাঞ্চনশৃঙ্গ' এবং কোন [illegible] পুস্তকে 'কাঞ্চনাদ্রি' নামে কথিত।

কাঞ্চনপল্লী। বঙ্গদেশের ২৪ পরগণার উত্তর প্রান্তে [illegible] হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটি পল্লী। [illegible] এখানে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের একটি আড্ডা আছে। ইহার বর্তমান নাম এবং প্রাচীন কিংবদন্তী দ্বারা অনেকে অনুমান করেন যে, এক সময় ইহা বঙ্গবিখ্যাত কুমারহট্ট (হালিসহর) গ্রামের একটি সমৃদ্ধ ও বিশিষ্ট পল্লী ছিল*। এই গ্রামের লোকব্যবহৃত নাম কাচড়াপাড়া বা কাচনাপাড়া কিম্বা কাঁচরাপাড়া। পশ্চিমাংশে বর্দ্ধমানজেলা প্রভৃতি স্থানের লোক ইহাকে কাচনাপাড়া† বলিয়া থাকে। উক্ত গ্রামের মধ্যে পুরুষপরম্পরায় একটী জনপ্রবাদ আছে, যে কাঞ্চনপল্লী সংজ্ঞাটি ইহার পৌরাণিক নাম। পূর্বকালে এইস্থানে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও বিচক্ষণ চিকিৎসকের বাস ছিল বলিয়া লোকে ইহাকে আদর করিয়া কাঞ্চনপল্লী বলিতেন, বস্তুতঃ এখানে কাচনা নামে এক প্রকার ধান্য হইত বলিয়া কাচনাপাড়া নাম হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে পূর্বে এখানে অনেক সুবর্ণবণিকের বাস ছিল এবং স্বর্ণ রৌপ্যের ক্রয় বিক্রয় হইত বলিয়া, ইহাকে লোকে কাঞ্চনপল্লী বলিত। এই শেষোক্ত কথার পক্ষে অদ্যাপি একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। কলিকাতার বড়বাজারে অদ্যাপি যে সকল [illegible] বিক্রেতা, [illegible] ক্রিয়ার স্বর্ণ বিক্রেতারা তাহা কাচনাপাড়ার নিকট [illegible] পরিচয় দেয়, কিন্তু বহুকাল হইতে উক্ত গ্রাম কোন প্রকার শিল্প প্রস্তুত হইতে দেখা যায় না। যাহা হউক পূর্বকালে ঐ গ্রামে সুবর্ণাদি মূল্যবান্ ধাতু ক্রয় বিক্রয়ের স্থান থাকা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। [illegible] একটি কবিবর ইহাকে মুসলমান [illegible] পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু পূর্বকালে ইহা যে কুমারহট্টের সঙ্গে একত্র ও সংযুক্ত ছিল, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হইতে পারে না কারণ বাঙ্গালার [illegible] কুমারহট্ট ও কাঞ্চনপল্লী সংস্থাপনের অনেক পর [illegible] তাঁহার [illegible] সঙ্গে [illegible] বাঙ্গালা [illegible] অন্য কুলনা গঙ্গার [illegible] যমুনা [illegible] গঙ্গার [illegible] ক্রোশ [illegible] একটি খাল [illegible] উক্ত খাল এই [illegible] সংস্কৃত কাঞ্চনপল্লী [illegible] কুমারহট্ট সমাজভুক্ত ইহার [illegible] সাহেব কর্তৃক পশ্চিম তীরবর্তী [illegible] তাঁহার মুখ [illegible] ও পুরাণ মাহাত্ম্য [illegible] যে [illegible] সমাজ [illegible] সংশ্লিষ্ট হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার বহুতর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিষয়ের একটি চমৎকার আখ্যান আছে। [illegible] কাঞ্চনপল্লীনিবাসী একজন ভাগ্যবান্ [illegible] পাত্রী [illegible] বিবাহ করিতে [illegible] পরস্পর [illegible] জিজ্ঞাসিলেন যে, "আমার নিবাস ত্রিবেণীর [illegible] ভাগীরথীতীরবর্তী কাঞ্চনপল্লী" জিজ্ঞাসা করিলেন "ত্রিবেণীর পরপারে কাঞ্চনপল্লী? কোন্ ত্রিবেণী? ত্রিবেণীর পূর্বপারে যে দেবপুরনগর।" ভাগ্যবান্ কহিলেন [illegible] সময় আমার বাসস্থান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ পূর্বে।" সাধু বলিলেন, "তবে কি তোমরা গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থানে চর [illegible] উপর বাস কর। আশ্চর্য্য। ইহার মধ্য গঙ্গার চর [illegible] তাহাতে গ্রামের পত্তন হইয়াছে। কালের কি কুটিলা গতি।" যাহা হউক, অদ্যাপি উক্ত দেবপুরগ্রামে সদরঘাটা ও [illegible] বিদ্যমান আছে এবং সেই সেই স্থানে যে এক সময় [illegible] বিশেষ ও বাণিজ্যস্থান ছিল, তাহা সময়ে সময়ে [illegible] মৃত্তিকার নিম্ন হইতে তৈজসাদি বহুবিধ দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়ায় অনেকে স্থির করিয়াছেন। যদিও এই কাঞ্চনপল্লী

* অনেক বিজ্ঞ ও প্রাচীন লোক অনুমান করেন যে, পাড়া শব্দ কোন একখানি বৃহৎ গ্রামের অংশ বা খণ্ড পরিচায়ক, যেমন [illegible]পাড়া এক সময় পরিগ্রামের উত্তরদিকস্থ পল্লী ছিল, কিন্তু খালের দ্বারা [illegible] ব্যবধান হওয়ায় ক্রমে পৃথক্ গ্রামরূপে পরিচিত হইল। সেইরূপ কাঁচড়াপাড়া ও হালিসহর মধ্যে [illegible] সাহেব খাল কাটিয়া দেওয়ায় কাঁচড়াপাড়া স্বতন্ত্রগ্রাম বলিয়া বিখ্যাত হয়।

† পশ্চিমদেশে মহামহোপাধ্যায়কেও 'কাচনাপাড়া' বলে।

[illegible] পুরাণীয় [illegible] উপর [illegible] বলিয়া অনেক পুরাণ ও নিবন্ধের পাওয়া যায় কিন্তু উহা যে [illegible] বিলক্ষণ [illegible] পূর্ব্বকালবর্ত্তী, সে [illegible] পাওয়া যায়। এই কাঞ্চনপল্লী [illegible] মহাপ্রভুর সমকালবর্ত্তী [illegible] শিবানন্দের বাটী। [illegible] পাটবাড়ীতে [illegible] নাম দেখিতে [illegible], কিন্তু [illegible] কাঞ্চনপল্লী নামটীই লিখিত [illegible] উহা [illegible] অধ্যাত হইবার কথা [illegible] যায় [illegible] প্রমাণ [illegible] হয়। [illegible] একটি [illegible] নাম [illegible] এই [illegible] প্রাচীন নাম। এখন যে স্থান কাঁচড়া [illegible] বলে সে পূর্ব্বে ঐ [illegible]। [illegible] কালে উহা [illegible] হইয়া যায় [illegible] ক্রমে [illegible] সরিয়া [illegible] হয়। সেই পাড়ার কাঁচড়া [illegible] গ্রামে যাইয়া গিয়া [illegible] একটি [illegible] শিবানন্দ [illegible] কৃষ্ণরায়বিগ্রহ প্রকাশ করেন। ঐ [illegible] সৌভাগ্যক্রমে [illegible] বাটী [illegible]। [illegible] রাজা [illegible] মহারাজ রাম (কষ্টরায়) [illegible] কৃষ্ণরায়বিগ্রহ দর্শন করিয়া এইরূপ মানসিক করেন যে "যদি আমি [illegible] হই, তাহা হইলে ঠাকুরের একটি [illegible] করিয়া দিব।" [illegible] রায় [illegible] হইয়া [illegible] সময়কালে পুনর্ব্বার কৃষ্ণরায় [illegible] দর্শন করিয়া আইসেন, এবং তাঁহার শ্রীমন্দির [illegible] করিয়া দেন এবং [illegible] কৃষ্ণরায়ের [illegible] একখানি নিষ্কর তালুক প্রদান করেন, অদ্যাপি ঐ কৃষ্ণরায় তালুক উক্ত বিগ্রহেরই সেবার্থে [illegible] অধিকারীদিগেরই [illegible] আছে। তবে [illegible] ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই। লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের [illegible] বন্দোবস্তের সময় বার্ষিক ২৮৬৸৹ কর ধার্য্য হইয়াছে। ঈশানচন্দ্র অধিকারী মুখোপাধ্যায় [illegible] করিয়া দেন, সে দেবালয় ও [illegible] কাঁচড়াপাড়ায় বহুতর প্রাচীন [illegible] কালে গঙ্গা [illegible] হওয়া সেই সেই স্থানে এক্ষণে [illegible] চরের [illegible] হইয়াছে। এই দেবালয় ধ্বংস হইবার পর কলিকাতাবাসী নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কৃষ্ণরায় জীউর দেবমন্দিরাদি প্রস্তুত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রবাদ আছে, এই মহান্ কীর্ত্তির [illegible] নিমাইচরণের পরলোকপ্রাপ্তি হয় এবং তাঁহার [illegible] তাঁহার উত্তরাধিকারীর সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ফলতঃ কৃষ্ণরায় জীউর দেবালয়সদৃশ দেবালয় এ অঞ্চলের আর কোন স্থানে নাই। শকাব্দা ১৭ [illegible] শ্রীমন্দির সম্পন্ন হয়। শ্রীমন্দিরটি দেখিলে বোধ হয়, যেন [illegible] কোন বিশাল [illegible] ভূত করিয়া [illegible] রাখিয়াছে, এরূপ সুঠাম সুশ্রী ও [illegible] মন্দির দৃষ্টিপাতের হওয়া বঙ্গদেশে অতি বিরল। এই অদ্বিতীয় মন্দির যে কেবল [illegible] নিমাইচরণ ও গৌরচরণ এবং কাঞ্চনপল্লী গ্রামেরই কীর্ত্তিস্বরূপ এমন নহে, ঐ সুদুর্লভ দেবকীর্ত্তি আমাদিগের [illegible] বঙ্গদেশের [illegible] উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। আমাদিগের দেশের পুরা[illegible] পণ্ডিতগণ [illegible] প্রকাশ ও আবিষ্কারের জন্য দূরদেশে গমন করিয়া পুরাতন [illegible], মন্দির ও অট্টালিকার শিল্পনৈপুণ্য পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগের [illegible] যে কত শত অসাধারণ কীর্ত্তিকলাপ অব্যক্ত ও অজ্ঞাত [illegible] রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা কিছুমাত্র অবগত নহেন। [illegible] শিবানন্দের পুত্র পুরীগোস্বামী, যিনি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি [illegible] গ্রন্থ রচনা করিয়া কবিকর্ণপুর উপাধি লাভ করেন, কাঞ্চনপল্লী তাঁহার জন্মভূমি ও লীলাধাম। তিনি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের [illegible] ছিলেন। অদ্যাপি কাঞ্চনপল্লী[illegible] নিবাসী [illegible] চরণের [illegible] যায় বৈষ্ণবেরা কবিকর্ণপুরের [illegible] বলিয়া [illegible]

—

* । "[illegible] শ্রীকৃষ্ণদেবোর [illegible]।

[illegible] শ্রীরাধানন্দক॥"

এই শ্লোকটি উক্ত কৃষ্ণরায়বিগ্রহের [illegible] আছে।

† [illegible] কাঁচড়াপাড়ার কৃষ্ণরায়বিগ্রহের বর্ত্তমান অধিকারী [illegible] আদিপুরুষ বলিয়া অধিকারী মহাশয়েরা পরিচয় দেন এবং তিনি [illegible] ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া এক্ষণে [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] আখ্যাত হন।

* [illegible] সুবর্ণাধারের [illegible] ([illegible] কৃষ্ণ [illegible] প্রবাদ আছে [illegible] "[illegible] আছিল [illegible]"

যেমন [illegible] কিন্তু কাঞ্চনপল্লীর আর আর বৈষ্ণবেরা এই কথার প্রতিবাদ করিয়া কহে যে কবিকর্ণপুর স্বয়ং বিরক্ত বৈরাগী ছিলেন। তাঁহার কোন সন্তানসন্ততি থাকার কথা জানা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও কবিকর্ণপুরের দারপরিগ্রহ কি সন্তানগণের কোন কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কবিকর্ণপুর চৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কবিকর্ণপুরের অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কবিকর্ণপুরের প্রকৃত নাম পুরীগোঁসাই, ঐ পুরীগোঁসাই চৈতন্যদেবের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। কবিকর্ণপুর নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কাঞ্চনপল্লীতে তাঁহার আর বিশেষ কোন কীর্ত্তি নাই।

কাঞ্চনপল্লীর রথ অতি প্রসিদ্ধ এবং ঐ রথযাত্রা বড় সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইত; এখন সে পূর্ব্ব সমৃদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে। কৃষ্ণরায় জীউর যে লোহার রথ এখন বর্ত্তমান আছে, উহা কাঞ্চনপল্লীর নিকটবর্ত্তী কাঁচড়িয়া গ্রাম নিবাসী নন্দীবাবুদিগের প্রদত্ত এবং এক্ষণে রথযাত্রায় যাহা ব্যয় হয়, তাহাও উক্ত বাবুদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উক্ত ঠাকুরের যে রথ ছিল, তাহা ঐ কাঁচড়িয়া গ্রামের নীলেশ্বর [illegible] পুত্রের বিবাহের [illegible] আগুনে দগ্ধ হইয়া যাওয়ায়, ঐ [illegible] বৃহৎ একখানি রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া সমারোহপূর্ব্বক তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি সেই রথই চলিতেছিল। সম্প্রতি ঐ নন্দীদের দত্ত রথও অকস্মাৎ পুড়িয়া যাওয়াতে পুনর্ব্বার ঐ বংশের [illegible] ব্যক্তি একখানি লোহার রথ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে কৃষ্ণরায় জীউর রথোৎসবে প্রতি বৎসরই নরহত্যা হইত, এইজন্য সেবায়েতেরা বহুদিন হইতে আসল বিগ্রহকে রথে না তুলিয়া তাঁহার অনুরূপ একটী ক্ষুদ্র বিগ্রহ রথে তুলিয়া থাকেন। ঐ ক্ষুদ্র বিগ্রহের কলেবর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে উহার সেবায়েত অধিকারী মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ [illegible] কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

কাঞ্চনপল্লিগ্রামকে যদিও এক্ষণে বৈষ্ণবপ্রধান স্থান বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পূর্ব্বকালে উক্ত স্থানে যে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকের বাস ছিল, অদ্যাপি তাহার অনেক নিদর্শন রহিয়াছে।

কাঁচড়াপাড়ার ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে রায় চক্রবর্ত্তীরাই অতি প্রাচীন ও বুনিয়াদি। চক্রবর্ত্তী-মহাশয়েরা কালক্রমে বংশানুক্রমে চৌধুরী উপাধি লাভ করেন; তাঁহাদিগের বংশে অদ্যাপি পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু রায়বংশ একেবারেই ধ্বংসের দশায় পতিত হইয়াছে। ঐ বংশে এখন দুই একজন [illegible] রহিয়াছেন। যে [illegible] নাম সকলে [illegible] ছিল, যাঁহা [illegible] অনেকে অনুমান করেন, তাঁহারও জন্মভূমি এই কাঞ্চনপল্লী।

এখানে সময়ে সময়ে [illegible] উপদ্রব হইয়াছে। তন্মধ্যে [illegible] প্রভাকর সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও অজ্ঞানতিমিরনাশক [illegible] আচার্য্য এবং [illegible] নামক [illegible]; [illegible] ও [illegible] অনুবাদক ও [illegible]

[illegible]

[illegible] পূর্ব্বকালে কোন সময় [illegible] আনন্দরাজের [illegible] চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আগমন করেন। [illegible] তাঁহার [illegible] লোকের সঙ্গে [illegible] রাজা [illegible] রাজার [illegible] আসন্ন মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া গঙ্গাতীরস্থ হইলেন এবং অন্তিম পুরাণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এক দিন সন্ধ্যার [illegible] তাঁহার দুই রাণী, পুরোহিত এবং কুলগুরু সকলেই উপস্থিত, এমন সময় হঠাৎ মেঘ গর্জ্জন করিয়া বিলক্ষণ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল এবং তাম্বুর পার্শ্বদেশের এক স্থানে খানিক জল সঞ্চিত হইল। রোগের জন্য রাজার নিদ্রা নাই, দেখেন যে কিরূপে একটা কালসর্প ঐ তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ একটু বেড়াইয়া সেই সঞ্চিত জল পান করিয়া তাম্বুর বাহিরে চলিয়া গেল। রাজা ভাবিলেন যে, এই সময়। হরি এ অধমের প্রতি অনুকূল হইয়া ঐ সর্পকে প্রেরণ করিয়াছেন, আর তো এ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য হয় না। বোধ হয় আমার এ অসাধ্য

কাঞ্চনপল্লী নিবাসী [illegible] রায়ের বংশোদ্ভব শশীভূষণ রায় তাঁহার মুদ্রিত [illegible] গ্রন্থের প্রারম্ভে আত্মপরিচয়ে উক্ত চক্রবর্ত্তীদিগকে কবিকর্ণপুরের দৌহিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

[illegible] ঔষধ নাই, কহিয়াছ ল্লজ্জায় পড়িয়া আপন [illegible] আমায় কিছু বলিতে পারিতেছেন

[illegible] গত হইল, এ পর্য্যন্ত রোগের কোন [illegible] হইল না। [illegible] রাজা [illegible] আমি এই কালসর্পের বিষদূষিত অলপান [illegible] শেষ করিব। রাজা [illegible] সেই কালসর্পের [illegible] উপস্থিত [illegible] করিবেন [illegible] অমনি [illegible] কারণ [illegible] রাজার [illegible] ভঙ্গ হইল [illegible] কিছুই [illegible] পারিলেন না। [illegible] সকলকে আহ্বান করিতে [illegible] অমাত্য [illegible] অবস্থার কথা [illegible] হইয়া [illegible] করিয়া [illegible], কোন [illegible] ভাগ্যক্রমে [illegible] হইল [illegible] আকাঙ্ক্ষা [illegible] কালকূট [illegible]

[illegible] আপনার [illegible] অনুমতি [illegible] এরূপ [illegible] প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে যে [illegible] আমাদের নিকট সময় বৃষ্টি হইয়া [illegible] জল [illegible] সেই জল ভিন্ন এ রোগের ঔষধ আর কোন [illegible] ইহা শুনিয়া রাজা [illegible] ঐ জলের [illegible] করিলেন এবং সেই জলাধার [illegible] যে, সেটি কোন [illegible] মাথার খুলি। [illegible] রাজা [illegible] ইহতে [illegible] হইল এবং [illegible] হইতে লাগিল। রাজা [illegible] সম্মানস্বরূপ [illegible] বহুমূল্য দান করিয়া [illegible]

[illegible] করিলেন। এই অপূর্ব্ব আখ্যানের কতদূর সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু চতুর্থবর্গ বাহ [illegible] একজন অদ্বিতীয় চিকিৎসক ছিলেন, তাহা অনেকে বিশ্বাস করেন। [illegible] মহারাজা [illegible] কাল [illegible] এবং [illegible] সকল উৎসবে [illegible] বা [illegible] বহুমূল্য বস্ত্র [illegible] বিতরণ হইত।

[illegible] এক সময় [illegible] এক ব্যক্তি [illegible] কিছুদিন [illegible] একবার [illegible] সম্প্রদায়িগণের [illegible] কুঠার [illegible] সকল [illegible] কুঠার [illegible] বীরমূর্ত্তি [illegible], কিন্তু এখন [illegible] হইতেছে।

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] কাঞ্চন- [illegible] [[illegible]]

[illegible] কাঞ্চনপুষ্প [illegible] [[illegible]]

[illegible] পাইবে [illegible] করে।

[illegible] (ত্রি) কাঞ্চন [illegible]

কাঞ্চনপুষ্প ([illegible] (Bauhinia variegata) [illegible]—কোবিদার, [illegible] চমরিক [illegible] কাঞ্চনার [illegible] কাঞ্চন [illegible] সোনা, মহারাষ্ট্রী, 'কাঞ্চন,' উড়িয়া [illegible] 'সোনাড়ু [illegible] সুন্দরী'।

কোবিদার [illegible] জাতীয় বৃক্ষ এবং সংস্কৃত [illegible] এক [illegible] প্রভেদ আছে। [illegible] উভয় [illegible] নাম এক (Bauhinia variegata), [illegible]

Mountain ebony বলে। এই গাছ বেশ বাহারী, তাহার ফুলগুলি সুন্দর ও নানাবর্ণের, বিশেষতঃ বেগুনিয়া ফুলের উপর মাঝে মাঝে রক্তের বিন্দুর মত বড়ই সুন্দর দেখায়। বোম্বাই প্রদেশে উড়িষ্যার জঙ্গলে, আসামে, বাঙ্গালা ও [illegible] প্রদেশে এই সুন্দর গাছ জন্মে। ইহার কাঠ বেশ মজবুত, এক একটি গাছ বড় হইলে ১০ ইঞ্চ চওড়া তক্তা পাওয়া যায়।

[illegible] লোকেরা ইহার ফুলের কুঁড়ি রকম করিয়া খায়।

[illegible] নামক [illegible] উহার গুণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যথা—কাঞ্চনের শীতল [illegible], শ্লেষ্মপিত্তনাশক এবং কৃমি, কুষ্ঠ, গণ্ডমালা-[illegible]। কোবিদার গুণও ঐ প্রকার, বিশেষতঃ ইহার ফুল লঘু [illegible], [illegible] ও কামশোষনাশক।

কাঞ্চনবুড়া (দেশজ) বৃক্ষজাতিবিশেষ। পশ্চিমে স্থানবিশেষে [illegible] করে। (Kaempferia angustifolia) ইহার [illegible]।

কাঞ্চনভূ (স্ত্রী) কাঞ্চনময়ী ভূ, মধ্যলো°। স্বর্ণময় স্থান।

কাঞ্চনময় (ত্রি) কাঞ্চন+ময় বিকারঃ কাঞ্চন ময়ট্। স্বর্ণনির্মিত। [illegible] (॥ ৪।৩।১৪৩।) [illegible]।

কাঞ্চনমালা (স্ত্রী) ১ অশোকরাজপুত্র কুণালের পত্নী। ২ [illegible]। ৩ কাঞ্চনবৃক্ষের শ্রেণী।

কাঞ্চনযুগ্ম (পুং) কাঞ্চনময়ো যুগ্মং, মধ্যপদ°। ১ [illegible]। ২ স্বর্ণের [illegible]।

কাঞ্চনবর্ম্মা (পুং) প্রাচীন রাজবিশেষ। [illegible]

কাঞ্চনষ্ঠীবী (পুং) সৃঞ্জয়রাজের পুত্র (ভারত [illegible] ৩০। ৩১ অঃ)।

কাঞ্চনসন্ধি (পুং) কাঞ্চনবৎ চাকচক্যঃ সন্ধিঃ মধ্যলো°। উভয় বস্তুতে মিলিয়া সন্ধি [illegible] ভাব [illegible] অর্থাৎ সহজে ভঙ্গ হয় না।

কাঞ্চনা (স্ত্রী) মহোদয়ের রাজধানী, ইহার অপর নাম স্বর্ণপুর।

কাঞ্চনাক্ষ (পুং) দানববিশেষ। (হরিবং ২৩০ অঃ।)

কাঞ্চনাক্ষী (স্ত্রী) সরস্বতী নদী।

কাঞ্চনাঙ্গ (ত্রি) কাঞ্চনং স্বর্ণমং অঙ্গং যস্য, বহুব্রী। ১ স্বর্ণের ন্যায় সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট। ২ (ক্লী) কাঞ্চনময় অঙ্গ মধ্যলো°। স্বর্ণনির্মিত অবয়ব।

কাঞ্চনাভিধানসন্ধি (পুং) কাঞ্চনসন্ধি।

কাঞ্চনার (পুং) কাঞ্চনং তদ্বৎ ঋচ্ছতি পুষ্পৈঃ, কাঞ্চন-ঋ অণ্। কাঞ্চ ফুলের গাছ।

কাঞ্চনাল (পুং) কাঞ্চনং কাঞ্চনবর্ণং অলতি, কাঞ্চন-অল অণ্। কাঞ্চন গাছ।

কাঞ্চনারক (পুং) কাঞ্চনার স্বার্থে কন্। কাঞ্চনফুলের গাছ।

কাঞ্চনাহ্বয় (পুং) কং জলং স্বর্ণং আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে [illegible] শব্দ, কাঞ্চন আ-হ্বে-ক। কাঞ্চন ইতি আহ্বয়ো নাম যস্য বা। নাগকেশর গাছ।

কাঞ্চনী (স্ত্রী) [illegible] অমলা, কাচি [illegible] ১ হরিদ্রা। ২ স্বর্ণক্ষীরী গাছ। ৩ গোরোচনা। (ত্রিক ৪ সর্জ্জী, সাধুক। ৫ যোগী সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা [illegible] দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন। ইহাদের পরিধেয় গৈরিক বাস, [illegible] সাধারণ যোগী ইহাদের [illegible] আবশ্যক হইলে ইহারা বিবাহ করিতে পারেন। মৃত্যু হইলে ইহাদের শবের সমাধি অথবা নদীর জলে [illegible] দেওয়া হয়।

কাঞ্চনীয় (পুং) [illegible], কাঞ্চন ছ টাপ্। [illegible]

কাঞ্চী (স্ত্রী) কাচি [illegible]। [illegible] ১ স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, চন্দ্রহার।

([illegible]।

[illegible]।

২ দাক্ষিণাত্যের [illegible] রাজধানী। ইহার বর্ত্তমান নাম কঞ্জীবরম্ (Conjeveram) বলে।

[অযোধ্যা মথুরা [illegible] কাঞ্চী অবন্তিকা।

পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥" [কাঞ্চীপুর দেখ।]

কাঞ্চিক (ক্লী) কাঞ্চ সংজ্ঞায়াং কন্। কাঁজি।

([illegible] দেশ [illegible]।

কাঞ্চী (স্ত্রী) কাচি-ইন্। ১ চন্দ্রহার। ইহার পর্য্যায়—মেখলা, সপ্তকী, রসনা, সারসন, কাঞ্চি, রশন, কক্ষা, কক্ষ্যা, শৃঙ্খলা, সারসন, রশনা ও বন্ধন। কেহ কেহ বলেন, এক পর্য্যায়ের মধ্যে এই সমস্ত নাম কথিত থাকিলেও বস্তুতঃ বিভিন্নতা আছে—

"একযষ্টির্ভবেৎ কাঞ্চী মেখলা ত্বষ্টযষ্টিকা।

রশনা ষোড়শ জ্ঞেয়া কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ॥"

একগাছিমাত্র যষ্টিকে কাঞ্চী বলে, ইহাই বর্ত্তমান সময়ে গোট নামে ব্যবহৃত হয়। আটগাছি যষ্টিবিশিষ্ট কটিভূষণের নাম মেখলা, ষোলগাছি যষ্টিবিশিষ্টের নাম রশনা, এবং পঁচিশগাছি যষ্টিবিশিষ্টের নাম কলাপ। ২ দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়রাজ্যের রাজধানী। [কাঞ্চীপুর দেখ।] ৩ গুঞ্জ

কাঞ্চীনগর (স্ত্রী) কাঞ্চীপুর। [কাঞ্চীপুর দেখ।]

কাঞ্চীপদ (স্ত্রী) কাঞ্চ্যাঃ পদং স্থানম্, ৬তৎ। জঘন, নিতম্ব। (শ্রোণিঃ কলত্রং কটীবং কাঞ্চীপদং ককুদ্মতী। হেম ৩।২৭১।)

কাঞ্চীপুর, মান্দ্রাজপ্রদেশের চেঙ্গলপুত জেলার মধ্যবর্ত্তী কাঞ্চীবরম তালুকের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ নগর। অক্ষা° ১২° ৫০' ৪৫" উঃ, দ্রাঘি ৭৯° ৪৪' পূঃ। ভূপরিমাণ ৪৮২৮ একর। লোকসংখ্যা ৩৭০৭৫, তন্মধ্যে ৩৫,৭৮ জন হিন্দু. হিন্দুদিগের মধ্যে প্রত্যেক ১০ জন ব্রাহ্মণ ও ১৭ জন তাঁতি। এখানে আদালত, কারাগার, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় আছে।

পুরাতত্ত্ব।—কাঞ্চীপুর অতি প্রাচীন নগর। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। যথা—

[illegible] পল্লবান্ পুণ্ড্রান্ [illegible]।
[illegible] কাঞ্চীং [illegible]॥

মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৭৬। ৩৪।

অনেক মহাত্মার মতে, মহাভারতে কাঞ্চীনগরের উল্লেখ থাকিলেও ঐ শ্লোকটির উপর নির্ভর করিয়া ইহাকে মহাভারতের সমকালীন অতি প্রাচীন নগর বলা যায় না। তামিল ভাষায় লিখিত কাঞ্চীপুর স্থলপুরাণে লিখিত আছে, আদ্য চোলরাজ [illegible] চোল এই নগর স্থাপন করেন। তৎপুত্র আদণ্ডী চক্রবর্ত্তীর সময়ে ইহার বিশেষ সমৃদ্ধি হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্ ফার্গুসন্ সাহেবও উক্ত মত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, 'পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলে পরিবৃত ছিল, তখন এখানে অসভ্য কুরুম্বরজাতি বাস করিত। খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে আদণ্ডী চক্রবর্ত্তী এই নগর স্থাপন করেন।' (Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture)

উপরোক্ত উভয় মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বাস্তবিক এই কাঞ্চীপুর অতি প্রাচীন নগর। চোলরাজগণের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব্বে এই নগর দাক্ষিণাপথের প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিবর্গের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন শিলালিপি ও প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। এখন যেমন কাঞ্চীপুর একটি ক্ষুদ্র নগর, পূর্ব্বকালে এমন ছিল না, তখন এই কাঞ্চীপুর একটি বিস্তীর্ণ জনপদে বিভক্ত ছিল। স্কন্দপুরাণের কুমারিকাখণ্ডে লিখিত আছে—

"দ্রাবাণাং নবলক্ষং কাঞ্চীপুরে প্রকীর্ত্তিতম্।" ৩৭ অঃ।

মহাভারতের সময় কাঞ্চীপুর সম্ভবতঃ কলিঙ্গের ক্ষত্রিয়রাজগণের অধীন ছিল, তখনও এই স্থান দ্রাবিড়রাজ্যের অন্তর্গত হয় নাই, মহাভারতে দ্রাবিড় ও কাঞ্চীর স্বতন্ত্র উল্লেখে এই মাত্র অনুমিত হয়। তৎপরে দক্ষিণাপথের পাণ্ড্যরাজগণ এই স্থান অধিকার করেন।

পাণ্ড্যরাজগণের পরই কাঞ্চীপুর পল্লবরাজগণের হস্তগত হয়। এক সময়ে পল্লবরাজগণ দ্রাবিড় ও দক্ষিণাপথের অধিকাংশ জয় করিয়া এই কাঞ্চীপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিলেও, তৎকালীন কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দের শিলালিপি তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। সেই সকল শিলালিপি পাঠে উপলব্ধি হয়, সে সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে এখানে জৈনধর্ম্মও বিশেষ প্রবল ছিল। তৎকালীন পল্লবরাজগণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে যে সকল সনন্দ বা অনুশাসনদ্বারা গ্রাম দান করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানেই সেই ব্রাহ্মণগণের অব্যবহিত পূর্ব্বে জৈনদিগের অধিকার ছিল। বোধ হয়, হিন্দুরাজগণ জৈনগণকে উচ্ছেদ করিয়া সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণদিগকে স্থাপন করেন। (Indian Antiquary, VIII 281)

বৌদ্ধগণ অনুমান খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে কাশী হইতে আসিয়া কাঞ্চীপুরে বাস করেন। পাণ্ড্যরাজগণের সময়ে এখানে জৈনধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে, জৈনরাজগণ এখানকার অধিকাংশ বৌদ্ধ অধিবাসীকে তাড়াইয়া দেন। (Wilson's Mackenzie Collection, p 40 41)

শিলালিপি অনুসারে সিংহবিষ্ণুই কাঞ্চীপুরের প্রথম পল্লবরাজ, খৃষ্টীয় ৫র্থ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, অনেকে অনুমান করেন, তাঁহার সময়ে বিষ্ণুকাঞ্চীর বরদরাজস্বামীর আবির্ভাব হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পুলিকেশী (২য়) একবার কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজকে আক্রমণ করেন। ৫০৭ শকে খোদিত পুলিকেশীর শিলালিপিপাঠে জানা যায় যে, পল্লবরাজ তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া কাঞ্চীপুরের প্রাকারমধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন*।

খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং কাঞ্চীপুরে (কি এন্-চি-পু-লো) আগমন করেন। সেই সময়ে কাঞ্চীপুর দ্রাবিড়রাজ্যের রাজধানী, প্রায় ২॥ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। সে সময়ে এখানে বৌদ্ধ, নির্গ্রন্থ ও হিন্দু এই তিন দলই প্রবল। তৎকালে এখানে ১০০টি বৌদ্ধসঙ্ঘারাম ও ৮০টি দেবমন্দির ছিল। কাঞ্চীপুর ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান,

* "আক্রান্তাত্মবলোন্নতিং বলরজশ্ছন্নাবনীকাঞ্চীপুরং।
প্রাকারান্তরিতপ্রতাপমকরোদ্যঃ পল্লবানাম্পতিম্।"
৫০৭ শকে খোদিত ঐহোল-শিলালিপি।

এইজন্য বৌদ্ধগণ এই স্থানকে পুণ্যভূমি বলিয়া মনে করিত। চীন দেশ হইতে বৌদ্ধযাত্রী এখানে আসিত।

[illegible] অনুমান করেন যে চীনপরিব্রাজকের আগমন কালে এখানে পোল্লবংশ রাজত্ব করিতেন, কিন্তু তাহা নহে। খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীর শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে [illegible] এখানে বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব [illegible] ছিল।

পল্লবগণ [illegible] [illegible] কিছু [illegible] [illegible] শিলালিপিতে কাঞ্চীপুরাধিপ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছেন সম্ভবতঃ [illegible] হইয়াছিল।

[illegible] অধিকার করেন। [illegible] চোলদিগের রাজধানী হইয়াছিল।

[illegible] কাঞ্চীপুর অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। বিহ্লন কবি বিরচিত বিক্রমাঙ্কচরিত [illegible] জানা যায় চোলুক্যরাজ আহবমল্ল ([illegible]) চোলরাজধানী কাঞ্চী আক্রমণ করেন। [illegible] চোলরাজদিগকে প্রবাসে [illegible] [illegible] ও পুত্র বিক্রমাদিত্য [illegible] কাঞ্চী আক্রমণ করিয়াছিলেন। [বিক্রমাঙ্কচরিত [illegible] ৩।১।৬১, ৬। ২২৮ দেখ।]

[illegible] সেই সময় কাঞ্চী [illegible] রাজগণের অধিকারে ছিল, [illegible] ও বিহ্লনের গ্রন্থপাঠে জানিতে পারা যায় যে [illegible] [illegible] বিপর্যস্ত [illegible] হইয়াছিল।

১১৮৭ শকের একখানি শিলালিপিতে লিখিত আছে যে [illegible] ([illegible] দ্বাদশ শতাব্দীতে [illegible] কাঞ্চীপুর শাসন করিতেন। Ind Antiquary XI 1)

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যকালে উত্কলের কেশরীবংশের একজন রাজা কাঞ্চীপুর লুট করিয়াছিলেন। ১৩৭৭ খৃঃ, বাহ্মণীবংশীয় মুসলমানরাজ মুজাহিদ কাঞ্চীপুর জয় করিয়া আপন অধিকারভুক্ত করেন। [illegible] কিছু দিন এই স্থান বাহ্মণীবংশীয়দিগের [illegible] [illegible] বিজয়নগরের রাজা [illegible] হস্তগত হইতে এই স্থান উদ্ধার করেন। [illegible] কাঞ্চীপুরের [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] শাসন করিয়াছিলেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বালিগা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাঞ্চীপুর [illegible] একটি [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন।

[illegible] অতি প্রাচীন স্থান। [illegible] [illegible] কাঞ্চীপুর [illegible] দেখা যায়।

[illegible] মধ্যে [illegible] কাঞ্চী [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible]। যথা—

[illegible] অযোধ্যা [illegible]।
কাঞ্চী [illegible] [illegible]

[illegible]।

কেবল তীর্থ নয় কাঞ্চী একটি পীঠস্থান। [illegible] হইতে এখানে কনককামাক্ষী দেবী বিরাজ করেন।

"কাঞ্চ্যাং কনককামাক্ষী [illegible]।"

[illegible]।

* [illegible] [illegible] পৃষ্ঠীয় ১১শ বা ১২শ শতাব্দী [illegible] [illegible] রাজত্বকাল [illegible] [illegible] প্রসিদ্ধ [illegible] [illegible] [illegible]

কাঞ্চীপুর সহর দুইভাগে বিভক্ত, বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী। শিবকাঞ্চীতে শিবমন্দির ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। এই দুই স্থানে দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে শিবকাঞ্চীস্থিত 'একাম্রনাথ' নামক মহাদেবের অনাদিলিঙ্গ, ভগবতী কামাক্ষীদেবীর মূর্ত্তি, ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রতিমা ও সমাধিস্থল, কম্পানদীতীর্থ এবং বিষ্ণুকাঞ্চীস্থিত "বরদরাজস্বামী" নামক ভগবান বিষ্ণুর মূর্ত্তি, উগ্রনৃসিংহ, বেগবতী নদীতীর্থ, সর্ব্বতীর্থ, সোমতীর্থ, মঙ্গলতীর্থ, বুধতীর্থ, বৃহস্পতিতীর্থ, শুক্রতীর্থ ও শনিতীর্থ প্রভৃতি প্রধান। এতদ্ভিন্ন কাঞ্চীর নিকট কেদারেশ্বর ও [illegible] নামে দুইটি পুণ্যস্থান আছে। ঐ সকল তীর্থের বিবরণ শিবকাঞ্চীমাহাত্ম্য, কামাক্ষীবিলাস, [illegible], বরদরাজমাহাত্ম্য প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

দক্ষিণাঞ্চলের লোকদিগের মতে শিবকাঞ্চী বারাণসীতুল্য। এই স্থানের উৎপত্তি বিষয়ে স্কন্দপুরাণের একস্থলে বর্ণিত আছে যে, মহাদেব পার্ব্বতীকে পুণ্যতীর্থের বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে বলেন, "বারাণসী, ব্রহ্মেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র, ইত্যাদি পুণ্যক্ষেত্র হইতে কাঞ্চীপুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এখানে যাহারা বাস করে, যাহারা ইহা দর্শন করে বা ইহার বিষয় শ্রবণ করে, অথবা ইহার বিষয় মনে করে বা আলোচনা করে এবং যে সকল পশুপক্ষী এখানে বাস করে, তাহারাও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এই [illegible] আমি সমস্ত নগরকে আনন্দকানন [illegible] এবং আপনি লিঙ্গরূপে "একাম্রনাথ" নামে অভিহিত হইয়া বাস করিতেছি। এই কাঞ্চীপুরে বাস করিলে নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। কাঞ্চীপুর চারিদিকে পঞ্চযোজন বিস্তৃত। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পশ্চিমে ও উত্তর দক্ষিণে আড়াই ক্রোশ স্থানের মধ্যে আমি সর্ব্বদাই বিরাজমান থাকিব, এমন কি প্রলয় সময়ে উহা আমার ত্রিশূলের উপর রাখিব, অতএব ইহার কখনই বিনাশ নাই, ইহা আমারই অঙ্গীভূত জানিবে।"

আর্য্যাবর্ত্তের লোকেরা যেমন জীবনের শেষভাগে কাশীতে গিয়া বাস করে ও কাশীতে মরিতে পারিলে শিবত্ব প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করে, দাক্ষিণাত্যের লোকেরাও তেমনি কাঞ্চীতে বাস করে এবং এখানে মরিলে মুক্ত হয় বলিয়া বিশ্বাস করে।

দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তি আছে। কাঞ্চীপুরের "একাম্রনাথ-লিঙ্গ" তন্মধ্যে ক্ষিতিমূর্ত্তি। ক্ষিতিমূর্ত্তি বলিয়াই এই লিঙ্গ মৃত্তিকায় গঠিত, সুতরাং অন্যান্য দেবালয়ের ন্যায় এখানে জলাভিষেক হয় না।

একাম্রনাথের মন্দির দাক্ষিণাত্যে অতি বিখ্যাত, দেখিতেও অতি সুন্দর ও অতি পুরাতন। এই মন্দির এক সময়ে একবারে যে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা নহে, ক্রমে ক্রমে ইহা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই মন্দিরের দেওয়াল পরস্পর সরলভাবে নির্ম্মিত নহে বা সবগুলিও পরস্পর সম্মুখীন নহে। অনেকে অনুমান করেন, ইহার মধ্যস্থল [illegible] রাজার নির্ম্মাণ করেন, পরে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায় কর্ত্তৃক গোপুর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটী পুরাতন আম্রবৃক্ষ আছে। গাছটীর বয়স তিন হাজার বৎসর হইবে। এখানকার লোকের বিশ্বাস এই আম্রবৃক্ষটী অনাদি কালের এবং ইহা [illegible], এই গাছের চারি ডালে অম্ল, কটু, তিক্ত ও মধুর এই চারি প্রকার আস্বাদ হইয়া থাকে। যাহারা উক্ত গাছের আম খাইয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। বৈদেশিকেরা বলেন যে, পূর্ব্বে ঐ আম্রবৃক্ষ হইতে প্রত্যহ একটী নিয়মিত আম পাওয়া যাইত ও তাহা একাম্রনাথকে ভোগ দেওয়া হইত। অনেকে বলেন, ইহা হইতেই মন্দিরের নাম 'একাম্রনাথ' হইয়াছে। এখন আর প্রত্যহ আম পাওয়া যায় না।

কামাক্ষীদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, কোন সময়ে পার্ব্বতীদেবী কৌতুকছলে মহাদেবের পশ্চাতে গিয়া পশ্চাৎ হইতেই তাঁহার চক্ষু আবরণ করায়, বিশ্বসংসার অন্ধকারময় হইয়া গেল, কারণ, সূর্য্যচন্দ্রবহ্নিরূপী নয়নত্রয় ঢাকা পড়িলে আলো থাকিবে কিসে? ইহাতে ভগবতীর পাপ হইল এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মহাদেবের আদেশে তিনি মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া কাঞ্চীপুরে একাম্রনাথের মন্দির প্রাঙ্গণস্থিত কম্পানদী নামক তীর্থে কামাক্ষীদেবীরূপে তপস্যা করিলে মহাদেব পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তদবধি কামাক্ষীমূর্ত্তি স্বতন্ত্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ফাল্গুনমাসের পঞ্চদশদিন ব্যাপিয়া একাম্রনাথের বাৎসরিক মহোৎসব হয়, উহার দশমদিবসে [illegible] কামাক্ষীদেবীর ভোগমূর্ত্তির সহিত একাম্রনাথের ভোগমূর্ত্তিকে একত্র রাখা হয়।

কামাক্ষীদেবীর মন্দির অপেক্ষাকৃত ছোট। ইহারই প্রাঙ্গণে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমাধি আছে। এই সমাধির উপর তাঁহার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শিবকাঞ্চীতে অনেক স্থানে শিবলিঙ্গ আছে। এই সকল

* দাক্ষিণাত্যের প্রায় প্রত্যেক বিগ্রহের দুইটী করিয়া মূর্ত্তি থাকে। একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূলমূর্ত্তি আর একটি উৎসবাদিতে ও রথযাত্রার জন্য পৃথক্ ভোগমূর্ত্তি। এই ভোগমূর্ত্তি অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত হইয়া থাকে।

[illegible] একটি [illegible] যে [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] প্রত্যহ [illegible] এবং একটি [illegible] [illegible] পূজা হয় [illegible] [illegible]।

[illegible] পুরীর [illegible] ১০০ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঐ সময় [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মন্দির। পুরাণ [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] অশ্বমেধ [illegible] কাঞ্চীপুর [illegible] নিকাশে [illegible] যজ্ঞভূমির উত্তর [illegible] পশ্চিমের বিরিকীপুর [illegible] চক্রতীর্থ, পুষ্করার মহাবেদী [illegible]। সরস্বতীদেবী ব্রহ্মার যাজ্ঞের কথা জানেন নাই [illegible] ব্রহ্মলোকে গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে না জানাইয়া যজ্ঞ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি যজ্ঞস্থল ভাসাইয়া দিবার উদ্দেশে নদীরূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা জানিতে পারিয়া বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থী হইলেন। বিষ্ণু জানিয়া সরস্বতীর গতি রোধ করিলেন অন্তঃসলিলা হইয়া বহিতে লাগিলেন। বিষ্ণু আর কি করেন—উত্তরস্থ [illegible] এলেকোরি নামক স্থানে নদীর মুখে পতিত হইলেন। তখন সরস্বতীদেবী লজ্জায় অধোমুখী হইয়া আপনার পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন এদিকে যথাসময়ে যজ্ঞীয় অশ্বমাংস আহুতি দেওয়া হইল ভগবান বিষ্ণু সেই হুতমাংস ভক্ষণ করিতে করিতে যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে আবির্ভূত হইলেন। বিষ্ণুদর্শনে ব্রহ্মার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। সমাগত ঋষি ও ঋষিগণ বিষ্ণুকেই সেই স্থানে থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। নারায়ণ তাঁহাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া কাঞ্চীপুরে শ্রীবরদরাজস্বামী নামে বিরাজ করিতে লাগিলেন।"

কিংবদন্তি এইরূপ যে একাদশ শতাব্দীতে কাঞ্চীপুরের শাসনকর্ত্তা গঙ্গাগো [illegible] বিরূপাক্ষের বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বে তিনি [illegible] ছিলেন, বরদরাজের কৃপায় তাঁহার পুত্রসন্তান হয়। তাই [illegible] এক [illegible] মন্দির [illegible] সেই [illegible] বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে বরদরাজ মূর্ত্তি [illegible] স্থাপন করিলেন এবং বিষ্ণুমন্দির হইতেই [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

বিষ্ণুমন্দিরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একখানি [illegible] প্রায় পঞ্চ শত [illegible] [illegible]।

কাঞ্চাপুর (স্ত্রী) নগরবিশেষ। কাঞ্চীপুর।

কাঞ্চীপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ, কাঞ্চীপুর।

কাঞ্জিক (স্ত্রী) [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] সিদ্ধ অন্নকে [illegible] যত্ন, যে [illegible]। [illegible] অন্নে জল দিয়া পর্য্যুষিত করিলে সেইজল যখন অম্লরস হইয়া উঠে তাহাকেই কাঞ্জি কহে আমানী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—আরনাল সৌবীর কুল্মাষ অভিষুত, অবন্তিসোম, ধান্যাম্ল, কুঞ্জল, কুল্মাষ কুল্মাষাভিষুত কাঞ্জিক, কাঞ্চীক কাঞ্জিকা, কাঞ্জিক, কাঞ্জী ভক্তবারি, ধান্যমূল, ধান্যযোনি তুষাম্বু, গৃহাম্ল, মহারস, তুষোদক, শুক্ত, চুক্র ধান্যাম্ল উন্নাহ, রক্তোয়, কুণ্ডগোলক, সুবীরাম্ল, বীর, অভিষব ও অম্লসারক। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—ভেদক, তীক্ষ্ণ উষ্ণ, স্পর্শশীতল শ্রম, ও ক্লান্তিনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক এবং পিত্ত, রুচি, ও বস্তিশুদ্ধিকারক। রাজনির্ঘণ্টের মতে কাঞ্জি অঙ্গে মর্দ্দন করিলে, বায়ু, শোথ, পিত্ত, জ্বর, দাহ মূর্চ্ছা, শ্রম, আম্মান ও বিবন্ধ বিনষ্ট হয়।

কাঞ্জিকবটক (পুং) কাঞ্জিকযোগেন কৃতো বটকঃ, মধ্যলো॰

কাঁজি বড়া। ভাবপ্রকাশে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—একটি নূতনপাত্র কটুতৈলদ্বারা লেপন করিয়া, নির্মল জলপূর্ণ করিতে হইবে। পরে তাহাতে রাই সরিষা, জীরা, লবণ, হিঙ্গু ও হরিদ্রার চূর্ণের সহিত কতকগুলি বড়া ভিজাইয়া তিন দিন পর্যন্ত পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। তিন দিন পরে ঐ বড়া অম্লাস্বাদ হইলে তাহাকে কাঞ্জিকবটক বা কাঁজিবড়া কহে। ইহা রুচিকারক, বায়ুনাশক, কফকারক এবং শূল, অজীর্ণ ও দাহবিনাশক।

কাঞ্জিকা (স্ত্রী) কুৎসিতা অঞ্জিকা যস্যাঃ টাপ্। ১ জীবন্তী লতা। ২ পলাশীলতা।

কাঞ্চী (স্ত্রী) ক ঈষৎ অর্চ্যতে ক অনজ অপ্ ঙীষ্। ১ মহ শ্রোণী ... । ২ ... ।

কাঞ্জীক (ক্লী) কাঞ্জিক কাঁজি।

কাট (দেশজ) কাষ্ঠ।

কাট (পুং) ... ... । ২ ... ।

কাটন (দেশজ) ১ ছেদন। ২ খনন। ৩ বন্দরণ।

কাটনা (দেশজ) ১ সূত্র কর্তন। ২ সূতা কাটার যন্ত্র।

কাটনা (দেশজ) যে স্ত্রী লোক সূতা কাটে।

কাটবেম (পুং) কালিদাস প্রণীত শকুন্তলা নাটকের একটীকাকার।

কাটব্য (ক্লী) কটোত্তর, কটু যা ... । ১ কটুতা। ২ কাকতুল্য।

কাটা (দেশজ) ১ ছেদন করা। ২ ছিন্ন।

কাটাখাল, দক্ষিণ কাছাড়ে প্রবাহিত ধলেশ্বরী নদীর একটি শাখা। প্রবাদ এইরূপ বহুকাল পূর্বে একজন কাছাড়ীরাজা ধলেশ্বরী নদী হইতে খাল কাটিয়া বরাকনদীর সহিত মিলন করিয়াছিল। ইহার সমসময়ে সেই রাজা একটি বৃহৎ বাঁধ প্রস্তুত করাইয়া দেন। এখন বারমাসই ইহাতে জল থাকে, স্রোত বহে, নৌকা করিয়া বারমাসই পার হইতে হয়।

কাটা ঘা (দেশজ) সর্পাদির দংশন অথবা ছুরিকাদি দ্বারা ছেদ জন্য ব্রণ।

কাটান (দেশজ) ১ অতিবাহিত করা। ২ জালের পথ করিয়া দেওয়া। ৩ মন্ত্রাদির কার্যনষ্টকারক অপর মন্ত্রবিশেষ। ৪ খণের কিয়দংশ পরিশোধ করা। ৫ অধিক পরিমাণে বিক্রয় করা।

কাটানো (দেশজ) বৃক্ষাদি ছেদন করাইবার মজুরি।

কাটাম, কাঠাম, কাঠামো (দেশজ) ১ মৃন্ময়ী প্রতিমাদি নির্মাণের জন্য কাষ্ঠ বা বংশাদি নির্মিত আয়তন। ২ খাট-চালাদি বাঁধিবার জন্য বংশাদির আয়তন। ৩ ... এ পূর্বে বাঙ্গালাদেশে নিয়ম আছে যে, বৎসর ... পক্ষের মধ্যে এক শুভদিনে ... দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। কুম্ভকারেরা ... লইয়া 'গিয়া দেবী মূর্তির আয়তন বা ... আরম্ভ করে। বাঙ্গালার সকল ... নহে, তবে অনেকের আছে। ... "কাটাম" বলে।

কাটার (দেশজ) কর্তরী কাটারি দা।

"সুকুতার কাটার খরধার ছুরী।
বড় তীর ... কোদণ্ডধারী" কবিকং।

কাটারী (দেশজ, কর্তরী শব্দজ) ... ১ দা। ২ ... ।

কাটাল, ... জেলার পূর্ব ও উত্তরপূর্ব দিকে ... এই ভূভাগ ... নদীর চতুর্দিক হইতে ... বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার ... অধিক। ... কাটাল ... এই ভূভাগের নাম 'কাটাল' বা 'কটাল' হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানদের রাজত্বকালে এই বৃহৎ কাটাল ভূভাগের এমন দশা হয় নাই। পূর্বকালে এখানে বহু লোকের বাস ছিল অদ্যাপি পুষ্করিণী ও গৃহাদির ভগ্নাবশেষ ... প্রাচীন সমৃদ্ধির সাক্ষ্যদান করিতেছে। প্রসিদ্ধ পাণ্ডুয়ানগরের ভগ্নাবশেষ এই কাটালবনের নিবিড় জঙ্গল মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, ... এ অঞ্চলের লোকের নিকট 'পেরুয়া কটাল'। এই ভূভাগের মধ্য দিয়া ... ও নালা চলিয়া গিয়াছে। এখানে কেবল অসভ্য লোকের বাস তাহাদের অনেকেই শীকারী ও মৎস্যজীবী। সম্প্রতি পেরুয়া কাটালের পরিষ্কার করিয়া ... সাঁওতাল আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছে।

কাটিহারা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Ardisia Cut hara, ...

কাটী (দেশজ) ১ ক্ষুদ্র কাষ্ঠ। ২ তৃণাদির খণ্ড।

কাটুক (ক্লী) কটুকস্য ভাবঃ কটুক অণ্ (হায়ন যুবাদি ... । পা ৫।১।১৩০।) কটুত্ব।

কাটুরা, কাটুরে (দেশজ) ১ কাঠগোলা। যাহারা কাঠ কাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, কাঠুরিয়া।

কাটোয়া, বঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী একটি নগর বা গঞ্জ। অক্ষা° ২৩° ৩৭ উ. দ্রাঘি° ৮৮° ১০ পূঃ।

এই স্থানে চৈতন্যদেব কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম

[illegible] ৮০। ... গোবিন্দদেবের মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। ... নবাব ... সময়ে কাটোয়া দেশ ... ছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ ... কতক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৭৬৩ অব্দে মীর কাসিম আলীর সহিত এখানে একটি যুদ্ধ হয়।

এখানে ... অধিবাসীর ... এখানে ... ব্যবসা হয়।

কাটা ... কাট ... [illegible] কাটিবার। ...) ৩ কার্য্য ...।

কাটকবুল (দেশজ কাট + আরবী কবুল) একবারে স্বীকার। [illegible]

কাটকুট (দেশজ) ১ কীট ... হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ... সংগ্রহ করিয়া আনে। ২ [illegible] ... দিয়া যাহা অবলম্বন ... ক্ষমতা [illegible] ... শক্তি বা ... বা ... হয়।

কাটখোট, কাটখোট্টা (দেশজ) ক ... [illegible] ... কাঠের।

কাটচাঁছা (দেশজ) [illegible]

কাট ... (দেশজ) ... কথা ... অবস্থা। ... কাট কাট ... [illegible]

কাটঠোকরা (দেশজ) ... কাঠঠোকরা।

[... দেখ]

কাটতি (দেশজ) ... বিক্রয়বাহুল্য।

কাটুরিয়া (দেশজ) ... (M ... (...)

কাটবেলা (দেশজ) ... পক্ষিবিশেষ।

কাটরা, কাটরা (দেশজ) কাটরা কাঠড়া। ... [illegible] R ...)।

কাঠ (পুং কাষ্ঠ ... শব্দজ, কাঠ ... ১ পাষাণ। ২ (ত্রি) কঠিন ... কঠিনত্বীয়।

কাঠক (ক্লী) কঠ ... আয়ঃ ... বা, কঠ বৃক্ষ। ১ কঠশাখা ... ২ কঠশাখাধ্যায়িদিগের শাস্ত্র। ৩ কঠশাখাধ্যায়িসমূহ।

কাঠরিয়া, কাঠুরিয়া (দেশজ) যাহারা বনের কাঠ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কাঠশাঠী [ন] (পুং) কঠশাঠের গোত্রাপত্য অধীয়তে কঠশাঠ

1. ' lli

[illegible] (শৌনক বিজ্ঞানশক্তি। ... ১০৬।) কঠশাঠ কথিত শাস্ত্রাধ্যায়ী।

কাঠা (দেশজ) ১ মাপের ... আদাজ। ২ ... কবিবার ... ৩ বাঙ্গালা দেশের ... পরিমাণ [illegible]

কাঠাকাটি (দেশজ) ... ২ ... পরিমাণ স্থির করিবার ...।

কাঠাকষা (দেশজ) ... কাঠা ... হিসাব ... করা।

কাঠাবাড়া (দেশজ) [illegible]

কাঠাম (দেশজ) [illegible]

কাঠাম (দেশজ) ... [illegible]

কাঠি (দেশজ) ১ ... ২ বাদ্য বাজাইবার ক্ষুদ্র যষ্টি।

[illegible]

[... ২১০]

কাঠিন (... [illegible]

কাঠিন্য [illegible]

[illegible] ৫০৮০

কাঠিন্য [illegible]

কাঠিনা [illegible]

কাঠবন্ধ ... [illegible]

কাঠবেড়াল (দেশজ কাঠবেড়াল) ... [illegible] ... কাঠবেড়ালী পশুবিশেষ।

কাঠ (দেশজ, কাষ্ঠ) কঠিন ... [illegible] ... কাঠ ... হইয়াছে।

কাঠখোট্টা (দেশজ) নীরস। যথা— ... পারিব কেন?"

কাঠ-ঘড়ি (দেশজ) ... কঠিন [... দেখ।]

কাঠগড়া (দেশজ) বেড়া ... শ্রেণীবিভাগ ... দেওয়া হয়।

কাঠগোলাপ (দেশজ) পুষ্পবিশেষ। (R ... Chi ...)

[গোলাপ দেখ।]

কাঠচাঁপা ([illegible]) [illegible]

কাঠচোর ([illegible]) [illegible] কাঠ [illegible]

কাঠঠোকরা ([illegible]) [illegible]

কাঠড়া ([illegible]) [illegible]

[illegible]

কাঠ[illegible] [illegible]

[illegible]

কাঠমল্লিকা [illegible] [illegible]

কাঠমাণ্ডু [illegible] কাঠ[illegible] রাজধানী [illegible] ... মহাদেবের নাম 'বসু[illegible]' [illegible] শাস্ত্রকারদিগের [illegible] নামক এক ব্যক্তি [illegible] স্থাপন করেন। [illegible] দিকোণ অথবা বৃত্ত অষ্টভুজ [illegible] নির্মিত [illegible], ত্রিভুজ [illegible] তাহার আকার দেবার [illegible], তার [illegible] নেবারী [illegible] — ইহার আকার মহুশ্র নামক নেপালী [illegible] তরবারীর ন্যায়, এই কল্পিত তরবারীর মূর্তি নগরের দক্ষিণ দিকে বাগমতী ও বিষ্ণুমতীর সঙ্গমস্থল এবং নগরের উত্তরদিকে 'ঠিমালে' নামক উপকণ্ঠ [illegible] তাহার [illegible]। মঞ্জুশ্রীর তরবারীর মূর্তিতে যেরূপ একখণ্ড বস্ত্র জড়াকারে বেষ্টিত থাকত, এই [illegible] জনপদও সেইরূপভাবে অবস্থিত।

[illegible] ১৩০ [illegible] [illegible] ... রাজা [illegible] ... আছে [illegible] ... [illegible] কাঠমাণ্ডু [illegible] [illegible] ... [illegible] রাজবাড়ী [illegible] বিভিন্ন আকারে নির্মিত [illegible] আছে, [illegible] সুন্দর [illegible] প্রাসাদের [illegible] ... [illegible] আছে। [illegible] অবস্থিত। [illegible] দেবতাগণ [illegible], বসন্তপুর নামক [illegible] দীর্ঘ [illegible] বাসস্থান। [illegible] প্রধান তোরণদ্বার। ইহার সম্মুখে [illegible], [illegible] নেবারি[illegible] অনেকগুলি [illegible] আছে। [illegible] "কোট" বা [illegible] মন্ত্রণাগার [illegible] আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকে কোটলিং, খুন [illegible] আইন-আদালত সকল অবস্থিত। রাজবাটীর সম্মুখভাগে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির আছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অতি উচ্চ ও বহুতল বিশিষ্ট। এই সকল মন্দিরের উৎকীর্ণ কারু, চিত্র ও স্বর্ণাদি

বর্ণের নির্মিত কারু অতি সুন্দর। অনেকগুলির সমস্ত ছাদই পিত্তলের বা তাম্রের নির্মিত হয়। মন্দিরগুলির কার্ণিসে অনেকগুলি করিয়া পাতলা ঘণ্টা ঝুলিতে থাকে, একটু জোর বাতাসে এই সকল ঘণ্টা টুন্ টুন্ করিয়া বাজিয়া বড় মধুর শব্দ উৎপন্ন করে। এই সকল মন্দিরের সম্মুখে কতকগুলির দ্বারে প্রস্তরের সিংহের মূর্ত্তি উভয়দিকে স্থাপিত আছে।

অনেক সর্দার অল্প কাল শহরের মধ্যে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া নগরশোভা বাড়াইয়াছেন।

এই নগরে অপর এক প্রকার মন্দির দেখা যায়, তাহা স্তূপের উপর প্রস্তুত করিয়া নির্মিত। এই শ্রেণীর মন্দিরে বিশেষ কারুকার্য্য না থাকিলেও দেখিতে বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। পূর্ব্বোক্ত তালেজু মন্দির দেখিতে ব্রহ্মদেশীয় মন্দিরাদির ন্যায়, মন্দির মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কথিত আছে যে, ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে রাজা মহেন্দ্র মাল (মহেন্দ্র মল্ল?) এই মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরে কেবল রাজবংশীয়েরাই পূজাদি করিয়া থাকেন। অনেকগুলি মন্দিরের সম্মুখে সেই সেই মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা প্রাচীন রাজাদের প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই সকল মূর্ত্তি প্রায়ই স্তম্ভের শিরে হাঁটু গাড়িয়া করজোড়ে উপবিষ্ট এবং ইহাদের মস্তকে [illegible] ধাতুনির্মিত সর্পফণা পরিশোভিত, ঐ ফণার উপরে একটী ক্ষুদ্র পক্ষী আছে। রাজবাড়ী হইতে একটু দূরে এক মন্দিরে একটি বৃহৎ ঘণ্টা ও অপর এক মন্দিরে দুইটি বৃহৎ নাগারা আছে। এই সমস্ত মন্দিরে নানাবিধ হিন্দুদের দেবীর মূর্ত্তি আছে।

রাজবাড়ী হইতে ২০০ গজ দূরে অর্দ্ধ য়ুরোপীয় প্রণালীতে নির্মিত "কোট" নামক অট্টালিকা আছে। যেখানে এই বাটী নির্মিত, সেই স্থানে সার জঙ্গ বাহাদুরের অভ্যুদয়মূলক ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ভীষণ নরহত্যা ঘটিয়াছিল। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী লোক ঐ সময় বিনষ্ট হয়।

এখানে কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তাহা একখানি মাত্র প্রস্তরখণ্ডে নির্মিত। এই সকল ক্ষুদ্র মন্দিরের দেবমূর্ত্তি কয়েক ইঞ্চি মাত্র দীর্ঘ। অনেকগুলি মন্দিরে মোরগ, হংস, ছাগ ও মহিষাদি বলি হয়।

নগরের পথগুলি অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কার। প্রত্যেক পথের ধারে নর্দমা আছে, তাহা কখন পরিষ্কার হয় না। নগরের ময়লা ক্ষেতে সার দিবার জন্য কতকটা নষ্ট হয়। বাড়ীগুলি প্রায়ই চতুষ্কোণ ও অভ্যন্তরে চকমিলান, পথের ধার অপ্রশস্ত, মধ্যে বিস্তৃত উঠান।

উত্তরপূর্ব্বের সিংহদ্বার দিয়া নগর হইতে বহির্গত হইলে দক্ষিণধারে "রাণীপোখরি" নামে বৃহৎ দীর্ঘিকা। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। দীঘীর মধ্যস্থলে একটী মন্দির, ইহার পশ্চিম পাড় দিয়া ইষ্টকনির্মিত সেতুদ্বারা মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের দক্ষিণে একটি বৃহৎ প্রস্তরের হস্তিপৃষ্ঠে রাজা প্রতাপমল্ল ও তাঁহার দুই পুত্র উপবিষ্ট আছে। এই রাজাই এই মন্দির ও দীর্ঘিকার নির্মাতা। আর এক [illegible] হইতে একটি (Cape lith [illegible]) [illegible] মধ্য দিয়া একটী রাস্তা নগরমধ্যে 'টুঁড়িখেল' নামক বৃহৎ ময়দানের মাঝ দিয়া গিয়াছে। ঐ স্থানে পূর্ব্বে [illegible] বারধারী মূর্ত্তি ১০ ফিট [illegible] বসন্তী নদীতীরে একটি প্রাসাদে 'দুনাম্বা' [illegible] এই মাঠের পশ্চিমে [illegible] 'ধারহরা' নামক ২৫০ ফুট উচ্চ স্তম্ভের [illegible] প্রণালী অতি সুন্দর। [illegible] একটি [illegible] কার স্তম্ভ ছিল তাহা ৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এই স্তম্ভটি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে [illegible] হইয়াছিল, এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কার করিয়া [illegible] হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তরে একটি সোপান [illegible] এই স্তম্ভে উঠিয়া নগরের শোভা দেখিতে হয়।

ইহার একটু দক্ষিণে পুরাতন [illegible] পূর্ব্বে পুরাতন কামানশালা [illegible] প্রস্তুত হয়। আজকাল শহরের দক্ষিণে [illegible] নামক নদীতীরে চোরবাজারের নিকট একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, ঐখানে কামানাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই পথে পূর্ব্বমুখে ফিরিয়া এক মাইল গেলে 'থাপাথলি' নামক স্থান। ঐ স্থানে বাগমতীতীরে স্বর্গীয় জঙ্গবাহাদুরের বাটী। এই প্রাসাদের সম্মুখ হইতে বাগমতীর উপর এক মনোরম সেতু পার হইয়া পত্তন নামক স্থান।

কাঠমাণ্ডুর রেসিডেন্টের বাটী নগরের উত্তরদিকে এক মাইল দূরে। স্থান বেশ। প্রবাদ আছে এই স্থানে ভূতাদির উপদ্রব ছিল বলিয়া রেসিডেন্টের বাসের জন্য [illegible] হয়।

বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী রণদীপ সিংহ নগরের উত্তরপূর্ব্ব পার্শ্বে, নৈরৈন হিটি নামক স্থানে বৃহৎ প্রাসাদে বাস করেন। কাঠমাণ্ডুতে ১২০০০ পদাতিক সৈন্য থাকে, ইহাদের প্রাচীন ধরণের ২০০টি বন্দুক আছে।

কাঠমাণ্ডু কোন বিশেষ ব্যবসায় জন্য প্রসিদ্ধ নয়।

কাঠবমি (দেশজ) কাঠঠোকরা।

কাঠবিড়াল—জীবতত্ত্বশ্রেণীর অন্তর্গত ইন্দুরজাতীয় চতুষ্পদ

জন্তুবিশেষ। ক্ষুদ্রজাতীয় পশুদিগের মধ্যে কাঠবিড়ালের শরীর অতি সুশ্রী। ইহাদের সমস্ত দেহ কেমন চিকণ লোমে আচ্ছাদিত, চক্ষুর তারা উজ্জ্বল, শরীর [illegible] প্রত্যেক পদে চারিটি বা পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি আছে। কাঠবিড়াল পশ্চাতের দুই পা [illegible] উঁচু হইয়া বসে এবং সম্মুখের দুই পা দিয়া মুখে আহার তুলিয়া খায়।

কাঠবিড়ালের [illegible] অংশের [illegible] [illegible] ইহারা [illegible] [illegible] সকল [illegible] বাদাম আখরোট প্রভৃতি [illegible] [illegible] কাটিয়া তাহার শাঁস [illegible] [illegible] [illegible] খেজুর প্রভৃতি ফল পাকিলে [illegible] খায়। [illegible] [illegible] বসা হইতে [illegible] [illegible] গ্রীষ্মকালে প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করিয়া [illegible] [illegible] বাসায় থাকিয়া [illegible] [illegible] [illegible] করে। কাঠবিড়ালী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অবলম্বন করিয়া [illegible] [illegible] ইহার [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible]

[illegible] শরীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উঠিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] [illegible] [illegible] বেড়াইবার [illegible] ইহারা [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] করে [illegible] মত চলিবার সুবিধা করিয়া লয়। ইহার [illegible] এক মুহূর্তও অসাবধান [illegible]। [illegible] [illegible] হইলে, কাঠবিড়াল কখন কখন [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু হিংস্রজন্তুর [illegible] বলিয়া তাহা [illegible] পাখিদের [illegible] চেষ্টা [illegible] না বা পাখীর [illegible] ডিম বা শাবকের অনিষ্ট করে না। কাষ্ঠখণ্ড অথবা অন্য কোন [illegible] অবলম্বন করিয়া ইহারা নদী, খাল হ্রদ প্রভৃতি পার হইবার চেষ্টা পায় এবং [illegible] দিয়া [illegible] [illegible] কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। যদি অনুকূল বায়ু থাকে, [illegible] নির্বিঘ্নে পার [illegible] উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু স্রোত বা বায়ু [illegible] কাঠবিড়াল আধার সমেত জলে ডুবিয়া যায়।

ইহার লাঙ্গুলে অধিক লোম হয়। সেই লোম সর্ব্বদা [illegible] হইয়া থাকে। ইহাদের গাত্রের লোম [illegible] মধ্যে মধ্যে [illegible] বা পাটলবর্ণের লোমও দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঠবিড়াল নানাজাতীয় আছে, তন্মধ্যে বাঙ্গালায় যে [illegible] অধিক পরিমাণে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মস্তক হইতে লাঙ্গুলের মূল পর্য্যন্ত চারিটি কালো সরল ডোরা টানা থাকে। এই দাগের সম্বন্ধে [illegible] [illegible] [illegible] প্রবাদ আছে যে যখন রাম বানরসাহায্যে সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন তখন কাঠবিড়াল [illegible] [illegible] [illegible] বালুকার [illegible] একত্র করিয়া জলে ডুব দিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেতুর উপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুখে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] কাঠবিড়াল [illegible] [illegible] বানরগণের কার্য্যে [illegible] [illegible] উপস্থিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রামের নিকট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেন। তাহাতেই [illegible] [illegible] চিহ্নস্বরূপ [illegible] অঙ্গুলির দাগ [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুন্দর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাঠবিড়ালের [illegible] [illegible] [illegible] কেহ কান [illegible] [illegible] দীর্ঘসূত্রী হইলে [illegible] [illegible] [illegible] করেন [illegible] [illegible]—"কি করছ যেন কাঠবিড়াল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কাঠবিড়াল আছে, কেবল অষ্ট্রেলিয়ায় [illegible] [illegible] যায় না। ইহারা [illegible]। দেশভেদে কাঠবিড়ালের নাম—

ফরাসী	Ecureuil
ইটালীয়	Scojattolo, Schiratto
স্পেনীয়	[illegible] Ardilla, Esquil
পর্তুগীজ	[illegible]
জর্ম্মন	Eichhorn, Eichhörnchen
ওলন্দাজ	Eikhoorn
সুইস	[illegible], Grasch
[illegible]	[illegible]
ওয়েলস	Gwiwair
বাঙ্গালা	কাঠবিড়াল।
সংস্কৃত	কাষ্ঠমার্জ্জার।
হিন্দী	চিখুর বা চিখুরী, গিলহরী।

য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদগণের মতে কাঠবিড়াল [illegible] [illegible]

দিগা (Rodentia) বিভাগের অন্তর্গত "সিউরিডি" (Sciuridæ) শ্রেণীভুক্ত। য়ুরোপীয় প্রাণিতত্ত্বজ্ঞমতে সিউরিডি বা কাঠবিড়াল প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত যথা,—সিউরস্ (Sciurus), টেরোমিস (Pteromys) ও সিউরোপ্টেরাস (Sciuropterus)। এতদ্ভিন্ন আর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী আছে যাহা "আর্কটোমিডিনি" (Arctomidæ) নামে উল্লিখিত হয়।

। সিউরাস (Sciurus) শ্রেণীর অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কাঠবিড়াল—

(ক) মলবারীয় কাঠবিড়াল—(The Malabar Squirrel Sciurus Malabaricus) ইহাদের কাণ, ঘাড়, মুখাবয়ব, [illegible] ও [illegible] উর্দ্ধভাগ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপরিভাগ ও [illegible] [illegible] ও [illegible] স্থান [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লোম হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১০ [illegible] ইঞ্চি হইয়া থাকে। নীলগিরির [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] উপকূলের [illegible] [illegible] ইহাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাস।

• মধ্যভারতীয় রক্তবর্ণ কাঠবিড়াল—The Central Indian Red Squirrel Sciurus Maximus) এই জাতীয় কাঠবিড়াল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেবল ইহাদের সম্মুখের পদদ্বয় ও উদরদেশ [illegible] [illegible] [illegible] বক্ষ ও উদরাদি [illegible] [illegible] নহে। এই [illegible] মধ্যভারতে প্রচুর পরিমাণে বাস করে এবং সেখান হইতে কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। [illegible] [illegible] [illegible] জঙ্গলে ও গুমসুর জেলায়ও ইহাদিগকে [illegible] [illegible] [illegible] ইহাদিগকে [illegible] [illegible] কাঠবিড়াল [illegible] [illegible] [illegible]—"কোনডে, [illegible] [illegible] বাসু" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া থাকে।

• বঙ্গীয় প্রাদেশীয় রক্তবর্ণ কাঠবিড়াল—The Bombay Red Squirrel Sciurus Bombayanus [illegible] [illegible] ইহাদের দেহের উপরিভাগ, পদদ্বয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], সম্মুখের পদের অগ্রভাগ ও কর্ণদ্বয়ের সর্বত্রই এক সমান বর্ণাধিকা [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]। এই দুই বর্ণের সম্মিলনস্থল অতি স্পষ্ট দেখায় না [illegible] এই স্থলে [illegible] [illegible] লোম [illegible] সহিত মিলিয়া যায় না। [illegible]

জাতীয় কাঠবিড়ালের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলেই লোকেরা [illegible] যায়।

এই ভিন্ন [illegible]

[illegible]

(ঙ) [illegible] কাঠবিড়াল [illegible] জাতীয় [illegible] কাঠবিড়াল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (Sciurus Tephrogaster [illegible]) [illegible] [illegible]।

(চ) [illegible] লোমবিশিষ্ট কাঠবিড়াল (The [illegible] [illegible]

Squirrel, Sciurus lokriah) ইহাদের গায়ের উপরিভাগ হরিদ্রাভ পিঙ্গল, লোম কমলানেবুর বর্ণ, অধোদেশ পীতাধিক কমলাবর্ণ। লাঙ্গুল চেপ্টা, প্রশস্ত ও লাঙ্গুলের লোমের প্রান্তভাগে কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণের ছটা ডোরা আছে। দেহের দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি, লাঙ্গুল ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি। ভুটানীরা ইহাকে কাম্যো", লেপচারা কিল্লী" বা 'কালিটিঙ্‌চুক" ও নেপালীরা লোকরিয়া" বলে।

(ছ) শ্বেতোদর কাঠবিড়াল (The Hoary-bellied Squirrel, Sciurus lokroides) ইহারা পূর্ব্বোক্ত (চ) শ্রেণীর সহিত আকৃতি প্রকৃতিতে একরূপ, কেবল ইহাদের উদরদিকের বর্ণ ঈষৎ রক্তশ্বেত। ইহাদের লাঙ্গুল তত প্রশস্ত নহে বা ইহাদের লাঙ্গুলে সেরূপ কালোশাদা ডোরা নাই

(চ ও ছ) এই দুই শ্রেণীর কাঠবিড়াল বস্তুতঃ স্বতন্ত্র প্রাণী ভিন্ন কি না, কোন কোন পণ্ডিত স্থির নাই বলিয়া সিংকয়েন ফ্লেবা ইহাদিগকে পৃথক শ্রেণী বলিয়া বিবেচনা করেন না। প্রাণীতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পশ্চাল্লোক্ত অপেক্ষা প্রথমোক্ত উচ্চতর দেশে বাস করে। হিমালয়ের পূর্ব্বাঞ্চলে সিকিম, নেপাল, ভুটান, আসাম প্রভৃতি স্থানে এই দুই শ্রেণীর পশুই দেখা যায়।

(জ) আসামী কাঠবিড়াল (The Assam Squirrel, Sciurus Assamensis) পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর (চ ও ছ) কাঠবিড়ালের অবিকল অনুরূপপ্রকার, কেবল বর্ণগত সামান্য বিভিন্নতা আছে। ইহারা আসাম, আরাকান, ঢাকা, শ্রীহট্ট, তেনাসেরিম প্রভৃতি স্থানে বাস করে। আসাম ও আরাকানের পার্ব্বত্যপ্রদেশে 'চ' শ্রেণীর কাঠবিড়ালও আছে, কিন্তু অনেকে আসামী কাঠবিড়ালকে 'চ ও ছ' শ্রেণীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এতদ্ভিন্ন এই তিন শ্রেণী হইতে ঈষৎ বর্ণগত প্রভেদ ধরিয়া আরও কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে। তাহারা খসিয়া পর্ব্বত হইতে মলয় উপদ্বীপ ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাস করে। ইহাদের মধ্যে Sciurus ferrugeneus, S. chrysonotus, S. erythrogaster, S. hyperythrus, S. erythraeus, S. phayrei, S. Blanfordi, S. atrodorsalis প্রধান।

(ঝ) ডোরাদার কাঠবিড়াল (The common Stripped Squirrel, Sciurus palmarum) বাঙ্গালার এই জাতীয় কাঠবিড়ালই বেশী। দাক্ষিণাত্যেও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়, কেবল বাঙ্গালার পূর্ব্বোত্তরাংশে এবং মালাবারের কোন কোন অংশে নাই। এই জাতীয় কাঠবিড়ালকে প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় কাঠবিড়াল বলা যাইতে পারে; কারণ, ভারতের বহির্ভাগে, এমন কি সিংহলে পর্য্যন্ত এই জাতীয় কাঠবিড়াল দেখা যায় না। ইহারা লোকালয়ে গৃহের প্রাচীরে, কড়িবরগার গায়ে, খোলার ঘরের বা কুটীরের চালে বাসা করে। শস্যকণা, ফল ও অন্যান্য কীট বা ফলের জন্য ইহারা নিয়ত এদিক ওদিক ভ্রমণ করে। ইহারা চতুর ও সতর্ক হইলেও সর্ব্বদা ভূমিতে সঞ্চরণ করিয়া ভ্রমণ করে বলিয়া অনেক সময় বিপদে পড়ে। ইহারা আহার করিবার জন্য ইঁদুরবৎ পড়িয়া ধরে এবং চাপিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। ইহাদিগকে পোষ মানাইতে পুষিলে বেশ পোষ মানে। ত্রিচীনপল্লীতে এই পশু অধিক বিক্রীত হয়। ইহাদের চর্ম্ম প্রায়ই শীতকালের জন্য ও মসৃণ হয়। ইহারা ৭ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। ইহাদের লাঙ্গুলও ৭ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। এই শ্রেণীর একবারে ৩ হইতে ৪টি পর্য্যন্ত শাবক হয়। ইহাদের স্বর অতি কর্কশ ও কর্ণপীড়াকর। ইহারা যখন নিশ্চিন্ত হইয়া বৃক্ষাদিতে আমোদে ছুটাছুটি ও খেলা করিতে থাকে তখন সেইরূপ বড় কিন্তু লোকের অল্প একটু বিরক্তিকর শব্দ উঠে। ইহাদের স্বর অনেকটা চড়াইপাখীর ডাকের মত, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক গম্ভীর ও কর্কশ।

ইহাদিগের দেহের উপরিভাগের বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ ধূসর, মস্তক হইতে পুচ্ছমূল পর্য্যন্ত পীতাভ শ্বেতবর্ণের বা কৃষ্ণবর্ণের ডোরা আছে। দুই পার্শ্বে ঐরূপ আর দুইটি শ্বেতবর্ণের ডোরা আছে। উদরাদি অবয়ব শ্বেত, পুচ্ছের প্রত্যেক লোমে প্রথমে একটু লাল তৎপরে একটু কাল, আবার একটু লাল, পরে একটু কাল, এইরূপ চিহ্নিত। কর্ণ গোলাকার। ইহারা যখন ভীত বা সতর্ক হইয়া দ্রুত পলায়ন করে তখন পুচ্ছের লোমগুলি বোতল বা কেরাসিন ল্যাম্পের চিমনি পরিষ্কার করা ব্রস বা কুচির ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠে।

ইহাদের পৃষ্ঠের এই ডোরাসম্বন্ধে বঙ্গদেশে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যে যে প্রবাদ আছে, তাহা এইরূপ, হনুমানের এক সময় সমুদ্রপার হইবার আবশ্যক হয়, কিন্তু সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হনুমানের সাহস না হওয়ায়, সকল পশু মিলিয়া নানাবিধ উপায়ে একটা সেতু বাঁধিয়া দেয়। ঐ সেতুর মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র ছিল। কাঠবিড়াল সেই ছিদ্রটি বালুকা দিয়া বুজাইয়া দেয়। হনুমান ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ইহার গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করেন। তদবধি অঙ্গুলির দাগ ইহাদের পৃষ্ঠে চিরকাল রহিয়াছে।

এই [illegible] ও গিলহরী বলে [illegible] কাঠবিড়াল [illegible] [illegible] ইহারা [illegible] আর এক শ্রেণীর [illegible]

[illegible] ভারতের কাঠবিড়াল [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

২ [illegible] কাঠবিড়াল — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুচ্ছ [illegible] এই শ্রেণী [illegible] [illegible]

[illegible] শ্রেণীর সহিত [illegible] [illegible] অধিক [illegible]

হিমালয়ের কৃষ্ণকায় কাঠবিড়াল ([illegible] Himalayan Squirrel [illegible]) ইহাদের বর্ণ ম্লান, [illegible] চিহ্ন পিঙ্গল [illegible] পিঙ্গল। ইহাদের নাসিকা হইতে লোমের গোড়া পর্যন্ত [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কাঠবিড়াল [illegible] পুচ্ছ [illegible] [illegible] সৌন্দর্যবিশিষ্ট।

[illegible] কাঠবিড়াল [illegible] [illegible] [illegible] রক্ত [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] লাঙ্গুলের [illegible] [illegible] লাঙ্গুলের অগ্রভাগ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

শরীরের দৈর্ঘ্য ২০ ইঞ্চি, পুচ্ছ ১১ ইঞ্চি। [illegible] কাঠবিড়ালীর [illegible]

দিয়া চলিবার [illegible] হয়। দার্জিলিংয়ের নিবিড় বন জঙ্গলে এই উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল দেখা যায়। ইহারা ফল, বৃক্ষের ছাল ও [illegible] খাইয়া থাকে। ইহাদিগকে শৈশবাবস্থায় [illegible] না [illegible] প্রতিপালন করিয়া পুষিতে পারা যায়। জন্মের ৩ সপ্তাহ পরে ইহারা [illegible] দিনের বেলায় ইহারা লুকাইয়া থাকে, শীতকালে [illegible] হইয়া চারি [illegible] উচ্চ [illegible] থাকে, রাত্রিতে অনেক চলাফেরা করে। ইহারা [illegible] বা বৃক্ষের [illegible] চারিদিকে [illegible] লাফাইয়া [illegible] থাকে। [illegible] ইহারা এক [illegible] লাফাইয়া যায়। [illegible] বৃক্ষ [illegible] লাফাইতে পারে। [illegible] একটি [illegible] উচ্চ স্থানে উঠিয়া [illegible] লাফাইয়া পড়ে, সোজা [illegible] আঁচড়াইয়া দেয়। [illegible] কোলকাতাইয়ের [illegible]।

(খ) [illegible] উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল — The wh[illegible] [illegible] rnata) ইহা[illegible] [illegible] শ্বেতবর্ণ [illegible] চতুর্দ্দিকে একটি ধূসরবর্ণের দাগ আছে [illegible]। ইহাদের দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৬ ইঞ্চি। এই জাতীয় কাঠবিড়াল উত্তরপশ্চিম হিমালয় ও কাশ্মীর হইতে কুমাউন পর্যন্ত দেখা যায়। ৬ হাজার ফুটের নিম্ন ভূভাগে ইহাদের সংখ্যা অল্প ও উর্দ্ধ ১০ হাজার ফুটের উপরে নাই। ইহাকে কাশ্মীরে "কাস্ ভুর" (অর্থাৎ উড়ুক ইন্দুর) বলে।

(গ) রক্তোদর উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল— The Red bellied flying squirrel, Pteromys magnificus) ইহাদের উপরিভাগ রক্তাভ পীত [illegible] ও লম্বা [illegible] বা রক্তবর্ণ, উদরাদি কমলাবর্ণ বা পীতাভ চিক্কণ রক্তবর্ণ, লাঙ্গুল খাটো, অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষুর চতুর্দিকে কৃষ্ণবর্ণ রেখা, চিবুকে ত্রিকোণাকার দাগ। কর্ণ রক্তবর্ণ। এই জাতি হিমালয়ের দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে, নেপাল, ভুটান, আসাম ও খসিয়া পর্ব্বতে দৃষ্ট হয়, দার্জিলিঙ্গে যথেষ্ট। ইহারা দেখিতে অতি সুশ্রী, ইহাদিগকে লেপ্‌চারা 'মিরোম্' বলে।

এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশের (P[illegible] oli erascens), মলয়দ্বীপের (P nit lus), যবদ্বীপের (P el gans) ও ফিলিপাইন দ্বীপের P Phil[illegible]pen[illegible] উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল ভারতেও দেখা যায়।

২ সিউরোপ্টেরাস (Sciuropterus [illegible]) —ইহাদের লাঙ্গুল দেহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, শরীর কিছু চেপ্টা ও সাধারণতঃ ক্ষুদ্রকায়।

(ক) ধূসরমস্তক উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল। (The Gr[illegible] headed flying squirrel, Sciuropterus caniceps) ইহাদের মস্তক [illegible] ধূসরবর্ণ, দেহের উপরিভাগ [illegible], উড্ডয়ন চর্ম্ম ও লাঙ্গুল কৃষ্ণাভ [illegible]। [illegible] শ্বেতাভ ও উদরাদি [illegible] কমলালেবুর ন্যায় রক্তবর্ণ। ইহাদের দৈর্ঘ্য [illegible] ইঞ্চি ও লাঙ্গুল ১০ ইঞ্চি। নেপাল ও সিকিম [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। সিকিমে এই জাতির একপ্রকার শ্রেণী আছে, তাহাকে (S Lisvarh) [illegible] —"[illegible] চিপা" বলে।

(খ) ধূসরবর্ণের উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—(The grey flying squirrel, Sciuropterus Fimbriatus) ইহাদের [illegible] বা [illegible] মত কৃষ্ণমিশ্রিত ধবল ধূসরবর্ণ [illegible], মুখভাগ [illegible] বর্ণবিশিষ্ট, [illegible] কৃষ্ণবর্ণ মুখ সাদা, গোঁপ অতি দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ, লাঙ্গুল [illegible], লাঙ্গুলের গোড়ার দিকের লোমাবলীর অগ্রভাগ কাল ও লাঙ্গুলের অগ্রভাগের লোমাবলী পিঙ্গল বা ধূসর। শরীরের দৈর্ঘ্য ১০।১১ ইঞ্চি, পুচ্ছ ১০ ইঞ্চি।

এই জাতীয় কাঠবিড়াল হিমালয়ের উত্তরপশ্চিমে সিমলা হইতে কাশ্মীরপ্রদেশে [illegible] পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহারা আফগানিস্থানেও আছে। ইহার আর এক শ্রেণীর নাম Sc. Baberi

(গ) কৃষ্ণ ও শ্বেতমিশ্রিত বর্ণের উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল (The Black and white flying squirrel, Sciuropterus alboniger) ইহাদের দেহের উপরিভাগের বর্ণ ঈষৎ রক্তাভ, উদরাদি ঈষৎ পীতাভ। অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর মত। শরীরের দৈর্ঘ্য ১১ ইঞ্চি, পুচ্ছ [illegible]১০ ইঞ্চি। ইহারা নেপাল ও ভুটানে বাস করে। লেপ্‌চারা ইহাদিগকে "খিম" ভোটিয়া "পিয়ার বা পিয়ু" বলে।

(ঘ) লোমপাদ উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—(The hairy footed flying squirrel, Sciuropterus villosus) ইহাদের উপরিভাগ উজ্জ্বল লোহিত [illegible] বর্ণবিশিষ্ট ও ঐ রঙের উপর [illegible] বিন্দু দাগবিশিষ্ট। কর্ণ ক্ষুদ্র, কর্ণের চতুষ্পার্শ্বে লম্বা লোম আছে, পায়ে ও অঙ্গুলিতে বড় বড় লোম

I—9 III

হয়। শরীরের দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি। সিকিম, ভূটান ও আসামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। দার্জ্জিলিঙ্গে ইহাদের লোম কিছু বেশী বড় হয়।

(৩) ত্রিবাঙ্কুরের ক্ষুদ্র উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—(The small Travancore flying squirrel, Sciuropterus fusco-capillus) ইহাদের বর্ণ পাণ্ডু-পিঙ্গল, লোমগুলির অগ্রভাগ পীতবর্ণের দাগবিশিষ্ট। উদরাদি শ্বেতাভ-পীত, লাঙ্গুলের লোমাবলী দেহের বর্ণসদৃশ ও অগ্রভাগ শাদা দাগযুক্ত। গোঁফ দীর্ঘ ও কাল; লোম দীর্ঘ, কোমল ও ঘন। শরীরের দৈর্ঘ্য ৭ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৬ ইঞ্চি। সিংহলে এই জাতীয় কাঠবিড়ালের ইংরাজী নাম Sc. Layardi, পেগু ও টেনাসেরিমের এই জাতীয়ের নাম Sc. Phayrei, আরাকানের এই জাতীয়ের নাম Sc. spadiceus বলে। এই জাতীয়কাঠবিড়ালের ৩টী শ্রেণী আছে, তাহাদের ইংরাজী প্রকৃত নাম Sc Sagitta, Sc. Horsfieldii ও Sc genibarbis

৪। আরক্টোমিডিনি (Arctomidinae) মরমট (Marmots)। এই জাতীয় পশু অদ্যাপি বাঙ্গালায় বা হিন্দুস্থানে আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং ইহার বাঙ্গালা বা হিন্দী নাম কি তাহা বলা যায় না। ইহারা কাঠবিড়াল জাতীয় কিন্তু স্থূলকায় ও ক্ষুদ্র লাঙ্গুলবিশিষ্ট। শীতপ্রধান দেশে ইহারা থাকে। হিমালয়ের মধ্যে ইহা দেখা যায়। হিমালয়ে ইহাদের দুই শ্রেণী দেখা গিয়াছে। তন্মধ্যে (ক) শ্বেত মরমট (The white Marmot Arctomys bobac) নামক শ্রেণীকে কাশ্মীরে "দুন," তিব্বতে 'কাদিয়া পিউ', ভুটানে 'চিপি' ও লেপ্‌চারা "লোগা বা পউ ডাঙ্গিয়ং" বলে। ইহাদের লাঙ্গুল ক্ষুদ্র, চক্ষু ও মস্তক বৃহৎ, গ্রীবাস্থি ১০। ১২টী স্তন ও শরীর দৃঢ়। বর্ণ ধূসর, লোম ঘন। দৈর্ঘ্য ২৪ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৫।৬ ইঞ্চি। ইহারা কাশ্মীর হইতে সিকিম পর্য্যন্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশে বাস করে। বৃক্ষাদির শিকড় ও ফলাদি খায় এবং ভূমিতে বাসা করে। ইহারাও প্রকৃত কাঠবিড়ালের মত সম্মুখের দুই পা দিয়া খাদ্য ধরিয়া খায়। ইহারা একস্থানে কতকগুলি মিলিয়া বাস করে এবং গর্ত্তের বাহিরে বসিয়া খেলা করিতে থাকে, কিন্তু সামান্য শব্দেই ভীত হইয়া গর্ত্তের মধ্যে পলাইয়া যায়।

৪ (খ) রক্ত মরমট বা হিমাচলীয় মরমট The Red Mormot, Arctomys Hemachalanus) ইহাদিগকে লেপচারা—'চিপি' ও কাশ্মীরে 'দ্রোণ' বলে।

কাঠ্‌বেণিয়া, বেহারের বণিক্‌জাতির এক শ্রেণী। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব। মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দেবদেবী ছাড়া ইহারা গোসাঁই পঞ্চুনাথ এবং সত্যনারায়ণ নামক গ্রাম্যদেবতার পূজা দিয়া থাকে। অপর বণিকের মধ্যে কন্যা ও বর উভয় পক্ষে সপ্তপুরুষের সম্বন্ধ থাকিলেও পিণ্ড মিলিলে যেমন বিবাহ হয় না, কাঠবেণিয়ার মধ্যে সেরূপ কোন বাধা নাই। ইহারা বাল্যকালে কন্যার বিবাহ দেয়। বর এক পত্নী বর্ত্তমানে অপর পত্নী গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, তবে বিধবা পূর্ব্বপতির কনিষ্ঠ সহোদর অথবা সম্পর্কীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে পারে না। স্ত্রীর কোন গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হইলে স্বামী পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া পত্নী পরিত্যাগ করিতে পারে। এরূপ পরিত্যক্ত স্ত্রীলোকের আর বিবাহ হয় না। ইহারা শবদাহ করে এবং অশৌচান্তে ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। সামান্য ব্যবসা ও কৃষিকার্য্য ইহাদের উপজীবিকা।

কাঠ্‌বেল (দেশজ) পুষ্পবিশেষ। (Jasminum multiflorum)

কাঠ্‌মরঙ্গ (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (Pantalus leucocephalus)

কাঠ্‌মল্লিকা (দেশজ) পুষ্পবিশেষ। (Jasminum Zambac)

কাঠমুলী (দেশজ) ক্ষুপবিশেষ। (Canthium angustifolium)

কাঠ্‌রা (দেশজ) ১ কাষ্ঠের বেড়া দেওয়া স্থান। ২ বারান্দার কোণ।

কাঠরাঙ্গা (দেশজ) একপ্রকার বড়গাছ। Ehretia laevis) ইহা ভারতবর্ষ ও সিংহলে জন্মে। ইহা হইতে কঠিন ও বহুকালস্থায়ী কাঠ পাওয়া যায়।

কাঠ্‌শালুক (দেশজ) কন্দবিশেষ।

বঙ্গদেশে স্থান বিশেষে বড় শালুক, হিন্দীতে কমল, পারস্যে নিলোফর, সিন্ধুপ্রদেশে ফুলি, তেলঙ্গে আল্লি কলুবা আম্বল (Nymphaea pubescens)। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও যবদ্বীপে জন্মে। ইহার বড় বড় শাদা ফুল হয়। হিন্দুগণ পবিত্র ভাবিয়া এই ফুলদ্বারা দেবার্চ্চনা করে। প্রাচীন মিসরের অধিবাসীরাও এই ফুল অতি পবিত্র জ্ঞান করিত।

কাঠ্‌সিম (দেশজ) সিম্বীবিশেষ। (Dolichos gladiatus) [সিম্ দেখ।]

কাঠ্‌শোলা (দেশজ) শোলা। (Aeschynomene paludosa) [শোলা দেখ।]

কাড়ন (দেশজ) অপরের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ। "বে। কেহ কার প্রাণ লয়ে যায় কাড়ি।" রামেশ্বর।

কাড়া (দেশজ) ১ বাদ্যবিশেষ, পূর্ণীয় জাম মৃত্তিকা-নির্ম্মিত একটি খোলে চর্ম্মের আচ্ছাদন দ্বারা প্রস্তুত। পূর্ব্বকালে রাজাদিগের বহির্দ্বারে এক একটি বৃহৎ কাড়া থাকিত, কোন বিষয় ঘোষণা করিতে হইলে সেই কাড়ায় আঘাত করিয়া

ঘোষণা করা হইত। রাজাদিগের বহির্গমনকালেও সর্ব্বাগ্রে এই কাড়ার শব্দ করিতে করিতে যাইত। এখনও অনেক দেবালয়ের বহির্দ্বারে কাড়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহা বাদিত হইয়া থাকে। দেশজ বাদ্যকর। ঐরূপ আকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একরূপ কাড়া গলায় ঝুলাইয়া বাজাইয়া থাকে। ডগর নামক আর একটি বাদ্য তাহার সহিত বাদিত হয় এজন্য ঐ উভয় বাদ্যের নাম ডগর কাড়া। ২ দুন্দুভি। ৩ শব্দ, ডাক।

[illegible] কাড়ায় পড় [illegible]। [illegible] ২৮।

কাড়াকাঠি (দেশজ) কাড়াবাদনের উপকরণ। [illegible] করা হয়।

কাড়াকাড়ি (দেশজ) বলপূর্ব্বক গ্রহণ আক্রমণ।

কাড়াচিয়া (দেশজ) বলপূর্ব্বক গ্রহণ আক্রমণ।

কাড়ান (দেশজ) [illegible] ধান পুরুন করান। ২ আদ্য [illegible] নিরন্তর বৃষ্টি হওয়া। ৩ [illegible] মস্তকে [illegible] অপেক্ষা করা।

[illegible] (দেশজ) পক্ষিবিশেষ Indian Myna [illegible]

কাড়াকড়ি (দেশজ) বলপূর্ব্বক পরস্পর গ্রহ।

কাণ (পুং) কাণ [illegible], কণ [illegible]। ১ কাক। ২ [illegible] একচক্ষুবিশিষ্ট পাখী, কাক। (বাণঃ কাকেক্ষু [illegible] মালতী।) ৩ (দেশজ) কর্ণ, শ্রবণ।

কাণকাটা (দেশজ) ১ যে কাণ কাটিয়া দেয়। ২ যাহার কাণ ছেদ হইয়াছে।

কাণকথা (দেশজ) মন্ত্রের কথন।

কাণকোটারি (দেশজ) কীটবিশেষ, শতপদী, কেন্নুই। [শতপদী দেখ।]

'কাণকোটারি দিতে যোর কাণ হল কালা।

[illegible] বুড়া বলে [illegible]' ভারত—অন্নদামঙ্গল।

কাণখড়কিয়া (দেশজ) ১ কর্ণের মল। ২ শ্রবণ সতর্ক।

কাণখুস্কি (দেশজ) কাণের মল বাহির করিবার জন্য শলাকাবিশেষ।

কাণচটা (দেশজ) কর্ণপালীর মধ্যদেশে একরূপ ঘা হয়, তাহাকেই কাণচটা কহে। হলুদপোড়া ইহার অব্যর্থ ঔষধ।

কাণচুলকানি (দেশজ) কর্ণমধ্যে শুড় শুড় করা।

কাণঝুলপি (দেশজ) চিবুকাদি স্থানের শ্মশ্রু ফেলিয়া, কেবল কর্ণমূল হইতে ঈষৎ লম্বিত শ্মশ্রু রাখিয়া দিলে তাহাকেই কাণঝুলপি বা কাণপাটা বলে।

কাণতড়পা (দেশজ) কর্ণালঙ্কারবিশেষ।

কাণপাকা (দেশজ) কর্ণরোগবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম পূতিকর্ণ। [পূতিক। দেখ।]

কাণপাটা (দেশজ) ১ কাণঝুলপি। ২ কর্ণের নিম্ন অংশ।

কাণপাতলা (দেশজ) যে কোন কথা শুনিবামাত্র অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলে।

কাণপাল, নেপালের শৈব অধ্যবংশের একজন রাজা।

(অঃ ব্রহ্মখণ্ড ২০।৫১)

কাণভাঙ্গন (দেশজ) কুসংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া।

কাণভাঙ্গানি (দেশজ) সতর্ক করা, কাণে কাণে বলিয়া সন্ধান করিয়া দেওয়া।

কাণভাঙ্গা (দেশজ) ১ গুপ্তভাবে কাহারও কাছে কোন কথা প্রকাশ করা। ২ কুসংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া।

কাণভূতি (পুং) পিশাচযোনি যক্ষবিশেষ। ইনি সুপ্রতীক নামে কুবেরের অনুচর ছিলেন। স্থূলশিরা নামক কোন রাক্ষসের সহিত ইহার বন্ধুত্ব থাকায় কুবের তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলেন। কিন্তু ইনি বন্ধুত্বের অনুরোধে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। তাহাতে কুবের অভিশাপ প্রদান করায় পিশাচযোনিতে উৎপন্ন হইয়া [illegible] বিন্ধ্যাটবীতে বাস করিয়াছিলেন। পরে [illegible] নামক তাঁহার ভ্রাতার চেষ্টায় পুষ্পদন্তের মুখে ভবের কথিত বৃহৎকথা শ্রবণ করিয়া মাল্যবানের নিকট প্রকাশ করায় পিশাচযোনি হইতে মুক্তিলাভ করেন।

(কথাসরিৎসাগর)

কাণমলা (দেশজ) ১ কর্ণ মর্দ্দন করা। ২ কাণের মল।

কাণমাগুর (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। [মাগুর দেখ।]

কাণমূতা (দেশজ) কর্ণমূল, কাণের মূলদেশ।

কাণমোচড়া (দেশজ) কাণমোচড়াইয়া দেওয়া কাণমলা।

কাণমুটি (দেশজ) কাহাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশে কাণমলা।

কাণা (দেশজ) ১ একচক্ষুহীন। ২ ফুটা, ছিদ্র। ৩ পাত্রাদির কিনারা।

কাণাকাণি (দেশজ) ১ গোপনে পরামর্শ করা। ২ নদনদীর প্রায় পূর্ণ অবস্থা।

কাণাচি (দেশজ) গৃহের পশ্চাৎভাগ।

কাণাচিয়া (দেশজ) ১ গৃহের পশ্চাৎভাগ।

কাণাড়ি (দেশজ) গুপ্তভাবে কাণ দেওয়া।

কাণাড়িপাতা (দেশজ) ১ যে অলক্ষ্যে থাকিয়া গুপ্তভাবে কাণ পাতিয়া শ্রবণ করে। ২ কাণ দেওয়া।

কাণাৎ (দেশজ) শিবির বা তাঁবুর পর্দা বা দেওয়াল।

কাণাদ (ত্রি) কণাদস্য ইদম্। কণাদ-অণ্। ১ কণাদপ্রণীত শাস্ত্র, ইহা বৈশেষিক বা ঔলুক্যদর্শন নামে প্রসিদ্ধ।

[কণাদশব্দ দেখ।]

২ কণাদসম্বন্ধীয়।

কাণা-দামোদর, হুগলীজেলায় প্রবাহিত একটি স্রোতস্বতী। পূর্ব্বে ইহাই দামোদর নদের শাখা ছিল, এখন যেখানে কাণা-নদী দামোদর ছাড়িয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে, এই স্রোতটি তাহার নিকট হইতে পৃথক হইয়া হুগলী মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্রোতটির নিম্নাংশের নাম কাণসোণা খাল। উহা উলুবেড়িয়ার অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে হুগলী নদীতে মিলিত হইয়াছে।

কাণানদী, হুগলী জেলার একটি স্রোতস্বতী। পূর্ব্বে ইহাই দামোদরের প্রধান খাল ছিল, এখন কিন্তু একটি ক্ষুদ্র স্রোত মাত্র, বর্দ্ধমানের দক্ষিণ সলিমাবাদের নিকট বর্ত্তমান দামোদর হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। পরে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া দিয়া নদীর সহিত মিলিত হইয়া কুন্তীনদী নামে নয়াসরাইয়ের নিকট ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে। এই স্রোতস্বতীর মধ্যে দামোদরের জল আসিয়া পড়ে।

কাণাশি, মাছ ধরিবার জন্য যাইবার জন্য যে দড়ি কাণকুয়ার মধ্যে দেওয়া হয়।

কাণি (দেশজ) ছিন্নবস্ত্র, নেকড়া।

কাণিপাব্দা (দেশজ) এক প্রকার পাবদামাছ। [পাবদা দেখ।]

কাণিমাগুর (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

কাণুটি (দেশজ) কাণমলা, কাণ মোচড়ান।

কাণুক (ত্রি) কণ দীপ্তৌ, কণ উকঞ্। ১ কান্ত, কমনীয়। ২ আক্রান্ত। ৩ পুং।

কাণূক (পুং) কণতি শব্দায়তে, কণ-ঊক। (মৃকনিভা-মূকোকণ। উণ্ ৪। ৩৯। মৃঙ্ ধাতু ও কণ্ ধাতুর পরে যথাক্রমে উক ও ঊকণ্ প্রত্যয় হয়।) কাক। (কাণূকঃ কাকঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কাণেকাণে (দেশজ) কাণের অতি নিকটে মুখ দিয়া কথোপকথন।

কাণেতালা (দেশজ) উৎকট শব্দ শুনিয়া কাণের যন্ত্রণা-বিশেষ। ইহাতে শ্রবণশক্তি কিছুকাল বদ্ধ হয়।

কাণেয় (পুং) কাণায়াঃ অপত্যং পুমান্, কাণা-ঢক্। ১ এক চক্ষুহীনার পুত্র। ২ কাকশাবক।

কাণেয়বিধ (স্ত্রী) কাণেয়ানাং বিষয়ো দেশঃ, কাণেয়-বিধল্। (ভৌরিক্যাদৈষু কার্য্যাদিভ্যো বিধল্ভক্তলৌ। পা ৪।২।৫৪।) কাণেয়গণের বিষয় বা দেশ।

কাণের (পুং) কাণায়াঃ অপত্যং পুমান্, কাণা-ঢ্রক্ (ক্ষুদ্রা-ভ্যো বা। পা ৪।১।১৩১।) ১ একচক্ষুহীনার পুত্র। ২ কাকশাবক।

কাণেলী (স্ত্রী) ১ অবিবাহিতা কন্যা। ২ ব্যভিচারিণী।

কাণেলীমাতৃ [র] (পুং) কাণেলী মাতা যস্য, বহুব্রী। ১ অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ২ ব্যভিচারিণীর পুত্র।

কাণোড়সাপ (দেশজ) বিষধর সর্পবিশেষ। ইহারা গাছের উপর হইতে মনুষ্য অথবা পশ্বাদির উপর লাফাইয়া পড়িয়া দংশন করে।

কাণোড়া (দেশজ) বিলম্বী, লম্ব, অধীন।

কাণ্টকমর্দ্দনিক (ত্রি) কণ্টকমর্দ্দনেন নিবৃত্তম্, কণ্টক মর্দ্দন ঠক্। (সংজ্ঞায়ং ইত্যাদিভ্যঃ। পা ৪।৪।৫৯।) কণ্টকমর্দ্দন দ্বারা সম্পাদিত শস্যাদি।

কাণ্টকার (ত্রি) কণ্টকার্য্যা অবয়বঃ বিকারো বা, কণ্টকার অণ্। (প্রাণিরজতাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।৩।১৫৪।) ১ কণ্টকারীর অবয়ব। ২ কণ্টকারীর বিকার।

কাণ্টাল (দেশজ) কাঁঠাল।

কাণ্ঠা (দেশজ) কণ্ঠাস্থির শীর্ণাংশ।

কাণ্ঠেবিদ্ধি (পুং) কণ্ঠেবিদ্ধস্য অপত্যং পুমান্ কণ্ঠেবিদ্ধ ইঞ্। কণ্ঠেবিদ্ধ নামক ঋষির পুত্র।

কাণ্ড (পুং, স্ত্রী) কণ ড দীপ্তৌ। ১ দণ্ড। ২ নাল। ৩ বাণ। ৪ শরগাছ। ৫ অশ্ব। ৬ কুৎসিত। ৭ কতকগুলি একজাতীয় বস্তুর একত্র সমাবেশ। ৮ পরিচ্ছেদ। ৯ অবসর। ১০ প্রস্তাব। ১১ জল। ১২ স্তব। ১৩ তৃণাদির গুচ্ছ। ১৪ গাছের গুঁড়ি। ১৫ গাছের ডাল। ১৬ সমূহ। ১৭ নির্জ্জন স্থান। ১৮ শাখা। ১৯ পাপী। ২০ ব্যাপার, ঘটনা। ২১ গণ্ড। ২২ খাকড়া বিশেষ। ২৩ দুষ্ট, বোঁটা। ২৪ (পুং) অক্ষোটবৃক্ষ। ২৫ (স্ত্রী) এক গাঁইর নিকট হইতে অন্য গাঁইর পর্য্যন্ত দীর্ঘ এক খণ্ড আখ। ("কণ্ডাৎ সমাসাদ্য বিবর্দ্ধমানা-

কাণ্ডে চ সর্ব্বো চ কি তত্র সর্ব্বো।" মাধব নি°।)

২৬ (ত্রি) কাণ্ডস্য অবয়বো বিকারো বা, কাণ্ড অণ্। (বিল্বাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৩৬।) কাণ্ডের অবয়ব বা বিকার।

কাণ্ডকটুক (পুং) কাণ্ডে স্কন্ধে শাখায়াং ইত্যর্থঃ কটুকঃ, ৭তৎ। কারবেল্ল, করলা। [কারবেল্ল দেখ।]

কাণ্ডকাণ্ডক (পুং) কাণ্ডস্য পর্ব্বণঃ কাণ্ডমিব কাণ্ডং যস্য, কাণ্ডকাণ্ড-কপ্। কাশ নামক তৃণবিশেষ।

কাণ্ডকার (স্ত্রী) কাণ্ডং স্কন্ধং কিরতি, দীর্ঘতয়া উৎক্ষিপতি, কাণ্ড-কৄ অচ্। ১ গুবাক। ২ (পুং) কাণ্ডং বাণং করোতি, কাণ্ড-কৃ-অণ্। বাণনির্ম্মাণকারক।

কাণ্ডকীলক (পুং) কাণ্ডে স্কন্ধে কীলমিব যস্য, কাণ্ডকীল-কপ্। লোধ কাঠ।

কাণ্ডকুক্কু (পুং) ঋষিবিশেষ।

কাণ্ডগুণ্ড (পুং) কাণ্ডেন গুচ্ছেন গুণ্ডয়তি বেষ্টয়তি ভূমিং কাণ্ড-গুড়ি-অণ্। গুণ্ডনামক তৃণবিশেষ।

কাণ্ডগোচর (পুং) কাণ্ডস্য বাণস্য গোচর ইব গোচরো যস্য, মধ্যলো°। নারাচ নামক লৌহময় অস্ত্রবিশেষ।

কাণ্ডগ্রহ (পুং) কাণ্ডস্য বিষয়স্য প্রকরণস্য বা গ্রহঃ জ্ঞানম্। কাণ্ডজ্ঞান, উদ্দিষ্ট প্রকরণের বা বিষয় মাত্রের অবধারণ।

কাণ্ডগ্রহরহিত (ত্রি) কাণ্ডগ্রহেণ রহিতঃ হীনঃ, ৩তৎ। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, যাহার কোন বিষয়েই অর্থবোধ হয় না।

কাণ্ডচারা [ন] (পুং) কাণ্ডে উচ্চশাখায়াং চরতি, কাণ্ড-চর-ণিনি। যাহারা বৃক্ষশাখায় বিচরণ করে। কাকাতুয়া, কাকাতোবা, [illegible] পক্ষিবিশেষকে কাণ্ডচারী কহে।

কাণ্ডজ্ঞান (ক্লী) কাণ্ডস্য প্রকরণস্য বিষয়স্য বা জ্ঞানম্, ৬তৎ। ১ বিষয়জ্ঞান, [illegible] অর্থবোধ। ২ মোটামুটি জ্ঞান।

কাণ্ডণী (স্ত্রী) কাণ্ডেন শাখয়া নীয়তেহসৌ, কাণ্ড-নী-ক্বিপ্। [illegible]। রামদূতী নামক লতাবিশেষ।

কাণ্ডতিক্ত (পুং) কাণ্ডে স্কন্ধে তিক্তঃ, ৭তৎ। চিরাতা। [কিরাততিক্ত দেখ।]

কাণ্ডতিক্তক (পুং) কাণ্ডতিক্ত স্বার্থে কন্। চিরাতা।

কাণ্ডধার (পুং) কাণ্ড° ধারয়তি অত্র, কাণ্ড-ধৃ-ণিচ্-অচ্। ১ দেশবিশেষ। ২ (ত্রি) স অভিজনোহস্য, কাণ্ডধার-অঞ্। (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যোহণঞৌ। পা ৪।৩।৯৩।) তদ্দেশবাসী।

কাণ্ডনাল (পুং) কাণ্ডে স্কন্ধে নালঃ, কীটবত্বাৎ। লোধ।

কাণ্ডপট (পুং) কাণ্ডে কাষ্ঠাদিনির্মিতস্তম্ভে স্থিতঃ পটঃ, মধ্যলো°। যবনিকা, পরদা।

(অপটী কাণ্ডপটঃ স্যাৎ প্রতিসীরা জবনিকা। হেম ৩।৩৪৪।)

কাণ্ডপুঙ্খা (স্ত্রী) কাণ্ডস্য বাণস্য পুঙ্খ ইব পুঙ্খো যস্যাঃ, মধ্যলো°। শরপুঙ্খা গাছ।

কাণ্ডপুষ্প (ক্লী) কাণ্ডাৎ স্কন্ধং ব্যাপ্য পুষ্পং যস্য বহুব্রী। শুভ্র সুগন্ধ পুষ্পবিশেষ, দ্রোণপুষ্প।

কাণ্ডপৃষ্ঠ (পুং) কাণ্ডঃ বাণঃ পৃষ্ঠে যস্য, বহুব্রী। ১ শস্ত্রাজীব, ব্যাধ। ২ বৈশ্যাপতি। ৩ (ক্লী) কাণ্ডঃ অংশকাণ্ড ইব স্থূলং পৃষ্ঠং যস্য বহুব্রী। স্থূলপৃষ্ঠ ধনুঃ, যে ধনুর পৃষ্ঠদেশ মোটা। ৪ মহাবীর কর্ণের ধনু।

কাণ্ডবারিণী (স্ত্রী) কাণ্ডান্ সংগ্রামাপতিতান্ বাণান্ বারয়তি স্মরণাদেব ইতি শেষঃ, কাণ্ড-বৃ-ণিচ্-ণিনি-ঙীপ্। দুর্গা।

("মহাগজঘটাটোপসংযুগে নরবাজিনাম্।
স্মরণাদ্বারয়ত্তে বাণান্ তেন সা কাণ্ডবারিণী॥"
দেবীপুরাণ ৪৫ অঃ।)

কাণ্ডবীণা (স্ত্রী) কাণ্ড ইব মূলা বীণা, মধ্যলো°। ১ কণ্ডোল নামক বীণাবিশেষ, চণ্ডালবীণা। ২ শরনির্ম্মিত বীণা।

কাণ্ডভগ্ন (ক্লী) কাণ্ডে অস্থিখণ্ডে ভগ্নম্, ৭তৎ। হস্তপদাদির দীর্ঘ অস্থি ভাঙ্গিয়া যাওয়া।

কাণ্ডরুহা (স্ত্রী) কাণ্ডাৎ ছিন্নকাণ্ডাৎ রোহতি, কাণ্ড-রুহ-ক-টাপ্। কটুকী। [কটুকা দেখ।]

কাণ্ডর্ষি (পুং) কাণ্ডস্য বেদবিভাগস্য ঋষিঃ, যদ্বা কাণ্ডেষু এতদ্বাচীয়ক্রিয়াদিসম্বাদেষু ঋষিঃ বিচারকঃ। বেদকাণ্ড-বিশেষের অধ্যাপক মুনিবিশেষ। পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা ক্রিয়াকাণ্ডের বিচারক বলিয়া জৈমিনি, উত্তরমীমাংসারূপ বেদান্তশাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের বিচারক হইয়াছিলেন বলিয়া বেদব্যাস এবং ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা ভক্তিকাণ্ডের বিচারক হইয়া শাণ্ডিল্য ঋষ 'কাণ্ডর্ষি' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

কাণ্ডলাব (ত্রি) কাণ্ড° লুনাতি কাণ্ড-লূ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) বৃক্ষস্কন্ধের ছেদনকারক।

কাণ্ডবান [ৎ] (পুং) কাণ্ডঃ শরঃ প্রহরণত্বেন অস্যাস্য, কাণ্ড-মতুপ্ মস্য বঃ। কাণ্ডীর, তীরন্দাজ, যাহারা তীরধনুক লইয়া যুদ্ধাদি করিয়া থাকে।

(তূণী ধনুর্দ্ধরঃ ধানুষ্কঃ স্যাৎ কাণ্ডীরস্তু কাণ্ডবান্। হেম ৩।৪৩৪)

কাণ্ডসন্ধি (পুং) কাণ্ডস্য স্কন্ধস্য সন্ধিঃ যোজনস্থানম্, ৬তৎ। গ্রন্থি, গাঁট্।

কাণ্ডস্পৃষ্ট (ত্রি) স্পৃষ্টং গৃহীতং কাণ্ডং যেন, নিষ্ঠান্তত্বাৎ পরনিপাতঃ। শস্ত্রাজীব, শস্ত্রব্যবহার দ্বারা যাহারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে।

(শস্ত্রাজীবঃ কাণ্ডস্পৃষ্টো ভটকো নরকীলকঃ। হেম ৩।৪২২।)

কাণ্ডহীন (ক্লী) কাণ্ডেন স্কন্ধেন হীনম্, ৩তৎ। মুস্তাবিশেষ; ভদ্রমুস্তক।

কাণ্ডানুক্রম (পুং) কাণ্ডস্য অনুক্রমঃ। তৈত্তিরীয়সংহিতার কাণ্ডসমূহের সূচীপত্র।

কাণ্ডানুক্রমণিকা (স্ত্রী) কাণ্ডস্য অনুক্রমণিকা। তৈত্তি-রীয়সংহিতার সূচীপত্র।

কাণ্ডানুক্রমণী (স্ত্রী) কাণ্ডস্য অনুক্রমণী অনুক্রমণম্। তৈত্তি-রীয়সংহিতার সূচীপত্র।

কাণ্ডার (দেশজ) কর্ণধার, মাঝি।

"পথে দাম সাধ্যে কান নৌকায় কাণ্ডার।" দুঃখীভাষ ২০৯।

কাণ্ডারী (দেশজ) কর্ণধার, মাঝি।

"কাণ্ডারী বলেন [illegible] শুন মোর বাণী।

[illegible] এক [illegible] কড়ি [illegible]।" [illegible]

কাণ্ডারোপণ, (ক্লী) মাঙ্গল্যক্রিয়াবিশেষ, নবমজ্জির চারিদিকে চারিটি তীরকাটি পুঁতিয়া এই ক্রিয়া করিতে হয়।

কাণ্ডিকা (স্ত্রী) কাণ্ড, [illegible] অল্পার্থে [illegible], কাণ্ড [illegible] টাপ্। ১ [illegible] নামক শস্যবিশেষ। ২ বালুকা নামক বৃক্ষ।

কাণ্ডী [ন] (ত্রি) কাণ্ড: অস্ত্য: [illegible] অস্ত্যার্থে কাণ্ড ইনি। [illegible] [illegible]

কাণ্ডী, সংজ্ঞের [illegible] কাণ্ডী নামক [illegible] প্রধান নগর [illegible] ৭° [illegible], [illegible] ৮০°৭৯ পূ।

[illegible] শ্রীবর্দ্ধন [illegible] ১৮১৫ [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এখানে [illegible] বাস, [illegible] উপর [illegible] মত [illegible] [illegible] ইহা। অধ[illegible] প্রায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, [illegible] কেহ কেহ খৃষ্টানধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব্বে ইহাদের [illegible] বহুবিবাহ [illegible] ছিল। এখানে একজন স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিত এবং সন্তানেরা ঐক [illegible] মধ্যে [illegible] সম্বোধন করিত। পুরুষ আপন [illegible] করিতে পারে, এরূপ প্রায় পুরুষের [illegible] স্ত্রীলোকের অনুরাগ [illegible] ঘটিত। স্ত্রী যদি পতি লইয়া আপন [illegible] অপর [illegible] প্রায় পিতৃসম্পত্তির উপর অধিকার [illegible] থাকে [illegible] পূর্ব্ব [illegible] আপন ছাড়িয়া [illegible] হয়। আবার [illegible] স্ত্রী [illegible] স্বামীর গৃহে বাস করে [illegible] পিতৃসম্পত্তির উপর অধিকার [illegible] তাহার [illegible] চলে। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দ হইতে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কাণ্ডাদিগের কুপ্রথা উঠাইয়া বিবাহ [illegible] চেষ্টিত হইয়াছেন। এখনও স্ত্রী পুরুষের মত হইলে [illegible] বিবাহ বন্ধন [illegible] করিতে পারে। কিন্তু যদি বিবাহচ্ছেদের ৯ মাস মধ্যে স্ত্রীর পুত্রাদি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বপতি সেই পুত্রকে গ্রহণ ও তাহার ভরণপোষণ করিবেন। [সিংহল দেখ।]

কাণ্ডীর (পুং) কাণ্ড: শর: অস্ত্যস্য, কাণ্ড-ঈরন (কাণ্ডাণ্ডবীরচীবচৌ। পা ৫।২।১১১।) ১ অপামার্গ। ২ কাণ্ড [illegible] নামক [illegible]। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কাণ্ড কটুক, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত উষ্ণ [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible]।

কাণ্ডীরা (স্ত্রী) কাণ্ডীর টাপ্। মঞ্জিষ্ঠা।

কাণ্ডীরী (স্ত্রী) কাণ্ডীর ঙীষ্ ([illegible] ৪। ৪১।) মঞ্জিষ্ঠা। [মঞ্জিষ্ঠা দেখ।]

কাণ্ডেক্ষু (পুং) কাণ্ড [illegible]। ১ [illegible] [illegible] দেখ।] ২ [illegible]।

কাণ্ডেরী (স্ত্রী) কাণ্ড [illegible] বাণকাণ্ড [illegible] কাণ্ড [illegible] [illegible]।

কাণ্ডেরুহা (স্ত্রী) কাণ্ড [illegible], [illegible] সপত্মা [illegible]। কটুকী।

কাণ্ডোল (পুং) [illegible] [illegible] ইহা [illegible] [illegible] হইয়া থাকে। [[illegible]]

কাণ্ব (পুং) [illegible] [illegible]। ১ [illegible] পুত্র। (ত্রি) ২ কণ্বসম্বন্ধীয়। [illegible] ক্ষোদের শাখাবিশেষ। ৪ কণ্বের [illegible]।

কাণ্বক (ত্রি) কণ্ব [illegible], [illegible] [illegible]।

কাণ্বায়ন (পুং) কণ্ব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ২ [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুশর্ম্মা প্রভৃতি [illegible] কণ্বায়ন রাজগণ শুঙ্গবংশীয় দেবভূতি দেবভূতিকে) বিনাশ করিয়া রাজ্যশাসন করিবেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে

"[illegible] বা বসুদেব [illegible] বাল্যাৎ ব্যসনিনং [illegible]।

দেবভূমি [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] সমা রাজা নব কাণ্বায়নাস্ত যঃ।

[illegible] ভূমিত্রঃ চতুর্দ্দশ ভবিষ্যতি

[illegible] দ্বাদশ সমা তস্মান্নারায়ণো [illegible]।

[illegible] তস্যাপি [illegible] সমা দশ ॥

[illegible] শুঙ্গভৃত্যাস্তে নৃপাঃ কাণ্বায়না [illegible]।

[illegible] প্রণতসামন্তাশ্চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ॥

তেষাং পর্য্যায়কালে তু ভূম্যোন্ধ্রেষ্য তি ভবিষ্যতি।

কাণ্বায়নমথোদ্ধৃত্য সুশর্ম্মাণং প্রসহ্য তম্ ॥"

ব্রহ্মাণ্ড, উত্তর ৩৪ অঃ।

১১১ III

[illegible]পুরাণে ২৭২ অধ্যায়

"অমাত্যো বসুদেবস্তু প্রসহ্য হ্যবনীং নৃপঃ॥ ৩১

দেবভূমিমথোৎসাদ্য শুঙ্গেষু ভবিতা নৃপঃ।

[illegible] বর্ষাণি সমা রাজা [illegible] নৃপঃ॥ ৩২

ভূমিমিত্রঃ সুতস্তস্য [illegible]

নারায়ণঃ সুতস্তস্য [illegible] ৩৩

সুশর্মা তৎসুতশ্চাপি [illegible]

[illegible] কাণ্বায়না নৃপাঃ॥ ৩৪

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] দেবভূমির [illegible]

[illegible]

[illegible] কাণ্বায়ন [illegible]

[illegible] হইল। কিন্তু শ্রীমদ্

[illegible] করিয়া

[illegible] —

"[illegible] ভূমিমাতাস্ত কামিনম্।

[illegible] মহী[illegible]॥ ১৮

[illegible] পুত্রস্তু [illegible]।

কাণ্বায়ন ইমে ভূমিং চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।

[illegible] কলৌ যুগে॥" ১৯

ভাগবত ১২ স্কং ১ অঃ।

পাশ্চাত্য পুরাবিদ্গণ কাণ্বায়ন রাজগণের শাসনকাল [illegible]রূপ স্থির করিয়াছেন—

বসুদেব	...	...	খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ	৭৬	হইতে ৬৭।
ভূমিমিত্র			"	৬৭	" ৫৩।
নারায়ণ	..	..	"	৫৩	" ৪১।
সুশর্ম্মা	..	.	"	৪১	" ৩১।

(R Sewell's Dynasties of Southern India, p 7)

সুশর্ম্মাকে বিনাশ করিয়া তাঁহার একজন অন্ধ্রজাতীয় ভৃত্য রাজ্য অধিকার করেন।†

* ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণমতে "দেবভূতি"।

† এই অন্ধ্রভৃত্যের নাম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে "সিন্ধুক", মৎস্যপুরাণমতে সিশুক, বিষ্ণুপুরাণমতে "শিপ্রক" এবং ভাগবতের মতে "বৃষল"।

কাণ্বীপুত্র (পুং) [illegible] কাণ্বী [illegible] পুত্রঃ [illegible]। [illegible]

কাণ্বীয় (ত্রি) [illegible]। [illegible] সম্বন্ধীয়।

কাণ্বীক (পুং) [illegible] (পাণিনি[illegible] ৪।১।১০৫।) ১ কণ্বপুত্র। ২ কণ্ববংশীয়। ৩ কণ্ব সম্বন্ধীয়।

কাণ্বায়ন (পুং) [illegible] (পা ৪।১।১০১।) কণ্ববংশীয়।

কাৎ (অব্যয়) [illegible] কোঃ কাদেশঃ। তিরস্কার।

"[illegible]" ([illegible] ৬।৭।৯।)

কাতন্ত্র (স্ত্রী) [illegible] কোঃ কাদেশঃ। কলাপ-ব্যাকরণ [illegible] কর্ত্তৃক। [illegible] কার্ত্তিকের [illegible] পূর্ব্ব [illegible] করিলেন। শর্ব্ববর্ম্মাও ঐ [illegible] তাহার পরবর্ত্তী [illegible] করিলেন। কার্ত্তিকেয় [illegible] সন্তুষ্ট হইয়া শর্ব্ববর্ম্মাকে এই ব্যাকরণ [illegible] করিতে আদেশ করেন এবং তাহার "কাতন্ত্র" ও "কলাপ" নাম [illegible] করিয়া দিলেন। [কলাপ দ

কাতন্ত্রপঞ্জিকা (স্ত্রী) [illegible] কৃত কাতন্ত্রব্যাকরণের টীকা।

কাতন্ত্রপঞ্জী (স্ত্রী) [illegible] ব্যাকরণের টীকা।

কাতর (পুং) [illegible] আতরতি, [illegible]। ১ কাতলা মাছ। ২ (ত্রি) কু [illegible], কু [illegible] কোঃ কাদেশঃ। ব্যাকুল, অধীর। ৩ ভীত। ৪ বিবশ। ৫ [illegible]। ৬ উড়ুপ, ভেলা। ৭ [illegible]বিশেষ।

কাতরতা (স্ত্রী) কাতরস্য ভাবঃ, কাতর [illegible]। ১ ব্যাকুলতা। ২ ভীরুত্ব।

কাতরত্ব (ক্লী) কাতরস্য ভাবঃ কাতর ত্ব। ১ ব্যাকুলতা। ২ [illegible]।

কাতরায়ণ (পুং) কাতরস্য [illegible] পুমান্ কাতর ফক্। কাতর ঋষির পুত্রাদি।

কাতরোক্তি (স্ত্রী) কাতরস্য উক্তিঃ ৬তৎ। কাতর ব্যক্তির বাক্য।

কাতর্য্য (ক্লী) কাতরস্য ভাবঃ, কাতর-ষ্যঞ্। কাতরতা।

কাতল (পুং [illegible]) ১ কাতলা [illegible] ২ ঋষি বিশেষ।

কাতলায়ন [illegible] ক [illegible] শাখা [illegible] ঋক্। ১ [illegible] পুরাণে। ২ [illegible]।

কাতা (দেশজ) ১ নারিকেলের [illegible] ২ [illegible]।

কাতান (দেশজ) ১ [illegible] ২ [illegible] দেওয়া।

কাতার (দেশজ) সারি [illegible]।

কাতারি (দেশজ) ১ [illegible] ২ [illegible]।

কাতারী দেশজ অস্ত্রবিশেষ, কাটারি।

কাতি (স্ত্রী) [illegible] ১ [illegible] ২ [illegible] কাটিবার করাত।

কাতীয় [illegible] কাত্যায়ন [illegible]। ১ [illegible]।

কাতীর [illegible] ১ [illegible] ২ [illegible]

কাতু পুং [illegible]

কাতৃণ (ক্লী) [illegible] কোপ্‌ [illegible] কণ্টক। [illegible]

কাতে (দেশজ) বিপদে [illegible]।

কাতেকাঁতে (দেশজ) পাশ পাশে [illegible]।

কাত্রেয় [illegible] ক ঋষিবিশেষ, [illegible]। [illegible] ঋষিবিশেষ।

কাথক্য (পুং [illegible]) [illegible] ঋষি বিশেষ। ([illegible])

কাত্য (পুং [illegible] গোত্রাপত্যার্থে, [illegible] বৃত্তি। [illegible]) কাত্যায়ন ঋষি।

কাত্যায়ন (পুং কতস্য গোত্রাপত্যম্, [illegible]) ১ অতি প্রাচীন ঋষিবিশেষ। শুক্লযজুর্বেদীয় [illegible] আরণ্যক (১৩ [illegible]), আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (১২।১৩।১৫), [illegible] এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (৪।১ [illegible]) ইঁহার নাম পাওয়া যায়। ইঁনি কাত্যায়ন গোত্রপ্রবর্তক বলিয়া অনুমিত হয়। ([illegible] ১০৮।১৬ [illegible]]

২ [illegible] মুনিবিশেষ। [illegible] কাত্যায়নের পরিচয় পাওয়া যায়,—তন্মধ্যে বিশ্বামিত্রবংশীয়, গোভিলপুত্র ও সোমদত্তের পুত্র বররুচি কাত্যায়নই প্রধান। ১ম, বিশ্বামিত্রবংশীয় কাত্যায়ন মুনি "কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র," "কাত্যায়ন[illegible]" ও "প্রতিহারসূত্র" রচনা করেন।

কাত্যায়ন [illegible] কেহ কেহ "কাতীয় [illegible]" বলিয়া নির্দেশ করেন।

কাত্যায়ন [illegible] ১ম কণ্ডিকায় [illegible] সকল বিষয় লিখিত আছে, [illegible] সংস্কৃত [illegible] অনেক। [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] কামারা [illegible] অনুষ্ঠান না করিয়া, [illegible] বৈদিক কর্ম সমুদায় সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য হয়, এই সময় কারবার বিধি। [illegible] কাণ্ডকার—ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও [illegible] ভেদে চারিপ্রকার মন্ত্র, ঋক্‌পরিচয়ের লক্ষণ, যজুর যে [illegible] পদ উচ্চারণ করিলে পদসমূহের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হয়, [illegible] সেই পরিমিত বাক্যের প্রয়োগবিধি, যেখানে পঠিত পদ

[illegible] আকাঙ্ক্ষা [illegible] কবিবার [illegible] আকাঙ্ক্ষা [illegible] করিবার বিধান, [illegible]

[illegible]

[illegible] অনুসারে [illegible] তাহার [illegible] অগ্নি [illegible] আহবনীয় [illegible] পুরোক্ত [illegible] সংখ্যক হবের আবশ্যকতা, [illegible] ২৮ হাত পরিমিত পুরোক্ত [illegible] দ্বারা ইষ্ট করিবার বিধি এবং এই ইষ্ট তিন প্রকার সংবহন নামক [illegible] করিবার প্রণালী, অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসীতে [illegible] শব্দের অভিবিধি ও প্রত্যক্ষ অগ্নি, সর্ববিধ [illegible] অনুকূল থাকিলেও গার্হপত্য অনুসারে আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নির উদ্ধারের আবশ্যকতা। কিন্তু অন্য কার্যের জন্য তাহাদের উদ্ধার করা হইলে, তাহার পর অন্য [illegible] অন্য কার্যের জন্য উদ্ধারের অনাবশ্যকতা। [illegible] যে কার্যের জন্য তাহাদের উদ্ধার করা হয়, তাহা সমাপ্ত হইলে ঐ অগ্নি পুনর্বার লৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই [illegible] কার্যে উদ্ধৃত অগ্নিতে অগ্নিহোত্র হোম সম্পাদিত হয় কিন্তু ঐ অগ্নি লৌকিক হওয়ায় আর তাহাতে আহবনাদি কার্য হইতে পারে না। যেখানে পৌর্ণমাসাদি কার্যে পৃথক্ শ্রৌত বহুবিধ যজ্ঞের বিধান আছে, তথায় প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ অগ্নি উদ্ধার করিয়া সম্পাদন করিবার [illegible] প্রত্যেকের [illegible]

[illegible] হইয়া [illegible] যেমন ব্রীহি অভাবে [illegible] কার্য আরম্ভ [illegible] সেই নীবার নষ্ট হইলে নীবারের [illegible] কল্পনা না করিয়া ব্রীহি সদৃশ [illegible] করিতে হইবে। এইরূপ যেখানে কৃষ্ণব্রীহির অভাব হইবে তথায় [illegible] শুক্লব্রীহি হইবে কিন্তু কৃষ্ণ নীবার হইবে না এবং যেখানে পুংবৎসযুক্ত গাভীর দুগ্ধদ্বারা কার্যের বিধান আছে, তথায় ঐরূপ গাভীর অভাব হইলে স্ত্রীবৎসযুক্ত গাভীর দুগ্ধ প্রদান করিবে কিন্তু পুংবৎসযুক্ত মেষী প্রভৃতির দুগ্ধ প্রদান করিলে চলিবে না। এইরূপ সমুদয় দ্রব্যেরই প্রতিনিধি বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। এই কণ্ডিকায় শ্রুতিপাঠ মন্ত্রপাঠ এবং অর্থসিদ্ধিক্রমানুসারে পদার্থের অনুষ্ঠানক্রম দেখান পাঠক্রম ও অর্থসিদ্ধিক্রম উভয়ের বিরোধ হইলে, তথায় পাঠক্রম উপেক্ষা করিয়া অর্থসিদ্ধিক্রমের গ্রহণ করিতে হইবে এবং যেখানে শ্রুতিপাঠ ও মন্ত্রপাঠ উভয়ের বিরোধ হইলে, তথায় শ্রুতিপাঠক্রম গ্রহণ না করিয়া মন্ত্রপাঠক্রমে কার্য সম্পাদনবিধি এবং যেখানে বহু প্রধান দ্রব্যের একত্র প্রয়োগ বিধান আছে, তথায় কোনরূপ ক্রমবিভাগের ব্যবস্থা না করিয়া সমুদয়ের প্রয়োগ করিবার নিয়ম। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় অবস্ত

437 III

হবিঃ নষ্ট হইলে, অন্য হবিঃ দ্বারা কার্য সম্পাদন, অগ্ন্যাদি দেবতা, মন্ত্র এবং পদার্থ অঙ্গাঙ্গ† প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহের প্রাধান্য নির্দেশ, নানা অবস্থায় [illegible] ক্রিয়াসমূহের গতি নির্দেশ বিধান, [illegible] বস্তু কোন বিকৃত বস্তুর সদৃশ হইলেও তাহার প্রাধান্যসূচক নির্দেশ, ত্যাগ ও দান প্রভৃতি এবং সংস্কারকর্মে [illegible] প্রাধান্যবিচার [illegible] প্রয়োজন, হবির্দান, আবাহন, [illegible] ও বেদিকরণাদি সংস্কারে বহু [illegible] প্রাধান্যনির্দেশ [illegible] ও উৎপবন‡ প্রভৃতি সংস্কার [illegible], [illegible] কর্মের সহিত সম্বন্ধ [illegible] দীক্ষার দক্ষিণাদি সম্পাদনার্থ, [illegible], [illegible] হইলেও এক বস্তু [illegible] দেব অধিকার, কিন্তু বিভিন্ন [illegible], [illegible] পুরুষবিশেষ [illegible] অধিকার নাই এবং [illegible] বৎসরসাধ্য [illegible] দেবের সহস্রদিন [illegible] আছে। এই কাত্যায়ন—যেখানে একটি মাত্র [illegible] বহুসংখ্যক প্রধান কার্যের বিধান আছে, সেখানে সমুদায় কার্যের একত্র [illegible] দেশ, কাল, ফল ও কর্তাদি সমান হইলে, প্রধান কার্যসমূহের আদ্য উপক্রম [illegible], পশ্চাৎ ও আজ্যভাগ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ না করিয়া একত্র করিবার নিয়ম; কিন্তু দেশ, কাল বা [illegible] থাকিলে [illegible] কর্তব্য নহে, এক দ্রব্যে অনেক কার্যের বিধান থাকিলে, প্রত্যেক ক্রিয়ায় [illegible] একবার মাত্র করিবার বিধি; কিন্তু [illegible], [illegible], [illegible] ও আহবনীয় কার্যে প্রত্যেক বার [illegible] করিবার বিধি, আহবনীয় কার্য তিনবার [illegible] ও অবশিষ্ট বার মৌনী [illegible]। দীক্ষিত ব্যক্তির অনেক প্রবাহ উত্তীর্ণ হইতে হইলে একবার [illegible], নদীর অনেক [illegible] উত্তীর্ণ হইতে হইলে একবার [illegible], অনেক বৃষ্টিধারার সংযোগ থাকিলেও বর্ষাকালে একবার মন্ত্রপাঠ, এক সময়ে অনেকগুলি অমঙ্গল দর্শনে একবার মাত্র প্রায়শ্চিত্ত[illegible], বিশ্রামপূর্বক পুনঃ পুনঃ গমন করিবার সময়ে অমেধ্য দর্শন করিলে একবার মাত্র মন্ত্রপাঠ, এক রাত্রির মধ্যে বারংবার নিদ্রাদি কালে অমঙ্গল দর্শন করিলে [illegible] বারংবার মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে, এখানে একবার করিলে চলিবে না, অগ্রদানকালীন অন্য একবার মাত্র, [illegible] পরিবর্তিত করিতে হয় না। [illegible] কার্যে, সমুদায় পৃথক্ কর্ম, কেবল [illegible] দেবতার উদ্দেশে [illegible] আহুতি[illegible] ও পুরোডাশাদি মন্ত্রসমূহ [illegible] করিবেন [illegible] অভ্যাসাদি সংস্কারও [illegible], বিশেষ [illegible] কোন কোন স্থলে এই সংস্কার পুরোহিতগণের [illegible] এই সকল কার্য ব্যতীত অন্য কার্যের [illegible] বিধান [illegible] তাহা [illegible] করিতে হয়। [illegible] যজমান বসুধারা হোম করিবেন, [illegible] করিবেন, [illegible] কার্য [illegible]। [illegible] আজ্যভাগ [illegible] ও [illegible] কার্য। সমুদায় কার্যই [illegible] হয়, সেই [illegible] কার্য [illegible] বা [illegible] সম্পাদন করিবার নিয়ম, পরিস্তরণ ও [illegible] প্রদক্ষিণ ক্রমে [illegible] অথবা ক্রম অর্থাৎ [illegible] হইতে ক্রমে বাম দিকে [illegible] পুনরাবৃত্তি করিবার নিয়ম, দৈবকার্যে [illegible] দৈবকার্য প্রাদক্ষিণ্য প্রশস্ত, পিতৃকার্য [illegible] স্থাপিত করিতে হয় [illegible] সমুদায় [illegible] করা উচিত, প্রধান দ্রব্য বিনষ্ট হইলে [illegible] সমূহের সহিত [illegible] পুনর্বার [illegible] কর্তব্য—বিকল্পবিধানে একটি [illegible] কার্য সম্পাদন করা উচিত। [illegible], সমুদায় গুলিই গ্রহণ করিবে। [illegible] সহ একত্র প্রয়োগ করিবে, [illegible] ব্রাহ্মণ[illegible] প্রয়োগ কর্তব্য নহে। কিন্তু [illegible], [illegible] একত্রিতভাবে প্রয়োগ [illegible] স্বরে প্রয়োগ করিবে। আধান [illegible] কর্তব্য, কিন্তু সমুচ্চয় নহে। [illegible] সাধনকার্য উৎপাদি কার্যের সমুচ্চয় করিতে হয়, সমস্ত গার্হপত্য ও আহবনীয় কার্যে প্রদক্ষিণ [illegible] সব্য, এবং অপসব্য ভাবে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। [illegible] উত্তরদিকে সমুদায় কার্য করিতে হয়; সুতরাং [illegible] যজমানের আসন বিস্তারের দক্ষিণদিকে কর্তব্য। আসনের মধ্যে প্রথমতঃ যজমান একখানি আসনে বেদিমধ্যে [illegible] অগ্রভাগ সংস্থাপন করিয়া উপবেশন করিবেন; তৎপরে ব্রহ্মের উপবেশন কর্তব্য। ব্যক্তিবিশেষের আদেশ না থাকিলে, বহুবিহিত কর্ম অবশ্য সম্পাদন করিবেন, আদেশ থাকিলে [illegible] করিবেন। হবিঃপাত্রস্থ দ্রব্যসমূহ

* [illegible] গৃহীত হবিকে [illegible] হবিঃ বলে।

† ব্যক্তিবিশেষকে প্রধান ও অপ্রধান বলে [প্রধান পদ দেখ।]

‡ গোময়াদি দ্বারা লেপন।

যেমন পর পর স্থাপিত হয়, গ্রহণকালে সেইরূপ সেই সকল দ্রব্য পূর্ব্বে পূর্ব্বে গ্রহণ কর্ত্তব্য। সংস্থাপনের আর সাধ্য সংস্কার গার্হপত্যে অগ্নিতে সম্পাদন করিবে। সমুদায় কার্য্যেই হবিঃপ্রদান গার্হপত্য [illegible] আহবনীয়ে কর্ত্তব্য। সংস্কারযুক্ত ঘৃতপাত্রের আজ্যশব্দের অর্থ [illegible] শব্দ দ্বারা ঘৃত বুঝিতে হইবে। দ্রব্যবিশেষ [illegible] না থাকিলে সর্ব্বত্রই ঘৃত দ্বারা হোম করিবে। কিন্তু বিশেষ দ্রব্যের বিধান থাকিলে সেই সেই দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে। [illegible] হইতে [illegible] পূর্ব্বীয় [illegible]। [illegible] আদেশ না থাকিলে আহবনীয় [illegible] করিবে। কিন্তু [illegible] বিকল্প [illegible] হয়। এইরূপ আদেশ না থাকিলে একবার [illegible] দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে, [illegible] আদেশ থাকিলে আবশ্যক মত [illegible] করিতে হইবে। [illegible] বীহি [illegible] হবিঃরূপে [illegible] হয়। [illegible] বিধান [illegible] কোথায় [illegible], এবং কোথায় বা [illegible]। [illegible] সর্ব্বদাই [illegible] বীহি [illegible]। [illegible] গ্রহণের [illegible] থাকিলে প্রথমবার [illegible] মধ্যদেশ [illegible] ভাগে এক অঙ্গুষ্ঠ [illegible], দ্বিতীয়বার হবির পূর্ব্ব ভাগ হইতে ঐরূপ [illegible] গ্রহণ করিতে হয়। [illegible] প্রবরসমূহে [illegible] কর্ত্তব্য। [illegible] প্রথমবার মধ্যদেশ, হইতে দ্বিতীয়বার পূর্ব্বভাগ হইতে এবং তৃতীয় বার পশ্চাদ্ভাগ হইতে গ্রহণ করিতে হয়। যেখানে আজ্য ভাগ পত্নীসংযাজ, উপাংশু [illegible] ও [illegible] হোমাদিতে চারিবার গ্রহণের বিধি আছে, তথায় জমদগ্নি প্রভৃতির পাঁচবার গ্রহণ করিতে হয়। [illegible] অবদান [illegible] অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব পরিমিত গ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বে [illegible] হবির অবদান হইতে প্রথম আজ্য একবার গ্রহণ করিয়া, পশ্চাৎ হবিঃ গ্রহণ করিবে, এবং শেষবার আবার আজ্য গ্রহণ করিতে হয়। স্বিষ্টিকৃৎ হোমে হবিগ্রহণে প্রধান অবদান অপেক্ষা একবার কম করিতে হয়। উপস্তরণ কার্য্য একবার করিবে। উপরি দেশে অভিঘারণ দুইবার কর্ত্তব্য। অবদান ও অবদান হবির প্রত্যভিঘারণ করিতে হয়। এক কপাল পুরোডাশ সর্ব্বস্থানেই আহুতি দিবে। "অগ্নয়ে অনুব্রূহি" এইরূপ বাক্য দ্বারা চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত দেবতা পদ দ্বারা অনুবচন করিতে হয়। আশ্রাবণের পর যেখানে মৈত্রাবরুণের অনুসন্ধান করিতে হয়, সেখানেও চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত দেবতাপদ প্রয়োগ করিবে। কিন্তু আশ্রাবণের পর যেখানে মৈত্রাবরুণের অনুসন্ধান করিতে হয় না, সেখানে দ্বিতীয়ান্ত দেবতাপদ প্রয়োগ করিবে। মৈত্রাবরুণ অনুবচনস্থলে দ্রব্যের উত্তর ষষ্ঠী হয়, কিন্তু তৎপরে মৈত্রাবরুণ সম্বন্ধ থাকিলে ষষ্ঠী হয় না। যেখানে 'নাম গ্রহণপূর্ব্বক উহাকে যজনা কর' এইরূপ প্রয়োগের বিধান আছে, সেখানে উক্ত পদের পরিবর্ত্তে সেই সেই নাম প্রয়োগ করিবে। বষট্কারের সহিত আহুতি প্রদানস্থলে বেদির দক্ষিণভাগে উত্তরপূর্ব্ব বা ঈশানমুখে অবস্থিত হইয়া বষট্কারের পর বা বষট্কারের সহিত আহুতি প্রদান করিবে। ঐ সকল স্থলে ঘৃতমিশ্রিত হবিঃ প্রদান করিতে হয়, তাহার নিয়ম—প্রথম ঘৃত আহুতি মধ্যে হবির আহুতি, এবং পরে আবার ঘৃত আহুতি প্রদান করিবে। অথবা ঘৃত ও হবি একত্রই প্রদান করিতে হয়। ১০ম কণ্ডিকায়—"আগ্নেয়া অষ্টাকপালো ভবতি" ইত্যাদি স্থলে লট্ বিভক্তি বিধিলিঙ-বোধক বুঝিতে হইবে। কর্ত্তব্য কার্য্যের উপকরণ দ্রব্য সমূহ প্রথমে কল্পনা করিয়া যথাদেশ স্থানে স্থাপিত করিবে। সর্ব্বত্রই উত্তরাগ্র বেদি ও পূর্ব্বদিকে গ্রীবা বিস্তারযুক্ত চর্ম্মের আস্তরণ প্রদান করিবে। হবিঃসমূহ মধ্যে যে সকল দ্রব্য পশ্চাৎ পঠিত আছে, তাহা দেশকালানুসারে পশ্চাতেই প্রদান করিতে হয়। গ্রহণাদি কার্য্য পূর্ব্বে পঠিত থাকিলে পূর্ব্বে, এবং পরে পঠিত থাকিলে পরে গ্রহণ করিবে। এইরূপ অধিশ্রয়ণাদি কার্য্য পূর্ব্বে পঠিত থাকিলে দক্ষিণদিকে এবং পরে পঠিত থাকিলে উত্তরদিকে স্থাপন করিবে। স্থালী, স্রুব ও ঘৃত [illegible] ক্রমে স্থাপিত হইলে, বাম হস্ত দ্বারা বেদের উপগ্রহণ করিবে। কিন্তু উপভৃৎ প্রভৃতি দ্বিতীয় দ্রব্যের গ্রহণবিধি থাকিলে বেদের উপগ্রহণ করিতে হয় না। ঘৃত ব্যতীত অন্য দ্রব্য দ্বারা যাগ করিতে হইলে, স্রুচের উপগ্রহণ করিবে। বেদ বস্ত্রাদি দ্বিতীয় দ্রব্য না থাকিলে কুশদ্বারা উপগ্রহ করিতে হয়। স্রুক্ গ্রহণ করিবার সময়, স্রুক্ ও জুহূ উভয় হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া উপভৃতের উপরিদেশে স্থাপন করিবে। এই স্থাপন কালে পরস্পর স্পর্শ অভিপ্রেত নহে। বিধিবিৎ জ্ঞানানুসারে সকল স্থলেই ফলস্বরূপ স্বর্গ কথিত হইয়া থাকে। একটিমাত্র কার্য্য বেদবিহিত বৈকল্পিক অঙ্গসমূহের মধ্যে অধিকাংশ অনুষ্ঠিত হইলে ফলও অধিক হয়। এইরূপ বহুদক্ষিণাপক্ষ অপেক্ষা দ্বাদশ ও চতুর্বিংশতি দক্ষিণাপক্ষের ফল অধিক। যজমানসম্বন্ধী দান, অধ্যয়ন, বরণ ও ব্রতপ্রমাণ গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ দানবিধি, সত্যবাক্য ও অধঃশয়নাদি ব্রত যজমানের কর্ত্তব্য, এবং অগ্নি, যব, বেদি, গৃহ প্রভৃতির

* উত্তরবেদী এখনও করণার্থ মাটি খুঁড়িয়া লয়।

পরিমাণ যজমানের দক্ষিণ [illegible] স্থির করিতে হয়। প্রোক্ষিত দুগ্ধ, ছিন্ন কুশ, অবদত্ত ব্রীহি, [illegible], দোহনরত দুগ্ধ, এবং বহু ইষ্টকাদি দ্বারা সেই সেই দ্রব্য বিহিত কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে হয়। রৌদ্র মন্ত্র, রাক্ষোদৈবত মন্ত্র অসুর দৈবত মন্ত্র ও পৈত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই সেই দেবতা সম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক [illegible] জল দ্বারা জল স্পর্শ করিবে।

এই সমস্ত কার্য্যের [illegible] প্রথম অধ্যায়ে কথিত আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা, [illegible] বিষয় বর্ণিত আছে, যথা—দর্শপৌর্ণমাস [illegible] অগ্নির অন্বাধান, অগ্ন্যাধান ও [illegible] বিধানপ্রণালী। দীক্ষা [illegible] সম্বন্ধ। মিথুন ও [illegible]। [illegible] ত্যাগ। ঋতুকালানুসারে [illegible] নক্ষত্র নিরূপণ [illegible] বিধি। [illegible] প্রয়োগ। রাত্রিকালে পূর্ণাহুতি [illegible] হোমহোম, সায়ংকালে ভোজনাজ্ঞা [illegible] ব্যক্তি না হইলেই নীবার প্রভৃতি [illegible] ও বৃক্ষের ফল ভোজন করিবে। আহবনীয় গৃহে বা গার্হপত্য গৃহে শয্যা ব্যতীত অধঃশয়ন বিধি এবং ব্রহ্মচর্য্য আচরণ বিধান। (এই নিয়ম সপত্নীক যজমানেরই বুঝিতে হইবে।) পৌর্ণমাসে অন্বাধানাদি কার্য্য সমাপন হইলে দুই দিন বা একদিনে কার্য্যোত্তর বিধি। (তাহা প্রাতঃকালেই সম্পাদন করিতে হয়।) ২য় কণ্ডিকায় অগ্নিহোত্রের পর ব্রহ্মবরণ বিধি, এবং তাহার প্রকার। তৃতীয় কণ্ডিকায় ব্রহ্মবরণ হইতে আজ্যভাগ পর্য্যন্ত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান, প্রকার ও মন্ত্রাদি কীর্ত্তন।

তৃতীয় অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা, আজ্যভাগ হোম হইতে পৌর্ণমাস সমাপ্তি পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য কার্য্যসমূহের অনুষ্ঠান প্রকার ও মন্ত্রাদি বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ১৫টি কণ্ডিকা, তন্মধ্যে ১ম ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে দর্শযাগের পূর্ব্বে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রকার ও মন্ত্রাদি কথন। উপাংশুদেবতাযুক্ত আজ্যভাগের কর্ম্ম শব্দ ও বেদবোধিত যাগ শব্দের অর্থ। সমুদায় যজ্ঞে ও অগ্নীষোমীয় পশুতে দর্শপৌর্ণমাস যাগধর্ম্মের অতিদেশ। বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ ও শুনাসীর নামক চতুঃ পর্ব্বময় চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম বৈশ্বদেব পর্ব্বে দর্শপৌর্ণমাস ধর্ম্ম কথন। অপর তিন পর্ব্বে ত্রিবিধ বহিঃপ্রয়াজাদি ঔপদেশিক ধর্ম্মবিধান। চাতুর্ম্মাস্য [illegible] পশুবন্ধন বিধান [illegible], কিন্তু [illegible] বিধান নাই [illegible] স্থানে সম্ভব হইল [illegible]। [illegible] উপস্থিত হইলে, [illegible] করিবে। [illegible] আছে [illegible] অগ্নিহোত্র [illegible] যোগ [illegible] উপস্থিত [illegible] দেবতা [illegible] সাংনায়্য [illegible] গার্হপত্য [illegible] চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি [illegible] পর এবং দর্শপূর্ণ [illegible] যদি তজ্জন্য না হয় [illegible] স্থানীয় দ্রব্য [illegible] বিরোধ থাকে [illegible] দেবতাস্থানে অগ্নি দেব [illegible], মানুষ উক্ত হয় না। [illegible] না। অর্থলোপ [illegible] না। [illegible] না। প্রকৃতির যাহা স্বাভাবিক [illegible] অঙ্গ বিকৃত [illegible] তাহার অপ্রবৃত্তি হয়। [illegible] দ্রব্যের লোপ ও কর্ম্মান্তর [illegible] বিহিত হইয়াছে, [illegible] দ্রব্যের অভাব থাকিলে [illegible] দ্রব্যের সম্ভাব হয়। সমুদায় যজ্ঞেরই সমান [illegible]। ৫ম কণ্ডিকায় [illegible], অগ্নি ও সোমঃ [illegible] এবং [illegible] পৌর্ণমাসের দেবতা ও দ্রব্যান্তর বর্ণনপূর্ব্বক তাহাদিগের বিধান। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় উপাংশু যাজের অর্থ কথন এবং [illegible] দেবতাদি বর্ণন। ৯ম কণ্ডিকায় ব্রীহি ও যব পাকলে আগ্রয়ণ নামক কর্ম্ম কর্ত্তব্য। শরৎ বসন্ত প্রভৃতি কাল দ্রব্যদেবতাদির মন্ত্রবিধান ও তাহার প্রকার। দর্শ পৌর্ণমাস যজ্ঞের পর অগ্ন্যাধানাদির যথা প্রকৃতি কার্য্য বিধি, কিন্তু ঐ যজ্ঞের পূর্ব্বে বিহিত নহে। দর্শপৌর্ণমাসের উৎসর্গ হইলে আগ্রয়ণাদি আরম্ভ বিধি, এবং আগ্রয়ণ বিধান প্রকার। দীক্ষিতের বিশেষ বিধি। সম্বৎসর [illegible] উপসংবাদি যজ্ঞে আগ্রয়ণবিশেষ। সম্বৎসর ও [illegible]

ভিতে দ্রব্যবিশেষ। তাহার আগ্রয়ণের বিধান প্রকার। ৭ম কণ্ডিকায় অগ্নি, আধেয়কল্প, কাল, দেবতা ও মন্ত্রের বিধান প্রকারাদি কথিত আছে। ৮ম, ৯ম ও ১০ম কণ্ডিকায় আধানের অঙ্গ কর্ম্মসমূহের বিধান এবং মন্ত্রাদি কথন। ১১শ কণ্ডিকায় পুনর্ব্বার আধানে ধনমাণ প্রভৃতি নিয়ম কথন। তাহার বিধান প্রকার। ১২শ কণ্ডিকায় কেবল মাত্র অগ্নিহোত্রাদ্য বাৎসপ্রের উপস্থান প্রকার। ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ কণ্ডিকায় অগ্নিহোত্রের কাল, দ্রব্য, দেবতা, বিধান ও মন্ত্রাদি কামনাভেদানুসারে অবস্থা ভেদযুক্ত অগ্নিতে হোমের কর্ত্তব্যতা। কামনা-ভেদের হোমে দ্রব্যভেদবিধি। এইরূপ দ্রব্যসমূহ দ্বারা প্রত্যহ সংবৎসর হোম করিলে, সেই সেই কামনাসিদ্ধি। অগ্নিহোত্র হোমে, এবং সর্ব্ববিধ যজ্ঞে গৃহপত্নী আগারের দক্ষিণদ্বার দিয়া প্রবেশাবিধি। সর্ব্বদা যজমানের স্বয়ংই হোম করা উচিত, কার্য্যবশতঃ যজমান অশক্ত হইলে যজমাননিযুক্ত অধ্বর্য্যু ও করিতে পারেন। কুহু দর্শ ও [illegible]সীতে সর্ব্বদা স্বয়ং হোম করিবে। প্রবাসে, সূতকাদি অশৌচ বিশেষ নিয়ম আছে।

৫ অধ্যায়ে ১৩টি কণ্ডিকা, তাহার মধ্যে ১ম ও ২য় কণ্ডিকায় চাতুর্ম্মাস্য * যজ্ঞান্তর্গত, বৈশ্বদেব যাগের পর্ব্বকাল এবং তাহার দ্রব্য ও দেবতা প্রয়োগাদি বর্ণন। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম কণ্ডিকায় বরুণপ্রঘাসের রূপ ও তাহার পর্ব্বকাল, দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্রবিধানাদি। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় সাকমেধের রূপ ও তাহার পর্ব্বকাল, দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্রাদি বিধান। ৭ম কণ্ডিকায় মহাহবিষক্রৈড়িনীয়ে ইষ্টির কালবিধান এবং তদীয় দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন। ৮ম, ৯ম কণ্ডিকায় পিত্রেষ্টির কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন। ১০ম কণ্ডিকায় ত্র্যম্বক-হোমের কালবিধান, এবং দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি নিয়ম। ১১শ কণ্ডিকায় চাতুর্ম্মাস্য যাগান্তর্গত পর্ব্ববিশেষাত্মক শুনাসীরীয়ের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন। সূতকাদিতেও চাতুর্ম্মাস্যের পুনর্ব্বার আরম্ভ। চাতুর্ম্মাস্য ত্রিবিধ, ঐষ্টিক, পাশুক ও সৌমিক; এই ত্রিবিধ চাতুর্ম্মাস্যের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি। ১২শ, ১৩শ কণ্ডিকায় মিত্রবিন্দেষ্টি; তাহার দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্র বিধান।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১০টি কণ্ডিকায় নিরূঢ়, পশুবন্ধযোগ, তাহার কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি কথিত আছে।

৭ম অধ্যায়ে ৯টি কণ্ডিকা, তাহাতে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান, এবং জ্যোতিষ্টোমের পূর্ব্বাঙ্গভূত সোমযজ্ঞের দ্রব্য দেবতাদিগের বিধান আছে।

৮ম অধ্যায়ে ৯টি কণ্ডিকা। তাহার ১ম ও ২য় কণ্ডিকায় আতিথ্যকল্প, তাহার দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান। ৩য় কণ্ডিকায় উপবসথের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান। ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম কণ্ডিকায়ও ঐরূপ বিধানাদি কথিত আছে।

৯ম অধ্যায়ে ১৪টি কণ্ডিকা। ১ম কণ্ডিকায় সৌত্যকল্প ও তাহার কাল, দ্রব্য, দেবতা এবং মন্ত্রবিধানাদি। অপর কণ্ডিকাসমূহে প্রাতঃসবনের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি কথিত আছে।

১০ম অধ্যায়ে ৯টি কণ্ডিকা। তাহার সমুদায় কণ্ডিকাতেই প্রায় অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত মধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবনের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধান। অধ্যায় শেষে জ্যোতিষ্টোম-যাগে সংযোজ্য কর্ত্তব্য অত্যগ্নিষ্টোম, উকথ্য ষোড়শ, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তোর্যাম ও জ্যোতিষ্টোম যাগে সোমান্তর কর্ত্তব্য সোমময় জ্যোতিষ্টোম বিধান এবং তাহাতে [illegible] বিধান প্রকার।

১১শ অধ্যায়ে ১টি মাত্র কণ্ডিকা তাহাতে জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গ ধর্ম্মবিধান।

১২শ অধ্যায়ে ৬টি কণ্ডিকা তাহাতে দ্বাদশাহ যজ্ঞের বিধান। একাদশাহ প্রভৃতি যজ্ঞে জ্যোতিষ্টোম ধর্ম্মের অতিদেশ। কেহ বলেন, তাহাতে অগ্নিষ্টুত ধর্ম্মের অতিদেশ কথিত আছে। সত্ররূপ ও অহীনরূপভেদে দ্বাদশাহ দুই প্রকার, এই উভয় রূপের লিঙ্গপ্রদর্শন। যাহার আদ্যন্তে অতিরাত্র, তাহার নাম সত্র এবং যাহার কেবল অন্তে অতিরাত্র, তাহাকে অহীন কহে। সত্রযাগে যজমানসহ ষোড়শ ঋত্বিকের কর্ত্তৃত্ব থাকায়, সকলেরই যজমানত্ব, সুতরাং সকলেরই ফলপ্রাপ্তির অধিকার থাকায় ঐ কার্য্যে দক্ষিণার অভাব। ষোড়শ ঋত্বিকে যজমানত্বের অতিদেশ থাকায় সপ্তদশ ব্যক্তিরই দীক্ষাদি যজমান ধর্ম্মনির্দ্দেশ। গৃহপতির অধ্যয়ন বিধি। যজ্ঞসম্পাদন জন্য পাত্রগ্রহণাদি কার্য্য মাত্র একজনেরই কর্ত্তৃত্ব, তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলেই সকলের সম্পাদিত হইয়া থাকে। গার্হপত্য ও আহবনীয় অঙ্গারপ্রাশন। অধ্যায়সমাপ্তি পর্য্যন্ত তদীয় দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্র, দীক্ষা ও কালবিধানাদি নিরূপিত হইয়াছে।

১৩শ অধ্যায়ে ৪টি কণ্ডিকা। তাহার প্রথম কণ্ডিকায় গবাময়ন যজ্ঞের প্রকৃতি ও তাহাতে দ্বাদশাহ যজ্ঞ ধর্ম্মের

* বৈশ্বদেব, শুনাসীর, বরুণপ্রঘাস ও সাকমেধ এই যাগচতুষ্টয়স্বরূপ চাতুর্ম্মাস্য যাগ। এই যাগচতুষ্টয় কখনও পর্য্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

অতিদেশ। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কণ্ডিকায় বাদশাহ ধর্মের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্র বিধানাদি বর্ণিত আছে।

১৪শ অধ্যায়ে ৫টি কণ্ডিকা। তাহাতে জ্যোতিষ্টোম, সংস্থাভেদ, বাজপেয় যজ্ঞের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি কথিত আছে।

১৫শ অধ্যায়ে ১০টি কণ্ডিকা। সমুদায় কণ্ডিকায় রাজসূয়যজ্ঞ, তাহাতে ক্ষত্রিয় জাতির অধিকার, বাজপেয় যজ্ঞ করিলে আর রাজসূয়ের অনাবশ্যকতা, এবং রাজসূয়ের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি বর্ণিত আছে।

১৬শ অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা। তন্মধ্যে ১ম কণ্ডিকায় পঞ্চচিতিক পুনঃশেষহিত অগ্নিবিধান প্রকার। চয়নরূপাদ বিশিষ্টাগ্নির লোমাক্ততা কথন। তাহাতে ইচ্ছানুসারে অধিকার। তবে কেবলমাত্র মহাব্রত নামক স্তোত্রসাধ্য সোমযাগে পঞ্চচিতিক সূত্রের নিয়ম, অন্যত্র ইচ্ছানুসারে বিকল্প। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ, কণ্ডিকায় উখা (যজ্ঞাদি পাত্রবিশেষ) নির্মাণ প্রকার। ৫ম কণ্ডিকায় অগ্নিচয়ন প্রকার এবং তাহাতে দেবতা ও মন্ত্রাদির বিধান। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় পক্ষ অগ্নিবিশেষের চয়ন প্রকার। ৭ম কণ্ডিকায় তৎসম্বন্ধীয় প্রায়শ্চিত্ত-হোম বিধান। ৮ম কণ্ডিকায় পূর্বোক্ত অগ্নিচয়নের প্রকার ভেদ, এবং তাহার কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন।

১৭শ অধ্যায়ে ১২টি কণ্ডিকা। সমুদায় কণ্ডিকায় প্রায়শ্চিত্তার্থ কর্মের পরবর্তী কর্তব্যের বিধান এবং তাহার ভেদ, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথিত হইয়াছে।

১৮শ অধ্যায়ে ৬টি কণ্ডিকা। তাহাতে শতরুদ্রীয় হোম; তাহার অঙ্গকর্ম, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় শেষভাগে অগ্নিচয়নকারী পুরুষের নিয়ম কথিত আছে।

১৯শ অধ্যায়ে ৭টি কণ্ডিকা। তাহাতে সৌত্রামণিযাগের বিধান, এই যজ্ঞে ধনাভিলাষী ব্রাহ্মণের অধিকার, সোমযজ্ঞকারী সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের সোমযজ্ঞের পর ইহার কর্তব্যতা; সোমাতিপূত অর্থাৎ যাহার মুখ, নাসিকা, কর্ণ, গুহ্য প্রভৃতির ছিদ্রদ্বারা পীতসোম নিঃসৃত হয় তাহার, এবং সোমবামী অর্থাৎ পীতসোম মুখ দিয়া যে বমন করে, তাহারও এই যজ্ঞে অধিকার; শত্রু কর্তৃক স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত রাজার পুনর্বার রাজ্যপ্রাপ্তি জন্য ইহাতে অধিকার; পশু অভাবে পশু পাইবার কামনায় বৈশ্যেরও ইহাতে অধিকার; তারিরাত্রে এই যজ্ঞের সম্পাদন বিধি; এই যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ সুরা প্রস্তুতপ্রণালী এবং এই যজ্ঞীয় দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথিত আছে।

২০শ অধ্যায়ে, ৮টি কণ্ডিকা। ঐ সমস্ত কণ্ডিকায় অশ্বমেধ যজ্ঞের বিধান; ইহাতে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজারই একমাত্র অধিকার, ব্রাহ্মণবৈশ্যের অনধিকার; তিনরাত্রে ইহার সম্পাদন নিয়ম, এই যজ্ঞফলে সমুদায় অভীষ্ট সিদ্ধির কথা এবং যজ্ঞের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথিত আছে।

২১শ অধ্যায়ে ৪টি কণ্ডিকা। তন্মধ্যে ১ম কণ্ডিকায় নরমেধযজ্ঞের বিধি, সর্বজীব হইতে উৎকর্ষকামী পুরুষের অধিকার, পাঁচ রাত্রে ইহার সম্পাদন বিধি, ইহাতে একাবিংশতি দীক্ষা নিয়ম, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অধিকার, বৈশ্যের অনধিকার এবং এই যজ্ঞের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান বিহিত আছে। ২য় কণ্ডিকায় সর্বাধিক্য অভিলাষী ব্যক্তির সর্বমেধযজ্ঞের বিধান এবং দশ রাত্রে তাহার সম্পাদন নিয়ম। ৩য় ও ৪র্থ কণ্ডিকায় মনুষ্য, অশ্ব, গো মেষ ও ছাগ, এই পঞ্চ পশুর বধবিধি, প্রোষিত বা মৃত পিতার সম্বৎসর অতীত হইলে পিতৃমেধযজ্ঞের বিধান এবং তাহার নক্ষত্রাদি কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধান বর্ণিত আছে।

২২শ অধ্যায়ে ১১টি কণ্ডিকা। তাহার প্রথম কণ্ডিকায় যজুর্বেদীয় আধানাদি পিতৃমেধ পর্যন্ত কর্মবাহ্য সামবেদীয় একাহসাধ্য যাগবিধি কথিত আছে। এই সম্বন্ধে কতকগুলি পরিভাষাও এই কণ্ডিকায় লিখিত আছে, যথা বিভিন্ন সংস্থা কথিত না থাকিলে যজ্ঞ অগ্নিষ্টোমসংস্থ হইয়া থাকে। যেহেতু দক্ষিণাদের ভূনামক একাহ ও জ্যোতিঃ নামক একাহে বিশেষ কোন সংস্থা কথিত না থাকায় এই উভয়ই অগ্নিষ্টোমসংস্থ। গো ও আয়ুঃ নামক একাহ উক্থ্যসংস্থ। অভিজিৎ ও বিশ্বজিৎ অগ্নিষ্টোমসংস্থ। এই আভ্যাহতে সহস্র গো অথবা শত অশ্ব কিম্বা এই সমুদায় দক্ষিণার বিধান। বিশ্বজিতে সহস্র অশ্ব বা যথাসর্বস্ব দক্ষিণা বিহিত আছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিভাগযোগ্য দ্রব্য এবং ভূমি ও দাস ব্যতীত পদার্থকে সর্বস্ব পদার্থ কহে। কেহ বলেন ধারণ রক্ষণাদি জন্য ভূমির, এবং শুশ্রূষার জন্য দাসের আবশ্যক থাকায়, এই উভয় দ্রব্য ব্যতীত সুবর্ণাদি অন্য সমুদায় দ্রব্যই সর্বস্ব, পুরুষমেধ যজ্ঞে গজদাস-দানের বিধান থাকায় এবং ভূমির একদেশ পরিত্যাগে ধারণের সম্ভাবনা থাকায়, মতভেদে ঐ উভয় দ্রব্য ব্যতীত অন্য সমুদায়ই সর্বস্ব। কিন্তু অবভৃথ স্নান বিহিত বৎসরাহার ও দীক্ষায় উপযোগী দ্রব্যসমূহ সর্বস্বের মধ্যে পরিগণিত নহে। বস্তুতঃ সহস্র অপেক্ষা অধিক সংখ্যক দ্রব্যই সর্বস্ব নামে অভিহিত এবং ইহাই দক্ষিণারূপে কল্পিত হয়। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে বাসস্থানাদি প্রভৃতি নিয়মের বিভিন্নতা আছে। অভিজিৎ সম্পন্ন হইলে বিশ্বজিতের অনুষ্ঠান করিতে হয় অথবা অভিজিৎ ও বিশ্বজিতের একদা অনুষ্ঠান

কর্ত্তব্য। কিন্তু এক সময়ে উভয় কার্য্য করিতে হইলে, দেবযজন স্থানের বিশেষ নিয়ম আছে যে, তাহাতে ষোড়শ ঋত্বিকের বাহুল্যপ্রযুক্ত অন্যতম ঋত্বিক দ্বারা অন্যত্র কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। তাহাতে বহির্বেদিক কর্ম্মসমূহ উভয়েরই একরূপ, কেবল অন্তর্বেদিক কর্ম্মেই উভয়ের বিভিন্নতা আছে। উভয় কার্য্য এক সময়ে করিলেও অভিজিতের এক একটি অঙ্গ সম্পাদন করিয়া, বিশ্বজিতের এক একটি অঙ্গ সম্পাদন করিতে হয়। সর্ব্বজিৎ নামক একাহ মহাব্রত নামক সাম স্তবসাধ্য, এই যজ্ঞে সম্বৎসর দীক্ষা, সপ্তাহে স্নান এবং তিনটি বা ছয়টি উপসদ বিহিত। অর্থাৎ সম্বৎসর দীক্ষার পর সপ্তমদিবসে স্নান করিবে, তাহার পর সপ্তাহ অতীত হইলে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তাহাতে তিনটি বা ছয়টি উপসদ্ করিতে হইবে। এই যজ্ঞও অগ্নিষ্টোমসংস্থ। এই সমস্ত বিষয় ২য় কাণ্ডিকায় কথিত আছে। ৩য় কণ্ডিকায় সর্ব্বজিৎ দক্ষিণাস্তোম ও তাহার বিধানাদি, এই যজ্ঞের উক্থ্যসংস্থতা কথিত। অভিজিৎ প্রভৃতির নামান্তর, যথা— অভিজিতের নাম জ্যোতিঃ, বিশ্বজিতের নাম বিশ্বজ্যোতিঃ এবং সর্ব্বজিতের নাম সর্ব্বজ্যোতিঃ এই সকলের দক্ষিণা ও বিধানাদি চতুর্থ উক্থসংস্থের ত্রিরাত্রসংস্থ নাম। সাদ্যস্ক নামক ছয়টী যজ্ঞের বিধান, উত্তরোত্তর তাহার প্রদর্শন যথা প্রথম সাদ্যস্কে স্বর্গকাম, পশুকাম এবং ব্রহ্মবর্চ্চসবিশিষ্ট পুরুষদিগের অধিকার, দ্বিতীয় সাদ্যস্কে দীর্ঘ ব্যাধিগ্রস্ত এবং প্রতিষ্ঠা ও অন্নাভিলাষীদিগের অধিকার, অনুক্রীনামক তৃতীয় সাদ্যস্কে কর্ম্মহীন ও কর্ম্মনিবৃত্ত ব্যক্তিগণের অধিকার, বিশ্বজিৎ শিল্প নামক চতুর্থ সাদ্যস্কের দক্ষিণাভেদ, সকল প্রাণিনাথ দক্ষিণা বিধান ও সকল প্রতিনিধি দ্রব্যসমূহের বর্ণন, যথা—ধেনু, বৃষ, সীর, ধনু, পলাদি পরিমাণোপযোগী স্বর্ণ ও রৌপ্য, দাস, দাসী, মিথুন, উপকরণের সহিত শয্যাসন, অশ্বাদি যানারোহণ, এবং গৃহশয্যা। অতএব সকল পশু দ্বারা এই সমস্তই গ্রহণ কর্ত্তব্য। শ্যেন নামক পঞ্চম সাদ্যস্কে, বৈরনির্য্যাতন কামের অধিকার, তাহার দক্ষিণা, অনুষ্ঠান, মন্ত্র ও দেবতাদি কথন। একত্রিক নামক ষষ্ঠ সাদ্যস্কের বিধান। দীক্ষা অপেক্ষা সদ্যঃক্রিয়মাণতা জন্য ইহাদের সাদ্যস্ক সংজ্ঞা। ব্রাত্যস্তোম নামক চতুর্ব্বিধ একাহযাগের বিধান। তিনপুরুষ পর্য্যন্ত পতিত সাবিত্রীকদিগকে ব্রাত্য কহে, এই দোষ শান্তির জন্য ইহাদিগের অনুষ্ঠান ও লৌকিক অগ্নিতে ইহাদিগের হোমবিধি। তন্মধ্যে প্রথম ব্রাত্যস্তোমে নৃত্যগীতপাপী ব্রাত্যগণের অধিকার, নৃশংসরূপে নিন্দিতব্যক্তির দ্বিতীয় উক্থ্যসংস্থে অধিকার, তৃতীয়ে কনিষ্ঠের অধিকার ইহাতে কনিষ্ঠকে গৃহপতি করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, চতুর্থে অগ্নিসহ সন্ততি স্থবির জ্যেষ্ঠের অধিকার, অর্থাৎ ঐরূপ জ্যেষ্ঠকে গৃহপতি করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। এই সকল কার্য্যের দীক্ষাবিধানাদি এবং ব্রাত্যস্তোম সম্পাদনকারীর ব্যবহার বিধি। পরিশেষে ব্রহ্মবর্চ্চস, বীর্য্য, অন্ন ও প্রতিষ্ঠাদি অভিলাষী এবং স্বীয় পবিত্রতা প্রার্থী ব্যক্তির অগ্নিষ্টোমসংস্থ অগ্নিষ্টুৎ নামক একাহযাগের কর্ত্তব্যত।

৫ম কণ্ডিকায় অগ্নিষ্টুতের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি বর্ণন। ত্রিবৃৎস্তোম নামক অগ্নিষ্টোমসংস্থ চতুর্ব্বিধ যজ্ঞের বিধান, তন্মধ্যে অনিরুক্ত প্রাতঃসবন প্রথম, তাহার নাম ইপযজ্ঞ, স্বর্গাদি অভিলাষী কিম্বা গ্রামাদি অভিলাষীর ইহাতে অধিকার ইহার দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্র বিধানাদি। বৃহস্পতি সবন দ্বিতীয়, রাজার সহিত ব্রাহ্মণের (যে ব্রাহ্মণকে [illegible]রূপে অঙ্গীকার করেন, সেই ব্রাহ্মণের) ইহাতে অধিকার। তৃতীয়ের নাম ইষু, ইহা শ্যেনের ন্যায় করিতে হয়, কিন্তু সদ্য অনুষ্ঠেয় নহে এইমাত্র প্রভেদ মৃত্যুকামনা করিয়াই ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় সর্ব্বস্বার নামক চতুর্থ একাহ যজ্ঞ, জীবনাভিলাষী ও মৃত্যুকামনাকারী উভয়েরই ইহাতে অধিকার, শিল্প ইহার দক্ষিণা, এই যজ্ঞের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি। ঋত্বিক্ অপোহনীয় নামক ত্রিবিধ যজ্ঞের বিধান, তন্মধ্যে প্রথমের নাম সর্ব্বস্তোম, দ্বাদশাহক ছন্দোমত্রয়মধ্যে উক্থ্যসংস্থ উভয় দিবসদ্বয় পৃথক্ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋত্বিক্ অপোহনীয় নামক ত্রিবিধ যজ্ঞের বিধান তন্মধ্যে প্রথমের নাম সর্ব্বস্তোম, দ্বাদশাহিক ছন্দোমত্রয় মধ্যে উক্থ্যসংস্থ উভয় দিনদ্বয় পৃথক্ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋত্বিক্ অপোহনীয় সম্পাদন করিতে হয়। বাচস্তোম চতুর্ব্বিধ। ছন্দোগেরা ইহাদিগের বিশেষ বিধি লিখিত আছে। পরিশেষে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ ত্রিণব ও ত্রয়স্ত্রিংশ নামক ছয়টি একাহ পৃষ্ঠ্যস্তোম বিশেষের বিধান কথিত আছে।

৭ম কাণ্ডিকায় তাহাদিগের বিধান প্রকার, মন্ত্র ও দেবতা প্রভৃতির কথন। অগ্ন্যাধেয়, পুনরাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস, দাক্ষায়ণ ও অগ্রয়ণ নামক প্রতিকর্ম্মে সোমযুক্ত ছয়টি যজ্ঞ ও তাহার বিধানাদি কথিত আছে। ৮ম কণ্ডিকায় সপ্তদশ স্তোমক পাঁচটি যজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে গ্রামাভিলাষী ব্যক্তির উপহব্য নামক অনিরুক্ত যজ্ঞ বিধান এবং মিথ্যাভিশপ্ত ব্যক্তিরও ঐ যজ্ঞে অধিকারবিধি। তাহার দক্ষিণা

বিধানাদি। ভূম্যভিলাষী ব্যক্তির যজ্ঞপের এবং তাহার বিধান প্রকার, দেবতা ও মন্ত্রাদির বিষয় কথিত আছে। ৯ম কণ্ডিকায় পশুকাম ও বৈশ্যকাম ব্যক্তির বৈশ্যস্তোম, তাহার বিধানাদি। উক্থ্যসংস্থ তীব্রসুৎ নামক যজ্ঞ। তীব্রসুত সোমের অতিদেশ থাকিলেও বিশেষ বিধান। তাহাতে সোমাভিপুত স্বরাজ্য শ্রেষ্ঠরাজার, এবং দীর্ঘব্যাধিশান্তি, গ্রাম, পশু ও পশুকামনাকারীদিগের অধিকার এবং তাহার বিধানাদি কথিত আছে। ১০ কণ্ডিকায় রাজ্যপ্রার্থী কর্ম্মের বিরাট্ নামক যজ্ঞ। তাহার বিধানাদি। এই যজ্ঞের অগ্নিষ্টোমসংস্থতা। ঋষভের স্থায় এই ত্রিবৃৎপরিধানের কর্তব্যতা। অন্নাদি প্রার্থী ব্যক্তির বিরাট্ নামক যজ্ঞ, পঞ্চবিংশ ত্রিবৃৎপরিযজ্ঞের ন্যায় অন্তঃস্থ আগ্নেয় পশুসংযুক্ত করিয়া কর্তব্যতা। পুত্রার্থীর উপশদ নামক একাহ, তাহার বিধানাদি। উক্থ্যসংস্থ পুনস্তোম নামক একাহ। তাহাতে পতিত দোষদূষিত প্রার্থীর অধিকার। তাহার দক্ষিণাদি। পশুকাম ব্যক্তির চতুষ্টোম নামক ও উদ্ভিদ্বলভিৎ নামক একাহদ্বয়। দর্শপৌর্ণমাসের ন্যায় মিলিত এই উভয়ের অনুষ্ঠান কর্তব্য। ইষুযজ্ঞ, তাহার বিধানাদি। উদ্ভিদযজ্ঞের পর সেই দিন হইতে অর্দ্ধমাস, একমাস, অথবা সংবৎসর পর্যন্ত প্রত্যহ ইষু যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিধি। তাহার বিধানাদি। পুষ্ট্যভিলাষী ব্যক্তির অপচিতি নামক দুইটি যজ্ঞের বিধান। তাহাতে রাজা বা ক্ষত্রিয়ের অধিকার। তাহার বিধানাদি। উভয় যজ্ঞের মধ্যে প্রথম যজ্ঞের নাম পক্ষীত ও দ্বিতীয় যজ্ঞের নাম জ্যোতিঃ। এই উভয় যজ্ঞও সর্বজিতের ন্যায় দীক্ষাযুক্ত, উহাদিগের দক্ষিণাবিধি। ঋষভ ও গোসব নামক দুইটি যজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোমসংস্থ ঋষভে রাজার অধিকার, এবং তাহার দক্ষিণাভেদ বিধি। উক্থ্যসংস্থ গোসবে অযুত গোদক্ষিণা, এবং বৈশ্য বা অন্য জাতির তাহাতে অধিকার। তাহার বিধানাদি। মরুৎস্তোম নামক যজ্ঞবিধি। তাহাতে একত্রিত ভ্রাতৃসমূহ ও বন্ধুসমূহের অধিকার। বৈশ্যস্তোমনির্দিষ্ট দক্ষিণাই ইহার দক্ষিণারূপে নির্দেশ। অগ্নেঃস্তুৎ নামক যজ্ঞবিধি। পুত্রার্থী ও পশুপ্রার্থী ব্যক্তির তাহাতে অধিকার। গোকুল দক্ষিণা। ইহাতে দুই ভ্রাতা বা দুই সখার অধিকার, সমূহের নহে। রাজকর্তব্য, উক্থ্যসংস্থ ইন্দ্রস্তোমের বিধান। পুরোহিত প্রার্থীর ইন্দ্রাগ্নিস্তোম নামক যজ্ঞবিধি। সাযুজ্য অভিলাষী রাজা ও পুরোহিতের ইহাতে অধিকার। উভয়ের একত্র বা পৃথগ্ভাবে অধিকার, এইরূপ অধিকারের ভেদবিধি। পশুকাম ব্যক্তির অগ্নিষ্টোমসংস্থবিধান ও নামক যজ্ঞের বিধান। তাহাতে অভিচারকাম বা পশুকামের অধিকার। পশুকাম ব্যক্তির বৎস ও দুগ্ধযুক্ত বৃহৎগাভী, এবং অভিচারকামের ত্রিংশটি গো দক্ষিণাবিধি। অভিচারকামের সংদশ ও বজ্র নামক দুইটি যজ্ঞের বিধান। যথাযোগ্য ভাবে এই উভয় যজ্ঞের কর্তব্যতা। এই উভয়ের মধ্যে যজ্ঞের ষোড়শিসংস্থ রূপভেদ কথন। সংদশ দ্বারা রাজাকে অভিচার করিবে, দেশের নহে এবং বজ্রদ্বারা দেশের অভিচার করিবে, রাজার নহে, এইরূপ বিধান। মতান্তরে উভয়েরই বিপরীত ভাবে বিধান। অভিচার দ্বারা রাজাদির উপশম বা মরণ সম্পাদন করিয়া জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ দ্বারা আত্মশুদ্ধির বিধান। এইরূপে সামবেদবিহিত একাহ নির্দিষ্ট আছে।

২৩শ অধ্যায়ে ৫টি কণ্ডিকা। তাহার ১ম কণ্ডিকায় অহীন নামক যজ্ঞসমূহের দ্বাদশ উপসদ্ এবং একযোগে তাহার সমাপনবিধি। সূত্যোপসদের বিশেষ উপদেশ। দীক্ষাভেদবিধি, যথা সোত্যাদিন ও উপসদ্সমূহের দিন গণনা করিয়া দীক্ষানিয়ম দুইয়া এ হইতে দ্বাদশাদিন পর্যন্ত সম্পাদনযোগ্য যাগ অহীন নামে অভিহিত হয়। অন্যের মতে পাঠ হেতু অতিরাত্রেরও অহীনসংজ্ঞা। দ্বাদশাহ দশরাত্রির প্রবৃদ্ধিকে গোণা কহে। দ্বাদশদিন কর্তব্য দশরাত্রের দ্বাদশীতে কর্তব্যতা। দ্বিরাত্রি প্রভৃতিতে সহস্র দক্ষিণা, চাতুরাত্র প্রভৃতিতে অধিক দক্ষিণাদান প্রত্যহ সমভাগে দানবিধি। পরিশেষে অবশিষ্ট সমুদায়ের দান। ত্রয়োদশ অতিরাত্রের বিধান; যথা—ষাড়্বিংশ রহিত চারিটি প্রথম অতিরাত্র। তন্মধ্যে প্রজাতিকামের নব সপ্তদশ নামক প্রথম অতিরাত্র; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবিশিষ্ট যাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের কর্তব্য বিষুবৎ নামক দ্বিতীয় অতিরাত্র, যাহার ভ্রাতৃব্য আছে তাহার গো নামক তৃতীয় অতিরাত্র, শতকাম বা আরোগ্যকাম ব্যক্তির আয়ুঃ নামক চতুর্থ অতিরাত্র। স্বর্গাভিলাষীর জ্যোতিষ্টোম নামক পঞ্চম অতিরাত্র। পশুকামের বিশ্বজিৎ নামক ষষ্ঠ অতিরাত্র। ব্রহ্মতেজঃ প্রার্থীর ত্রিবৃৎ নামক সপ্তম অতিরাত্র। বীর্যকাম ব্যক্তির পঞ্চম নামক অষ্টম অতিরাত্র। অন্নাদি অভিলাষী ব্যক্তির সপ্তদশ নামক নবম অতিরাত্র। প্রতিষ্ঠাকাম ব্যক্তির একবিংশ নামক দশম অতিরাত্র। প্রাপ্ত পশুর নাশ হইলে পুনর্বার তাহার প্রাপ্ত্যর্থ আপ্তোর্যাম নামক একাদশ অতিরাত্র। ভ্রাতৃব্যবানের অভিজিৎ নামক দ্বাদশ অতিরাত্র। সিদ্ধিপ্রার্থীর সর্বস্তোম নামক ত্রয়োদশ অতিরাত্র। এইরূপে ত্রয়োদশ প্রকার অতিরাত্রের বিষয় কথিত আছে।

২য় কণ্ডিকায় দুই তৃতীয় তিনটি অহীনবিধি। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অহীনের ষোড়শিগ্রহরহিত দুইটি অতিরাত্র। তিনটি অহীনের আঙ্গিরস, চৈত্ররথ ও কাপিবন, এই তিনটি নাম কথন। দ্বিতীয় দ্বিরাত্রির উক্থ্য পূর্বতা-রূপ অঙ্গের মতভেদ। পাষ্টিক অগ্নিষ্টোম স্থানে উক্থ্যানির্দেশ। সংস্থাভেদমাত্রেই তাহার ধর্ম। পুণ্যযোগ্য হইয়াও যে পুণ্যহীনের ন্যায় হয়, তাহারই আঙ্গিরসে অধিকার। পুণ্যার্থী ব্যক্তির চৈত্ররথে অধিকার। স্বর্গকাম বা পশুকাম ব্যক্তির কাপিবনে অধিকার। [illegible] গর্গ, বৈদ, ছন্দোম, অন্তর্বসু ও পরাক নামক পাঁচটি অহীনযজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে বৈদ ত্রিরাত্রিমধ্যে এবং বিশ্বজিৎসংযুক্ত, অপর সমুদায় অতিরাত্রমধ্যে। এই পঞ্চবিধযজ্ঞে সংস্থাভেদ কথন। এই সমুদায়ে স্বর্গকামের অধিকার, তবে অন্তর্বসুতে পশুকামের এবং পরাকে স্বর্গকামের অধিকার আছে, [illegible] ভৈমক[illegible], [illegible] চতুর্বীর, জামদগ্ন্য, বশিষ্ঠসংসর্প ও [illegible] নামক চারিটি চারিদিনসাধ্য যজ্ঞবিধান। [illegible] পুষ্টিকাম ব্যক্তির অধিকার, [illegible] দীক্ষা এবং এই চারিটি [illegible] উপসদের বিধান কথিত আছে। [illegible] কণ্ডিকায় [illegible] প্রকারাদি। [illegible] কণ্ডিকায় পঞ্চদিনসাধ্য [illegible] যজ্ঞের বিধান। [illegible] প্রথম অহীনের নাম দেবপঞ্চাহ, দ্বিতীয়ের নাম পঞ্চশারদীয়, এই উভয় অহীনের বিধান কথন। তৃতীয় পঞ্চাহের ব্রতবৎ নাম কথন। এই ত্রিবিধ পঞ্চাহ যজ্ঞে জ্যোতিষ্টোম, মহাব্রত ও গোআয়ু নামক তিনটি একাহ যজ্ঞের বিধি। সর্বজিতের স্থান হইতে দীক্ষানিয়ম এবং তাহার বিধানাদি নির্দিষ্ট আছে। ৪র্থ কণ্ডিকায় ছয়দিনসাধ্য তিনটি অহীনের বিধি। তিনটি অহীনের ঋতু, ষড়হ, পৃষ্ঠাবলম্ব ও ত্রিককুভ, এই তিনটি নাম কথন। এই ত্রিবিধ যজ্ঞে স্তোমবিধানাদি। সপ্তাহসাধ্য সাতটি অহীনের বিধান। তন্মধ্যে চারিটি উভয় মহাব্রত। এই চারিটির মধ্যে তৃতীয়টিতে পশুকামের অধিকার। পঞ্চম অহীনের নাম ইন্দ্রসপ্তাহ; এই পঞ্চম সপ্তাহে দ্বিতীয় একাহ হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টি একাহ এবং সুত্যাহ সমুদায়ের বিধান। ঐ সপ্তাহ সমুদায়ের প্রত্যেক সপ্তাহেই জ্যোতিঃ, গোঃ, আয়ুঃ, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও সর্বজিৎ এই ছয়টি মহাব্রতের কর্তব্যতা। এইরূপ সমুদায় দিনসাধ্য যজ্ঞেই মহাব্রতের বিধান। উত্তম সর্বস্তোমের বিধান, তাহার শেষ দিনে জ্যোতিঃ, গোঃ, আয়ুঃ, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও সর্বজিৎ মহাব্রতবিশিষ্ট সর্বস্তোম অতিরাত্র। জনক সপ্তরাত্র নামক ষষ্ঠ সপ্তাহ। তাহার বিধানাদি। উত্তম সপ্তম সপ্তাহে বৃহদ্রথন্তর সামযুক্ত পৃষ্ঠের বিধান। এই সমুদায়ের পৃষ্ঠ্যস্তোম সংস্থা। এইরূপে সপ্তসপ্তাহ অহীনের বিধান কথিত আছে। তৎপরে তাহার বিধানাদি। অষ্টরাত্র অহীনে পাষ্টিক ষড়হের পর হইতে মহাব্রত কর্তব্য। নবরাত্রে ত্রিককুভ, জ্যোতিঃ, গোঃ ও আয়ুঃ নামক মহাব্রতের বিধান। তাহার প্রকারান্তর। তাহার বিধানাদি। চারিটি দশরাত্রের বিধি। প্রতিষ্ঠা-কামনাকারী ব্যক্তির ত্রিককুপ্ নামক প্রথম দশরাত্র, অভিচারকারীর কৌসুরুবিন্দ নামক দ্বিতীয় দশরাত্র, পুন[illegible]রাত্র নামক তৃতীয় দশরাত্র, পশুকাম ব্যক্তির ছন্দোম নামক চতুর্থ দশরাত্র। তাহার বিধানাদি। পৌণ্ডরীক নামক একাদশরাত্র [illegible] তাহার বিধানাদি কথিত আছে।

২৩শ অধ্যায়ে ৭টি কণ্ডিকা। তন্মধ্যে ১ম কণ্ডিকায় দ্বাদশরাত্র হইতে এক একদিন বৃদ্ধি করিয়া, চত্বারিংশৎ রাত্র পর্যন্ত [illegible] যে ক্রমানুসারে যে সকল দিন উক্ত আছে, সেই সকল দিন সেইরূপই বুঝিতে হইবে। [illegible] অনুষ্ঠান এবং ঔপদেশিক [illegible] উপদেশ [illegible] করিতে হয়। উপদিষ্ট [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] আবশ্যক। কথন যথা—[illegible] হয়, উহা যজ্ঞের পরেই হয়, পূর্বে হয় না। পাষ্টিক ষড়হ, এবং ছন্দোম ত্র্যহ চারিটি এই দশরাত্র, অথবা পৃষ্ঠ্য ষড়হ তিনটি, ছন্দোম ও অবিবাক্য এই সমুদায়ের নাম দশরাত্র। এই দশরাত্র সমুদায় দিনের অংশ জানিতে হইবে। দশরাত্রের পর একাহ বিষয়ে প্রকৃতি[illegible] সমুদায় মহাব্রত হয়। যজ্ঞ-সংখ্যাপূরণ জন্য দশরাত্রের পর একাহ ব্যতীত মহাব্রত হয়। মহাব্রত ব্যতীত অন্য [illegible] আবাপের পরও দশ-রাত্রের পূর্বে করিতে হয়। যেখানে ষড়হ ব্যতীত যজ্ঞ-সংখ্যা পূর্ণ হয় না, তথায় ষড়হপূরণের জন্য অভিপ্লবের ব্যবহার হয়। অভিপ্লবের পূর্বে পঞ্চাহ সমুদায় ও পঞ্চাহ ব্যতীত সংখ্যাপূরণ না হইলে অভিপ্লব হয়। ত্র্যহ ব্যতীত সংখ্যাপূরণ না হইলে, ত্র্যহ বিষয়ে জ্যোতিঃ, গোঃ ও আয়ুর বিধান, এই তিনটিকে ত্রিকদ্রুকা বলে। চতুরহব্যতীত যজ্ঞসংখ্যাপূরণ না হইলে, চতুরহ বিষয়ে জ্যোতিঃ প্রভৃতি তিনটি ও মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পূরণ কর্তব্য। দ্ব্যহ ব্যতীত সংখ্যাপূরণ না হইলে, দ্ব্যহ বিষয়ে গোঃ ও আয়ুঃ পূরণ হইয়া থাকে। যজ্ঞের আদ্যন্তে অতিরাত্র কর্তব্য, প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়ের মধ্যে আবাপস্থান করিতে হয়। যে আবাপ করিবার বিধি আছে, তাহার অতিরাত্রদ্বয় মধ্যে কয়েকের

বিধান। আবাপসমূহের সমবায় দ্বারা যেখানে যজ্ঞ পূর্ণ হয়, তথায় যে যে অনুষ্ঠান আছে, তাহাই প্রথমে করিবার বিধি। দুইটি ত্রয়োদশরাত্র যজ্ঞের বিধি। ইহাতে পৃষ্ঠ্য সম্পাদিত হইলে সর্ব্বস্তোম নামক অতিরাত্রের বিধান, অর্থাৎ সমুদায় যজ্ঞেই দ্বাদশাহ ধর্ম্মের বিধান আছে, সুতরাং ইহাতেও দ্বাদশরাত্রসমূহ সম্পাদন এবং সর্ব্বস্তোম অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা হইলেই ত্রয়োদশ রাত্রের পূরণ হইল। ইহার ক্রম যথা—প্রথমদিনে প্রায়ণীয় অতিরাত্র, দ্বিতীয়দিন হইতে ছয়দিন পর্য্যন্ত পৃষ্ঠ্যষড়হ, অষ্টমদিনে সর্ব্বস্তোম অতিরাত্র, নবমদিন হইতে চারিদিন চারিটি ছন্দোমা এবং ত্রয়োদশদিনে উদয়নীয় অতিরাত্র। দ্বিতীয় ত্রয়োদশ রাত্রে দশরাত্রের পরে মহাব্রত করিতে হয়, এইরূপ ভেদ কথিত আছে। সমার্দ্ধ তৃতীয় ত্রয়োদশরাত্রের গবাময়নের ন্যায় সম্বরণপ্রকার। চতুর্দ্দশরাত্রে তিনটি যজ্ঞের বিধান। তাহার বিধান প্রকারাদি। তন্মধ্যে শেষ চতুর্দ্দশ রাত্রে বিবাহোদকতন্নসংশয়িতগণের অধিকার। পঞ্চদশ রাত্রে চারিটি যজ্ঞের বিধান। তাহার বিধান প্রকারাদি এবং সপ্তদশরাত্রে, অষ্টাদশরাত্রে, একোনবিংশরাত্র ও বিংশতি রাত্রে এইরূপ আবাপন পূরণ কথিত আছে। ২য় কণ্ডিকায় ষোড়শরাত্র প্রভৃতি চারিটিতে আবাপপ্রকার। তন্মধ্যে ষোড়শরাত্রে প্রায়ণীয়ের পর ত্রিকক্রক ও দশরাত্রের মত, সপ্তদশরাত্রে প্রায়ণীয়ের পর পঞ্চাহ, অষ্টাদশরাত্রে প্রায়ণীয়ের পর ষড়হ, একোনবিংশরাত্রে প্রায়ণীয়ের পর ষড়হ এবং দশরাত্রের পর যত, এইরূপ আবাপ উক্তির দ্বারা বিধান প্রকার। এবং বিংশতিরাত্রে দুইটি অতিরাত্র, তাহাতে আবাপপ্রকার ও তাহার বিধানাদি। অন্নাদিকাম ব্যক্তির দ্বাবিংশতিরাত্রের বিধান। তাহার বিধান প্রকারাদি। প্রতিষ্ঠাকামের ত্রয়োবিংশতিরাত্রবিধান। প্রজাকাম ও পশুকাম ব্যক্তির চতুর্বিংশতিরাত্রের বিধান, উহা দ্বিবিধ, তন্মধ্যে প্রথমের বিধানাদি এবং দ্বিতীয়ের সংসদ নাম ও তাহার বিধানাদি কথিত আছে। অন্নাদি কামের পঞ্চবিংশতি রাত্রের বিধি। প্রতিষ্ঠাকামের ষড়্‌বিংশতিরাত্রের বিধান। ধনকামের সপ্তবিংশতিরাত্রের বিধি। প্রজাকাম ও পশুকামের অষ্টাবিংশতিরাত্র এবং দ্বাত্রিংশৎরাত্রের বিধি। এই সমুদায়ের ক্রমশঃ বিধান। একোনত্রিংশৎরাত্র, ত্রিংশৎরাত্র, একত্রিংশৎরাত্র ও দ্বাত্রিংশৎরাত্রের বিধানাদি, ত্রয়স্ত্রিংশৎরাত্রের ত্রিবিধভেদ ও তদ্বিধানপ্রকার, চতুস্ত্রিংশৎরাত্রাবধি চত্বারিংশৎ রাত্রি পর্য্যন্ত সত্রযজ্ঞের আবাপক্রমানুসারে পূরণ বিধি। তাহার বিশেষ নিয়ম। যথা—অন্নাদিকামের চতুস্ত্রিংশৎরাত্র, প্রতিষ্ঠা-কামের ষট্‌ত্রিংশৎরাত্র, ঐশ্বর্য্যকামের সপ্তত্রিংশৎরাত্র, প্রজাকাম ও পশুকামের অষ্টত্রিংশৎরাত্র এবং চত্বারিংশৎরাত্র যজ্ঞের বিধান। একোনপঞ্চাশৎ রাত্রসাধ্য সত্রযজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে প্রথমের নাম বিধৃতি, তাহার বিধানাদি। দ্বিতীয়ের নাম যথাতিরাত্র, তাহার বিধানাদি। তৃতীয়ের নাম [illegible], বিধানদিগের মধ্যে আপনার খ্যাতি-আকাঙ্ক্ষিগণের ইহাতে অধিকার এবং ইহার বিধানাদি। চতুর্থের নাম সম্বৎসরসম্মিত, তাহার বিধানাদি। ৩য় কণ্ডিকায় ইহার সাদৃশ্য জন্য [illegible] একষষ্টিরাত্রের বিধান। সংবৎসর [illegible] বিধি। তাহার বিধানাদি। [illegible] ষষ্ঠ ও সপ্তমের সামাঙ্গ বিধান। [illegible] বিধানাদি [illegible] ঐ বিধানে বিকল্পবিবরণ কথিত আছে। [illegible] সবন সম্বন্ধ প্রভৃতি হোমের বিধানাদি। সম্বৎসর [illegible] যজ্ঞে গবাময়নধর্ম্মের অতিদেশ [illegible] যজ্ঞের বিধানাদি। [illegible] ব্রাহ্মণদিগের অয়নবিধি। তাহার বিশেষ নিয়ম। [illegible] বানের অয়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি। [illegible] অয়ন নামক যজ্ঞের কালবিধানাদি। [illegible] সমূহে সোম ও উপনয়ন পদ্ধতির বিধান বিধি। [illegible] নামক যজ্ঞের বিধানাদি [illegible] ধর্ম্মের অতিদেশ কথিত আছে। ৫ম কণ্ডিকায় [illegible] নামক যজ্ঞের বিধানাদি, মহাতাপশ্চিত যজ্ঞের বিধানাদি, [illegible] তাপশ্চিত নামক যজ্ঞ ও [illegible] বিধানাদি, ত্রিসম্বৎসর যজ্ঞের বিধানাদি [illegible] যজ্ঞের বিধানাদি, দ্বাদশ বৎসরসাধ্য [illegible] যজ্ঞের বিধানাদি, ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরসাধ্য [illegible] নামক যজ্ঞের বিধানাদি, শত সংবৎসরসাধ্য [illegible] নামক যজ্ঞের বিধানাদি, সহস্র বৎসরসাধ্য [illegible] নামক যজ্ঞের বিধানাদি (গৌণ [illegible] দিনসাধ্য বুঝিতে হইবে), সারস্বত যজ্ঞসমূহের বিধানাদি। [illegible] নামক যজ্ঞবিধি, শতসংখ্যক প্রথমগর্ভিণী [illegible] একটি বৃষ সহস্র সংখ্যাপূরণ জন্য এই যজ্ঞে [illegible] বিধি, সারস্বতযজ্ঞের দীক্ষাকাল ও দেশাদি বিধান। [illegible] চৈত্র শুক্লসপ্তমী তিথিতে সরস্বতী বিনশন নামক স্থানে [illegible] কর্ত্তব্য। সরস্বতী বিনশন স্থান যথা—সরস্বতী নাম্নী যে [illegible] প্রবাহিতা আছে, তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমভাগ [illegible] প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু মধ্যভাগ ভূমিমধ্যে নিমগ্ন [illegible] কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না, এই স্থানকে সরস্বতীবিনশন

হে। ইহাতে দীক্ষাবিধানাদির প্রকার। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় তাহার অঙ্গবিধানাদি। সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গমস্থলে তাহার বিধানাদি। প্লক্ষপ্রস্রবণ নামক সরস্বতীর উৎপত্তি স্থানে অগ্নয়েকামায় নামক যজ্ঞের বিধি। এই যজ্ঞে কারপচ নামক দেশবিশেষে যজমানের অবভৃথস্নানবিধি। যজ্ঞশেষে উদবসনীয়ের কর্তব্যতা। পৃষ্ঠশমনীয়যুক্ত তিনটি সংবৎসরসত্রের বিধান। পূর্ব্বোক্ত সহস্র যজ্ঞ পূরণ না হইতে গৃহপতির মৃত্যু বা সমুদায় গো বিনষ্ট হইলে এই যজ্ঞ সমাপনের বিধি। সহস্রপূরণ হইলেও এই যজ্ঞ সমাপন করিতে হয়। গৃহপতির মৃত্যু হইলে, অপুনর্দক্ষ্য সংস্কৃত যজ্ঞ করিয়া এবং সমস্ত নষ্ট হইলে বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ করিয়া সমাপন করিবার বিভিন্ন বিধি। উভয় ঘটনাতেই জ্যোতিষ্টোম দ্বারা সমাপনরূপ অন্য মত কথন। এইরূপে প্রথম সারস্বত কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সারস্বত দৃষদ্বত্যপ্যয়ের অন্যান্য স্থায় কর্তব্য। তাহার বিধানাদি। তাহাতে বিশেষ অঙ্গবিধিরও বিশেষ বিধান। ... প্রকাশের বিশেষ বিধানাদি। তৃতীয় সারস্বতে বিহিত ঔপবসথ্যের বিধানাদি। তাহাতে ঋত্বিক অথবা আচার্যের দার্ষদ্বত নামক যজ্ঞ কর্তব্যতা। এই যজ্ঞে এক বৎসরের জন্য বনমধ্যে গোসকল পরিত্যাগ করিবে, দ্বিতীয় বৎসরে তাহাদিগকে নির্জ্জন স্থানে রক্ষা করিবার বিধি। ঐ বৎসরেই সরস্বতীতীরে নৈতন্ধবা নামক যে সকল প্রাচীন স্থান আছে, তাহাতেই অগ্ন্যাধানের আরম্ভবিধি এবং কুরুক্ষেত্রে পরীণহ নামক স্থলে অগ্ন্যাধান বিধি। তৎপরে তৃতীয় বৎসরে পরীণহ নামকস্থলেই দর্শপৌর্ণমাসাদি কার্য্যের কর্তব্যতা। দৃষদ্বতীতীর দিয়া আগমন করিয়া যমুনায় অবভৃথ স্নান এবং ঐ স্থানে যজ্ঞপাত্রের বিশেষ বিধান কথিত আছে। ৭ম কণ্ডিকায় চৈত্র ও বৈশাখমাসের শুক্লপঞ্চমীতে তুরায়ণ নামক সারস্বত যজ্ঞের কর্তব্যতা। তাহার দীক্ষা বিধানাদি। এই যজ্ঞ এক সংবৎসরসাধ্য। তাহাতে সর্ব্ব পর্য্যায় কর্তব্যার উপদেশ। দার্ষদ্বতের ন্যায় অনিয়ত অবভৃথ স্নানবিধি। ভরতদ্বাদশাহ প্রভৃতি দ্বাদশাহের কথন। তাহার বিধানাদি এবং উৎসর্পণসমূহে গবাময়নের বিকল্প বিধান বিহিত আছে।

২২ অধ্যায়ে ১৮টি কণ্ডিকা। তাহাতে অগ্নিহোত্রাদি দোষের উপশম জন্য প্রায়শ্চিত্তবিধান। (প্রায়শ্চিত্ত শব্দের অর্থ যথা—প্রপূর্ব্বক অয় ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া প্রায় পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ বিধি অতিক্রম জন্য দোষ, চিত্ত ধাতুর উত্তর ভাবে ক্ত প্রত্যয় করিয়া চিত্ত পদ নিষ্পন্ন হয়, ধাতুসমূহের বহুবিধ অর্থ নিহিত থাকায়, তাহার অর্থ সন্ধান, প্রায়ের অর্থাৎ বিধি অতিক্রম জন্য দোষের চিত্ত অর্থাৎ সন্ধান, এই বাক্যে পাণিনি ব্যাকরণোক্ত "প্রায়স্য চিত্তি চিত্তয়োঃ" এবং "পারস্কর প্রভৃতি" সূত্রদ্বারা মধ্যে 'সুট্' আদেশ পূর্ব্বক এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সর্ব্বকার্য্যের অন্তে অথবা নিমিত্তকালে প্রায়শ্চিত্তের কর্তব্যতা।) প্রায়শ্চিত্তবিধায়ক আদেশ না থাকিলে, সর্ব্বত্র মহাব্যাহৃতি হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধি, বিশেষ আদেশ থাকিলে আদেশানুসারেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। (যথা—"প্রণীতাঃ স্কন্না অভিমৃশেৎ" এই যজুঃশ্রুতিদ্বারা প্রণীতাভিমর্শনরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে বলিয়া ইহাই কর্তব্য।) ঋগ্বেদোক্ত হৌত্রিক কর্ম্ম উপঘাত হইলে, গার্হপত্য অগ্নিতে 'ভূঃ' স্বাহা বলিয়া অগ্নিদৈবত হোম করিবে, যজ্ঞকর্তার বিশেষ আদেশ না থাকিলে ব্রহ্মেরই করা উচিত। ব্রহ্মবরণের পূর্ব্বে নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, যজমানের পূর্ব্বেই ব্যাহৃতিহোমের জন্য অপর ব্রহ্মবরণ করিয়া তাঁহার দ্বারা করাইবে। যে অগ্নিহোত্রাদিতে ব্রহ্মবরণের বিধি নাই, তাহা স্বয়ং কর্তব্য। ব্যাহৃতি দ্বারা সোম ইহার সমুচ্চয় করিতে হয়। যজুর্ব্বেদোক্ত কর্ম্মের উপঘাত হইলে, দক্ষিণাগ্নিতে 'ভুবঃ স্বাহা' বলিয়া হোম করিতে হয়, তাহাও পূর্ব্বের ন্যায় ব্রহ্মেরই কর্তব্য। সোমে আগ্নীধ্রীয় অগ্নিতে 'ভুবঃ স্বাহা' বলিয়া হোম করিতে হয়, এইমাত্র পূর্ব্বের সহিত ইহার বিভিন্নতা ইহার দেবতা বায়ু। সামবেদবিহিত কর্ম্মের উপঘাত হইলে, আহবনীয় অগ্নিতে 'স্বঃ স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে ইহার দেবতা সূর্য্য। সর্ব্ববেদোক্ত কর্ম্মের উপঘাত হইলে তিনবার পৃথক্ পৃথক্ 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা' এই বাক্য দ্বারা এবং একবার সমুদায় মিলিত বাক্য দ্বারা এই চারি বার হোম করিতে হয়। "অয়াশ্চাগ্নে" ইত্যাদি পঞ্চ ঋক্ দ্বারা প্রত্যেক ঋক আহবনীয় অগ্নিতে পঞ্চ আহুতিরূপ সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত নামক হোম করিবে। স্মৃতিবিহিত অজ্ঞাত কর্ম্মে পৃথক্ ও মিলিত ভাবে চারিটি মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়। (যেমন যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তি শিখাবন্ধ করিয়া পবিত্র দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কর্ম্ম করিবে, এই নিয়মস্থলে যজ্ঞোপবীত ধারণাদি স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম, ইহার কোনরূপ উপঘাত হইলে ব্যস্ত ও মিলিত চারিটি মহাব্যাহৃতি হোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য।) তাহার পর যজুর্ব্বেদোক্ত সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত নামক পূর্ব্বোক্ত পঞ্চঋগ্বেদীয় আহুতিরূপ প্রায়শ্চিত্ত সমুদায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণে করিবার বিধি। (কিন্তু ইহাতে সম্প্রদায়ভেদ আছে, যথা—গার্হপত্যে ভূঃ দক্ষিণাগ্নিতে ভুবঃ, আহবনীয় অগ্নিতে স্বঃ,

এবং সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত নামক পঞ্চ আহুতিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হোমে ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎপরে কর্ম্মবিশেষানুসারে প্রায়শ্চিত্তবিধান কথিত আছে। এই অধ্যায়ের ৭ম কণ্ডিকার ৮ম সূত্র পর্য্যন্ত এই সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে, তাহার পর ৯ম সূত্র হইতে কর্ম্মসমাপ্তির পূর্ব্বে যজমানের মৃত্যু হইলে তখনই কর্ম্মসমাপ্ত হয়, এইরূপ এক পক্ষ এবং ঋত্বিক্ প্রভৃতি অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপ্ত করিবেন এইরূপ অপর পক্ষ, তাহাতে কর্ম্মসমাপ্তি পর্য্যন্ত উভয় ক্রিয়াবিশেষের বিধান বিহিত আছে। ৮ম কণ্ডিকায় উপকৃত পশুর পলায়ন প্রভৃতিতে প্রায়শ্চিত্তের ভেদ কথন। [illegible] পর অত্যাধানপর্য্যন্ত। ৯ম কণ্ডিকায় অগ্নিসম্বন্ধ প্রকারাদি। ১০ম কণ্ডিকায় যজ্ঞবিশেষ করিবার জন্য উদ্যম করার পর দৈবাৎ তাহা না করা হইলে, বিশ্বজিৎ নামক অতিরাত্র যজ্ঞ করিবার বিধি। যজ্ঞাদির জন্য দীক্ষা করিলে যদি দৈবাৎ কোন মনুষ্য জন্য সেই দীক্ষা অঙ্গীকৃত বা স্বাধীন যজ্ঞ সমাপন করিবেন, যদি এইরূপ যুক্তি উপস্থিত হয়, তবে হইলে সোমযুক্ত সবনের ধান্য [illegible] সকল দীক্ষার [illegible] করিবে। অশক্য প্রভৃতি [illegible] না হইলে, অর্দ্ধপথ [illegible] করিয়া, পুনর্ব্বার [illegible] পূর্ব্বক [illegible] করিবার বিধি। তাহাতে দিনভোজন বিশেষ নিয়ম। দীক্ষিত ব্যক্তির স্ত্রী যদি রজস্বলা হয়, তাহা হইলে দীক্ষিত [illegible] অন্তর্দ্ধান করিয়া রক্তস্রাব পর্য্যন্ত বালুকায় অবস্থান করিবে। সুতরাং যজমান [illegible] সিকতার উপবেশন করিবে। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে বেদীর নিকটে সিকতার উপর উপবেশন করিবে। চতুর্থ দিবস গোমূত্রমিশ্রিত জল দ্বারা [illegible] স্নান করিয়া, বস্ত্রপরিধান-পূর্ব্বক সন্নিপাতক কার্য্য করিবে আর উপকারক কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। [illegible] ভূমি উল্লেখন প্রভৃতি কার্য্যকে অর উপকারক [illegible] পত্নী প্রসূতা হইলে দশরাত্রির পর স্নান করিবে। মতান্তরে সূতিকার দীক্ষা নিষেধ আছে। কিন্তু 'অন্তর্বত্নীঃ গর্ভঃ' এই শ্রুতি অনুসারে গর্ভবতীরও দীক্ষার অধিকার আছে, ইহাই কাত্যায়নের মত। দীক্ষিত ব্যক্তির দুঃস্বপ্নাদি দর্শন প্রভৃতিতে প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ বিধি। চরুমর [illegible] ও অপান সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্ত বিধান। সোমের উপর মেঘবর্ষণ হইলে [illegible] নিশ্চয়পূর্ব্বক তাহাতে প্রায়শ্চিত্তবিধি। চমস দোষ বিষয়ে এবং সোমকলসের দোষ-বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত বিধান। অতিরেচনে হোমভেদ প্রায়শ্চিত্ত। ১১শ কণ্ডিকায় সোমের অপহরণ হইলে অব্যক্ত রক্তিমাযুক্ত পুষ্প ও তৃণ সোমকার্য্যে নিধান করিয়া অভিষব করিবার বিধি। বহুকালীন খদিরবৃক্ষ লতায় তাহা অনুবৃত্ত হইলে, তাহাকে শ্যেনহৃত বলে, ঐ শ্যেনহৃত এবং [illegible] (সোমসদৃশ পূতিকা নামক লতাবিশেষ), অরুণবর্ণ, দর্ভ অব্যক্ত রক্তিমাযুক্ত দূর্ব্বা, হরিদ্বর্ণ কুশ অথবা অন্যতর কুশ এই সকল দ্রব্যের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্রব্যের অভাবে পর পর দ্রব্য প্রতিনিধান করিয়া অভিষব করিবার নিয়ম। তাহাতে গোদানপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া উক্ত দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন কর্ত্তব্য। অবভৃথের পর পুনর্ব্বার তাহাতে [illegible] বিধি। সোমকলশাদ্যুপ[illegible] সমস্ত প্রায়শ্চিত্তবিধি। অভিষবণ কালে প্রস্তুত [illegible] প্রাপ্ত হইলে [illegible] তাহা [illegible] কলশ পূর্ণ করিয়া [illegible] পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হয়। [illegible] কিছু দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই [illegible] যজ্ঞ করিবার বিধি। তাহাতে [illegible] প্রায়শ্চিত্ত [illegible] নিয়ম। ১২শ কণ্ডিকায় [illegible] অধিকা [illegible] প্রভৃতি [illegible] প্রায়শ্চিত্ত [illegible] বিধান। দীক্ষিত ব্যক্তির রোগ হইলে, [illegible] করিবেন [illegible] দ্রব্য [illegible] না [illegible] দীক্ষিত ব্যক্তির [illegible] অবকাশ [illegible] বিধান, [illegible] নহে। [illegible] বিশেষ দ্বারা অভিভাবক [illegible] পর [illegible] ব্যক্তিকে সমুদায় [illegible] করিবেন তাহা [illegible] যজমানের [illegible] দীক্ষিত ব্যক্তির [illegible] হইলে [illegible] পর তাহার অগ্নিসংস্কৃত [illegible] চর্ম্ম বাঁধিয়া, মৃত ব্যক্তির পত্নী বীর [illegible] করিবেন। [illegible] মৃত্যু হইলে তাহার দেহেই [illegible] হইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে, এইরূপ [illegible] আছে। কিন্তু কাহারও মতে মৃত্যু হইলেই যজ্ঞের সমাপ্তি হয়। উভয় পক্ষেই তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত বিধান। ১৩শ কণ্ডিকায়—উপবসথ দিনে যজমানের মৃত্যু হইলে বিশেষ প্রায়শ্চিত্তবিধান। যজ্ঞদীক্ষা মধ্যেই মৃত্যু হইলে উক্ত সোমাদি কার্য্য জন্য দীক্ষিত ব্যক্তির কর্ম্মফল হয় কিন্তু মতান্তরে কথিত আছে—দীক্ষিত ব্যক্তির আত্মা প্রভৃতির প্রকৃত যজ্ঞফল প্রাপ্তি হয়। স্বকীয় অগ্নিতে স্বকীয় [illegible] সাগ্নিক দেহেই পুত্রাদি কর্ত্তৃক সাগ্নিচিত্যাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে দেহেরই ফলপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু প্রকৃত যজ্ঞফল

যজমান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতে উপবাসী ব্যক্তি নবচ্ছেদন দিন হইতে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত সান্নিপাতিক করিবেন। যদি যেদেষ্টী আহিতাগ্নি না হয়, তাহা হইলে যজ্ঞকারী ব্যক্তিরই অগ্নিতে কার্য্য করিতে হয়। তাহাতে বৈশ্বানর নির্বাপ নামক প্রায়শ্চিত্ত বিধান। ১৪শ কণ্ডিকায়—এক রাজার অধীন যজমানদ্বয় যদি পর্ব্বত বা নদী প্রভৃতির ব্যবধানশূন্য সমান দেশে যজ্ঞ করেন, তাহাতে সোমসংসব হয়। আর যদি পরস্পর বিরোধী যজমানদ্বয় ঐরূপ এক স্থানে যজ্ঞের জন্য সোমের অভিষব করেন, তাহা হইলে মিলিতভাবে কার্য্য করার জন্য তাহাকে সংসব কহে। তাহাতে সমুদায় কর্ম্মই সত্বর সম্পাদন করা উচিত। ইহার নিষেধাদি। দেশকাল ভিন্ন হইলে, পর্ব্বতাদির ব্যবধান থাকিলে এবং পরস্পর বিরোধী না হইলে সংসব হয় না, এইরূপ বেদজ্ঞের সংসববিষয়ে আপনার জ্ঞান মুক্তক মনাকারী যে ঋষি তৎকর্ত্তৃক কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিশেষের নিষেধ। ১৫শ কোথাও দ্বাদশাহকারী লোকের অধ্বর্য্যুর মৃত্যুপ্রাপ্তি অধ্বর্য্যু, এবং যজমানের মরণের জন্য যজমান সেই সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। এই যজ্ঞ দশ জনের এক দিনে পারিতে পর বা এইরূপ নহে এবং পরস্পর দ্বেষ থাকিলে অনুষ্ঠিত হয়। পরস্পরের দ্বেষ না থাকিলে, অথবা উক্ত নিয়ম অপেক্ষা দেশের দূরত্ব হইলে অনুষ্ঠান অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত হোতা প্রভৃতি মধ্যে একজন মাত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, অথবা একজনের মৃত্যু হইলে স্ব স্ব যজ্ঞ মধ্যবর্ত্তী অধ্বর্য্যু প্রভৃতি অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। তাহাতে অন্য বরণ অপেক্ষা করিতে হয় না। সোমাদি দগ্ধ হইলে প্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা কর্ম্ম সমাপন করিতে হইবে। পঞ্চ গোদান করিয়া এই যজ্ঞ সমাপন করিবার বিধি। দ্বাদশ রাত্রির পূর্ব্বে ঐরূপ দোষ হইলে পুনর্ব্বার যজ্ঞারম্ভ করিবে, এবং পারণে পঞ্চ গোদান দক্ষিণামাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে এইরূপ সত্রারম্ভের বিধান। ব্রাহ্মণই বিহিত কর্ম্মে অধিকার পায়, বিশেষ আদেশ না থাকিলে সমুদায় শ্রৌত হোমে ব্রহ্মের অধিকার এবং ব্রহ্মপুত্র অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য যজমানেরই অধিকারবিধি কথিত আছে।

১৩শ অধ্যায়ে ৬টি কণ্ডিকা। এই সমস্ত কণ্ডিকায় প্রবর্গ্যের উপযোগী মহাবীর সম্ভরণ কর্ম্ম প্রতিপাদিত আছে। (যথা—মৃৎপিণ্ড, বল্মীকলোষ্ট্র, শূকরকর্তৃক উৎপাটিত মৃত্তিকা, পূতিকা নামক লতাবিশেষ ও পারদ্ধুক নামক জল-সন্নিহিত মহাক্ষুপজাত ফলবিশেষ, এই সমস্ত দ্রব্য সঙ্কল্পপূর্ব্বক তাহা পূর্ব্বদিকে বা উত্তরদিকে রাখিয়া, কৃষ্ণ মৃগচর্ম্ম ও কুদাল উত্তরদিকে রাখিবে।) ঐ সমস্ত গ্রহণ ও নিধানের মন্ত্রকথন। ইহাতে কুম্ভকার কর্তৃক তাহাদি নির্ম্মাণের উপযোগী এবং অতি চিক্কণ মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে হয়, ঐরূপ মৃত্তিকা কৃষ্ণ মৃগচর্ম্মের উত্তরদিকে রাখিবে। তাহার দক্ষিণদিকে বল্মীকলোষ্ট্র রাখিতে হইবে। সমচতুরস্র কুণ্ডের পূর্ব্বদিকে দ্বার ও সংস্কার ভূসংস্কার করিয়া তাহার উপর বালুকা আচ্ছাদনপূর্ব্বক তাহাতে পঞ্চ অঙ্গুলি অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাত পরিমিত মৃগচর্ম্ম রাখিয়া, তাহার উপর উপকরণসমূহ রাখিয়া দিবে। উত্তরণ, জলদান [illegible] সম্ভার-দ্বারা সংসর্গ যাগ মন্ত্রসমূহকথন। তাহার পর অশ্ব। পারদ্ধুক ও পূতিকা পৃথক ভাবে রাখিয়া, বল্মীক-লোষ্ট্রাদির সহিত মৃৎপিণ্ড মিশ্রিত করিবে। তৎপরে মহাবীর কর্ত্তন। তাহার স্বরূপ যথা—পরিমাণে এক প্রাদেশ, অর্থাৎ মধ্য উচ্চ, মধ্যদেশ উদূখলের ন্যায় সঙ্কুচিত উপরিভাগে তিন অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানের পরে ঐ সঙ্কুচিত দেশ [illegible] করিতে হয়। মহাবীর নির্ম্মাণ হইলে, "মখস্য শিরঃ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তাহার সমাপ্তি। [illegible] মধ্যে ঐ মন্ত্র দ্বারা তাহার গ্রহণ। এইরূপ আর দুইটি মহাবীরের নির্ম্মাণ। অভিমন্ত্রণের পর সমুদায়গুলি ভূমিতে নিহিত করিবার বিধি। [illegible] ও ব্যবহার্য্য পুরোডাশ কপালের ন্যায় গো [illegible] দোহনপাত্রদ্বয় ভূমিতে স্থাপন করিয়া অবশিষ্ট মৃত্তিকা প্রায়শ্চিত্ত জন্য নিহিত করিবে। "ইষ্যায় ত্বা", মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গবেধুকসমূহ চূর্ণ করিয়া অশ্বপুরীষদ্বারা প্রদীপ্ত দক্ষিণাগ্নি দ্বারা "অচ্ছিন্ন ত্বেতি" মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ঐ মৃত্তিকার ধূপন করিবে। উপরে ত্রয় [illegible] বিধি। চতুষ্কোণ অবট করিয়া, তাহাতে অগ্নি অর্থাৎ পাকসাধন কাষ্ঠাদি বিস্তৃত করিয়া তাহার উপর তিনটি মহাবীর স্থাপন রাখিতে হইবে, পরে তাহার উপর পুনর্ব্বার ঐ কাষ্ঠের আচ্ছাদন দিয়া দক্ষিণাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। দগ্ধ হইলে পুনর্ব্বার ঐ গুলি অজাদুগ্ধদ্বারা সিক্ত করিতে হইবে। ২য় কণ্ডিকায় মহাবীর নির্ম্মাণের পর প্রবর্গ্য আচরণের বিধান। প্রবর্গ্যের পূর্ব্বে [illegible] সমূহ বিস্তৃত [illegible] তাহাতে পাত্রসমূহের [illegible] বিধি। প্রোক্ষণ [illegible] ও উদ্দিত করিয়া [illegible] অশুদ্ধ করণ। হোত্রাদি [illegible]। গৃহের পূর্ব্বদিকে [illegible] ময়ূখ নিখাত করিয়া, গৃহের দক্ষিণদিকে যেখানে বসিয়া হোতা নিখাত স্থূণ ও ময়ূখ দেখিতে পায় সেইরূপ স্থলে তাহা নিখাত করিবার বিধি। গার্হপত্য ও আহবনীয় উত্তরদিকে খর নির্মাণ। দক্ষিণদিকে তিনটি [illegible] উচ্ছিষ্ট

খর নির্ম্মাণের কর্ত্তব্যতা। আহবনীয়ের পূর্ব্বদিকে সম্রাডাসন্দী আস্তরণ করিয়া দক্ষিণদিকে প্রাচী গ্রহণ। উত্তরদিকে বাজাসন্দী ও কৃষ্ণাজিন আস্তরণ করিয়া, তাহাতে মহাবীর নিধান অথবা তাহা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। অধ্বর্য্যু বা অন্য কেহ মুঞ্জাদি নিকাশন করিবে। তৎপরে বিচিত্ত সিকতা মধ্যে মহাবীর প্রবেশন কথিত আছে। ৩য় কণ্ডিকায়—পত্নেতা প্রেষণ। পত্নীশিরঃ আচ্ছাদন। আজ্যাসাদনকালে শরভূণ জ্বালিয়া সিকতা মধ্যে স্থাপন বিধি। ঐ সকল মুঞ্জ প্রথমে সংস্কৃত, ঘৃত পূর্ণ মহাবীর নিধান। মহাবীরের উপরে প্রাদেশমাত্রক মন্ত্রপাঠ। দক্ষিণদিকে যজমানের উত্তানপাণি নিধান। উত্তরদিকে প্রাদেশমাত্র। মহাবীরের চতুর্দ্দিকে অঙ্গারক্ষেপ করিয়া, পরিশ্রপণ বিধি, এবং মহাবীরের আচ্ছাদনবিধি কথিত আছে। ৪র্থ কণ্ডিকায়—অভ্যাধানকালে প্রস্তোতার প্রেষণ। মহাবীরের চতুর্দ্দিক কৃষ্ণাজিন নির্ম্মিত ব্যজন দ্বারা ব্যজন করিবার বিধি। ব্যজনকালে বাম ও দক্ষিণভাবে তিনবার প্রদক্ষিণ বিধান। তেজঃ প্রদীপ্ত হইলে তাহাতে শতত্তোলা স্বর্ণদান করিয়া মহাবীর সিঞ্চন করিবার বিধি। এই সময়ে প্রতিপ্রস্থাতার চষাল বিধি। পাকশেষে চষালাপন নিয়ম। প্রস্তোতা প্রেষণ। যজমানের সহিত ঋত্বিক্‌গণের পরিক্রমণ। প্রস্তোতা ব্যতীত অপর পঞ্চ ঋত্বিকের উপস্থানবিধি। ছন্দোগদিগের প্রস্তোতার সহিত ছন্দোবেদের পরিক্রমণবিধি। পত্নীর শিরআচ্ছাদন খুলিয়া তাঁহাদ্বারা মহাবীর মোক্ষণবিধি। পরিশেষে রৌহিণ আহুতির বিষয় কথিত আছে। ৫ম কণ্ডিকায়—ধর্ম্মধুক্ বন্ধনের জন্য রজ্জু এবং তাহার পদবন্ধন জন্য সন্দান গ্রহণপূর্ব্বক গার্হপত্যে গমন করিয়া, মন্ত্র ও উপাংশু নাম উচ্চারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তিনবার তাহার আহ্বানবিধি। প্রস্তোতা প্রেষণ। মন্ত্রপাঠানুসারে সমাগত গাভীকে সেই রজ্জুদ্বারা মুখায় বন্ধন ও সন্দান দ্বারা তাহার পদ বন্ধন করিয়া "ধন্যায় দীধ্যেতা" মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বৎসকে স্তন পানে বিরত করিবে। বিহিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পিন্বন নামক পাত্রবিশেষে তাহার দোহন বিধি। স্তনাভ্যঞ্জন বিধি। এইরূপ সম্মুখে ছাগবন্ধন করিয়া প্রতিপ্রস্থাতা তাহাকে দোহন করিবেন। প্রতিপ্রস্থাতার প্রেষণ বিধি। গাভীর নিকট হইতে অধ্বর্য্যুর উত্থান নিয়ম। শফোপযমের গ্রহণ বিধি। শফোপযমদ্বারা মহাবীর গ্রহণ এবং তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করিবার নিয়ম। উত্তরপূর্ব্ব নির্দ্দেশে উপযমনী স্থাপন। উপযমনী দ্বারা গৃহীত মহাবীরে ছাগদুগ্ধ সেচন করিয়া নির্ব্বাপিত করিবার এবং গোদুগ্ধ অপনয়ন করিবার বিধি। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায়—আহবনীয়ে গমন করিয়া বাতনাম জপবিধি। উপযমনীতে পতিত দুগ্ধ বা ঘৃতের সিঞ্চন বিধি। তাহার পর প্রস্তোতার প্রেষণ বিধি। বষট্‌কারের সহিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হোমবিধি। তিনবার মহাবীর উৎকম্পন করিবার নিয়ম। বষট্‌কারযুক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পুনর্ব্বার হোমবিধি। তদবশিষ্ট দ্রব্যের ভক্ষণ। যজমান কর্ত্তৃক ধর্ম্মের অনুক্রমণ। [illegible] মধ্যে উচ্ছলিত ধর্ম্মলেশসমূহের অনুমন্ত্রণ। অধ্বর্য্যু ঈশানদিকে গমন করিয়া সিকতা মধ্যে তৎকর্ত্তৃক মহাবীর নিধান বিধি। নিম্ন ধর্ম্মমধ্যে শকল প্রবেশ করাইয়া, [illegible] দ্বারা আহুতিদানপূর্ব্বক প্রথম পরিধিতে বিকঙ্কতশকলসমূহ নিধান করিবার বিধি। এইরূপ তিনবার আহুতি দিয়া অবশিষ্ট শকল দক্ষিণদিক কৃষ্ণমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। অষ্টম শকল মহাবীরস্থ দুগ্ধাদি দ্বারা লিপ্ত করিয়া প্রতিপ্রস্থাতাকে প্রদান করিবে। তৎপরে ষষ্ঠীর [illegible] হোমবিধি। মধ্যম পরিধিতে [illegible] বিকঙ্ক শকল আহবনীয়ে আহুতি দিবে। উপযমনীর [illegible] অগ্নিহোত্র বিধানানুসারে অঙ্গুলি দিয়া সমুদায় ভক্ষণ প্রভৃতি ভক্ষণ করিবেন। পরে উচ্ছিষ্ট ধৌত করিয়া উপযমনী নিধান করিতে হইবে। এই সময় উপস্থিত শকলকল আহবনীয়ে প্রহার করিবে। তৎপরে ধেনুকে তৃণজল দান বিধি। সমুদায় পাত্রসমূহ আসন্ন করিবার বিধি। খর, রুগ্ম মযুখ, কৃষ্ণাজিন, অভ্রি, উপযম ও আসন্দীর একবার আসাদন ও প্রোক্ষণবিধি কথিত আছে। ৭ম কণ্ডিকায়—উপসদের পর প্রবর্গ্য উৎসাদনের প্রকার। অবভৃথের ন্যায় অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক সামগান জন্য প্রস্তোতার প্রেষণ। অবভৃথের ন্যায় প্রস্তোতা ও নিধন। সামগানের পর সকলের উৎসাদন দেশে অর্থাৎ মহাবীরাদি পাত্র ত্যাগস্থানে গমন বিধি। সেখানে যজ্ঞ অগ্নিচিত্যযুক্ত হইলে সকলের উত্তর বেদিতে গমন বিধি। কিন্তু যজ্ঞ অগ্নিচিত্যযুক্ত হইলে পরিবাপক গমন করিতে হয়। সেই উৎসাদন দেশ বা উত্তরবেদি পরিবেষ্টন করিয়া উত্তর কার্য্যের কর্ত্তব্যতা। অধ্বর্য্যু উত্তর বেদিতে প্রথম মহাবীর এবং পূর্ব্বদিকে অপর দুই মহাবীর নিধান করিবেন। সেই স্থানে উপযমা অর্থাৎ মহাবীরাদির নির্ম্মাণাবশেষ মৃত্তিকা স্থাপন করিতে হইবে। মহাবীরাদির চতুর্দ্দিকে শফোপযম নিধান করিবে। নীচে ও বাহুদেশে রৌহিণী ও হবনী নামক স্রুক্‌দ্বয় নিধান করিবে। রৌহিণ হবনীর উত্তরদিকে অভ্রি দক্ষিণদিকে আসন্দী, এবং অভ্রির উত্তরদিকে পবিত্র অর্থাৎ কৃষ্ণাজিন

নির্দিষ্ট যাজনসমূহের নিধান করিবে। তৎপরে পরিধি, উপযমনী, রজ্জু, সন্দান, বেদ, পিষন, তৃণ, ময়ূখ, রোহিণ, কপাল তৃষি, স্রুব, মুসলৃত, পত্র, উচ্ছিষ্টের প্রভৃতির নিধান বিধি। তুষধারা সন্তারীয়াদি সম্পাদের সংস্থাপন বিধি। পত্নীর সহিত সকলের চাত্বাল মার্জনাবিধি। তৎপরে ব্রহ্ম প্রভৃতিকে যাজ্ঞিক দ্রব্যসমূহের প্রদানবিধি। সংগীর ভঙ্গ হইলে যথাকালে প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান। ঐ প্রায়শ্চিত্তের পর যদি প্রবর্গ্য চরণ বলি। তাহাতে পূর্ণা হতি হোম প্রকার। সংস্রাবণ সন্তারীয় ভগ্ন হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত, নিয়ম এবং গবীর অধিকারী নির্ণয়। তৎপরে পশুর উপাকরণ বিধি। দক্ষিণাকর্ম পর চাত্বাল মার্জনবিধি। প্রবর্গ্যচর্যার আরম্ভ শান্তিপাঠাদির পাঠ বিধি। এই ছয় অধ্যায়ের মধ্যে ১ম অধ্যায় যজ্ঞপদানের পর, এবং ২য় অধ্যায় আরম্ভে পরিধানের পর পাঠ করিতে হয়।

কাত্যায়নসূত্রে এই সমস্ত বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের টীকা লিখিয়াছেন —

১ অনন্ত, ২ কর্ক, ৩ কল্যাণ পাধ্যায়, ৪ গঙ্গাধর, ৫ গদাধর, ৬ গর্গ, ৭ পিতৃভূতি, ৮ ভর্তৃযজ্ঞ, ৯ মহাদেব, ১০ যাজ্ঞিকদেবী, ১১ শ্রীধর, ১২ হরিহর। যাজ্ঞিকদেব শ্রৌতসূত্রপদ্ধতি এবং পদ্মনাভ কাত্যায়নসূত্রপদ্ধতি নামে স্বতন্ত্র পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন।

৩ গোভিলপুত্র কাত্যায়ন গৃহ্যাসংগ্রহ এবং ছন্দোপরিশিষ্ট বা কর্মপ্রদীপ রচনা করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন এবং স্মৃতিসংহিতা কাত্যায়ন উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি কিন্তু উভয়ের রচনাপ্রণালী দেখিয়া সেরূপ বোধ হয় না।

হরিবংশে বিশ্বামিত্রবংশীয় কাত্য পুত্র কাত্যায়নগণের* নাম পাওয়া যায়। আবার ঐ বিশ্বামিত্রবংশে বেদশাখাপ্রবর্তক সাঙ্কৃত, গালব, মুদ্গল, মধুচ্ছন্দ, দেবল অষ্টক, কচ্ছপ, হারিত, পাণিন, বভ্রু ধ্যানজপ্য, দেবরাত, শালঙ্কায়ন বাস্কল, লোধ, যাজ্ঞবল্ক্য উদুম্বর, অভিষ্ণব, তারকায়ন প্রভৃতি আবির্ভূত হন। তাঁহাদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লযজুঃ অর্থাৎ বাজসনেয়ীশাখা প্রচার করেন। শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন ঐ বাজসনেয়ী শাখার অনুবর্তক। এই কারণে বোধ হইতেছে, বিশ্বামিত্রবংশীয় (যাজ্ঞবল্ক্যের অনুবর্তী) কাত্যায়ন ঋষিই কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের রচয়িতা।

স্মৃতিকার কাত্যায়ন গোভিলের পুত্র*। কাত্যায়নের কর্মপ্রদীপ নামক স্মৃতিগ্রন্থে এইসকল বিষয় আছে,—

যজ্ঞোপবীত, আচমন; মাতৃগণ, আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ; সেই শ্রাদ্ধাঙ্গকৃত্য, পরিবেদনদোষ, তৎপ্রায়শ্চিত্ত, কুশণ্ডিকা লেখা, অগ্ন্যাধান, অরণিবিধান অগ্নিসংস্কার, স্রুবাদি লক্ষণ; সায়ং প্রাতর্হোমকাল হোমাহুতিকর্তব্যতা, স্নানাদিক্রিয়া, সন্ধ্যোপাসনা, তর্পণ, পঞ্চযজ্ঞপ্রকরণ দক্ষিণাদিপাত্র; আচারাদি অমাবাস্যাশ্রাদ্ধকাল, শ্রাদ্ধভোজ্যকথন; কর্মবিধি, দর্শপার্বণাদি হোমকালাদি, প্রবাসিদিগের পূর্বকৃত্য, স্ত্রী কর্তব্যকর্ম, দাম্পত্যাসম্বিকর কৃত্যাদি, প্রেতকার্য, শোকাপনোদন, পর্বাদিসমাহাদি অশৌচে বর্জ্যদ্রব্যাদি, ষোড়শশ্রাদ্ধাদি, হোমীয়বিশেষ, চরু, গো-অশ্ব যজ্ঞাদিকাল; নবযজ্ঞকাল, অগ্ন্যাধানাদি ও বিধি, অষ্টকাদি সংজ্ঞা ও নানাবিধি

গৃহ্যাসংগ্রহে ব্রাহ্মণগণের দশবিধ সংস্কার ও বাস্তুক্রিয়াদি লিখিত হইয়াছে।

৪ কাত্যায়ন বরুচিকেই অনেকে পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিককার বলিয়া নির্দেশ করেন। সোমদেবভট্ট বিরচিত কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে "পুষ্পদন্ত নামক মহাদেবের একজন অনুচর গৌরীকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া মর্ত্যলোকে আসিয়া বৎসরাজধানী কৌশাম্বীনগরীতে সোমদত্ত নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন তিনিই কাত্যায়ন-বররুচি

* বিশ্বামিত্রস্য চ সুতা দেবরাতাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
বিখ্যাতাস্ত্রিষু লোকেষু তেষাং নামানি মে শৃণু।
দেবশ্রবাঃ কতিশ্চৈব যস্মাৎ কাত্যায়নাঃ স্মৃতাঃ।
শালাবত্যাং হিরণ্যাক্ষো রেণোর্জজ্ঞেঽথ রেণুমান্।
সাঙ্কৃতির্গালবশ্চৈব মুদ্গলশ্চেতি বিশ্রুতাঃ।
মধুচ্ছন্দো জয়শ্চৈব দেবলশ্চ তথাষ্টকঃ।
কচ্ছপো হারিতশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্য তে সুতাঃ।
তেষাং খ্যাতানি গোত্রাণি কৌশিকানাং মহাত্মনাম্।
পাণিনো বভ্রবশ্চৈব ধ্যানজপ্যাস্তথৈব চ।
দেবলা দেবরাতশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যাঃ সমর্ষণাঃ।
উদুম্বরা হ্যভিষ্ণাতাস্তারকায়ন চুঞ্চুলাঃ।" হরিবংশ ২৭ অধ্যায়।

* অথাতো গোভিলোক্তানামন্যেষাঞ্চৈব কর্মণাম্।
অস্পষ্টানাং বিধিং সম্যগ্‌দর্শয়িষ্যে প্রদীপবৎ।" কর্মপ্রদীপ ১।১।
এখানে টীকাকারগণ গোভিলকে কাত্যায়নের পিতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। গৃহ্যাসংগ্রহেও এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—
"ব্রহ্মকর্মাত্মকাবং যস্ত সিংহাবলোকনম্।
গোভিলেন যেন সূত্রিতং তে জানামি গোভিলম্।
গোভিলাচার্যপুত্রস্য বোধিনীতে সমাসতঃ পুত্রম্।
সর্বকর্মসংযুক্ত পরাং সিদ্ধিমবাপ্স্যথ।" গৃহ্যাসংগ্রহ ২।১০৪-৯৫।

নামে বিখ্যাত হন। তাঁহার জন্মকালে আকাশবাণী হইয়াছিল যে 'এই বালক শ্রুতিধর হইবে এবং বর্ষপণ্ডিতের নিকট সমস্ত বিদ্যালাভ করিবে। ব্যাকরণ শাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে এবং বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিদ্যায় রুচি জন্মিবে বলিয়া বররুচি নামে বিখ্যাত হইবে*।' বয়োবৃদ্ধি সহ তিনি অসীম বুদ্ধি ও ধীশক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি কোন নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া মাতার নিকট সেই নাটক সমস্ত আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং উপনয়নের পূর্ব্বে ব্যাড়ির মুখে প্রাতিশাখ্য শুনিয়া তাহা সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন অবশেষে বর্ষের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়া নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভ করেন, এমন কি তিনি বৈয়াকরণিক তর্কে পাণিনিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। অবশেষে মহাদেবের অনুগ্রহে পাণিনি জয়লাভ করেন। কাত্যায়ন মহাদেবের ক্রোধশান্তির নিমিত্ত পাণিনির গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহা সম্পূর্ণ ও সংশোধিত করেন। পরিশেষে তিনি নন্দরাজ যোগানন্দের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন।

হেমচন্দ্র, মেদিনী ও ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে কাত্যায়নের একটী নাম বররুচি† লিখিত হইয়াছে।

অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মতে বার্ত্তিককার কাত্যায়ন-বররুচি এবং প্রাকৃত প্রকাশ নামক ব্যাকরণকার বররুচি উভয়ে এক ব্যক্তি। বোধ হয়, তিনি ইণ্ডিয়া আফিসের পুস্তকালয়স্থ সর্ব্বানুক্রমণীতে 'অত্র শৌনকাদিমতে সংগৃহীতু-ম [illegible] বররুচিঃ' এই বচন পাঠ করিয়াই উক্তমত প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক কাত্যায়নবররুচি এবং প্রাকৃত প্রকাশ নামক প্রাকৃত ব্যাকরণ রচয়িতা উভয়ে এক ব্যক্তি নহেন। প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচি বাসবদত্তা প্রণেতা সুবন্ধুর মাতুল। পুরাবিদগণের মতে, এই বররুচি হর্ষ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর লোক। (Hall's Vasavadatta, Preface, P 6 দেখ)। কিন্তু পাণিনির বার্ত্তিককার তাহার বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সোমদেব ব্যাড়ি, পাণিনি ও কাত্যায়ন এই তিনজনকে সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যুক্তিপূর্ব্বক পাণিনিসূত্র ও কাত্যায়নের বার্ত্তিক আলোচনা করিলে, উভয় ব্যক্তিকে সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

১ম, পাণিনির সময়ে যে প্রকার শব্দশাস্ত্রের নিয়ম প্রচলিত ছিল তাহার অনেক বার্ত্তিক রচনার সময় অপ্রচলিত হইয়া উঠে। যেমন "অনডুচ্চতুরাদিত্যাঃ পঞ্চকাঃ।" পা ৭। ১। ৯৮। অর্থাৎ চতুর ও অনডুহ শব্দদ্বয় এবং অন্য [illegible] এই পাঁচটী শব্দের শাস্ত্র [illegible] ক্লীবলিঙ্গে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার এক বচনে 'অদড়' হইবে। যথা—[illegible], ইত্যাদি। তৎপরে পাণিনি আবার বিধান করিয়াছেন— "নেতরাচ্ছন্দসি।" পা ৭। ১। ২৬।

অর্থাৎ—বেদে ইতর শব্দের ক্লীবলিঙ্গে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে অদড় হইবে না 'ইতরম্' পদ [illegible] হইবে।

কাত্যায়ন ঐ বিশেষ নিয়ম বার্ত্তিকে [illegible] শোধন করিয়া লিখিয়াছেন।

"ইতরাচ্ছন্দসি প্রতিষেধ একতরাৎ সর্ব্বত্র।"

এই বার্ত্তিকের [illegible] করিয়া ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—

"একতরাচ্ছন্দসি ভাষায়াঞ্চ সর্ব্বত্র প্রতিষেধ ইষ্যতে।" অর্থাৎ কি বৈদিক প্রক্রিয়া কি সাধারণ ব্যবহার সর্ব্বত্রই "একতরম্" পদ ব্যবহৃত হইবে।

এতদ্ভিন্ন ৮।৪।৩৪ সূত্রে ও কাত্যায়ন প্রতিষেধ করিয়াছেন।

২য়, পাণিনির সময় কোন কোন শব্দ যেরূপ অর্থ প্রকাশক ছিল, কাত্যায়নের সময় তাহার অনেক রূপান্তরিত হয়। যেমন—

"আশ্চর্য্যমনিত্যে।" ৬। ১। ১৪৭। পাণিনি আশ্চর্য্য শব্দের অনিত্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কাত্যায়ন— "অদ্ভুত ইতি বক্তব্যম্।" অর্থাৎ আশ্চর্য্য শব্দের অর্থ অদ্ভুত এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ ৪। ২। ১২৯, ৭। ? ৬৯ প্রভৃতি কয়েক স্থানে ও পাণিনি ও কাত্যায়নের অর্থ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়।

৩য়, পাণিনির সময়ে অধিকাংশ শব্দ* ও অর্থ যেরূপ প্রচলিত ছিল, কাত্যায়নের সময়ে তাহার অনেক অপ্রচলিত হইয়া যায়। যথা—

* "একশ্রুতিধরো জাতো বিদ্যাং বর্ষাদবাপ্স্যতি।
কিঞ্চ ব্যাকরণং লোকে প্রতিষ্ঠাং প্রাপয়িষ্যতি
নাম্না বররুচিশ্চৈষ তত্তদস্মৈ হি রোচতে।
যদ্যদ্ বরং ভবেৎ কিঞ্চিদিত্যুক্ত্বা বাগুপারমৎ।"
সোমদেবকৃত কথাসরিৎসাগর।

† হেমচন্দ্র অনেকার্থসংগ্রহ ৩। ১১৬ মেদিনী নান্ত ১১০, ত্রিকাণ্ডশেষ ২। ৬। ২১।

* কথিত শব্দগুলির দুই একটী কোন কোন স্থানে শব্দনির্ণয়ার্থ উদ্ধৃত হইলেও অভিধান ব্যতীত কোন প্রাচীন লৌকিক কাব্যগ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় না। শব্দপ্রয়োগের নামারূপ দেখাইবার জন্যই কেবল বৃত্তিকার উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে।

পাণিনিধৃত শব্দ।	অর্থ।
উৎসঞ্জন (১৷৩৷৩৬)	উর্দ্ধে ক্ষেপণ।
উপসংবাদ (৩ । ৪ । ৮)	পণবন্ধ শপথকরণ।
উপাজেকৃ অবাজেকৃ (১ । ৪ । ৭৩)	বলাধান।
ঋষি (৪ । ৪ । ৯৬)	বেদ।
কল্পকম (১ । ৪ । ৬৮)	ক্ষুধা প্রতিঘাত।
নিবচনেকৃ (১ । ৪ । ৭৬ ।)	মৌন।
প্রত্যবসান (১ । ৪ । ৫২ ।)	ভোজন।
মানাহন (১ । ৩ । ৩৬)	শ্রদ্ধা প্রতিঘাত।
স্বকরণ (১ । ৩ । ৫৬	স্বীকার বিবাহ।
হোত্রা (৫ । ১ । ১৩৫)	ঋত্বিক্।

উপরোক্ত যুক্তি ও প্রমাণানুসারে (কথাসরিৎসাগরে উল্লিখিত হইলেও) আমরা পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কাত্যায়নের বহুপূর্ব্বে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই এমন কি, বার্ত্তিক আদ্যোপান্ত মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে ইহাও উপলব্ধি হয় যে, পাণিনি ব্যাকরণ অতি প্রাচীন হয়, কাত্যায়নের সময় তাহার উপযুক্ত বৃত্তি অথবা বার্ত্তিক অভাবে অনেকে ঐ ব্যাকরণ বুঝিতে পারিতেন না, সুতরাং ঐ মহাগ্রন্থ লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। কাত্যায়ন এই লুপ্তরত্নের উদ্ধারের নিমিত্ত অশেষ পরিশ্রম, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা সহকারে আপন বার্ত্তিকপাঠ প্রণয়ন করেন। মহাভাষ্যে পতঞ্জলিও লিখিয়াছেন—

"পুরাকল্প এতদাসীৎ। সংস্কারোত্তরকালং ব্রাহ্মণা ব্যাকরণং স্মাধীয়তে। তেভ্যস্তত্তৎস্থানকরণনাদানুপ্রদানজ্ঞেভ্যো বৈদিকাঃ শব্দা উপাদিশ্যন্তে, তদদ্যত্বে ন তথা। বেদমধীত্য ত্বরিতা বক্তারো ভবন্তি। বেদান্নো বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধাঃ লোকাচ্চ লৌকিকাঃ অনর্থকং ব্যাকরণমিতি। তেভ্য এবং বিপ্রতিপন্নবুদ্ধিভ্যোঽধ্যেতৃভ্যঃ সুহৃদ্ ভূত্বা আচার্য্য ইদং শাস্ত্রমন্বাচষ্টে। ইমানি প্রয়োজনান্যধ্যেয়ং ব্যাকরণমিতি।"

মহাভাষ্য ১ । ১ । ১ আহ্নিক।

পুরাকালে উপনয়ন হইবার পর ব্রাহ্মণেরা বেদ অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা তদনুসারে স্বরপ্রক্রিয়া ও বৈদিক শব্দের উপদেশ লাভ করিতেন। কিন্তু এখনকার কালে আর সেরূপ নাই। লোকে বেদপাঠ করিয়াই বক্তা হইয়া উঠে এবং বলে যে বেদ হইতে বৈদিক শব্দ এবং লোকব্যবহারে লৌকিক শব্দ জানা যায়, অতএব ব্যাকরণপাঠে আবশ্যক কি? আচার্য্য কাত্যায়ন এই সকল বিপ্রতিপন্নবুদ্ধি অধ্যয়নকারীদিগের বন্ধু হইয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য (পাণিনির অনুবর্ত্তী হইয়া) এই বার্ত্তিকশাস্ত্র প্রকাশ করেন।

কোন কোন লেখক বলেন, কাত্যায়ন বিশেষভাবে পাণিনির সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন এবং পাণিনির দোষ দেখাইবার জন্যই তাঁহার বার্ত্তিক রচিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সমগ্র বার্ত্তিক ও মহাভাষ্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কহিয়া থাকেন, কাত্যায়ন পাণিনির উদ্ধারকর্ত্তা। বাস্তবিক, নাগোজীভট্ট "বার্ত্তিক" শব্দের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"বার্ত্তিকমিতি সূত্রেঽনুক্তদুরুক্তচিন্তাকরত্বং বার্ত্তিকত্বম্।"

পাণিনিসূত্রে যে সকল কথা উক্ত হয় নাই অথবা এরূপ অস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে যে, সহজে বোধগম্য হয় না, সেই সকল অনুক্ত ও দুরুক্ত বিষয়গুলি যাহাতে আলোচিত হইয়াছে, তাহাই বার্ত্তিক।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন পাণিনি ব্যাকরণ সাধারণের বোধগম্য হইত না। পাণিনির অধ্যয়নপ্রণালী লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এমন কি পাণিনির অনেকসূত্রে অর্থশক্তি ও অর্থশব্দ রহিয়াছে, যাহা কাত্যায়নের সময়ের লোকেরা অপ্রচলিত, কিম্বা অথবা শব্দশাস্ত্রের রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিত। সেই সময়ে কাত্যায়ন সাধারণকে বুঝাইবার জন্য আবশ্যক বিবেচনা করিয়া পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিক প্রণয়ন করিলেন। কাত্যায়ন আপন বার্ত্তিকের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

"সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে। লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্ম্মনিয়মো যথা লৌকিকবৈদিকেষু। সমানায়ামর্থাবগতৌ শব্দেন চাপশব্দেন চ শব্দেনৈবার্থোঽভিধেয় ইতি নিয়মঃ।

তত্র জ্ঞানপূর্ব্বকে প্রয়োগে ধর্ম্মঃ।

ন চেদানীমাচার্য্যাঃ সূত্রাণি কৃত্বা নিবর্ত্তয়ন্তি।

বৃত্তিসমবায়ার্থো হয়বরকরণার্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ।

শাস্ত্রপ্রবৃত্তিফলকো বর্ণানাং ক্রমেণ নিবেশো বৃত্তিসমবায়ঃ॥"

শব্দের সহিত শব্দগত অর্থের সম্বন্ধ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এই লোকপ্রসিদ্ধ অর্থের প্রয়োগ হইলেও শাস্ত্র দ্বারা শব্দের বেদাবিহিত ধর্ম্মের নিয়মানুসারে অর্থ নির্ণীত হয়। শব্দ ও অপশব্দ এই উভয় দ্বারা সমান অর্থবোধ হয়, তথাপি শব্দ দ্বারা অর্থপ্রকাশ করিবে এইরূপ নিয়ম আছে।

জ্ঞানপূর্ব্বক শব্দপ্রয়োগ করিলে ধর্ম্ম হয়। পাণিনি প্রভৃতি আচার্য্যগণ সূত্র রচনা করিয়া তাহাকে নিবর্ত্তিত করেন না। (অর্থাৎ আচার্য্যাদিগণ জ্ঞানপ্রভাবে অথবা

যোগবলে যে সকল সূত্র উদ্ভাবন করেন, তাহা উপর্যুপরি বেদবাক্যের ন্যায় অনর্থক নহে, সুতরাং তাহা সাধারণের বোধগম্য না হইলেও তাহাকে ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে না।)

বৃত্তিসমবায়ের নিমিত্ত ও অনুবন্ধকরণের নিমিত্ত বর্ণের উপদেশ হইয়াছে। শাস্ত্রে প্রবৃত্তির নিমিত্ত একের পর আর একটি বর্ণযোজনাকে বৃত্তিসমবায় কহে।

কাত্যায়নের বার্ত্তিকপাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। (১) তিনি অধিকাংশ স্থানেই পাণিনিসূত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া যথাবিধি অর্থপ্রকাশ করিয়াছেন। (২) কোন কোন স্থলে নানা তর্কবিতর্ক ও সমালোচনা করিয়া পাণিনিসূত্র সংরক্ষণে যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন। (৩) কোন কোন স্থলে সূত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। (৪) আবার স্থলবিশেষে পাণিনিসূত্রের দোষ দেখাইয়া তাহার প্রতিষেধ করিয়াছেন এবং (৫) অনেক স্থলে পরিশিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

পতঞ্জলি আপন মহাভাষ্যে বার্ত্তিকপাঠ উদ্ধৃত করিয়া তাহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

[পাণিনি ও পতঞ্জলি দেখ।]

এই কাত্যায়ন বেদের সর্বানুক্রমণী ও প্রাতিশাখ্য প্রণয়ন করেন। [প্রাতিশাখ্য ও সর্বানুক্রমণী দেখ।]

ইনি পতঞ্জলির অনেক পূর্ববর্ত্তী ও পাণিনির পরবর্ত্তী।

৫, একজন বৌদ্ধ আচার্য্য, ইনি অভিধর্মজ্ঞানপ্রস্থাননামক বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা করেন। নেপালী বৌদ্ধগ্রন্থপাঠে জানা যায় ইনি বুদ্ধের নির্বাণের ৪০০ বর্ষ পরে প্রাদুর্ভূত হন।

৬, জৈনদিগের একজন প্রধান ও প্রাচীন ঋষি।

কাত্যায়নবীণা (স্ত্রী) কাত্যায়নেন আবিষ্কৃতা বীণা, মধ্যলো°। কাত্যায়নসৃষ্ট শততন্ত্রীযুক্ত বীণাবিশেষ।

কাত্যায়নী (স্ত্রী) কাত্যায়ন ঙীপ্। ১ দুর্গা। মহিষাসুর কর্তৃক নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া, তাহার বিনাশসাধনের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্ব স্ব দেহ হইতে এই মূর্তির সৃষ্টি করেন। মহর্ষি কাত্যায়ন সর্বপ্রথমে ইঁহার অর্চনা করায় কাত্যায়নী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আশ্বিনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে ইনি সৃষ্ট হইয়া, শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিন কাত্যায়ন ঋষির পূজাগ্রহণের পর দশমীতে মহিষাসুরকে বিনাশ করেন। ২ কষায় বস্ত্রপরিধান প্রৌঢ় বয়স্কা বিধবা। ৩ কাত্যায়নঋষির পত্নী। ৪ যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বিতীয়া পত্নী। ("যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুঃ মৈত্রেয়ী কাত্যায়নী চ।" বৃহৎ আ° উ°।) ৫ ভৈরবী।

কাত্যায়নীতন্ত্র (ক্লী) কাত্যায়ন্যাঃ তন্ত্রম্, ৬তৎ। কাত্যায়নী পূজার মন্ত্রাদি বিধায়ক শিবপ্রোক্ত তন্ত্রবিশেষ।

কাত্যায়নীপুত্র (পুং) কাত্যায়ন্যাঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। ১ কার্ত্তিকেয়। ২ একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য। ইনি বুদ্ধের চারিশত বর্ষ পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কাত্যায়নীব্রত (ক্লী) কাত্যায়ন্যাঃ ব্রতম্, পূজাবিশেষঃ, ৬তৎ। কাত্যায়নী দেবীর উদ্দেশে কর্তব্য ব্রতবিশেষ। বৃন্দাবনে গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে প্রাপ্তিকামনায়, উষাকালে যমুনাজলে স্নান করিয়া, বালুকার প্রতিমূর্তি প্রস্তুতপূর্বক ভগবতী কাত্যায়নীর পূজারূপ এই ব্রত আচরণ করিতেন।

কাৎলা (দেশজ) একপ্রকার মাছ। সংস্কৃত ভাষায় কাতর, কাতল, বাঙ্গালা ও হিন্দীতে কাৎলা, উৎকলে পশ্চিমে কোন কোন স্থানে 'বোয়াসা', বোম্বাই অঞ্চলে 'টাম্রা', তেলুগুদেশে 'বৈঙ্গী', তৈলঙ্গে 'বোৎচ' এবং ব্রহ্মদেশে 'নগা থৈন' কহে। ইহার ইংরাজী প্রকৃত নাম Cyprinus cutla।

এই মাছ এক একটি দুই হাত আড়াই হাত পর্য্যন্ত বড় হয়, দেহের অপর অংশ অপেক্ষা মুণ্ড প্রায় ১৷০ গুণ বড়।

এই মাছ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল কৃষ্ণানদীর দক্ষিণাংশে বড় দেখা যায় না।

বৈদ্যক রাজবল্লভের মতে ইহার মাংসগুণ মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক ও বায়ুপিত্তকফকারক।

কাথক (পুং) কথকস্য অপত্যং পুমান্ কথক-অণ্। ১ কথকের পুত্র। ২ (ত্রি) কথকের বংশীয়। ৩ কথকসম্বন্ধীয়।

কাথক্য (পুং) কথকস্য গোত্রাপত্যং, কথক-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫।) কথক ঋষির বংশীয় পুত্র।

কাথক্যায়ন (পুং) কথকস্য গোত্রাপত্যম্, কথক যঞ্ ফক্। কথকবংশীয় পুত্র।

কাথঞ্চিৎক (ত্রি) কথঞ্চিৎ ঠক্ (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৫।) কথঞ্চিৎ, কোনও প্রকারে।

কাথি (দেশীয় রাজ্য) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত খান্দেশ প্রদেশের তলোদা উপবিভাগের অন্তর্গত ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য। ইহার পরিমাণ প্রায় ৩০০ বর্গ মাইল। তলোদা উপবিভাগের উত্তরপশ্চিমকোণে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি অবস্থিত। সাতপুরা পর্বতের শিখরমালায় এই ক্ষুদ্ররাজ্যটির ভূভাগ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকায় বিভক্ত। এদেশের নাবাল জমীগুলিতে কলাই ও ধান্য হয়। বনবিভাগে চন্দন কাঠ, মহুয়াফুল, মধু ও মোম উৎপন্ন হয়। এক্ষণে এখানে যে রাজবংশ রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহারা ভীল জাতীয় বিশু। বর্তমান রাজা বলেন যে, তাঁহারা জাতিতে ভীল হইলেও রাজপুতবংশসম্ভূত বটে। বর্তমান রাজা নাবালক, এজন্য

এক্ষণে রাজ্যভার বৃটীশগবর্মেণ্টের হস্তে আছে। এখানকার রাজারা বংশানুক্রমিক রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন, কিন্তু নিঃসন্তান হইলে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন না। ইঁহারা বৃটীশ রাজকে ১৩০৲ টাকা বার্ষিক কর দিয়া থাকেন। কাথিয়াবারে দুইটিমাত্র বেশ ভাল রাস্তা আছে, একটি পূর্ব্বদিকে আরকানি পরগণার অন্তর্গত বাড়োগাঁয়ের মধ্যে ও অপরটি দক্ষিণপশ্চিম ইর্ণিনামক গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া কুকবুড় গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। এই দুইটিপথে গাড়ী ঘোড়া চলিতে পারে।

কাথিক (ত্রি) কথায়াং সাধুঃ, কথা ঠক্ (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০২।) কথারচনা বিষয়ে সুনিপুণ।

কাথিয়াবার (কাঠিয়াবাড় কাঠিবাড়) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাটপ্রদেশের অন্তর্গত একটী উপদ্বীপ। ইহার প্রাচীন সোরাষ্ট্ররাজ্য। [সৌরাষ্ট্র দেখ।] ইহা আরব সাগরের তীরবর্ত্তী কচ্ছপ্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। গুজরাট প্রদেশের পশ্চিম উপকূল ২° ও ৩০ ব হির্গত হইয়া পশ্চিমমুখে আরব সাগরে বিস্তৃত হইয়াছে। কচ্ছের দক্ষিণে এই উপদ্বীপ বহির্গত হওয়ায় কচ্ছ উপসাগর ও রণ নামক লবণোপহ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই উপদ্বীপটির কচ্ছদেশ অপ্রশস্ত কিন্তু সাগরের মধ্যস্থলে ইহার মধ্য বা উত্তরভাগ বিশেষ প্রশস্ত এবং পশ্চিমমুখে ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া "স" কারের নাসিকার প্রায় আকারবিশিষ্ট হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে ও পশ্চিমে আরবসাগর, পূর্ব্বে কাম্বে উপসাগরের কিয়দংশ এবং উত্তরবাহিনী সাবরমতী নদী। এই প্রদেশের ১৩২০ বর্গ মাইল ভূভাগ (রাজস্ব ১০১০০০৲ টাকা), বরদারাজ গাইকোয়াড়ের অধিকৃত ও অবশিষ্টাংশের মধ্যে ১১০০ বর্গ মাইল ভূভাগ (২৬,৮০০০৲ টাকা রাজস্ব) আহমদাবাদজেলার অধীন এবং ৭ বর্গ মাইল ভূভাগ (রাজস্ব ৩৮০০০৲ টাকা) কাথিয়াবারের দক্ষিণদিকস্থিত ডিউ নামক ক্ষুদ্রদ্বীপস্থ পর্ত্তুগীজদিগের শাসন অধিকৃত, এতদ্ভিন্ন অবশিষ্টাংশ "কাথিয়াবার পোলিটিক্যাল এজেন্সী নামক বৃটিশ শাসনসমিতির অধিকৃত।

কাথিয়াবার এজেন্সীর শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্ত এই এজেন্সী আপাততঃ চারিটী "প্রান্ত" বা বিভাগে বিভক্ত— ঝালবার, হালার সুরাঠ ও গোহেলবার। পূর্ব্বে কিন্তু এই প্রদেশ দশ "প্রান্ত" নামক উপবিভাগে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে উত্তরদিকে ঝালবার প্রান্তে ৩৩টি ক্ষুদ্ররাজ্য ছিল, ঝালাবারের পশ্চিমে মচ্ছুকাণ্ঠা প্রান্ত (মৎস্যকান্ত ?) উত্তর পশ্চিমে হালার (এই প্রান্তে ২৩টি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল), সর্ব্ব-পশ্চিমে বরদার অধীনস্থ ওখমণ্ডল প্রান্ত, দক্ষিণপশ্চিম উপকূলে বার্দ্দা বা যেঠবার প্রান্ত, দক্ষিণে সুরাট প্রান্ত, দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূলে পার্ব্বত্য বাব্রিয়াবাড় প্রান্ত, মধ্যস্থলে বৃহৎ কাথিয়াবার প্রান্ত, শত্রুঞ্জী (শত্রুঞ্জয়) নদীতীরস্থ উন্দসর্বিয়া প্রান্ত পূর্ব্বে গোহেলবার প্রান্ত, (কাম্বে উপসাগরের তীরে—গোহেল রাজপুতগণ এই স্থানে রাজত্ব করিত বলিয়া ইহার নাম হয়), এই শেষোক্ত প্রান্তের মধ্যে আহম্মদাবাদ বিভাগের গোঘা বা গোগো উপবিভাগ অবস্থিত।

কাথিয়াবারের ভূভাগ বন্ধুর ও অনুচ্চ পর্ব্বতমালায় অনিয়-মিত ভাবে বিচ্ছিন্ন। ঝালাবারের পশ্চিমে ঠাঙ্গা ও মাণ্ডব পর্ব্বত এবং তাহাদের মধ্যবর্ত্তী কয়েকটি অপ্রসিদ্ধ পর্ব্বত ব্যতীত উত্তরাংশের অন্যান্ত স্থল প্রায় সমতল, কিন্তু দক্ষিণাংশে গোঘার নিকট হইতে ২০ মাইল দূরে বাব্রিয়াবাড় ও সুরাটের উত্তর দিয়া উপকূলের সমান্তরালে "গিরি" নামক পর্ব্বতমালা গির্ণারের জনপদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গির্ণারের পর্ব্বতমালার বিপরীত দিকে "ওসম" পর্ব্বত অব-স্থিত এবং আরও পশ্চিমে হালার ও বার্দ্দার মধ্য বার্দ্দা পর্ব্বত মালা সমুদ্র হইতে রাণাবাও নামক স্থান পর্য্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে ২০ মাইল বিস্তৃত। গির্ণারের পর্ব্বতমালা কেবল গ্র্যানাইট প্রস্তরপূর্ণ ও অতি প্রসিদ্ধ ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৩৫০০ ফুট উচ্চ।

কাথিয়াবারের সর্ব্ব প্রধান নদী "ভাদর" (ভদ্রা) মাণ্ডব পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণপশ্চিমমুখে ১১৫ মাইল ভূমি বাহিয়া বার্দ্দার অন্তর্গত নবিবন্দর নামক নগরের নিকট সমুদ্রে মিলিয়াছে। মাণ্ডব পর্ব্বত হইতেই আর একটি "শত্রু" নদী ("শুক -ভদ্র" নামে প্রসিদ্ধ) উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বমুখে কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন আজ, মচ্ছু (মৎস্য ?), ভোগবা ও শত্রুঞ্জী শত্রুঞ্জয়) নামে কয়েকটী নদী আছে। শত্রুঞ্জীনদীর উপকূলের শোভা অতি সুন্দর।

কাথিয়াবারে পূর্ব্বে যেঠবা, চড়াসমা, সোলাঙ্কী, ঝালা প্রভৃতি কয়েকটী প্রাচীন জাতির প্রভুত্ব ছিল, কিন্তু আজ কাল ঐ সকল জাতির সংখ্যাও হ্রাস হইয়া গিয়াছে এবং ঝালা জারেজা প্রমার, কাথি গোহেল, কাঠি মুসলমান ও মাহারাট্টাগণই দেশের মধ্যে জমীদার হইয়া পড়িয়াছে।

কাথিয়াবারের বনবিভাগ অতি প্রয়োজনীয়। দেশীয় রাজগণ যদিও এ সকল প্রদেশে মনোযোগ দেন না তবুও এ সকল প্রদেশ হইতে তাঁহাদের মন্দ আয় হয় না। বাব্রিয়াবার ও গির্ণারপ্রদেশে চন্দন কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। ভাউনগর মর্ভি, গোণ্ডাল ও নানাবদার প্রদেশে বাবলার আবাদ আছে। নানাজাতীয় তাল, আম ইত্যাদি ভাউনগরে বিশিষ্টরূপে

জন্মে। সমস্ত রাস্তা ও অন্যান্য প্রধান রাস্তার ধারে ধারে নানারূপ বৃক্ষাদি রোপিত হইয়া থাকে।

ইতিহাস—কাথিয়াবার প্রদেশই প্রাচীন সুরাষ্ট্রদেশ। গ্রীক ও রোমীয় প্রাচীন ভৌগোলিকগণ ইহাকে "সুরাষ্ট্রীনী" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানেরা দেশীয় চলিত কথানুসারে "সুরাঠ" বলিত। এখনও ইহার অন্তর্গত দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ একটি বিভাগকে সুরাঠ বলে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে কচ্ছ প্রদেশ হইতে কাথি জাতি দূরীভূত হইলে, তাহারা এই প্রদেশের পূর্ব্বাংশ (এখন যে বিভাগের নাম কাথিয়াবার প্রান্ত বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে সেই স্থানে) আসিয়া বাস করে। পরে ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে সৌরাষ্ট্রের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া লয়। শেষে যখন মহারাষ্ট্রদিগের সহিত ইহাদের জানা শুনা হয়, তখন তাহারাই এই প্রদেশে "কাথিয়াবার" (কাথিগণের রাজ্য) এই নাম দেয়। সেই অবধি এ প্রদেশ কাথিয়াবার নামেই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এতদ্দেশের হিন্দুরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা আজিও ইহাকে সৌরাষ্ট্র বা সুরাষ্ট্ররাজ্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

অতিপূর্ব্বে সৌরাষ্ট্র ব্রাহ্মণানুগত ক্ষত্রিয়রাজ্য ছিল, পরে বৌদ্ধরাজ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অশোক ২৬৫-২২৯ খৃঃ পূঃ অব্দে জুনাগড় ও গির্ণারের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতে একটি অনুশাসন উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। গ্রীক ইতিহাসবেত্তা ষ্ট্রাবো "সারাওষ্টস" নামে যে রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ সুরাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ এবং তাঁহার বর্ণনা হইতে বুঝা যায় প্রায় ১৯০ হইতে ১৪৪ খৃঃ পূঃ অব্দের মধ্যে ব্যাক্‌ট্রীয় নৃপতিরা প্রদেশ কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন।

এই প্রদেশ অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের অধিকারকালে সম্ভবতঃ প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইত। তৎপরে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত সেনীয় শাহ উপাধিধারী রাজগণ রাজত্ব করেন। তৎপরে কনৌজের গুপ্তরাজগণের অধিকৃত হয়। গুপ্তরাজগণ সেনাপতি বা প্রতিনিধি দ্বারা প্রদেশ শাসিত করিতেন। অবশেষে এই প্রতিনিধি সেনাপতিরাই স্বাধীন রাজা হন। ইঁহাদের মধ্যে বলভীনগরের সেনাপতি ভট্টারক সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও প্রবল ছিলেন। শেষে যখন গুপ্তবংশ রাজ্যচ্যুত হন, তখন বলভীনগরের ভট্টারকবংশ কচ্ছ, লাটদেশ (সুরাট, বরোচ, খেদা ও বরদার কতকাংশ) এবং মালবে প্রভুত্ব স্থাপন করেন (৪৮০ খৃষ্টাব্দ।) ভাউনগরের উত্তর-পশ্চিমে ১৮ মাইল দূরে বর্ত্তমান "বালা" নামক স্থানের ভগ্নাবশিষ্ট নগরীকেই অনেকে বলভীনগর বলিয়া অনুমান করেন। বলভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেনের রাজত্বকালে (৬৩২—৬৪০ খৃষ্টাব্দে?) হিউয়েন সিয়াং এদেশে আসেন। তিনি যে "বলপি" রাজ্যের ও "সুরাঠা" প্রদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহাই বোধ হয় বলভী ও সৌরাষ্ট্র হইবে। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায় যে প্রদেশের লোক বিদ্যানুশীলন করিত, তবে সমুদ্রোপকূলবাসী বলিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়েই ব্যস্ত থাকিত, ইহারা অতিশয় ধনী ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিল।

কিসে বলভীরাজ্য ধ্বংস হয় জানা যায় না। অনেকে অনুমান করেন সিন্ধু হইতে মুসলমানেরাই ইহা আক্রমণ ও ধ্বংস করে। এই সময় (৭৪৬ হইতে ১০৯৭ খৃঃ অব্দ) অনহিলবারে রাজধানী স্থাপিত হয়। এই সময় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সৌরাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং জেঠবা জাতি প্রাধান্য লাভ করে। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা অনহিলবার অধিকার করে। ইহার কিছু পূর্ব্বে অনহিলবারের সমৃদ্ধি কালে কাথীজাতি এদেশে আসিয়া বাস করে।

গজনীর মামুদ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করেন। তিনিই প্রথমতঃ (১০২৪ খৃষ্টাব্দে) অনহিলবার আক্রমণ ও তাহার ধনদৌলত লুণ্ঠন করিয়া যান। ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে আলফ খাঁ সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন। ইনি গুজরাটের মুসলমান রাজগণের আদিপুরুষ। এই মুসলমান বংশ ১৪০৩ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বিশেষ প্রবল হইয়া ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তৎপরে এই স্থান মোগলসম্রাট আকবরের অধিকৃত হয়। আহম্মদাবাদের রাজগণ কাথিবারের কতকগুলি সর্দ্দারকে বশীভূত করিয়া বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থ মাঙ্গ্রোল, বীরাবল, ডিউ গোগো প্রভৃতি বন্দরগুলির উৎকর্ষতা সাধন করেন।

১৫২৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা এদেশে প্রবেশ করিতে পায়। পূর্ব্বোক্ত মুসলমান রাজগণের মধ্যে বাহাদুর নামক রাজা হুমায়ুন কর্তৃক পরাজিত হইয়া ডিউদ্বীপে পর্ত্তুগীজদিগের আশ্রয় লয়েন। পরে তিনিই পর্ত্তুগীজগণকে কাথিয়াবারের মধ্যে কারখানা করিতে আদেশ দিতে বাধ্য হন। এই কারখানা শেষে দুর্গে পরিণত হয়। পর্ত্তুগীজেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিষ্ঠুরভাবে বাহাদুরকে হত্যা করে (১৫৩৬ খৃঃ)।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা গুজরাটে প্রবেশ এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এদেশে দৃঢ়রূপে আধিপত্য প্রবর্ত্তিত করেন, কিন্তু তৎপরে প্রায় ৫০ বৎসর কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তদের কাথিবারের

মহারাষ্ট্রদিগকে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে গুইকুমার প্রতি বৎসর পশ্চিম ও উত্তরদিকের সর্দ্দারগণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের জন্য "মুলুক-গিরি" নামে একদল সৈন্য পাঠাইতেন। এই সৈন্যদলের সহিত সর্দ্দারগণের প্রায়ই বিবাদ হইত আর সেই সূত্রে দেশের যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিত। ইংরাজরাজ ইহা দেখিয়া গুইকুমারের সহিত একযোগে রাজস্ব আদায়ের সুনিয়ম করিলেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কাথিয়াবারের কতকগুলি তালুকদার স্ব স্ব তালুক ইংরাজ গবর্মেণ্টকে প্রদান করিয়া আপনারা বৃটীশ রাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এই সকল তালুকদার মহারাষ্ট্রীয় পেশবার অধীন ছিলেন না। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে গুইকুমারের সৈন্য ও বৃটীশরাজের সৈন্য কাথিয়াবারে প্রবেশ করিয়া তালুকদার ও সর্দ্দারগণের সহিত বন্দোবস্ত করে। স্থির হইল—তালুকদারগণ নিজ নিজ তালুকের খাজনা নির্দ্দিষ্ট হারে দিবেন এবং স্ব স্ব অধিকার মধ্যে শান্তিরক্ষা করিবেন গুইকুমার আর মলুকগিরি সৈন্য পাঠাইবেন না। কর্ণেল ওয়াকারের মধ্যস্থতায় (১৮০৭-৮খৃঃ) সীমাবন্দ থামিয়া যায়। এই সময় হইতে রাজস্ব আদায়ের ভার বৃটীশরাজের হস্তে পড়িল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে গুইকুমার রাজস্বের নিজাংশ বৃটীশরাজের হাত দিয়াই আদায় ও গবর্মেণ্টের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

৮২২ খৃষ্টাব্দে কাথিয়াবারের শাসনভার পলিটিক্যাল এজেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হয়। বোম্বাই গবর্মেণ্টের অধীনে থাকিয়া এজেণ্ট সমস্ত কার্য্য করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এক জন ইংরাজবিচারকের অধীনে এখানকার রাজকোটনগরে একটী প্রধান নিজামত আদালত স্থাপিত হইয়াছে।

কাথিয়াবারে রীতিমত পুলিস নাই। প্রত্যেক সর্দ্দার স্ব স্ব অধিকারমধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে বাধ্য।

ভাউনগর হইতে গোণ্ডাল পর্য্যন্ত যে রেল লাইন আছে, তাহাই এখানকার প্রধান রেলপথ। এই লাইনে ১৩টি ষ্টেশন আছে। ধোলা-ষ্টেশন হইতে একটী শাখা-পথ ধোরাজি পর্য্যন্ত গিয়াছে, ইহার মধ্যে ১০টি ষ্টেশন আছে।

কাথিয়াবারে তুলার আবাদ যথেষ্ট। এখান হইতে বৎসরে প্রায় ৩০,০০০,০০০৲ টাকার তুলা রপ্তানি হয়। এই তুলার কাট্তি বোম্বাইয়েই অধিক। এখানে চন্দন কাঠের ব্যবসাও যথেষ্ট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যের মধ্যে ধাঙ্গধ্রা, নবনগর, জুনাগড় ও ভাউনগর (ভবনগর) প্রধান। ভাউনগর রাজ্যে দেশীয় লোক পরিচালিত ৩টি তুলার কল আছে।

কাথিয়াবারের প্রধান উৎপন্ন—তুলা বাজরা, জোয়ার, ইক্ষু, হরিদ্রা ও নীল। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণ ও রৌপ্য, জরি, রেশমী বস্ত্র, সিন্দূর, সুগন্ধি তৈল, গোলাপফুলের সুগন্ধি হস্তিদন্ত ও চন্দনের নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এখানকার ঘোড়া অতি উৎকৃষ্ট। মেষলোমের ব্যবসায় যথেষ্ট আছে।

এদেশে ধাতুপাত্র, শস্য, চিনি প্রভৃতি আমদানী হয়। বার্দ্দা ও হালারের মধ্যে লৌহ খনি আছে। পুরবন্দররাজ্যে বখরলা নামক স্থানে অনেক লৌহের খনি বাহির হইয়াছে, কিন্তু অপরিষ্কৃত লৌহপিণ্ড গলাইবার উপযুক্ত ইন্ধনের অভাবে এ সকল খনির কার্য্য হয় না।

বড় জঙ্গল মধ্যে গিরিশিখরে সিংহ, চিতাবাঘ, হরিণ, শূকর, হায়েনা, নেকড়ে, শৃগাল, বনবিড়াল, খেঁকশিয়ালী, শজারু প্রভৃতি প্রধান।

গুজরাটের সিংহ দেখিতে ঈষৎ পীতাভ শ্বেত, ব্যাঘ্রের তুল্য দীর্ঘ ও সবল। ইহারা একাদিক্রমে ৩ পুরুষ একত্র বাস করে। আপাততঃ সমস্ত জঙ্গলের মধ্যে প্রায় ১২টী সিংহ আছে মাত্র, আর সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। এই সিংহ কয়েকটি বধ করিতে নিষেধ আছে।

লোকসংখ্যা ২৩৪৩৮৯৯, তন্মধ্যে ১৯৪২৬৭৮ হিন্দু এবং ৩০৩৫৩৭ মুসলমান, দুইটি পরগণা ইহার অন্তর্গত চাঁদা ও অমরেলী।

[প্রভাস, উজ্জয়ন্ত, গিরিনর, শত্রুঞ্জয় সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি শব্দ কাথিয়াবারের পুরতত্ত্ব তীর্থমাহাত্ম্যাদি দেখ।]

কাদখোঁচা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ, কাদাখোঁচা।

কাদড়া (দেশজ) কাদা, কর্দ্দম।

কাদড়াটিয়া (দেশজ) কাদাযুক্ত স্থান।

কাদম্ব (পুং) কদম্বে সমূহে ভবঃ, কদম্ব অণ্। ১ কলহংস। রাজবল্লভের মতে ইহার মাংস গুণ—শীতল, ভেদক শুক্রকারক এবং বায়ু, রক্ত ও পিত্তনাশক। ২ কদম্ব স্বার্থে অণ্। কদম্বগাছ। ৩ (ত্রি) কদম্বসম্বন্ধীয়। ৪ ইক্ষু। ৫ বাণ। (কাদম্বঃ স্যাৎ পুমান্ পক্ষিবিশেষে ইষ্বপি চ। মেদিনী।) ৬ দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন রাজবংশ। [কদম্ব দেখ।]

কাদম্বক (পুং) কাদম্ব-স্বার্থে কন্। বাণ।

কাদম্বর (ক্লী) কাদম্বং কদম্বোদকং রসং লাতি গৃহ্লাতি, কাদম্ব-লা ক লস্য রঃ। ১ কদম্ব ফুল দ্বারা প্রস্তুত মদ্যবিশেষ। ২ (পুং ক্লী) দধির সর। ৩ সীধু নামক মদ্যবিশেষ। ৪ ইক্ষুজাত গুড়াদি। (পুং) ৫ বলরাম।

কাদম্বরী (স্ত্রী) কু কৃষ্ণবর্ণং নীলবর্ণং ইত্যর্থঃ অম্বরং বস্ত্রং যস্য, কোঃ কদাদেশঃ, কদম্বরো বলরামঃ তস্য প্রিয়া, কদম্বর-

অণ্-ঙীপ্। ১ মদ। ২ কোকিলা। ৩ সরস্বতী। ৪ শারিকাপাখী। ৫ বাণভট্ট বিরচিত কথাবিশেষের নায়িকা, ইনি হংস নামক গন্ধর্ব্বরাজের এবং চন্দ্রকিরণ হইতে উৎপন্ন অপ্সরোকুলে জাতা গৌরীর কন্যা। এই নায়িকার নামানুসারে বাণভট্টপ্রণীত সেই কথাগ্রন্থেরও নাম কাদম্বরী হইয়াছে। [বাণভট্ট দেখ।]

কাদম্বরীবীজ (ক্লী) কাদম্বর্য্যাঃ বীজম্, ৬তৎ। সুরাবীজ।

কাদম্বর্য্য (পুং) কাদম্বর্য্যৈ হিতং, কাদম্বরী যৎ। কদম্ববৃক্ষ।

কাদম্বা (স্ত্রী) কদম্ব ইব অচরিত, কাদম্ব-ক্বিপ্, অচ্ টাপ্। কদম্বপুষ্পী লতা, মুণ্ডিরী লতা।

কাদম্বিনী (স্ত্রী) কাদম্বাঃ কলহংসাঃ সন্তি অস্যাম্ কাদম্ব-ইনি-ঙীপ্। মেঘমালা।

কাদর, —ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণার একশ্রেণীর অনার্য্য জাতি। দাক্ষিণাত্যে অনমলয় পর্ব্বতে এবং কোয়েম্বাটুর জেলায় "কাদের" নামে একশ্রেণীর অনার্য্য জাতি বাস করে, অনেকের অনুমান এই উভয়জাতিই একশ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হয়।

কাদরেরা কৃষি ও মৎস্যধারণ করিয়াই প্রধানতঃ জীবিকানির্ব্বাহ করে, অনেকে মজুরীও করিয়া থাকে। কাহারও মতে ইহারা ভুঁইয়া জাতিরই একটি জাতিভ্রষ্ট শ্রেণী মাত্র। ইহাদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী-বিভাগ আছে— কাদর ও দৈরা। দৈরা নামক একটী স্বতন্ত্র জাতিও আছে, তাহাদের সহিত কাদরজাতির কোন সংস্রব নাই।

কাদরজাতির মধ্যে অনেক গোত্র আছে। সকল গোত্রে পরস্পর আদান প্রদান হয় না। ইহাদের মধ্যে বাড়ে, বারিক, দর্ব্বে, হাজারি, কম্পতি, কাপড়ি, মজুর, মস্ত্রি, মাঁঝি, মইরা, মরিক, মির্ধা, দৈরা, রৌৎ ও রিখিয়াশন এই কয়টি গোত্র আছে। ইহার মধ্যে যাহাদের বাড়ে গোত্র, তাঁহারা মির্ধা, কম্পতি ও রৌৎ গোত্র ভিন্ন অন্য কোন গোত্রে বিবাহ করে না, বারিকগোত্র মজুর, মির্ধা, রৌৎ ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে না; দর্ব্বে গোত্র মরিক ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে না; কম্পতি গোত্র কেবল বারিক, কাপড়ি, মারক, দর্ব্বে, মাঁঝি ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে। মরিকগোত্র বারিক, কাপড়ি, মাঝি, মজুর ও দৈরা গোত্রে; মির্ধা গোত্রে দর্ব্বে মাঁঝি, কম্পতি ও বাড়ে গোত্রে এবং দৈরা গোত্র কেবল মরিক, হাজারি, দৈরা, কম্পতি, ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে। ইহারা মাতুলকন্যা বা পিতৃষ্বসৃকন্যাকে বিবাহ করে না এবং মাতৃপর্য্যায়ে ৩ পুরুষ ও পিতৃপর্য্যায়ে ৭ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করে।

ইহারা বালিকা ও বয়স্থা কন্যাকেও বিবাহ দেয়। তবে বালিকাকালে বিবাহ দেওয়াই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য করে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হয়। সিন্দূরদানই বিবাহের প্রধান কার্য্য। গ্রামের নাপিত ইহাদের পুরোহিতের কার্য্য করে। স্ত্রীর সন্তান না হইলে ইহারা আবার বিবাহ করে। বিধবা সাঙ্গাই প্রথানুসারে নিষিদ্ধ গোত্র ও পুরুষাদি বাদ দিয়া বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রী স্বামীকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে সাঙ্গাই প্রথানুসারে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে। সাঙ্গাই বিবাহ বাটীর বাহির অন্তঃপুরের পশ্চাতে খোলা জায়গায় হয়, আর শুভ বিবাহ বাটীর উঠানে হইয়া থাকে।

ইহারা শবদাহ করিয়া তাহার ভস্ম লইয়া মৃত্যুর পরদিবস সমাহিত করে, ঐ সমাধিস্থানে মৃতের উদ্দেশে বলি দেয় এবং মৃত্যুর তারিখ হইতে ছয়মাসের পর আবার ঐরূপ বলি দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বার্ষিক শ্রাদ্ধাদি নাই।

হিন্দুর মধ্যে ইহারা অতি নিম্ন শ্রেণীর গণ্য। ডোম ও হাড়ি ভিন্ন অন্য কোন জাতি ইহাদের জল স্পর্শ করে না। কাদরেরা নিম্ন ভূঁইয়া ও কাহারের অন্নাদি গ্রহণ করে, কিন্তু তাহারা করে না। ইহারা গোমাংস ব্যতীত মাংস, মোরগ ও মেঠো ইন্দুর খায়, মদ্যাদিও পান করে। সময়ে সময়ে ইহারা কাস্তে ও কুঠারের পূজা করে।

কাদরেরা হিন্দু বটে, কিন্তু অপর অসভ্য জাতির ন্যায় নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ইহাদের মধ্যে অনেক লোকে বিশ্বাস করে যে কতকগুলি বিশেষ শক্তিসম্পন্ন অপদেবতারা তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করে, তন্মধ্যে অনেকই তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের আত্মা। অপর কেহ কেহ বিশ্বাস করে যে ওরূপ অপদেবতা নাই, তবে নদীপর্ব্বতাদি হইতে শক্তি সকল উদ্ভূত হয়, এই সকলের কোন মূর্ত্তি বা প্রতিমা নাই। কোথাও এক ঢিপি মৃত্তিকা বা এক খণ্ড সিন্দূরলেপিত প্রস্তর খণ্ড মাত্র ভগবানের উদ্দেশে গাছের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সকল প্রতিষ্ঠিত দেবতার মধ্যে কাড় দানো, চর্ড়িয়া দানো, সিমরা দানো, পাহাড় দানো, মোহন ধুয়া সিধু, পরাদনা ইত্যাদি প্রধান। ইহাদের মতে এই সকল অপদেবতা যে কিরূপ শক্তিবিশিষ্ট তাহা জানা যায় নাই। কাদরেরা বলে যে, ঐ সকল অপদেবতার পূজায় অবহেলা করিলে দেশে নানা অমঙ্গল ঘটে। পূজাকালে ইহারা শূকরশাবক, ছাগল, পায়রা ও মোরগ বলি দেয়, গমের খীর ও দুগ্ধাদি উৎসর্গ করে। ইহাদের দেবতা যেখানে স্থাপিত থাকেন, সেই কুঞ্জের নাম সর্ণা। নাপিতরাই ইহাদের

পুরোহিত। পুজারীরা উপাসকেরা ভোজন করে। ইহারা নিজে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় ও পরমেশ্বর, মহাদেব, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে বিশ্বাস করে।

দাক্ষিণাত্যের কাদরগণ পর্ব্বতবিভাগে বাস করে। তাহারা পুলিয়ার ও মালয় আৰ্য্যের জাতির উপর প্রভুত্ব করে। সময়ে সময়ে কামান ও যুদ্ধসজ্জাদি বহন করে বটে, কিন্তু কখন দাসাদির কাজ করে না। মুটিয়া বলিলে তাহারা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে। এই জাতি বড় বিশ্বাসী সত্যবাদী ও বাধ্য। ইহারা কুঞ্চিত কেশে খোপা বাঁধে, বন হইতে চরিয়া, আদা, মধু মোম, এলাচ ধুনা বড়াবটী ম ভুফল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া চাউল ও তামাকুর সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। ইহারা বৃটিশাধিকৃত বন হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করে, তাহার জন্য কিছু কর দেয় না কোচীনরাজের অধিকৃত বনভাগ হইতে এলাচসংগ্রহ করিবার জন্য কেবল বার্ষিক ১০০৲ টাকা কোচীনরাজকে রাজস্ব দেয়। ইহারা বন হইতে রাজপুরুষদের জিনিষপত্র বহন করে, কিন্তু কখন ভারবহন করে না।

কাদরআলী, একজন মুসলমান পীর। প্রায় ৫০৭ হিজরীতে সিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন, তৎপরে কুতব উদ্দীনের রাজ্যকালে আজমীরে আগমন, এখানে সৈয়দ হাসন মেশদীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১০২৭ হিজরীতে জাঁহাগীর বাদশাহ তাঁহার গোরের নিকট একটি সুন্দর মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার স্মরণার্থ নগরেও একটি মসজিদ আছে। মোগল মুসলমানেরা কাদরআলীকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। ১১ই জমাদ উল্ আওল তাঁহার উৎসব দিন।

কাদলেয় (ত্রি) কদলেন নিবৃত্তম্ কদল ঢঞ। কদল নিৰ্ম্মিত।

কাদা (দেশজ) ১ কর্দ্দম, পাঁক। ২ বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকদিগের প্রথম ঋতু হইলে একরূপ উৎসব।

কাদাকিচা (দেশজ) কর্দ্দমময় স্থান।

কাদাখেঁড়ু (দেশজ) বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীলোকদের প্রথম ঋতু হইলে, অন্যান্য স্ত্রীলোক একত্র হইয়া যে খেউড় পাঁচালী প্রভৃতি গান করে, তাহাকেই কাদাখেঁড়ু বা কাঁদাখেউড় বলে।

কাদাখোঁচা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

কাদাচিৎক (ত্রী) কদাচিৎ ভবম্ কদাচিৎ কালবাচিত্বাৎ ঠঞ্। কোনও অনির্দ্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন।

কাদাচিৎকত্তা (স্ত্রী) কাদাচি কস্য ভাবঃ, কাদাচিৎক তল্ (তস্য ভাবস্তলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) টাপ্। কদাচিৎ উৎপত্তি ("তথাপি তস্য কাদাচিৎকত্তয়া উপচরিতেন কার্য্যত্বেন কার্য্যত্বমুপচর্য্যতে।" সাহিত্যদ° ৩। ২৭।)

কাদাটিয়া (দেশজ) কাদাযুক্ত, কর্দ্দমময়।

কাদাড়িয়া (দেশজ) কর্দ্দমপূর্ণ, কাদাযুক্ত।

কাদান (দেশজ) কাদা করিয়া দেওয়া।

কাদাল (দেশজ) কাদাযুক্ত।

কাদিপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের সুলতানপুর জেলার উপবিভাগ। অক্ষা° ২৫° ৫৮ ৩০ হইতে ৬ ২৩ উঃ এবং দ্রাঘি ৮২°৯´ হইতে ৮২°৩৪ পূঃ। উত্তরসীমা অকবরপুর তহসীল পূর্ব্বে আজমগড় জেলা, দক্ষিণে পত্তি তহসীল এবং পশ্চিমে সুলতানপুর তহসীল। ভূমিপরিমাণ ৪৩৯ বর্গমাইল।

কাদিযান, বোর্ণিও দ্বীপবাসী অনার্য্য জাতিবিশেষ। এই জাতি এক্ষণে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহারাই বোর্ণিও দ্বীপের আদিম অধিবাসী। ইহারা সরল ও শান্তিপ্রিয়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ সুশ্রী।

কাদিরগঞ্জ, উত্তর পশ্চিমের ... জেলার অন্তর্গত একটি পল্লী। এখানে কদ্বারে 'নাম্নক' একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, তোরণের আরবীভাষায় খোদিত শিলালিপি পাঠে জানা যায়, ঐ স্থানে ১১০৪ হিজরীতে আলমগিরির রাজ্যকালে মুরাৎ খাঁর দরগা নির্ম্মিত হয়।

কাদিহাটি, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটি নগর। সাধারণে কেদিটি বলে। অক্ষা ২২ ৩৯ ১০ উঃ, দ্রাঘি ৮৮°২৯´ ৪৮ পূঃ। এখানে প্রায় ৫০০০ লোকের বাস। বিদ্যালয় ডাকঘর ও অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটী আছে।

কাদের (আরবী) শক্তিশালী ক্ষমতাবান্।

কাদ্দা (দেশজ) কাটারী, দা।

কাদ্রবেয় (পুং) কদ্রাঃ অপত্যম্ পুমান্, কদ্রু ঢক্ (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪। ১। ১২০।) কদ্রুপুত্র, শেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক ভুজঙ্গম, কূর্ম্ম ও কুলিক এই কয়েকটি কাদ্রবেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

("শেষো হনন্তো বাসুকিশ্চ তক্ষকশ্চ ভুজঙ্গমঃ।
কূর্ম্মশ্চ কুলিকশ্চৈব কাদ্রবেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"
(মহাভারত ১। ৬৫। ৪১।)

কান (হিন্দী) ১ কানাই, কৃষ্ণ। ২ অসভ্য বাজকর জাতিবিশেষ, অনেকটা আচার-ব্যবহারে ডোমজাতির ন্যায়। ২ মুসলমান কামারবিশেষ। ইহারা লোহাপেটা, হাতার শিক ও মৎস্য ধরিবার বড়শী প্রস্তুত করে।

কানক (ত্রী) কনকং কনকস্য ইদম্ কনক অণ্। কনকসম্বন্ধীয়। ১ জয়পালবীজ। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,

তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য, সারক ও উৎক্লেদকারক। ২ (ত্রি) কনকসম্বন্ধীয়, স্বর্ণনির্ম্মিত।

কানকুর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, কাঁকুড় (Cucumis utilissimus)

কানগুই (পারস্য) নবাবের সময়ে রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে এক প্রকার উপাধিবিশেষ, কানুনগোই।

কানড়গৌড় (পুং) কানড়া ও গৌড়রাগসংযোগে উৎপন্ন রাগবিশেষ।

কানড়নট (পুং) কানড়া ও নটরাগ সংযোগে জাত রাগবিশেষ।

কানড়া, কানাড়া (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। নি সা ঋ গ ম প ধ (নি ধা) এই কয়েকটি ইহার স্বরগ্রাম। রাত্রি ১১ হইতে ১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত এই রাগিণী গানের সময়। কানড়া ভিন্ন ভিন্ন রাগ-রাগিণীর সহিত মিশ্রিত হইয়া ১৮ প্রকার মিশ্রকানড়ার উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—১ দরবারীকানড়া ২ নায়কীকানড়া ৩ মুদ্রা-কানড়া, ৪ কৌশিকীকানড়া, ৫ বাগেশ্রীকানড়া, ৬ নটকানড়া, ৭ কাফিকানড়া, ৮ কোলাহলকানড়া, ৯ মঙ্গলকানড়া, ১০ শ্যামকানড়া, ১১ টঙ্ককানড়া, ১২ নাগধ্বনিকানড়া, ১৩ আড়ানা, ১৪ সাহানা, ১৫ সুহাকানড়া, ১৬ সুঘরাই-কানড়া, ১৭ হোসেনীকানড়া, ১৮ মিঞার জয়জয়ন্তী।

কানদ (পুং) দীর্ঘতপের পুত্র।

কানন (ক্লী) কং জলং অননং জীবনং অস্য, বহুব্রী। যথা কাননতি দীপ্যতি, কন-দিচ্-লুট্। ১ বন। ২ (কস্য ব্রহ্মণঃ আননম্।) ব্রহ্মার মুখ। ৩ গৃহ।

(কাননং বিপিনে গেহে পদ্মযোনিমুখে স্মৃতং। মেদিনী)

কানচন্দ্র, ত্রিপুরার একজন বিখ্যাত রাজা। (দেশাবলী ১৫৫।২।২)

কাননাগ্নি (পুং) কাননস্যাগ্নি ৬তৎ, দাবাগ্নি। দাবানল।

কাননারি (পুং) কাননস্য অরিরিব, উপমি°। শমীবৃক্ষ, ইহার মধ্যস্থিত শাখা ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, সময়ে সময়ে সমগ্র বনও দগ্ধ করিয়া ফেলে, এজন্য ইহাকে কাননারি কহে।

কাননৌকাঃ [স] (পুং) কাননং ওকঃ স্থানমস্য বহুব্রী। বনবাসী

কানপুর (হিন্দী কান্হপুর—কানাইপুর) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একটি জেলা ও নগরের নাম। আলাহাবাদ বিভা-গের সর্ব্বপশ্চিমাংশে এই জেলা অবস্থিত, ইহার উত্তর-পূর্ব্বে গঙ্গানদী, পশ্চিমে ফরক্কাবাদ ও এটাবা, দক্ষিণপশ্চিমে যমুনা ও পূর্ব্বে ফতেপুর। এই জেলার সদর কানপুরনগর।

কানপুর জেলা গঙ্গাযমুনার অন্তর্গত সুবিখ্যাত দোয়াব প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী। এই জেলায় গঙ্গা ও যমুনা ভিন্ন আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। সাধারণতঃ ভূমি ভাগ দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ঢালু। চারিটি প্রধান ক্ষুদ্র নদীতে কানপুর জেলাটি চারিটী প্রধান ভাগে বিভক্ত,—গঙ্গার উপনদী "ঈশান" উত্তরদিকে একখণ্ড ত্রিকোণাকার ভূমিকে ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যস্থলে পাণ্ডু ও রিন্দ নদীদ্বয়ে আর দুইটী বিভাগ হইয়াছে ও অবশিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে যমুনার উপনদী সেঙ্গুর প্রবাহিত। এই সকল নদীর ভাঙ্গন বড় অধিক, বিস্তৃত ও গভীর। কানপুর জেলার মধ্যে গঙ্গাযমুনায় বর্ষাকালে বড় বড় নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে, কিন্তু অন্য সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা ব্যতীত বড় নৌকা চালাতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি গ্রীষ্মকালে প্রায় শুকাইয়া যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কানপুরের নিকটে পারাপারের জন্য ভাসা সেতু ছিল, পরে অযোধ্যা রোহিলখণ্ড রেলপথের জন্য গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইলে ঐ ভাসা সেতু কালিতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যমুনার উপর নৌ সেতু আছে।

কানপুর জেলার জমী স্বভাবতঃ রুক্ষ, কিন্তু এখন গঙ্গার খাল হওয়ায় জমী বেশ উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী হইয়াছে। এই খাল শাখা প্রশাখায় কাটিয়া সমস্ত জেলায় ছড়াইয়া জল দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এ জেলায় কতক গুলি বিল আছে। পরগণা সিকন্দ্রা নামক স্থানে সোনাইনামে একটি বিল আছে, উহা সিকন্দ্রা পরগণা হইতে ভোগনিপুর পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ বিল যমুনা হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। যমুনা নদী যেখানে যেমন ভাবে যতটা বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে ঐ বিলটিও ঠিক তাহার সমান্তর ভাবে ঐরূপ বাঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়াছে দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে উহা যমুনা নদীর প্রাচীন গর্ভ ছিল; কিন্তু আজিও এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ বা প্রবাদ পাওয়া যায় না। এইরূপ রসুলাবাদ ও শিবরাজপুর পরগণায় ২৫ মাইল বিস্তৃত একটি স্রোতঃপথ উহাও একটি প্রাচীন নদীগর্ভ বলিয়া বিবেচিত হয়। এ জেলায় জঙ্গল নাই, তবে স্থানে স্থানে পতিত জমী আছে। এই সকল পতিত জমীতে কিংশুক বৃক্ষই অধিক দেখা যায়। এ জেলায় চিতাবাঘ, নীলগাই (নীলবর্ণ কৃষ্ণসারজাতীয় হরিণ), শৃঙ্গহীন ও শৃঙ্গবিশিষ্ট হরিণ, খেঁকশিয়ালী, শৃগাল, বন্যশূকর ইত্যাদি ভিন্ন অন্য কোন বন্য জন্তু নাই।

কানপুর জেলায় ২৩৭০ বর্গমাইল ভূমিতে প্রায় লক্ষ লোকের বাস, তন্মধ্যে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সকল জাতীয় হিন্দু, সকল শ্রেণীর মুসলমান ও য়ুরোপীয় আছে।

গ্রামের সামাজিক বন্ধন অন্তর্বেদীর অন্যান্য স্থানের মত। জমীদারগণের প্রথমে গণ্য ব্রাহ্মণ বা রাজপুতেরাই প্রধানতঃ জমীদার। তৎপরে এখানকার সাবেক অধিবাসীদিগের বংশধর কৃষকগণ, ইহারা জমীদারদিগের জমী বংশানুক্রমে মৌরসী স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছে। তৎপরে বেণিয়া, দোকানদার ইত্যাদি, তৎপরে উহার জমীভোগী প্রজা তৎপরে নাপিত, কামার, কুমার ইত্যাদি শিল্পজীবিগণ।

কানপুর জেলায় চাষবাসের বিশেষ প্রভেদ নাই দোয়াবের অন্যান্য স্থানে যেরূপ প্রণালীতে কৃষিকার্য্য হয়, এখানেও সেইরূপ হইয়া থাকে। এখানে দুই প্রধান ফসল হয়। শরৎকালে যে ফসল হয়, তাহাকে খরিফ ও বসন্তকালে যে সকল হয় তাহাকে রবিফসল বলে। জ্যৈষ্ঠের শেষ বৃষ্টিতে খরিফ ফসল বুনে। এই ফসলে ধান, ভুট্টা, বাজরা, জোয়ার, তুলা নীল ইত্যাদি হইবে, ইহার অধিকাংশই আশ্বিনমাসে পরিপক্ক হয়। ধান শস্য শীঘ্র কার্ত্তিকে অগ্রহায়ণে কাটিয়া থাকে, কিন্তু তুলা ফাল্গুন ব্যতীত তুলিবার উপযুক্ত হয় না। রবিফসল আশ্বিন বুনে ও চৈত্রবৈশাখে কাটে। এই জেলার প্রধান শস্য গম। এক্ষণে এ জেলায় তুলার চাষ প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এ জেলায় চাষ করিয়া লোকে যেরূপ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে, কিন্তু চামার কাছি, কুর্ম্মি প্রভৃতি কৃষকশ্রেণী বড়ই দরিদ্র। এইজন্য কানপুরের দারিদ্র্য অতিপ্রসিদ্ধ। উত্তরাঞ্চলে জোয়ার এবং দক্ষিণাঞ্চলে বাজরা অধিক জন্মে। বিলাহর, রসুলাবাদ ও শিবরাজপুরের দক্ষিণাংশে ধান্য জন্মে। শিবরাজপুরের উত্তরাংশে নীলই প্রধান। এই সকল ক্ষেত্রে খাল, কূপ, পুষ্করিণী, জলা, ঝিল ইত্যাদি হইতে জল আনিয়া আবাদ হয়। কানপুরে অনাবৃষ্টির ভয় বেশী, সুতরাং দুর্ভিক্ষের ভয়ও যথেষ্ট, এই জেলার পশ্চিমাঞ্চলেই আবার সে ভয় আরও বেশী। ১৭৭০, ১৭৮৩-৮৪, ১৮০৩-৪ ও ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কানপুরে বড় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক, বিস্তর গোরু বাছুর মরিয়া যায়।

কানপুর হইতে শস্য, তুলা ও নীলবীজের রপ্তানি হয়। এই জেলায় যে নীল হয়, তাহা হইতে কেবল বীজই সংগৃহীত হয় এবং বেহারপ্রদেশে এই বীজই অধিক বিক্রীত হয়। কানপুরনগরে ঘোড়ার সাজ, জুতা, পোর্ট-ম্যাণ্টো ইত্যাদি চামড়ার দ্রব্যাদি যথেষ্ট ও উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হয়।

কানপুরে তুলার কলে কাপড় হয়। এখানে তাঁবু প্রস্তুত হয়। এখানকার পুরাতন কেল্লায় গবর্ণমেন্টের চামড়ার কারখানা হইতে সৈন্যগণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। গবর্ণমেন্টের ময়দার কলও এইখানে, এই কলে সৈন্যদিগের জন্য ময়দা, ছাতু ইত্যাদি ভাঙ্গা হয়। এখানে তেজারতী কারবার অনেক, বেণিয়া ও রাজপুতেরাই তাহা করিয়া থাকে। রেলপথ, নদী, খাল, পাকা ও কাঁচা রাস্তা প্রভৃতি নানাবিধ পথ যথেষ্ট আছে। আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান পাকা রাস্তা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোড গঙ্গার সমান্তরালে এই জেলায় প্রায় ৬৪ মাইল বিস্তৃত।

এখানে একজন কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট দুইজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন অ্যাসিষ্টাণ্ট ও দুইজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকেন। এ জেলা হইতে সকল প্রকার রাজস্বের মোট পরিমাণ ৩৯০ ৮৬০৲ টাকা। পুলিস, টেলিগ্রাফ, বিদ্যালয় ইত্যাদি সুবিধামত আছে।

কানপুর জেলায় চারিটি প্রধান নগর আছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই ৫ হাজারের অধিক লোক বাস করে। প্রধান নগর কানপুরে ১৫১৪৪৪, বিঠুরে ৬৬৮৫, বিলহৌরে ৫৫৮৯ ও অকবরপুরে ৫০৩১ জন লোক বাস।

কানপুর নগর গঙ্গানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। প্রয়াগ-সঙ্গম হইতে ১৩০ মাইল উজানে এই নগর অবস্থিত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহাই চতুর্থ নগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানে সেনানিবাস, আদালত, ষ্টেশন ইত্যাদি আছে। সেনানিবাস ও আদালত গঙ্গাতীরে। পূর্ব্বাংশে আলাহাবাদ-রোডের উত্তর পশ্চিমপার্শ্বে দেশীয় অশ্বারোহী সেনানিবাস ও কাওয়াজের জমী। কাওয়াজের পশ্চিমে য়ুরোপীয় পদাতিক ব্যারিক ও সেণ্টজন গির্জ্জা, ইহাদের মধ্যে গঙ্গাতীরে মেমোরিয়াল গির্জ্জা (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের স্মরণার্থ নির্ম্মিত হয়)। নগরের উত্তরাংশে সাধারণ কাওয়াজের জমী। ইহার সম্মুখে গঙ্গাতীরে মেমোরিয়াল উদ্যান। এই উদ্যানে একটি কূপ ছিল। এক্ষণে সেই কূপের উপর একটি স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই স্তম্ভের উপরে একটি স্বর্গবিদ্যাধরীর মূর্ত্তি আছে। স্তম্ভগাত্রে ইংরাজীতে খোদিত আছে যে "বিঠুরের বিদ্রোহী নানা ধুন্ধুপন্থের দল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ জুলাই তারিখে এই স্থানের নিকটে অনেক য়ুরোপীয়কে বিশেষতঃ য়ুরোপীয় স্ত্রীলোক ও শিশুকে অন্যায়রূপে বধ করিয়া এই কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল।" এই উদ্যান রক্ষার জন্য গবর্ণমেন্টের বার্ষিক ৫০০০ টাকা খরচ হয়। ঐ বিদ্রোহে যাহারা নিহত হয়, এই বাগানের

দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমাংশে তাহাদিগকে সমাহিত করা হইয়াছিল।

কানপুর নগর প্রাচীন নহে, এজন্য এখানে দর্শনীয় অট্টালিকা প্রাসাদ বা মসজিদাদি নাই।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারের ও ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোরার যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলা (অযোধ্যার নবাব উজীর) পরাজিত হইলে এই নগর নির্ম্মিত হয়। নবাব বৃটিশরাজের সহিত সন্ধি করিয়া ফতেগড় ও কানপুরে সৈন্য রাখিতে স্বীকৃত হন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান স্থান নবাবাধিকৃত স্থানের প্রান্তসীমায় সেনানিবাসের জন্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় এই নগরের পত্তন হইল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা অযোধ্যার নবাবের নিকট ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান প্রাপ্ত হইলে তখন হইতে ইহা একটি জেলা ও প্রধান নগর বলিয়া গণ্য হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ ব্যতীত আর কোন ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে ঘটে নাই।

মুসলমানদিগের অধীনে এই জেলাটি সুবা আলাহাবাদ ও আগ্রার অধীনে অনেকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সাহাবউদ্দীন্ ঘোরী কনোজ অধিকার করেন, সেই সঙ্গে ইহাও তাঁহার অধিকৃত হয়। আরঙ্গজেবের সময় এখানে দুই একটি সামান্য মসজিদ নির্ম্মিত হয়। মোগল সম্রাট্গণের দুর্দ্দশার সময় ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে এই অংশ মহারাষ্ট্রদিগের অধিকৃত হয়। অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধির পর বৃটিশসেনা প্রথমতঃ বিলগামে (বিলগ্রামে) পরে কানপুরে আসিয়া অবস্থান করে।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় কয়েকদিন ধরিয়া সমস্ত জেলায় বিদ্রোহানল জ্বলিয়াছিল। মিরাটে বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার পরই নানাসাহেবকে কানপুরে ধনাগার রক্ষার ভার দেওয়া হয় এবং জুন মাসের প্রথমে চতুর্দ্দিকে গড়খাই করিয়া সমস্ত য়ুরোপীয়কে রাখা হয়। ৬ই জুন, এখানকার দেশীয় দ্বিতীয় অশ্বারোহীদল ও দেশীয় প্রথম পদাতিকদল বিদ্রোহী হইয়া জেল ভাঙ্গে, ধনাগার লুঠ করে ও আফিসাদি জ্বালিয়া ফেলে। তৎপরে বিদ্রোহীগণ দিল্লী অভিমুখে চলিয়া যায়। এই সময় ৫৩ এবং ৫৬ সংখ্যক সৈন্যদল বিদ্রোহী হয়। নানাসাহেব তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের সাহায্যে য়ুরোপীয়গণের আবাস আক্রমণপূর্ব্বক ৩ সপ্তাহ অবরোধ করিয়া রাখেন। বেলিগারদ হইতে ইংরাজেরা কেবল সাত শত কি সহস্র জনই হইবে, রৌদ্রে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করেন। বিদ্রোহীদের তিনবার আক্রমণ বৃথা হইয়াছিল। শেষে ইংরাজগণের অধিকাংশ বিনষ্ট হওয়ায় বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে পলাত করিয়া উন্মত্তভাবে স্ত্রীলোক ও শিশু পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে লাগিল। ২৭ জুন, নানাসাহেব হতাবশিষ্ট ইংরাজদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া সকলকে লইয়া কানপুরের সতী-চৌরার ঘাটে নৌকায় তুলিয়া দিলেন। নৌকা আলাহাবাদে খুলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তীরস্থ বিদ্রোহী সিপাহীরা গুলি মারিয়া আরোহীদিগকে মারিয়া ফেলিতে লাগিল। ছয়খানি নৌকা পলাইতে চেষ্টা করায় সেনারা উভয়তীর হইতে গুলি মারিয়া একখানি ডুবাইয়া দিল। এখান হইতে কয়েক জন লাফাইয়া পড়িয়া শিবরাজপুরে পলাইয়া যায়; সিপাহীরা সেখান হইতেও আর ৪ জন ব্যতীত সকলকে ধরিয়া আনিয়া মারিয়া ফেলে। নৌকায় যত স্ত্রীলোক ও শিশু ছিল, সকলকে সবাদাকুঠিতে আবদ্ধ রাখা হয়। পরে যখন কানপুরের বহির্দ্দেশে হ্যাবলকের কামানের প্রথম শব্দ শুনা যায়, তখন সিপাহীরা সেই সকল শিশু ও স্ত্রীলোককে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলে। প্রায় ২০০ শত প্রাণ বিনষ্ট হয়। যেখানে এই ব্যাপার ঘটে, সেইখানেই মেমোরিয়াল কূপ ও স্তম্ভ আছে।

১৫ জুলাই হ্যাবলক পাণ্ডুনদীতীরে ও আওঙ্গে যুদ্ধ করেন তৎপর দিন কানপুর অধিকৃত হয়।

২৭ নবেম্বর, গোয়ালিয়রের বিদ্রোহীদল অযোধ্যার বিদ্রোহিগণের সহিত মিলিত হইয়া কানপুর আক্রমণপূর্ব্বক নগর অধিকার করে। পরদিন সন্ধ্যাকালে লর্ড ক্লাইড আসিয়া পুনরায় আক্রমণ করেন ও ৬ই ডিসেম্বর বিদ্রোহীদিগকে নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের সমস্ত কামান অধিকার করেন। জেনেরল ওয়ালপোল অকবরপুর, রসুলাবাদ ও ডেরাপুর উদ্ধার করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসে কাল্পি উদ্ধার হইলে কানপুরে শান্তি স্থাপিত হয়।

কানলক (ত্রি) কনল-বুঞ্। কনল নামক ব্যক্তি নির্ম্মিত।

কানাড়া,—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী একটি প্রদেশ। ইহার উত্তরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাম্ জেলা, দক্ষিণে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মালাবার জেলা, পূর্ব্বে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ধারার জেলা, মহিসুর-রাজ্য এবং কুর্গ, পশ্চিমে আরব-সাগর ও ভারত মহাসাগর এবং উত্তরপশ্চিমকোণে গোয়া প্রদেশ। এই প্রদেশটি প্রেসিডেন্সী বিভাগের সময় দুইভাগে বিভক্ত হইয়া উত্তরাংশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ও দক্ষিণাংশ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত হইয়াছে। উত্তর কানাড়ার প্রধান নগর ও বন্দর কারবার। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপকূলবর্ত্তী প্রদেশগুলি দক্ষিণদিগবর্ত্তী, ইহার দক্ষিণে দক্ষিণকানাড়া প্রদেশ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত, ইহার প্রধান নগর মঙ্গলপুর (মঙ্গলোর)।

উত্তর কানাড়ার মধ্য পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের সহ্যাদ্রিখণ্ড উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। এই জেলায় ইহার উচ্চতা ১৫০০ হইতে ৩০০০ ফুট। সহ্যাদ্রির উত্তর পার্শ্বের ভূমির একদিক্ উচ্চ ও অপর দিক্ নিম্ন। উচ্চ ভূভাগের নাম বালাঘাট, পরিমাণ প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল। উপকূলভাগে অনেক গুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীর মুখ থাকায় উহা [illegible] ছিন্ন ভিন্ন। নদীমুখ পর্য্যন্ত হইতে সমুদ্রখাড়ী দেশের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত [illegible] উত্তরপশ্চিমাংশে করবার অন্তরীপ। সমুদ্রতীরের ভূমি সাধারণতঃ বালুকাময়, মধ্যে মধ্যে পাহাড় ও [illegible] আছে। [illegible] নারিকেল বৃক্ষপূর্ণ জঙ্গল, তৎপরে অপ্রশস্ত ধান্যক্ষেত্র। [illegible] নিম্নভূমির বিস্তার কোথাও ১৫ মাইলের অধিক নহে, আবার অনেক স্থানে [illegible] মাইলেরও বেশী হয় না। এই ভূভাগের [illegible] প্রায় ২০।৩০ [illegible] এই [illegible] মধ্যে মধ্যে [illegible] ফুট উচ্চ [illegible] শিখর আছে। ঐ সকল শিখরের মধ্যে মধ্যে উত্তম [illegible] ও উদ্যান শোভিত অট্টালিকা আছে। বালাঘাটের [illegible] ১০০ হইতে ২০০০ ফুট উচ্চ। [illegible] মালভূমিটি একপ্রকার [illegible]। [illegible] ক্ষুদ্র [illegible] আছে।

সহ্যাদ্রির উভয় পার্শ্বে নদী আছে, [illegible] কতকগুলি পশ্চিমমুখে আরবসাগরে ও কতকগুলি পূর্ব্বমুখে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। পূর্ব্বাংশের নদীর মধ্যে তুঙ্গভদ্রার উপনদী বর্দা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমাংশের নদীগুলির মধ্যে উত্তরে কালীনদী, মধ্যে গঙ্গাবলী ও [illegible] এবং দক্ষিণে [illegible] প্রসিদ্ধ। শরাবতীর জলরাশি গেরসোপ্পার [illegible] ৮২৫ ফুট উচ্চ পর্ব্বতের উপর হইতে [illegible] পড়িতেছে। ইহাই বিখ্যাত গেরসোপ্পা প্রপাত। পর্ব্বতের অধিকাংশই গ্রানাইট্ পাথর, অনেকস্থলে [illegible]। করবার ও গেরসোপ্পার [illegible] প্রদেশ হইতে ল্যাটেরাইট পাথর সংগৃহীত হইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। এই প্রদেশের স্থানে স্থানে [illegible] আছে। কুম্প্টা হইতে ১৮ মাইল দূরে উপত্যকায় [illegible] পাওয়া যায়।

উত্তর কানাড়ার বনবিভাগে সকল প্রকার বৃক্ষই জন্মে, তন্মধ্যে সেগুণ, [illegible] প্রভৃতিই অধিক। এখানে গবর্ণমেণ্টের বনবিভাগ হইতে কাঠ কাটান হইয়া থাকে। কৃষকেরা বন হইতে বিনা খরচায় জ্বালানি কাঠ, সারের জন্য পাতা ও গৃহনির্ম্মাণের জন্য বাঁশ, খুঁটি ইত্যাদি পায়। পূর্ব্বে এখানকার কাঠ গুজরাট ও বোম্বাইয়ে লইয়া গিয়া বিক্রীত হইত, এখন করবারে লইয়া গিয়া বিক্রীত হয়।

দক্ষিণকানাড়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। এই জেলায় নদী অনেক, সুতরাং জলপূর্ণ [illegible], [illegible] বৃক্ষাদিপূর্ণ বন, নারিকেল বাগান প্রভৃতি আছে।

এই প্রদেশের উপকূলভাগ উত্তরদক্ষিণে সমস্ত ভূভাগ (বিস্তারে ৫ হইতে ১২ মাইল পর্য্যন্ত) লোকের বাস কিছু [illegible]। এই ভূভাগ [illegible] সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে [illegible] হইতে ৩০০ ফুট উচ্চ [illegible] পশ্চিমঘাটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরমালা [illegible] (বেলতঙ্গাড়ির নিকট) [illegible]। এই পাহাড় পশ্চিমঘাট ৩০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চ হইয়াছে। পূর্ব্বাংশে ইহাকে এক প্রকার সীমা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। [illegible] অনেকগুলি গিরিপথ আছে, তন্মধ্যে [illegible], [illegible] ও [illegible], [illegible] ও [illegible] দুর্গ ও [illegible] অবস্থিত। সমুদ্র হইতে এই সকল গিরিপথ পর্য্যন্ত শকটগমনোপযোগী রাস্তা আছে।

দক্ষিণকানাড়ায় কোন নদীই ১০০ মাইলের অধিক বিস্তৃত নহে ও সকলগুলিই [illegible] উৎপন্ন হইয়াছে। [illegible] গ্রীষ্মকালে অনেকগুলিতে নৌকা [illegible] পারে। এই সকল নদীর মধ্যে নেত্রাবতী, [illegible], [illegible] নদীই প্রধান। কারকল [illegible] স্থানে একটি ও [illegible] সুন্দর হ্রদ [illegible] একটি [illegible] বৃহৎ হ্রদ আছে।

এই জেলার মৃৎকার্য্য অতি সুন্দর দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ হয়। অনেক [illegible] মৃত্তিকা হইতে [illegible] টালি ও ইষ্টকাদি প্রস্তুত করে। দেশে চীনমাটির ন্যায় এক প্রকার [illegible] মৃত্তিকা পাওয়া যায়। মিত্তার নামক স্থানে স্বর্ণ, সুব্রহ্মণ্য ও [illegible] নামক স্থানে দাড়িম্ববীজাকার ক্ষুদ্র [illegible], উদিপি ও [illegible] লৌহখনি আছে। লৌহ উত্তোলনের কোন বন্দোবস্ত নাই।

এ জেলার অধিকাংশ জমাই অধিবাসীদিগের অধিকৃত। গবর্ণমেণ্টের অধীনে কেবল পশ্চিমঘাটের নিকটবর্ত্তী বনভূমির কতকাংশ আছে। এই সকল বন হইতে [illegible] কাঠ, শাল, জ্বালানি কাঠ, এলাচ, বন্য এরারুট, খদির, দারুচিনি (ছাল ও তৈল) গঁদ, [illegible] ও নানাপ্রকার রং উৎপন্ন হয়। মধু, মোম এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি মলয়কুডি বা পার্ব্বতীয় লোকেরা

সংগ্রহ করে। এই জেলা হইতে প্রতিবৎসর প্রায় দেড় লক্ষ টাকার চন্দনের তৈল প্রস্তুত হইয়া রপ্তানি হয়। মহিসুর হইতে চন্দনকাষ্ঠ আসে, তাহার তৈল কেবল দক্ষিণ-কানাড়ায় প্রস্তুত হয়।

এক প্রকার বলিতে গেলে কানাড়া নামে স্বতন্ত্র দেশ নাই। পূর্ব্বে কানাড়া প্রদেশের চতুঃসীমা দেওয়া হইয়াছে, তাহার দক্ষিণের কতকাংশের নাম মলয়ালম্ (মলয়), মধ্যাংশের নাম তুলুব ও উত্তরের কতকাংশের নাম কর্ণাট। অনেকে বলেন, কানাড়া কর্ণাটদেশের নামান্তর, কিন্তু তাহা নহে [কর্ণাট দেখ] দক্ষিণ কানাড়ার উডিপি পরগণার উত্তর পর্য্যন্ত ভূভাগ প্রাচীন কেরলরাজ্যের অন্তর্গত। কথিত আছে, পরশুরামের ক্ষত্রিয়বিনাশের পর পাণ্ড্যরাজারা আসিয়া এই স্থান অধিকার করেন। ১১৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাণ্ড্যরাজগণ প্রবল ছিলেন, পরে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহা বিজয়নগররাজের অধিকারভুক্ত হয়। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন বিজয়নগররাজের প্রবল প্রতাপ তালিকোটের যুদ্ধে খর্ব্ব হয়, তখন বেদনূরের সর্দ্দার স্বাধীনতালাভ করিয়া বেদনূররাজ্য-স্থাপন করেন এবং কানাড়ার চন্দর নামক স্থান হইতে নীলেশ্বর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তৎপরে চেরকল-রাজের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বন্দোবস্তের সময় এই প্রদেশ শত্রুরাজ্য কানাড়া নামে উল্লিখিত হইত কানাড়ার উত্তরাংশ তুলুব প্রদেশের অন্তর্গত ছিল এবং ১৩১ হইতে ৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কদম্বরাজগণের অধিকৃত ছিল [কদম্ব দেখ।] তৎপরে ৭১৪ হইতে ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বল্লালবংশের অধীন হয় [বল্লাল দেখ] এবং তৎপরে তুলবের ইক্কেরি রাজগণের অধিকৃত ছিল (১৫৬০-১৭৬৩।) এই ইক্কেরি রাজগণ বিজয়নগররাজ্য ধ্বংসের পর প্রাধান্য লাভ করেন। [বিজয়নগর ও তুলুব দেখ] ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দরআলী বেদনূর-অধিকারকালে কানাড়ার মধ্যে মঙ্গলোর বন্দর অধিকার করিয়া তৎপরে মালাবার ও সমস্ত জেলা অধিকার করেন। দুই বৎসর পরে ইংরাজসৈন্য হনর ও মঙ্গলোর সহর উদ্ধার করেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই টিপুসুলতান পুনরধিকার করিলেন। তৎপরে টিপুর সহিত ১৭৮৩-৮৪ যুদ্ধের দক্ষিণ-কানাড়া মহাযুদ্ধ ঘটে। অবশেষে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইহা সম্পূর্ণরূপে ইংরাজাধিকারে আসে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কুর্গরাজের সাম্রাজ্যচ্যুতির সময় অমর ও সুলিয়-প্রদেশের লোকেরা স্ব স্ব প্রদেশ ইংরাজরাজ্যভুক্ত করিবার প্রার্থনা করায় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশরাজ তাঁহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। সমগ্র মগনিস জেলা দক্ষিণ-কানাড়ায় পুত্তুর বিভাগের সহিত একত্র করা হয়। ঐ বৎসরেই কল্যাণাপ্পা স্বব্রায় নামক একজন সর্দ্দার কুর্গরাজের পক্ষে ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। পুত্তুর হইতে মঙ্গলোর পর্য্যন্ত বিদ্রোহ বিস্তৃত হয়। তৎপরে বিদ্রোহিগণ শাসিত হইলে কানাড়াপ্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হইল। দক্ষিণ-কানাড়ার প্রধান নগর মঙ্গলোর, বন্টবাল ও উডিপি। দক্ষিণ-কানাড়ায় প্রধানতঃ হিন্দু পর্ত্তুগীজ, ফিরিঙ্গী, আরব ও অন্যান্য জাতির বাস। হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক, ইহারা সারস্বত ও কোঙ্কণী নামক দুই সমাজে বিভক্ত। যাহারা দ্রাবিড় জাতি হইতে উদ্ভূত, সেই ব্রাহ্মণগণ শিবল্লী নামে বিখ্যাত।

এ দেশের আদিবাসীরা মাপ্পিলা নামে বিখ্যাত। অন্যান্য জাতীদের মধ্যে মলয়কুদিরাচ প্রধান, ইহারা যেরূপ কৃষিকার্য্য করে তাহাকে 'কুমারী' প্রণালী বলিয়া থাকে।

উত্তর-কানাড়ায় হিন্দুর মধ্যে সুপারি ব্যবসায়ী হাব্যক ব্রাহ্মণেরাই বিখ্যাত। মুসলমানদিগের মধ্যে নবায়ত (নাবিক)-গণ আরববণিকদিগের প্রতিনিধি বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত, কিন্তু অল্পসংখ্যক আছে। আফ্রিকা হইতে আনীত পর্ত্তুগীজগণের ক্রীতদাসীদিগের গর্ভজাত মুসলমানেরা সিদি নামে আখ্যাত। ইহাদের আকৃতি এখনও অনেকটা কাফ্রির ন্যায় আছে।

কানাৎ (আরবী) শিবির, তাঁবু।

কানিষ্ঠিক (ত্রী) কনিষ্ঠিকা ইব, কনিষ্ঠিকা-অণ্। (শর্করাদিভ্যো ঽণ্। পা ৫।৩।১০৭।) কনিষ্ঠিকার ন্যায়।

কানিষ্ঠিনেয় (পুং) কনিষ্ঠায়া অপত্যম্ পুমান্ কনিষ্ঠা ঢক্, ইনঙ্ আদেশশ্চ (কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্ চ। পা ৪।১।১২৬।) কনিষ্ঠার পুত্র।

কানীত (পুং) কনীতস্য অপত্যম্ পুমান্। কনীত নামক ঋষির পুত্র, পৃথুশ্রবাঃ।

কানীন (পুং) কন্যায়াং জাতঃ কন্যা-অণ্, কনীন আদেশশ্চ (কন্যায়াঃ কনীন চ। পা ৪।১।১১৬।) ১ অবিবাহিত কন্যার গর্ভজাত পুত্র, ইহার অপর সংস্কৃত নাম 'কন্যকাজাত'। এই পুত্র তাহার মাতামহের পুত্রস্থানীয় হইয়া থাকে। ("কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহসুতো মতঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য।) ২ কর্ণ। ৩ ব্যাসদেব।

(কানীনঃ কন্যকাজাততনয়ে ব্যাসকর্ণয়োঃ। মেদিনী)

কানীয়স (ত্রি) কনীয়সঃ ইদম্। কনিষ্ঠ সম্বন্ধীয়।

কানীবৃক্ষ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Salvania cucullata)

কান্দুড় (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Crinum toxicarium)

কান্নুনগোই (পারস্য) মুসলমান রাজত্বকালে যে সকল রাজ-কর্মচারী ভূসম্পত্তির যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় নবাবের নিকট জানাইতেন, তাঁহাদিগেরই এই উপাধি ছিল। আইন আকবরীপাঠে জানা যায়, পূর্ব্বে প্রত্যেক সরকারে এক একজন কানুনগোই এবং তাঁহাদের অধীনে প্রত্যেক মহলে একজন করিয়া পাটোয়ারী নিযুক্ত থাকিতেন।

তৎকালে কোন ভূমির চৌহদ্দী, বিভাগ, বিক্রয় এবং হস্তান্তরকরণ প্রভৃতি ভূসম্পত্তিসম্বন্ধীয় কোন কার্য্য আবশ্যক হইলে প্রথমে কানুনগোইকে জানাইতে হইত অথবা তাঁহার আদেশ লইয়া কার্য্য করিতে হইত। ভূমিসম্পর্কীয় কোন বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে, কানুনগোই মীমাংসা করিয়া দিতেন।

আকবর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া রাজা টোডর মল্ল ও মুজঃফর খাঁ দশসালা বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা ১ জন নূতন কানুনগোই নিযুক্ত করিয়া প্রত্যেক সরকারের কানুনগোইদিগের নিকট হইতে ভূমিসম্পত্তিসম্বন্ধীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে রাজা টোডর মল্ল যখন জমা বন্দোবস্ত করিতে আইসেন, তখন এখানে কানুনগোইগণ প্রত্যেক ভূমির সীমা, তাহার জমা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় জানাইয়া টোডর মল্লের সাহায্য করিয়াছিলেন।

এখনও স্থানবিশেষে এরূপ কানুনগোই নিযুক্ত আছেন। বঙ্গদেশে পূর্ব্বে যাহারা কানুনগোই কার্য্য করিতেন, এক্ষণে তাঁহার বংশধরেরা ঐ কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলেও অনেকে কানুনগোই বা কানুনগো' উপাধি ভোগ করিতেছেন।

কান্নুম্ (কানন) পঞ্জাবের কুনাবার উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ৩১° ৪০ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩০ পূ°। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৯৩০০ ফুট উচ্চে পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এখানে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমঠ আছে, এই মঠে বিস্তর ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। এই স্থান লামদের প্রধান লামার অধীন।

এখানে "বিক্রান" নামক কম্বলের ব্যবসাই অধিক।

কান্মূক (দেশজ) কামুক কাক।

কান্নূন (পারস্য) আইন।

কান্নূনগোই (পারস্য) কানুনগোই।

কান্ত (ক্লী) কমতে দীপ্যতে, কম কর্ত্তরি ক্ত। ১ কুঙ্কুম। ২ লৌহবিশেষ। ৩ (ত্রি) মনোহর, সুন্দর। (পুং) ৪ শ্রীকৃষ্ণ। ৫ চন্দ্র। ৬ স্বামী। ৭ চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত ও অয়স্কান্ত মণি। ৮ হিজ্জলগাছ। ৯ বসন্ত ঋতু। ১০ বিষ্ণু। ১১ শিব। ১২ কার্ত্তিকেয়। ১৩ কামদেব। ১৪ (ত্রি) অভিলষিত।

কান্ত, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাহজহানপুর জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম, শাহজহানপুর সহর হইতে সাড়ে চারি ক্রোশ দক্ষিণে জলালাবাদের পথের ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪৮´ ২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৫১´ ৪৫´´ পূঃ।

এই নগরটি অতি প্রাচীন, যখন শাহজহানপুর সহরের পত্তন হয় নাই, তখন ইহার খুব সমৃদ্ধি ছিল, প্রাচীন অট্টালিকা, প্রাচীন দুর্গাদির ধ্বংসাবশিষ্ট স্তূপ প্রভৃতি দৃষ্টে ইহার কতকটা পূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানসময়ে পুলিসের থানা, ডাকঘর, সরাই ও কুচ করিবার মাঠ আছে। লোক সংখ্যা ৪৬৮১, তন্মধ্যে ২৭৬৮ হিন্দু। এই প্রাচীন জনপদটি মহাভারতোক্ত 'কান্তি' (ভীষ্ম ৯।১০) এবং পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি বর্ণিত 'কন্তিয়া' বলিয়া অনুমিত হয়।

কান্তকড়া (দেশজ) কান্তলোহ নির্ম্মিত কটাহ।

কান্ততা (স্ত্রী) কান্তস্য ভাবঃ, কান্ত তল টাপ্। ১ সৌন্দর্য্য। ২ স্বামিত্ব।

কান্তত্ব (ক্লী) কান্তস্য ভাবঃ, কান্ত ত্ব (তস্যভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) ১ মনোহারিতা। ২ স্বামিত্ব।

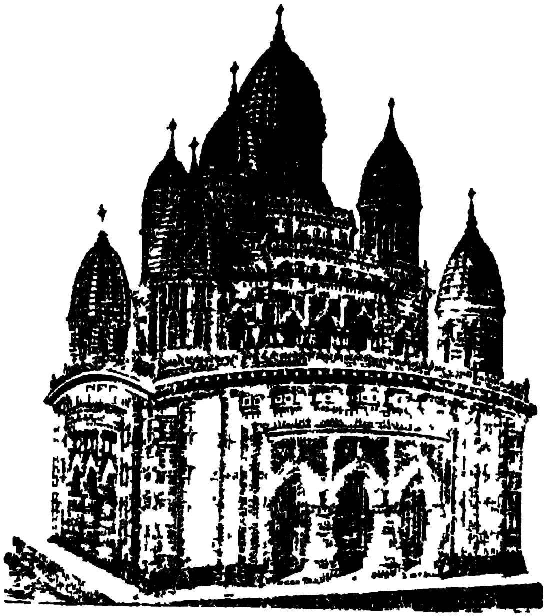
কান্তনগর, বাঙ্গালাপ্রদেশের দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বীরগঞ্জ থানার অধীন একটি গণ্ডগ্রাম, দিনাজপুর সহর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

কান্তনগর এখন যেমন একটি সামান্য পল্লী পূর্ব্বে এমন ছিল না, এখানকার দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে সহজেই বোধ হয় একসময়ে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং এখানে বহুলোকের বাস ছিল। এখন যে স্তূপাকার দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ নয়নগোচর হয়, অনেকের বিশ্বাস এই দুর্গ এক সময়ে বিরাটরাজার ছিল, তিনি ঐ দুর্গ মধ্যে বাস করিতেন, পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসকালে এখানে আগমন করিয়াছিলেন।

কান্তনগরের চারিদিকে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া আছে, তাহার নাম উত্তর গোগৃহ। প্রবাদ এইরূপ, এখানকার ধাপা নদীর পূর্ব্বতীরে এবং কাচাই নদীর উত্তরতীরে বিরাটরাজের গোধন চরিত। এই গোচারণমাঠে এক সময়ে অত্যুচ্চ প্রাকার পরিবেষ্টিত ছিল। এক্ষণে বৃক্ষলতাদিতে এই সকল স্থান জঙ্গলময় হওয়ায় সেই প্রাচীন প্রাকারের চিহ্ন পর্য্যন্ত বাহির করিবার উপায় নাই*।

* এখানকার অধিবাসীর মধ্যে কিংবদন্তি আছে, দিনাজপুরের অধিকাংশ স্থানই প্রাচীন মৎস্যদেশ। কিন্তু মহাভারতাদি পাঠ করিলে কোনক্রমে এ অঞ্চলে মৎস্যদেশের অবস্থান নির্ণীত হইতে পারে না। মৎস্যদেশ বা বিরাটরাজ্য উত্তর পশ্চিমপ্রদেশে। [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র এবং বিরাট ও মৎস্য শব্দ দেখ।]

কান্তনগরের কান্তমন্দির অতি প্রসিদ্ধ, এমন সুন্দর ও বিচিত্র মন্দির বঙ্গদেশে আর নাই। রাজা প্রাণনাথ দিল্লী হইতে কান্তনামে বিষ্ণুবিগ্রহ আনয়ন করেন। এই কান্তবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত সুপ্রসিদ্ধ কান্ত মন্দির নির্ম্মিত হয়। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ এবং অনুমান ১৭২০ খৃষ্টাব্দে এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। রাজা প্রাণনাথ এই মন্দির নির্ম্মাণার্থ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই মন্দির অধম বাঙ্গালা দেশের স্থপতি ও শিল্পিগণের গৌরবপ্রকাশক, ইংরাজাগমনের পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশের দীন শিল্পিগণ স্থাপত্য ও শিল্পবিদ্যায় কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা এই কান্তনগরের পবিত্র দেবমন্দির দেখিলেই জানা যায়। এটি



কান্তমন্দির।

নবরত্ন মন্দির। মন্দিরের ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত সুন্দর সুচারু ও অদ্ভুত কারুকার্য্য। এই মন্দিরে আদৌ পাথরের সম্পর্ক নাই, ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত সমস্ত ইষ্টকনির্ম্মিত। মন্দিরের প্রত্যেক খোপে বহু সংখ্যক দেবদেবীমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। দেবদেবীর মূর্ত্তি ব্যতীত, প্রায় দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালার নাগরিক পদ্ধতি ও পরিধেয় বস্ত্রাদি কিরূপ প্রচলিত ছিল, তাহাও মূর্ত্তি দর্শন করিলে জানিতে পারা যায়। বলিতে কি, এমন ইষ্টকনির্ম্মিত এবং ইষ্টকখোদিত সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দির আর কোথাও নাই।

কান্তনগরের কিছু দূরে সনকা নামক স্থান। প্রবাদ আছে, বিখ্যাত বণিক চাঁদ সওদাগর এখানে একটি মাটির দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কান্তপক্ষী [ন্] (পুং) কান্তস্য কার্ত্তিকেয়স্য পক্ষী, ৬তৎ। যদ্বা কান্তঃ পক্ষো যস্য ইত্যাদি, কান্ত পক্ষ-ইনি। ময়ূর।

কান্তপুষ্প (পুং) কান্তানি মনোহরাণি পুষ্পাণ্যস্য, বহুব্রী। রক্ত কাঞ্চন গাছ।

কান্তলক (পুং) কং সুখং লকাতে আস্বাদতে, কম্ লক-কর্ম্মণি কঃ। নন্দীবৃ, তুনগাছ।

কান্তলোহ (ক্লী) কান্তং লৌহশ্রেষ্ঠত্বাৎ কমনীয়ং লোহম্। ১ অয়স্কান্ত। ২ লৌহবিশেষ, যে লৌহপাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে তৈল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

না হয় যাহার স্পর্শে হিঙ্গু স্বীয় গন্ধ পরিত্যাগ করে, নিম্বের কাথ ও মধুর আস্বাদ হয়, যাহাতে দুগ্ধ পাক করিলে দুগ্ধ বালুকাদির ন্যায় জমিয়া যায় এবং যে লৌহপাত্র জোলা ভিজাইয়া রাখিলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, তাহাকেই কান্তলৌহ কহে। এই লৌহদ্বারা বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ঔষধ প্রয়োগ করিবার জন্য ইহার জারণ মারণ প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্যের আবশ্যক। [ইহার উপদেশ লৌহ শব্দ দেখ।]

ইহার নিরুত্থীকরণসম্বন্ধে বসেন্দ্রসারসংগ্রহে এইরূপ উপদেশ লিখিত আছে। যথা—"শুদ্ধ পারদ ১ ভাগ গন্ধক ২য় ভাগ, এই উভয়ে সমপরিমাণ লৌহচূর্ণ, একত্র ঘৃত কুমারীর রসের সহিত ২ প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া তাম্র পাত্রে এক একটী গোলক করিয়া দিতে হইবে। [illegible] ... [illegible] কান্তলৌহ [illegible] ... [illegible] হইবে। এই চূর্ণ [illegible] ... [illegible] ... [illegible] উঠিবে।"

কান্তলৌহ [illegible]

কান্তবাবু [illegible] ... [illegible] সামান্য মুদীর দোকান [illegible] ... [illegible] ব্যবসায় করিতেন [illegible] ... [illegible] হেষ্টিংস [illegible] ... [illegible] আপন দোকান [illegible] ... [illegible] করিয়া [illegible] রক্ষা করেন। হেষ্টিংস [illegible] ... [illegible] কান্তবাবুর [illegible] বিস্মৃত হন নাই। তিনি প্রথমতঃ কান্তবাবুকে আপনার দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে হেষ্টিংসের অনুগ্রহে কান্তবাবু কোম্পানি বাহাদুরের নিকট গাজিপুর ও আজিমগড় জেলার অন্তর্গত "বাহারবন্দ" পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র লোকনাথ রাজাবাহাদুর উপাধি লাভ করিলেন। সন ১১৯৫ সালে পৌষমাসে কান্তবাবুর মৃত্যু হয়। কান্তবাবু হেষ্টিংসের ডান হাত ছিলেন যত কিছু কুকর্ম হেষ্টিংস্ করিতেন, তাহা এই কান্তবাবু দ্বারাই সম্পন্ন হইত। হেষ্টিংসের টাকার প্রয়োজন হইলেও, কান্ত ধার করিয়া আনিয়া দিতেন। যেখানে হেষ্টিংস যাইতেন সঙ্গে সঙ্গে কান্ত বাবু থাকিতেন, এক সময় হেষ্টিংস্ কান্তবাবুর জন্য কাশীর রাজাকেও শাসাইয়া ছিলেন।

কান্তবাবু কমলাকান্তের বেনামীদার। তিনি আপন পুত্রের নামে লবণ ব্যবসায় চালাইতেন। (কান্তবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে Beveridge' The Trial of Nanda Kumar, p 234-45, 397-401 দেখ।)

ইনিই বর্ত্তমান কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথের পিতামহ।

কান্তা (স্ত্রী) কাম্যতে অসৌ, কম ণিচ্ ক্ত টাপ্। ১ পত্নী। ২ সুন্দরী স্ত্রী। ৩ প্রিয়ঙ্গু। ৪ বড় এলাইচ। ৫ রেণুকা। ৬ নাগরমুথা। ৭ পৃথ্বী।

("বৃন্দা সকল কান্তা কুলপালা কলাবতী।" কাশীখণ্ড ২৯।৪৩)

কান্তাই, বাঙ্গালা প্রদেশের রংপুর জেলার অন্তর্গত একটী [illegible] ক্রোশ। এখানে নীলের [illegible] ... [illegible] পূঃ। [illegible] ... [illegible]

[অশোক দেখ।]

[illegible] ... [illegible] অশোক।

[illegible] ... [illegible] কান্তং আয়সম্, [illegible] ... [illegible] কান্তলৌহ।

কান্তার (ক [illegible] ... [illegible] কান্তং [illegible] ... [illegible]) [illegible] ... [illegible] শরীর [illegible] ... [illegible] ইক্ষু। [illegible] কোবিদার বৃক্ষ। ৫ বাঁশ। (পুং ক্লী) ৬ মহাবন। ৭ দুর্গম পথ। ৮ [illegible]। ৯ ছিদ্র। ১০ দুর্ভিক্ষ।

কান্তারক (পুং) কান্তার স্বার্থে কন্। ইক্ষু বিশেষ কাজলি আক্।

কান্তারগ (ত্রি) কান্তারং গচ্ছতি কান্তার গম ড। যে বনে গমন করে।

কান্তারপথ (পুং) কান্তারে দুর্গঃ পন্থা, মধ্যলো°। বনমধ্যবর্ত্তী পথ।

কান্তারপথিক (ত্রি) কান্তারপথেন আহৃতম্ কান্তারপথ-ঠক্। (আহৃতপথক) যাহা জঙ্গল স্থল কান্তার পূর্ব্বপদা-ছুলক ব্যাং সূং। পা ৫।১।৭৭। বার্ত্তিক ১।) ১ বনপথ দ্বারা আহৃত। ২ বনপথে গমনকারী।

কান্তারবাসিনী (স্ত্রী) কান্তারে বাসো যস্যাঃ, কান্তার-বাস ইনি ঙীপ্। ১ দুর্গা। ২ বনবাসিনী।

কান্তারা (স্ত্রী) কান্তার ঙীষ্ (বিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ৪১।) ইক্ষুবিশেষ, কাজ্লি আক্।

কান্তি (স্ত্রী) কম্ কন্-ভাবে ক্তিন্। ১ দীপ্তি। ২ শোভা। কান্তির সংস্কৃত পর্য্যায়—শোভা, দ্যুতি, দীপ্তি, ছবি, শুভা, ভাসা, ভাঃ ও অভিখ্যা। ৩ স্ত্রীশোভা।

"রূপযৌবনলালিত্যং ভোগাদ্যৈরঙ্গভূষণম্।

শোভা প্রোক্তা সৈব কান্তি র্মন্মথাপ্যায়িতা দ্যুতিঃ॥"

সাহিত্যদর্পণ ৩।

রূপ ও যৌবনের লালিত্য এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা যে সৌন্দর্য্য হয়, তাহার নাম শোভা। এই শোভাই কামচেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে তাহাকে কান্তি কহে।

৪ ইচ্ছা। ৫ কামশক্তিবিশেষ। ৬ দুর্গা। ৭ গঙ্গা। ৮ চন্দ্রের কলাবিশেষ। ৯ চন্দ্রের স্ত্রীবিশেষ। ১০ কান্তিকজ্জা।

কান্তিক (ক্লী) কান্তা, কান্ত আখ্যায়া কায়তি আহ্বয়তে, কান্ত-কৈ-ক। কান্ত বা কান্তলৌহ।

কান্তিকর (ত্রি) কান্তিং করোতি, কান্তি-কৃ-খ। কান্তি-বর্দ্ধক দ্রব্যাদি।

কান্তিদ (ক্লী) কান্তিং দ্যতি নাশয়তি, কান্তি-দো-ক। ১ পিত্ত। [পিত্ত দেখ।] ২ (ত্রি) কান্তিং দদাতি, কান্তি-দা-ক। কান্তিদায়ক, শোভাবৰ্দ্ধক। ৩ ঘৃত।

কান্তিদা (স্ত্রী) কান্তিদ-টাপ্। সোমরাজী।

কান্তিদায়ক (ক্লী) কান্তিং দদাতি, কান্তি-দা-ণ্বুল্। ১ কালিয়ক নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ২ (ত্রি) শোভাদায়ক।

কান্তিনগরী (স্ত্রী) কাঞ্চীনগরী।

কান্তিপুর (ক্লী) ১ নেপালের অন্তর্গত নগরবিশেষ। এখন নেপালের রাজধানীর নাম কাটমাণ্ডু, পূর্ব্বে এই নগরকে কান্তিপুর বলিত। নেপালীরাজবংশাবলীপাঠে জানা যায় যে রাজা লক্ষ্মীনরসিংহ মল্ল ৭১৫ নেপালীসম্বতে (১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে) গোরক্ষনাথের পূজার্থ একটি বৃহৎ কাষ্ঠমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তদনন্তর কান্তিপুর স্থানে কাটমাণ্ডু নাম হইল। স্কন্দপুরাণের কুমারিকাখণ্ডে লিখিত আছে—"নবৈকলক্ষা গ্রামাণাং কান্তিপুরে প্রকীর্তিতাঃ।" ৩৭ অঃ। কান্তিপুরে নবলক্ষ গ্রাম আছে। ইহাতে বোধ হইতেছে কুমারিকাখণ্ডোক্ত কান্তিপুর নেপালরাজ্যের একটি প্রাচীন নাম অথবা কুমারিকাখণ্ডের অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হয়। ২ গোয়ালিয়াররাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। ইহার বর্ত্তমান নাম কাট্‌বার, অশ্বিনদীর তীরে অবস্থিত। প্রভাসখণ্ড মতে এখানে জনপ্রিয় নামক দেবতা বিরাজ করেন।

কান্তিভৃৎ (ত্রি) কান্তিং বিভর্ত্তি, কান্তি ভৃ-ক্বিপ্। ১ কান্তি-বিশিষ্ট। ২ (পুং) চন্দ্র।

কান্তিমতী, কাঞ্চীপুরাধিপ চোলরাজ সোমেশ্বরের কন্যা ও পাণ্ড্যরাজ উগ্রপাণ্ড্যের পট্টমহিষী।

কান্তিমান্ [ৎ] (পুং) কান্তিঃ প্রাশস্ত্যেন অস্ত্যস্য, কান্তি-মতুপ্। ১ চন্দ্র। ২ কামদেব। ৩ (ত্রি) কান্তিযুক্ত।

কান্তিমত্তা (স্ত্রী) কান্তি মতো ভাবঃ, কান্তিমৎ-তল্-টাপ্। কান্তিবিশিষ্টতা।

কান্তিহর (ত্রি) কান্তিং হরতি নাশয়তি, কান্তি হৃ খ। কান্তিনাশক।

কান্থক (ত্রি) বর্ণুনদ সমীপস্থ কন্থাং জাতঃ, কন্থা-বুক (বর্ণোবুক্। পা ৪। ২। ১০৩।) বর্ণুনদের সমীপস্থ কন্থাজাত।

কান্থক্য (পুং) কন্থকস্য অপত্যং গোত্রাপত্যম্, কন্থক-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪। ১। ১০৫। কন্থক ঋষির বংশীয়।

কান্থক্যায়ন (পুং) কন্থকস্য অপত্যং গোত্রাপত্যম্, কন্থক-যঞ্-ফক্। কন্থক ঋষিবংশীয়।

কান্থিক (ত্রি) কন্থায়াং জাতঃ, কন্থা-ঠক্ (কন্থায়াষ্ঠক্। পা ৪। ২। ১০২।) কন্থাজাত।

কান্দ (ত্রি) কন্দস্য ইদম্, কন্দ-অণ্। ১ কন্দসম্বন্ধীয়। ২ কন্দজাত।

কান্দন (দেশজ) ক্রন্দন, রোদন।

কান্দনী (দেশজ) যে বালিকা বা যে স্ত্রী অধিক রোদন করে।

কান্দর্প (পুং) কন্দর্পস্য অপত্যং পুমান্, কন্দর্প অঞ্। ১ কন্দর্পের পুত্র, অনিরুদ্ধ। ২ (ত্রি) কন্দর্পসম্বন্ধীয়।

কান্দর্পিক (ক্লী) কন্দর্পায় কন্দর্পবৃদ্ধয়ে প্রয়োজনমস্য, কন্দর্প-ঠক্। কামবৃদ্ধিকারক দ্রব্য ও নিয়মাদি।

[বাজীকরণ দেখ।]

কান্দব (ক্লী) কন্দৌ সংস্কৃতং ভক্ষ্যম্, কন্দু-অণ্। পিষ্টকাদি ভোজ্যবস্তু।

কান্দবিক (ত্রি) কান্দবং পণ্যং অস্য, কান্দব ঠক্ (তদস্য পণ্যম্। পা ৪। ৪। ৫১।) পিষ্টকবিক্রেতা, মিঠাইওয়ালা।

কান্দা (দেশজ) রোদন করা।

কান্দাবিষ (ক্লী) কান্দবিষ, চান্দসত্বাৎ দীর্ঘঃ। মূলবিষ, কন্দবিষ।

কান্দাহার, আফগানস্থানের একটি প্রদেশ। হণ্টর প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, কান্দাহার আলেক-সান্দার বা সিকন্দর শব্দের অপভ্রংশ। প্রসিদ্ধ মাকিদনবীর আলেকসান্দার নিজ নামে এখানে একটি নগর পত্তন করেন, তাহার নামানুসারেই এই নগরের নামকরণ । কিন্তু

ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ঋগ্বেদে (১।১২৬।৭) ও অথর্ব্ববেদে (৫।২২।১৪) গন্ধার নামক জনপদ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।৩৪), শতপথব্রাহ্মণ (৮।১।৪।১০), ছান্দোগ্যোপনিষৎ (৬।১৪।১) অথর্ব্বপরিশিষ্ট (৫৬) রামায়ণ (৪।৪৩।২৪), মহাভারত, হরিবংশ ও পাণিনি সূত্রে গন্ধার বা গান্ধার জনপদের উল্লেখ আছে। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা অনুসারে এই জনপদ সিন্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়

ঋক্‌সংহিতায় লিখিত আছে—

"সর্ব্বাহমস্মি রোমশা গন্ধারীণামিবাবিকা।" ১।১২৬।৭।

আমি গান্ধারদেশীয় মেষীর ন্যায় লোমপূর্ণা ও পূর্ণাবয়বা। এখনও আফগানস্থানে লোমশ মেষ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ঋক্‌সংহিতায় গান্ধারদেশীয় কুভানদীর উল্লেখ আছে, আলেক্‌সান্দার যে সময়ে ভারত আক্রমণ করেন, তৎকালীন গ্রীকগণ ঐ নদীকে 'কোফন' ও 'কোফেস' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, এই নদীর বর্ত্তমান নাম কাবুল।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে আলেকসান্দারের আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতে যাহা গান্ধাররাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহারই অপভ্রংশ বর্ত্তমান কান্দাহার। কান্দাহার প্রদেশ এখন আর পূর্ব্বকালের ন্যায় বিস্তীর্ণ না হইলেও চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্‌ সুংযুন ও হিউএন সিয়াং প্রভৃতির সময়ে এই জনপদ বর্ত্তমান পেশাবার ও কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল [গান্ধার দেখ।]

বর্ত্তমান কান্দাহার প্রদেশ খিলাত ই খিলজাইর ৫ ক্রোশ দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত রাজ্যের পশ্চিম, দক্ষিণে বেলুচিস্থানের সীমান্ত এবং পশ্চিমে হেলমন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এই প্রদেশে শাহমকসুদ, গুলকো, ... এবং গাজে নামক একটি গিরিমালা আছে এবং হেলমন্দ, তর্ণক, অরগন্দাব দোরী, অর্ঘস্তান ও কদনাই নামে কএকটী নদী প্রবাহিত হইতেছে।

প্রধান নগর—কান্দাহার, ফরা, খেলাত ই খিলজাই ও মারুফ। এখানে প্রায় চারিলক্ষ লোকের বাস, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ দুররাণীজাতি, পারসী ও খিলজাই জাতিও বিস্তর আছে। আয় প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা।

কান্দাহার, আফগানস্থানের অন্তর্গত কান্দাহার প্রদেশের প্রধাননগর। এই নগর ৩১°৩৭ উত্তর অক্ষাংশে ও ৬৫° ৩০ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায়, অরগন্দাব ও তর্ণকনদীর মধ্যে এবং কাবুলের ৩৮০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্ব অবস্থিত।

বর্ত্তমান কান্দাহার নগর বড় বেশী দিনের নির্ম্মিত নহে। আধুনিক নগর অরগন্দাব নদীর বামদিকে অবস্থিত, কিন্তু একবারে তীরবর্ত্তী নহে, নদী ও নগরের মধ্যে একটি পর্ব্বতশ্রেণী আছে। এই পর্ব্বতমালার মধ্যে একস্থানে একটি বিচ্ছেদ থাকায় নদীতীরের সহিত নগরের সংযোগ আছে। প্রাচীন কান্দাহার নগর বর্ত্তমান নগরের ৪ মাইল পশ্চিমে চেহেলজিনার পর্ব্বতের মূলে অবস্থিত ছিল, ইহার একদিকে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র ও অপরদিকে উচ্চ দুর্গম পর্ব্বত থাকায় লোকে বিশ্বাস করিত যে নগর অজেয়। কিন্তু নাদির শাহ বহুদিন অবরোধের পর নগর অধিকার করিয়া সে বিশ্বাস দূর করেন। ইহার পর প্রাচীন নগরের দক্ষিণপূর্ব্বে ৩৫ মাইল দূরে চতুর্দ্দিক পর্ব্বতশ্রেণী পরিবৃত সমতল ভূমির উপর আর একটি নগর নির্ম্মিত হয় ও তাহার নাম নাদিরাবাদ রাখা হয়, কিন্তু আহম্মদশাহ আবদালী এই নগরটিও ধ্বংস করিয়া ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান কান্দাহার নগর স্থাপন করেন। প্রাচীন কান্দাহারের বহু বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। এখনও ঐ ধ্বংসাবশেষ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়

প্রাচীনকালাবধি কান্দাহার নগর একটি বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া গণ্য। এই নগরে হিরাট, খেরাৎ, সিস্তান (পারস্য), কাবুল ও ভারতবর্ষ হইতে পাঁচটি বড় বড় রাস্তা আসিয়াছে। আর এই সকল স্থানের পণ্য, এখানকার বাজারে আনীত ও বিক্রীত হয়। প্রথমে আলেকসান্দার, তৎপরে ইহা তাঁহার সেনাপতি সিলিউকাসের অধীন হয়। তৎকালীন ইতিহাস আর কিছু পাওয়া যায় না। তৎপরে পারদ ও সাসান বংশীয়েরা অধিকার করেন, কিন্তু ইহাদের সময়েরও বিবরণ পাওয়া যায় না। তৎপরে হিজরাসনের প্রথম বর্ষে মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের বংশধরেরা প্রদেশে প্রবেশ করেন। ৮৬৫ খৃঃ, য়াকুব বেন লিস নামক এক ব্যক্তি "সাফোরি" রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া কান্দাহার অধিকার করেন। সামান বংশীয়েরা পুনরায় ইহাদিগের হস্ত হইতে কান্দাহার উদ্ধার করে, পরে গজনবী বংশীয়েরা তাহাদিগকে দূরীভূত করেন। তৎপরে ঘোরী বংশীয়েরা গজনবীদিগকে তাড়াইয়া আপনাদিগের অধিকারভুক্ত করেন। তাঁহাদিগের পর কান্দাহার সেলজুকীদিগের হস্তগত হয়। অবশেষে ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা কান্দাহারে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করে। তৎপরে আবার কয়েক বৎসর পরে গিয়াস-উদ্দীন মুহম্মদ ঘোরীর হস্তগত হয়। ১২১০ খৃষ্টাব্দে খোয়ারিজমের সুলতান আলাউদ্দীন মুহম্মদ এই স্থান অধিকার করেন। ১২২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র জাঁহাগীর

খাঁ কর্তৃক দূরীভূত হন, আবার মালেক দুর্কবংশীয়গণ আসিয়া তাঁহাদের খাঁর উত্তরাধিকারীদিগকে তাড়াইয়া দেন। কিছু দিন পরে মালেক-দুর্কীয়রা স্থানীয় সর্দারগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া নগর ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। অবশেষে ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে তৈমুর লঙ্গ সর্দারগণের হস্ত হইতে ইহা অধিকার করেন। তৈমুরবংশীয়গণ ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আপনাদিগের অধিকারে রাখিতে পারিয়াছিলেন। অবশেষে আবু সৈয়দের মৃত্যু হইলে কান্দাহার ও তৎপার্শ্ববর্তী কতিপয় স্থান স্বাধীন হইয়া উঠে। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের মোগলরাজ্যস্থাপয়িতা বাবর শাহবেগ নামক স্বাধীন রাজাকে পরাস্ত করিয়া কান্দাহার ভারতরাজ্যভুক্ত করেন। কিছু পরে পারসিকেরা এই স্থান অধিকার করে। এইরূপ একবার পারস্য ও অপর-বার ভারতের অধীনত্ব স্বীকার করিতে করিতে কান্দাহারের রাজলক্ষ্মী কিছুদিন অস্থির থাকিয়া অবশেষে ১৭২০ খৃষ্টাব্দে পারসিকেরা অধিকার করে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ ১০০০০০ সৈন্য লইয়া ১৮ মাসকাল অবরোধের পর কান্দাহার অধিকার করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শাহসুজা কান্দাহারের বিরুদ্ধে গমন করেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া প্রত্যাগত হন। তৎপরে সাদোজাইগণ কান্দাহার অধিকার করিতে চেষ্টা পায়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে শাহসুজা আর একবার ইংরাজের সাহায্য লইয়া কান্দাহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী সৈন্যসাহায্যে ২০ এপ্রেল কান্দাহার অধিকার করেন এবং নগর মধ্যস্থ আহমদ শাহের সমাধিমন্দিরে ৮ই মে তারিখে রাজপদে অভিষিক্ত হন। তৎপরে তাঁহার সৈন্যদল সমুদয় আফগানস্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত কাবুল ও গজনীর দিকে অগ্রসর হইল। সৈন্যের কতকাংশ কান্দাহারে রক্ষার নিকট রহিল। এই সময়ে দুরাণীর বিদ্রোহী হইয়া সাদোজাই জাতীয় আকবর খাঁ ও সফদর জঙ্গের অধীনে কান্দাহার আক্রমণ করে। অবশেষে ১৮৪৩ সালে নানাযুদ্ধ-বিগ্রহাদির পর সফদর-জঙ্গ নগর অধিকার করিলেন, কিন্তু অতি অল্পদিনের পর কোহন দিল খাঁ কর্তৃক বিতাড়িত হন। কোহনদিল অতি অত্যাচারী ছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কোহন দিল খাঁর মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র মহম্মদ-সাদিক আসিয়া পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন ও পিতৃব্য রহিমদিল খাঁর উপর অত্যাচার করায় রহিমদিল খাঁ আফগানরাজ দোস্তমহম্মদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দোস্তমহম্মদ আসিয়া নগর অধিকার করেন ও নিজ পুত্র গোলাম হায়দরকে শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত করিয়া যান। গোলাম হায়দরের পর শের আলী খাঁ প্রথমে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা শেষে আমীর হইয়া কাবুলে ফিরিয়া গেলেন ও নিজ ভ্রাতা আমীন খাঁকে শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। আমীন খাঁ শের আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কাজবাজের যুদ্ধে নিহত হন। আমীনের কনিষ্ঠ মহম্মদ শরিফ একবার বৃথা চেষ্টা করিয়া শেষে জ্যেষ্ঠের অধীনতা স্বীকার করেন। আজিম খাঁ নামক শেরআলীর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা বিদ্রোহী হইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে খিলাতি-ই-খিলজাই নামক স্থানে শেরআলীকে পরাস্ত করেন। পর বৎসর শেরআলীর পুত্র য়াকুব খাঁ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন।

এই সময়ে আফগানস্থানের সহিত ইংলণ্ডের মনো-মালিন্য ঘটায় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কোয়েটা হইতে সার ডোনাল্ড ষ্টুয়ার্ট একদল সৈন্য লইয়া আফগানরাজ্যে প্রবেশ করেন। সৈফউদ্দীন্ নামক সেনাপতি তক্তিপুল নামক স্থানে তাঁহাকে বাধা দেন, কিন্তু পরাস্ত হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার ইংরাজের অধীন হয়।

শের আলীর মৃত্যুর পর য়াকুব খাঁ গণ্ডমক নামক স্থানে ইংরাজের সহিত সন্ধি করেন। যুদ্ধাদি মিটিয়া যায়। সন্ধি অনুসারে ইংরাজদিগকে কান্দাহার ছাড়িয়া পশ্চিমে ফিরিয়া আসিবার আদেশ হইল, ইতিমধ্যে সার লুই ক্যাভাগনারি কাবুলের দরবারে অপদে নিহত হন, সুতরাং কান্দাহার পুনরায় ইংরাজ-কর্তৃক অধিকৃত হইল এবং কান্দাহারের রক্ষার্থ খিলাত-ই-খিলজাই নামক স্থান অধিকার করা হইল। ১৮৮০ সালে বোম্বাই হইতে মেজর জেনরল প্রিমরোজ উপস্থিত হইলে পর সার ষ্টুয়ার্ট সসৈন্যে ফিরিয়া আসিলেন। সর্দার শের আলী খাঁ ইংরাজের অধীনে কান্দাহারের ওয়ালী নিযুক্ত হন। সর্দার মহম্মদ আয়ুব খাঁ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। ইংরাজসেনানী বারো পথিমধ্যে বাধা দেন, কিন্তু স্বদলে একেবারে বিনষ্ট হওয়ায়, আয়ুব খাঁ কান্দাহারের পথ মুক্ত পাইয়া অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে আবদর-রহমন খাঁ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া নিজে আমীর বলিয়া পরিচিত হন। ইতিপূর্ব্বে সার রবার্টস্ কান্দাহারের উদ্ধারার্থ নূতন সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন।

সার রবার্ট পৌঁছিলে বাবা ওয়ালি কোটাল ও পাওয়ুলা-সাহিবদাদ নামক স্থানে আয়ুবের সহিত ভীষণ যুদ্ধ হয়। যাহে আয়ুব সমস্ত হারাইলেন। তাঁহার সৈন্য, শিবির অস্ত্রশস্ত্রাদি, কামান গোলাগুলি বারুদ সবই বিপক্ষের হস্তগত হইল। অবশেষে ১৮৮১ সালের এপ্রেল মাসে কান্দাহার-প্রদেশে শান্তিস্থাপন করিয়া সার রবার্ট কোয়েটায় ফিরিয়া

আসিলেন। তৎপরে আমীর আবদর রহমন মুহম্মদ হাকিম খাঁ নামক একজন ষোড়শবর্ষীয় বালককে সর্দার সমসুদ্দীন্ খাঁর অধীনে কান্দাহারে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

আয়ুব খাঁ হিরাটে পলাইয়া রহিলেন। এখানে তিনি জমসিদি জাতির অধিপতি স্বীয় শ্বশুরকে বিনষ্ট করিয়া নিজে অধিনেতা হইয়া আমীরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং আতা কুরেজ নামক স্থানে আমীরের সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া কান্দাহার দখল করেন। তৎপরে আমীর নিজে ধীরে ধীরে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়া আয়ুবের রসদ ও কামান গুলি অধিকার করিয়া ফেলিলেন। আয়ুব আবার হিরাটে পলাইলেন, কিন্তু সর্দার আবদুল কুদ্দুস খাঁ হিরাট অধিকার করায় আয়ুব পারস্যরাজের শরণাগত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

তৎপরে আমীর ... শাম-হায়দর খাঁর অধীনে ৭০০০ শিক্ষিত সৈন্য দিয়া কান্দাহার রক্ষা করিলেন ও ১৮৮১ সালে সর্দার নুর মুহম্মদ খাঁ শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

কান্দাহার নগর দেখিতে আয়তাকার, ৩॥ মাইল বিস্তৃত। চতুর্দ্দিকে গড়খাই প্রায় ২৪ ফুট গভীর। গড়খাইয়ের পর রৌদ্রদগ্ধ মৃণ্ময় প্রাচীর। ইহাতে ইষ্টক বা প্রস্তর নাই। রৌদ্রে শুকাইয়া পাথরের ন্যায় জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিক ১৯৬৭ গজ, পূর্ব্ব ১৮১০ গজ, দক্ষিণ ১৩৪৫ গজ ও উত্তর ১১৬৪ গজ। নগরের ৬টি ফটক। পূর্ব্বে শারজাদা ও কাবুলদ্বার দক্ষিণে শীকারপুরদ্বার, পশ্চিমে হিরাট ও তোপখানাদ্বার, উত্তরে ইদ্‌গাদ্বার। ৬টি দ্বার হইতে নগরের মধ্যে ৬টি বড় রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে শীকারপুরদ্বারের রাস্তা ও কাবুলদ্বারের রাস্তার মিলনস্থলে একটি মসজিদ ইহার নাম চারসু। ইহার গুম্বজের ব্যাস ৫০ গজ। রাস্তাগুলি ৫০ গজ বিস্তৃত। সহরের উত্তরে কেল্লা, তাহার নিকট তোপখানার মাঠ এই মাঠের পশ্চিমে আহম্মদ শাহ দুরাণীর কবর। ইহা অতি উচ্চ অট্টালিকা। নগরের প্রত্যেক দ্বার ও প্রত্যেক রাস্তা হইতে ইহার গুম্বজ দেখা যায়। ইহার চতুর্দ্দিকে আহম্মদশাহের বংশধরগণের আরও ক্ষুদ্র ১২টি কবর আছে।

কান্দাহারের বাণিজ্য এক প্রকার পারস্যবাসীরই একচেটিয়া বলিতে হয়। কান্দাহারের প্রধান উৎপন্ন রেসমের বস্ত্রাদি ও লোমজ গাত্রাবরণাদি (কোট জোব্বা ইত্যাদি)। তামাকের চাষ বহু বিস্তৃত। মেওয়াফল প্রচুর। শুষ্কফল এখানকার প্রধান খাদ্য।

কান্দাহারী বেগম, বাদশাহ শাহজহানের প্রথমা মহিষী। তিনি পারস্যরাজ ইস্মাইল সাফব (১ম) বংশোদ্ভব সুলতান হোসেন মির্জা সফীর কন্যা। সম্রাট্ অকবর পারস্যরাজ শাহ অব্বাসকে কান্দাহারের শাসনভার প্রদান করিলে পারস্যরাজ এই প্রদেশের শাসনভার সুলতান হোসেন মির্জার হস্তে অর্পণ করেন। হোসেন মির্জার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মুজঃফর হোসেন কান্দাহারের শাসনভার পাইলেন। তিনি ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তিনজন ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া অকবরের সভায় উপনীত হন। অকবর তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে পঞ্চহাজারী পদ এবং সম্ভলনামক স্থান জায়গীর দিলেন। কান্দাহারী বেগম তাঁহার ভগিনী। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে এই সুন্দরী রমণীর সহিত যুবরাজ খুরমের (পরে শাহজহানের) বিবাহ হয়। আগ্রার কান্দাহারী বাগ নামক উদ্যানে এই কান্দাহারী বেগমের সমাধি হয়। তাঁহার সমাধিমন্দিরটি অতি সুন্দর, এখন ভরতপুররাজের অধিকৃত।

কান্দি—মুরশিদাবাদ জেলার উপবিভাগ। ইহার পরিমাণফল ৬৮০ বর্গমাইল। ইহাতে কান্দি, ভরতপুর ও খড়্গাম নামে টি থানা আছে। এই উপবিভাগের সদরখানা কান্দি, বীরভূম হইতে ময়ূরাক্ষী নদী যেখানে এই জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, ঠিক সেইখানে ইহা অবস্থিত, এইখানে পাইকপাড়ার রাজাদিগের আদিবাস। ঐ বংশের আদিপুরুষ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গাগোবিন্দ ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কান্দিতে মাতৃশ্রাদ্ধ করেন এবং অভ্যাগতগণ ও ব্রাহ্মণবর্গকে ডাকিয়া বসাইয়া হাতে হাতে অপরাপর ... টাকা প্রসাদ আনাইয়া খাওয়াইয়া দিলেন।

কান্দিশভূত (ত্রি) কাং দিশম্ গচ্ছামি, ইত্যাকুলীভূতঃ, কান্দিশ-ভূক্ত ... পলায়িত। ১ ভীত।

("স কথঞ্চিৎ পরাক্রম্য বিন্দুকো বাক্যমব্রবীৎ।
কান্দিশ ... প্রত্যুত্তরবাক্যো 'দশম্'"
ভারত শান্তি ১২৯ অঃ।)

কান্দিশীক (ত্রি) কাং দিশং যামি ইতি বোধ যাহার অর্থে ঠক প্রত্যয়ে পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। যথা কবি বৈকুণ্ঠো ভবেতৈন নাথ বিভুরাম, শীঘ্র সেচনে তারে ... শীকঃ সংগ্রামে. কান্দিশীক ... অঙ্গ কান্দিশীকগণ। ভয় পাইয়া পলায়নকারী।

কান্দু (কান্দু বা কাঁদু) বঙ্গ ও বেহারবাসী নীচ-জাতিবিশেষ। স্থানবিশেষে এই জাতিকে কান্দু, ভড়ভূঞা, ভুঞা, ভুঞাব ও ভুরজি বলে। শস্যভর্জনই এই জাতির প্রধান উপজীবিকা ছিল।

কান্দুজাতির মধ্যে কয়েকটী শ্রেণী আছে—

১ মধেশিয়া।	৬ কোয়াক্।
২ মগহিয়া।	৭ ধুরিয়া।
৩ বন্টরিয় বা ভরভূজা।	৮ রবাণী। (রমণী বেহারা)
৪ কনৌজিয়া।	৯ বনমুক্তিয়া।
৫ গোঁড়	১০ ঠাঠর বা ঠঠেরা।

উক্ত শ্রেণীমধ্যে মধেশিয়া ও বন্টরিয়ারা পুরুষানুক্রমে শস্যভর্জ্জন ও মিঠাইবিক্রয় করিয়া আসিতেছে। কেবল মধেশিয়া ও মগহিয়ারা চাষবাস অথবা অপর কাহারও দাসত্ব করে। কনৌজিয়ারা খোয়া প্রস্তুত করে, গোঁড়েরা পাথর ভাঙ্গে কেহ কেহ জমীদারদিগের অনুচরের কার্য্য করে, কোয়াক বা কৈরাচ শ্রেণী শস্যভর্জ্জন, গৃহে মৃত্তিকা-লেপন ইষ্টক প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কেবল ধুরিয়া ও রবাণীরা পাল্কীর বেহারার কার্য্য করে এই শেষোক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে দুই একজন সামান্য মিঠাই বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।

এই জাতির মধ্যে ধুরিয়া ও রবাণীরাই পদমর্য্যাদায় সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন এই দুই শ্রেণীর সহিত কাহারের সম্বন্ধ আছে, এমন কি আদানপ্রদানও চলে, কিন্তু অপর শ্রেণীর কান্দুর কাহারের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না।

[কাহার দেখ।]

এই জাতিকে বাঙ্গালা দেশের স্থানবিশেষে পাচপীরীয়া কাঁড়ু বলে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পাচপীর ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাদের উপাধি সাহু অর্থাৎ সাধু। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে।

মূল বা গোত্র।

শ্রেণী		
মধেশিয় শ্রেণী	বনিয়াপাধর	কোটা
	বিজয় বনারস	শকভর
	দাহুটা	শ্রীবিজয়া
	হাতরূপা	

আকাশ	পাথর	পিলচ	মেওয়াস
আধগাও	ডাগর	নকি	বাকসরি
আফুনি	গাঙোল	বাধারকাম	নোনিয়া
আরাপ	ঢিলন	বিসনি	সরাইচাট
ইচনরির	জিয়ারনার	নের	লিবা
উজুরদাহা	ডিলোর	আরত	গৌরসবাদ
কাজেবার	জোগিল	মারচর	
কানাপ	দক্ষিবান	মাসর	
কানেইল	নেমিরোঅ	মহলি	
কারিবান	নেপা	মানধিয়া	
কানিষম	পঙ্কগৌতিয়া	মাসৌর	
কোচকস	পালি	মুন্তি	

বন্টরিয়া	চৌবিশা।	কাশবা।
কৈরাচ	চাদ	কোরিয়ার
	ভেওরি	মুধা
	কাছুয়াকাছা	

ইহারা স্বগোত্রে বিবাহ করে না। কেহ কেহ পিতৃ ও মাতৃপক্ষীয় তিন পুরুষ, কেহ বা সাত পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ দেয়। ইহাদের মধ্যে কন্যার বাল্যকালেই বিবাহ দেওয়া প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইলেও বয়ঃস্থা বিবাহের অভাব নাই। ইহাদের বিবাহের প্রধান অঙ্গ সিন্দুরদান। বিবাহ সময় কন্যাকর্ত্তা তিলক দেন এবং [illegible] যৌতুক দিতে হয়। কন্যাকর্ত্তা [illegible] বরকর্ত্তার গৃহেই বিবাহ হয়, [illegible] কন্যাকে বৎসামান্য (১০ টাকা) দিয়া সন্তুষ্ট করে।

গোঁড় শ্রেণীর মধ্যে একপ্রকার [illegible] আছে। যে অত্যন্ত দরিদ্র যাহার [illegible] কোন উপায় নাই সে যুবক [illegible] এরূপ স্থলে প্রথমতঃ আত্মীয় কুটুম্ব [illegible] তাহাদের সমক্ষে পুরোহিত [illegible] সিন্দুর অর্পণ করিয়া দেন। [illegible] বিবাহিতা বলিয়া গণ্য করে [illegible] পতি লাভ করে, তখন [illegible] অবস্থান করে কিছুকাল পরে [illegible] বিবাহ হয় যদি কোন স্ত্রী বিবাহের পূর্ব্বে পরপুরুষের সহবাস করে, তাহা হইলে পঞ্চায়েত [illegible] স্বামী [illegible] স্বতন্ত্র পুরুষকে বরণ করিতে পারে।

স্ত্রীলোক যদি [illegible] জাতীয় পুরুষের সহিত [illegible] তাহা হইলে সমাজচ্যুত [illegible] হইতে বহিষ্কৃত হয়।

ইহাদের বিধবারা সাঙ্গা প্রথানুসারে বিবাহ করিতে পারে। বিধবা দেবরকে বিবাহ করিতে [illegible] অন্য কাহাকে [illegible] যদি বিধবা দেবর ব্যতীত অন্য কোন পরপুরুষকে বিবাহ করে, আর যদি তাহার পুত্রসন্তানাদি থাকে তাহা হইলে [illegible] আত্মীয়েরা তাহার পুত্রদিগকে পাইবার অধিকারী কেবল কন্যাসন্তান মাতার সহিত যাইতে পারে। বিধবাবিবাহে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে বিধবার সিঁথায় সাতবার সিন্দুর লেপন করিয়া থাকেন।

কান্দুরা দুইটি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে। অনেক স্থলে

প্রথম পত্নীর অথবা পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া বিবাহ করিতে হয়। কিন্তু পত্নীর জোষ্ঠা সহোদরাকে বিবাহ করিতে পারে না।

ইহাদের মধ্যে কেহ শাক্ত, কেহ বা বৈষ্ণব। মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা যে সকল দেবদেবীর পূজা করেন, ইহারাও তাঁহাদিগকে পূজা করে অথবা মানিয়া চলে, এ ছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্র দেবতা আছেন। বেহারের কান্দুরা "গোরাইয়ার" পূজা করে। পূজা হইবার পূর্ব্বে ঘরের বাহিরে একতাল মাটি এক স্থানে রাখা হয়, দোসাধ (গোরাই ঠাকুরের পুরোহিত) আসিয়া সেই মাটির তালকে দেবতা কল্পনা করিয়া পূজা করে। পূজান্তে দোসাধেরা কান্দুদিগের হইয়া শূকরশাবক বলি দেয়। এই বলির মাংস পুরোহিত ও যে পরিবার পূজা দেয় সেই পরিবারের লোকেরা খায়। ছোট নাগপুরের পাহান নামক পুরোহিতেরা যেরূপভাবে দেবতার কার্য্যাদি করে, দোসাধেরাও সেইরূপ কার্য্য করে ও সেইরূপ ভাবেই দক্ষিণাদি পাইয়া থাকে। বর্ণ্টীয়ারা বা ভরভুঞা নামক শ্রেণীরা গোবিন্দ নামে গৃহদেবতার উপাসনা করে এবং জন্মাষ্টমীর দিন খই কলা, দধি ও মিষ্টান্ন ভোগ দেয় এবং দাতার আত্মীয়গণ মিলিয়া প্রসাদ খায়। গোঁড় শ্রেণীরা বৎসরে একদিন বন্দি-মা নামক দেবীর রৌপ্য প্রতিমার পূজা করে ও দশহরার দিন কাটারি, হাতুড়ি, টাঙ্গী, প্রভৃতি শিল কাটিবার অস্ত্র ও উপকরণাদি ধৌত করিয়া ঘৃত মাখাইয়া পূজা করে। কোয়াক শ্রেণীরাও বন্দি মা'র পূজা করে, কিন্তু তাহারা কাপড়ের প্রতিমা স্থাপন করে। ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের মগহিয়া কান্দুরা কলালী শাহ (কালালী মহারাজ বা কালালী বাবা) নামক জনৈক দৈবশক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পূজা করে, ইহার নিকট ছাগ, মিষ্টান্ন ও নানাবিধ কলাই, গম ও তিলাদি ভাজা উৎসর্গ করে এবং শ্রাবণ ভাদ্রমাসে গাঁজা নিবেদন করিয়া দেয়। ভুনাওয়ালা কান্দুরা মাঘমাসে সরস্বতী পূজা করে, কিন্তু সেই দিন গোধা শিবনাথ নামক দেবতার পূজা দেয়। এই পূজার তাহারা ঘৃত, ময়দা, যবের ছাতু ও অন্যান্য যে সকল দ্রব্য লইয়া ব্যবসা করে, তাহার একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া ধুনা মিশাইয়া আগুনে আহুতি দেয় এবং খুব ধূম উঠিলে দেবতার প্রীতি হইল বলিয়া বিবেচনা করে। বেহারে আষাঢ় মাসের প্রতি শুক্রবারে রামঠাকুর, রামধামী, নব বা বাবা দেওসাই নামক দেবতার নিকট ছাগ বলি দেয়। ঢাকার কান্দুরা যদিও ব্রাহ্মণ দিয়া পৌরহিত্য করায়, তবু পাঁচপীরের ভজনা করে। অনেকে মুসলমানের রোজার সময় তাহাদের ন্যায় রোজা করে, তাহারা কৌপীন পরে, দরগায় মিষ্টান্নাদি সিন্নি দেয় ও মুসলমানি কবচ ধারণ করে। পাঁচ-পীরীয় কুম্ভকার ও বস্ত্র জাতির ন্যায় মানিকপীরের আখড়ার মহান্তরাই ইহাদের গুরু হয়। ইহাদের শ্রাদ্ধাদি ৩১ দিনে হয়। শস্যাদি ভাজিয়া ও ভাজিয়া বিক্রয় করাই (ভুনাওয়ালার ব্যবসাই) ইহাদের জাতিগত মূল ব্যবসা। উত্তরভারতে ইহারা অধিকাংশ কৃষক। গোঁড়শ্রেণীরা অট্টালিকাদি নির্ম্মাণার্থ প্রস্তরাদি কাটে ও পালিস করে। ইহারাই শিল নোড়া ও পাতভাঙ্গা জাঁতা প্রস্তুত করে, অনেকে রাজ-মিস্ত্রীর কার্য্যও করে। অনেকে ধনিগৃহে দাসত্বও করে। এই সকল দাসেরা বেতন স্বরূপ অর্থ পায় না, থাকিতে নিষ্কর বাড়ী পায় ও ফসল কাটিবার সময় 'মাজান' বলিয়া এক ভাগ পায়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও খাজা ভাজে ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে। ঢাকায় ইহারা চিঁড়াওয়ালার ব্যবসা করে। ইহাদিগের নিকট হইতে ইক্ষু, গুড়, প্রভৃতি শুষ্ক মিষ্টখাদ্য ব্রাহ্মণে গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু দুগ্ধ বা জলমিশ্রিত মিষ্টান্ন হিন্দুর অস্পৃশ্য।

ইহারা কোইরি, গোয়ালা, গন্ধোত প্রভৃতি জাতির সহিত একশ্রেণীতে গণ্য। কেহ কেহ বলেন, ইহারা নিম্নশ্রেণীর বেণিয়া জাতিতে গণ্য। ইহারা অপরের পাককরা দ্রব্য খায়। গোঁড়শ্রেণীরা ব্রাহ্মণের অন্নও খায় না।

কান্দুনে (দেশজ) যে বালক অতিরিক্ত রোদন করে।

কান্দুনা (দেশজ) অতিরিক্ত রোদনকারক।

কান্দুযাবাঘ (দেশজ) ব্যাঘ্র বিশেষ (Felis Jubata)

কান্দুলি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Commelina nudiflora.)

কান্ধ (দেশজ) স্কন্ধ, বাহুর উপরিভাগ।

কান্না (দেশজ) ক্রন্দন, রোদন।

কান্নাকাটি (দেশজ) অত্যন্ত রোদন।

কান্যকুব্জ (স্ত্রী) কন্যাঃ কুব্জা যত্র, কন্যকুব্জ-স্বার্থে অণ্। দেশবিশেষ, ইহার হিন্দী নাম কনোজ। সংস্কৃত পর্য্যায়, মহোদয় কান্যকুব্জ, গাধিপুর, কৌশ ও কুশস্থল।

[কন্যাকুব্জ ও কনোজ দেখ।]

কান্যকুব্জী (স্ত্রী) কান্যকুব্জ-ঙীপ। কান্যকুব্জদেশীয়া স্ত্রী।

কান্যপা (স্ত্রী) কাং জলাৎ অস্মিন্ জায়তে ক-অন্ত-জন্-ড টাপ। নলী নামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ।

কাপ (দেশজ) ১ কৌতুককারক।

"কেহ বলে ঐ এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।" (অন্নদামঙ্গল।)

২ ছদ্মবেশী, কপটাচারী। ৩ অবতার, যেমন "কলির কাপ"।

173-III

৪ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা কুলভ্রষ্ট, তন্মধ্যে একশ্রেণীর নাম 'কাপ।'

। ০। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী * দুই বিবাহ করেন, তাঁহার প্রথমপক্ষের স্ত্রীর গর্ভে উমাপতি, ভূপতি, ভবানীপতি, রুদ্রপতি, চণ্ডীপতি রুদ্রাণীপতি এই ছয় পুত্র এবং দ্বিতীয়পক্ষে পশুপতি নামে এক পুত্র জন্মে। প্রবাদ আছে, একদা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির প্রথমাপত্নী কবরীতে চম্পকপুষ্প ধারণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে ব্যভিচারিণী সন্দেহ করিয়া পরিত্যাগ করেন তাঁহার ছয় পুত্র নিরপরাধিনী জননীকে পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায়, তিনি মাতার সহিত ঐ ছয় পুত্রকেও ত্যাগ করেন। তাঁহার উপোক্ত পুত্রগণ স্বতন্ত্ররূপে করণ করিতে আরম্ভ করেন। তখন উদয়নাচার্য্যের সমাজবদ্ধ লোকগণ বলিতে লাগিলেন, "ইহারা সমাজপতি কর্তৃক পরিত্যক্ত অথচ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া স্বতন্ত্ররূপে করণ করিয়া 'কাচের' অর্থাৎ সংপুত্রের ন্যায় কার্য্য করিতেছে, সুতরাং ইহারা সকলেই কাচ অর্থাৎ সং। এই শব্দ হইতেই কাপ শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কাচগণই অবশেষে 'কাপ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। উদয়নাচার্য্য সমাজে এই প্রকার কঠোর নিয়ম প্রচলিত করিয়া যান যে, এই কাপগণের সঙ্গে একত্র আহার, বিহার, একশয্যায় শয়ন অথবা একঘাটে স্নান করিলে, কুলীনের কুলপাত হইবে এমন কি, কাপনিক্ষিপ্ত বারি কুলীনের অঙ্গে নিপতিত হইলেও তাহার কুল বিনষ্ট হইবে। ইহা দ্বারা কুলিনসমাজে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। কাপগণ কালাপাহাড়ের ন্যায় ইতস্ততঃ বারিনিক্ষেপ প্রভৃতি উপায় দ্বারা কুলীনগণের কুলনাশ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কুলীনসমাজ দিন দিন ক্ষীণবলায় নিপতিত ও কাপসমাজ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে রাজশাহীজেলার অন্তঃপাতী তাহেরপুর নিবাসী রাজা কংসনারায়ণ রায় দেখিলেন যে কাপ সম্বন্ধে উদয়নাচার্য্যকৃত কুনিয়ম সমাজে প্রচলিত থাকিলে অল্পদিন মধ্যেই কুলীন নাম বিলুপ্ত হইবে। এই নিমিত্ত তিনি কাপে এক কন্যাদান করিয়া কাপের মর্য্যাদা স্থাপন করেন, এবং কাপ ও কুলীনের একত্র ভোজন দিয়া সমাজে এই নিয়ম প্রচলন করেন যে, কাপ ও কুলীনে একত্র শয়ন, উপবেশন, স্নান ও ভোজনাদিতে কুলীনের কুলপাত হইবে না। কেবল কুলব্যাবসংযুক্ত কার্য্য অর্থাৎ কন্যা আদান প্রদান প্রভৃতি কার্য্যে কুলীনের কুল বিনষ্ট হইবে। তদবধি বারেন্দ্রসমাজে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। বর্তমান সময় সমাজে কাপের সংখ্যা অপ্রচুর নয় ও ইহার মধ্যে রাজশাহী জেলার অন্তঃপাতী লালহর, কাশীমপুর ও পাবনা জেলার অন্তর্গত হরিপুরের চৌধুরীগণ প্রধান কাপ।

* এই উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীকে অনেকে কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা বলিয়া স্বীকার করেন। ময়মনসিংহের অন্তর্গত পূর্ব্বধলা ও বাগমারার সিংহজোড়ি, গোপালপুরের রায় এবং বাজিতপুর প্রভৃতি স্থানের ভাদুড়ীগণ এই উদয়নাচার্য্যের বংশধর। ইহা ব্যতীত রাজশাহী ও পাবনা জেলাতেও ঐ বংশের অনেক লোক আছেন। পূর্ব্বধলার বর্তমান সিংহবংশ উদয়নাচার্য্য হইতে ২০ পুরুষ অধস্তন। সিংহবাবুরা বলেন, ঢাকা জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ মহকুমার অধীন বালিয়াটী গ্রাম উদয়নাচার্য্যের জন্মভূমি।

কাহারও বিশ্বাস, সুসঙ্গের বর্তমান রাজগণ উদয়নাচার্য্যের বংশোদ্ভব, কিন্তু তাহা নহে। উদয়নাচার্য্যের বংশোদ্ভব গৌরীকান্ত ভাদুড়ী নামে একজন সুসঙ্গে আসিয়া বাস করেন, তাঁহার তিন পুত্র জন্মে জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম রামগোবিন্দ, এই রামগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র হরিরাম সুসঙ্গের এক রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া যৌতুকস্বরূপ সুসঙ্গ পরগণার ৵০ আনা অংশ প্রাপ্ত হন। অতঃপর হরিরাম এবং তাঁহার বংশধরগণ সুসঙ্গের রাজবংশের "সিংহ" উপাধি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

[সুসঙ্গ দেখ।]

কাপটব (পুং) কাপটোর্গোত্রাপত্যম্, কাপটু অণ্। ১ কাপটু ঋষিবংশীয়। ২ (ক্লী) কুৎসিতঃ পটুঃ, তস্য ভাবঃ, কাপটু-ভাবে অণ্। নিন্দিত পটুতা।

কাপটিক (পুং) কপটেন চরতি. কপট-ঠক্। ১ ছাত্র। ২ অঙ্গের মর্দ্দক। ৩ প্রতারক।
(কাপটিকোঽঙ্গমর্দ্দকে ছাত্রে পুংসি শঠে ত্রিষু। মেদিনী।)

কাপট্য (ক্লী) কপটস্য ভাবঃ কাপট্যং, কপট-ষ্যঞ্। ১ কপটতা, শঠতা। ২ প্রতারণা।

কাপড় (দেশজ) বস্ত্র।

কাপথ (পুং) কুৎসিতঃ পন্থাঃ, কু পথিন্ অচ্ কোঃ কাদেশঃ (কাপথ্যক্ষয়োঃ। পা ৬। ৩। ২০৪।) ১ কুৎসিত পথ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ব্যধ্ব, দুরধ্ব, বিপথ, কদধ্বা, কুপথ, অসৎপথ ও কুৎসিতবর্ত্ম। ২ দানববিশেষ। ৩ বেণামূল।
(কাপথঃ কুৎসিতপথে উশীরে ক্লীবমিষ্যতে। মেদিনী।)

কাপরগাদি, বাঙ্গালাপ্রদেশের অন্তর্গত সিংহভূম-জেলার গিরিমালা। ইহার শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩৯৮ ফুট উচ্চ। এই গিরিমালা দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া ময়ূরভঞ্জের উত্তর সীমায় মেঘাসনি গিরির সহিত মিলিত হইয়াছে। এই গিরির উত্তর পাথর মধ্যে তাম্র উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে একদল সাহেব এখান হইতে তাম্র উঠাইত। কিন্তু অধিক ব্যয়সাধ্য হওয়ায় তাঁহারা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কার্য্যবন্ধ করেন, খাজনা বাবদে ধলভূমির রাজা তাঁহাদের একটী কল ও কারখানা দখল করিয়া রাখেন।

কাপা (স্ত্রী) কং সুখং আপ্যাতে অনয়া ক আপ বঞ্চ টাপ। বন্দিদিগের প্রাতঃকালীন স্তুতিপাঠ।

("প্রাতর্জরেথে জরণেব কাপয়া।" ঋক্ ১০। ৪০। ৩।
'প্রাতঃপ্রবোধক স্থায়নোবাণী কাপা তয়া। ভাষ্য)

কাপাটিক (স্ত্রী) কপাটিক এব, কপাটিকা স্বার্থে অণ্। ক্ষুদ্র কপাট।

কাপাল (স্ত্রী) কপালমেব, কপাল-স্বার্থে অণ্। ১ কুষ্ঠরোগ বিশেষ। [কপাল দেখ।]

২ (পুং) কোনকৌড়া গাছ।

কাপালিক (পুং) কপালেন নরকপালেন চরতি কপাল ঠক্। ১ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। ২ বামাচারিবিশেষ। ৩ যোগিবিশেষ।

কাপালী [ন] (পুং) কপালং ধার্যাত্বেন অস্ত্যস্য কপাল ইনি। ১ শিব। ২ বাক্ষ [illegible] সম্বিশেষ। ৩ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। পূর্ব্ববঙ্গের একপ্রকার নিম্নশ্রেণীর জাতি। কাহারও মতে কামারের ঔরসে ও তেলী কন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। আবার কেহ বলেন তিয়রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে কপালী বা কাপালীর জন্ম হইয়াছে। কপালীদের বিশ্বাস যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আসিয়াছে। আবার একটি প্রবাদ আছে—আদিশূরের সময় তাহারা শূদ্রজাতি বলিয়া পরিচিত ছিল। কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আগমন করিলে আদিশূর কপালীদিগকে অভ্যাগত ব্যক্তিগণের পদসেবা করিতে আদেশ করেন, কিন্তু কপালীরা তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে, গৌড়রাজ তাহাদিগকে সমাজের অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীতে গণ্য করিলেন।

এই জাতির উপাধি—সিকদার, মুন্সর মণ্ডল, দাস, হালদার ভুঁইয়া, মালা, মাঝি।

গোত্র—শিব ও কাশ্যপ।

ইহাদের মধ্যে কোন বিশেষ শ্রেণীভেদ নাই, তবে যাহারা কেবল গুণগুলি প্রস্তুত করে আর কেবল যাহারা গুণগুলি বিক্রয় করে, এই উভয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। যাহারা কেবল বিক্রয় করে, তাহারাই অপর হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। এই উভয়ের মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান হয় না।

কপালীরা কন্যার বালিকা বয়সে বিবাহ দেয়; উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত ইহারা শাস্ত্রানুসারে কন্যা সম্প্রদান করে। কন্যাকর্ত্তা বরের নিকট পণ লইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ অধিক প্রচলিত নাই, তবে প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। যদি কোন নারী ভ্রষ্টা হয়, তবে সে নিজ প্রণয়ীকে সাঙ্গা করিতে পারে না কিন্তু রক্ষিতা বেশ্যার ন্যায় তাহার সঙ্গে একত্র বাস করিতে পারে। এরূপ স্থলে উভয়ে নিন্দনীয় অথবা সমাজচ্যুত হইতে পারে।

কপালীদিগের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব, অল্পই শাক্ত। ইহারা বস্তানের বড় ভক্ত। বর্ণব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরহিত্য করে। আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে ইহারা ৩০ দিন অশৌচ গ্রহণের পর ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ করে। কাহারও অপঘাতে মৃত্যু হইলে ৪র্থ দিবসে শ্রাদ্ধ হয়।

কপালী পল্লিগ্রামে বাস করে পাটের চাষ দেয় এবং পাটের বস্ত্র হইতে গুণচট বয়ন করে। শণ বা তুলার চাষ করিলে ইহাদের জাতি নষ্ট হয়।

ইহারা তিন প্রকার গুণচটের ব্যবসা করে ঐ তিন প্রকারের নাম চালা চাট ও জাক।

পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে দুই একজন তালুকদার ও জমীদার ছিল। কিন্তু এখন ইহাদের সামাজিক অবস্থা শোচনীয়।

কাপাল্পী (স্ত্রী) কাপাল স্ত্রীব। বিড়ঙ্গ।

কাপাস (দেশজ কার্পাস শব্দের অপভ্রংশ) বৃক্ষবিশেষ ইহার ফল হইতে তুলা উৎপন্ন হয়। [কার্পাস দেখ।]

কাপাসীটেঙ্গরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Pimelodes, capasi Tayngra)

কাপাসীয়াপোকা (দেশজ) কাপাসবৃক্ষজাত কীটবিশেষ।

কাপিক (পুং) কপি ইব ঠক্ (অঙ্গুল্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫। ৩। ১০৮।) কপি, বানর।

কাপিঞ্জল (পুং) কপিঞ্জলস্য অপত্যম্ পুমান, কপিঞ্জল অণ্। কপিঞ্জলের পুত্র।

কাপিঞ্জলাদি (পুং) কপিঞ্জলান্ তন্মাংসানি অত্তি কপিঞ্জল-অদ্ অণ্ ইত্র চাতক ও তিত্তির পক্ষীর মাংসভক্ষক।

কাপিঞ্জল্যা (পুং) কাপিঞ্জলাদেরপত্যং পুমান, কাপিঞ্জলাদি ণ্য (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪। ১। ১৫১।) কাপিঞ্জলাদির পুত্র।

কাপিত্থ (স্ত্রী) কপিত্থস্য বিকারঃ কপিত্থ অঞ্ (অনুদাত্তাদেশ্চ। পা ৮। ৩। ১৪০।) কপিত্থ দ্বারা নির্ম্মিত বস্তু।

কাপিস্থক (স্ত্রী) দেশবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা)। বর্ত্তমান উত্তরপাঞ্চালের সঙ্কিশ নামক নগরের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান। [সঙ্কিশ বা সাকাস্থ্য দেখ।]

কাপিল (পুং) কপিলেন প্রোক্তং শাস্ত্রং বেত্তি অধীতে বা, কপিল অণ্ ১ সাংখ্যশাস্ত্রবেত্তা। ২ (কপিলমধিকৃত্য কৃতো

গ্রন্থঃ) কপিলমুনির মতানুসারে লিখিত উপপুরাণবিশেষ। ৩ পিঙ্গলবর্ণ। ৪ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট।

কাপিলিক (পুং) কপিলিকায়া অপত্যং পুমান্, কাপিলিকা অণ্। কপিলবর্ণার পুত্র।

কাপিলেয় (পুং) কপিলায়া অপত্যং পুমান্, কপিলা-ঢক্। কপিলমুনির শিষ্যবিশেষ; ইনি কপিলা নাম্নী কোন ব্রাহ্মণীর স্তনপান করায় 'কাপিলেয়' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

(ভারত শান্তি ২১৮ অঃ।)

কাপিল্য (ত্রি) কপিলেন নির্বৃত্তম্, কপিল ণ্য। কপিল-নির্মিত।

কাপিবন (ক্লী) দুইদিন সাধ্য অহীন যজ্ঞবিশেষ।

(আঙ্গিরস চৈত্ররথ কাপিবনাঃ।" কাত্যা ২৩।২।৩।)

কাপিশ (ক্লী) কপিশা মাধবী, তৎপুষ্পাৎ জাতম্, কপিশা-অণ্। ১ মাধবীফুল হইতে প্রস্তুত মদ্য। ২ মদ্যমাত্র।

কাপিশায়ন (ক্লী) কপিশ্যা জাতম্, কাপিশী ষ্ফক্ (কাপিশ্যাঃ ষ্ফক্। পা ৪।২।৯৯।) ১ মদ্য। ২ দেবতা। ৩ কাপিশী জনপদবাসী।

কাপিশী (স্ত্রী) পাণিন্যুক্ত প্রাচীন জনপদবিশেষ। (পা ৪।২।৯৯।) চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই জনপদ "কি অ-পি শি" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজকের সময়েও এই জনপদ ক্ষত্রিয়রাজের অধীন ছিল। তৎকালে এখানে নির্গ্রন্থ পাশুপত, কাপালিক, দেবোপাসক এবং বিস্তর বৌদ্ধ বাস করিত। সেই সময়ে এই জনপদ ৪০০০ লি (প্রায় ৩৩১ ক্রোশ) বিস্তৃত ছিল। (Bea'ls Buddhist Record 1. 54-58 দেখ।)

পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি 'কপিশা', প্লিনি 'কপিশিন' ও সলিনাস 'কফনা' নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

কানিংহাম সাহেবের মতে, এই প্রাচীন জনপদটি বর্তমান কাফিরিস্থান, ঘোরবন্দ ও পঞ্জশির পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায়, যে বর্তমান বন্নু (পাণিনি-কথিত বর্ণু) উপত্যকা-প্রদেশ অবধি কাপিশীর ক্ষত্রিয় রাজের অধিকারভুক্ত ছিল।

প্লিনি 'কপিসসা' নামে ইহার রাজধানীর উল্লেখ করিয়াছেন। উহার বর্তমান নাম কুসান অথবা ওপিয়ান্।

কাপিশেয় (পুং) কপিশায়া অপত্যং পুমান্, কপিশা-ঢক্। পিশাচ।

কাপিষ্ঠল (পুং) কপিষ্ঠলস্য ইদম্, কপিষ্ঠল-অণ্। প্রাচীন জনপদবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় কাপিষ্ঠল নামে উক্ত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক্ ভৌগোলিক এরিয়ান বর্ণিত কাম্বিস্থলী। পঞ্জাবের উত্তরে ইরাবতী ও অশিক্নী নদীর মধ্যবর্তী। ২ গোত্রভেদ। (কাশে নাগর § ১০৮।২২।)

কাপিষ্ঠলি (পুং) কপিষ্ঠলস্য গোত্রাপত্যম্, কপিষ্ঠল-ইঞ্। কপিষ্ঠল ঋষিবংশীয়।

কাপী (স্ত্রী) ১ নদীবিশেষ। ২ স্ত্রীবিশেষ।

কাপু, মান্দ্রাজ প্রদেশবাসী একপ্রকার নিম্নজাতি। ইহারা স্থানবিশেষে কাপলু, রেড্ডী বা নায়ডু নামে পরিচিত। নেল্লুর, কডপা, কর্ণুল, ইংরাজের শাসনভুক্ত রাজ্য ও সমস্ত তৈলঙ্গে এই জাতির বাস। প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যই ইহাদের উপজীবিকা। তবে কেহ কেহ ব্যবসাদিও করিয়া থাকে। ইহারা চতুর, সাহসী ও কার্য্যক্ষম।

এই জাতি ১৪টি শাখায় বিভক্ত। যথা—আরে, কামিনে, চঞ্চুটী, দেসুরি, নেরাডু, পন্টা, পাকানটী, পেদাকান্তি, পল্লে, মোটাতি, রচু, বেলাপ ও বেলামা কাপলু।

কাপুড়ে (দেশজ) কাপড়বিক্রেতা, বস্ত্রব্যবসায়ী।

কাপুরুষ (পুং) কুঃ পুরুষঃ কোঃ কাদেশঃ (বিভাষা পুরুষে। পা ৬।৩।১০৬।) নিন্দিত পুরুষ।

কাপুরুষতা (স্ত্রী) কাপুরুষস্য ভাবঃ কাপুরুষ-তল্। ১ নিন্দিত পুরুষের কার্য্য। ২ ভীরুতা প্রভৃতি।

কাপুরুষত্ব (ক্লী) কাপুরুষস্য ভাবঃ কাপুরুষ ত্ব (তস্য ভাবস্তলৌ। পা ৫।১।১১৯।) ১ নিন্দিত পুরুষের কার্য্য। ভীরুতা প্রভৃতি।

কাপুরুষ্য (ক্লী) কাপুরুষস্য ভাবঃ, কাপুরুষ ষ্যঞ্। কাপুরুষতা।

কাপেয় (ত্রি) কপের্ভাবঃ কার্য্যম্বা, কপি-ঢক্। ১ কপি-সম্বন্ধীয়। ২ বানরের কার্য্য।

কাপোত (ক্লী) কপোতানাং সমূহঃ, কপোত-অণ্। ১ পায়রার ঝাঁক। ২ (কপোতস্য ইদম্) পায়রাসম্বন্ধীয়। ৩ সৌবীরাঞ্জন। (পুং) ৪ সাজিমাটী। ৫ কপোতবর্ণ। ৬ কচক। ৭ (ত্রি) কপোতবর্ণবিশিষ্ট।

কাপোতক (ত্রি) কপোতাঃ সন্তি অস্যাম্ কপোত চ-কুক্ চ, তত্র ভবঃ অণ্, তস্য লুক্। কপোতবিশিষ্ট দেশজাত।

কাপোতপাক্য (পুং) কপোতানাং পাকঃ ডিম্বঃ, তস্য সমূহঃ, কপোতপাক-ণ্য। পায়রার ডিম্ব সকল।

কপোতাঞ্জন (ক্লী) কপোতং তদ্বৎ অঞ্জনমেতি, কর্ম্মধা। সৌবীরাঞ্জন।

কাপোতি (ত্রি) কপোতস্য ইদম্, কপোত-ইঞ্। কপোতসম্বন্ধীয়।

কাপ্য (পুং) কপের্গোত্রাপত্যং, কপি-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো

ষঞ্। পা ৪।১।১০৫।) ১ কপি ঋষিবংশীয়, আঙ্গিরস। ২ বানরবংশীয়। ৩ (স্ত্রী) পাপ্য।

কাপ্যকর (পুং) কুৎসিতং আপ্যং কাপ্যং পাপং করোতি, কাপ্য-কৃ-ট। ১ যকৃত পাপ যে প্রকাশ করিয়া ফেলে। ২ (ত্রি) পাপকারক।

কাপ্যকার (পুং) কাপ্যং করোতি কাপ্য-কৃ অণ। ১ যে পাপ করিয়া তাহা প্রকাশ করে। (ত্রি) পাপকারক।

কাপ্যায়নী (স্ত্রী) কপের্গোত্রাপত্যং, কপি-ষঞ্-ফক্ ঙীষ্। কপিবংশীয়া।

কাফর (আরবী) মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে কাফর, কাফির বা কাফের বলিয়া থাকে।

কাফল (পুং) কুৎসিতং ফলং যস্য, কোঃ কাদেশঃ। কট্‌ফল।

কাফি, কাফি—এক প্রকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ফল। ইহা ভাজিয়া ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া চাএর ন্যায় দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া অনেকে প্রত্যহ পান করে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম,—

বাঙ্গালা		কাপি কাফি, কাবা।
হিন্দী		কাওয়া, বন, বুন্, কফী, কফি।
গুর্জরী	..	বুন, কাপ্পি।
বোম্বাই		কব বন, কহ বা, বুন, কাফি।
দাক্ষিণাত্য	..	বুন, তচের কেবে।
মহারাষ্ট্রী		কাফি, বন, বন্দ, বুন্।
তামিল		কাপি কোট্টাই কাপি-কোট্টৈ কাপি।
তৈলঙ্গ		কাপি ভিত্তুলু, কাপি।
কর্ণাটী		কাফি, বোন্দ বীজ, কাপি বীজ।
আরবী		বন, কহ্‌ওা কবা কুওবা।
পারসী	.	বন, কহ্‌ওা, কহোয়া, তুচম কেওহে।
ব্রহ্ম		কা-পাউত, কাফি-সি।
সিংহলী		কোপি-অত্তা, কোপি-কোট্টৈ।
ইংরাজী	...	কফি (Coffee)
ফরাসী	.	কফি (Cafe)
জর্ম্মণ	.	কফ্‌ফী (Kaffee)
বৈজ্ঞানিক নাম	..	কফিয়া এরাবিকা (Coffea Arabica

ইহার গাছ ১৫ হইতে ২০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার বহুসংখ্যক শাখা-প্রশাখা হয়, কিন্তু শাখা বড় দীর্ঘ হয় না। ইহার গাছের ছাল খর্জ্জুর গাছের ছালের ন্যায় ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। কমলানেবুর আকারের শাদা ফুল হয়। ফুলগুলি ক্ষুদ্র বকুল ফুলের ন্যায় হয়, পাকিলে রক্তবর্ণ দেখায়। প্রতি ফলে দুইটী মাত্র বীজ হয়। এই বীজ ছড়াইয়া বলা শুকাইয়া কিঞ্চিৎ করে। তৎপরে সেই শুষ্ক ফল ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া লইলেই দোকানের গুঁড়া কাপি প্রস্তুত হয়।

অনেকে অনুমান করেন যে, ইহার আরবী "কহোয়া" নামে প্রথমতঃ মদ্য বুঝাইত, এক্ষণে ইহাকে বুঝায়, আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে ঐ শব্দটী আবিসিনিয়ার (আফ্রিকা) অন্তর্গত কাফা প্রদেশের নাম হইতে অপভ্রংশ হইয়াছে। ইহার হিন্দীনাম বন্" হইতে ইহার গাছ ও ফল এবং "কহোয়া" নামে গুঁড়া কাপি বুঝায়।

এই ফলের আদিনিবাস আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়া, সুদন, গিনি এবং মোজাম্বিক প্রদেশের উপকূলে। এই সকল স্থানে এই গাছ আপনা হইতেই বনমধ্যে জন্মে। আরবদেশে ইহাদিগকে ওরূপে জন্মিতে দেখা যায় না। তবে বলা যায় না, আরবের দুর্গম মধ্যপ্রদেশে আছে কি না।

কাপির অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষে ৭ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়।

১। আরবী কাপি—(Coffea Arabica) ভারতের নানাস্থানে এই কাপির যথেষ্ট চাষ হয়।

২। বাঙ্গালার কাপি—(Coffea Bengalensis) কুমাউন হইতে মিশমি পর্য্যন্ত, উত্তর পশ্চিমে ও বাঙ্গালা, আসাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও টেনাসেরিমপ্রদেশে ইহা জন্মে। ইহার ফল ঈষদ আয়তাকার। চট্টগ্রামে ইহাকে "হরীণা" ফল বলে।

৩। সুগন্ধি কাপি—(Coffea fragrans) শ্রীহট্ট ও টেনাসেরিম প্রদেশে পাওয়া যায়। ফল পূর্ব্বোক্ত দুই জাতীয়ের ন্যায়ই হয়।

৪। আসামী কাপি—(Coffea Jenkinsii) আসামের খসিয়া পর্ব্বতে ইহা জন্মে। ফল ঈষৎ ডিম্বাকার হয়

৫ খসিয়া কাপি—(Coffea khasiana) খসিয়া ও জয়ন্তী পাহাড়ে জন্মে। ফলগুলি ¼ ইঞ্চিমাত্র মোটা হয়, বীজগুলি কোন ক্ষুদ্র হয়।

৬। ত্রিবাঙ্কুড়ের কাপি—(Coffea Travancorensis) ত্রিবাঙ্কুড়ে জন্মে। ফল লম্বায় ছোট ও চওড়ায় বড় হয়।

৭। মালাবারী কাপি—(Coffea Wightiana) দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে হয়। ইহার ফলের আকার ত্রিবাঙ্কুড়ের ফলের মত, কিন্তু একদিকে একটি গভীর টোল খাইয়া যায়।

প্রথম শ্রেণী ভিন্ন আর সকল শ্রেণীর কাপি অল্প জন্মে। দাক্ষিণাত্যের লোকেরাই বেশী কাপি খায় ও সেই দিকেই ইহার চাষ বেশী হয়। দাক্ষিণাত্যে কাপি এখন এত বেশী জন্মে যে, বিদেশেও রপ্তানি হয়।

১৫° উত্তর ও ১৫° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে কাফি বেশ ভাল জন্মে, কিন্তু ৩৬° উত্তর ও ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যপ্রদেশেও মাঝারি জন্মে। তুলার চাষ যেমন জমিতে হয়, ইহার চাষেও সেইরূপ জমী আবশ্যক। ইহার ঝোপ দেখিতে অতি মনোরম বলিয়া অনেকে ইহা উদ্যানে শোভার জন্য রোপণ করে। যেখানে ফারেণহীটের তাপমান ৬০° হইতে ৮০° পর্য্যন্ত উষ্ণতা অনুভূত হয়, সেই স্থানে ইহা জন্মে। যেখানে মাসে একবার বৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু বৎসরে ১৫০ ইঞ্চের অধিক বৃষ্টি হয় না, সেই প্রদেশে কাফি ভালরূপ জন্মে। ইহার চাষে বড় যত্ন আবশ্যক। অতিশয় মেঘ হইলে ব ঝড়বেগে বাতাস বহিলে ইহার পক্ষে অশুভ। জোর বাতাসে ইহার ফুল ঝরিয়া যায়, সুতরাং ফল ধরে না, প্রায় অর্দ্ধেক নষ্ট ক্ষতি হয়। অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইলে ইহার গাছে ছায়া আবশ্যক। সমুদ্র উপকূলে ইহা বড় ভাল হয় না। আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়ার সহিত সমসূত্রপাতে ভারতে যে যে স্থান পড়ে, সেই সকল স্থানে বিশেষতঃ নীলগিরি উপত্যকায় কাফি উত্তম হয়।

আবিসিনিয়ায় ইহার বৃক্ষফলকে "বন্" বা "বউন" বলে। প্রাচীন কালে মিসর ও সিরিয়ায় ঐ নামে চলিত ছিল। সেকালে সিরিয়াবাসীরা ইহার বীজকে কোভ (Cove) বলিত এবং উহাই সিদ্ধ করিয়া খাইত। আরবী গ্রন্থাদি আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, সেখ সাহাবুদ্দীন দভানি নামক এক ব্যক্তি আফ্রিকার উপকূলে কাফির ব্যাপার অবগত হইয়া সর্ব্বপ্রথম আদেনবন্দরে একখানি দোকান করে। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, সুতরাং ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাফি আরবে প্রথম আসে। ১৫১১ খৃষ্টাব্দে ইহা য়েমেন, মক্কা, কায়রো, দামাস্কাস, আলেপো ও কনষ্টান্টিনোপলে বিস্তৃত হয়। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলে একটি কাফি-পানাগার সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে এই আলেপো সহরেই রওলফ্ নামক জনৈক য়ুরোপীয়ের নিকট কাফি প্রথম পরিচিত হয়। তৎপরে কিরূপে ইহা ভারতে আনীত হয়, তাহা বলা যায় না। অনেকেই বলেন যে, বাবা বুদান নামে একজন মুসলমান সন্ন্যাসী মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে ৭টীমাত্র বীজ লইয়া মহিসুরে আসেন। দক্ষিণ ভারতে এই মতটির উপর এত বিশ্বাস যে, ইহার যে সমস্তই অমূলক, তাহা বোধ হয় না। ১৫৭৬ হইতে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লিন সোটেন (Jan Huygen van Linschoten) নামক একজন ওলন্দাজ এদেশে বেড়াইতে আসিয়া নিজ ভ্রমণবৃত্তান্তে মালাবার উপকূলের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কাফির নাম নাই। ইহার সমসাময়িক লেখকগণের পুস্তকে মিসরীয়গণের বউন বা বন্ ফলের কাথ খাইবার কথা পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, লিনসোটেন যে সময়ে এখানে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে এখানে কাফির কথা শুনেন নাই। ডাঃ ওয়ালিচ বিলাতে হাউস অব্ কমন্সে সাক্ষ্য দিবার সময় বলেন যে, "কলিকাতার কোম্পানীর বাগানে যে কাফি হইত, তাহা ভিন্ন আর কিছু খাই নাই।" তৎপরে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাও এই ঊনবিংশ শতাব্দীর বিবরণ। সিংহলে পর্ত্তুগীজ যাওয়ার পূর্ব্বে আরবেরা ইহা প্রথম প্রচার করে।

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপশ্রেণীতে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের শেষে গবর্ণর ভান হর্ণ (Van Hoorne) আরব বণিকগণের নিকট হইতে বীজসংগ্রহ করিয়া যবদ্বীপে বটেভিয়ানগরে রোপণ করেন। ইহা হইতে যে গাছ হয়, তাহার মধ্যে একটী চারা হলাণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহা হইতে চারা করিয়া ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে সুরিনাম নামক স্থানে পাঠান হয়। ইহার দশ বৎসর পরে আমষ্টার্ডমের কাফি বাগান হইতে একটি চারা চতুর্দ্দশ লুইকে উপঢৌকন দেওয়া হয়, পরে তাহা হইতে চারা লইয়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রোপণ করা হয়। ইহা হইতে নূতন মহাদ্বীপে কাফির চাষ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আমেরিকা ও য়ুরোপের কাফি-চাষের মূল যবদ্বীপ, কিন্তু এখন আমেরিকায় যে পরিমাণে কাফি উৎপন্ন হইতেছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন হয় না। এক ব্রেজিলেই ৫৩০০০০০০ পাঁচকোটী ত্রিশলক্ষ চারা হইতে যত্ন সহকারে ফল সংগ্রহ হইয়া থাকে। কোষ্টারিকা, গোয়াটিমালা, ভেনেজুয়েলা, গোয়ানা, পেরু, বলিভিয়া, মেক্সিকো, কিউবা, পোর্টোরিকো, ও অন্যান্য পশ্চিমভারতীয়দ্বীপে, অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে, কুইন্স ল্যাণ্ডে এবং পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপাবলীর মধ্যে সুমাত্রা, বোর্ণিয়ো ও মালয় উপদ্বীপে, শ্যামদেশে, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি প্রণালী মধ্যগত দ্বীপবিভাগে এবং ফিজিদ্বীপে ইহার চাষ হইতেছে। ব্রেজিল ও যবদ্বীপের আবাদ যত বিস্তৃত তত আর কোথাও নহে, তৎপরেই ভারতবর্ষ ও সিংহলদ্বীপের আবাদ উল্লেখ যোগ্য।

কাফিপানের প্রথা আরবে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, মুসলমান ধর্ম্মযাজকেরা ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন; কারণ মসজিদ্ বা দরগা অপেক্ষা কাফিপানাগারে লোকের আসক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। এই পানাসক্তি কমাইবার জন্য ইহার উপর দ্বিগুণ শুল্ক স্থাপিত হয়। গ্রেটব্রিটেনে চা-এর প্রথম দোকান হইবার পূর্ব্বে ১৬৫৭) কাফি পানা-

গার স্থাপিত হয় (১৬৫২ খৃঃ)। ডি, এড ওয়ার্ডস্ নামে একজন তুরস্কের ইংরাজবণিক্ কাফিপানে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়েন যে দেশে আসিবার সময় তাঁহাকে প্যাস্কোয়া রোসি নামক একজন গ্রীক চাকরকে প্রত্যহ কাফি তৈয়ার করিয়া দিবার জন্ম সঙ্গে লইয়া আসেন। ইঁহার বন্ধুবান্ধবরাও ক্রমশঃ কাফিপানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে বন্ধুবান্ধবের নিত্য উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি রোসিকে কর্ণহিলের সেণ্টমাইকেলের অ্যালো নামক স্থানে প্রকাশ্যে কাফিপানাগার খুলিয়া দেন। ক্রমশঃ ইহার ব্যবহার বাড়িয়া গেলে পানাগারের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় চার্লস (১৬৭৫ খৃঃ) এই সকল পানাগারের লোকের জনতা দেখিয়া ইহার ব্যবহার কমাইতে ও পানাগারের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিতে রাজাদেশ বিধিবদ্ধ করিয়া দেন। ফ্রান্সে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে কাফি ব্যবহার চলিত হয় এবং ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিনগরে প্রথম পানাগার স্থাপিত হয়। তৎপরে ক্রমশঃ য়ুরোপে সমগ্র ইহার ব্যবহার বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল। অবশেষে ১৮৪৭ সালে চা এর ব্যবসায় ও ব্যবহার অধিকতর বিস্তৃত হইয়া পড়িলে কাফির আদর কমিয়া যায়। ব্রহ্মদেশে কাফির চাষ হইতেছে, কিন্তু এখনও বীজের অভাব আছে। দিন দিন ইহার [illegible] বাড়িতেছে।

ভারতে দাক্ষিণাত্যে কাফির আবাদ রীতিমত হয়। ১৮৮৩। ৮৪। ৮৫ এই তিন বৎসরে দাক্ষিণাত্যে প্রায় ১৮৬৫০০ একর ভূমিতে ইহার চাষ হইয়াছে, তন্মধ্যে মহিসুরে ৮২১০০ একর ভূমিতে ৭, ১৮, ০, ০০০ পাউণ্ড, মান্দ্রাজ ৫৫১০০ একর ভূমিতে ১৩, ১৬০, ০০০ পাউণ্ড কুর্গে ৪২৩০০ একর ভূমিতে ৯, ৩৩০ ০০০ পাউণ্ড, ত্রিবাঙ্কুরে ৪৮০০ একর ভূমিতে ৮০০, ০০০ পাউণ্ড ও কোচীনে ২২০০ একর ভূমিতে ৮৩০০০০ পাউণ্ড কাফি উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতে পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে কিরূপে কাফি আসিল, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে বাবা বুদানের কথা বলা হইয়াছে। মহিসুরে ইহার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে দুই শতাব্দী পূর্ব্বে মক্কা হইতে আসিবার সময় তিনি কতকগুলি ফল ও ৭টি মাত্র বীজ আনিয়াছিলেন। এখানে তিনি যে পর্ব্বতশিখরে থাকিতেন, আজকাল লোকে তাঁহার নামানুসারে "বাবা বুদানগিরি" বলে। এই শিখরে তাঁহার কুটীরপার্শ্বে তিনি সেই ৭টী বীজ হইতে গাছ করেন, ক্রমশঃ সেই পর্ব্বতে ইহার অনেক গাছ হয়, তৎপরে ৬০। ৭০ বৎসর অতীত হইলে আরও নিকটবর্ত্তী কয়েক স্থানে ইহার আবাদ হয়। শেষে আজ প্রায় ৫০ বৎসর হইল, ইংরাজরাজের এদিকে দৃষ্টি পড়ায় ইহার রীতিমত আবাদ হইতেছে। মি ক্যানন নামক একজন ইংরাজ সর্ব্বপ্রথমে বাবুদানগিরির দক্ষিণে এক উচ্চ জমীতে ইহার প্রথম আবাদ করেন।

কাফির ব্যবসায়ে ইংরাজাধিকৃত দেশসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সুগন্ধি কাফি বহুপরিমাণে উৎপন্ন হয়। কাফিগাছের পাতা উপযুক্ত নিয়মে প্রস্তুত করিয়া লইলে চা রূপে ব্যবহৃত বা চা এর সহিত ভেজাল চলিতে পারে। সুমাত্রার পাডাংনামক স্থানের লোকেরা এই পাতা চা এর মত করিয়া প্রত্যহ পান করে। চা-এর ন্যায় উহারও ক্লেশ ও শ্রান্তিনাশক গুণ আছে।

কাফিফলের খোসা হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়। এখন এই তৈল বাহির করিবার প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই।

আমেরিকায় কাফির আরক উত্তেজক ও বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইংলণ্ডে চলিত হয় নাই। সুরাসারের প্রভাবে শরীরে যেরূপ কার্য্য উৎপাদন করে, ইহাতেও সেইরূপ হয়। কাফি চা অপেক্ষা [illegible], ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ করে। [illegible] বহু পরিমাণে খাইলে হয়।

টাইফয়েড জ্বর রোগী আরোগ্যের মধ্যে রোগীকে প্রতি দুই এক ঘণ্টা অন্তর দু চামচ কাফি খাওয়াইয়া মধ্যে মধ্যে ক্ল্যারেট ও ব্রাণ্ডি সহ সেবন করান হয়, ইহাতে যথেষ্ট উপকার দর্শিয়া থাকে। কাফিপানে ফরাসীদিগের মধ্যে মূত্রস্থলীতে অশ্মরীরোগের আতিশয্য কমিয়া গিয়াছে। তুরস্কে কাফিপান বাতের পীড়া নাই বলিলেই হয়। তুরস্কবাসীরা প্রত্যহ কাফি পান করে ইহাই তাহাদের প্রিয়তম পানীয়। সবিরাম জ্বরে কুইনাইনের ন্যায় কাচা কাফি খাইতে দেওয়া হয়, কিন্তু ততটা ফল হয় না। ভাজা কাফিতে পচা জীবশরীর বা বৃক্ষাদির দুর্গন্ধ দূর হয় এবং দূষিত বায়ুর সংক্রামকতা নষ্ট করে। মান্দ্রাজ ও গঞ্জামের হাসপাতালে প্রত্যহ কাফির ভাজা গুঁড়া পোড়াইয়া বায়ুর দূষিত অংশ নষ্ট করিয়া থাকে। আরবেরা বলে কাফির কামেচ্ছা নিবারক গুণ আছে। বাটীর প্রাঙ্গণে বা খোলা মাঠে কাফি পোড়াইলে হাওয়া বিশুদ্ধ হয়, ইহা অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের অনুমোদিত। ইহাতে [illegible] বিষও নষ্ট হয়।

লাইবেরিয়ার কাফি—(Liberian coffee) আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে লাইবেরিয়া, অঙ্গোলা, গোলকো, অল্টো প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ইহার বৃক্ষ আরবীয় কাফি-বৃক্ষ অপেক্ষা দৃঢ়; ফল ও পাতা বড়। যখন কাফিগাছের সম্বন্ধে সিংহলে অনুসন্ধান হয়, সেই সময়ে এই শ্রেণীর কাফি

য়ুরোপীয়দিগের নিকট প্রথম পরিচিত হয়। এই শ্রেণীর কাফিতে নাকি পোকা অধিক লাগে না।

কাফির চাষ লিখিয়া বুঝাইবার উপায় নাই; কারণ কাফির চাষ, বা বাগান না দেখিলে তাহা সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে না। আরবীয় কাফিগাছের নানারূপ পীড়া ধরে। আবহাওয়া, জল, চাষবাসের দোষেই অধিকাংশ পীড়া হয়। চাষের দোষে কাফরে, চারা মুসড়াইয়া যায়, পাতার হরিদ্রাবর্ণের শুড়ার উৎপত্তি ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, পাতা কোঁক ড়াইয়া যায় এবং কাফি-পোকা ও কাফিমাছি লাগা প্রভৃতি দোষ জন্মে; এতদ্ভিন্ন গজপাল, ইন্দুর, কাঠবিড়াল, শৃগাল ইত্যাদিতেও বিস্তর নষ্ট হয়। শৃগালের অত্যাচারে যে সকল ফল পড়িয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিয়া অনেকে শৃগাল কাফি নাম দিয়াথাকে।

কাফিখাঁ, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ইহার প্রকৃত নাম মহম্মদ হাশিম। ইনি পারস্যভাষায় মুন্তখবুল্ লুবাব ইতিহাস প্রণয়ন করেন, এই গ্রন্থে বাবর হইতে দ্বিতীয় মোগলবাদশাহগণের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্রাট্ ফরক-সিয়ারের রাজত্বকালে ইনি নিজামুউল্ মুলুক (হায়দরাবাদের প্রথম নিজাম) পদ প্রাপ্ত হন।

কাফিরকোট, সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত মেহেরের দক্ষিণ পশ্চিমস্থ একটি উপত্যকা। এখানে বড় বড় কৃত্রিম ধাপ আছে, এই ধাপে শস্য জন্মে। এই ধাপের মধ্যে মধ্যে প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। মুসলমানেরা ঐ সকল মূর্ত্তি কাফের (অর্থাৎ বিধর্ম্মী) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, বলিয়া ইহার নাম কাফির-কোট রাখিয়াছে।

কাফিরিস্থান,—ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমা ও হিন্দুকুশ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী একটি প্রদেশকে কাফিরিস্থান বলে। ইহার পশ্চিম সীমা আফগানস্থানের অন্তর্গত আলীসাঙ্গ নদী এবং পূর্ব্বে কুনার নদীকে সীমা বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই স্থানের অধিবাসীকে কাফির ও সিয়াপোশ বলে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন য়ুরোপীয় এই প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, সুতরাং তৎপূর্ব্বে ইহার যাহা কিছু বিবরণ পাওয়া যায় তাহার উপর প্রকৃতপক্ষে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। প্রাচীন ইংরাজ ঐতিহাসি-কেরা এই স্থান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহারা অধিকাংশই পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করা; কিন্তু এক্ষণে জানা গিয়াছে যে মুসলমানেরা এই প্রদেশে সহজে প্রবেশ করিতে পায় না বা করিতে চাহেনা, কারণ কাফির জাতির সহিত ইহাদের চিরশত্রুতা। কোন কাফির যদি নিজ-জীবনে কোন উপায়ে একটি মুসলমানকে হত্যা করিতে না পারে, তবে সে স্বজাতিতে স্বশ্রেণীতে স্ববংশে অপদার্থ ও হেয় হইয়া পড়ে। সুতরাং এরূপ সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে মুসলমানের নিকট এ প্রদেশের বা এই জাতির বিবরণ ঠিক জানা যাইবে কিরূপে?

এখানে সিয়াপোশ নামে একটি জাতি বাস করে, কেহ কেহ এই সিয়াপোশজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন যে ইহারা পারস্যের গবরজাতির ন্যায় আচারব্যবহারবিশিষ্ট কোন একটি আরবীয় জাতি হইতে উৎপন্ন, কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা আলেকসান্দারের গ্রীক সৈন্যের ঔরসোৎপন্ন, আবার কেহ অনুমান করেন যে মুসলমান মত পচারিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল অসভ্যজাতিক পর্ব্বতাদিতে বাস করিবার জন্য সমতল প্রদেশ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয়, সিয়াপোশেরা তাহাদেরই মধ্যে একশ্রেণী।

কাফরগণের ভাষার সহিত কিন্তু আরবী, পারসী বা তুর্কীভাষার বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই; বরং সংস্কৃতের সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে। এই কারণে আধুনিক ঐতিহাসি-কেরা বিবেচনা করেন যে, ইহারা আরব বা আফগানের মত একবারে একটি স্বতন্ত্র জাতি নহে, ইহারা ভারতীয় জাতিরই অন্তর্গত কেবল দেশভেদে যেন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এখানকার যে বিবরণ সংগৃহীত হয়, তাহা হইতে জানাযায় যে, এদেশে কত্তার, গম্বীর, দেন হল্ জ, অরণ্ স, ইশুর্গ, অপিসোঙ্গ, পণ্ডিত, বৈগল নামক কয়েকটি জনপদ আছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডব্লিউ ম'নেয়ার নামক ইংরাজই সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম এ প্রদেশে পদার্পণ করিতে সমর্থ হন। তিনি এখানকার লোক সংখ্যা অনুমানে ৬ লক্ষ স্থির করেন। প্রতি গ্রামে ১০০ হইতে ৬০০ পর্য্যন্ত লোকের বাস আছে।

ইহাদের দৈনিক আচার ব্যবহার ও আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে নানারূপ বিভিন্নমত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন সিয়াপোশেরা দেখিতে বলিষ্ঠ, দৃঢ়গঠিত, সাহসী কিন্তু স্বভাবে তাস সম্পূর্ণ বিপরীত—অলস, বিলাসী ও সর্ব্বদা মদ্যপায়ী। আফগানস্থানে অনেক গুলি কাফির দৃত হইয়া বাস করিতেছে, তাহাদের দেখিলে ঐ অনুমান দৃঢ় বলিয়াই বোধ হয়। ইহাদিগের মধ্যে য়ুরোপীয় গঠনের লোকই অধিক, কৃষ্ণাক্ষ ও বিড়ালাক্ষ ও আছে। ইহারা নাকি আসন পিড়ি হইয়া বসিতে পারে না, চৌকির উপরেই বসিতে সুবিধা বোধ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা রূপ-বতী ও বুদ্ধিমতী। ইহাদের বর্ণ সমুজ্জ্বল শ্বেত। অনেকে

বলেন, ইহারা অতিরিক্ত মদ্যপান করে বলিয়া ইহাদের রক্তবর্ণ হইয়াছে। ইহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তুমি কিরূপ পানাহার ভালবাস, তাহারা অমনি উত্তর দেয় "প্রতিদিন এক মসক মদ চাই"—এক মসক প্রায় পনর সের মদ ধরে।

মাকনেয়ারের বিবরণ পাঠ করিয়া জানা যায় যে কাফির স্থানের লোকেরা সুপুরুষ, সাহসী ও কৃষিজীবী। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বাগানের কাজ করে। ইহারা নৃত্যগীতে বড় অনুরক্ত। প্রায় প্রতিসন্ধ্যা নৃত্যগীতাদিতে যাপন করে। ইহাদের আপনাদের মধ্যে আত্মকলহ বা গৃহবিচ্ছেদজনিত রক্তপাত হয় না। মুসলমানের সহিত ইহাদের অহিনকুল সম্বন্ধ, দেখা হইলেই যুদ্ধ বাধিয়া যায়, আর জাতিগত বিবাদও আছে। ইংরাজদিগের সহিত ইহাদের কোন বিবাদ নাই। ইহাদের মধ্যে দাসত্বপ্রথা ও দাসব্যবসায় আছে, কিন্তু শীঘ্র রহিত হইবে বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রায় নাই। স্বামী ব্যভিচারদোষে শারীরিক দণ্ড সহ্য হয়, কিন্তু পুরুষকে কতকগুলি গো মহিষ জরিমানা দিতে হয়। ইহার পর সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখে। একমাত্র অদ্বিতীয় দেবতা ইম্রকে পূজা করে। ইহাদের মন্দির আছে, সেই মন্দিরে পবিত্র প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত, পুরোহিত আসিয়া পূজা করেন। ইহারা তীরধনুর্দ্ধারী। গো-মেষাদিই ইহাদের মূল্যবান্ বস্তু, ইহাই যাহার অধিক থাকে, সেই ধনী। ইহাদের মধ্যে ১৮ জন সর্দ্দার আছে।

এই জাতি পরস্পর শপথ করিয়া বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হয়। কোনসূত্রে কাহারও সহিত সন্ধিস্থাপনের পূর্ব্বে তাহার নিকট একটি তীর বা একছড়া হরতালের মালা পাঠাইয়া দেয়। ইহারা বড় অতিথি-ভক্ত। যদি কোন অতিথি ইহাদের বাড়ী আসে, তাহা হইলে স্বয়ং গৃহকর্তা তাহার পরিচর্য্যা করে এবং যদি অপর কেহ কোন অতিথিকে ভুলাইয়া নিজ বাটীতে লইয়া যায়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বিষম বিবাদ বাধে, এমন কি রক্তারক্তি ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের যথেচ্ছভ্রমণে বাধা নাই, অবগুণ্ঠন নাই, কিন্তু পুরুষের সহিত একত্র পান-ভোজন করিতে পায় না। প্রতিগ্রামে স্ত্রীলোকদিগের প্রসবের জন্য স্বতন্ত্র বাটী থাকে। ইহাদের আপনাদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া পরে মিটিবার কালে বিবাদীদের মধ্যে একজন অপরের স্তনচুম্বন করে এবং সেই ব্যক্তি স্তনচুম্বনকারীর মস্তক চুম্বন করে। এইরূপে বিবাদ মিটিয়া যায়। কাফিরেরা নিজ সন্তান বিক্রয় করে না, কিন্তু কষ্টে পড়িলে প্রতিবাসীর সন্তান চুরী করিয়া বিক্রয় করে। কেহ কেহ বলেন, এই ব্যাপারটী ব্যবসায় মধ্যে গণ্য এবং এইজন্য চিত্রলের সর্দ্দার বিক্রয়ার্থ বালকবালিকার উপর কর আদায় করেন। কোন মুসলমানজাতির বিরুদ্ধে ইহারা যখন যুদ্ধযাত্রা করে, তখন যতদিন পর্য্যন্ত আয়োজন ও উপায়াদি নির্দ্ধারিত না হয়, ততদিন কোন পুরুষ নিজ বাটীতে আসিতে পায় না, দিবারাত্র মন্ত্রণাগৃহে থাকে ও সেইখানেই পানভোজন সমাধা করে। যে স্থান আক্রমণ করিতে হইবে, দিনের বেলায় সকলে সেই স্থলে উপনীত হইয়া দুই তিনজন করিয়া ঝোপেঝাপে লুকাইয়া থাকে ও যেমন নিকট দিয়া মুসলমানেরা যাতায়াত করে, অমনি আক্রমণ করিয়া বিনাশ করে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে একত্র হইয়া স্ব স্ব কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে থাকে। মুসলমানেরাও ঐরূপে কাফিরস্থানে প্রবেশ করিয়া বালক বালিকা চুরী করিয়া আনে।

ইহারা জাঁতায় ভাঙ্গিয়া গম, যব প্রভৃতির ময়দা করিয়া তাহা ও রুটী প্রস্তুত করে। রুটী লোহকটাহে সেঁকিয়া খায়। ইহারা গৃহপালিত পশুমাংসও খাইয়া থাকে। ইহারা এক কোপে গলা কাটিয়া পশুহত্যা করে। যদি দুইকোপ দিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইহারা সে মাংস অপবিত্র বোধে পরিত্যাগ করে এবং বারিজাতির মধ্যে পারিয়া শ্রেণীকে ডাকিয়া দান করে।

ইহারা আঙ্গুর হইতে মদ্য প্রস্তুত করে। আঙ্গুরের বর্ণভেদে মদ্যের দুইপ্রকার বর্ণ হয়। বালকেরা বৎসরের সকল সময় মদ খাইতে পায় না। মোগলসম্রাট্ বাবর লিখিয়াছেন যে, কাফিরেরা গলায় মদপূর্ণ "কিং" নামক চামড়ার বোতল ঝুলাইয়া রাখে। তিনি আরও বলেন যে, ইহারা জলের পরিবর্ত্তে মদ্য পান করে।

কাফির-দিগের সাহায্য না পাইলে ইহাদের দেশে প্রবেশ করিতে কাহারও সাহস হয় না।

কাফিরস্থান দেখিতে অতি সুন্দরদেশ, নিবিড় বৃক্ষমালায় প্রকৃতির রম্য উপবন বলিয়া বোধ হয়, প্রান্তভাগে মহাবন। কাফিরস্থান প্রধানতঃ তিনটি উপত্যকায় বিভক্ত। এই তিনটী উপত্যকা হইতে এখানকার তিনটি প্রধান জাতির নামকরণ হইয়াছে,—রামগল, বৈগল, বাসগল। ইহাদের মধ্যে বৈগল জাতীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও ইহাদের উপত্যকাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কাফির বা সিয়াপোষ ইহাদের জাতীয় নাম নহে, পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানেরা ইহাদিগকে ঐ নামে অভিহিত করে। মুসলমানেরা ইহাদিগকে (মুসলমানধর্ম্মে অবিশ্বাসী বলিয়া "কাফের")

[illegible] রূক্ষবর্ণ [illegible] (রক্তবর্ণ) [illegible]

[illegible] ইহারা [illegible] প্রভৃতি [illegible]

[illegible]

[illegible] হইয়াছে।

ইহারা [illegible] অধীন [illegible] কাবুলের অধিকার [illegible] ইহাদের অধীন

[illegible]

ইহাদের [illegible] বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে [illegible] নামক [illegible] সহিত ইহাদের [illegible] সহিত ইহাদের [illegible] যৌনসম্বন্ধ আছে।

সেওয়া (সিয়াহ্) নামক [illegible] অপরাপর চুগুনি নামক একজাতি আছে, ইহারা অপেক্ষাকৃত সংখ্যায় অধিক। বিশুদ্ধ কাফিরগণ ইহাদিগকে [illegible] অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর বলিয়া থাকে কারণ, ইহারা কাফির ও আফগান উভয় জাতীয় কন্যাকে পাণিগ্রহণ করে এবং কাফিরস্থানে নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পায়। ইহারা প্রধানতঃ পশুপালনের কার্য্য করিয়া থাকে। কুনারপ্রদেশেই ইহাদের অধিক বাস। ইহারা

[illegible] প্রভৃতি [illegible] মুসলমানধর্ম্মে [illegible] ইহাদের মধ্যে [illegible] নাই।

[illegible] উদ্ভিজ্জ [illegible] এবং উহার নিম্ন [illegible] পিতর) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] হইয়াছে।

এক্ষণে উত্তরকানাড়ার দক্ষিণজেলায় [illegible] কাফির বসতি অধিক। বোম্বাই [illegible] কাফির [illegible] হাবসী ও "সিদ্দি" জাতীয় বংশ আছে এই রূপ [illegible] আবিসিনীয় [illegible] হইতে উৎপন্ন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী [illegible] আবিসিনীয় [illegible] বহু উপকূলে জলদস্যুর [illegible] নিকটবর্ত্তী নগরে ঘুরিয়া বেড়াইত। [illegible] বিজয়পুরের যে আদিলশাহী [illegible] রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের অধীন কাফিরা পুরুষেরা সৈন্যপদে অনেক নিযুক্ত হইত। সিন্ধুপ্রদেশে [illegible] মীর আলীরা একদল কাফ্রিসৈন্য রাখেন। [illegible] নবাবেরাও কাফ্রিদাস রাখিতেন। কাটিওয়াড [illegible] মেক্রান নামক স্থানে কাফ্রির সংখ্যা অনেক এবং আজও নিজামের নিয়মিত সৈন্যের মধ্যে কাফ্রি আছে। এবং অনিয়মিত [illegible] মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই কিছু বেশী। বাঙ্গালা দেশেও মুসলমানগণের সঙ্গে কাফ্রিজাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেকালে মুসলমান নবাবগণের অধীনে ইহারা পুরুষেরা [illegible] নিযুক্ত থাকিত, নবাবদিগের

শান্তিরক্ষক নিযুক্ত হইত। কাফ্রিরা বাঙ্গালায়ও হাবসী নামে পরিচিত ও এই জাতীয় শান্তিরক্ষকেরা 'হাবসী কোতোয়াল' নামে খ্যাত ছিল, হাবসীরমণীরাও নবাব অন্তঃপুরে দাসী থাকিত। নবাবগণের অনুকরণে হিন্দু জমীদার ও রাজারাও পুররক্ষায় কাফ্রি নিযুক্ত করিতেন। ইহারা বড় বিশ্বাসী প্রভুভক্ত ও বলিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়, ইহাদের হস্তে এই কার্য্যের ভার দেওয়া হইত। গুণাকর ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্যে বর্দ্ধমান বর্ণনায় লিখিয়া গিয়াছেন—

নগরজনি গড়খান   দ্বারে হাব্‌সীর থান
দেখিয়া বিকট লাগে শঙ্কা ।*

পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ এসিয়ার অন্যান্য স্থানেও কাফ্রিজাতির বাস আছে। তাহারা উপনিবেশী নহে। ঐ সকল স্থানই তাহাদের আদিম বসতি। অনেকে কাফ্রিজাতির বাসভূমি ভিন্ন ভিন্ন সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া উহাদের মধ্যে বিভিন্নতা দেখিতে পাইলেও উহারা একজাতীয় নহে বলিয়া থাকেন। সেইজন্য এই সমস্ত জাতিকে সাধারণতঃ কাফ্রিজাতির অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। উহাদের বিবরণ জানিতে হইলে, উহাদের পুস্তক পাঠে জানা যায়। উইলসন প্রভৃতি কয়েকজন লেখকের 'নেগ্রনেসাস' 'হিষ্টরি' ও ক্রফোর্ডের 'ইণ্ডিয়ান আর্কিপেলাগো' পাঠে স্পষ্টই জানা যায় যে, উহা সুমাত্রা, যবদ্বীপ এবং নবগিনির পাপুয়াজাতির বিবরণ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। ইহারাই রামায়ণোক্ত বানরজাতি বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রাচীনকালে যখন ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যে মিসরীয় বণিকেরা বাণিজ্য করিতে আসিত, সেই সময়ে আফ্রিকার পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা আরব ও আফ্রিকা উপকূল হইতে এদেশে আসিত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতে এইরূপ ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় তিন হাজার বৎসর চলিয়াছিল। এমন নয় যে, ঐ সকল দেশের লোকেরা কেবল পণ্য লইয়া পোতারোহণে এদেশে আসিত, আর ক্রয় বিক্রয় করিয়া বন্দর হইতেই চলিয়া যাইত, তাহা নহে অনেকে বণিকরূপে এদেশে বাস করিয়াছিল। এই সকল কাফ্রি বণিকেরাই সিংহলে "মুরজাতি" ও দাক্ষিণাত্যে "মপলা" "লব্বাই" নামে খ্যাত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, দাক্ষিণাত্যে আর্য্যগণের অধিকার বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বেই এখানে কাফ্রির বাস হইয়াছে। উক্তমতের সমর্থনের জন্য তাঁহারা বলেন, দাক্ষিণাত্যের অধিবাসিগণের সহিত আর্য্যগণের যেরূপ পার্থক্য আছে, দেখা যায় তেমন পার্থক্য আর কোথাও নাই এবং দাক্ষিণাত্যের সকল ভাষাই সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসিগণের মধ্যে কতকগুলির আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য অধিকাংশ ইরাণীয়ের ন্যায়, কতকগুলির সাঁওতাল ইরাণীয়দের ন্যায়, কতকগুলির আফ্রিকার ন্যায় ও কতকগুলির মঙ্গোল পাপুয়াজাতির ন্যায় এবং কোন কোন স্থানের লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশের আকৃতি নিগ্রো আকারের মত। ইহাদের মধ্যে কাহারও বর্ণ এবং কাহারও আকৃতি পার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য জাতির অনুরূপ; অনেকে উচ্চ জাতীয় আর্য্যজাতির আকৃতিবিশিষ্ট, কিন্তু অনেকের বর্ণ পশ্চিম আফ্রিকাবাসীর ন্যায়। এই জাতিদের মধ্যে আফ্রিকাবাসীর অধিক সাদৃশ্য আছে।

পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপাবলীতে প্রধানতঃ চারিজাতির বাস। ১ বিশুদ্ধ মলয়জাতি ২ মলয় ও পলিনেশীয় মিশ্রজাতি ৩ নিগ্রিটো বা সেমাংজাতি (৩ ফিলিপাইন দ্বীপের কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি এইটী জাতি ও ৪) নবগিনির মহাকায় কাফ্রি বা পাপুয়াজাতি। এতদ্ভিন্ন নবগিনি ও মলয় উপদ্বীপের মধ্যে কতকগুলি দ্বীপে ইহাদের মধ্যবর্ত্তী একজাতীয় লোক দেখা যায়, তাহাদের মলয়কাফ্রিজাতি বলা যায়। ফিলিপাইন ও মলক্কাদ্বীপের পূর্ব্বে যে সকল দ্বীপ আছে, তাহার অধিবাসিগণ সাধারণতঃ অষ্ট্রেলিয়াবাসীর ন্যায়। এই পার্থক্য দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, এসিয়ার দক্ষিণাংশের সহিত পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমভাগস্থ দ্বীপগুলি অতি প্রাচীনকালে একত্র সংলগ্ন ছিল এবং ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।*

আফ্রিকার যে সকল কাফ্রি বাস করে অনুমানে তাহা

---

* ভারতচন্দ্র বর্ণিত বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা অনেক কাল্পনিক হওয়া সম্ভব; বর্দ্ধমান বর্ণনায় ভারত নিজের সমকালের বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। মথুরা সুন্দর বর্দ্ধমানের ভিতর ইংরাজ ওলন্দাজ ফিরেঙ্গীর হাবসী মোগল পাঠান সৈন্য দেখিতে পাইতেন না।

* এ অনুমান কেবল লোকের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে না। সুমাত্রা, বোর্ণিও, যব, বালি প্রভৃতি দ্বীপের পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী প্রণালীগুলি ও এসিয়ার প্রধান ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী কোথাও ১৫০।২০০ হাতের অধিক গভীর নহে; ফিলিপাইন দ্বীপের পূর্ব্বাংশের প্রণালী ও সমুদ্রের অনেকস্থান ৪০০০ হাতেরও অধিক গভীর। এতদ্ভিন্ন এসিয়ার দক্ষিণাংশের উদ্ভিদ্ ফল মূল বৃক্ষাদি, অথবা জন্তু ও প্রাণীর আকারাবয়বাদির সহিত এই সকল দ্বীপের ঐ সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়।

দের সংখ্যা ২ কোটীর অধিক নহে। এই সংখ্যার মধ্যে কাফেরিয়াবাসী কাফ্রি ও হটেণ্টটদিগকেও ধরা হইয়াছে।

লোহিতসাগরের পূর্ব্বকূলে, পারস্যোপসাগরের তীর এবং মলয় উপদ্বীপে কাফ্রিজাতীয়ের সংখ্যা মোটের উপর ৫০ লক্ষের অধিক হইবে না। কিন্তু এশিয়ার [illegible] আন্দামান দ্বীপ হইতে পূর্ব্বদিকের দ্বীপনিচয়ে যে সকল জাতীয় লোককে [illegible] বলিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে নানাক্রমে ১১টি আকৃতিগত শ্রেণী দেখা যায়। এই ১১টি শ্রেণীর [illegible] বোধ হয় — ইহাদের মধ্যে কতকগুলি [illegible] হইতে উৎপন্ন হয় এবং কতক [illegible] উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে [illegible]।

আন্দামান দ্বীপের মিনকোপী কাফ্রি [illegible] শ্রেণীর বোধ হয় ইহাদের অপেক্ষা অসভ্য জাতি আর নাই। ইহাদের বসবাসের ঘর নাই, [illegible] নাই এবং [illegible] কোনপ্রকার [illegible] হয়, তাহাও ইহারা জানে না। ইহারা [illegible], অথচ অতিশয় কলহপ্রিয়। ইহারা [illegible] দুর্ব্বল বটে, কিন্তু অতিশয় [illegible], [illegible] ও [illegible] হইয়া থাকে। ইহারা জঙ্গলের ফল মূল, বিল ও পুষ্করিণী হইতে মৎস্য ধরিয়া খায়। ইহারা তীরধনু লইয়া বনে বনে পুষ্করিণীতে পুষ্করিণীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাঁশের চোয়াড়ি ও মাছ ধরা আকুশী প্রস্তুত করে। ইহাদের কাপড় নাই এবং একেবারে উলঙ্গ থাকিতে কিছুমাত্র দ্বিধা ভাবে না। ইহারা খর্ব্বাকার, পনর পোয়ার অধিক উচ্চ হয় না। ইহাদের মস্তক ক্ষুদ্র ও তালু চাপা। ইহারা আপনাদের সর্ব্বাঙ্গ কাচখণ্ড দ্বারা খুঁচাইয়া রক্ত বাহির করিয়া শরীরের শোভা সম্পাদন করে। বাহুমূল ও কণ্ঠমূল হইতে মণিবন্ধ ও কটিদেশ পর্য্যন্ত অঙ্গের চতুর্দ্দিকে গোলাকার অগভীর দাগে ইহাদিগকে অতি বিশ্রী ও ভয়ানক দেখায়, কিন্তু তাহাই ইহাদের প্রধান শোভা। ইহারা যখন কোন বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে, তখন ইহারা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ ধীরে ধীরে দন্তাঘাত করিয়া বামস্কন্ধে একটি [illegible] চপড় মারে। সহিসেরা ঘোড়ার গা মলিয়া দিবার সময় যেরূপ ভাবে চুক্‌চুকি দেয়, ইহারা সেইরূপ শব্দ করিয়া চুম্বন করে। যখন ইহারা পরস্পর কথোপকথন করিতে থাকে, তখন ইহারা এরূপ জড়াইয়া উচ্চারণ করে যে, অপরের বোধ হয় যেন তাহারা কেবল কিচমিচ্‌ করিয়াই বুঝি মনোভাব প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে উড়িয়াদের মত ইহাদের উচ্চারণপদ্ধতি অতি দ্রুত ও স্পষ্ট। ইহারা নাচিতে ভালবাসে এবং নাচিবার সময় হাতদুটী মাথার দিকে তুলিয়া সঙ্গীতের তালে তালে লাফাইয়া লাফাইয়া নাচিতে থাকে এবং নাচিবার সময় কখন মাথা ঘুরায়, কখন সমস্ত শরীর সম্মুখের দিকে ঝুঁকাইয়া দেয়। এইরূপে সঙ্গীত ও নৃত্যের তালে তালে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে।

সেমাং [illegible] আন্দামান দ্বীপের পূর্ব্বে মলয় উপদ্বীপের অন্তর্গত কেদা, পেরাক, পাহাং ও ত্রিঙ্গানু প্রদেশে এক জাতীয় কাফ্রি বাস করে। তাহাদিগকে মলয়জাতিরা সেমাং ও [illegible] বলে। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ, কেশ পশমের মত কুঞ্চিত, গঠনাদি আফ্রিকবাসীর [illegible], পূর্ণবয়স্ক পুরুষ উচ্চে [illegible] অধিক হয় না। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। ইহাদের অধিকাংশই [illegible] উপর [illegible] সংগ্রহ করে এবং তাহাই [illegible] জাতীয় নিকট বাবসায় [illegible] সহিত বিনিময় [illegible] থাকে। ইহারা [illegible] পশুপক্ষী বা ইহাদের চর্ম্ম [illegible] বিনিময় করিয়া [illegible] সংগ্রহ করে।

ক্রিয়ান নদীর উপকূলে ইহাদের [illegible] সেমাং বুকিং নামক এক শ্রেণী কাফ্রির বাস। ইহারা পূর্ব্বরাস [illegible] হয়। ইহাদের মস্তক ক্ষুদ্র, মস্তকের সম্মুখ কতকটা গোলাকার কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ বর্ত্তুলাকার ও মধ্যভাগ অপেক্ষা অপ্রশস্ত। মলয়জাতীয়ের অপেক্ষা ইহাদের মুখমণ্ডল সাধারণতঃ অপ্রশস্ত, কপোল উচ্চ, [illegible] নাসিকামূল অগভীর ও নাসিকা ক্ষুদ্র, নাসিকার অগ্রভাগ স্থূল ও উন্নত। চক্ষুর তারা হরিদ্রাবর্ণ, পক্ষ ঘন, দীর্ঘ ও কোঁকড়া, [illegible], মুখবিবর প্রশস্ত, [illegible] ছোট। নাসিকার অগ্রভাগ ও থুতির উচ্চতা এক সমান। ইহাদের উদর বৃহৎ কিন্তু শরীর অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। ইহারা বানরের ন্যায় উদর কমাইতে ও ফুলাইতে পারে। গাত্রচর্ম্ম সম্পূর্ণতঃ কোমল ও চিকণ।

ত্রিঙ্গানুর সেমাং নামক শ্রেণী কেদাদিগের ন্যায় তত উজ্জ্বল বা সেমাং বুকিদিগের মত মলিন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নহে। ইহাদের চুল পশমের ন্যায় নহে, কোকড়া কোঁকড়া এবং [illegible] ন্যায় উচ্চ হইয়া থাকে, মাড়োয়ারীদিগের মত খুব ঘন মোটা [illegible] হয়। মস্তকের গঠন মলয় বা কাফ্রিদিগের মত নহে, অনেকটা পাপুয়াদের মত। ইহাদের স্বর পরিষ্কার, কোমল, কিন্তু অনুনাসিক, ইহারা কপালে ও

গালে উল্কি পরে। দক্ষিণ কর্ণ বিঁধাইয়া বড় ছেঁদা রাখিয়া দেয় এবং সম্মুখভাগে এক কোণা গোলাকার চুল রাখিয়া সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করে। পেরাকের নদীকূলবর্ত্তী এক শ্রেণী "সেমাঙ্গপায়" বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা সমুদ্রতীর হইতে পর্ব্বতের উপর পর্য্যন্ত সকল স্থানেই বাস করে, কিন্তু ঝুঁক জেয়া বন ও পার্ব্বত্য স্থান ভিন্ন জলের উপকূলভাগে বা নদীকূলে থাকে না। আর "সকি" শ্রেণীর লোকেরা পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে নামে না। কেদা ও পেরাকের সেমাঙ্গগণের ভাষায় দুইটি শব্দের যোগজ শব্দ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বড় কথা বা সমাসবাক্য নাই। যে সকল স্থানে এই সেমাঙ্গ জাতি বাস করে তাহাদের মধ্যে মলয়জাতীয় লোক নাই।

পাপুয়া শ্রেণীর কাফ্রিরা ফ্লোরিস, সুম্বা বা চন্দনা, আদনরা, সলর, লম্বটা, কণ্ঠাব ওবে, পরেটার, তীমুর, সর্ব্বাতি, বন্দর, ভেথর, তিমুরলাউৎ, লারাট, নব ক্যালিডোনিয়া, নব আয়র্লণ্ড, ওট হাবটী, পলিনেসিয়া, ফিজি, মার্কস, নব গিনি, পোপো, বকসা, কিশীপ, অমরনা, সালবটি প্রভৃতি পূর্ব্বাংশের দ্বীপাবলীতে বাস করে। যে সকল দ্বীপে এই জাতীয় কাফ্রির বাস, মলয়জাতিরা সেই সকল স্থানকে "তান পাপুয়া" (পাপুয়া জাতির বাসস্থান) বলে। ইহাদের চুল খুব কোঁকড়া বলিয়া ইহাদের নামই "পাপুয়া" হইয়াছে। কারণ মলয় ভাষায় কোঁকড়া চুলকে "পুয়া-পুয়া" বলে, এই পুয়া পুয়া শব্দ হইতে পাপুয়া শব্দের উৎপত্তি। ইহাদের আকৃতি একবারে অবিকল কাফ্রির মত, প্রশস্ত নাসিকা, মোটা বড় বড় ঠোঁট, কপাল ও থুঁতি চেপা, রং মেটে-মেটে, অক্ষিগোলকের চতুষ্পার্শ্ব শাদা। ইহারা দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্য কাফ্রিজাতি অপেক্ষা পূর্ণগঠিত ও বলিষ্ঠ, ইহারা উৎসাহী, ব্যবসায়ী ও পরিশ্রমী। এই সকল গুণের জন্য সেকালে ইহাদিগকে সভ্য দেশে দাসরূপে বেশী বিক্রয় করিত ও লোকেও আগ্রহসহকারে ক্রয় করিত। ইহাদের মানসিক বৃত্তি মলয়জাতি অপেক্ষা হীন না হইলেও বড় চঞ্চল বলিয়া ইহারা স্বাধীনভাবে থাকিতে পারে না। মলয়জাতির সহিত বিবাদে এইজন্যই ইহারা পরাজিত হয়।

ইহারা নবগিনি ও তাহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপগুলিতে সমুদ্রোপকূলে বাস করে ও অন্যান্যস্থলে পার্ব্বত্যপ্রদেশে অবস্থান করে। অনেকগুলি দ্বীপে ইহাদের সংখ্যা একবারেই হ্রাস হইয়া গিয়াছে। সিয়াম ও সিলোলোদ্বীপে ইহাদিগকে কচিৎ কখন দেখা যায় মাত্র। অনেকে অনুমান করেন যে, কালে এই শ্রেণী পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে, কারণ, পীতবর্ণপ্রিয় অপেক্ষাকৃত তাম্রবর্ণ জাতীয় লোকেরাই ইহাদিগকে অধিক বিনাশ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা ভ্রম, কারণ যেখানে যেখানে আজকাল য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রচলিত হইয়াছে সেখানে সেখানে ইহারা পরস্পর দিন দিন মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে শিখিতেছে। সিয়াম ও সিলোলোদ্বীপে যাহারা আছে তাহারা অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অতিশয় ভীরু হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা কোন সভ্য জাতির সহিত মোটেই মিশে না। অপরিচিত বা ভিন্ন জাতীয় লোক দেখিলে বনজঙ্গলে পলাইয়া লুকাইয়া থাকে। মাইসলনামক ক্ষুদ্র দ্বীপে এই জাতীয় লোক ভিন্ন অন্য কোন জাতির বাস নাই, কেবল উপকূলভাগে এক প্রকার মিশ্রজাতি বা সঙ্করজাতি আছে, তাহাদেরও আকৃতি প্রকৃতি অনেকটা ইহাদের মত। পূর্ব্বোক্ত সঙ্করজাতি নাবিককার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ও য়ুরোপীয়গণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে। মাগেলনদ্বীপে এই জাতীয় লোক দেখা যায় কিন্তু নিকটবর্ত্তী জেবুদ্বীপে এই জাতীয় একটি লোকও নাই বা কোনকালে ছিল বলিয়াও শুনা যায় না। নবগিনি কি, অরু, মাইসল, সালবটি প্রভৃতি দ্বীপে এই জাতীয় লোক বাস করে এবং এই শ্রেণীই ফিজিদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের চুল কড়া ও খুব কোঁকড়া। পূর্ণবয়স্কগণের মাথায় এইরূপ চুল খুব বড় হইয়া টুপির মত হয়। ইহারা এইরূপ চুলই ভালবাসে। ইহাদের ঐরূপ কোঁকড়া দাড়ী আছে, সমস্ত বাহুতে পায়ে ও বক্ষে ঐরূপ লোম অল্প হয়। উচ্চতায় ইহারা মলয়জাতি অপেক্ষা দীর্ঘ, প্রায় য়ুরোপীয়গণের ন্যায়, পদদ্বয় দীর্ঘ, কিন্তু ক্ষীণ, বাহু মলয়জাতীয়দের অপেক্ষা দীর্ঘ, মুখমণ্ডল দীর্ঘাকার, কপাল চেপ্টা, ভ্রূ বড়, নাসিকা উচ্চ ও শুকচঞ্চুর ন্যায় বক্র, নাসামূল মোটা, নাসাচ্ছিদ্র প্রশস্ত, মুখবিবর বড় ও ঠোঁট মোটা ও বড়। ইহারা কাজে কথায় বড় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চিৎকার করিয়া ও উচ্চ হাস্য করিয়া লাফাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে। ইহারা আপনাদের ঘর, বাড়ী, নৌকা ও তৈজসপত্র খুদিয়া চিত্রিত করে। স্ত্রী ও শিশুসন্তানের উপর ইহারা বড় রূঢ়। এই শ্রেণী কখন সামাজিক বন্ধনে বদ্ধ হইয়া বাস করিতে পারিবে না। বোধ হয় যে, কালে য়ুরোপীয় সভ্যতা বিস্তৃত হইলে এই দুর্বৃত্ত জাতি লোপ পাইবে। ইহারা বড় বিবাদী।

বৃহৎকায় পাপুয়ারা আকৃতিগত শ্রেষ্ঠ ও বলাদির জন্য বিখ্যাত। ইহাদের বিস্তৃত স্কন্ধ ও গভীর বক্ষঃস্থল দেখিতে প্রীতিকর বটে, কাফ্রিজাতির সাধারণ দোষ পদদ্বয়ের ক্ষীণতা

ও অপূর্ণতা, পশ্বাদিগের তাহার অভাব নাই। স্বাধীন পাপুয়া জাতি বড়ই প্রতিহিংসাপরায়ণ ও উদ্ধতস্বভাব। নবগিনির উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে ইহাদের বাস আছে, তাহারা স্বদেশে অন্য কোন জাতিকে নিরাপদে বাস করিতে দেয় না এবং একান্ত উচ্ছেদ করিয়াও তাড়াইতে না পারিলে নিজের স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র [illegible] চলিয়া যায়। ইহারা উর্দ্ধ পরে না কিন্তু উরু ও বক্ষ ও পাছার উপর একপ্রকার [illegible] দিয়া চমড়া [illegible] ইহা এক অদ্ভুত দৃশ্য হয়।

ব্রোরিন ও নবগিনির [illegible] এই কাফ্রি জাতিই সেই সেই দ্বীপের অধিবাসী। নবগিনার পাপুয়ারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পরস্পর দ্বন্দ্বে সর্ব্বদাই লিপ্ত থাকে। এই সকল লোকে বিপক্ষদলের মাথা কাটিতে না পারিলে কোন লোকই নিরস্ত হয় না। নবগিনির কাফ্রিরা [illegible] উপাসনা করে। এই [illegible] প্রতিমা ৮ ইঞ্চি উচ্চ। প্রত্যেক ঘটনায় ইহারা এই দেবতার নিকট জানাইয়া থাকে। ইহাদের বিধবারা [illegible] বাস করে। অন্যান্য স্থানের কাফ্রি অপেক্ষা নবগিনির পাপুয়ারা অনেক বেশী সভ্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ অতি সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করে এবং শীকার বা স্বভাবজাত ফলমূলে জীবিকানির্ব্বাহ করে। উপকূলভাগের পাপুয়ারা অপেক্ষাকৃত সভ্য। তাহারা উচ্চ খোঁটার উপর [illegible] বড় বড় [illegible] বাস করে।

ভোরিদ্বীপে পাপুয়ারা মাইফোর নামে খ্যাত। ইহারা দীর্ঘ [illegible]। অতিশয় কোঁকড়া চুলগুলিকে স্ত্রীলোকের ন্যায় বড় রাখিয়া থাকে। এই চুলের জন্য ইহাদিগকে আরও ভয়ানক দেখায়। ইহাদের পুরুষেরা মাথায় একখানি চিরুণি গুঁজিয়া রাখে, স্ত্রীলোকেরা রাখে না। ইহাদের দাড়ীর লোম কোঁকড়া, কপাল উচ্চ ও অপ্রশস্ত, চক্ষু বড়, বর্ণ কটা বা কালো, নাক খাবড়া ও থ্যাবড়া, ঠোঁট মোটা কিন্তু দাঁতগুলি ঠিক মুক্তার মত। পুরুষেরা বহির্ব্বাসের ন্যায় একপ্রকার ছোট কাপড় পরে, এই কাপড় "মার" নামক গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা নীলরঙের সূত্রের বস্ত্র পরিধান করে, তাহা হাটুর নীচে নামে না। ইহারা উৎসবাদিতে উল্কি পরে, এই উল্কি বেশীদিন থাকে না। উল্কি পরিবার সময় মাছের কাঁটা দিয়া, যেখানে উল্কি পরিতে ইচ্ছা করে, সেইখানে রক্ত বাহির করিয়া ভুষা মাখাইয়া দেয়। ইহারা সমুদ্রযানে অতিশয় পারদর্শী, নৌকাচালনে, সন্তরণে ও সমুদ্রে ডুব দিয়া সমুদ্রগর্ভে কার্য্য করিতে ইহাদের তুল্য নিপুণ লোক নাই বলিলেই চলে। ইহারা বৃক্ষের গুঁড়ি খুদিয়া আপনাদের নৌকা প্রস্তুত করে। ভুট্টা, ধান ইত্যাদি শস্য খায়, শূকরমাংস পাইলেও খাইয়া থাকে। ইহারা চৌর্য্যবৃত্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণ্য ও গুরুতর অপরাধ বলিয়া থাকে। ইহারা [illegible] এবং একবার মাত্র বিবাহ করে।

অরুদ্বীপে স্থানে স্থানে পাহাড় জঙ্গলপূর্ণ জলা এবং স্থানে স্থানে [illegible] জঙ্গল আছে। এখানকার লোকেরা মালয় ও পলিনেশিয় কাফ্রিগণের মধ্যবর্ত্তী জাতি। অন্যান্য দ্বীপের সহিত ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও ব্যবহারের সাদৃশ্য অধিক। পুরুষেরা [illegible] বেড়িয়া [illegible] চাটাই বা কাপড় পরে এবং উড়াণী ব্যবহার করে। ইহারা [illegible] শান্তস্বভাব নহে কিন্তু গুরুজন বা স্ত্রীলোক [illegible] বিরক্ত হইলে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকেরা [illegible] চাটাই দিয়া একখণ্ড সম্মুখে ও একখণ্ড [illegible] ঝুলাইয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুসলমান ও কতকগুলি খৃষ্টান। [illegible] খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া দেশের প্রায় প্রধান প্রধান লোককে খৃষ্টান করিয়াছে। অরুদ্বীপের পাপুয়ারা নিজ নিজ গৃহ ধাতুপাত্র ও হস্তিদন্ত দ্বারা সজ্জিত করে। হস্তী না থাকিলেও ইহারা দন্তসংগ্রহ করে।

কিসদ্বীপের কাফ্রিরা মুসলমান বটে, কিন্তু শূকরমাংস ভক্ষণ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকের মধ্যেও অবরোধ প্রথা নাই। ইহাদের বালকবালিকারা বড় আমোদপ্রিয় এবং পূর্ব্বদের ও প্রায় সকল বিষয়েই যোগদান করিয়া থাকে। এই দ্বীপে দুই জাতীয় লোকের বাস তন্মধ্যে পাপুয়ারা নারিকেল তৈল নৌকা ও কাঠের সামগ্রী প্রস্তুত করে। ইহাদের প্রস্তুত বড় বড় নৌকায় ২০ হইতে ৩০ টন বোঝাই দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ মুদ্রার চলন নাই, সমস্ত বিনিময়ে সম্পন্ন হয়। ইহারা গাছের ছাল বা সূতার কাপড় পরিয়া থাকে। এখানকার অন্যবিধ জাতি বান্দাদ্বীপের মুসলমান, তাহারা তথা হইতে তাড়িত হইয়া এই দ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছে। ইহারা সূতার কাপড় পরে। ইহাদিগকেও মালয়জাতীয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এক্ষণে এই জাতির সন্তানপরম্পরা পরস্পর সংমিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র মধ্যবর্ত্তী জাতি হইয়া পড়িয়াছে।

সেরেমদ্বীপ মলক্কাস দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে গিলোলো দ্বীপের অধিবাসীর সহিত পাপুয়া

দিগের অতি নিকট সাদৃশ্য আছে। ইহাদের পুরুষের পূর্ণ গঠন, কিন্তু দেহ কর্কশ এবং স্ত্রীলোকের আকৃতি মলয়জাতীয় অপেক্ষা অপ্রীতিকর। এই দ্বীপের অধিবাসী পাপুয়ারা "আলফোরো" নামে খ্যাত। উহারা মস্তকের কেশপাশ খোপা বাঁধে এবং খোপায় মধ্যস্থলে এক অঙ্গুল ... একটি খুঁজিকাটী রাখে। ... গোড়ার দিকে লাল রং মাখেন। ... অলঙ্কারবর্জ্জিত। কেবল পুরুষেরা ... বা ... মল, পুঁতির বা ... মধ্যে ... । স্ত্রীলোকেরা ... কিন্তু ঐ সমস্ত ... পরিধান করে। ইহারা অপেক্ষাকৃত শীর্ণকায়।

নিউগিনি দ্বীপের ... ও কাফ্রিজাতির মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা ... সভ্য এবং 'দুগ' নামে খ্যাত।

... দ্বীপের ... ন্যায় কেশ ... অধিক। আফ্রিকাবাসীদিগের অপেক্ষা ... 'কচু ... । ... বলি ... করে, ইহারা ... অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহাদের ... বা আছে। এই দ্বীপপুঞ্জের ... নিউগিনি, ... বেরুল ও ফেজুদ্বীপের মধ্যে এই জাতীয় লোক দেখা যায়, অন্যান্য দ্বীপে বিশুদ্ধ ... শ্রেণীর কাফ্রি নাই। ফেজুদ্বীপে একটিও ... কাফ্রি নাই।

... দ্বীপের পাপুয়াদিগের চেপ্টা নাক, মোটা ঠোঁট, কোটরগত চক্ষু এবং বাদামী বর্ণ। অনেকে অনুমান করেন যে, ... পাপুয়া ... এবং মলয়জাতির ... এই জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। ইহাদের ... পাপুয়াদিগের ন্যায় নহে।

অষ্ট্রেলিয়া, নব ক্যালিডোনিয়া, ... দ্বীপে যে সকল পাপুয়া কাফি দেখা যায়, তাহারা পলিনেশিয়পাপুয়া কাফ্রির সংমিশ্রণে উৎপন্ন বা মধ্যবর্ত্তী জাতি বলিয়া গণ্য।

ফিজিদ্বীপের পাপুয়ারাই পাপুয়াশ্রেণী কাফ্রির পূর্ণমূর্ত্তি। ইহারা কথাবার্ত্তায় নম্র ও ব্যবহারে ভদ্র, কিন্তু নব গিনি, নব ক্যালিডোনিয়া ও ফিজির পাপুয়ারা নরমাংসভুক্। ফিজিদ্বীপের পাপুয়ারা আফ্রিকাবাসী হটেণ্টটদিগের ন্যায় চূড়াকারে চুল বাঁধে এবং ... দিগের ন্যায় কবোটী ... । নবাগিনির পাপুয়ারা ধার্ম্মিকতা, গুরুজনভক্তি ও আতিথেয়তার জন্য বিখ্যাত। প্রায় সকল স্থলেই কাফ্রি স্ত্রীলোকের মধ্যে ব্যভিচার দোষ নাই বলিলেই চলে।

... , পারস্যোপসাগরকূলবাসী আরবজাতিবিশেষ। উপরে ... হইতে ... এবং ... হইতে হিন্দি ... অবধি ... বাস। ইহাদের রাজধানী মুহম্মেরা। এই জাতির বাসভূমির মধ্য দিয়া ... নদী প্রবাহিত। এই নদী আরব ... কর্ত্তৃক ... খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ... কর্ত্তৃক ... সূত্রে ইহাদের ... মুহম্মেরা নগর অধিকার করেন। ৮২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ... পর ঐ নগর ... প্রধান ... ।

কাবা (পুং) ... , ... কাফন, ... ।

কাব্লা খাঁ, ... । ... খাঁর ... । ... প্রাপ্ত হন। ... চীনরাজ্য প্রবেশ ... পরাজয় করিয়া উত্তর চীন অধিকার করেন। ... করিয়া ... চীন ... । এই সময় তিনি উত্তরে উত্তরমহাসাগর হইতে দক্ষিণে ... এবং পূর্ব্বে কোরিয়া হইতে পশ্চিমে এসিয়ামাইনার পর্য্যন্ত সমুদয় ... একাধিপত্য করেন। অপর মোগলসম্রাটদিগের ন্যায় ... ও প্রজাপীড়ক ছিলেন না, তাঁহার সুশাসন ... সীমায় তাঁহার প্রশংসা করিতেন। ... ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

কাবা। ১ জাতিবিশেষ। ইহারা ভারতবর্ষের পশ্চিমে গুজরাটের উত্তরকচ্ছ উপসাগরের উপকূলে মহারাষ্ট্ররাজ্যে বাস করিত। ... করিয়া ইহারা জীবিকা উপার্জ্জন করিত। ... পাওয়া যায় না।

২ মুসলমানদিগের পরিচ্ছদবিশেষ। ইহা চাপ্‌কানের মত, কেবল বক্ষস্থল অর্দ্ধাংশ কাটা। তাহার ভিতরে স্বতন্ত্র জামা পরিধান করা যায়। ঐ জামার বক্ষস্থলে জরির অথবা অন্য কোন প্রকার ... কাপড় থাকে। কাবার কাটা অংশ দিয়া তাহা দেখা যায়। কাবার ব্যবহার পূর্ব্বে অধিক ছিল, এখন আর বড় দেখা যায় না।

৩ সমচতুষ্কোণ আকৃতিকে আরব্য ভাষায় কাবা বলে।

৪ আরবদেশে মক্কানগরে এক প্রায় সমচতুষ্কোণ বাটী আছে। তাহার নাম কাবা। উহা মুসলমানগণের একটি তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। উহার উত্তরপশ্চিম হইতে

দক্ষিণপূর্বে দৈর্ঘ্য ২৪ হাত ও প্রস্থ ২৩ হাত এবং উচ্চে ২৭ হাত। পূর্বদিকে ইহার দ্বার। দ্বারের নিকট রৌপ্যাসনের উপর একখানি কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর আছে। যাত্রিগণ মক্কায় পৌঁছিয়াই হস্তমুখপ্রক্ষালন বা স্নানাদি করিয়া মসজিদে গমন করে। অগ্রে কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর চুম্বন করিয়া তাহার পর কাবা প্রদক্ষিণ করিতে হয়। কাবাকে দক্ষিণে রাখিয়া তিনবার দ্রুতপদে ও চারিবার ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করিয়া কাবাকে বামে রাখিয়া পরিক্রমণ শেষ করিতে হয়। কাবার নিকট একখানি প্রস্তরে ইব্রাহিমের পদচিহ্ন আছে। প্রদক্ষিণের পর যাত্রিগণ এই প্রস্তরের নিকট গিয়া মন্ত্রপাঠ করে। তাহার পরে কৃষ্ণপ্রস্তরখানাকে পুনরায় চুম্বন করিয়া চলিয়া আইসে। আরবদেশীয় পরিবারবর্গের মধ্যে প্রথা আছে, বেটাছেলে হইলে জন্মাইবার ৪০ দিন পরে তাহাকে কাবায় লইয়া আসে। তথায় আনিয়া তাহার উপর মন্ত্রাদি পাঠ করা হয়। তাহার পর ছেলেটাকে বাড়ী আনা হইলে নাপিত আসিয়া ছেলের গণ্ডদেশে ক্ষুর দিয়া চক্ষের কোণ হইতে মুখের কোণ পর্যন্ত সমান্তরালে তিনটি দাগ কাটিয়া দেয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে কাবা আরবদিগের তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। কথিত আছে, আদমের সময় একখানি প্রস্তরমূর্তি স্বর্গ হইতে পতিত হয়। ক্রমে ইহাতে ৩৬০টী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহম্মদের ধর্মপ্রচারে ইহার গৌরব কতক নষ্ট হয়। ভারতে মালিক ওয়াদের বংশীয় কর্ণাটের নবাবগণ এই কাবায় উঠিবার জন্য একটি স্বর্ণ সোপান প্রদান করেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে কাবার গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাবাইজ—জাতিবিশেষ। পারস্যের পূর্বে ও পশ্চিমে কুর্দজাতির বাস। কাবাইজ জাতি এই জাতির অন্তর্গত।

কাবাব (আরব্য) ১ তরলীয় দ্রব্যের পরিমাণবিশেষ।

২ পাচিত মাংসবিশেষ। মাংসখণ্ড অগ্নিতে ঝলসাইয়া কাবাব প্রস্তুত হয়। মুসলমানেরা লোহার শিকে অথবা বংশনির্মিত শিকের অগ্র ভাগে খণ্ড খণ্ড মাংসবিদ্ধ করিয়া অগ্নির উপরে রাখিয়া দেয়। তাপে উহা সিদ্ধ ও আহারোপযোগী হয়। উহাকে শিককাবাব বলে। কখন কখন মাংসখণ্ডের সহিত পলাণ্ডু ও আদা দেওয়া হয়। কখন রৌপ্যনির্মিত শিকও ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

কাবাল খেল, কাশ্মীরপ্রান্তে মামুরু নিকট ওয়াজিরিদিগের বাস। উক্ত মসাই ও বাজিরিদিগের মধ্যে কাবাল-খেল একটি জাতি। ইহাদিগের মধ্যেও মিয়াদি, সেকানী ও গিলানী নামে তিনটি শ্রেণী আছে। ইহাদিগের মধ্যে ৩৫০০ জন বলবান যোদ্ধা। ১৮৫০ ও ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইহারা ভারতের প্রান্তভাগে ইংরাজ অধিকারে আসিয়া কিংশতিবার লুঠ তরাজ করে। ইংরাজেরাও ইহাদিগকে কয়েকবার আক্রমণ ও অবরোধ করেন।

কাবুল—আফগানস্থানের একটী জেলা। ইহার উত্তর পশ্চিমে কোহিবাবা, উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বত, উত্তর পূর্বদিকে পঞ্জশির (পঞ্জসরা) নদী, পূর্বদিকে সফিদ্যান পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণে সফেদ কো ও গজনী এবং পশ্চিমে হাজারা প্রদেশ।

কাবুলের অধিকাংশস্থল পর্বতে পরিপূর্ণ। ইহার অনেক গুলি উপত্যকা উর্বরা। এই উপত্যকায় বড় বড় ক্ষেত্র জন্মে, তাহাতে কাড়ি বহু হয়। কোহিস্থান ও কুররম ভাল শাল কাঠ পাওয়া যায়। কাবুলের নানাস্থানে মেওয়ার বাগান। কোহদামানে ও হস্তগলক উপত্যকার বাগান কিছু বেশী। বাগানগুলি দেখিতে অতি মনোরম। লোগর ও খোরবন্দ নামক প্রদেশে পশুচারণের স্থান আছে, এখানে পশাদির আহারও বেশ পাওয়া যায়। গম ও যব এখানে যথেষ্ট জন্মে, কিন্তু উহা দরিদ্র লোকে কেবল ব্যবহার করিয়া থাকে। সম্পন্নলোক মাত্রে মাংস অধিক আহার করেন। গজনী হইতে নানাবিধ শস্য এ প্রদেশে আমদানী হয়। উত্তর লঘমান, জলালাবাদ, লামঘন ও কুনার হইতে চাউল আমদানী হয়। এই জেলাতে স্থানে স্থানে শর্করা বেশ জন্মে। বামিয়ান ও হাজারা হইতে ঘৃত আমদানী হয়। এখানে মদ্যাদি মহার্ঘ্য নহে। গ্রীষ্মের সময় লোক অধিকাংশই তাম্বুতে থাকে। প্রস্তর ও ইষ্টকনির্মিত বাটী আছে। বাটীগুলির ছাদ ভারতবর্ষের মত সমতল। গোরু মেষই এখানকার ধন বলিয়া গণ্য। উত্তরে তুর্কিস্থানের সহিত ও দক্ষিণে ভারতের সহিত বাণিজ্য হয়। তুর্কিস্থানের সহিত অশ্বের বাণিজ্যই অধিক হইয়া থাকে। গ্রামগুলি ছোট বড় নানা প্রকার। এক একটি গ্রামের ১০০।১৫০ ঘর বসতি। গ্রামের ভিতর মধ্যে মধ্যে ছোট খাট কেল্লা আছে। জল অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। উপত্যকার মধ্যে প্রায় গোরুর গাড়ীই চলে। বহির্বাণিজ্যে উষ্ট্র, অশ্ব ও অশ্বতর ব্যবহৃত হয়। তুর্কিস্থানে রুষেরা শুল্কের মাত্রা বাড়াইয়াছে, এজন্য সেখানকার বাণিজ্য কিছু কমিয়াছে। ইতিপূর্বে ভারত হইতে কাপড় ও চা যাইত, তাহাও বন্ধ হইয়াছে। তাহাতে যে শুল্ক হইত তাহার আয়ও কমিয়া গিয়াছে।

কাবুলের প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে হাকিম বলে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আমীর সের আলী খাঁর ভ্রাতা সর্দার আমদ খাঁ এখানকার হাকিম ছিলেন। কাবুলের আয় প্রায় ১৮,০০,০০০ আঠার

লক্ষ টাকা। আফগানস্থানের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানকার সৈন্যসংখ্যা কিছু অধিক। এখানকার রাস্তাগুলিও মন্দ নহে। পূর্ব্বে এখানে হিন্দুরাজগণের অধিকার ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। [গান্ধার দেখ।]

২ উক্ত কাবুলজেলার প্রধাননগর কাবুল। কাবুল ও লগর নামক দুইটী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গজনী হইতে ৮৮ মাইল, খিলাত ই খিলজাই হইতে ২২৯ মাইল, পেশোয়ার হইতে ১৭৫ মাইল। অক্ষা° ৩৪° ৩০´ উ: ও দ্রাঘি° ৬৯°১৮ পূ:। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে ইহার ১,৪০,০০০ লোকসংখ্যা ছিল। এখানে তাপমান যন্ত্র ৩০° ডিগ্রি নামে ও ১০৫° ডি: উঠে।

কো আসমাই ও কো: খোজা সফর নামক দুইটী গিরি শ্রেণী মিলিত হইয়া যেখানে বক্র হইয়াছে, সেই স্থান সমতল। সেইখানেই কাবুলনগর অবস্থিত। ইহার চারি দিক বেষ্টন করিলে দেড় ক্রোশের অধিক হয় না। প্রধান দুর্গ বালা হিসার নগরের দক্ষিণপূর্ব্বভাগে অবস্থিত। পূর্ব্বে চারিদিকে ইষ্টকের প্রাচীর ছিল, এক্ষণে স্থানে স্থানে তাহার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। নগরের অধিকাংশ স্থানই বৃক্ষ বাটিকায় পরিপূর্ণ। বসতি ৫০০০ ঘরের অধিক নহে। নগরের গমনাগমনের জন্য পূর্ব্বে ৭টি ফটক ছিল, এক্ষণে লাহোরি ও সরদার নামক দুইটি মাত্র ইষ্টকনির্ম্মিত দরজা দেখা যায়। লোকের ঘর বাটী অধিকাংশ কাঁচা ইটের ও কাদার গাথুনি। পূর্ব্বে পাকা গাথুনি হইত, তাহার অনেক প্রমাণ বুঝা যায়। নগরটি কয়েক মহল্লায় বিভক্ত, মহল্লাগুলি আবার কুচে বিভক্ত। কুচগুলি প্রাচীর-বেষ্টিত। যুদ্ধবিগ্রহের সময় প্রাচীরগুলি মেরামত হইয়া থাকে। তখন এ গুলিও এক একটি দুর্গের মত হইয়া উঠে। প্রবেশের জন্য এক একটি ফটক মাত্র থাকে। এইরূপ আত্মরক্ষার ব্যবস্থার নাম কুচবন্দী। ভিতরের রাস্তাগুলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। নগরে অনেকগুলি বাজার আছে, তন্মধ্যে দুইটি প্রধান। দুইটিই প্রায় মধ্যস্থানে অবস্থিত। একটির নাম সোর বাজার, অপরটি দরজা লাহোরির বাজার। নগরের দক্ষিণদিকে সোর বাজারে চার ছত্তা নামক একটী ইমারত আছে, উহা দেখিতে বড় সুন্দর। বাজারের মধ্যে ঐটী দেখিবার জিনিস, উহার ৪টা বড় বড় খিলান করা গাথুনি। তাহার উপর নানা চিত্র বিচিত্র। আলিমর্দ্দান খাঁ এই বাটী নির্ম্মাণ করেন। নগরের বাহিরে বাবর ও তৈমুর শাহের সমাধিস্থান। এদুটিও দেখিবার জিনিস। কাবুলের শাসনকর্ত্তা খোদ আমীর। পূর্ব্বে বালাহিসারেই রাজভবন ছিল। এক্ষণে আমীর নগরের মধ্যে অন্তস্থানে বাস করেন। নগরে একটি বিদ্যালয় আছে। বিদেশী বণিক অথবা ব্যবসায়ীদিগের থাকিবার জন্য এখানে ১৪। ১৫টী সরাই আছে, এগুলিকে কারবান সরাইও বলা গিয়া থাকে। সাধারণ লোকের স্নানের জন্য স্নানাগার আছে, সে গুলিকে হাম্মাম বলে। হাম্মামে জল গরম থাকে। গ্রীষ্মের সময় চারিদিক হইতে বণিকগণ আসিয়া থাকে। ক্রয় বিক্রয় অধিকাংশই দালালদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়। নগরের স্থানে স্থানে কূপ আছে, কিন্তু তাহাদের জল কিছু ভারি। নদীর জল অনেক ভাল।

নগরে আসিবার জন্য কয়েকটি সেতু আছে। তন্মধ্যে পুল ই খিস্তি (অর্থাৎ ইষ্টকের পুল) নামক সেতুই প্রধান। কতকগুলি ডোঙ্গা যোড়া দিয়া পুল নওয়া (নৌ-সেতু) নির্ম্মিত হইয়াছে। পাকা সেতু আরও কয়েকটি আছে। অনেক স্থানে নদীতে জলের স্বল্পতা হেতু সেতুর আবশ্যকতা হয় নাই।

তৈমুরশাহ কাবুলে আফগানস্থানের রাজধানী স্থাপন করেন। সেই অবধি সাদুজাই বংশীয় সকল রাজাই কাবুলে থাকিতেন। সাদুজাইবংশের পতনের পর এই নগর দোস্ত মুহম্মদের হস্তে আইসল। ইংরাজদিগের আমলে কাবুলে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। [আফগানস্থান দেখ।]

ইংরাজেরা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট সসৈন্যে শাহ সুজাকে কাবুলে পাঠাইয়া দেন। ইংরাজদিগের সেনাদল দুই বৎসর কাল তথায় অবস্থিতি করিল। পরে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ২রা নবেম্বর কাবুলের সেনাগণ বিদ্রোহী হইয়া আমীর শাহ সুজাকে খুন করে। দোস্ত মুহম্মদের পুত্র আকবর খাঁ তখন ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন। ইংরাজদিগকে কাবুল পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই মর্ম্মে সন্ধি হইবার কথা বার্ত্তা চলিল। সার উইলিয়ম ম্যাকনাটন শাহসুজার সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিতে গেলেন। শাহসুজা সেই সুযোগে ম্যাকনাটনকে পিস্তল দিয়া গুলি করিলেন। ম্যাকনাটন সাহেবের সঙ্গে ট্রেবর, মেকেঞ্জি ও লরেন্স সাহেব ছিলেন। খিলজাই সেনাগণ ট্রেবর সাহেবকেও খুন করিল। অপরাপর সাহেবগণ আবদ্ধ হইলেন। শেষে স্থির হইল যে, ইংরাজদিগকে টাকা কড়ি সমস্ত দিতে হইবে, কেবল ৬টি কামান লইয়া তাঁহারা চলিয়া আসিবেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী ইংরাজসেনা ফিরিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৫০০ সেনা ও ১২,০০০ অনুচর দারুণ শীতে বরফ ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিলেন। সেই দলের মধ্যে কেবল ডাক্তার ব্রাইডন সশরীরে জলালাবাদে ফিরিয়া আসেন। ৯৫ জন বন্দী হইয়াছিল, তাহারাও অবশেষে ফিরিয়া আসে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর ইংরাজ-

সেনা লইয়া কাভেগ্নরী পোলক কাবুলে প্রবেশ করিয়া বালাহিসার দখল করেন। ১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ইংরাজেরা নগর দখল করিয়া রহিলেন। মেকনাটন সাহেবের হত্যার পর তাহার দেহ বাজারে ঝুলাইয়া রাখে। তাহার প্রতিশোধের জন্য ইংরাজেরা চার ছাত্তা বাজারটি তোপে উড়াইয়া দিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গণ্ডামকে যাকুব খাঁর সহিত ইংরাজগণের যে সন্ধি হয় তাহাতে কাবুলে ইংরাজদিগের একজন রেসিডেণ্ট রাখা স্থির হয়। তদনুসারে সার লুইস কাবাগনারি রেসিডেণ্ট হইয়া কাবুলে গমন করিলেন। তখনও আফগানগণ আদৌ শান্ত হয় নাই। সেই বৎসর ৩রা সেপ্টেম্বর তাহারাও সদৈন্যে সারলুইস কাবাগনারিকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিল। কুরম উপত্যকায় তখন সার ফ্রেডরিক রবার্টস ইংরাজসেনা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কাবুল যাইতে অনুমতি করিলেন। রবার্টের সৈন্য অভিযান করিলেন, পথে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইল। ৯ই অক্টোবর তিনি কাবুল অধিকার করিলেন। ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক বালাহিসার, কেল্লা ও রাজবাটীর অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইল। আমীর যাকুব খাঁ পদত্যাগ করিলেন। ইংরাজেরা কাবুল অধিকার করিয়া রহিলেন। দেশের লোকে মনে করিয়াছিল যে, ইংরাজেরা ফিরিয়া যাইবে, কিন্তু তাহারা বসিয়া রহিল দেখিয়া সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। অল্প দিন পরে আফগানেরা কাবুল ও বালাহিসার দখল করিল। ২৩এ সেপ্টেম্বর সেরপুরে একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরাজদিগেরই জয় হইল। কিন্তু তাহাদিগকে সেরপুরেই অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল। ২৩এ ডিসেম্বর তথায় প্রায় ৫০ হাজার আফগানসেনা আসিয়া ইংরাজগণকে আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হয়। পর দিবস অধিকতর ইংরাজসেনা আসিয়া জুটিল। কাবুল আবার ইংরাজের হস্তগত হইল। তাহার পরে তিনমাসকাল আর কোন গোলযোগ হয় নাই। ২২এ জুলাই আবদর রহমান কাবুলের আমীর মনোনীত হইলেন। আগষ্টমাসে ইংরাজসেনাগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমীর আবদর রহমানের শাসনে কতকটা শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮৮১ সালে আয়ুব খাঁ আক্রমণ করিতে আসেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া হিরাট হইয়া পারস্য অভিমুখে প্রস্থান করেন। সেই বৎসর আমীর একবার কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেই সময় বাল্খ ও কোহিস্থানবাসিগণ বিদ্রোহী হয়, কিন্তু অল্পে অল্পেই গোলযোগ মিটিয়া যায়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রুষসেনা মার্ভ অধিকার করিয়া আফগানস্থানের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ইংরাজেরা রুষের ও আফগানস্থানের সীমা স্থির করিয়া দিবার জন্য ৪০ জন কর্ম্মচারী ও ৪০০ সেনা পাঠাইয়া দেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, ভারতের গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফরিন রাবলপিণ্ডিতে এক দরবার করেন, আমীর তাহাতে নিমন্ত্রিত হন। মার্চ মাসের শেষে আমীর আবদর রহমান তথায় আসেন। একপক্ষ কাল থাকিয়া আবার ফিরিয়া যান।

৩ আফগান স্থানের একটি নদী। এই নদীর তীরে কাবুল নগর। ঋগ্বেদে এই নদী কুভা নামে উক্ত হইয়াছে। [কুভা দেখ।]

কাম (অব্যয়) অনুজ্ঞা।

কাম (স্ত্রী) কামায় হিতম্, কম অণ্। ১ শুক্র। ২ রেতঃ। ৩ বারুণীর। ৪ স্বীকারবাক্য। ৫ অনুমতি। ৬ (পুং) কামাতে অসৌ ঘঞ্। ইচ্ছা। ৭ সন্তানেচ্ছা। ৮ বর।

("সন্তানকামায় তথেতি কামং
রাজ্ঞে প্রতিশ্রুত্য পয়স্বিনী সা।" রঘু।)

৯ মহাদেব। ১০ বিষ্ণু। ১১ বলদেব। ১২ কামদেব। [কামদেব দেখ] ১৩ ককার অক্ষর। ১৪ তৃষ্ণা। এ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥" (২।৬২।)

প্রথমতঃ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি উৎপন্ন হয়, পরে সেই বিষয়ে কাম অর্থাৎ তৃষ্ণা জন্মে, তাহার পর সেই কাম কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

এই কাম সম্বন্ধে আরও ভগবদ্গীতার শাঙ্করভাষ্যে লিখিত আছে—"যিনি শত্রু হইয়াও সমুদায় প্রাণিবর্গকে বশে রাখিতে পারেন, তিনিই কাম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই কামই সমুদায় অনর্থের মূল এবং ইহা যে কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হইয়া, প্রাণিদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বিচারহীন করে; সুতরাং তখন তাহারা পাপাচারী হইয়া উঠে। অতএব দুরাত্মা কাম যাহাতে চিত্ত হইতে দূরে অবস্থান করে, প্রাণিমাত্রেরই তদ্বিষয়ে যত্ন করা বিধেয়।

১৫ চন্দ্রবংশীয় মাদলা রাজপুত্র। তৎপুত্র পদু।
(সহ্যাদ্রিখণ্ড ১।৩০।১৫।)

১৬ যদিপুরের একজন সামন্তরাজ। কাদম্বরাজ বিজয়াদিত্যদেবের সহিত ইঁহার ভগিনী চট্টলাদেবীর বিবাহ হয়। ইনি ১১৪৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

১৭ বৃটীশ ব্রহ্মের থয়েটময়ো জেলার একটি বিভাগ। অক্ষা° ১৮°৪৯´ হইতে ১৯°৫ উঃ দ্রাঘি° ৯৪°৪৫´ হইতে ৯৫°১৪ ২০ পূঃ। উত্তরসীমা থায়েৎ ও মেঙ্গদূন, পূর্ব্বে ইরাবতী, দক্ষিণে পদোঙ ও পশ্চিমে আরাকান-যোমা। পরিমাণ ৫৭৫ বর্গমাইল।

পূর্ব্বে এই স্থান মহ্ঠুগীর অধীনে ছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এই মহ্ঠুগীর এলাকায় ১৪২ খানি গ্রাম ছিল। এই বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্বেকার জিহিদারদিগের ন্যায় মহ্ঠুগীরাও ক্ষমতাশালী ছিলেন, সকল বিষয়েই তাঁহাদের কর্তৃত্ব চলিত বটে কিন্তু কাহারও জীবনমরণে হাত দিতে পারিতেন না অথবা স্বর্ণ ছত্র ব্যবহার করিবার ক্ষমতা ছিল না।

পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ এই কাম হইতে ৮৫৭০ টাকা কর পাইতেন। এক্ষণে মোট ৭৭৮৯০ খজনা আদায় হয়। লোকসংখ্যা ৬৫৩৮৩।

এই বিভাগের প্রধান সহর কাম ইরাবতী নদীর দক্ষিণ পার্শ্ব অক্ষা° ২১ উ. এবং দ্রাঘি ৫১ পূ মধ্যে অবস্থিত। এই নগরের মধ্য দিয়া মধ্যে একটি স্রোত বহিতেছে, কিছু দূরে মড়ন নদী প্রবাহিত হইতেছে।

এই নগরে অনেক বৌদ্ধদেবালয় ও আশ্রম আছে। পূর্ব্বে ইহার নাম মহাগাম ছিল, ইহাই বৌদ্ধগ্রন্থে মহাগ্রাম এবং পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগলিক টলেমি কর্তৃক মাগ্রাম (Mogramma) নামে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মরাজ আলম্প্রা ইহার 'কাম' নাম প্রদান করেন। লোকসংখ্যা ৬১৯৬।

১৭ রাজপুতনার ভরতপুররাজ্যের অধীন কামানপর পরগণার প্রধান সহর। ভরতপুরনগরের উত্তরপূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থান জয়পুররাজ্যের অধীন ছিল। রাজা কামসেন ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আপন নামে প্রতিষ্ঠা করেন।

এই নগর অতি প্রাচীন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইখানে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও এই স্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অদ্যাপি এখানে বিস্তর বৌদ্ধকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে শতস্তম্ভ মন্দির দেখিবার জিনিস, এই মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এই স্থান সনাপতি পেরোঁ কর্তৃক লুণ্ঠিত সিন্ধের অধিকারভুক্ত হয়। এখান হইতে ভরতপুর পর্যন্ত পাকা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

কামকন্দলা, কামসেন রাজার কন্যা। (কামসেন মধ্য প্রদেশের কামবতী বর্ত্তমান কাম বা কামন্ নগরীতে রাজত্ব করিতেন।) কামকন্দলা নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"কামকন্দলা অতিশয় রূপবতী ছিলেন, তাঁহার অনুপম রূপে মুগ্ধ হইয়া মাধবানল নামে একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতি আসক্ত হন। ঘটনাক্রমে রাজা কামসেন মাধবানলের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপন রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। মাধবানল বিক্রমাদিত্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য যে যাহা চাহিত সাধ্যমত তাহাই তাহাকে অর্পণ করিতেন। মাধবানল বিক্রমের নিকট কামকন্দলার কর প্রার্থনা করিলেন। পরে রাজা বিক্রম কামসেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজকুমারী কামকন্দলাকে মাধবানলের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর দম্পতি পুষ্পবতী নগরীতে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। মাধবানল কামকন্দলার নিমিত্ত সুন্দর রাজভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।" মধ্য প্রদেশের বিলহরী নামক স্থানে অদ্যাপি উহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। (C ... Arch. Sur. Rep. Vol. IX, p. 37)

কামকলা (স্ত্রী) কামস্য কলা প্রিয়া ৬ত। কামদেবের পত্নী রতি। ২ চন্দ্রের ষোড়শ কলা।

৩ তন্ত্রোক্ত বিদ্যাবিশেষ। পুণ্যানন্দ প্রণীত কামকলাবিলাস নামক তন্ত্রগ্রন্থে ইহার বিষয় বর্ণিত আছে। তন্ত্রশাস্ত্র স্বভাবতই গূঢ়, সহজে ইহার স্পষ্ট অর্থবোধ হয় না, এইজন্য কামকলাবিদ্যার মলশ্লোকই উদ্ধৃত করিতে হইল।—

"সকলভুবনোদয়স্থিতিলয়ময়লীলাবিনোদনোদ্যুক্তঃ।
অন্তর্লীনবিমর্শঃ পাতু মহেশঃ প্রকাশমাত্রতনুঃ॥
সা জয়তি শক্তিরাদ্যা নিজসুখময়নিত্যনিরুপমাকারা।
ভাবিচরাচরবীজং শিবরূপবিমর্শনির্ম্মলাদর্শঃ॥
স্ফুটশিবশক্তিসমাগমবীজাঙ্কুররূপিণী পরা শক্তিঃ।
অণুরূপশব্দবিমর্শলিপিলক্ষ্যবিগ্রহা ভাতি॥
পরাশক্তিরেকমনিকরে প্রতিফলিত বিমর্শদর্পণে বিশদে।
ভাতি চিতিময়ে চিত্তে বিন্দৌ বিন্দুর্মহাবিন্দুঃ।
চিত্রময়ে চক্রে সূর্য্যাকারাবতীর্ণসদ্বৈশাক্যঃ।
শিবশক্তিমিথুনপিণ্ডঃ কবলীকৃতভুবনমণ্ডলো জয়তি॥
সিতশোণবিন্দুযুগলং বিরিঞ্চিশিবশক্তিসঙ্কুচপ্রসরম্।
বাগর্থসৃষ্টিহেতু পরস্পরানুপ্রবিষ্টবিস্পষ্টম্॥
বিন্দুরহঙ্কারাত্মা রবিরেতন্মিথুনসমরসাকারঃ।
কামঃ কমনীয়তয়া কলা চ দহনেন্দুবিগ্রহৌ বিন্দু।
ইতি কামকলাবিদ্যা দেবীচক্রক্রমাত্মিকা সেয়ং।
বিদিতা যেন স মুক্তো ভবতি মহাত্রিপুরসুন্দরীরূপঃ।
পাট্টিতমঙ্গলাবিন্দো নাদবলাঙ্কুরো রবেরব্যক্তঃ।
তস্মাৎ গগনসমীরণদহনোদকভূমিবর্ণসম্ভূতিঃ

অথ বিশদাদপি বিন্দোর্গগনানিলবহ্নিবারিভূমিজনিঃ ।
এতৎ পঞ্চকবিকৃতির্জগদিদমখিলাত্মকাত্মকার্থাত্মম্ ॥
বিম্বিতমহং যদন্যোন্যবিহীনং পরস্পরং তদ্বৎ ।
বিদ্যাবেদ্যতয়োরপি ন ভেদলেশোঽস্তি বেদ্যবেদকয়োঃ ॥
বাগর্থৌ নিত্যযুক্তৌ পরস্পরং শক্তিশিবময়াবেতৌ ।
সৃষ্টিস্থিতিলয়ভেদৌ ত্রিধা বিভক্তৌ ত্রিবীজরূপেণ ।
মাতা মানং মেয়ং বিন্দুত্রয়ভিন্নবীজরূপাণি ।
ধামত্রয়পীঠত্রয়শক্তিত্রয়ভেদভাবিতান্যপি চ
তেষু ক্রমেণ লিঙ্গত্রিতয়ং তদ্বচ্চ মাতৃকাত্রিতয়ম্ ।
ইত্থং ত্রিতয়তুরীয়া তুরীয়পীঠাদিভেদিনী বিদ্যা ॥
শব্দস্পর্শৌ রূপং রসগন্ধৌ চেতি চতুর্দশাং
ব্যাপকবাচ্যং বাণ্যাং চতুর্বয়েবং ক্রমেণ পঞ্চদশ
পঞ্চদশাক্ষররূপা নিত্যা সৈষা হি ভৌতিকাত্মিকতা ।
নিত্যাঃ পঞ্চদশ তু প্রত্যেকভেদভিন্না তথাক্ষরা ব্যাপ্তাঃ
নিত্যাশিখাকারাশ্ছিদ্রাঃ শিবশক্তিসমরসাকারাঃ
চিদর্শমন্ত্ররূপাস্তাঃ শ্রীবর্ণেঽপি চন্দ্রীরূপাঃ ॥
অবাহ্ননবিন্দুত্রয়সমষ্টিভেদৈর্বিদ্যাবিদ্যাকারা ।
ষট্ত্রিংশৎ তত্ত্বাত্মা তত্ত্বাতীতা চ কেবলা বিদ্যা
বিশ্বাপি তদুপাত্মা হস্তা সা ত্রিপুরসুন্দরী দেবী ।
বিদ্যাবেদ্যাত্মকয়োরভ্যাসাত্তেদমাত্রয়াত্যার্থাঃ
যা সাত্মবোধরূপা পরা মহেশী ত্রিতাবিতা সৈব ।
স্পষ্টা পঞ্চদশ্যাদিবিদ্যাত্মকা চ চক্রতাং যাতা ।
চক্রস্যাপি মহেশ্যা ন ভেদলেশো বিভাব্যতে বিবুধৈঃ ।
অনয়োঃ স্বরূপকারা শক্তৈব সা কুলস্থযোগ্যভিদা
যথাং চক্রস্থ শ্যাং পরাখ্যং বিন্দুত্রয়মেবেদম্ ।
উক্তং তচ্চ যদা ত্রিকোণরূপেণ পরিণতং চক্রম্ ।
এতৎ পঞ্চদশ্যাদিত্রিতয়নিদানং ত্রিবীজরূপঞ্চ ।
বামা জ্যেষ্ঠা রৌদ্রী চাম্বিকা অপরত্রয়াংশভূতাঃ স্যুঃ
ইচ্ছা-জ্ঞান ক্রিয়া শান্তাশ্চেতা সুখোত্তরাঃ বরগাঃ ।
বাস্তবোধতবর্ণত্রয়মিদমেকাদশান্যপঞ্চান্তৌ
এবং কামকলাখ্যা ত্রিবিধুতত্ত্বরূপবর্ণময়ী
সেয়ং ত্রিকোণরূপং যাতা ত্রিগুণস্বরূপিণী যাতা ॥
একা পরা ঐক্যা যথাবিধাত্রীষা চতুর্থ্যাখ্যা ।
তেন নবাত্মা জাতা মাতা সা যথাযথিধাং তাম
দ্বিবিধা হি যথাযা সা স্বরূপাকৃতি দ্বিতা সন্ধ্যা ।
নবনাদময়ী দূপা নববর্গাত্মা চ কুণ্ডলিন্যারূপং ॥
আত্মা কামকলা কার্য্যং তদ্যোগতন্ত্রতো হেতোঃ ।
নৈবেদং ন হি ভেদব্যাখ্যানং হেতু হেতুমতোরৈব ।
প ব স প বর্গ যথঃ ত্বষ্টকোণং যথাকোণবিন্যাসম্ ।

নবকোণং যথাং চেত্যাদিত্যক্তিশক্তিপদাদিস্থে দশকে ॥
তচ্ছায়াবিতথমিদং দশারচক্রমযায্যনা বিততম্ ।
ক চ ট ত বর্গ চতুষ্টয়বিলসনবিস্পষ্টকোণবিস্তারম্ ॥
এতচ্চ চতুষ্টয়প্রতান্যেতং দশারম্ পরিণামঃ ।
যাদিস্বরনবক চতুর্দশবর্ণময়ং চতুর্দশারমিদম্ ॥
পরমং পঞ্চত্যাপি চ যথাযথা দুর্গবর্ণরূপিণ্যঃ ।
এতাভিরেবকপালান্দকয়াত্মা চ বৈধরীজাতা ॥
কাদিভিরষ্টভিরুপ্তচতুরষ্টদলাম্বক বৈধরীরবর্গৈঃ ।
স্বরগণসমুদিতমষ্টদ্বাদশদলাম্ভোরুহঞ্চ সঞ্জাতম
বিন্দুত্রয়মধ্যেকস্থিতবিকাসাশ্চ তানি রূপাণি ।
ভূর্বিপ্রয়মেতৎ পঞ্চম্যাদি ত্রিধাতুবিশ্রান্তিঃ
ক্রমশঃ পদবিক্ষেপঃ ক্রমোদয়ান্তেন কথ্যতেঽবেধা ।
অংশেন শুক্লপলকিঞ্চিদবধানপদাত্মক প্রসরম্ ।
সেয়ং পরা মহেশী চক্রাকারেণ পরিণমেত তদা ।
হংসকায়বরমন্দং পরিশক্তিরাবার্যদেবতাঃ সর্বাঃ
অংশীনা বিশ্বময়ে চক্রে সা ত্রিপুরসুন্দরী দেবী ।
কামেশ্বরাঙ্কনিলয়া কলয়া চন্দ্রস্য কল্পিতোত্তংসা
পাশাঙ্কুশেক্ষুচাপপ্রসূনশরপঞ্চকাঞ্চিতচতুষ্করা ।
বালার্কণাকলশ্রী শশিখণ্ডশাখলোচনত্রয়া
তন্মিথুনং গুণভেদাদ্যা ত বিন্দুত্রয়াত্মকে ছাপে ।
কামেশ্বর্যাদ্যস্ব প্রমুখব্যাপত্রয়াত্মনা বিততম্ ।
বহুকো নিবাসিতো যাতাঃ সহ্যাক্ষণার্বাদ্যাদ্যাঃ ।
পুষ্পাষ্টকমেবেদং চক্রতনোঃ সবিধাত্মনো দেব্যাঃ ॥
তদ্বিবরবহুমন্ত্রাঃ সর্বজ্ঞাদিস্বরূপমাপন্নাঃ ।
অত্রাপ শারনিলয়া নসন্তি পরবিন্দুরূপময়াকারাঃ ॥
তথাষ্টপত্রকোণে যোগিন্যঃ সর্বসিদ্ধিদাঃ পূর্ণাঃ ।
দেবী বীজম্পোষ্ট্রিরবিবরবনা বিনদেবজ্ঞপদ্মাঃ ॥
ভুবনাশচক্রভবনা দেবীমগুক রূপবিবরণভূষণাঃ ।
সদ্যোগ্নবর্ণবসনাঃ সঙ্গিত্যাঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ ।
অব্যক্তমহদহংকৃতি তন্মাত্রাঃ বীজভাবনাকারাঃ ।
বিবদচ্ছদনসরোজে বসন্তি গুপ্ততরযোগিনীসংজ্ঞাঃ ॥
কৃতানীভিরিদপকং যনশ্চ দেবা বিভাবযোড়শকম্ ।
কামাকর্ষিণ্যাদিস্বরূপতঃ ষোড়শারমধ্যান্তে ॥
দুর্গা ত্রিপুরাসহ সবিধাঃ সমুদ্রিত্যাঃ সর্বাঃ ।
আদিমঞ্জীগৃহবাসা তাসা বর্গাকর্ষিভিঃ সরূপাঃ ॥
আধারনবকমন্তা নবচক্রমেব পরিণতং যেন ।
নবনাদপঙ্কজেষ্বপি চ যন্ত্রাকারেণ পরিণতাশ্চক্রে ।
অন্তঃপাদিসমস্তকমাকারৈশ্চবর্ষেকং শ্লিষ্টং ।
বাচ্যাদিষা তু রূপং যথাবদুবিবয়েক্যমত্যন্তে ॥

অণিমাদিভূতয়োঽস্তাঃ স্বীকৃতকমনীয়কামিনীরূপাঃ।
বিদ্যাস্বরূপদূতাঃ শুণভাবেনাত্মা তুলিকেতনগাঃ॥
শুদ্ধানন্দাত্মভবঃ পরমশুরুনির্দিশেদ্বিধায়া।
স পুনঃ ক্রমেণ তিস্রঃ কামেশ্বর্য্যো মধ্যে বিমর্শমাঃ॥
আসীনঃ এ পীঠঃ প্রতাপকালো গুরুঃ শিবো বিষ্ণুম।
তটস্থ দত্ত স্বপদ্মিকা কামেশ্বর্যো বিমর্শকাপদৈ্যা॥
গণেশাব দিব্য স্থান্ ভাবেশান্ তোষ্যবলাবোধ্যান।
তৎপ্রাণবিষ্কুভূতাংস্তে তাপুণ্যাদিকারণাংশুরুন॥
নির্দিষ্টবানিদং চীন্ পরীক্ষা নিখিলং প্রকাশয়ন্নাস।
এতেভ্যস্ত দৈবানন্তগুরুতাপূজা গুরুক্রমো বিহিতঃ॥"

তাৎপর্য্য—আদিপুরুষরূপ শিব ও শক্তি দুইটি বিন্দুস্বরূপ, এই দুইটি বিন্দুমধ্যে শিবরূপ বিন্দু শ্বেতবর্ণ এবং শক্তিরূপ বিন্দু রক্তবর্ণ। শিববিন্দুর সহিত যখন শক্তিবিন্দু সংযুক্ত হয়, সেই সময়ে এই উভয় বিন্দুর সংযোগকে কাম কহে। ... নাম কলা ও নাদ। এই শিবশক্তিরূপ হইতেই ছাপ্পান্ন অক্ষর, সমুদায় ভাষা, এবং পঞ্চভূতাদি যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। অকার অক্ষরে শিব এবং হকার অক্ষরে শক্তি বুঝায়, এইজন্য শিববিন্দু, শক্তিবিন্দু ও নাদ, এইগুলির সংমিশ্রণে 'অহং'কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাকেই কামকলাবিদ্যা কহে এবং ঐ শক্তিই ত্রিপুরাসুন্দরী নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বোক্ত বিন্দু তিনটি একটি ত্রিকোণচক্রের মধ্যস্থিত; সুতরাং ত্রিপুরাসুন্দরী সেই চক্রমধ্যে অবস্থান করেন এবং তাঁহার কোণসমূহে সিদ্ধিপ্রদা যোগিনীগণের অধিষ্ঠান। এই ত্রিপুরাসুন্দরীর বালার্কের ন্যায় অঙ্গবর্ণ, মস্তকে চন্দ্রকলা, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি তাঁহার চক্ষুত্রয়, পাশ, অঙ্কুশ, ইক্ষু, ধনুঃ ও পঞ্চশর তাঁহার হস্তে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার শরীরে অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টবিধ যোগিনীসমূহ, এবং মধ্যে পঞ্চভূত, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও ষোড়শ বিকার অবস্থিত আছে।

এই কামকলাবিদ্যা অবগত হইতে পারিলে ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু গুরুর উপদেশ ব্যতীত কেবল শাস্ত্রপাঠ দ্বারা ইহাতে কখনই জ্ঞানলাভ হয় না। ইহার ৩৬ মূলতত্ত্ব যথা

১ শিব, ২ শক্তি, ৩ সদাশিব, ৪ ঈশ্বর, ৫ শুদ্ধবিদ্যা, ৬ মায়া, ৭ কলা, ৮ বিদ্যা, ৯ রাগ, ১০ কাল, ১১ নিয়তি, ১২ পুরুষ, ১৩ প্রকৃতি, ১৪ অহঙ্কার, ১৫ বুদ্ধি, ১৬ মনঃ, ১৭ শ্রোত্র, ১৮ ত্বক্, ১৯ নেত্র, ২০ জিহ্বা, ২১ ঘ্রাণ, ২২ পাদ, ২৩ পাণি, ২৪ পায়ু, ২৫ উপস্থ, ২৬ শব্দ, ২৭ স্পর্শ, ২৮ রূপ, ৩০ রস, ৩১ গন্ধ, ৩২ আকাশ, ৩৩ বায়ু, ৩৪ তেজঃ ৩৫ অপ্, ৩৬ পৃথিবী।

কামকলাবিলাস, (পুং) কামকলায়া বিলাসঃ সম্যক্ বিবরণং যত্র, বহুব্রী। তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ; ইহাতে কামকলাবিদ্যার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে, পুণ্যানন্দ ইহার প্রণেতা এবং নটনানন্দ নাথ ইহার টীকাকার।

(কামকলা দেখ।)

কামকান্ত (ত্রি) কে শব্দে ক্রিন কান্তিঃ শব্দঃ, কামপর কান্তিঃ শব্দো যস্য, বহুব্রী। কামসম্পৃক্ত।

কামকাম (ত্রি) কাম্য কাময়তে, কাম কম-ণিচ্-অণ্। অভীষ্টপ্রার্থী, অভিলষিত বস্তু যে প্রার্থনা করে।

কামকামী (ন্) (ত্রি) কাম্য কাময়তে, কম-ণিচ্-ণিনি। অভীষ্টপ্রার্থী।

কামকার (ত্রি) কাম করোতি, কাম-কৃ-অণ্। ১ কাম্যকার্য্যের নিষ্পাদক। ২ (পুং) ফলাভিসন্ধি।

কামকূট (পুং) কাম এব কূটং প্রধানং যস্য, বহুব্রী। ১ বেশ্যাপ্রিয়, লম্পট। ২ বেশ্যাদের বিভ্রম। ৩ কামরাজলায়ক তান্ত্রিক মন্ত্রবিশেষ, ইহা তিনপ্রকার। যথা প্রথম,—

১ম কামকূট,—

"শক্তিশ্রুতিঃ চন্দ্রেশ কলো নকুলি বহ্নি চ।
মায়াস্বরেণ সংযুক্তং নাদবিন্দুকলান্বিতম্।
প্রথমং কামরাজস্য কূটং পরম দুর্লভম্॥" (হংসকল্পদ্রুম।)

২য় কামকূট,—

"বিয়দ্বিন্দুযুতং চান্তে হংসঃ শক্রস্ততঃপরম্।
মহামায়া ততঃ পশ্চাৎ দ্বপাধ্যাতীতি কথ্যতে॥" (হংসকল্পদ্রুম।)

৩য় কামকূট,—

মদনং শিববীজঞ্চ বায়ুবীজং ততঃপরম্।
ইন্দ্রবীজং ততঃ পশ্চাৎ মহামায়াং সমুদ্ধরেৎ॥" (বৃহন্নীল।)

কামকৃৎ (ত্রি) কামেন করোতি, কাম-কৃ-ক্বিপ্। ১ যথেচ্ছকারক। ২ (কামং করোতি) অভীষ্টসম্পাদক। ৩ (পুং) বিষ্ণু। ("কামহা কামকৃৎ কান্তঃ কামঃ কামপ্রদঃ প্রভুঃ।" বিষ্ণুসহং।)

কামকেলি (ত্রি) কামে তদ্ধেতুকরতৌ কেলির্যস্য বহুব্রী। ১ লম্পট। ২ (পুং) কামনিমিত্তা কেলিঃ, মধ্যলো। সুরত। (সবেশঃ সম্প্রয়োগঃ সম্ভোগশ্চ রতো রতিঃ।
গ্রাম্যধর্ম্মো নিধুবনং কামকেলিঃ পশুক্রিয়া॥

হেমচন্দ্র ৩।২০১।)

কামক্রীড়া (স্ত্রী) কামেন ক্রীড়া, ৩তৎ। ১ কামহেতুক ক্রীড়া, সুরত। ২ পঞ্চদশাক্ষরি ছন্দোবিশেষ।
"যাঃ পঞ্চ সর্ব্বাস্তাৎ সা কামক্রীড়া সংজ্ঞা জ্ঞেয়া।"

[illegible] কামকাড়া [illegible]

কাম[illegible] [illegible]

কাম[illegible] [illegible]

কাম[illegible] [illegible]

কাম[illegible] [illegible]

কাম[illegible] [illegible] একটি পর্কত।

[illegible]

কামগুণ [illegible] ১ [illegible] বিষয়। [illegible]

অথ কামগুণ [illegible]

কামগামী [illegible] কাম [illegible] গচ্ছতি [illegible] যিনি। ইচ্ছানুসারে গমনশীল। ১ যথেচ্ছ গামী। ইহার অপর সংস্কৃত নাম অনুকামীন।

(কামজামানুকামীনঃ। হেম ৩। ২৯।

কামচর (ত্রি) কামেন চরতি, কাম চর ট। স্বেচ্ছাচারী, ইচ্ছানুসারে সকল স্থানেই যাহারা বিচরণ করে।

"[illegible] কামচরং কদাচি।" কুমার।)

কামচরণ (স্ত্রী) কামং যথেচ্ছং চরণং বিচরণং কর্মধা। যথেচ্ছভাবে বিচরণ।

কামচরত্ব (স্ত্রী) কামচরস্য ভাবঃ কামচর ত্ব (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯) কামচরের কার্য্য, যথেচ্ছভাবে বিচরণ।

কামচার (ত্রি) কামেন স্বেচ্ছয়া চরতি কাম-চর অচ্। ১ স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণক[illegible]। ২ (কামং যথেচ্ছং চারয়তি) কাম চর [illegible] অচ। [illegible] চালাইয়া থাকে।

কামচারী [illegible] স্বেচ্ছয়া চরতি কাম চর [illegible]

কামজ [illegible]

[illegible]

কামজননী (পুং) [illegible] কোকিল। ২ (স্ত্রী) সুপারির পাচকন পত্রাদি বস্তু।

কামজান (পুং কামং জনয়তি কাম জন [illegible] অচ [illegible] অথবা কামকং [illegible] জানাতি কামজ আনী ড। ১ কোকিল।

কামজিৎ (পুং) কামং জয়তি কাম জি ক্বিপ্। ১ মহাদেব। ২ কার্ত্তিকেয়। ৩ জিনদেব।

কামঠ (ত্রি) কমঠস্য ইদম, কমঠ অণ্। ১ কচ্ছপসম্বন্ধীয়। ২ কমণ্ডলুসম্বন্ধীয়।

কামঠক (পুং) সর্প বংশের ধৃতরাষ্ট্রাত্মক নাগবংশে ইহার জন্ম এবং জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞে ইহার বিনাশ হইয়াছিল।

(মহাভারত আদি° ।)

কামড (দেশজ) দংশন, দন্তাঘাত।

কামড়া কামড়ি (দেশজ) পরস্পর দন্তাঘাত করা।

কামড়ান (দেশজ) দংশন করা।

কামগুলব [illegible] কামগুলমহিষ্য [illegible] ছন্দোবদ্ধ বাদিছেলেন। [illegible] কামগুল্মসম্বন্ধীয়। ২ কামগুল্মজ [illegible]।

কামগুলেয় [illegible] টীকাপুর গোত্র [illegible] অগ্রগীনীবিদ [illegible] কামগুলসম্বন্ধীয়।

কামচক [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] একটি ক্ষুদ্র সহর [illegible]। পুরোপীয়দিগ [illegible] সই [illegible] অস্থিত করেন।

পূর্ব্বে কামতাপুর ধরলা নদীর পশ্চিমতটে অবস্থিত ছিল কিন্তু এক্ষণে ধরলা প্রাচীন খাত পরিত্যাগ করিয়া অনেকটা পূর্ব্বে সরিয়া যাওয়ায়, উহা ধরলা হইতে অনেকদূরে পড়িয়া আছে। ধরলার প্রাচীন গভীর [illegible] এখনও কামতা পুরের পূর্ব্বে পড়িয়া আছে এখনও [illegible] হইয়া [illegible] নাই সেই খাদ দেখিয়া বোধ হয় যে পূর্ব্বে ধরলা এখনকার অপেক্ষা অনেকটা বিস্তৃত ও প্রবল নদী ছিল। কামতা পুরের মধ্য দিয়াও একটি ক্ষুদ্র নদী আজিও প্রবাহিত আছে ইহার নাম "শিঙ্গীমারী" * ("শৃঙ্গ" বা "সংহমারী") এই ক্ষুদ্র নদীতে প্রাচীন নগরটি দুইভাগে বিভক্ত, পূর্ব্বের

* অনেকে বলেন [illegible] শৃঙ্গী [illegible] হইতে ইহার নাম [illegible] এবং অপরে বলেন ইহার নাম "সিংহ" হইতে সিংহমারী হইয়াছে।

[illegible] দিয়া শিঙ্গীমারী [illegible] করিয়াছে [illegible] দিয়া [illegible] হইতে [illegible] রাছে, [illegible] একটা [illegible] স্রোতে [illegible]।

[illegible] পূর্ব্বদিকে [illegible] প্রাচীন খাদ [illegible] অবস্থিত। [illegible]

[illegible]

[illegible] অবস্থায় [illegible]

[illegible] দেখিলেই [illegible]।

[illegible] মূর্ত্তি [illegible] পড়িয়া [illegible] দিয়াছে [illegible] উপর [illegible]। [illegible] মাটির, বাহি রের দিকে যে ইষ্টকের আবরণ ছিল [illegible]। নগরপ্রাচীর [illegible] এখনও [illegible] কিন্তু [illegible] কতটা ছিল তাহা এখন ঠিক অনুমান করা [illegible] অনেকটা ভরাট হইয়া উঠিয়াছে, [illegible] ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বোধ হয় [illegible] গভীরতাও বড় কম [illegible] ছিল না। এই নগরের তিনটি [illegible] এখনও বর্ত্তমান এব [illegible] পশ্চিমকূলে একটি [illegible] ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় এবং সম্ভবতঃ এই তোরণের নিকট মুসলমানেরা [illegible] পাড়য়াছিল। এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে অন্যান্য তোরণের নিকট যেমন পরিখা নাই ও দুগ দুয়ারের বাহিরে এবং মধ্যে যেমন অন্যান্য [illegible] ব্যবস্থা দেখা যায় এই স্থানেও সেইরূপ আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে

যে একটি তোরণ ছিল, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, এই স্থান হইতে একটি পুরাতন প্রশস্ত রাস্তা বরাবর উত্তরমুখে নগর মধ্যে সোহাগার নামক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতে [illegible] দক্ষিণমুখে ঘোড়াঘাট [illegible] গিয়াছে। এই রাস্তার উপর আরও নানা [illegible] [illegible] চিহ্ন দেখা যায়। এই রাস্তা [illegible] [illegible] দীঘীর তীর দিয়া ঘোড়াঘাট অভিমুখে গিয়াছে। নগর হইতে দীঘী পর্য্যন্ত রাস্তা [illegible] উত্তরপার্শ্বে কয়েকটী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। [illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] অট্টা[illegible] [illegible] কিন্তু তাহা [illegible] বলিয়াই বোধ হয়। [illegible] মধ্যে একটি [illegible] উপর [illegible] এবং একটি [illegible] [illegible] আছে। [illegible] রাজা [illegible] সময় [illegible] অট্টালিকা ছিল [illegible] [illegible] [illegible] কামতা [illegible] ছিল এবং এ সকল [illegible] [illegible] হয়। যেখানে [illegible] [illegible] [illegible] একটি ভগ্নপ্রায় তোরণ আছে। এই তোরণ [illegible] স্তম্ভাদি ছিল বলিয়া ইহার নাম "শিলাদ্বার"। এই সকল স্তম্ভ প্রস্তর সৌষ্ঠবশূন্য ও কোনরূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট নহে। শিলাদ্বারের [illegible] পশ্চিমে আর একটি তোরণ আছে, ইহার নাম "[illegible]"। এই তোরণের [illegible] একটি [illegible] [illegible] প্রাচীন [illegible] [illegible] "[illegible]" নামক [illegible] যে সকল [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] "[illegible]" নামক কোন [illegible] [illegible] নাম হইয়া থাকিবে। এই সকল তোরণগুলিই ইষ্টকনির্ম্মিত এবং ইহাদের নিকট [illegible] উপায় ছিল এখনও সে সকলের [illegible] আছে। [illegible] [illegible] রাস্তার বামপার্শ্বে [illegible] পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ আছে। ইহা প্রায় ১ বর্গ [illegible] ভূমির উপর গঠিত। এই দুর্গ "[illegible]" নামে প্রসিদ্ধ। এই দুর্গে পাত্র অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী বাস করিতেন। ইহার গঠনপ্রণালী ও [illegible] নগরদুর্গের ন্যায় তত উৎকৃষ্ট নহে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, নগরদুর্গ হইতেই ইহার রক্ষাকার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে।

এই দুর্গের আরও উত্তরে একটি ক্ষেত্রের মধ্যে রাজ[illegible] ছিল। ইহার চারিদিকে এখন তামাকুর চাষ হইয়া থাকে। [illegible] "[illegible]" বলে কিন্তু এখানে কোনরূপ অট্টালিকার চিহ্ন নাই। এইখানে একটি পাথরের [illegible] আছে, তাহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিস্তার [illegible] গভীরতা [illegible]। ইহা [illegible] একটি পাথরের [illegible] আছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ২০০ [illegible] [illegible] [illegible] পরিখার [illegible] [illegible] দিকে পরিখার তীর হইতে এই প্রাচীর [illegible] এবং [illegible] পশ্চিমে প্রাচীরের কোণ [illegible] [illegible] বহির্দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে কতকগুলি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও এক বৃহৎ জলা আছে। অপর তিনদিকে এই দুর্গের মধ্য বর্ত্তী প্রায় ২০০ গজ জমি মাটির মুরচায় বেষ্টিত। এই [illegible] [illegible] [illegible] সম্ভবতঃ এই স্থানে রাজ[illegible] ছিল। ইহার [illegible] কয়েকটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে [illegible] নিকটে কোন অট্টালিকা ছিল নাই। দুর্গাভ্যন্তরে ইহার প্রাচীরের মধ্য উত্তরাংশে [illegible] [illegible] পড়িয়া আছে। উচ্চে [illegible] ফুট শিখরদেশে ১৬০ ফুট বিস্তৃত এবং [illegible] [illegible]। এই স্তূপের দক্ষিণপশ্চিম কোণে একটি [illegible] গভীর পুষ্করিণী আছে এবং সেই জন্য স্তূপের ঐ অংশ এখনও নষ্ট হয় নাই। ইহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টকের আবরক ছিল কিন্তু একণে ঐ পুষ্করিণীর তীর ভিন্ন আর কোনদিকে নাই। ইহার নিকটে আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। এগুলি দেখিলেই বোধ হয় যে দুর্গের এই অংশ রক্ষা করিবার জন্য এই পুষ্করিণীগুলি উৎখাত হইয়াছিল ও সেই মৃত্তিকারাশি দ্বারাই ঐ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্তূপের অভ্যন্ত[illegible]

ইষ্টকগঠিত নহে, কেবল বালি ও মৃত্তিকাপূর্ণ। এই স্তূপের উপর উত্তর ও দক্ষিণভাগে দুইটি ইষ্টকদিয়া বাঁধান ১০ ফুট্ প্রশস্ত কূপ আছে, কূপ দুইটির তলদেশ পর্য্যন্ত বাঁধান। স্তূপের উপর পূর্ব্ব-পশ্চিমে দুইটি স্থান আছে, দেখিলেই সহজে বুঝা যায় যে, সেখানে পূর্ব্বে অট্টালিকা ছিল। পূর্ব্বদিকে এই ঢিপির উপর একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণাকার বেদীর ন্যায় স্থান আছে। অনেকেই অনুমান করেন যে, এইখানে কমতেশ্বরীর প্রাচীন মন্দির ছিল। এ অনুমান অনেকটা সত্য। এই বেদীর পশ্চিমে আর একটি ভগ্নাবশেষ আছে, লোকে বলে সেখানে রাজবাড়ী ছিল। কিন্তু তাহা অসম্ভব; সেরূপ ক্ষুদ্র স্থানে রাজবাটী হইতে পারে না, ইহা বোধ হয় দেবীর উৎসবমঞ্চ ছিল। নীলকুঠির জন্য এই স্থান হইতে যে ইষ্টক সংগৃহীত হয় তাহা নাকি অতি সুগঠিত, কিন্তু এখানে যে সকল ইষ্টক আজিও ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে, তাহা ভারতবর্ষের সাধারণ ইষ্টকের ন্যায়। ঢিপির দক্ষিণ দিকে মধ্যস্থল হইতে একটি ইষ্টকপ্রাচীর দুর্গপ্রাচীর পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। এই প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে কতক গুলি ইষ্টকস্তূপ আছে। সম্ভবতঃ এই সকল স্থানে দরবার ও রাজকার্য্য হইত। এই দিকে ঢিপির পূর্ব্বপার্শ্বে তাহারই সমান দীর্ঘ একটি দীঘী আছে। কথিত আছে যে, এই দীঘীতে রাজারা কয়েকটা কুম্ভীর পুষিয়া রাখিতেন। এই দীঘীর উত্তর পূর্ব্বকোণে আর একটি ক্ষুদ্র ঢিপি আছে, ঐ ঢিপির চতুর্দ্দিকে এই দীঘী হইতে একটি খাল কাটিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া আছে। এই ক্ষুদ্র ঢিপিতেও অনেক ইট পড়িয়া আছে দেখিয়া অনুমান হয় যে, এখানে একটি দেব মন্দির ছিল। কুম্ভীরদীঘীর ঠিক পূর্ব্বে আর একটি ঢিপি আছে, লোকে বলে এই ঢিপির উপর সেলেখানা বা অস্ত্রাগার ছিল। বড়ঢাপের পশ্চিম দক্ষিণে ও মধ্যপ্রাচীরের পশ্চিমে যে খণ্ড তাহা প্রাচীরের পূর্ব্বের খণ্ড অপেক্ষা ছোট। এখানে বোধ হয় রাজার বাড়ী ছিল। ইহারই ঠিক উত্তরে অন্তঃপুর, এই অন্তঃপুরের পূর্ব্বধারে বড়ঢিপি পশ্চিমদিকে মাটীর সুরচা, দক্ষিণ ও উত্তরে ইটের প্রাচীর। ইহার মধ্যস্থলে একটি স্তূপ আছে, অনুমান হয়, এই স্তূপটি অন্তঃপুরের কোন দেবালয় ছিল। এই স্তূপের নিকট দুইটি পুষ্করিণী আছে, সম্ভবতঃ এই দুইটী স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারার্থ পাথর দিয়া বাঁধান ছিল। বড় ঢিপির দক্ষিণ-পশ্চিমকোণের পুষ্করিণী-তীরে আর একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। অন্তঃপুরের নিকটস্থ এই দুই পুষ্করিণীতে ও পূর্ব্বোক্ত বড়ঢাপের উপরে, যে স্থানে কমতেশ্বরীর মন্দির ছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, সে স্থানেও প্রস্তরাদির ভগ্নখণ্ড সকল পাওয়া যায়। একস্থানে ৮ ফুট্ লম্বা ১৮ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ধূসরবর্ণের গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভের একটি খণ্ড পড়িয়া আছে, ইহার অগ্রভাগ আট-পলা ও মূলদেশ চতুষ্কোণ। লোকে বলে ইহা স্তম্ভাংশ নহে, নীলাম্বর নামক নৃপতির অয়োগোলকের একখণ্ডমাত্র। প্রবাদ আছে যে, এই দুর্গ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ও নগরের বহির্দ্দেশের সুরচা নগরাধিষ্ঠাত্রী কমতেশ্বরী দেবী নিজে নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্বদিকে ধরলার তীরে কমতেশ্বরীনির্ম্মিত সুরচা নাই। কথিত আছে, ইহার নির্ম্মাণের সময় রাজাকে দেবীর আদেশে একাদিক্রমে চারিদিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু তিনদিন কাটিয়া গেলে, রাজা আর ক্ষুধা সহ্য করিতে না পারিয়া চতুর্থ দিনে আহার করেন, এই সময় দেবীও তিন দিকের সুরচা শেষ করিয়াছিলেন মাত্র, কাজেই অপরদিকের সুরচা গাঁথা হইল না। ধরলার তীর হইতে বাঘদ্বার পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত পথ আছে। রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের এক মাইল দূরে শিঙ্গীমারী নদীর বর্ত্তমান খাদ। ইহার নিকটে আর একটি ক্ষুদ্র খাদ আছে, তাহার উপর বাঘদ্বারের সম্মুখে কিছু দূরে একটি ইষ্টকের খিলানবিশিষ্ট সেতু আছে। এই সেতুর উপর দিয়াই পূর্ব্বোক্ত ধরলা-বাঘদ্বারের রাস্তা। বাঘদ্বারের নিকটে একটি প্রস্তরময় স্থানকে লোকে গোঁসাইপাট বলে। ইহার শিবলিঙ্গাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই বৃহদাকার শিবলিঙ্গের উপর মন্দির ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র আছে। ইহার নিকটে একটী পুষ্করিণী, পূর্ব্ব পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ৩০০ ও উত্তর-দক্ষিণে বিস্তারে ২০০ ফুট। ইহার দুইদিকে দশটি ঘাট আছে। ইহার নিকটে কতকগুলি উৎকীর্ণ মূর্ত্তিবিশিষ্ট বৃহদাকার প্রস্তর আছে. তাহার একখানিতে একটি অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি ও একখানিতে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী মূর্ত্তি খোদা আছে।

আসাম বুরঞ্জীপাঠে জানা যায়—খৃষ্টীয় ১৫শ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে কামরূপে নীলধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে কয়েকটা প্রবাদ আছে,—বগুড়া জেলার এক ব্রাহ্মণের একজন গো-রক্ষক ছিল। এই গো রক্ষক বড় দুষ্ট, পরের অনিষ্ট করিতে ভালবাসিত। সে প্রতিদিন অপরের ক্ষেত্রে গো পাল ছাড়িয়া দিয়া নিজে নিদ্রা যাইত। প্রত্যহ এইরূপে শস্যহানি দেখিয়া সকলে ব্রাহ্মণকে তাঁহার ভৃত্যের দুর্ব্যবহারের কথা জানাইল। ব্রাহ্মণ এক দিন নিজে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মাঠে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার গোরক্ষক এক গাছতলায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে ও একটি সর্প ফণাবিস্তার করিয়া তাহার মুখের

147 III

রৌদ্র নিবারণ করিয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ সর্প দেখিয়া ভীত হইলেন এবং দ্রুতপদে পলাইতে উদ্যোগ করিলেন, এমন সময় সর্প লোকসমাগম বুঝিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। ব্রাহ্মণ তখন তাহাকে জাগাইতে গিয়া দেখিলেন যে, তাহার পদতলে অষ্টদলপদ্ম, ত্রিশূল ও ঊর্দ্ধরেখা প্রভৃতি রাজলক্ষণ আছে। এই সকল দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া তাহার নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে কোনরূপ নীচকর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলেন। অবশেষে একদিন ব্রাহ্মণ তাহাকে ডাকিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, সে যদি কোন দিন রাজা হয়, তবে সে তাঁহাকে মন্ত্রী করিবে। কালক্রমে কামরূপরাজ ধর্ম্মপালের তদানীন্তন বংশধর দুর্ব্বল হওয়ায় এই গো-পালক তাঁহাকে [illegible] করিয়া স্বয়ং নীলধ্বজ নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হইল এবং স্বরাজ্যকে "ব্রাহ্মণরাজ্য" নাম দিয়া প্রতিপালক ব্রাহ্মণকে মন্ত্রী করিল। আর একটি প্রবাদ আছে যে, কোন স্থানে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একটি দাসী ছিল, তাহারই গর্ভে এক পুত্রসন্তান হয়। ব্রাহ্মণ তাহাকে গো-রক্ষক নিযুক্ত করেন। কালক্রমে পূর্ব্বোক্তরূপে সেই গো-রক্ষক নীলধ্বজ হয়। আর একটি প্রবাদ আছে যে, এই গো-রক্ষক অসুর (অসভ্য জাতীয়) ছিল। যাহা হউক, রাজা নীলধ্বজ মিথিলা হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনাইয়া কামরূপে স্থাপন করেন এবং "কামতাপুর" * নামে একটি নগর পত্তন করেন। তিনিই সেই নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া "কমতেশ্বর" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে "শূদ্র" বলিয়া প্রচারিত করেন।

এই নীলধ্বজের পুত্র চক্রধ্বজ, তৎপরে তৎপুত্র নীলাম্বর রাজা হন, এই নীলাম্বর ঘোড়াঘাটের গড় ও অনেক কীর্ত্তি স্থাপন করেন। একদা নীলাম্বররাজের মন্ত্রিপুত্র রাজরাণীর প্রতি আসক্ত হওয়ায় রাজা তাহাকে বধ করিয়া, তাহার মাংস রাঁধাইয়া মন্ত্রীকে খাইতে দিলেন। মন্ত্রীর খাওয়া হইলে, রাজা তাঁহাকে তাঁহার পুত্রমুণ্ড দেখাইয়া সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলে, মন্ত্রী নৃপাপেণ ভক্ষণ দেখিয়া পতিত রাজসংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাস্নানচ্ছলে কামরূপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, মন্ত্রী গঙ্গাস্নান করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ নবাবের নিকট সাহায্য চাহিলেন। নবাব রাজ্যের অবস্থা বুঝিয়া বহু সৈন্য সহ কামরূপ যাত্রা করিলেন। ঘোর যুদ্ধ চলিল, কমতেশ্বর পরাজিত হইলেন না। কাজেই নবাব নগরাবরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবরোধ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত রহিল। মুসলমানেরা এই দীর্ঘকালের মধ্যে নগরের বহির্ভাগে অনেক কীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া, আপনাদিগের থাকিবার মত অট্টালিকাদি ও পুষ্করিণী পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করাইয়া লইল, অবশেষে তাহারা কৌশল অবলম্বন করিল। রাজাকে সংবাদ দেওয়া হইল যে, মুসলমানেরা অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে মুসলমান-রমণীগণ রাণীর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। নীলাম্বর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু মুসলমানেরা দোলায় স্ত্রীলোক না পাঠাইয়া সশস্ত্র যোদ্ধা পাঠাইল। তাহারা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করিল ও রাজাকে বন্দী করিল। কেহ বলেন, বন্দী রাজা গৌড়ে প্রেরিত হন, আর কেহ বলেন, তিনি নিহত হন. আবার কেহ বলেন যে, রাজা প্রাণ লইয়া পলাইয়া যান। যাহা হউক, নগর মুসলমানের অধিকৃত হয়। ১৪২০ শকে কমতাপুরে মুসলমানের জয়পতাকা উড়ে। ৪০০শ বৎসর পূর্ব্বে যে নগর একবারে মুসলমানের দ্বাদশ বার্ষিক অবরোধ অনায়াসে সহ্য করিয়াছিল, আজ সে নগর ভগ্নস্তূপ মাত্রে পরিণত! কালধর্ম্ম বিচিত্র বটে!

"গুরুজনকথা চরিত্র" নামক আসামীয় গদ্যগ্রন্থে লিখিত আছে, কমতাপুরে দুর্লভনারায়ণ নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত গৌড়েশ্বর ধর্ম্মনারায়ণের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই দুর্লভনারায়ণকে কেহ কেহ কামরূপের রাজা ধর্ম্মপালবংশীয় ও কেহ বা 'ভিতারি' বংশীয় বলিয়া উল্লেখ করেন। যাহা হউক যুদ্ধে অনেক লোক বিনষ্ট হয়। পরে রাজিতে উভয় রাজা সম দেখিয়া, পরদিনে সখ্য স্থাপন করিয়া সন্ধি করিলেন।

তৎপরে গৌড়েশ্বর কামরূপের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া রাজা দুর্লভনারায়ণকে সাতজন ব্রাহ্মণ ও সাতজন কায়স্থ প্রদান করিলেন। এই চৌদ্দজনের মধ্যে প্রধান ১০ জনকে রাজা দুর্লভনারায়ণ 'বারভূঁঞা' আখ্যা দেন [কামরূপ দেখ]। এই বারভূঁঞারা সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন। যাহা হউক, দুর্লভনারায়ণ ইঁহাদের সাহায্যে, কোচদিগের বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। কালক্রমে কামরূপের মধ্যে কোচজাতির সংখ্যা ও প্রভাব বর্দ্ধিত হওয়ায় রাজা দুর্লভনারায়ণ কিছু ভীত হইয়া পড়েন। এই সময় আদি ভূঁঞাগণের মৃত্যু হওয়ায় তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

* নীলধ্বজ সম্ভবতঃ ১৩৫০-৬০ শকাব্দে কমতাপুর পত্তন করেন, কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কমতাপুর নামে একটি ক্ষুদ্র নগর পূর্ব্ব হইতেই ছিল, নীলধ্বজ সেই নগরের বিস্তার বাড়াইয়া ও দুর্গাদি নির্ম্মাণ করাইয়া রাজধানী করেন মাত্র। ১২২০।৩০ শকে ও এই নগরের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

কিছুদিন পরে কোচদিগের মধ্যে হাজো নামে একজন সর্দার প্রাধান্য লাভ করেন। এই ব্যক্তি ক্রমে নিজ অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন এবং অবশেষে ঘোড়াঘাট ভিন্ন প্রায় সমস্ত আসামপ্রদেশ অধিকার করেন। ইহার হীরা ও জীরা নামে দুইটী কন্যা ভিন্ন অন্য কোন সন্তান ছিল না। এই দুই কন্যার অবিবাহিতাবস্থায় অতি অল্পদিনের অগ্রপশ্চাতে দুইটি সন্তান হয়। জীরার সন্তানের নাম শিশু ও হীরার সন্তানের নাম বিশু। হাজোরাজ কুমারীকন্যার পুত্র হইল দেখিয়া বড় ভাবিত হইলেন। এই সময় দৈববাণী হইল যে, এই দুই পুত্র দেবদেব মহাদেবের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে হরিয়া নামক একজন মেচ জাতীয় সর্দারের সহিত হীরার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু সন্তানটি তাহার ঔরসজাত নহে। যাহা হউক, এই দুই সন্তান শেষে বিশেষ পরাক্রমী হইয়া "বিশ্বসিংহ" এবং "শিবসিংহ" নাম গ্রহণ করিয়া, আপনাদিগকে শিববংশীয় ও স্বশ্রেণীয় লোকদিগকে 'রাজবংশীয়' বলিয়া প্রচার করিল। ক্রমে বিশ্বসিংহ নানাদেশ জয় করিয়া (বুরুঞ্জীমতে ১৪২০। ৩০ শকের মধ্যে) কমতাপুর অধিকার করিয়া রাজা হন এবং শ্রীহট্ট হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাহাদিগকে "কামরূপী ব্রাহ্মণ" আখ্যা দিয়া স্বরাজ্যে স্থাপিত করেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনের সময় লুপ্তপ্রায় কামাখ্যাপীঠের উদ্ধার সাধন করেন।

কমতাপুর কতদিনের?—বুরুঞ্জীমতে রাজা নীলধ্বজ কমতাপুরের স্থাপয়িতা নহে, সংস্কারকর্ত্তা ও রাজধানীকর্ত্তা মাত্র। গ্রন্থানুসারে রাজা নীলধ্বজ ১২৫০।৬০ শকে (১৩২৮। ৩৮ খৃষ্টাব্দে) এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ গ্রন্থানুসারে ১৪২০ শকে (১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে) হুসেনশাহ কমতাপুর অধিকার করেন। ১২ বৎসর অবরোধের পর নগর অধিকৃত হয়, সুতরাং ১৪০৮ শকে (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে) হুসেনশাহ প্রথম নগর আক্রমণ করেন। এ সময়ে নীলধ্বজের পৌত্র নীলাম্বর কমতাপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং নীলধ্বজের সময় হইতে নীলাম্বরের রাজ্যকাল সমাপ্তির মধ্যে প্রায় ১৬০। ১৫০ বৎসর অতীত হইয়াছিল ও নীলধ্বজবংশীয় রাজারা প্রত্যেকে ন্যূনাধিক ৫৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। পূর্ব্ব ভারতের ইতিহাস-লেখক মঃ মন্‌গোমারি মার্টিন সাহেব এ সম্বন্ধে যে সকল কালসংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার মিল নাই। তিনি বলেন, হুসেনশাহ ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে (১৪১৮ শকে) রাজ্যারোহণ করেন এবং তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী গৌড়রাজ নসরৎশাহ ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে (১৪৪৫ শকে) রাজ্যারোহণ করেন, সুতরাং হুসেনশাহের রাজত্বকাল ২৭ বৎসর। এই ২৭ বৎসর হইতে নগরাবরোধের ১২ বৎসর (মিঃ মার্টিন ইহা স্বীকার করেন না, তিনি ইহাকে অতিশয়োক্তি বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন, এবং তিনি নিজেও অবরোধ কালের কোন সংখ্যা দেন নাই) কাল বাদ দিলে ১৫ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। আবার বিশ্বসিংহের কমতাপুর অধিকারকাল বুরুঞ্জীমতে ১৪২০ ও ১৪৩০ শকের (১৪৯৮ ও ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে। মিঃ মার্টিন বিশ্বসিংহের কমতাপুর অধিকারসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। পূর্ব্বোক্ত কালসংখ্যাগুলি হইতে দেখা যায় যে, হুসেনশাহ স্বীয় রাজ্যারোহণের কাল (মার্টিনের মতে ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ বা ১৪১৮ শক) হইতে প্রায় ১০ বৎসর পরে (বুরুঞ্জীমতে ১৪০৮ শকে বা ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে) কমতাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের পরিমাণ (মার্টিন মতে) কেবল ২৭ বৎসর মাত্র। আর বুরুঞ্জীমতে কমতাপুরের আক্রমণকাল ১৪০৮ শক বা ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ, কিন্তু মার্টিন মতে ঐ সময় (১৪৯৬+১৫) ১৫১১ খৃষ্টাব্দ বা ১৪৩৩ শক বা তাহার দু পাঁচবৎসর পূর্ব্বে, কারণ, বুরুঞ্জীমতে বিশ্বসিংহের কমতাপুর অধিকার কাল বিবেচনা করিলে, বুঝা যায় যে, কিছুদিন কমতাপুরে মুসলমানের অধিকার ছিল।

কমতাপুর নামের কারণ—বুরুঞ্জীমতে নীলধ্বজ ইহার স্থাপয়িতা নহেন কিন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াও ইহার প্রাচীন নাম বর্ত্তমান থাকে, কারণ, বুরুঞ্জী-পাঠে ১২২০ শকেও কমতাপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার মূল স্থাপয়িতার নাম বুরুঞ্জীতে নাই। এই নগরে কমতেশ্বরী নামে সিঙ্গীমারীর তীরবর্ত্তী গোসাইমারী নামক স্থানে এক দেবী আছেন। অনেকে মনে করেন, এই দেবীর নামানুসারে নগরের নামকরণ হইয়াছে। কমতাপুরের দুর্গে ভগ্নাবশেষের বিবরণস্থলে এই কমতেশ্বরীদেবীর উল্লেখ করা গিয়াছে। দুর্গের উত্তরাংশের বৃহৎ স্তূপে ইহার প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। এই দেবী সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। "প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্ত শিববরে একটি কবচ পাইয়াছিলেন। মহাভারতের [illegible] হস্তিনাতেই ছিল। শেষে পূর্ব্বোক্ত নীলধ্বজের পুত্র চক্রধ্বজ একদিন স্বপ্ন দেখিয়া, স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট উপায়ে এই কবচ আহরণ করিয়া, দুর্গমধ্যে মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে স্থাপন করেন। ক্রমেই এই কবচের পূজাপদ্ধতি ও অধিষ্ঠাত্রীদেবীর মূর্ত্তি

অবগত হন এবং তদনুসারে দেবীপ্রতিমা গড়াইয়া তন্মধ্যে কবচটি রক্ষা করেন ইঁহার নিকট পূজক বলি হইত। অবশেষে মুসলমানহস্তে দেবী প্রতিমা বিনষ্ট হইলে কবচটী একটি পুষ্করিণী মধ্যে অন্তর্হিত হয়। তৎপরে বিশ্বসিংহ-বংশীয় বিহারের চতুর্থ রাজা প্রাণনারায়ণের অধিকারকালে ছুনা নামে একজন ধীবর যেখানে শিঙ্গীমারী নদী নগরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নিকট একটী পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিবার জন্য জাল ফেলে, কিন্তু সেজাল এত ভার বোধ হইল যে, কিছুতেই উঠাইতে পারিল না, অবশেষে রাজার নিকট সংবাদ দিল। রাজা প্রাণনারায়ণ কবচের ব্যাপার জানিতেন ও সেজন্য উৎসুকও ছিলেন, এক্ষণে এই সংবাদে উল্লাসিত হইয়া, ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া হস্ত্যারোহণে একজন ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া জলে ডুব দিয়া জালমধ্যে কবচ পাইলেন এবং হস্তস্থিত একটি রেশমী থলিতে পুরিয়া হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করাইয়া, হস্তীকে ইচ্ছামত যাইতে দিলেন হস্তী শিঙ্গীমারীর তীরদিয়া চলিতে লাগিল, অবশেষে যেখানে ঐ নদী প্রাচীন নগর সীমানা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারই নিকটে গোঁসাইনী মারীনামক স্থানে দণ্ডায়মান হইল আর কিছুতেই নড়িল না। ব্রাহ্মণেরা স্থির করিলেন যে, দেবীর এই স্থান হইতে যাইবার ইচ্ছা নাই। রাজা, কাজেই এইখানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং প্রথমতঃ বিশ্বসিংহের আনীত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে একজনকে পূজক নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু দেবী স্বপ্নে মৈথিলী ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে পূজক নিযুক্ত করিতে আদেশ দিলেন, কারণ, তাহারাই পূর্ব্বে দেবীর পূজা করিতেন। তাহাই হইল। এইরূপে সে মৈথিলী পূজক নিযুক্ত হইলেন, কিছু দিন অতীত হইলে তিনি একদিন রাজাকে বলিলেন যে, দেব্যাদেশে তাঁহাকে প্রত্যহ রাত্রে দেবীমন্দিরে চক্ষু বাঁধিয়া যাইতে হয় ও সেখানে তিনি তবলা বাজাইতে থাকেন এবং দেবী একটী সুন্দরী যুবতীর বেশে উলঙ্গ হইয়া তালে তালে নৃত্য করেন, কিন্তু দেবীর নিষেধ তিনি কখন সে রূপ দেখেন নাই। শুনিয়া রাজার কৌতুহল জন্মিল, সেই রাত্রে মন্দিরে গিয়া দরজার ফাটল দিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেবী অন্তর্যামিনী, তিনি জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ নৃত্য বন্ধ করিলেন এবং এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, অতঃপর যদি বর্ত্তমান নারায়ণবংশীয় কোন রাজা কোন দিন কি দিবসে কি রাত্রে মন্দিরের সীমার মধ্যে প্রবেশ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই অবধি আজও তদ্বংশীয়েরা কেহ মন্দিরের সীমামধ্যে প্রবেশ করেন না। কিন্তু সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই মন্দির আজিও বর্ত্তমান। ইহা ইটকে নির্ম্মিত; গঠন-প্রণালী মুসলমানী ধরণে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান। এই মন্দিরের প্রতিমা নূতন, নির্ম্মিত প্রতিমা-গর্ভে সেই কবচ আছে। মন্দিরমধ্যে একখানি প্রস্তরফলকে বাসুদেব মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। কথিত আছে, এই প্রস্তর খণ্ড প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ হইতে পাওয়া যায়। শুনা যায় অর্থ পাইলে পূজকেরা নাকি যাত্রীদিগকে প্রতিমা গর্ভ হইতে সেই কবচ দেখাইয়া থাকে, কিন্তু ইহা অতি গোপনে করিয়া থাকে।

কমতাপুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখন কৃষ্ণকায় তাপুকের আবাস হইয়াছে।

আইন অকবরীতেও কমতাপুরের উল্লেখ আছে।

মার্টিন সাহেব মালদহ হইতে একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পান, তাহাতে বঙ্গদেশের বিবরণ লিখিত আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, নসরত শাহের অধীন হিন্দু পূর্ব্ববর্ত্তী হোসেনশাহ কামতাপুরেশ্বর হরূপনারায়ণকে বিনাশ করিয়া হপ্রাজ্য জয় করেন। হরূপনারায়ণ সদালক্ষ্মীনারায়ণের পৌত্র ও মাণিক্যনারায়ণের পুত্র।

কামতাল (পুং) কাম: তালয়তি প্রতিষ্ঠাপয়তি, কাম-তল ণিচ্-অণ্। কোকিল।

কামতি, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার একটী প্রধান নগর। এখানে সেনানিবাস আছে। অক্ষা° ২১°১৩´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯°১৪´৩০´´ পূ°। নাগপুর সহর হইতে উত্তর পূর্ব্বে ৩॥ ক্রোশ। লোকসংখ্যা ৫০,৯৮৭। এখানে দেশী ও বিলাতী কাপড় এবং লবণ প্রভৃতির ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে শস্যের ব্যবসা প্রায় মাড়বারী মহাজনের হস্তগত। কাপড়ের ব্যবসাও বেশ চলে। এখানে বংশীলাল আবীরচাঁদের নির্ম্মিত একটী সুন্দর বাঁধান পুষ্করিণী এবং তৎসংলগ্ন একটী মন্দির ও একটী বাগান আছে। কনহান নদীর উপর সেতু আছে তাহার উপর দিয়া নাগপুর ও ছত্রিশগড়ের রেল গাড়ী চলে। রেলের একটী ষ্টেশনও হইয়াছে। ঔষধালয়, বিদ্যালয় ও অতিথিগণের জন্য ধর্ম্মশালা আছে। এখানে ৪০০টি কূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

কামতিথি (স্ত্রী) কামস্য পূজার্থং প্রশস্তা তিথিঃ, মধ্যলো°। ত্রয়োদশী, এই তিথিতে কামদেবের পূজা করিতে হয়।

কামথা, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলার তিরোরা বিভাগের অধিকারী লাট। পরিমাণ ২৭১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৭৮,৮১৬, তন্মধ্যে ৩৮,৮৯১ জন পুরুষ ও ৩৯৯২৫ জন

স্ত্রী। ইহাতে ১২৭টী গ্রাম আছে, ২৩৫১১ জন লোকের বাস। প্রায় শত বৎসরের উপর হইল, নাগপুরের রাজার অধীন একটী কুর্মিবংশের জায়দারী ছিল। কিন্তু রাজার বিপক্ষে বিদ্রোহাচরণের জন্য উহা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গোদীবংশীয় একজনকে দেওয়া হয়। তাঁহারা টাকা দিয়া ভোগ করিতেছেন। ঐ নামে ঐ জমিদারীতে কামতা নামে একটী গ্রাম আছে। উহা অক্ষা° ২২°৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি ৮০°২১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৯০২। অধিবাসীরা চাষবাস করে। কামতার সর্দার বা জমিদার এইস্থানে থাকেন। তাঁহার বাটীর চারিদিকে প্রাচীর ও গড়খাই বেষ্টিত।

কামদ (ত্রি) কামং অভিলাষং দদাতি, কাম-দা-ক। ১ কামদাতা। ২ অভীষ্টপ্রদ। ৩ (পুং) কামং স্বাত স্বাসৌকাম্য। অপরস্তু সর্বাণি, ইচ্ছাবতেভ্যঃ দদাতি বা, কাম-দা-ক। কার্ত্তিকেয়।

কামদগিরি, চিত্রকূটের অপর নাম। [চিত্রকূট দেখ।]

কামদমনী (স্ত্রী) কামস্য দমঃ উপশমঃ অস্যাঃ, কামদম-ইনি। যে নারী কামরিপু বশীভূত করিয়াছে।

কামদর্শন (ত্রি) কামং মনোজ্ঞং দর্শনং যস্য, বহুব্রী। মনোরম দর্শন, সুন্দর।

কামদা (স্ত্রী) কামং অভীষ্টং দদাতি, কাম-দা-ক-টাপ্। কামধেনু।

(কামদা কামধেনৌ স্ত্রী কামদাতরি বাচ্যবৎ। মেদিনী)

কামদুঘ (ত্রি) কামং দোগ্ধি, কাম-দুহ-ক ঘশ্চ হঃ। অভীষ্টসম্পাদক, যাহার কাছে যে কোন বস্তু প্রার্থনা করিয়া, লাভ করা যায়।

কামদুঘা (স্ত্রী) কামং দোগ্ধি, কাম-দুহ-ক-টাপ্। কামধেনু। [কামধেনু দেখ।]

কামদুহ্ (ত্রি) কামং দোগ্ধি, কাম-দুহ-কিপ্। অভীষ্টপ্রদ।

কামদূতিকা (স্ত্রী) কামস্য দূতিকা ইব উদ্দীপকত্বাৎ। নাগদন্তী।

কামদূতী (স্ত্রী) কামস্য দূতীব, উপমিত°। পাকলগাছ।

কামদেব (পুং) কাম এব দেবঃ। কন্দর্প। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—মদন, মন্মথ, মার, প্রদ্যুম্ন, মীনকেতন, কন্দর্প, দর্পক, অনঙ্গ, পঞ্চশর, স্মর, শম্বরারি, মনসিজ, কুসুমেষু, অনন্যজ, পুষ্পধন্বা, রতিপতি, মকরধ্বজ, আত্মভূ, ব্রহ্মসূ ও বিশ্বকেতু। শাস্ত্রকারগণ কামের পঞ্চাশপ্রকার ভেদ বলিয়া থাকেন—১ কাম, ২ কামদ, ৩ কান্ত, ৪ কান্তিমান্, ৫ কামগ, ৬ কামচর, ৭ কামী, ৮ কামুক, ৯ কামবর্দ্ধন, ১০ রাম, ১১ রম, ১২ রমণ, ১৩ রতিনাথ, ১৪ রতিপ্রিয়, ১৫ রাত্রিনাথ, ১৬ রমাকান্ত, ১৭ রমমাণ, ১৮ নিশাচর, ১৯ নন্দক, ২০ নন্দন, ২১ নন্দী, ২২ নন্দয়িতা, ২৩ পঞ্চবাণ, ২৪ রতিসখ, ২৫ পুষ্পধন্বা, ২৬ মহাধনু, ২৭ ভ্রামক, ২৮ ভ্রমণ, ২৯ ভ্রমমাণ, ৩০ ভ্রম, ৩১ ভ্রান্ত, ৩২ ভ্রামক, ৩৩ ভৃঙ্গ, ৩৪ ভ্রান্তচার, ৩৫ ভ্রমাবহ, ৩৬ মোহন, ৩৭ মোহক, ৩৮ মোহ, ৩৯ মোহবর্দ্ধন, ৪০ মদন, ৪১ মন্মথ, ৪২ মাতঙ্গ, ৪৩ ভৃঙ্গনায়ক, ৪৪ গায়ক, ৪৫ গীতিজ্ঞ, ৪৬ নর্ত্তক, ৪৭ খেলক, ৪৮ উন্মত্তোন্মত্তক, ৪৯ বিলাস ও ৫০ লোভবর্দ্ধন।

স্মরদীপিকাগ্রন্থে এই কয়েকটী কন্দর্পের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে,—

"পাদে গুল্ফে তথোর্ব্বো চ ভগে নাভৌ কুচে হৃদি।
কক্ষে কণ্ঠে তথোষ্ঠে চ গণ্ডে নেত্রে শ্রুতাবপি॥
ললাটে শীর্ষকেশেষু কামস্থান তিথিক্রমাৎ।
দক্ষে পুংসঃ স্ত্রিয়া বামে শুক্লকৃষ্ণে বিপর্য্যয়ঃ॥
প্রতিপদ্যাং পদাঙ্গুষ্ঠে দ্বিতীয়ায়াঞ্চ গুল্ফকে।
উরুদেশে তৃতীয়ায়াং চতুর্থ্যাং ভগদেশতঃ।
নাভিস্থানে চ পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যাঞ্চ কুচমণ্ডলে।
সপ্তম্যাং হৃদয়ে চৈব অষ্টম্যাং কক্ষদেশতঃ॥
নবম্যাং কণ্ঠদেশে চ দশম্যাং চৌষ্ঠদেশতঃ।
একাদশ্যাং গণ্ডদেশে দ্বাদশ্যাং নয়নে তথা॥
শ্রবণে চ ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং ললাটকে।
পৌর্ণমাস্যাং শিখায়াঞ্চ জ্ঞাতব্যঞ্চ ইতি ক্রমাৎ॥"

"পাদদ্বয়, গুল্ফদ্বয়, উরুদ্বয়, ভগ, নাভি, কুচদ্বয়, হৃদয়, কক্ষ, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, গণ্ড, চক্ষু, কর্ণ, ললাট, মস্তক ও কেশ; তিথি অনুসারে ইহার এক একটী স্থানে কামদেবের অধিষ্ঠান হয়। শুক্লপক্ষে পুরুষের দক্ষিণ অঙ্গ ও স্ত্রীর বাম অঙ্গ, এবং কৃষ্ণপক্ষে পুরুষের বাম অঙ্গ, ও স্ত্রীর দক্ষিণ অঙ্গ; এইরূপে উক্ত স্থানসমূহের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। প্রতিপদ্ তিথিতে পদাঙ্গুষ্ঠে, দ্বিতীয়ায় গুল্ফে, তৃতীয়ায় উরুদেশে, চতুর্থীতে ভগদেশে, পঞ্চমীতে নাভিদেশে, ষষ্ঠীতে কুচমণ্ডলে, সপ্তমীতে হৃদয়ে, অষ্টমীতে কক্ষদেশে, নবমীতে কণ্ঠে, দশমীতে ওষ্ঠদেশে, একাদশীতে গণ্ডদেশে, দ্বাদশীতে চক্ষে, ত্রয়োদশীতে কর্ণে, চতুর্দ্দশীতে ললাটে ও পূর্ণিমায় মস্তকে, কামদেবের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে।

কামদেবের ধ্যেয়মূর্ত্তি এইরূপ—

"কামদেবস্তু কর্ত্তব্যঃ শঙ্খপদ্মবিভূষণঃ।
চাপবাণকরশ্চৈব মদাঘূর্ণিতলোচনঃ॥
রতিঃ প্রীতিস্তথা শক্তির্ভার্য্যাশ্চৈতাস্তথোজ্জ্বলাঃ॥
চতস্রস্তস্য কর্ত্তব্যাঃ পত্ন্যো রূপমনোহরাঃ॥

চত্বারশ্চ করাস্তস্য কার্য্যা ভার্য্যাস্তমোপমাঃ।
কেতুশ্চ মকরঃ কার্য্যঃ পঞ্চবাণমুখে মহান্॥"

(হেমাদ্রিধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।)

"শঙ্খ, পদ্ম, ধনুঃ ও বাণধারী, মদমত্ত ঈষৎ কুঞ্চিতচক্ষুঃ, মকরকেতু, পঞ্চবাণ, এবং রতি, প্রীতি, শক্তি ও উজ্জ্বলা নাম্নী চারিটি স্ত্রীবিশিষ্ট।"

ঋগ্বেদে কামের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"কামো জজ্ঞে প্রথমো নৈনং দেবা আপুঃ।"

সর্ব্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হওয়ায় তাহা হইতেই সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল।

(ঋক্ ১০।১২৯।৪।)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—"ব্রহ্মা যে সময়ে দক্ষ প্রভৃতি মানসপুত্রগণ সৃষ্টি করেন, সেই সময়ে সন্ধ্যা নাম্নী একটি রূপবতী কন্যারও উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই মনোরম কন্যাদর্শনে 'ইনি জগতের কোন কার্য্য করিবেন,' এইরূপ চিন্তা ব্রহ্মহৃদয়ে উপস্থিত হওয়ায় পরম রমণীয় মূর্ত্তি কামদেবের জন্ম হইয়াছিল। ব্রহ্মা তাঁহাকে জগতের নরনারীসমূহকে মুগ্ধ করিতে আদেশ করিয়া ফুলধনু ও ফুলশর প্রদান করেন। কাম সেই ফুলবাণ দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইবে কি না পরীক্ষার জন্য সমীপস্থ ব্রহ্মা, দক্ষাদি ঋষি ও সন্ধ্যাকে ঐ বাণাঘাত করেন, তাহাতে সকলেই কামপীড়িত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে মহাদেব তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার কন্যাপ্রতি কামভাব দর্শনে তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সেই উপহাসে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া স্বীয় কামবেগ নিরোধ করিলেন, এবং কামদেবের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'তুই হরকোপানলে দগ্ধ হইবি' বলিয়া অভিশাপ দিলেন। কামদেব অকারণে এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। তখন ব্রহ্মাও কামদেবের তাদৃশ অপরাধ না দেখিয়া 'পুনর্ব্বার শরীরপ্রাপ্ত হইবে' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং দক্ষদেহজাত রতি নাম্নী সুন্দরী রমণীকে তাঁহার পত্নীত্বে নিয়োজিত করিলেন। (কা° পু° ১ অঃ।)

এদিকে সন্ধ্যা পিতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে অভিলাষ করিয়াছেন ভাবিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং সেই দূষিত দেহ পরিত্যাগ করিবার জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় প্রীত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সন্ধ্যা প্রথমতঃ অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিয়া কেবল এই চাহিলেন যে, "প্রাণিগণ উৎপত্তি মাত্রই যেন সকাম না হয়।" ভগবান্ তাঁহার এই প্রার্থনানুসারে শৈশব, কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই চারিভাগে বয়ঃক্রম বিভক্ত করিয়া, তাহার তৃতীয়ভাগ অর্থাৎ যৌবনই কামোৎপত্তির কালরূপে নির্দ্দেশ করিলেন এবং কৌমারের শেষ সময় ও তাহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দিলেন।" (কা° পু° ১৯ অঃ)। এই জন্যই প্রাণিদিগের উৎপত্তি মাত্রই কামভাব প্রকাশিত হয় না।

দেবগণ তারকাসুরের উৎপীড়নে, যে সময় নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ইন্দ্রের আদেশে শিবধ্যান ভঙ্গ করিতে যাওয়ায় কামদেবকে কিছুদিন অনঙ্গ হইতে হইয়াছিল। শিবপুরাণে ইহার আখ্যায়িকা এইরূপ বর্ণিত আছে—"মহাদেবী সতী দক্ষযজ্ঞে দেহ পরিত্যাগ করিলে পর, মহাদেব কঠোর জিতেন্দ্রিয়তা অবলম্বনপূর্ব্বক মহাযোগে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তারকাসুর দেবসমূহের প্রতি নিতান্ত উৎপীড়ন আরম্ভ [illegible] দেবগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাঁহার বধসাধনের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বয়ং কোন উপায় নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, ব্রহ্মার নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'মহাদেববীর্য্য ব্যতীত তারকাসুরের নিধন হইবে না, মহেশ্বরী সতী হিমালয়গৃহে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া, মহাদেবের লাভের জন্য [illegible] তাঁহার নিকটে রহিয়াছেন, এই সময়ে মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিয়া, তাঁহাকে পার্ব্বতীর প্রতি অভিলাষী করিতে পারিলে, মহাদেব ঔরসে মহাবীর কুমার জন্মগ্রহণ করিয়া, তারকাসুরের নিধন সাধন করিবেন।' দেবগণ সেই পরামর্শ অনুসারে কামদেবকে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে নিযুক্ত করিলেন। আজ্ঞা মাত্রই কামদেব রতি ও বসন্তসহ সদর্পে মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিতে উপস্থিত হইলেন এবং ফুলধনুতে ফুলবাণ যোজনা করিয়া মহাদেব উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। মহাদেব কন্দর্পবাণে আহত হইয়াই সক্রোধে কন্দর্পের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে মহাদেবের ললাটদেশ হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা বহির্গত হইয়া কন্দর্পমূর্ত্তি একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।" পরজন্মে ইনিই শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হরিবংশে ইঁহার জন্মবিবরণ এইরূপ বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ-ঔরসে রুক্মিণীগর্ভে প্রদ্যুম্নের জন্ম হয়। জন্মের পর সপ্তমরাত্রে শম্বরাসুর মায়াবলে ইঁহাকে সূতিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়া আনিয়া, স্বীয় পত্নী মায়াবতীকে দান করেন। মায়াবতীর সন্তানাদি না থাকায়, এই শিশুটি প্রাপ্ত হইয়াই অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন। পরে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিশেষরূপে লক্ষ্য

করিয়া, মায়াবতী বুঝিতে পারিলেন যে, এই শিশুই তাঁহার প্রিয়তম স্বামী কন্দর্প। হরকোপানলে দগ্ধ হওয়ার পর দেবগণ এইরূপেই তাঁহার পুনর্ব্বার পতিপ্রাপ্তির বিষয় বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। সুতরাং তিনি মাতৃবৎ শিশুর প্রতিপালন করিতে না পারিয়া ধাত্রী হস্তে তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং রসায়নাদি প্রয়োগ দ্বারা সত্বরই তাঁহাকে সবর্দ্ধিত করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রদ্যুম্নও তখন বৈষ্ণবাস্ত্র দ্বারা শম্বরাসুরকে নিহত করিয়া পত্নীসহ পিতৃগৃহে আগমন করিলেন। মায়াবতী যদিও শম্বরাসুরের পত্নীরূপে পরিচিতা থাকিলেও বস্তুতঃ তিনি তাহার পত্নী ছিলেন না, কন্দর্প পত্নী রতি পুনরায় পতিপ্রাপ্তি কামনায়, দেবগণের আদেশে এইরূপ মায়াবতী হইয়া শম্বরাসুরের পত্নীরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। (হরিবংশ ৬১ অঃ)

হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে কাম ধর্মপুত্র বলিয়া লিখিত আছে।

লক্ষ্মী কামং চলা দর্পং নিয়মং ধৃতিরাত্মজম্।
সন্তোষঞ্চ তথা তুষ্টিৰ্লোভং পুষ্টিরসূয়ত॥
মেধা শ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ।
বোধং বুদ্ধিস্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাত্মজম্॥
ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শান্তিরসূয়ত।
সুখং সিদ্ধিৰ্যশঃ কীৰ্ত্তিরিত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ॥"

অর্থাৎ ধর্ম্মপত্নীমধ্যে লক্ষ্মী কাম নামক পুত্র, চলা দর্প, ধৃতি নিয়ম, তুষ্টি সন্তোষ, পুষ্টি লোভ, মেধা শ্রুত, ক্রিয়া দণ্ড, নয় ও বিনয়, বুদ্ধি বোধ, লজ্জা বিনয়, বপু ব্যবসায়, শান্তি ক্ষেম, সিদ্ধি সুখ এবং কীৰ্ত্তি যশঃ নামক পুত্র প্রসব করেন, ইহারা সকলেই ধর্ম্মপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।
(হরিবং ৭ম ১৬৮)

ভাগবতের মতে কাম ব্রহ্মপুত্র—

"হৃদি কামো ভ্রুবোঃ ক্রোধো লোভশ্চাধরদচ্ছদাৎ।"

ব্রহ্মার হৃদয়ে কাম, ভ্রূদ্বয়ে ক্রোধ ও অধরোষ্ঠ হইতে লোভের উৎপত্তি হইয়াছে।

ভাগবতেরই অন্যস্থলে আবার কাম সঙ্কল্পের পুত্র বলিয়া লিখিত আছে—

"সঙ্কল্পায়াস্ত সঙ্কল্পঃ কামঃ সঙ্কল্পজঃ স্মৃতঃ।"

ব্রহ্মকন্যা সঙ্কল্পার পুত্র সঙ্কল্পঃ এই সঙ্কল্প হইতে কামের উৎপত্তি হইয়াছে। (ভাগ° ৬।৬।১০।)

যজুর্ব্বেদেও কামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কামই দাতা ও গৃহীতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

"কোদাৎ কস্মা অদাৎ কামোদাৎ কামায়াদাৎ।
কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে॥"

কে দান করিয়াছে, কাহাকে দান করিয়াছে, এইরূপ প্রশ্ন হইলে, তাহার এইরূপ উত্তর দেওয়া হয় যে, কাম দান করিয়াছে এবং কামকেই দান করিয়াছে যেহেতু কামই দাতা এবং কামই প্রতিগৃহীতা। অতএব হে কাম এই দ্রব্য তোমারই। (যজুঃ ৭।৪৮।)

২ গোপকপুরীর একজন কদম্বরাজ। ইঁহার মহিষীর নাম কেতলাদেবী। ইনি একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন বাতাপ, মলয়, কোঙ্কণ ও সহ্যাদি জয় করিয়াছিলেন। শিলালিপি অনুসারে ইনি ১১৮১ খৃঃ হইতে ১২০৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ৩ ভদ্রনারায়ণপুত্র। ভট্টনারায়ণ দেখ। ৪ পদ্মেশ্বর। ৫ মহাদেব। ৬ কবিবিশেষ। ৭ রাঢ়াধীশ, ইঁহার রাজধানী চন্দ্রদ্বীপ। "পারবশ্যাভবীয় পদ্যৌ" কবিরাজ নামক কবির প্রতিপালক ৮ পদ্মচন্দ্রোদ্ধৃত নামক স্মৃতিসংগ্রহপ্রণেতা।

৯ "সংকৃতাম্বুজাবলী" পাঠক কামদেবের প্রতিপালক।
১০ চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি' প্রণেতা হেমাদ্রির পিতা, ইঁহার পিতার নাম বাসুদেব পিতামহের নাম বামন।

১১ অনেক প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিৎ।

১২ "ধর্ম্মপ্রদীপিকা" "প্রয়োগপদ্ধতি" "পারস্করগৃহ্যপরিশিষ্টপদ্ধতি" প্রভৃতির গ্রন্থকার। ইঁহার পিতার নাম গোপাল।

কামদেব কবিবল্লভ, একজন প্রাচীন টীকাকার।

কামদেবঘৃত (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত ঘৃতবিশেষ।

অশ্বগন্ধা ২।০ সের, গোক্ষুর ১।০ সের, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপাণী, বেড়েলা, গুলঞ্চ, অশ্বত্থের শুঙ্গা, পদ্মবীজ, পুনর্নবা, গাম্ভারীফল ও মাষবীজ প্রত্যেক ।০ সের, এই সকল দ্রব্য ৩২৮ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, ১২৪ সের জল থাকিতে ঐ জল ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে ঐ কাথের সহিত কিসমিস, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, তেজপত্র, নাগকেশর, আলকুশীবীজ, নীলশুঁদি, অনন্তমূল, শ্যামালতা এবং জীবনীয়গণোক্ত অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, বংশলোচন, শ্বেতবেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী ও মাষানী, ইহাদিগের প্রত্যেকের পরিমাণ ২ তোলা, মিস্রি ৮ তোলা, এবং পুঁড়ী ইক্ষুর রস ১৬ সের, একত্র যথারীতি পাক করিয়া এই ঘৃত প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঘৃত ব্যবহার করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষত, কামলা, বাতরক্ত হলীমক, পাণ্ডু, বিবর্ণতা, স্বরভেদ মূত্রকৃচ্ছ্র, বক্ষোদাহ ও পার্শ্বশূল নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত।)

[illegible] প্রায়শ্চিত্ত [illegible] প্রশস্ত। [illegible]

[illegible]

[illegible] ধরিত্রী [illegible]

[illegible] সংবাদ [illegible] একটি [illegible]

[illegible] এই [illegible]

[illegible] মুক্তিলাভ [illegible]

[illegible]

কামধেনু, [illegible] একখানা প্রাচীন [illegible]

[illegible]

[illegible] এবং [illegible]

[illegible]

২ [illegible]।

৩ [illegible]

[illegible]।

৪ [illegible]

[illegible]

৫ [illegible] টীকা বিশেষ।

৬ [illegible] টীকা [illegible]

[illegible]।

কামধেনু স্ত্রী [illegible] ধেনু মহাশয়। [illegible] এই [illegible] কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে তাহা পাওয়া যায়।

[illegible]পুরাণে এই [illegible] মহাপুণ্য [illegible] আছে। [illegible] তাহাতে এইরূপ [illegible] আছে [illegible] কার্ত্তিকমাসের শুক্ল একাদশীতে উপবাস করিয়া [illegible] লক্ষ্মীসহ নারায়ণের পূজা করিতে হইবে। তৎপরে [illegible] প্রাতঃকালে স্নান করিয়া [illegible] শুক্লমাল্য ও শুক্ল অনুলেপন ধারণ করিবে। [illegible] বিভূষিত করিয়া [illegible] অর্চনা করিতে হইবে। এই ধেনুর [illegible] ও পুচ্ছসমেত [illegible] করিয়া [illegible] একখানি শুক্লবস্ত্র আচ্ছাদন দিবে। অনন্তর [illegible] দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া [illegible] দান করিতে হইবে।"

১ দানের জন্য স্বর্ণনির্ম্মিত ধেনুবিশেষ।

[illegible] স্বর্ণনির্ম্মিত কামধেনুর দানবিধি লিখিত আছে। [illegible] অনুসারে [illegible] অধিক হইতে [illegible] [illegible] প্রস্তুত করিয়া, [illegible] সুবর্ণ [illegible] নিতান্ত অসমর্থ [illegible] অধিক [illegible] আছে। [illegible] কোন [illegible] নির্দিষ্ট করিয়া [illegible] গুরু [illegible] ও তাহাকে [illegible] করিয়া নিবেদন [illegible] করিবে। [illegible] আরাধনা [illegible] করিবেন। গুরু [illegible] উপর [illegible] তদুপরি কৃষ্ণ [illegible] ও [illegible] তাহার উপরে [illegible] দ্বারা [illegible] স্থাপন করিবেন। [illegible] [illegible] নির্ম্মিত [illegible] [illegible] [illegible] কৰ্ত্তব্য। [illegible] সহকারে বস্তুর [illegible] সমীপস্থ চারিটি [illegible] [illegible] হইবে [illegible] পরিধান করিয়া [illegible] ও বিবিধ অলঙ্কার [illegible] পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া কামধেনুকে [illegible] পূর্ব্বক পূজা করিবেন এবং ঐ ধেনু গুরুকে প্রদান করিবেন। পরিশেষে গুরু পুরোহিত ও [illegible] এবং অতিথি [illegible] [illegible] [illegible] ধেনু [illegible] [illegible] কংসকাপুরাণে [illegible] বিবরণ এইরূপ [illegible] আছে—[illegible] [illegible] ছিলেন [illegible] তাঁহার গর্ভে [illegible] জন্ম হয়। এই [illegible] নামক [illegible] [illegible] কামধেনু প্রসব করিয়াছিলেন। [illegible] বর্ণ [illegible] চতুষ্পদ [illegible], [illegible] দ্বারা [illegible], [illegible] ও [illegible] প্রস্তুত হইয়া [illegible] [illegible] এই কামধেনুগণকে [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] কামধেনুর [illegible] [illegible] কোন কামুকবেতাল তাঁহাকে দেখিয়া কামাতুর হইয়া উঠে

এবং নিজেও বৃষমূর্তিধারণ করিয়া, তাঁহার সহিত সঙ্গত হয়। এই সঙ্গমতরেই একটি বিশালকায় বৃষ উৎপন্ন হইয়া, নিজের তপস্যাবলে মহাদেবের বাহনত্ব লাভ করিয়াছিল।"

(কালিকাপু° ৯১ অঃ।)

৪ কামধেনু-কুলজাত নন্দিনী বা শবলা নাম্নী বশিষ্ঠের ধেনুবিশেষ। এই ধেনুর জন্যই বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই বিবাদের ফলেই বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়জাতি হইয়াও ব্রহ্মর্ষি হইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। রামায়ণে লিখিত আছে—কোন সময়ে রাজা বিশ্বামিত্র বহু সৈন্য ও অমাত্য পরিবার প্রভৃতির সহিত বশিষ্ঠ ঋষির নিকট আতিথ্য গ্রহণ করেন, বশিষ্ঠ ঐ কামধেনু হইতে যে সকল উত্তমোত্তম প্রচুর দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁহাদের সৎকার করিয়াছিলেন, বিশ্বামিত্র রাজা হইলেও ঐ সকল ভোজনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কামধেনু হইতে এইরূপ অসাধারণ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পাওয়া যায় দেখিয়া, শতসহস্র দুগ্ধবতী গাভীর বিনিময়ে তিনি ঐ ধেনুটি বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করেন বশিষ্ঠ তাহাতে একেবারে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র কোনমতেই সেই গাভীর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখন হরণ করিবার জন্য সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে, "বশিষ্ঠ কেন আমায় ত্যাগ করিলেন" ভাবিয়া নন্দিনী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় বলে বহুসৈন্য বিনষ্ট করিয়া, বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন? নতুবা বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণ আমায় লইয়া যায় কেন?' বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, 'না' আমি তোমায় পরিত্যাগ করি নাই এবং কখন করিবও না অতএব তুমি শত শত মহাবীর সৈন্য সৃষ্টি করিয়া বিশ্বামিত্রকে পরাজিত কর।' বশিষ্ঠের আজ্ঞামাত্রই নন্দিনী যোনিদেশ হইতে যবন, পুরীষ হইতে শক, এবং রোমকূপ হইতে ম্লেচ্ছ, হারীত ও কিরাত সৈন্যের সৃষ্টি করিয়া, বিশ্বামিত্রের সমুদায় সৈন্যের বিনাশসাধন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ তাহাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া (এককালে শতপুত্রই) বশিষ্ঠের প্রতি ধাবিত হইলেন। বশিষ্ঠ সক্রোধে একটিমাত্র হুঙ্কার দ্বারাই তাঁহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন।

এই অপমানের পর হইতেই বিশ্বামিত্র রাজশক্তি অপেক্ষা তপস্যাশক্তি অধিক ভাবিয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং সেই তপস্যার ফলেই তিনি ব্রহ্মর্ষির ন্যায় ক্ষমতাশালী হইয়া, ব্রহ্মর্ষি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (রামা° আ° ৫১ অঃ।)

৫ বোপদেব প্রণীত ধাতুপাঠ নামক পুস্তকের ব্যাখ্যা-পুস্তকবিশেষ।

কামধেনুতন্ত্র (ক্লী) কামধেনুরিব সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং তন্ত্রম্, মধ্যলো°। শিবপ্রোক্ত তন্ত্রবিশেষ।

কামধেন্বী, রামাৎ অথবা নিমাৎ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণববিশেষ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুস্থানী ভিক্ষু। কামধেনু নামে ভিক্ষাধার ব্যবহার করায় ইহাদের কামধেন্বী নাম হইয়াছে। কামধেনুযন্ত্রটি একগাছি বাঁক্। ঐ বাঁকের দুই দিকে দুইগাছি শিকা থাকে, একদিকের শিকায় গাভীর আকার অপরদিকের শিকায় হনুমানের মূর্ত্তি, কামধেন্বীরা দুইবেলা এই যন্ত্রটীর পূজা ও আরতি করে।

কামধেন্বীরা ঐ যন্ত্রটি কাঁধে করিয়া ভিক্ষায় বাহির হয়, কাহারও বাটীতে যায় না "ধনুর্দ্ধারী রাম" "ধনুর্দ্ধারী রাম" কেবল এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, গৃহীরা ঐ নাম শুনিয়া ইচ্ছানুসারে ঐ কামধেনু পাত্রে ভিক্ষা প্রদান করে।

কামধ্বংসী [ন্] (পুং) কামং কন্দর্পং ধ্বংসয়তি কাম-ধ্বন্‌স-ণিচ্ ণিনি। শিব।

কামন (ত্রি) কামরতীতি কম-ণিঙ্ যুচ্। ১ কামুক।

(কামুকঃ কমিতা কাম্যাভিকঃ কাময়িতাভিষিকঃ।

কামনঃ কমরোহভীকঃ। হেম ৩।৮৮।)

২ (ভাবে যুচ্ ক্লী) অভিলাষ, ইচ্ছা।

কামনা (স্ত্রী) কামন টাপ। ইচ্ছা।

কামনাশক (পুং) কামং কন্দর্পং নাশয়তি, কাম-নশ্-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ মহাদেব। ২ (ত্রি) কামশক্তিনাশক ঔষধাদি।

কামনীয়ক (ক্লী) কামনীয়স্য ভাবঃ, কামনীয় বুঞ্। রমণীয়তা।

কামন্দকি (পুং) কমন্দকস্য অপত্যম্ পুমান্, কমন্দক ইঞ্। জনৈক নীতিশাস্ত্র-প্রণেতা।

ঐ গ্রন্থ কামন্দকীয় নীতিসার নামে খ্যাত এবং ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাও মহাভারতের ন্যায় প্রাচীনকালে রচিত হয়। অতিপূর্ব্বকালে এই নীতিশাস্ত্রখানি বালি প্রভৃতি দ্বীপে নীত হয় ও সেখানে মহাভারতের ন্যায় কবিভাষায় অনুবাদিত হয়। কোন্ সময়ে ইহা যবদ্বীপে যায় তাহা নিরূপিত হয় নাই, কেহ কেহ অনুমান করেন, মহাভারত যে সময় ঐ দ্বীপে যায় তৎসমকালেই ইহা গিয়া থাকিবে। [মহাভারত দেখ।]

505 III

এই নীতিসারের চারিখানি টীকা পাওয়া যায়, একখানির নাম উপাধ্যায়নিরপেক্ষ, অপরগুলির মধ্যে একখানি আত্মারাম কৃত, একখানি জয়রাম কৃত ও অপরখানি বরদারাজ কৃত।

কামন্দকীয় (স্ত্রী) কামন্দকেরিদম্, কামন্দক ছ (বৃদ্ধাচ্ছঃ। পা ৪। ২। ১১৪।) কামন্দকি-প্রণীত নীতিশাস্ত্রবিশেষ।

কামধর্মা [ন্] (পুং) কামং যথেষ্টং ধর্মতি, কাম-ধ্মা ণিনি, বাহুলকাৎ ধমাদেশঃ, নিপাতনাৎ মুম সাধুঃ। কাংসাকার, কাঁসারি।

কামপতি (স্ত্রী) কামঃ পতির্যস্যাঃ, বিকল্পত্বাৎ ন ঙীষ্। ১ রতি। ২ (পুং) চন্দ্রবংশীয় পুরুবংশধর একজন রাজপুত্র, ইনি পুত্রেষ্টি যাগ করিয়াছিলেন। (মহাভা° খ° ১। ৯০। ২১।

কামপত্নী (স্ত্রী) কামস্য পত্নী, ৬ তৎ। রতি।

কামপাগলা (দেশজ) লম্পট।

কামপাল (পুং) কামান্ পালয়তি, কাম পাল-অণ্। ১ বলদেব। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

("কামহা কামপালশ্চ কামী কান্তঃ কৃতাগমঃ।" বিষ্ণুস°)

৩ মহাদেব। ৪ চন্দ্রবংশীয় ইন্দ্রসেন রাজপুত্র, তৎপুত্র সঙ্গম (মহাভা° । ১০। ১১।) ৫ একবীরা দেবীভক্ত গৌতম কুলজ জয়পালবংশীয় একজন রাজা, তৎপুত্র হেম। (। ১১। ১৮-১৭। ৬ কুমারিকাতত্ত্ব চম্পক কুলজ দন্তরাজপুত্র, তৎপুত্র সুদর্শন। (১। ১। ৬৭)।

কামপীঠ (পুং, স্ত্রী) কূপাদির উপরিভাগে বদ্ধস্থান, কূপের পাড়।

কামপীড়িত (ত্রি) কামেন কন্দর্পপীড়য়া পীড়িতঃ, ৩তৎ। সঙ্গমেচ্ছুক।

কামপূর (ত্রি) কামং অভীষ্টং পূরয়তি, কাম-পূর-ণিচ-অণ্। ১ অভীষ্টপ্রদ। ২ পরমেশ্বর।

কামপ্র (ত্রি) কামং পিপর্ত্তি, কাম পৃ ক। অভীষ্টপ্রদ।

কামপ্রদ (পুং) কামং কামভর্গচিতেভ্যঃ প্রদদাতি, কাম প্র দা-ক। ১ রতিবন্ধবিশেষ।

"যো পাদৌ স্কন্ধদেশে ক্ষিপ্তালিঙ্গং ভজেৎ তথা।
কাময়েৎ কামুকঃ প্রীত্যা বন্ধঃ কামপ্রদো হি সঃ।।"
(স্মরদীপিকা)।

২ কামানাং সর্ব্বপুরুষার্থানাং প্রদঃ, ৬তৎ। বিষ্ণু। ৩ (ত্রি) অভীষ্টপ্রদ ব্যক্তি।

কামপ্রবেদন (স্ত্রী) কামস্য অভিলাষস্য প্রবেদনম্ আবিষ্করণম্, ৬তৎ। অভিলাষপ্রকাশ। সংস্কৃতভাষায় এই অর্থে 'কচ্চিৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

(কচ্চিৎ কামপ্রবেদনে। অমর।)

কামপ্রশ্ন (পুং) কামং যথেষ্টং প্রশ্নঃ। ইচ্ছানুসারে যে কোন প্রশ্ন।

কামপ্রস্থ (পুং, স্ত্রী) কামস্য কামগিরেঃ প্রস্থঃ, ৬তৎ। অত্র আদিবর্ণ উদাত্তঃ (মালাদীনাঞ্চ। পা ৬। ২। ৮৮।) ১ কাম গিরির সানুদেশ। ২ (পুং) নগরবিশেষ।

কামপ্রস্থীয় (ত্রি) কামপ্রস্থে ভবঃ, কামপ্রস্থ ছ। কামগিরির সানুদেশজাত।

কামপ্রি (ত্রি) কামং পিপর্ত্তি, কাম পৃ কি। অভীষ্টপূরক।

কামফল (পুং) কামং যথেষ্টং ফলমস্য, বহুব্রী। মহারাজচূতবৃক্ষ।

কামবদ্ধ (ত্রি) কামেন কন্দর্পপীড়য়া বদ্ধঃ, ৩তৎ। কন্দর্প পীড়ায় আবদ্ধ।

কামভক্ষ্য (ত্রি) কামং যথেষ্টং ভক্ষ্যং যস্য, বহুব্রী। ভোজন সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার না করিয়া, সকলপ্রকার বস্তুই যে ভোজন করে।

কামভাক্ [জ্] (ত্রি) কামং যথেষ্টং ভজতে, কাম ভজ ণ্বি। ১ যথেচ্ছ ভোগকারক। ২ কামভোগকারক।

কামভোগ (পুং) কামস্য কামরতেঃ ভোগঃ, ৬তৎ। ১ সম্ভোগ। ২ যথেষ্ট ভোগ।

কামম্ (অব্যয়) কম ণিঙ্ অমু। ১ অনুমতি। ২ যথেষ্ট। ৩ অধিক। ৪ অসূয়া। ৫ অকামানুমতি। ৬ স্বচ্ছন্দ। ৭ অনিষ্ট অঙ্গীকার স্বীকার। ৮ অনুগমন।

কামমঞ্জরী (স্ত্রী) দণ্ডিপ্রণীত দশকুমার চরিতের নায়িকা বিশেষ।

কামময় (ত্রি) কামস্য বিকারঃ, কাম ময়ট্। (ময়ড়বৈতয়োর্ভাষায়াং অভক্ষ্যাচ্ছাদনয়োঃ। পা ৪। ৩। ১৪৩।) কামবিকার।

কামমর্দন (পুং) কামং কন্দর্পং মর্দ্দয়তি, নাশয়তি, মর্দ ল্যু। মহাদেব।

কামমহ (পুং, কামস্য মহ উৎসবো যত্র, বহুব্রী। কামদেব উদ্দেশে উৎসবের দিন, চৈত্রী পূর্ণিমা এই উৎসবের নির্দিষ্ট সময়।

কামমালী [ন্] (পুং) গণেশ।

কামমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ। (মুদ্রা দেখ।

কামমূঢ় (ত্রি) কামেন মূঢ়ঃ, ৩তৎ। কামপীড়ায় হিতাহিত বিবেচনাশূন্য।

কামমূত (ত্রি) কামেন মূতঃ মূর্চ্ছিতঃ, কাম মব-ক্ত-ছান্দসত্বাৎ ইট অভাবঃ, উটচ। ১ কামমূর্চ্ছিত। ২ অত্যন্ত কামপীড়িত।

কামমোহিত (ত্রি) কামেন কামজরত্যা মোহিতঃ, ৩তৎ। ১ কামপীড়ায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। ২ সুরতাসক্ত।

("মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।" রামায়ণ।)

কাময়মান (ত্রি) কাম ণিঙ্ শানচ। কামুক।

কাময়ান (ত্রি) কম ণিঙ শানচ মুগভাবঃ (আগমশাস্ত্র অনিত্যত্বাৎ।) কামুক।

কাময়িতা। চ (ত্রি) কাময়তে, কম ণিচ তৃচ। কামুক।

কামরস (পুং) কামং কামজনং [illegible] রসঃ। সুরতাদি।
(নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া
পরিধান খসি পড়িছে খসিয়া। 'বিদ্যাসুন্দর।)

কামরসিক (ত্রি) কামে কামজব্যাপারে রসিকং সুনিপুণঃ। [illegible]। সুরতাদি বিষয়ে সুনিপুণ।

কামরাঙ্গা (দেশজ [illegible]) কর্ম্মরঙ্গ দেখ।

কামরাজ, ১ কালিকাস্থ [illegible] শিখরনামক পুত্র [illegible] মাতুল। (সহ্যাদ্রি [illegible]) ২ কেরল দ্বীপিকা [illegible] পরিপালক। ৩ গোপালচম্পু প্রণেতা জীবরাজের [illegible] ইঁহার পুত্র ও জীবরাজের [illegible] ৪ [illegible] প্রামরাজ

কামরাজ [illegible], [illegible], [illegible] ক বা [illegible] প্রণেতা।

কামরূপ [illegible] [illegible] প্রথম [illegible] [illegible] [illegible]।

কামরূপ (ত্রি) কামং [illegible] রূপং [illegible], বহুব্রী। [illegible] রূপবিশিষ্ট। ১ ইচ্ছানুসারে বিবিধ রূপধারী।
(কামরূপঃ কামগঃ, কামবীর্য্যো 'বহুরূপঃ।"
মহাভারত গরুড়সূক্তি।)

কামরূপ, বর্ত্তমান আসাম প্রদেশের একটি বিস্তৃত জেলা। এই জেলার উত্তর সীমা ভুটান পূর্ব্বে দরঙ্গ ও নওগাঁ জেলা, দক্ষিণ খাসি গারো [illegible] এবং পশ্চিমে গোয়ালপাড়া জেলা। অক্ষাং ২৫ [illegible] ৪৩ [illegible] উঃ এবং দ্রাঘিং ৯০ [illegible] হইতে [illegible] পূঃ মধ্যে, ব্রহ্মপুত্রের উভয়পারে অবস্থিত। পরিমাণ ৩৮৫৭ [illegible] বর্গমাইল। ইহার প্রধান সহর ও সদর গৌহাটী।

কামরূপ জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। এই [illegible] অতিশয় উর্ব্বর [illegible] ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী ভূমি নাবাল বর্ষাকালে ডুবিয়া যায় এখানে ধান্য ও সরিষা অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়, শর খাগড়া [illegible] প্রভৃতি স্বভাবতই বিস্তর জন্মে। [illegible] ব্রহ্মপুত্রের তীর ছাড়াইলে উত্তরে ভুটান ও দক্ষিণে খাসি পাহাড় পর্য্যন্ত ভূমি ক্রমশঃই উচ্চ ও সমতল। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে এই জেলার মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, এক একটী দুই হাজার হইতে তিন হাজার ফুট্ পর্য্যন্ত উচ্চ। ঐ সকল পাহাড়ের পার্শ্বদেশে চাকর সাহেবদিগের চা বাগান।

ব্রহ্মপুত্রই এখানকার প্রধান নদী। বিস্তর নদী ও উপনদী এই জেলায় ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। তন্মধ্যে উত্তর দিক হইতে মানস, চাউলখোয়া বরনদী ও দক্ষিণদিক হইতে কুলসী নদী আসিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই নদের মধ্যে চড়া পড়িয়া কত ক্ষুদ্র দ্বীপ উঠিতেছে, আবার ডুবিতেছে তাহার সংখ্যা নাই।

এখানকার পাহাড় হইতে যে সকল ক্ষুদ্র নদী উঠিয়াছে, গ্রীষ্মকালে তাহার মধ্যে প্রায় জল থাকে না কিন্তু অন্তঃসলিলা বহে।

এখানে নালা বা [illegible] নাই তবে [illegible] মধ্যে মধ্যে [illegible] আছে।

এই ভূভাগের প্রায় ১০ [illegible] মাইল বনজঙ্গল, এই বন হইতেও গবর্ণমেন্টের যথেষ্ট আয় হইয়া থাকে। [illegible] [illegible] বনবিভাগই প্রধান। যে যে বন হইতে খাজনা আদায় হয় তন্মধ্যে [illegible] দমকুরা, [illegible], মহারাপুর ও [illegible] নামক বনই উল্লেখযোগ্য।

[illegible], [illegible] নাহর প্রভৃতি বৃক্ষ যথেষ্ট জন্মে। তাহাতে বেশ মূল্যবান কড়ি বরগা ও তক্তা প্রস্তুত হয়। [illegible], কাছাড়ী গারো, [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি অসভ্য জাতিরাই বন হইতে লাক্ষা, মধু, [illegible] প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। উত্তরাঞ্চলে ভুটান পাহাড়ের নিকট বিস্তৃত গোচারণ মাঠ আছে। এখানে নানাবিধ তৃণ জন্মে।

জীবজন্তু—হস্তী, গণ্ডার, নানাজাতীয় বাঘ মহিষ, হরিণ, বন্যশূকর নানাপ্রকার সর্প এবং নানাপ্রকার পক্ষী

* এখানকার [illegible] এই সকল [illegible] উল্লেখ আছে যথা—
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
কুষ্মাণ্ড [illegible] তথা [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] কোষবৃক্ষৈঃ
[illegible]

দেখা যায়। এখানে মৎস্য নানাপ্রকার, তন্মধ্যে রুই, চিতল ও পিঠিয়া নামক মৎস্যই অধিক *।

পুরাতত্ত্ব।—কামরূপ অতি প্রাচীন জনপদ; মহাভারতের সময় এই স্থান কিরাতপতি ভগদত্তের অধীন ছিল এবং পরশুরামের লৌহিত্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইত।

পুরাণ ও তন্ত্রে এই কামরূপ মহা পীঠস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"কামরূপং মহাতীর্থং কামাখ্যা যত্র তিষ্ঠতি।" গরুড়পু° ৮১।১৩

বারাহতন্ত্রে ২০ পটলে লিখিত আছে—

"কামরূপং মহেশানি ব্রহ্মণো মুখমুচ্যতে।"

হে ভগবতি! এই কামরূপ ব্রহ্মার মুখ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডের ১৯ অধ্যায়) মতে, এই স্থানে ভূতেশ্বর লিঙ্গ আছে।

নীলতন্ত্র ও বৃহন্নীলতন্ত্রের মতে, এই মহাতীর্থে যোগনিদ্রা সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন।

এখন যেমন কামরূপ বলিলে কামরূপ জেলাকে বুঝায়, পূর্ব্বকালে কামরূপের ইহা অপেক্ষা বিস্তৃত আয়তন ছিল। কুমারিকাখণ্ডে লিখিত আছে—

"কামরূপে চ গ্রামাণাং নবলক্ষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" ৩৭ অ° ॥

বর্ত্তমান আসাম, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং রঙ্গপুর প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত ছিল। যোগিনীতন্ত্রে প্রাচীন কামরূপের চতুঃসীমা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনী।
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াস্তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি ॥
কামরূপ ইতিখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ ॥ * ॥"

"ত্রিংশৎ যোজনবিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শতযোজনম্।
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্ ॥
ঈশানে চৈব কেদারো বায়ব্যাং গজশাসনঃ।
দক্ষিণে সঙ্গমে দেবী লাক্ষায়াঃ ব্রহ্মরেতসঃ ॥
ত্রিকোণমেব জানীহি সুরাসুরনমস্কৃতম্।"

করতোয়া হইতে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত। ইহার উত্তরসীমায় কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়ানদী, পূর্ব্বসীমায় তীর্থশ্রেষ্ঠ দিক্ষুনদী এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ ও লাক্ষা নদীর সঙ্গমস্থল। এইরূপ সীমানির্দ্দেশ সমুদ[illegible] শাস্ত্রেরই অনুমোদিত।

এই সুরাসুরপূজিত কামরূপ ত্রিকোণাকার; ইহা[illegible] দৈর্ঘ্য একশত যোজন এবং বিস্তার ৩০ ত্রিশ যোজ[illegible] কামরূপের ঈশানকোণে কেদার, বায়ুকোণে গজশাসন এবং দক্ষিণে ব্রহ্মরেতা ও লাক্ষার সঙ্গমস্থল।

কালিকাপুরাণেও লিখিত আছে।—

"করতোয়া সদানীরা পূর্ব্বভাগাবধিশ্রিতা।
যাবল্ললিতকান্তাস্তি তাবৎ পুরং তদা ॥"

কালিকাপুরাণ ৭৮।১২ অঃ

করতোয়া নামক সদানীরা হইতে পূর্ব্বদিকে ললিতকান্তা পর্য্যন্ত এই পুর বিস্তৃত। ললিতকান্তা দিক্করবাসিনীর নিকট।

কামরূপ বুরঞ্জির মতেও—ইহার উত্তরসীমা কঞ্জগিরি বা ভূটানের পার্ব্বত্যপ্রদেশ, পূর্ব্বে মহাচীন বা চীনসাম্রাজ্য, দক্ষিণে লাক্ষা নদী (এই নদী ব্রহ্মপুত্র হইতে পৃথক হইয়া বঙ্গদেশের সীমারূপে প্রবাহিত), ও পশ্চিমে করতোয়া নদী *।

যোগিনীতন্ত্রের মতে, এই বিস্তৃত কামরূপ রাজ্য নব যোনি-পীঠে বিভক্ত। যথা—

"উপবীথিশ্চ বীথিশ্চ উপপীঠঞ্চ পীঠকম্।
সিদ্ধপীঠং মহাপীঠং ব্রহ্মপীঠং তদন্তরম্ ॥

* যোগিনীতন্ত্রের মতে—

"পঞ্চমাশ্চ প্রবক্ষ্যামি মৎস্যানাং প্রাগবাসিনাম্।
যেন ব্রাহ্মণযোগ্যানি সম্যক্ দেবি পারাবৃতম্।
মার্গঃ মাৎস্যঃ তথা রাগ পালনঃ শালকস্তথা।
মাদ্গুরঃ বর্জ্জ্যোনশ্চ ক্ষীরঃ বহিঃস্থতস্তথা।
পক্ষিণাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যে প্রযোজ্যা মম প্রিয়ে।
হারিতঞ্চ ময়ূরঞ্চ খঞ্জনঃ বর্ত্তকস্তথা ॥
কপিলশ্চৈব চাষশ্চ কাকতুণ্ডকৌ শিবঃ।
বকতুণ্ডকশ্চৈব সারসশ্চ কপোতকঃ।
বিষকঃ কুলিকশ্চৈব রক্তপুচ্ছশ্চ টিট্টিভঃ।
কৃষ্ণবক্ষোশ্চৈব পক্ষীণাঞ্চ বিশিষ্যতে।
ছিন্নবক্ষঃ লোহিতঞ্চ মহাশল্কঞ্চ রাজীবম্।"

যোগিনীতন্ত্র ২।৮ পটল।

* রঙ্গপুরের লোকদিগের বিশ্বাস ভবানীপুর নিকটস্থ প্রাচীন [illegible] (ত্রিস্রোতা) নদীতে পাথরঘাট নামে যে একটী ক্ষুদ্র নদী মিলিত হইয়াছে উহাই করতোয়া নদীর প্রাচীন খাত এবং কামরূপের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। (Martin's Eastern India Vol III p 361 63

[করতোয়া শব্দ

এদিকে বর্ত্তমান আসামপ্রদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে সদিয়ার নিকট [illegible] রূপপুর নামে একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে, উহাও কামরূপের পূর্ব্ব সীমাপরিচায়ক বলিতে হইবে। (Journey from upper Assam towards Hookhoom &c, by W. Griffith, See Select. [illegible] papers regarding the Hill Tracts between Assam and Burma. p 126.

বিষ্ণুপীঠং মহাদেব রুদ্রপীঠং তদন্তরম্।
নবযোনিরিতিখ্যাতা চতুর্দিক্ষু সমন্ততঃ ॥

এতদ্ব্যতীত যোগিনীতন্ত্রপাঠে আর কতকগুলি পীঠের [illegible] ওয়া যায়। যথা—সোমারপীঠ শ্রীপীঠ, রত্নপীঠ [illegible] পীঠ [illegible]

— —

[illegible] বলা—

[illegible]

[illegible]

প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের সমস্ত উত্তরাংশের নাম সৌমার।
যোগিনীতন্ত্রে এইরূপ চতুঃসীমা নির্দিষ্ট আছে—

পূর্বে স্বর্ণনদী যাব করতোয়া চ পশ্চিমে।
দক্ষিণে [illegible] উত্তরে বিহগাচলঃ ॥
প্রস্থারে চৈব ব্যাসাস্তু যোজনানাঞ্চ পঞ্চকম্।
অগ্রস্থরক্ত ত্রিংশ [illegible] পঞ্চে [illegible] তথা দশ

[illegible]

একাদশ পর [illegible]
মানস [illegible] যত্র [illegible]
[illegible] কাম্বরা।
[illegible] সহ বমস॥

যোগিনীতন্ত্র ১ পটল।

[illegible] ত্রেতাযুগের পূর্ববর্তী সত্যযুগে উক্ত [illegible] শৈলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, পরে দ্বাপরযুগে [illegible] এবং কলিযুগে কলি পাপবিনাশের জন্য কামাখ্যা [illegible] আবির্ভাব হইয়াছে। [illegible] প্রত্যেক খণ্ডেই সৌমার পীঠ উপপীঠ তিন তিনটি মহাক্ষেত্র ও তিন

509-III

অষ্টকোণঞ্চ সৌমারং যত্র দিক্করবাসিনী।
তস্মিন্ বসতি সা দেবী জ্ঞানাৎ ধ্যানাদ্বরোঽপি বা॥
তেঽপি দেব্যাঃ প্রসাদেন স্থিতিং গচ্ছন্তি নান্যথা।
অথোদয়ো নবং পীঠং সৌমারাত্তাং তু কথ্যতে॥
বসত্যজরং প্রত্যক্ষং যত্র দিক্করবাসিনী।
দিক্করস্য চ বায়ব্যে নীলপীঠং সুদুর্লভম্॥

তিনটি মহারণ্য বিরাজিত আছে এবং ঐ প্রত্যেক পীঠেই মহাদেব চতুর্ভুজ বিষ্ণু, গঙ্গা ও পার্বতীর আবাস। প্রত্যেক পীঠ ও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক একটি পুণ্যারণ্য অবস্থিত।

কলিকালে পূর্বের পূর্ববর্তী দেশমাত্রেই তীর্থবৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে ভাবনাসিদ্ধি হয় তাহাই তীর্থ বলিয়া অভিহিত। প্রত্যেক পীঠে বর্ণ ও আচার পৃথক পৃথক। দেশভেদানুসারে কুলাচারও পৃথক্। এজন্য প্রত্যেক পীঠের পূজা ও মন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াছে। হে পার্বতি! মর্ত্য ভূমিতে জৌরপীঠ, দাক্ষিণাত্য দেশে ওড্রপীঠ, পাশ্চাত্য দেশে জালন্ধর, পূর্বদিকে পূর্ণপীঠ।

ঈশানে ও পূর্বভাগে কামরূপ। উহার বায়ুকোণে জালন্ধর উত্তরে কোশাপুর, মহেন্দ্রের কিঞ্চিৎ উত্তরে ঈশানদিকে বিহার এবং পূর্বে শ্রীহট্ট। হে দেবেশি! অতঃপর উড্ডপীঠের বিবরণ শ্রবণ কর উড্ডপীঠ ৬৮ যোজন বিস্তৃত। শকটাকার পীঠ চতুষ্কোণ, চারিটি দ্বারযুক্ত এবং বায়ুবিবরচিহ্নিত। সিদ্ধতারক পীঠে দুই কোটি তীর্থ আছে এবং এই স্থানে সোমেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত আছে। বিরাজ নামক ক্ষেত্র ও একাম্র ক্ষেত্রে কামদেব ও চক্রেশ্বর শিবের অবস্থান। তাম্র নামক মহাক্ষেত্রে মাতঙ্গ নামক মহাদেব, পবিত্র কুণ্ডলী মণ্ডকবন ও সুবর্ণবন। এই ক্ষেত্রের পূর্বদিকে শিবরূপ, পশ্চিমে বেদুকারণ্য, উত্তরে গঙ্গাশিরঃ এবং দক্ষিণে চন্দ্রভাগা ও ওড্ডপীঠ। হে মহাদেবে! ইহার দৈর্ঘ্য শতযোজন এবং বিস্তার ত্রিশ যোজন। যেখানে যোনিমুদ্রারূপিণী কামেশ্বরী দেবী অবস্থিত আছেন এবং যেখানে কুলোকলপীঠ, সোমেশ্বর, বর্ণপীঠ, মহাপীঠ কামেশ্বর শিব, অবিমুক্ত ও হংসপ্রপতন ক্ষেত্র, ব্রহ্মরূপ, দেবঘট, কুলক্ষেত্র, মন্দাকিনী নদী, পবিত্র অশোকারণ্য, ধর্মারণ্য কচাখক নামক মহারণ্য ও পাতালেশ্বর অবস্থিত রহিয়াছেন যাহার পূর্বে গণ্ডকী নদী, পশ্চিমে বিষ্ণুরূপ দক্ষিণে বৃষভলিঙ্গ ও উত্তরে কদলীবন, সেই মধ্যবর্তী ধনুকাকার পীঠ, শ্যাম ও রক্তবর্ণ। এই পীঠ ত্রিকোণাকার এবং ইহার দৈর্ঘ্য ১০৯ যোজন ও বিস্তার ৮৮ যোজন। এই পীঠস্থলেও মহাদেবের ক্ষেত্র এই ক্ষেত্রত্রয় এবং মাধবারণ্য মহাক্ষেত্র অরণ্য ও ভার্গব অরণ্য এই অরণ্যত্রয় বর্তমান আছে। এই পীঠের উত্তরে বৎসক্ষেত্র দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্বে উদয়কূট এবং পশ্চিমে দীপমঠ ইহারই মধ্যবর্তী পীঠের নাম পূর্ণপীঠ। কাম রূপের মধ্যস্থলে ষট্কোণ, নবব্যূহ ও ত্রিমণ্ডলযুক্ত পবিত্রতম এক বেদী আছে এবং এখানে দশটি পর্বত অবস্থিত রহিয়াছে। মহাপীঠ নামক মহাপীঠস্থলে আশ্রমপদ নামক মহাবন এবং চম্পাবতী নদী। ভদ্রাশ্রম নামক মহাক্ষেত্রে ভৈরবের পদস্থান। একাম্রক্ষেত্রে মাধবেশ্বর। মানসক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বর, মাতৃকারণ্য ও চম্পকারণ্য। গৌতমের দক্ষিণ ভাগে পিপ্পলা ও মাধব।

যত্র কামেশ্বরী দেবী যোনিমুদ্রাস্বরূপিণী।
পারিজাতং মহাক্ষেত্রং যত্রাদিত্যায় শঙ্করঃ॥
কৌবেরস্য পুরং ক্ষেত্রং তথা চামরকণ্টকম্।
আরণ্যমাশ্বিনকৈব গৌতমারণ্যকং শিবম্॥"

পূর্বে স্বর্ণনদী (বর্তমান সুবর্ণশ্রী) পশ্চিমে করতোয়া, দক্ষিণে মন্দশৈল এবং উত্তরে বিহগাচল এই চতুঃসীমার মধ্যে সৌমার।

অষ্টকোণ সৌমার ও দিক্করবাসিনীস্থলে মহাদেবী অবস্থান করেন এবং ঐ সকল স্থলে দেবীর অনুগত পীঠাদিও অবস্থিত আছে। অতঃপর নয়টি পীঠের বিবরণ কথিত হইতেছে। দিক্করবাসিনীতে অজর নামক প্রত্যক্ষ পীঠ এবং দিক্করের বায়ুকোণে দুর্লভ নীলপীঠ, এই স্থানে যোনি মুদ্রারূপিণী কামেশ্বরীদেবীর অবস্থান। আদিত্যশঙ্করের অবস্থিতিস্থলের নাম মহাক্ষেত্র পারিজাত এবং অপর পর পীঠের নাম কৌবেরপুর, অমরকণ্টক, আরণ্য, আশ্বিন গৌতমারণ্য ও শিবনাথের অরণ্য।

সৌমারের অংশবিশেষের নাম সোমপীঠ, কামরূপের উত্তর-পূর্বভাগে অবস্থিত, যোগিনীতন্ত্রে ইহার চতুঃসীমা এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

"অরণ্যং শিবনাথস্য শৃণু পীঠাবধিং প্রিয়ে।
পূর্বে সৌমারশিলারণ্যং পশ্চিমে স্বর্ণদী শুভা॥
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রশ্চ উত্তরে মানসং সরঃ।
এতন্মধ্যগতং পীঠং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।
সৌমারাখ্যং মহাপীঠং ষট্কোণঞ্চ ত্রিমণ্ডলম্।
সহস্রযোজনব্যাপি হস্তাষ্টকপরিসর।"

যোগিনীতন্ত্র।

হে প্রিয়ে! শিবনাথের অরণ্যের চতুঃসীমা শ্রবণ কর। পূর্বদিকে সৌমারশিলারণ্য, পশ্চিমে স্বর্ণদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও উত্তরে মানস সরোবর। ইহারই মধ্যস্থলে ভুক্তি মুক্তিপ্রদ ষট্কোণ ও ত্রিমণ্ডল সৌমার নামক মহাপীঠ। এই পীঠের পরিমাণ সহস্রযোজন ব্যাপ্ত, পরন্তু হস্তাষ্ট নামেও এই পীঠ অভিহিত হয়।

আসামবুরুঞ্জির মতে ভৈরবী হইতে দিকরাই নদী পর্যন্ত সৌমার পীঠ।

শ্রীপীঠের চতুঃসীমা এইরূপ,—

"বারাহী প্রথমং পীঠং দ্বিতীয়ং কোলপীঠকম্।
কুমারক্ষেত্রং প্রথমং দ্বিতীয়ং ব্রহ্মজাহ্নবম্॥
তৃতীয়ং শাম্ভবীক্ষেত্রং মাতঙ্গং প্রথমং বনম্।
সিদ্ধারণ্যং দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং বিপুলং বনম্॥

কোটিকোটিযুতং লিঙ্গং কোটিকোটিগণৈর্বৃতম্।
শঙ্খতীর্থং ভবেৎ পূর্ব্বে পশ্চিমে ধনদা নদী।
পত্রাখ্যা দক্ষিণে চৈব উত্তরে কুরুবকাবনম্।
এতন্মধ্যগতং দেবী শ্রীপীঠং নাম নামতঃ।

যোগিনীতন্ত্র ২। ১ পটল।

প্রথম পীঠের নাম বারাহী, দ্বিতীয় কোলপীঠ। প্রথম ক্ষেত্রের নাম কুমারক্ষেত্র, দ্বিতীয়ের নাম নন্দন এবং তৃতীয়ের নাম পার্ব্বতীক্ষেত্র। প্রথম বনের নাম মাধব, দ্বিতীয়ের নাম সিদ্ধার্থ, তৃতীয়ের নাম বিপুলবন, এই বন কোটি কোটি লিঙ্গযুক্ত এবং কোটি কোটি গণাধিষ্ঠিত। পূর্ব্বসীমায় শঙ্খতীর্থ, পশ্চিমে ধনদা নদী, দক্ষিণে পত্রা ও উত্তরে কুরুবকা বন, ইহারই মধ্যস্থলে শ্রীপীঠ অবস্থিত।

রত্নপীঠের বর্ত্তমান নাম কোচবিহার। সম্ভবতঃ কমতেশ্বরী দেবী এই স্থানে অধিষ্ঠান করিতেন বলিয়া ইহা রত্নপীঠ নামে আখ্যাত হইত। আসামবুরঞ্জির মতে করতোয়া নদী হইতে কাপিলী নদী পর্য্যন্ত রত্নপীঠ। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে—

"রত্নপীঠং মহাদেবি কোচেশো নৃপতিঃ স্বয়ম্"

কামপীঠ।—আসামবুরঞ্জির মতে করতোয়া ও স্বর্ণকোশী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান কামপীঠ। কিন্তু যোগিনীতন্ত্রে কাম পীঠের অপর নাম যোনিপীঠ উক্ত আছে। যোনিপীঠের বর্ত্তমান নাম কামাখ্যা, কামাখ্যাগিরির উপর অবস্থিত বলিয়া কামপীঠ নাম হইয়া থাকিবে। যথা

"যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা।"

তন্ত্রচূড়ামণি—পীঠমালা।

[কামাখ্যা দেখ।] এই কামাখ্যার কিছু দূরে যোগিনী তন্ত্রোক্ত উগ্রপীঠ ও বজ্রপীঠ। যথা—

বজ্রমুখাশ্রয়ং পীঠং উগ্রতারাধিদৈবতম্।
তৎ পীঠং পশ্চিমে ভাগে কুমারাখ্যে মহেশ্বরি॥
মণিকূটাৎ পূর্ব্বভাগে দেবীং শ্রীগুরুরূপিণীম্
তস্মাৎ পশ্চিমভাগে তু পীঠং পরমমঙ্গলম্॥
সিদ্ধিকালী ব্রহ্মরূপা দেবতা ভুবনেশ্বরী।
নিবসেত্তত্র যা কালী ঘোরা দৈত্যবিনাশিনী॥"

যোগিনীতন্ত্র ১। ১১।

বুরঞ্জিতে স্বর্ণপীঠ নামক একটী পীঠের উল্লেখ আছে, কিন্তু কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে এই স্বর্ণপীঠের উল্লেখ নাই। কালিদাসের রঘুবংশে ইহাই 'হেমপীঠ" নামে উক্ত হইয়াছে।

'তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখণ্ডলবিক্রমম্।
ভেজে ভিন্নকটৈর্নাগৈরন্যানুপরুরোধ যৈঃ॥ ৮৩

কামরূপেশ্বরস্তস্য হেমপীঠাধিদেবতাম্।
রত্নপুষ্পোপহারেণ ছায়ামানর্চ্চ পাদয়োঃ॥" ৮৪

রঘু ৪র্থ সর্গ।

তখন কামরূপেশ্বর অন্য ভূপালগণের আক্রমণে লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রভিন্নগণ্ড হস্তিসকল লইয়া ইন্দ্রবিজয়ী রঘুর শরণাপন্ন হইলেন এবং সেই সুবর্ণপীঠের অধিদেবতা স্বরূপ তাঁহার চরণকমলে রত্নরূপ পুষ্পোপহার প্রদান করিলেন।

আসামবুরঞ্জির মতে রূপিকা বা রূপহী নদী হইতে ভৈরবী বা ভরলী নদী পর্য্যন্ত স্বর্ণপীঠ।

নামকরণ।—কালিকাপুরাণের মতে, কামদেব মহাদেবের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইবার পর, এই স্থানেই মহাদেবের কৃপায় স্বরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া ইহার নাম কামরূপ। [কালিকাপুরাণ ৫১ অঃ দেখ।] পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই স্থানে থাকিয়া নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ্জ্যোতিষ হয়।

"অত্রৈব হি স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্নক্ষত্রং সসর্জ্জ হ।
ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরীসমা॥"

কালিকাপুঃ ৩৭ অঃ।

তীর্থবিবরণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কামরূপ অতি প্রাচীন তীর্থ। কালিকাপুরাণে এ সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বকালে মহাপীঠ কামরূপের নদীতে স্নান, তাহার জলপান এবং তথাকার দেবতাপূজা করিয়া অনেক লোকই স্বর্গে যাইতে লাগিল এবং কেহ বা নির্ব্বাণ মুক্তি ও কেহ বা শিবত্ব প্রাপ্ত হইল, পার্ব্বতীর ভয়ে যমরাজ ঐ সকল লোকমধ্যে কাহাকেও স্বর্গগমনে নিষেধ করিতে বা নিজ ভবনে লইয়া যাইতে পারিলেন না। প্রথমতঃ অনেকবার তিনি যমদূত পাঠাইয়া দেখিলেন, শিবদূতেরা যমদূতদিগকে তাহাদের নিকট যাইতে দেয় না সুতরাং যমরাজের কার্য্য একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। তখন তিনি ব্রহ্মার নিকট গিয়া কহিলেন, হে বিধাতঃ! মনুষ্যগণ কামরূপে স্নান, তথাকার জলপান ও দেবপূজাদি করিয়া, মৃত্যুর পর সকলেই কামাখ্যাদেবীর বা শিবের পার্শ্বচর হইতেছে। আমার সেখানে অধিকার না থাকায়, তাহাদিগকে কোনক্রমেই বাধা দিতে পারি না, কাজেই আমার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, এখন এসম্বন্ধে কোন উচিত উপায় অবলম্বন করিবার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। পিতামহ ব্রহ্মা যমের এই সকল কথা শুনিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর নিকট যাইলেন এবং যমের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি অবিকল

তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। বিষ্ণুও ঐ সকল কথা শুনিয়া তাঁহাদের উভয়কে সঙ্গে লইয়া শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাদেব পরম সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বিষ্ণু তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, এই কামরূপ সমুদায় দেবতা, সকল তীর্থ ও সকল ক্ষেত্র দ্বারা পবিত্র হওয়ায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই, সুতরাং এই পীঠে মৃত্যু হইলে সকলেরই স্বর্গলাভ বা অপমাদের পার্ষদত্ব লাভ হইতেছে। ঐ সকল লোকদিগের উপর যমরাজের কোনই অধিকার নাই [illegible] যমের ভয় ব্যতীত এই [illegible] নিয়মও বিশৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা। অতএব [illegible] অধিকার পূর্ব্বের অনুরূপ থাকে, তাহার কোন উপায় করা হইতেছে।

মহাদেব বিষ্ণুর কথা পালন করিতে স্বীকৃত হইয়া [illegible] [illegible] দিলেন। [illegible] কামরূপে [illegible] উপস্থিত হইলেন। কামরূপ [illegible] তিনি [illegible] [illegible] করিলেন, [illegible] এই কামরূপ হইতে [illegible]।

[illegible] উগ্রতারা [illegible] সমুদায় [illegible] করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা [illegible] অন্যান্য সমুদায় লোক দূরীভূত করিয়া বশিষ্ঠকে [illegible] চেষ্টা করিলেন। তাহাতে বশিষ্ঠ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উভয়কে অভিশাপ দিলেন 'হে বাম! আমি [illegible], তথাপি তুমি যে আমায় [illegible] চেষ্টা করিয়াছ, এইজন্য তুমি [illegible] বৈদিক ভাবে পূজিত হইবে। তোমার [illegible] ম্লেচ্ছের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং তাহারা ম্লেচ্ছরূপে এই কামরূপে বাস করিবে। আমি [illegible] গুণবিশিষ্ট বেদপারগ ও তপো[illegible] মুনি, তথাপি মহাদেবও যে আমায় [illegible] বচনাপূর্ব্বক হইয়া [illegible] বলিতেছেন [illegible] তিনিও ম্লেচ্ছের [illegible] ও অস্থি ধারণ করিয়া এই কামরূপে অবস্থিতি করিবেন। আর এই কামরূপক্ষেত্র [illegible] [illegible] হইবে। যতদিন [illegible] বিষ্ণু এখানে না আসিবেন, ততদিন ইহা ঐ ভাবেই থাকিবে। কামরূপের [illegible] বিরল হইয়া যাউক। তবে [illegible] বিরলপ্রচার কামরূপতন্ত্র অবগত হইতে পারিবেন, তাঁহারা যথাকালে সম্পূর্ণ ফলও প্রাপ্ত হইবেন।'

বশিষ্ঠ এই অভিশাপ দিয়া অন্তর্হিত হইবার এই কামরূপপীঠের প্রথমগণ ম্লেচ্ছ হইয়া উঠিল, উগ্রতারা বামা হইলেন, মহাদেব ম্লেচ্ছরূপ হইলেন, কামরূপমাহাত্ম্য প্রকাশক তন্ত্র সকল বিরলপ্রচার হইল, সুতরাং [illegible] মধ্যে কামরূপ বেদত্রহীন ও চতুর্বর্ণশূন্য হইয়া উঠিল।

তৎপরে কামরূপপীঠে বিষ্ণুর আগমন হইল, তাহাতে কামরূপ শাপমুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইলেও দেবতাগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাহার মাহাত্ম্য অবগত [illegible] পারিলেন না। এই সময়ে সন্ধ্যা সমুদায় [illegible] গোপন করিবার জন্য [illegible] জলধর [illegible] পাদন করিলেন সেই [illegible] অবগাহনে অবস্থিতি করিয়া, সমুদায় কামরূপ জলপ্লাবিত করিলেন সুতরাং [illegible] গুপ্ত হইয়া গেল।

[illegible] কেবল ব্রহ্মপুত্রেরই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

উক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রাচীন [illegible], কামরূপের [illegible] তীর্থ অনেক [illegible] স্থান [illegible] অবস্থিত [illegible] যেন [illegible] প্রাচীন গৌরবের [illegible] প্রাচীন কীর্ত্তি সকল গ্রাস করিয়াছে [illegible] [illegible]

দেবীক্ষেত্র কামরূপ [illegible]

অন্যত্র বিরল দেবী কামরূপ গৃহে গৃহে

কামরূপ দেবীক্ষেত্র, এমন স্থান আর নাই। অন্যত্র দেবীর দর্শন সুকঠিন, কিন্তু কামরূপের ঘরে ঘরে দেবী বিরাজ করিতেছেন।

যোগিনীতন্ত্রমতে কামরূপ গর্ব্বের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। মহাপীঠ কামরূপ অতি গুহ্যতীর্থ, এখানে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত নিয়তই অবস্থান করেন। এই পীঠে [illegible] ও কোটি লিঙ্গ অবস্থিত আছে। [illegible] শেষ সীমা [illegible] পরিমিত বায়ুরূপী [illegible] অবস্থান। বায়ুগিরির পূর্ব্বদিকে চন্দ্রকূট শৈল, মধ্যভাগে গোপেশ্বর ও

* বর্ত্তমান আসামের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তবাসিগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে পরশুরাম আপন কুঠার যাহা যে স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্রের অবতরণ করেন অদ্যাপি সেই স্থানের নাম কুঠারভূমি। উহা একটি পবিত্র তীর্থ শদিয়ার উত্তরপূর্ব্বে ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট অবস্থিত।

চন্দ্রশৈলের মধ্যস্থল ইন্দ্রশৈলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ও চন্দ্র শৈলের কিঞ্চিৎ উত্তরে চন্দ্রকুণ্ড নামক সরোবর। এই সরোবরের দক্ষিণদিগ্ভাগে চারি ধনু পরিমিত রামতীর্থ, রামের দক্ষিণদিকে ২৮ ধনু পরিমিত অমৃততীর্থ। তাহার দক্ষিণভাগে দশ ধনু পরিমিত অঘমোচন নামক সরোবর। অশ্বক্রান্ত পর্ব্বতের দক্ষিণ ও অগ্নিকোণভাগে অশ্বক্রান্তা নামক সরোবর। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব সর্ব্বদাই অবস্থান করেন। চন্দ্রশৈল হইতে যে নির্ঝর পতিত হয়, তাহাকে জাহ্নবী এবং ইন্দ্রশৈল হইতে নিঃসৃত নির্ঝরকে সরস্বতী কহে, বর্ষাকালে এই অশ্বক্রান্ততীর্থে ঐ উভয় নির্ঝরের সঙ্গম হওয়ায়, ইহা প্রয়াগতীর্থের তুল্য বলিয়া অভিহিত।

এই সকল তীর্থে স্নান, দান ও পূজাদি কার্য্য করিলে বিবিধ পুণ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ অশ্বক্রান্ত তীর্থ প্রয়াগতীর্থের তুল্য বলিয়া এখানে মস্তক মুণ্ডনাদি কার্য্যেরও বিধান আছে, তাহাতে ইহলোকে যাবতীয় সুখ সম্ভোগ ও পরলোকে স্বর্গ লাভ হয়।" যোগিনী তং ২। ৩য় পং।

"অশ্বতীর্থের কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে আট ধনু পরিমিত স্থানে সিদ্ধকুণ্ড। এই তীর্থের পশ্চিম নিকট নিকটে চৌথটি ধনু পরিমিত স্থানে এরণ্ডতীর্থ। ইন্দ্রকূটের উত্তরে আশি ধনু পরিমিত রামক্ষেত্র, এখানেও একটি কুণ্ড আছে। রামতীর্থের নয় ধনু দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিগ্ভাগে সীতা তীর্থ। সীতাতীর্থের দক্ষিণে দশ ধনুপরিমিত বিজয়তীর্থ, এখানে বিজয় নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিত। ইহারই নিকটে যোগতীর্থ, তথায় যোগীশনামক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। তাহার নিকটে ২২ ধনু পরিমিত মুক্তিতীর্থ। মুক্তিতীর্থের অদূরে মুক্তকুণ্ড, দৈর্ঘ্যে ১৫ হস্ত। ইন্দ্রশৈলের দক্ষিণে নয় ধনু পরিমিত সূর্য্যতীর্থ; এখানে সূর্য্যদেব অদৃশ্য মূর্ত্তিতে অবস্থান করেন। রামক্ষেত্র মধ্যে দুইটি কূপ কূপ ও একটি ব্রহ্মকূপ আছে। ইন্দ্রকূটে স্বর্ণনাথ নামক মহাদেব অবস্থিত আছেন। সোমতীর্থের পূর্ব্বসীমায় পাঁচ ধনু পরিমিত নাগতীর্থ। চন্দ্রশৈলের উত্তরে চৌষট্টি ধনু পরিমিত যে পর্ব্বত অবস্থিত আছে, সেখানকার জলাশয়ের নাম গয়াকুণ্ড এবং তীরভূমির নাম ক্ষেত্র। পূর্ব্বে লৌহিত্য ও উত্তরে ব্রহ্মশৈল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ২২ ধনু পরিমিত স্থানের নাম গয়াশীর্ষ বা গয়াতীর্থ।

এই সমুদায় তীর্থে স্নান, দান, পূজা, প্রদক্ষিণ এবং গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।"

(যোগিনী তং ২। ৪র্থ পং।

সোমশৈলের ঈশানদিকে মণিশৈল, মণিশৈলের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশে ঈশানকোণে সাত ধনু দূরে বারাণসী নামক কুণ্ড, এই কুণ্ডের দৈর্ঘ্য ১২ ধনু। তাহার দক্ষিণদিকে পাঁচ ধনু দূরে ২২ ধনু পরিমিত মণিকর্ণিকা নামক কুণ্ড। মণি-শৈলের ঈশানদিকে মঙ্গলানামক নদী। দক্ষিণদিকে কামেশ্বরী, পশ্চিমে হয়গ্রীব, উত্তরদিকে কমলশিব, এবং পূর্ব্বদিকে বিরজা, এই চতুঃসীমার মধ্যস্থল তিন ক্রোশ পরিমিত স্থানের নাম মণিপীঠ। মাতঙ্গেশের বায়ু-কোণে বরাহ পর্ব্বত। তাহার পূর্ব্বদক্ষিণভাগে নর্ম্মদা নদ সরোবর। ইহার বায়ুকোণে আট ধনু দূরে বৈনায়ক তীর্থ এবং দৈর্ঘ্যে একশত ধনু পরিমিত প্রভাসতীর্থ। প্রভাস-তীর্থের বায়ুকোণে বিষ্ণুসরঃ। নাটকাচলের পূর্ব্বভাগে মাতঙ্গ নামক পর্ব্বত এবং অগ্নিকোণে হয়াচল; এই স্থানকে শিবের অন্তর্গৃহ নামক তীর্থ কহে। হয়াচলের পূর্ব্ব ও ঈশানদিগ্ভাগে অশ্বাচল। ইহার উত্তরদিকে উর্ব্বশী নামক তীর্থ। উর্ব্বশীতীর্থের পূর্ব্বদিকে পূর্ণাতীর্থ, তাহার পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে কামাখ্যাসরোবর। মদনতীর্থের দক্ষিণদিকে গঙ্গাসরোবর তীর্থ। গঙ্গাতীর্থের আট ধনু দূরবর্ত্তী দক্ষিণদিকে অগস্ত্যতীর্থ। এই অগস্ত্য তীর্থের কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অগ্নিকোণে একশত ধনু পরি-মিত স্থানে মাধব নামক তীর্থ। ইহার পশ্চিমদিকে অনতিদূরবর্ত্তী সাত ধনু পরিমিত স্থানে ব্রহ্মতীর্থ। তাহার তিন ধনু দূরবর্ত্তী পশ্চিমদিকে কর্ম্মিণীকুণ্ড। এই কুণ্ডের বায়ুকোণে আট ধনু পরিমিত স্থানে পিতৃতীর্থ। পূর্ব্বোক্ত ভস্মকূটশৈলের অগ্নিকোণে দুই ধনু দূরে পিশাচমোচন তীর্থ, এখানে কপালীশ্বর নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছেন। ভস্মকূটের বায়ুকোণে কপালমোচন তীর্থ; এখানে কপালেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। কপালমোচনের পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তী উত্তরদিকে কালিকাতীর্থ। এই স্থানে বৃষভধ্বজ নামক শিবলিঙ্গের অবস্থান। এই শিবলিঙ্গের পশ্চিমভাগে ২২ ধনু পরিমিত মাতঙ্গক্ষেত্র। মদন পর্ব্বতের ঈশানদিকে ১৩ ধনু পরিমিত চক্রতীর্থ। চক্রতীর্থের পশ্চিমে মদন পর্ব্বত, ইহার পরিমাণ ৩২ ধনু। এখানে বৃন্দনী জনার্দ্দনদেব অবস্থিত আছেন। মদনশৈলের উত্তরাংশে ঈশানকোণে বিরজাতীর্থ। মদনশৈলের দক্ষিণ পশ্চিমভাগে সোমেশলিঙ্গ। চক্রতীর্থের অগ্নি কোণে দুই ধনু পরিমিতস্থানে সৌভাগ্যতীর্থ। ইহারই নিকটে শুক্রাচার্য্য স্থাপিত শুক্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছে।

এই সকল তীর্থে স্নান, দান, পূজা, প্রদক্ষিণ এবং স্নান-বিশেষে শ্রাদ্ধাদি করিলে বিশেষ পুণ্য লাভ হয়।"

(যোগিনীতং ২। ৪র্থ পং।)

513-III

গোহত্যা হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিয়া, তাহার বায়ুকোণে কোলপর্ব্বত। কোলপর্ব্বতের পশ্চিমদিকে পাণ্ডুনাথ। তাহার বায়ুকোণে ব্রহ্মকুণ্ডনামক বারণ ধনু বিস্তৃত সরোবর। এই সরোবরের অগ্নিকোণে দক্ষিণদিকে ধারণ ধনু পর্য্যন্ত বিস্তৃত সিন্দুরকুণ্ড। সিন্দুরকুণ্ডের দক্ষিণাংশে নৈর্ঋতকোণে একাদশ ধনু পরিমিত শিবকুণ্ড। ইহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে পাণ্ডুশৈল। পাণ্ডুশৈলের পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তী নৈর্ঋতকোণে অশ্বাক্রান্ত পর্ব্বতের এবং ঐ শৈলের পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে মণ্ডলাকৃতি শিলা, এই শিলা দর্পাগারে অভিহিত হয়। তাহার অগ্নিকোণে দক্ষিণদিকে আটধনু পরিমিত কোলাচল। এইখানে অশ্বত্থ মূলে বিষ্ণুর পাষাণ-মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। অশ্বত্থের নিকটে শ্রীকুণ্ড নামক ছয় ধনু পরিমিত সরোবর। তাহার পূর্ব্বদিকে বারণ ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে অনঙ্গ নামক তীর্থ। তাহার দক্ষিণদিগ্ভাগে মহেন্দ্র পর্ব্বতের উপর চারি ধনু পরিমিত চন্দ্রশেখর মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। এই মূর্ত্তির পূর্ব্বদিকে সাত ধনু পরিমিত পুষ্করতীর্থ। পুষ্করের নৈর্ঋতদিকে কিঞ্চিৎ বামভাগে ২৮ ধনু পরিমিত মণিকাশ্রমতীর্থ; এইখানে বিভাণ্ডক নামক বিপ্রর্ষি বিরাজ করিতেছেন। পুষ্করের পূর্ব্বভাগে কুমার নামক সরোবর, এখানে স্বামী নায়ক স্বয়ং আছেন। পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রশেখরের বামভাগে ৬২ ধনু পরিমিত স্থানে একটি বন আছে, তাহা চম্পক-বন নামে প্রসিদ্ধ। নীলকূটের পূর্ব্বদিকে দুর্গাকুণ্ডের তিন ধনু দূরে আম্রাতকেশ্বর নামক মহাদেব আছেন। আম্রাতকেশ্বরের দক্ষিণদিকে আটধনু দূরবর্ত্তী স্থানে রক্তবর্ণ গজাকার গণেশের মূর্ত্তি। তাহার পূর্ব্বদিকে এক ধনু দূরে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির এক ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে ৪০ ধনু পরিমিত সৌভাগ্যসরোবর; উহা কামাখ্যাদেবীর ক্রীড়াসরোবর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারই ঈশানদিকে লোহিতা সরোবর, অগ্নিকুণ্ড ও বামন সরোবর। সৌভাগ্য সরোবরের পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তী নৈর্ঋতদিকে গজাননঃ। ইহার উপরিভাগে অনলকুণ্ড। এই কুণ্ডের পূর্ব্বদিকে এবং ভৈরবশিলার পশ্চিমদিকে বরাহতীর্থ। ইহার অগ্নিকোণে কুম্ভল নামক শিবমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছেন। অনলকুণ্ডের পশ্চিমদিকে আদি নামক নদী। তাহার পশ্চিমে বরুণা নদী।

এই সকল তীর্থ শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত, এখানে যথাবিধানে পূজাদি কার্য্য করিলে অনন্ত পুণ্য লাভ হয়।

(যোগিনীত° ২।৬ প°।)

মানসতীর্থ নামক মহানদীর উত্তরদিকে দুই ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে শ্বেতশিলা। বাসুদেবের আঠার ধনু দূরবর্ত্তী পশ্চিমদিকে পঞ্চকোণ উত্তরতীর্থ। কোটিলিঙ্গের দক্ষিণে চতুষ্কোণ শিবমূর্ত্তির নাম দক্ষিণ মানস। কামনাথের সাত ধনু দূরবর্ত্তী পশ্চিমদিকে দীর্ঘেশ্বরী দেবী। কামেশ্বরদেবের উত্তরদিকে বারণ ধনু দূরবর্ত্তী দাম নাম সরোবর। কমলদেবের দক্ষিণদিকে আট ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে কোটিবতী দেবী। গোকর্ণ দেবীর ছয় ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে তিনটী ধারা আছে, তাহার মধ্য ধারা সরস্বতী, দক্ষিণ ধারা বরুণা, এবং উত্তর ধারা যমুনা। ত্রিধারার সঙ্গমস্থলে আকাশগঙ্গা। তাহার উত্তরদিকে অগ্নিকোণে চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তি; কামেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে সিদ্ধেশ্বর মূর্ত্তি; তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে তারাক্ষেত্র; বিদ্যাচলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিবোধবতী-শিলা। তাহার পূর্ব্ব উত্তরদিকে শত ধনু দূরে আকাশগঙ্গার চিহ্ন রহিয়াছে। উহার দক্ষিণভাগে ভবতীর্থিকা শিলা, এই শিলা ললিতাকান্তা নামে বিখ্যাত, এইখানে নন্দিরূপী অশ্ব এবং তাহার মূলদেশে কূর্ম্মাকৃতি শিলা আছে। উহার অগ্নিকোণে ব্যাসতীর্থ ও ব্যাসেশ্বরদেব। ব্যাসতীর্থের তিন ধনু দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে ভদ্রকালী দেবীমূর্ত্তি। উহারই পূর্ব্বদিকে অগ্নিকোণে নব ধনু পরিমিত ভুবনেশ্বর মূর্ত্তি। তাহার বায়ুকোণে অগস্ত্যাশ্রম গণাধ্যক্ষমূর্ত্তি। গণাধ্যক্ষের অগ্নিকোণে উচ্চ শৈলের নাম ক্ষীণ। তাহার পশ্চিমদিকে সদাশিব মূর্ত্তি। সদাশিবের নিকটবর্ত্তী স্থানেই গোবিন্দপর্ব্বতস্থিত গোবিন্দমূর্ত্তি। তাহার পূর্ব্বদিকে নব ধনু পরিমিত রক্তবর্ণ শিলার নাম শবদেবী। উক্ত শিবাচলে একটী নারী মহাদেবী। বিদ্যাচলের উত্তরদিকে নব ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে মহালক্ষ্মী। ঐ স্থানে শ্রীকুণ্ড নামক তীর্থ। গোকর্ণাশ্রমে বৃষভধ্বজ নামক শিবমূর্ত্তি এবং এই স্থানেই হংসতীর্থ নামক সরোবর আছে। পাণ্ডুকূট পর্ব্বত হইতে যে ধারা নিঃসৃত হয়, তাহার নাম নর্ম্মদা নদী। শিব ও বিষ্ণুমূর্ত্তির মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে যে ধারা নির্গত হইয়াছে, তাহার নাম মহানদী। নিত্য ও ধন এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ধারার নাম যমুনা। বিশ্রী পর্ব্বতের শীর্ষদেশ হইতে নিঃসৃত ধারার নাম সরস্বতী। মদন পর্ব্বতের ধারার নাম মর্দ্দা। কামকুণ্ডের ধারার নাম কামগঙ্গা। কামাখ্যার ধারার নাম গঙ্গা। অগ্নিকুণ্ডের ধারার নাম মধুস্রবা। কামদেবের ধারার নাম স্বর্ণশিনী। পঞ্চশৈলের ধারার নাম গঙ্গা। নীলকূটের ধারার নাম ঊর্ব্বশী। ব্যাসকুণ্ডের ধারার নাম সুভদ্রা। পদ্মশৈলের ধারার নাম ভদ্রকাশা। সোমকুণ্ডের ধারার নাম

উত্তরদিকে যমশৈলের ধারার নাম বৈতরণী এবং তন্ত্রী পের ধারার নাম গোদাবরী। পর্ব্বতদ্বয়মধ্যে ত্রাম্বুক নামক তীর্থ। তাহার তিন ধনু পূর্ব্বে উত্তরদিকে কোটি-লিঙ্গ। এই লিঙ্গের সম্মুখভাগে ইন্দ্রস্থান।

বরাহ ও কামের মধ্যবর্ত্তীভাগে অপুনর্ভবক্ষয় ও অপুনর্ভব নামক আট ধনু পরিমিত সরোবর তাহার উত্তরতীরে চন্দ্রকান্ত পর্ব্বত; এই পর্ব্বতে গৌরীবিম্ব ও সোপান চতুর্দিকে। তাহার পাঁচ ধনু পূর্ব্বতীরে অনবীণী নামক ক্ষেত্র। অপুনর্ভবের পূর্ব্বদিকে নয় ধনু দূরে সাত ধনু বিস্তৃত বারাণসীকুণ্ড। তাহার পূর্ব্বদিকে পাঁচ ধনু দীর্ঘ মার্কণ্ডেয় হ্রদ। হ্রদের উত্তরতীরে মার্কণ্ডেয়ের শিব। গোকর্ণের অনতিদূরে ব্রহ্মসরঃ নামক কুণ্ড তাহার পশ্চিমদিকে বৈতরণী বহমান। গোকর্ণের ঈশানদিকে তিন ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে মদন পর্ব্বত, তথায় কেদার নামক মহাদেব মূর্ত্তি ব ... আছেন। কেদারের পশ্চিমদিকে এক টঙ্ক। কেদারের উত্তরদিকে তিন ধনু দূরবর্ত্তী গৌরীশঙ্কর কমলাকর। এখানে নামক কম তুঙ্গের তিন ধনু দূরবর্ত্তী দক্ষিণদিকে চক্রকার পর্ব্বত। তাহার মধ্যভাগে মদন নামক উৎস নির্গত। চক্রকোণের পূর্ব্বদিকে মধুবিন্দু নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি এই পর্ব্বতের উত্তরদিকে ২০ ধনু দূরে কপিলাশ্রম তথায় কপিলেশ্বর দেবতা আছেন। কপিলাশ্রমের পূর্ব্বদিকে ১১ ধনু দূরে শিলাচয় যোনি তীর্থ; এখানে কালভৈরব দেবতা আছেন। বায়ুরেখ বরদেবের ঈশানদিকে ১০ ধনু দূরে কুণ্ডবাসেশ্বর। মদন পর্ব্বতের ঈশানদিকে তিন ধনু দূরে বাগেশ্বর, সপ্তপাতাল ভৈরব ও বটেশ্বর শিব। বাণেশ্বরের বায়ুকোণে শঙ্করলিঙ্গ। তাহার পশ্চিমদিকে বিষ্ণুমন্দির। মণিকূটের উত্তরদিকে বরদা নদী। মণিকূটের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে বিষ্ণু পুষ্করতীর্থ।

যথাবিধানে এই সকল তীর্থে স্নান, দান, পূজা, এবং শিলাদি কার্য্য করিলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হইয়া থাকে।"

(যোগিনীত° ২। ৭ ৮ প°।)

কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রপাঠে কামরূপের প্রাচীন ভূবৃত্তান্তের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

পর্ব্বত। কালিকাপুরাণের মতে এই কয়েকটী—

(১) চন্দ্রধর, (২) সুরস; (৩) নীল (৪) কুক্তি বাগা; (৫) সুতীক্ষ্ণ' (৬) বিরাট, (৭) ভস্মাচল (৮) দর্পণ; (৯) গন্ধমাদন; (১০) গোপ্রাব; (১১) মণিকূট, (১২) শ্বেত; (১৩) দর্পণ; (১৪) রোহণ; (১৫) অগ্নি মান্; (১৬) কঙ্কর; (১৭) বায়ুকূট; (১৮) দুর্গাশৈল (১৯) চন্দ্রকূট, (২০) আনন্দ বা ভস্মাচল, (২১) মৎস্য-ধ্বজ; (২২) কাম; (২৩) সুকান্তক; (২৪) ব্রহ্মকূট; (২৫) পাণ্ডুনাথ; (২৬) চিত্রবহ, (২৭) ব্রহ্মগিরি; (২৮) কপাট; (২৯) বরাহ, (৩০) অর্দ্ধচন্দ্র, (৩১) কজ্জল; (৩২) দুর্জয়গিরি; (৩৩) কোকন, (৩৪) মণ্ডাচল; (৩৫) ভগবান্, (৩৬) দুখাট; (৩৭) নাটক, (৩৮) মেঘ, (৩৯) ভস্মকূপ, (৪০) মদন। এতদ্ভিন্ন যোগিনী-তন্ত্রে (৪১) মণিশৈল, (৪২) হিমাচল; (৪৩) শাকী চল; (৪৪) উত্তুঙ্গ; (৪৫) শিবাচল, (৪৬) রামশৈল, (৪৭) নবদুর্গ; (৪৮) চন্দ্রশৈল; (৪৯) শ্রীশৈল, (৫০) মন্দর; (৫১) হারাচল, (৫২) কোলপর্ব্বত; (৫৩) হরি-বর্ণ, (৫৪) বিবর্ণক (৫৫) অমাচল; (৫৬) প্রান্তর; (৫৭) কনক, (৫৮) নীললোহিত, (৫৯) সপ্তবর্ণ, (৬০) শিলাচ; (৬১) আদিক্ষ; (৬২) তপ্তকুণ্ড; (৬৩) ধবল, (৬৪) মহীধর; (৬৫) বরাহ; (৬৬) অগ্নি; (৬৭) বরুণ; (৬৮) যম; (৬৯) গোকর্ণ; (৭০) বিমলা, (৭১) অন্তীল, (৭২) হয়গ্রীব, (৭৩) পারপাল, (৭৪) পুণ্যশৈল ইত্যাদি।

নদী। কালিকাপুরাণে এই কয়েকটির নাম পাওয়া যায়।—(১) স্বর্ণশ্রী নদ, (২) কটোদ্ভবা, (৩) ত্রিস্রোতা, (৪) শিলাপত্রা, (৫) নবস্রোতা, (৬) যোগিনী, (৭) (৮) মহানদী; (৯) বহুস্রোতা; (১০) কমস্রোতা, (১১) ভুবন্নদী, (১২) দিক্করবা, (১৩) ফেণিলা; (১৪) শৃঙ্খা নন্দা; (১৫) সুমদনা (১৬) তৈলপর্ণী; (১৭) দেব-গন্ধা, (১৮) ভদ্রা, (১৯) পূনস্থ; (২০) মানসা; (২১) ভৈরবী, (২২) বর্ণাশা; (২২, কুমুদমালিনী; (২৪) ক্ষীরোদা, (২৫) নীলা; (২৬) শিবাচণ্ডী বা চণ্ডিকা, (২৭) সিদ্ধস্রোতা, (২৮) বৃদ্ধরেবিক. (২৯) ভট্টা রিকা, (৩০) দক্ষিকা; (৩১) স্বর্ণবহা; (৩২) সুবর্ণশ্রী; (৩৩) কাষ্ঠা, (৩৪) সোমানন্দা; (৩৫) বৃদ্ধগঙ্গা, (৩৬) বেত্রগন্ধা, (৩৭) কনকলা; (৩৮) শীঘ্রা, (৩৯) (৪০) স্বর্ণনদী; (৪১) লাবণী, (৪২) কর্ণমিকা, (৪৩) দৃষ্টমান; (৪৪) কপিলগঙ্গিকা (৪৫) দমনিকা; (৪৬) সন্ধ্যা; (৪৭) কাঞ্চা, (৪৮) ললিতা; (৪৯) সন্ধ্যা; (৫০) দীপবতী, (৫১) অগমদনদ।

এতদ্ভিন্ন যোগিনীতন্ত্রে এ কয়েকটি নদীর নাম পাওয়া যায়—

(৫২ চম্পাবতী, (৫৩ মানস; (৫৪) পিপ্পিলা; (৫৫) বর্ণা; (৫৬) দীর্ঘিকা (৫৭) ধবলা, (৫৮)

পত্রাধা, (৫৯) মঙ্গলা, (৬০) ধনদা, (৬১) কপিলা, (৬২) দময়ন্তী, (৬৩) জাহ্নবী; ৬৪ দিক্ষু ইত্যাদি। (ক)

ইতিহাস।—মহীরঙ্গ নামক একজন দানব কামরূপের অতি প্রাচীন রাজা বলিয়া আসাম বুরঞ্জিতে লিখিত আছে। এই দানবরাজ, কেমন করিয়াই বা কামরূপ ইহার শাসনাধীন আসিল তাহার কোন বিশেষ বিবরণ নাই। মহীরঙ্গের পর তদ্বংশীয় চারিজন রাজা কামরূপ শাসন করেন।

মহীরঙ্গ দানবের পর নরকাসুর কামরূপের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। নরকাসুরের বিশেষ বিবরণ এবং কিরূপেই

(ক) সুবর্ণমানস, কটোয়া ও ত্রিস্রোতা এই তিনটি নদীই জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবাহিত। সুবর্ণমানসের বর্তমান নাম স্বর্ণকোশী, চলিত কথায় সোনকোশী কহে, এই নদী ভোটানের পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। কটোয়া—এই নদী ভোটান পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া কটোয়া নামে জলপাইগুড়ি জেলা ও কুচবিহার রাজ্যের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। ত্রিস্রোতার বর্তমান নাম তিস্তা, ইহার প্রাচীনগর্ভ অনেক পরিবর্তন হইলেও, এক্ষণে সিকিমের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া জলপাইগুড়ি ও রঙ্গপুর জেলার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। এই নদীর অনতিদূরে দক্ষিণভাগের মধ্যে জলপাইগুড়ি নগর হইতে প্রায় দেড়ক্রোশ পূর্বে জল্পীশ নামক পুণ্যপীঠ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—

"তত্রৈব কামরূপস্য বায়ব্যাং ত্রিপুরান্তকঃ।
আস্তে লিঙ্গমতুলং জল্পীশাখ্যং মহেশ্বরং॥"

কামরূপের বায়ুকোণে মহাদেব জল্পীশ নামক আপনার অতুল লিঙ্গ রাখিয়াছিলেন।

"স্বয়ং তত্রাস্থিতো বিষ্ণুস্তস্থাবনির্মিতঃ।
তৎপূজনাত্তু মনুজঃ পুণ্যমেবং লভেদ্ধ্রুবম্।
এবং পূজ্য মহাপীঠং জল্পীশং মহেশ্বরম্।
এতমাখ্যা লোকে যাতি শিবলোকং স চ ধ্রুবম্॥"

(কালিকাপু° ৭৭ অঃ)

এই জল্পীশ নামক মহাদেব দর্শন করিলে কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য হয়। ইহাকে তৎপূজক পূজা করিবে, যিনি জল্পীশ দিবস দর্শন হয়, তিনি শিবলোকে গমন করেন।

কালিকাপুরাণের মতে, নন্দী মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই স্থানে গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই জল্পেশের মন্দির প্রথমে জল্পেশ্বর নামক একজন রাজা নির্মাণ করেন। মুসলমানেরা সেই প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করে। তৎপরে কুচবিহারের প্রাণনারায়ণ (প্রায় ২০০ বর্ষ হইল) বর্তমান মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। এখন এই মন্দিরের সেই পূর্ব গৌরব নাই, এখন ইহার যে অবস্থা, তাহাতে শীঘ্রই ভূমিসাৎ হইবে। পূর্বে এখানে বিস্তর তীর্থযাত্রীর সমাগম হইত, কিন্তু এখন সে কাল গিয়াছে।

এই জল্পীশপীঠের অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে উত্তরে প্রাচীন পৃথু রাজের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এক সময়ে এখানে পৃথুরাজের রাজভবন, দুর্গাদিবাদি ছিল, এখনও তাহার নিদর্শন পড়িয়া আছে। এই প্রাচীন স্থান অদ্ভুত পুরাতত্ত্ব দেখিবার যোগ্য বটে।

ইহার নিকট কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে সেইগুলি কালিকাপুরাণোক্ত নিতম্বা ও নন্দকোষা বলিয়া অনুমিত হয়।

তাহার কিছুদূরে পাটগ্রাম নামক স্থানে পাটেশ্বরী দেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির। কেহ কেহ এই পাটেশ্বরী দেবীকেই কালিকাপুরাণোক্ত দিক্করবাসিনী বলিয়া অনুমান করেন।

ভৈরবী—এই নদীর বর্তমান নাম ভরলি। আকাজাতির দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

দীপা—বর্তমান কামরূপজেলায় উৎপন্ন হইয়া গৌহাটির নিকট ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে।

বৃদ্ধকৌশিকা—কামরূপ জেলায় প্রবাহিত বর্তমান বড়খুড়ি নদী।

জিঞ্জিকা—বর্তমান নাম জিঞ্জিরাম। এই নদী গারোপাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া রঙ্গপুরজেলার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে।

স্বর্ণবহা বা স্বর্ণশ্রী নদী বর্তমান নাম সুবর্ণশ্রী বা সোনশিরি। এই নদী লখিমপুর জেলায় প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

কামা—লখিমপুর জেলার বর্তমান কামানদী ইহাও ব্রহ্মপুত্রে মিশিয়াছে।

সোমাপসা—বর্তমান নাম দিসি লখিমপুর জেলায় প্রবাহিত।

বেগবতী—বর্তমান ধুবড়ীর নিকট প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদী, ইহারই নিকট শিলাগ্রামে প্রাচীন স্থান।

দিবাবসা—এক্ষণে কেবল যমুনা নামে প্রসিদ্ধ। এই নদী নাগা পাহাড় হইতে উৎপন্ন।

ধনশ্রিকা—পূর্বোক্ত যমুনানদীর পূর্বে প্রবাহিত। এক্ষণে ধনশিরি নামে প্রসিদ্ধ।

কলিঙ্গিকা—দরঙ্গ জেলার কলঙ্গ নদী, ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

কপিলগঙ্গা বা কপিলা—এক্ষণে কপিলি নামে প্রসিদ্ধ। জয়ন্তী পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

বৃদ্ধগঙ্গা—দরঙ্গ জেলার বড়গঙ্গা নদী।

দীপবতী—দরঙ্গ জেলার দীপোতা নদী।

দিক্কুণী—বর্তমান নাম দিখু, শিবসাগরের নিকট ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্রের মতে এই নদীই প্রাচীন কামরূপের পূর্বসীমা।

চম্পাবতী—গোয়ালপাড়া জেলায় প্রবাহিত বর্তমান চাঁপামতী নদী ইহার দক্ষিণাংশের নাম ধবল।

মানসা—গোয়ালপাড়া জেলায় মানস নদী।

শিঙ্গলা—দরঙ্গ জেলার শিঙ্গলা নদী, বিশ্বনাথের নিকট ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

দীর্ঘিকা নদী—বর্তমান নাম দিহিং, শিবসাগর জেলায় প্রবাহিত হইয়া লখিমপুর জেলার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

ধবলা বর্তমান ধনেশ্বরী বা ধনশিরি নামে খ্যাত, নাগাপাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। ইহাই শ্রীপীঠের পশ্চিম সীমা।

বা স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু কর্ত্তৃক কামরূপের রাজ্য পদত্ত হয় কালিকাপুরাণের ৩৬শ হইতে ৪০শ অধ্যায়ে তাহা সবিস্তারূপে বিবৃত আছে। নরকাসুরের কীর্ত্তি অদ্যাপি কামরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। নরকাসুর এবং কামাখ্যা সম্পর্কে এইরূপ একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যথা—

নরকাসুর কোন এক সময় স্বীয় আসুরিক দর্প উন্মত্ত হইয়া ভগবতী কামাখ্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন। তখন ভগবতী কামাখ্যার মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয় নাই। অতি সাধারণভাবে অরণ্যের ভিতরেই পীঠস্থান ছিল মাত্র। নরকের প্রস্তাব শুনিয়া ভগবতী বলিলেন, যদি তিনি এক রাত্রির ভিতর তাঁহার মন্দির, রাস্তা, পুষ্করিণী ইত্যাদি সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারেন তবে ভগবতী তাহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। নরক তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সাহায্যে রাত্রিশেষের পূর্ব্বেই প্রায় সকল কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ভগবতী দেখিলেন মহা বিপদ, এখন তাঁহাকে অসুরের পত্নী হইতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মায়াবলে কুক্কুট সৃষ্টি করেন এবং নরকের কার্য্যশেষ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তৎকর্ত্তৃক প্রাতঃকালীন কুক্কুটধ্বনি করাইতে আরম্ভ করিলেন। কুক্কুটধ্বনি হইলেই ভগবতী নরককে কহিলেন, কার্য্যশেষের পূর্ব্বেই কুক্কুটধ্বনি হইয়াছে—রাত্রি প্রভাত হইল, আমি তোমাকে বরণ করিতে প্রস্তুত নহি। ভগবতীর বাক্যে নরক ক্রোধান্ধ হইয়া সেই কুক্কুটের অনুসরণ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। যে স্থানে নরকাসুর এই কুক্কুটকে বধ করেন অদ্যাপি "কুক্কুরাকটাচকি" নামে সেই স্থান প্রসিদ্ধ। নরকাসুর কর্ত্তৃক এই সময়েই প্রথমতঃ ভগবতী কামাখ্যার মন্দির নির্ম্মিত হয়।

রামায়ণের সময় কামরূপের (প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের) শাসন কর্ত্তা নরকাসুর ছিলেন। সীতা অন্বেষণের নিমিত্ত সুগ্রীব কর্ত্তৃক বানরগণ নানা দিগ্‌দেশে প্রেরিত হইলে কামরূপেও একজন বানর প্রেরিত হয়। বানররাজ সুগ্রীব সেই সময় কামরূপের এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন—

"যোজনানি চতুঃষষ্টির্বরাহো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে ॥ ৩০
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
যস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ ॥" ৩১
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪২ সর্গ।

বর্ত্তমান গৌহাটিতে নরকের রাজধানী[*] ছিল। এই গৌহাটির পশ্চিম দক্ষিণপার্শ্বে নীলাচলের নিকট নরকাসুর পর্ব্বত নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ও আছে।

নরকাসুরের পর তৎপুত্র ভগদত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কামরূপের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। পশ্চিমদিকে চীনারণ্য পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভগদত্ত স্বীয় শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে অর্জ্জুনদিগ্বিজয়ে ভগদত্তের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষোঽভবৎ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ ॥"

কিরাত চীন এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ও ভগদত্ত চীন এবং কিরাতসেনা দিয়া দুর্য্যোধনকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেকস্থলে এই কিরাতদিগকে ম্লেচ্ছ এবং স্থানবিশেষে কামরূপেশ্বরকে "ম্লেচ্ছাধিপ" এবং কামরূপের অন্তর্গত এই কিরাতদেশগুলিকে ম্লেচ্ছদেশ বলা হইয়াছে। তন্ত্রে কামরূপদেশের ও সহস্র প্রকার নাম দেখা হয়। তাহার কারণ কামরূপ বৈদিক ধর্ম্মের বহির্ভূত ছিল।

যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের রাজাবিবরণ সম্বন্ধে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে—

"কুমতেঃ পুরতঃ সা রাজ্ঞো দেবী যদা ভবেৎ
তজ্জনাৎ পরমেশানি ন যুদ্ধং সঃ প্রবর্ত্ততে ॥
ততো দ্বিতীয় ভাগে তু কামরূপে ... ...
সদা যুদ্ধং মহৎ ... ...।
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
বর্দ্ধনাৎ কতোদশ ... ...॥
... ... কুবাচঃ স্বীয়রাজ্যতঃ।
বর্দ্ধাদেব যবনং কিস্তা সৌমারো রাজনায়কঃ।
কুমারী ... ...।
কামরূপে সদাঃ পূর্ণসংখ্যো ... ...
কামরূপে তথা রাজ্যং যাবদাদং ভবেত্তু ...
কুবাচসংগতো ... ...
... ...।
শাসিতব্যং কামরূপং সৌমারৈশ্চ কুবাচকৈঃ ॥
যবনৈশ্চ কুবাচৈশ্চ সৌমারৈশ্চ তথা প্রবঃ।

[*] এই গৌহাটির প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর।
"প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং প্রাহুঃ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্ ॥"
যোগিনীতন্ত্র ১। ১২ পটল।

কামরূপাধিপো দেবি শাপধ্বংসায় চাগতঃ ।
এবমেব বহুবিধং বক্ষ্যে শৃণু পার্বতি ।
ক্রিয়তে সংস্কারকরং প্রত্যক্ষং পরমেশ্বরি ॥
বশিষ্ঠস্য তপস্থানমস্তি শাপান্ত কারিণি ।
ভবিষ্যতি চ তত্রৈব শাপাখ্যপর্বতোপরি ॥
বর্ষত্রয়ে শিলাপাতে চৈকে বেদুরম্রিয়ো ।
কামাখ্যায়া মঠে ভবে উর্বশ্যা সমুপক্রমঃ ॥
ব্রহ্মপুত্রস্য দেবেশি স্বয়ম্ভাং তু যত্র চ ।
যোড়শাব্দে গতে শাকে কুবাচীবিপ্লবঃকে ॥
বিপক্ষো ভবিতা নূনং সৌমারকামপীঠয়োঃ ।
যস্মিন্ তত্র সংপূজ্য উল্লাকালকোষয়োঃ ॥
শাসয়ন্তি চ রাজানঃ সর্ব্বে যুদ্ধবশানুগাঃ ।
কুবাচৈর্যবনৈশ্চান্যৈর্বহুসৈন্যসমাকুলৈঃ ॥
বিভিন্নৈস্তৈঃ সমাকীর্ণং মহাযুদ্ধং ভবিষ্যতি ।
অশ্বহস্তৈন্যযুতৈস্তপর্বতযুতৈর্বিশেষতঃ ॥
লোহিত্যো রক্তপূর্ণশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
এতৈব পরমা মায়া যোগিনীগণবন্দিতা ॥
কামাখ্যা বৎকন্ত্রাযা বা ললিতা কাম্বুশী ।
লোলজিহ্বা মুণ্ডমালা দিগম্বরা শবাধিকা ॥
পর্বতাগ্রং সমাশ্রিত্য রক্তপানং করিষ্যতি ।
ততঃ কুবাচো যবনং হিত্বা সৌমারকাদিনাশকঃ ।
একবর্ষং রাজ্যং যাবৎ করিষ্যতি মহদ্রণম্ ।
পশ্চাচ্চ তত্র সংহার যাস্যতি পুনরালয়ম্ ।
ততো ম্লেচ্ছো নৃপো ভূত্বা কামরূপনিবাসিনঃ ।
করিষ্যতি বদান দেবী স্বপপূজা প্রভৃৎপরান ॥
একং বর্ষত্রয়ং রাজ্যং কৃত্বা যবো ম্লেচ্ছো নৃপঃ ।
ভাবয়াতি মহাযাবে যোগিমণ্ডলসন্নিধৌ ॥
ততো বাবণদলে ম্লেচ্ছঃ করতে পূর্ব্বভূমিপঃ
ত্রৈপানৌমাগ চঃ কামালেকচ্ছত্রং করিষ্যতি ॥
ওপ্রাধাং সকলং দেবি যশৈব পালয়িষ্যতি ।
তৎপত্নী শ্যামবর্ণা স্যাৎ সদাসাধ্বপার্বতী ॥
সাবত্তং অমরং সাধ্বী রাজানং রাজপুত্রকম্ ।
ত্রৈলোক্যবিবশাদ্যৌব যাবৎ সাধ্বাবৎসং দিনম ॥
তাবৎ স্বর্ণাচলে স্বর্ণযাবরাবির্ভবিষ্যতি ।
তত্রৈব বসিনঃ সর্ব্বে কামরূপনিবাসিনঃ ।
ভাবষ্যন্তি তত্রৈব স্যাৎ বশিষ্ঠশাপমোচনম্ ॥”

যোগিনীতন্ত্রে ১ । ১২ পটল ।

কোন সময়ে কামরূপরাজ (নরক) মন্দবুদ্ধি হওয়ায় সেই সময়ে তাঁহার রাজ্যনাশ হইবে এবং তদবধি কামরূপে ব্রহ্মশাপ হওয়ায় নিয়ত দুর্ব্যবহার ও দুর্ভাগ্য ঘটনা হইবে। এবং দেবগণের সর্ব্বপ্রকৃতিও পীড়াদায়ক হইয়া উঠিবেন।

১০১১ শকে (?) সৌমার, কুবাচ ও যবনগণের বিপুল যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। এই যুদ্ধে মহাবাহু কুবাচ নৃপতি জয়লাভ করিয়া এক বৎসর রাজ্যশাসন করিবেন। তৎপরে ১০১৯ শকে (?) সৌমার কামরূপ অধিকার করিয়া বারবৎসর রাজ্য পালন করিবেন। এইরূপে শাপকালমধ্যে অথবা যবন* কুবাচ, সৌমার † ও প্লব প্রভৃতি রাজগণ কামরূপের শাসনকর্ত্তা।

* যোগিনীতন্ত্রে যবন ও ম্লেচ্ছজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে—

“কৌরবযুদ্ধে পাণ্ডুপুত্র যাহাদের নিহত হইলে, তাহাদের বংশ একবারে লোপ হইল, এই সময়ে ধার্ম্মিক ... কামরূপ ... কামীয়ের মুক্তিলাভে অবস্থান করিয়া ... থাকে। বলিপুত্র বাণাসুর তখন মহাকাল ... রাজা ... করিত এই মহাকাল কীর্ত্তির ... সন্তান হয়। তাহা হইতেই মহাতুল্যতায় মহাবলশালী এক পুত্র ... হইল। পরে মহাদেব তাহাকে শাসনার্থ ... শব্দ অর্থাৎ ‘বাও’ এই বাক্য দুর্জ্জনগণ ... দেন ... সেইজন্যই তাহারা যবন নামে অভিহিত হইয়াছে।

ত্রেতাযুগে বাহুবলে এক কার্ত্তবীর্য রাজা ছিলেন, তিনি সপ্তদ্বীপা সমুদ্রের পিতৃশক্র পরাজিত করিয়া সমগ্র পৃথিবীমধ্যে ... স্থাপন করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কার্য্য জন্য তাঁহার মনে অহঙ্কার উপস্থিত হইল এবং সেই অপরাধে তাঁহার রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামক রাজগণ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রাজ্য অধিকার করে। রাজা সপরিবারে বনে পলায়ন করিয়া কিছুদিন মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ক্রমে তৎপুত্র সগর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃশক্র হৈহয় ও তালজঙ্ঘকে আক্রমণ করিলেন, তাহারা পরাস্ত হইয়া বশিষ্ঠ ঋষির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল। সগরও বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ‘আমি এই পিতৃশক্রগণের শিরশ্ছেদ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এদিকে আপনি আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে নির্ভয় করিয়া দিবেন কহিতেছেন। উভয় কার্য্যই আমার পালনীয়, সুতরাং কি কর্তব্য বলিয়া দিন।’ বশিষ্ঠ বলিলেন—‘শাস্ত্রে শিরশ্ছেদ ও শিরে মুণ্ডন একরূপ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব তুমি ইহাদের শিরো মুণ্ডন করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেই উভয়দিক রক্ষা হইবে।’ সগর বশিষ্ঠবাক্যানুসারে তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তখন তাহারা কপিল মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার উপদেশানুসারে তপস্যা করিতে লাগিল। কিন্তু এই সময়ে তাহারা নিজাচার ভ্রষ্টাচার হওয়ায় তদবধি যবন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তথাপি তাহারা তপোবলে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া কলিযুগে রাজ্য প্রাপ্তির বরলাভ করিয়াছিল। (যোগিনীতন্ত্র) ১৩ পঃ)

† কোন সময়ে ইন্দ্র কোশাবতীর সহিত ক্রীড়া নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন, তৎকালে নর্ত্তকীদিগের মধ্যে কাঞ্চী নাম্নী অপ্সরার হাব ভাব দর্শনে

হইবেন। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি লক্ষণাদি সংঘটিত হইবে।—বশিষ্ঠ ঋষির তপোবাসন নাশ হইলে পর্ব্বতের উপর পাদযুক্ত উৎপন্ন হইবে। এই সময়ে শিলাপাত জন্য কামাখ্যা মঠ ভগ্ন হইয়া যাইবে এবং উর্ব্বশীর সহিত ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম হওয়ায় তাহার জলধারা লুপ্ত হইয়া যাইবে। এই ঘটনার পর ষোলবৎসর অতীত হইলে ১৬১১ শকে (?) সৌমার ও কামপীঠে এক যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, ৬ মাস এখানে যুদ্ধের পর ঐ সমস্ত যোদ্ধাগণ উত্তরাকালকোষে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিবেন। এই যুদ্ধে কুবাচ, যবন ও চান এই ত্রিবিধ ম্লেচ্ছ সৈন্যমধ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য ও অশ্বগজাদি বিনষ্ট হওয়ায় যুদ্ধস্থল রক্তপ্লাবিত হইয়া উঠিবে। দিগম্বরী মুণ্ডমালা বিভূষণা শ্যামবর্ণা কামাখ্যাদেবী সহাস্যমুখে লোলজিহ্বা বিস্তারপূর্ব্বক যোগিনীগণের সহিত পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া রণশোণিত পান করিবেন। কুবাচ (কোচ) এই যুদ্ধ জয়লাভ করিয়া তথায় দশদিন বাস করিয়াই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবে। ইহার পর কামরূপদেশে ব্রাহ্মণ রাজা হইবেন। রাজ্যমধ্যে সদাশিবাক তিনি পূজা ও জপ প্রভৃতি কার্য্যে আসক্ত হইয়া চলিবেন। এইরূপ তিনি তিন বৎসর রাজ্যশাসনের পর যোনিমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাসস্থান নির্ণয় করিয়া ক্রমে ক্রমে একচ্ছত্রী রাজা হইয়া উঠিবেন। এই রাজার পত্নী শ্যামবর্ণা হইবে। ইঁহারা উভয়ে সর্ব্বদা পার্ব্বতীর আরাধনা করিবেন এবং যথাকালে সবিত নামক একটি পুত্র লাভ করিবেন। এই পুত্রের জন্মদিন হইতে বারদিন পর্য্যন্ত স্পর্শাচল পর্ব্বত হইতে স্পর্শমণির আবির্ভাব হইবে, তজ্জন্য কামরূপবাসিগণ সকলেই ধনী হইয়া উঠিবেন। এই সময়েই বশিষ্ঠ ঋষির অভিশাপ মোচন হইয়া যাইবে।

কামরূপের কোন কোন প্রাচীন বুরঞ্জীতে ভগদত্তের পর পাঁচজনের নাম পাওয়া যায়—ধর্ম্মপাল, রত্নপাল, কামপাল, পৃথ্বীপাল ও সুবাহু। ইঁহারা কে কোথায় কবে কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। এই পঞ্চজন কৌশাম্বীর মন বিচলিত হওয়ায় তাহাকে মানবী হইবার অভিশাপ দেন। কালতী যথাসময়ে যৌবনবতী হইলেন তৎপরে কুরুক্ষেত্র পত্ত গত যৌবনবতী যখন প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল সেই সময়ে চন্দ্রচূড় পর্ব্বতের অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন এইস্থানে তাঁহার বস্ত্র হওয়ায় তিনি অত্যন্ত কামপীড়িত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে সেই পথ দিয়া ইন্দ্র গমন করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সম্ভোগ করেন। তাহাতে আরণ্য নামক পাপাচারী একপুত্র হইয়াছিল তথাপি ইন্দ্রের অনুগ্রহে সেই পুত্র কামরূপের রাজা হইয়াছেন। এই অভিশপ্তের বংশধরগণই সৌমার নামে প্রসিদ্ধ।

(যোগিনীতন্ত্র ২।১৩।)

রাজা কোন বংশীয়, তাহাও জানা যায় না, তবে ভগদত্তের পরই এই পাঁচজনের নাম একাদিক্রমে পাওয়া যায় বলিয়া, আধুনিক বুরঞ্জি লেখকেরা অনুমান করেন যে ইঁহারা ভগদত্ত বংশসম্ভূত হইলেও হইতে পারেন। যাহা হউক শেষে এই বংশ লোপ পায়। ইহার পর কামরূপ একপ্রকার অরাজক হইয়া পড়ে এবং নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়।

এখানকার লোকাচার আরম্ভসময়ে কামরূপে দেবেশ্বর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল জানা যায় না। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা বাড়াইতে চেষ্টা পান ইনি কামাখ্যাদেবীর পূজার ও মন্দিরের উন্নতি সাধনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইহার পর কে কতদিন কোথায় রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় না।*

ইহার কিছুদিন পরে ব্রহ্মপুত্রবংশীয় ব্রাহ্মণরাজবংশের রাজত্ব কাল। এই বংশের উৎপত্তিসম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। কোন ব্রাহ্মণের এক যুবতীকন্যা ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে যায়। ব্রহ্মপুত্র যুবতীর রূপ দেখিয়া মোহিত হন এবং তাহাকে দর্শন দিয়া স্বীয় মনোভিলাষ জানাইলে যুবতী সম্মতা হন বা যাহাই হউক এই যুবতীর গর্ভে একটি সন্তান জন্মে। এই পুত্রটি শেষে কামরূপে রাজা হন। এই রাজার নাম কি ছিল, তাহা জানা যায় না। মিঃ রবিনসন্ করতোয়ার গর্ভজাত এক রাজার কথা লিখিয়াছেন। বোধ হয় এই ব্রহ্মপুত্রের সন্তানকেই তিনি করতোয়ার সন্তান বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ফলে প্রবাদের বা কল্পনার মূল যাহাই থাকুক কামরূপে যে কোন ব্রাহ্মণবংশ রাজত্ব করিয়াছিল, ইহা নিশ্চয়।

৫৫১ শকে চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং ভারতে আসেন এবং ৫৬০।৬১ শকে তিনি কামরূপে আসিয়াছিলেন। তিনি আপন গ্রন্থে কামরূপকে "কিয়া মো লু পো" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কামরূপের বর্ণনায় জানা যায় যে তিনি ব্রহ্মপুত্রের তীর দিয়া কামরূপের রাজধানীতে (গৌহাটীতে) উপস্থিত হন। এখন গৌহাটী যেমন ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে অবস্থিত, তখনও সেইরূপ ছিল। তখন নারায়ণ দেববংশীয় বর্ম্ম উপাধিধারী ক্ষত্রিয়রাজকুমার ভাস্করবর্ম্মা† নামে রাজা

* পূর্ব্বে যে মতের প্রতি শিবগণের বিবরণ লেখা হইল তদনুসারে বোধ হয়, এই দেবেশ্বর নৃপতিই লোকাচারের প্রারম্ভ সময়ের প্রথম নৃপরাজা ইনি ধীবর বা কৈবর্ত্তজাতীয় ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

† হিউএন সিয়াং ইঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।(Beal's Buddhist Record Vol II p 196)। কিন্তু বর্ম্মা উপাধি ক্ষত্রিয়-পরিচায়ক।

ছিলেন। এই রাজা হিন্দু হইলেও বৌদ্ধদ্বেষী ছিলেন না, বৌদ্ধদিগকে বৃত্তি দিতেন। ইনি কুমাররাজ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ৫৬৫ শকে মহাসম্মিলন হর্ষবর্দ্ধনের সহিত মিলিত হইয়া কান্যকুব্জে গিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জরাজ ইঁহাকে যথোচিত সম্মান দেখাইয়া আপন দক্ষিণ পার্শ্বে বসিতে আসন দিয়াছিলেন। চীন পরিব্রাজকের সময় কামরূপ শতাধিক হিন্দুদেবালয়ের সম্পন্ন ছিল। বৌদ্ধমন্দির বা সঙ্ঘারাম একটিমাত্র ছিল না। কামরূপের অধিবাসীরা অধিকাংশ হিন্দু ছিল। এই সময়ে কামরূপ রাজধানীর পরিধি ২০০ ক্রোশ বা ৩ ক্রোশ ও দেশের পরিধি প্রায় ৮০০ ক্রোশ (১০০০০লি) ছিল। এ সময় সমস্ত কামরূপরাজ্য একমাত্র রাজা কুমার ভাস্কর-বর্ম্মার অধীন ছিল। ইঁহার অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ ছিল। তৎপরে মনকুমারচরিত কামরূপরাজ বনিষ্ঠবর্ম্মার নাম পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবত ভাস্করবর্ম্মার বংশীয় হইবেন। এই বংশের প্রভাব হ্রাস হইলে পূর্ব্বোক্ত সামন্তরাজেরা প্রবল হইয়া উঠে।

আসামের বর্ত্তমান দরঙ্গ জেলায় নাগশঙ্করনামে এক শিবালয় আছে। নাগাক্ষনামে কোন রাজা এই মন্দির নির্ম্মাণ ও ইহাতে শিবস্থাপনা করেন।* নাগশঙ্কর দেবালয়ের পার্শ্বে প্রতাপপুর বা প্রতাপগড়ে ইঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন ৩০০শকে নাগাক্ষ রাজা ছিলেন। রাজা নাগাক্ষের পর তদ্বংশের আর কয়জন রাজা হইয়া গেলে, তাঁহার বংশলোপ হয়। নাগাক্ষবংশ কামরূপে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০ শত বৎসর রাজত্ব করেন। দরঙ্গ জেলায় এই রাজবংশের বাস ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকূলে আড়িমাত্ত নামক একজন রাজা ছিলেন। প্রবাদ আছে, প্রতাপপুরের কোন রাণীর গর্ভে ব্রহ্মপুত্রের ঔরসে এই নরপতির জন্ম। ইঁহার আকৃতি আড়িমাছের মত ছিল বলিয়া "আড়িমাত্ত" নাম হয়। প্রবাদ যাহাই হউক, আড়িমাত্ত কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকূলে প্রবল হইয়া উঠেন। ইনি নাগাক্ষবংশধরদের কিছু পূর্ব্বে কাছাড়, ডবকা ও প্রতাপগড়ের অধিকারভুক্ত অনেক স্থান অধিকার করেন। গৌহাটী হইতে নওগাঁ পর্য্যন্ত ইঁহার অধিকার বিস্তৃত হয়। আড়িমাত্তের জোঙ্গালবলহু নামে এক পুত্র ছিল। কাছাড়রাজের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহাদি হইত বলিয়া এই জোঙ্গালবলহু একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। নওগাঁর দবকাপরগণায় অদ্যাপি একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে, লোকে ইহাকেই "জোঙ্গালবলহুর গড়" বলে। কাছাড়রাজ যুদ্ধে পরাস্ত হইলেই জোঙ্গালবলহুর সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। এই রাজকুমারী পিতৃকুলের হিতের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া উভয় রাজ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ বাধাইয়া দেন। কলঙ্গনদীতীরে এই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জোঙ্গালবলহু পরাস্ত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া কিলিঙ্গ নদীতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। নদী হইতে উঠিয়া পলাইবার সময় জোঙ্গালবলহু কোথায় মারা পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই। এদিকে কাছাড়ীরা তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। এই সকল ঘটনার কাল নির্ণয় করা যায় না।

কামরূপের ভিন্নবংশীয় চারি পূর্ব্বোক্ত আড়িমাত্ত রাজার কোন সন্তানের বংশজাত বলিয়া পরিচয় দেন। আজিও ভিন্নবংশীয় রাজবংশ (পুরুষপুরুষের সম্ভ্রম রক্ষার্থ অথবা এক গোত্র বা বংশোদ্ভব বলিয়া) আড়িমাছ খান না। নাগাক্ষবংশ ধ্বংস হইলে উত্তরভাগে ভুটিয়া নামক এক অসভ্য জাতি প্রবল হইয়া উঠে। ভোটের রাজা মহাদেবের সাক্ষাৎ কুবেরের সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু আধুনিক আসাম বুরঞ্জী লেখকেরা বলেন যে ব্রহ্মপুত্রবংশীয় কোন শেষ বংশধরের অত্যাচারী প্রবল হইয়া এই জাতিকে বশীভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করেন। কালক্রমে ব্রহ্মপুত্রবংশ লোপ হইলে ইঁহারাই রাজা হয়। তৎপরে যখন আহোমজাতি কামরূপরাজ্য অধিকার করে, তখন ভুটিয়া জাতির অনেকেই দরঙ্গ জেলায় উঠিয়া গিয়া ভুটিয়ারাজ্য স্থাপন করিল। এখনও ইহারা আপনাদের মধ্যে একজনকে রাজা করিয়া সমুদয় উত্তরখণ্ড অধিকার করে। ইহাদের পরাক্রম হ্রাস হইলে কেবল পূর্ব্বের কিয়দংশমাত্র ইহাদের অধিকারে থাকে এবং অবশিষ্টাংশ আহোমরাজ্যভুক্ত হয়। এই বিবরণ হইতে উত্তর অঞ্চলের কিছু প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়।

কামরূপ জেলার দক্ষিণাংশে জিতারিনামে একজন ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী রাজা ছিলেন। ইনি পশ্চিমপ্রদেশের লোক। ইঁহারই সময়ে গৌহাটি (প্রাগ্জ্যোতিষ) হইতে চিরদিনের মত রাজধানী উঠাইয়া লওয়া হয়। জিতারি ভাটীনামক স্থান হইতে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই ভাটীতে রাজধানী হইল। কবে ইহা হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। ইঁহার পরে অরোধর নামে একজন রাজা হন। এখন যেখানে অরোধর নামক দেবমন্দির আছে, সেইখানেই ইঁহার রাজধানী ছিল। জলপাইগুড়ির জল্পীশপীঠে ইনিই জল্পেশ্বর নামক দেবালয়

* রাজার নাগশঙ্কর নামেও বিখ্যাত। ইনি শূদ্রজাতীয় নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

নির্ম্মাণ করেন ও শিবপূজা প্রচার করেন। কামরূপের এই খণ্ডকে আসামীরা বড়ছেত্রীদেশ বলে। অন্য একখানি বুরঞ্জীমতে জিতারি ৬২ বৎসর, তৎপুত্র সুবলি ১০৫ বৎসর তৎপরে পদ্মনারায়ণ চন্দ্রনারায়ণ, মহেন্দ্রনারায়ণ, গজেন্দ্রনারায়ণ রামনারায়ণ, জয়নারায়ণ, শুক্লনারায়ণ ও রামচন্দ্র ইঁহারা প্রত্যেকে ১০৫ বৎসর করিয়া রাজত্ব করেন। রামচন্দ্রের সময়ে এই বংশ লোপ পায়। এই বংশ কবে রাজত্ব করিয়াছিল তাহা কিছুতেই জানিবার উপায় নাই এবং বুরঞ্জীতে যেরূপ বিবরণ দেওয়া আছে, তাহাতে বিশ্বাস করাও কিছু কঠিন। এই অঞ্চলে পৃথুনামে একজন রাজা ছিলেন। বৈদ্যপুর অঞ্চলে ইঁহার এবং ইঁহার বংশের অন্যান্য ভূপতিগণের অনেক কীর্ত্তি আছে (ক)।

ইঁহাদের পর কামরূপে ধর্ম্মপাল (খ) নামক একজন রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন বঙ্গদেশের পালবংশের সহিত এই ধর্ম্মপাল রাজার কোন সম্পর্ক ছিল ও ইনি বঙ্গদেশের পালবংশেরই কোন একজন রাজা। আসাম বুরঞ্জী অন্বেষণে জানা যায়, এই সময় চুটিয়া নামে এক পার্ব্বত্য জাতি আসামের পূর্ব্বভাগ রক্ষা করিত। [illegible]

(ক) পৃথুরাজের সময় রাজ্যের সীমা বহুদূর বিস্তৃত ছিল এবং ইনি বহুদিন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি ধর্ম্মপাল বলিয়া বিখ্যাত। প্রবাদ আছে ইনি রাজা হইবার পূর্ব্বে রাজ্য মধ্যে কীচকনামক অসভ্য জাতির উৎপাত হয়। তৎকালীন রাজা তাহাদিগকে দমন করিতে না পারায় পৃথু একদিন কোন পুষ্করিণীতে লাফ দেন। পরে তিনি উঠিয়া আসিবার সময় তাঁহার সহিত অসংখ্য সশস্ত্র সৈন্য উঠিয়া আসিল এবং কীচকদিগকে দমন করিয়া নগর অধিকার করিল ও পৃথুকে রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিল। এই কীচকজাতীয় লোক উত্তরভারতে এখনও দেখা যায়। ইহারা বস্ত্র পশুচারণ ও [illegible] দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে।

(খ) ধর্ম্মপাল নামক একজন গৌড়েশ্বরের পুস্তকে অবলম্বন করিয়া ঘনরামের "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" কাব্য লিখিত। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে এই ধর্ম্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল হইতে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। ইঁহার সময়ে কামরূপরাজ গৌড়ের অধীন ছিলেন। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের পুত্রের সমসাময়িক কামরূপের রাজার নাম কর্পূরধল। কর্পূরধল গৌড়ের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ধর্ম্মপাল ইঁহাকে দমন করিবার জন্য স্বীয় মন্ত্রী মহামদকে পাত্রমিত্র সৈন্য সহ পাঠাইয়া দিলেন। অল্প দিন পরে মন্ত্রী ব্রহ্মপুত্রের তীরে উপনীত হইল। নদ দেখিয়া যেন ব্রহ্মপুত্র [illegible] কূলে কূলে ভরিয়া উঠিল বোধ হয় বর্ষাকাল। সুতরাং মন্ত্রী পার হইতে না পারিয়া এখানে রহিলেন। ব্রহ্মপুত্রের অপর পার কামরূপরাজের সীমা। কিছুদিন পরে মন্ত্রীমহামদ সৈন্য উঠাইয়া লইয়া চলিয়া আসিলেন কিছু করিতে পারিলেন না কারণ ব্রহ্মপুত্র কমিল না। [illegible] পূর্ব্ব রাজা ও মহামদের শ্যালক কর্ণসেন রাজ এবং ধর্ম্মপালপুত্রের শালীপতি ইঁহার পুত্র লাউসেন ধর্ম্মপালপুত্রের নিকট ময়নাগড়ের রাজত্ব প্রাপ্ত হন। তৎপরে মন্ত্রীর অত্যাচারে গৌড়রাজের দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়। কিছুদিন পরে ধর্ম্মপালপুত্র মন্ত্রীর দোষ বুঝিতে পারিয়া তাহাকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করান। মন্ত্রী গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া কামরূপরাজকে গৌড় আক্রমণের জন্য পত্র লিখিলেন। কামরূপরাজ এ [illegible] উপেক্ষা করিলেন না। সৈন্য সজ্জিত হইতে লাগিল। গৌড়েশ্বর সংবাদ পাইলেন এবং মহামদের কথায় [illegible] উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য লাউসেনকে [illegible] পরিচিত করিলেন। পরে মহামদের মন্ত্রণায় লাউসেন কামরূপরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। লাউসেন উপস্থিত হইলে ব্রহ্মপুত্র বাড়িল কিন্তু [illegible] নদী পার হইলেন এবং যুদ্ধে কর্পূরধলকে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু এই উপাখ্যান কতদূর সত্য তা অনুমান করিয়া ঠিক করিবার উপায় নাই। কিন্তু মিঃ মার্টিন বলেন যে বঙ্গদেশের ধর্ম্মপাল পালবংশের বঙ্গরাজগণের অন্যতম। ইঁহার মাণিকচন্দ্র নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। মাণিকচন্দ্রের অকাল মৃত্যু হয়। মাণিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতী স্বামীর মৃত্যুর পর ময়নাবতী স্বীয় শিশু গোপীচন্দ্রকে লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া রাজা ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। তিস্তার তীরে যুদ্ধ হয়। ধর্ম্মপাল পরাজয়ের উপক্রম দেখিয়া পলায়ন করেন। শিশু গোপীচন্দ্র সিংহাসনে বসিলেন। ইঁহার রাজকার্য্য ময়নাবতী নিজেই দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজা বহু একশত পত্নী লইয়া বিলাসে উন্মত্ত হইলেন। কিছুদিন পরে ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিলে তিনি রাজকার্য্য [illegible] সন্ন্যাসী হইলেন। কিন্তু ময়নাবতী হরিপ (হাড়ীসিদ্ধ) নামক একজন যোগীকে দিয়া তাঁহার সে বাসনা ফিরাইয়া দিলেন। গোপীচন্দ্র রাজ্যের [illegible] পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। কামরূপের যুগী নামক নীচশ্রেণীর লোকেরা আজও "গোপীচন্দ্রের গীত" নামে একপ্রকার গান করে। তাহাতে এই গোপীচন্দ্র [illegible] ও তাঁহার পত্নীর যেরূপ [illegible] সকল [illegible] গান করিত [illegible] হইতে অনুমান হয় যে গোপীচন্দ্র কামরূপে রাজা ছিলেন। রাজা গোপীচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র রাজা হন। তাঁহার এক মন্ত্রী ছিলেন তাঁহার নাম গবচন্দ্র। নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ভবচন্দ্র রাজা ও তাঁহার গবচন্দ্র মন্ত্রী অতি বিখ্যাত। ভবচন্দ্রের রাজত্বকালে নিয়ম হয় যে রাত্রে লোক কাজকর্ম্ম করিবে ও দিবসে নিদ্রা যাইবে। এইরূপ দিনকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিন করার মত আরও অনেক ঘটনার কথা যাহা লোকের মধ্যে প্রবাদের মত চলিয়াছে। এই রাজা মূর্খ ও নির্ব্বোধ হইলেও অত্যাচারী ছিলেন না। ইঁহার সময়ে প্রজা সুখসম্পন্ন ও প্রজারা নির্ভয় হৃদয়ে বাস করিত। ইঁহার পর এই পালবংশীয় আর একজন রাজা হন। তৎপরে [illegible] একব্যক্তি পালবংশ ধ্বংস করিয়া কামরূপের শাসন লাভ করেন।

এই ধর্ম্মপাল ও তদ্বংশীয়েরা [illegible] বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু মিঃ মার্টিন

রাজাদের উপাধি "পাল"। এখন এই ধর্ম্মপাল ভুটিয়াদেরই কোন রাজা কি বঙ্গীয় পালবংশেরই কেহ তাহার নির্ণয় করা কঠিন। ধর্ম্মপাল রাজা কামরূপে ১০৯৭ শাকে রাজত্ব করেন। তিনি বর্ত্তমান গুয়াহাটীর নিকটবর্ত্তী গোয়ালকুচ [illegible] ব্রাহ্মণকে [illegible] করিয়াছিলেন [illegible] তাঁহার সময়ে খোদিত তাম্রফলকে ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ধর্ম্মপালের পত্নী বনমালার ভগিনী ময়নাবতী [illegible] অদ্যাপি রঙ্গপুর অঞ্চলে গ্রাম্য সঙ্গীতে গীত হইয়া থাকে। ধর্ম্মপালের পর মাণিকচন্দ্র, মাণিকচন্দ্রের পর গোপীচন্দ্র, গোপীচন্দ্রের পর ভবচন্দ্র কামরূপ শাসন করেন। এই সময়ে রঙ্গপুর কামরূপের অন্তর্বর্ত্তী ছিল।

[illegible] কোন [illegible] রাজার নাম পাওয়া যায়;—জয়ধ্বজ, চক্রপাল, [illegible]

[illegible]

দক্ষপাল, মধুপাল, ইন্দ্রপাল, সিংহপাল, কৃষ্ণপাল, সুপাল গরুড়পাল, মাধবপাল ও লক্ষ্মীপাল। এই লক্ষ্মীপাল ৭৭ বৎসর ও অবশিষ্ট কয়জন প্রত্যেকে ১৫ বৎসর করিয়া রাজত্ব করেন। লক্ষ্মীপালের পর সুবাহু নামে একজন রাজা হন তিনি একা ১০৫ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া প্রকাশ আছে কিন্তু ইঁহাদের এত দীর্ঘকাল রাজত্বের কথা বিশ্বাস হয় না। আর একখানি প্রাচীন বংশাবলীতে ধর্ম্মপাল, রত্নপাল, সোমপাল, প্রতাপসিংহ, অরিমত্ত, ফিঙ্গুয়া ও গজসিংহ নামে কয়েক জন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা যে কতদিন রাজত্ব করেন তাহা জানা যায় না। আর একখানি বংশাবলী [illegible] রাজা ৫০ বৎসর [illegible] ৫০ বৎসর, [illegible] ৪০ বৎসর, [illegible] ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহাদের পর কিম্বরা নামে একজন [illegible]

[illegible]

এই বিরাটগড়ই [illegible]

[illegible] বংশ—[illegible] কোচ, মেচ, কাছারী [illegible] কামরূপ [illegible] করিয়া [illegible]

[illegible]

[illegible] তাঁহার [illegible] আধুনিক বুরুঞ্জীমতে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কামরূপে মুসলমান অধিকার হয়। মুসলমানেরা ১২ বৎসরকাল [illegible] বাস করিয়া রহিয়াছিল, সুতরাং বলিতে হইবে ১৪৮৬ [illegible] মুসলমানেরা সর্ব্বপ্রথম [illegible]

—

[illegible] কামরূপ [illegible] বাঙ্গালার [illegible] ১৯৮ [illegible] মুসলমানদিগকে পরাজিত [illegible] সিংহাসন অধিকার করেন এবং ১৫২৩ [illegible] করেন। [illegible] বিবরণে লিখিত হইয়াছে

নীলাম্বরবংশীয় চন্দন ও মদন নামে দুই রাজপুত্র কামতাপুর হইতে কিছু দূরে স্বতন্ত্র এক নগর স্থাপন করিয়া অতি অল্প সময়ের জন্য কিছুদিন রাজত্ব করেন।

গুরুজন কথা চরিত্র নামক আসামীয় ভাষায় লিখিত এক খানি পুস্তকে কামতাপুরে দুর্লভনারায়ণ নামে একজন পরাক্রান্ত রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। এই দুর্লভ কোন বংশের রাজা তাহা জানা যায় না, কেহ বলে পালবংশীয়, কেহ বলে [illegible]বংশীয়। এই দুর্লভনারায়ণ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মনারায়ণ নামক রাজার সহিত রাজ্যলাভে মহাযুদ্ধ করেন। কয়েক দিন ঘোর যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেক লোক মরিল। রাত্রে উভয়েই স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন উভয় সন্ধি স্থাপন করিলেন এবং গৌড়েশ্বর দেশের অবস্থা জানিয়া সাত জন ব্রাহ্মণ ও সাতজন কায়স্থ প্রদান করিয়া গেলেন। রাজা দুর্লভনারায়ণ এই চৌদ্দজনের মধ্যে প্রধান ১২ জনকে 'বারভূঁয়া' সংজ্ঞা প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ সাতজনের নাম কৃষ্ণপণ্ডিত, [illegible], [illegible] [illegible]), লোচার (লচর) বহুল ধরম [illegible]। [illegible] সাত জনের নাম হরি, শ্রীহরি, [illegible] [illegible], সদানন্দ ও চণ্ডীবর। ইঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্বান ছিলেন। রাজা দুর্লভনারায়ণ [illegible] শিরোমণি ভূঁঞা উপাধি দেন। [illegible] চণ্ডীবর শিরোমণি [illegible] পৃথক [illegible]। [illegible] করিয়া [illegible] ইঁহাকে 'দেবীদাস' [illegible]। [illegible] চণ্ডীবর দেবীভক্ত [illegible]। [illegible] গৌড় [illegible] সঙ্গে আসিয়া [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন।

রাজা দুর্লভনারায়ণের [illegible] কোন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন এবং [illegible] সকল [illegible] সাহায্য [illegible] আশায়, তাহাদিগকে [illegible] [illegible] দিয়া [illegible] গেলেন, কিন্তু ভূঁঞার [illegible] উপকারে মন [illegible] [illegible] [illegible] স্বদেশে চলিয়া গেলেন। [illegible] [illegible]

ফরিতে দেখিয়া মহা ক্রুদ্ধ হইয়া চণ্ডীবর শিরোমণি [illegible] বন্দী করিয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে কাশী হইতে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গৌড়ে উপস্থিত হইয়া সকল পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া স্বদেশে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় রাজার মনে চণ্ডীবরের কথা স্মরণ হইল। রাজা অমনি চণ্ডীবরকে মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। শেষ চণ্ডীবরের সহিত বিচারে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পরাস্ত হইলেন। রাজাও সন্তুষ্ট হইয়া চণ্ডীবর পণ্ডিতকে ধন রত্নাদি পুরস্কার ও যান বাহনাদি দিয়া কামরূপে পাঠাইয়া দিলেন। পথমধ্যে পাইয়াগুড়ী নামক স্থানে তাঁহাদের নৌকা থামিল। এইখান হইতে বাটনী [illegible] ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা আছে। রাজা [illegible] চৌধুরী এ শাখাটিতে কিছুতেই বাঁধ দিতে পারেন নাই। শেষ চণ্ডীবরের পরামর্শে অনেক চেষ্টার পর বাঁধ বাঁধা হইল, জলের স্রোত বন্ধ হইল। রাজা চণ্ডীবরকে আলিঙ্গন করিলেন। কিছুদিনের পর চণ্ডীবরের এক পুত্র হইল, ইঁহার নাম রাজধর রাখিলেন। ভূঁঞারা [illegible] যত্নে সেই পথ নষ্ট হইয়া গেল। এই সময় অগ্রহায়ণ মাসে ভুটিয়া [illegible] উপস্থিত হইল। রাজা [illegible] পলাইয়া [illegible] চলিয়া গেলেন। অন্যান্য লোকের সঙ্গে [illegible] রাজধর ভুটিয়াদের হস্তগত হইল। চণ্ডীবর শুনিয়া ভুটিয়াদের [illegible] করিয়া সকলকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। [illegible] ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া [illegible]রায়কে অনুযোগ করিয়া পাঠাইলেন। [illegible] ভীত হইয়া বলিলেন, আমি [illegible] [illegible] [illegible] নহি। ভূঁঞারা এই কথায় বিরক্ত হইয়া বাটনা ত্যাগ করিয়া কামরূপের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শেষ কিছুদিন [illegible] [illegible]কাণ্ডিতে থাকিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রহিলেন। [illegible] [illegible] নিকট আজ্ঞা হইয়া [illegible] আক্রমণ করিতে বাধ্য হন। [illegible] [illegible] [illegible] হারিয়া পলায়ন করিলেন। [illegible] চণ্ডীবরের [illegible]। রাজধর শিরোমণি ভূঁঞা হইলেন। এই রাজধর শঙ্করদেবের পিতামহ। কোন আধুনিক পুরাবিদ অনুমান করেন, চণ্ডীবরাদি আদি ভূঁঞাগণ ১২২০ শকে এ দেশে আসেন এবং রাজধর ১২৫০।৬৩ শকে শিরোমণি হন।[*] পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখন সকল স্থানেই বারভূঁঞা [illegible] জমিদার বা ক্ষুদ্র রাজা ছিল। কাহারও কাহারও [illegible] চক্রবীপের ভূঞা (পূর্ব্ববঙ্গের বারভূঁঞাদিগের মধ্যে

[illegible] কামরূপ আক্রমণকাল প্রায় ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দ [illegible] নির্ণয় করিয়াছেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সার্থক [illegible] একরূপ [illegible]

[*] গৌড়েশ্বর রাজা ধর্ম্মনারায়ণ যে [illegible] তাহা স্থির করা যায় না। এ সময়ে গৌড়ে মুসলমান রাজত্ব, সুতরাং বোধ হয় ধর্ম্মনারায়ণ গৌড়ের নিকটবর্ত্তী কোন ক্ষুদ্র স্থানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন, তিনি মুসলমান অধীনতা স্বীকার করেন না। শেষে তিনিও [illegible] গ্রহণ করিয়া গৌড়েশ্বর [illegible] কামরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

[*] [illegible] মতে কামতাপুরের সংস্কারক রাজা নীলাম্বর ১২৫০।৬০ শাকের লোক সুতরাং রাজধরের সমসাময়িক। দুর্লভনারায়ণ এই হিসাবে নীলাম্বরের পূর্ববর্ত্তী

একতম) কেদারবারের (চাম্পার কেদার রায় নামে বিখ্যাত) বংশে এই কামরূপাগত চণ্ডীবর শিরোমণি ভূঁঞার জন্ম হয়। (?) অন্ত ভূঞাঁগণের বংশবিবরণ আর কিছু জানা যায় না।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুচবেহার রাজবংশের মূলপুরুষ শিববংশীয় বিশ্বসিংহ কর্তৃক এই অরাজকতা দূরীকৃত হয়। কোচবংশসম্ভূত হাজো নামক এক ব্যক্তির হীরা এবং জীরা নামী দুইটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। কামরূপ যে সময় অরাজক হয়, তখন এই কোচেরা নিকটবর্তী অন্যান্য ইতর জাতিদিগকে বশীভূত করিয়া একটু পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। পরাক্রমে কোচদের ভিতরে হাজো অগ্রণী ছিলেন। এরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, মহাদেবের ঔরসে [কামতাপুর দেখ।] হীরার গর্ভে শিশু বা শিবসিংহ এবং জীরার গর্ভে বিশু বা বিশ্বসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন।* খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বিশ্বসিংহ কুচবেহারে রাজত্ব করেন। বিশ্বসিংহ মুসলমান কর্তৃক বিধ্বস্ত কামতাপুর রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন আধুনিক বুরঞ্জীমতে বিশ্বসিংহ ১৪২০।৩ শাকের (১৪৯৮।১৫০৮ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে কামরূপ অধিকার করেন। ইহার পূর্ব্বে কামরূপে কিছুদিন মুসলমান রাজত্ব ছিল। হুসেনশাহের পুত্র এখানকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু সে সময়ে কামরূপে কোচদিগের বড়ই উৎপাত, সুতরাং হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ কামরূপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিশ্বসিংহ এই সুযোগে অবশিষ্ট মুসলমানগণকে দূরীভূত করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তিনি অতি পরাক্রমসহকারে ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজত্বকালেই লুপ্ত কামাখ্যাপীঠের উদ্ধার সাধন এবং কামাখ্যার অন্তর্বর্ত্তী অনেক পীঠ স্থান আবিষ্কৃত হয়। বিশ্বসিংহ প্রকৃতপক্ষে কোচবেহারের রাজা হইলেও কামরূপ এই সময় ইঁহার শাসনাধীন হয় এবং কামরূপের সীমা কুচবেহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বিশ্বসিংহের সময় উত্তরদিকস্থ আহোমেরা আক্রমণ করে। বিশ্বসিংহ সৈন্য পাঠাইয়া আক্রমণ নিবারণ করেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল সে স্থান পরিত্যাগ করিলেই আবার তাহারা উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং বিশ্বসিংহ বাধ্য হইয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করেন। এই সময়ে রাজদুগড় কামরূপ ও বেহারাজ্যের পূর্ব্বসীমারূপে নিরূপিত হয়।

বিশ্বসিংহ ভিমকর্যা বেলতলা, রাণী, লুকিবসাহ, পাগ্রান, বকো, বনগা, বৈরাপুর, ভোলগা ছরগী, বড়নগর, দরঙ্গ কলাইবাড়ী, আটীয়বাড়ী, কমতাবাড়ী, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল ক্ষমতাশালী বিখ্যাত লোক ছিল তাহাদের সকলকেই বশীভূত করিয়াছিলেন। মুগা, কার্পাস, হাতী, রাজ, সীস', রূপা, সোণা লোহা, কাচ, মাটী, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের উপর কর নির্দ্ধারণ করিয়া রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করেন। তাঁহারই সময় ভোটানেরা সর্ব্বদাই উপদ্রব করিতে থাকে। তখন ভোটানে দেবধর্মা রাজা ছিলেন বিশ্বসিংহ তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশ শান্তিরক্ষার জন্য উজীর, লস্কর, ভূঞাঁ বড়ুয়া প্রভৃতি উপাধি দিয়া শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করেন।

বিশ্বসিংহের ১৮টি সন্তান ছিল। নরনারায়ণ তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তিনিই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইঁহার ঠিক পরবর্ত্তী কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিলারায় বা শুক্লধ্বজ প্রধান সেনাপতি ও সেনানায়ক হন। নরনারায়ণ শুক্লধ্বজের [illegible] রামরায়ের কন্যা কমলপ্রিয়া [illegible] বিবাহ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, শুক্লধ্বজ [illegible] বিবাহ হয়। [illegible] সেখানে এই বিবাহ হয়, [illegible] বলিয়া কথিত হয়। [illegible] এই স্থান আছে ও সেখানে মেলা হয়। কমলনারায়ণ নামক আর একজন কুমার ভোটান ও আসামের মধ্যে [illegible] উত্তরপার্শ্বে একটা বাঁধ বাঁধেন। [illegible] নাম "[illegible] কমলের আলি।" [illegible] হইতে [illegible] অনেক স্থানে এই আলির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। [illegible] বা [illegible] রাজা ছিলেন। এই ব্যক্তি [illegible] করে, কিন্তু শেষে ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়।

আসাম বুরঞ্জী এবং অন্যান্য ইতিহাসে জানা যায়, বিশ্বসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরনারায়ণ এবং তৎকনিষ্ঠ শুক্লধ্বজ বা চিলারায়। কিন্তু রামসরস্বতী পণ্ডিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন জানা যায়

"বিশ্বসিংহ পুত্র, মল্লদেব নাম,
তেজ অগ্নিসম বর॥
তাহান কনিষ্ঠ, শুক্লধ্বজ নাম,
ভেটো প্রাণ তোঁজনয়।

* আসামী ভাষায় লিখিত রামসরস্বতী পণ্ডিতের গ্রন্থাদিতে জানিতে পারা যায়, হরিদাস নামক একজন লোকের ঔরসে হীরার গর্ভে শিশু বা বিশ্বসিংহের জন্ম হয়। রামসরস্বতী মহারাজ নরনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

* এই নরনারায়ণ শঙ্করদেবের শিষ্য। ইনি বাঙ্গালী, কামরূপে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। বাঙ্গালায় যেমন গৌরাঙ্গদেব, কামরূপে তেমনই ইনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ইঁহার বিবরণ পরে প্রকাশ হইবে

পরম শোভন রূপ বিভোপন,
পাছে পুত্র জন্মিল।
অপুত্রক রাজা, পুত্র নাহি হয়,
এহাত দৈবী অনুপায়।
পরম যত্নেত পণ্ডিত সকলে,
নারায়ণ দিলা নাম॥"

অর্থাৎ বিশ্বসিংহের শল্যসিংহ নামে একটি পুত্র ছিল। শল্যসিংহ অল্পবয়সে লোকান্তরপ্রাপ্ত হন। তাঁহার কন্যার গর্ভে (কাহার ঔরসে ঠিক নাই) অপুত্রক বিশ্বসিংহ রাজার পরম সুন্দর রূপবান্ একটি দৌহিত্রের জন্ম হয়। পণ্ডিতেরা তাহার নাম নারায়ণ রাখেন।

এই নরনারায়ণ এবং ইহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের ('চিলা রায়ের') নাম কামরূপে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। মহারাজ নরনারায়ণ বিশেষ বলশালী ছিলেন। ইনি কামরূপকে বিদেশীর হস্ত হইতে সম্পূর্ণ উদ্ধার করিয়া, ইহার অনেক উন্নতি সাধন করেন। মহারাজ নরনারায়ণের অন্য একটি নাম মল্লদেব বা মল্লনারায়ণ। ইঁহার সময়েই পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক অধুনা আসামে প্রচলিত সংস্কৃত রত্নমালা ব্যাকরণ রচিত হয়*। যথা—

"শ্রীমল্লদেবস্ত গুণৈকসিন্ধোরাজ্ঞেন্দ্র যথা নিদেশম্।
যত্নাৎ প্রয়োগৈঃ রত্নমালা বিরচ্যতে শ্রীপুরুষোত্তমেন॥"

রত্নমালা।

হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী বিখ্যাত কালাপাহাড়† ১৫৬৬ বা ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে ভগবতী কামাখ্যা দেবীর মন্দির ভগ্ন করিতে আসে। কুচবেহারে তখন মহারাজ নরনারায়ণ রাজা ছিলেন। কালাপাহাড়ের পরাক্রমে সন্ত্রস্ত হইয়া তিনি তাহার সহিত সন্ধি করেন। কালাপাহাড় ভগবতীর মন্দির ভগ্ন এবং পীঠস্থানবর্ত্তী সুন্দর সুন্দর অন্যান্য প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি গদাঘাতে বিকৃত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহারাজ তাঁহার ভ্রাতার সহিত ভগবতীর মন্দিরাদির পুনঃসংস্কার করেন। আট কমেও বার বৎসরে এই জীর্ণ সংস্কার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কামাখ্যামন্দিরের বর্ত্তমান (চলন্তা) মূর্ত্তি (যাহা সাধারণতঃ নাড়াচাড়া করা যায়) মহারাজ নরনারায়ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বর্ত্তমান কামাখ্যামন্দিরের বহির্ভাগেই মহারাজ নরনারায়ণ এবং তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের প্রস্তরখোদিত সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি দুইটি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

মহারাজ নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজ মহামায়ার একান্ত ভক্ত ছিলেন এবং ভগবতীও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। মহারাজ কুচকোর হইতে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ভগবতীর পূজাদি নির্ব্বাহ করিতেন। কেন্দুকলাই নামক কামাখ্যার একজন পূজারী ব্রাহ্মণ এবং মহারাজ নরনারায়ণ শুক্লধ্বজের সম্বন্ধে কামরূপে অদ্যাপি এইরূপ জনপ্রবাদের প্রচলন আছে—কেন্দুকলাই পূজারীঠাকুর সন্ধ্যার সময় যখন ঘণ্টা বাজাইয়া ভগবতীর আরতি করিতেন, তখন ভগবতী কেন্দুকলাইয়ের আরতিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার ঘণ্টাবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতেন। মহারাজ নরনারায়ণ ইহা জানিতে পারিয়া ভগবতীর চৈতন্যমূর্ত্তি দর্শন মানসে কেন্দুকলাই ঠাকুরকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুরমহাশয় বলিলেন, যে সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহার ঘণ্টাধ্বনি শুনা যায়, তখন নাটমন্দিরের "ক্ষুদ্রাক্ষ জলারে" (ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া) মন্দিরের ভিতর চাহিলেই মহারাজ ভগবতীর চৈতন্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। এই পরামর্শ মত মহারাজ একদিন সন্ধ্যার সময় নাটমন্দিরের "ক্ষুদ্রাক্ষ জলা" দিয়া ভগবতীকে দেখেন। দৈবাৎ ভগবতী মহারাজের এই কার্য্য জানিতে পারিয়া কেন্দুকলাইঠাকুরের শিরশ্ছেদ করেন। ("কেন্দুকলাইর মুরছিলার দরে মুর ছিদিম"—আসামে সেই সময় হইতে এই একটি দৃষ্টান্তই চলিয়া আসিয়াছে। অর্থ—'কেন্দুকলাইর যেরূপ মস্তক ছিন্ন হইয়াছিল, সেইরূপে তোমারও মস্তক ছিন্ন করিব।') এবং ভগবতী মহারাজ নরনারায়ণকে শাপ দেন যে, ভবিষ্যতে তিনি কি তাঁহার বংশের কেহই কামাখ্যাদর্শন না পান, কামাখ্যা-মন্দিরের দিকে দেখিলেও তাঁহাদের শিরশ্ছেদ হইবে। এই শাপের ভয়ে আজিও কুচবেহার, বিজনী দরঙ্গ ইত্যাদি শিববংশী রাজপরিবারের কেহই কামাখ্যা-মন্দিরের দিকে প্রাণান্তেও দৃষ্টিপাত করেন না। কোন কার্য্যবশতঃ কামাখ্যার দিকে যাইতে হইলেও কাপড় দিয়া সেই দিকটি আবরণ করিয়া চলেন।

বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় রাজ্য, তাঁহার দুইপুত্র নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের মধ্যে বিভক্ত হয়। নরনারায়ণ স্বর্ণকোষী নদীর পশ্চিমতীরস্থ সমস্ত রাজ্য ও শুক্লধ্বজ উহার পূর্ব্বতীরস্থ অবশিষ্ট রাজ্য প্রাপ্ত হন। শুক্লধ্বজের অংশেই ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরস্থ ভূভাগ পড়ে, সুতরাং কামরূপও শুক্লধ্বজের অধিকারে পড়ে।

শুক্লধ্বজের পর তাঁহার পুত্র রঘুদেবনারায়ণ রাজা হন, তাঁহার পর তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিৎ

* আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রে ১৫৯০ শকে রত্নমালা রচিত হয়।

† কামরূপ অঞ্চলে কালাপাহাড় 'পোড়াকুঠার' 'পোড়াকুঠার' 'কালাচাঁদ' বা কালযবন নামে বিখ্যাত।

কনিষ্ঠের নাম অজ্ঞাত। এই কনিষ্ঠ পুত্র জায়গীর স্বরূপ দরঙ্গপ্রদেশ প্রাপ্ত হন, ইঁহার বংশধরেরা আজিও আসামরাজগণের অধীনে ঐ প্রদেশ অধিকার করিতেছেন। পরীক্ষিৎ সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া গদাধর নদীতীরস্থ গিলাঝাড় নামক স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। (এখানে গিলাগাছের মহাবন ছিল।) এখানে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজিও দেখা যায়। এই স্থানে তিনি ১৮টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করান এবং তাহা হইতে প্রাসাদের নাম "আঠারোকোটা" হয়। ইঁহার সভায় নিত্য ১০০ শত বেদ পারগ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন এবং ঐ নগরেই তাঁহাদের আবাস ছিল। ইহার সময়েই ঢাকার মুসলমান শাসনকর্তা মোগলসম্রাটের প্রতিনিধিরূপে ইহার নিকট রাজস্ব চাহিয়া পাঠান ও আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। পরীক্ষিৎ কিছু ভীত হইয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া আগ্রায় সম্রাটের নিকট গমন করেন। সেখানে দরবারে সাদরে গৃহীত হন। ঢাকার নবাবের উপর আদেশ হইল যে, পরীক্ষিৎ যে পরিমাণ মুদ্রা রাজস্ব দিতে সক্ষম হইবেন, নবাব তাহাই লইতে বাধ্য হইবেন কোন দ্বিরুক্তি করিবেন না। রাজা ফিরিয়া আসিয়া সরল মনে, নবাবের নিকট একবারে ২ কোটি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রী এই বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে মুসলমানের অসঙ্গত অর্থ লোভের কথা জানাইলে, তিনি মহাভীত হইয়া পড়িলেন, শেষে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, আর একবার সম্রাট্‌দরবারে গিয়া এই ভ্রম সংশোধন করিয়া আসিবেন। এবার মন্ত্রী সঙ্গে চলিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে পাটনায় (কাহারও মতে রাজমহলে) রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু হইল। এই সুযোগে ঢাকার নবাবসৈন্য প্রতিশ্রুত অর্থের অছিলায় রাজ্য অধিকার করিল। পরীক্ষিতের মন্ত্রী সম্রাট্‌দরবারে অনেক কষ্টে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বিবরণ নিবেদন করায় সম্রাট্‌ তাঁহাকে কানুনগোপদে নিযুক্ত করিয়া পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন। এই সময়ে এই রাজ্য চারিটি সরকারে বিভক্ত হয়—ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে উত্তরকূল বা ঢেঁকিরি সরকার, দক্ষিণে দক্ষিণকূল সরকার, পশ্চিমে বাঙ্গালভূমি সরকার ও গুয়াহাটি লইয়া কামরূপ সরকার। পরীক্ষিতের ভ্রাতৃরাজ্য দরঙ্গ তাঁহারই রহিল এবং পরীক্ষিতের পুত্র চন্দ্রনারায়ণ একটি বিস্তৃত জমিদারী পাইলেন এই জমিদারী আজিও তদ্বংশীয়গণের আছে। প্রাচীন মন্ত্রীও (নূতন কানুনগো) নিজের জন্য অনেকটা জমিদারী প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনা প্রায় ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ঘটে। একজন মুসলমান ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া রাঙ্গামাটি নামক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে যখন রাজা মান সিংহ বাঙ্গলা বেহারের নবাব হন, তখন প্রদেশের বিশেষ উন্নতি হয়। আরঙ্গজিবের সময়ে, মীরজুম্লা যখন বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া আসাম জয় করিতে আসিয়াছিলেন, তৎপরে কামরূপরাজ্যের এই অংশ হইতে সরকার কামরূপ ও সরকার উত্তরকূল ও দক্ষিণকূলের কিয়দংশ আসাম রাজগণের অধিকৃত হয়। এই ঘটনার ১৩ বৎসর পরে রাঙ্গামাটির ফৌজদারী উঠাইয়া ঘোড়াঘাটে স্থাপিত হয়।

মীরজুম্লার আক্রমণের পর আসামরাজগণ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া নামে মাত্র রাঙ্গামাটির ফৌজদারের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ এই উভয়ের মধ্যে রাজ্যবিভাগের কথা যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা শুক্লধ্বজের জীবিতকালে হয় নাই। শুক্লধ্বজের মৃত্যুর পর নরনারায়ণ অপুত্রক থাকায়, শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেব নারায়ণকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, কিন্তু পোষ্যপুত্রগ্রহণের কিছুদিন পরে তাঁহার একটি পুত্র হয়। রঘুদেব এই ঘটনায় ভবিষ্যতে রাজ্য প্রাপ্তির আশায় নিরাশ হইয়া তলে তলে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শেষে নরনারায়ণ সেই বিষয় জানিতে পারিলে, রঘুদেব পলাইয়া গিয়া পূর্ব্বাঞ্চলের লক্ষণের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহাদিগের সৈন্য লইয়া কোচবিহার রাজ্য আক্রমণার্থ আসিয়া পহুঁছিলেন। নরনারায়ণও স্বরাজ্য রক্ষার্থ সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। স্বর্ণকোষী নদীর পূর্ব্বপারে রঘুদেব ও পশ্চিমপারে নরনারায়ণের ছাউনি হইল। নরনারায়ণ স্বয়ং অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। রঘুদেব ভীত হইয়া সসৈন্যে পলাইয়া গেলেন। নরনারায়ণ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হায়! আমি রাজ্য দিবার জন্যই আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতো হইলনা, অতএব এই নদীই উভয়ের রাজ্যসীমা হউক।" আধুনিক আসাম বুরঞ্জীমতে এই ঘটনা ১৫০০ শকে ঘটে। রঘুদেবের রাজ্যের সীমা পশ্চিমে স্বর্ণকোষী ও পূর্ব্বে দিক্‌রাই আর নরনারায়ণের রাজ্যের সীমা পূর্ব্বে স্বর্ণকোষী ও পশ্চিমে করতোয়া। রঘুদেব গোয়ালপাড়া জেলার খোন্তাঘাটপরগণার মধ্যে আধুনিক গৌরীপুরনগরের ৩০ মাইল দূরে গদাধর নদীর তীরে নগর স্থাপন করিলেন।

শুক্লধ্বজ যখন জীবিত ছিলেন, তখন কামাখ্যার মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হয়। মন্দির সমাপ্ত হইতে ১০ বৎসর লাগে।

একজন হিন্দুস্থানী ইহা নির্ম্মাণ করে। মন্দিরের পূর্ব্বদ্বারের সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত কেন্দুকলাই নামক পুরোহিতের ছিন্নমুণ্ড প্রতিমূর্ত্তি আছে। শুক্লধ্বজের জীবিতকালে, নরনারায়ণ একবার শনিগ্রস্ত হন। জ্যোতিষীরা গণিয়া এই কথা জানাইলে, নরনারায়ণ শুক্লধ্বজকে রাজ্যে প্রতিনিধি রাখিয়া নিজে তীর্থযাত্রা করেন। প্রায় এক বৎসর পরে তিনি ফিরিয়া আসেন। এই ভ্রমণের সময় আসামরাজের শ্বেত হস্তীর উপর তাঁহার লোভ হয়। শুক্লধ্বজ এই বিবরণ শুনিয়া ভ্রাতার তৃপ্তির জন্য আসামরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া হস্তী কাড়িয়া আনিলেন। অনেকে বলেন, এই ঘটনা হইতেই তাঁহার নাম "শুক্লধ্বজ" হয়।

আধুনিক বুরঞ্জীমতে ১৫০৬ শকে নরনারায়ণের মৃত্যু হয়। ইহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা হইলেন। স্বর্ণকোষী হইতে মহানন্দা পর্য্যন্ত এবং সরকার ঘোড়াঘাট ও ভোটানের দক্ষিণস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ইহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পশ্চিমোত্তর হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব এই রাজ্য ৯০ মাইল দীর্ঘ ও পূর্ব্বোত্তর হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে ৬০ মাইল বিস্তৃত। উত্তর পশ্চিমে কতকটা সীমান্তপ্রদেশ শিবসিংহের (পূর্ব্বোক্ত হীরা ও জীরার মধ্যে জীরার পুত্র শিবসিংহের) সন্তানগণকে প্রদান করা হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের এই রাজ্যকে পূর্ব্ব হইতেই "বেহা'র" বলিত। শিব হীরা ও জীরার সহিত বিহার করিতেন বলিয়াই এই স্থানের ঐ নাম হয়, কিন্তু মগধদেশের বর্ত্তমান নাম বিহার (পাটনা) প্রদেশ হইতে এই বিহারের স্বতন্ত্রতা বুঝিবার জন্য ইহাকে "কোচবিহার" বলে।

আইন ই অকবরী পাঠে জানা যায় যে, লক্ষ্মীনারায়ণ অকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহার সময় রাজ্যসীমা উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে ত্রিহুত ও পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, পরিমাণফল দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ শত ক্রোশ ইহার ৪০০০ অশ্বারোহীসৈন্য, ২ লক্ষ পদাতি, ৭০০ শত হস্তী ও ১০০০ জাহাজ ছিল। —আইন অকবরীতে আরও জানা যায় যে, লক্ষ্মীনারায়ণের পিতার নাম শুক্লগোস্বামী। শুক্ল গোস্বামী রাজা ছিলেন না, ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালগোস্বামী রাজা ছিলেন, বিবাহ না করায় তাঁহার পুত্রাদি হয় নাই। বালগোসাই অতি সুবিজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাটকুমারকে রাজ্যাধিকারী নির্ণয় করেন। শুক্লগোস্বামী আর এক বিবাহ করিলেন, সেই গর্ভে লক্ষ্মীনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। পাটকুমার বিদ্রোহী হইলেন। এই সময় মানসিংহ বাঙ্গালার নবাব। লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের নিকট সম্রাটের পরিচিত হইবার প্রার্থনা করেন; কিন্তু মানসিংহ তাহা উপেক্ষা করেন। মানসিংহ ইহার এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বালগোসাই ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে একবার বাঙ্গালার নবাবের অধীনতা স্বীকার করিয়া দরবারে ৫৪টি হস্তীসহ বিস্তর উপঢৌকন দেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

তাজক ই জাহাঙ্গিরী পাঠে জানা যায় যে, লক্ষ্মীনারায়ণ ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের রাজসভায় ৫০০ খান মোহর নজর পাঠাইয়াছিলেন।

পাদশাহনামা পাঠে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীরের সময়ে পরীক্ষিৎনারায়ণ কোচহাজো প্রদেশে ও লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহারে রাজত্ব করিতেন। পাদশাহনামা বলেন, লক্ষ্মীনারায়ণ পরীক্ষিতের পিতামহের সহোদর। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৮ম বৎসরে সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথ পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে দরবারে অভিযোগ করেন যে, তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন। সেখ আলাউদ্দীন ফতেপুরী-ইসলাম খাঁ তখন বাঙ্গালার নবাব। তিনি মকরাম খাঁকে কোচহাজো জয় করিতে পাঠাইয়া দেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মুসলমান পক্ষে যোগ দেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরীক্ষিৎ আত্মসমর্পণ করেন। ইহার ভ্রাতা বলদেব আসামরাজ স্বর্গদেবের আশ্রয় লয়েন। তৎপরে পরীক্ষিৎ সম্রাটের আদেশানুসারে দিল্লীতে প্রেরিত হন ও মকরাম খাঁ হাজোর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

বলদেব আসামরাজের সহায়তায় হাজো উদ্ধারার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন। আসামরাজ তাঁহাকে স্বীয় অধীনতা স্বীকার করাইয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মকরাম খাঁ এই সময়ে শাসনকর্তৃত্ব হইতে অপসৃত হওয়ায় আর একজন নূতন শাসনকর্ত্তার আগমনের অবসরে সুযোগ পাইয়া বলদেব দরঙ্গ অধিকার করিলেন। এই সময় এদেশে বাঙ্গালার নবাবের পক্ষ হইতে হাজোপ্রদেশে হাতীখেদা রক্ষা করিবার জন্য পাইকেরা জায়গীর লইয়া বাস করিত। কাশিম খাঁ যখন বাঙ্গালার নবাব, তখন তিনি অনেকদিন হাতীর আমদানী না পাইয়া হাতীখেদার সর্দ্দারদিগকে উপস্থিত হইতে আদেশ দেন। সর্দ্দারেরা উপস্থিত হইলে নবাব তাহাদিগকে বন্দী করেন তন্মধ্যে সন্তোষ লস্কর ও [illegible] লস্কর নামক দুইজন সর্দ্দার পলাইয়া গিয়া আসাম রাজ স্বর্গদেবের আশ্রয় লয়। তৎপরে যখন ইসলাম খাঁ নবাব হন, তখন পাণ্ডুর অত্যাচারী থানাদার শত্রুজিৎ বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে হাজোর শাসনকর্ত্তা আবদাসসেলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গোপনে পরামর্শ দেন।

বলদেব কোচ ও আসামী সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হন। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ, এই সংবাদ পাইয়া কয়েকজন মনসবদারের সহিত ১১০০ অশ্বারোহী ১০০০ বন্দুকধারী, ও ১০ খানি গ্রাব নামক নৌকা, ২০০ কোশা* নৌকা ও বহুসংখ্যক জলয়া বা জলবাহ নামক নৌকা পাঠাইয়া দেন। শ্রীঘাট ও পাণ্ডুর নিকট মহাযুদ্ধ হয়। উভয়পক্ষ হতাহত হয়, কিন্তু যুদ্ধশেষ হইল না। তৎপরে ইসলাম খাঁ আবার দ্বিগুণ সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে শত্রু বলদেবের পক্ষ গ্রহণ করায় মুসলমান সৈন্যের সমূহ ক্ষতি হইয়া যায়। ইসলাম খাঁ সংবাদ পাইয়া সৈন্য পাঠাইলেন। রসদ পৌঁছিতে বিলম্ব হইল। এই অবসরে বলদেব সসৈন্যে শ্রীঘাট ও পাণ্ডু ত্যাগ করিয়া হাজোর অভিমুখে গমন করিলেন, এবং রাস্তা অবরোধ করিয়া রসদপ্রাপ্তির পথ রুদ্ধ করিলেন। আবহাসসেলাম শাহ খাঁর সহিত (ইনিই প্রধান সেনাপতি হইয়া ঢাকা হইতে আসিয়াছিলেন) বিপক্ষ শিবিরে সন্ধির প্রস্তাব করিতে গমন করেন। কিন্তু তিনি সদলে বন্দী হইয়া আসামে প্রেরিত হন। তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ জৈন উল আবদীন বলপূর্বক শত্রুশিবির হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বিফল হইয়া সদলে নিহত হন। ইহার পর মীরজৈন উদ্দীন আলী সেনাপতি হইলেন। মুসলমান ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরকূলস্থ রাজা চন্দ্রনারায়ণকে আক্রমণ করিলেন। চন্দ্রনারায়ণ ভীত হইয়া দক্ষিণকূলে পরগণা সোলমারীতে পলাইয়া গেল। সোলমারীর জমিদার চন্দ্রনারায়ণের ভয়ে মুসলমানের সহিত যোগ দিলেন। মুসলমান সেনা তৎপরে অগ্রসর হইয়া সত্রাজিতের অধিকারে ধুবড়ীতে উপস্থিত হইল।

এই সত্রাজিৎ রায় ভূষণার জমিদার (রাজা) মুকুন্দ রায়ের পুত্র। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়, যখন শেখ আলাউদ্দীন বাঙ্গালার শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তিনি মুকুন্দ রায়ের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইয়া একবার হাজো-প্রদেশ অধিকার করেন। মুকুন্দরায় যুদ্ধে বন্দী হইয়া পাণ্ডু ও গৌহাটীর থানাদার নিযুক্ত হন। এই সুযোগে আসামীদিগের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য স্থাপিত হয় এবং নিজে ভূষণার জমিদার বলিয়া আসাম ও কামরূপপ্রদেশের অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করেন। শেখ আলাউদ্দীনের পর যে সকল নবাব হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহাকে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য অনেক বার আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু ইনি কোনবারই উপস্থিত হন নাই বা নিয়মিত পেস্কস পাঠান নাই। নবাব ইসলাম খাঁ বলিলেন যে, মুকুন্দরায় কোনকালেই দরবারে আসিবেন না। অতএব তাঁহার পুত্র সত্রাজিৎকে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। সত্রাজিৎ আসিয়া দরবারে উপস্থিত হইয়া নবাবের বশ্যতা জানাইলেন। নবাব এই সময় হাজোর বিরুদ্ধে প্রথম সৈন্য প্রেরণ করিতেছিলেন। সত্রাজিৎকে সেই সৈন্যদলের সহিত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু সত্রাজিৎ আসামরাজ ও রাজা বলদেবের সহিত বন্ধুতা রাখিয়া গোপনে গোপনে তাঁহাদিগকে গুপ্ত সংবাদ দিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য জমিদারগণকে তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যাহা হউক নবাবসৈন্য ধুবড়িতে পঁহুছিয়াই সত্রাজিৎকে বন্দী করিল, এবং জাহাঙ্গীর নগরে পাঠাইয়া দিল। সেখানে বিচারে সত্রাজিতের প্রাণদণ্ড হইল।

আবহাসসেলাম বন্দী হইলে, কোচ ও আসামীসেনা ১২০০০ পদাতিক ও বহুসংখ্যক কোশা নৌকা লইয়া বনশ নদী দিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে যোগীঘোপা (যোগীগুহ) নামক পর্বতে উপস্থিত হইল। এই পর্বতের নিম্নে ব্রহ্মপুত্র বিনাশ সঙ্গম। আসামীরা যোগীঘোপায় একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়া, নবাবসৈন্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যোগীঘোপার দুর্গের ঠিক সম্মুখে ব্রহ্মপুত্রের অপরপারে হীরাপুর নামক স্থানেও ঐরূপ আর একটি দুর্গ নির্মিত হইল। যোগীঘোপার দুর্গে ৩০০ ও অবশিষ্ট ৯০০০ সৈন্য হীরাপুরের দুর্গে রহিল। নবাবসৈন্য ধুবড়ি ত্যাগ করিয়া খাঁপুর নদী দিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইল, এবং বন জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা করিয়া যোগীঘোপার দিকে অগ্রসর হইল। নবাবসৈন্যের প্রধান সেনাপতি জৈন-উদ্দীন আলী ও আল্লা ইয়ার নামক সেনানীর অধীনে ৫০০ পাখরী বন্দুকধারী সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ক্রমে পথিমধ্যে উভয় দল সম্মুখীন হইল। আসামীরা প্রথম আক্রমণে ৬ ক্রোশ হটিয়া গেল। পরদিন নবাবসৈন্য যোগীঘোপার দুর্গ আক্রমণ করিল। আবার ঠিক এই সময় জমান খাঁ দক্ষিণকূলের চন্দ্রনারায়ণকে ধ্বংস করিয়া সসৈন্যে আসিয়া মিলিত হইলেন, কাজেই বলদেব নূতন ও বর্দ্ধিত সৈন্যদলের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, সসৈন্যে দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া

* এই সকল যুদ্ধাকার নৌকা তখন জলযুদ্ধে যুদ্ধপোতের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। কোশা নৌকায় একটি মাস্তুল থাকে, ইহাতে অধিক সংখ্যক দাঁড় থাকিত। এই নৌকার সাহায্যে বড় বড় যুদ্ধ নৌকা (যাহা যুদ্ধাকার বলিয়া দাঁড়ে বাহিয়া লইয়া যাইতে পারিত না তাহাই) টানিয়া লইয়া যাইত।

গেলেন। দুর্গ অধিকার করিয়া নবাবসৈন্য চন্দনকোট যাত্রা করিল। পথিমধ্যে ধুবনগরের জমিদার উত্তমনারায়ণের নিকট হইতে এক পত্রবাহক আসিয়া এক পত্র দিল যে, বলদেব বৃহৎসৈন্যদল লইয়া ধুবনগর আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু উত্তমনারায়ণ তাঁহাকে বাধা দিতে না পারিয়া ঘোড়াঘাটে নবাবসৈন্যের সহিত মিলিত হইবার আশায় সেইখানে গিয়াছেন। মুহম্মদ জমান খাঁ কতক সৈন্য লইয়া বলদেবের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ ধুবনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, পথে উত্তমনারায়ণ মিলিলেন। নবাবসৈন্যের অবশিষ্ট চন্দনকোটে গেল। জমান খাঁ পোড়াখী নদী পার হইয়া বলদেবের একটি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিয়া অগ্রসর হইলেন। বলদেব দেখিলেন, জমান খাঁ প্রায় আসিয়া পড়িয়াছেন, অমনি ধুবনগর ত্যাগ করিয়া ছত্রী নামক স্থানে গমন করিলেন, এবং সেখানে পর্ব্বতের ধারে ধারে কয়েক দুর্গ করিয়া রহিলেন। জমান খাঁও কাজেই ফিরিয়া বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন, এবং বর্ষা অতীত হইলে বলদেবকে আক্রমণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। বলদেব ইতিমধ্যে বিষ্ণুপুরের দেড়ক্রোশ দূরে কালাপানি নদীতীরস্থ বিপক্ষের রক্ষিদল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পাণ্ডু ও শ্রীঘাট হইতে এই সময়, তাঁহারও নূতন সৈন্য আসিয়া পঁহুছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে আক্রমণ করিয়া নবাবসৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বর্ষা কাটিল, আসামরাজের জামাতা আসিয়া বলদেবের সহিত যোগ দিলেন। তৎপরে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ৩১এ আগষ্ট রাত্রে বলদেব বিপক্ষদিগের দুইটি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিলেন, কিন্তু পরদিন প্রাতে জমান খাঁ হঠাৎ কতকগুলি সৈন্য লইয়া বলদেবকে আক্রমণ করিলেন, এবং কতকাংশ তাঁহার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিয়া, অবশিষ্ট কতকাংশ লইয়া বলদেবের রক্ষিত স্থান সকল আক্রমণ করিলেন। সে সকল স্থানে তখন তাদৃশ সৈন্য ছিল না, কাজেই একে একে বিপক্ষের হস্তে পতিত হইল। অনেক সেনাপতি মরিল, বহুসৈন্য ক্ষয় হইল; বন্দুক, কামান, অস্ত্র শস্ত্র অনেক গেল, কিন্তু বলদেব সম্পূর্ণ পরাভূত হইলেন না। ... নবাবসৈন্য সেইদিনই রাত্রে বিষ্ণুপুর জঙ্গলে পলাইয়া গেল। তৎপরে নবেম্বর মাসে চন্দনকোট হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া, তিনদিক্ হইতে বলদেবকে আক্রমণ করিল। তখনও বলদেবের বা আসামরাজের সৈন্য আসিয়া পড়ে নাই, কাজেই বিপক্ষের তীব্র আক্রমণে বলদেবের অল্পসংখ্যক সৈন্য দাঁড়াইতে পারিল না। ... দিয়া পলাইল বলদেব নিজে দরঙ্গে পলায়ন করিলেন। আসামরাজের জামাতা বন্দী হইলেন। হতাবশিষ্ট সৈন্যদল শ্রীঘাট ও পাণ্ডুর দিকে পলাইল। এইস্থানে আসামরাজ সসৈন্যে রসদাদি লইয়া উপস্থিত ছিলেন। নবাবসৈন্য এইবার ইহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। অমর পাহাড়ী, শ্রীঘাট ও পাণ্ডুতে ভীষণ যুদ্ধ হইল, আসামরাজ পরাস্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কোচহাজো প্রদেশ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। আসামপ্রান্তে কলঙ্গনদী ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে কাজলী দুর্গ মুসলমানেরা অধিকার করিতে ব্যস্ত হইল। এদিকে একদল সৈন্য দরঙ্গে গিয়া বলদেবকে তাড়া করিল। বলদেব অবশেষে আসামে প্রবেশ করিয়া সিঙ্গিরি নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। শেষ দশায় দুইটি পুত্রের সহিত এইখানেই স্বর্গলাভ করেন। এই যুদ্ধেই কামরূপ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানের অধীন হইল।

উপরিউক্ত ঘটনা পাদশাহনামা হইতে গৃহীত কিন্তু বুরঞ্জী বা মিঃ মার্টিনের গ্রন্থে বলদেবের নাম পাওয়া যায় না, পরীক্ষিৎ নারায়ণের চন্দ্রনারায়ণ* নামে পুত্রের কথাও কোন গ্রন্থে নাই।

নরনারায়ণের পর যে সকল রাজা কুচবিহারের রাজা হন, তাঁহাদের বিষয় কুচবিহারের ইতিহাস লিখিত হইবে। [কুচবিহার দেখ।]

আসাম বুরঞ্জী হইতে জানা যায় যে—শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেব রাজা হইয়া নগর সংস্কার ও হয়গ্রীব মাধবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহার পিতা আসামের আহম রাজগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শাসনে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ইনি তাহা পারেন নাই, ইনি স্বর্গনারায়ণ প্রতাপসিংহ নামক আসামের আহমরাজকে মঙ্গলদই নামক নিজ কন্যা প্রদান করিয়া নিরাপদে রাজত্ব করেন। আধুনিক বুরঞ্জী মতে ১৫১৫ শকে রঘুদেব রাজা হইয়াছিলেন। রঘুদেব গদাধরতীরে যে নগর নির্ম্মাণ করেন, তাহার চলিত নাম গিলাঝাড় বা গিলাবিজয় (এই স্থানে গিলাগাছের বন যথেষ্ট ছিল।)

রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিৎনারায়ণের যে মন্ত্রী দিল্লীর বাদশাহের পক্ষে কানুনগো হইয়া আসেন, তাঁহার নাম কবীন্দ্র বড়ুয়া। রাঙ্গামাটির বর্ত্তমান জমিদারেরা কবীন্দ্র বড়ুয়ার বংশধর।

পাবনায় পরীক্ষিতের মৃত্যু হইলে, তাঁহার রাজ্য

* পাদশাহনামা নামক পারসী ইতিহাসের মতে, রাজা চন্দ্রনারায়ণ পরীক্ষিতের পুত্র।

মুসলমানের করগত হইল বটে, কিন্তু মানহানদীর পশ্চিম হইতে স্বর্ণকোশী নদীর পূর্ব পর্যন্ত প্রদেশ তাঁহার পুত্র বিজিতনারায়ণের অধীনে রহিল। ইনি মুসলমানের অধীনে করদ রাজা হইলেন। মানহানদীর পূর্ব হইতে বিষনাই পর্যন্ত প্রদেশে পরীক্ষিতের ভ্রাতা বলিতনারায়ণও ঐরূপ করদ রাজা হইলেন। বিজনীর রাজারা এই বিজিতনারায়ণের ও দরঙ্গের রাজারা এই বলিতনারায়ণের সন্তান। সম্ভবতঃ বিজিতনারায়ণই বিজনীনগর স্থাপন করেন। ইঁহারা মুসলমান নবাবকে প্রথমে অর্থ দিয়া কর দিতেন, তৎপরে করস্বরূপে হাতী দিবার নিয়ম হয়, শেষে আবার ইঁহাদের অধীনে অর্থ দিবার নিয়ম পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে।

এই মুসলমান অধিকারে কামরূপের সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গেল। দেশের শাসন ব্যবস্থায়, ভূমির বন্দোবস্ত রাজ্যপ্রণালী বাঙ্গালাদেশের ন্যায় হইল।

বলিতনারায়ণ যে ভাগে রাজা হইলেন, কামতাপুরের রাজবংশ ধ্বংস হইলে, সেই স্থান বহুদিন একপ্রকার অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল। শেষে চৌধরি নামক ভূঁয়াগণ এখানে কতকটা সুশাসিত করেন কিন্তু তাহাও অধিকদিন রহিল না। মুসলমানেরা রাজ্য জয় করিয়া লুটপাট করিত, সুতরাং তাহাদের সময়ে দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়া দূরে থাক, আরও অশান্তি বাড়িয়া উঠিল। কোচ ও পাহাড়বাসীরা উত্তর প্রান্তে মধ্যে উপদ্রব করিত। যাহা হউক, বলিতনারায়ণ দরঙ্গনগর রাজধানী করিয়া দেশ শাসনে মনোযোগী হইলেন, কিন্তু আসামরাজের উপদ্রব কমিল না। পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হইলে আসামরাজের সহিত তাঁহার মিত্রতা হয়।* স্বর্গনারায়ণ নূতন পত্নীর নামে নগর স্থাপন ও একটী নদীর নামকরণ করেন। বলিতনারায়ণের ধর্মশীলতায় ও সদ্ব্যবহারে প্রীত হইয়া স্বর্গনারায়ণ ইঁহাকে ধর্মনারায়ণ উপাধি দিলেন ও তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা গজনারায়ণকে বেলতলার রাজা করিলেন। বেলতলার রাজারা এই গজনারায়ণের বংশধর। আধুনিক বুরঞ্জীমতে ১৫৩৮ শকে বলিতনারায়ণ স্বর্গলাভ ও তৎপুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসন লাভ করেন।

মহেন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্মণদিগকে অনেক নিষ্কর ভূমি দান করেন। তিনি ১৯ বৎসরকাল নিরাপদে থাকিয়া রাজত্ব করিয়া ১৫৫৮ শকে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তৎপুত্র চন্দ্রনারায়ণ রাজা হন। চন্দ্রনারায়ণের রাজ্যকাল ১৭ বৎসর, তৎপরে তৎপুত্র সূর্যনারায়ণ রাজা হন। ইঁহার সময় আধুনিক বুরঞ্জীমতে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে মনুর খাঁ নামক একজন মুসলমান সেনাপতি এই দেশ আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে সূর্যনারায়ণ বন্দী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন। পথ হইতে সূর্যনারায়ণ কোনমতে পলাইয়া আসিলেন, কিন্তু লজ্জায় কোনমতে আর সিংহাসনে বসিলেন না। যে সময়ে সূর্যনারায়ণ বন্দী হন, তখন তাঁহার পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক। মন্ত্রীরা মিলিত হইয়া তাঁহাকেই রাজা করিলেন, কিন্তু মন্ত্রিগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হওয়ায় আসামের আহোমরাজ কামরূপ পর্যন্ত অধিকার করেন, কিন্তু বলিতনারায়ণের বংশ একেবারে উচ্ছেদ না হওয়ায় আহোমেরা ইঁহাকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। তৎপরে ইন্দ্রনারায়ণের পর আদিত্যনারায়ণ সিংহাসন অধিরোহণ করেন। ইঁহার সময়ে রাজ্যের উত্তরসীমা গোসাই কমলের আলি, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র, পূর্বে ধনশিরী ও পশ্চিমে বড় নদী নির্দিষ্ট হয়। ইঁহারই মধ্যে কিয়দংশ ভাগ করিয়া লইয়া আদিত্যের ভ্রাতা মধুনারায়ণ রাজা হন। আদিত্যের মৃত্যু হইলে ধ্বজনারায়ণ সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার সময়ে দরঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে আহোমের অধীন হয়। সূর্যনারায়ণের শীলনারায়ণ নামে এক পুত্র ছিলেন (১৭৬০—আধুনিক বুরঞ্জী), তিনি ধ্বজনারায়ণকে বিনাশ করিয়া রাজ্যগ্রহণ করেন কিন্তু তিন বৎসর মাত্র শাসন করিয়া ডিমরুয়া আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন। তৎপরে মহৎনারায়ণ বিশেষ পরাক্রমী হওয়ায় দুই প্রান্তের একত্র রাজা হইলেন। ভ্রাতের প্রথমে ও তৎপরে মহতের মৃত্যু হয়। ভ্রাতের পুত্র কংসনারায়ণ রাজা হন। ইঁহার কিছুদিন পূর্বে কয়েক দিনের জন্য ধর্মশীলনারায়ণের পুত্র কীর্তিনারায়ণ রাজা হন। তৎপরে (১৭৮০ শকে) কীর্তিনারায়ণের পুত্র রাজা হন। ইঁহার সময় ব্রহ্মরাজদিগের পরাক্রম একবারে খর্ব হয়।

বলিতনারায়ণের সময় হইতে ইন্দ্রনারায়ণের সময় পর্যন্ত ইঁহারাই কামরূপ শাসন করিতেন। মধ্যে মধ্যে মুসলমান আক্রমণেও এই বংশের প্রভাব ছিল। ইন্দ্রনারায়ণের সময়ে কামরূপে আহোম অধিকার হয়, কিন্তু ধ্বজনারায়ণের সময়েই কামরূপের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। তৎপরে

* পূর্বে উক্ত হইয়াছে, পরীক্ষিৎনারায়ণ আসামরাজের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য স্বর্গনারায়ণকে মঙ্গলাই নামী কন্যা প্রদান করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, পরীক্ষিৎনারায়ণের রাজত্বকালেই বলিতনারায়ণ এ প্রদেশ শাসন করিতেন, পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তিনি স্বাধীন হন এবং মুসলমান শাসনকর্তার নিকট হইতে নিজ রাজ্য পৃথক করিয়া লয়েন।

কীর্তিনারায়ণের পুত্রের সময় হইতে ঐ রাজ্যের নাম লোপ হয়।

বিজনীর রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, মহারাজ বিশ্বসিংহের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ নরনারায়ণ ভূপ কামতোলা ও বিহারের মধ্যে এবং কনিষ্ঠ শুক্লধ্বজ ভূপ বিহার হইতে দিকরাই পর্যন্ত স্থানে রাজা হন। শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেবনারায়ণ। রঘুদেবের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিৎনারায়ণ বিজনীর, মধ্যম বলভদ্রনারায়ণ দরঙ্গের এবং কনিষ্ঠ গজনারায়ণ বেলতলার রাজা হন। পরীক্ষিৎনারায়ণ দিল্লীর সম্রাটের নিকট বেলাৎ প্রাপ্ত হন এবং দেশে ফিরিবার সময় পথে রাজমহলে স্বর্গলাভ করেন। ইঁহার সঙ্গে যে মন্ত্রী বা দেওয়ান ছিলেন, তিনি কামরূপের কানুনগো হন। পরীক্ষিতের চন্দ্রনারায়ণ নামক এক পুত্র ছিল। তাঁহারই বংশে বিজনীর রাজগণের উৎপত্তি।

কামরূপে মুসলমান অধিকার।—বক্তিয়ারের সহযোগী 'মনহাজ উদ্দীন্ তবকৎ-ই নাসিরি নামে যে ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে যে, "লক্ষণাবতী অধিকারের কয়েক বৎসর পরে (সম্ভবতঃ ৬০১ হিজরায়) বক্তিয়ার তিব্বত ও তুর্কিস্থান জয় করিবার জন্য অগ্রসর হন। তিব্বত ও লক্ষণাবতীর মধ্যবর্তী ভূভাগে তখন কোঁচ, মেছ ও থিহারু (বর্তমান থারু) নামক তিনটি প্রধান জাতির বাস ছিল। কোঁচ ও মেছজাতির একজন সর্দার (তবকৎ ই নাসিরিতে এই সর্দারের নাম মেছজাতীয় "আলী" লিখিত আছে।) বক্তিয়ারের হস্তে পরাজিত হন ও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। ইনিই পথদর্শক হইয়া বক্তিয়ারকে সসৈন্যে বর্দ্ধনকোটের পথ দিয়া বাগমতী নদীতীরে লইয়া যান। এই স্থান হইতে তিন দশদিনে পার্বত্য প্রদেশে ২০টীরও অধিক খিলানবিশিষ্ট একটি প্রস্তরসেতুর নিকট উপস্থিত হন। এই সেতুটিকে রক্ষা করিবার জন্য বক্তিয়ার একদল সৈন্য রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। এই সেতু পার হইলে কামরূপের রাজা একজন বিশ্বাসী লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'এই সময়ে তিব্বত আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত নহে, বরং এখন ফিরিয়া গিয়া আরও সৈন্যসংগ্রহ করা উচিত। তৎপরে আমি স্বীকার করিতেছি যে, আগামী বৎসরে আমিও আমার সৈন্যদল লইয়া যাহাতে ঐ দেশ জয় হয়, তাহা করিব।' বক্তিয়ার কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। তৎপরে তাঁহারা ১৬ দিনে তিব্বতে উপস্থিত হন। সেখানে যুদ্ধাদির পর তাঁহার সৈন্যমধ্যে কি গোলমাল হওয়ায় তিনি ফিরিতে বাধ্য হইলেন। যে পথ দিয়া ফিরিলেন তাহা কামরূপের ও তিব্বতের মধ্যে ছিল। গিরিবর্ত্মে একস্থান। তৎপরে ১৫ দিন অনাহারে অবিশ্রান্ত চলিয়া তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সেতুর নিকট আসিয়া দেখিলেন যে, তাহার দুইটি খিলান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে সৈন্যদল সেতুরক্ষায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের দুইজন নায়কের মধ্যে মনোবিবাদ ঘটায় তাহারা আসল কার্য্যে অবহেলা করিয়া চলিয়া যাওয়ায়, কামরূপের হিন্দুরা ঐ সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। পারের উপায় না থাকায় বক্তিয়ার সসৈন্যে একটি দেবমন্দিরে আশ্রয় লয়েন এবং ভেলা বাঁধিয়া পার হইবার জন্য কাষ্ঠাদি সংগ্রহে চেষ্টা পান। কামরূপের রাজা এ সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে আসিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিকে তীক্ষমুখ বংশ দণ্ড পুঁতিয়া ও তাহাতে বাধার বিনাইয়া মুসলমান সৈন্যের নিষ্ক্রাশপথ রোধ করিতে প্রয়াস পান। বক্তিয়ার সমূহ বিপদ দেখিয়া একদিক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া একেবারে নদীতীরে উপনীত হন। কামরূপসৈন্য পশ্চাদনুসরণ করিল। প্রত্যেকেই তখন প্রাণভয়ে ঘোড়া সমেত নদীতে পড়িয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া প্রায় সকলে ডুবিয়া গেল, কেবল বক্তিয়ার ও আর কয়েক জন মাত্র অপরপারে প্রাণটুকু মাত্র লইয়া অতিকষ্টে উত্তীর্ণ হইলেন। পূর্ব্বোক্ত কোচসর্দার আলী আসিয়া ইঁহাদিগকে লইয়া দিনাজপুরের দেবকোটে পঁহুছাইয়া দেন।" বাঙ্গালার আসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় ২০ খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায় ড্যাল্টন সাহেবের অঙ্কিত সিল-হাকো নামক সেতুর বর্ণনা আছে—এই সেতু পশ্চিম কামরূপে গৌহাটী পঁহুছিবার একটি প্রাচীন উচ্চ রাস্তার মধ্যে অবস্থিত। সম্ভবতঃ এই সেতু দিয়াই বক্তিয়ার খিলিজী (মতান্তরে বক্তিয়ারের পুত্র মহম্মদ খিলিজী) তাহার-অশ্বারোহী লইয়া গৌহাটীর মধ্যে প্রবেশ করেন; কারণ ইহা গৌহাটীর উত্তর পশ্চিম দিকের পর্ব্বতমালার অতি নিকটে অবস্থিত। এই পর্ব্বতের উপরে এখনও নগর প্রবেশপথের এবং নগররক্ষণোপযোগী বহিদুর্গের ভগ্নাবশেষাদি দেখা যায়, কিন্তু এই সিলহাকোর সেতু যে বক্তিয়ার খিলিজীর তিব্বতপথের বৃহৎ প্রস্তরসেতু নহে, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

তৎপরে গৌড়ের নবাব সুলতান গয়াসুদ্দীন (১২১১-১৭ খৃষ্টাব্দে) এই দেশ জয় করিতে আসেন। কামরূপ হইতে নদীয়া নামক স্থান পর্যন্ত তিনি জয় করেন এবং কর আদায় করেন, কিন্তু সদীয়ার পূর্ব্বদিকে আসিয়া

তিনি পরাস্ত হন। ১২৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সেনাপতি মলক যুজবেক কামরূপ আক্রমণ করিতে আসেন এবং এ প্রদেশে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না। বর্ষায় দেশময় জল বাড়িয়া উঠায় তাঁহার যথেষ্ট সৈন্যহানি ঘটে। শেষে তিনি মহা দুরবস্থায় পড়িয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের নবাব তুগ্রল খাঁ পুনঃ কামরূপ জয় করিতে আসেন। তিনি কামরূপরাজের হস্তে বন্দী ও নিহত হন। এ সময় কামরূপে কে রাজা ছিলেন তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কামরূপ জেলায় "দৈবরগড়" নামে একটি গড় আছে। প্রবাদ আছে, ১২০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একজন মুসলমান সেনাপতি কামরূপ আক্রমণ করিতে আসেন, তাঁহার হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য দেবরা (দৈবরগড় স্থাপনার কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে) নামক রাজা এই গড় নির্ম্মাণ করেন। ইহার পর কিছুদিন মুসলমানেরা আর [illegible] দেখান নাই। একবারে রাজা নীলাম্বরের সময় গৌড়ের নবাব হোসেন শাহ (১৪৯৪—১৫০৫ খৃষ্টাব্দ, ১০ বৎসর [illegible] পর কামরূপ অধিকার করেন। হোসেন শাহ কামতাপুর জয় করিয়া স্বীয় পুত্র নসরৎ শাহকে প্রতিনিধি রাখিয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নসরৎ শাহ কোচবিহারের রাজবংশের আদিপুরুষ, বিশ্বসিংহের হস্তে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। তৎপরে পূর্ব্ব কামরূপের সোমার পীঠ (বর্ত্তমান আসাম) চুহুম্মুং বা স্বর্গনারায়ণ রাজা (১৪৯৭-১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ) তখন তুরবক নামে একজন পাঠান সেনাপতি কামরূপের অন্তর্গত উজানদেশ আক্রমণ করে। আসামের অন্তর্গত কলিয়াবর নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তুরবক জয়লাভ করেন, কিন্তু স্বর্গনারায়ণের প্রধান মন্ত্রী কনচেং তুরবকের নিকটে সন্ধি করেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া করতোয়ার অপর পারে তাড়াইয়া দিয়া আসেন।* তৎপরে বিশ্বসিংহের

* ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধে একস্থানে ও কামতাপুরের বিবরণে লিখিত হইয়াছে যে, মসনদ্‌শাহের হস্ত হইতে বিশ্বসিংহ কামতাপুর বা কামরূপ রাজ্য উদ্ধার করেন আর এখানে দেখা যাইতেছে যে আহোমরাজ স্বর্গনারায়ণের মন্ত্রী কনচেং করতোয়া পর্য্যন্ত তুরবকের অনুসরণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তুরবক নামক কোন পাঠান সেনাপতির কামরূপাক্রমণের কথা তারিখ-ই-ফেরিস্তা বা অপর কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। এই বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে তুরবকের কামরূপ আক্রমণের কথা প্রবাদ মাত্র।

পুত্র নরনারায়ণের সময়ে কালাপাহাড় কামরূপে গৌহাটী পর্য্যন্ত আসিয়া অনেক দেবালয় নষ্ট করিয়া যায়। পরে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর পর ঢাকার নবাব কামরূপের অন্তর্গত হাজো প্রদেশ (পরীক্ষিতের রাজ্য) অধিকার করেন। মুসলমান সেনাপতি মকরম খাঁ রাঙ্গামাটীতে থাকিয়া এ প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। তৎপরে বড়দেনীওয়া নামে একজন রাঙ্গামাটীতে আগমন করেন। তৎপরে সৈয়দ আবাবকর নামক একজন আসাম জয় করিতে আসে। ভেজপুরের নিকট ভরলীতে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে আবাবকর মারা পড়ে। এই সময় কামরূপের অধিকাংশ আহোম রাজগণের অধিকৃত, কতকাংশ রাঙ্গামাটীর মুসলমান শাসনকর্তার অধিকৃত ও কতকাংশ দরঙ্গরাজের অধিকৃত ছিল। কিয়দ্দিবস পরে মীর্জ্জা নাথন নামে একজন রাঙ্গামাটীর শাসনকর্ত্তা আহোমদিগের হস্ত হইতে গৌহাটী কাড়িয়া লইবার যত্ন করেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। শেষে তৎপরবর্ত্তী বাবারাম [illegible] তৎপরে একে একে মির্জ্জা রমলা খাঁ [illegible] (আবদুসসেলাম?) শাহ ইসলাম খাঁ [illegible] সেখ মমাজ খাঁ, নকম্ম ইসলাম খাঁ ও মহিউদ্দীন রাঙ্গামাটীর শাসনকর্ত্তা হন। ইঁহাদের সময় মোমাই তামুলী বড় বড়ুয়া নামক একজন আসামী সেনাপতি একবার মুসলমানদের হস্ত হইতে গৌহাটী উদ্ধার করেন, কিন্তু আবার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে মির্জ্জা জৈনউল আবদীন, হসন বেগ খাঁ, নবাব মুকরম, আনোয়ার খাঁ, মির্জ্জা হোসেন খাঁ, আমির মিঞা মহম্মদ হোসেন, সৈয়দ কুতুব, নাথুরা, প্রভৃতি কয়েকজন মোট ২৬ বৎসরকাল কামরূপ শাসন করেন। এই সকল শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হাজোতে, কেহ কেহ রাঙ্গামাটীতে, কেহ বা গৌহাটীতে থাকিতেন। শেষে এই সময় সমস্ত কামরূপ জেলাই এক প্রকার মুসলমানের অধীনে ছিল। বিজনীরাজ ও গোয়ালপাড়া জেলা মুসলমানের অধীনে ছিল, কেবল দরঙ্গরাজ স্বাধীন ছিলেন বটে, কিন্তু মুসলমানের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে জয়ধ্বজ সিংহ বা চুতাম্লা রঙ্গপুরে আহোম সিংহাসনে রাজা হন। ইহার একজন সেনাপতি গৌহাটী অধিকার করেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মীরজুমলা কুচবিহার জয় করিতে আসেন। গৌহাটীর পূর্ব্ব দিকস্থ সকলাও পর্য্যন্ত মীরজুমলার অধিকার হয়। তৎপরে মীরজুমলা পুনঃ পীড়িত

হা ও অবস্থায় কুচবিহারে ও কামতাপুরে বর্ত্তমান থাকিতে তুরবকের অনুসরণ কনচেং কেন করিবেন?

ও তাঁহার সৈন্যমধ্যে বিদ্রোহের সূচনা হওয়ায় রাজা জয় ধ্বজ সিংহের সহিত সন্ধি করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মান্থুর খাঁ অধিকৃত প্রদেশে শাসনকর্ত্তা রহিলেন। তৎপরে রসিদ খাঁ, সৈয়দ ফিরোজ খাঁ এপ্রদেশের শাসন কর্ত্তা হন। আহমরাজ চক্রধ্বজ সিংহের নিকট রাজস্ব আদায়ের জন্য দূত আসিলে তিনি তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেন এবং গৌহাটী পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করেন। দিল্লীশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রাম সিংহকে প্রেরণ করেন। রাম সিংহ আসিয়া গৌহাটী অধিকার করিয়া উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হইলে এই সময় কামরূপের সীমান্ত স্থানে বড়ফুকন উপাধধারী একজন শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্গনারায়ণ এই পদের সৃষ্টি করেন। ইনি সীমান্ত স্থানে থাকিয়া আহম রাজ্যে বিদেশীয় আক্রমণ নিবারণ করিতেন। রাজা চক্র ধ্বজের সময় যিনি বড়ফুকন ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত মোমাই তামুলী ফুকনের পুত্র, নাম লাছিত। লাছিত বড় ফুকন রাজা রাম সিংহকে পত্রদ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, মীরজুমলা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে রণে পরাস্ত হইয়া আহমরাজের সহিত সন্ধি করিয়া গিয়াছেন। আহমরাজ এখন দিল্লীর সম্রাটের অধীনস্থ নহেন এবং তাঁহাকে রাজস্ব দিতেও প্রস্তুত নহেন। লাছিত বড়ফুকনের সদর্পবাক্য শ্রবণ করিয়া মুসলমান সেনারা যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কামরূপে এই ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের সেনার সহিত কামরূপ শাসনকর্ত্তা লাছিত বড়ফুকনের সরাইঘাট নামক স্থানে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। এই সংগ্রামে মুসলমানসৈন্য পরাভূত হইয়া পলায়ন করে এবং আহমসৈন্যেরা মানহা নদী পর্য্যন্ত উহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। এই মানহা নদী এই সময় হইতে আহমরাজ্যের পশ্চিম সীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় এবং আহমরাজ নদীতীরে হাদীরাত নামক স্থানে একদল সৈন্য রাখিয়া দিলেন। ১৬০১ শকে অর্থাৎ ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে আবার সৈন্য আসিলে তখনকার গৌহাটীর আহম-শাসনকর্ত্তা ভীতস্বভাব লোলা বড়ফুকন কলিয়াবর পর্য্যন্ত দেশ মুসলমানহস্তে দিয়া সন্ধি করিলেন। তৎপরে ১৬০৪ শকে সাদিরি বড়ফুকন বিক্রমের গৌহাটী উদ্ধার করিলেন। তৎপর বৎসর মনুর খাঁ নামক একজন নবাব যুদ্ধে আসিলে গৌহাটীর নিকট ভরেশ্বরের ইটখোলায় এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাস্ত হইয়া রাঙ্গামাটী, হাজো, গৌহাটী এমন কি কামরূপের সীমা ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হয়। কামরূপ সম্পূর্ণরূপে আহম-রাজের অধিকারভুক্ত হইল। তৎপরে দিল্লীর বাদশাহেরা হীনপ্রভ এবং বাঙ্গালায় ইংরাজ ওলন্দাজ ফরাসী, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি সুদূর য়ুরোপবাসী বিভিন্ন লোকের উপদ্রব বৃদ্ধি হওয়ায় তথাকার নবাবেরাও কামরূপের বিষয় কিছুই ভাবিতে সময় বা অবকাশ পান নাই, সুতরাং আহমরাজেরা নিরুপদ্রবে কামরূপ ভোগ করিতে লাগিলেন। লোলা বড় ফুকন যে সন্ধিপত্র লিখিয়া দেন সেই পত্রে কামরূপরাজ্যের নাম লিখিত ছিল। সেই সন্ধিপত্র আহমরাজ অগ্রাহ্য করিলে কামরূপরাজ্যের নাম লোপ পায় এবং আসামের অন্তর্গত প্রদেশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে থাকে।

কামরূপে আহম চন্দ্রবংশের অধিকার। নিজ আসাম দেশের রাজা আহম নামে কথিত। অনেকেই অনুমান করেন যে, তাঁহারা শান বংশীয় লোক, ইহারা আসামের পূর্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া পুর্টয় ও খাম্‌টি প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া রাজত্ব করিতে আসেন। আসামের রাজা জয় করিবার পর এই দেশে তাঁহাদের সমকক্ষ কেহ নাই বলিয়া অসম নামে অভিহিত হন। ক্রমে এ স্থানে ঐ শব্দ অহম বা আহম হইয়াছে। তাঁহাদিগের নাম অনুসারে এই দেশের নাম অসম, ইংরেজী ভাষায় আসাম পরিণত হইয়াছে। পূর্বকালে ইহারা আদিম চোমদেও নামক দেবতার উপাসক ছিলেন। এই দেশে রাজ্য স্থাপনের কিছুকাল পর তাঁহারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ ও ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের বংশে উদ্ভব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সেই দিন হইতে ইহারা চন্দ্রবংশোদ্ভূত 'সোমার' নামে অভিহিত হইয়া ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে।

শকাব্দ ১১৫০, ইং ১২২৮ খৃষ্টাব্দে চুকাফা নামক একজন প্রতাপশালী লোক সসৈন্যে পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া আদিম নিবাসী চুটিয়া ও বরাহী জাতিকে পরাজয়পূর্ব্বক আসামের পূর্ব্বভাগে রাজ্যস্থাপন করেন। ইহার পরে ইঁহার পুত্রাদি ক্রমে ১২ জন রাজা হন। তাঁহাদিগের নাম চুতেওফা, চুবিন্‌ফা, চুখাম্‌ফা, চুখাংফা, চুতুফা, তাওখামাথ, চুতাংফা চুম্‌ফা, চুফক্‌ফা, চুচেন্‌ফা, চুহেন্‌ফা ও চুপিম্‌ফা। ইঁহারা আপনাপন রাজ্য বিস্তার ও তজ্জন্য কোন কোন আদিমনিবাসী জাতির সহিত যুদ্ধ ব্যতীত লিখিবার যোগ্য কোন কার্য্য করেন নাই। পরে ১৪১৯ শকে চুহুংমুং রাজা হইয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও স্বর্গনারায়ণ নামে খ্যাত হন। ইনিও কোন কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই। ইহার পরে ইহার পুত্র ও পৌত্র রাজা হন। ইহারাও লিখিবার যোগ্য কোন কার্য্য করেন নাই। তৎপরে ১৫৩০ শকে চুচেংফা রাজা হইয়া

ঙ্কুমতে বুদ্ধ স্বর্গনারায়ণ বা প্রতাপ সিংহ নামে অভিহিত হন। ইনিই এদেশে স্বর্ণোৎসব এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত করেন। ইঁহার রাজত্বকালে, ১৫৫৯ শকে, কামরূপের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ বাবাকর আসাম আক্রমণ করায় যুদ্ধ হয়, তাহাতে সৈয়দ নিহত হন ও গৌহাটী আসামবাসীর হস্তগত হয়। ইনি বিস্তর পথ ঘাটাদি প্রস্তুত করিয়া আসামের উন্নতি সাধন করেন। দেবমন্দির ও ব্রাহ্মণের পালনার্থ ভূমিদান করিবার প্রথা ইঁহারই রাজত্বকালে প্রবর্ত্তিত হয়। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার জ্যেষ্ঠ, তৎপর কনিষ্ঠ পুত্র সিংহাসনারোহণ করেন, কিন্তু তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত দুর্ব্বলচেতা ছিলেন, তজ্জন্য মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। ইহার পর চুত্যামলা বা জয়ধ্বজ সিংহ রাজা হন। ইনি একজন পরাক্রমী রাজা ছিলেন ও আসামের বহু উন্নতি সাধন করেন। ১৫৭৭ শকে মীরজুমলা ও দিলির খাঁ এই দুইজন মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ আসাম আক্রমণ করেন। আসামরাজ পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ইঁহার মরণান্তে চুপংমুং বা চক্রধ্বজ সিংহ রাজা হন। ইনি সন্ধির নিয়ম অনুসারে আরংজেব বাদশাহের প্রাপ্য কর দানে ত্রুটি ও বাদশাহের দূতের অবমাননা করায় বাদশাহের আজ্ঞানুসারে রাজা রামসিংহ আসাম আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন, তাহাতে কামরূপ পুনরায় আসামরাজের হস্তগত হয়। আসামের রাজধানী উপর আসামে ছিল, সেখান হইতে দূরস্থ কামরূপের শাসন-কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন, তাই রাজা গৌহাটীতে একজন বড়ফুকন অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তাঁহার দেবপদ নবচরা বা মন্ত্রণাগারের চিহ্ন অদ্যাপি আছে। ইহার পর তাঁহার ভ্রাতা চুক্লম্ফা বা উদয়াদিত্য রাজা হন, ও তাঁহার মরণান্তে তদ্ভ্রাতা চুক্লম্ফা বা রামধ্বজ সিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। ইহার পর যে চারিজন রাজা হন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দু নাম গ্রহণ করেন নাই। ইঁহাদিগের শেষ রাজা চুলিক্ফা ১৬০১ শকে কামরূপ প্রদেশ মুসলমানদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। তাঁহার মরণানন্তর (১৬০৩ শকে), মহারাজা লোপ্ত হন। মন্ত্রিগণ ইঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া চাড়ুওয়ারীবংশীয় চুপাৎফা বা গদাধর সিংহকে রাজা করেন। ইনি হিন্দু ছিলেন না, হিন্দু ও হিন্দুর দেবতাকে ঘৃণা করিতেন, ব্রাহ্মণদিগের উপর তাঁহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল ও ব্রাহ্মণদিগের অনেককেই নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলবান ও বৃহৎকায় পুরুষ ছিলেন। মদ্যমাংস বিনা থাকিতে পারিতেন না; ভেক ও গো-মাংস তাঁহার প্রিয় খাদ্য ছিল। তিনি বলিতেন যে, হিন্দু-ধর্ম্মই আহোম বংশের পতনের কারণ হইবে। তিনি হিন্দু-ধর্ম্ম মানিতেন না, কাজেই কোন হিন্দু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নাই। কিন্তু গৌহাটীর নিকট ব্রহ্মপুত্রমধ্যস্থিত ভস্মাচল পর্ব্বতে উমানন্দ শিবের মন্দির তাঁহারই রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অদ্যাপি আছে। তাঁহার রাজত্বকালে ১৬০৫ শকে পুনর্ব্বার মুসলমানেরা আসাম আক্রমণ করে, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কামরূপ প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয় ও আসামরাজ পুনর্ব্বার গৌহাটীতে কামরূপের রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক একজন বড় ফুকন প্রেরণ করেন। তাঁহার মরণান্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চুখ্রুংফা বা রুদ্রনাথ সিংহ রাজা হন। ইঁহার পিতা যেমন হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন, ইনি তেমনই হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ ও ব্রাহ্মণভক্ত হইলেন। ইনি অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান ও দেবমন্দির স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। শিবসাগরের অন্তর্গত নামডাং নদীর উপর যে বৃহৎ ও সুদৃঢ় প্রস্তরময় সেতু বিদ্যমান আছে ও যাহার উপর অনেক অশ্ব ও লোক গমনাগমন করিতেছে, তাহা ইঁহারই আদেশানুসারে নির্ম্মিত। তদ্ভিন্ন ইঁহার স্থাপিত অনেক দেবমন্দির বর্ত্তমান আছে। ইনিই বাঙ্গালা দেশ হইতে গায়ক ও বাদ্যকর আনাইয়া এদেশে বাঙ্গালা গানবাদ্যের প্রচলন করেন। ইনি পাঠানদিগকে নিজ দেশান্তর্গত করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গদেশ আক্রমণার্থ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রাপূর্ব্বক গৌহাটীতে উপস্থিত হন, কিন্তু দৈববশতঃ ঐ স্থানে রোগাক্রান্ত হওয়ায় কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ হইল না। তৎপরে শিবনাথ সিংহ বা চুতন্ফা তাঁহার সিংহাসনাধিকার প্রাপ্ত হন। আসামদেশে যে সমস্ত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর বা অন্য প্রকার নিষ্কর ভূমি আছে, তাহার অধিকাংশ ইঁহারই প্রদত্ত। ইঁহার পট্টমহিষী ফুলেশ্বরী বা প্রমথেশ্বরীর আদেশানুসারে গৌরীসাগর নামক বৃহৎ পুষ্করিণী নির্ম্মিত হইয়া তাহার পারে এক শিবমন্দির স্থাপিত হয়। ইঁহার মৃত্যু হওয়ায় মহারাজা ইঁহার ভগিনী দ্রৌপদী বা অম্বিকাকে বিবাহ করিয়া পট্টমহিষী অভিষেক করেন। ইনি তাঁহার আদেশে শিবসাগর জিলার দিখৌ নদীর উত্তরপার্শ্বে দ্বিশতাধিক একশত পুরা (চারিশত বিঘা) ভূমিতে শিবসাগর নামক এক পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার তীরে শিব, দুর্গা, ও বিষ্ণুর তিনটি বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাসেবার জন্য অনেক ভূমি দান করেন। উক্ত মন্দিরত্রয় ও পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে এবং ঐ পুষ্করিণীর নামানুসারে ঐ প্রদেশের নাম শিবসাগর হইয়াছে ও তাহার

পারেই এখনকার সমুদায় রাজ-কার্য্যালয় ও ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারীদিগের নিবাস-গৃহ স্থাপিত হইয়াছে। রাজা শিবনাথ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা প্রমত্ত সিংহ বা চুচেন্‌ফা সিংহাসনাধিকার করিবেন। শিবসাগর জিলার অন্তর্গত দিখু-নদীর দক্ষিণপারে যে রংঘর (রঙ্গশালা) নামক দ্বিতল অট্টালিকা বিদ্যমান আছে, তাহা ইঁহার নির্ম্মিত। তিনি হস্তী, ব্যাঘ্র ও মহিষ প্রভৃতি পশুদিগের যুদ্ধদর্শনার্থ ঐ রংঘর নির্ম্মাণ করান। ইঁহার ভ্রাতা চুরম্ফা বা রাজেশ্বর সিংহ ইঁহার পর সিংহাসনাধিরূঢ় হন, ও তদানীন্তন রাজপ্রসাদের পরিবর্ত্তে শিবসাগরের দিখু নদীর উত্তরপারে "গড়গাঁও" নামক বৃহৎ ও দ্বিতল রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল তথায় বাস করণানন্তর অসন্তুষ্ট হইয়া উক্ত নদীর অপর পারে পূর্ব্বোক্ত রংঘরের নিকট অতি বৃহৎ ও সমুজ্জ্বল একটী রাজবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া রংপুরনামে অভিহিত করেন। তন্নিকটে যে শিবসাগরের ন্যায় বৃহৎ "জয়সাগর" নামক পুষ্করিণী আছে, তাহা ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত ও তীরস্থ শিবমন্দিরও ইনিই স্থাপন করেন। তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অপরাপর শিবালয়ের মধ্যে দেবদ্গাম নামক স্থানের বৃহৎ মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার ভ্রাতা চরেওফা বা লক্ষ্মীনাথ সিংহ অভিষিক্ত হন। ইনিও কতিপয় দেবমন্দির স্থাপিত করেন, তন্মধ্যে কামরূপের অন্তর্গত অশ্বক্লান্তের দেবালয় প্রধান। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গৌরীনাথ সিংহ বা চুহিতপংফা সিংহাসনাধিষ্ঠিত হন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা দিক্রপাড়ের নিকটস্থ বিষ্ণুধর্ম্মে দীক্ষিত মটক, মোয়ামরীয়া বা মরাণ নামক এক আদিমনিবাসী জাতির বিদ্রোহিতা। ইহারা দুইবার বিদ্রোহী হয়, প্রথমবার রাজা তাহাদিগকে দমন করেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার তাহাদিগের দমনে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন ও কলিকাতায় দূত প্রেরণপূর্ব্বক ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহাতে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আদেশানুসারে কাপ্তান ওয়েলস ও লেফটেনেন্ট মেগে প্রভৃতি কতকগুলি দেশীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে আসামে আগমন করিয়া বিদ্রোহ-দমনপূর্ব্বক দেশে শান্তি স্থাপন করেন। রাজা পলায়ন করিলে পর মটকেরা অতীব নিষ্ঠুরভাবে অসংখ্য নিরাশ্রয় প্রজার প্রাণনাশ করে, তজ্জন্য মরাণ নামে অভিহিত হয়। বিদ্রোহ-শান্তির পর গৌরীনাথ রংপুর-নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবসাগরের অন্তর্গত যোড়হাট নামক স্থানে নগর স্থাপন করেন ও ঐ স্থানেই কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপরে কামরূপীয় বংশের কমলেশ্বর সিংহ রাজ্য প্রাপ্ত হন। বলা কর্ত্তব্য যে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অবধি আহোম রাজগণ, অপরাপর আহোমদিগের ন্যায় আপন সন্তানদিগকে হিন্দু নাম প্রদান করিতেন, পরে ঐ সন্তানদিগের মধ্যে যিনি রাজা হইতেন, তিনি অভিষেকের সময় আহোম শাস্ত্রানুযায়ী কোন এক কার্য্য করিয়া আহোম নাম গ্রহণ করিতেন, কিন্তু উক্ত কার্য্য অতীব ব্যয়সাধ্য হেতু কমলেশ্বর সিংহ তাহা করিতে পারিলেন না, ও তজ্জন্য তিনি কোন আহোম নাম প্রাপ্ত হইলেন না। ইঁহার পর কোন রাজা উক্ত কার্য্য করেন নাই ও আহোম নাম প্রাপ্ত হন নাই। ইনি পশ্চিমাঞ্চল হইতে অনেকগুলি লোক আনাইয়া সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত ও পাশ্চাত্য বন্দুক প্রচলিত করেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত সিংহ রাজা হন। ইঁহার রাজত্বকালে মন্ত্রিগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, গৌহাটীস্থ রাজপ্রতিনিধি বড়ফুকন ব্রহ্মরাজ্যে গিয়া কতক সৈন্যসমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষদিগকে দমনপূর্ব্বক রাজাকে শায়ত্ত করিয়া নিজে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন ও ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যদিগকে বিদায় দেন।

তাহাদিগের স্বদেশ যাত্রার পর বড়ফুকনের কোন কোন বিপক্ষ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া রাজা ... তাঁহার শিরশ্ছেদ করান। ... মৃত্যুর পর ... বিপক্ষ প্রধান রাজমন্ত্রী রুচিনাথ বুঢ়া গোঁহাই অপরাপর প্রধান রাজপুরুষদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া চন্দ্রকান্ত সিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পুরন্দর সিংহকে অভিষেক করেন। ইহার পর ব্রহ্মদেশীয় সৈন্য আসাম আক্রমণ করে, তাহাতে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পুরন্দর সিংহ পলায়ন করিলে পর, ব্রহ্মদেশীয়েরা চন্দ্রকান্ত সিংহকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করে। অনন্তর ব্রহ্মদেশীয় রাজা, রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহের নিকট বন্ধুভাবে কতকগুলি সৈন্যসমভিব্যাহারে একজন দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু মন্ত্রিগণ তাহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া পথরোধ করায়, তাহারা অপমানিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। আসামীদিগের সৈন্যগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইলে রাজা পলায়ন করিলেন। তৎপর ব্রহ্মদেশ হইতে অধিক সৈন্য আসিয়া আসামবাসীদিগকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন ও তাহাদিগের ধন-প্রাণ হরণ করে। বহু কষ্টের পর আসামের সৌভাগ্যোদয় হওয়ায় ইংরাজ গবর্ণমেন্ট দুর্দ্দান্ত ও নিষ্ঠুর ব্রহ্মবাসীদিগকে দূরীকৃত করিয়া আসাম অধিকার করিলেন। তাহাতে আসামে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারিতে আসামের

দুঃখশর্বরী শেষ হইয়া প্রজাগণ অসহ্য যাতনা হইতে উদ্ধার পায় এবং ৬০০ শত বৎসর রাজ্য-ভোগ করিয়া আহমবংশ সিংহাসনচ্যুত হয়।

আহমবংশীয় রাজগণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	নাম	ভোগ-সংখ্যা।
১।	চুকাফা	১২২৯—১২৬৮ খৃষ্টাব্দে
২।	তৎপুত্র চুতেওফা	১২৬৮—১২৮১
৩।	" চুবিন্‌ফা	১২৮১—১২৯৩
৪।	" চুখাংফা	১২৯৩—১৩৩২
৫।	" চুখ্রাংফা	১৩৩২—১৩৬৪
৬।	তদ্‌ভ্রাতা চুতুফা	১৩৬৪—১৩৭৬
	অরাজক	১৩৭৬—১৩৮০
৭।	ত্যাওখাম্‌থি চুতুফার ভ্রাতা	১৩৮০—১৩৮৯
	অরাজক	১৩৮৯—১৩৯৮
৮।	চুডাংফা, ত্যাও-খাম্‌থির পুত্র	১৩৯৮—১৪০৭
৯।	তৎপুত্র চুজাংফা	১৪০৭—১৪২২
১০।	" চুফকফা	১৪২২—১৪৩৯
১১।	" চুচেন্‌ফা	১৪৩৯—১৪৮৮
১২।	" চুহেন্‌ফা	১৪৮৮—১৪৯৩
১৩।	" চুপিম্‌ফা	১৪৯৩—১৪৯৭
১৪।	" চুহুংমুং বা স্বর্গনারায়ণ	১৪৯৭—১৫৩৯
১৫।	" চুক্লেন্‌মুং বা গড়গঞা রাজা	১৫৩৯—১৫৫২
১৬।	" চুখাম্‌ফা বা খোরা রাজা	১৫৫২—১৬১১
১৭।	" চুচেংফা বা বুদ্ধিস্বর্গনারায়ণ বা প্রতাপসিংহ	১৬১১—১৬৪১
১৮।	" চুরম্‌ফা বা ভগা রাজা	১৬৪১—১৬৪৪
১৯।	" চুতিংফা বা নরিয়ারাজা	১৬৪৪—১৬৪৮
২০।	" চুতাম্‌লা বা জয়ধ্বজ সিংহ ভগনিয়া রাজা	১৬৪৮—১৬৬৩
২১।	" চারিঙ্গীয়া-বংশের চুপংমুং বা চক্রধ্বজ	১৬৬৩—১৬৭০
২২।	তদ্‌ভ্রাতা চুন্যাৎফা বা উদয়াদিত্য	১৬৭০—১৬৭২
২৩।	তদ্‌ভ্রাতা চুক্লম্‌ফা বা রামধ্বজ	১৬৭২—১৬৭৪
২৪।	চামুগুরীয়া বংশের চুহুং রাজা	১৬৭৪—১৬৭৫ (১ মাস ১৫ দিন)
২৫।	তুংখুঙ্গীয়া বংশের গোবর রাজা	১৬৭৫—১৬৭৫ (২০ দিন)
২৬।	দিহিঙ্গীয়া বংশের চুজিন্‌ফা	১৬৭৫—১৬৭৭
২৭।	তুংখুঙ্গীয়া বংশের চুদৈফা	১৬৭৭—১৬৭৯
২৮।	চামুগুরীয়া বংশের চুলিক্‌ফা বা লরা রাজা	১৬৭৯—১৬৮১
২৯।	চামুগুরীয়া বংশের গদাপানি বা গদাধর সিংহ বা চুপাৎফা	১৬৮১—১৬৯৫
৩০।	তৎপুত্র লাই বা চুখ্রুংফা বা রুদ্রসিংহ	১৬৯৫—১৭১৪
৩১।	চুতন্‌ফা বা শিবসিংহ	১৭১৪—১৭৪৪
৩২।	তদ্‌ভ্রাতা চুনেন্‌ফা বা প্রমত্তসিংহ	১৭৪৪—১৭৫১
৩৩।	" চুরম্‌ফা বা রাজেশ্বর সিংহ	১৭৫১—১৭৬৯
৩৪।	" চুন্যেওফা বা লক্ষ্মী সিংহ	১৭৬৯—১৭৮০
৩৫।	তৎপুত্র চুহিতপংফা বা গৌরীনাথ সিংহ	১৭৮০—১৭৯৫
৩৬।	নামরূপীয় বংশের কমলেশ্বর সিংহ	১৭৯৫—১৮১০
৩৭।	তদ্‌ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত সিংহ	১৮১০—১৮১৭
৩৮।	" পুরন্দরসিংহ	১৮১৭—১৮১৮
	পুনঃ চন্দ্রকান্ত সিংহ	১৮১৮—১৮২১
৩৯।	তুংখুঙ্গীয়া বংশের যোগেশ্বর সিংহ	১৮২১—১৮২৪ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকৃত হয়।

আহমজাতির এখন অতীব হেয়দশা। তাহারা নিজধর্মের সঙ্গে ভাষাও পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে হিন্দু হইয়াছে। উপরে যে সব দেবমন্দির ও রাজপ্রাসাদের বিবরণ লিখা গিয়াছে, প্রায় তৎসমুদায়ই বর্ত্তমান আছে; কিন্তু অবস্থা অতি মন্দ। তাহার অধিকাংশ শিবসাগর জিলায় আছে, তেজপুর ও নওগাঁয়ে কিছু কম। কামরূপ জেলায় আসাম-রাজদিগের স্থাপিত অনেক দেবমন্দির দেখা যায়। কিন্তু কামাখ্যার মন্দির আসামরাজদিগের নির্ম্মিত নয়। যখন কামরূপ কুচবেহারের অন্তর্গত ছিল, তখন ঐ দেশের রাজা নরনারায়ণ তাহা নির্ম্মাণ করান। আসামরাজেরা তাহার জীর্ণ সংস্কার করেন মাত্র। [কামাখ্যা দেখ।]

আসামরাজদিগের রাজধানী শিবসাগর জেলায় ছিল এই জন্ত অপর কোন স্থানে রাজভবন নাই।

এই সময় হইতে কামরূপের কোন উল্লেখযোগ্য বিশেষ ঘটনা পাওয়া যায় না। কেবল খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কামরূপে হরদত্ত ও বীরদত্ত নামক দুই ভাই আহমরাজদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব অবলম্বন করে। হরদত্তের পদ্মকুমারী নামে একটি পরমরূপবতী কন্যা ছিল। প্রধানতঃ এই পদ্মকুমারীই হরদত্ত বীরদত্ত দ্রোহের প্রধান কারণ। আহমরাজপ্রতিনিধি কর্মীরা তোমোয়া বড়ফুকনের সঙ্গে হরদত্ত বীরদত্তের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হরদত্ত পরাস্ত হয় এবং কর্মীরা তোমোয়া বড়ফুকনের সেনাপতি ফুমেদান নামক কোন লোক পদ্মকুমারীকে হস্তগত করে। প্রবাদ আছে পদ্মকুমারীর শরীরে এবং পদে পদ্মের চিহ্ন ছিল। এই পদ্মচিহ্নই তাহার পদ্মকুমারী নামের মূল কারণ। অদ্যাপি কামরূপে হরদত্ত বীরদত্ত এবং পদ্মকুমারীর বিবরণ গ্রাম্যসঙ্গীতে গীত হইয়া থাকে। সাধারণের অবগতির জন্য একটি গীতের নমুনা দেওয়া গেল।

"হরদত্তর কয়রী পদ্মকুমারী [illegible]।

ফুমেদান বড়ফুকনে হাতত ধরি নিলে পদ্ম [illegible]"।

অর্থ হরদত্তের কন্যা পদ্মকুমারী [illegible] জল জুটিল না। ফুমেদান বাকাল [illegible] ধরিয়া লইয়া অমনি তোমার গায়ে পদ্ম ফুটিতে লাগিল।

কামরূপে ইংরাজাধিকার—রাজা রুদ্রসিংহ স্বর্গদেব নদীয়ার কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ নামক একজন ভট্টাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হন। ভট্টাচার্য্যের অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলিয়া আসামের সাধারণ সকলেই তাঁহাকে দেবীর পুত্র বলিয়া বিশ্বাস ও ভক্তি করিত। রুদ্রসিংহের পুত্র শিবসিংহও সপরিবারে ইঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। শিবসিংহ স্বর্গদেব সপরিবারে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপাস্য দেবীমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এক সময়ে শিবসিংহের ছত্রভঙ্গ যোগ ঘটে। জ্যোতিষী পণ্ডিতেরা ও মন্ত্রিগণ পরামর্শ করিয়া শিবসিংহের প্রধানা রাণী ফুলেশ্বরীকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকে। এইরূপে শিবসিংহের দীর্ঘরাজত্বের মধ্যে তাঁহার চারিটী মহিষী ফুলেশ্বরী, প্রমথেশ্বরী, দ্রৌপদী বা অম্বিকা ও অনাদেবী বা সর্ব্বেশ্বরী একে একে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ফুলেশ্বরী স্বীয় অভীষ্টদেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন। এক বৎসর দুর্গোৎসবের সময় তিনি মোয়ামরীয়ার মহন্ত ও অন্যান্য স্থানের কয়েকজন মহন্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অপরাপর [illegible] সাধিত সিন্দূর, রক্তচন্দন ও বলির রক্তাদি লইয়া তাহাদিগের কোঁটা দিয়া লাঞ্ছিত করেন। অপর অপেক্ষা মোয়ামরীয়ার মহন্তের প্রাণে এই ব্যাপারে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি শিষ্য একজনকে বলিলেন, যে ইহার প্রতিশোধ লওয়া আবশ্যক ও তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। কালক্রমে ইহাও সিদ্ধ হইল। ১৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজেশ্বরসিংহ রাজা হইলেন। ইঁহার শেষদশায় মোয়ামরীয়ার মহন্ত শিষ্যগণকে একত্র করিয়া শিবসিংহ রাজার পত্নীকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সমুদয় শিষ্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শিষ্যেরাও গুরুর অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তৎপরে লক্ষ্মীসিংহ রাজা হইলেন। রাজা রুদ্রসিংহের শেষদশায় লক্ষ্মীসিংহের জন্ম হয় এবং তাঁহার সহিত ইঁহার আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য না থাকায় রাজা রুদ্রসিংহ ইঁহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন না। এই জন্য রাজ্যের অন্যান্য প্রধান লোকেরাও ইঁহাকে তাদৃশ আদর করিত না, এমন কি রাজাদিগের কুলগুরু পর্ব্বতীয়া গোঁসাই ইঁহাকে দীক্ষিত করিতে অসম্মত হইলেন। লক্ষ্মীসিংহ স্বীয় বিদ্যাগুরু রামানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক একজন অধ্যাপককে দীক্ষাগুরু করিলেন। বাল্যকালে ইঁহারই নিকট তিনি শিবপূজা শিখিয়াছিলেন এবং এক্ষণেও শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। রাজগুরু হইয়া ইঁহারা অনেক বৃদ্ধি পাইলেন এবং সহরীয়া গোঁসাই নামে খ্যাত হইলেন। ইঁহার এইরূপ পদমর্য্যাদায় অন্যান্য মহন্তগণ চটিয়া গেলেন। বিশেষতঃ মোয়ামরীয়ার মহন্ত গর্ব্বিত বচনে রাজার প্রতি কটু কথা বলেন। কথায় তিনি রাজার বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। সহ বৎসরেই আশ্বিনমাসে স্বর্গদেব নৌকায় ভ্রমণার্থ বহির্গত হন। সঙ্গে স্বতন্ত্র নৌকায় বড়বড়ুয়া ছিলেন। মোয়ামরীয়ার মহন্ত এই সময় সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কিন্তু বড়বড়ুয়া মহন্তকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করেন। মহন্ত ইহাতে আত্যন্তিক অপমান বোধ করিলেন। তাঁহার মনে পূর্ব্ব অপমানও দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি শিষ্যদিগকে ডাকাইয়া কৌশলে তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিলেন। রুদ্রসিংহ স্বর্গদেবের তাড়িত একজন রাজবংশীয়কে নৃপতি হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। নাহরখোরা ও রাঘ-মরাণ দুই ব্যক্তি সেনাপতি হইল। যাহারা এই বিদ্রোহে যোগ দিল তাহারা দা টাকল, ধনু কাঁড়, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইল। প্রায় মহহাবার লোক অগ্রহায়ণের প্রথমেই

রঙ্গপুরের দিকে যাত্রা করিল। লোকে সংবাদ রটাইল যে মহন্ত অন্যায় করিয়া লক্ষ্মীসিংহকে রাজা করিবার অভিপ্রায়ে এই যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন।

মোয়ামরীয়ার লোকের এই উদ্যোগ দেখিয়া তুপাই বড় গোসাই বুড়া গোসাই কীর্ত্তিচন্দ্র বড়বড়ুয়া প্রভৃতি মন্ত্রীরাও পরামর্শ করিয়া একদল সৈন্য পাঠাইলেন যুদ্ধে রাজসৈন্যরা পরাজিত হইল। মোয়ামরীয়া সৈন্যদল নগর অধিকার করিয়া রাজা, সেনাপতি ও বড়বড়ুয়া প্রভৃতি মন্ত্রিগণকে বন্দী করিল। রাজাকে জয়সাগরের নিকট বন্দী করিয়া রাখিল এবং বড় গোসাই, বুড়া গোসাই প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোককে বধ করিল। কীর্ত্তিচন্দ্রের শব দগ্ধ করিয়া দিল ও তাঁহার পুত্রগণকে মারিয়া ফেলিল। মোয়ামরাণপুর রমাকান্ত রাজা হইলেন। অগ্রহায়ণে এই ঘটনা ঘটিল কিন্তু চৈত্রমাসে লক্ষ্মীসিংহের পক্ষ হইতে কুঁয়র গরা, ঘনশ্যাম পণ্ডিত কয়েকজন লোক ষড়যন্ত্র করিয়া রমাকান্তের রাজত্ব স্বীকার করিলে উহাদের কৌশলে রমাকান্ত, মোয়ামরীয়া সেনাপতি প্রভৃতি কয়েকজন প্রাণ হারাইলেন। তৎপরে লক্ষ্মীসিংহ রাজা হইলেন। লক্ষ্মীসিংহ ঘনশ্যামকে বুড় গোসাইপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। লক্ষ্মীসিংহের পর লোকনাথ গোসাই উরফ গৌরীনাথসিংহ নামে রাজা হইলেন। ইনি রাজ্যমধ্যস্থ সমস্ত মোয়ামরীয়ার লোককে বিনষ্ট করিতে উদ্যুক্ত হইলে তাহারা সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে এক বৈশাখ অগ্নি দিয়া নিরগীবর নামক প্রাসাদ পোড়াইয়া দিল। কাশ্যব বড়পাত্র ভাগরীয়া (প্রধান সেনাপতি) এই কার্য্য বাধা দিতে না পারিয়া গৌহাটী পলাইয়া গেলেন। বুড়া গোসাই মোয়ামরীয়াদিগকে ধরিয়া আনিয়া দোষী নির্দ্দোষ বিবেচনা না করিয়া সকলকেই বধ করিলেন। উহারা একে বিদ্রোহী, তাহার উপর এই অবিচার হইল সুতরাং তাহারা একবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। উহারা গুরুবাক্য ও গুরুকার্য্যকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আদেশ ও কার্য্য বলিয়া মানিত। সুতরাং তাহারা এই বিদ্রোহকে ধর্ম্মবিদ্রোহ বলিয়া গণ্য করিয়া তাল তাল মোয়ামরীয়ার মহন্তের প্রত্যেক শিষ্যের নিকট সংবাদ পাঠাইল এবং সকলেই যুদ্ধ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল।

ইতিমধ্যে ঘনশ্যামের মৃত্যু হইল। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পূর্ণানন্দ বুড়া গোসাই হইলেন। পূর্ণানন্দ বিদ্রোহ ব্যাপার দেখিয়া ভাবিলেন, সামান্য শাস্তি দিয়া সাবধান করিয়া দিলেই ইহারা থামিতে পারে। এই ভাবিয়া কয়েকজন মোয়ামরীয়াকে ধরিয়া গুরু শাস্তি দিয়া কঠিন আদেশ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে ফল কিন্তু উল্টা ফলিল। বিদ্রোহীরা রাজাকে দুর্ব্বল ভাবিয়া পূর্ণ উৎসাহে বহুহাজার সৈন্য সংগ্রহ করিল। একদল নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। বুড়া গোসাই ইহাদিগকে বাধা দিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু পরাস্ত হইলেন। রাজ্যমধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, প্রজারা হতাশ হইয়া পড়িল। রাজা নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ভাগরীয়া নগরের চৌদিকে গড়বন্দী করিয়া নগর মধ্যেই রহিলেন। এই গড়কে 'বিবুধিগড়' বলে। জয়সাগরের নিকট শেষে এক বিষম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও রাজকীয় সৈন্য পরাস্ত হয়। ভরতসিংহ নামে বিপক্ষের একজন সেনাপতি রাজা হইল। রাজা গৌরীনাথের ইচ্ছা ছিল কাছাড় ও জয়ন্তীরাজের সাহায্য লইয়া এই বিদ্রোহ দমন করিবেন, কিন্তু তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, স্বদেশরক্ষার্থ যত সৈন্য আবশ্যক তাহার অধিক সৈন্য আমাদের নাই। গৌরীনাথ বিদ্রোহীদিগের ভয়ে গৌহাটীতে পলাইয়া গেলেন। এখানে তিনি বড়ফুকনের সহিত পরামর্শ করিয়া কতকগুলি সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক বুড় গোসাইয়ের সাহায্যার্থ পাঠাইলেন। পথে বিদ্রোহীদল বাধা দিয়া ইহাদিগকে বিনষ্ট করিল।

এই সময় গোয়ালপাড়ায় রস নামে একজন ইংরাজ লবণের ব্যবসা করিতেন। গৌরীনাথ নিরুপায় হইয়া সাহেবকে বিশেষরূপ পুরস্কার দিবার আশা দিয়া তাঁহা দ্বারা বৃটীশ গবর্ণমেন্টের সাহায্য পাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সাহেব ৭০০ বরকন্দাজ দিলেন। এই বরকন্দাজসৈন্য নলবারীর বিদ্রোহীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া উত্তরাভিমুখে যাইবার সময় যোড়হাটের নিকট শত্রুহস্তে সকলেই বিনষ্ট হইল। কিছুদিন পরে মণিপুররাজ ৫০০ অশ্বরোহী ও ৪০০০ হাজার পদাতি লইয়া গৌরীনাথের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। এই সৈন্যদলও যুদ্ধে পরাস্ত হইল, প্রায় ১৫০০ সেনা মৃত্যুমুখে পড়ায় মণিপুরী সৈন্য স্বদেশে চলিয়া গেল। বিপদ্ একলা আসে না। ওদিকে দরঙ্গরাজ বিষ্ণুনারায়ণের ভ্রাতা কৃষ্ণনারায়ণ ভ্রাতাকে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন ও গৌরীনাথের দুর্দ্দশা দেখিয়া হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী ও ফকীর হইতে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া কামরূপ আক্রমণ করিতে আসিলেন। আহমগণকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতে দেখিয়া কামরূপের লোকেরা বড় ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, এমন কি গৌহাটী নগরের মধ্যে তাহাদের বাস উঠাইয়া দিল। এই সূত্রে তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ কৃষ্ণনারায়ণের পক্ষ হইল।

গৌরীনাথ সিংহ চারিদিকে বিপদ্ দেখিয়া গৌহাটীর

বিকা মজুমদার ধনুরাম খাওন্দ ও দরঙ্গের বিতাড়িত রাজা বিষ্ণুনারায়ণকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। গোয়ালপাড়ার ইংরাজ বণিক রস সাহেব কর্ত্তৃক ঈষ্ট কোম্পানির নামে চিঠি দিলেন। এই সময় কলিকাতায় লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনেরল। তিনি রাজা গৌরীনাথের আবেদন পাইয়াও প্রথমতঃ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন, কারণ আত্মবিচ্ছেদে এক পক্ষকে সাহায্য করা অপর রাজার ক রাজনীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু শেষে দেখিলেন যে রাজা কৃষ্ণনারায়ণ হিন্দুস্থানী সৈন্য লইয়া কামরূপ লণ্ডভণ্ড করিতেছেন। এই হিন্দুস্থানীরা বৃটীশ প্রজা। সুতরাং তাহাদের দমন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া তিনি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ সাহেবকে সসৈন্যে পাঠাইয়া দিলেন। কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ এখানে পৌঁছিয়াই হিন্দুস্থানী সিপাহিদিগকে দমন করিতে ইচ্ছা করিলেন।

এ সময় গৌরীনাথ রাজা হইয়া নিষ্ঠুরভাবে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ইংরাজের প্রতি আদেশ ছিল যে রাজা যেরূপ হউক আত্মরক্ষায় সমর্থ ও শান্তি স্থাপন করিবে। এদিকে দরঙ্গের বরকন্দাজ ও মণিপুরীসৈন্য সাহায্যে [illegible] রাজা নিষ্কণ্টক হইল। হীন গোহাটির নিকটস্থ কতকটা স্থান অধিকার করিল। রাজা গৌরীনাথ এই সংবাদ পাইয়া কিছু সৈন্য লইয়া সেই দিকে যাত্রা করিলেন। এদিকে কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ সাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন এবং রাজার মুখে দেশের অবস্থা অবগত হইয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ২০এ নবেম্বর গোহাটী পুনঃ উদ্ধার করিলেন। মোয়ামরীয়া দল ছিন্ন ভিন্ন হইল। গৌরীনাথ গোহাটিতে বসিলেন। কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ ৬ই ডিসেম্বর লৌহিত্যের উত্তরকূলে গমন করিলেন। মোয়ামরীয়াগণের পরাজয় শুনিয়া কৃষ্ণনারায়ণের সৈন্যও পলাইল। কৃষ্ণনারায়ণ স্বয়ং বন্দী হইলেন। কৃষ্ণনারায়ণ বলিলেন, আমি গৌরীনাথের বিপক্ষ নহি মোয়ামরীয়া বিদ্রোহ নিবারণ করা আমারও উদ্দেশ্য, গৌরীনাথ তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমায় বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। যাহা হউক কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ থাকায় গৌরীনাথ ও কৃষ্ণনারায়ণের মধ্যে এইরূপ সন্ধি করিয়া দিলেন যে, কৃষ্ণনারায়ণ দরঙ্গ ছাড়িয়া ও চাইদুয়ারের মাসুল দিবার পরিবর্তে ৫৫০০০৲ টাকা ও [illegible] করিবার জন্য মাসুল হিসাবে ৩০০০০৲ টাকা দিবেন। কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ গোহাটিতে থাকিয়া জানিতে পারিলেন যে গৌরীনাথের বুদ্ধি বিবেচনা বড় নাই, রাজা নিষ্কণ্টক হইলেও তাঁহা দ্বারা রাজ্য স্থাপিত হওয়া বড় সন্দেহ। তিনি এই মর্ম্মে কলিকাতায় পত্র লিখিলেন "আমি যাহাতে রাজ্যের সুবন্দোবস্ত হয় তাহা করিয়া যাইতে চাই। আমার বোধ হয় যে রাজার অন্যায় আচরণেই কৃষ্ণনারায়ণ প্রভৃতি বিদ্রোহী হইয়াছে" ইত্যাদি।

কা. ওয়েল্‌স্ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে প্রধান নগর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। গৌরীনাথ সঙ্গে গেলেন। যে দিন নগরের নিকট পৌঁছিলেন, সেই দিন নগরের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে ১২ জন সিপাহী, একজন জমাদার একজন নায়ক ও একজন হাবিলদার নগরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা গৌরীনাথ ব্যাপার দেখিয়া বিষন্ন হইলেন। পাঁচ হাজার মোয়ামরীয়ার সহিত এই মুষ্টিমেয় সৈন্যের যুদ্ধ হইবে ভাবিয়া তিনি জয়াশা ত্যাগ করিলেন। এদিকে মোয়ামরীয়ারা চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল, তাহারা ভাবিল এই কয়টী সিপাহী মারিতে পারিলেই বুঝি তাহাদের জয় হয়। কিন্তু সিপাহীরা বীরভাবে গুলি চালাইতে লাগিল। বহু মোয়ামরীয়া মরিল। এই কয়জন সিপাহী শত্রুপক্ষ প্রায় নিঃশেষ করিল, শেষে আর কয়জন বৃটীশসৈন্য গিয়া নগর অধিকার করিল। তৎপরদিন বুড়া গোঁসাই ডাঙ্গরীয়া গৌরীনাথকে নগর মধ্যে লইয়া গেলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ? এপ্রিল মাসে কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ নগর প্রবেশ করিলেন।

গৌরীনাথ পুনরায় সিংহাসনে বসিলেন। কাপ্তেন সাহেব বুড়া গোঁসাই ডাঙ্গরীয়া প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারীকে অনেক উপদেশ দিলেন এবং গবর্ণর জেনেরলের উপদেশ বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে দেশে সুশাসন স্থির রাখিবার জন্য কিছু বৃটিশসৈন্য এদেশে থাকিবে ও কামরূপের উৎপন্ন আয় হইতে এই সৈন্যের খরচ চলিবে।

এদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বদেশে গেলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে সার জন শোর গবর্ণর হইয়া কাপ্তেনকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

তৎপরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যখন চন্দ্রকান্তসিংহ পূর্ণদেবকে বন্দী করিয়া পুনরায় রাজা হন সেই সময় বড়ফুকনের লোক গিয়া ব্রহ্মদেশের অধীশ্বর আলুম মিঙ্গি বা কিওয়া স্বরকে জানাইলে তিনি সাহায্যার্থ ৩০,০০০ সৈন্য পাঠাইলেন। ব্রহ্মসেনাপতি রাজ্যে প্রবেশ করিলে পর পথিমধ্যে পুরন্দর সিংহ সৈন্য পাঠাইয়া বাধা দিলেন। যুদ্ধে পুরন্দর সিংহের সৈন্য পরাস্ত হইল। পুরন্দর ভীত হইয়া গোহাটী পলাইয়া গেলেন। ব্রহ্মসেনাপতি চন্দ্রকান্তকে রাজা করিয়া পুরন্দরকে ধরিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন। পুরন্দরের পক্ষ

বহুক্ষণ যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তিনিও পরাস্ত হওয়ায় পুরন্দর পলায়ন করিয়া চিলমারিতে গিয়া রহিলেন। ব্রহ্মসেনাপতি চন্দ্রকান্তের রক্ষার্থ ২০০০ সৈন্য রাখিয়া স্বদেশে গেলেন। পুরন্দর নিরুপায় হইয়া কলিকাতায় গিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের নিকট [illegible] এক আবেদন করিলেন যে যদি বৃটীশ গবর্ণমেন্ট সৈন্য দিয়া তাঁহার রাজ্য উদ্ধার করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি তজ্জন্য সৈন্যব্যয় দিতে ও অবশেষে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের অধীন করদ রাজা হইতে প্রস্তুত আছেন। বৃটীশ গবর্ণমেন্ট কিন্তু পত্র গ্রাহ্য করিলেন না।

এই সময় কুচবিহার প্রদেশে মি. স্কট কমিশনর ছিলেন। তিনি প্রতি পত্রে বৃটীশ গবর্ণমেন্টকে দেশের অবস্থা জানাইতেন। এদিকে ব্রহ্মসেনা ইচ্ছামত দেশে ছড়াইয়া পড়িল। চন্দ্রকান্তকে নামমাত্র রাজা রাখিয়া ব্রহ্মসেনাপতি রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিল। চন্দ্রকান্ত দেখে ব্রহ্ম হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসেনাপতি অকস্মাৎ দেশের অবস্থা দেখিতে আসিলেন। জয়পুরের নিকট একটী নূতন গড় নির্ম্মিত হইতেছে দেখিয়া তিনি কোপান্বিত হইয়া সেখানকার বড়ফুকনকে মারিয়া ফেলিলেন। চন্দ্রকান্ত ইহাতে ভীত হইয়া ভাবিলেন যে, ব্রহ্মসেনাপতি এবার শত্রুরূপে রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই বিবেচনায় তিনি বুড়া গোঁসাইকে নগররক্ষার্থ রাখিয়া নিজে গৌহাটী পলাইলেন। মিঙ্গিমাহা পৌঁছিয়া চন্দ্রকান্তকে অভয় দিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভরসা করিতে না পারায় নগররক্ষী সৈন্যের সহিত ব্রহ্মসেনাপতির যুদ্ধ হইল। বুড়া গোঁসাই পরাস্ত হইলেন। চন্দ্রকান্ত যোড়হাটের দিকে পলায়ন করিলেন।

মিঙ্গিমাহা যোগেশ্বর নামক একজন কুমারকে সাক্ষী গোপালের মত রাজা করিয়া নিজে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এ সময় রাজ্যে প্রায় দশহাজার ব্রহ্মসেনা উপস্থিত ছিল। দরঙ্গরাজও এই সময় ব্রহ্মের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তৎপরে দেশময় ব্রহ্মসেনাপতির সহিত চন্দ্রকান্ত ও পুরন্দরের নানাস্থানে যুদ্ধ হয়। এই অবস্থায় ব্রহ্মসেনাপতি বৃটীশ গবর্ণমেন্টকে পত্র লিখিলেন যে, এ সময়ে যেন তাঁহারা কোন আসামীর কার পক্ষ গ্রহণ না করেন। বৃটীশ গবর্ণমেন্ট এ আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না অথচ কাহাকেও সাহায্য করিলেন না।

এই সময় গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিকে শান্ত রাখি-বার জন্য ও তাহাদের দেশে বৃটীশ অধিকার বিস্তার করিবার জন্য, ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১০ আইন জারী হয়। (কুচবিহারের কমিশনর স্কটসাহেব এই আইনের কার্য্য করিবার জন্য উত্তরাঞ্চলের এজেন্ট হন।) এই সময়েই রঙ্গপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গোয়ালপাড়া এক স্বতন্ত্র জেলা বলিয়া গণ্য হয়। আসামে এই সময় ব্রহ্মাধিকার থাকায় গোয়ালপাড়ায় একদল ইংরাজসৈন্য রহিল, লেফটনান্ট ডেভিডসন সাহেব এই সৈন্যদলের নায়ক ছিলেন। মি. ডেভিডসন ও মি. স্কট আসামীদিগকে বড় যত্ন করিতেন।

ওদিকে ক্রমাগত যুদ্ধে চন্দ্রকান্ত সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া গোয়ালপাড়ায় আসিয়া ইংরাজের আশ্রয় লইলেন। লেফটেনান্ট ডেভিডসনকে ভয় দেখাইয়া ব্রহ্মসেনাপতি এক পত্র লিখিলেন যে ব্রহ্মরাজের ইচ্ছা যে কোম্পানীর সহিত মিত্রতা থাকে এবং ব্রহ্মসেনা যেন কোন মতে ইংরাজ সীমা অতিক্রম না করে। কিন্তু চন্দ্রকান্ত ইংরাজ অধিকারে আশ্রয় লইয়াছে অতএব তাহাকে ধরিবার আদেশ দেওয়া আবশ্যক। লে. ডেভিডসন মি. স্কটকে এই পত্র পাঠাইয়া দেন। মি. স্কট আবার সে পত্র গবর্ণরজেনারলের নিকট [illegible] গবর্ণর জেনেরল টকার রাজাকে [illegible] দিলেন যে, আবশ্যক মত মি. স্কট বল প্রয়োগ করিতে [illegible] ব্রহ্মসেনা যদি ইংরাজ সীমায় প্রবেশ করে তবে তাহাদিগকে বলে তাড়াইয়া দিতে হইবে।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কাছাড়রাজ গোবিন্দচন্দ্র গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন করেন যে মণিপুরসীমায় ব্রহ্মসৈন্যকর্ত্তৃক [illegible] হইতে পারে। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে মণিপুর হইতে চৌর্জিৎ সিংহ, মারজিৎসিংহ ও গম্ভীরসিংহ নামে তিনজন রাজকুমার ব্রহ্মের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া কাছাড়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎপরে যখন গোবিন্দচন্দ্র গৃহবিবাদে রাজ্যচ্যুত হন তখন এই তিন ভ্রাতার মধ্যে কাছাড় [illegible] লইয়া মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে চৌরজিৎ সিংহ বৃটীশ গবর্ণমেন্টকে এক পত্র লিখিলেন, শীঘ্রই ব্রহ্মরাজ এ অঞ্চল আক্রমণ করিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে অতএব কাছাড়রাজ্য ইংরাজহস্তে অর্পণ করিতে চাই। বৃটীশ গবর্ণমেন্ট এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মারজিৎ সিংহ পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মের সাহায্যে মণিপুর অধিকার করিয়া তথায় ব্রহ্মের করদ রাজা হইয়াছিলেন।

বৃটীশ গবর্ণমেন্ট কাছাড়প্রদেশ হস্তে লইলে সংবাদ পাইলেন যে ব্রহ্মেরা আসাম হইতে কাছাড় আক্রমণের উদ্যোগে আছে। মিঃ স্কট কাছাড়ের সহিত বৃটীশ গবর্ণ-

মেন্টের সবদ জানাইয়া, তৎপ্রদেশ আক্রমণ করিতে নিবারণ করিয়া ব্রহ্মসেনাপতিকে এক পত্র লিখিলেন।

আসাম ও কাছাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র জয়ন্তীয়া রাজ্য। ব্রহ্মসেনাপতি এই দেশের রাজাকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জয়ন্তীয়ার বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মসেনাপতিও কাছাড়ের ইংরাজসেনার ভয়ে হঠাৎ এ রাজ্য আক্রমণ করিতে পারিলেন না।

তৎপরে ব্রহ্মসেনা একবারে আসাম ও মণিপুর এই দুই দিক্ দিয়া আক্রমণ করিবার ইচ্ছায় জয়ন্তী ও কাছাড়ের প্রান্ত এবং শ্রীহট্টের সীমায় উপস্থিত হইল। ইংরাজাধিকৃত আরাকান ব্রহ্মেরা জয় করিয়া লইল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী সাহাপুর নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপও অধিকার করিল। লর্ড আমহার্ষ্ট তখন গবর্ণর জেনরেল। তিনি দেখিলেন, ব্রহ্মাধিকার বাঙ্গালার সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, আর স্থির হইয়া থাকিলে বাঙ্গালার সীমান্ত দেশে মগেরা অত্যাচার করিবে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মের সহিত যুদ্ধ করাই স্থির হইল, গবর্ণর জেনারেল ঢাকা হইতে ব্রিগেডিয়ার মেকমরিনকে গোয়ালপাড়া যাইতে আদেশ দিলেন ও লেফট্‌নাণ্ট রিচার্ডসনকে আসামের মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন। মিঃ স্কট সমস্ত বন্দোবস্তের ভার পাইলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৮এ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মেকমরিন বিনা যুদ্ধে গৌহাটী অধিকার করিলেন। ব্রহ্মেরা ইংরাজ আগমন শুনিয়াই নগর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। তৎপরে ব্রিগেডিয়ার মেকমরিন, কাপ্তেন হর্ষবর্গ, লেফট্‌নাণ্ট রিচার্ডসন, কর্ণেল রিচার্ডস্ প্রভৃতির সহিত কলিয়াবর, নওগাঁ, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে কয়েকবার যুদ্ধে ব্রহ্মসেনা পরাস্ত হইল। যুদ্ধে ব্রিগেডিয়ারের মৃত্যু হওয়ায় কর্ণেল রিচার্ডস্ প্রধান সেনাপতি হন। শেষে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে আসামপ্রদেশ বৃটিশাধিকৃত হইল বলিয়া প্রচারিত হয়। তৎপরে যোড়হাট জয়ন্তী, কাছাড়, গৌরীসাগর প্রভৃতি স্থানে শান্তিরক্ষার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। ব্রহ্মের অধীনস্থ জায়কুকন ও বন্দীকুকন ৭০০ সেনার সহিত আত্মসমর্পণ করিলেন। যোগেশ্বর সিংহ যোগীযোপায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলেন। তদ্বংশীয়েরা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হইয়া রহিল।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ২৪এ ফেব্রুয়ারীতে যণ্ডাবু সহরে ইংরাজ ও ব্রহ্মে এক সন্ধি হয়। তদনুসারে ইংরাজ, মণিপুর, জেলা সহিত আসাম ইংরাজেরা প্রাপ্ত হন। স্কট সাহেব এই সম্মিলিত রাজ্যের কমিশনর হইলেন, কিন্তু তিনি উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল গবর্ণর জেনেরলের এজেণ্ট ও কমিশনর, কুচবিহার, রঙ্গপুর, মণিপুর ও কাছাড়ের কমিশনর এবং শ্রীহট্টের জজ ছিলেন। সুতরাং একজন লোকের হস্তে এতগুলি কার্য্যের সুবিধা না হওয়ায় সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চল নিম্ন ও শ্রেষ্ঠ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল। এই খণ্ডদ্বয়ের উত্তরসীমা ভরলি নদ ও দক্ষিণ সীমা ধনশিরি নদী। নিম্নখণ্ড বা শ্রেষ্ঠ খণ্ডে মিঃ স্কট ও দ্বিতীয় বা নিম্ন খণ্ডে কর্ণেল রিচার্ডস্ কমিশনর হইলেন; কিন্তু স্কট সাহেবই প্রধান কর্তৃত্ব পাইলেন। গৌহাটী আসামের রাজধানী হইল।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে কর্ণেল রিচার্ডসের পর কর্ণেল কুপার কমিশনর হন। শ্রেষ্ঠ বিভাগে স্কট সাহেব একা কার্য্য চালাইতে না পারিয়া কাপ্তেন এডাম হোয়াইটকে সহকারীরূপে গ্রহণ করেন। স্কট হইতে আসামপ্রদেশের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে চিরাপুঞ্জীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর টি সি, রবার্টসন প্রধান কমিশনর হন।

উত্তর আসামে পুরন্দর সিংহ রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন ও বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা কর দিতে অঙ্গীকার করিলেন। রেবনাথ নামক একজন পলিটিকাল এজেণ্ট রহিলেন। ১৮৩২।৩৩ খৃষ্টাব্দে দরঙ্গ, কামরূপ ও নওগাঁ এই তিন জেলায় বিভক্ত হইল। কামরূপপ্রদেশে একজন স্বতন্ত্র কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাসহ একজন প্রধান সহকারী কমিশনর (Chief Assistant Commissioner) হইলেন। রবার্টসনের পর ১৮৩৪ অব্দে জেঙ্কিন্স সাহেব কমিশনর হন। ইনিই দিল্লী ও ভোটের সীমাভাগ ঠিক করেন। ১৮৩৪ অব্দে এই প্রদেশ বোর্ড অব রেবিনিউএর অধীন হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তী রাজ কোম্পানীর সহিত সন্ধি করিয়া অধীনতা স্বীকার করেন, কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে মাসিক ৫০০ টাকা বৃত্তি দিয়া জয়ন্তীপ্রদেশ কোম্পানীর খাস দখলে আনা হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে পুরন্দর সিংহ নির্দ্দিষ্ট কর দিতে না পারায় তাঁহাকে রাজচ্যুত করিয়া তৎপ্রদেশ শিবসাগর ও লক্ষীপুর এই দুই জেলায় বিভক্ত করা হয়। চন্দ্রকান্ত সিংহ গৌহাটীতে ৫০০ টাকার বৃত্তি পাইতেছিলেন, কিন্তু এই বৎসর তিনি পরলোক গমন করেন। পুরন্দর সিংহকেও যোড়হাটে রাখিয়া বৃত্তি দিবার কথা হয়, কিন্তু গর্ব্বিত পুরন্দর বৃত্তি গ্রহণ করিলেন না। এইরূপে চৈমাসরবংশের হস্ত হইতে আসামের ছত্র দণ্ড অপহৃত হয় ও প্রাচীন কামরূপরাজ্য প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজাধিকৃত হয়।

ইহার কতুদিন পরে ২৮ ৯ খৃষ্টাব্দে একজন কমিশনরের হস্তে শাসন ও বিচারভার থাকায় কার্য্যের সুশৃঙ্খলা না হওয়ায় একজন সহকারী নিযুক্ত হইলেন। এই সহকারী

511 III

নিযুক্ত হওয়ায় একটি পদ জুডিশিয়াল কমিশনর ও অপরটি ডেপুটী কমিশনর নামে কথিত হইল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইন্‌কমট্যাক্স প্রচলিত হওয়ায় ফুলগুড়ির লোকেরা ক্ষেপিয়া উঠে। আসিষ্টাণ্ট কমিশনর লেফটনাণ্ট সিঙ্গার গোলমাল থামাইতে গিয়া নিহত হন। শেষে অনেক কৌশলে গোলমাল থামিলে দোষীরা উচিতমত শাস্তি পায়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কমিশনর জেঙ্কিন্স পদ হইতে অবসর লইলে কাপ্তেন হপকিন্সন্ সেই পদে নিযুক্ত হইলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গৌহাটীতে জেঙ্কিন্সের মৃত্যু হয়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে খাসি ও জয়ন্তী পর্ব্বতে ভয়ানক বিদ্রোহ ঘটে। ১৮৬৩ অব্দে ভুটানযুদ্ধ বাধে। ইংরাজেরা জয়ী হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সিঞ্চোলা নামক স্থানে সন্ধি হইল। এই সন্ধি অনুসারে ভুটানের দক্ষিণে কয়েক স্থান ইংরাজের অধিকৃত হইল। গারো ও নাগাদিগের কয়েকজন সর্দার অধীনতা স্বীকার করে। ইহাদের মধ্যে সভ্যতা বিস্তার করিবার জন্য এই সকল প্রদেশ দুই জেলায় বিভক্ত হইল। ১৮৬৬ অব্দে গারো পর্ব্বতে তুরা ও নাগাপর্ব্বতে সামাগুটিং রাজধানী হইল। এই বৎসর কুচবিহার ও গোয়ালপাড়া আসামের কমিশনরের হস্ত হইতে স্বতন্ত্র হইল। ১৮৭১ অব্দে লেফটনাণ্ট গবর্ণর সার জর্জ ক্যাম্বেল এদেশ পরিদর্শন করিতে আসিয়া এদেশীয় বিচারালয়ে ও বিদ্যালয়ে আসামীভাষা ব্যবহার করিতে আদেশ প্রদান করিয়া যান।

১৮৭৪ অব্দে কর্ণেল হপকিন্সন অবসর লইলে আসাম দেশ বাঙ্গালার লেফটনাণ্ট গবর্ণরের হস্ত হইতে পৃথক্ হইয়া একজন প্রধান কমিশনরের হস্তে অর্পিত হইল। কর্ণেল কিটিং প্রথম চিফ কমিশনর হন। চিফ্ কমিশনর হইলে শিলং নগর রাজধানী হইল এবং গোয়ালপাড়া ও গারোপর্ব্বত আবার আসামের অন্তর্ভুক্ত হইল। তৎপরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট বঙ্গপ্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আসামের চিফ কমিশনরের অধীন হইল।

এই বৎসর আসিষ্টেণ্ট কমিশনর লেফটনাণ্ট হলকম্ব নাগাপর্ব্বত জরীপ করিতে আরম্ভ করেন। নীলগাঁয়ে উপস্থিত হইলে কয়েকজন নাগা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁহার শিবিরে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বধ করে। হলকম্ব প্রভৃতি [illegible] জন লোকের মধ্যে সেইদিন ৮০ জন লোক মারা পড়ে। ৫১ জন আহত হয়। কিয়দ্দিবস পরে সেই নাগারা উপযুক্ত শাস্তি পায়। কর্ণেল কিটিং এর পর সার ষ্টুয়ার্ট বেলী (বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট) এবং তাঁহার পর মিঃ এলিয়ট (১৮৯২ বাঙ্গালার বর্ত্তমান ছোট লাট) আসামের চিফ্ কমিশনর হন। সার এলিয়টের পরে ওয়ার্ড কিমপাট্রিক, কয়েটন্যাণ্ড এবং তৎপরে কুইন্টন্ সাহেব আসামের চিফ্ কমিশনর হন তিনি মণিপুরে নিহত হইলে ওয়ার্ড সাহেব চিফ্ কমিশনর হইলেন।

ইংরাজরাজত্বে আসামের কয়েকটী ঘটনা—

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে এদেশে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৩৭ অব্দে কুচবিহারের কমিশনর রবার্টসন শিক্ষাসংক্রান্ত কতকগুলি দেশীয় ব্যবহারসিদ্ধ নিয়ম বাঁধিয়া দেন। এই নিয়মাদি "আসাম কায়দাবলী" নামে খ্যাত। ১৮৩৮ অব্দে এদেশে একদল খৃষ্টান মিসনরি প্রবেশ করেন। ইঁহারা প্রথমে জয়পুর পরে শিবসাগরে শিক্ষা করেন ১৮৪৬ অব্দে তাঁহারাই আসামীভাষায় "অরুণোদয়" নামে এক খানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৫৩ অব্দে দাসত্বপ্রথা রহিত করিবার আইন প্রচলিত হয়। ঐ বৎসরই প্রসিদ্ধ আসাম 'চা' কোম্পানি গঠিত হয়। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে এদে- প্রথমে অহিফেনের চাষ হয়, শেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণ হইতে সাধারণের পক্ষে ইহার চাষ উঠাইয়া দেওয়া হয়।

কামরূপের লোকসম্প্রদায়।—এখানে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দশ শাখ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এদেশে বঙ্গালী কৌলীন্য প্রথা নাই। মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। [illegible] জোষা এদেশে বিশেষ সম্মানের পাত্র।

এখানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ নিজ হস্তে হলাকর্ষণ করে না। কায়স্থগণের মধ্যে ভূঞার ছয় ঘর বিশেষ বিখ্যাত।

কলিতা—কৃষিপ্রধান জাতি। ইহারা জাত্যংশে শূদ্র তবে কেবল জলব্যবহারে পতিত।

কেওট—ইহারা আদিম জাতি। ইহারাও কৃষক। কেহ কেহ কৈবর্ত্তের (মৎস্যজীবীর) অন্তর্গত। এতদ্ভিন্ন কোচ, মেচ, লালুং নট, নাপিত, পটুয়া, কুমার, শুঁড়ী, কোল- শাইল (শুঁড়ীদিগের) জোম প্রভৃতি কয়েকটি জাতি আছে।

ধর্ম্মপ্রভাব।—প্রথমে হিন্দুধর্ম্ম পরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। শঙ্করাচার্য্য যখন সমগ্র ভারতে বৌদ্ধপ্রভাব নষ্ট করেন তখন কামরূপেও তাঁহার সংস্কারের প্রভাব বিস্তৃত হয় দেবেশ্বর নামক শূদ্ররাজই ইহার মূল। বৌদ্ধধর্ম্ম অন্য প্রদেশে যত শীঘ্র দূর হইয়াছিল, এখানে তত শীঘ্র হয় নাই খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতেও এখানে তাহার প্রাবল্য ছিল। অদ্যাপি হাজোর হয়গ্রীবের মূর্ত্তি বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। যোগিনীতন্ত্রেও এখানকার বুদ্ধমূর্ত্তির কথা লিখিত আছে। তৎপরে শঙ্করদেব ও মাধবদেব নামে দুই ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন।

বারভূঁঞাগণের মধ্যে চণ্ডীবর শিরোমণির বংশে কুসুমবর শিরোমণি ভূঁঞার এক পুত্র জন্মে। ইহার নাম শঙ্কর ভূঁঞাশিরোমণি বা শ্রীশঙ্করদেব। ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নানা তীর্থাদি দর্শন করিয়া কন্দলী নামক এক ব্যক্তির নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। সংস্কৃত শিখিয়া ভাগবত হইতে "কীর্ত্তন ঘোষা" নামক পুস্তক অনুবাদ ও সঙ্কলন করেন। (কাহারও মতে ইনি মহাপ্রভু চৈতন্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।) শঙ্কর বৈষ্ণব হইয়া স্বদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইনি দেশীয় ভাষায় বৈষ্ণবধর্ম্মের নানাবিধ গ্রন্থ ও সঙ্গীত রচনা করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা ও তাহার শ্রীবৃদ্ধি করেন। ইহা হইতেই কামরূপে পৌরাণিক ইতিবৃত্তের অভিনয়াদি (যাত্রাদি) প্রচলিত হয়। বাড়ুকা নামক গ্রামের গোবিন্দগিরির পুত্র মাধব শঙ্করের শিষ্য হইয়া গুরুর বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের যথেষ্ট সাহায্য করেন।

আহোমরা ইঁহার উপদেশে বৈষ্ণব হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারে বিরক্ত হইয়া শঙ্করদেবের জামাতা হরিকে অতি সামান্য অপরাধে বধ করে এবং মাধবদেবকে বন্দী করে। শঙ্কর এই সূত্রে আহোম অধিকার পরিত্যাগ করিয়া পাটবাউসী নামক স্থানে বাস করেন ও মাধব কোন উপায়ে মুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। শাক্ত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কামরূপের রাজা নরনারায়ণের কাছে ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। দিন দিন দলে দলে লোক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিল। অবশেষে রাজার আজ্ঞা হওয়ায় কুচবিহারেও এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ১৪৯০ শাকে শঙ্করদেব স্বর্গলাভ করেন। ইনি কামরূপ অঞ্চলে আজিও চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

শঙ্করের পর মাধবদেব তাঁহার ধর্ম্মকে জাগাইয়া রাখেন। মাধবদেব "মহাপুরুষ গুরু" নামে বিখ্যাত। ইঁহার মতে পূজাদির আবশ্যক নাই একমাত্র হরিনামকীর্ত্তনেই সকল কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। এই জন্য সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য সত্র বা ধর্ম্মালয় আছে। এই সকল সত্রে অধিকারী ও মহন্তেরা বাস করেন। এই সকল সত্রের মধ্যে মাধবদেব প্রতিষ্ঠিত বড়পেটার সত্রই প্রধান। মহন্তেরা বাঙ্গালার গুরু নামধারী গোস্বামিগণের ন্যায় শিষ্যগণের প্রদত্ত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। শিষ্যেরা এইরূপে অর্থ না দিলে সমাজচ্যুত হয়। মাধবের পর কয়েক জন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহারা মাধবের ধর্ম্ম হইতে কিছু ভিন্ন ভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার করেন বলিয়া তাঁহাদের মতকে "বামুনিয়া" ও মাধবের মতকে "মহাপুরুষীয়া" ধর্ম্ম বলে। মহাপুরুষীয়ার মধ্যেও "ঠাকুরীয়া" নামে একশাখা আছে। মাধবাদি শঙ্কর শিষ্যগণ অনেকানেক গ্রন্থ ও সঙ্গীতাদি রচনা করেন। বৈষ্ণবেরা পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি তত আস্থাবান নয়। বৈষ্ণব ব্যতীত এখানে তান্ত্রিকমতও প্রচলিত আছে। অতীন্দ্রিয়া বা পূর্ণসেবা নামে আজকাল একটি মত গোপনে এদেশে চলিতেছে। এই সম্প্রদায়ীরা জাতিভেদ মানে না। ইহারা সকল জাতীয় লোক একত্র মদ্যমাংসাদি পানাহার করে। এই সম্প্রদায়ের উপাসনায় ভক্তিমাতা নামে একটি স্ত্রীর প্রয়োজন হয়। এই স্ত্রী সকলের পূজ্য। পূর্ণসেবাচারীরা বলে, তাহাদের এই ধর্ম্ম শঙ্করদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের গুপ্তমত। ইহা তান্ত্রিক বামাচারী ও বৈষ্ণব মতের মিশ্রণে উৎপন্ন।

এখানকার মুসলমানেরা সুন্নি মতাবলম্বী। গ্রাম্য মুসলমানেরা বিষহরি প্রভৃতি হিন্দুদেবতার পূজা করে। হাজো নামক স্থানে "পোয়া মক্কা" নামে একটি মুসলমানদিগের তীর্থস্থান আছে। বৌদ্ধাচারী লোক আর এখন নাই।

আজকাল নানাধর্ম্মের লোক এদেশে আছে।

সামাজিক প্রথা।—ব্রাহ্মণাদির মধ্যে কন্যার কুমারী কালে বরকে আহ্বান করিয়া বিবাহ দিবার নিয়ম আছে। অন্য জাতির মধ্যে নাই। শূদ্রাদি জাতিতে রজঃস্বলা হইবার পর কন্যার বিবাহ হয়। ব্রাহ্মণাদির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই অন্য জাতিতে আছে। গান্ধর্ব্ববিবাহের ন্যায় এক প্রকার বিবাহ এখানে শূদ্রাদির মধ্যে প্রচলিত আছে। কোন প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা বা কন্যা পিতামাতার বা অভিভাবকের সম্মতি লইয়া স্বীয় স্বজাতির কোন লোকের সহিত আহারাদি ও সহবাস করিতে পারে। এই গর্ভের সন্তানাদি বিবাহিতার গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় পিতামাতার ধনাদির দাবী ও সমাজগণ্য হয়। কোন কোন স্থলে এরূপ দম্পতীকে সধবারা ধান্যদূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করে—ইহাকে "আগ চাউল দিয়া" বলে। এক প্রকার স্বয়ম্বরপ্রথাও এইদেশে প্রচলিত আছে। কোন পুরুষ বা স্ত্রী ইচ্ছানুসারে কোন স্ত্রী বা পুরুষের গৃহে স্বামীস্ত্রীরূপে বাস করে। এই সকল ব্যবহারে ইহাদের সমাজে কোন দোষ হয় না। হিন্দুধর্ম্ম মতে যাহাদের বিবাহ হয় তাহাদের মধ্যে স্বামিত্যাগ করিয়া পত্যন্তরগ্রহণ করিবার প্রথা নাই, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অন্য সকল প্রথানুসারে তাহা আছে। ইহাদের মতে শরীরশুদ্ধ করিবার জন্যই বিবাহ আবশ্যক, এজন্য বিবাহসম্বন্ধে ইহাদের তাদৃশ নিয়ম নাই। কোন

কোন স্থলে বিধবার অস্থি-শুদ্ধির জন্ত কোন পুস্তক, শিলা-খণ্ড বা কদলীবৃক্ষের সহিত বিবাহ হয়। কোথাও অপর এক পুরুষের সহিত এইরূপ অস্থিশুদ্ধির বিবাহ হয়, শেষে তাহাকে কিছু দক্ষিণাদি দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হয় এবং স্ত্রী পুরুষান্তর গ্রহণ করে, ইহাকে 'এক্কা বিয়া' বলে।

ইহাদের মধ্যে আগন্তুককে আসন দান করিবার নিয়ম নাই। সকলেই ভ্রমণ করিবার সময়ে নিজ নিজ আসন, তাম্বুল রক্ষণপাত্র ও ঘটী সঙ্গে লইয়া যায়।

ইহারা যথাভুসারে পশুপক্ষী ও মৎস্ত আহার করে। অপরের এমন কি জাতির অন্নও গ্রহণ করে না। কোন কোন স্থলে গ্রামে এক একটী স্ত্রীলোক থাকে, তাহার হস্তের রন্ধন সকলেই খায়। উৎসবাদিতে তাহাকেই রাঁধিতে হয়। অন্ত স্থলে বোকা চাউল ও কোমল চাউল নামে দুই প্রকার চাউল জলে ভিজাইয়া দধি, গুড়, কদলী প্রভৃতি মাখিয়া সাধারণতঃ ইহারা নিমন্ত্রণাদিতে আহার করে। ইহারা বড় পান খায়।

চৈত্র, আশ্বিন ও পৌষের সংক্রান্তি ইহাদের মধ্যে প্রধান উৎসবের দিন। এই তিন পর্ব্বের নাম বিহু। এই পর্ব্বে ইহারা পিতাকে প্রণাম ও আত্মীয় কুটুম্বাদির সহিত সাক্ষাৎ করে ও মহাড়ম্বরে পানভোজনাদি হয়। চৈত্রের বিহুতে সাতদিন কোন প্রকাশ্য স্থলে স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া নৃত্যগীত করে। এই নৃত্যগীতে অশ্রাব্য অবাচ্য অশ্লীল গীত ও অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শিত হয়। দুর্গোৎসব, দোলী, জন্মাষ্টমী ও শঙ্করমাধবের মৃত্যুর তিথি সাধারণ পর্ব্ব বলিয়া গণ্য।

বেহুলা ও লখীন্দর।—কামরূপ জেলার দক্ষিণপ্রান্তে কোন স্থানে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ আছে। প্রবাদ আছে, এই গৃহ চাঁদ সওদাগরের নির্ম্মিত লখীন্দরের "লোহার বাসরঘর"। বেহুলার কৌশলে ও নেতা ধোপানীর কৃপায় কিরূপে লখীন্দর পুনর্জ্জীবিত হন, সে গল্প অনেকেই জানে। ধুবড়ীর নিকট "নেতাধোপানীর ঘাট" নামে একটি ঘাট অদ্যাপিও আছে। আজকাল তাহার ভগ্নাবস্থা। চাঁদ সওদাগর একজন বিখ্যাত বণিক্ ছিলেন।

তেজপুরের নিকট আরও কয়েকটী প্রস্তরগৃহের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রবাদ—এইগুলি বাণরাজের কন্যা ঊষার প্রাসাদ। নওগাঁয় চাপানলা পর্য্যন্ত কতকগুলি প্রস্তরপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে—প্রবাদ যে এগুলি মহাভারতোক্ত হংসধ্বজের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। ডিমাপুরে ঐরূপ ভগ্নাবশেষগুলি মহাভারতোক্ত হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ বলিয়া খ্যাত। গোয়ালপাড়ায় হাবড়াঘাট পরগণার "শ্রীসূর্য্যপাহাড়" নামে এক পর্ব্বত আছে, এখানে একটি গোলাকার বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর খোদিত নাগের মত কতকগুলি লেখা আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এককালে এখানে একটি মানমন্দির ছিল।

এক সময়ে এই কামরূপ বা কামরূপদেশ ইন্দ্রজালবিদ্যার জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার অনেক স্ত্রীলোকেই ইন্দ্রজাল শিক্ষা করিত। কিন্তু এখন ইংরাজী সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কামরূপের সেই প্রাচীন বিদ্যা বিলুপ্ত।

[প্রাচীন কামরূপ বা বর্ত্তমান আসামরাজ্যের অন্তান্ত জাতব্য বিবরণ সম্বন্ধে Hunter's Statistical Account of Assam, 2 Vols; Dalton's Ethnology of Bengal; M'cosh's Topography of Assam, Robinson's Assam, M Martin's Eastern India, Vol III, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol XLI, XLII, প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য।]

কামরূপধর (ত্রি) কামং যথেচ্ছং রূপং ধরতি ধারয়তি বা কামরূপ-ধৃ অচ্। ইচ্ছানুসারে বিবিধরূপধারক।

কামরূপপত্ত (পুং) 'শারদাতিলক' নামক তন্ত্রের টীকাকার।

কামরূপিণী (স্ত্রী) কামং যথেচ্ছং রূপং অস্ত্যস্যাঃ, কামরূপ-ইনি ঙীপ্। ১ অশ্বগন্ধা গাছ। ২ সুন্দরী স্ত্রী। ৩ কামং যথেচ্ছং রূপং ধারয়িতুং অস্ত্যস্যাঃ। যে স্ত্রী ইচ্ছামত বিবিধ রূপ ধারণ করিতে পারে।

কামরূপিন্ [ন্] (পুং) কামং কমনীয়ং রূপং অস্ত্যস্য, কামরূপ-ইনি। ১ বিদ্যাধর। ২ জাহক জন্তু। ৩ (ত্রি) কামং যথেচ্ছং রূপং ধারয়িতুং অস্ত্যস্য। ইচ্ছানুসারে বিবিধরূপধারী। ("সর্ব্বাশ্চ বিচেরুর্ব্যাং হরিভিঃ কামরূপিভিঃ।" রামায়ণ।)

কামরেখা (স্ত্রী) কামানাং কামব্যাপারাণাং রেখা চিহ্নং লক্ষণং যা যত্র, বহুব্রী। বেশ্যা।

কামল (পুং) কম ণিচ্-কলচ্। ১ রোগবিশেষ, কামলা। ২ বসন্তকাল। ৩ মরুভূমি। ৪ (ত্রি) কামুক।
("কামলো রোগভেদে না বাসন্তমরুদেশয়োঃ।
কামুকে বাচ্যলিঙ্গোহপি।" মেদিনী।)

কামলকীরক (ত্রি) কমলকীরকস্য ইদম্, কমলকীরক অণ্ (প্রস্থোত্তরপদপলদ্যাদিককোপধাদণ্। পা ৪।২।১১০।) কমলকীরক নামক কীটসম্বন্ধীয়।

কামলতা (স্ত্রী) কামস্য লতা ইব উপমি। ১ উপস্থ, শিশ্ন। ২ লতাবিশেষ (Ipomœa Quamoclit)

কামলা (স্ত্রী) কামল টাপ্। রোগবিশেষ (A form of Jaundice) পাণ্ডুরোগ অচিকিৎসিত হইলে অথবা পাণ্ডুরোগ সত্ত্বে পিত্তকর দ্রব্য আহারাদি করিলে, বিকৃত পিত্ত সেই রোগীর

রক্ত মাংস দূষিত করিয়া কামলারোগ উৎপাদন করে। প্রথম হইতেও কামলারোগ হইয়া থাকে। এই রোগে চক্ষু, ত্বক্, নখ ও মুখদেশ হরিদ্রাবর্ণ; মলমূত্র রক্ত বা পীতবর্ণ; সর্বশরীর সোণাব্যাঙের মত বর্ণবিশিষ্ট; ইন্দ্রিয় সকল শক্তিহীন এবং দাহ, অজীর্ণ, দুর্বলতা, অবসন্নতা ও অরুচি হইয়া থাকে। এই রোগ দ্বিবিধ, কোষ্ঠাশ্রয়ী ও শাখাশ্রয়ী। আমাশয়াদি আভ্যন্তরিক কোষ্ঠসমূহে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কোষ্ঠকামলা বা কুম্ভকামলা কহে এবং হস্তপদাদিস্থানে কামলা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে শাখাশ্রিত কামলা বলে। কুম্ভকামলা অধিকদিন অবস্থিত হইলেই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। এই কুম্ভকামলা রোগ থাকিতে বমন, অরুচি, উৎক্লেশ, জ্বর, ক্লান্তি, শ্বাস, কাস ও মলভেদ উপস্থিত হইলে, সে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। উভয়বিধ কামলাতেই যদি মলমূত্র কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ, অথবা মল, মূত্র ও বমন রক্তযুক্ত, শরীর শোথবিশিষ্ট, অবসন্ন এবং দাহ, অরুচি পিপাসা, আনাহ, তন্দ্রা, মোহ ও বুদ্ধিনাশ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে রোগীও অল্পদিন মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহার চিকিৎসা এইরূপ—ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা বা নিমের কাথ মধুর সহিত পান করিবে।

দ্রোণপুষ্পগাছের পাতার রস চক্ষে অঞ্জন দিবে।

গুলঞ্চের পাতা বাটিয়া তক্রের সহিত ভক্ষণ করিবে।

আমলকী, লৌহচূর্ণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রাচূর্ণ, ঘৃত এবং চিনির সহিত সেবন করিবে।

কুম্ভকামলাতেও এই সকল ঔষধ উপযোগী, বিশেষতঃ এই রোগে এই সকল ঔষধ উপকারী।—গোমূত্রের সহিত শিলাজতু সেবন করিবে।

বহেড়াকাষ্ঠ দ্বারা মণ্ডুর দগ্ধ করিয়া, তাহা গোমূত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে; এইরূপ আটবার পোড়াইয়া ও গোমূত্রে নিক্ষেপ করিয়া ইহার চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে। (ভাবপ্রকাশ।)

গরুড়পুরাণোক্ত এই রোগের ঔষধ।—মরিচ ও তিলফুল একত্র পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে কামলা নিবারিত হয়। দুগ্ধের সহিত অপামার্গমূল ও গোক্ষুরমূল পান করিলে কামলাদি রোগ নষ্ট হয়। ইহা দ্বারা মূত্ররোগও নিবারক হইয়া থাকে।

কামলায়ন (পুং) কমলস্য অপত্যং পুমান্ কমল-নড়্-ফক্। কমলপুত্র উপকোসল নামক মুনিবিশেষ। (ছান্দোগ্য উপ° ৪।১০।১)

কামলাক্ষী (স্ত্রী) কামং যথেষ্টং লাতি আকর্ষতি, কাম লা-ক, কামলে অক্ষিণী যস্যাঃ, কামলাক্ষি-ষচ্ ঙীষ্। আকর্ষণকারক দেবীমূর্তিবিশেষ।

("অনামারক্তমিশ্রেণ কামলাক্ষীমহং জপেৎ।" তন্ত্রসা°।)

কামলিকা (স্ত্রী) মদ্যপান।

কামলী [ন্] (ত্রি) কামলো রোগবিশেষো হস্যাস্তি, কামল-ইনি। কামলারোগপীড়িত। (পুং) কমলেন বৈশম্পায়নস্য অন্তেবাসিবিশেষেণ প্রোক্তং অধীয়তে কমল-ণিনি (কলাপিবৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ। পা ৪।৩।১০৪।) বৈশম্পায়নশিষ্য প্রণীত শাস্ত্রাধ্যায়ী।

কামলেখা (স্ত্রী) কামানাং কামব্যাপারাণাং লেখা চিহ্নং লক্ষণং যত্র, বহুব্রী। বেশ্যা।

কামলোল (ত্রি) কামেন কন্দর্পপীড়য়া লোলঃ চঞ্চলঃ ৩তৎ। কামপীড়ায় আকুল।

কামবতী (স্ত্রী) কামঃ কমনীয়তা অস্ত্যস্যা কাম মতুপ্ মস্য বঃ ঙীপ্। ১ দারুহরিদ্রা। (কামঃ কন্দর্পভাবঃ অস্ত্যস্যাঃ) মৈথুনের অভিলাষযুক্তা।

("ত্যাগঃ কামবতীনাং হি স্ত্রীণাং সদ্ভির্বিগর্হিতঃ।"
ভারত আদি ১৭৫।)

কামবর (ত্রি) কামাদপি সৌন্দর্যেণ বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। অতিসুন্দর অতিরূপবান্।

কামবল্লভ (পুং) কামঃ কমনীয়ঃ, অতএব বল্লভঃ প্রিয়ঃ কর্মধা। যদ্বা কামস্য কন্দর্পস্য বল্লভঃ, ৬তৎ। ১ আম্র। আম্রের মুকুল কন্দর্পের বিশেষ প্রিয়বস্তু, এজন্য কন্দর্পপূজায় সমস্ত আম্রমুকুলের বিশেষ প্রয়োজন। ২ বসন্ত।

কামবল্লভা (স্ত্রী) কামস্য কন্দর্পস্য বল্লভা প্রিয়া। ১ রতি। ২ জ্যোৎস্না।

কামবশ (ত্রি) কামস্য বশঃ বশীভূতঃ, ৬তৎ। কামরিপুর বশীভূত।

কামবশ্য (ত্রি) কামস্য বশঃ বশতামাপন্ন কাম-বশ-যৎ। কন্দর্পপীড়ায় বশীভূত।

কামবাণ (পুং) কামস্য কন্দর্পস্য বাণঃ শরঃ, ৬তৎ। কন্দর্পের বাণ. ইহা ফুলময়, এবং সংখ্যায় পাঁচটি।

"অরবিন্দমশোকঞ্চ শিরীষং চূতমুৎপলম্।
পঞ্চৈতানি প্রকীর্তিতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ॥"

পদ্ম, অশোক, শিরীষ, আম্র ও উৎপল, এই পাঁচটি ফুল কন্দর্পের পঞ্চবাণ।

কন্দর্পবাণের পাঁচপ্রকার কার্যানুসারে অন্য পাঁচটি নাম আছে,—

"সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন এই পাঁচটি কামবাণের নাম।

কামবান্ [ৎ] (পুং) কামঃ অস্ত্যস্তি, কাম-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ অভিলাষযুক্ত। ২ মৈথুনেচ্ছাযুক্ত।

কামবাদ (পুং) কামং যথেচ্ছং বাদঃ। যথেচ্ছপ্রবাদ; লোকসমূহ আপন আপন ইচ্ছানুসারে অকারণ যে সকল কথা উত্থাপন করে।

কামবাসী [ন্] (ত্রি) কামং যথেচ্ছং বসতি, কাম-বস্-ণিনি। ইচ্ছামত নানাস্থানে যে অস্থির ভাবে বাস করে।

কামবিদ্ধ (ত্রি) কামবাণেন বিদ্ধঃ, ৩তৎ। কন্দর্পবাণবিদ্ধ, মৈথুনেচ্ছায় আকুল।

কামবিহন্তা [তৃ] (পুং) কামস্য কন্দর্পস্য বিশেষেণ হন্তা নাশয়িতা, কাম-বি-হন্-তৃচ্। ১ মহাদেব। ২ (ত্রি) কামরিপু-জয়কারী।

কামবীর্য্য (ত্রি) কামং পর্য্যাপ্তং বীর্য্যং যস্য, বহুব্রী°। ১ অপরিমিতবীর্য্যশালী। ২ (ক্লী) কামস্য বীর্য্যম্ ৬তৎ। কন্দর্পের শক্তি।

কামবৃক্ষ (পুং) কামং যথেচ্ছং (বীজাদ্যনপেক্ষয়েব) জাতো বৃক্ষঃ, মধ্যলো°। বন্দাক, পরগাছা।

কামবৃত্ত (ত্রি) কামং যথেচ্ছং নিরঙ্কুশং বৃত্তমস্য, বহুব্রী°। যথেচ্ছাচারী।

("ইন্দ্রিয়ৈঃ কামবৃত্তৈশ্চ হ্রিয়তে প্রাকৃতো যথা।"
রামায়ণ ৪।১৯।২৭।)

কামবৃত্তি (স্ত্রী) কামেন স্বেচ্ছয়া বৃত্তিঃ, ৩তৎ। ১ স্বেচ্ছাচার। ২ (৬তৎ) কামরিপুর কার্য্য। ৩ (ত্রি) কামতো-বৃত্তির্যস্য বহুব্রী°। যথেচ্ছাচারযুক্ত।

কামবৃদ্ধি (পুং) কামস্য বৃদ্ধির্যস্মাৎ, বহুব্রী। ১ ক্ষুপবিশেষ। কর্ণাটদেশে ইহাকে কামজ কহে।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—স্মরবৃদ্ধিসংজ্ঞ, মনোজবৃদ্ধি, স্মরায়ুঃ, কন্দর্পজীব, জিতেন্দ্রিয়াহ্ব, কামৈকজীব ও জীবসংজ্ঞ। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার বীজের গুণ—মধুররস; বল, রুচি, কামশক্তি ও ইন্দ্রিয়ের বলবৃদ্ধিকারক। ২ (৬তৎ) কামরিপুর বৃদ্ধি।

কামবৃন্তা (স্ত্রী) কামং কমনীয়ং বৃন্তং যস্যাঃ, বহুব্রী। পারুল গাছ।

কামশক্তি (স্ত্রী) কামস্য শক্তির্নায়িকাভেদঃ, ৬তৎ। কামদেবের পত্নীবিশেষ। রাঘবভট্ট এই কামশক্তির পঞ্চাশ প্রকার বিভাগ করিয়াছেন। যথা—১ রতি, ২ প্রীতি, ৩ কামিনী, ৪ মোহিনী, ৫ কমলপ্রিয়া, ৬ বিলাসিনী, ৭ কল্পলতা, ৮ শ্যামলা, ৯ শুচিস্মিতা, ১০ বিস্মিতাক্ষী, ১১ বিশালাক্ষী, ১২ লেলিহানা, ১৩ দিগম্বরা, ১৪ বামা, ১৫ কুব্জা, ১৬ বরা, ১৭ সিতা, ১৮ কল্যাণী, ১৯ মোহিনী, ২০ সুলোচনা, ২১ সুলাবণ্যা, ২২ বিমর্দিনী, ২৩ কলহপ্রিয়া, ২৪ একাক্ষী, ২৫ সুমুখী, ২৬ নলিনী, ২৭ জটিলা, ২৮ পালিনী, ২৯ শিবা, ৩০ মুদ্রা, ৩১ রমা, ৩২ রমা, ৩৩ চারুলোলা, ৩৪ চঞ্চলা, ৩৫ দীর্ঘজিহ্বা, ৩৬ রতিপ্রিয়া, ৩৭ লোলাক্ষী, ৩৮ কুজিনী, ৩৯ পাটলা, ৪০ মালিনী, ৪১ মালা, ৪২ হংসিনী, ৪৩ বিশ্বতোমুখী, ৪৪ নন্দিনী, ৪৫ রঞ্জিনী, ৪৬ কান্তি, ৪৭ কলকণ্ঠী, ৪৮ বৃকোদরা, ৪৯ মেঘশ্যামা, ৫০ মদোন্মত্তা।

ধ্যানমন্ত্রে কামশক্তি এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

"শক্তয়ঃ কুঙ্কুমনিভাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ।
নীলোৎপলকরা ধ্যেয়া ত্রিলোক্যাকর্ষণক্ষমাঃ॥"

কুঙ্কুমের ন্যায় বর্ণশালিনী, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারযুক্তা, হস্তে নীলোৎপলধারিণী এবং ত্রিলোক আকর্ষণে শক্তিসম্পন্না।

কামশর (পুং) ১ কন্দর্পবাণ। কামস্য কন্দর্পস্য শর ইব, কামোদ্দীপকত্বাৎ। ২ আম।

কামশাস্ত্র (ক্লী) কামস্য অর্থাদেঃ প্রতিপাদকং শাস্ত্রং মধ্যলো°। ১ অভীষ্ট সম্পাদক শাস্ত্র।

("অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা॥"
মহাভারত আদি ১।৪।

২ রতিশাস্ত্র। [রতিশাস্ত্র দেখ।]

কামসখ (পুং) কামস্য সখা, কাম-সখি-টচ্ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১।) ১ বসন্তকাল। ২ আমগাছ।

কামসুত (পুং) কামস্য সুতঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। কন্দর্পপুত্র, অনিরুদ্ধ।

কামসূ (ত্রি) কামং অভীষ্টং সূতে, কাম-সূ-ক্বিপ্। ১ অভীষ্ট-প্রদ। ২ (পুং) শ্রীকৃষ্ণ। ৩ (স্ত্রী) কামং প্রদ্যুম্নং সূতে। রুক্মিণী।

কামসূত্র (ক্লী) কামস্য তদ্ব্যাপারস্য প্রতিপাদকং সূত্রম্, মধ্যলো°। বাৎস্যায়নপ্রণীত কামব্যাপার-বোধক শাস্ত্রবিশেষ।

কামসেন (পুং) কামবতীর রাজবিশেষ। [কামকলা দেখ।]

কামস্তুতি (স্ত্রী) কামস্য স্তুতিঃ, ৬তৎ। প্রাতঃস্মরণকালে বা কামদেবের স্তবরূপ মন্ত্রবিশেষ, এই মন্ত্র প্রতিরাত্রি-কালে পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—"কোহদাৎ? কস্মা অদাৎ? কামোহদাৎ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতি

প্রীতা কামৈভবে।" (শুক্ল যজুঃ ৭।৪৮।) স্মৃতিশাস্ত্রেও প্রতিগ্রহ দোষশান্তির জন্য এই মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা আছে।

"প্রতিগ্রহজদোষস্য শান্ত্যৈ কামস্তুতিং পঠেৎ।" (স্মৃতি।)

কামহা [ন্] (পুং) কামং কন্দর্পং হতবান্, কাম-হন্ ক্বিপ্। ১ মহাদেব। ২ বিষ্ণু।

("কামহা কামকৃৎ কামী।" বিষ্ণুসহস্রনাম।)

কামহেতুক (ত্রি) কামঃ হেতুর্যস্য, কামহেতু-কন্। ১ কাম-বিপুজাত। ২ অভিলাষজাত।

কামহোগলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

কামাই (পারস্য) ১ নিয়মিত কার্য্যে বাদ দেওয়া। ২ অনুপস্থিতি। ৩ উপার্জ্জন, রোজগার।

কামাক্ষ (পুং) কুর্মবিভাগক চম্পকমুনিকুলজাত শূদ্রক-রাজপুত্র, তৎপুত্র পারিজাত। (সহ্যাদ্রিখণ্ড ১।৩১।৪৫)

কামাক্ষী (স্ত্রী) কামং রমণীয়ং অক্ষি যস্যাঃ, কাম-অক্ষি-ষচ্-ঙীষ্। ১ দেবীমূর্ত্তিবিশেষ। ২ তন্ত্রোক্ত পীঠবিশেষ।

কামাখ্যা (স্ত্রী) কামদত্তে ভক্তানাং কামং পূরয়তীতি কামা আখ্যা যস্যাঃ। ১ দেবীবিশেষ।

কালিকাপুরাণে ইহার এই নামসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—"ভগবানুবাচ—

কামার্থমাগতা যস্মান্ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে রহোগতা॥
কামদা কামিনী কাম্যা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে॥"

ভগবান্ বলিতেছেন, এই মহাদেবী অভিলাষ পূরণের জন্য আমার সহিত নীলকূটে আগমন করায়, 'কামাখ্যা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কামদা, কামিনী, কাম্যা, কান্তা, কামাঙ্গদায়িনী ও কামাঙ্গনাশিনী হওয়ায়, 'কামাখ্যা' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

২ পীঠস্থান বিশেষ, কামাখ্যাদেবীই এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কালিকাপুরাণে এই পীঠস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করার পর মহাদেব তাঁহার সেই মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই দেহ হইতে স্থানে স্থানে অবয়বাংশের পতিত হওয়ায়, সেই সকল স্থানে এক একটি পবিত্র পীঠ হইতে লাগিল। পরিশেষে কুব্জিকা নামক পীঠস্থানে দেবীর যোনিমণ্ডল পতিত হইল; এই সময়ে মহামায়া যোগনিদ্রাও মহাদেবে লীন হইয়া যাওয়ায়, তিনি আশু উক্ত পর্ব্বত রূপ ধারণ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা পর্ব্বতরূপে তাঁহাকে ধারণ করিলেন এবং বিষ্ণুও পর্ব্বতরূপে পৃথিবী আক্রমণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বতত্রয় শত শত যোজন উন্নত, কিন্তু দেবীর আক্রমণে তাঁহারা অধোগত হইয়া ক্রোশপরিমিত উচ্চ রহিলেন। ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বদিকের পর্ব্বত একশৈল, তাঁহার নাম 'শ্বেত'; সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ পশ্চিমদিকের পর্ব্বত বারাহনামক বিষ্ণুশৈল এবং উভয়ের মধ্য দেশস্থিত ত্রিকোণ উদূখলাকৃতি শৈলের নাম নীল, ইনিই মহাদেবের রূপান্তর। ইহা ব্যতীত ঈশানদিকের দীপ্তিশালী স্তম্ভরূপী কূটের নাম 'মণিকর্ণ'। বায়ুকোণস্থিত পর্ব্বতের নাম 'মণিপর্ব্বত', এই পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়স্থান। নৈর্ঋতকোণস্থ পর্ব্বতের নাম 'গন্ধমাদন'; ইহা মহাদেবের প্রিয়স্থান। ব্রহ্মশিলার পূর্ব্বভাগস্থিত পর্ব্বতও মহাদেবের রূপান্তর এবং ইহার নাম 'ভস্মাচল'।

এইরূপে পবিত্র নীলকূট পর্ব্বতস্থ কুব্জিকাপীঠে দেবী মহেশ্বরী মহাদেবের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই যোনিমণ্ডল পতিত হইয়াই প্রস্তর হইয়াছিল, তাহাই কামাখ্যা দেবী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মনুষ্যগণ এই শিলা স্পর্শ করিলে দেবত্ব এবং দেবগণ ইহার স্পর্শে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই স্থানের মাহাত্ম্য অতি অদ্ভুত, ইহাতে লৌহ প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা ভস্ম হইয়া যায়।

এই যোনিমণ্ডলের পরিমাণ দীর্ঘে ২১ অঙ্গুলি এবং প্রস্থে এক বিতস্তি (½ হাত) এবং উহা সিন্দূর ও কুঙ্কুমাদি লেপিত। দেবী মহামায়া এই স্থানে প্রত্যহ পঞ্চ কামিনী মূর্ত্তিতে অবস্থান করেন, সেই পঞ্চমূর্ত্তির নাম—কামাখ্যা, ত্রিপুরা, কামেশ্বরী, সারদা ও মহোৎসাহা। দেবীর চতুর্দ্দিকে অষ্টযোগিনী অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগের নাম—গুপ্তকামা, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, কোটীশ্বরী, বনস্থা, পাদদুর্গা, দীর্ঘেশ্বরী ও প্রকটা। অপরাপর তীর্থসমূহও এখানে জলরূপে অবস্থিত আছে, বিষ্ণু ইহার তীরে কমল নামে অবস্থান করেন। দেবীর অঙ্কে লক্ষ্মী ললিতা নামে এবং সরস্বতী মাতঙ্গী নামে অবস্থিত আছেন। দেবীর প্রিয়পুত্র গণদেব পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে দ্বারদেশে সিদ্ধ নামে বাস করিতেছেন। কল্পবৃক্ষ ও কল্পলতা, তিন্তিড়ী ও অপরাজিতারূপে এই স্থানে অবস্থিত। বরাহমূর্ত্তিধর হরি পাণ্ডুনাথনামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন; তিনি যেখানে মধু ও কৈটভাসুর বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে ব্রহ্মা ব্রহ্মকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট গঙ্গা ও বারাণসী ক্ষেত্র যোনিমণ্ডল তুল্য কুণ্ডরূপে অবস্থিত আছে। ইহারই নিকটে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ মহাদেবের

সন্নিহিত অমৃতপূর্ণ অমৃতকুণ্ড স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার নিকট কামেশ্বর নামক মহাপুণ্যতীর্থ কামকুণ্ড। সিদ্ধকুণ্ড ও কামকুণ্ডের মধ্যভাগে কেদারনামক ক্ষেত্র, ইহা দৈর্ঘ্যে ১০ ব্যাম, ইহার অপর নাম হারাহর। ভস্মকুণ্ডের মধ্যদেশে কামেশ্বরপর্ব্বতে সংলগ্ন শৈলপুত্রীর নাম 'কামাখ্যা'। কামেশ্বর ও কামাখ্যার মধ্যস্থলে কাল-রাত্রি। পীঠস্থানে হীরেশ্বরী, গ্রীবাভাগে প্রচণ্ডিকা, এবং কামাখ্যা প্রস্তরের প্রান্তদেশে কুষ্মাণ্ডী নামক যোগিনী অব-স্থান করে। দক্ষিণপীঠে কামেশ্বরের অঘোরনামক শিবকে পরমার্থিগণ ভৈরব নামে অভিহিত করেন। এই ভৈরবের নিকটে চামুণ্ডাভৈরবীর অবস্থান। কামেশ্বর ও ভৈরবের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গুহাগপা দেবী। সদ্যোজাত নামক শিবরূপে আম্রাতকেশ্বর। এই স্থানে যোগরূপিণী দুর্গাধারী মাধিকা এবং এই স্থানে অশোক পত্রবিশিষ্ট লতাবেষ্টিত যে আম্রাতক বৃক্ষ আছে, তাহাই কল্পলতা-বেষ্টিত কল্পবৃক্ষ। এই আম্রাতক বৃক্ষের নিকট স্বয়ং গঙ্গা সিদ্ধগঙ্গা নামে অবস্থিত আছেন। ইহার সমীপে আম্রাতকক্ষেত্রনামে পুষ্করক্ষেত্র। ঈশানদিকে তৎপুরুষ নামক শিবের উপরিভাগে ভুবনেশ্বর-দেবের পীঠ। ইহার নিকটে কামধেনু নামে সুরভির শিলা মূর্ত্তি আছে। মধ্যদেশে কোটিলিঙ্গ নামক মহাভৈরবমূর্ত্তি, ইহা পাঁচ মূর্ত্তি দ্বারা পাঁচভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মপর্ব্বতের উচ্চদেশে ভুবনেশ্বরী নামে মহাগৌরীর শিলামূর্ত্তি আছে। যেখানে ব্রহ্মা পর্ব্বতরূপে পর্ব্বতরূপী মহাদেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেইখানে অপরাজিতা নামক কল্পলতা অবস্থিত। কামধেনুর নিকটে অগ্নিকোণে যোনিরূপা কামাখ্যার পীঠ। এই স্থানে বিন্ধ্যবাসিনী নামে চণ্ডঘণ্টা, বনবাসিনী নামে [illegible], এবং কাত্যায়নী নামে পাদদুর্গাযোগিনীর অবস্থান। এই সকল যোগিনীগণ নীলশৈলের নৈর্ঋতদিকে অবস্থিত। পশ্চিমদ্বারে হনুমানপীঠে পাষাণরূপী নন্দীর অবস্থান।" (কালিকা পুরাণ ৬১ অঃ।)

দেবীগীতাতেও এই স্থান সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উক্ত আছে। বিশেষতঃ তাহাতে লিখিত আছে—

"দেবী কামাখ্যা প্রতিমাসে এই স্থানে রজস্বলা হইয়া থাকেন।" [যোগিনীতন্ত্র ২।৬ষ্ঠ পটল ও কামরূপ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

কামাখ্যায় কুমারীপূজা ভগবতীপূজার একটি অঙ্গ-বিশেষ। কামাখ্যায় অনেক ব্রাহ্মণ কুমারীর পূজাগ্রহণ একটি ব্যবসায় স্বরূপ। পূজা হউক বা নাই হউক, কামাখ্যাদর্শনের জন্য যাত্রী গমন করিলেই কুমারীরা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিবে এবং দক্ষিণা চাহিবে। ন্যূনাধিক ৩০০ কুমারী সর্ব্বদা কামাখ্যায় থাকে। অনেক সময় কুমারীরা যাত্রীদিগকে দক্ষিণা নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে।

কামাখ্যার ভিতর ন্যূনাধিক ৫২টী তীর্থস্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকগুলি দুর্গম অরণ্যে সমাবৃত। এই সমস্ত তীর্থের মধ্যে ভগবতী ভুবনেশ্বরীর এবং দশমহাবিদ্যার পীঠস্থানই সমধিক প্রসিদ্ধ।

কামাখ্যার পূজাদি নির্ব্বাহের জন্য আহমরাজারা অনেক পাইক (ভৃত্য) এবং নিষ্কর জমী দান করিয়াছেন। অদ্যাপি পাইকেরা কার্য্যবিশেষে ভগবতী-সেবায় খাটিয়া থাকে এবং নিষ্কর জমী ইংরাজ গবর্ণমেন্ট ও পূর্ব্বানুরূপে ভগবতীপূজার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রায় সকল দেবালয়েই পাইক ও নিষ্কর জমী আছে। তন্মধ্যে কামাখ্যা কেদার ও মাধবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

কামাগ্নি (পুং) কামঃ অগ্নিরিব, উপমি। ১ কামরূপ অগ্নি। ২ কামরিপুজন্য যন্ত্রণা।

কামাগ্নিসন্দীপন (ক্লী) সন্দীপ্যতে অনেন ইতি সন্দীপনং, কামাগ্নীনাং সন্দীপনম্, ৬তৎ। কামোদ্দীপক ঔষধ বিশেষ। ইহা একরূপ মোদক, ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার পাকপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে। যথা—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, যবক্ষার, সাজীক্ষার, চিতামূল, পঞ্চলবণ, শটী, যমানী, বনযমানী, কন্টকারী ও তালীশপত্র, একত্র ৪ তোলা; জীরা, তেজপত্র, দারুচিনি, বড় এলাইচ ছোট এলাইচ, লবঙ্গ ও জায়ফল, এক সাথ ৩ তোলা, বীজ ভাঙ্ক, শুঁট, পিপুল ও মরিচ, একত্র ৮ তোলা, ধনে, যষ্টিমধু, কেশুর, প্রত্যেকে ২ তোলা; শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড গজপিপ্পলী, বেড়েলা, আলকুশিবীজ, গোক্ষুরবীজ এবং বীজ ও পত্রযুক্ত ইক্ষুবং, প্রত্যেক সমানাংশ। সর্ব্ব সমষ্টির সমানাংশ চিনি। পাকশেষে ঘৃত, মধু ও কর্পূর ২ তোলা প্রক্ষেপ দিতে হয়।

[মোদকশব্দে পাকনিয়ম দেখ।]

কামাঙ্কুশ (পুং) কামে কামোদ্দীপনে অঙ্কুশ ইব। ১ নখ।
(কামাঙ্কুশো মহারাজঃ করজো নখরো নখঃ।
করশূকো ... পুনর্ভব-পুনর্নবৌ। হেম ৩।২৫৮।)
২ (কামস্য অঙ্কুশ ইব) উপস্থ, পুংচিহ্ন। ৩ (ত্রি) কাম-শান্তিকারক।

কামাঙ্গ (পুং) কামং কামোদ্দীপকং অঙ্গং মুকুলং যস্য, বহুব্রী। আম্রগাছ।

কামাচশিঙ্গী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Silurus punhou tinnimus)

কামাতুর (ত্রি) কামেন আতুরঃ ৩তৎ। কামপীড়িত।

কামাত্মজ (পুং) কামস্য আত্মজঃ পুত্রঃ ৬তৎ। কন্দর্পের পুত্র, অনিরুদ্ধ।

কামাত্মতা (স্ত্রী) কামপ্রধানঃ আত্মা যস্য, তস্য ভাবঃ, কামাত্মন্ তল্ (তস্য ভাবস্তত্বলৌ। পা ৫।১।১১৯) ১ অনুরাগ প্রধানচিত্ততা। ২ কামাকুলচিত্ততা।

("কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।" মনু।২।২।)

কামাত্মা [ন] (পুং) কামপ্রধানং আত্মা যস্য, বহুব্রী। ১ অনুরাগী। ২ কামবশীভূত। ৩ কামময়। ৪ কলা ভলাবী।

কামাধিকার (পুং) কামস্য অধিকারঃ ৬তৎ। কামরিপুর অধিকার।

কামাধিষ্ঠান (ক্লী) কামস্য অধিষ্ঠানং স্থানম্ ৬তৎ। কামের অধিষ্ঠান স্থান অর্থাৎ মন।

কামাধিষ্ঠিত (ত্রি) কামেন অধিষ্ঠিতম্, ৩তৎ। ১ কন্দর্প কর্তৃক অধিকৃত ইন্দ্রিয়াদি। ২ (ভাবে ক্ত) কামাধিষ্ঠান।

কামান (পারস্য ভাষার শব্দ) অস্ত্রবিশেষ, তোপ্। (Cannon)

("ঘন ঘন ধনুক কামান টানে।
 ঝর ঝর করে কটাক্ষ বাণে।" ভারত—বিদ্যাসুন্দর।)

যুদ্ধকালে দুর্গাদি অধিকার করিবার সময় অগ্নি সাহায্যে বৃহদাকার অগ্নিময় ধাতুগোলক নিক্ষেপ করিয়া দুর্গাদি ভাঙ্গিবার যন্ত্রবিশেষ। "কামান" শব্দের অর্থ নিক্ষেপক যন্ত্র।

অস্ত্রের মধ্যে কামান সর্বাপেক্ষা প্রধান। অধুনা য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইহার উন্নতি ও বহুল ব্যবহার হইতেছে। ইহা সাধারণতঃ লৌহ, পিত্তল, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুতে নির্মিত। ইহা নানাবিধ আকারের হইয়া থাকে। আকারানুসারে, ব্যবহারানুসারে ও গঠনানুসারে কামান তিন প্রকার দেখা যায়। আকারানুসারেও আবার হাউইট্জার, গান্, মর্টার প্রভৃতি প্রভেদ আছে, ব্যবহারানুসারে যুদ্ধস্থলব্যবহার্য্য, পর্বতব্যবহার্য্য, সমুদ্রোপকূল ব্যবহার্য্য, দুর্গাক্রমণার্থ ব্যবহার্য্য ইত্যাদি এবং গঠনানুসারে সমলচিদ্র ও পেঁচাল গহ্বরযুক্ত (rifled i e spirally grooved) কামান দেখা যায়।

গান্—সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার ও ভারী কামানকে ইংরাজী ভাষায় গান্ বলে। এই জাতীয় কামানের মধ্যে আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ রাজ্যে যুদ্ধের সময় ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল বমফোর্ড "কলম্বিড" নামে একশ্রেণীর কামান (গান্) প্রস্তুত করেন, তাহাতে হাউইট্জার মর্টার ও গান এই ত্রিবিধ কামানেরই কার্য্য চলে। ঐ রাজ্যের নৌসেনার অধ্যক্ষ আর এক প্রকার বৃহদাকার "কলম্বিয়াড্" প্রস্তুত করেন, তাহা প্রস্তুতকর্তার নামে "ডাহ্ল্‌গ্রেণ গান্" নামে পরিচিত। ফরাসীসেনাপতি পেক্সহান আর একপ্রকার "কলম্বিয়াড" প্রস্তুত করেন, তাহা "পেক্সহান গান্" নামে খ্যাত। আর, ডি, প্যারট নামে একজন ইংরাজ যুদ্ধপোত ব্যবহারোপযোগী এক প্রকার পেঁচাল গহ্বরযুক্ত কামানের সৃষ্টি করেন, তাহা "প্যারট গান্" নামে বিখ্যাত। এই কামান হইতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতির গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। মিঃ হুইট্ওয়ার্থ নামক আর একজন ইংরাজ এক প্রকার কামান প্রস্তুত করেন, তাহার চোঙ্গা সাধারণ অপেক্ষা দীর্ঘ হয় এবং পশ্চাত দীর্ঘ ও গহ্বর ষট্‌কোণ। আর একপ্রকার কামান আছে, তাহার প্রস্তুতকর্ত্তা সারজর্জ আর্মষ্ট্রং, এই কামান তাঁহার নামেই বিখ্যাত।

হাউইট্জার—এই জাতীয় কামানের চোঙ্গা ছোট, কিন্তু গহ্বর এত বৃহৎ যে হাত দিয়াই গোলাটী যথাস্থানে বসাইয়া দেওয়া যায়। ইহাতে বারুদ খুব অল্প লাগে।

মর্টার—ইহা দেশীয় ভাষায় হাঁড়ীকামান নামে বিখ্যাত। ইহা দেখিতে ঠিক পেট বড় গড়ের ন্যায়।

অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে কামান বন্দুকাদি য়ুরোপীয়গণ হইতেই এদেশে প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। বৈদিক আর্য্যগণের সময় হইতেই কামানের ন্যায় অস্ত্র ভারতে ব্যবহৃত হইত। বেদে সূর্ম্মী নামে এক প্রকার অস্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। তৎকালে অসুরেরা দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় ইহা ব্যবহার করিত। অনেক বৈদিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। আধুনিক অভিধান গ্রন্থে "সূর্ম্মী" শব্দে লৌহপ্রতিমা লিখিত হয় কিন্তু বৈদিক গ্রন্থে লৌহ সুষা (চোঙ্গা) বা সুষাকারযন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত। কৃষ্ণ যজুর্বেদে (১।৫।৭।৬।) সূর্ম্মী শব্দ আছে। ভট্ট ভাস্কর এই শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সেকালে অসুরেরা একপ্রকার বন্দুক ব্যবহার করিত। সে বন্দুক আধুনিক বন্দুকের ন্যায় নহে। যে মন্ত্রে সূর্ম্মী শব্দের উল্লেখ আছে তাহার সায়ণভাষ্য ও ব্যাখ্যাদি হইতে জানা যায় যে—"এই সূর্ম্মী—লৌহময়ী সুষা, যাহার অন্তরে ছিদ্র, তন্মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশন—যাহা বহির্গত হয়, তাহাও জ্বলন্ত, এই বহু মন্ত্রটীও সেই লৌহময়ী জ্বলন্ত সুষার ন্যায় জানিবে। অসুরগণের মধ্যে যাহারা সূর্ম্মীদ্বারা যুদ্ধ করে, এক আঘাতে শত শত্রু বিনাশ করে—দেবতারাও তেমনি তাঁহাদিগকে মারিবার জন্য

শতঘ্নী মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই বজ্রমন্ত্র সেই শতঘ্নী বজ্রের বা সূর্মীর তুল্য। যে যজমান (যজ্ঞকর্তা) এই বজ্রধারা সমিদাধান (আগুনে আহুতি দান) করেন, তিনিও এই শতঘ্নী অর্থাৎ শত শত্রুনাশক বজ্র বা সূর্মী উদ্যত করিয়া শত্রুর প্রতি বজ্র বা বজ্ররূপ প্রহার করিতে সমর্থ হন।"*

অথর্ববেদের (১।১৬।৪) একস্থলে একটা উদাহরণ আছে তাহাতে সীসক দিয়া শত্রু বিনাশের কথা আছে।†

এক্ষণে লোহ-নির্মিত সূর্মী বা চোঙ্গা, লোহা স্থাবর বা বজ্র, তাহা হইতে প্রজ্বালিত পদার্থ বাহির হইয়া একবারে শত শত্রু বিনাশ করে; আবার সীসক দ্বারা শত্রু বিনষ্ট হয়, সুতরাং বন্দুক বা কামানেরই ন্যায় যে একপ্রকার যন্ত্র ছিল তদ্ভিন্ন আর কি অনুমান করা যাইতে পারে?

বৈদিককাল ছাড়িয়া দিয়া পৌরাণিককালে হিন্দুদিগের যুদ্ধ সম্বন্ধে বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, এইকালে বৈদিক সূর্মী "নালিকা," "নালিকা" বা "নাল" নাম প্রাপ্ত হইয়া সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং বহুল ব্যবহারও হইত। বৈশম্পায়নপ্রণীত নীতিপ্রকাশিকা, শুক্রাচার্য্যের নীতিসার, শার্ঙ্গধরের সংগৃহীত ও বীরমিত্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে এই অস্ত্রের স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় এবং বিশ্বামিত্রের ধনুর্বেদেও ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। মহাভারত ও রামায়ণে এই অস্ত্রের উল্লেখ আছে। মহাভারতে ইহার

* "এষা বৈ শতঘ্নী যদগ্নিঃ সমিধেতাঃ হ স্ম বৈ দেবা অসুরাণাং শততর্হান্ হত্বা সমবধানন্তি যজ্ঞযোগেনাভ্যয়ন্তী যজমানো ভ্রাতৃব্যায় প্রহরতি" (তৈত্তিরীয়সংহিতা ৫।৪।৭।৩)।

আয়সী অগ্নিচূর্ণাদিসংযুক্তা লোহমণ্ডিতা চতুঃকরিণীকা শতঘ্নী। সেয়ং কণ্টকযুক্তা বা অগ্নিযন্ত্রবিশেষঃ শতশত্রুসংহারকা প্রলয়বন্তী যজমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্রতি প্রহরেৎ। ইদমুক্তং ভবতি। যথা দেবা অসুরান্ শতঘ্নীদ্বারা হত্বা এক প্রহারেণ শতসংখ্যকান্ মারিতবন্তঃ তদ্বদ্যজমানো যজমানাঃ সমিধঃ স্বাহাকারণপূর্ব্বকেণ এবং শতঘ্নী পুরোডাশং সূর্মীং ভ্রাতৃব্যায় প্রহরেৎ প্রাক্ষিপতি।"

সায়ন—"অগ্নিতপ্তা লোহময়ী সূর্মী স্থূণা। সা চ কণ্টকৈঃ বেষ্টিতা অয়সো নির্ম্মিতা। তৎসদৃশী। শতঘ্নী স্থূণাকৃতিঃ শতসংখ্যকান্ মারয়তি শত্রূন্ হন্তীতি শতঘ্নী। যদ্বা শতজনান্ সহস্রা মারয়তি (স্থূলস্থূলাং)। এতস্মিন্ বস্তুনি শতঘ্নী। অথবা সমিদাধানেন শতঘ্নীরূপেণ বজ্রং কৃত্বা বিশিনষ্টি প্রহরতি।"

† "সীসায়াধ্যাহ বরুণঃ সীসায়াগ্নিরুপাবতি
সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রাযচ্ছৎ তদঙ্গ যাতুচাতনম্।
যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পূরুষম্।
তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোঽসো অবীরহা।"
অথর্ববেদ ১।১৬।২-৪।

বহুল ব্যবহারের কথাই আছে। রামায়ণে রাবণের দিগ্বিজয় বর্ণনস্থলে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে ইহা অসুরেরা ব্যবহার করিত। নালিকাস্ত্রের ব্যবহার ও আকারাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাদি হইতে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

বৈশম্পায়নের নীতিপ্রকাশিকায় আছে,—

"নালিকা স্থূলদেহা তাং তন্বী মধ্যবিদ্ধকা।
মর্ম্মচ্ছেদকরী সীসা প্রোণচাপসদৃশ্ শরা।"

নালিকাস্ত্রের কায়া, ঠিক সোজা ও সরু, ইহার মধ্যে চোঙ্গার ন্যায় খোল আছে, বর্ণ কাল এবং ইহা হইতে দ্রোণচাপের শরের ন্যায় বহির্গত হইয়া শত্রুর মর্ম্মচ্ছেদ করে।

ইহার প্রয়োগাদির ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও ইহাকে বন্দুক ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। যথা—

"গ্রহণং স্থাপনঞ্চৈব স্ফোটনং পাতনক্রমম্।
তাম্রাশ্রিতং ত্রিবিধা তু জেতাসমান্ রিপূন্ যুধি।"

প্রথমে গ্রহণ, তৎপরে স্থাপন (প্রজ্বলিত করণ) ও পরে পাত (অর্থাৎ নিক্ষেপণ) এই ত্রিবিধ ক্রিয়া নালিকার আশ্রিত, ইহা জানিলে অসমশত্রুকেও যুদ্ধে জয় করা যায়।

শুক্রনীতিতে নালিকাস্ত্রের যে বর্ণনা প্রয়োগ ও তদীয় উপযুক্ত সামগ্রী ইত্যাদির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় যে অস্ত্র দ্বিবিধ, একপ্রকার মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়, অপরপ্রকার নালসাহায্যে নিক্ষেপ করিতে হয়। যেখানে মান্ত্রিক অস্ত্র নাই সেখানে নালিকাস্ত্র ধারণ করা উচিত। নালিকাস্ত্র দুই প্রকার, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বা লঘু। লঘু নালিকের আকার এইরূপ পঞ্চবিতস্তি (২½ হাত) পরিমাণ একটি (লোহনির্ম্মিত) নল বা নাল তাহার মূলের দিকে আড়ভাবে একটি ছিদ্র, মূল হইতে ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত অন্তঃশুষির (খল), মূলে ও অগ্রভাগে লক্ষ্য ঠিক করিবার উপযুক্ত তিলবিন্দু (মাছি), যন্ত্র আঘাত পাইবামাত্র অগ্নি নির্গত হইতে পারে, এরূপ প্রস্তরঘটযুক্ত,* সেই স্থানে অগ্নিচূর্ণের (বারুদের) আধার স্বরূপ একটী কর্ণ, উত্তমকাষ্ঠের উপাঙ্গ ও বুধ্ন অর্থাৎ বাঁটবার মুঠ—এই প্রকার নালাস্ত্রের মধ্যগর্ত্তের (যেখানে বারুদ পূরিতে হয় সেই গর্ত্তের) পরিমাণ মধ্যমাঙ্গুলী পরি

* ইংরাজী মাস্কেট (পাথুরে বন্দুক) নামক বন্দুকে চকমকী পাথর লাগান থাকে। ইংরাজীতে মাস্কেট্ বন্দুকের বর্ণনা এইরূপ আছে—Musket is a species of fire-arm carried by the infantry or main body of an army, and originally fixed by means of a match, for which a flint-lock was substituted.

যিত অর্থাৎ মধ্যমাঙ্গুলী প্রবেশ করিতে পারে—এরূপ গর্ত, তাহার ক্রোড়ে অগ্নিচূর্ণ সন্নিবেশিত করণের দৃঢ় শলাকা-বিশিষ্ট—এইরূপ লঘুনালিক কেবল পদাতি সৈন্য ও অশ্বারোহী সৈন্যেরাই ব্যবহার করিবেন। শুক্রনীতির ৪র্থ অধ্যায়ের সপ্তম প্রকরণে এ বিষয়ে যে কয়েকটি শ্লোক আছে তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—

"অস্ত্রন্তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং নালিকং মান্ত্রিকং তথা।
যদা তু মান্ত্রিকং নাস্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ॥
নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎক্ষুদ্রবিভেদতঃ।
তির্যগূর্দ্ধ্বচ্ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্॥
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি তিলবিন্দুযুতং সদা।
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃদ্ গ্রাবচূর্ণধৃক্ কর্ণমূলকম্॥
সুকাষ্ঠোপাঙ্গবুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলবিলান্তরম্।
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণসন্ধাতৃশলাকাসংযুতং দৃঢ়ম্।
লঘুনালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ॥"

তৎপরে বৃহন্নালিকের বর্ণনা এইরূপ আছে,—

"যথা যথা তু ত্বক্সারং যথা স্থূলবিলান্তরম্।
যথা দীর্ঘং বৃহদ্গোলং দূরভেদি তথা তথা॥
মূলকীলভ্রমাল্লক্ষ্যসমসন্ধানভাজি যৎ।
বৃহন্নালিকসংজ্ঞং তৎ কাষ্ঠবুধ্নবিবর্জ্জিতম্।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুক্তং বিজয়প্রদম্॥"

উক্ত লঘুনালিকের ত্বক্ যত কঠিন হইবে, উহার আয়তন যত বড় হইবে, উহার গর্ত যত স্থূল (ফাঁদাল) হইবে, উহার গোলা যত বড় হইবে, উহা ততই দূরভেদী হইবে। এইরূপ বৃহদাকার নালিকের মূলদেশে কীলক এবং কাষ্ঠ বুধ্ন অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত ধরিবার মুট নাই। উহা শকটাদি দ্বারা বাহিত হয়। উহা উপযুক্তরূপে স্থাপিত হইলে যুদ্ধে জয় হয়। ইহারই নাম বৃহন্নালিক।

ইহা হইতে বৃহন্নালিক যে আধুনিক কামান ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। তৎপরে ইহার পরিচালনাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে উহা যে এক প্রকার কামানই তৎপক্ষে আর কোন সন্দেহই হয় না। যথা—

"নালাস্ত্রং শোধয়েদাদৌ দদ্যাৎ তত্রাগ্নিচূর্ণকম্।
নিবেশয়েত্তু দণ্ডেন নালমূলে যথাদৃঢ়ম্॥
ততঃ সুগোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণেঽগ্নিচূর্ণকম্।
কর্ণচূর্ণাগ্নিদানেন গোলং লক্ষ্যে নিপাতয়েৎ॥"

প্রথমে নালাস্ত্রের শোধন (পরিষ্কার) করিবে। পরে তাহাতে অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ দিবে। অনন্তর দণ্ডদ্বারা সেই বারুদ দৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত করিবে, পরে তাহাতে গোলা দিবে। অতঃপর কর্ণস্থানে অগ্নিচূর্ণ স্থাপন করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক গোলাগুলিকে লক্ষ্যাভিমুখে নিক্ষেপ করিবে।

তৎপরে শুক্রাচার্য্য অগ্নিচূর্ণ ও গুলিগোলা প্রস্তুত করিবার নিয়মও বলিয়াছেন। অগ্নিচূর্ণ যে আধুনিক বারুদ ভিন্ন আর কিছু নহে তাহা তাহার উপকরণ দেখিলেই বুঝা যায়।
[বারুদ দেখ।]

গোলাগুলি প্রস্তুত সম্বন্ধে শুক্রাচার্য্য এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

"গোলো লোহময়ো গর্ভগুটিকঃ কেবলোঽপি বা।
সীসস্য লঘুনালার্থে হ্যন্যধাতুভবোঽপি বা॥
লোহসারময়ং বাপি নালাস্ত্রং ত্বন্যধাতুজম্।
নিত্যসম্মার্জনস্বচ্ছমস্ত্রপাতিভিরাবৃতম্॥"

বৃহন্নালিকের সগর্ভ (নিরেট) লৌহ গোলা প্রস্তুত করিবে, আবার শূন্যগর্ভও (ফাঁপা) করিবে। ফাঁপাগোলার ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলি পূর্ণ করিতে পারা যায়। লঘুনালীকের জন্য নালচ্ছিদ্রের উপযুক্ত সীসকের বা অন্যধাতুনির্ম্মিত গুলিকা প্রস্তুত করিবে। নালাস্ত্রগুলি লৌহসারদ্বারা বা অন্য কোন কঠিন ধাতুদ্বারা নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।

শুক্রাচার্য্যের গ্রন্থের বিবরণে এই পর্য্যন্ত জানা যায়। ইহাতে বোধ হইতেছে যে প্রাচীন হিন্দুগণেরও কামানের ন্যায় কোন অস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বীরচিন্তামণি গ্রন্থে বৃহন্নালিক ও লঘুনালিক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—

"নালিকা লঘবো বাণা নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
তে তুচ্ছদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু সংমতাঃ॥"

লঘুনালিকবাণ অর্থাৎ ক্ষুদ্রনালিকাস্ত্র সকল নলযন্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। এ অস্ত্র উচ্চ ও দূরবর্তী স্থানে এবং দুর্গযুদ্ধে উপযুক্ত।

মহাভারতের স্থানে স্থানে এই নালিকাস্ত্র নানাবিধ নামে কথিত হইয়াছে। হিরণ্যপুর-ধ্বংস বর্ণনস্থলে নালিকাস্ত্রের নাম স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। আদিপর্ব্বের একস্থানে (২৫। ২২৫ শ্লোকে) ইহা "অয়ঃকণপ" শব্দে কথিত হইয়াছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ শব্দের ব্যাখ্যায় নালিক শব্দের পর্য্যায় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"অয়ঃকণপান্ লোহগুলিকাঃ নিক্ষিপ্তা তৎ তথাবিধং লোহময়ং যন্ত্রং যেন আয়েয়ৌষধবলেন গর্ভস্থলোহগুলিকাঃ ক্ষিপ্যন্তে।"—

একালের হাঁড়ীকামান (মর্টার) * যে ধরণের কামান, পূর্ব্বকালে সেই প্রকারের "গুড়গুড়া" নামে একপ্রকার যন্ত্রের কথা পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুন স্বীয় স্বর্গগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে বলিলেন, "মহারাজ! অতঃপর মাতলি সেই অদ্ভুত দৈবরথ লইয়া আমার নিকট আসিলেন। সে রথ অসি, শক্তি, গদা প্রাস বজ্র, বায়ু উৎপাদনকারী নির্ঘাত বা জলহ্রদাদিযুক্ত এবং মহামেঘের ন্যায় ভীষণাদী চক্রযুক্ত গুড়গুড়া প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ছিল।" টীকাকার নীলকণ্ঠ এই 'গুড়গুড়া' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"গুড়গুড়া কাষ্ঠগোলকাঃ তাণ্ডানি আগ্নেয়দ্রব্য বলেন গোলনিক্ষেপণাত্রাণি। বায়ুস্ফোটাঃ বেগবশাৎ বায়ুং জনয়ন্তঃ। সনির্ঘাতাঃ—অশনিধ্বনিযুক্তা মহামেঘস্বনাশ্চ॥" গুড়গুড়া—আগ্নেয়দ্রব্যের বলে গোলা নিক্ষেপ করিবার ভাণ্ডাকার পাত্র, ইহা হইতে গোলা বহির্গমনের বেগে বায়ুর প্রাবল্য হয় এবং বজ্রের বা ঘোর মেঘের গম্ভীর গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হয় এবং তাহাতে চাকা আছে, সুতরাং এরূপ বর্ণনায় গুড়গুড়াকে সশকট হাঁড়ী-কামানের ন্যায় আগ্নেয়াস্ত্র ভিন্ন আর কি বলিয়া অনুমান করা যায়। †

মনুসংহিতায় একটি বিধি পাওয়া যায়,—

"ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ॥"

যুদ্ধকালে কূটাস্ত্র অর্থাৎ কাষ্ঠের আবরণাদি দেওয়া গুপ্তাস্ত্র বড়িশাকার ফলকবিশিষ্ট বাণ, বিষলিপ্ত বা অগ্নিজ্বলিত অস্ত্রাদি দ্বারা শত্রু হনন করিবে না। এই বিধি হইতে বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বকালে অস্ত্রের উপর হিন্দুদিগের ঘৃণা ছিল, নচেৎ তাঁহারা এসকল অস্ত্র ব্যবহার করিতেন না; আর সেইজন্যই নালিকাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি বা অস্ত্রশস্ত্রবাদীর ন্যায় বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইত না।

অনেকে পৌরাণিক "শতঘ্নী" নামক অস্ত্রকে কামান বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু বর্ণনাদি দেখিলে ইহাকে ঠিক কামান বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, প্রস্তরনিক্ষেপক কাষ্ঠময় যন্ত্রের নাম শতঘ্নী ছিল। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু রামায়ণের টীকাকার রামানুজ ইহাকে কণ্টকময়ী বৃহৎ মুদ্গর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৈশম্পায়নের নীতিপ্রকাশিকায় এই প্রকার আছে—

"শতঘ্নী কণ্টকযুক্তা কালায়সময়ী দৃঢ়া।
মূলমাত্রা চতুর্হস্তা বর্ত্তুলাৎ সকলা যুতা॥
গদাবদিত্যভ্যোষা যষ্টিভিঃ কথিতা ভুবি॥"

কণ্টকবিশিষ্ট, লৌহসারনির্ম্মিত, মুদ্গর সদৃশ, বর্ত্তুলের নাম শতঘ্নী, ইহা ধরিবার নিমিত্ত মুঠ আছে, প্রমাণ ৪ হাত। গদাযুদ্ধের ন্যায় অর্থাৎ প্রয়োগকালীন

* Mortar—a short piece of ordnance used for throwing bombs carcasses shells &c., at high angles of elevation as 45° and even higher—so named from its resemblance in shape to the untensil (a wide mouthed vessel in from of an inverted bell), in which substances are pounded or bruised with a pestle

† বিবকোষের প্রথমখণ্ডের সঙ্কলয়িতা মহাশয় "অগ্নাস্ত্র" শব্দে শুক্রনীতিকে অপ্রামাণিক গ্রন্থবোধে লিখিয়া গিয়াছেন যে "সংস্কৃতশব্দে গোলা দাগাইবার কোন কথ লিখিতে পারিলে যদি তাহা প্রামাণিক হয়, তবে আর্য্যদের হাতবড় কামানের বেশ ভাল প্রমাণ আছে। শুক্রনীতি পড়িলে জানা যায়"—কিন্তু শুক্রনীতি বাস্তবিক এরূপ অপ্রামাণিক গ্রন্থ নহে। ইহা অতি প্রাচীন; কারণ মহা, দশ ও বৈদ্যোপাধ্যায় বিদ্যুৎবালপ্রভৃতি পাঠে জানা যায় যে, তিনি পুনঃপুনঃ এই গ্রন্থের বা শুক্রাচার্য্যপ্রণীত নীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ আমরা দুইচারিটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি —

"অধিষ্ঠ নিরপেক্ষো নিয়তং নিষ্ঠা শিষ্টেষু পালনম্।
এবং শুক্রোদ্ধৃতনীতিবাগাদ্য তবর্ত্তত॥"
"উশনাঃ শুক্রো যে প্রাহ শুক্রাচার্য্যাদিবৎ পুরা।
"অপি শোণাদা নীতাঃ শুক্রাচেতাং পুরাতনঃ।"
"শাস্ত্রং শোণয়া শোভাবিবং পুরু নবোদিতম্।"
"ইত্যেতা শুক্রস্য প্রাহ। "বাহ্যা নীতিঃ এ পুনেরিতি।"

এই সকল স্থলে শুক্র বাক্য, শুক্রমত, শুক্রনীতি, শুক্রপ্রোক্ত শাস্ত্র, —

কালের (শুক্রের) নীতি—শুক্রনীতিরই পরিচায়ক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কেহ কেহ নালচর্ম অর্থ বলিয়া থাকেন নালিকার ঠিক বন্দুক বা কামানের ন্যায় অস্ত্র নহে, প্রত্যুত ইহা সম্ভবতঃ পিচকারী প্রভৃতির ন্যায় অস্ত্র; কারণ—

"ক্ষুর ক্ষুরপ্র-নালিক-বৎসদন্তাদিসঙ্কুলম্।" দ্রোণপর্ব্ব ৩০। ১৭।
'নালিকা নলিকয়া ক্ষেপ্যাঃ' (নীলকণ্ঠ।)

ক্ষুর, ক্ষুরপ্র নালিক, বৎসদন্ত অভিসন্ধি ইত্যাদি নলিকাদ্বারা যাহা ছুড়িতে হয়, তাহাই নালিক। অতএব কলকাতার সাধারণেও নালিক ও একটী কলমাত্র, ইহাই অনুমান হয়; কিন্তু এ অনুমানও যুক্তিসঙ্গত নহে। নীলকণ্ঠ টীকায় যাহা লিখিয়াছেন (নলিকাদ্বারা ক্ষেপ্য) তাহাতেও কোন দোষ নাই; কারণ, এই প্রবন্ধের গোড়ায় বলা হইয়াছে যে নলিকা, নালিক ও নাল এই তিন শব্দই একার্থবোধক। ইহার প্রকৃষ্টরূপ নীতিপ্রকাশিকা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

আস্ফালন যেরূপ ইহারও সেইরূপ। বৈশম্পায়নের এই বর্ণনায় "শতঘ্নী" মুষল ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, কিন্তু মুষলের ন্যায় অস্ত্রে এককালে শত পুরুষের বধন হইবে কিরূপে? একারণ বোধ হয় এই নামে কোনপ্রকার অস্ত্রও ছিল; কারণ মহাভারতে আছে—

"মুষলৈঃ কূটপাশৈশ্চ শূলোদূখলপট্টিশৈঃ।
শতঘ্নীভিশ্চ দীপ্তাগ্রৈর্জৈত্রৈশ্চাপি সুদারুণৈঃ ॥"

এস্থলে "দীপ্তশতঘ্নী" এই পদ হইতে শতঘ্নীর অগ্নিবিশিষ্টতা বুঝা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্যত্র স্থলেও তৎপোষক বর্ণনা পাওয়া যায়। নীলকণ্ঠও কোন কোন স্থলে ইহাকে কামানের ন্যায় কোন আগ্নেয় অস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। যাহা হউক "শতঘ্নী" কামান হউক বা না হউক কামান-বন্দুকের ন্যায় অস্ত্র যে পূর্ব্বকালে ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

পূর্ব্বে দুর্গাদি রক্ষার জন্য কামানের ন্যায় যন্ত্রাদির ব্যবহার হইত। যখন পাণ্ডবের যজ্ঞীয় অশ্ব মণিপুরে প্রবেশ করে, অশ্বমেধপর্ব্বে সেইস্থলে মণিপুরের বর্ণনায় আছে যে, "নগর বাহিরে শতঘ্নীর উপর আগ্নেয় অস্ত্রাদি সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং এবং সেনারা সর্ব্বদা তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।"

প্রাচীনকালে যে, কামানাদির ন্যায় একপ্রকার অস্ত্র হিন্দুদিগের ছিল, তাহা উপরে বলা হইল, কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, বর্ত্তমান ঐতিহাসিককালের প্রথমাবস্থায় ভারতে সেরূপ কোন অস্ত্রাদি ছিল না; কারণ ভুবনেশ্বর বা সাঁচিনামক স্থানে যুদ্ধাদির যে সকল খোদিত প্রস্তরের ছবি দেখা যায়, তাহার কোনটিতেই কোনরূপ অস্ত্রের ব্যবহার বা প্রতিকৃতি দেখা যায় না। ইহা হইতেও এরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ, ১০০৮ খৃষ্টাব্দে গজনীর মামুদ যখন পঞ্জাবের অধীশ্বর আনন্দপালের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন, তখন আনন্দপালের হস্তী হঠাৎ ভীষণ শব্দ ও প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া পলায়ন করে। ফিরিস্তায় এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ফিরিস্তার এই স্থলে স্পষ্ট "তোপ" (কামান) ও "তুফাঙ্গ" (পাথুরী বন্দুক) এই দুইটী শব্দ আছে। কেহ কেহ বলেন, সকল ফিরিস্তার পাঠ সমান নহে, কোন কোন লিপিতে নাকি ঐ দুই শব্দের পরিবর্ত্তে "নফ্‌ৎ" (naptha) ও "খদঙ্গ" (arrow) আছে। মিঃ ব্লকম্যান শেষোক্ত প্রকারের শব্দবিশিষ্ট লিপির উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, এই স্থলে যে শব্দের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা তোপের (কামানের) শব্দ নহে, গ্রীকাগ্নি বা নাপ্‌থার সাহায্যে যে সকল প্রজ্বলিত বস্তু নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহারই ফাটিবার শব্দ; কিন্তু ডাউ, ইলিয়ট প্রভৃতি মহাত্মারা পূর্ব্বের পাঠই গ্রাহ্য করিয়া "তোপ" শব্দে কামান লিখিয়া গিয়াছেন। "তারিখই যমিনি" নামক আর একখানি মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে, গজনীর সৈন্য মধ্যে আতস-দিদা-বান নামে এক প্রকার বন্দুকের ন্যায় অস্ত্রের (fire-eyed rockets) ব্যবহার ছিল। ইংরাজেরা এ পুস্তকের এই পাঠটিতে বিশ্বাস করেন না।

গজনীর সৈন্য বন্দুকাদির ব্যবহার ছিল বলিয়া ভারতেও যে ছিল, ইহা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু তাহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে চাঁদকবির গ্রন্থে "নল-গোলা" নামক এক প্রকার অস্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। এই অস্ত্রের বিবরণ চাঁদকবির গ্রন্থ হইতে অস্পষ্টরূপ যাহা জানা যায় তাহাতে বুঝা যায় যে, আগ্নেয় দ্রব্যের সাহায্যে নলাকার অস্ত্র হইতে গোলা নিক্ষিপ্ত হইত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কাব্যে বৃহদাকার কামানের ন্যায় অস্ত্রের বর্ণনাও পাওয়া যায়। ইংরাজেরা কিন্তু এই সকল অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া থাকেন।

তৎপরে মোগলসম্রাট্ বাবর ভারতবর্ষে ইহা ব্যবহার করেন। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি কান্যকুব্জের নিকট গঙ্গাতীরে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিজ লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, প্রথমদিন তাঁহার সেনাপতি ওস্তাদ আলীকুলী ৮ বার, দ্বিতীয়দিন ১৬ বার ও ৩য় ৪র্থ দিনও ঐ নিয়মে তোপ দাগিয়াছিলেন। বাবর যে কামানটির সাহায্যে জয়লাভ করেন, তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "জগ গাজী"। বাবরের জীবনচরিত পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার একটি বৃহৎ কামান পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধকে প্রথম তোপ দাগিবার সময় ফাটিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার বহুসংখ্যক কামান ছিল। বাবরের "দেগ-গাজী" নামক কামান পিত্তলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেরশাহের সময় ভারতবর্ষেই পিত্তলের কামান প্রস্তুত হইত। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে রাইসিন দুর্গ অধিকার করিবার সময় সেরশাহ আদেশ করেন যে, যেখানে যত পিত্তল সংগ্রহ করিতে পার, সমস্ত কেল্লায় পাঠাইয়া দিবে ও উহাতে "দেগা" (morter হাঁড়ীকামান) প্রস্তুত করিবে। মির্জ্জা কাম্রাণ হুমায়ুনের সভা হইতে পলাইবার সময় কতকগুলি কামান লইয়া যান, কিন্তু উষ্ট্র-সংগ্রহ করিতে না পারিয়া প্রতি কামান লইয়া যাইবার জন্য বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বাবরের পূর্ব্বে (১৫শ শতাব্দীর প্রথমে) ব্রহ্মদেশে পেগুরাজ প্রোমনগর অধিকার করিতে অগ্রসর হন, কিন্তু সাহস

করিয়া নগরের নিকট উপস্থিত হইতে পারেন নাই; কারণ, নগরটি কামান বন্দুকে সুরক্ষিত ছিল। এই ঘটনা ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে ঘটে।* এই সময় নিকোলো কণ্টি নামক একজন য়ুরোপীয় ভারতে আসিয়াছিলেন, তিনি বলেন যে, ভারতে তখন বালিষ্টি ও বোম্বার্ডের ন্যায় যন্ত্র ব্যবহার করিত। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে জালালুদ্দীন খিলিজি "মঞ্জিনিক্" নামক এক প্রকার আগ্নেয়যন্ত্র রণথম্ভর দুর্গজয়ের সময় ব্যবহার করেন। তাহার বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, "এই দুর্গপ্রাচীর এতদূর দৃঢ় যে, মঞ্জিনিক হইতে গোলা বাহির হইয়া দুর্গের প্রাচীরে লাগিল; কিন্তু প্রাচীর ভাঙ্গিল না, গোলাই ঠিক্রাইয়া আসিল। তারিখী-ফিরোজশাহীতে ইহার বিবরণ আছে। ইহা মাঞ্জনিক নামে বিখ্যাত।

বাবরের সময়ের কামানগুলিকে সাধারণতঃ "ফিরিঙ্গি" বলিত। পাণিপথের ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধবর্ণনায় ঐ নাম পাওয়া যায়। তৎপরে আকবরের সময় এ দেশে য়ুরোপীয় কামানাদি আসিতে আরম্ভ হয়।

য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথম গ্রীকেরা আগ্নেয় অস্ত্র শিক্ষা করে। প্লিনির ইতিহাসে জানা যায় যে, ট্রয়যুদ্ধের সময় ব্যাটারিং র‍্যাম নামক দুর্গ-বিনাশক আগ্নেয় অস্ত্র প্রস্তুত হয়, কিন্তু হোমরের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। ইহার পূর্ব্বে প্রস্তর নিক্ষেপক ও অগ্নিমুখ বাণাদি নিক্ষেপক যন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন আগ্নেয় যন্ত্র ছিল না। বাইবেলে ইজিকিয়েলে (IV 2, XXI 22 Ezekiel) এই যন্ত্রের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইজিকিয়েল ৫৯০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তৎপরে ৪২৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পিলোপোনিসিয়ান যুদ্ধে এই যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। তৎপরে মধ্যকালে ইহার সামান্যমাত্র ব্যবহার ছিল।

ইহার পর ফিনীকীয়েরা বালিষ্টা ও ক্যাটাপুল্টা নামক প্রস্তরক্ষেপক এবং বাণক্ষেপক অস্ত্র আবিষ্কার করে। কর্ণেল চেস্নি স্বীয় "অস্ত্রের বিবরণ" নামক গ্রন্থে বলেন, ১২০০শ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বারুদ আবিষ্কৃত হয়। ঐ গ্রন্থে আবার ১১৩১ খৃষ্টাব্দে মূরগণ কর্ত্তৃক সালাবোনিকা নামক ক্যালিবার (calibre) বন্দুক প্রস্তুত হয় বলিয়া লিখিত আছে।

ইংলণ্ডে তৃতীয় এডওয়ার্ডের সৈন্যদলে প্রথম কামান ব্যবহারের কথা জানা যায়। ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে স্কটদিগের বিরুদ্ধে উহা প্রথম ব্যবহৃত হয়।

জোয়াজ নামক একব্যক্তি ১৪শ শতাব্দীতে প্রথম কামান উদ্ভাবন করেন। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে বন্দুক প্রচলিত হয়। পরে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান দশায় উপস্থিত হই- য়াছে। [বন্দুক ও বারুদ দেখ।]

পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভারতে যে সকল কামান প্রস্তুত হইত, তাহাদের আকার প্রায়ই অতি বৃহৎ; তন্মধ্যে বিজাপুরের কামানটিই উল্লেখযোগ্য। রুমি খাঁ বা হুসেন খাঁ নামক কনষ্টাণ্টিনোপলবাসী একজন ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগরে ইহা ঢালিয়া তৈয়ার করে। যে স্থানে উহা ঢালাই হয় তাহার চিহ্ন ১৮৩১ সালেও সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে। কামানটি প্রস্তুত হইলে হস্তী ও বড় বড় গরু দিয়া টানিয়া উহাকে বিজাপুরে লইয়া যাওয়া হয়। আহ্মদনগরে যখন নিজাম শা চৈতীর বংশীয়গণ রাজত্ব করেন, রুমি খাঁ তখন মীর আতস ছিলেন। গোলন্দাজ দলের নায়ককে মীর আতস বলে। এই কামানটি দীর্ঘে ১৫ ফিট ও ইহার মুখের পরিসর ২ ফিট ৪ ইঞ্চি হইবে। বিজাপুরে [illegible] বুরুজের উপর ইহা স্থাপিত আছে। তদ্দেশীয় হিন্দুগণ ইহার উপর সিন্দূর দিয়া পূজা করে। উপলি বুরুজ নামক দুর্গ [illegible] উপর ৩০ ফিট লম্বা একটী কামান আছে। পাথরঘাটা পর্ব্বতের উপর ২৭ ফিট দীর্ঘ আর এক কামান আছে। ১৮৬- খৃষ্টাব্দে বিদরের প্রাচীরে একটি ২১ ফিট লম্ব কামান ছিল।

আকবর সাহের সময় এক একটি কামানে ১২ মণ ওজনের গোলা ছোড়া হইত। একটি কামান এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হইলে কতক গুলি হস্তী ও সহস্র সহস্র গো-মহিষাদিদ্বারা টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। কামান সকল তত্ত্বাবধান করিবার জন্য দারোগা ও কেরাণী থাকিত। আকবর সাহ একপ্রকার কামান তৈয়ার করেন, কোথাও যাইতে হইলে তাহা খুলিয়া ছোট করিয়া লওয়া যাইতে পারা যাইত। তিনি আরও একপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন করেন যে, তাহা দ্বারা একবার মাত্র অগ্নিপ্রদান করিলে এক সময়ে ১৭টি কামান একত্র ছোড়া যাইত। তিনি গজনাল নামক আর একপ্রকার কামান প্রস্তুত করেন, উহা এক একটি হাতী অনায়াসে লইয়া যাইতে পারে। তাঁহারই প্রস্তুত আর এক প্রকারের নরনাল নামক ছোট কামান এক এক জন মনুষ্য লইয়া যাইতে পারিত।

পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে বাঙ্গালীরাও কামান ব্যবহার করিত। চন্দ্রদ্বীপের রাজা বঙ্গবীর কন্দর্প নারায়ণের গুণপিত্তলের কামানই বঙ্গের প্রাচীন নিদর্শন।

[কন্দর্প-নারায়ণ দেখ।]

*Vid JASB Vol XXXVIII, p I, 1869, p 404

কামান (দেশজ) গোঁফ দাড়ি,চুল,নখ প্রভৃতি কাটিয়া ফেলা।

কামানল (পুং) কাম এব অনলঃ, কামঃ অনল ইব বা। ১ কামরূপ অগ্নি। ২ কামজন্য অগ্নির ন্যায় যাতনা।

কামানশন (ক্লী) কামং অনশনং যত্র, বহুব্রী। ১ ইচ্ছাপূর্বক অনাহারে তপস্যাবিশেষ। ২ রাগদ্বেষাদিবর্জিত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়ভোগ।

কামানী (দেশজ) ১ কামানের মজুরি বা বেতন। ২ উপার্জন।

কামান্ধ (পুং) কামেন কামোদ্দীপনেন অন্ধয়তি জ্ঞানশূন্যং করোতি, কাম-অন্ধ-ণিচ্-অচ্। ১ কোকিল। ২ (ত্রি) কামেন অন্ধঃ। কামবেগ জন্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

কামান্ধা (স্ত্রী) কামং যথেষ্টং অন্ধয়তি, কাম-অন্ধ-ণিচ্-অচ্ টাপ্। ১ কস্তুরী। ২ (কামেন অন্ধা) কামবেগজন্য হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা স্ত্রী।

কামাশী [illegible] ইচ্ছাভোগী। ২ ইচ্ছামাত্র আহার-লাভকর্তা।

কামাভিকাম (ত্রি) কামস্য অভিকামো যস্য, বহুব্রী। কাম ভোগেচ্ছু, কামভোগে অভিলাষী।

কামায়ুধ (ক্লী) কামস্য আয়ুধমিব। ১ আম্রের মুকুল। ২। [illegible] অস্ত্রাদি, [illegible] অচ্।) আমগাছ। ৩ কন্দর্পবাণ।

কামায়ু [স] (পুং) কামং যথেষ্টং আয়ুর্যস্য, বহুব্রী। গরুড়।

(পাকশাসী কার্ষ্ণিঃ স্বর্ণকায়ঃ-
তার্ক্ষ্যঃ কামায়ুর্গরুত্মান সুধাহৃৎ। হেম ২। ১৪৫।)

কামার (দেশজ) কর্মকার নামক জাতিবিশেষ। পশ্চিমে লোহার নামে খ্যাত।

পশ্চিমবঙ্গ, বেহার ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে লোহার জাতি কেবল লোহার গঠন করিয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশের কামারগণ প্রধানতঃ লোহার গঠনই করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অন্যান্য ধাতু হইতেও দ্রব্যাদি গড়িতে ইহাদের বিশেষ আপত্তি নাই। কথিত আছে, বিশ্বকর্মার ঔরসে ও শূদ্রাণীর গর্ভে কামার উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে—

"বিশ্বকর্মা চ শূদ্রায়াং বীর্যাধানং চকার সঃ।
ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ। ১১।
মালাকার-কর্মকার-শঙ্খকার-কুবিন্দকাঃ।" ইত্যাদি।

ব্রহ্মখণ্ড ১০ম অধ্যায়।

বিশ্বকর্মা শূদ্রাণীতে বীর্যাধান করেন, তাহাতে ৯ শিল্পীর উৎপত্তি, মালাকার, কর্মকার বা কামার, শঙ্খকার বা শাঁখারী ইত্যাদি। [বিশ্বকর্মা কিরূপে শূদ্রাণীতে আসক্ত হন, তদ্বিবরণ কাঁসারি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পরশুরামোক্ত জাতিমালা মতে—

"তন্ত্রবায়াৎ কুম্ভকারাৎ কর্মকৃৎ লোহকারকঃ।"

কুমার হইতে তাঁতিকন্যার গর্ভে লৌহকার কামার জাতির উৎপত্তি।

মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রবাদ আছে যে, লোহাসুর নামক এক অসুর তপঃপ্রভাবে অমরত্ব লাভ করিয়া দেবতাগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করে। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ইন্দ্রদেব অবশেষে শিবের আশ্রয় লইলেন। লোহাসুর অমর, তাহাকে বধ করা সম্ভব নহে, এজন্য মহাদেব এক নূতন মানবের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে নূতন নূতন অস্ত্র দান করিলেন। শিবের ডমরু হইতে তাহার হাতুড়ি হইল। একটি মৃতদেহের মস্তকের খুলি হইতে তুম্বুল হইল, সর্প হইতে হাপর নির্মিত হইল। এই সকল অস্ত্র লইয়া কামার লোহাসুরের সহিত যুদ্ধে প্রেরিত হইল। কামারকে দেখিয়া লোহাসুর হাস্য করিল, আর বলিল, "তোমার সহিত আবার যুদ্ধ কি করিব?" কামার লোহাসুরকে বলিলেন, "আচ্ছা তুমি কিরূপ অমর, আমি তাহা দেখিব, তুমি আমার এই তন্দুরে প্রবেশ কর আর আমি যাঁতা চালাইব।" লোহাসুর তাহাতেই সম্মত হইল। অবশেষে সেই অসুর হাপরে প্রবেশ করিল। কামার পূর্ণবলপ্রয়োগ করিয়া চালাইতে লাগিলেন। অগ্নির বিষম উত্তাপ হইল। লোহাসুর তাহাতে ঘোর লালবর্ণ ও অস্থির হইয়া গলিয়া লৌহ হইয়া গেল। তাহাকে পিটিয়া আট প্রকার লৌহ প্রস্তুত হইল। সেই আট প্রকার লৌহ হইতে আট প্রকার কামার হইল। যথা ১ম লোহার-কামার, ২য় পিতল-কামার ৩য় কাঁসারি, ৪র্থ স্বর্ণকামার বা সেকরা, ৫ম ঘটরা কামার, (ইহারা লক্ষ্মীপূজার জন্য ধাতুনির্মিত পেচক ও কামলতা ইত্যাদি গড়িয়া থাকে); ৬ষ্ঠ চাঁদকামার (ইহারা পিতলের দর্পণ গড়ে), ৭ম খোকড়া, ৮ম তামরা। শেষোক্ত দুইপ্রকার কামার মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমভাগে জঙ্গল-মহলে বাস করে।

ঢাকা অঞ্চলে অনেক কামার আছে। কথিত আছে যে, মুসলমান রাজত্বের সময় উত্তরপশ্চিম হইতে তাহারা আনীত হয়। আইন আকবরীতে উক্ত হইয়াছে যে, বাজুহা সরকারপ্রদেশে একটি লোহের খনি ছিল। পূর্বে যে স্থানকে বাজুহসরকার বলিত আধুনিক ঢাকা তাহারই অন্তর্গত। তথায় লালবর্ণ প্রস্তরবিশিষ্ট মৃত্তিকা হইতে লৌহ বাহির করা হইত। তখনকার কামারগণ লোহা বাহির করিবার প্রক্রিয়া জানিত। সেজন্য তাহাদিগকে জায়গীর দান করা হইত। ঐ জায়গীরকে আহঙ্গর বলিত।

এখানকার কামারেরা মাটী হইতে লৌহ বাহির করিবার প্রক্রিয়া জানে না। এখন যাহারা লৌহের কর্ম্ম করে, তাহারা কলিকাতা হইতে ঢালা লৌহের বাট কিনিয়া আনিয়া দ্রব্য গঠন করে। বাঙ্গালাদেশের পশ্চিমবিভাগে ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের লোহার ও অসুর নামক জাতিগণ মাটী হইতে লৌহ গলাইয়া বাহির করিয়া থাকে। কামার-দিগের মধ্যে অনেকেই সেকরার কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু এখনও অধিকাংশের উপর লোহার কার্য্যেই নিযুক্ত। প্রায় কামার একটি লাঙ্গলের ফাল তৈয়ার করিয়া দিলে ৪ আড়ি (প্রায় ১ মণ) ধান পাইয়া থাকে। সেকরার স্থানে বজিহামকার্য্য কামারদিগকেই করিতে হয়। ঢাকা অঞ্চলে কাঁসারি বড় অধিক নাই। এজন্য কাঁসার দ্রব্যাদি তথায় কামারেরাই গড়িয়া থাকে। সেখানে তাহারা তিন ভাগ তামা ও চারিভাগ দস্তা দিয়া কাঁসা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাটি ঘটী প্রভৃতি প্রস্তুত করে। সোনার কামার নামক এক প্রকার নিকৃষ্ট জাতি আছে, ইহারাই প্রায় ঐ সকল দ্রব্যাদি গড়িয়া থাকে। কামারদিগের অনেকে আবার চাষের কর্ম্মও করে। কেহ কেহ অর্থশালী হইয়া তালুক মুলুক করিয়াছে। তবে অধিকাংশ যোয়ানী প্রজা। ইহাদের অধিকাংশই অধিক লেখাপড়া শিখে না। কএক জন মাত্র ইংরাজী শিখিয়া গবর্ণমেন্টের চাকরি করিতেছে, কেহ বা ওকালতীও করি-তেছে, তবে অনেকেই একটু আধটু লিখিতে পড়িতে বা হিসাবপত্র রাখিতে পারে।

কামারগণের মধ্যে বৈষ্ণব কিছু অধিক, তবে শাক্তও অল্প নহে। সকলেই বিশ্বকর্ম্মাকে ভক্তি করে ও ভাদ্রমাসের শেষ দিনে যন্ত্রাদি দিয়া বিশ্বকর্ম্মার পূজা করে। পূজার দিন কেহ কোন কার্য্য করে না।

কামারগণের জল শুদ্ধ, ইহারা নবশাখ মধ্যে পরি-গণিত। বঙ্গদেশে কামার কন্যার বিবাহ ৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসর বয়সের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। বরকে পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। সুতরাং অবস্থাভেদে সময় সময় বরকে অধিক বয়সেও বিবাহ করিতে হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে অনেক কন্যার কুমারী-বয়সে বিবাহ হয় না। তবে উহা দূষ্য বলিয়া তাহাদের জ্ঞান আছে। মেদিনীপুর অঞ্চলে কন্যার বিবাহ অল্প বয়সেই হয় বটে, কিন্তু কন্যা বয়স্কা না হইলে স্বামী সহবাস করে না। এই প্রদেশে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে কাপড় ও গহনাদি পাঠান হইয়া থাকে। ইহাকে "কাপড় পরান" বলিয়া থাকে। কাপড় পরান হইয়া গেলে কন্যা যদি অপরপাত্রে অর্পিত হয়, তবে পিতাকে জাতিচ্যুত বা এক ঘরে হইতে হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে মগহিয়া কামারদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ চলিত আছে। সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণায় বিবাহবিচ্ছেদেরও নিয়ম আছে। এরূপ স্থলে একটি পঞ্চায়ৎ বসে। তাহাদের সমক্ষে একটি অখণ্ড শালপত্র দুইখণ্ডে বিভক্ত করা হয়। এরূপে বিবাহভঙ্গ হইলে পর সেই স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে।

বিহার অঞ্চলে কন্যার বিবাহের সময় ১২ বৎসর ও পাত্রের ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত, কিন্তু বর কন্যা অপেক্ষা আকৃতিতে দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলে ঘাসকাটা প্রথা চলিয়া থাকে। বিবাহের পর দিবস বর ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া অপর স্ত্রীলো-কেরা গান করিতে করিতে বাটীর বাহির আইসে। বরের হস্তে এখন একটি খুরপা দেওয়া হয়। খুরপা লইয়া বর এক মুঠা ঘাস কাটিয়া লয়। তখন কোন রমণী একগাছি ছড়ি লইয়া কিছু দূর পোঁছাইয়া দিয়া আসে। তখন বর ও তাহার শ্যালক দুইজনে দৌড়িয়া গিয়া সে [illegible] ছড়ি গাছটী তুলিয়া লইতে [illegible], তাহার জন্য [illegible] বরের [illegible] লোক থাকে, [illegible] পথ আগুলিয়া বিলম্ব করাইয়া [illegible] হইয়া থাকে। স্ত্রী বন্ধ্যা [illegible] রোগগ্রস্তা হইলেক স্বামী আবার বিবাহ করিতে পারে, নতুবা নহে।

বঙ্গের ২৪ পরগণা অঞ্চলে কামারগণ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী ও আবর্ত্ত বী। ইহাদের পরস্পর আদানপ্রদান নাই। উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ীর মধ্যে কুলীন ও মৌলিক আছে। পূর্ব্ববঙ্গের কামার-দিগের ভুবনাপটী, ঢাকাই ও পশ্চিমে এই তিন শ্রেণী আছে। ভুবনাপটীদিগের মধ্যে নবদ্বিপতি, চোদ্দসমাজ ও পঞ্চসমাজ নামক বিভাগ মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চলে।

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, ঢাকাওয়াল ও খোট্টা এই চারি শ্রেণীর কামার দেখা যায়। ঢাকাওয়াল ঢাকা হইতে ও খোট্টা পশ্চিম হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। পাবনা অঞ্চলে রাঢ়ী কামারের দশ সমাজ ও বারেন্দ্র কামারের পঞ্চসমাজ চলিত। নোয়াখালি অঞ্চলে দক্ষিণকামার ও সিপুকর্ম্মকার এই দুই শ্রেণী আছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান নাই। বর্দ্ধমান অঞ্চলে বেলাগী, মামুদপুরিয়া ও কামলা কামার এই তিন শ্রেণী আছে। মানভূমে ইহারা মগহিয়া, খোরকা, সোহমা ও বসুয়া এই কয়ভাগে বিভক্ত। সাঁওতাল পরগণায় অহীলর,

চুয়ালই, বেলালই ও পঞ্চলই এই কয় শ্রেণী আছে। সিংহভূম ও বেহার অঞ্চলে শ্রেণীবিভাগ বড় দেখা যায় না।

বঙ্গদেশে কামারদিগের গোত্র আছে। সিংহভূম ও সাঁওতাল পরগণায় বর আছে। মাতৃকুলের ৫ পুরুষ ও পিতৃকুলের ৭ পুরুষ তফাৎ থাকিলে এক গোত্রে বিবাহ হইবার বিশেষ আপত্তি নাই। বেহার ও ছোট নাগপুর অঞ্চলে তাহা হয় না। বিহার অঞ্চলে কামারদিগের ১৭ প্রকার গোত্র আছে। যথা—বাপুরেট, দরহুরিয়া, গড়বোড়িয়া, গোবনপুরা, হরদরিয়া, হসনপুরিয়া, জাবালপুরিয়া, জয়দইত জামিয়ার, কলইত, কতোসিয়া, মহতুরিয়া, গোবরাবরা, রতবারিয়া, সাপ, সোমপুরিয়া গোবিবার।

বঙ্গদেশে ৫ প্রকার গোত্র আছে যথা—

আলম্যান, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য ও শাণ্ডিল্য। সিংহভূম ও সাঁওতালপরগণায় ১০ প্রকার গোত্র চলিত আছে। যথা—জগৎকর্ণ, বাঘঋষি, বাঘুনিয়া, কছুয়া, ধুলিয়ারা, মহর্ষি, নাগ, সেজিয়া, গোত্তা ও পুরুলিয়া।

বঙ্গদেশে কামারদিগের আঁশ, দাস, দে, ভাণ্ডারী এই কয়েকটী পদবী প্রচলিত।

বেহার অঞ্চলে ইহাদিগকে লোহার বলে। বেহারে কর্ম্মা, মিস্ত্রি, ঠাকুর ও রাউত এই কয়েকটী পদবী দেখিতে পাওয়া যায়।

সিংহভূম অঞ্চলে কামারদিগকে বিশ্বকর্ম্মা বলে। জঙ্গলমহলে খোট্টা জাতির ন্যায় কামারেরা কুক্কুট ভক্ষণ করে। এজন্য ভাল ব্রাহ্মণগণ তাহাদের কোন কার্য্য করেন না। তাহাদের ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র। কোন কোন কামার-স্ত্রীলোকেরা নাকে নথ পরে না। কথিত আছে, পরিবেশনের সময় পরিবেশনপাত্রে নাকের নথ খুলিয়া পড়ে। সেই অবধি নথ পরা উঠিয়া যায়। বঙ্গদেশে কামারের সংখ্যা ৪০৬,৯৬৫ জন হইবে।

কামার আর লোহার প্রায় একই জাতি বলিতে পারা যায়। বেহার, ছোট নাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গে লোহারদিগের বাস। বেহার অঞ্চলে লোহারগণ ছুতারের কার্য্যও করিয়া থাকে। অনেকে আবার কৃষিকার্য্যেও নিযুক্ত থাকে সাঁওতাল পরগণায় পুরুষেরা কৃষিকার্য্যের জন্য মাঠে যায়, আর স্ত্রীলোকেরা লোহার কর্ম্ম করে। পশ্চিমবঙ্গে যাহারা লোহার কর্ম্ম করে, তাহারা বরং কৃষিকর্ম্ম করে, কিন্তু কখন ছুতারের কাজ করে না। বেহারে লোহারগণ কৈরী ও সুবর্ণদিগের সহিত এক শ্রেণী মধ্যে গণ্য; তাহাদের জল চলে। কিন্তু বঙ্গের পশ্চিমপ্রদেশে তাহাদের জল অস্পৃশ্য। তথায় উহারা বাউরী ও বাগদির সহিত সমশ্রেণী। লোহারদিগের মিস্ত্রী, রাউত ও ঠাকুর এই তিনপ্রকার পদবী আছে। বেহারে লোহারদিগের কনৌজিয়া, কোকান, মগহিয়া, কমারকল্লা, মাহুর বা মাহুলিয়া মাথুরিয়া ও কাথিয়া এই কয় শ্রেণী আছে। এ সকলের মধ্যে কনৌজিয়া সকলের উচ্চ বলিয়া গণ্য। ইহারা যে সে লোকের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না। ইহাদের ত্রিশটী গোত্র আছে। যথা—অনেথ বেয়াস, উদমতিয়া, কমতরিয়া কাশ্যভিরিয়া, কাশ্যপ, কঠার, কবৌতিয়া কিশোরিয়া, কুকুর বন্দার, কুলপতি মলিক, গজাভির, চৌপাহা, দখরিয়া, চকনিয়া, পহলমপুরী, পাণ্ডে, বাসবরিয়া, বেগমরিয়া বর্দ্ধান্ বিশ্বকর্ম্মা, মুকিচয়, ভাকুর, রানে, সত্রি, শাণ্ডিল ঠাকুর, সংখী ঠাকুর, সহদেব, সোনমম, সুপাহা ও সালকবি। কনৌজিয়ারা বলে, তাহারা বিশ্বামিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাহারা তাঁহার পূজাও করিয়া থাকে। কোকানশ্রেণী সম্ভবতঃ বহির্ হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণী।

বহুদিগণ ছুতারের কর্ম্ম করে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা লোহার কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই হয়ত কোকান হইয়া থাকিবে। কনৌজিয়া ও মাথুরিয়াগণ সম্ভবতঃ কনৌজ ও মথুরা প্রদেশ হইতে আসিয়া থাকিবে। মাহুলিয়াদিগের জল চলে। ইহারা উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে আসিয়াছে। কাথিয়াগণ নেপাল হইতে আসিয়াছে। তাহাদের জল চলে নহে। তাহাদের অনেকেই মুসলমান হইয়াছে।

সাঁওতাল পরগণার লোহারদিগের বীরভূমিয়া, গোবিন্দপুরিয়া, মহলারিয়া এই কয়েকটী শ্রেণী আছে। বীরভূমিয়াগণ বীরভূম হইতে, গোবিন্দপুরিয়াগণ মানভূমের উত্তর গোবিন্দপুর হইতে, মহলারিয়াগণ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মহলারিয়া পরগণা হইতে আসিয়াছে। লোহারডাগার লোহারদিগের মধ্যে ছুরল্যা, মুণ্ডালোহার, সদলোহার, শিউবংশী লোহারিয়া, সহমাতিয়া ও মানভূমে লোহার মানঝি, পঞ্চমানার ও বাগদি লোহার এই কয়েকটী শ্রেণী আছে। এতদ্ব্যতীত বাঁকুড়া জেলায় অঘরিয়া, গোবরা, বেতিয়া, পানসিদ নামক শ্রেণী আছে।

ছোট-নাগপুরের লোহারদিগের মধ্যেও অনেকগুলি শ্রেণী আছে। যথা—হনুমান, উদরমান, কছুয়া, কৈথোয়ার, কৈমরে, কমল, কশ্, কনৌজিয়া, কশ্যপ, কাকোথ্, কছুয়া, কোবা, কমরেতা, কিলমত, কোইলা বন্দ, হুমরাও, গৈথোয়ার, গোমবার, খপ, জৌনিয়া, ছুদ্রাও, বগবাজ, তপোয়র, তিড়ি, দেবতা ধুমড়িয়া, নাগ, নাগ, নাড়ু,

পুরতি কুটক' বাঘ, বান, বঙ্গো, বাঁশ বরোরা, বেলওয়ার বেণড়া, বুকল, ভোজরাজ, ভুঁইভুয়ার, ভোঁদা, মেদনওয়ার, মঘইয়া, মহানন্দা, মাহলি, মাহলিমুণ্ডা, মর্দু, মুরিয়ার, রেখা, রুণ্ডা, লালবাগ, লুবায়ারানন, শাণ্ড, শান্দলওয়ার, শৌর, সেমাসোঁহজিয়ার, সোনারোরে, সোনবেবরী, সনসাঁখিয়া, সোনটি কে, হুরহা, হাঁড়ি, হুমরম, হাঁক ও হেমরম।

কামিয়াগণ ব্যতীত বেহারের লোহারগণ প্রায় সকলকেই হিন্দু। মৈথিল ব্রাহ্মণগণই তাহাদের কার্য্যাদি করিয়া থাকেন। ছোটনাগপুর ও বঙ্গের পশ্চিম অংশের লোহারগণ হিন্দু। তাহারা বনগোরাই, বরাম ঠাকুর, দুলে গোঁসাই, ভাদু, ভয়রা, মনসা ও মোহনগিরি প্রভৃতির পূজা করে। আষাঢ়, অগ্রহায়ণ ও মাঘ মাসে সোমবার ও মঙ্গলবারে মোহনগিরির পূজা হইয়া থাকে। পূজায় ছাগবলি হয়। সকলে প্রসাদ ভক্ষণ করে। বাঁকুড়া ও সাঁওতাল পরগণার লোহারদিগের স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ আছে। লোহারডাঙ্গার পাহান, বৈগা ওঝা বা দেওঘরিয়াগণ পূজাদি সম্পন্ন করে। মগহী লোহারগণের বিবাহে ব্রাহ্মণ নাপিতগণ পুরোহিতের কার্য করে।

পশ্চিমবঙ্গ ও ছোটনাগপুরের লোহারদিগের বিবাহে পণ লাগে। পুরুষেরা বহু কন্যা বিবাহ করিতে পারে। নীচ জাতিদিগের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদও হইয়া থাকে। বিবাহ অল্প বয়সে হয়, অধিক বয়সেও হইয়া থাকে। কিন্তু বেহার অঞ্চলে অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াই প্রথা। পণও আছে। বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তানাদি না হইলে পুরুষেরা দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারে। কন্মো জাতিদিগের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের নিয়ম নাই। অন্যান্য বর্গে পঞ্চায়েতের মত লইয়া স্ত্রী বা স্বামী-ত্যাগের নিয়ম আছে। বিধবাবিবাহ নীচ শ্রেণীতে কোথাও কোথাও প্রচলিত, কিন্তু উচ্চ-শ্রেণীতে আদৌ নাই। বঙ্গ ও বেহারে লোহারের সংখ্যা ২৮২,৩৫৭ জন হইবে।

নেপালের কামারদিগকে কামি বা কামিয়া বলে। সম্ভবতঃ ইহারা ভারত হইতেই নেপালে গিয়া থাকিবে। এক্ষণে বঙ্গের স্থানে স্থানে ইহাদিগকে দেখা যায়। দার্জ্জিলিংএ ইহাদের সংখ্যা ৩৭২৩ জন, চম্পারণে ১০৭ জন, ভাগলপুরে ৯ জন, ছোটনাগপুরের করদরাজ্যে ৫৮০ জন আছে। কামিগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা কালীপূজা করে, বিশ্বকর্ম্মাকে আপনাদিগের ইষ্টদেবতা বলিয়া জানে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন থোকের মধ্যে দুর্গাই, অনাদ্যা, গোসাই বারমস্তা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা প্রচলিত। দুর্গাইকে প্রায় সকলেই ভক্তি করে। ইহাদের ৩৮টি ঘর। এই ৩৮ ঘর বৎসরে দুইবার করিয়া দুর্গাইএর পূজা দেয়। এই পূজায় ছাগ, মেষ, কুক্কুট প্রভৃতির বলিদান হয়। আর প্রতিপূর্ণিমার দিন ধূপ ও ধুনা দেওয়া হয়। গদাইলি, পাণখেল ও দরনাল শ্রেণীর কামিগণ গোসাইএর পূজায় শূকর বলি দেয়। ইহাদের মধ্যে গজমের ও খরকা থাপু শ্রেণীর কামিগণ অনাদ্যা ও বারমস্তা দেবতার উপাসনা করে ও শ্বেত কুক্কুট বলি দেয়।

কামিদিগের পূজাদির জন্য ব্রাহ্মণ নাই। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি একটু অধিক ধর্ম্মানুরক্ত হয়, সেই পূজাদি সম্পন্ন করে। কামিরা গোমাংস ভক্ষণ করে না, কিন্তু শূকর মাংস ও কুক্কুট-মাংস ইহাদের খাদ্য, মদ্যপানেও ইহাদের বিলক্ষণ আসক্তি।

মৃত্যু হইলে ইহাদের শবদাহের নিয়ম ঠিক নাই। দেহ কখন দগ্ধ হয় কখন বা নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়, কখন বা গোর দেওয়া হয়। দগ্ধ দেহের অস্থি লইয়া গঙ্গাজলে অর্পণ করিবার প্রথাও আছে। সৎকার হইয়া গেলে, মৃতের আত্মীয়েরা মাথা মুড়াইয়া দাড়ি, গোঁফ ও ভ্রূ পর্য্যন্ত কামাইয়া ফেলে। তাহার পর একখানি ধুতি মাত্র পরিধান করিয়া মস্তকে একখণ্ড সাদা কাপড় বাঁধিয়া রাখে এবং এক সন্ধ্যা আহার করে। আহারে মাংস, লবণ বা ঘৃত কিছুই থাকে না। কম্বলে শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করে না বা অধিক কথাও কহে না। একাদশ দিবসে আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। বহুবিধ আহারের আয়োজন হয়। আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে সকল প্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়া একখানি পাতা সাজান হয়। একজন আত্মীয় সেই পাতা ও নিজের আহারীয় সামগ্রী লইয়া একটু অন্তরে বনের ভিতর যায়। তথায় সেই সাজান পাতাখানি ভূমিতে রাখিয়া নিজে দাঁড়াইয়া দেখে, যখন কোন কীট পতঙ্গ অথবা মাছি উড়িয়া আসিয়া সেই পাতে বসে, তখন সেই আত্মীয় একখানি প্রস্তর সেই পাতে চাপা দিয়া নিজের জন্য যে আহারীয় লইয়া আসে, তাহাই আহার করিতে বসে, তাহার পর বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কুটুম্বকে বলে যে মৃতের প্রেতাত্মা আসিয়া আহার করিয়া গিয়াছেন। তখন বাটীতে ভোজন আরম্ভ হয়। যাহার অপঘাতে মৃত্যু হয়, বা যাহার সন্তানাদি না হয়, তাহার এরূপ শ্রাদ্ধাদি হয় না।

কামিরা পিতৃবংশীয় ঘরে অথবা মাতুলবংশীয় ঘরে বিবাহ করিতে পারে না। কন্যারা বয়স্থা হইলে তবে বিবাহিতা হয়। বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার পরস্পরে কখন কখন

দেখা শুনা হওয়াও প্রচলিত আছে। অধিক মাখা-মাখি নিষিদ্ধ। বিবাহ রাত্রিকালে সম্পন্ন হয়। একটি মৃত্তিকার পাত্রে অগ্নি থাকে। তাহার একদিকে বর ও অপর দিকে কন্যাকে দাঁড়াইতে হয়। তাহার পর উভয়ে সেই অগ্নিকে দক্ষিণে রাখিয়া ৭ বার প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণের পর কন্যার হস্ত বরের হস্তে স্থাপিত করা হয়। কন্যার পিতা মাতা তখন কয়েকটি ফুল, বিল্বপত্র, তাম্র ও তুলসী তাহার উপর রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। তাহার পর বর কন্যার সীমন্তে সিন্দুর দিয়া গলায় একছড়া মালা (পটী) পরাইয়া দিলে বিবাহের ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়।

পুরুষ যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু বড় কাহাকেও দুইটার অধিক বিবাহ করিতে দেখা যায় না। বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহে পূর্বস্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতাসম্পর্কীয় কাহারও সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। বিধবা বিবাহে অগ্নি প্রদক্ষিণ ... মন্ত্রাদি উচ্চারিত হয় না। বর কন্যার সীমন্তে সিন্দুর দিয়া গলায় মালা পরাইয়া দিলেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। তাহার পর উভয়পক্ষে আত্মীয়স্বজনের ভোজন হইলে বিবাহোৎসব সমাপ্ত হয়।

বিবাহবিচ্ছেদের নিয়মও আছে। পাংড়ো নামক একপ্রকার ফল সিকো নামক একখণ্ড কাষ্ঠ দিয়া দ্বিখণ্ড করিলেই বিবাহ ভঙ্গ হয়। পাহাড় অঞ্চলে এই ক্রিয়ার নাম সিংকো পাংড়া। ইহাতে পুরুষদেরই অধিকার আছে, তবে স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করে তবে স্ত্রীও স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। তাহার পর স্ত্রী যদি অপর কাহাকেও বিবাহ করে, তবে স্বামী বিবাহের সময় যে পণের টাকা দিয়াছিলেন, নূতন স্বামীকে তাহা দিতে হয়। বিবাহবিচ্ছিন্ন পত্নীগণের বিবাহ বিধবাবিবাহের ন্যায় সম্পন্ন হয়। কামারদিগের অপেক্ষা যদি কোন উচ্চজাতীয় লোক কোন কামার রমণীকে উপপত্নী করে, আর সে জন্য যদি তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়, তাহা হইলে কামারগণ পঞ্চায়েতের মত লইয়া তাহাকে স্বজাতিভুক্ত করিয়া লয়।

কামারদিগের ৩৮ থরের নাম, যথা—টৈরালা, কভিচি-ওরে, খরকাবাহু, খাড, গজমের, গদাইলি, গদাল, গংবাজ, ঘতাসি, ঘরতিঘোরে ঘাবঘোতলে, জারকাসি, ঝিকলা, থাপাজী, দরমাল, দিবালী, ধুবাজ, ধুয়াল, দেবপাঠী, পকিও, পোখরেল, পোটেল, বরাইলি, মজরাতি মসাইল, রহপাল, রাযুদাল, রিজাল, রুয়াল, লাম্বাদে, লোকাস্ত্রি লোহারূপ, লোহার, সাপকোটা, সাপথর, সিলাতরে, সিকিওতি, সেজুয়ফয়াল।

পঞ্জাব ও তাহার উত্তর পশ্চিমপ্রান্তে কামারেরা স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে। অন্য কোন জাতির সহিত আদান প্রদান নাই। এ প্রদেশে কোথাও কোথাও লোহারদিগকে কৃষিকার্য্য করিতে দেখা যায়। বেরার ও মধ্যপ্রদেশে ইহারা ছুতারের কার্য্যও করিয়া থাকে; বেলগাঁও প্রদেশে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে "ঘাটী" কহে। ঘাটী লোহারগণ বেরার ও নর্ম্মদাপ্রদেশের লোহারগণের সহিত আদান প্রদান করে না। বোম্বাই প্রদেশে মরাঠী-লোহার, বুন্দেলী লোহার প্রভৃতি স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হয়। এদেশের লোহারগণ লাঙ্গলের ফাল ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। কাঠিবাড় প্রদেশে লোহারগণের বাস স্থান নাই। তাহারা আমেদী হইতে গুজরাট ও উদিয়ার হইয়া কাঠিবাড় যায়, আবার ঐরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া আমেদীতে আসে। তাহারা সাধারণের কাজকর্ম করিয়া বেড়ায়। ইহারা হিন্দু, তবে মুসলমানের রামদেওপীর কেও ভক্তি করে। ইহাদের পুরুষের বিবাহে পণ লাগে। গুজরাটেও লোহার আছে। রাজপুতনায় ইহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। বুন্দির লোহারগণ স্বতন্ত্রভাবে গলায় যজ্ঞসূত্র বাহির করে।

কামারণ্য (ক্লী) কামং দোতনং অরণ্যং কর্ম্মধা। ১ মনোহর বন। ২ কন্দর্পবন।

কামারশাল (দেশজ) কর্ম্মকারগণ যেখানে লৌহ পোড়ায়।

কামারশালা (দেশজ) কর্ম্মকারের দোকান।

কামারি (পুং) কামস্য অরিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। ১ মহাদেব। ২ বিটমাক্ষিক নামক ধাতুবিশেষ।

"তাপেঃ নদীজঃ কামারিস্তাপ্যো বিটমাক্ষিকঃ"। (বৈদ্যক ৪।১২১)

কামার্ত্ত (ত্রি) কামেন ঋতঃ পীড়িতঃ, ৩তৎ। কামপীড়িত।

"কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।" (মেঘদূ° ৫।)

কামার্থী [ন্] (ত্রি) কামং অর্থয়তে প্রার্থয়তে, কাম-অর্থ ণিচ্-ণিনি। ১ কামপ্রার্থী। ২ অভীষ্টপ্রার্থী।

কামালিকা (স্ত্রী) কামং অলতি ভূষয়তি, কাম-অল-ণ্বুল্ টাপ্-অত ইত্বম্। মদ্য।

কামালু (পুং) কামং যথেষ্টং অলতি পুষ্পবিকাশেন পর্য্যাপ্নোতি, কাম-অল্ উণ্। ১ রক্তকাঞ্চনগাছ। ২ (ত্রি) অত্যন্ত কামুক।

কামাবচর (ত্রি) কামং যথেচ্ছং অবচরতি, কাম-অব-চর-অচ্। স্বেচ্ছাচারী।

কামাবতার (পুং) কামস্য অবতারঃ, ৬তৎ। কামদেবের অবতার, প্রদ্যুম্ন; শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীগর্ভে প্রদ্যুম্ন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

কামাবশায়িতা (স্ত্রী) কামেন স্বেচ্ছয়া অবশায়য়তি, স্থাপয়তি পদার্থান্ নিশ্চিনোতি, কাম-অব-শী-ণিচ্-ণিনি; তস্য ভাবঃ তল্। সত্যসঙ্কল্পতা।

কামাবসায় (পুং) কামেন স্বেচ্ছয়া অবসায়ঃ স্থাপয়িতে পদার্থানাং স্থিরীকরণম্। ইচ্ছামত শীঘ্রই পদার্থসমূহের নিশ্চয় করা।

কামাবসায়িতা (স্ত্রী) কামাবসায়িনঃ সত্যসঙ্কল্পকারিণো ভাবঃ, কামাবসায়িন্-তল্। সত্যসঙ্কল্পতা, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ইহাও একটি যোগিগণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া পরিগণিত।

("অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।

ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥")

কামাবসায়িত্ব (স্ত্রী) কামাবসায়িনো ভাবঃ, কামাবসায়িন্-ত্ব (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) সত্যসঙ্কল্পতা।

কামাবসায়ী [ন্] (ত্রি) কামান্ স্বেচ্ছয়া অবসায়য়িতুং শীলমস্য, কাম-অব-সো-ণিচ্-ণিনি। সত্যসঙ্কল্প, ইচ্ছানুসারে যিনি পদার্থ-সমূহের নিশ্চয় করিতে পারেন।

কামাশন (ক্লী) কামং যথেচ্ছং পর্য্যাপ্তং বা অশনং ভোজনম্, কর্ম্মধা। ১ ইচ্ছামত ভোজন। ২ পর্য্যাপ্ত-ভোজন।

কামাশ্রম (পুং) কাম্যঃ রমণীয়ঃ আশ্রমঃ কর্ম্মধা। রমণীয় আশ্রম।

কামাশ্রমপদ (ক্লী) কাম্যং মনোজ্ঞং আশ্রমপদম্, কর্ম্মধা। রমণীয় আশ্রমস্থান।

কামাসক্ত (ত্রি) কামেন আসক্তঃ, ৩তৎ। ১ কামরিপুর বশীভূত। ২ অভিলাষবস্তুর বশীভূত।

কামাসক্তি (স্ত্রী) কামে আসক্তি লিপ্সা, ৭তৎ। কামরিপু-বশত কার্য্যমাত্রে ইচ্ছা।

কামাসন (ক্লী) কামস্তত্তি দিশতি অনেন, কাম-অস-ল্যুট্। রুদ্রযামলকথিত আসনবিশেষ। পদ্মাসন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভূমিতে স্পর্শ করাইলেই কামাসন হয়। [পদ্মাসন দেখ।]

"অথ কামাসনং বক্ষ্যে কামবর্দ্ধনহেতুনা।

পদ্মাসনসমারূঢ়া কনিষ্ঠাঙ্গ স্পৃশেদ্ভুবি॥" (রুদ্রযামল।)

কামি (পুং) কাময়তে কম-ণিচ্-ইন্। ১ কামুক। ২ (স্ত্রী) চক্রবর্ত্তপক্ষী, রতি।

(কামির্না কামুকে চক্রাঙ্গ স্ত্রী। মেদিনী।)

কামিক (পুং) কামং অত্যর্থি কাম-ঠন্। ১ কামুক পক্ষী। কামেন নির্বৃত্তম্ কম-ঠঞ্। ২ কাম্যকৃত কার্য্যাদি। ৩ (কাম্যাদিকাদের ষষ্ঠো গ্রন্থঃ) মেষাদি-প্রণীত গ্রন্থবিশেষ।

কামিকী (স্ত্রী) কামিক-ঙীপ্। ১ কামরূপনাগিনী। ২ কামনামত কার্য্যাদি।

"তত ইমং চক্রবর্ত্তিত বৈ পুত্রকামিকীম্॥"

(মহাভারত অনুশাসন।)

কামিজ (আরবী) জামাবিশেষ।

কামিত (ত্রি) কম ণিচ্-ক্ত। ১ অভিলষিত। ২ প্রার্থিত।

কামিতা (স্ত্রী) কামোহস্ত্যস্য, কাম-ইনি তস্য ভাবঃ তল্। ১ কামুকতা। ২ অভিলাষ।

কামিনী (স্ত্রী) কামঃ অতিশয়েন অস্ত্যস্যাঃ, কাম-ইনি-ঙীপ্। ১ অতিশয় কামযুক্তা স্ত্রী। ২ স্ত্রীমাত্র। ৩ সুন্দরী স্ত্রী। ৪ ভীরু স্ত্রী। ৫ বন্দা, পরগাছা। ৬ দারুহরিদ্রা। ৭ মদ। ৮ কামদেবের শক্তিবিশেষ।

কামিনীশ (পুং) কামিতাঃ কামিনী-ক্রিয়াজনক ঈশঃ সাধকঃ, ৬তৎ। শক্তিশালী। ইহাদ্বারা একরূপ অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাই পূর্ব্বকালে কামিনীগণ চক্ষে ব্যবহার করিতেন।

কামী [ন্] (পুং) অতিশয়েন কাময়তে, কম-ণিচ্-ণিনি। ১ কামুক। ২ চক্রবাক। ৩ পারাবত। ৪ চড়ুই। ৫ চন্দ্র। ৬ ঋষভ-নামক ঔষধবিশেষ। ৭ সারসপক্ষী। ৮ বিষ্ণু।

("কামদেবঃ কামপালঃ কামী কান্তঃ কৃতাগমঃ।"

মহাভারত ১৩। ১৪৯ অঃ।)

কামীন (পুং) কামং অনুগচ্ছতি, কাম-খ (পূর্ব্বোক্তাচ্চিবাৎ সাধু।) ১ রামচন্দ্রাদি। ২ কামদেব অনুগত। ৩ কাম-রিপুর বশীভূত কামুক।

কামীল (পুং) কামং অনুগচ্ছতি, কাম-খ (পূর্ব্বোক্তাচ্চিবাৎ সাধুঃ।) ১ রামচন্দ্রাদি। ২ কামদেব বা কামরিপুর অনুগত।

কামুক (ত্রি) কাময়তে, কম-উক ঞ্ লষ-পত-পদ-স্থা-ভূ-বৃষ-হন-কম-গম-শৄভ্য উকঞ্। পা ৩। ২। ১৫৪।) ১ কামী; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কমিতা, অনুক, কম্র, কাম-য়িতা, অভীক, কমন, কামন, অভিক। (পুং) ২ অশোক গাছ। ৩ চড়াই পাখী। ৪ অতিমুক্তক লতা।

"কামুকঃ কমনেঽশোক-পাদপে চাতিমুক্তকে।" (মেদিনী।)

কামুককান্তা (স্ত্রী) কামুকানাং কান্তা প্রিয়া, ৬তৎ। অতি-মুক্তলতা, মাধবীলতা।

কামুকতা (স্ত্রী) কামুকস্য ভাবঃ, কামুক-তল্। অত্যন্ত কামযুক্তের কার্য্যাদি।

কামুকত্ব (স্ত্রী) কামুকস্য ভাবঃ, কামুকত্ব। অত্যন্ত কাম-পীড়িতের কার্য্যাদি।

কামুকা (স্ত্রী) কম-উক ঞ্-টাপ্। ১ ইচ্ছাবতী। ২ ভোগা-ভিলাষবিশিষ্টা। ৩ ধনলোলুপা।

কামুকায়ন (পুং) কামুকস্য অপত্যম্ পুমান্, কামুক-ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪। ১। ৯৯।) কামুকের পুত্র।

কামুকা (স্ত্রী) কামুক টাপ্‌ (কামপদকুভ্যাগাদেোক্ত। পা ৪। ১। ৪২।) মৈথুনেচ্ছাবিশিষ্টা। ইহার সংস্কৃত নামান্তর বৃষস্যন্তী।

কামেশ্বর (পুং) কামানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। পরমেশ্বর।

কামেশ্বরী (স্ত্রী) কামানাং ভোগ্যবিষয়াণাং প্রদায়িত্বেন ঈশ্বরী, ৬তৎ। ১ ভৈরবী বিশেষ। ২ কামাখ্যার পঞ্চমূর্ত্তি-মধ্যে মূর্ত্তিবিশেষ।

"কামাখ্যা ত্রিপুরা চৈব তথা কামেশ্বরী শিবা।
সারদাহথ মহোৎসাহা কামরূপগুণৈর্যুতা॥"

(কালিকাপু° ৬১ অঃ।)

কালিকাপুরাণোক্ত ধ্যানপাঠে কামেশ্বরী মূর্ত্তির এইরূপ বর্ণনা জানিতে পারা যায়। যথা 'কৃষ্ণবর্ণ, মুক্তকেশ, ছয়মুখ, দ্বাদশভুজ, অষ্টাদশচক্ষু, প্রত্যেক মস্তকেই অর্দ্ধচন্দ্র, বক্ষোদেশে মণিমুক্তাদি নির্ম্মিত মালা, দক্ষিণহস্ত সমূহে পুস্তক, সিদ্ধসূত্র, পঞ্চবাণ, খড়্গ, শক্তি ও শূল। বামহস্তসমূহে অক্ষমালা মহাপদ্ম কোদণ্ড, অভয়, চর্ম্ম ও পিনাক। ঈশান, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম উত্তর ও মধ্য, এই ছয়দিকে ছয়মুখ অবস্থিত, মুখ সকল যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত পীত হরিত, কৃষ্ণ ও বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট। এই মুখ সকল পৃথক পৃথক দেবীর মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত। শুক্লমুখ মহেশ্বরীর রক্ত কামাখ্যার, পীত ত্রিপুরার, হরিত সারদার, কৃষ্ণ কামেশ্বরীর এবং বিচিত্র চণ্ডাদেবীর। প্রতি মস্তকেই কেশ সংযত। পরিধান বিচিত্রবস্ত্র অথবা ব্যাঘ্রচর্ম্ম। সিংহের উপরে শ্বেতশব তাহার উপরে রক্তপদ্ম, তাহার উপরে এই দেবী উপবিষ্টা। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসিদ্ধির জন্য এইরূপ কামেশ্বরী মূর্ত্তি ধ্যান করিবে।"

(কালিকাপু° ৬৩ অঃ।)

কামোদ (পুং) রাগিণী বিশেষ, বেলাবলী ও গৌড়ের সংযোগে ইহার উৎপত্তি হয়। ইহাতে ধ নি স ঋ গ ম প এই কয়েকটি স্বরগ্রাম আছে। ধৈবত ইহার বাদী এবং পঞ্চম সম্বাদী। করুণ ও হাস্যরসের সময় ইহা গান করিতে হয়। প্রথম অদ্ধপ্রহর এই রাগিণী গাহিবার সময়।

কামোদক (ক্লী) কামেন স্বেচ্ছয়া দত্তং উদকম্, মধ্যলো°। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে ইচ্ছানুসারে যে জল প্রদত্ত হয়। চূড়া করণের পর মৃত্যু হইলে, তাহারই উদকক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহার পূর্ব্বে যাহাদিগের মৃত্যু ঘটে, তাহাদের উদকক্রিয়ার বিধি নাই, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশে কামো-দক প্রদান করা যায়। (লোগাক্ষি।)

কামোদকল্যাণ (পুং) কামোদ ও কল্যাণমিশ্রিত রাগিণী।

কামোদনট (পুং) কামোদ ও নটমিশ্রিত রাগ।

কামোদা (স্ত্রী) কুৎসিতঃ মোদো যস্যাঃ, বহুব্রী। রাগিণীবিশেষ।

কামোদী (স্ত্রী) সুঘরাই ও সুরটযোগে উৎপন্ন রাগবিশেষ। স ঋ গ ম প ধ এই কয়েকটী ইহার স্বরগ্রাম।

কাম্পিল (পুং) কম্পিলঃ নদীবিশেষঃ, তস্য অদূরে ভবঃ, কম্পিল অণ্‌। কাম্পিল্য নামক দেশ বিশেষ। হরিবংশে এই দেশ পাঞ্চালের দক্ষিণাংশ বলিয়া বর্ণিত আছে।

কাম্পিল্য (পুং) কম্পিলে জাতঃ, কম্পিল ষ্যঞ্‌। ১ গুণ্ডা রোচনী নামক সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। কম্পিলায়া অদূরে ভবঃ, কম্পিলা ণ্য। ২ জনপদবিশেষ বর্ত্তমান নাম কম্পিল।

[কম্পিল দেখ।]

"মাকন্দীমথ গঙ্গায়াস্তীরে জনপদায়ুতাম্।
সোঽধ্যবাৎসীৎ দীনমনাঃ কাম্পিল্যঞ্চ পুরোত্তমম্॥"

(মহাভারত ১। ১৩৯ অঃ)

৩ লতাবিশেষ।

কাম্পিল্যক (ত্রি) কাম্পিল্যে জাতঃ, কাম্পিল্য বুঞ্‌। (পা ৪। ২। ১২১) ১ কাম্পিল্যদেশজাত। (পুং) ২ কমলা-গুড়ী নামক সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

কাম্পিল্ল (পুং) কম্পিল্ল অণ্‌, (নিপাতনাৎ সাধুঃ) কমলা-গুড়ী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কম্পিল্ল, কম্পীল, কম্পিল ও কাম্পিল্য।

কাম্পিল্লক (ক্লী) কাম্পিল্ল স্বার্থে-কন্‌। কমলাগুড়ী।

"চূর্ণং কাম্পিল্লকং শিলা তৎপীতং গুটিকাকৃতম্।" (সুশ্রুত)

কাম্পিল্লকা (স্ত্রী) কাম্পিল্লক টাপ্‌। কমলাগুড়ী।

কাম্পীল (পুং) কাম্পিল অণ্‌ (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ কমলা-গুড়ী। ২ কাম্পিল্যনগর। ৩ পলাশগাছ।

কাম্পীলক (পুং) কাম্পীল স্বার্থে কন্‌। ১ কমলাগুড়ী। ২ কাম্পিল্যনগর। ৩ পলাশগাছ।

কাম্পীলবাসী [ন্‌] (পুং) কাম্পীলে কাম্পিল্যদেশে বাসো ইস্যাস্তি, কাম্পীল বাস ইন। কাম্পিল্যদেশবাসী।

কাম্বল (পুং) কম্বলেন আবৃত, কম্বল-অণ্‌। কম্বলদ্বারা আবৃত রথ।

অথ কাম্বলবাস্ত্রাভাৈস্তৈঃ পরিবৃতে রথে। (হেম ৩।৪১৮)

কাম্বলিক (পুং) বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত যূষবিশেষ, দধির মাত ও অম্লদ্রব্যের সহিত মুগ প্রভৃতির যূষ প্রস্তুত করিলে, তাহাকেই কাম্বলিক যূষ কহে। ইহা বেশ রুচিকারক।

"দধিমস্ত্বম্লসিদ্ধস্তু যূষঃ কাম্বলিকঃ স্মৃতঃ।" (সুশ্রুত)

কাম্ববিক (পুং) কম্বুঃ শঙ্খঃ ভূষণত্বেন শিল্পমস্য, কম্বু ঠক্‌। শঙ্খকার, শাঁখারী।

কাম্বুলা (স্ত্রী) কুৎসিত অম্বু যস্যাঃ কু-অম্বু কপ্ টাপ্, কোঃ কাদেশঃ। অল্পজলা।

কাম্বে, ইহার দেশীয় নাম খম্ভাৎ। খম্ভ বা স্তম্ভতীর্থ নামে যে একটি তীর্থ আছে, তাহা হইতেই খম্ভাৎ নাম হইয়াছে। এই রাজ্য গুজরাটের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৯ ও ২২° ৪১ উঃ দ্রাঘি° ৭২° ২০ ও ৭৩° ৫ পূঃ। পূর্ব্বে ব্রহ্ম রাজ্যের অন্তর্গত বড়দাদ ও পিতলাদ পরগণা দক্ষিণে কাম্বে উপসাগর পশ্চিমে সাবরমতী নদীর পরই অহম্মদাবাদের সীমা। এই রাজ্যের মধ্যে ইংরাজ অধিকৃত কয়েকখানি ও বরদা রাজের অধিকৃত কয়েকখানি গ্রাম আছে। এই প্রদেশের পূর্ব্বদিকে মহী ও পশ্চিমে সাবরমতী নদী আছে। দুইটী নদী সমুদ্রের ধারে পড়িয়াছে বলিয়া ইহাদের জলও কতক দূর পর্যন্ত লোনা। কাম্বের জমিও লোনা। নূতন কূপ খনন করিলে অল্পদিনেই উহার জল লোনা হইয়া যায়। সেই জল সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়, নচেৎ গায়ে ফোড়া হইয়া থাকে। কাম্বের ভূমি সমতল। মধ্যে মধ্যে আম, তেঁতুল, নিম, বট প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমি পরিমাণ ৩৫০ বর্গ মাইল। ইহাতে ১টি নগর ও ৮৩টি গ্রাম আছে। ইহাতে ৭০৭০৮ হিন্দু ১২৪১৭ জন মুসলমান ও ২৯৪৯ জন জৈন ও পারসী প্রভৃতি অপরাপর জাতি আছে। এ দেশে গুজরাটী ও হিন্দুস্থানী এই দুই ভাষাই প্রচলিত।

কথিত আছে যে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে পারস্য দেশ হইতে পারসিক জাতি কয়েকখানি জাহাজে করিয়া আসিতেছিল, ঝড়ে উহাদের অনেকগুলি জলমগ্ন হইলে তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি জাহাজ অতি কষ্টে সাঞ্জেম প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। সাঞ্জেম প্রদেশ সুরটের ৩৫ ক্রোশ দক্ষিণ। পারসিকেরা সাঞ্জেম প্রদেশে অবস্থান করিবার জন্য রাজার অনুমতি চাহিল। রাজা বলিলেন যদি তাহারা গুজরাটী ভাষায় কথা কহিতে শিক্ষা করেন ও গোমাংস ভক্ষণ না করেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে থাকিবার অনুমতি দিতে পারেন। তদনুসারে পারসীরা অনেক দিন তথায় অবস্থান করিল। তাহারা তথা হইতে উপকূলে বাণিজ্য করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া কাম্বেতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাম্বে স্থানটি তাহাদের বড় ভাল লাগিল। সুতরাং পারসিকগণ দলে দলে গিয়া উপস্থিত হইল তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। শেষে সেখানকার অধিবাসিগণ অপেক্ষা পারসীদিগের সংখ্যাই অধিক হওয়ায় তাহারাই কর্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে হিন্দুগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিল। যুদ্ধে অনেক পারসী নিহত হইল। ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশটী ব্রাহ্মণগণের অধিকারে আইসে। সেই সময় হইতে কাম্বের ক্রমিক উন্নতি হইতে লাগিল। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন মুসলমানেরা এ দেশ অধিকার করে, তখন কাম্বে ভারতের একটী সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া পরিগণিত ছিল। মুসলমানদিগের আমলে ইহা গুজরাটের অন্তর্গত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহার আবার সমৃদ্ধি হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এই প্রদেশ বাণিজ্যের প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। মহারাষ্ট্রগণ যখন রাজ্য বিস্তার করেন, তখন মুসলমানগণ প্রাণপণে আপনাদিগের অধিকার রক্ষা করেন। বেসিনের সন্ধির পর কাম্বে ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। এখন ইংরাজের অধীনে জনৈক মুসলমান নবাবের হস্তে ইহার শাসনভার দেওয়া আছে। এই মুসলমান ইংরাজদিগের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া রাজ্য করিতেছেন। এখানকার বন্দোবস্ত অনুসারে রাজাকার ইঁহাদের বংশাবলির হস্তেই থাকিবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে অবশ্য কর দিতে হইবে।

এখানে ১০টী বিদ্যালয় আছে। আহিফেন, গম, চাউল, তুলা, তামাক ও নীল এখানে যথেষ্ট জন্মে। নীলগাই, বন-বরাহ, হরিণ এ প্রদেশে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কাম্বে উপসাগরে বর্ষাব্যতীত অন্য সময় ভালরূপ জল থাকে না বলিয়া [কাম্বে উপসাগর দেখ] বাণিজ্যে তত সুবিধা নাই। মহী ও সাবরমতী ঐ উপসাগরে পড়ে, কিন্তু উহাদের প্রবাহ সকল সময় এক প্রকার থাকে না। এজন্য নদীমুখে যে বড় বড় জাহাজ আসিবে তাহার ও সুবিধা নাই, তথাপি বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয় না। সতরঞ্চ, গালিচা, লবণ, নীল, খোদিবার প্রস্তর প্রভৃতি এখানে প্রস্তুত হয়। এ প্রদেশে ভাল রাস্তা বড় একটি নাই। গরুর গাড়ী, উট, গোরু প্রভৃতি দ্বারা মালপত্র চলাচল হয়।

কাম্বে বা খাম্ভাৎ। কাম্বে রাজ্যের প্রধান নগর। ইহা মহী-নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ১৮′ ৩০″ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৪০ পূঃ। জনসংখ্যা ৩ ,০০৭, তন্মধ্যে ১৫,৩১৪ জন হিন্দু ৮ ৩৮ জন মুসলমান, ২৫২৫ জন জৈন, ১ জন খৃষ্টান, ১১৯ জন পারসী। নগর অতি প্রাচীন। খম্ভাৎ বা স্তম্ভ নামক মহাদেবের তীর্থ হইতে এই নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নগরের চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। অনল্যো বন্দুকের গুলি চালাইবার জন্য প্রাচীরের ভিতর গর্ত বা কক্ষ। অ বারে পাকের উপর কামান সজ্জিত থাকত। এক্ষণে

সে সকলের ভগ্নাবশেষমাত্র লক্ষিত হয়। কথিত আছে, আরবনাথ্য এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। এই ব্যক্তি প্রাচীন আবিষ্কের পাণ্ডারাজের দৌত্যকার্য্যে রোমসম্রাট্ অগষ্টস্‌র নিকট প্রেরিত হন ও এথেন্স নগরে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতেই স্বেচ্ছাক্রমে দগ্ধ হন। প্রবাদ যে, প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যও নাকি এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৯০ খৃঃ অব্দে মার্কো পোলো নামক ভিনিসের পরিব্রাজক এই নগর দেখিয়া ইহাকে ভারতের একটী প্রধান বন্দর ও বাণিজ্য স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন। তাহার বিবরণে কাম্বেথ নামে ইহার উল্লেখ আছে। বাস্তবিকই কাম্বে নগর ভারতের একটী প্রধান বাণিজ্যের স্থান ছিল, কিন্তু উপসাগরের জল কমিয়া যাওয়ায় সে সমৃদ্ধি এখন নাই। [কাম্বে উপসাগর দেখ]

এখানে জৈনদিগের প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। সেই সকল মন্দিরের স্তম্ভগুলি লইয়া ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহ জুম্মা-মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। কম্বের প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে লাল, সাদা ও হরিদ্রাবর্ণের অকীক পাথর দেখিতে পাওয়া যায়। একজন মুসলমান নবাব এখানে রাজত্ব করেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে কর দিয়া থাকেন।

কাম্বে উপসাগর। —ইহার পশ্চিমে গুজরাট ও পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষ। সমুদ্রের মোহনায় ইহার পরিসর দেড়ক্রোশ মাত্র। কিন্তু মুখ হইতে উত্তরে কাম্বে প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ ক্রোশ হইবে। পূর্ব্বদিক্ হইতে নর্ম্মদা ও তাপ্তী, উত্তর হইতে সাবরমতী ও মহী এবং পশ্চিমে কাঠিবাড় প্রদেশ হইতেও দুইটী নদী আসিয়া এই উপসাগরে পতিত হইয়াছে। উপসাগরের মুখে পশ্চিমদিকে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত দিউ নামক দ্বীপ ও পূর্ব্বদিকে সুরাটনগর অবস্থিত। সুরাট, কাম্বে প্রভৃতি বন্দর ইহার উপকূলে অবস্থিত। তথাপি ইহাতে বাণিজ্যের একটী বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। দুই শত বৎসরের অধিক কাল হইতে ইহার জল ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। এই জন্য ভাটার সময় ইহাতে প্রায় জল থাকে না। আর জোয়ারের সময় বিষম স্রোতের বেগ হয়। কাম্বের নিকট প্রায় ৮ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত ভাটার সময় কিছুই জল থাকে না। সে সময় পার হইতে হইতে যদি জোয়ার আসিয়া পড়ে, তবে জীবনের আশা ছাড়িতে হয়। জোয়ারের বেগে জাহাজ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। যে সকল নৌকা বা জাহাজ এক জোয়ারে আসে, পুনরায় জোয়ার না হইলে তাহারা আর যাইতে পারে না।

কাম্বোজ (পুং) কম্বোজদেশে ভবঃ, কম্বোজ-অণ্। ১ কম্বোজ দেশজাত ঘোড়া। (ত্রি) ২ কম্বোজদেশীয় মনুষ্য। ৩ সোম বৃক্ষ। ৪ পুন্নাগ বৃক্ষ। ৫ যবনতুল্য ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ, সগর ইহাদিগকে মস্তকমুণ্ডিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

(হরিবংশ)

কাম্বোজক (ক্লী) কম্বোজে ভবঃ কম্বোজ বুঞ্। (মনুষ্য তৎস্থয়োর্বুঞ্। পা ৪। ২। ১৩৪) ১ কম্বোজদেশবাসীর হাস্যাদি।

কাম্বোজি (স্ত্রী) ১ মাষপর্ণী, মাষাণী। ২ পাপড়ি খয়ের। ৩ কুঁচ। ৪ হাকুচ।

কাম্বোজী (স্ত্রী) কাম্বোজ ঙীপ। ১ মাষপর্ণী। ২ পাপড়ি খয়ের। ৩ কুঁচ। ৪ হাকুচ।

কাম্য (ত্রি) কাম্যতে, কম ণিচ যৎ। ১ কামনীয়। ২ সুন্দর। ৩ কামনাযুক্ত (বাক্য)। ৪ কর্ত্তব্যকর্ম্ম।

"যৎ কিঞ্চিৎ ফলমুদ্দিশ্য যজ্ঞদানজপাদিকম্।
ক্রিয়তে কাম্যিকং যত্র তৎকাম্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

(মুগ্ধ° টী°,

৫ ভোগ্য। ৬ বাঞ্ছনীয়। ৭ (ক্লী) অভীষ্ট কর্ম্ম।

কাম্যক (ক্লী) ১ বনবিশেষ। ২ সরোবর বিশেষ।

কাম্যকবন (ক্লী) বনবিশেষ, ইহা সরস্বতী নদীতীরে অবস্থিত ছিল, পাণ্ডবগণ বহুদিন এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

কাম্যকর্ম্ম [ন্] (ক্লী) কাম্যঞ্চ তৎ কর্ম্ম চেতি, কর্ম্মধা। স্বর্গাদি-অভীষ্টকামনায় কর্ত্তব্য কর্ম্মবিশেষ, জ্যোতিষ্টোমাদি।

কাম্যতা (স্ত্রী) কাম্যস্য ভাবঃ, কাম্য তল্। ১ কমনীয়তা। ২ ভোগ্যতা। ৩ বাঞ্ছনীয়তা।

কাম্যদান (ক্লী) কাম্যঞ্চ তৎ দানঞ্চেতি কর্ম্মধা। ১ স্ত্রীরত্ন প্রভৃতি কমনীয় বস্তুর দান। ২ পুত্র, ঐশ্বর্য্য, জয় প্রভৃতি প্রাপ্তিকামনায় যে দান করা হয়।

"অপত্যবিজয়ৈশ্বর্য্য স্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়তে।
দানং তৎ কাম্যমাখ্যাতং ঋষিভি র্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ॥" (গরুড়পু°)

কাম্যফল (ক্লী) কাম্যস্য ফলং ৬তৎ। কাম্যকর্ম্মের বাঞ্ছনীয় ফল।

কাম্যমরণ (ক্লী) কাম্যং বাঞ্ছনীয়ং মরণং, কর্ম্মধ। বাঞ্ছনীয় মৃত্যু, মুক্তি।

কাম্যব্রত (ক্লী) কাম্যং কাম্যফলপ্রদং ব্রতম্ মধ্যলো°। অভীষ্টফলপ্রদ ব্রত।

কাম্যা (স্ত্রী) কম ণিঙ ভাবে-ক্যপ্ টাপ্। ১ প্রিয়ব্রতের পত্নী। [প্রিয়ব্রত দেখ] ২ কামনা।

"অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্॥" প্রা. তঃ বৌধায়ন

কাম্যাভিপ্রায় (পুং) কাম্যঃ বাঞ্ছনীয়ঃ অভিপ্রায়ঃ, কর্ম্মধা। বাঞ্ছনীয় অভিপ্রায়।

কাম্যোপাসনা (স্ত্রী) কাম্যয়া কামনাসিদ্ধীচ্ছয়া উপাসনা, ৩তৎ। কামনাসিদ্ধির অভিপ্রায়ে যে উপাসনা করা হয়।

কাম্ল (ক্লী) কু কুৎসিতং ঈষৎ বা অম্লং, কোঃ কাদেশঃ। ১ কুৎসিত অম্লরস। ২ ঈষৎ অম্লরস। (ত্রি) ৩ কুৎসিত বা ঈষৎ অম্লরসযুক্ত।

কায (ক্লী) ক, প্রজাপতিদেবতা অস্য, ক অণ্ ইকারশ্চ (কস্যেৎ। পা ৪।২।২৫) অাদ্যবৃদ্ধিঃ। ১ প্রাজাপত্যতীর্থ, কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অগ্রোভাগের নাম প্রাজাপত্য তীর্থ।

"অঙ্গুষ্ঠমূলস্য তলে ব্রাহ্মং তীর্থং প্রচক্ষতে।

কায়মঙ্গুলিমূলেহগ্রে দৈবং পিত্র্যং তয়োরধঃ॥" (মনু ২।৫৮)

২ মনুষ্যতীর্থ। (পুং) ৩ ব্রহ্মতীর্থ। কায়তি প্রকাশতে অচ্। ৪ মূর্ত্তি, শরীর। [শরীর দেখ] ৫ সমূহ। ৬ লক্ষ। ৭ স্বভাব। ৮ প্রাজাপত্য বিবাহ। ৯ মূলধন। ১০ গৃহ। ১১ ব্রহ্মা।

কায়কারণকর্ত্তৃত্ব (ক্লী) কায়স্য শরীরস্য কারণে উৎপত্তিকারণে কর্ত্তৃত্বং। শরীরোৎপত্তিকারক কারণসৃষ্টিবিষয়ে কর্তৃত্ব।

কায়ক্লেশ (পুং) কায়স্য ক্লেশঃ, ৬তৎ। শারীরিক পরিশ্রম।

কায়ক্লেশে (দেশজ) শারীরিকপরিশ্রমদ্বারা কষ্ট স্বীকার করিয়া কোনরূপে।

কায়ঙ্গন (দেশজ) মৎস্যবিশেষ (Silurus acutus, *Buch.*)

কায়চিকিৎসা (স্ত্রী) কায়স্য চিকিৎসা, ৬তৎ। আয়ুর্ব্বেদোক্ত অষ্টাঙ্গ চিকিৎসার মধ্যে অঙ্গবিশেষ, শরীরব্যাপী জ্বর, উন্মাদ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা।

"কায়চিকিৎসা নাম সর্ব্বাঙ্গ-সংশ্রিতানাং ব্যাধীনাং জ্বরাতিসার-রক্তপিত্ত-শোষোন্মাদাপস্মার-কুষ্ঠাদীনামুপশমনার্থম্।"

(সুশ্রুত সূত্রস্থান ১ অঃ)

কায়ছাল (দেশজ) কট্‌ফল গাছের ছাল। ইহার নস্য শিরোরোগে উপকারক।

কায়ড়া (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Muscicapa Kangbdara)

কায়দা (আরবী) ১ নিয়ম। ২ চতুরতা।

কায়ফল (দেশজ) কট্‌ফল।

কায়বন্ধন (ক্লী) কায়ং বধ্নাতি, কায় বন্ধ-ল্যু। চেতনাধিষ্ঠিত শুক্রশোণিতের সংযোগবিশেষ।

কায়মনোবাক্য (ত্রি) কায়ঃ মনঃ বাক্যঞ্চ যত্র, বহুব্রী। শরীর মন ও বাক্যের সহিত একান্ত আগ্রহে যাহা সম্পাদন করা হয়।

কায়মান (ক্লী) কায়স্য মানমিব মানমস্য, মধ্যলো°। তৃণকুটীর, পর্ণকুটীর।

কায়রূপসংযম (পুং) পাতঞ্জলকথিত ধ্যানবিশেষ, স্বরূপসংযমবিশেষ।

কায়বলন (ক্লী) কায়ো বল্যতে আচ্ছাদ্যতে অনেন, কায়-বল ল্যুট্। কবচ, বর্ম্ম।

কায়ব্য (পুং) মহাভারতোক্ত দস্যুরাজবিশেষ। ইহার জন্মবিবরণাদি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"কোন নিষাদীগর্ভে ক্ষত্রিয়ঔরসে কায়ব্যের জন্ম হয়, কায়ব্য দস্যুদলাধিপতি হইয়াও সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে আসক্ত থাকিতেন। অনুচরদিগের প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল, 'তোমরা ব্রাহ্মণ, তপস্বী, ভীরু শিশু স্ত্রী ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে কখন নষ্ট করিও না' নিজেও তিনি সর্ব্বদা বনবাসী, তপস্বী ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিতেন এবং মৃগাদি হনন করিয়া তাঁহাদিগকে পর্য্যাপ্তরূপ আহার করাইতেন। এইরূপ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও তিনি সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।" (মহাভারত শান্তি ১৩৫ অঃ)

কায়ব্যূহ (পুং) কায়ে শরীরে ব্যূহঃ বাতাদীনাং ত্বগাদীনাং সপ্তধাতূনাঞ্চ ব্যূহনম্, ৭তৎ। ১ শরীরস্থ বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং ত্বক্ প্রভৃতি সপ্তধাতুর বিন্যাস। বাহ্যদিক হইতে আরম্ভ করিলে, প্রথমে ত্বক্ তৎপরে রক্ত, এইরূপ যথাক্রমে মাংস, মেদ অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা শরীরের অভ্যন্তরে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিত।

সুশ্রুতে এই দোষত্রয়ের অবিকৃত অবস্থায় স্থাননির্দ্দেশ এইরূপ লিখিত আছে—"শ্রোণি ও গুহ্যদেশ বায়ুর স্থান, পিত্তধর ও গুহ্যদেশের উপরিভাগে এবং নাভির নিম্নভাগে পক্বাশয় অবস্থিত, এই পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান পিত্তের আশ্রয়। আমাশয় শ্লেষ্মস্থান। সংক্ষেপতঃ প্রাধান্যানুসারে এই তিনটী স্থান তিন দোষের বলিয়া কথিত হইল।" (সুশ্রুত সূত্র° ২১ অঃ)

[প্রত্যেক দোষই পাঁচ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন যে সকল স্থানে অবস্থিত আছে, তাহা বায়ু, কফ ও পিত্ত শব্দে দেখ।] ২ কর্ম্মভোগজন্য যোগিগণকল্পিত-কায়সমূহ। যোগিগণ কর্ম্মত্যাগের জন্য কায়ব্যূহ রচনা করেন। পাতঞ্জলসূত্রে আছে, "নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্" নাভিচক্র সংযম করিয়া যোগিগণ কায়ব্যূহ জানিতে পারেন। শাণ্ডিল্য-সূত্রে আছে, "সমকালেষু দৃষ্টত্বাৎ।" যোগিগণ এক সময়ে বহুবিধ ফলভোগের জন্য যে সকল শরীর নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে চিত্তেরও অনুসরণ হয়।

কায়সম্পদ্ (স্ত্রী) কায়স্য সম্পদ্, ৬তৎ। রূপ, লাবণ্য, বল ও সুগঠন প্রভৃতি শরীর সম্পত্তি বাহুল্য অভিহিত।

কায়স্থ (পুং) কায়েষু সর্ব্বভূতদেহেষু তিষ্ঠতি কায়-স্থা ক।

১ অন্তর্যামী পরমেশ্বর।

"কায়স্থোঽপি ন কায়স্থঃ কায়স্থোঽপি ন জায়তে।
কায়স্থোঽপি ন ভুঞ্জানঃ কায়স্থোঽপি ন বধ্যতে॥"

(উত্তরগীতা ১।২৮)

'কায়স্থোঽপীতি কিঞ্চ দেহাধ্যাসবশাৎ প্রতীয়মান ইহ ভোক্তৃ বাদিকং আত্মনো নাস্তি ইত্যাহ কায়স্থ ইতি দেহীজীবঃ কায়স্থোঽপি শরীরাধ্যাসবানপি ন কায়স্থঃ শরীরনিমিত্তক বন্ধনরহিত ইত্যর্থঃ। কায়স্থো জন্মাদিমজ্জীবস্থোঽপি ন জায়তে, কায়স্থোঽপি কলহহেতুভূতদেহস্থো ন বধ্যতে।'

গৌড়পাদাচার্য্যকৃত সুবোধিনী টীকা।

২ জাতিবিশেষ। এই কায়স্থজাতির উৎপত্তি ও প্রকৃতবর্ণ নির্ণয়সম্বন্ধে বহুদিন হইতে মতভেদ ও বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। এই জাতিকে কেহ শূদ্র কেহ অন্ত্যজ, কেহ ক্ষত্রিয় কেহ ব্রহ্মক্ষত্রিয়, কেহ বা স্বতন্ত্র পঞ্চমবর্ণ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, যখন বহুদিন হইতে এই জাতির প্রকৃত বর্ণতত্ত্ব জানিবার জন্য সকলেই অভিলাষী, তখন নিরপেক্ষভাবে এই জাতির মূলতত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। প্রাচীন স্মৃতি, পুরাণ কাব্য নাটক প্রভৃতি বিস্তর সংস্কৃতগ্রন্থে কায়স্থগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক, সেই সকল প্রাচীন গ্রন্থে কায়স্থজাতি কিরূপভাবে অভিহিত হইয়াছে।

স্মৃতির মত।—সর্ব্বপ্রথম বিষ্ণুসংহিতাতে কায়স্থ শব্দের এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।—"অথ লেখ্যং ত্রিবিধং। রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম।" (বিষ্ণুসং ৭।২)

উক্ত বচনের স্মৃতিবিবৃতিতে নন্দপণ্ডিত লিখিয়াছেন, "রাজাধিকরণং রাজসভা তস্যাং তেন রাজ্ঞাভিযুক্তো যঃ কায়স্থঃ তেন কৃতং তস্যাং সভায়াং যোঽধ্যক্ষঃ প্রাড়্বিবাকস্তস্য করচিহ্নেন যুক্তং তদ্রাজসাক্ষিকম্। রাজ্ঞো মুদ্রাকরণেন সাক্ষী যস্মিন্ তৎরাজসাক্ষিকম্॥"

অর্থাৎ রাজসভায় রাজকর্তৃক নিযুক্ত কায়স্থ দ্বারা লিখিত এবং প্রাড়্বিবাকের করচিহ্নিত অথবা রাজমুদ্রা দ্বারা চিহ্নিত যে লেখ্য তাহাই রাজসাক্ষিক। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

"চাটতস্করদুর্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥" (যাজ্ঞব ১।৩৩৬)

'কায়স্থৈঃ রাজবল্লভৈঃ প্রভাবস্থৈঃ।' শূলপাণিকৃত টীকা।

কায়স্থ—রাজবল্লভপ্রযুক্ত প্রভাবশালী। মিতাক্ষরায় কায়স্থের এইরূপ অর্থ আছে;—

"কায়স্থাঃ গণকা লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানাঃ বিশেষতো রক্ষেৎ তেষাং রাজবল্লভতয়াতিমায়াবিত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বা।"

কায়স্থ অর্থাৎ গণক ও লেখক। তাহাদিগের দ্বারা উৎপীড়িত প্রজাদিগকে রাজা বিশেষতঃ রক্ষা করিবেন। কারণ তাহারা (কায়স্থেরা) রাজার অতি প্রিয়পাত্র হওয়ায় অতিমায়াবী ও দুর্দ্ধর্ষ।

বৃহৎ পরাশরসংহিতায় লিখিত আছে—

"শুচীন্ প্রাজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যে হিতৈষিণঃ॥"

(বৃহৎপরাশর ১০।১০)

শুচি বিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও মুদ্রাকরান্বিত ব্রাহ্মণকে এবং সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী লেখক কায়স্থকে [ইত্যাদি]

উপরোক্ত প্রমাণগুলি দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে কায়স্থগণ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজাদিগের সময় রাজকর্ম্মচারী রাজলেখকরূপে অভিহিত ছিলেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থের বর্ণসম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা উল্লেখ না থাকিলেও তাহাদিগের আচার ব্যবহার দ্বারা বর্ণ নির্ণীত হইতে পারে। প্রথমতঃ যাহারা কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের কথা স্বীকার করিয়া দেখা উচিত যে, কায়স্থ জাতি ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে প্রকৃতপ্রস্তাবে শূদ্রজাতি কি না?

মনু প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই শূদ্রজাতির দ্বিজাতিশুশ্রূষা ও শিল্পকার্য্যই একমাত্র উপজীবিকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এমন কি, স্মৃতিশাস্ত্রমতে শূদ্রকে স্পর্শ করাও দোষাবহ। যথা—

"তস্মাত্তানি ন শূদ্রায় স্পৃষ্ট্যানি যুধিষ্ঠির।
সর্ব্বং তচ্ছূদ্রসংস্পৃষ্টং ন পবিত্রং ন সংশয়ঃ॥
লোকে ত্রীণ্যপবিত্রাণি পঞ্চমেধ্যানি ভারত।
শ্বা শূদ্রশ্চ শ্বপাকশ্চেত্যপবিত্রাণি পাণ্ডব॥"

(বৃদ্ধগৌতম ২১।১৯।২০)

হে যুধিষ্ঠির! শূদ্রগণকে স্পর্শ করা উচিত নহে। কারণ এই সকল শূদ্রকর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে অপবিত্র হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। হে পাণ্ডব! কুকুর, শূদ্র ও শ্বপাক এই তিন অপবিত্র।

রাজসভায় বসিয়া শূদ্রের লেখাপড়ার কথা কোন স্মৃতি বা পুরাণে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কায়স্থেরা রাজসভায় বসিয়া লেখকের কার্য্য করিত সুতরাং স্মৃতি মানিলে রাজসভায় নিযুক্ত কায়স্থগণ কোন ক্রমে শূদ্র হইতে পারেন না। বিশেষতঃ রাজসভায় নিযুক্ত লেখকগণ রাজার অন্তরঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যথা—

"রাজা সৎপুরুষঃ সভ্যাঃ শাস্ত্রং গণকলেখকৌ।
হিরণ্যমগ্নিরুদকমষ্টাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ॥"

(নারদসংহিতা ১।১৫)

প্রাড়্‌বিবাক, সভ্যগণ, শাস্ত্র, গণক, লেখক, স্বর্ণ, অগ্নি ও জল এই আটটি রাজার অঙ্গ। উক্ত শ্লোকের টীকায় কল্যাণভট্ট লেখকের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"তাযো ওর্দ্রক্রিয়াক্রয়পত্রাদিলেখনোপযোগী।"

ব্যবহারমাতৃকার একস্থলে লিখিত আছে—

"লিখতঃ লক্ষণং জ্ঞেয় যুক্তিজ্ঞাতৈকবর্ম না।
অর্থতো গ্রহণশ্চৈব মন্ত্রবাহ্যব্যভিচারাৎ॥" (৪।১৩৬)

কায়স্থকে যদি রাজসভায় লেখক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে এই জাতি যে শূদ্র নয়, তাহা স্থির।

মিতাক্ষরায় কায়স্থের অপর অর্থ রাজার প্রিয়পাত্র গণক লিখিত হইয়াছে। ব্যাস রাজসভায় গণকের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"দ্বিজবংশ্যং জ্যোতির্বিদং স্ফুটপ্রত্যয়কারকম্।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ॥"

(বৈজয়ন্তীধৃত ব্যাসবচন)

রাজা দ্বিজ জ্যোতির্ব্বিদ্, স্ফুটপ্রত্যয়কারী এবং বেদবিদ এরূপ গণককে নিযুক্ত করিবেন।

মহাভারতের সময়েও উক্ত গণক ও লেখকেরাই রাজার আয় ব্যয় পরিদর্শন করিত, যথা—

"কচ্চিদায়ব্যয়ে যুক্তাঃ সর্ব্বে গণকলেখকৌ।
অনুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বাহ্ণে নিত্যমায়ব্যয়ং তব॥"

(সভাপর্ব্ব ৫অঃ)

হে রাজন্! আয়ব্যয়বিষয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখক, পূর্ব্বাহ্ণে আপনার আয় ব্যয় পরিদর্শন করিয়া থাকে।

এক্ষণে যদি মিতাক্ষরার প্রমাণানুসারে কায়স্থকে গণক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও কায়স্থকে শূদ্রজাত বলা যাইতে পারে না। গণক বেদে অধিকারী, শূদ্রের কোন কালে বেদে অধিকার নাই।

এখন স্থির হইল, কায়স্থ শূদ্র নয়, কিন্তু দ্বিজাতির অন্তর্গত।

বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন—

"লেখকঃ প্রাড়্‌বিবাকশ্চ সভ্যাশ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ।
নৃপে পশ্যতি তৎকার্য্যং সাক্ষিণঃ সমুদাহৃতাঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবহার ৬৮ শ্লোকে মিতাক্ষরা)

রাজা তাহাদের কার্য্য দেখেন বলিয়া লেখক, প্রাড়্‌বিবাক ও সভ্যগণ রাজসাক্ষী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে ধর্ম্মাধিকরণে লেখকেরাও রাজসাক্ষী বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত রাজসাক্ষীর এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"তপস্বিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
ধর্ম্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তো ধনান্বিতাঃ॥
ত্র্যবরাঃ সাক্ষিণো জ্ঞেয়াঃ শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াপরাঃ।"

(যাজ্ঞবল্ক্য ২। ৬৮)

শূদ্রজাতি ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত হইতে পারিত না। মহর্ষি কাত্যায়নের মতে—

"ব্রাহ্মণো যত্র ন স্যাত্তু ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"

(মিতাক্ষরা, কেশববৈজয়ন্তী (৬অঃ) ও স্মৃতিধৃত কাত্যায়নবচন)

যেখানে ব্রাহ্মণ নাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্য নিযুক্ত করিবেন, শূদ্র কখন নিযুক্ত করিবেন না। (১)

উপরোক্ত প্রমাণদ্বারাও রাজসভায় নিযুক্ত কায়স্থ কখন শূদ্র হইতে পারে না।

মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথিও কায়স্থের উল্লেখ করিয়াছেন—

"রাজা প্রত্যবশাসনাস্তেককায়স্থ হস্ত লিখিতান্যেব প্রমাণী ভবন্তি।" অর্থাৎ

রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির শাসন যাহা এক কায়স্থের হস্তলিখিত, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

বাস্তবিক, অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে কায়স্থগণ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজাদিগের সময়ে মহাসান্ধিবিগ্রহিকের কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বকালে রাজা শাসনদ্বারা যে সকল ভূমি ব্রাহ্মণাদিকে দান করিতেন, সেই শাসনপত্রে মহাসান্ধি-বিগ্রহিকের নাম প্রকাশ থাকিত। এতৎসম্বন্ধে মিতাক্ষরায় এই বচনটী উদ্ধৃত দেখা যায়—

(১) মনুসংহিতায় লিখিত আছে—
"যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্ম্মবিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥
যদ্রাষ্ট্রং শূদ্রভূয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমদ্বিজম্।
বিনশ্যত্যাশু তৎকৃৎস্নং দুর্ভিক্ষব্যাধিপীড়িতম্॥"
(মনুসংহিতা ৮। ২১ ২২ শ্লোঃ)

যে রাজার রাজ্যে শূদ্র ধর্ম্ম বিচার করে, সে রাজার রাজ্য পঙ্কে নিমগ্ন গোর ন্যায় শীঘ্রই অবসাদ প্রাপ্ত হয়। যে রাষ্ট্র শূদ্রভূয়িষ্ঠ, নাস্তিকাক্রান্ত দ্বিজাতিশূন্য, দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধিপীড়িত সেই রাজ্য আশু বিনষ্ট হয়।

"সন্ধিবিগ্রহকারী তু ভবেদ্যস্তস্য লেখকঃ।
স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেদ্রাজশাসনম্॥"

(আচারাধ্যায় ৩১৯ শ্লোক)

সন্ধিবিগ্রহকারী লেখক নৃপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজশাসন লিখিবেন।

ইতিপূর্ব্বে মেধাতিথির উক্তি দ্বারা জানা গিয়াছে যে, কায়স্থেরাই রাজশাসন লিখিত, এখন মিতাক্ষরাধৃত বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই লেখকই সন্ধিবিগ্রহকারী বা সান্ধিবিগ্রহিক। এখন দেখা যাউক, সান্ধিবিগ্রহিক কাহাকে বলে

'সান্ধিবিগ্রহিকঃ কার্য্যঃ ষাড়্‌গুণ্যাদি বিশারদঃ।"

(অগ্নিপুরাণ ২২০। ৩)

সান্ধিবিগ্রহিক ষাড়্‌গুণ্যাদি বিশারদ হইবে। ঐ ষড়্‌গুণ কি কি? মনুসংহিতার মতে

"সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনমেব চ।
দ্বৈধীভাবং সংশ্রয়ঞ্চ ষড়্‌গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা॥"

সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয় এই ছয় গুণ রাজার সতত স্থিরভাবে চিন্তা করা উচিত।

সন্ধিবিগ্রহাদি উক্ত ছয় গুণ যে ব্যক্তি ভালরূপ অবগত আছেন এবং তদনুসারে যে কার্য্য করিতে পারদর্শী, তাহাকেই সান্ধিবিগ্রহিক বলা যায়। (২)

মনুর মতে রাজা বা সুপণ্ডিত মন্ত্রী ঐ ষড়্‌গুণ বিশারদ হইবেন। কিন্তু সান্ধিবিগ্রহিক একটী স্বতন্ত্র উচ্চ সচিবের পদ, মন্ত্রী ও সেনাপতির পরই গণনা করা যাইতে পারে। যতদূর দেখা হইয়াছে, তাহাতে বলা যাইতে পারে ক্ষত্রিয়েরই এই পদে অধিকার। মহর্ষি হারীত নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"রাজ্যস্থঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপি প্রজাধর্ম্মেণ পালয়ন্।
কুর্য্যাদধ্যয়নং সম্যগ্ যজেদ্যজ্ঞান্ যথাবিধিঃ॥
নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা॥
ধর্ম্মেণ যজনং কার্য্যমধর্ম্মপরিবর্জ্জনম্।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োহপ্যেবমাচরন্॥"

(হারীতস্মৃতি ২ অঃ)

ক্ষত্রিয় রাজ্যস্থ হইলেও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, সম্যক্ অধ্যয়ন এবং যথাবিধি যজ্ঞ করিবেন। নীতিশাস্ত্রোক্ত অর্থে পটু ও সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ হইবেন এবং দেবব্রাহ্মণভক্ত ও পিতৃকার্য্যে রত থাকিবেন। ধর্ম্মানুসারে যজন ও অধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিবেন। ক্ষত্রিয় পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচরণ করিয়া উত্তম গতি লাভ করেন।

মনু বলিয়াছেন—

"তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্।"

(মনুসংহিতা ৭। ৫৬)

'তৈর্ম্মৌলসচিবৈর্ম্মন্ত্রৈশ্চার্থাধিকারিভিঃ সহ সামান্যং যদাভিগ্রহণং তচ্চিন্তয়েৎ সন্ধিবিগ্রহং কিং সন্ধিঃ সম্প্রতি যুক্তো অথ বিগ্রহঃ?। উভয়ত্র গুণদোষান্ বিচারয়েৎ।'

ইতি মেধাতিথিভাষ্য

রাজা সন্ধিবিগ্রহাদি ঐ সকল বুদ্ধিমান্ সচিববর্গের সহিত সদ্‌যুক্তি ও সৎপরামর্শ করিবেন।

এখানে মনুর উক্তিতেও জানা যাইতেছে, বুদ্ধিমান্ সচিব ও রাজাই সন্ধিবিগ্রহনির্ণয়ে অধিকারী। এখন দেখা আবশ্যক যে সকল সচিব সন্ধিবিগ্রহাদিতে অধিকারী তাহাদের কিরূপ গুণ থাকা উচিত।

"মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্॥"

(মনু ৭। ৫৪)

প্রাক্তনাগতকারী, বেদাদিধর্ম্মশাস্ত্র পারদর্শী, স্বয়ং শূর ও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ এবং সৎকুলোদ্ভব এইরূপ গুণী সাত বা আটজন মন্ত্রী প্রত্যেক রাজার থাকা আবশ্যক।

বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন—

"এবং মন্ত্রিণঃ পুনঃ কৃত্বা তৈঃ সার্দ্ধং রাজ্যে সন্ধিবিগ্রহাদিলক্ষণং কার্য্যং চিন্তয়েৎ। সমস্তৈর্ব্যস্তৈশ্চ অনন্তরং তেষামভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা সকলশাস্ত্রার্থবিচারকুশলেন ব্রাহ্মণেন পুরোহিতেন সহ কার্য্যং বিচিন্ত্য ততঃ স্বয়ং বুদ্ধ্যা কার্য্যং চিন্তয়েৎ।"

(মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়ে ৩১১ শ্লোকে)

মিতাক্ষরার উক্ত বচন দ্বারা বোধ হইতেছে যে, রাজা যে ৭। ৮ জন সচিবের সহিত সন্ধিবিগ্রহাদিচিন্তা করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন, কারণ ব্রাহ্মণের সহিত তৎপরে কি কি পরামর্শ করিবেন, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। [যাজ্ঞবল্ক্য ১ অঃ। ৩১২ শ্লোঃ] ইতিপূর্ব্বে হারীতের বচন

(২) পাশ্চাত্য ও এখানকার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সান্ধিবিগ্রহিকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। "It is a noticeable fact that the সন্ধিবিগ্রহী or Minister of war and peace, and the Secretary, were always *Kayasthas*, or men of the writer-caste. This not only occurs in the Katnka plates, but in grants or inscriptions found in Ceylon and Central India."

Indian Antiquary Vol V. p 57

মহাসান্ধিবিগ্রহিক—"A great officer for making treaties and declaring war. This officer or his subordinate is deputed at the end of the grant to give effect to it."

Journal Asiatic Society of Bengal, 1876, Pt. I. p. 1.

"Secretary for foreign affairs.'—

Tawney's Kathasarit Sagara, Vol. I. p. 383.

"রাজা সৎপুরুষঃ সভ্যাঃ শাস্ত্রং গণকলেখকৌ।
হিরণ্যমগ্নিরুদকমষ্টাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ ॥"

(নারদসংহিতা ১।১৫)

প্রাড্‌বিবাক, সভ্যগণ, শাস্ত্র, গণক, লেখক, স্বর্ণ, অগ্নি ও জল এই আটটি রাজার অঙ্গ। উক্ত শ্লোকের টীকায় কল্যাণভট্ট লেখকের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"কায়স্থোত্তরক্রিয়াজয়পত্রাদিলেখনোপযোগী।"

ব্যবহারমাতৃকার একস্থলে লিখিত আছে—

"লিখতঃ লক্ষণজ্ঞেন যুক্তিজ্ঞাদৈকবশ্যনা।
অর্থতো প্রবৃত্তশ্চৈব মন্ত্রব্যবহারব্যভিচারাৎ ॥" (৪।১৩৬)

কায়স্থকে যদি রাজসভার লেখক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে এই জাতি যে শূদ্র নয়, তাহা স্থির।

মিতাক্ষরায় কায়স্থের অপর অর্থ রাজার প্রিয়পাত্র গণক লিখিত হইয়াছে। ব্যাস রাজসভায় গণকের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ত্রিস্কন্ধং জ্যোতিষাভিজ্ঞং স্ফুটপ্রত্যয়কারকম্।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ ॥"

(বৈজয়ন্তীধৃত ব্যাসবচন)

রাজা ত্রিস্কন্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্, স্ফুটপ্রত্যয়কারী এবং বেদবিদ্ এরূপ গণককে নিযুক্ত করিবেন।

মহাভারতের সময়েও উক্ত গণক ও লেখকেরাই রাজার আয় ব্যয় পরিদর্শন করিত, যথা—

"কচ্চিদায়ব্যয়ে যুক্তাঃ সর্ব্বে গণকলেখকাঃ।
অনুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বাহ্নে নিত্যমায়ব্যয়ং তব ॥"

(সভাপর্ব্ব ৫অঃ)

হে রাজন্। আয়ব্যয়বিষয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখক, পূর্ব্বাহ্নে আপনার আয় ব্যয় পরিদর্শন করিয়া থাকে।

এক্ষণে যদি মিতাক্ষরার প্রমাণানুসারে কায়স্থকে গণক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও কায়স্থকে শূদ্রজাতি বলা যাইতে পারে না। গণক বেদে অধিকারী, শূদ্রের কোন কালে বেদে অধিকার নাই।

এক্ষণে স্থির হইল, কায়স্থ শূদ্র নয়, কিন্তু দ্বিজাতির অন্তর্গত।

বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন—

"লেখকঃ প্রাড্‌বিবাকশ্চ সভ্যাশ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ।
নৃপে পশ্যতি তৎকার্য্যং সাক্ষিণঃ সমুদাহৃতঃ ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবহার ৬৮ শ্লোকে মিতাক্ষরা)

রাজা তাহাদের কার্য্য দেখেন বলিয়া লেখক, প্রাড্‌বিবাক ও সভ্যগণ রাজসাক্ষী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে ধর্ম্মাধিকরণে লেখকেরাও রাজসাক্ষী বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত রাজসাক্ষীর এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"তপস্বিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
ধর্ম্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তো ধনান্বিতাঃ ॥
ত্র্যবরাঃ সাক্ষিণো জ্ঞেয়াঃ শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াপরাঃ।"

(যাজ্ঞবল্ক্য ২। ৬৮)

শূদ্রজাতি ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত হইতে পারিত না। মহর্ষি কাত্যায়নের মতে—

"ব্রাহ্মণো যত্র ন স্যাত্তু ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥"

(মিতাক্ষরা, কেশববৈজয়ন্তী (৬অঃ) ও স্মৃতিধৃত কাত্যায়নবচন)

যেখানে ব্রাহ্মণ নাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্য নিযুক্ত করিবেন, শূদ্র কখন নিযুক্ত করিবেন না। (১)

উপরোক্ত প্রমাণদ্বারাও রাজসভায় নিযুক্ত কায়স্থ কখন শূদ্র হইতে পারে না।

মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথিও কায়স্থের উল্লেখ করিয়াছেন—

"রাজাগ্রহারশাসনাদেরেককায়স্থহস্তলিখিতাদেব প্রমাণী ভবতি।" অর্থাৎ

রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির শাসন যাহা এক কায়স্থের হস্তলিখিত, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

বাস্তবিক, অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে কায়স্থগণ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজাদিগের সময়ে মহাসান্ধিবিগ্রহিকের কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বকালে রাজা শাসনদ্বারা যে সকল ভূমি ব্রাহ্মণাদিকে দান করিতেন, সেই শাসনপত্রে মহাসান্ধি বিগ্রহিকের নাম প্রকাশ থাকিত। এতৎসম্বন্ধে মিতাক্ষরার এই বচনটী উদ্ধৃত দেখা যায়—

(১) মনুসংহিতায় লিখিত আছে—
"যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্ম্মবিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ ॥
যদ্রাষ্ট্রং শূদ্রভূয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমদ্বিজম্।
বিনশ্যত্যাশু তৎকৃৎস্নং দুর্ভিক্ষব্যাধিপীড়িতম্ ॥"
(মনুসংহিতা ৮। ২১ ২২ শ্লোঃ)
যে রাজার রাজ্যে শূদ্র ধর্ম্ম বিচার করে, সে রাজার রাজ্য পঙ্কে নিমগ্ন গোর ন্যায় শীঘ্রই অবসাদ প্রাপ্ত হয়। যে রাষ্ট্র শূদ্রভূয়িষ্ঠ, নাস্তিকাক্রান্ত দ্বিজাতিশূন্য, দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধিপীড়িত সেই রাজ্য আশু বিনষ্ট হয়।

"সন্ধিবিগ্রহকারী তু ভবেদ্যস্তস্য লেখকঃ।
স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেদ্রাজশাসনম্॥"

(আচারাধ্যায় ৩১৯ শ্লোক)

সন্ধিবিগ্রহকারী লেখক নৃপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজশাসন লিখিবেন।

ইতিপূর্ব্বে মেধাতিথির উক্তি দ্বারা জানা গিয়াছে যে, কায়স্থরাই রাজশাসন লিখিত, এখন মিতাক্ষরাধৃত বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে সেই লেখকই সন্ধিবিগ্রহকারী বা সান্ধিবিগ্রহিক। এখন দেখা যাউক, সান্ধিবিগ্রহিক কাহাকে বলে

সান্ধিবিগ্রহিকঃ কার্য্যঃ ষাড়্গুণ্যাদি বিশারদঃ।"

(অগ্নিপুরাণ ২২০। ৩)

সান্ধিবিগ্রহিক ষাড়্গুণ্যাদি বিশারদ হইবে। ঐ ষড়্গুণ কি কি? মনুস হিতার মতে

"সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনমেব চ।
দ্বৈধীভাবং সংশ্রয়ঞ্চ ষড় গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা॥"

সন্ধি বিগ্রহ যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয় এই ছয় গুণ রাজার সতত স্বয়ং ভাবে চিন্তা করা উচিত।

সন্ধিবিগ্রহাদি উক্ত ছয় গুণ যে ব্যক্তি ভালরূপ অবগত আছেন এবং তদনুসারে যে কার্য্য করিতে পারদর্শী তাহাকেই সান্ধিবিগ্রহিক বলা যায়। (২)

মনুর মতে রাজা বা সুপণ্ডিত মন্ত্রী ঐ ষড় গুণ বিশারদ হইবেন। কিন্তু সান্ধিবিগ্রহিক একটী স্বতন্ত্র উচ্চ সচিবের পদ, মন্ত্রী ও সেনাপতির পরই গণনা করা যাইতে পারে। যতদূর দেখা হইয়াছে তাহাতে বলা যাইতে পারে ক্ষত্রিয়েরই এই পদে অধিকার। মহর্ষি হারীত নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপি প্রজাধর্ম্মেণ পালয়ন্।
কুর্য্যাদধ্যয়নং সম্যগ্ যজেদ্যজ্ঞান্ যথাবিধিঃ॥
নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথাঃ॥
ধর্ম্মেণ যজনং কার্য্যমধর্ম্মপরিবর্জ্জনম্।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োহপ্যেবমাচরন্॥"

(হারীতস্মৃতি ২ অঃ)

ক্ষত্রিয় রাজন্য হইলেও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, সম্যক্ অধ্যয়ন এবং যথাবিধি যজ্ঞ করিবেন। নীতিশাস্ত্রোক্ত অর্থে পটু ও সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ হইবেন এবং দেবব্রাহ্মণভক্ত ও পিতৃকার্য্যে রত থাকিবেন। ধর্ম্মানুসারে যজন ও অধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিবেন। ক্ষত্রিয় পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচরণ করিয়া উত্তম গতি লাভ করেন।

মনু বলিয়াছেন—

"তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্।"

(মনুসংহিতা ৭। ৫৬)

'তৈর্ব্বুদ্ধিমচিবৈর্ম্মন্ত্রৈশ্চার্থাদিকাভিজ্ঞৈঃ সহ সামান্যং ব্যাপিরহস্যং তচ্চিন্তয়েৎ সন্ধিবিগ্রহং কিং সন্ধিঃ সম্প্রতি যুক্তো অথ বিগ্রহঃ? । উভয়ত্র গুণদোষান্ বিচারয়েৎ।

ইতি মেধাতিথিস্তাবা

রাজা সান্ধিবিগ্রহাদি ঐ সকল বুদ্ধিমান্ সচিববর্গের সহিত সদ্যুক্তি ও সৎপরামর্শ করিবেন।

এখানে মনুর উক্তিতেও জানা যাইতেছে, বুদ্ধিমান্ সচিব ও রাজাই সন্ধিবিগ্রহনির্ণয়ে অধিকারী। এখন দেখা আবশ্যক যে সকল সচিব সন্ধিনির্ণয়ে অধিকারী তাহাদের কিরূপ গুণ থাকা উচিত।

"মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্।"

(মনু ৭। ৫৪)

প্রাপ্তচিন্তাকারী, বেদাদিধর্ম্মশাস্ত্র পারদর্শী, স্বয়ং শূর ও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ এবং সৎকুলোদ্ভব এইরূপ গুণী সাত বা আটজন মন্ত্রী প্রত্যেক রাজার থাকা আবশ্যক।

বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন—

"এবং মন্ত্রিণঃ পুরঃ কৃত্বা তৈঃ সহ রাজ্য সন্ধিবিগ্রহাদিলক্ষণং কার্য্যং চিন্তয়েৎ। সমস্তৈর্ব্যস্তৈশ্চ অনন্তরং তৈর্মন্ত্রা প্রায় জ্ঞাত্বা সকলশাস্ত্রার্থবিচারকুশলেন ব্রাহ্মণেন পুরোহিতেন সহ কার্য্য বিচিন্ত্য ততঃ স্বয়ং বুদ্ধ্যা কার্য্যং চিন্তয়েৎ।"

(মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়ে ৩১১ শ্লোকে)

মিতাক্ষরার উক্ত বচন দ্বারা বোধ হইতেছে যে, রাজা যে ৭। ৮ জন সচিবের সহিত সন্ধিবিগ্রহাদি চিন্তা করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন কারণ ব্রাহ্মণের সহিত তৎপরে কি কি পরামর্শ করিবেন, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। [যাজ্ঞবল্ক্য ১ অঃ। ৩১১ শ্লোঃ] ইতিপূর্ব্বে হারীতের বচন

(২) পাশ্চাত্য ও এখানকার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সান্ধিবিগ্রহিকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন It is a noticeable fact that the সন্ধিবিগ্রহী or Minister of war and peace and the Secretary were always *Kayasthas* or men of the writer caste This not only occurs in the Kataka plates but in grants or inscriptions found in Ceylon and Central India

Indian Antiquary Vol V p 57

মহাসান্ধিবিগ্রহিক— A great officer for making treaties and declaring war This officer or his subordinate is deputed at the end of the grant to give effect to it

Journal Asiatic Society of Bengal 1875 Pt. 1 p 1

Secretary for foreign affairs. —

Tawney's Kathasarit Sagara, Vol 1 p 383

যাহা সন্ধিবিগ্রহাদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে সন্ধিবিগ্রহকারী কায়স্থ জাতির মধ্যে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কোন্ বর্ণ হইতে পারেন ? (৩)

---

(৩) ১, এখনকার মুদ্রিত ব্যাসসংহিতায় লিখিত আছে—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ। ১০
বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকারকুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদচণ্ডালদাসশ্বপচকোলকাঃ॥ ১১॥
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্॥" (১২। ১ অঃ)

বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোলজাতি এবং যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে, ইহারা সকলেই অন্ত্যজ। ঐ সকল অন্ত্যজ জাতির সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়, উহাদিগকে দেখিলেই সূর্য্য দর্শন করিতে হয়।

উপরোক্ত বচন দ্বারা অনেকে কায়স্থ জাতিকে অন্ত্যজ মনে করিতে পারেন, কিন্তু কায়স্থ যে অন্ত্যজ অথবা শূদ্র নহে, তাহা অপরাপর স্মৃতি দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ১৬৫৬ সম্বতে লিখিত এবং ১৩০১ শকে লিখিত দুইখানি ব্যাসসংহিতার প্রাচীন হস্তলিপিতে—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকারকুটুম্বিনঃ॥"

এই শ্লোকটি এককালে নাই, ইহাতে অনুমিত হয় যে, ঐ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বা আধুনিক সময়ে লিখিত।

যমসংহিতার মতে—

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥" (যমসং ৩৩শ্লোঃ)।

ধোবা, চামার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল এই সপ্ত জাতি অন্ত্যজ।

আপস্তম্ব বলিয়াছেন—

"অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্যস্য বেশ্মনি।
সম্যক্ জ্ঞাত্বা তু কালেন দ্বিজাঃ কুর্য্যুরনুগ্রহম্॥
চান্দ্রায়ণং পরাকো বা দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্॥" ৩য় অঃ।

অন্ত্যজ জাতি অজ্ঞাতভাবে কোন দ্বিজাতির গৃহে বাস করিলে সেই দ্বিজাতি সম্যক্রূপ জানিয়া তাহাকে অনুগ্রহ করিবেন এবং স্বয়ং চান্দ্রায়ণ ও পরাকব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

যদি কায়স্থগণ প্রকৃত ঐরূপ অস্পৃশ্য জাতি হইত, তাহা হইলে প্রাচীন হিন্দুরাজগণ কখনও তাহাদিগকে রাজসভায় স্থান দিতেন না।

ব্যাসসংহিতার যে বচনটি প্রক্ষিপ্ত বলা হইল, তাহার সমর্থনে ব্যাসসংহিতার অন্য বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। যথা—

"নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাসগোপকাঃ।
শূদ্রাণামপ্যমীষান্তু ভুক্ত্বান্নং নৈব দুষ্যতি॥" (৩ অঃ, ৫০ শ্লোঃ)

নাপিত, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী, দাস ও গোপ শূদ্র হইলেও ইহাদিগের অন্নভোজন করিলে দোষ হয় না। (মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরস্মৃতিতেও এই বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে।)

যে ব্যাস নাপিত ও গোপের অন্নভোজন দোষাবহ নহে, বলিতেছেন, সেই ব্যাস কখনই নাপিত ও গোপকে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

অতএব এখনকার মুদ্রিত ব্যাসোক্ত শ্লোকটি যে প্রক্ষিপ্ত তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

মহারাজাধিরাজ কোচবিহারপুর কেশবনারায়ণপ্রোৎসাহিত বারাণসী-বাসী ধর্ম্মাধিকারি-শ্রীরামপণ্ডিতাত্মজ নন্দপণ্ডিত বিরচিত "বৈজয়ন্তী" নামী বিষ্ণুস্মৃতিবিবৃতি মধ্যে ব্যাসের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও কায়স্থের উল্লেখ আছে—

"বরুড়কালসম্ভূতং পাসনং কায়স্থং বিদুঃ।
চামরশ্চানুবর্ত্তী চ দেশগ্রামপুণাগতান্॥
ব্রাহ্মণাদ্যে তথা চাণ্ডালাদধিকৃতানপি।
কুটুম্বিনোঽথ কায়স্থান্ স্মৃতাবৈশ্যবৎস্মরন্॥" (বৈজয়ন্তী ৩ অঃ)

উপরোক্ত ব্যাসবচনে কায়স্থ অন্ত্যজ বা নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া অভিহিত হয় নাই।

২, উশনস-ধর্ম্মশাস্ত্র নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে (এখানি উশনঃস্মৃতি নহে), ঐ গ্রন্থে কায়স্থসম্বন্ধে একটি বচন আছে—

"কায়স্থ ইতি জীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ।
কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথ কৃন্তনম্।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"
(উশনসধর্ম্মশাস্ত্র ৩১-৩৩ শ্লোক)

উক্ত শ্লোকদ্বারাও কায়স্থজাতির বর্ণ সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারা যায় না।

৩, কোন কোন গ্রন্থকার এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ব্রহ্মা ন বেত্তি কমঠং ন বাসু-
দেবং ন ধর্ম্মঃ শঙ্করো ন পার্ব্বঃ।
প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাস্তু
কায়স্থবর্ণা ন কদাপি শূদ্রাঃ॥"

এই বচনটি কেহ যমস্মৃতির, কেহ মহাকালসংহিতার আবার কেহ ভবিষ্যপুরাণধৃত হারীতের বচন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা উক্ত কোন পুস্তকে এ বচনটির নিদর্শন পাইলাম না, সুতরাং তাহাও স্বকপোলকল্পিত বলিয়াই বোধ হয়।

৪, স্কন্দপুরাণের দ্বিতীয় ও নাগরাজ সম্বাদে আপস্তম্বনাথ হইতে এই বচন কয়েকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ব্রহ্মোক্ত ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগমণ্ডলে।
চৈত্ররথস্তস্য ধন্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গোতমো নাম সত্তম।
তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞঃ চিত্রকূটাচলাধিপঃ॥"

উক্ত প্রমাণগুলি আপস্তম্বশাখা অথবা আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র, আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্র, আপস্তম্বগৃহপ্রয়োগ, আপস্তম্বসংহিতা, আপস্তম্বপ্রয়োগ, আপস্তম্বসূত্র, একাগ্নি দিবেদ ভট্ট বিরচিত আপস্তম্বপদ্ধতি, গদাভট্ট বিরচিত আপস্তম্বপ্রয়োগসার, হরদত্তরচিত আপস্তম্বসূত্রভাষ্য, লঘু আপস্তম্ব প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া গেল না; ঐ কয়টি শ্লোকের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল।

পুরাণের মত। এখন দেখা যাউক, পুরাণে কায়স্থ জাতি কিরূপভাবে অভিহিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে কায়স্থজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে দেখা যায়

"সংপাহ্যিঽধ্যায়তস্তস্য ব্রহ্মণো মানসাঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীর সমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ করণৈঃ সহ।
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ॥"

(সৃষ্টিখণ্ড ৩। ১৪৯ শ্লোঃ)

ব্রহ্মা ধ্যান আরম্ভ করিলে মানস প্রজাগণ উৎপন্ন হইল, পরে তাঁহার গাত্র হইতে শরীরোৎপন্ন কায়স্থ ও করণজাতির সহিত ক্ষেত্রজ্ঞগণও উৎপন্ন হইলেন।

উক্ত শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, কায়স্থজাতি করণের সহিত ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বোধ হয় সেইজন্য কায়স্থ নামে বিখ্যাত।

অনেকের বিশ্বাস, কায়স্থ ও করণ এক জাতি। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে কায়স্থ ও করণ এই উভয় জাতির উল্লেখ থাকায় ... কায়স্থ ও করণ এক জাতি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কায়স্থ ও করণ দুইটী স্বতন্ত্র জাতি। উশনঃসংহিতায় করণ জাতির বিষয় আলোচিত হইবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে

"কায়স্থ দেবমানুষ মাতুলঃ। সংশয় থাকিতেন।
চন্দ্রনাথ ... দস্যুবন কেবলম্।
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ কায়স্থশ্চ ব্রজেশ্বর।
নরেষু শাস্ত্রে ধূর্ত্তা কৃপাহীনা মহীতলে॥
হৃদয়ং ক্ষুরধার ... মধুনা সমং।
শতেষু সজ্জনঃ কোঽপি কায়স্থো নেতরৌ চ তৌ।"

(জন্মখণ্ড ৮৫। ১১০ ৩১ শ্লোঃ)

কায়স্থজাতি অতি নিন্দিত ভাবে কথিত হইয়াছে কেবল দয়া না থাকায় এই জাতি জননীর মন তুষ্ট করে না। হে ব্রজেশ্বর! মনুষ্যের মধ্যে স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক ও কায়স্থ জাতির তুল্য ধূর্ত্ত ও দয়াহীন জগতে আর নাই। তাহাদের হৃদয় ক্ষুরধার সদৃশ তাহাদের সমাদর নাই। কায়স্থজাতি শত ব্যক্তির মধ্যে একজন সাধু হইতে পারে কিন্তু স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক্ ঐ দুই জাতির মধ্যে কেহই সজ্জন হইতে পারে না।

অগ্নিপুরাণে এই বচনটী পাওয়া যায়

"সুজন্য বিটভীতেভ্যো রাজবল্লভতস্করৈঃ।
ভক্ষ্যমানাঃ প্রজা রক্ষ্যাঃ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥
রক্ষিতা তদ্ভয়েভ্যস্তু রাজ্ঞো ভবতি সা প্রজা।"

(অগ্নিপুরাণ ২২৩। ১২)

রাজবল্লভ ও তস্করগণ, বিশেষতঃ কায়স্থগণ প্রজাপীড়নে প্রবৃত্ত হইলে বিটভীতা সুতরাং তাহা হইতে প্রজা রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য ও পরম ধর্ম্ম।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও অগ্নি পুরাণের বচন দ্বারা বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বকালে কায়স্থেরা অতিশয় প্রজাপীড়ক, ধূর্ত্ত ও নির্দ্দয় ছিল, সেইজন্য তাহাদের হস্ত হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে স্মৃতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কায়স্থেরা রাজসভায় লেখক এবং সন্ধিবিগ্রহের কার্য্য করিত। পূর্ব্বকালে কায়স্থের হস্ত হইতেই ব্রাহ্মণাদিকে ব্রহ্মোত্তরাদি ভূদান, সীমানির্দ্দেশ চাড় প্রভৃতি শাসনপত্র লিখিত হইত এবং তাহারা উপস্থিত থাকিয়া ঐ সকল ভূম্যাদির দানকার্য্য সম্পন্ন করিত। এই গুরুভার তাহাদের হস্তে থাকায় তাহারা সুবিধামত যে যেমন লোক তাহার নিকট তদনুরূপ অর্থশোষণ করিতে কাতর হইত না। অনেক সময় অন্যায় রূপে অর্থসংগ্রহ করিত এবং সেই জন্য বোধ হয়, অনেকেই অন্যথা উৎপীড়িত হইত। কায়স্থেরা রাজার অতি বিশ্বাসী ছিল বলিয়া তাহাদের কোন অনিষ্টাচরণ করিতে কোন প্রজাই সাহসী হইত না সুতরাং তাহাদের ঐ সকল অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজার প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ বিহিত হইয়াছে। তাহাদের হস্তে রাজ্যের গুরুভার থাকায় তাহাদের উপর রাজার বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার আদেশ করা হইয়াছে। কারণ তাহাদের উপর রাজার বিশেষ দৃষ্টিপাত না থাকিলে, তাহারা আপন ইচ্ছানুসারে শাসনপত্র দ্বারা একজনের ভূমি অপরকে দান করিয়া গাহক সম্প্রদায়, পিতৃপিতামহগত জন্মস্থান হইতে নির্ব্বাসিত করা ইত্যাদিরূপ নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটাইতে পারে এবং তাহাতে রাজারও ঘোর অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কায়স্থজাতির প্রতি কটাক্ষ করিবার পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে

"সীমাপহারী দুষ্টশ্চ ভূমিচৌরশ্চ হিংসকঃ।
ভূমদানাপহারী চ কালসূত্রং প্রযাতি বৈ॥" জন্মখণ্ড ৮৫।১৪

সীমা অপহরণকারী দুষ্ট, ভূমি চোর, হিংসাকারী এবং যে ভূমিদান অপহরণ করে, সে নিশ্চয় কালসূত্র নরকে গমন করে

এ জন্যই মনু বিধি করিয়াছেন—

"কূটশাসনকর্ত্তৄংশ্চ * প্রকৃতীনাঞ্চ দূষকান্।
স্ত্রীবালব্রাহ্মণঘ্নাংশ্চ হন্যাদ্বিট্‌সেবিনস্তথা॥

* কূটশাসনস্য কর্ত্তারো যেহেব রাজাদিষ্টং ভয়াৎ কৃতমিত বদন্তি।

অমাত্যাঃ প্রাড়্বিবাকো বা যৎকুর্য্যুঃ কার্য্যমন্যথা।
তৎ স্বয়ং নৃপতিঃ কুর্য্যাৎ তান্ সহস্রঞ্চ দণ্ডয়েৎ॥"

(মনুসংহিতা ৯। ২৩৪)

মিথ্যারাজাজ্ঞাপত্রলেখক, প্রকৃতিবর্গের ভেদকারী, স্ত্রী বালক ও ব্রাহ্মণহন্তা এবং শত্রুসেবীকে রাজা বধ করিবেন। অমাত্য অথবা প্রাড়্বিবাক যদি কোন অর্থী প্রত্যর্থীর অভিযোগ অন্যথা নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, তবে রাজা স্বয়ং ঐ অভিযোগের পুনর্ব্বিচার করিবেন এবং অন্যায় বিচারকারীদিগকে সহস্র পণ দণ্ড করিবেন।

বাস্তবিক, সন্ধিবিগ্রহকারী কায়স্থগণ সকলেই যে উক্ত প্রকার অত্যাচারী ছিল, তাহা নয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের 'শতেষু সজ্জনঃ সোঽপি কায়স্থঃ' এই বচন দ্বারা উক্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইতেছে। মিতাক্ষরার মতে, কায়স্থেরা রাজার অতি প্রিয়পাত্র, অতি মায়াবী ও অতি দুর্দ্ধর্ষ। অতি প্রিয়পাত্র বলিয়া রাজকর্ম্মচারী কায়স্থের উপর রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিতে পারে। তাই বোধ হয় যাজ্ঞবল্ক্য কায়স্থগণের উল্লেখের পরই বলিয়াছেন—

"যে রাষ্ট্রাধিকৃতাস্তেষাং চারৈর্জ্ঞাত্বা বিচেষ্টিতম্।
সাধূন্ সম্মানয়েদ্রাজা বিপরীতাংস্তু ঘাতয়েৎ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ১। ৩৩৮)

রাজা যাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, গোয়েন্দা দ্বারা তাহাদিগের আচরণ জানিয়া যাহারা সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদিগকে সম্মানিত এবং যাহারা অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন।

কমলাকরভট্ট শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ড হইতে এই কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপঃ পুমান্ বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীম্॥
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজ সমীপতঃ।
প্রাণিনং সদসৎ কর্ম্ম লেখায় স নিরূপিতঃ।
ব্রহ্মণাহতী স্ত্রয়জ্ঞানী দেবারি যজ্ঞভুক্ স বৈ।
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে।
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥" (৪)

ক্ষণকাল ধ্যাননিমগ্ন হইলে ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে এক স্বরূপ পুরুষ বাহির হইলেন, তিনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত, প্রাণিগণের সদসৎকর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তিনি ধর্ম্মরাজের নিকট নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা দেবাদি মধ্যে সেই ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানী পুরুষকে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা হোমকালে ঐ পুরুষকে আহুতি দিয়া থাকেন। ব্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনি কায়স্থ জাতি * নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার বংশসম্ভূত কায়স্থগণ নানা গোত্রে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছেন। (৫)

রাজা দুষ্টোক্ত পত্রকং রাজাধিকৃতলেখকলিখিতমপি। শাসনং রাজাদেশ সম্বন্ধপালনং তৎ কূটং কুর্ব্বন্তি পালয়ন্তি। ইতি মেধাতিথিঃ।

(৪) উক্ত শ্লোকগুলি ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডের ৫ খানি হস্তলিপিতে পাওয়া গেল না। উক্ত শ্লোকগুলি মূল মহাপুরাণের অন্তর্গত অথবা প্রক্ষিপ্ত কি না? তৎপক্ষে কিঞ্চিৎ সন্দেহ রহিল। কমলাকরভট্ট বিরচিত নির্ণয়সিন্ধুপাঠে জানা যায়, তিনি ১৬১২ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। সুতরাং অনূন আড়াইশত বর্ষের পূর্ব্বে তাঁহারই রচিত শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে অতএব শ্লোকগুলির মৌলিকত্ব সম্বন্ধে তিনিই দায়ী।

* শ্রদ্ধাস্পদ তারানাথ বাচস্পতির বাচস্পত্য অভিধানে—

"ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো বর্ণ উচ্যতে" এইরূপ পাঠ আছে। উক্ত বচন অনুসারে কেহ কেহ কায়স্থকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চমবর্ণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বচনান্তর [illegible] পাঠ সঙ্গত নহে [illegible] পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ চতুর্বর্ণ ভিন্ন পঞ্চমবর্ণ নাই।

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥" মনু [illegible]

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ দ্বিজাতি [illegible] শূদ্র একজাতি এই চারিবর্ণ ভিন্ন পঞ্চমবর্ণ নাই। সুতরাং কায়স্থকে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলা যাইতে পারে না।

(৫) "চিত্রগুপ্তকথা" নামে তিনখানি হস্তলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ঐ তিনখানি হস্তলিপির প্রথম আরম্ভ [illegible] সকল শ্লোক ঐক্য আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় [illegible] বর্ণনীয় বিষয় এক এবং শ্লোক শ্লোক ভিন্ন হইলেও প্রথম হস্তলিপির শেষে 'ইতি শ্রীভবিষ্যপুরাণে চিত্রগুপ্তকথা' দ্বিতীয় হস্তলিপির [illegible] পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ড চিত্রগুপ্তকথা," এবং তৃতীয় হস্তলিপির [illegible] পুষ্পিকায় "ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চিত্রগুপ্তকথা সমাপ্ত" এইরূপ লিখা আছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড নামধেয় যে দুইখানি হস্তলিপি আছে তাহার প্রারম্ভ শ্লোক এই—

অশ্বঋষি উবাচ।

শ্রুতে কথয় ধর্ম্মজ্ঞ কায়স্থোৎপত্তি সম্ভবম্।
কায়স্থানাং কুতো জন্ম তেষাং কথয় সুব্রত॥ ১॥
এতৎ সর্ব্বসমাসেন শ্রোতুমিচ্ছামি মনো মম॥"

ভবিষ্যোত্তর আখ্যাত হস্তলিপির প্রারম্ভ শ্লোক এই—

সূত উবাচ।

ক্রতাবেকং মুনিবরং তপস্যাদি বিদ্যারূপিণম্।
উপগম্য সদাচারঃ পপ্রচ্ছেদং যুধিষ্ঠিরঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কেন পুণ্যপ্রভাবেন দানেন তপসা মুনে।
স্বর্গং যাতি মহাত্মানস্তন্মে কথয় সুব্রত॥

প্রথম শ্লোক দুইটী ব্যতীত অপর শ্লোকগুলি বাচস্পত্য অভিধান এবং শব্দকল্পদ্রুমের দ্বিতীয় ও নাগরাক্ষরসংস্করণে ভবিষ্যপুরাণীয় বচন বলিয়া প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাতালখণ্ড, ভবিষ্য, ভবিষ্যোত্তর ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর এই চারিখানিরই বিভিন্ন স্থানের ৩।৪ খানি মূল হস্তলিপি দেখা হইল, কিন্তু কোন মূল গ্রন্থে উক্ত চিত্রগুপ্তকথা ও ইহার শ্লোকগুলির নিদর্শন পাওয়া গেল না। আজকাল যেমন রাধাহৃদয়, কালভৈরবীমাহাত্ম্য, শ্রীরামমাহাত্ম্য, প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও সেগুলি মূল ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণের অন্তর্গত নয়। [বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মুখবন্ধে দ্রষ্টব্য দেখ।] সেইরূপ উক্ত "চিত্রগুপ্তকথা" বিভিন্ন পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত হইলেও উহা যে মূলপুরাণ রচিত হইবার বহুকাল পরে লিখিত এবং মূল মহাপুরাণের অন্তর্গত নয়, তাহা স্থির। মাৎস্যপুরাণের পুরাণখণ্ডে পদ্ম, ভবিষ্য ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবর্ণিত বিষয়ের অনুক্রমণিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও এ সকল পুরাণমধ্যে যে চিত্রগুপ্ত ব্রতকথা আছে, এমন কোন কথা লিখিত হয় নাই। সুতরাং এরূপ হস্তলিপির উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন কায়স্থজাতির প্রকৃততত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। কেবল যাঁহারা চিত্রগুপ্তব্রত করিয়া থাকেন এবং করিতে অভিলাষী, তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্ত্যর্থ "চিত্রগুপ্তকথা" অনুবাদসহ উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের পর হইতে উদ্ধৃত হইল।

সত্যাশ্রয় উবাচ।

একদা সংসদং মহাপ্রাজ্ঞং পুলস্ত্যং মুনিপুঙ্গবম্।
উপসংগম্য পপ্রচ্ছ ভীষ্মঃ শস্ত্রভৃতাম্বরঃ॥
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং তথৈব চ।
সম্ভবঃ সর্ব্বজন্তূনাং শ্রুতো বিস্তরতো ময়া॥
কায়স্থ ইতি যে লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে।
কুত এষ মহাভাগে। শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥
বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ দেবপিতৃপরায়ণাঃ।
সুধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ॥
গোষ্ঠীয়ো নিজবর্ণানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ॥
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে॥
এতন্মে সংশয়ং বিপ্র। বক্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ইতি পৃষ্টো মুনিঃ প্রাহ গাঙ্গেয় শৃণু তত্ত্বতঃ॥

পুলস্ত্য উবাচ।

শৃণু গাঙ্গেয় বক্ষ্যামি তেষামপি চ কারণম্।
ন শ্রুতং যৎ ত্বয়া পূর্ব্বং তন্মে কথয়তঃ শৃণু॥
যেনেদং সকলং বিশ্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
উৎপাদ্য পাল্যতে ভূয়ো নিধনায় প্রকল্প্যতে॥
অব্যক্তঃ পুরুষঃ শান্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
যথাহসৃজৎ পুরা বিশ্বং কথয়ামি তব প্রভো॥
মুখতো ব্রাহ্মণো জাতো বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়স্তথা।
উরুভ্যাঞ্চ তথা বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রঃ সমুদ্ভবঃ॥
দ্বিপদশ্চতুষ্পদাদীংশ্চ সর্পবক্রসরীসৃপান্।
এককালেহসৃজৎ সর্ব্বং চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাংস্তথা॥
এবং বহুবিধানেব বিশ্বমুৎপাদ্য তাবত॥
উবাচ তং সুতং শ্রেষ্ঠং কশ্যপং চাতিতেজসম্॥
প্রযত্নেন চিরং পুত্র জগৎ পালয় সুব্রত।
ইত্যাজ্ঞাপ্য সুতং জ্যেষ্ঠং বিনিশ্চয়হেতুকম্॥
ততশ্চ ব্রহ্মণা তেন যৎকৃতং তচ্ছৃণুষ্ব মে।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
স সমাধিং সমাধায় স্থিতোহভূৎ কমলাসনে॥
স্থিতে সমাধৌ সকলং বক্তুং তং বদামি তে।
তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ॥
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ॥
নিঃসৃতো দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ।
উত্তমঃ সুবিচিত্রাঙ্গো ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ॥
ত্যক্ত্বা সমাধিং গাঙ্গেয় তং দদর্শ পিতামহঃ।
অধোর্দ্ধ্বং নিরীক্ষ্যাথ পুরুষং অগ্রতঃ স্থিতম্॥
পপ্রচ্ছ কো ভবানগ্রে তিষ্ঠতে পুরুষোত্তম।
ইতি পৃষ্টোহব্রবীদ্বীর ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্॥

পুরুষ উবাচ।

উৎপন্নো বিধিনা নাথ ত্বচ্ছরীরাৎ সংশয়ঃ।
নামধেয়ং হি মে তাত। বক্তুমর্হস্যতঃ পরম্।
যথোচিতঞ্চ মৎকার্য্যং তৎ ত্বং মামুপপাদয়॥

পুলস্ত্য উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য ততো ব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীরজম্।
প্রহৃষ্টঃ প্রভু প্রাহ মানন্দিতমতিঃ পুনঃ॥
স্থিরমাধায় মেধাবী ধ্যানস্থঞ্চাপি সুন্দরং।

ব্রহ্মোবাচ।

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ॥
চিত্রগুপ্তশ্চ নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা॥
স্থিতির্ভবতু তে বৎস। মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্।
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি॥
প্রজাঃ সৃজস্ব ভোঃ পুত্র ভুবি ভারসমাহিতং।
তস্মৈ দত্ত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত।

পুলস্ত্য উবাচ।

চিত্রগুপ্তস্য যে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি বৈ।
গৌড়াখ্যা মথুরাশ্চৈব ভট্টনাগরসেনকাঃ॥
অহিষ্ঠানাঃ শ্রীবাস্তব্যা শৈকসেনাস্তথৈব চ।
কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অষ্টাবেতা নরাধিপ॥

পুত্রাদ্ দৈব হু পরায়াস চিত্রগুপ্তো মহীতলে।
ধর্ম্মাধর্ম্মাবিবেকজ্ঞশ্চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ ॥
কুরুতাদ্ যোধয়ামাস সর্ব্বসাধনমুত্তমম্।
পূজন দেবতানাঞ্চ পিতৃনাং যজ্ঞসাধনম্ ॥
বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্ব্বদাতি চ সর্বদম্।
প্রকাশ্য করমাধায় যথাধর্ম্ম চ লাঞ্ছনম্।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন পূজা [illegible] কায়স্থ ॥
যা যাম্যা প্রকৃতি [illegible] চিত্রগুপ্তকবিধি।
তস্মাদ্ পূজন [illegible] সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥
ধর্ম্মাধিকারযামাস্তু [illegible] সদা।
ভবন্তি স সদা পূজ্য [illegible] সুরাধিপৈঃ ॥
তবং সিদ্ধিদা নিত্যা পূজনীয়া [illegible]
তব চোক্তা সুরাদেশ্য দান সদা [illegible] ॥
দৈবকবং [illegible] প্রতিপালয়।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন [illegible] দৈবঃ ॥
[illegible] চিত্রগুপ্ত [illegible]
ধর্ম্ম [illegible] চিত্রগুপ্ত [illegible] ॥
[illegible]
[illegible] পুণ্য [illegible]
অহ তে কথয়িষ্যামি বিচিত্র পরম [illegible]
[illegible] চিত্রগুপ্ত [illegible] পূন ॥

[illegible] উবাচ।

[illegible]
[illegible] বিদ্যতি।
[illegible]
[illegible] বর্জিত ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible] অধাচন ॥
[illegible] কবন্।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] কারণ ॥
[illegible] অধাচন।
[illegible]
[illegible] পুণ্যবিধে বভৌম্।
[illegible] ধর্ম্মবিদ্বহক ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] চিত্রগুপ্ত পূজনম্।
[illegible]
[illegible]

পৃষ্টা পপ্রচ্ছ কস্যেদং পূজন ক্রিয়তে [illegible] ॥
[illegible] চিত্রগুপ্তস্য পূজাকর্ম্ম [illegible] ॥

রাজোবাচ।

অহমেব করিষ্যামি চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্।
তত্তশ্চ বিধিবৎ স্নান কৃত্বা চৈব সমাহিতঃ ॥
[illegible] পূজন [illegible]
কৃত্বা তু পূজন তত্র চিত্রগুপ্তস্য [illegible] ॥
[illegible] সৌদাসো [illegible] মহীপতিঃ।
চিত্রগুপ্ত [illegible] সুরালয়ম্
[illegible] চিত্রগুপ্তপ্রভাবকম্
[illegible]
[illegible]
[illegible]
কো মত্ত কো [illegible]
[illegible] মুনিশ্রেষ্ঠ সৌদাস [illegible]

[illegible] উবাচ।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
চিত্রগুপ্ত পূজাং [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
চিত্রগুপ্ত [illegible]
[illegible]
[illegible] চিত্রগুপ্ত পূজনম্
[illegible]
[illegible]
[illegible]
চিত্রগুপ্ত [illegible] ॥

ধর্ম্মরাজ উবাচ।

সৌদাসোঽয়ং দুরাচার পাপকর্ম্ম [illegible] ।
যানি কানি চ পাপানি [illegible] ভুবি ॥
[illegible] ।
ধর্ম্মরাজং তত প্রাহ চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ ।
[illegible] ।

চিত্রগুপ্ত উবাচ।

[illegible] পাপকর্ম্মা [illegible] সদা।
[illegible] সৌদাস [illegible]।

যথা যজ্ঞং ব্রতং দানং তর্পণং দেবপূজনম্ সদাপ্রিয় ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য রাজা পাপোঽপি স যতিঃ ।
পূজাং চকার রাজেন্দ্রো দৃষ্টা পূজাং যমস্য চ ।
অজজ্ঞোঽপি হ দেব । যাতু বিষ্ণুপদং নৃপঃ ।
যেনেমামাপিতো রাজা সকলং পদমাপ্তবান্ ।
যে চাত্র পূজ য়ন্তি চিত্রগুপ্তং মহাবলে ।
কায়স্থাঃ পাপনির্মুক্তা যান্তি পরমাং গতিম্ ।
তস্মাৎ যদপি পাপং। পূজা কুরু বিধানতঃ ।

সপ্তর্ষিরুবাচ ।

মুনেশ্চনমাকর্ণ্য ভীষ্ম প্রযতমানস ।
চকার পূজনং তত্র চিত্রগুপ্তস্য তৎপর ।
যাতি ক শুক্লপক্ষেতু দ্বিতী য়াং ভারত ।
যমকে চিত্রগুপ্তং যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ ।
অ তা যমদ্বিতীয়েতি স জ্ঞা লোকে প্রভূয় ই
সৈবৈষ ভগিনীগৃহে তু ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।
নিত্যা বণসায়ায়ুং সর্ব্বকাৰ্য্যসিদ্ধিদম্ ।
নানানি [illegible] চ বি [illegible] ।
কাং ল তত্র চ স পূজ্য চিত্রগুপ্তঞ্চ লেখকম্ ।
চিত্রগুপ্তং [illegible] ।
নৈবেদ্য দীয়তে [illegible] ।

শ্রী চিত্রগুপ্ত প্রার্থনা যথা—

উৎ [illegible] প্রণমেৎ [illegible] ।
লেখকস্তু সদা [illegible] ।
প্রিয়া সহ সমুৎ [illegible] ।
চিত্রগুপ্ত মহ [illegible] সমাভ্য বরদে [illegible] ।
চিত্রগুপ্তস্য মন্ত্রা [illegible] ।
মৎপ্রসাদাম্মহাবাহো মৃত্যু [illegible] ।
[illegible] যথা মৃত্যু [illegible] ।
ইতি [illegible] চিত্র [illegible] ।
অনেন বিধিনা যস্তু চিত্রগুপ্তং পূজয়েৎ ।
করিষ্যতি মহাবুদ্ধে তস্য পুণ্য ফল [illegible] ।
ইহৈব বিবিধান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা সর্ব্বান্ মনোরথান্ ।
অন্তে বিষ্ণুলোকঞ্চ সো যাতি ন সংশয়ঃ ।
চিত্রগুপ্তকথাং দিব্যা কায়স্থোৎপত্তিসম্ভবাম্ ।
ভক্তিযুক্তেন মনসা যে শৃণ্বন্তি মানবাঃ ।
দীর্ঘায়ুষো ভবিষ্যন্তি সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ ।
সর্ব্বে বিষ্ণুপদং যান্তি যত্র যান্তি তপোধনাঃ ।"

পদ্মপুরাণে কহিলেন সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ মহাপুরুষ ভীষ্ম ত্রিকালজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে ব্রহ্মন্। আমি ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি ও আশ্রমচতুষ্টয় এবং সঙ্করজাতিগণের উৎপত্তির বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি। হে মুনে। লোকমধ্যে কায়স্থদিগের উৎপত্তির কথা বিশেষ বিখ্যাত। তাহারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, দানশীল, পিতৃযজ্ঞপরায়ণ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কাব্যালঙ্কারজ্ঞ ও যজনশীল, [illegible] ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক। হে মহাপ্রাজ্ঞ এরূপ সদ্গুণান্বিত কায়স্থদিগের উৎপত্তির বিষয় বিস্তারিতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সংশয় দূর করিয়া সন্তোষ বিধান করুন।" মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন হে গাঙ্গেয়! ইতিপূর্ব্বে যাহা তোমার প্রতি উক্ত হয় নাই আমি সেই কায়স্থদিগের উৎপত্তির কারণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।—হে ভীষ্ম যিনি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া প্রতিপালন এবং প্রলয়কালে সংহার করেন সেই অব্যক্ত পুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা এই জগতের যেরূপ সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। হে ভারত! ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র এবং বেদ্ধাপূর্ব্বক দ্বিপদ চতুষ্পদ ষট্পদ কীট পতঙ্গ, সরীসৃপাদি প্রাণিগণ এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদি এককালে সৃষ্টি করিলেন। তিনি এই প্রকার যথাবিধানে বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া অতি তেজস্বী আপন জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে পুত্র। অতি যত্নপূর্ব্বক এই জগৎ প্রতিপালন কর। ব্রহ্মা এই প্রকার সৃষ্টি বিধান করিয়া তদনন্তর যাহা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করুন। শান্তমানস মহাত্মা কমলাসন সৃষ্টি [illegible] ধ্যানাবস্থায় স্থির চিত্তে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া ১০ [illegible] হইলেন তিনি এইরূপ সমাধি অবলম্বন করিলে [illegible] তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। অনন্তর [illegible] ব্রহ্মার কায় হইতে শ্যামবর্ণ পদ্মলোচন কম্বুগ্রীব [illegible] এক পুরুষ উৎপন্ন হইয়া, মসী লেখনী [illegible] সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। হে গাঙ্গেয়! পিতামহ ব্রহ্মা [illegible] ধ্যানপরায়ণ সুবিচিত্র গঠন উত্তম পুরুষকে দর্শন করিয়া সেই পুরুষ পরম ভক্তি সহকারে ব্রহ্মার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন, হে তাত। আমায় নাম কি [illegible] অমাকে নিয়োজিত করুন। ভগবান্ ব্রহ্মা [illegible] পুত্রের সুমধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া [illegible] চিত্তে কহিলেন যে বৎস আমি হৃষ্টচিত্ত হইয়া সুন্দর সমাধিস্থ হইলে তুমি আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। এই নিমিত্ত তুমি আমার কায়স্থ নামে [illegible] এবং তোমার নাম চিত্রগুপ্ত হইল। ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারার্থ ধর্ম্মরাজের সদনে তোমার স্থান নিরূপিত হইল। তুমি তথায় অবস্থিত হইয়া [illegible] প্রতিপালন এবং পৃথিবীতে শুভলক্ষণযুক্ত প্রজা সৃষ্টি কর। ব্রহ্মা [illegible] এইরূপে আদেশ করিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। হে কুরুবংশাবতংস। অনন্তর চিত্রগুপ্তের বংশকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। গৌড় নামক দেশে [illegible] মাথুর অহিষ্ঠান সেন [illegible] অম্বষ্ঠ [illegible] এই উত্তম কয়েক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে মহামতি চিত্রগুপ্ত এই সকল বিচারক্ষম পুত্রগণকে দর্শন করিয়া তাহাদিগকে চিত্ত পৃথিবীমণ্ডলে স্থাপন করিলেন। তাহাদিগকে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উপদেশ করিলেন। হে পুত্রগণ। তোমরা স্বর্গ কামনা করিয়া সর্ব্বদা দেবাৰ্চ্চনা ব্রাহ্মণদিগের পালন অতিথিসেবা এবং যত্ন সহকারপূর্ব্বক প্রজাগণের করগ্রহণ করিবে এবং তোমাদিগের কর্ত্তব্য যে যত্নপূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করিয়া স্বর্গ কামনা করিবে।

মহাপুরুষেরা যে মহামায়ার প্রভাবে সিদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে

যজ্ঞাংশভোজী হন, তোমারও সর্বদা সেই চণ্ডাংশরূপিণী চণ্ডীর ধ্যানপরায়ণ হইয়া ফল পুষ্প ধূপদীপাদি দ্বারা উপচার সহযোগে পূজা করিবে। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগের প্রতি পুত্রদাত্রী ও সর্বসিদ্ধিপ্রদা হইবেন। আর দ্বিজাতির অপেক্ষা যে শূদ্র তাহাও চণ্ডিকাপূজনার্থ তোমাদিগের শেষ হইল। কিন্তু তোমরা লোকবর হিংসা নিমিত্ত বৈশ্যবর্ণ আশ্রয়পূর্বক আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। চিত্রগুপ্তদেব পুত্রদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্বক স্বর্গে গমন করিয়া ধর্মরাজের মন্ত্রী হইলেন। হে ভীষ্ম! আপনি যে আমাকে কায়স্থদিগের উপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহারা এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে চিত্রগুপ্তের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।

পুলস্ত্য বলিলেন—"এই পৃথিবীমণ্ডলে সৌদাস নামে এক রাজা সর্বদা পাপকর্মে রত থাকায় ধর্মাধর্ম কিছুই বিচার করিতেন না। কিন্তু তিনি যে কারণে দিব্য স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন, তৎপুণ্যকথা শ্রবণ করুন। ঐ সৌদাস রাজা অত্যন্ত দুরাচার, সর্বপ্রকার পাপকর্মে রত, ও সর্বধর্মবিবর্জিত ছিলেন। রাজনীতি কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিলেন না এবং অতিথিসেবা প্রভৃতি কোন উত্তম কর্ম সাধন করিতেন না। তিনি দ্বিজাতিদিগকে দেব পিতৃকর্ম ও যজ্ঞাদি কিছুই করিতে দিতেন না। স্বদেশে চিরকাল অতিবাহিত করিয়া বিদেশভ্রমণে গমন করিলেন। পৃথিবীমণ্ডলে ব্রাহ্মণাদি যে কেহ বসতি করিতেন, তাঁহারা কেহই যজ্ঞযজনাদি কর্ম করিতে পারিতেন না। হে ভীষ্ম! তিনি কখন কোন পুণ্যকর্ম করেন নাই। সেই নিষ্ঠুর রাজা ব্রাহ্মণদিগের কর গ্রহণ করিতেন। হে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! তাঁহার কর্মফল শ্রবণ করুন। পাপাত্মা সৌদাস কোন সময়ে পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে দেখিলেন যে, কার্তিকমাসে শুক্লপক্ষে উত্তমা দ্বিতীয়া তিথিতে চিত্রগুপ্তের পূজা কর্তব্য বলিয়া কায়স্থেরা ভক্তিভাবে ধূপদীপাদি দ্বারা উপচারে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিতেছে। সৌদাস রাজা তথায় গমন করিলেন এবং তাঁহাদের পূজা দেখিয়া পরম সন্তোষে ভক্তিযুক্ত যে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করায় তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হইলেন। যথাকালে মৃত্যু হইলে চিত্রগুপ্তের প্রভাবে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। অতএব চিত্রগুপ্তের বিচিত্র প্রভাব ও মাহাত্ম্য তোমাকে কহিলাম। হে নৃপশার্দূল! এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন।"

ভীষ্ম মুনিবরের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে মহামুনে কোন বিধান ও কোন্ মন্ত্রে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন? যাহার পূজা করিয়া সৌদাস রাজা দিব্য স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। পুলস্ত্য বলিলেন, চিত্রগুপ্তের পূজার বিধি কহিতেছি, শ্রবণ করুন। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপাদি উপহার দ্বারা সংযত ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত হইয়া চিত্রগুপ্তের পূজা করিবেন। জলপূরিত নূতন কলসোপরি শর্করাপূর্ণ পাত্র রাখিয়া পূজান্তে দ্বিজাতিদিগকে দান করিবেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে ভোজন করাইবেন।

"হে চিত্রগুপ্ত! তুমি মসীপাত্র লেখনী ও ছেদনী হস্তে ধারণ করিয়া পৃথিবীমণ্ডলে সর্বদা ভ্রমণ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। হে চিত্রগুপ্ত! তোমাকে নমস্কার। তুমি সাক্ষাৎ ধর্মরূপী, তোমাকে নমস্কার। তুমি লোক সকলের হিতপালক তুমি আমাকে মঙ্গল প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার করি।" মহারাজ সৌদাস ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে এইরূপ মন্ত্রদ্বারা চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করায় অচিরাৎ সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। রাজা সৌদাসের মৃত্যু হইলে যমদূতেরা তাঁহাকে ভয়ানক যমপুরীতে আনয়ন করিল। তাঁহাকে দেখিয়া ধর্মরাজ চিত্রগুপ্তকে এইরূপ কহিয়াছিলেন। "এই দুরাত্মা সৌদাস রাজা সর্বদা পাপকর্মে রত থাকিয়া নিরন্তর সংসারমধ্যে নানাবিধ পাপাচরণ করিয়াছেন।" ধর্মরাজ এইরূপ কহিলে, ধর্মাধর্মবিশারদ মহামতি চিত্রগুপ্ত সৌদাসের কর্মজনিত বিপাক জ্ঞাত হইয়া হাস্যপূর্বক ধর্মরাজকে বলিলেন—

"এই সৌদাস রাজা সর্বদা পাপকর্মে রত ছিলেন, তাহা আমি জ্ঞাত আছি। হে সূর্যপুত্র! তোমার প্রসাদে তোমা কর্তৃক শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে আমি পূজ্য হইয়াছি। সৌদাস রাজা পাপকর্ম করিয়াছে বটে, কিন্তু হে দেব! এই পৃথিবীমণ্ডলে একদা আমার পূজা দেখিয়া এই রাজা ভক্তিভাবে আমার পূজা করিয়াছিলেন, সেই হেতু আমি তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত্যর্থ বর প্রদান করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া ধর্মরাজ বিষ্ণুপদ প্রাপ্তির অনুমতি করিলেন। অতএব পৃথিবীতে যে কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন, তাহারা সর্বপাপমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিবেন। অতএব হে ভীষ্ম! তুমিও বিধিপূর্বক তাঁহার পূজা কর।

ধর্মরাজ কহিলেন, পুলস্ত্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম মহাশয় ভক্তিভাবে কার্তিকমাসে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে যম যমুনা চিত্রগুপ্ত ও যমদূত সকলের পূজা করিলেন। এই নিমিত্ত এই তিথির নাম যমদ্বিতীয়া হইল। এই দিনে ভোজনাদির নিমিত্ত চিত্র বিচিত্র পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি এবং গুড়মিশ্রিত মোদকদ্বারা চিত্রগুপ্তের পূজা করিবে। ভগিনী হস্তপ্রদত্ত অন্নাদি ও গঙ্গার পানভোজন করিলে পুষ্টি যশঃ, আয়ুবৃদ্ধি এবং সর্বকামনা সিদ্ধ হয়। ভ্রাতা ভোজনান্তে দেহ দ্রব্যাদি ভগিনীকে দিবেন। মন্ত্র—"উৎপত্তি, প্রলয়, ভোগ, দানে ও পাপপুণ্যে তুমি লেখক ও জীবন্, হে চিত্রগুপ্ত! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর সহিত উৎপন্ন হইয়াছ। হে মহাবাহো! চিত্রগুপ্ত অদ্য আমাকে বর প্রদান করুন।"

চিত্রগুপ্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিলেন, হে মহাবাহো ভীষ্ম! আমার প্রসাদে তোমার মৃত্যু হইবে না। তুমি যখন ইচ্ছা করিবে, তখন তোমার মৃত্যু হইবে। চিত্রগুপ্তদেব ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এই প্রকারে যাঁহারা পৃথিবীতে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে নানাবিধ সুখ ভোগ করিয়া পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবেন। অতএব এই কায়স্থোৎপত্তি প্রকরণে যে কেহ কায়স্থ চিত্রগুপ্তের কথা ভক্তিভাবে শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা সর্বব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘায়ুঃ হইবেন এবং মরণান্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন।"

স্কন্দপুরাণে রেণুকামাহাত্ম্যে (৩) কায়স্থ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে—

(৩) কমলাকরভট্টও তাঁহার শূদ্রধর্মতত্ত্বে এই উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"এবং হত্বার্জ্জুনং রামঃ সদ্যো নিশিতান্ শরান্।
এক এব যযৌ হন্তুং সর্ব্বানেবাতুরান্ নৃপান্॥
কেচিৎ গহনমাশ্রিত্য কেচিৎ পাতালমাবিশন্।
সগর্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্য্যা দালভ্যাশ্রমং যযৌ॥
ততো রামঃ সমায়াতো দাল্‌ভ্যাশ্রমমনুত্তমম্।
পূজিতো মুনিনা সদ্যঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ॥
দদৌ মধ্যাহ্নসময়ে তস্মৈ ভোজনমাদরাৎ।
রামস্তু যাচয়ামাস হৃদিস্থং স্বং মনোরথম্।
যাচয়ামাস রামাচ্চ কামং দাল্‌ভ্যো মহামুনিঃ।
ততস্তৌ পরমপ্রীতৌ ভোজনং চক্রতুর্মুদা॥
ভোজনানন্তরং দাল্‌ভ্যঃ পপ্রচ্ছ ভার্গবং প্রতি।
যদ্বয়া প্রার্থিতং দেব তৎ ত্বং শংসিতুমর্হসি॥
রাম উবাচ।—ত্বদাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসয়ং তাং মহামুনে।
ততো দালভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতম্॥
দালভ্য উবাচ।—স্ত্রিয়ং গর্ভময়ং বালং তন্মে ত্বং দাতুমর্হসি।
ততো রামোহব্রবীদ্দাল্‌ভ্যং যদর্থমহমাগতঃ॥
ক্ষত্রিয়ান্তকশ্চাহং তৎ ত্বং যাচিতবানসি।
প্রার্থিতস্ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ॥
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা।
এবং রামো মহাবাহুর্হিত্বা তং গর্ভমুত্তমম্॥
নিজগামাশ্রমাৎ তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ।
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ॥
রামাজ্ঞয়া স দালভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ।
কায়স্থধর্ম্মো দত্তোহস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ॥
তদ্‌গোত্রজাশ্চ কায়স্থাঃ দালভ্যগোত্রাস্ততোহভবন্।
দালভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ॥
সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেবদ্বিজপিতৄণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ॥"

ভৃগুপুত্র এইরূপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিহত করিয়া অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজগণকে নিধন করিতে নিশিতশর হস্তে একাকী গমন করিলেন। ক্ষত্রিয় রাজগণ ভয়ে কেহ নিবিড় অরণ্যে পলায়ন করিলেন। কেহ বা পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গর্ভবতী চন্দ্রসেনের ভার্য্যা দাল্‌ভ্য মুনির আশ্রমে গিয়া আশ্রয় লইলেন। অনন্তর পরশুরাম দাল্‌ভ্য ঋষির আশ্রমে গমন করিলে মহর্ষি দাল্‌ভ্য পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং মধ্যাহ্নে সমাদরপূর্ব্বক ভোজ্যাদি সংগ্রহ করিলেন। রাম ও দাল্‌ভ্য ঋষি পরস্পর পরস্পরের নিকটে যাজ্ঞা করিয়া উভয়ে ভোজন করিলেন। অনন্তর মহর্ষি দাল্‌ভ্য ভার্গবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে দেব! আপনার যাহা অভীপ্সিত তাহা নিবেদন করুন।' রাম কহিলেন, 'হে মহাভাগ! ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেনের গর্ভবতী ভার্য্যা আপনার আশ্রমে আসিয়াছে, আপনি তাহাকে দান করুন, আমি বিনাশ করিব, এই আমার অভিলাষ।' দাল্‌ভ্য কহিলেন, 'হে রাম! আপনার অভীষ্ট দান করিতেছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন; আমি সেই গর্ভস্থিত বালককে যাজ্ঞা করিতেছি।' রাম কহিলেন, 'হে মহর্ষে! আমি যাহার জন্য আপনার আশ্রমে আসিয়াছি, আপনি তাহাই প্রার্থনা করিলেন, আমি ক্ষত্রিয়দিগের অন্তকারী। যাহা হউক, যেহেতু আপনি কায়স্থিত গর্ভের প্রার্থনা করিয়াছেন, সেজন্য এই গর্ভস্থিত শিশু কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ হইবে।' অনন্তর ক্ষত্রিয়ান্তকারী মহাবাহু ভার্গব গর্ভিণী চন্দ্রসেনের ভার্য্যাকে ত্যাগ করিয়া দাল্‌ভ্যের আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের গর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে, রামের আজ্ঞায় সেই কায়স্থ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চিত্রগুপ্তের ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। তদ্‌গোত্রজাত কায়স্থগণ দাল্‌ভ্যগোত্র নামে পরিচিত হইয়া দাল্‌ভ্যের উপদেশানুসারে ধর্ম্মিষ্ঠ, সত্যবাদী, সদাচারপর, হরিহর অর্চ্চনায় রত, দেব, দ্বিজ, পিতৃ ও অতিথিদিগের পূজক হইল।"

চিত্রগুপ্তের বৃত্তি কি? মানবের পাপপুণ্য লেখনই তাঁহার বৃত্তি। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে শিবরাঘবসংবাদে ১০২ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"রাম উবাচ।
চিত্রগুপ্তেন লিখিতা ললাটে যা লিপির্দৃঢ়া।
তয়া লিপ্যাতু নিয়তং নরকং কথমন্যথা॥"

উক্ত শ্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে, চিত্রগুপ্তই মানুষের ললাটে ভাবী শুভাশুভ ফল লিখিয়া রাখেন।

[চিত্রগুপ্ত দেখ।]

যাহা হউক, চিত্রগুপ্তের বৃত্তি বলিতে গেলে লেখকবৃত্তি বুঝিতে হইবে। যদি উক্ত উপাখ্যান প্রকৃত ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়সন্তান যে কায়স্থ নামে পরিচিত হইয়া লেখকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কতকটা বিশ্বাস করিতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে জানা গিয়াছে, লেখনবৃত্তিই কায়স্থজাতির উপজীবিকা ছিল, তৎকালে লেখক বলিলেই কায়স্থকে এবং কায়স্থ বলিলেই লেখক-বৃত্তিধারীকে বুঝাইত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে জন্মখণ্ডে লিখিত আছে—

"দ্বিজৈকলিপিকর্ত্তা চ তথাদাতুর্ধনং হরেৎ।
তমঃকুণ্ডে বর্ষশতং স্থিত্বা স্বর্ণবণিগ্‌ভবেৎ॥"

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৫। ১১৯॥

যে ব্রাহ্মণ লিপিবৃত্তি অবলম্বন করে এবং যে অন্নদাতার ধন হরণ করে, তাহাকে একশতবর্ষ অন্ধকারনরক কুণ্ডে বাস করিয়া স্বর্ণবণিক্‌ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

উক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে পৌরাণিক সময়ে ব্রাহ্মণদিগের লেখকবৃত্তি নিষেধ ছিল।

মৎস্যপুরাণে লেখকের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্ব্বাধিকরণেষু বৈ।
শীর্ষোপেতান্ সুসম্পূর্ণান্ সমশ্রেণিগতান্ সমান॥
অক্ষরান্ বৈ লিখেদ্যস্তু লেখকঃ স বরঃ স্মৃতঃ।
উপায়বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তম।"

মাৎস্যে ১১৫। ২৫-২৮।

সকল দেশের বর্ণমালায় অভিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ লেখকই রাজার ধর্ম্মাধিকরণের উপযুক্ত। যিনি সমান মাত্রায় সমান ছন্দে গোটা গোটা লিখিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক হে নৃপোত্তম! যিনি উপায়বাক্যকুশল, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যিনি অল্পকথায় বহু অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহাকেই লেখক বলা যায়।

গরুড়পুরাণের মতে—

"মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ॥"

গরুড়ে ১১২। ৭।

মেধাবী, বাক্যকুশল, বিদ্বান্, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বশাস্ত্র যাহার দেখা আছে, সেই সাধুই লেখক।

রেণুকামাহাত্ম্যে 'ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত' এইরূপ থাকায় কেহ কেহ কায়স্থকে ক্ষত্রধর্ম্মভ্রষ্ট, সুতরাং পতিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু পতিতের সর্ব্বশাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্ম্মাধিকরণে অধিকার আছে, এরূপ কথা কোথাও পাওয়া যায় না। অতএব যদি রেণুকামাহাত্ম্যকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে 'ক্ষত্রধর্ম্মবহিষ্কৃত' অর্থাৎ 'যুদ্ধকার্য্যে বিরত' এইরূপ অর্থ করিতে হয়। কারণ স্বধর্ম্মত্যাগীর সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার নাই, কিন্তু রাজসভায় লেখক বা কায়স্থের সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানান্তু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ॥" উত্তরখণ্ড ১৯। ২।

তথায় বিংশতি যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর, সেখানে কায়স্থগণ সকলের পাপপুণ্য বিচার করিয়া থাকেন।

উক্ত শ্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে, কায়স্থগণ কেবল লেখক তাহা নয়, ধর্ম্মাধিকরণে তাহাদের ভালমন্দ বিচার করিবারও ক্ষমতা ছিল। স্মৃতি ও পুরাণের সময় শূদ্রের লেখকবৃত্তি অথবা ধর্ম্মাধিকরণে বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং পুরাণমতে কায়স্থেরা শূদ্র নয়, তাহা স্থির।

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে এই বিবরণ পাওয়া যায়—

"বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তদ্বদ্বরোপি বৈচিত্র্যং জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ॥
চিত্রো বিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ সৃষ্টাবত্তু বেধসা॥
অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।
যথার্থবাদিনৌ সাধূনাং শান্তিকর্ম্মণি তাবুভৌ॥
কায়স্থসংজ্ঞয়াখ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বজৌ।
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ॥
অস্মিন্ সংসারজলধৌ বহুবিধাঃ কায়বর্ত্তিনঃ।
তত্রৈব কায়বিজ্ঞানাৎ কায়স্থাবিতি চ স্মৃতাঃ॥
ধর্ম্মরাজস্য সাচিব্যং কুর্ব্বতোঃ শান্তিকর্ম্মণি।
হরেরনুগ্রহাদাসন্ হ্যেতৌ চিত্রবিচিত্রয়োঃ॥
একবিংশতিকোটীনাং আত্মানং কায়স্থানাং স্বয়ঃ।
সন্তুষ্টঃ স তয়োস্তাভ্যাং পৃষ্টঃ শ্রীব্রহ্মণে হিতম্॥
অস্মাকং কে চ সংস্কারাঃ কিং বর্ণজা বয়ং প্রভো।
তৎ সর্ব্বং কথয়স্বাবাং ভবৎ-সেবাপরায়ণৌ॥
ইতি শ্রুত্বা তয়োর্বাক্যমনুস্মৃত্য পিতামহঃ।
উক্তঃ সোত্তরমুৎকৃষ্টমুবাচ প্রহসন্নিব॥

ব্রহ্মা উবাচ।

অত্র বর্ণাগ্র উৎকৃষ্টো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
তস্যাবরস্তাৎ বাহোৎ ক্ষত্রিয়ঃ পরিরক্ষকঃ॥
বিজ্ঞানজীবিদ্যোপায়ী ব্যবহারনয়ান্বিতঃ।
বৈশ্যবর্ণস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্বর্ণত্রিতীয়-সেবকঃ॥
চতুর্থঃ শূদ্রবর্ণঃ স্যাৎ বর্ণত্রয়সেবকঃ।
অনেকব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্র বৈ॥
তেষামুভয়তঃ বাহোৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ॥
কৃতোপবীতিনৌ সন্তৌ বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ।
পূর্ব্বপুণ্যবলোৎকর্ষাৎ সাধ্যসাধনভাবিনৌ॥
এতস্মাৎ ব্যাখ্যায় ভগবান্ সর্ব্বাক্ষরগণান্বিতঃ।
অত্র মধ্যে তস্মাদস্মাভিঃ প্রত্যক্ষবৃত্তিতঃ॥

সূত উবাচ।

একবিংশতিসংখ্যাকাঃ পংক্তয়স্তৎ পৃথক্কৃতাঃ।
আদাবেব হি সর্গং স্বপক্ষকৃতানিশ্চয়ঃ ॥
এতাবৎসু চ তাবৎসু কথ্যন্তে চ মহীপ।
তথা ন ভক্তিসম্বন্ধিসম্ভার কুর্বাণা স্বগণ।
ইমে শ্রীমা ইতি জ্ঞানসম্পন্না ন হি সিধ্যতি।
অতঃ পৃথক্ কৃতা বর্গাঃ কুলা একবিংশতিঃ ॥
সূর্যধ্বজঃ স্থিতো কৃত্বা তথাত্যাবচনম্।
অন্যনঃ পুরুষো জ্ঞেয়ো যথার্থং নামবান্ ॥
চিত্রাধিবস্তু নক্ষত্রাৎ পুমান্ স্বয়ং জায়তে।
স সূর্যধ্বজ ইত্যাখ্যামবাপ প্রাক্তনাশয়া ॥
সূর্যধ্বজাক্তিং প্রাপ্তং হিত্বা তত্র প্রবর্ততে।
দেহে বশাগতো জ্ঞেয়ঃ সূর্যধ্বজ উদাহৃতঃ ॥
অহো তেজস্বিনং বেদি নাপ্রয়াৎ সকুটম্বনম্।
কুলদৈবতং বেদ্যং শ্রীমান্ যাদৃশ এব চ ॥
এবং বিজ্ঞায় কা দেহো ভবৎ সপ্ত সাত্ত্বিকঃ।
কুলদৈবতায় নং স্বামতং পরিপূজয় ॥
এবং স্বা তস্য তবাসীতস্তু বিস্মিতোদয়ঃ।
বিবস্বান বিশ্বতশ্চক্ষুঃ সত্যাক্ষঃ করুণাকরঃ ॥
বরং বরয় সন্ত ইং মত্তঃ সন্তোষবান্নিদং।
কিমিত্যস্য স্বয়ং বুধান তস্যাত সৎকৃতিভিঃ ॥
তোষাদ তারকস্যং তমেবৈকং সকলার্থদম্।
স্মরাম বর্ণচিহ্নানং দেহ যে বিধানেচন ॥
এবমাভাষ্যঃ সূর্য্যো বরদেব হি দিৎসতে।
এবমর্তিত সুব্যক্তং বভাষে ভগবানিদম্ ॥
সূর্যধ্বজ তবৈব নিবাসায় ভুবঃ স্থলে।
কল্পয়ামাস সূর্য্যাখ্যাং পুরীং পরমশোভনাম্ ॥
সূর্যধ্বজাদ্ বিজয়াদ্যো দ্বিতীয়া ইহ ভারতে।
তাবদাদি নিজং কর্ম কুর্বাণা শাস্ত্রদর্শিতম্ ॥
আশ্রমং প্রথমং তে চ অনতিক্রম্য বৈদিকং।
বৃত্তিমাসাদ্য বিধিনা গার্হস্থ্যমবলম্বয়ন্।
তত্রাপি বহু বর্ষাণি চক্রুঃ কেবলয়া বিয়া।
বাণপ্রস্থং ততঃ কৃত্বা ততঃ সন্ন্যাসসেবিনঃ।
চতুর্থাশ্রমযোগ্যেষু শাস্ত্রমাধ্বযুক্ততমাঃ।
সর্বত্র বিষয়াসক্তিরহিতাঃ নিবৃত্তেভবে ॥
সদা সদাচারপরাঃ সর্বপ্রাণিহিতেরতাঃ।
মাজীবাৎ বৃত্তিমাসাদ্য গার্হস্থ্যাদিসেবকাঃ ॥
দ্বিতীয়স্য স বিজ্ঞোক্তবাজান উদারধীঃ।
চিত্রগুপ্তাখ্যকোজ্ঞাবিধেয়া সূর্যধ্বজোঽভবৎ চ
স একদা সুধাপুমান্ সখীনাং স্থিতিহেতবে।
সস্তোতৌ চ বিভক্তার্থে বিজয়ে সমাচরং ॥
কুলেষ্টদেবতা যস্য চন্দ্রমাঃ সমজায়ত।
তস্যাদেশং সমাররুমস্তব স্বস্ত নশ্চয়ং ॥
এবং স চ বিনিশ্চিত্য চন্দ্রমসমুপাসতুম।
যা । সুমেরুশিখরং সুপক্কাশুদ্ধিতম্ ॥
স্বস্ত্যাৎ শ্রুবং সস্ত্যো রাজা সর্বাশ্রিতজনানাম।
তদধীনাবিদর্শিত জ ত স স্তবাক্ষৈঃ ॥
অবিরামং সমক্ষে হংসী চন্দ্রমা সুং ন জনঃ।
কৃপানিধিরবাচেদং মধুরং পূর্ণবৎসলঃ ॥
বরং বরয় ভক্তং তে মন ন চ হং দচেৎ।
শক্তাপি তুভ্যং পুণ্যং বরয়ামাস সত্তম ॥
যদ্যপি বর দেবেশ বাঞ্ছিতং মে যদস্তু তৎ।
মদীয়বংশবর্গাস্তু বাসস্থানসমন্বিতম্ ॥
উপাসনায় তো স্বামিন মস্তে চ সং চং স্থিতাঃ।
এস্তু দ যা চন্দ্র মে নাপ ভবতা দেবনর্ষবৎ ॥
এবং ভাষিতঃ প্রীত্যা চন্দ্রঃ পুনরপ্যুত।
মং সংক মহৎ সর্ব বো হানতে ভাবয়তি ॥
তবচান্ত বশাজ্ঞাং হাসোহং উদভবানাপ।
চন্দ্রহাসাভিধানেন সর্বকাব্যেষু গুণে ॥
গান্ডলেখ সুরেজয়ী চন্দ্রবনপুষ্পশোভিতঃ।
মাজিন্ততীসনীপস্থচন্দ্রহাসগিরাশ্রয়ঃ ॥
অতুলার্হমিদং সাক্ষাৎ পুরং নির্মায় শোভনম্।
চন্দ্রহাসাভিধং লোকে কায়স্থজাতিলক্ষণম্ ॥
ভবতস্তত্র পুরুষাঃ সর্বেষু গুণযুক্তয়ঃ।
যথা বৈ লেখনং সর্বে লভিষ্যন্তে চ তে নিজম্ ॥
এষাং লেখনবন্ধোহস্তু ক্ষত্রবর্ণাম্বুধার্ম্মণাম্।
শ্রীমতাং সুধাপুরুষে তারি সম্মানধারিনাম্ ॥
ভগবদর্চনচিত্তানাং সর্বজীবহিতাত্মনাম্।
তবধান প্রসাদেন সদাচারবর্ধশীলাম্ ॥
বেদাভ্যাসনবৃত্তীনাং শ্রোতস্মার্তানুযায়িনাম্।
চিত্রগুপ্তস্য পুণ্যেন সর্বব্যাপারবর্তিনাম্ ॥
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ তত্রৈবান্তরধীয়ত।
চন্দ্রহাসনগরেশং চক্রে স বিধিপূর্বকম্ ॥
অত্র হিতমতস্তস্য বহবো ব শতত্রাতঃ।
পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাদ্য মত্ত্বা নত্ত্বা জনস্তুতৈঃ ॥
চন্দ্রহাসস্য বংশীয়াঃ কৃতবর্জোপবাস্তনঃ।
সুহৃৎ সম্ভিকৃদ্বর্ণবিহুবৈর্যাপূতা মহী
তৃতীয়ঃ স্বক্তিচন্দ্রবিশ্বচন্দ্রদেবশ্চতুর্থকঃ।

পঞ্চমো রবিদাসোঽপি রবিচন্দ্রশ্চ তৎপরঃ ॥
সপ্তমো রবিধীরঃ স্যাদষ্টমো রবিপূজকঃ।
গম্ভীরো নবসংখ্যাকো দশমঃ প্রভুসংজ্ঞকঃ ॥
একাদশো মহাখ্যাতো বসন্তঃ পরমার্থধীঃ।
উদারহাসো বিজ্ঞেয়ো রবির্দ্বাদশসংখ্যকঃ ॥
মধুমানস্তৎপরশ্চ বিশ্বদৈবতসংখ্যয়া।
ভট্টঃ সুভট্টঃ সর্ব্বজ্ঞো ধীমান্ পঞ্চদশোঽপরঃ ॥
শ্রীগৌরঃ ষোড়শতমো রাজধানী ততঃপরম্।
অষ্টাদশ আনন্দঃ সম্ভবৈকোনবিংশতিঃ ॥
বিশ্বাসঃ পঙ্কজশ্চৈব একবিংশতমঃ স্মৃতঃ।
এতেষামন্বয়জাতো বিংশবিংশমিতাঃ পুনঃ ॥

এই জগতের আদিকারণ ভগবান্ বিষ্ণু যাহা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি চিত্র ও বিচিত্র নামক দুইজনকে সৃষ্টি করিলেন। তাহারা উভয়ে ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী অসদ্দিগের দণ্ডদাতা, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী শান্তিকর্ম্মস্থাপক এবং কায়স্থ নামে পরিচিত। তাহারা সর্ব্বপ্রকার কায়স্থের আদিপুরুষ এবং লেখনকার্য্যে নিপুণতা হেতু মুখ্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের কায়বর্ত্তী ছয় প্রকারের বিশেষ জ্ঞান আছে বলিয়া তাহারা এই সংসারের কায়স্থ নামে পরিচিত এবং ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী হইয়াছে। তাহাদের দ্বারা একবিংশতি কায়স্থ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা উভয়ে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা কোনবর্ণ ও কি প্রকার সংস্কারসম্পন্ন হইব? অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন, আমরা আপনার সেবক। ব্রহ্মা কহিলেন, "ব্রাহ্মণ সকল বর্ণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিজ্ঞানবিশিষ্ট কর্ম্মোপজীবী ব্যবহারাবিত, ক্ষত্রিয় দ্বিতীয়বর্ণ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সেবক বৈশ্য তৃতীয়বর্ণ। শূদ্র চতুর্থবর্ণ। পৃথিবীতে ব্যবহারোপজীবী অনেক ক্ষত্রিয় আছে, অক্ষরোপজীবী কায়স্থ তাহাদের অন্তর্গত। তোমরা ক্ষত্রিয়-বিজাতি মধ্যে পরিগণিত, তোমাদের উপনয়ন হইয়া থাকে, তোমাদের বেদে অধিকার আছে।" এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। সূত কহিলেন, কায়স্থ জাতি একবিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত। পূর্ব্বকালে তাহাদের যে ধর্ম্ম তাহাই স্বধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। হে মহীপ। কুলগত ধর্ম্মে ভক্তি না থাকিলে কলিযুগে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। এই আমার ধর্ম্ম ইত্যাকার জ্ঞান না থাকিলে কোনপ্রকার সিদ্ধি হয় না। এই একবিংশতি শ্রেণীর ধর্ম্ম পৃথক্রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম সূর্য্যধ্বজ। চিত্রদেবের সংকল্পানুসারে এক পুরুষ উৎপন্ন হন, তাহার শরীরে সূর্য্যধ্বজের চিহ্ন থাকায় তিনি সূর্য্যধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তিনি প্রথমে গৃহাশ্রম না করিয়া সূর্য্যদেবের পূজা করিতেন। সূর্য্য তাঁহার কুলদেবতা। আপনার সন্ততি কায়স্থ কুলদেবতাস্বরূপ আপনাকে পূজা করিতেছে" এইরূপে স্তবে সন্তুষ্ট সূর্য্যদেব প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, "আমি প্রীত হইয়াছি, তুমি অভীষ্টবর প্রার্থনা কর। সূর্য্যধ্বজ কহিলেন, "হে বিশ্বলোচন! আপনার নামে আমাকে একটি বসতিস্থান প্রদান করুন।" 'তথাস্তু' বলিয়া সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যধ্বজের নিবাস জন্য ভূতলে সূর্য্য নামক একটী পুরী কল্পিত হইল। সূর্য্যধ্বজ হইতে ভারতে দ্বিতীয় দ্বিজ হইল, তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত নিজ নিজ কর্ম্ম করিতে চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা সদাচারসম্পন্ন, সর্ব্বপ্রাণিহিতকারী এবং যজ্ঞীয়বৃত্তিঅবলম্বী। দ্বিতীয় চন্দ্রহাস যেমন সূর্য্যধ্বজ চিত্রগুপ্তের জ্ঞাতি, তদ্রূপ চন্দ্রহাসও তাহার জ্ঞাতি। তাহার কুলদেবতা চন্দ্র। তিনি সুমেরুশিখরে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রের স্তব করিলেন। চন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া হাস্যপূর্ব্বক অভিমত বর জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কহিলেন, আমার বংশীয়গণের বাসের জন্য একটী উত্তম স্থান দান করুন। প্রীত হইয়া চন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। তোমার বাক্য আমি হাসিয়াছি, এজন্য তুমি চন্দ্রহাস নামে কায়স্থগণে প্রসিদ্ধ হইলে। মাহিষ্মতীর সমীপস্থ চন্দ্রহাস নামক পুরীর অধীশ্বর হইবে। তোমার বংশধরগণ চন্দ্রহাস নামক পুরীতে বাস করিবে, তাহারা ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বজীবহিতকারী, মহাদেব ভবানীর প্রসাদে সদাচারসম্পন্ন, চিত্রগুপ্তের পূজা শ্রোতস্মার্ত্তাচারযুক্ত সর্ব্বব্যাপারসম্পন্ন হইয়া আদিপুরুষস্বরূপ তোমাকে সম্মান করিবে। এইরূপ বর দান করিয়া চন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন। চন্দ্রহাস তাঁহার আদেশ বিধিপূর্ব্বক পালন করিলেন। ক্রমে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে তাঁহার বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার বংশধরগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেন। তৃতীয় সূর্য্যচন্দ্রার্ক। চতুর্থ চন্দ্রদেব। পঞ্চম রবিদাস। ষষ্ঠ রবিচন্দ্র। সপ্তম রবিধীর। অষ্টম রবিপূজক। নবম গম্ভীর। দশম প্রভু। একাদশ বসন্ত। দ্বাদশ উদারহাস রবি। ত্রয়োদশ মধুমান। চতুর্দ্দশ ভট্ট। পঞ্চদশ সুভট্ট। ষোড়শ শ্রীগৌর। সপ্তদশ রাজধানী। অষ্টাদশ আনন্দ। ঊনবিংশ সম্ভব। বিংশ বিশ্বাস। একবিংশ পঙ্কজবক্ত্র। এই একবিংশ কায়স্থের প্রত্যেকে আবার বিংশ বিংশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।" *

* সৌরপুরাণে কায়স্থদের সর্ব্বাদির ব্যক্তিদিগের মধ্যে উক্ত হইয়াছে। যথা—

তন্ত্র।— কায়স্থজাতিতত্ত্বনির্ণায়ক কোন কোন গ্রন্থে তন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বলা যাইতে পারে যে, সৰ্ব্বশুদ্ধ ৬৬ খানি তন্ত্র দেখা হইয়াছে উহার কোন খানিতে কায়স্থের কথা উল্লিখিত হয় নাই। (১)

প্রাচীন কাব্যনাটকাদি।—প্রাচীন মৃচ্ছকটিক নাটকে কায়স্থের উল্লেখ আছে—

ততঃ প্রবিশতি শ্রেষ্ঠিকায়স্থাদিপরিবৃতোঽধিকরণিকঃ।"

(নবমাঙ্কে)

এখানে আধিকরণিক প্রধান বিচারপতি এবং শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ তাঁহার সহকারী (Assessor) রূপে অভিহিত হইয়াছে। বিচারস্থলে শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থের মুখ হইতে প্রাকৃত ভাষাব্যবহৃত হওয়ায় কেহ কেহ কায়স্থকে শূদ্রজাতি বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। কেবল প্রাকৃতভাষার ব্যবহার দেখিয়া শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থকে শূদ্র বলা যুক্তিযুক্ত নহে। রাজশ্যালক ব্রাহ্মণপুত্র প্রভৃতি যাহারা প্রাকৃতভাষায় কথা কহিয়াছেন সকলেই তবে কি শূদ্র? ভাষার ব্যবহার দেখিয়া মৃচ্ছকটিক হইতে জাতিনির্ণয় করা যাইতে পারে না। বরং কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া কে কিরূপ লোক, কতকটা জানা যাইতে পারে। ধর্মশাস্ত্রমতে শূদ্রের ধর্মাধিকরণে বিচার করিবার অধিকার নাই। কিন্তু মৃচ্ছকটিকে কায়স্থ কেবল লেখক নয়, বিচারেরও সহায়তা করিতেছে। সুতরাং স্মৃতি মানিলে মৃচ্ছকটিকোক্ত বিচারকের সহকারী কায়স্থ যে শূদ্র নয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। (২)

কায়স্থা লবকর্ণাশ্চ মিত্রা রাজোপসেবকা
নক্ষত্রতিথিবক্তারো ভিষক শাস্ত্রোপজীবিন॥
ব্যাধিকাব্যকর্ত্তারো গায়কাশ্চৈব গোত্রিণ।
হীনাতিরিক্তদেহাশ্চ শ্রাদ্ধে বর্জ্যা প্রযত্নত॥ সৌরপুরাণ ২০ অ।

এই পুরাণে মধ্বাচার্য্যের প্রসঙ্গে তাঁহাকে মধ্বদৈত্য পুত্র বলা হইয়াছে। মধ্বাচার্য্য ১১১৯ শকে জন্মগ্রহণ করেন অতএব তাঁহার অনেক পরে আধুনিক সময়ে ঐ উপপুরাণখানি রচিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই এই জন্য ঐ শ্লোক বচন প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

(১) কায়স্থজাতি লইয়া যাহারা বহুদিন হইতে বাদানুবাদ এবং সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে এই কয়েকটি অমূলক বচন দৃষ্ট হয়—

বিরাটিক সুতো বংশ কায়স্থ ইতি বিশ্রুত
আর্য্যাচ্ছন্ন প্রকাশাত্ত আর্য্যাস্তু প্রযুজ্যতে।
অয় তু নবমস্তেষাং দীপসাগরস বৃত্ত।
জন নাং সহস্রঞ্চ দ্বীপোঽয় দক্ষিণোত্তরাৎ॥

মেরুতন্ত্রে ১১১ পটল

উক্ত বচন দ্বারা কেহ কেহ কায়স্থজাতিকে বেদের আর্য্যাচ্ছন্ন প্রকাশক বিরাটকায়সভূত বংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু মূল মেরুতন্ত্রের কোন স্থলে এরূপ অসঙ্গত উক্তি নাই উহা যে আধুনিক হাতগড়া শ্লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত শ্লোকরচয়িতা বোধ হয় কোনকালে মেরুতন্ত্র দেখেন নাই দেখিলে "১১১ পটলে" লিখিতেন না। মেরুতন্ত্রে পটলের পরিবর্তে সর্ব্বত্রই "প্রকাশ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আবার কেহ বিজ্ঞানতন্ত্রের দোহাই দিয়া এই বচন রচনা করিয়াছেন—

ব্রহ্মোবাচ

"যাহা ত্ব চিত্রগুপ্তোঽসি মম কায়াদনুদ্ভব।
তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি॥
কায়স্থ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো নতু শূদ্র কদাচন।
অতো ভবেত্ সংস্কারা ক্ষত্রধর্ম্মাধিকা মম॥" বিজ্ঞানতন্ত্র।

মেরুতন্ত্রে উক্ত শ্লোকের ন্যায় বিজ্ঞানতন্ত্রনামধেয় শ্লোকগুলিও এখনকার হাতগড়া বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞানতন্ত্র, বিজ্ঞানললিততন্ত্র বিজ্ঞানভৈরবতন্ত্র এবং শিবধামিরচিত বিজ্ঞানভৈরবোদ্যোতসংগ্রহ প্রভৃতি "বিজ্ঞান" নামধেয় তন্ত্রগ্রন্থে ঐ শ্লোকগুলির নিদর্শন নাই।

এতদ্ভিন্ন কোন কোন গ্রন্থে অগ্নিপুরাণ "জাতিমালা" বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ব্যোমসংহিতা ইত্যাদি কয়েকখানি অপ্রামাণিক গ্রন্থ হইতে কায়স্থজাতি পরিপোষক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে, ঐ গুলি যে নিতান্ত আধুনিক সময়ে রচিত অথবা কোন কোন মহাত্মার স্বকপোলকল্পিত তাহা এ স্থলে উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। তবে রাজা রাধাকান্তদেব বিরচিত শব্দকল্পদ্রুমোক্ত আচারনির্ণয়তন্ত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলিয়া থাকা যায় না।

আচারনির্ণয়তন্ত্রের রচনাপ্রণালী ও বিবরণাদি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে উহা যে কোন বিশেষ উদ্দেশে আধুনিক সময়ে রচিত হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায়। রাজা যে হস্তলিপি দেখিয়া শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত করিয়াছেন সেই হস্তলিপিখানি এখনও তাঁহার বাটীতে আছে উহাতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৭ শ্লোক আছে এবং উহার লিপি দেখিলে শতাধিকবর্ষের অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষত তন্ত্রসার মহাসিদ্ধিসারস্বত আগমতত্ত্ববিলাস বারাহীতন্ত্র ও রুদ্রযামলতন্ত্রে প্রায় ৫০।৬ খানি বিভিন্ন তন্ত্রের উল্লেখ আছে উক্ত কোন গ্রন্থে আচারনির্ণয়তন্ত্রের উল্লেখ নাই। আচারনির্ণয়তন্ত্র যদি প্রাচীন তন্ত্র হইত তাহা হইলে অবশ্য কোন মহাতন্ত্রে অথবা সংগ্রহগ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিত কিন্তু কোথাও উল্লেখ নাই। সুতরাং এই আচারনির্ণয়তন্ত্রোক্ত বিষয় প্রাচীন বিষয় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই জন্য আচারনির্ণয়তন্ত্রের বিষয় ছাড়িয়া দিতে হইল।

(২) অধ্যাপক উইলসন্ মৃচ্ছকটিকের ইংরাজী অনুবাদে যে স্থানে কায়স্থ ও শ্রেষ্ঠীর প্রসঙ্গ আছে তাহার টিপ্পনীতে কায়স্থকে Mixed caste অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহার মত সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। যেহেতু বিধি বলেন "বর্ণসঙ্করো রাজ্ঞা পরিবর্জ্জনীয়ঃ।" (মনু ১০। ৬১ ভাষ্য) রাজা বর্ণসঙ্করকে পরিত্যাগ করিবেন। অতএব হিন্দুরাজ কর্তৃক ধর্মাধিকরণে নিযুক্ত কায়স্থ বর্ণসঙ্কর হইতে পারে না।

মুদ্রারাক্ষসনাটকে অনেকস্থলে কায়স্থের উল্লেখ আছে, চন্দ্রগুপ্তের সময়ও কায়স্থেরা রাজসংসারে লেখকের কার্য্য করিত, এই নাটকে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে কায়স্থ শকটদাস একজন পাত্র তিনি মহামন্ত্রী রাক্ষসের একজন বিশ্বস্ত ও বন্ধু। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবার জন্য ঐ শকটদাসকে নিযুক্ত করেন। সুচতুর চাণক্য তাহা জানিতে পারেন। তিনি শকটদাসের হস্তে নামরহিত একখানি পত্র লিখাইয়া লইলেন সেই পত্রবলেই ভবিষ্যতে নন্দবংশের শেষ রাজমন্ত্রী চাণক্যের হস্তগত হইল। শকটদাস ও স্বয়ং রাক্ষসের পার্শ্বে আসনে বসিয়া বরাবর সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিয়াছেন। রাক্ষস বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে নন্দবংশের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি শূদ্রকে স্পর্শ করিলেও আপনাকে অশুচি জ্ঞান করিতেন। [Wilson Theatre of the Hindus, Vol. II, p. 245 ও মুদ্রারাক্ষস ৭ম অঙ্ক দেখ।] রাক্ষসের কথায় ও শকটদাসের ব্যবহারে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তৎকালেও কায়স্থেরা শূদ্র বলিয়া গণ্য হইত না। যদি শকটদাস শূদ্র হইত তাহা হইলে বিশুদ্ধাচারী ব্রাহ্মসন্তান প্রাজ্ঞরাক্ষস কখনই শকটদাসের পার্শ্বে বসিয়া বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন না এবং শকটদাস নীচজাতি হইলে কখনই রাক্ষসের পার্শ্বে বসিয়া নিদ্রা যাইতে সাহসী হইত না। (মুদ্রারাক্ষস ৪র্থ অঙ্ক)।

উক্ত নাটকের প্রথমাঙ্কে চাণক্য শকটদাসকে উল্লেখ করিয়া একস্থানে বলিতেছেন, "কায়স্থ ইতি লঘ্বী মাত্রা। তথাপি ন যুক্তং প্রাকৃতমপি রিপুমবজ্ঞাতুং।" এখানে 'লঘ্বী মাত্রা' দেখিয়া কেহ কেহ কায়স্থ শকটদাসকে অতি সামান্য জাতি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এখানে তলাইয়া দেখা উচিত, যে কে কায়স্থ শকটদাসকে সামান্যভাবে সম্বোধন করিতেছে? চাণক্য। এখানে চাণক্যের সহিত শকটদাসের রাজনৈতিক সম্বন্ধ, জাতিগত কোন সম্বন্ধ উক্ত হয় নাই। কূট রাজনীতিতে যখন মহামন্ত্রী রাক্ষসও চাণক্যের নিকট পরাজিত, তখন তাহার নিকট শকটদাসত সামান্য। সামান্য হইলেও চাণক্য উপেক্ষা করেন নাই। অতএব চাণক্যের উক্তিতে কায়স্থ শকটদাসের নীচজাতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে না।

শ্রীহর্ষের উত্তরনৈষধচরিতে (দময়ন্তীর স্বয়ম্বরসভায়) চিত্রগুপ্তকে কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—

"দৃগ্গোচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈর্গুণ একতীরঃ।
উদন্ত পত্রস্য মসীদ একো মসেদ্ধতচ্চোপরি পত্রমঙ্কঃ॥" ১৪ সর্গ।

অনন্তর চিত্রগুপ্ত চক্ষুর গোচর হইলেন, ইনি কায়স্থ এবং উত্তম গুণযুক্ত। এই পুরুষ আপনার রূপ গোপন করিয়াছেন। ইনি কপালরূপ পত্রের উপর মসী প্রদান করেন অর্থাৎ মনুষ্যের শুভাশুভ গণনা করিয়া তাহার অদৃষ্টে লিখিয়া দেন এবং রূপে মসীর উপর কপত্র দিয়াছেন।

১০৫০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরদেশের বিখ্যাত কবি ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার সময়মাতৃকায় কায়স্থের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন

"দানেন নষ্টিং বাং ... সংখ্যা লেখ্যা।
নষ্টিং ... কায়স্থঃ"

সময়মাতৃকা ৪। ৭০।

ব্যবসায়ী জন কখন লক্ষ্মী সম্বাধিনী হইলে শুক বিনয়ী হইলে এবং কায়স্থ দয়াপরবশ হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। [সময়মাতৃকা ৫। ১৬ দেখ।]

১১০১ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীররাজ অনন্তদেবের মৃত্যু হয় তাঁহার জননী রাণী সূর্য্যবতীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত সোমদেব সংস্কৃত ভাষায় কথাসরিৎসাগর রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কায়স্থের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়

"কায়স্থো ... রক্ষক যে
লিখতু ... করিষ্যাম।"

কথাসরিৎসাগর ৭২। ৩২৭।

কায়স্থ (চিত্রগুপ্ত) একাকী লক্ষ্মী ও কুমুদের কার্য্য করেন। তিনি লিখিতে পারেন, আবার ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত বিশ্ব লোপ করিতে পারেন, সকলই তাঁহার করায়ত্ত।

কথাসরিৎসাগরের ৪২ তরঙ্গ পাঠে জানা যায় যে, রাজার যাহা কিছু লেখাপড়ার কার্য্য, সকলই কায়স্থের উপর অর্পিত ছিল। কায়স্থ ব্যতীত অন্য কেহই তাহা সম্পন্ন করিতে পারিত না। রাজা কায়স্থকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। রাজ্যের শুভাশুভ অসংখ্য লোকের ইষ্টানিষ্ট এই কায়স্থের হস্তে অর্পিত ছিল। এই জন্যই রাজনিযুক্ত কায়স্থকে সকলেই রাজবল্লভ, অতি মায়াবী ও দুর্নিবার বলিয়া মনে করিত। এমন কি সেই সন্ধিবিগ্রহ কায়স্থ যদি অতিশয় কূটবুদ্ধি ও অত্যাচারী হইতেন তাহা হইলে মনে করিলে অপর লোক দ্বারা রাজপুত্রকে পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে পারিত, এই তরঙ্গে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে।

এক্ষণে উপরোক্ত নাটক ও কাব্যাদির প্রমাণ যদি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কায়স্থেরা যে শূদ্র নয়, তাহা স্থির। রাজসংসারে রাজার সহিত বিশেষ সংস্রব থাকায় এবং রাজার সেক্রেটারী প্রভৃতি উচ্চপদ ভোগ করায় উক্ত কায়স্থকে কি ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া অনুমিত হয় না? নৃপতি

সংস্কৃত ইতিহাস।—প্রাচীন কায়স্থজাতির প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন শিলালিপির অনুসরণ করা উচিত, অধুনা বিদ্বজ্জনসমাজে অপরাপর প্রমাণ অপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালিপির প্রমাণই মুখ্য বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাউক, প্রাচীন ইতিহাস, শিলাফলক ও তাম্রশাসনাদিতে কায়স্থ কিরূপ ভাবে অভিহিত হইয়াছে। কহ্লণ বিরচিত রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের একখানি প্রাচীন ইতিহাস। এই গ্রন্থে কায়স্থের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আবশ্যক বিবেচনা করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

প্রদেশাদেকতো ক্রুদ্ধা সদা বৃত্তিশ্চ শাস্ত্রিণাম।
অন্যোন্যোদ্বাহসম্বন্ধৈঃ কায়স্থাঃ সংহতা যদি ॥
কর্ম্মস্থান নি বীক্ষন্তে পাপাঃ কায়স্থবন্দা।
তদা নিঃসংশয়ং জ্ঞেয়ঃ প্রজাভাগ্যবিপর্য্যয়ঃ ॥
রাজতরঙ্গিণীর হস্তলিপি ৪। ৪৮ ৪৯।

'কিং দিং ...ং ক্লেশঃ স্বদেশাদর্জ্জিতাং ধনম্।
ইত্যার্থ্যমানঃ কায়স্থৈঃ স্বগুণমদগুরং ॥
কাশ্মীরকাণানুপন্নং নিজাজ্ঞাব্যবধায়কম্।
কায়স্থবক্ত্রপ্রেক্ষিতং ততঃ প্রভৃতি ভূভুজাম্ ॥"
৪। ৬১৭,১৮ (মুদ্রিত ৬২ পৃষ্ঠা)।

"কনককগ্রামকায়স্থম সনন্দা দিসংগ্রহৈঃ।
অবৈন্দ বিবিধারাসবাধাদগ্রামান্ স নিধনান্।" ৫। ১৭৩।
"তথা কায়স্থতোঅ্যাভূর্জ্জাতা তৎপ্রভাবেক্ষণা।" ৫। ১৭৯।
"কায়স্থপ্রেরণাদেভিরেবেনাদ্য প্রবর্ত্তিতৈঃ।
আয়াসৈঃ শ্বাসশেষৈব প্রাণভৃদ্ভিঃ শরীরিণাম্ ॥" ৫। ১৮২।
"উত্থাপ্য পাপকায়স্থান্ তেন ভূয়োঽপি দণ্ডিতঃ।" ৫। ৪৪২।
"কায়স্থা রুদ্রপালাদ্যাঃ প্রজানাং পীড়নং ব্যধুঃ।" ৭। ১৪৯।
"কায়স্থশ্চ হৃতাখিলার্থবিহিতা কৃচ্ছ্রে নৃপং পাতয়ন্
স্বত্বাসরপরাভবত্ত কুরুতে ভূয়ঃ সমুত্তম্ভনম্ ॥" ৭। ১১৭২।
"নিপীড্য লোকং কায়স্থৈর্দ্ধনাদণ্ডব্যবস্থয়া।" ৭। ১২৬৮।
"যেন সম্পঠতা শ্লোকং কায়স্থোদ্বর্জনং কৃতম্।
যত্র বিসূচিকাশূলসংতাপেতাঃ কিলেতরে।
মত্যাত্তকারিণো বিশং প্রজা রোগানিয়োগিনঃ ॥
পিতরং কর্কটো হন্তি মাতরং হন্তি বৃশ্চিকা।
হন্তি সর্ব্বং তু কায়স্থঃ কৃতঘ্নঃ প্রাপ্তসম্ভবঃ ॥
গুণান্ সবর্ণা ক্ষুরতা যেনৈবোৎপাটিতে শঠঃ।
বেতাল ইব কায়স্থস্তেনৈবাহন্তি হেলয়া ॥
বিষবৃক্ষো নিয়োগী চ যদেবাশ্রিত্য বর্দ্ধতে।
চিত্রং করোতি তত্রৈব স্থানভানভিগম্যতাম্ ॥" ৮। ৮৭-৯১।
"ক্রূরাহদিত কায়স্থান্ বীমস্তিব স্বয়ংত্যাত।" ৮। ১১৩।
"নিসর্গবক্রকা যেভ্যঃ কায়স্থাঃপি বয়োবণিক।
গুরুপদেশোপস্কারৈর্বিশিষ্টাঃ সবিষাশিষোঃ ॥" ৮। ১৩১।

উক্ত শ্লোক কয়টীর ভাবার্থ এইরূপ—কায়স্থ অতিশয় দুর্দ্দান্ত, কুটিল ও প্রজাপীড়ক। বিশেষতঃ তাহারা পরস্পর মিলিত হইলে, কাশ্মীররাজ্যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। রাজা অনেক সময় কায়স্থের উপদেশে প্রজাদিগের নিকট হইতে অযথা কর আদায় করিতেন। কায়স্থের তত্ত্বাবধানে রাজকোষ থাকিত, কোন কোন কায়স্থ রাজকোষশূন্য করিয়া রাজাকে অবধি বিপদে ফেলিত। যে কায়স্থ প্রজাপীড়ক ও যে রাজার ঐরূপ অর্থ অপহরণ করিত, সে যে অতিশয় ক্রূর, কৃতঘ্ন ও পাপাত্মা তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ কায়স্থকে বিষবৃক্ষ ও বেতালের সহিত তুলনাজ্ঞান করা হইয়াছে। কহ্লণের অভিপ্রায় এইরূপ যে, কায়স্থ প্রায় কুটিল, নির্দ্দয় ও প্রজাপীড়ক হইয়া থাকে, অতএব রাজা যেন তাহাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন না করেন।

কহ্লণ যে কেবল কায়স্থের উপরই কটাক্ষ করিয়াছেন, এমন নহে, অনেক স্থলে মন্ত্রিগণের উপরও কটাক্ষ করিতে বিচলিত হন নাই।

এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কহ্লণপণ্ডিত কায়স্থের প্রতি কেন এরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন? কায়স্থ কি এমন লোক ছিল যে, রাজা রাজপুরুষ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া প্রজাপীড়ন করিত? কাশ্মীররাজ্যে কি সৈন্যসামন্ত ছিল না? প্রজাগণ কি এমনই নির্জ্জীব যে কায়স্থের উৎপীড়ন সহ্য করিত, অথচ তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিত না?—যেন কায়স্থ শব্দের উপরই কোন গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

এখানে যদি কায়স্থকে রাজসভার লেখক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও বিষম গোল। প্রজাপীড়ন ও রাজার রাজকোষ নিঃশেষ করা কি সামান্য লেখকের কর্ম্ম? কায়স্থ যদি পরস্বাপহারক দস্যু হইত, তাহা হইলে অবশ্যই কেহ তাহাদের বিপক্ষে অভিযোগ উত্থাপন করিত, রাজাও তাহার বিচার করিতেন। কিন্তু সমস্ত রাজতরঙ্গিণী অনুসন্ধান করিলাম, কৈ, কোথাও কায়স্থকে দস্যু বলা হয় নাই। মিতাক্ষরায় কায়স্থ অতি মায়াবী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে? তবে কি কায়স্থ মায়াবী? রাজতরঙ্গিণীতে কোথাও মায়াবী বলা হয় নাই। শূলপাণি দীপকলিকা নাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যটীকায় কায়স্থকে রাজবল্লভপ্রযুক্ত প্রভাবশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে সামন্ত, মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত কায়স্থের উল্লেখ আছে—

"একদা মন্দিরায়ত্তন্ত্রিকায়স্থসৈনিকাঃ।
পার্থং প্রদাত্তামাসাদ্য নিশায়াং পর্য্যবেষ্টয়ন্॥" ৪। ৪২৪।

"পাদিবৈকাঙ্গপাদমন্ত্রিকায়স্থতন্ত্রিণাম।
গৃহীতং দোহদ্রোহীনাং দ্রোহাদৈতমদৃগুত॥" ৬। ১৩০।

"যং কায়স্থদুষ্টাধিকপ্রসচিবপ্রাক্ পঞ্চাননী
নীচানুচ্ছেদদেবনিব ত্রিস্থস্থিতা পুরীং স্বাং ক্রিয়াম্॥" ৮।১১০

উপরোক্ত শ্লোক দুইটী দ্বারা বোধ হইতেছে যে, কল্হণ পণ্ডিত কায়স্থ নামে কায়স্থজাতীয় কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর উল্লেখ করিয়াছেন। সেই উচ্চপদ মন্ত্রীর পদই বলিয়া বোধ হয়। সেই পদের নাম কি? কল্হণ তাহা স্পষ্ট লেখেন নাই। কল্হণের পূর্ব্ববর্ত্তী কাশ্মীররাজপণ্ডিত সোমদেব ভট্ট * কথাসরিৎসাগরে "সন্ধিবিগ্রহকায়স্থ" নাম কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছেন—

"সন্ধিবিগ্রহকায়স্থেনাজ্ঞপ্তেনার্থসেবকৈঃ।
উপাংশু কার্য্যাল্লভ্যা ব্যাস্তরেখছাবকম্॥"

কথাসরিৎসাগর ৪২। ৯১।

কথাসরিৎসাগরের ইংরাজী অনুবাদক ঐ সন্ধিবিগ্রহকায়স্থের অর্থ Secretary for foreign affairs অর্থাৎ 'পররাষ্ট্রসচিব' লিখিয়াছেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রে উঁহারাই "সন্ধিবিগ্রহলেখক" বলিয়াও স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে, প্রমাণস্বরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

"রাজ্ঞা স্বয়মুদ্দিষ্টঃ সন্ধিবিগ্রহলেখকঃ।
তাম্রপট্টে পটে বাপি প্রলিখেদ্রাজশাসনম্॥"

ব্যবহারাধ্যায়ে ৮৭শ্লোকে বীরমিত্রোদয়ধৃত ব্যাসবচন।

রাজকর্তৃক স্বয়ং আদিষ্ট হইয়া সন্ধিবিগ্রহলেখক তাম্রফলকে অথবা পটে রাজশাসন লিখিবেন।

"দাতুঃ পালয়িতুঃ স্বর্গং হর্ত্তুর্নরকমেব চ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দানোচ্ছেদফলং লিখেৎ॥
জ্ঞাতমেতি লিখিতং সন্ধিবিগ্রহলেখকৈঃ।"

ঐ বৃহস্পতি বচন।

"সুলিপ্য নৃপশব্দোক্ত সম্পূর্ণাবয়বাক্ষরম্।
শাসনং রাজদত্তং স্যাৎ সন্ধিবিগ্রহলেখকৈঃ॥"

সংগ্রহকার।

* সোমদেব "কায়স্থং কূটলেখকম্" (৪২। ১১১) অর্থাৎ কূটলেখক কায়স্থ এরূপ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বোধ হয়, কল্হণ কেবল ঐরূপ সন্ধিবিগ্রহিক কূটলেখকেরই নিন্দা করিয়াছেন। কূটলেখক বা কূটশাসনকর্তা যে রাজ্যের কিরূপ অনিষ্ট ঘটাইতে পারে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

মেধাতিথি যেমন কেবল কায়স্থ বলিয়া 'সন্ধিবিগ্রহ লেখকের' উল্লেখ করিয়াছেন, কল্হণ বোধ হয় সেইরূপ 'কায়স্থ' নামে সন্ধিবিগ্রহকায়স্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা প্রজার সহিত সন্ধিবিগ্রহলেখক বা সান্ধিবিগ্রহিকের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।—

কল্হণ দুই এক স্থানে সান্ধিবিগ্রহিকের উল্লেখ করিয়াছেন এবং রাজসংসার হইতে যে তাঁহারা নানা উপায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিত, তাহারও পরিচয় দিয়াছেন—

"কৃত্বাপি কৃতাঃ কৃতিনো বিভূতিং কেঽপি লেভিরে।
সান্ধিবিগ্রহিকস্তস্য রত্নো নাম বিভূতিভাক্।
তস্মিন্ কালেঽপি যশ্চক্রে রত্নস্বামিসুরাস্পদম॥" ৪। ৭১০।

যিনি প্রকৃত রাজনীতি অনুসারে কার্য্য করিতেন, কল্হণ তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন। তবে কাশ্মীরের অদৃষ্ট এমনি মন্দ, অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে, রাজগণ প্রায় কায়স্থের অর্থাৎ সান্ধিবিগ্রহিকের উপদেশ মত প্রজার অর্থরূপ শোণিত শোষণ করিতেছেন; সুতরাং রাজকোষ পূর্ণ করিতে গিয়া কায়স্থ যে সাধারণের বিরাগভাজন হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? সেই জন্যই কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কবি ধাগদাস ক্ষেমেন্দ্র "নষ্টা কৃপয়া চ কায়স্থঃ" এইরূপ উক্তি দ্বারা সন্ধিবিগ্রহকায়স্থকে নির্দ্দয়রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাস্তবিক সন্ধিবিগ্রহকায়স্থকে স্বকার্য্যসাধনের জন্য নির্দ্দয় হইতে হইয়াছিল। [সান্ধিবিগ্রহিক দেখ।]

এই সান্ধিবিগ্রহিকগণ * অনেক সময়ে সেনাপতি হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন, অনেক সময় রাজদূত হইয়া রাজার ইষ্টসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের রাজসভায় যাইতেন।

(রাজতরঙ্গিণী ৪। ৫০৩ দেখ।)

কায়স্থ সকলেই যে নির্দ্দয় ও দুরাত্মা ছিলেন, তাহা নয়, কেহ কেহ রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন। কল্হণ লিখিয়াছেন,—

"তৎপৃষ্ঠে স্বং ক্ষিপন্ দেহং প্রহারৈর্জ্জর্জরীকৃতঃ।
শৃঙ্গারনামা কায়স্থো নিদ্রোহো হরিতোঽম্বিতিঃ॥" ৮।৩২৯।

শৃঙ্গার নামক একজন কায়স্থ, তিনি বিদ্রোহী হন নাই, রাজার পৃষ্ঠরক্ষা করিবার জন্য আপনি ঝুঁকিয়া পড়েন, কিন্তু শত্রুগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়া গুরুতররূপে আহত হন।

প্রজাদিগের দারুণ অভাবের সময় কায়স্থ অর্থদ্বারা তাহাদের অভাবমোচনে যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহারও কথা কল্হণ লিখিয়াছেন—

* রাজতরঙ্গিণীতে ব্রাহ্মণ সান্ধিবিগ্রহিকেরও উল্লেখ আছে।

প্রশস্তকলশস্যাস্য তদগ্র্য তনয়ং পরম।

কায়স্থকনকো নাম প্রাধান্যমুপসম্পদম্।

নানাদিগ্দর্শনায়াতো দুর্লক্ষপতিতো ধন।

যেনার্বিা ক্রমসন্দ্রেণ সা তুবা পরাবীয়ত ৮।৫৭২-৭৩।

পশস্তকলশের মৃত্যুর পরে তাঁহার পাত্র কায়স্থ কনক তাঁহার ধনসম্পত্তি [illegible] বাবহার [illegible] করেন। তিনি নানা স্থান হইতে আগত [illegible] ত বাক্তিবর্গের সর্ব্বদা [illegible] চন [illegible] তে পারিতেন।

[illegible] শোভান সদ [illegible] স্থ [illegible] কায়স্থগণ অপরাপর উচ্চ দ [illegible] কার্য্য করিয়াছি [illegible] লিপিবদ্ধ করিয়া [illegible] ছন। সুতরাং [illegible] ইহ জানর [illegible] ক্ত হইল—

। [illegible] স্থ । বিনাজ সুসসলেন গজাধিকারী ([illegible] ছিলেন। ইনি [illegible] কাক্তের জন্য সাদ্ধ প্রাণত্যাগ করেন। [illegible] —

[illegible] গজাধিকারিতম।

[illegible] সংবৃত তাকু [illegible] বলে ' ৮। ৪৭৫।

[illegible] বন্তে —ইনি একজন সেনাপতি ও বীর ছিলেন।

[illegible] মুপ্ত [illegible] ত্যাবস্থ নীকন মকঃ।

[illegible] ১০ ধাম [illegible] চির সুধি " ৮। ৯৭১।

[illegible] বক কায়স্থ—ইনি সর্ব্বাধিকারী [illegible] (Chancel [illegible]) পদ প্রাপ্ত হন। [illegible] উপর কাশ্মীরের রক্ষাভার অর্পিত হয়।

অ। [illegible] সাদ্যান্ সর্ব্বাদীন [illegible]।

সর্ব্বাধিকারে বিদধে [illegible] গৌরকাভিধম।" ৮। ৫৬।

[illegible] পুর্ব্বকায়স্থ [illegible] তেন [illegible] ক্রমা।

নীতং [illegible] ধিকারিত্বং [illegible] বাধা ৮। ৫৬৪।

রাষ্ট্রে [illegible] সমগুলে " ৮। ৬৩।

৪। [illegible] তলবসিংহ পুর্ব্বোক্ত গোরকের ভ্রাতা। ইনি দ্বারপতি ও কম্পনেশ্বর নামে বিখ্যাত ছিলেন।

"অগগামা [illegible] তিলক কম্পনাপতিঃ।' ৮। ৬২৯।

এখন স্পষ্ট জানা যাইতেছে কাশ্মীরকায়স্থগণ রাজ সংসারে সান্ধিবিগ্রহী, সেনাপতি সামন্ত সর্ব্বাধিকার প্রভৃতি সকল উচ্চপদেই নিযুক্ত ছিলেন এবং ঐ সকল শ্রেষ্ঠপদ ক্ষত্রিয় বর্ণেরই প্রধানতঃ অধিকার, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং রাজতরঙ্গিণীকে প্রকৃত হিন্দু ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিলে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া কে না স্বীকার করিবে?

কাশ্মীরের সর্ব্বোচ্চ রাজপদ অবধি কায়স্থের ভাগ্যে ঘটিয়া ছিল।

রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়—অশ্বঘোষ কায়স্থবংশীয় ১৬ জন রাজা কাশ্মীর রাজত্ব করেন তন্মধ্যে প্রথম দুর্লভ বর্দ্ধন *। গোনন্দবংশীয় শেষরাজা বালাদিত্যের কন্যা অনঙ্গ লেখার সহিত দুর্লভবর্দ্ধনের বিবাহ হয়। বালাদিত্য জামাতার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পক্ষাদিতা [illegible] ন। (১)

কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধন ৬২০ শকে কাশ্মীরের রাজাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি বিশেষকে [illegible] চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন এবং [illegible] নগরে [illegible] স্বামী নামক সুবৃহৎ [illegible] প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি [illegible] বর্ষ রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন।

[illegible] পুত্র দুর্লভক (৫৫৮ শকে [illegible] হন। ইনি মাতামহের [illegible] উপাধি লইয়া প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। ইনি নিজ নামে প্রতাপপুর নামক সুন্দর নগর [illegible] করেন। ৫০ বর্ষ রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

[illegible] তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রাপীড় (অপর নাম বজ্রা দিত্য [illegible] রাজা [illegible] ন অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন এবং অনেক স [illegible] মাত্র লোকেও [illegible] ধন করি তেন। ইঁহার সহোদর [illegible] একজন তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ দ্বারা [illegible] ইঁহার জীবননাশ করেন। (রাজ্যকাল ৮ বর্ষ ৮ মাস)।

তৎপরে প্রতাপাদিত্যের মধ্যম তারাপীড় ([illegible] শকে)

* সোসাইটির [illegible] অবধ [illegible] লিখিত আছে। [এই মুদ্রিত রাজতরঙ্গিণীর [illegible] দেখ।] কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর [illegible] হস্তলিপিতে অশ্বঘোষকায়স্থ [illegible] আছে।

(১) "কিন্তু [illegible] কন্যা জামাতরং নৃপ।

অথাব [illegible] দুর্লভবর্দ্ধনম।

যাদৃক কর্কোটনাগেন [illegible] সমীপ্সা।

[illegible] সন্তা [illegible] নৃপ।

অতুং [illegible] স তু দুর্লভবর্দ্ধন।

[illegible] জ্যোতমান তু প্রজ্ঞাদিত্য ইতি প্রথাম। ৩।৪৮৮-৯০।

কল্হন কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনকে কর্কোটনাগের ঔরসজাত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে এই কর্কোটনাগ কশ্যপপত্নী কদ্রুর পুত্র (বিষ্ণুপুরাণে ১ ২১ ১) একটি ভয়ঙ্কর সর্প। সর্পের ঔরসে মানুষের জন্ম কখনই সম্ভবপর নহে। এক্ষণে রাজা বল্লালসেনকে বাড়াইবার জন্য ব্রহ্মপুত্রনদের পুত্র বলিয়া যেমন প্রবাদ আছে কল্হনের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ কায়স্থপ্রবর দুর্লভবর্দ্ধনকে বাড়াইবার জন্যই বোধ হয় কর্কোট নাগের পুত্র লিখিয়া কবিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকিবেন কল্হন তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়াছেন।

ভ্রাতৃসিংহাসন অধিকার করেন। ইনি অতিশয় ক্রূর ও কোপনস্বভাব ছিলেন, ৪ বর্ষ ২৪ দিন রাজ্যভোগের পর ভ্রাতার অনুসরণ করেন।

তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ললিতাদিত্য (৬১৯ শকে) পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। ইনি একজন দিগ্বিজয়ী পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, পূর্ব্বে কান্যকুব্জ ও গৌড়দেশ, দক্ষিণে কলিঙ্গ ও কর্ণাট, পশ্চিমে কাম্বোজ এবং উত্তরে তুঃখার, দরদ ও স্ত্রীরাজ্য প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন ইনি কাশ্মীর রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম এই কয়েকটি কর্ম্মস্থান সৃষ্ট করেন– মহা-প্রতীহারপীড়া, মহাসন্ধিবিগ্রহ, মহাশ্বশালা, মহাভাণ্ডাগার ও মহাসাধনভাগ (২)(রাজতর° ৪। ১৭৩-৪৪ শ্লোক)

ইনি ৩৬ বর্ষ ৭ মাস ১১ দিন রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রজাহিতৈষী ও দাতা কুবলয়াপীড় (৬৫৫ শকে) রাজা হন। ইনি ১ বর্ষ ১৫ দিন রাজত্ব করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তৎপরে ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দুষ্টস্বভাব বজ্রাদিত্য রাজা হইলেন। তিনি ৭ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন।

বজ্রাদিত্যের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র পৃথিব্যাপীড় (৪ বর্ষ ১ মাস,) তৎপরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সংগ্রামাপীড় (৭ দিন) রাজ্যশাসন করেন। সংগ্রামাপীড়ের পর বজ্রাদিত্যের পুত্র জয়াপীড় বা জয়াদিত্য (৬৬৭ শকে) সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহার ন্যায় প্রবলপরাক্রান্ত বিদ্যোৎসাহী দিগ্বিজয়ী মহাবীর কাশ্মীরে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।

ইঁহার সভায় ক্ষীরস্বামী, উদ্ভটভট্ট, দামোদর, বামন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিরাজ করিতেন। ইনি নিজমন্ত্রী বামনের সাহায্যে পাণিনিসূত্রের 'কাশিকা' নাম্নী বৃত্তি রচনা করেন। গৌড়েশ্বর জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ৬৯৮ শকে ইনি পরলোক গমন করেন।

তৎপুত্র ললিতাপীড় ১২ বর্ষ, সংগ্রামাপীড় ৭ বৃহস্পতি ১৮ বর্ষ, অজিতাপীড় ৪৪ বর্ষ, অনঙ্গাপীড় ৩ বর্ষ ও শেষে উৎপলাপীড় রাজা হন।

কায়স্থরাজ দুর্লভবর্দ্ধনের বংশ ২৬০ বর্ষ ৫ মাস ২০ দিন কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের একটি বংশাবলী দেওয়া গেল।

কাশ্মীরের কায়স্থ রাজবংশ।

১ দুর্লভ বর্দ্ধন।
- ২ দুর্লভক বা প্রতাপাদিত্য
  - ৩ চন্দ্রাপীড়
  - ৫ ললিতাদিত্য
    - ৬ কুবলয়াপীড়
    - ৭ বজ্রাদিত্য বা ললিতাদিত্য (২য়)
      - ৮ পৃথিব্যাপীড়
      - ৯ সংগ্রামাপীড়
      - ১০ জয়াপীড়
        - ১১ ললিতাপীড়
          - ১৩ বৃহস্পতি
        - ১২ সংগ্রামাপীড়
          - ১৪ অনঙ্গাপীড়
      - ত্রিভুবনাপীড়
        - ১৫ অজিতাপীড়
          - ১৬ উৎপলাপীড়
  - ৪ তারাপীড়

(রাজতরঙ্গিণী ৪র্থ ও ৫ম তরঙ্গ দেখ।)

সংস্কৃত শিলালিপিপাঠেও কায়স্থরাজের সংবাদ পাওয়া যায়।— গোয়ালিয়ররাজ ভুবনপালদেব শিলাফলকে আপনার পরিচয় দিয়াছেন—

"কায়স্থবংশবিপিনাম্বুধরপঙক্তী।"

উপরোক্ত রাজতরঙ্গিণী, শিলালিপি ও তাম্রশাসন দ্বারা কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয়েরই অন্যতম শাখা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। *

সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতে কায়স্থ সম্বন্ধে যতদূর জানা যাইতে পারে, একে একে সমুদয় উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে দেখা যাউক প্রাচীন শিলালিপি দ্বারা কায়স্থজাতির আর কি পরিচয় পাওয়া যায়।

শিলালিপি।—শিবগুপ্তের পিতা মহাভবগুপ্তের তাম্রশাসনে † সর্ব্বপ্রথম মহাসান্ধিবিগ্রহিক কায়স্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

(২) রাজতরঙ্গিণীর ইংরাজী অনুবাদক ঐ পাঁচটি প্রধান রাজকীয় কর্ম্মের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—(১) The Great Constabulary. (২) The Military Department, (৩) The Great Stable-department, (৪) The Treasury, (৫) The Supreme Executive office.

* কেবল যে সংস্কৃত গ্রন্থে কায়স্থরাজের উল্লেখ আছে, তাহা নহে, এমন কি হিমালয়ের তুষারাবৃত আস্কোট প্রদেশের প্রথম রাজা কায়স্থ ছিলেন, প্রতিপন্ন হইয়াছে। Atkinson's Gorakhpur, p. 442.

† এই তাম্রশাসনখানি কাহারও মতে ৩৪ (৬৪) সম্বৎ, কাহারও মতে ৩১ (৬৩) সম্বতে প্রদত্ত হয়। *Indian Antiquary*, Vol. V. p 51 ; *Proc. As Soc. Bengal*, 1882, p. 12

পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের মতে ৩২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসম্বৎ আরম্ভ, তাহা হইলে উক্ত শাসনপত্র ৩৫৪ অথবা ৩৫১ খৃষ্টাব্দে ঘোষিত হয়।

"লিখিতমিদং ত্রিকলী তাম্রশাসনং মহাসান্ধিবিগ্রহী রাণক শ্রীমদনদত্ত প্রবিতত্ত কায়স্থ শ্রীমা + কিল প্রিয়করাদিত্য

সুতেনেতি।"

প্রণীতং কোশলেন্দ্রেণ প্রতিবোধ্য মহত্তমম্।
আদত্ত পুণ্ডরীকাক্ষশাসনং তাম্রনির্মিতম্।
উৎকীর্ণিতং মাধবেন।"

কেবল যে প্রিয়করাদিত্যপুত্র কায়স্থপ্রবর মদনদত্ত সান্ধি-বিগ্রহিকের পদলাভ করিয়াছিলেন, এমন নহে। গুর্জ্জর-রাজগণের সময়ে মদনদত্ত ব্যতীত দত্তউপাধিধারী কায়স্থগণ পুরুষানুক্রমে মহাসান্ধিবিগ্রহের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, গুর্জ্জররাজগণের তাম্রশাসন ও শিলাফলক দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। নিম্নে তাঁহাদিগের একটী তালিকা দেওয়া হইল—

গুর্জ্জররাজের নাম	সান্ধিবিগ্রহিকের নাম	গুপ্তকাল
দেবাঢ্য	বক্র (অমাত্য) ৮	
প্রভঞ্জন	ঐ নন্দন পুত্র	
দামোদর	ঐ গর্ব্বদত্ত (কৌশিক) ৯	
হস্তিন্	ঐ সূর্য্যদত্ত	১৫৬
ঐ	ঐ পুত্র বিভুদত্ত	১৯১
জয়নাথ	ধ্রুবদত্তপুত্র গুণকীর্ত্তি	১৭৪
ঐ	ধ্রুবদত্তপৌত্র গন্নু	১৭৭
সর্ব্বনাথ	ধ্রুবদত্তপৌত্র মনোরথ	১৯৩,১৯৭
ঐ	ঐ মনোরথপুত্র নাথদত্ত	২১৪

গুর্জ্জররাজগণ ব্যতীত অপরাপর নানাস্থানের হিন্দুরাজগণ কায়স্থদিগকে মহাসান্ধিবিগ্রহিকের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

কালিঞ্জরাধিপ কীর্ত্তিবর্ম্মদেবের শিলাফলকে 'কায়স্থ'কে মহাত্মা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। কোঙ্কণাধিপ অপরা-দিত্যের শাসনপত্রে জানা যায়, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী কায়স্থ ছিলেন। এতদ্ভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রশাসনে কায়স্থরাজ-গণের কথাও ঘোষিত হইয়াছে।

শিলালিপির উপর বিশ্বাস করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, পূর্ব্বকালে রাজসংসারভুক্ত কায়স্থ রাজা, সন্ধি-বিগ্রহী ও মন্ত্রী প্রভৃতি কখনই শূদ্র অথবা বর্ণসঙ্কর ছিলেন না, তাঁহারা যে সকল কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

নব্যস্মৃতিপ্রভৃতি।—আধুনিক স্মৃতিগ্রন্থকার রঘুনন্দন যদিও কায়স্থ শব্দের কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বসুঘোষাদি উপাধিধারী বঙ্গীয় কায়স্থদিগকে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"সচ্ছূদ্রাণাং তু নামকরণে বসুঘোষাদিরূপপদ্ধতিযুক্ত-নামকত্ব বোধায়।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

রঘুনন্দনের মতে কলিতে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি নাই। এই নিমিত্তই বোধ হয় তিনি অপর শূদ্র হইতে একটু উচ্চ করিবার জন্য বসুঘোষাদি কায়স্থকে 'সচ্ছূদ্র' নামে অভিহিত করিয়াছেন (১)। কিন্তু দেখা উচিত, ধর্ম্মশাস্ত্রে সচ্ছূদ্রের উৎপত্তি কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—

"শূদ্রাদেব তু শূদ্রায়াং জাতঃ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।
দ্বিজশুশ্রূষণপরঃ পাকযজ্ঞপরায়ণঃ॥
সচ্ছূদ্রং তং বিজানীয়াদসচ্ছূদ্রস্ততোঽন্যথা।"

ঔশনসংহিতায় ৪৯।৫০ শ্লোক।

শূদ্র হইতে শূদ্রার গর্ভে জাত যে শূদ্র তাহাকেই সচ্ছূদ্র বলা যায় সে দ্বিজশুশ্রূষা ও পাকযজ্ঞ অবলম্বন করিবে। এতদ্ভিন্ন অপর অসচ্ছূদ্র।

ঔশনসধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকৃত শূদ্রকেই সচ্ছূদ্র বলা হইয়াছে। সুতরাং রঘুনন্দনের মতে বসুঘোষাদি কায়স্থই প্রকৃত শূদ্র, আর সকলেই অসচ্ছূদ্র।

রঘুনন্দন বঙ্গীয় কায়স্থকে কেন "প্রকৃত শূদ্র" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখেন নাই। ইতিপূর্ব্বে স্মৃতি প্রভৃতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, কায়স্থ শূদ্র নয় এবং কোন কালে শূদ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে দ্বিজাতির অন্তর্গত কায়স্থগণ বঙ্গদেশে সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়া ব্রাত্যতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু, কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাত্য ও শূদ্র একজাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রমতে, ব্রাত্য বা নিন্দিত কায়স্থ কোনক্রমে 'শূদ্র হইতে শূদ্রাগর্ভজাত প্রকৃত শূদ্র' বা "সচ্ছূদ্র" হইতে পারে না।

এস্থলে কেহ যদি বলেন যে, রঘুনন্দন দেশাচার বা

(১) রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, সাড়ে তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বোধ হয়, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ধরণিকোষের প্রমাণ দেখিয়া কায়স্থকে 'সচ্ছূদ্র' বলিয়া উল্লেখ করেন। ধরণী এইরূপ লিখিয়াছেন—

"সচ্ছূদ্রশ্চ মসীপদেবঃ কায়স্থশ্চ শ্রীবৎসকঃ।"

এখানে মসীপদেবের অর্থ চিত্রগুপ্ত। চিত্রগুপ্তদেব সচ্ছূদ্র ছিলেন, ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণাদি কোন গ্রন্থে এরূপ কথা লিখিত হয় নাই। বিশেষতঃ পুরাণে চিত্রগুপ্তের শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মে অধিকার থাকায় তাঁহাকে কখনই শূদ্র বলা যাইতে পারে না। সুতরাং ধরণীর মত অসার বলিয়া পরি-ত্যাগ করিতে হইল।

শিষ্টাচার দেখিয়া কায়স্থজাতিকে "সচ্ছূদ্র" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র মতে—

"শ্রুতেঃর্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥"

(সংস্কারপ্রকরণে প্রয়োগপারিজাত ৫৯ শ্লোঃ।)

বেদের সহিত বিরোধ হইলে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে লৌকিক বাক্য (অর্থাৎ দেশাচারকে) অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

"লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্।" বশিষ্ঠস্মৃতি ১ম অধ্যায়।

কি লৌকিক কি পারলৌকিক, উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বনীয়, শাস্ত্রের বিধি না পাইলে শিষ্টাচারই প্রমাণ।

সুতরাং যখন স্মৃতিবাক্যই প্রমাণিত হইয়াছে, কায়স্থ জাতি দ্বিজাতির অন্তর্গত, তখন শিষ্টাচার বা দেশাচার অবলম্বন করিয়া কায়স্থকে শূদ্র বলা যাইতে পারে না। স্মৃতির বিরোধ হওয়ায় এরূপ স্থানে দেশাচারকেও অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

আর এক কথা। অনেক কেহ বলিতে পারেন, ১ মাস অশৌচ গ্রহণই বঙ্গীয় কায়স্থের শূদ্রত্ব-পরিচায়ক। যদিও ধর্ম্ম-শাস্ত্রে শূদ্রেরই ১ মাস অশৌচ বিধিবদ্ধ হইয়াছে বটে, (২) কিন্তু স্মৃতির মত একটু তলাইয়া বুঝিলে অনুমিত হয় যে, যেরূপ ব্যক্তি তাহারই তদনুরূপ অশৌচ নিরূপিত হইয়াছে। যেমন রাজার ১ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন বা ১৫ দিন, সাগ্নিক ও বেদপারগ ব্রাহ্মণের ১ দিন, কেবল বেদপারগ ব্রাহ্মণের ৩ দিন এবং বেদবিহীন, ব্রহ্মকর্ম্মপরিভ্রষ্ট ও সন্ধ্যো-পাসনাবর্জ্জিত এরূপ ব্রাহ্মণের ১০ দিন, বৈশ্যের ১৫ বা ২০ দিন। বঙ্গীয় কায়স্থেরা অনুপবীত হওয়াতেই বোধ হয় ১ মাস অশৌচ ধারণ করিতেছেন *।

(২) "একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোহগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু বিহীনো দশভির্দিনৈঃ॥
ব্রহ্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ।
নামধারকবিপ্রস্তু দশাহং সূতকং ভবেৎ॥" পরাশর ৩। ৫৬।
"দশাহং ব্রাহ্মণানান্তু ক্ষত্রিয়াণাং ত্রিপক্ষকম্।
বিংশত্যাহং তু বৈশ্যানাং শূদ্রাণাং মাসমেব হি॥" দেবল।
"ব্রাহ্মণো দশরাত্রেণ পঞ্চদশরাত্রেণ ক্ষত্রিয়ঃ।
বৈশ্যো বিংশতিরাত্রেণ শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥" বশিষ্ঠ।
"রাজ্ঞো মাহা স্থানে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥" মনু ৫।৯৪।
* কেহ কেহ বৃহন্নারদীয় পুরাণ হইতে এই বচনটি উদ্ধৃত করেন,—
"উপবীতবিহীনস্য মাসমেকেন শুধ্যতি।
যজ্ঞোপবীতিন ক্ষত্রিয়বৎ শুধ্যতে তথা॥"

এখনও পশ্চিমাঞ্চলের উপবীতধারী কায়স্থেরা ১২ দিন, বেহারে উপবীতধারী কায়স্থেরা কোথাও ১৭ দিন কোথাও, কোথাও ১৬ দিন, কিন্তু ঐ সকল স্থানে যাঁহারা উপবীতবর্জ্জিত তাঁহারা ১ মাস অশৌচ গ্রহণ করেন।

অতএব বঙ্গদেশের কায়স্থগণ ১ মাস অশৌচ ধারণ করিতেছে বলিয়া তাহাদিগকে শূদ্র বলা যায় না। এমন কি চণ্ডাল ডোম প্রভৃতি অনেক নিকৃষ্ট জাতিমধ্যে ১০ দিন অশৌচকাল দেখিয়া সেই সকল জাতিকে কিছুতেই উচ্চ জাতি বলা যাইতে পারে না। মহাভারতেও লিখিত আছে যে, পাণ্ডবেরা আত্মীয়গণের মৃত্যুর পর ১ মাস অশুচি অবস্থায় ছিলেন,—

"কৃতোদকাস্তে সুহৃদাং সর্ব্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নিবর্ত্তয়িষ্যন্তো মাসমাত্রং বহিঃ পুরাৎ॥"

শান্তিপর্ব্ব ১। ১

রঘুনন্দনের পর তাঁহার মতপরিপোষক কমলাকর (৩) কায়স্থজাতির উৎপত্তি লইয়া বিষম গোলযোগ করিয়াছেন। তদ্বিরচিত শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে তিনি প্রথমে স্কন্দপুরাণীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

"কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।"

এই কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন আবার তৎপরেই নিজমত সমর্থন করিবার জন্য লিখিয়াছেন

"মাহিষ্যবনিতাসূনুর্বৈদেহ্যাদ্যঃ প্রজায়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্তস্তস্য কর্ম্ম বিধীয়তে॥
ক্ষত্রাদ্বিপ্রায়াং মাহিষ্যা বৈশ্যাদ্বিপ্রায়াং বৈদেহঃ।
দ্বীপান্তরদেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ॥
গণকত্বং বিচিত্রঞ্চ বীজপাটিপ্রভেদতঃ।
অধমং শূদ্রজাতিভ্যঃ পঞ্চসংস্কারবানসৌ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য সেবাং চ লিপিলেখনসাধনম্।
ব্যবসায়শিল্পকর্ম্ম তজ্জীবনমুদাহৃতম্॥
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ব্রহ্মবাক্যমন্ত্রকম্।
স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থো বিবর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ—বৈদেহের ঔরসে মাহিষ্যপত্নীর গর্ভে কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাগর্ভে মাহিষ্য এবং বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদেহের জন্ম। সুতরাং কায়স্থ অতি নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর। কায়স্থের কর্ম্ম এইরূপ বিধি আছে, দ্বীপদেশজাত লেখন, গণনা, শিল্প, বীজাদি প্রভেদ করণ ও বপন, চতুর্ব্বর্ণের সেবা এবং লিপিলেখন ইত্যাদি পঞ্চসংস্কারই অধম শূদ্র (কায়স্থ) জাতির জীবনোপায়।

(৩) কমলাকর (১৩১২) নির্ণয়সিন্ধুতে রঘুনন্দনের মত সমর্থন করিয়াছেন।

এইরূপ কায়স্থদিগের শিখা, যজ্ঞসূত্র ও যজ্ঞসূত্রধারণ এবং দেবতাস্পর্শন নিষেধ।

কমলাকর প্রথমে কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত বলিয়া আবার কেন তিনি কায়স্থকে বৈদেহের ঔরসে ও মাহিষ্যকন্যার গর্ভজাত অতি নীচ বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করিলেন? ভেলুয়া কায়স্থ, গোলাম কায়স্থ নামে কেবল মাত্র কায়স্থ নামধারী কতকগুলি নীচজাতি এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই সকল নীচজাতির অস্তিত্ব ছিল না, তাহা হইলে অবশ্যই কোনস্মৃতিতে উল্লেখ থাকিত। মুসলমানদিগের এদেশে আগমনের পরে ঐ সকল নীচজাতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহার অনেক প্রমাণও পাওয়া যায়। কমলাকর আড়াই শত বর্ষপূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি কি ঐ সকল কায়স্থনামধারী নিকৃষ্ট জাতিরই উল্লেখ করিয়াছেন? তাহাও ঠিক জানা গেল না। তাহা হইলে কেন তিনি প্রথমে কায়স্থপুত্র কায়স্থের উল্লেখ করিয়াই, তৎপরে এই নীচ বর্ণসঙ্করের উল্লেখ করিলেন? বোধ হয়, প্রথম কায়স্থ হইতে দ্বিতীয় বর্ণসঙ্করদিগের প্রভেদ করিবার জন্যই লিখিয়া থাকিবেন।

কিন্তু এখনকার ভেলুয়াকায়স্থ ও গোলাম কায়স্থের বৃত্তি আলোচনা করিলে, এই বর্ণসঙ্কর জাতি যে কোন কালে লেখক ও গণকের বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছে, এমন বোধ হয় না। অতএব বোধ হইতেছে, কমলাকর স্কন্দপুরাণের বচন উপেক্ষা করিয়া নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য কায়স্থজাতির অভিনব উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে অথবা প্রাচীন স্মৃতিসংগ্রহে বৈদেহ ও মাহিষ্য হইতে কায়স্থের উৎপত্তির কথা লিখিত হয় নাই। সুতরাং কমলাকরের শেষোক্ত মত অশাস্ত্রীয় ও অভিনব বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থ বর্ণসঙ্কর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। (৪)

মেধাতিথি (১০।৬১) মানবভাষ্যে লিখিয়াছেন, "তস্মাদ বর্ণসঙ্করো রাজ্ঞা পরিবর্জ্জনীয়ঃ।"

রাজা বর্ণসঙ্করকে পরিত্যাগ করিবেন। যদি কায়স্থ প্রকৃতই বর্ণসঙ্কর হইত, তাহা হইলে কখনই রাজসভায় স্থান পাইত না। ইতঃপূর্ব্বে প্রাচীন স্মৃতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কায়স্থ দ্বিজাতি এক্ষণে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া নব্যস্মৃতির মত উদ্ধৃত হইতেছে। মিত্রমিশ্র লিখিয়াছেন,—

"কার্য্যকথনমুখেন বৃহস্পতিঃ।
'নৃপোঽধিকৃতসভ্যাশ্চ স্মৃতির্গণকলেখকৌ।
হেমাগ্ন্যম্বুস্বপুরুষাঃ সাধনাঙ্গানি বৈ দশ॥
গণকো গণয়েদর্থং লিখেন্ন্যায়ঞ্চ লেখকঃ।'
সর্ব্বরঞ্জকঃ সভ্যাস্তারাগাণি ব্যাসেনোক্তঃ।
অর্থিপ্রত্যর্থিনৌ সভ্যালেখকঃ প্রেক্ষকাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মবাক্যে রঞ্জয়তি সভ্যস্তারম্বিতাস্মিযা॥'
'স্ফুটলেখবিযুক্তীত শব্দশাস্ত্রবিদং শুচিম্।
স্ফুটাক্ষরং 'অহংক্রোধমলুব্ধং সত্যবাদিনম্।"
"শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নৌ দ্বিজাতীর্গণকো দ্বিজাতিরপ্যাচারলেখকাবপি দ্বিজাতিঃ।"

বীরমিত্রোদয়ে ব্যবহারাধ্যায়।

কার্য্যকথন প্রস্তাবে বৃহস্পতি কহিয়াছেন, রাজা অধিকৃত পুরুষ সভ্য, স্মৃতি গণক, লেখক, সুবর্ণ, অগ্নি, জল ও রাজকীয় পুরুষ এ দশটি সাধনের অঙ্গ। গণক অর্থ গণনা করিবে লেখক ন্যায়সঙ্গত লিখিবে।

সর্ব্বরঞ্জক সভ্যতার ব্যাস কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। প্রেক্ষকাশ্রয় লেখক ধর্ম্মবাক্য দ্বারা অর্থী প্রত্যর্থী ও সভ্যগণকে সন্তুষ্ট করায় সভ্যস্তারকরূপে অভিহিত হইয়াছে।

রাজা স্ফুটাক্ষর শব্দশাস্ত্রজ্ঞ, শুচি, জিতক্রোধ, অলুব্ধ, সত্যবাদী এরূপ লেখককে নিযুক্ত করিবে।

"শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন" হেতু দ্বারা গণক দ্বিজাতি বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, তৎসহচরহেতু লেখকও দ্বিজাতি বলিয়া প্রতিপাদিত হইল।

(৪) শতাধিক বর্ষের প্রাচীন "রুদ্রযামলে শিবপার্ব্বতীসংবাদে জাতিমালানির্ণয়" নামে একখানি হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, ঐ জাতিমালায় কায়স্থ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রাঃ মানবাঃ সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।
রাজকর্ম্মসমাযুক্তা লোকে সংস্থিতাঃ সদা।
তেন কায়স্থজাতিশ্চ ব্রহ্মণ তোপকল্পিতা।
তত চিত্রগুপ্তাঃ পুত্রাঃ +·+ + সংস্থিতাঃ।
চিত্রাঙ্গদশ্চিত্রসেনশ্চিত্ররথশ্চ ভার্গব।
চিত্রাঙ্গদশ্চ দাযুর্য্যাদ্বৈ পতো নাগকন্যকা।
প্রবেশিতঃ সুরলোকেন নাগলোকং × × ।
চিত্রসেনস্তু বর্গাদে ব্রহ্মণা প্রেষিতঃ পরং।
গতস্তু রাজন্ পৃথিব্যাঞ্চ রাজ্যং কুরু বিধানতঃ।
চিত্ররথস্তো মাহেশে সূর্য্যাদে তু সমর্পিতঃ।"

উক্ত বচন দ্বারা কায়স্থজাতি ব্রহ্মার মানসপ্রজা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মূল রুদ্রযামলতন্ত্রে উপরোক্ত শ্লোকগুলির নির্দ্দেশ না পাওয়ায়, উক্ত জাতিমালার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল।

* [৫০০ পৃষ্ঠায় কায়স্থ শব্দে বৈজয়ন্তীযুক্ত ব্যাখ্যান দেখ।]

মহাষার্ণবগ্রন্থকার বিশ্বেশ্বরভট্টকৃত বিবাদচন্দ্রে, গদাধিত্য বিরচিত স্মৃতিচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত মত সমর্থিত হইয়াছে। অতএব লেখক বা কায়স্থ যে দ্বিজাতি, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। প্রাচীন স্মৃতি, ইতিহাস ও তাম্রশাসন দ্বারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বর্ত্তমান কায়স্থজাতির অবস্থা।—উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রধানতঃ ১০ শ্রেণী কায়স্থের বাস। যথা—মাথুর, ভটনাগর সকসেনা, শ্রীবাস্তব অম্বষ্ঠ, সূর্য্যধ্বজ, বাল্মীক, অহিষ্ঠানা, নিগম এ ছাড়া গৌড়কায়স্থ নামক এক স্বতন্ত্র শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায় এই শ্রেণী গৌড়দেশ হইতে গিয়া দিল্লীতে উপনিবেশ করে।

মাথুর কায়স্থ অপর শ্রেণীর সহিত বিবাহে দানগ্রহণ করে। কিন্তু শ্রীবাস্তব প্রভৃতি শ্রেণী অপর শ্রেণীর সহিত আদান প্রদান করে না। তাহারা স্বশ্রেণীর মধ্যে ভিন্ন গোত্রে মাতৃপক্ষে পাঁচ ও পিতৃপক্ষে ৭ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ দেয়।

পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থেরা যথাকালে যজ্ঞসূত্র ধারণ করে। তাহাদের মধ্যে যে আচারভ্রষ্ট ও অখাদ্যভোজী হয়, তাহার যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লওয়া হয়। প্রকৃত, ইহারা ব্রহ্মসূত্রের অবমাননা করে না। ইহারা অনেকেই আপনাদিগের দেবীপুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়।

শ্রীবাস্তব—এই শ্রেণী শ্রীনগর হইতে অযোধ্যায় আসিয়াছিল, এক্ষণে কাশী, আলাহাবাদ, মির্জাপুর, গোরক্ষপুর প্রভৃতি নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভটনাগর—এই শ্রেণী মুজাফরনগরেই অধিকাংশ বাস করে, অন্যান্যস্থানে অল্পসংখ্যক দেখিতে পাওয়া যায়।

সকসেনা—এই শ্রেণী এতাবা জেলায় অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। কনোজরাজ জয়চাঁদের মৃত্যুর পর সমরসিংহের অধীনে এতবায় আসিয়া বাস করে। ইহার আদিপুরুষ পুরুষদাস ও নির্ম্মলদাস সমরসিংহের নিকট কয়েকখানি গ্রাম দানস্বরূপ ও চৌধুরীপদ প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের বংশধরেরা সমরসিংহের সময় হইতে ইংরাজ আমল পর্য্যন্ত এতাবার কানুনগোইপদ পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে। (১)

এতাবার সকসেন-কায়স্থবংশে প্রসিদ্ধ বীর রাজা নবলরায়ের জন্ম। ইনি ফরুখাবাদের বঙ্গস-নবাবের উজীর ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইনি অনেক স্থানে যুদ্ধ করিয়া যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। (২)

(১) Hume's Memorandum on the Castes of Etawa, p. 87.

(২) Journ As, Soc Bengal, Vol. XLVIII pt I. p 50-66.

এখানকার ভাটেরা এখনও রাজা নবলরায়ের বীরগাথা গাইয়া থাকেন।

সূর্য্যধ্বজ—এই শ্রেণীর আচারব্যবহার ব্রাহ্মণের ন্যায়, ইহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। দিল্লীতে এই শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক। (৩)

মিরাটের কায়স্থেরা প্রায় অধিকাংশই জমিদার। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহারাই মুসলমানদিগের আমলে সর্ব্বপ্রথম পারস্যভাষা শিক্ষা করেন (৪)।

কুলশ্রেষ্ঠ—ফত্তেপুর জেলায় অধিকাংশের বাস। হাতগাঁ হইতে এখানে আসিয়াছে। ইহারা অধিকাংশই জমিদার।

অম্বষ্ঠ—এই শ্রেণী পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থানে বাস করে। ইহাদের আচারব্যবহার ব্রাহ্মণের ন্যায়। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, তাহাদের আদিপুরুষ সর্ব্বপ্রথম অম্বষ্ঠ দেশ হইতে আগমন করেন। কেহ কেহ চিকিৎসাবৃত্তিতেও ঘৃণা করেন।

পশ্চিমে উনাই নামে এক অৰ্দ্ধকায়স্থ আছে। চিত্রগুপ্তের ঔরসে কোন বেশ্যাগর্ভে এই জাতির জন্ম। কোন কায়স্থ এই উনাই জাতির অন্ন আহার করে না। উনাইরা বাঙ্গালার গোলামকায়েতের ন্যায় কায়স্থ জাতির দাসত্ব ও সামান্য ব্যবসা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণ যবনরাজত্বকালে অনেকেই আচারভ্রষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রায় সকলই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়।

পঞ্জাব।—কেবল ডেরা ইস্মাইল খাঁ ব্যতীত পঞ্জাবের সর্ব্বত্রই কায়স্থজাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের আচার ব্যবহার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অপরাপর কায়স্থের ন্যায়।

মধ্যপ্রদেশ।—এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা মালব কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। মধ্যপ্রদেশের ইতিহাসপাঠে জানা যায়, মুসলমান রাজাদিগের আগমনকালে এখানকার ব্রাহ্মণগণ দেশ ছাড়িয়া যান। এই সময় মুসলমানেরা কায়স্থদিগকে পারস্যভাষায় পারদর্শী বুঝিয়া নানাস্থানের কানুনগোইপদ প্রদান করেন। ইহাদের মধ্যে জাত্যভিমান বা কুসংস্কার নাই, ইহাদের মধ্যে সকলেই লেখাপড়া জানে। ইহারা বলে যে, "অক্ষরের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থের সৃষ্টি, বিধাতা লেখাপড়ার জন্যই কায়স্থকে পাঠাইয়াছেন।"

(৩) Sherring's Tribes and Castes, Vol. I.p 310.

(৪) Plowden's Census of the North Western Provinces, p. 14.

এইজন্য অতি সামান্য কায়স্থও কাহারও পরিচারককর্ম্মে নিযুক্ত হন না। দাসও ইঁহাদের মধ্যে অতি হেয় বলিয়া গণ্য *। ইঁহারা সকলেই উপবীত ধারণ করেন।

বোম্বাই।—এখানকার কায়স্থেরা আপনাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মক্ষত্রিয়, প্রভু, পত্নীপ্রভু ও বাল্মীক কায়স্থ এই চারি প্রধান শ্রেণী আছে এতদ্ভিন্ন উপকায়স্থ ও প্রভা নামে অতি নিকৃষ্ট জাতি আছে তাহারা কায়স্থবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়।

কায়স্থ বা প্রভু ইঁহারা সকলেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। পুণাতে চন্দ্রসেনী প্রভুর বাস, তাঁহারা ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেন রাজার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহারা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যজন, যাজন ও দানে অধিকারী এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় বেদোক্ত হোমকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করেন (১)।

উপকায়স্থ—কায়স্থ (প্রভু) এবং কায়স্থবিধবার গর্ভে জন্ম। ইহারা অতি নীচজাতি বলিয়া গণ্য। কোন কায়স্থ ইহাদের হস্তে আহারাদি গ্রহণ করেন না অথবা কোন সংস্রব রাখেন না।

প্রভা ক্ষত্রিয়ভ্রাতা ও ক্ষত্রিয় ভগিনীগর্ভে উৎপত্তি। ইহারা বঙ্গদেশের গোলামকায়স্থের ন্যায় কায়স্থসমাজের বহিষ্কৃত এবং শূদ্র অপেক্ষা নীচ জাতি বলিয়া গণ্য।

গুজরাট। এখানের কায়স্থ বা প্রভুগণ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা যথাকালে যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন এবং যজন, যাজন ও দান প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন (২)।

কচ্ছপ্রদেশের কায়স্থগণ যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পুরোহিত, লেখক ও শস্ত্রজীবী (সিপাহী) (৩)।

রাজপুতানা।—এখানকার কায়স্থেরা প্রধানতঃ রাজধানা বলিয়া পরিচয় দেন। বুন্দিতে মাথুর ও ভটনাগর কায়স্থেরও বাস আছে। মাড়বারে কায়স্থদিগকে পাঞ্চলী বা পাঞ্চলী ঠাকুর কহে। রাজপুতানার কায়স্থদিগের তিনটি শাখা—১ আজমীর, ২ রামসর ও ৩ কেশরি। এখানকার সকলেই প্রায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন, তবে যে অথাদ্য ভোজনাদি করে, তাহার যজ্ঞসূত্র থাকিলে কাড়িয়া লওয়া হয়। এখানকার কায়স্থেরাও আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন (৪)।

মান্দ্রাজ।—বোম্বাইপ্রদেশের ন্যায় এখানেও কায়স্থপ্রভু, উপকায়স্থ ও প্রভা এই তিনটি বিভাগ আছে। তাহাদের আচার ব্যবহার বোম্বাই প্রদেশের কায়স্থের ন্যায়।

কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি স্থানে কায়স্থেরা মঠাধ্যক্ষ হইয়া আছেন (৫)। তাঁহারা কায়স্থন্‌" নামে পরিচিত *।

বেহার।—বেহারপ্রদেশে যে সকল কায়স্থ বাস করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ লালা কায়থ নামে বিখ্যাত। ইঁহারা আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের প্রকৃত বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং বাঙ্গালার কায়স্থগণ অপেক্ষা আপনাদিগকে সম্মানার্হ জ্ঞান করেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, সত্যযুগে যখন সকল দেবতা যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন যম ব্রহ্মাকে বলিলেন, পিতামহ। ইন্দ্রাদি সকলেই দিক্‌পাল অথচ তাঁহারা যজ্ঞাদি করিতে সময় পাইতেছেন, কিন্তু আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমি আমার কার্য্যভার মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করিতে পারিব না, আপনি আমার যজ্ঞ করিবার উপায় করিয়া দিন। ব্রহ্মা যমের এই প্রার্থনানুসারে নিজ কায়া হইতে চিত্রগুপ্তকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, এই যজ্ঞভাগ তোমাকে সাহায্য করিয়া তোমার

* ম্যাল্কোম সাহেব তাঁহার মধ্যভারতের ইতিহাসে কায়স্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— This usefu and intelligent tribe are never to l c seen in a state of mendicity or even menial employ they describe their feeling on this point that it would be a sin to use in m an offices hands which God has expressly made for the noble purpos of writing Malcolm s Central India Vol II p 166

(১) Arthur Steele's Law and Custom of Hindu Castes p 94

(২) Sherring s Tribes and Castes, Vol II p 182

(৩) Indian Antiquary Vol V p 171

(৪) Rajputana Gazatteer

(৫) Wilson s Mackenzie Collections p 615

* দাক্ষিণাত্যের জাতিতত্ত্ব লেখকগণ লিখিয়াছেন Insinuat on from Brahmanical hatred the Kayasthas or Prabhus being great rivals of the Brahmans in the matter of office employ ment Wilson s Castes Vol I p 66

ভারতবর্ষীয় সমস্ত কায়স্থজাতির আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য জাতিবিদ্‌ লিখিয়াছেন— Somehow there has sprung up this special writer class which among Hindus has not only rivalled the Brahmins but in Hind stan may be said to have almost wholly ousted them from secular literate work and under our Government is rapidly oust ing the Mahomedans also Very sharp and clever these *Kaits* certainly are Campbell s Ethnology of India p 118

গভর্মেন্টের আদমসুমারির বিবরণে কায়স্থের ক্ষত্রিয় পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—'It is not irrelevant however to state here that the whole of the third class that of the *writers* have a distinct strain *Kshatriya* blood not only in this Presidency but in the Upper India, where they are stronger in number as well as in influence

Census Report of British India Vol III p XCIX

কর্ম্মের অবসরকাল স্থির করিয়া দিবেন, ইনিই সকলের কর্ম্মাকর্ম্মের বর্ণনা করিবেন ও তদনুসারে তুমি স্বর্গনরকাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

বেহারী কায়স্থের মধ্যে দ্বাদশটী শাখা আছে। এই দ্বাদশ শাখার আদিপুরুষেরা চিত্রগুপ্তের বংশধর। চিত্রগুপ্ত সোপবীত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লালাকায়স্থেরা আজিও উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের দ্বাদশটী শাখা এই—অহিঠানা, অম্বষ্ঠ, বাল্মীক, ভটনাগর, গৌড়, কুলশ্রেষ্ঠ, মাথুর, নিগম, সকসেনা, শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ ও করণ। এই দ্বাদশ শাখা মধ্যে অহিঠানাশাখার আদিনিবাস জৌনপুরে। পাটনা ও ত্রিহুত-অঞ্চলে অম্বষ্ঠ শাখার লোকই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকশাখার আদিবাসস্থান গুজরাট। অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব ও করণেরা এক হুকায় তামাকু খাইয়া থাকে, কিন্তু ইহারা এক পংক্তিতে বসিয়া আহারাদি করে না। করণ ও অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণপ্রস্তুত অন্নাদি এক পংক্তিতে আহার করিতে পারে।

নিগম শাখার লোক বেহারে বড় একটা দেখা যায় না। সূর্য্যধ্বজ শাখার লোকেরা সূর্য্যকে অধিদেবতা বলিয়া গণ্য করে। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, বিক্রমাদিত্যের সভায় নর্ত্তকী কামকন্দলার গর্ভে মাধবনলনামক ব্রাহ্মণের ঔরসে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানই এই শাখার আদিপুরুষ। মাথুর, সকসেনা, শ্রীবাস্তব ও ভটনাগর শাখার লোকেরা চিত্রগুপ্তের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত বংশ বলিয়া পরিচয় দেয়। মাথুর শাখা মথুরা হইতে, সকসেনা শাখা ফরকাবাদের অন্তর্গত ধ্বংসাবশিষ্ট সাঙ্কাশ্য-নগর হইতে, শ্রীবাস্তবশাখা শ্রীনগর হইতে ও ভটনাগর শাখা ভাটনের হইতে আসিয়াছে বলিয়া অনুমিত। গৌড়শাখা গৌড়দেশ হইতে সমাজবদ্ধ হন। এখানকার গৌড় কায়স্থের বিশ্বাস যে, বাঙ্গালার সেনরাজগণ এই গৌড়-কায়স্থশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। শ্রীবাস্তবশাখায় দুইটী শ্রেণীবিভাগ আছে—খরে ও দুসরে। খরে শ্রেণীর লোকেরা অন্যান্য শ্রীবাস্তবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহারা আপনাদিগকে "পাণ্ডে" বলিয়া পরিচয় দেয়। খরে ও দুসরে এই দুই শ্রেণীতে পানাহার আদানপ্রদান চলে না। সকসেনা শাখাতেও এইরূপ শ্রেণীবিভাগ আছে। মাথুর, ভটনাগর ও সকসেনা শাখার লোকেরা পরস্পর পরস্পরের অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। গৌড় ও ভটনাগরশাখার কায়স্থদিগের বেহারবাস সম্বন্ধে একটি কৌতূহলজনক ঘটনার কথা শুনা যায়।—যখন মুসলমানেরা বেহার আক্রমণ করে, সেই সময়ে ভটনাগরেরা প্রথম বেহারে আসে। এদেশে আসিয়া তাহারা দেখিল যে, গৌড়ীয় শাখা তৎপূর্ব্বেই আসিয়া বসবাস ও প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে, সুতরাং তাহারা গৌড়ীয়দিগের সহিত একত্র পানাহার করিতে সম্মত হইয়া তাহাদের সমাজে চলিত হইয়া বাস করিবার প্রার্থনা করিল। গৌড় কায়স্থেরা স্বীকৃত হইল, কিন্তু গৌড়ীয়েরা কেহই ভটনাগর বাটীতে অন্নাদি গ্রহণ করিল না। কিছুদিন পরে যখন ভটনাগরদিগের গৌড়দরবারে কিছু প্রভুত্ব জন্মিল, তখন তাহারা কৌশলে গৌড়ীয়দিগকে বাধ্য করাইয়া আপনাদিগের অন্নাদি গ্রহণ করাইতে লাগিল। গৌড়ীয়েরা তখন নিরুপায় হইয়া দিল্লীতে মুসলমান বাদশাহ বলবনের নিকট আবেদন করিবার জন্য পলাইয়া গেল। ইতিমধ্যে বলবনের মৃত্যু হওয়ায় ভটনাগরেরা চেষ্টা করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীকে সপক্ষে আনিয়া তাঁহা দ্বারা কতকগুলি গৌড়ীয়কে কারারুদ্ধ ও আপনাদিগের অন্নাদি গ্রহণ করাইতে বাধ্য করিল। গৌড়ীয়েরা তখন নিরুপায় হইয়া বদাউনের ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইল। কতকগুলি ব্রাহ্মণ এই সময় ইহাদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ বলিয়া চালাইয়া লইল এবং আপনারাও তাহাদিগের সহিত পানাহার করিতে লাগিল। অবশেষে এই ব্রাহ্মণেরাও জাতিভ্রষ্ট হইল এবং গৌড়ীয় কায়স্থের পুরোহিত হইয়া বাস করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে এই পুরোহিতগণের মধ্যস্থতায় গৌড়ীয় ও ভটনাগরদিগের মধ্যে মিল হইয়া গেল, পানাহার চলিতে লাগিল। বিবাহাদির জন্য তাহারা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইল—এই শ্রেণীর নাম হইল খাযালী বা উত্তর গৌড়ীয় শাখা।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ শাখায় লালাকায়স্থ ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার নীচ কায়স্থ আছে, কিন্তু তাহারা আপনারাই আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, অপর জাতীয়েরা বা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ শাখার কায়স্থেরা তাহাদিগকে কায়স্থ বলিতে চাহে না। সারণ জেলার সেওয়ান নগরে কতকগুলি দরজী ও কতকগুলি টীকাদারও আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয় কিন্তু ইহাদিগের সহিত লালাকায়স্থের কোন সংস্রব নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহারা বস্তুতই কায়স্থ, তবে নীচ কর্ম্মগ্রহণ করায় সমাজচ্যুত হইয়া কালে একেবারে ভিন্নশ্রেণী বলিয়া গণ্য হইয়া পড়িয়াছে, কারণ এখনও বেহারপ্রদেশে যে সকল লালাকায়স্থ বংশানুক্রমে গ্রামের পাটোয়ারী কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, অনেকে তাহাদের ঘরেও আদান প্রদান করিতে চাহে না। পাটোয়ারী, কানুনগোই, অখৌরী, পাণ্ডে বা বক্সী উপাধিধারী কায়স্থেরা

শত গুণে ধনী বা সংকর্ম্মশালী হইলেও সামাজিক মর্য্যাদায় হীন বলিয়া বিবেচিত হয়।

বেহারী কায়স্থেরা বিবাহাদিতে কুল বাছিয়া থাকে, গোত্র বাছিবার নিয়ম তত দৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীবাস্তব-দিগের মধ্যে এই কয়টি কুল প্রধান—চূড়ামনপুরের অখৌরী, অমোড়ার পাড়ে, ভিখিয়াকোটের পাড়ে; মিঠাবেলের তেওয়ারী, মোয়ায়ের বকসী, রায়, ঠাকুর, বস্তাহার মিশ্র, হস-গ্রামের সিংহ, পটরের তেওয়ারী, পরসর্মার ঠাকুর ও সাহলীর সাহলীয়ার। ইহারা বিবাহকালে কেবল মূকুল বাছিয়া বিবাহ করে।

বেহারী কায়স্থেরা অতিশৈশবে কন্যার বিবাহ দিতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু পাত্রের অভাবে প্রায় নির্ধন কায়স্থের ১৮।১৯ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে। অনার্ত্তবা কন্যার বিবাহ হইলে যে পর্য্যন্ত সে রজোদর্শন না করে, ততদিন সে পিতৃগৃহেই অবস্থান করে, পরে কন্যার বয়স বিবেচনায় এক, তিন, পাঁচ ও সাত বৎসর পরে দ্বিরাগমন করাইয়া তাহাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সার্ত্তবা কন্যার বিবাহ হইলে বিবাহের সঙ্গেই দ্বিরাগমন বা বিবাহের একবৎসর পরে দ্বিরাগমন হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ বা বিবাহোচ্ছেদ নাই।

বেহারীকায়স্থদিগের মধ্যেও বাঙ্গালীদিগের ন্যায় কন্যার সংখ্যা অধিক হইয়াছে বলিয়া বরপক্ষে যৌতুকাদির লোভ বাড়িয়াছে। সুপাত্র অন্বেষণ করিবার জন্য কন্যাপক্ষ হইতে পুরোহিত ও নাপিত নিযুক্ত হয়। উভয়পক্ষের কোষ্ঠি দেখিয়া বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হয়। কোষ্ঠির ফলাফল মিলাইয়া বিবাহ দেওয়া স্থির হইলে যৌতুকাদির কথা হইতে থাকে। এই যৌতুককে তিলক, জাহেজ, দান, পণ, ইত্যাদি বলে। বাঙ্গালীর ন্যায় অনেক ভদ্রলোককে কন্যাদায়ে তিলক ও জাহেজ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। সময়ে সময়ে পুরোহিতের ও নাপিতের পূজা করিতে পারিলে কাণা খোঁড়া, রুগ্না বালিকারও উত্তম বরে বিবাহ হইয়া থাকে।

ইহাদের বিবাহে অনেক ব্যাপার আছে—প্রথমতঃ সগুণ-গ্রহণ। কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে শুভদিনে কন্যাপক্ষের পুরোহিত ও নাপিত বরের বাড়ীতে গমন করে। বরের পিতা শুভক্ষণে আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইয়া কন্যাপক্ষের পুরোহিতের সম্মুখে একখানি থালায় কতক-গুলি সুপারি, হলুদ ও টাকা রাখেন। পুরোহিত তাহা হইতে যৌতুকের পরিমাণ অনুসারে শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে নিজের দক্ষিণা উঠাইয়া লন। কোন কোন স্থলে কন্যাপক্ষীয়েরাই এই টাকা দিয়া থাকে। ইহাকেই সগুণ গ্রহণ, বরদেখা বা বরছেকা বলে। বরছেকা অর্থে বাক্য-দান, এ দেশে যেমন পাকা দেখা।

তৎপরে তিলকদান অর্থাৎ যৌতুকের টাকার মধ্যে কতকাংশ এই সময়ে দিতে হয়। যে দিন ইহা দেওয়া হইবে, সেইদিন কন্যার আত্মীয় ও কয়েকজন ব্রাহ্মণ একত্র ৯ জন বরের বাড়ীতে গমন করে। বরের অন্তঃপুরে উঠানে ইহাদের বসিবার স্থান হয়। এই স্থানে বিষ্ণু, প্রজাপতি ইত্যাদি দেবতার পূজা হয়। তৎপরে সেইখানে কন্যাপক্ষীয়েরা বরের কপালে দধি ও নাসিকায় তিলক দিয়া যৌতুকের টাকার কতকাংশ (যাহা এই সময় দিবার কথাবার্ত্তা স্থির থাকে তাহা) প্রদান করে। টাকা যে সমস্তই নগদ দিতে হয়, তাহা নহে; বাসন ও বস্ত্রাদি বা গহনাদিও দেওয়া হয়। পরে তিলকের সময় যদি টাকা নগদ না দেওয়া হয়, তবে কুটুম্বিতায় বড় গোলমাল থাকিয়া যায়। তৎপরে তিলকদানের পর কন্যাপক্ষীয়েরা বরপক্ষীয়-গণের সহিত একত্র জলপান (পাকী খাদ্য অর্থাৎ লুচি মিঠাই ইত্যাদি) ভোজন করে। তিলকদানের পূর্ব্বে কন্যাপক্ষীয়ের পুরোহিতের কথা দূরে থাক, নাপিত পর্য্যন্ত বরের বাটীর জল অবধি পান করে না।

সে দিবস কন্যাপক্ষীয়েরা বরগৃহেই বাস করে। পরদিন প্রাতঃকালে কন্যাপক্ষীয়দিগকে বরকর্ত্তা সাধ্যমত বস্ত্রাদি দান করেন। এই সময় কন্যাপক্ষের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ লগ্নস্থির করেন। লগ্নস্থির হইলে পুরোহিত তাহা একখানি পত্রে লিখিয়া বরকর্ত্তাকে প্রদান করেন। ইহার নামই লগ্নপত্রী।

তৎপরে কুলপ্রথা অনুসারে বিবাহের তিন, পাঁচ বা আট দিন পূর্ব্বে "তিনমঙ্গলা" "পাঁচমঙ্গলা" বা "আটমঙ্গলা" উৎসব হয়। এই উৎসবের দিন কন্যার বাটীতেই স্ত্রীলো-কেরা সজ্জিত হইয়া কন্যাকে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে গ্রামের বহির্ভাগস্থ কোন মাঠ হইতে মাটি আনিতে যায়। নদীতীর বা পুষ্করিণীতীরের মৃত্তিকাই প্রশস্ত। স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া গাহিতে গাহিতে নদীতীরে বা পুষ্করিণীতীরে উপ-স্থিত হইয়া কন্যাকে সামান্যরূপে স্নান করাইয়া দেয় এবং গাহিতে গাহিতে নানাবিধ স্ত্রী-আচারের সহিত মাটি খুঁড়িয়া লইয়া আসে। আসিবার সময়ও গাহিতে থাকে। মাটি আনিয়া অন্তঃপুরের উঠানের মধ্যস্থলে সেই মাটিতে বেদী করে। এই বেদীর উপর গৃহদেবতা ও পূর্ব্বপুরুষগণের পূজা

ও আবাহনাদি হয়। বরের বাড়ীতেও এইরূপ হইয়া থাকে। তৎপরে এক শুভদিনে বা শুভক্ষণে কন্যার বাটীতে অন্তঃপুরের উঠানে নয়টী নূতন অখণ্ড বংশে মণ্ডপ প্রস্তুত হয়। এই মণ্ডপের মধ্যে বেদীর উপর তীর্থজলপূর্ণ কলস স্থাপন করিয়া থাকে। এই ঘটে পুরোহিত কুলদেবতা ও পূর্ব্ব পুরুষগণের পূজা করেন। বরের বাটীতে তীর্থকলস স্থাপিত ও পূজাদি হয়, কিন্তু মণ্ডপ হয় না, এই তীর্থকলসের নিকট একটী লাঙ্গল রাখা হয়।

তৎপরে হরিদ্রাদান বা গাত্রহরিদ্রা। শুভদিনে শুভক্ষণে বরের গাত্রে হরিদ্রা দিয়া উদ্বৃত্ত হরিদ্রা কন্যার বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কন্যা তাহার অর্দ্ধেকটুকু সেইদিন মাখে, অবশিষ্টটুকু রাখিয়া দেয়। বরের দ্বিতীয় বার বিবাহ হইলে তাহার গাত্রহরিদ্রা হয় না। তৎপরে বিবাহদিনের প্রাতঃ কাল পর্য্যন্ত কন্যার গাত্রে প্রত্যহ সেই অবশিষ্ট হরিদ্রার একটু একটু মাখাইয়া স্নান করান হইয়া থাকে।

তৎপরে মাতৃকাপূজা। ষোড়শমাতৃকাপূজাই ইহার প্রধান অঙ্গ। তৎপরে পূর্ব্বপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদানাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়।

তৎপরে বিবাহের দিন আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ হয়। বর বিবাহ করিতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মধ্যাহ্নে অন্তঃপুরে গমন করে। এখানে স্ত্রীলোকেরা আবার তৈলহরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেয়। তৎপরে কতকগুলি অবিবাহিত বালকের সহিত একত্র বসিয়া শেষ (আইবুড়ভাত) অবিবাহিতায় ভোজন করে। তৎপরে যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে পোষাকাদি পরিয়া বর আসিয়া মাতৃক্রোড়ে উপবেশন করিয়া এক পাত্র জলপান করে। পরে বরের মাতা পুত্রের পানাবশিষ্ট জলটুকু পান করেন। তৎপরে বরকে লইয়া বরযাত্রিগণ কন্যার বাটীতে উপস্থিত হয়।

বর উপস্থিত হইলে কন্যাকর্ত্তা বরকে দ্বারের নিকট কতকগুলি মুদ্রা নজর দিয়া অভ্যর্থনা করেন। নজরের নাম দ্বার-পূজা। তৎপরে বর ও বরযাত্রীরা সভায় আনীত হন। এই সভাকে জনবাস বলে।

বর বরযাত্রীরা জনবাসে উপস্থিত হইলে অন্তঃপুরে কন্যার নখাদি কর্ত্তন করিয়া আল্‌তা পরাইয়া দেয় এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি হইতে নরুণ দিয়া একবিন্দু রক্তপাত করাইয়া আল্‌তায় শুকিয়া রাখিয়া দেয়, ইহার নাম অশৌচ-পরিত্রাণন।

তৎপরে বর-নিমন্ত্রণ বা দূর্দ্দক।—কন্যাপক্ষীয়ের কয়েকজন লোক ও কয়েকটী ব্রাহ্মণ, সরবৎ জলপানীয় দ্রব্য ও তামাকু লইয়া জনবাসে উপস্থিত হইয়া বরযাত্রীদিগকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে এবং বরকে আবার অর্ঘ উপহার দেওয়া হয়। এই অর্ঘের পরিমাণ লইয়া অনেক সময়ে মহাবিপদ্ ঘটে।

তৎপরে কন্যানির্বহন—বরযাত্রীরা দূর্দ্দক গ্রহণ করিলে কন্যাকে বংশমণ্ডপে তীর্থকলসের নিকট বসাইয়া কন্যার পিতা তৎপার্শ্বে উপবেশন করেন। বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা গুরুতর সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় এই সময়ে কন্যাকে দিবার জন্য যে সমস্ত অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি আনা হইয়াছে, তাহা লইয়া সেই স্থানে গিয়া কন্যাকে দিয়া আসেন। কন্যা প্রণাম করিয়া সেগুলি গ্রহণ করে। তৎপরে কন্যাকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া সেই সকল বেশভূষা পরাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে বরকে সেই স্থলে লইয়া আসে।

তৎপরে শাস্ত্রোক্ত বিধান মতে, পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্ক, (পিঁড়া কুশাসন, পদার্চ্চন, হস্তার্ঘ্য) দেওয়া হইয়া থাকে। পরে কন্যাকে আনিয়া বরের দক্ষিণে বসাইয়া অগ্নিস্থাপন, গোত্রান্তর, গ্রন্থিবন্ধন, সম্প্রদান, বস্ত্রবন্ধন (বরকন্যার পিতৃদত্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া স্ববস্ত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে), হোম, শেষ লাজাহুতি (লাওয়া মেরাচন) করিয়া বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

তৎপরে বাটনা বাটিবার শিলের উপর দাঁড়াইয়া কন্যা সপ্তপদী গমন করিয়া থাকে। মণ্ডল কয়টী উত্তীর্ণ হইলে বর শিলখানি উঠাইয়া রাখে। তৎপর সিন্দূর দান (সুমঙ্গলী করণ) হইয়া থাকে। বর স্বহস্তে কন্যার কপালে সিন্দূর দিয়া থাকে।

তৎপরে কন্যার পিতা বরকে কন্যাদানের দক্ষিণা দান করেন ও বর কুশাংস্বস্ত্র পাঠ করিয়া শ্বশুরের মঙ্গল প্রার্থনা করে।

তৎপরে অশৌচকরণ। অশৌচ পরিচালনের সময় কন্যার কনিষ্ঠাঙ্গুলির রক্ত-শোষিত আল্‌তাটুকু লইয়া স্ত্রীলোকেরা বরের গলদেশ স্পর্শ করে ও বরের আনীত আর একখানি শুক আল্‌তা কন্যার গলদেশে স্পর্শ করাইয়া উভয় খণ্ড লাল-সূতা দিয়া উভয়ের মণিবন্ধে দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকের বিশ্বাস যে ইহাতে দাম্পত্য-প্রীতি বর্দ্ধিত হয়।

তৎপরে উভয়ে পীঠ পরিবর্ত্তন করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়। তৎপরে পুরোহিত শাস্ত্রানুসারে উভয়কে গৃহস্থ বলিয়া বুঝাইয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শুনাইয়া দেন। তাহার পর ব্রাহ্মণবর্গ ও উপস্থিত সকলেই ধান্যদূর্ব্বা দিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

আশীর্ব্বাদ হইয়া গেলে পুরুষেরা বরকন্যাকে মণ্ডপে রাখিয়া চলিয়া যায় ও স্ত্রীলোকেরা আসিয়া "চুম" করিয়া

থাকে। বরকন্যার পদদ্বয় হাঁটু, স্কন্ধ প্রভৃতি অঙ্গে ধানদূর্ব্বা লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করার নাম চুমন। বাঙ্গালাদেশে ইহাকে বরণ বলে। তৎপরে বরকন্যা ‘খবর’গৃহে (বাসরগৃহে) নীত হয়। এখানে স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ স্ত্রী আচার করিয়া বরের সহিত সারারাত্রি জাগিয়া হাস্যপরিহাসাদি করে। প্রত্যূষে বর জনবাসে ফিরিয়া আসে। তৎপরে বরযাত্রীদিগকে জল খাওয়ান হয়। এই সকল আয়োজনে প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া পড়ে। এই সময় বরকে কাহেজ বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বিবাহের রাত্রে বরযাত্রীদিগকে জলপানাদি করান হয়। তৎপরে যাত্রার সময় উভয়পক্ষের আত্মীয়েরা বর ও কন্যাকে অর্থ ও অলঙ্কারাদি যৌতুক দেয়, ইহার নাম মদোয়া বা মুখদেখি। তৎপরে সকলে জনবাসে আসিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে থাকে। পাটনা অঞ্চলে ঐ দিন বরকন্যা বরগৃহে ফিরিয়া আসে, কিন্তু শাহাবাদ অঞ্চলে তাহা হয় না, বর একাকী আসে। বিবাহের চতুর্থ দিনে চোথারী নামে একটী প্রথা সম্পাদিত হয়। ইহা বাঙ্গালা দেশের বাসিহাতা খোলা বা অষ্টমঙ্গলার ন্যায়।” পাটনায় বরের বাটীতে বরকন্যা একত্র চোথারী করে, আর শাহাবাদে তাহারা স্ব স্ব বাটীতে একা একা করে। পাটনায় চোথারী হইয়া গেলে কন্যা পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসে। দ্বিরাগমন না হইলে কন্যা স্বামিগৃহে বাস করে না। দ্বিরাগমনে বধূ শ্বশুরবাটী আসিয়া নখাদিচ্ছেদন করিয়া শ্বশুর পরিবারের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। দ্বিরাগমনের সময় বর শ্বশুরগৃহে গেলে উঠানে তীর্থকলস স্থাপিত হয়, (মণ্ডপ হয় না), গৃহদেবতার পূজা হয়, কন্যার নখাদিচ্ছেদন ও আলতা পরান এবং চুমনাদি পূর্ব্ববৎ হয়। তৎপরে কন্যার পিতা কন্যাকে বস্ত্রাদি, অলঙ্কার, বিছানা, খাট ও বরকে যৌতুকাদি দান করেন। বর বিবাহের পর বাড়ী আসিয়া গৃহদেবতা, গ্রামদেবতা ও সমস্ত হিন্দুদেবালয়ে প্রণাম করিয়া পূজাদি দিয়া থাকে।

পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের বিবাহের অনুষ্ঠান এই বেহারী কায়স্থের মত, তবে দেশভেদে আচারাদির কিছু প্রভেদ আছে।

বেহারী কায়স্থের মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, কবীরপন্থী, নানকশাহী প্রভৃতি আছে। শাক্তের সংখ্যাই অধিক। যমদ্বিতীয়ার দিন ইহারা চিত্রগুপ্তের পূজা করে। শ্রীপঞ্চমীর দিন দোয়াত কলম পূজা হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ইঁহাদের অশৌচ গ্রহণপ্রথা বিবিধ। কতকগুলি লোকে ১৩ দিন ও কতকগুলি লোকে একমাস অশৌচ গ্রহণ করেন। কেহ কেহ আবার ষোল দিন মাত্র গ্রহণ করে। যাহারা তের দিন অশৌচ লয় তাহারা “তেরা” ও যাহারা এক মাস লয় তাহারা “মাসী” নামে প্রসিদ্ধ। মৃতাহের এক বৎসর পরে সপিণ্ডকরণ বা “বড়্কি শ্রাদ্ধ” হয়। পত্নীর মৃত্যু হইলে তিনমাস পরে বড়্কি শ্রাদ্ধ হয়।

বঙ্গে কায়স্থ।—প্রাচীন ঘটককারিকার মতে, প্রথমে পঞ্চ কায়স্থ কোলাঞ্চদেশ * হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণের সহিত গৌড়রাজ আদিশূরের সভায় আগমন করেন।

প্রথমে দেখিতে হইবে কোন্ সময়ে কি উদ্দেশে তাঁহারা গৌড়ে আসিয়াছিলেন?

সময় নিরূপণ।—বাচস্পতিমিশ্রের মতে ৯৫৪ শাকে (১), ভট্টগ্রন্থ মতে ৯৯৪ শাকে (২), ক্ষিতীশবংশাবলীর মতে ৯৯৯ শকে (৩), কায়স্থ-কৌস্তুভরচয়িতার মতে ৩৮০ বাঙ্গালা সনে (৮১৪ শকে), দত্তবংশমালার মতে ৮০৭ শকে (৪) এবং ৺রাজেন্দ্রলালের মতে ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৮৮৬ শকে (৫) পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ গৌড়ে আগমন করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে আদিশূরের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন (৬)।

উপরে যে কয়েক মত উদ্ধৃত হইল, সমস্তই পরস্পর অনৈক্য। এক্ষণে কাহার মত প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য করা যায়?

রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ ঘটককারিকার মতে, মহারাজ বল্লালসেন কান্যকুব্জ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের উত্তরপুরুষদিগকে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন। এখন দেখিতে হইবে, বল্লালসেন কোন সময়ে জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে কান্যকুব্জাগত ব্যক্তিবর্গের কয় পুরুষ গত হইয়াছিল?

* শব্দরত্নাবলীর মতে কান্যকুব্জের নামান্তর। তাবুল্ মাসির নামক পারস্য ইতিহাসে এই স্থান ‘কোল’ নামে উক্ত হইয়াছে।

(১) “বেদবাণাঙ্কশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।
ক্ষিতীশতিথিমেধা চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ॥
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়মণ্ডলে।
আগতাঃ পঞ্চবিপ্রাস্তু কান্যকুব্জপ্রদেশতঃ॥”
বাচস্পতিমিশ্রকৃত কুলরাম।

(২) ‘শক বাণবাণ কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ যথা।
অবে অবে যাগাগতি বেদযুক্ত তথা॥
কত্যাগত কুলাচ অবে গুরুপূর্ণ দিশে।
সবার পাছে কোলাঞ্চ তেজিয়ে গৌড়ে প্রবেশিলেন এসে॥”
ভট্টগ্রন্থ।

(৩) “নবনবত্যধিকনবশতীশকাব্দে প্রাগুপকল্পিতাখ্যানে বিবেচনামান।”
ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্ ২ পৃষ্ঠা।

(৪) “কান্যকুব্জাদাগতাঃ কলানাং পুরুষোত্তমঃ।
গৌড়ে সমাগতঃ শাকে সপ্তাষ্টশতাধিকে॥” দত্তবংশমালা।

(৫) Indo Aryans, Vol. II. p. 250. (৬) “সেনরাজগণ” ১৭ পৃষ্ঠা।

মহারাজ বল্লালসেনদেব জীবনের শেষাবস্থায় দানসাগর রচনা করেন। এই বৃহৎ গ্রন্থ ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) লিখিত হয়। সম্ভবতঃ তাহার ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আদিশূরের সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ রহিয়াছে, বল্লালসেন সম্বন্ধে সেরূপ মতভেদ লক্ষিত হইতেছে না। বল্লালসেন নিজেই দানসাগরে সময় নিরূপণ করিয়াছেন। (কায়স্থগণের কৌলীন্যমর্য্যাদাপ্রাপ্তিকালনিরূপণ উপলক্ষে সেনরাজগণেরও সময় নিরূপিত হইবে।)

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের ঘটককারিকাপাঠে জানা যায়—কান্যকুব্জাগত দক্ষের ৮ম উত্তর পুরুষ অরবিন্দ, ছান্দড়ের ৯ম উত্তরপুরুষ গোবর্দ্ধন, বেদগর্ভের ৮ম উত্তরপুরুষ শিও গাঙ্গুলি, ভট্টনারায়ণের ১০ম উত্তর পুরুষ মহেশ্বর ও শ্রীহর্ষের ১০ম উত্তর পুরুষ উৎসাহ বল্লালের সমকালীন।

বারেন্দ্র কুলজীর মতে—ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঁইর ১৩শ উত্তর পুরুষ জয়সাগর ও মণিসাগর, বীতরাগের পুত্র সুষেণের ৮ম উত্তর পুরুষ ভবদেব ও বর্দ্ধদেব, সুধানিধির পুত্র গৌতমের ১৫শ উত্তর পুরুষ পরাশর ও ভাস্কর এবং সৌভরির পুত্র পরাশরের ৯ম পুরুষ গুণার্ণব ও অনিরুদ্ধ বল্লাল কর্ত্তৃক 'কুলীন' আখ্যা প্রাপ্ত হন। [কুলীন দেখ।]

উক্ত উভয়স্থানের কুলজী অনুসারে আদিশূরের রাজসভায় যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, বল্লালসেনের সময় তাঁহাদেরই অধস্তন ৮ম হইতে ১৫শ পুরুষ পর্য্যন্ত গত হইয়াছিল। * এতদ্বারা বোধ হইতেছে, বল্লালের বহুকাল পূর্ব্বে আদিশূর রাজত্ব করিতেন। অতএব অভাবপক্ষে যদি আদিশূর হইতে বল্লাল ১১। ১২ পুরুষ অন্তর এইরূপ স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও আদিশূর বল্লাল হইতে প্রায় তিনশত সত্তর বর্ষেরও † অধিক পূর্ব্বতন হইয়া পড়েন। তাহা হইলে আদিশূর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক হইতেছেন। ‡

৺ রাজেন্দ্রলালের মতে আদিশূরের অপর নাম বীরসেন, ইনি সেনরাজগণের আদিপুরুষ। আবার কাহারও মতে, কন্নোজাধিপতি "বৎসরাজ ৭০২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। বৎসরাজ গৌড়ের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরপতিকে উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহার সেনাপতি জনৈক হিন্দুকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনিই আদিশূর।" *

আদিশূর সম্বন্ধে যে দুইটি মত উদ্ধৃত হইল, উহার কোনটাই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। বিজয়সেনের শিলালিপিতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বীরসেন "দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র" অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের রাজা বা দাক্ষিণাত্যবংশীয় রাজা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। এই বীরসেন গৌড়ে কোন সময়ে রাজত্ব করিয়াছেন কি না, তৎপক্ষেই ঘোর সন্দেহ! সুতরাং বীরসেনকে নিঃসন্দেহে আদিশূর বলা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ কেবল অনুমান দ্বারা আদিশূরকে বৎসরাজের সেনাপতি বলিয়া গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত নয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আদিশূর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক। এই সময়ে দেবশক্তির পুত্র বৎসরাজ (৭৬০ খৃষ্টাব্দে) কনোজের সিংহাসনারোহণ করেন। [কনোজ শব্দ ৮০ পৃঃ দেখ।] এখন দেখা যাউক, ঐ সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে গৌড়দেশে কে কে রাজত্ব করিতেছিলেন? কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে—

"মণ্ডলেষু নরেন্দ্রাণাং পর্য্যোদানামিবার্থ্যয়া।
গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা॥
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্।
তস্মিন্ সৌরাজ্যরম্যাভিঃ প্রীতঃ পৌরবিভূতিভিঃ॥
নাট্যং স দ্রষ্টুমবিশৎ কার্ত্তিকেয়নিকেতনম্।"

রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪১৫-৪১৭।

(কাশ্মীররাজ জয়াপীড় সৈন্যগণকে গঙ্গাতীরে বিদায় করিয়া রাত্রিকালে একাকী) গৌড়রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। জয়ন্তনামক গৌড়রাজের অধিকারমধ্যে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে ক্রমে ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিবর্গের ঐশ্বর্য্য ও রাজধানীর সমৃদ্ধিদর্শনে তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন। জয়াপীড় এখানে কার্ত্তিকেয়দেবের মন্দিরে নৃত্যদর্শন মানসে প্রবেশ করেন।

ইতিপূর্ব্বে কাশ্মীরের প্রাচীন কায়স্থরাজবংশ বর্ণনাকালে লিখিত হইয়াছে, যে কায়স্থরাজ জয়াপীড় ৬৬৭ শক (৭৪৫ খৃঃ অঃ) হইতে ৬৯৮ শক (৭৭৬ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ইহার মধ্যে কোন সময়ে তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনগরে আসিয়াছিলেন। অতএব স্বীকার করা যাইতে পারে যে, গৌড়রাজ জয়ন্ত ৭৪৫ হইতে ৭৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেন।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, জয়াপীড় কার্ত্তিকেয়-মন্দিরে কমলানাম্নী দেবনর্ত্তকীর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন।

* এক্ষণে কোথাও কোথাও সেই পঞ্চব্রাহ্মণের অধস্তন ৩৬। ৩৭। পুরুষ দৃষ্ট হয়।

† বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ ৩ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করেন।

‡ "সেনরাজগণ" অর্থাৎ মতই এখানে সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইল।

* Indo Aryans, Vol. II. p. 109.

কমলা জয়াপীড়ের অসামান্ত রূপমাধুরীদর্শনে তাঁহাকে কোন রাজবংশীয় ভাবিয়া নিজগৃহে লইয়া আসেন। সেই সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সিংহের উৎপাত হয়। জয়াপীড় স্বকীয় ভুজবলপ্রভাবে সেই সিংহকে বিনাশ করেন। সিংহকে মারিতে গিয়া ঘটনাক্রমে তাঁহার নামাঙ্কিত কেয়ূর পড়িয়া যায়। কোন ব্যক্তি তাহা পাইয়া গৌড়রাজ জয়ন্তের নিকট উপস্থিত করে। তাহাতে সকলে জানিতে পারিল যে, কাশ্মীরপতি জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছেন। সকলেই নাম শুনিয়া কাঁপিতে লাগিল। রাজা জয়ন্ত কহিলেন, শুনিয়াছি কাশ্মীররাজ কমট নাম গ্রহণ করিয়া ছদ্মবেশে দেশ ভ্রমণ করিতেছেন, অতএব আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তাঁহাকে অনুসন্ধান কর।' তিনি চর দ্বারা অবগত হইলেন যে, জয়াপীড় কমলার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর গৌড়রাজ, অমাত্য ও রাজপরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া জয়াপীড়কে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন এবং বহুযত্নে তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গিয়া তাঁহার একমাত্র কন্যা কল্যাণদেবীকে সম্প্রদান করিলেন। এই সময় গৌড়দেশ কেবল জয়ন্তের অধিকারভুক্ত ছিল না। জয়াপীড় পাঁচজন গৌড়রাজকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া শ্বশুর জয়ন্তকে রাজচক্রবর্ত্তী করিলেন (১)।" (রাজতরঙ্গিণী ৪র্থ তরঙ্গ)।

রাজতরঙ্গিণীর উক্ত বিবরণপাঠে বোধ হইতেছে, প্রথমে জয়ন্ত একজন সামান্য রাজা ছিলেন, পরে জামাতার সাহায্যে সমস্ত গৌড়দেশের অধীশ্বর হইলেন।

এদেশের প্রাচীন কুলাচার্য্যদিগের মতে রাজা আদিশূর বৌদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বপ্রথম রাজচক্রবর্ত্তী হন। রাজতরঙ্গিণীর মতে, (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ৬৭১ শক হইতে ৬৯৮ শক মধ্যে) ঐ সময়ে জয়ন্ত গৌড়ের রাজা এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যদি ব্রাহ্মণবংশাবলী ও রাজতরঙ্গিণীর বিবরণ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে আদিশূর জয়ন্তরাজকে অভিন্ন ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। বোধ হয়, জয়ন্তরাজ সর্ব্বপ্রথম সমস্ত গৌড়দেশের অধীশ্বর হইয়া 'আদিশূর' উপাধি গ্রহণ করেন।

আর এক কথা—যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে জয়ন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, শিলালিপিপাঠে জানা যায়—সেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সেনরাজগণও * রাজত্ব করিতেন। অতএব বোধ হইতেছে জয়ন্ত বা আদিশূরের সময়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ সর্ব্বপ্রথম এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণ বল্লালসেনের সময়ে 'কুলীন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া উত্তরকালে যে যে স্থানে গিয়া বাস করেন, তিনি সেই স্থানের নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

কোন কোন ঘটককারিকায় লিখিত আছে—

"মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিবার জন্য কান্যকুব্জপতি বীরসিংহের নিকট পাঁচজন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে, তৎকালে কেহ বঙ্গদেশে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কোন কারণে আসিলে পতিত হইত। এই ভয়ে কোন ব্রাহ্মণ গৌড়ে আসিতে চাহিলেন না। কাজেই কনোজরাজও আদিশূরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। দূত ফিরিয়া আসিলে তাহার মুখে নিজ নিন্দাবাদ শুনিয়া আদিশূর কনোজরাজের বিরুদ্ধে সেনাপতি বীরবাহুকে পাঠাইলেন। উভয় দলে যুদ্ধ হইল। গৌড়সেনাপতি নিহত হইলেন, কাজেই প্রথমবার গৌড়রাজের পরাজয় হইল। তিনি আবার সেনাধিপতিকে যুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। সেনাপতি অতিশয় চতুর। তিনি শুনিলেন, কান্যকুব্জরাজ গোবিপ্রের প্রতিপালক ও মহাযোদ্ধা, কূটযুদ্ধ ভিন্ন তাঁহাকে পরাজয় করা সহজ নহে। তখন তিনি বঙ্গদেশীয় হীন ও অস্পৃশ্য সপ্তশত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ সাজাইয়া গোবাহনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কান্যকুব্জরাজের সেনাপতিগণ গোবিপ্রবধের আশঙ্কায় রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কনোজরাজ এই অদ্ভুতপূর্ব্ব সংবাদ পাইয়া বাধ্য হইয়া গৌড়েশ্বরের সহিত সন্ধি করিলেন এবং যথাকালে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সহিত ৫ জন কায়স্থ গৌড়ের রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। যে ৭০০ লোক ব্রাহ্মণ সাজিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, আদিশূরের অনুগ্রহে তাহারা 'সপ্তশতী ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত †।"

রাজতরঙ্গিণীতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য শ্বশুরকে গৌড়দেশের অধীশ্বর করিয়া রাজ্ঞী কল্যাণদেবী ও কমলাকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে তিনি কান্যকুব্জরাজকে পরাস্ত করিয়া কনোজের রাজসিংহাসন গ্রহণ করেন (২)।

(১) "কল্যাণদেব্যাস্তেনাথ কল্যাণাভিনিবেশিনা।
রাজলক্ষ্যা ব্যপাভাজা ইব সোঽভিগ্রহং কৃতম্।
ন্যধাভিমাপি মানশ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।
পঞ্চগৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং অধীশ্বরম্।"
রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৬৮।

* দিনাজপুর হইতে সংগৃহীত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন দেখ। (Jour. As. Soc. Bengal, 1875, pt. I. p. 12)

† প্রাণকৃষ্ণমিত্রকৃত কায়স্থকারিকা প্রভৃতি দেখ।

(২) "গজসেনাং প্রভূতাশ্বং সৈন্যং সমাহরন্ দ্বিষঃ।
বিপ্রশর্মাশ্রমো দেবশর্মাদ্যাত্যন্তমাপদৌ।

নাসিক হইতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রকূটাধিপ গোবিন্দরাজ প্রদত্ত ৭৩০ শকাব্দের তাম্রশাসনপাঠে জানা যায় —যে তাঁহার পিতা গৌড়রাজ বৎসরাজকে জয় করিয়াছিলেন, ঐ বৎসরাজ গৌড়রাজ্য জয় করিয়া ধনমদে মত্ত হইয়াছিলেন।

উপরোক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হইতেছে, প্রথমে বৎসরাজ গৌড়রাজকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। পরে সেই ধনমত্ত বৎসরাজও যে গৌড়রাজ জয়ন্তের সম্মানরক্ষার্থ তাঁহার জামাতা কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করিয়া লইলে দোষের হয় না।

ঘটককারিকাতেও লিখিত হইয়াছে যে, গৌড়সেনাপতি প্রথমে কান্যকুব্জরাজের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন, পরে স্বতন্ত্র এক বাক্য দিয়া ছলে বলে একরূপ কনোজের অতুল প্রভাবকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই সময় হইতে বঙ্গদেশে গৌড় ও কনোজরাজের যুদ্ধের কথা পরম্পরায় প্রবাদরূপে চলিয়া আসিতেছিল, তৎপরে আধুনিক কুলাচার্য্যগণ * সেই প্রবাদ এবং ব্রাহ্মণকায়স্থের গৌড়ে আগমন উপলক্ষ করিয়া এক প্রকার নূতন কথার অবতারণা করিলেন, এক্ষণে তাহাই কারিকাগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

কহ্লণ ১০৭০ শাকে রাজতরঙ্গিণী প্রণয়ন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ যে অধিক প্রামাণিক, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা বাহুল্য। অতএব এদেশের ব্রাহ্মণবংশাবলী যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে জয়ন্তরাজই (১) যে আদিশূর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অধিক সম্ভব। আবুলফজল জয়ন্তকে কায়স্থরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার কন্যার সহিত কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের বিবাহ হওয়ায়

নিরাদরণ স ক চ স পত্যা ছর্গন্তঃ।
আগ বর্ণপ্রিয় কুর্বন পশ্চা তুহৃথ মুলোচনে।
সিংহাসন ক্ষিপ্ত রে কান্যকুব্জমহীভুজঃ।"

রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪৭৫ ৪৭৬।

* দেবীবর ব্রাহ্মণদিগের মেলবন্ধন উপলক্ষে ব্রাহ্মণবংশাবলী সংগ্রহ করেন তিনি চৈতন্যের সমসাময়িক। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কুলাচার্য্যের লিখিত কারিকা পাওয়া যায় না। সুতরাং দেবীবর ও তৎপরবর্ত্তী কুলাচার্য্যকে আধুনিক বলিতে হইবে।

(১ আইন ই অকবরীতে বঙ্গদেশের কায়স্থরাজবংশাবলী মধ্যে জয়ন্তের নাম পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ মতে জয়ন্তরাজ আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী। [H. L. Jarrett's Ain I Akbari, Vol II. p 415 দেখ]

আইন অকবরীতে এক রাজার নাম দুই তিন বার স্বতন্ত্র উল্লেখও দেখা যায়। যেমন পালবংশীয় প্রথমরাজা ভূপাল এবং চতুর্থ রাজা ভূপতিপাল দুই জন ভিন্ন রাজা বলিয়া লিখিত হইলেও শিলালিপি অনুসারে একজন রাজা বলিয়াই বোধ হয় এবং ভূপাল বা ভূপতিপালের নামান্তর যেমন গোপাল ও লোকপাল জানা গিয়াছে।

(Indo Aryans Vol II p 262 Centenary Review of the As Soc Bengal p 236 9 Journ As Soc Bengal 1878 pt I p 190) সেইরূপ আদিশূর জয়ন্তের পরবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও একরাজা বলিয়া গ্রহণ করা অন্যায় নয়। চন্দ্রদ্বীপের রাজপণ্ডিত ধ্রুবানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থাঽম্বষ্ঠনামকঃ।
অম্বষ্ঠস্য বংশে চ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
অগমদ্ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রাজসত্তমঃ।
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজান তথ গৌড়াধিপান বলান।

চিত্রগুপ্তের বংশে অম্বষ্ঠনামা কায়স্থ জন্মগ্রহণ করেন। সেই বংশজাত মহারাজ আদিশূর দারদদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি বৌদ্ধরাজগণ ও গৌড়াধিপ প্রভৃতিকে জয় করিয়াছিলেন।

উক্ত বচন অনুসারে আদিশূরের জন্মস্থান (কাশ্মীরের উত্তরস্থিত) দারদদেশ (বর্ত্তমান দার্দিস্তান)।

দিনাজপুরের একটি প্রাচীন শিবমন্দিরের স্তম্ভে কাম্বোজবংশজাত গৌড়পতির উল্লেখ আছে। যথা—

দুর্কারারিবরূথিনীপ্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণগুণগ্রামগ্রহো গীয়তে
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ম্
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ।

ঐ কাম্বোজবংশজাত গৌড়েশ্বরকে কেহ কেহ আদিশূর অথবা তাঁহার উত্তর পুরুষ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (নব্যভারত ১২৯৯ ৪৩ পৃ.)।

প্রাচীন কম্বোজরাজ্য কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। [কম্বোজ ও আর্য্যাবর্ত্ত দেখ।]

দারদ ও কাম্বোজ উভয়েই পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ

কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরাঃ অঙ্গলৌকিকাঃ

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ১। ৪৯। ১১৮ মার্কণ্ডেয় ৫৭। ৩৮।

কোন কোন আধুনিক ঘটককারিকায় আদিশূরকে বৈদ্যরাজ বলা হইয়াছে। বোধ হয় আধুনিক কুলাচার্য্যগণ অম্বষ্ঠ নাম শুনিয়াই বৈদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালাদেশ ছাড়া কোথাও বৈদ্যনামে কোন স্বতন্ত্রজাতি নাই। যেখানে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসা করিয়া থাকেন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের মধ্যেই চিকিৎসক দৃষ্ট হয় এবং মহারাষ্ট্রে কায়স্থেরা বৈদ্য উপাধি গ্রহণ করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। সুতরাং কেবল অম্বষ্ঠ নাম শুনিয়া আদিশূরকে বৈদ্যরাজ বলা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

বিষ্ণুপুরাণে—অম্বষ্ঠ নামক একটি জনপদের উল্লেখ আছে—

সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠা পারসীকাদয়স্তথা॥' বিষ্ণুপু ২। ৩। ১৭।

উক্ত শ্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে, অম্বষ্ঠদেশ বর্ত্তমান পঞ্জাব ও পারস্যের মধ্যে ছিল। (ইহারই নিকটে কাম্বোজ ও দারদরাজ্য ছিল।)

আইন অক্‌বরীর কথাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে।

ঐ আদিশূরের সময়ে অর্থা ৭৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ গৌড়দেশে আগমন করেন। ঐ পঞ্চকায়স্থের নাম সৌকালীন গোত্রজ মকরন্দ ঘোষ গৌতমগোত্রজ দশরথ বসু, বিশ্বামিত্র গোত্রজ কালিদাস মিত্র • কাশ্যপগোত্রজ বিরাটগুহ এবং মৌদ্গল্য গোত্রজ পুরুষোত্তম দত্ত।

বঙ্গীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকার মতে— ঐ পাঁচজন কায়স্থ শূদ্র। তাহারা পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত দাসরূপে গৌড়ে আগমন করে। আদিশূর প্রথমে ব্রাহ্মণদিগের যথোচিত সমাদর করিয়া শেষে কায়স্থগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আপনাদিগের আগমনে আমার জন্ম সফল হইল আমার ভবন পবিত্র হইল। হে শূদ্রপুরুষগণ আপনারা ব্রাহ্মণদিগের সহিত কি জন্য আগমন করিয়াছেন? ইত্যাদি স্তবস্তুতি দ্বারা আদিশূর কায়স্থগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন (১২)।

প্রথম চারিজন আপনাদিগকে বিপ্রদাস বলিয়া পরিচয় দিলেন। শেষে 'নিখিলশাস্ত্রবিশারদ পুরুষোত্তম দত্ত কহিলেন, সকলকে রক্ষা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি (১)।

রাজা প্রথমে চারিজনকে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং দত্ত বিনয়হীন হওয়ায় তাঁহাকে … করিলেন "

কায়স্থকে শূদ্র … পরিচয় দেওয়া হইল আবার সেই শূদ্রগণকে দেখিয়া আদিশূর কৃতার্থম্মন্য হইলেন তাঁহাদের স্তবস্তুতি করিলেন … চয় … পুরাকালে যে শূদ্রদিগের ব্রাহ্মণ … অধিক … ছিল … পবিত্রচিত্তা আর্যাগণ যে শূদ্রকে স্পর্শ করিলেও আপনাকে অশুচিজ্ঞান করিতেন প্রবল পরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তী … আদিশূর সেই শূদ্রক … দেখিয়া কৃতার্থ … অসম্ভব। ৫ জন কায়স্থ বিপ্রদাস … পরিচয় দিয়াছিল বলিয়াই কি ঘটকেরা তাঁহাদিগকে শূদ্রমধ্যে … করিয়াছেন?

ধ্রুবানন্দমিশ্র ৫ জন কায়স্থের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

১ এই প্রধানবংশের মকরন্দ … সৌকালীন গোত্রসম্ভূত ও শৈব … দেবপূজ্যা কালিকা। ইনি … অগ্রগণ্য স্থৰ্য্যধ্বজের … এবং বীরাগ্রণী।

(১) পাণিনির মতে অম্বষ্ঠ এক … ও জনপদবাচী … ৪ ১ ১৭১ পশ্চিমের অম্বষ্ঠ কায়স্থগণের মধ্যে … বলেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ অম্বষ্ঠদেশ হইতে আসিয়াছেন … কাশ্মীরের … হইতে আসিয়াছিলেন ইত্যাদি

ধ্রুবানন্দমিশ্রের কারিকায় আদিশূর বঙ্গদেশীয় অম্বষ্ঠ কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দিনাজপুরের শিলালিপিতে কাম্বোজবংশীয় গৌড়পতির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে আবার কাম্বোজ … ও অম্বষ্ঠ পরস্পর নিকটবর্ত্তী দেশ হইতেছে … অম্বষ্ঠকাম্বোজাদির নিকটবাসী কাশ্মীররাজ কায়স্থপ্রবর জয়াপীড় … জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীকে বিবাহ করেন এই সকল প্রমাণ … আদিশূরকে অম্বষ্ঠকায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিলে যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় … জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছেন শুনিয়া সকলেই … হইয়াছিল কেবল গৌড়রাজ জয়ন্ত জানিতেন … কাশ্মীররাজ জয়াপীড় ছদ্মবেশে … বাসগ্রহণপূর্ব্বক দেশভ্রমণ করিতেছেন। কেহই জানিতে পারিল না অথচ গৌড়রাজ জানিতে পারিলেন ইহার কারণ কি? এতদ্দ্বারা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে যে কাশ্মীরের সহিত পূর্ব্ব হইতে কোন রূপ সম্বন্ধ ছিল অথবা ধ্রুবানন্দের কথা যদি অল্পমাত্র সত্য হয় তাহা হইলে) তিনি কাশ্মীরের নিকট কোন স্থান হইতে আসিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে প্রথম রাজা হন। এ সকলই অনুমান … বোধ হয় কায়স্থ আদিশূর নিজে কায়স্থ বলিয়াই কনোজাগত কায়স্থকে বিশেষ সমাদর করেন এবং … পরই পদমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন

কুলাচার্য্যঠাকুর বিরচিত কুলপঞ্জিকায় আদিশূরকে ক্ষত্রিয়বংশজ বলা হইয়াছে।

• ঘোষ বসু মিত্র এই তিনটি আদিশূরপ্রদত্ত উপাধি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু বিষ্ণু মৎস্য ব্রহ্মাণ্ড ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে অন্ধ্রবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে উক্ত উপাধি দৃষ্ট হয়।

১ … মকরন্দ … সৌকালীন …
… গমন …
এবং ক্রিয়া … গোত্র … কম্পককে
… চ … কথে … সদ
… পান্ডুমিত্র …
বঙ্গীয় কুলাচার্য্যকারিকা।

… কিন্তু … কপি …
কালাকা … কিন্তু কুসুমানাম্
… পুত্র … পরিচয়মপি … দিপকস্থ
… সকলং … রূপক … চরাম
দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলাচার্য্যকারিকা।

(১০ মৌদ্গল্যগোত্র … দত্ত পুরুষোত্তমস্তু …
… রক্ষণার্থায় … ভাবা …
বঙ্গজঘটককারিকা।

অহং পুরুষোত্তম … কৃতী
… কুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিত্তম
বিলোকিতুমিহ … বিপ্র … রাজা প্রভো
চকার … দত্ত … বিনয়হীনতো …
দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

547 III

২…এই দশরথ…চন্দ্রের স্বরূপ চেদিরাজার বংশোদ্ভব, গৌতমগোত্রজ, দক্ষের শিষ্য, মহাত্মা, সুধীর, নির্মল চরিত্র, মতিমান্, মহাতান্ত্রিক এবং মহাবীরদিগেরও অগ্রগণ্য।

৩… ইনি অগ্নিকুলোদ্ভব গুহের বংশধর, ইঁহার নাম বিরাট্, ইনি সুতাপস, মহাবীর ও কাশ্যপগোত্রীয়, শ্রীহর্ষের শিষ্য, কালিকাভক্ত, ব্রাহ্মণপ্রতিপালক, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য। ভট্ট যখন গুহ শব্দ উচ্চারণ করিলেন, তখন নৃপতির সভাগণ হাস্য করিয়াছিলেন।

৪ এই সর্ব্বগুণবিশিষ্ট কালিদাস মিত্রবংশে প্রকাশমান। ইনি চন্দ্রবংশোদ্ভব, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, রথিশ্রেষ্ঠ, ছান্দড়ের শিষ্য, বিশ্বামিত্রগোত্রীয়, শাস্ত্রজ্ঞ, সুধী ও প্রাজ্ঞ। ইঁহার কুলদেবী আদ্যা প্রকৃতি।

৫…এই পুরুষোত্তম আদিদত্তের কুলোদ্ভব ইনি সৈকসেনার বংশধর, মহাশৈব, সমস্ত রথিগণের অধিপতি, মৌদগল্যগোত্রীয়, শস্ত্রবিৎ ও শাস্ত্রজ্ঞ, মহাবীর ও বলবান্। মহাদেব ইঁহার কুলদেবতা। (১৪)

ধ্রুবানন্দ কায়স্থদিগকে শূদ্রের পরিবর্ত্তে 'প্রধান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে প্রথম চারিজন চারিজনব্রাহ্মণের শিষ্য।

ধ্রুবানন্দ প্রায় চুইশত বর্ষের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে লিখিত। সুতরাং তিনখানি গ্রন্থই আধুনিক হইতেছে। যখন পরস্পর তিনখানি গ্রন্থেই অনৈক্য, তখন কোনখানির উপর নির্ভর করিতে পারা যায় না। তবে মূল কথা, সেই পাঁচজন কায়স্থ যে পশ্চিমদেশীয় কায়স্থ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে সূর্য্যধ্বজ, সকসেনা, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি কায়স্থ বিদ্যমান, এরূপ স্থলে, ধ্রুবানন্দ যে মকরন্দকে সূর্য্যধ্বজ, পুরুষোত্তমকে সৈকসেনকায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অসম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ সূর্য্যধ্বজ, সৈকসেন প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলীয় কায়স্থগণ অদ্যাপি যজ্ঞসূত্র ও সংস্কার সম্পন্ন হওয়ায় তাহারা যেমন ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন*, ঐ পঞ্চ কায়স্থ সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা বলিয়াই মহারাজ আদিশূরের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শূদ্র হইলে এমন আদৃত হইতেন না। যে কায়স্থ যে ব্রাহ্মণের শিষ্য, তিনি তাহারই দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এরূপ স্থলে 'দাস' শব্দ শূদ্রবাচী নহে †। কায়স্থ চিরকালই ব্রাহ্মণের ভক্ত। "দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ আত্মধীনাশ্চ সেবকঃ" ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব কায়স্থ ভক্তভাবে 'ব্রাহ্মণদাস' বলিয়া পরিচয় দিলে তাঁহার উন্নত স্বভাব ব্যতীত নিকৃষ্টজাতিত্ব প্রকাশ পায় না।

ধ্রুবানন্দমিশ্র লিখিয়াছেন—

গঙ্গাগতঃ যানেষু প্রধানা আত্মসংস্কৃতাঃ।

(১৪) "মকরন্দাদিকৃতাখ্য এব কৃতী ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিদ্বি রবিধ্বজকুলোদ্ভবভূমিপতিঃ॥
স চ ঘোষকুলাম্বুজভাস্করঃ প্রথিতোন্নতমানসরলোকমনাঃ।
সততং সুমুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ পরশিল্পপয়োজবিকুঞ্জমনাঃ॥
স সৌকালীনগোত্রজঃ শৈব এব
তদ্গোত্রে দেবতা কালিকা দেবপূজ্যা।
শ্রীভট্টস্য শিষ্যো মহাতান্ত্রিকাগ্র্যঃ পুণ্যাত্মধরঃ ইহাপি শূরাগ্রগণ্যঃ॥
বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্যা বসুবংশোদ্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতা গুণার্ণবৈঃ নিয়তং তেজস্বিনো ভবন্তু নঃ॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশং রুচিরাং যশসা জয়ী বিজয়তে বৈভবকুলসাগরে॥
স চ চৈত্রকুলাম্বুজসোমসমঃ গৌতমগোত্রজঃ শ্রী।
দক্ষশিষ্যো মহাত্মা সুধীরো ধার্ম্মিকো মতিনির্ম্মলাত্মা।
মহাতান্ত্রিকো বীরবর্য্যাগ্রগণ্যাভিমানী
অয়মগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান।
কুলাম্বুজো মধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ
বিরাটপুরুষঃ সমঃ বিরাটাভিধানো গরীয়ান্॥
সুতাপসো মহাবীর, কাশ্যপগোত্রসম্ভবঃ।
স শ্রীহর্ষশিষ্যঃ কালিকায়াশ্চ ভক্তঃ
সদা দ্বিজালিপালকো ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যঃ
নিশম্য ভট্টেন গুহং প্রভাষিতং
নৃপালসংসদ্ভবতি হাস্যমাশ্রিতঃ॥
বর্ম্মিণাং বংশধরঃ সদা হি সর্ব্বসারঃ
প্রসন্নসদ্বাসরঃ শরৎসুধাংশুবদনঃ
প্রতাপতাপনোৎকৃষ্টপদ্মিনীবোধিকো
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধুকালিদাসচন্দ্রকঃ॥
স চ বৈষ্ণবপ্রধানঃ রথিনাং বরোত্তমঃ।
ছান্দড়স্য শিষ্যো বিশ্বামিত্রগোত্রশাস্ত্রজ্ঞঃ সুশীলঃ সুধীশ্চ প্রাজ্ঞঃ।
আদ্যপ্রকৃতিশ্চ কুলদেবী তস্য॥
অথচ পুরুষোত্তমঃ আদিদত্ত কুলোদ্ভবঃ।
সুদত্তবংশদীপকঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥
মহাকৃতিঃ মহামানী চ কুলভূষাগ্রগণ্যকঃ।
স আগত বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ॥
স চ সৈকসেনান্বয়ো শৈববরঃ রথিনাঞ্চ রথী স মৌদগল্যগোত্রঃ।
শস্ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ মহাবলশ্চ বলী পিণাকপাণিঃ কুলদেবতা চ॥"
মিশ্রকারিকা।

* Census Report of British India for 1881 Vol. III p. XCIX.

† ব্রাহ্মণও নিজ গুরুর নিকট তাঁহার দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিতে অভিমান করেন না।

গোবানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ।
খড়্গচর্ম্মাদিভির্যুক্তাঃ পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥"

প্রধানগণ (কায়স্থগণ) গজ, অশ্ব ও শিবিকায় এবং ব্রাহ্মণগণ পুত্রদারাদিসহ খড়্গচর্ম্মাদি পরিবৃত হইয়া বীরবেশে আসিয়াছিলেন। (১৫)

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কায়স্থেরা কিসের জন্য বঙ্গদেশে আসিয়া ছিলেন? কোন কোন কারিকায় লিখিত আছে, কায়স্থগণ আদিশূরের যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছিলেন। মিশ্রকারিকার মতে, বীরসিংহ এই পাঁচজন প্রধানকে (কায়স্থকে) পাঠাইয়া ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, কায়স্থগণ যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, কারণ শাস্ত্রেই আছে—

"নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥" মনু ৯।৩২২।

'ব্রাহ্মণরহিতং ক্ষত্রিয়ং বৃদ্ধিং ন যাতি শান্তিকপৌষ্টিকব্যবহারেক্ষণাদিধর্ম্মবিরহাৎ। এবং ক্ষত্রিয়রহিতোঽপি ব্রাহ্মণো ন বর্দ্ধতে রক্ষাং বিনা যাগাদিকর্ম্মানিষ্পত্তেঃ।" কুল্লূক।

ব্রাহ্মণহীন ক্ষত্রিয় কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, ক্ষত্রিয় ব্যতীত ব্রাহ্মণও কখন বৃদ্ধিলাভ করেন না। কারণ ব্রাহ্মণ না থাকিলে শান্তিক, পৌষ্টিক ও দণ্ডনীতি প্রভৃতি ধর্ম্মের অভাব হয় এবং ক্ষত্রিয় না থাকিলে রক্ষা বিনা যাগ যজ্ঞাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। তবে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ একত্র মিলিত হইলেই ইহপর উভয় লোকেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণের সহিত যে কায়স্থ আসিয়াছিল, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণোদিত।

প্রাচীন ইতিহাস অথবা প্রাচীন কারিকা অভাবে কেবল আধুনিক (দুই তিন শতবর্ষের) কুলাচার্য্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ যে কেবল যজ্ঞোদ্দেশে এখানে আসিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করা যায় না। যদি যজ্ঞই করিতে আসিবেন, তবে পুত্রদারাদি সঙ্গে আনিবার প্রয়োজন কি? এবং বীরবেশে আসিবারই বা কারণ কি? বোধ হয়, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের গৌড়াগমন সম্বন্ধে কোন রাজকীয় গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য কি?

'গুরুচরিতকথাচরিত্র' ও প্রাচীন আসাম বুরঞ্জীপাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে (বর্ত্তমান কোচবিহারের অন্তর্গত) কামতাপুর নামক স্থানে দুর্লভনারায়ণ নামে এক জন রাজা ছিলেন। [কামতাপুর দেখ।] গৌড়েশ্বর তাঁহার সহিত বন্ধুতাস্থাপন করিয়া তাঁহার রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ৭জন ব্রাহ্মণ ও ৭ জন কায়স্থকে কাররূপে পাঠাইয়া দেন, ঐ ৭ জন ব্রাহ্মণের নাম—কৃষ্ণপণ্ডিত, রঘুপতি, রামবর, লোহার, বয়ান, ধর্ম্ম ও মধুর এবং ৭ জন কায়স্থের নাম—হরি, শ্রীহরি, শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, সদানন্দ ও চণ্ডীবর। কামরূপরাজ তাঁহাদের 'বারভূঁঞা' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহাদের মধ্যে কায়স্থ চণ্ডীবর বিদ্যা, বুদ্ধি ও বীরত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন. তিনি 'শিরোমণি-ভূঁঞা" উপাধিলাভ করেন। তিনি দেবীপূজক ছিলেন এবং "দেবীদাস" বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন।

আসামবুরঞ্জী লেখকেরা অনুমান করেন যে, তাঁহারা গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন*।

দেবীপূজক চণ্ডীবরের বীরগাথা কামরূপের ঘরে ঘরে প্রসিদ্ধ। তিনি দুইবার ভোটানরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ছিলেন। চণ্ডীবরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজধর ১১৫০ শকে শিরোমণি ভূঁঞা হন। বিখ্যাত শঙ্করদেব এই রাজধরের পৌত্র। বঙ্গে যেমন বৈষ্ণবেরা চৈতন্যদেবের পূজা করেন, কামরূপেও বৈষ্ণবগণ সেইরূপ শঙ্করদেবকে ততোধিক ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই শঙ্করদেবই সর্ব্বপ্রথম আসামী ভাষায় বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচার করেন। বাঙ্গালায় যেমন গৌরাঙ্গদেব, কামরূপে তেমনি শঙ্করদেব বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

কোচবিহারাধিপ নরনারায়ণের সভায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ অবস্থান করিতেন। অনেকেই তাঁহাকে ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন‡। বোধ হয় রাজা দুর্লভনারায়ণের সময়ে যে ৭ জন ব্রাহ্মণ গিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের কাহারও উত্তরপুরুষ হইবেন।

কামরূপে যে কারণে ব্রাহ্মণকায়স্থ গিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল। আমাদের বোধ হয়, কামরূপের ন্যায় ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ গৌড়ের সুশৃঙ্খলা স্থাপনের নিমিত্ত এবং রাজকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য রাজনৈতিক কর্ম্মচারী (Political Officer)-রূপে কনোজরাজ অথবা

---

(১৫) "গোযানেনাগতাঃ বিপ্রাঃ অশ্বে যোধাদিকস্তথা।
গজে বসুঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥"
দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

* গুণাভিরাম বড়ুয়ার আসামবুরঞ্জী ৫৬ পৃষ্ঠা। [বিশ্বকোষে কামরূপ শব্দ ৫২৩ পৃষ্ঠা দেখ।]

† বিশ্বকোষ ৩ ভাগ ৫২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ Sir Raja Saurindra Mohan Tagore's Kaviratnashya, Preface.

জয়াপীড় কর্ত্তৃক গৌড়ের রাজসভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। গৌড়ে সমাগত আদি ব্রাহ্মণদিগের ঊর্দ্ধতন পুরুষ ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ, মন্ত্রী পশুপতি কায়স্থপ্রবর সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালী মনোযোগপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে, উত্থাপিত যুক্তি অনেকটা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

ঘটককারিকামতে, পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমনের পর আদি শূরের সময়ে তাঁহাদের দারপুত্রাদি এবং নাগ নাথ ও দাস এই তিন জন কায়স্থ দারাদিসহ আসিয়াছিলেন।

সেনবংশগণ। ইতিপূর্ব্বে আদিশূরের সময় নিরূপণ প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে মহারাজ বল্লালসেনদেব ১০৯১ শাকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) দানসাগর প্রণয়ন করেন। কিন্তু ৺রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি পুরাবিদগণ সময়প্রকাশের ভ্রমাত্মক পাঠের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন যে '১০১৯ শাকে অর্থাৎ [illegible]০৯৭ খৃষ্টাব্দে দানসাগর রচিত হয় (১)" এবং তদনুসারে তাঁহারা ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালের অভিষেককাল অবধারণ করিয়াছেন (২)।

দানসাগরে লিখিত আছে—

অত্র সম্বৎসরাদি সময় বিশেষ পরিজ্ঞানায় দানসাগরস্য নির্ম্মাণ কালাশ্রয় সম্বৎসর প্রতিপাদনায় লেখ্য।

নিখিলচক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লালসেনেন পূর্ণে
শশি নব দশ মিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ।
রবিঘ্নগণা [illegible] দানসাগরস্যাস্য
[illegible] স পরীমানবাদ্। বৎসর [illegible]
তদেবমেকনবত্যধিকবর্ষসহস্র [illegible] থাকে।
সম্বৎসরা [illegible] বিষপরায়ণ চ
সম্বৎসরপরিবৎসরবর্ষাদিবৎসরবৎসর

[দানসাগর হস্তলিপি ২০ পত্র ১ পৃ]

চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্বল্লালসেন কর্ত্তৃক ১০৯১ শকবর্ষে দানসাগর রচিত হয়। রবিঘ্নগণ [illegible] দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাতেই সম্বৎসরাদি বর্ষ জ্ঞান হইবে সুতরাং এই নিয়মানুসারে দানসাগরের রচনা সময়ে সম্বৎসর নামক বর্ষ লাভ হইবে অর্থাৎ যে সময়ে দানসাগর রচিত হইয়াছিল, সেই বৎসর সম্বৎসর বর্ষ হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত [illegible] যায় ইহা প্রতিপাদিত হইল। যথা অত্র সম্বৎসরাদিসময়বিশেষপরিজ্ঞানায় দানসাগরস্য নির্ম্মাণকালাশ্রয় সম্বৎসরপ্রতিপাদনায় লিখ্যতে —

(তত্র রবিঘ্নগণা —১০৯১ শক

[illegible] ইহাকে [illegible] দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট [illegible] থাকে। ইহাতে সম্বৎসর নামক বর্ষ হইবে [illegible] অবশিষ্ট থাকিবে

দানসাগরের উক্ত বচন দ্বারা [illegible] সপ্রমাণ হইতেছে যে ঐ গ্রন্থ বল্লালসেন কর্ত্তৃক [illegible] শকে রচিত হইয়াছে এরূপ স্থলে বল্লালসেনদেবের [illegible] সময় নির্ণয় করিয়াছেন তাহাই মুখ্য ও [illegible] প্রমাণ করিত বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত।

দেবীবর, বাচস্পতি [illegible] কুলাচার্য্যগণের মতে বল্লালসেন [illegible] কেহ আদিশূরের পুত্র কেহ বিশ্বক্সেনের পুত্র [illegible] সেনের পুত্র কেহ লক্ষ্মণসেনদেবের পুত্র আবার কেহ [illegible] আরও বৈদ্যজাত বলিয়া [illegible] করিয়াছেন। যাঁহারা বলুন এই আধুনিক কুলাচার্য্যদিক সমস্ত অথবা একদেশ [illegible] জনপবাদ [illegible] বক্তব্য এরূপ স্থলে সেনরাজগণের [illegible] লিপি তাঁহাদের প্রদত্ত শাসনপত্রের উপর [illegible] বিশ্বাস করিতে হইবে।

দানসাগরে বল্লাল বিজয়সেনের পুত্র [illegible] সেনের পৌত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন [illegible] শতাধিকবার [illegible] গৌড়েশ্বর [illegible] এই নামে আখ্যাত হইয়াছেন (৩)।

[১] নিখিল নৃপচক্রতিলকশ্রীমদ্বল্লালসেনদেবেন পূর্ণে শশিনবদশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ।" ৺রাজেন্দ্রলাল প্রকাশিত সময়প্রকাশ।

কিন্তু আমরা যে সময়প্রকাশ দেখিয়াছি তাহাতে "পূর্ণে শশিনব দশমিতে শকা[illegible]" এইরূপ প্রকৃত পাঠ আছে।

[২] তাঁহাদের মতে আবুলফজলের মতানুসারে বল্লালের রাজ্যারম্ভ ১০৬৬ খৃঃ অঃ। কিন্তু আবুলফজল আইন অকবরীর কোথাও বল্লাল-সেনের সময় নিরূপণ করেন নাই। তাঁহার মতে গৌড়াধিপ বল্লাল ৫০ বর্ষমাত্র রাজত্ব করেন। See H S Jarrett's Ain i Akbari Vol II p 146)

* বঙ্গীয় [illegible] বেহারের [illegible] হইয়াছে See H [illegible] I [illegible] কিন্তু [illegible] কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন [illegible] পারে না। (Jour [illegible] B [illegible] p [illegible] 143 [illegible] দেখ।)

(৩) "হেমন্তঃ [illegible] কৈলাসিকৈ
[illegible] হেমন্তসেনোহভবৎ।
তস্মাদ্ বিজয়সেনো প্রাদুরাসীদরেন্দ্রো
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরব্রতম্ ॥
[illegible] সংকোচিতঃ [illegible]
শ্রীবল্লালনৃপস্ততোহজনি [illegible]।

দানসাগর (সূচনা)।

(৪) তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনদেব ও লক্ষ্মণপুত্র কেশবসেনদেব ও স্ব স্ব প্রদত্ত তাম্রশাসনে 'শঙ্করগৌড়েশ্বর' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

বল্লালের পিতা বিজয়সেনের শিলালিপিপাঠে জানা যায়, তিনি দাক্ষিণাত্যক্ষৌণীন্দ্র বীরসেনবংশীয় সামন্তসেনের পৌত্র এবং হেমন্তসেনের পুত্র, যশোদেবীর গর্ভজাত।

অতএব যখন দেখা যাইতেছে শিলালিপি ও দানসাগরের পরস্পর ঐক্য হইতেছে তখন অপরাপর আধুনিক প্রমাণ অপেক্ষা দানসাগরের বিবরণই সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেনদেব এবং তৎপুত্র কেশবসেন দেব স্ব স্ব তাম্রশাসনে 'ওষধিনাথবংশ' (১) ও 'সোমবংশ-প্রদীপ' (২) এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন

কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসনে সেনরাজগণ অম্বষ্ঠবৈদ্য আখ্যায় অভিহিত হন নাই। সুতরাং উক্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসন দ্বারা বল্লালসেনদেবও যে চন্দ্রবংশোদ্ভব ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

দানসাগরের প্রারম্ভে বল্লালও ক্ষত্রিয়চরিত্রের আভাস দিয়াছেন (৩)

বিজয়সেন কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহাতে খোদিত আছে, বল্লাল সেনের পিতামহ সামন্তসেন ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত। (৪)

(১) "কুমীন্দ্র ক্ষ্ট্রমৌষধিনাথবংশে"

Jour As Soc Bengal 1840 pt I p 11

(২) সেনকুল কমলবিকাশ ভাস্কর সোমবংশ প্রদীপ

Journ As Soc Bengal Vol VII p 45

(৩) "হংসোন্নিতৈককরবে অভিজাতমনুগুরুকন্দ্রচারিন্ধুচর্য্যা।

অর্থ প্রাগেতাত্রৈণ: কলিচকিতসদাচারসকারসীমা।"

দানসাগর (সূচনা)

(৪) ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ কেহ শ্রেষ্ঠক্ষত্রিয় (Noblest Kshatriya) লিখিয়াছেন। [Journ As Soc Bengal 1866 pt I p 144] শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকায় ব্রহ্মক্ষত্রের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন—

'ব্রহ্মণ. ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রস্য ক্ষত্রিয়স্য চ যোনি: কারণং ক্ষত্রিয়েষেব কেচিদ্ভগো দিনেবাৎ ব্রাহ্মণং গতমিতি।" (বিষ্ণুপু° ৪।২১।৩৪)

স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে পরশুরামকে 'ব্রহ্মক্ষত্র' বলা হইয়াছে। যথা—

"পরশুরাম উবাচ।

ভৃগুবংশসমুৎপন্নং বিদ্ধি মাং ব্রাহ্মণং প্রভো। ।

জমদগ্নিসুতং রামং রেণুকায়াঃ প্রিয়ঙ্করম্। ১৩।

ব্রহ্মক্ষত্রং সমাজ্ঞেয়মিতি নিশ্চিত্য সত্তম।

আরাধিতোঽপি তপসা প্রণুর্বি ভার্গবিসত্তমে।" ১৩ ।

রেণুকামাহাত্ম্য ১৫ অ:।

পরশুরাম ব্রাহ্মণ, জমদগ্নির ঔরসে ক্ষত্রিয়রাজকন্যা রেণুকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, সেই জন্য ব্রাহ্মণ হইলেও পুরাণকার তাঁহাকে 'ব্রহ্মক্ষত্র' বলিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে দাক্ষিণাত্যের প্রধান কায়স্থ-গণ অদ্যাপি ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে পরিচিত এবং তাঁহারা আপনা-দিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, বিজয়সেনের শিলালিপিতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বীরসেনকে "দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র" বলা হইয়াছে। সেনরাজগণের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেন, তাহা ঐ শিলালিপির বচন দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব তাঁহারাও দাক্ষিণাত্য কায়স্থের ন্যায় যে আপনাদিগকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' আখ্যায় অভিহিত করিবেন তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ—সেনরাজদিগের রাজত্বকালে কতক-গুলি গৌড়কায়স্থ গৌড়দেশ হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বেহার প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করেন, তাঁহারা বহুদিন হইল গৌড়দেশের সংস্রব ছাড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তরপুরুষগণ অদ্যাপি সেনরাজগণকে প্রকৃত "কায়স্থ" বলিয়া জানেন।

বল্লালসেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন (৬) ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা কায়স্থ ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণের পরই কায়স্থের পদ-মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই লক্ষ্মণসেন দেবের রাজত্বকালে পুরুষোত্তমদত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত মহাসান্ধিবিগ্রাহক পদে, দাসবংশীয় বটুদাস মহাসামন্তপদে এবং তৎকালীন বিখ্যাত কবি শ্রীধরদাস মহামাণ্ডলিকপদে নিযুক্ত ছিলেন। (৭) বোধ হয় এই নিমিত্তই লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ স্মৃতিসংগ্রহকার শূলপাণি (৮) দীপকলিকা নাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যটীকায় "কায়স্থৈঃ রাজবল্লভাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ" অর্থাৎ কায়স্থ রাজবল্লভপ্রযুক্ত প্রভাবশালী এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে কায়স্থগণ দ্বিজাতির অন্তর্গত এবং ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত। এখন বোধ হইতেছে, আদিশূরের ন্যায় কুলবিধাতা বল্লালসেনও ঐরূপ

এদিকে বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণে দেখা যায় যে, পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয় হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশীয় রাজগণ 'ব্রহ্মক্ষত্র' নামে কথিত হইয়াছেন। পুরাণের মতে ক্ষেমকেই শেষ ব্রহ্মক্ষত্র রাজা। তাঁহার সহিত ব্রহ্মক্ষত্রবংশের লোপ হয়। সুতরাং পুরাণ-অনুসারে সেনরাজগণ ক্ষেমকবংশসম্ভূত হইতে পারেন না। যজুর্ব্বেদে ব্রহ্মক্ষত্র শব্দ আছে, ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন—ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রবীর্য্যান্।

(৫) H H Risley's Tribes and Castes of Bengal, Vol. I p. 441.

(৬) প্রবাসনমিশ্রপ্রণীত প্রস্তাবশাবলী মতে, লক্ষ্মণসেন ব্রাহ্মণাদির সমীকরণ করেন।

(৭) তৎকালে কোন বৈদ্যজাতি যে এরূপ উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। (৮) Notices of Sanskrit Mss. Vol II. p 104

ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত ছিলেন। আইন অকবরীমতে, বল্লালসেন ৫০ বর্ষ রাজত্ব করেন। দানসাগরের উপসংহারপাঠে বোধ হয়, বল্লাল শেষাবস্থায় সংসারাশ্রম হইতে দূরে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। অতএব দানসাগরের রচনাকালই যদি তাঁহার রাজত্বকালের শেষ অব্দ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আইন অকবরীর মতে (১০৯১ হইতে ৫০ বাদে) ১০৪১ শকে (১১১৯ খৃঃ) তাঁহার অভিষেক হয় এবং ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনদেব পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ তাঁহার রচিত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে পরিচয় দিয়াছেন—শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেব নৃপতি তাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনারম্ভে মন্ত্রীর পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকার প্রদান করেন।" (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব ১। ১২)।

লক্ষ্মণসেনের প্রিয়পাত্র বটুদাস মহাসামন্তের পুত্র মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাস তদ্বিরচিত সদুক্তিকর্ণামৃতের উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"শাকে সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতে শরদাম্।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে * ॥
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেষু পরার্থহেতবে কুতুকাৎ।
শ্রীধরদাসেনেদং সদুক্তিকর্ণামৃতং চক্রে ॥"

সদুক্তিকর্ণামৃত ৫ম প্রবাহ।

১১২৭ শকে (১২০৫ খৃষ্টাব্দে) শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনরাজের ৩৭ বর্ষ ফাল্গুনমাসের বিংশতি দিবসে শ্রীধরদাস সদুক্তিকর্ণামৃত রচনা করেন।

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেনদেব ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন গ্রহণ করেন। সদুক্তিকর্ণামৃতপাঠে জানা যাইতেছে, যে ১২০৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের ৩৭ বর্ষ রাজত্ব চলিতেছে।

হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের অনুবর্ত্তী হইলে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, রাজা লক্ষ্মণসেন বহুদিন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন, যে, ১২০৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বখ্তিয়ার লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ অধিকার করেন। (৯) তৎকালীন মুসলমান ইতিহাস লেখক মিন্হাজুদ্দীন্ লিখিয়াছেন, 'বখ্তিয়ারের সমস্ত সৈন্য আসিয়া পৌঁছিল, (নদীয়া) নগরের চারিপার্শ্ব অধিকৃত হইল,—রায় লখ্মণিয়া সকনাট (সমতট) ও বঙ্গাভিমুখে পলায়ন করেন। তথায় অতি অল্পকালই রাজত্ব করিয়াছিলেন।' (১০)

* ৺ রাজেন্দ্রলাল সদুক্তিকর্ণামৃতের যে হস্তলিপি দেখিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশে।" এইরূপ পাঠ আছে।

Notices of Sanskrit Mss Vol III p 14

(৯) তবকাৎ ই নাসিরির ইংরাজী অনুবাদক মেজর রেভার্টি সাহেবের মতে, বখ্তিয়ার ৫৯০ হিজিরি অর্থাৎ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ জয় করেন (Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p 550n) ব্লকম্যান সাহেবের মতে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে (Blochmann's Contribution to the Geography and History of Bengal, in J A S B 1873 pt I p. 211), উইলফোর্ড সাহেবের মতে ১২০৭ খৃষ্টাব্দে (Asiatic Researches, Vol. IV p 203) এবং টমাস সাহেবের মতে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত ঘটনা হইয়াছে। (Thomas, Initial Coinage of Bengal) শেষোক্ত মত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইল।

(১০) Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p 558 মিন্হাজের মতে—রায় লখ্মণিয়া ৮০ বর্ষ রাজত্ব করেন এবং তাঁহার দীর্ঘ রাজ্যকাল সম্বন্ধে তিনি এক অদ্ভুত গল্প লিখিয়াছেন, তাহা এই—'লখ্মণিয়া যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া বলিলেন যে, এখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নিতান্ত হতভাগ্য হইবে আর দুই ঘণ্টা পরে যদি সন্তান জন্মে, তাহা হইলে তিনি ৮০ বর্ষ জীবিত থাকিয়া রাজত্ব ধারণ করিবেন। এই কথা শুনিয়া রাজমাতা আদেশ করিলেন 'যতক্ষণ না শুভলগ্ন হয়, ততক্ষণ আমার পা দুইটি উপরদিকে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখ। আদেশ প্রতিপালিত হইল। তাহার দুই ঘণ্টা পরে রায় লখ্মণিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন। রাজমাতা সেই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। অমাত্যবর্গ শিশু লখ্মণিয়াকে রাজা করিলেন।

(Tabakat i Nasiri p 556)

মিন্হাজ এই গল্পটি বখ্তিয়ার কর্ত্তৃক নদীয়া বিজয়ের প্রায় ৫৫ বৎসর পরে একজন মুসলমানের নিকট লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) নগরে শ্রবণ করেন। এরূপ স্থলে এই উপাখ্যানটি কতদূর সত্য?—সম্ভবতঃ অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হয়।

৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কয়েক জন পুরাবিৎ ঐ লখ্মণিয়াকে 'লাক্ষণেয়' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, বখ্তিয়ারের সমসাময়িক রায় লাক্ষণেয়ের অপর নাম অশোকসেন (চন্দ্র) তিনি লক্ষ্মণসেনের পৌত্র। (Mitra's Indo Aryans, Vol II p 251)

আবার কেহ লিখিয়াছেন, "বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনদেবের ৫৩ বৎসর অন্তে অর্থাৎ ১০৮১ শকাব্দে (১১৫৯ খৃষ্টাব্দে) আমরা অশোকচন্দ্র দেবকে গৌড়ের রাজাসনে দেখিতে পাই।...অশোকচন্দ্রের পর (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন।" (সেনরাজগণ ৩৮ পৃঃ)

উপরোক্ত উভয় মতই সমীচীন বোধ হইল না। ১ম, লখ্মণিয়া হইতে লাক্ষণেয় শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে না। লক্ষ্মণের পরিবর্ত্তে পশ্চিমাঞ্চলে লছ্মন, লছমণিয়া ও লখ্মণিয়া নাম সচরাচর চলিত। মিন্হাজ পশ্চিমাঞ্চলের লোক। তিনি 'লখ্মণিয়া' শব্দে লক্ষ্মণসেনেরই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

২য়, বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধমন্দির হইতে অশোকচন্দ্রদেবের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত হন নাই।

তৎকালে নদীয়া হইতে লক্ষণাবতী পর্য্যন্ত ভূখণ্ড মুসলমানের করালকবলে পতিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মিনহাজুদ্দীন ঐ ঘটনার ৫৫ বর্ষ পরে লিখিয়াছেন, "অদ্যাপি বঙ্গে লখ্মণিয়ার বংশধরগণ (স্বাধীন ভাবে) রাজত্ব করিতেছেন।" (১১)

বাস্তবিক লক্ষ্মণসেনের পর তৎপুত্র মাধবসেন কিছুকাল পূর্ব্ববঙ্গ ও সমতটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আইন অকবরীর মতে তিনি ১০ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। তিনি আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেশবসেনকে রাজ্যভার দিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তীর্থযাত্রায় অতিবাহিত করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই দেবী সারদার প্রসাদে কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন (১২)। সম্ভবতঃ তিনি কেদারনাথে গিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অদ্যাপি হিমালয়ের তুষারাবৃত কুমায়ুনের আলমোরা-নগরের অনতিদূরবর্ত্তী 'যোগেশ্বর' মন্দির-গাত্রে শিলালিপি দ্বারা মাধবসেনের কীর্ত্তি ঘোষিত হইতেছে (১৩)। কেবল মাধবসেন যে হিমালয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন, এমন নহে, তাঁহার সহিত ম্লেচ্ছপ্রপীড়িত ব্রাহ্মণগণও গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণবংশীয় রুদ্রশর্ম্মার নাম কেদারভূমির বা লক্ষ্মণক্ষিতিরবধাতু তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ রহিয়াছে (১৪)।

লক্ষ্মণসেনের কনিষ্ঠ পুত্র কেশবসেন বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসনে তিনি 'শঙ্করগৌড়েশ্বর' নামে আপনার ও পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি স্বাধীনভাবে অনেকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তিনি কোন স্থানের রাজা ছিলেন অথবা সেনরাজগণের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, শিলালিপিপাঠে কিছুমাত্র জানা যায় না। ঐ শিলালিপির শেষে "শ্রীচ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদানামতীতরাজ্যে" এই মাত্র খোদিত থাকায় কেবল অনুমান দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্মণসেনবংশীয় বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ অশোকচল্লের শিলালিপির অঙ্কে যে সময় লিখিত হইয়াছে, তাহা বিচারে অস্পষ্ট। ইত্যাদি কারণে ঐ শিলালিপি দ্বারা কোন ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার উপায় নাই। সুতরাং অশোকচল্লকে সেনবংশীয় গৌড়েশ্বর অথবা তাঁহার অপরনাম 'লাক্ষ্মণেয়' বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

অতএব, দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের প্রমাণাভাব। প্রথমতঃ যখন দেখা যাইতেছে, বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন ১১২৭ শকে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং ঐ সময়ে বখ্তিয়ার নদীয়া আক্রমণ করেন। তখন দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ।

(১১) Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p 558.

(১২) মহামাণ্ডলিক শ্রীবল্লাল সূক্তিকর্ণামৃতে তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন।

(১৩) E Atkinson's Himalayan District, p. 492.

(১৪) ১১৪৫ শকে মাধবসেন কর্তৃক এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়। তাম্রশাসনে রুদ্রশর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণকে "আদ্য ব্রাহ্মণ" বলা হইয়াছে। (See E. Atkinson's Kumaon, p 516.)

কেশবসেনের পর আর সেনবংশীয় রাজগণের নাম তাম্রশাসনে অথবা তৎসাময়িক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

আইন-অকবরীর মতে, কেশবসেনের পর সদাসেন বা সুরসেন (১৮ বর্ষ,) তৎপরে রাজা নৌজা বা নারায়ণ (৩ বর্ষ) রাজত্ব করেন। মিনহাজের তবকাৎ-ই-নাসিরিপাঠে জানা যায় যে, ১২৬০ খৃষ্টাব্দেও সেনবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন (১৫)।

এখানে কায়স্থকুলবিধাতা বল্লালের বংশাবলী ও তাঁহাদের অভিষেককালপ্রদর্শনার্থ একটি তালিকা দেওয়া হইল *।

বিজয়সেন
|
বল্লালসেন (১১১৯ খৃঃ অঃ)
|
লক্ষ্মণসেন (১১৬৯ খৃঃ অঃ)
|
মাধবসেন (১২০৬ খৃঃ) কেশবসেন (১২১৩ খৃঃ অঃ)
|
(?) সুরসেন (১২৩১ খৃঃ অঃ)
|
(?) নারায়ণ (১২৪৯ খৃঃ অঃ)

বল্লালকৃত শ্রেণীবিভাগ।—বল্লালসেনের সময়ে কায়স্থগণ বঙ্গজ, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে বঙ্গে মকরন্দঘোষবংশীয় চতুর্ভুজ, দশরথবসুবংশীয় লক্ষ্মণ ও পুরুষোত্তম, বিরাটগুহের উত্তরপুরুষ দশরথগুহ ও কালিদাস মিত্রের উত্তরপুরুষ তারাপতি মিত্রকে বল্লালসেন মুখ্য কুলীন বলিয়া নির্ব্বাচন করেন।

তৎকালে দত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত (১৬), নাগবংশীয় দশরথ নাগ, নাথবংশীয় মহানন্দ নাথ এই তিন জন "মধ্যল্য" হইলেন।

দাসবংশীয় চন্দ্রশেখর দাস, সেনবংশজাত গদাধর সেন, করবংশীয় দামোদর কর, দামবংশীয় ভবাপতি, পালিতবংশীয় জন, চন্দ্রবংশোদ্ভব নারায়ণ, পালবংশীয় আবপাল, রাহাবংশীয় কৃষ্ণরাহা, ভদ্রবংশীয় দিগম্বর ভদ্র, ধরবংশীয় ব্যাসধর, নন্দীবংশীয় প্রভাকর নন্দী, দেববংশীয় কেশবদেব, কুণ্ডবংশীয় আদপতি কুণ্ড, সোমবংশীয় বংশধরসোম, সিংহবংশীয়

(১৫) Journ. As Soc Bengal, Vol. XLII pt. I p. 212.

* বল্লালের কায়স্থজাতির সহিত সেনরাজগণের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। বল্লালের পূর্ব্বতন জানিতে হইলে প্রথমে সেনরাজগণের সময় নিরূপণ করা উচিত বোধে সেনরাজগণের এমত আবশ্যক লিখিত হইল।

(১৬) ইনি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে ইঁহার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ফরিদপুর অঞ্চলে ইঁহার বংশীয়গণ "অর্দ্ধকুলীন" বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা মৌদ্গল্যগোত্রজ। দক্ষিণরাঢ়ে ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্তগণের বাস। দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকায় ঐ ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্তগণকে পূর্ব্বোক্তদের বংশধর বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

রত্নাকরসিংহ, রক্ষিতবংশীয়, নারায়ণরক্ষিত, অঙ্কুরবংশীয় দেবগর্ভ, বিষ্ণুবংশীয় দৈত্যারি বিষ্ণু, আঢ্যবংশীয় ত্রিলোচন আঢ্য, নন্দনবংশীয় উমাপতি নন্দন এই ২০ জন বল্লালসেন কর্তৃক "মহাপাত্র' নামে আখ্যাত হইলেন (১৭)।

দক্ষিণরাঢ়ীয়।—ঘোষবংশীয় প্রভাকর ও নিশাপতি, বসু বংশীয় ভক্তি ও মুক্তি, মিত্রবংশীয় ধুই ও গুই, এই ছয়জন প্রকৃত মুখ্য পদাভিষিক্ত হইয়া রাজসভায় বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন। [কুলীন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বল্লাল ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন কায়স্থদিগকে যেরূপ কুল-বদ্ধ করিয়া যান, কয়েক পুরুষ পরে তাহার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। সেই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য রাজা দনুজমর্দন রায় বল্লাল-নির্দ্ধারিত প্রথায় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া কায়স্থদিগকে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

বর্ণিকৃত তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামক পারস্য ইতিহাস পাঠে জানা যায়—এই দনুজরায় সুবর্ণগ্রামে একজন প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। সুলতান বলবন্ যৎকালে বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মুঘিসুদ্দীন্ তুগ্রলকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে জাজনগর (ত্রিপুরা) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে (১২৮০ খৃঃ) দনুজরায় সম্রাটকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ জলযোদ্ধা (১৮) ছিলেন। এই দনুজরায় অবশেষে উত্যক্ত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন এবং "সমাজপতি" উপাধি গ্রহণ করিয়া এইরূপ কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন।

কুলীন।—ঘোষ, বসু, মিত্র *, গুহ।

মধ্যল্য।—মৌদ্গল্যগোত্রীয় দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস।

মহাপাত্র।—সেন, সিংহ, দেব, রাহা।

(নিম্ন) মহাপাত্র।—কর, দাস, পালিত, চন্দ, পাল, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, কুর, বিষ্ণু, আঢ্য, নন্দন।

অচলা।—হোড়, বর, বরণী, বাণ, আইচ, দৈ, সুর, শাল, গুহ, বিন্দু, গুই, বল, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, রুড়, আদিত্য, শীল, খিল, গুপ্ত, চাকি, বন্ধু, শাকি, হেস, সুরহু গণ্ড, রাণা, রাহুত, দাহক, দান, গব, অপ, মান, থাম, ক্ষেম, তোষক, দৈ, ধর, দেব, ভূত, অর্ণব, ব্রহ্ম, ইন্দ্র, শক্তি, সঙ্গ, জন্মা, আশ, বর্দ্ধন, হেম, বক, অঙ্ক, কীর্ত্তি, ক্ষীর, ধনু, গুণ, বল, মনন, দাড়িক, চাক, শ্যাম, পুঞ্জি, গণ্ডু, নাদক, খোই, হোম, চাপক, ঢোল, দুত্ত ইত্যাদি। মতান্তরে ৬৪ ঘর কায়স্থ অচলা।

দনুজরায়ের পর চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় রাজগণ বঙ্গের "সমাজপতি" ছিলেন। গুহবংশীয় রাজা প্রতাপাদিত্য "সমাজপতি" হইবার জন্য চন্দ্রদ্বীপপতি রামচন্দ্রকে কন্যাদান করিয়া বিবাহের রাত্রে তাঁহাকে মারিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থগণের প্রাধান্যকালে বঙ্গজকায়স্থগণ প্রধানতঃ চারিসমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যথা—চন্দ্র দ্বীপ (শিরস্থান), যশোর (বাহুস্বরূপ), বিক্রমপুর (উরুদেশ), ফতেয়াবাদ (পাদদেশ)।

রাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক যশোরসমাজ, বারভূঞার অন্যতম চাঁদরায় ও কেদাররায় কর্তৃক বিক্রমপুরসমাজ এবং সুবিখ্যাত বীর মুকুন্দরায় কর্তৃক ভূষণা বা ফতেয়াবাদ সমাজ স্থাপিত হয়। এতদ্ভিন্ন বাজু (ঢাকা ও ময়মনসিংহ) সমাজ ছিল, এই সমাজ অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত হয়। [চন্দ্রদ্বীপ, যশোর ও কুলীন শব্দ দেখ।]

রাঢ়ীয়।—রাঢ়ীয় কায়স্থেরা দুইভাগে বিভক্ত, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও উত্তররাঢ়ীয়।

দক্ষিণরাঢ়ীয়—কুলাচার্য্য কার্ত্তিকায়তে কৌলীন্যমর্য্যাদা পাইবার পর মকরন্দঘোষের উত্তরপুরুষ ভক্তি বালীগুা সমাজে ও গুই টেকাসমাজে শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন বংশজগণের কয়েকটি সমাজ স্থাপিত হয়। যথা—

বংশজ ঘোষদিগের আকনা, বাঁশাড়, কমাড়ি, সোনাখালা, খানিয়া ও বাঁকড়ালি।

(১৭) "বসুবংশে চ মুখ্যৌ দ্বৌ খ্যাতৌ লক্ষ্মণপূষণৌ।
ঘোষেষু চ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজমহাকৃতিঃ।
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে তারাপতিস্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব মিত্রে তারাপতিস্তথা।
নাগে দশরথশ্চৈব মহানন্দ নামকে।
চন্দ্রসেনস্তথা সেনে গঙ্গাধরস্তথা।
দাসেহপি বরকরঃ খ্যাতো নাথস্তু বাণপতিস্তথা।
পালিতে মদনস্তত্র স্যাৎ চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ।
পালে আদ্যঃ সমাখ্যাতো দাহাবংশে চ কৃষ্ণকঃ।
ভদ্রে বিশ্বম্ভরশ্চৈব ধরে তু ব্যাসসংজ্ঞকঃ।
প্রভাকরস্তু নন্দী স্যাৎ কেশবো দেবনন্দনঃ।
অধিপতিরিতি খ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্ত্তিতঃ।
সোমে বংশধরশ্চৈব সিংহে রত্নাকরস্তথা।
নারায়ণঃ সমাখ্যাতো রক্ষিতে চ তথা পরে।
দেবগর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যারিবিষ্ণুসংজ্ঞকঃ।
আঢ্যে ত্রিলোচনঃ খ্যাতো নন্দনে চ উমাপতিঃ।
বিংশতিঃ কথিতা এতে বল্লালেন মহাত্মনা।" দেবীবর।

(১৮) Tarikh-i-Firoz Shahi in *The History of India as told by its own Historian*, by H. M. Elliot, vol. III, p. 116

* বসন্ত মিত্র পুত্রহীন হওয়ায় দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, তদবধি বসন্ত মিত্রদিগের কুল নষ্ট হইয়াছে।

বংশজ বসুদিগের—বিবার্কা, খান্দুলী, চিত্রপুর, বীর্যাহ, গোহরি ও পকমূলী।

বংশজমিত্রদিগের—বাবলাভূমি, টাপড়া, বাঁতিয়া, চাক-নাই, কুমারহট্ট ও বালিয়া।

উক্ত সমাজ গঠিত হইবার কয়েক শতবর্ষ পরে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এমন কি মুখ্যকুলীন কুলভঙ্গ করিয়া মৌলিকের কন্যার সহিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিতে লাগিলেন (১)। পুনরায় সুনিয়ম স্থাপনের জন্য খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে সুলতান্ হসেনশাহের রাজস্বমন্ত্রী গোপীনাথ বসু (উপাধি পুরন্দর খাঁ) একজাই করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ পুনর্ব্বার নূতন ভাবে সংস্কার করেন। যথা—

কুলীন।—ঘোষ, বসু, মিত্র।

সিদ্ধমৌলিক।—দেব, দত্ত কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ * এই আট ঘর।

সাধ্যমৌলিক।—ব্রহ্ম, বিষ্ণু, রুদ্র, গণ, ভঞ্জ, অভ্র, নাগ, যম, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, রক্ষিত, আদিত্য, পাল, নাথ, বিন্দ, ধর, বাণ, গুণ, ঘর, তেজ, শক্তি, সাম, ধর, আইচ, অর্ণব, আশ, দামা, খিল, ইন, নীল, শান, রাজ, রাহুত, রাণা, শূর, কীর্ত্তি, বল, বর্দ্ধন, অঙ্কুর, নন্দী, বিন্দু, বর্ম্মা শর্ম্মা, ভূই, গুঁই, গণ্ড, দাম, নাদ, লোধ, গুপ্ত, হুই, গুপ্ত, বেদ, ধন, ক্ষুই, রাহা, দাহা, কুণ্ড, পই, ধরণী, হোড়, মান, হেশ, দণ্ডী, ক্ষোম, গুহ, ক্ষেম, খাম, ক্ষেম, খন্ন, বন্ধু এই ৭২ ঘর।

উত্তররাঢ়ীয়।—পুরন্দর খাঁ কর্তৃক মেল বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণরাঢ়ীয় কয়েক ঘর উত্তররাঢ়ে গিয়া বাস করেন, তাঁহারা উত্তররাঢ়ীয় নামে প্রসিদ্ধ হন।

জেমুয়াকান্দী, পাঁচথুপি, বাগডাঙ্গা, বজান, ছাতনে কান্দী প্রভৃতি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের সমাজ। সম্ভবতঃ রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এই উত্তররাঢ়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

(১) যাঁহারা প্রথম কুলভঙ্গ করেন তাঁহাদের মধ্যে আমরা বাঙ্গালার আদিকবি শ্রীকৃষ্ণবিজয়প্রণেতা মালাধরবসুর (উপাধি গুণরাজ খাঁ) নাম প্রাপ্ত হই. ইনি মুখ্য কুলীন হইলেও দত্তের কন্যার সহিত আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দেন। উক্ত পুরন্দর খাঁ ইঁহার আত্মীয় ছিলেন।

* পুরন্দর খাঁর সময়ে দক্ষিণরাঢ়ে গুহবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, এই জন্য বোধ হয় তাঁহারা কুলীনমধ্যে পরিগণিত হন নাই এইরূপ তৎকালে মৌদ্গল্যগোত্রজ দত্তের অভাবে তৎস্থানযোগ্যতায় গুহ 'সিদ্ধমৌলিক' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

উত্তররাঢ়ীয় কুলীন।—ঘোষ, সিংহ।

সদ্‌মৌলিক।—দাস, দত্ত, মিত্র।

সাধারণমৌলিক।—দাস, ঘোষ, কর, সিংহ।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের উক্ত ৯ ঘর মধ্যে দাস ($\frac{1}{2}$) ও কর ($\frac{1}{2}$) উভয়ে অর্দ্ধঘর মিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে সাত ঘর গণিত হয়।

বারেন্দ্র।—বল্লালসেনের বহু পরে কৃষ্ণনন্দী, নরদাস ও মুরারি চাকী বারেন্দ্রসমাজের পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া সিদ্ধসাধ্যভাবে নূতনসমাজ স্থাপন করেন। তদনুসারে বারেন্দ্র কায়স্থেরা এইরূপে বিভক্ত হন।

সিদ্ধ বা কুলীন।—নন্দী দাস, চাকী।

সাধ্য বা মৌলিক।—দত্ত, দেব, নাগ, সিংহ।

হেজ বা নিকৃষ্ট—দাম, ধর, গুণ, কর। প্রথম সাত ঘরই শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা পরস্পর সাতঘরের মধ্যে পাইলে আর হেজ বা নিকৃষ্টের সহিত আদান প্রদান করিতে চান না।

উক্ত সাতঘর যে যেখানে গিয়া বাস করেন, সেই স্থান বা সমাজের নামে পরিচিত হন। যথা—

দাসবংশ—ধাকি, বগুড়া, হরিপুর, গুধিয়, নাগরা, মধু-রামদীঘি, চৌপাকিয়া, পাবনা, বালক, কেচুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, যশগ্রাম, মাণিকদিহি।

নন্দী—পোতাজিয়া, চিপুলিয়া, চণ্ডীপুর, সাধুখালি, দিল-পসার, রহিমপুর, মুনিদহ, বেথুড়িয়া, করজ।

চাকী চক্রবাড়, মৌরট্ট, শঙ্খুবন, সরিষা, সেকেন্দ্রপুর, বলসুড়া, গোবিন্দপুর, অষ্টমনিষা, এদবাড়ী, মুরহর, দুর্লভপুর, চাকচৈর, রামদীয়া, দিলপসার, হেমরাজপুর, বাগুটিয়া, সিমু-লিয়া, হেলঞ্চ, পানানগর, কুমারী, রঘুনাথপুর।

নাগ—শৌলকূপা, সরগ্রাম, রামনগর, কাঁটাপুকুর, পাথ্-রাইল, বালক, সিন্দা, গাঁড়াদহ, নন্দনকাঁদি, কত্তেউল্লাপুর মুরুকা, শতইকাঁদি, গড়বড়া, জৈয়দিঘরি, মেদবাড়ী, ডাঙ্গা-পাড়া, আতালিয়া, সিমুলিয়া।

সিংহ—করডাঙ্গা, চোরা, ঊধুনিয়া।

দেব—কাপলোণা, কাকদহ, হিঙ্গুবাদিয়া, চিহলিয়া, ডাঙ্গাল।

দত্ত—বটগ্রামী, কাউয়াড়ি, রাধানগর, রূপাট, সেখুপুর।

বারেন্দ্র কায়স্থেরা বলেন, উক্ত সাতঘর ও সমাজ ভিন্ন অপর যে কায়স্থ বরেন্দ্রভূমে বাস করে, তাহারা বারেন্দ্র-সমাজভুক্ত নহে।

গোত্র ও প্রবর।—বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও প্রবর প্রচলিত। যথা—

উপাধি	গোত্র	প্রবর
বসু	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
ঘোষ*	সৌকালীন	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য,কাবষত্য,নৈধ্রুব।
গুহ†	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
মিত্র	বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক।
দত্ত	মৌদগল্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	কৃষ্ণাত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস।
	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ	(কাশ্যপগোত্রের প্রবর)
	আলম্যান	আলম্যান, শাকায়ন, শাকটায়ন।
	বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।
	সোপায়ন	সোপায়ন, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
	ঘৃতকুশিক	ঘৃতকৌশিক, কৌশিক, বন্ধুল।
নাগ	সৌকালীন	(পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে)
নাথ	কাশ্যপ	„
সেন	আলম্যান	„
	কাশ্যপ	„
	ধন্বন্তরি	ধন্বন্তরি, অপ্সার, নৈধ্রুব, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	বাসুকি	অকোতা, অনন্ত, বাসুকি।
সিংহ	ভরদ্বাজ	(পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	„
	ঘৃতকৌশিক	„
	গৌতম	„
	বাৎস্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	সাবর্ণ	„
দাস	আত্রেয়	আত্রেয়, শাতাতপ, শঙ্খ।
	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	আলম্যান	„
	মৌদগল্য	„
	গৌতম	„
	ঘৃতকৌশিক	„
কর	জামদগ্ন্য	জামদগ্ন্য, ঔর্ব্ব, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	আলম্যান	„
	গৌতম	„
	মৌদগল্য	„
দাম	শাণ্ডিল্য	„
	ভরদ্বাজ	„
পালিত	ভরদ্বাজ	„
	শাণ্ডিল্য	„
চন্দ্র	কাশ্যপ	„
	ভরদ্বাজ	„
	মৌদগল্য	„
পাল	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	„
	ভরদ্বাজ	„
নন্দী	কাশ্যপ	„
	আলম্যান	„
দেব	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	„
	বাৎস্য	„
	ভরদ্বাজ	„
	আলম্যান	„
	বশিষ্ঠ	„
	গৌতম	„
	মৌদগল্য	„
কুণ্ড	কাশ্যপ	„
	গৌতম	„
সোম	লৌহিত্য	„
	কাশ্যপ	„
রাহা	শাণ্ডিল্য	„
ভদ্র	চন্দ্রঋষি	চন্দ্রঋষি, পরাশর, দেবল।
	ভরদ্বাজ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	আলম্যান	„
ধর	কাশ্যপ	„
রক্ষিত	বাৎস্য	„
	মৌদগল্য	„
অঙ্কুর	কাশ্যপ	„
	ভরদ্বাজ	„
বিষ্ণু	নারায়ণ	সাঙ্কৃতি
	ভরদ্বাজ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	„
	গৌতম	„
আঢ্য (আড্ড)	মৌদগল্য	„
	কাশ্যপ	„
	শাণ্ডিল্য	„
নন্দন	কাশ্যপ	„
	গৌতম	„
হোড়	মৌদগল্য	„
রাণা	মাণ্ডব্য	„
	কাশ্যপ	„
	হংসল	হংসল, বাসল, দেবল।
ভঞ্জ	আলম্যান	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
বল	আলম্যান	„
চাকী	গৌতম	„
রাহুত	আলম্যান	„
আদিত্য	ঐ	„
ভূত	ঐ	„
নন্দ	কাশ্যপ	„

* বঙ্গদেশে শাণ্ডিল্য ও বাৎস্যগোত্রীয় ঘোষ আছে, তাহারা কৌলীন্য-মর্য্যাদা পায় নাই।

† কশ্যপ ও কবিত্যগোত্রীয় গুহেরা বাহাত্তুরে কায়স্থ।

পরিচয়।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণের উত্তরপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের ন্যায় ক্ষত্রিয়বর্ণ। ক্ষত্রিয় বটে কিন্তু আচারভ্রষ্ট হইয়া এক্ষণে সংস্কারবর্জ্জিত হইয়াছে। কতদিন হইতে তাঁহারা প্রথম সাবিত্রীভ্রষ্ট হইলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই সম্ভবতঃ সেনরাজগণ অবসন্ন হইলে মুসলমানদিগের আগমনে এবং মুসলমান নবাবদিগের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে গিয়া সাবিত্রীচ্যুত হইয়াছেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মতে, কায়স্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া উপবীত ও গায়ত্রী-শূন্য হন। ক্রমে বেদোক্ত ক্রিয়াভাবে তাঁহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত ও পরিশেষে আগমোক্ত বিধানে দীক্ষাগ্রহণ ও পবিত্রতা লাভ করিয়া বিপ্রভক্ত হইলেন। তাঁহারা তান্ত্রিক ও তন্ত্রজ্ঞ। কিন্তু শ্রুতিশাসনানুসারে শূদ্রধর্ম্মা বলিয়া খ্যাত (১)।

ধ্রুবানন্দের প্রসঙ্গ অশাস্ত্রীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ শ্রুতির মতে আধ্যাত্মিক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে আর ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ক্রিয়াহীন হইলেও অধ্যাত্মবিদের বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। তবে যদি তাঁহাদের উত্তরপুরুষগণ সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তৎপরে তান্ত্রিকী দীক্ষা দ্বারা অবশ্যই শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কোন শ্রুতিতেই তান্ত্রিককে শূদ্রধর্ম্মা * বলা হয় নাই।

বোধ হয়, অধ্যাত্মব্রহ্মজ্ঞানী কায়স্থগণের উত্তরপুরুষগণ মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে ব্রাত্যতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ নিন্দিত হন এবং বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের অভাবে তাঁহারা ব্রাত্যস্তোম দ্বারা সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তবে তান্ত্রিকী দীক্ষা দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিয়াছেন এই মাত্র। মনুর মতে, যথাসময়ে উপনীত না হইলে ব্রাত্য হয় এবং সে ব্রাত্যস্তোম করিলে পুনরায় সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারে। আপস্তম্ব ও মিতাক্ষরার মতে বহুদিন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের অভাবে অনুপনীত থাকিলেও ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন হইতে পারে (২) [ব্রাত্য দেখ।]

যাহা হউক, বহুদিন অনুপনীত থাকিলেও কনোজাগত কায়স্থের উত্তরপুরুষগণ যে ক্ষত্রিয়েরই অন্তর্গত শাখা, তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে (৩)।

[বঙ্গীয় কায়স্থগণের বিবাহপদ্ধতি কুলীন ও ব্রাহ্মণ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বাঙ্গালাপ্রদেশে কায়স্থের সংখ্যা প্রায় ১৪,৫১,৮০০।

পশ্চিমাঞ্চলে উনাই ও দাক্ষিণাত্যের উপকায়স্থের ন্যায় বঙ্গে ভেজর ও গোলাম কায়স্থেরা কায়স্থের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। মিশ্রকারিকার মতে—

কায়স্থের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে যাহারা জন্মিয়াছে, তাহারা ভেজর নামে খ্যাত।

ভেজর ও গোলাম কায়স্থেরা কায়স্থের দাসত্ব ও সামান্য ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

এতদ্ভিন্ন অনেক নিকৃষ্টজাতি ধনগৌরবে আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত কুলীন বা মৌলিক বলিয়া সমাজে চলিত হইতে পারে না। শুদ্ধাচারী কুলীন ও মৌলিকেরা তাহাদিগকে ঘৃণা করেন।

বঙ্গের শুদ্ধাচারী কায়স্থগণ স্বজাতি ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও অন্ন গ্রহণ করেন না। [বঙ্গকায়স্থ সম্বন্ধে অপরাপর কথা কুলীন, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শব্দে দ্রষ্টব্য।]

উড়িষ্যা।—উড়িষ্যায় একপ্রকার কায়স্থ আছে, তাহারা করণকায়স্থ নামে পরিচিত। অনেকে 'করণকায়স্থ' নাম শুনিয়াই কায়স্থকে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাগর্ভজাত করণ বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। কিন্তু শব্দরত্নাকর সাধারণের এই সন্দেহ নিরাকরণ করিয়াছেন—

"করণং সাধনে গাত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
যুদ্ধে কায়স্থভেদেঽপি জ্ঞেয়ং করণমস্ত্রিয়াম্॥"

করণ (ক্লী) অর্থ—১ সাধন। ২ গাত্র। (পুং) ৩ বৈশ্য হইতে শূদ্রার গর্ভোৎপন্ন পুত্র *। (পুং ক্লী) ৪ যুদ্ধ। ৫ কায়স্থভেদ।

(১) "গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদা।
ততোজ্ঝিত্বা যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ক্রিয়াহীনাশ্চ তে সর্ব্বে বৃষলত্বং ক্রমাদগতাঃ।
ততো কালে গতে চাপি আগমাদীক্ষিতা ভবন্॥
দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ॥
আগমোক্তবিধানেন পূতাঃ কায়স্থসত্তমাঃ।
তস্মাত্তে বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চ্চকাস্তথাভবন্॥
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রাণামপি পারগাঃ।
তথাপি শূদ্রধর্ম্মাস্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতিশাসনাৎ॥" মিশ্রকারিকা।

* শূদ্র বলিলেও ক্ষত্রিয়জাতিত্বলোপের আশঙ্কা নাই। যেমন দ্রোণাচার্য্যকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা বলিলেও তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের লোপ হয় না।

(২) 'বাচস্পত্য' রচয়িতা মহামহোপাধ্যায় তারানাথ বাচস্পতি প্রভৃতিও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

(৩) বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের মতেও কনোজাগত কায়স্থবংশীয় কুলীন ও মৌলিকগণ ক্ষত্রবংশসম্ভূত।

* মহাভারতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে বৈশ্যাপত্নীগর্ভজ যুযুৎসুকে করণ বলা হইয়াছে।

বৈদ্য ও শূদ্রাজাত করণ ও করণকায়স্থ যে স্বতন্ত্রজাতি তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

করণের 'কায়স্থত্বে' এইরূপ অর্থ থাকায় করণ বলিলে কায়স্থ জাতিমাত্রকে বুঝায় না। বাস্তবিক কায়স্থের অন্তর্গত করণশ্রেণী অপর সকল কায়স্থ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। বেহারের প্রধান কায়স্থেরা (দাক্ষিণাত্যের উপকায়স্থের ন্যায়) করণকায়স্থকে স্বতন্ত্রভাবে গণ্য করেন। পদ্মপুরাণে এই করণ ও কায়স্থজাতি স্বতন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। মিশ্রকারিকায় লিখিত আছে—

"ব্রাত্যায়াং কায়স্থাজ্জাতাঃ করণাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

ব্রাত্যনারী ও কায়স্থ হইতে যাহারা জন্মিয়াছে, তাহারাই করণ (২)। এই হেতু করণেরা 'সঙ্কর' বলিয়া গণ্য (৩)। উড়িষ্যায় ইহাদের প্রধানতঃ দুইটী বিভাগ আছে। শুদ্ধকরণ ও পটিকরণ (উড়িয়া পটিকরণ)। শুদ্ধকরণেরা মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কায়স্থের ন্যায় আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা বলে যে, তাহারা বাঙ্গালা দেশেরই কায়স্থ, বল্লালসেনের সময় কৌলীন্যপ্রথা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় দেশবহিস্কৃত হয় এবং উড়িষ্যায় আসিয়া বাস করে। পটিকরণেরা শুদ্ধকরণ ও নবশাখ জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা শুদ্ধ-করণদিগের ভৃত্যাদির কার্য্য করিয়া থাকে। শুদ্ধকরণদিগের মধ্যে যে সমস্ত জারজ সন্তান সমাজ হইতে দূরীভূত হয়, শুনা যায় যে পটিকরণেরা তাহাদিগকে স্বশ্রেণীভুক্ত করিয়া লয়। এই উভয় শ্রেণীতে আদান প্রদান নাই বা শুদ্ধকরণেরা ইহাদের প্রস্তুত কোন খাদ্য গ্রহণ করে না। অনেকস্থলে অন্যান্য শুদ্ধজাতির লোকও করণজাতি মধ্যে গৃহীত হয়। এইরূপে অনেক ধনী খণ্ডাইত করণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহাদের অনেকেরই দাসীগর্ভে সন্তান হয়, এই সন্তানেরা করণ বলিয়া গণ্য হয় বটে কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারী হয় না

আর একজাতীয় করণ আছে, তাহারা মৌলীকরণ অর্থাৎ উপবীতধারী করণ বলিয়া পরিচিত। ইহাদের উপবীত সম্বন্ধে একটি রহস্য আছে—এক সময় কোন একজন উড়িষ্যার রাজা পথে ভ্রমণ করিবার সময়ে পথপার্শ্বে দুইটি সদ্যোজাত বালক পতিত দেখিতে পাইলেন। বালক দুটি সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। রাজা দুইজনকে আনিয়া একটি, একজন ধোপানীকে ও অপরটি একজন হাড়িনীকে লালন পালন করিতে দিলেন। বালক দুইটি বড় হইলে রাজার নিকট আনীত হইল। রাজা তাহাদিগের জাতি স্থির করিবার জন্য নানা উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক তাহাদিগকে লইয়া স্ব স্ব সন্তানের অনিষ্ট করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, রাজা ঈষৎ রাগিয়া বলিলেন, তবে, ইহারা হয় ব্রাহ্মণ না হয় করণ হউক। তৎপরে রাজাও আর কিছু মীমাংসা না করায়, তাহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় উপবীতও লইল এবং করণকায়স্থ বলিয়া গণ্য হইল। ইহাদেরই বংশীয়েরা 'মৌলীকরণ' নামে খ্যাত। ইহারা উপবীত লইবার সময় একটি কৌতুকজনক কার্য্য করে একটি বেলকাঠের দণ্ড উঠানে পুঁতিয়া তাহার উপর সোনার টোপর ও অন্যান্য সোনার ভূষণ পরাইয়া দেয় এবং চেলির কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রাখে। একপার্শ্বে একজন সধবা ধোপানী ও অপরপার্শ্বে একজন সধবা হাড়িনী দাঁড়াইয়া থাকে। বালক উপবীত ধারণ করিয়া আসিয়া এই দণ্ডমূলে প্রণাম করে। ইহারা বলে যে বেলদণ্ডকে প্রণাম করিতেছি, কিন্তু ভাবে বোধ হয় যে আদিবংশপিতার ধাত্রী দ্বয়কেই প্রকারান্তরে প্রণামাদি করে। মৌলীকরণেরা শুদ্ধ করণদিগের সহিত আদান প্রদান করে। কিন্তু পটিকরণদিগের সহিত কোন কার্য্য করে না।

করণকায়স্থের মধ্যে এই কয় গোত্র আছে—আত্রেয় ভরদ্বাজ, কশ্যপ, কাশ্যপ, মুদ্গল, নাগশ, পরাশর, শখ। ইহাদের ৪ সমাজ—খরা, পুরা, চৈয়া ও কুলীনা।

ইহারা শৈশবেই কন্যার বিবাহ দেয়, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বা অর্থের অনাটনে ১৮।১৯ বৎসরেও কন্যার বিবাহ হয়। করণেরা মেদিনীপুরের কায়স্থগণের ন্যায় কন্যার রজোদর্শনের পূর্ব্বে যাহাতে সে স্বামী সহবাস করিতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে।

হিন্দুপ্রথার বহির্ভূত নিয়মে অর্থাৎ দিবসে ইহাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পর চতুর্থদিনে ইহারা পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে পিষ্টকাদি উৎসর্গ করে।

ইহারা বৈষ্ণব। উৎকল ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। ইহারা দশরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করে। একাদশদিনে শ্রাদ্ধাদি হয়। মিতাক্ষরা মতে শঙ্কর বাজপেয়ীর বিবৃতি অনুসারে ইহাদের সকল কার্য্য হয়।

উড়িষ্যায় করণকায়স্থ, ব্রাহ্মণের পরই আসন পায়। ইহারা নবশাখ ব্যতীত অন্য জাতির জল গ্রহণ করে না।

[২] কিন্তু চিত্রগুপ্তবংশীয় ও চন্দ্রসেনবংশীয় কায়স্থগণ প্রকৃত ক্ষত্রিয়। তাহারা মিশ্রজাতি নহে তাহাদের বিবরণ দেখ।

[৩] মনু, করণ নামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

কায়স্থা (স্ত্রী) কায়ঃ তিষ্ঠতি অনয়া, কায়-স্থা ক। ১ হরীতকী। ২ আমলকীবৃক্ষ। ৩ কাকোলী। ৪ বড় ও ছোট এলাইচ। ৫ তুলসী। ৬ কায়স্থ স্ত্রীজাতি।

কায়স্থৈর্য্য (ক্লী) কায়স্য স্থৈর্য্যং, ৬তৎ। ১ রসায়ন ঔষধাদি দ্বারা শরীরের স্থিরতা। ২ দীর্ঘকাল শরীরের অবস্থিতি।

কায়া (দেশজ) কায়, শরীর।

কায়াকাশসম্বন্ধসংযম (পুং) পাতঞ্জলদর্শনোক্ত সংযম-বিশেষ। উহার লক্ষণ যথা;—"কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘুতুলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্।"

কায়াগ্নি (পুং) কায়স্থিতোঽগ্নিঃ, মধ্যলো°। শরীরস্থ অগ্নি-বিশেষ, পাচকাগ্নি, পিত্ত।

কায়িক (ত্রি) কায়েন নিষ্পাদিতঃ নির্বৃত্তো বা, কায়-ঠক্। ১ শরীর দ্বারা নিষ্পাদিত। ২ শরীর দ্বারা উৎপন্ন। ৩ শরীর-সম্বন্ধীয়।

কায়িকা (স্ত্রী) কায়েন কায়িকব্যাপারেণ নির্বৃত্তা; কায়-ঠক্। ১ গোরু ছাগ প্রভৃতির কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যে বৃদ্ধি নিষ্পাদিত হয়।

"দোহবাহকর্ম্মযুক্তা কায়িকা সমুদাহৃতা।" ব্যাস।

২ মূলধনের হানি না হয়, এইরূপে প্রতিবৎসর যে লাভ হইয়া থাকে।

কায়িরী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Mimosa rúbicaulis)

কার (পুং) কৃ-ঘঞ্। ১ বধ। ২ নিশ্চয়। ৩ (কং সুখং আহতি অয়েন, কম্-ঋ-অণ্) স্বামী। ৪ তুষারপর্ব্বত। ৫ কোন বর্ণ-পদ পূর্ব্বে থাকিলে কর্ত্তা অর্থ বুঝায়, যেমন স্বর্ণকার, কর্ম্ম-কার ইত্যাদি। ৬ ক্রিয়া। ৭ অক্ষরের পরে সংযোগ করিলে কেবলমাত্র সেই অক্ষর-টি-ই বুঝাইয়া থাকে, যেমন অকার, ককার ইত্যাদি "বর্ণাৎকারঃ" ইতি ব্যাকরণ। ৮ পূজার উপকরণ, বলি।

কারক (ক্লী) ক্রিয়াভিরন্বিতং, তাদাত্ম্যেন করোতি ক্রিয়াং নির্ব্বর্ত্তয়তি, কৃ-ণ্বুল্ কর্ত্তরি ণ্বুল্। ১ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অথবা ক্রিয়ানিষ্পাদক। বৈয়াকরণভূষণমতে ক্রিয়াজনক-শক্তিবিশিষ্টমাত্রই কারকপদবাচ্য। যদিও দ্রব্যাদির ঐ শক্তি থাকা অসম্ভব, তথাপি শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ স্বীকার করিয়া, দ্রব্যাদিতেও কারকত্বের ব্যবহার হইয়া থাকে। কারক শব্দের ক্রিয়ানিষ্পাদক অর্থ করিলে সকল কারকই, কর্ত্তৃকারক হইয়া পড়ে, কিন্তু ব্যাপারভেদানুসারে তাহার ভেদাদিভেদ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। মঞ্জুষায় ইহার ভেদ এইরূপ লিখিত আছে,—"কর্ত্তুঃ কারকান্তরপ্রবর্ত্তনব্যাপারঃ; করণস্য ক্রিয়াজনকব্যাপারবিশেষ-ব্যাপারঃ; ক্রিয়াফলেনোদ্দেশ্যত্বরূপব্যাপারশ্চ কর্ম্মণঃ; কর্ত্তৃ-কর্ম্মব্যবহিতক্রিয়াধারণব্যাপারো অধিকরণস্য; প্রেরণানু-মত্যাদি ব্যাপারঃ সম্প্রদানস্য; অবধিভাবোপগমব্যাপারো হপাদানস্যেতি।" অত কারকের প্রবর্ত্তনকারীর নাম কর্ত্তৃ-কারক; ক্রিয়ানিষ্পাদন বিষয়ে অতি নিকটবর্ত্তী কারণের নাম করণ; ক্রিয়ার উদ্দিষ্ট ব্যাপারবিশিষ্টের নাম কর্ম্ম; কর্ত্তৃকর্ম্ম ব্যতীত অপর ক্রিয়া ধারণশীল কারকের (ক্রিয়ার আধার) নাম অধিকরণ; প্রেরণ অনুমতি প্রভৃতি ব্যাপারবিশিষ্টের নাম সম্প্রদান এবং অবধিভাবজ্ঞানবিশিষ্টের নাম অপাদান।

কারক ছয় প্রকার,—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। পাণিনিমতে কর্ত্তৃকারকের লক্ষণ, "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা।" পা ১।৪।৫৪। ক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য অবস্থায় বিবক্ষিত কারকের নাম কর্ত্তা। কর্ত্তা উক্ত হইলে তাহাতে প্রথমা এবং অনুক্ত হইলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন অন্যত্র প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা;—"প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা।" পা ২।৩।৪৬। প্রাতিপদিক অর্থমাত্রে, লিঙ্গমাত্রে, পরিমাণমাত্রে ও সংখ্যামাত্রে প্রথমা বিভক্তি হয়। "সম্বোধনে চ।" পা ২।৩।৪৭। অন্যকে যে শব্দ দ্বারা নিজের অভিমুখীন করা হয়, তাহার নাম সম্বোধন; তাহাতে প্রথমা বিভক্তি হয়। "কর্ত্তৃকরণয়ো-স্তৃতীয়া।" পা ২।৩।১৮। অনুক্ত কর্ত্তৃকারক ও করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

কর্ম্মলক্ষণ যথা;—"কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম।" পা ১।৪।৪৯। কর্ত্তা ক্রিয়া দ্বারা যে ঈপ্সিততম পদার্থ পাইতে ইচ্ছা করেন তাহার নাম কর্ম্ম। "তথাযুক্তং চানীপ্সিতম্।" পা ১।৪।৫০। ক্রিয়া দ্বারা ঈপ্সিত পদার্থের ন্যায় কোন অনীপ্সিত পদার্থ নিষ্পন্ন হইলেও তাহার কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। "অকথিতং চ।" পা ১।৪।৫১। অপাদানাদি দ্বারা অবিবক্ষিত কারকেরও কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। "গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্ম্মাকর্ম্মকাণামণিকর্ত্তা স ণৌ।" পা ১।৪।৫২। গতি বুদ্ধি ও প্রত্যবসান অর্থে অণিজন্ত-কালের কর্ত্তা ণিজন্তকালে কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। "হৃক্রোরন্য-তরস্যাম্।" পা ১।৪।৫৩। হৃ ও কৃ ধাতুর অণিজন্তকালের কর্ত্তা ণিজন্তকালে বিকল্পে কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। "অধিশীঙ্-স্থাসাং কর্ম্ম।" পা ১।৪।৪৬। অধি পূর্ব্বক শী, স্থা ও আস ধাতুর যোগে অধিকরণের কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। "অভিনিবিশশ্চ।" পা ১।৪।৪৭। অভি ও নি পূর্ব্বক বিশ ধাতুর যোগে অধিকরণের কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রমদর্শনে ইহা বিকল্প বিধি বলিয়া স্বীকৃত আছে।

যথা,—'পাপে অভিনিবেশঃ।' "উপান্বধ্যাঙ্বসঃ।" পা ১। ৪। ৪৮। উপ, অনু, অধি ও আঙ্পূর্ব্বক বসধাতুর কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। "ক্রুধদ্রুহোরুপসৃষ্টয়োঃ কর্ম্ম।" পা ১। ৪। ৩৮। উপসর্গবিশিষ্ট ক্রুধ ও দ্রুহ ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি ক্রোধ, তাহার কর্ম্মসংজ্ঞা হয়।

কর্ম্ম তিন প্রকার, নির্ব্বর্ত্ত্য, বিকার্য্য ও প্রাপ্য। কর্ম্ম কারক উক্ত হইলে তাহাতে প্রথমা এবং অনুক্ত কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়; "কর্ম্মণি দ্বিতীয়া।" পা ২। ৩। ২। অনুক্ত কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন অন্যান্য স্থলেও দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,— "অন্তরান্তরেণ যুক্তে।" পা ২। ৩। ৪। অন্তরা ও অন্তরেণ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। "কর্ম্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া।" পা ২। ৩। ৮। কর্ম্ম প্রবচনীয় সংজ্ঞাবিশিষ্ট শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। [প্রবচনীয় দেখ।] "কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে।" পা ২।৩।৫। কালবাচক ও অধ্ববাচক শব্দের সহিত গুণ ক্রিয়া ও দ্রব্যের নিরন্তর সম্বন্ধ বুঝাইলে, তাহাতে দ্বিতীয়া হয়।

করণের লক্ষণ যথা, "সাধকতমং করণম্।" পা ১।৪।৪২। ক্রিয়াসিদ্ধি বিষয়ে যাহা প্রধান উপকারক, তাহারই করণসংজ্ঞা হয়। "দিবঃ কর্ম্ম চ।" পা ১। ৪। ৪৩। দিব ধাতুর সাধক কারকের কর্ম্ম ও করণ উভয় সংজ্ঞা হয়। "কর্ত্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া।" পা ২। ৩। ১৮। অনুক্ত কর্ত্তৃকারক ও করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন অন্যস্থলে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,—"অপবর্গে তৃতীয়া।" পা ২। ৩। ৬। ফলপ্রাপ্তি সত্তাবসায় কাল ও অধ্ববাচক শব্দের নিরন্তর সম্বন্ধ হইলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। "সহযুক্তেঽপ্রধানে।" পা ২। ৩। ১৯। সহার্থ শব্দের যোগে অপ্রধান পদার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। সহার্থ শব্দের বিবক্ষা থাকিলেও তাহাতে তৃতীয়া হইয়া থাকে। সহার্থ শব্দ যথা,—'সহ, সাকং সার্দ্ধং, সমং।' 'যেনাঙ্গবিকারঃ।' পা ২। ৩। ২০। যে বিকৃত অঙ্গের দ্বারা শরীরীর বিকার লক্ষিত হয়, সেই অঙ্গবিশেষে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। "ইত্থম্ভূতলক্ষণে।" পা। ২। ৩। ২১। যে চিহ্ন দ্বারা কোন প্রকারের লক্ষিত হয়, তাহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। "সংজ্ঞোঽন্যতরস্যাং কর্ম্মণি।" পা ২। ৩। ২২। সংজ্ঞাপূর্ব্বক জ্ঞা ধাতুর যোগে বিকল্পে কর্ম্মে তৃতীয়া হয়। "হেতৌ" পা ২। ৩। ২৩। ফলসাধনযোগ্যপদার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

সম্প্রদানলক্ষণ যথা,—"কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্।" পা ১। ৪। ৩২। যাহার উদ্দেশে দানকার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। "রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ।" পা ১। ৪। ৩৩। রুচি অর্থবোধক ধাতুর প্রয়োগে প্রীয়মাণ অর্থাৎ যাহার প্রীতি তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "শ্লাঘহ্নুঙ্স্থাশপাং জ্ঞীপ্স্যমানঃ।" পা ১। ৪। ৩৪। শ্লাঘ হ্নু স্থা ও শপ্ ধাতুর প্রয়োগে সেই সেই অর্থ অনুভবকারকের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। "ধারেরুত্তমর্ণঃ।" পা ১। ৪। ৩৫। ণিজন্তধৃধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। "স্পৃহেরীপ্সিতঃ।" পা ১। ৪। ৩৬। স্পৃহ ধাতুর প্রয়োগে অভীষ্ট পদার্থের সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপঃ।" পা ১। ৪। ৩৭। ক্রোধ, অপকার, ঈর্ষ্যা, ও অসূয়া অর্থ প্রয়োগে যাহার প্রতি ক্রোধ, তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। কিন্তু উপসর্গবিশিষ্ট হইলে তাহার কর্ম্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে। "রাধীক্ষ্যোর্যস্য বিপ্রশ্নঃ।" পা ১। ৪। ৩৯। রাধ ও ঈক্ষ ধাতুর প্রয়োগে যাহার সম্বন্ধে শুভাশুভ প্রশ্ন করা হয়, তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "প্রত্যাঙ্ভ্যাং শ্রুবঃ পূর্ব্বস্য কর্ত্তা।" পা ১। ৪। ৪০। প্রতি ও আঙ্পূর্ব্বক শ্রু ধাতুর প্রয়োগে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবর্ত্তনব্যাপারের যে কর্ত্তা, তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "অনুপ্রতিগৃণশ্চ।" পা ১। ৪। ৪১। অনু ও প্রতিপূর্ব্বক গৃ ধাতুর প্রয়োগে প্রবর্ত্তন ব্যাপারের কর্ত্তার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "পরিক্রয়ণে সম্প্রদানমন্যতরস্যাম্।" পা ১। ৪। ৪৪। যাহা দ্বারা নিয়তকালের জন্য অধিকার সাধিত হয়, বিকল্পে তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। "চতুর্থী সম্প্রদানে।" পা ২। ৩। ১৩। সম্প্রদান অর্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। অন্যান্য স্থলে চতুর্থী বিভক্তির বিধান যথা— "ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ। পা ২। ৩। ১৪। ক্রিয়াবাচক উপপদবিশিষ্ট অপ্রযুক্ত তুমর্থে কর্ম্মে চতুর্থী হয়। "তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ।" পা ২। ৩। ১৫ তুমর্থ প্রয়োগ ও ভাববচনার্থে বিহিত প্রত্যয়ের প্রয়োগে চতুর্থী হয়। "নমঃ স্বস্তি স্বাহা স্বধালং বষড়্যোগাচ্চ।" পা ২।৩।১৬। নমঃ, স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, অলং ও বষট্ শব্দের যোগে চতুর্থী হয়। "মন্যকর্ম্মণ্যনাদরে বিভাষাঽপ্রাণিষু।" পা ২। ৩।১৭। মন ধাতুর অনাদর অর্থ গম্যমানে প্রাণিজাতীত অন্য কর্ম্ম পদে বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি হয়; বিকল্পপক্ষে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। "গত্যর্থকর্ম্মণি দ্বিতীয়াচতুর্থ্যৌ চেষ্টায়ামনধ্বনি।" পা ২। ৩। ১২। গমনার্থ ধাতুর কায়িক ব্যাপার অর্থে অধ্ব ভিন্ন কর্ম্মস্থলে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন তাদর্থ্য অর্থে, কৢপ ধাতুর অর্থে, সম্প্রদান অর্থে উৎপাতের দ্বারা জ্ঞাপিত বিষয়ে এবং হিতশব্দের যোগে চতুর্থী হইয়া থাকে।

অপাদান—লক্ষণ যথা,—"ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্।"

পা ১।৪।২৪। বিশ্লেষবিষয়ে অবধীভূত কারকের অপাদানসংজ্ঞা হয়। "ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ।" পা ১।৪।২৫। ভয়ার্থ ও রক্ষার্থ ধাতুর প্রয়োগে ভয়হেতুর অপাদানসংজ্ঞা হয়। "পরাজেরসোঢ়ঃ।" পা ১।৪।২৬। পরা পূর্ব্বক জি ধাতুর প্রয়োগে অসহ্য অর্থের অপাদানসংজ্ঞা হয়। "বারণার্থানামীপ্সিতঃ।" পা ১।৪।২৭। বারণার্থ ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিত বিষয়ের অপাদানসংজ্ঞা হয়। 'অন্তর্দ্ধৌ যেনাদর্শনমিচ্ছতি।" পা ১।৪।২৮। ব্যবধানদ্বারে যৎকর্ত্তৃক স্বীয় অদর্শন ইচ্ছা করা যায়, তাহার অপাদানসংজ্ঞা হয়। "আখ্যাতোপযোগে।" পা ১।৪।২৯। যথারীতি অধ্যয়ন অর্থে যে বক্তা তাহার অপাদানসংজ্ঞা হয়। "জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ।" পা ১।৪।৩০। জন ধাতুর প্রয়োগে উৎপত্তিকারণের অপাদানসংজ্ঞা হয়। "ভুবঃ প্রভবঃ।" পা ১।৪।৩১। প্রপূর্ব্বক ভূ ধাতুর প্রয়োগে উৎপত্তিকারণের অপাদানসংজ্ঞা হয়। "অপাদানে পঞ্চমী।" পা ২।৩।২৮। অপাদানকারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যস্থলেও পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা—"অন্যারাদিতরর্ত্তে দিক্‌শব্দাঞ্চূত্তরপদাজাহি যুক্তে।" পা ২।৩।২৯। অন্য, আরাৎ, ইতর, ঋতে, দিক্‌শব্দ, অঞ্চূত্তর পদ, আচ্ ও আহি এই সকল শব্দযোগে পঞ্চমী হয়। "পঞ্চম্যপাঙ্‌পরিভিঃ।" পা ২।৩।১০। অপ, আঙ্ ও পরি শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়। "প্রতিনিধিপ্রতিদানে চ যস্মাৎ।" ২।৩।১১। প্রতিনিধি ও প্রতিদান অর্থে প্রতি শব্দের প্রয়োগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "অকর্ত্তর্য্যৃণে পঞ্চমী।" পা ২।৩।২৪। কর্ত্তৃভূত ঋণ হেতুস্বরূপ হইলে তাহাতে পঞ্চমী হয়। "বিভাষা গুণেহস্ত্রিয়াম্।" পা ২।৩।২৫। অস্ত্রীলিঙ্গ গুণবাচক শব্দ হেতুস্বরূপ হইলে তাহাতে বিকল্পে পঞ্চমী হয়। "পৃথগ্‌বিনা নানাভিস্তৃতীয়ান্যতরস্যাম্।" পা ২।৩।৩২। পৃথক্, বিনা ও নানা শব্দের যোগে তৃতীয়া, দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "করণে চ স্তোকাল্পকৃচ্ছ্রকতিপয়স্যাসত্ত্ববচনস্য।" পা ২।৩।৩৩। অদ্রব্যবাচী স্তোক, অল্প, কৃচ্ছ্র ও কতিপয় শব্দের উত্তর করণে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "দূরান্তিকার্থেভ্যো দ্বিতীয়া চ।" পা ২।৩।৩৫। দূর ও সমীপার্থ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "পঞ্চমী বিভক্তে।" পা ২।৩।৪২। যাহা হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

অধিকরণ-লক্ষণ যথা,—"আধারোঽধিকরণম্।" পা ১।৪।৪৫। ক্রিয়ার আধারস্বরূপ কর্ত্তৃকর্ম্মের যে আধার, তাহার অধিকরণসংজ্ঞা হয়। ইহাতে সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে। "সপ্তম্যধিকরণে চ।" পা ২।৩।৩৬। অধিকরণে এবং দূর ও নিকটার্থ শব্দের যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। "যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্।" পা ২।৩।৩৭। যাহার ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ান্তর লক্ষিত হয়, তাহাতে সপ্তমী হয়। "ষষ্ঠী চানাদরে।" পা ২।৩।৩৮। অনাদর অর্থে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "স্বামীশ্বরাধিপতিদায়াদসাক্ষিপ্রতিভূপ্রসূতৈশ্চ। পা ২।৩।৩৯।" স্বামী, ঈশ্বর, অধিপতি, দায়াদ, সাক্ষী, প্রতিভূ ও প্রসূত শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "আয়ুক্তকুশলাভ্যাং চাসেবায়াম্।" পা ২।৩।৪০ আয়ুক্ত ও কুশলশব্দের যোগে তাৎপর্য্যে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "যতশ্চ নির্দ্ধারণম্।" পা ২।৩।৪১। জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞাদ্বারা একদেশ মাত্র যাহা হইতে পৃথক্ করা হয়, তাহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। "সাধুনিপুণাভ্যামর্চ্চায়াং সপ্তম্যপ্রতেঃ।" পা ২।৩।৪৩। সাধু ও নিপুণ শব্দের যোগে পূজা অর্থে সপ্তমী বিভক্তি হয়, কিন্তু প্রতিশব্দের প্রয়োগে হয় না। "প্রসিতোৎসুকাভ্যাং তৃতীয়া চ।" পা ২।৩।৪৪। প্রসিত ও উৎসুক শব্দযোগে তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "নক্ষত্রে চ লুপি।" পা ২।৩।৪৫ লুবন্ত নক্ষত্র শব্দে অধিকরণার্থে তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। 'সপ্তমীপঞ্চম্যৌ কারকমধ্যে।" পা ২।৩।৭। শক্তিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যে কালবাচক ও অধ্ববাচক শব্দ, তাহাতে পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। 'যস্মাদধিকং যস্য চেশ্বরবচনং তত্র সপ্তমী।" পা ২।৩।৯। যাহা হইতে অধিক, অথবা যাহার ঈশ্বর, তাহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন সাধু বা অসাধু শব্দের প্রয়োগে এবং কর্ম্মশব্দযোগে নিমিত্তবাচক শব্দেও সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,—

"চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্।
কেশেষু চমরীং হন্তি সীম্নি পুষ্কলকো হতঃ।"

এই সকল কারকগণের মধ্যে উভয়ের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিলে সেখানে পরবর্ত্তী কারকই হইয়া থাকে। যথা—

"অপাদান-সম্প্রদান-করণাধারকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তুশ্চোভয়সম্প্রাপ্তৌ পরমেব প্রবর্ত্ততে।"

সম্বন্ধের কারকত্ব নাই, এজন্য তাহা কারকমধ্যে পরিগণিত নহে। সম্বন্ধ অর্থ এবং কারক ব্যতীত অন্য অর্থ বুঝাইলেই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "ষষ্ঠী শেষে।" পা ২।৩।৫০। কারক ও প্রাতিপদিক অর্থ ব্যতিরিক্ত, স্বীকার স্বামিভাবাদি সম্বন্ধ মাত্র শেষ, তাহাতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত কারক বিভক্তিসমূহের ন্যায় অর্থবিশেষেও ষষ্ঠী বিভক্তি

বিধান আছে। যথা—"ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে।" পা ২।৩।২৬। হেতুশব্দের প্রয়োগে হেতুবাচক ও হেতুশব্দ উভয়স্থলেই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "সর্বনাম্নস্তৃতীয়া চ।" পা ২।৩।২৭। হেতুশব্দপ্রয়োগে সর্বনাম শব্দ ও হেতুশব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "ষষ্ঠ্যতসর্থপ্রত্যয়েন।" পা ২।৩।৩০। অতসুচ্ অর্থে কপ্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "এনপা দ্বিতীয়া।" পা ২।৩।৩১। এনপ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী হয়। "দূরান্তিকার্থৈঃ ষষ্ঠ্যন্যতরস্যাম্।" পা ২।৩।৩৪। দূর ও সমীপার্থ শব্দের যোগে ষষ্ঠী ওপঞ্চমী বিভক্তি হয়। "জ্ঞোঽবিদর্থস্য করণে।" পা ২।৩।৫১। অজ্ঞানার্থ জ্ঞা ধাতুর করণবিবক্ষায়ও ষষ্ঠী হয়। "অধীগর্থদয়েশাং কর্মণি।" পা ২।৩।৫২। স্মরণার্থ শব্দের যোগে, এবং দয় ও ঈশ ধাতুর প্রয়োগে কর্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "কৃঞঃ প্রতিযত্নে।" পা ২।৩।৫৩। কৃ ধাতুর গুণান্তরাধান অর্থে কর্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "রুজার্থানাং ভাববচনানামজ্বরেঃ।" পা ২।৩।৫৪। ভাবকর্তৃবিশিষ্ট জ্বরভিন্ন রোগার্থ ধাতুর প্রয়োগে কর্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "আশিষি নাথঃ।" পা ২।৩।৫৫। আশীর্বাদার্থ নাথ ধাতুর প্রয়োগে কর্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "জাসি নি-প্র হণ নাট-ক্রাথ-পিষাং হিংসায়াম্।" পা ২।৩।৫৬। হিংসার্থ জাস, নি প্র, হন, নাট ক্রাথ ও পিষ ধাতুর প্রয়োগে কর্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "ব্যবহৃপণোঃ সমর্থয়োঃ।" পা ২।৩।৫৭। বি ও অব-পূর্বক হৃ এবং পণ ধাতুর প্রয়োগে কর্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "দিবস্তদর্থস্য।" পা ২।৩।৫৮। দ্যূতার্থ বা ক্রয়বিক্রয় ব্যবহারার্থ দিব ধাতুর প্রয়োগে কর্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "বিভাষোপসর্গে।" পা ২।৩।৫৯। উপসর্গযুক্ত হইলে দিব ধাতুর কর্মবিবক্ষায় বিকল্পে ষষ্ঠী হয়। "প্রেষ্যব্রুবোর্হবিষো দেবতাসম্প্রদানে।" পা ২।৩।৬১। লোট্ বিভক্তির মধ্যমপুরুষের একবচনান্ত ইষ ও ব্রূ ধাতুর দেবতা সম্প্রদান-অর্থে হবিস্ শব্দ কর্ম হইলে তাহাতে ষষ্ঠী হয়। "কৃত্বোর্থপ্রয়োগে কালেঽধিকরণে।" পা ২।৩।৬৪। 'বার' এই অর্থপ্রয়োগে কালবাচক অধিকরণে ষষ্ঠী হয়। "কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি।" পা ২।৩।৬৫। কৃৎপ্রত্যয়ের যোগে কর্তা ও কর্মে ষষ্ঠী হয়। "উভয়প্রাপ্তৌ কর্মণি।" পা ২।৩।৬৬। কর্তা কর্ম উভয়ের ষষ্ঠী প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইলে কর্মেই ষষ্ঠী হইবে। "ক্তস্য চ বর্তমানে।" পা ২।৩।৬৭। বর্তমানার্থ ক্ত প্রত্যয়ের যোগে ষষ্ঠী হয়। "অধিকরণবাচিনশ্চ।" পা ২।৩।৬৮। অধিকরণবাচক ক্ত প্রত্যয়ের যোগে ষষ্ঠী হয়। "ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃনাম্।" পা ২।৩।৬৯। ল, উ, উক, অব্যয়, নিষ্ঠা, খলর্থ ও তৃন্ প্রত্যয়প্রয়োগে ষষ্ঠী হয় না। "অকেনোর্ভবিষ্যদাধমর্ণ্যয়োঃ।" পা ২।৩।৭০। ভবিষ্যৎ অর্থে অক, ভবিষ্যৎ অর্থে আধমর্ণ্য এবং ইন প্রত্যয়ের যোগে ষষ্ঠী হয় না। "কৃত্যানাং কর্তরি বা।" পা ২।৩।৭১। কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী হয়। 'তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়ান্যতরস্যাম্।" পা ২।৩।৭২। তুলা ও উপমা শব্দ ব্যতীত অন্য তুল্যার্থ শব্দের যোগে বিকল্পে তৃতীয়া ও ষষ্ঠী হয়। তুলা ও উপমা শব্দ প্রয়োগে নিত্য ষষ্ঠী হয়। "চতুর্থী চাশিষ্যায়ুষ্য-মদ্র-ভদ্র-কুশল সুখার্থহিতৈঃ।" পা ২।৩।৭৩। আশীর্বাদ, আয়ুষ্য, মদ্র, ভদ্র কুশল ও সুখার্থ শব্দের যোগ এবং হিত শব্দের যোগে বিকল্পে চতুর্থী ও ষষ্ঠী হয়।

ষষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধ মাত্র বুঝাইয়া দেয়। ধাত্বর্থের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ না হওয়ায় সম্বন্ধের কারকতা নাই। যেহেতু কারকের প্রধান লক্ষণ—

'ক্রিয়াসকারীভূতোঽর্থঃ কারকম্।'

ক্রিয়ার সহিত কর্তৃকর্মাদিসম্বন্ধানুসারে যাহাদের কোন রূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকেই কারক কহে। ২ বর্ষোপলা জাত জল। ৩ (ত্রি) কর্তা।

কারকদীপক (ক্লী) কারকেণ দীপকম্। দীপক অলঙ্কারের ভেদবিশেষ। [দীপক দেখ।]

কারকবাদ (পুং) রুদ্রপ্রণীত কারকসম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ।

কারকবান্ [ৎ] (ত্রি) কারকোঽস্ত্যস্য, কারক মতুপ্ মস্য বঃ। ১ কারকবিশিষ্ট। ২ কর্তৃযুক্ত।

কারকবিভক্তি (স্ত্রী) কারকশক্তিবোধিকা বিভক্তিঃ, মধ্যলো° কর্মাদিকারকবোধক দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি।

[কারক দেখ।]

কারকর (ত্রি) কারং করোতি, কার কৃ ট। ক্রিয়াকারক ভৃত্য প্রভৃতি।

কারকুক্ষীয় (পুং) কারকুক্ষি ছ। ১ দেশভেদ। ২ (তত্র ভবঃ অণ্, তস্য লুক্) তদ্দেশবাসী ব্যক্তি; এই অর্থে নিত্য বহুবচনান্ত হইয়া প্রযুক্ত হয়।

(শাখাস্ত কারকুক্ষীয়াঃ। বেদ ৪।২৩।)

কারজ (ত্রি) কারাৎ ক্রিয়াতো জায়তে, কার-জন ড। ১ ক্রিয়াজাত। ২ (করজাৎ জাত, করজস্য ইদম্ বা, করজ-অণ্) নখজাত। ৩ নখসম্বন্ধীয়।

কারকল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ কানাড়ার অন্তর্গত উদিপি তালুকের একটি নগর। অক্ষা° ১৩° ১২´ ৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ১´ ৫০´´ পূঃ মধ্যে। লোকসংখ্যা ৫০১২, তন্মধ্যে

২৭১৭ জন হিন্দু। বহুকাল হইতে এখানে জৈনদিগের প্রাধান্ত ছিল। জৈন-মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শুভতারামনামক এক ব্যক্তি এখানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহাকে শুভতা বলে। এখানে একটী ছোট পাহাড় আছে, ইহা প্রায় ৩০ হস্ত উচ্চ হইবে। এই পাহাড়ের উপরই শুভতা স্থাপিত। উহা ১৩৪৮ শকে খোদিত হয়। জৈনদিগের অন্যান্য মন্দিরও এই পাহাড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগরে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড আছে, উহার তলাদশ প্রশস্ত, কিন্তু ঊর্দ্ধদিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ধ্বজস্তম্ভ বলে। এখানে হিন্দুদিগের অনন্তদেবের মন্দির প্রভৃতি দেখিবার জিনিস আছে। কারকল চাউলের একটী প্রধান আড়ং।

কারঞ্জ (ত্রি) করঞ্জ ইদম্, করঞ্জ-অণ্। ১ করঞ্জফলজাত তৈলাদি। ২ করঞ্জসম্বন্ধীয়।

কারঞ্জতৈল (ক্লী) করঞ্জং জাতং তৈলম্, মধ্যলো°। করঞ্জ-ফলজাত তৈল। সুশ্রুতে এই তৈলের গুণ লেখা আছে,—করঞ্জ, ইঙ্গুদী শজিনা, সর্ষপ, সুবর্চ্চলা, বিড়ঙ্গ ও জ্যোতি-ষ্মতী এই সকল ফলের তৈল তীক্ষ্ণ, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, কটুপাক, ভেদক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোরোগনাশক।

কারণ (ক্লী) কার্য্যাতে অনেন, কৃ ণিচ্ ল্যুট্। যাহা ব্যতীত কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, তাহার নাম কারণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হেতু, বীজ, নিমিত্ত, প্রত্যয়।

কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যাধিকরণে যে বস্তুর অভাব উপলব্ধ হয় না, সেই বস্তু যদি অন্যথাসিদ্ধিশূন্য হয়, তবে তাহাকে কারণ বলা যায়। [অন্যথাসিদ্ধি দেখ।]

যেমন ঘটের প্রতি মৃত্তিকা। নৈয়ায়িকগণ সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্তভেদে কারণের তিনপ্রকার বিভাগ করিয়াছেন। কার্য্য যাহাতে সমবেত হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে সমবায়িকারণ কহে। যেমন বস্ত্রের প্রতি তন্তু। সমবায়িকারণ সমবেত কারণকে অসমবায়িকারণ এবং উক্ত কারণদ্বয় হইতে ভিন্ন যে কারণ তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলা যায়। যেমন বস্ত্রের প্রতি তন্তুবায়গণ।

পাতঞ্জলদর্শনে কারণ নব প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—

"উৎপত্তিস্থিত্যভিব্যক্তিবিকারপ্রত্যয়াপ্তয়ঃ।
বিয়োগান্যত্বধৃতয়ঃ কারণং নবধা স্মৃতম্॥"

পাতঞ্জল ২।২৮ সূ° ভাষ্য।

উৎপত্তি, স্থিতি, অভিব্যক্তি (প্রকাশ), বিকার, জ্ঞান, প্রাপ্তি, বিচ্ছেদ, অন্যত্ব এবং ধারণ। কার্য্যভেদে এই নববিধ কারণের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়—উৎপত্তি জ্ঞানের প্রতি কারণ মন, শরীর স্থিতির কারণ আহার, রূপের অভিব্যক্তির কারণ আলোক, পচনীয় বস্তুর বিকার কারণ অগ্নি, ধূমজ্ঞান অগ্নিপ্রত্যয়ের (জ্ঞানের) কারণ, বিবেকপ্রাপ্তির কারণ যোগাঙ্গানুষ্ঠান।

এই যোগাঙ্গানুষ্ঠানই অশুদ্ধি-বিয়োগের কারণ। অলঙ্কারী সুবর্ণকার কুণ্ডলরূপ স্বর্ণের অন্যত্বকারণ, ঈশ্বর এই জগতের এবং ইন্দ্রিয়গণ শরীরের ধৃতির কারণ।

চার্ব্বাকগণ বলে যে, কারণ নামে কোন পদার্থ নাই, কারণ সম্বন্ধ ব্যতিরেকেই সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ ইহা নিতান্ত অসঙ্গত (১)। যদি কারণের অস্তিত্ব না থাকিলেও কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে কার্য্যের সর্ব্বদা বিদ্যমানতা উপলব্ধি হইতে পারে, যেমন মৃত্তিকাদি সমুদয় মিলিত হইলে ঘটের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ তাহার পূর্ব্বেও ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে এবং কারণের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে শস্যাচন্তগত সংশয়াদি দূরীকরণমানসে শব্দপ্রয়োগাদিও নিষ্ফল হইয়া উঠে। যে বস্তু না থাকিলে যে বস্তুর বিদ্যমানতা লাভ হয় না, কিম্বা যে বস্তু থাকিলেই যে বস্তু বিদ্যমানতা লাভ করে, পণ্ডিতগণ সেই বস্তুকেই সেই বস্তুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, মৃত্তিকার অভাব হইলে ঘটের বিদ্যমানতা লাভ হয় না এবং মৃত্তিকা থাকিলেই ঘটের বিদ্যমানতা লাভ হয় বলিয়া মৃত্তিকাই ঘটের কারণরূপে স্থিরীকৃত হয়। কারণ না থাকিলে সমুদয় বস্তুই নিত্য হইতে পারে, এই জন্য কারণ নামক পদার্থ স্বীকার করা চার্ব্বাকগণেরও নিতান্ত কর্ত্তব্য। কণাদ প্রভৃতিদার্শনিকগণ পরমাণুকে সাবয়ব জগতের উপাদান (সমবায়িকারণ) বলেন। তাঁহাদের মতে পরমাণুসকল পরস্পর-সংযুক্ত হইলে এক একটি মহদবয়বী উৎপন্ন হয়। কিন্তু বৈদান্তিকগণ তাহা স্বীকার করেন না এবং কণাদমতের উপর এই দোষ প্রদর্শন করেন যে, নিরবয়ব পরমাণুতে কখনও ঐকদেশিক সংযোগ হইতে পারে না। যে বস্তুর কোনও অবয়ব নাই, সেই বস্তুর একদেশ থাকা অসম্ভব, সুতরাং তাহাতে অব্যাপ্য-বৃত্তি (ঐকদেশিক) সংযোগ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। যদি এই সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে পরমাণুর সংযোগ হওয়ার অসম্ভবপ্রযুক্তই পরস্পরসংযুক্ত পরমাণু হইতে

---

(১) কুসুমাঞ্জলিতে লিখিত হইয়াছে "কার্য্যং সকারণং কাদা-চিৎকত্বাৎ" এই অনুমান দ্বারা কারণত্ব সিদ্ধ হয়।

অবয়ববর্জী কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং কার্য্যসমূহের অজ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেমন অজ্ঞান দ্বারা রজ্জুতে সর্প কল্পনা করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেও অজ্ঞান দ্বারা কার্য্যসমূহের কল্পনা করা হইয়া থাকে। রজ্জুবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে যেমন কল্পিত সর্প বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তদীয় অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্ম জগৎকল্পনার অধিষ্ঠান বলিয়াই বৈদান্তিকগণ তাহাকে জগতের উপাদান (সমবায়ী) বলিয়া থাকেন।

সাংখ্যমতে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতিই মূল কারণ। ইহাতেও বৈদান্তিকেরা বলেন যে, চেতনের সাহায্য না থাকিলে অচেতন প্রকৃতি হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং সাংখ্যবাদীর প্রকৃতি-কারণবাদ ভ্রমমূলক বলিয়া অনুভূত হয়।

নৈয়ায়িকগণ পারিমাণ্ডল্যকে (অণুপরিমাণ) কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা এই কথা বলেন যে, পরিমাণমাত্রই স্বসমান জাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের কারণ অর্থাৎ যে পরিমাণ হইতে যে পরিমাণ উৎপন্ন হয়, সেই উৎপন্ন পরিমাণ কারণীভূত পরিমাণ হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে। যেমন তন্তুপরিমাণ-সমুৎপন্ন বস্ত্রপরিমাণ তন্তুপরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে। যদি অণুপরিমাণকে কোনও পরিমাণের কারণ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অণুপরিমাণ জন্য উৎপন্ন পরিমাণ অপেক্ষাও ছোট হইতে পারে। যেমন মহৎ পরিমাণ জন্য পরিমাণকারণীভূত পরিমাণ অপেক্ষা মহত্তর, সেইরূপ অণুপরিমাণ জন্য পরিমাণও অণুতর হইতে পারে।

সাধারণ ও অসাধারণভেদে কারণ দুই প্রকার, ঈশ্বরেচ্ছা, কাল, অদৃষ্ট, উদ্যোগ এবং প্রাগভাব এই কয়টি সাধারণ অর্থাৎ সমুদয় কার্য্যেরই কারণ হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাদিগকে সাধারণ কারণ বলা যায়। আর যাহারা বিশেষ (এক এক) কার্য্যের কারণ, তাহাদিগকে অসাধারণ কারণ বলা যায়, যেমন আম্রবৃক্ষের প্রতি আম্রবীজ, এই আম্রবীজ কেবল আম্রবৃক্ষেরই উৎপত্তির কারণ, কণ্টকিবৃক্ষের নহে, সুতরাং উক্ত বীজ উক্ত বৃক্ষের অসাধারণ কারণ হইল।

ন্যায়শাস্ত্রের মতে, ২ সাধন। ৩ (করণমেব, করণ স্বার্থে অণ্) কর্ম্ম। ৪ করণ। ৫ (কৃ বধে স্বার্থে ণিচ্ ল্যুট্।) বধ। ৬ আদি, মূল। ৭ প্রমাণ। ৮ ইন্দ্রিয়। ৯ শরীর। ১০ হেতু। ১১ উদ্দেশ। ১২ (কারণং অস্ত্যাতি, কারণ-অচ্) উত্তরবিশেষ। ১৩ তান্ত্রিকগণ আচারানুসারে পূজাদি করিয়া যে মদ্যপান করেন, তাহার নামও কারণ।

(পুং) ১৪ কায়স্থ। ১৫ বাদ্যবিশেষ। ১৬ গানবিশেষ। ১৭ বিষ্ণু। ১৮ শিব।

কারণক (ক্লী) কারণমেব, কারণম্, স্বার্থে কন্। কারণ।

কারণকারণ (ক্লী) কারণস্য কারণম্, ৬তৎ। ১ কারণের কারণ; ইহাও একটী পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধের অন্তর্নিবিষ্ট। যেমন পুত্রের জন্মবিষয়ে তাহার পিতামহ। পুত্রের জন্মের কারণ পিতা, পিতার কারণ পিতামহ; সুতরাং পিতামহ কারণের কারণ হইলেও, পুত্রের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। ২ পরমেশ্বর। ৩ প্রযোজক। (কারণকারণস্য অকারণত্বেঽপি প্রযোজকত্বং অস্ত্যেব।" নৈয়াঃ।)

কারণগত (ত্রি) কারণং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কারণ-গম-ক্ত। কারণনিষ্ঠ, কারণস্থ।

কারণগুণ (পুং) কারণস্য গুণঃ, ৬তৎ। উপাদান কারণের গুণ। ইহাই কার্য্যগুণের উৎপাদক।

("কারণগুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে।" ন্যায়।)

কারণগুণই কার্য্যগুণের আরম্ভ করে। যেমন রূপ কারণের শুক্ল কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণ বস্ত্ররূপ কার্য্যেরও শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণ উৎপাদন করে।

কারণগুণপূর্ব্বকত্ব (ক্লী) কারণগুণঃ পূর্ব্বে যস্য তস্য ভাবঃ ত্ব। কারণের গুণবিশিষ্টতা।

কারণগুণোৎপন্নগুণত্ব (ক্লী) কারণগুণেন উৎপন্নো যো গুণঃ তস্য ভাবঃ ত্ব। কারণগুণ দ্বারা যে সকল গুণ উৎপন্ন হয়, তাহার ধর্ম্ম। ন্যায়শাস্ত্রে ইহার এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ আছে। যথা,—"স্বাশ্রয়সমবায়িসমবেতত্ব-সজাতীয়গুণজন্যবৃত্তিঃ পৃথক্ত্বসংখ্যাব্যতিরিক্তা ভাবনা বৃত্তিতা চ যা জাতিস্তাদৃশজাতিমত্বে সত্যপাকজত্বম্।"

কারণগুণোদ্ভব (পুং) কারণগুণেন উদ্ভবোঽস্য বহুব্রী। উপাদানকারণের গুণ হইতে উৎপন্ন গুণবিশেষ।

কারণগুণোদ্ভবগুণ (পুং) কারণগুণোদ্ভবশ্চাসৌ গুণশ্চেতি, কর্ম্মধা। কারণগুণজাত গুণ। ভাষাপরিচ্ছেদে এই কয়েকটী কারণ গুণোদ্ভবগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—রূপ, রস, গন্ধ, অপাকজ স্পর্শ, দ্রবতা, স্নেহ, বেগ, গুরুত্ব, একত্ব, পৃথক্ত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার।

কারণজল (ক্লী) কারণরূপং জলম্। ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির কারণস্বরূপ জল। ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল জলমাত্রেরই সৃষ্টি করেন, পরে তাহাতে বীজনিক্ষেপপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

("অণ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।' মনু° ১৮।)

কারণতা (স্ত্রী) কারণস্য ভাবঃ, কারণ-তল্। কারণের ধর্ম, হেতুতা।

কারণত্ব (ক্লী) কারণস্য ভাবঃ, কারণ ত্ব (তস্য ভাবস্তলৌ। পা ২।১।১১৯।) কারণের ধর্ম, হেতুতা। ("কারণত্বং ভবেত্তস্য।" ভাষাপ°।)

কারণদূর্ব্বা (দেশজ) তৃণবিশেষ (Poa karundubi, *Buch*)

কারণধ্বংস (পুং) কারণস্য ধ্বংসঃ ৬তৎ। কারণের নাশ। সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণের ধ্বংস হইলে কার্য্যেরও ধ্বংস হয়, কিন্তু নিমিত্ত কারণের ধ্বংসে কার্য্যধ্বংস হয় না।

কারণধ্বংসক (ত্রি) কারণং ধ্বংসতে নাশয়তি কারণ ধ্বংস-ণ্বুল্। কারণধ্বংসকারক।

কারণধ্বংসী [ন] (ত্রি) কারণং ধ্বংসতে নাশয়তি কারণ ধ্বংস ণিনি। কারণনাশক।

কারণনাশ (পুং) কারণস্য নাশঃ, ৬তৎ। কারণের বিনাশ।

কারণনাশক (ত্রি) নাশয়তি, কারণ নশ-ণিচ্ ণ্বুল্ কারণস্য নাশকঃ। যাহা দ্বারা কারণের নাশ হয়।

কারণফল (দেশজ) ফলবিশেষ। (Amyris heptaphylla)

কারণভূত (ত্রি) কারণং ভূবতে যেন, কারণ ভূ-ক্ত। কারণ-স্বরূপ।

কারণমালা (স্ত্রী) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত অর্থালঙ্কারবিশেষ।

"পরং পরং প্রতি যদা পূর্ব্বপূর্ব্বস্য হেতুতা।
তদা কারণমালা স্যাৎ।' সাহিত্যদর্পণ।

যেখানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্য, তাহার পরপরবর্ত্তী বাক্যের হেতু হয়, তাহাকে কারণমালা অলঙ্কার কহে। যেমন,—

'শ্রুতং কৃতধিয়াং সঙ্গাৎ জায়তে বিনয়ঃ শ্রুতাৎ।
লোকানুরাগো বিনয়াৎ কিং লোকানুরাগতঃ॥"

পণ্ডিতগণের সংসর্গে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হয়, শাস্ত্রজ্ঞান হইতে বিনয়গুণ জন্মে, বিনয় হইতে লোকানুরাগ এবং তাহা হইতে কি না হইতে পারে? এখানে শাস্ত্রজ্ঞান, বিনয় ও লোকানুরাগ যথাক্রমে তাহার পর পর বাক্যের কারণ হওয়ায় কারণ-মালা-অলঙ্কার হইল।

কারণবাদী [ন্] (ত্রি) কারণং বদতি, কারণ-বদ্ ণিনি। যাহারা সকল বিষয়েই কারণ স্বীকার করেন।

কারণবারি (ক্লী) কারণস্বরূপং বারি, মধ্যলো°। ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির কারণস্বরূপ একার্ণব জল।

কারণশরীর (ক্লী) কারণং অবিদ্যা সৈব শরীরম্ কর্ম্মধা°। সুষুপ্তিকালে অহঙ্কারাদিশরীরোৎপাদকপদার্থের সংস্কার-মাত্রে অবশিষ্ট যে জীবগত অজ্ঞান, বেদান্তমতে তাহাকেই কারণশরীর কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—আনন্দময় কোষ ও সুষুপ্তি।

কারণা (স্ত্রী) কারয়তি হিংসয়তি, কৃ ণিচ্-যুচ্ (ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০৭।)। টাপ্। ১ যাতনা। ২ অত্যন্ত বেদনা। ৩ নরকযন্ত্রণা।

কারণাভাব (পুং) কারণস্য অভাবঃ, ৬ তৎ। কারণের অভাব, কারণ না থাকা।

কারণিক (ত্রি) করণৈঃ কারণৈর্ব্বা চরতি, করণ বা কারণ-ঠক্ (চরতি। পা ৪।৪।৮।) ১ পরীক্ষক। (কারণিকঃ পরীক্ষকঃ। হেম ৩।১৪৩।) ২ (করণস্য ইদম্, করণ-ঠক্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্ বা) করণসম্বন্ধীয়।

কারণোত্তর (ক্লী) কারণেন উত্তরম্, ৩তৎ। বিচারস্থলে বাদিকথিত বিষয় সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহার প্রতিকূল কারণ দেখাইয়া যে উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহারই নাম কারণোত্তর। ইহার সংস্কৃত নামান্তর 'প্রত্যবস্কন্দন' এই কারণোত্তর তিন প্রকার, বলবৎ তুল্যবল ও দুর্ব্বল। বলবৎ যথা,—'আমি তোমার নিকট একশত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা পরিশোধ করিয়াছি।' তুল্যবল যথা,—বাদী বলিল, আমি পুরুষানুক্রমে এই জমী ভোগ দখল করিতেছি, অতএব ইহা আমার। প্রতিবাদীও তাহার উত্তরে ঐ কথাই বলিল। দুর্ব্বল যথা,—আমি এই জমী পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতেছি, অতএব ইহা আমার। বাদীর এই বাক্যের পর প্রতিবাদী যদি উত্তর করে, আমি দশ বৎসর হইতে এই জমী ভোগ করিতেছি, সুতরাং ইহা আমা-রই, তাহা হইলে এই উত্তর দুর্ব্বল হইল। (ব্যবহারতত্ত্ব।)

কারণ্ট (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

কারণ্ডব (পুং) রণ্ড রণ্ডঃ, কু ঈষৎ রণ্ডঃ কারণ্ডঃ কোঃ কাদেশ, কারণ্ডং বাতি, অথবা করণ্ডস্য ইদং কারণ্ডং তদ্ধৎ বাতি। কারণ্ড-বা ক (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩।) হংসবিশেষ, কাদম্বহংস।

("কারণ্ডবাননবিঘট্টিতবীচিমালাঃ
কাদম্বসারসকুলাকুলতীরদেশাঃ।" ঋতু সং ৮।)

কারণ্ডববতী (স্ত্রী) কারণ্ডবঃ হংসবিশেষঃ অস্তি অস্যাম্, কারণ্ডব-মতুপ্ মস্য বঃ ঙীপ। নদীবিশেষ।

কারণ্ডব্যূহ (পুং) ১ বৌদ্ধবিশেষ। ২ বৌদ্ধশাস্ত্রবিশেষ।

কারন্ধম (পুং) করন্ধমস্য অপত্যম্, করন্ধম-অণ্। ১ করন্ধম-পুত্র, অবীক্ষিৎ। ২ করন্ধমস্য গোত্রাপত্যম্। কর-ন্ধমের পৌত্র মরুত্ত। ৩ (স্ত্রী) নারীতীর্থবিশেষ। মহাভারতে এই তীর্থের উৎপত্তিকথা লিখিত আছে,—অর্জ্জুনের তীর্থ

ভ্রমণসময়ে তপস্বিগণ তাঁহাকে অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্র, পৌলোম, কারন্ধম ও ভারদ্বাজতীর্থনামক পঞ্চতীর্থ দর্শন করাইলেন। অর্জ্জুন সেই সকল তীর্থ জনশূন্য দেখিয়া ঋষিদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা বলিলেন, এই পঞ্চতীর্থে জলজন্তুর অত্যন্ত ভয় এজন্য কেহ ইহাতে অবতরণ করে না। অর্জ্জুন এই বাক্য শ্রবণের পর একটি তীর্থে অবতীর্ণ হইলেন, তৎক্ষণাৎ জলজন্তু তাঁহার পাদদেশ ধারণ করিল। অর্জ্জুন তাহাতে ভীত না হইয়া বলপ্রয়োগে কুম্ভীরকে তীরে উত্তোলন করিলেন। সেই কুম্ভীর তীরে উত্থিত হইবামাত্র সুন্দর নারীমূর্ত্তি ধারণ করিল। অর্জ্জুন তাহা দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়সহকারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি? কেন এইরূপ কুম্ভীরমূর্ত্তিতে জল মধ্যে বাস করিতেছিলে। নারী তাহার উত্তরে বলিতে লাগিল,—মহাশয়! আমি অপ্সরা, এক সময়ে আমি আমার চারিটি সখীর সহিত ইন্দ্রালয়ে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে এক রূপবান ব্রাহ্মণযুবককে তপস্যা করিতে দেখিয়া, আমরা তাঁহার তপস্যাভঙ্গের জন্য নৃত্যগীত করিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে অভিশাপ দিলেন—তোমরা জলজন্তু হইয়া চিরকাল জলে বিচরণ কর। আমরা এই অভিশাপ শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করায়, তিনি বলিয়া দিলেন, যে সময়ে তোমরা কুম্ভীররূপে কোন পুরুষকে ধারণ করিবে, তখনই শাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তোমরা যে সকল জলাশয়ে জলজন্তুরূপে অবস্থিত থাকিবে, সেই জলাশয় নারীতীর্থ নামে পবিত্র তীর্থ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবে। ব্রাহ্মণের এই বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া চিন্তা করিতেছিলাম। আমরা কুম্ভীররূপ ধারণ করিয়া এমন কোন জলাশয়ে অবস্থান করিব যেখানে অল্পদিন মধ্যেই আমাদের মুক্তিকারক পুরুষের দর্শন পাইতে পারিব। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া এই পাঁচটী স্থান আমাদের নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, অল্পদিন মধ্যেই অর্জ্জুন এখানে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে মুক্ত করিবেন। সেই আশায় এই এক একটী জলাশয়মধ্যে আমরা এক এক জন অবস্থান করিতেছিলাম। মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি যেমন মুক্তিলাভ করিয়াছি এইরূপ আমার সখী চারিটীকেও অনুগ্রহপূর্ব্বক মুক্ত করিয়া উপকৃত করুন। অর্জ্জুন তদনুসারে ক্রমে ক্রমে অপর চারি তীর্থ হইতেও তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। (ভারত আদি ২১৭ অ°)

কারন্ধমী [ন্] (পুং) কম্ব এব কাম: তং ধমতি, কাম ধ্মা ইনি (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু°।) ১ কাঁসারি। ২ যে ধাতুপাত্র বাজায়।

(কারন্ধমী কাংস্যকারে ধাতুবাদরতেঽপি চ। মেদিনী।)

কারপচব (পুং) দেশবিশেষ এই দেশ যমুনানদীর নিকটবর্ত্তী।

কারভ (ত্রি) করভস্য ইদম্ করভ অণ্। ১ করভসম্বন্ধীয়। ২ উষ্ট্রসম্বন্ধীয় দুগ্ধমূত্রাদি। সুশ্রুতে ইহার গুণ এইরূপ লিখিত আছে,—উষ্ট্রদুগ্ধ রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কিঞ্চিৎ লবণ ও স্বাদুরস, লঘু এবং শোথ, গুল্ম, উদর অর্শঃ, কৃমি, কুষ্ঠ ও বিষরোগনাশক। উষ্ট্রদধি—ঈষৎ ক্ষাররস, গুরু, ভেদকারক, পাকে কটুরস এবং বায়ু অর্শঃ, কুষ্ঠ, কৃমি ও উদররোগে হিতকারক। উষ্ট্রঘৃত—পাকে কটুরস অগ্নিদীপক এবং কফ, বায়ু কুষ্ঠ, গুল্ম উদর শোথ ক্রিমি ও বিষরোগনাশক। উষ্ট্রমূত্র—শোথ, কুষ্ঠ, উদর, উন্মাদ, বায়ু কৃমি এবং অর্শনাশক।

("শোফকুষ্ঠোদরোন্মাদমারুতকৃমিনাশনম্।
অর্শোঘ্নং কারভং মূত্রং মানুষঞ্চ বিষাপহম্॥"

সুশ্রুত সূঃ ৪৫ অঃ।)

কারভূ (স্ত্রী) কর এব কার. তস্য ভূ°, ৬তৎ। রাজা যে সকল স্থানের কর গ্রহণ করেন।

কারমিহিকা (স্ত্রী) কারঃ ঘনসম্বন্ধ° মেহ°ঃ, কারমিহ্ ক স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বম্। যথা কারস্য তুষারশৈলস্য মিহিকা নীহার ইব উপমি°। কর্পূর।

কারম্ভা (স্ত্রী) কু ঈষৎ রম্ভা ইব কারেণ। প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ।

কারয়িতব্য (ত্রি) কৃ ণিচ তব্য। করাইবার উপযুক্ত।

কারয়িতা [তৃ] (পুং) কারয়তি, কৃ ণিচ্-তৃচ। অপর দ্বারা যে কার্য্য করাইয়া লয়।

কারয়িষ্ণু (ত্রি) কৃ ণিচ্ ইষ্ণুচ। কারয়িতা।

কারব (পুং) কা ইতি রবো যস্য কুৎসিতো রবো যস্য বা বহুব্রী। কাক।

কারবল্লী (স্ত্রী) কারা ইতরেভ্যো বিক্ষিপ্তা বল্লী যস্যাঃ, বহুব্রী। ১ করেলা। ২ কাণ্ডবেল নামক লতাবিশেষ।

কারবার (পারস্য) ব্যবসায়।

কারবার বা কারবাড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত উত্তর কানাড়ার প্রধাননগর। অক্ষা° ১৪°৫০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪°১৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৩৭৩১। কারবার একটী বন্দর। এই বন্দরের সম্মুখে উপসাগরে অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। সেগুলিকে কন্তর দ্বীপাবলী বলে। ইহার মধ্যে একটীর নাম দেবগড়।

দেবগড়ে একটী আলোকগৃহ আছে। সমুদ্র হইতে ১৬০ হস্ত উচ্চে তাহার অগ্নিশিখা প্রকাশিত হয়। সেই আলোক ১২ ক্রোশ দূর হইতে দেখা যায়। বিপন্ন জাহাজ রাত্রিকালে এই আলোক দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, অদূরে বন্দর আছে। তদনুসারে সেই দিকে জাহাজ পরিচালিত করে।

কারবারের উপকূল হইতে ২॥ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে সমুদ্রগর্ভে অঞ্জিদীপ নামে একটী ছোট দ্বীপ আছে। তাহাতে পর্ত্তুগীজদিগের উপনিবেশ আছে। অতি অল্পদিন হইল এই নগর স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে ধীবরগণের বাস ছিল মাত্র। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কানাড়ার উত্তর অঞ্চল যখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত করা হইল, তখন হইতেই ইহার উন্নতি আরম্ভ। এখন ৯টী গ্রাম কারবার মিউনিসিপালিটীর অধীন।

পুরাতন কারবার নূতন কারবারের দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে কালীনদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে এখানে বাণিজ্যের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব এবং এই স্থান বিজয়পুরের অন্তর্গত ছিল। কারবারের দেশাই অর্থাৎ খাজনার তত্ত্বাবধায়ক বিজয়পুররাজের একজন প্রধান কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজদিগের কোর্টেন কোম্পানি বাণিজ্য আরম্ভ করেন। তাঁহারা হুগলী অঞ্চলে প্রায় ৫০ পঞ্চাশ হাজার তাঁত নিযুক্ত করিয়া ভাল ভাল মস্‌লিন কাপড় তৈয়ার করাইয়া রপ্তানি করিতেন। এলাচি, দারুচিনি, শুঁট ও দঙ্গারি নামক নীল রঙের বস্ত্র এখান হইতে রপ্তানি হইত। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজী তথাকার ইংরাজ বণিকের নিকট হইতে ১১২০৲ টাকা শুল্ক আদায় করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে কারবারের ফৌজদার ইংরাজদিগের কুঠি আক্রমণ করেন। পরবৎসর নগর দগ্ধ করিয়া দেন, কিন্তু ইংরাজগণের কারখানার কোন ক্ষতি করেন নাই। বরং ইংরাজ-অধিবাসিগণের প্রতি যত্নই করিয়াছিলেন। তাহার পর শিবজী কোন অত্যাচার করেন নাই বটে, কিন্তু স্থানীয় প্রভুদিগের অত্যাচারে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আপনাদিগের কুঠী উঠাইয়া লইলেন। কিন্তু তিন বৎসর পরে তাঁহারা আবার কুঠি স্থাপন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। দুই বৎসর পরে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে এক বিষম কাণ্ড ঘটে। বিলাতি জাহাজের বিলাতি নাবিক হিন্দুর গোরু চুরি করে। এই কার্য্য হিন্দুদিগের অসহ্য হইল। ইংরাজদিগের কুঠি উঠাইয়া দিবার জন্য হিন্দুদিগের চেষ্টা হইল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজদিগের কারবারে যে কুঠির কারখানা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য ওলন্দাজেরা বিশেষ চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এই সময় ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে, মহারাষ্ট্রীয়গণ কারবারে আসিয়া লুটপাট করিয়া ইহার বিশেষ অনিষ্ট করে। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে নগরের পুরাতন দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া সোন্দাধিপতি সদাশিবগড় নামক একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ইংরাজদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। অসহ্য হওয়ায় ১৭২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আপনাদিগের কুঠি তুলিয়া লইলেন। তাহারা তখনও সোন্দা-রাজের তোষামোদে ত্রুটী করে নাই। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আবার আসিলেন, কিন্তু দুই বৎসর পরে পর্ত্তুগীজগণ রণতরী লইয়া আসিয়া সদাশিবগড় দখল করিয়া লইলেন। তাহার পর পর্ত্তুগীজগণ কারবারের বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইলেন। সুতরাং ইংরাজেরা কারবার উঠাইয়া দিলেন।

কারবারী, মধ্যভারতে মালবের অন্তর্গত' দেবাস নামে যে রাজ্য আছে, তাহার দুই জন রাজা। কিন্তু দুই রাজাই নিজ নিজ রাজ্যভার এক মন্ত্রীর উপর দিয়া রাখিয়াছেন। সেই মন্ত্রীকে কারবারী বলে। দুই রাজার কার্য্য তিনি একাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

কারবী (স্ত্রী) কৃ হিংসায়াং স্বার্থে ণিচ্‌ ক্বিপ্‌, কারং অবতি, কার-অব-অণ্‌-ঙীষ্‌। ১ যোয়ানী। ২ করজটা। ৩ ময়ূরশিখা। ৪ কৃষ্ণজীরা। ৫ হিঙ্গুপত্রী। ৬ ছোট করেলা। ৭ করেলা মাত্র। ৮ স্ত্রীজাতি কাক।

কারবীরেয় (ত্রি) করবীরেণ নির্বৃত্তঃ, করবীর-ঢক্‌, সংখ্যাদিত্বাৎ (বুলচ্ছণকঠাজিলসেনিরঢঞিণ্যাদি। পা ৪। ২। ৮০।) ১ করবীর হইতে উৎপন্ন। ২ করবীরসম্বন্ধীয়।

কারবেল্ল (স্ত্রী) কারেণ বাতগমনেন বেল্লতি চলতি, কার-বেল্ল-অচ্‌। ১ করেলা। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়—কঠিল্ল। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—শীতল, ভেদক, লঘু, তিক্তরস, বায়ুকর নহে, এবং জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমিদোষনাশক। ২ (পুং) ছোট করেলা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঠিল্লক, সুশবী, সুষবী, কন্দুর, কাণ্ডকটুক, সুকাণ্ড, উগ্রকাণ্ড, কঠিল, মাসানবেদন ও পটু। রাজবল্লভের মতে ইহার পুষ্পগুণ—ধারক ও রক্তপিত্তযোগে হিতকারক। ফলগুণ—রুচিকর এবং শুক্র, কফ ও পিত্তনাশক।

[উচ্ছে ও করেলা দেখ।]

কারবেল্লক (পুং) কারবেল্ল এব স্বার্থে কন্‌। করেলা। এই শব্দ কোন কোন স্থলে ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

("অথ কর্কোটকং প্রোক্তং কারবেল্লকমেব চ।"

সুশ্রুত সূত্র° ৪৬ অ।)

কারবেল্লিকা (স্ত্রী) কারবেল্লক টাপ্ অত ইত্বম্। ক্ষুদ্র করেলা, উচ্ছে।

কারবেল্লী (স্ত্রী) কারবেল্ল অল্পার্থে ঙীষ্। ছোট করেলা উচ্ছে।

কারব্য (ত্রি) [বৈ] কারু (গায়ক) সম্বন্ধীয় অথর্ববেদের মন্ত্রবিশেষ।

কারসাজি (দেশজ) ১ ছল, কপটব্যবহার। ২ প্রতারণা।

কারসীর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Grewia hisdida, *Buch*)

কারস্কর (পুং) কারং বধং করোতি কৃ-ট (হেতুতাচ্ছিল্যা-নুলোমেষু। পা ৩। ২। ২০।) বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়—কিম্পাক, বিষতিন্দু, কারস্কর, রম্যফল, কুপীলু ও কালকূট। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, রস, উষ্ণবীর্য্য এবং কুষ্ঠ, বাত রক্ত, কণ্ডূ, কফ, অর্শ ও ব্রণনাশক।

কারস্করাটিকা (স্ত্রী) কারস্কর ইব অটতি কারস্কর অট্-ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বম্। কর্ণজলৌকা, কেন্নুই।

কারা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আলাহাবাদ নগরের ২০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে সিরাথু নামক তহশীলের একটি নগর। গঙ্গার দক্ষিণদিকে অক্ষা° ২৫°৪১´৫৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮১°২৪´২১´´ পূঃ মধ্যস্থিত। লোকসংখ্যা ৫০৮০। উত্তরপশ্চিমে ৯টী প্রধান তীর্থস্থান আছে। তন্মধ্যে কারা একটী, এখানে কালেশ্বরের মন্দির আছে, সেইজন্য ইহার একটী নাম কালনগর। পুরাতন তাম্রশাসনে কালখণ্ড বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে। ইহার আর একটী নাম কর্কোটক নগর। কথিত আছে, বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হইয়া সতীদেবীর করের একটী অংশ এখানে পতিত হয়। মুসলমান পরিব্রাজক ইবন বতুতার গ্রন্থে এই তীর্থের কথা লিখিত হইয়াছে। আষাঢ়মাসের কৃষ্ণপক্ষের তিথিতে প্রায় লক্ষাধিক লোক এই নগরে আসিয়া গঙ্গা-স্নান করে।

এখানে একটী অতি পুরাতন দুর্গ আছে। উহা ঠিক গঙ্গার উপর অবস্থিত। এখন তাহার ভগ্নদশা। দুর্গটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৬০০ গজ ও ৩৫০ হস্ত হইবে। সম্বৎ ১০৯৫ (খৃঃ ১০৩৮) অব্দে রাজা যশোপালের সময়ে কতক-গুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং দুর্গটি যে আরও কত দিনের পুরাতন, তাহার ঠিক নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, কনোজরাজ জয়চন্দ্র উহা নির্ম্মাণ করেন।

দুর্গের নিম্নভাগের বাঁধাঘাটে একটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। উহার চারিদিকে চবুতরা (বা দালান) আছে। সেই দালানে দুর্গার অষ্টভুজ একটী মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। একস্থানে একটী শিবলিঙ্গ ও স্থানান্তরে নন্দীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। বোধ হয়, যবনেরাই এই মন্দিরের এই দশা করিয়া থাকিবে। ঘাটের নিকটেই একটী কূপ আছে, তাহার চারিদিকে স্তম্ভাকৃতি গাঁথুনি। লোকে ইহাকে মিনার বলিয়া থাকে।

মুসলমানদিগের অনেক কীর্ত্তিও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে খাজা কারকের গোরস্থান, কমল গোরস্থান, জামি মসজিদ্, সেখ সুলতানের রোজা, সাধুর আজার গোরস্থান, এইগুলি প্রধান। নিকটে কারানগরে একটী মসজিদ্ ও দুইটী গোরস্থান, কচরিয়া নামক গ্রামের কুতব আলমের রোজা, ইসমাইলপুরে ফকির হোসেনের রোজা, সাহজাদপুরে আল্লাদাদ খাঁর মসজিদ্গুলিও দেখিবার জিনিস।

পূর্ব্বে এই নগর বহু সমৃদ্ধিশালী ও অনেক বিস্তৃত ছিল। গঙ্গার পশ্চিমদিকে এক ক্রোশ দীর্ঘ ও অর্দ্ধক্রোশ বিস্তৃত। পুরাতন নগরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই স্থান এই প্রদেশের প্রধান নগর ছিল। সম্রাট্ অকবরসাহ আলাহাবাদে প্রধান নগর উঠাইয়া লইয়া যাওয়ায় ইহার সমৃদ্ধি নষ্ট হইল।

কারা বা কোরা নগর মুসলমান আমলেও অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ। অযোধ্যার নবাব আসফ্-উদ্দৌলা কারার ভাল ভাল বাটীগুলি ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়া লক্ষ্ণৌনগরে নিজের ইমামবড় নির্ম্মাণ করেন।

কারানগরে উত্তম কম্বল প্রস্তুত হয়। এখানে নানাবিধ শস্যাদি উৎপন্ন হয়। কাগজও উত্তম প্রস্তুত হয়। অযোধ্যা ও ফতেপুরের সহিত কাপড় কাগজ ও শস্যের ব্যবসা চলে।

কারা (স্ত্রী) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে দণ্ডার্হো যস্যাম্ কৃ-অঙ্ অতঃ (বহুলোহন্তি উণঃ। ৭। ৪। ১৩।) অণে দীর্ঘত্ব নিপা-তনাৎ। ১ কারাগার। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—বন্ধনালয়, বন্দাবক। ২ দূতী। ৩ বীণার অধঃস্থিত বক্রকাষ্ঠ বা লাউ। ৪ স্বর্ণকারিকা। ৫ বন্ধন। ৭ পীড়া। ৮ শব্দ।

কারাকুবেত্ত (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Calamus latifolius)

কারাগার (ক্লী) কারা এব আগারং, কারাইব বন্ধনায় বা আগারম্। বন্ধগৃহ।

কারাগুপ্ত (ত্রি) কারায়াং বন্ধনাগারে গুপ্তঃ বদ্ধঃ, ৭তৎ। কারারুদ্ধ, কয়েদী। (চাণঃ কারাগুপ্তো।: মেদ ৩। ৪৭০।)

কারাগৃহ (ক্লী) কারা এব গৃহম্, কারাইব বন্ধনায় বা গৃহম্। কারাগার।

কারাগোলা। বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্গত পূর্ণিয়াজেলার একটি গ্রাম। গঙ্গার উত্তর তীরে অক্ষা° ২৫° ২৩´ ০´´ উঃ, দ্রাঘি°

৮৭° ৩০´ ৫১´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। যখন উত্তরবঙ্গের রেল হয় নাই, তখন লোকে কারাগোলা দিয়া দার্জ্জিলিঙ যাইত। এখনও সাহেবগঞ্জ হইতে একখানি ষ্টীমার কারাগোলা পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। তবে সম্প্রতি কারাগোলার সম্মুখে চড়া পড়িয়া যাওয়ায় বর্ষাকাল ব্যতীত ষ্টীমার সকল সময়ে ঠিক কারাগোলায় যাইতে পারে না—তথা হইতে ১ ক্রোশ দূরে আরোহিগণকে নামাইয়া দেয়। এখানে একটী প্রকাণ্ড মেলা হয়। পূর্ব্বে এই মেলা ভাগলপুরের অন্তর্গত পীর পৈন্তি নামক স্থানে হইত। তাহার পর কিছুকাল পূর্ণিয়াতে বসিত। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ মেলা কারাগোলায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানে দ্বারভাঙ্গা মহারাজের এক খণ্ড বালুকাময় ভূমি পড়িয়া আছে। তাহাই মেলার স্থান। মেলা ১০ দিন থাকে। তখন বহুসংখ্যক দোকান পাট বসে। দেশী, বিলাতী, রেসমী, পসমী ও কার্পাসের নানাবিধ বস্ত্র লৌহময় লাঙ্গলের ফাল হইতে গলার গেলাপ (?) অবধি সকল প্রকার প্রয়োজন সামগ্রী এখানে বিক্রয়ের জন্য আসিয়া থাকে। নেপালীরা নানাপ্রকার ছুরি, তোয়ালে, কুকরি, বেত, চামর লাক্ষা ও টাট্টু ঘোড়া লইয়া আসে। প্রায় ৩০।৪০ সহস্রলোক এই মেলায় সমবেত হয়।

কারাম (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Gratiola amara)

কারাধুনী (স্ত্রী) কারায়াঃ শব্দস্য আধুনী উৎপাদিকা, ৬তৎ। শব্দ-উৎপাদক শঙ্খ প্রভৃতি।

কারাপথ (পুং) দেশবিশেষ, লক্ষ্মণপুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু এই দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

("অঙ্গদং চন্দ্রকেতুঞ্চ লক্ষ্মণোহপ্যাত্মসম্ভবম্।
শাসনাদ্রঘুনাথস্য চক্রে কারাপথেশ্বরৌ॥" রঘু ১৫।৯০।)

কারাপাল (পুং) কারাং কারাগারং পালয়তি রক্ষতি, কারা পাল-অচ্। কারাগার রক্ষক।

কারাভূ (স্ত্রী) কারায়ৈ বন্ধনায় ভূঃ স্থানম্। বন্ধনস্থান।

কারারিকা (স্ত্রী) কং জলং আরাতি বিচরণস্থানত্বেন গৃহ্লাতি, ক-আ রা-ণ্বুল্ টাপ্ ইত্বঞ্চ। বলাকা, বক।

কারাবর (পুং) চর্ম্মকার জাতিবিশেষ; নিষাদ জাতির ঔরসে এবং বৈদেহী জাতি স্ত্রীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি।

("কারাবরো নিষাদাত্তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।" মনু ১০।৩৬)

কারাবাস (পুং) কারায়াং বাসঃ ৭তৎ। কারাগৃহে বদ্ধ হইয়া থাকা।

কারাবেশ্ম [ন্] (স্ত্রী) কারা এব কারায়ৈ বা বেশ্ম গৃহম্। কারাগার।

কারাষ্ট্র (পুং) ১ করাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণ। ২ করাষ্ট্রদেশ। মহাভারতে করহাটক নামে উক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান নাম করাড়। [করাষ্ট্র দেখ।]

কারি (স্ত্রী) ক্রিয়তেহসৌ কৃ ইঞ্। (বিভাষা খ্যাপরি-প্রশ্নাখ্যানয়োরিঞ্ চ। পা ৩।৩।১১০।) ১ ক্রিয়া। (ত্রি) করোতি, কৃ ইঞ্ (কৃঞ উদীচাং কারুষু। উণ্ ৪।১২৮।) শিল্পী, যে শিল্পকার্য্য করে।

(কারিঃ স্ত্রিয়াং ক্রিয়ায়াং তাচ্ছীল্যে শিল্পিনি। মেদিনী।)

কারিক (স্ত্রী) কারি স্বার্থে কন্। ক্রিয়া, কার্য্য।

কারিকর (ত্রি) কারিঃ ক্রিয়াং শিল্পকর্ম্ম ইতি যাবৎ করোতি কারি-কৃ ট। শিল্পকারক, যে শিল্পকার্য্য করিতে পারে।

কারীকরী (স্ত্রী) কারিকর ঙীপ্। শিল্পকারিণী।

কারিকা (স্ত্রী) করোতীতি স্বার্থে বা কৃ ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বম্। ১ নটস্ত্রী অভিনেত্রী। ২ ক্রিয়া। ৩ বিবরণ। ৪ শ্লোক। ৫ শিল্প। ৬ যাতনা। ৭ বৃদ্ধি, সুদ। ৮ কর্ত্তকারী। ৯ বহু অর্থ-বোধক অল্প অক্ষরবিশিষ্ট কবিতা। ১০ কর্ত্রী। ১১ মর্য্যাদা।

কারিকাল, তামিল ভাষায় ইহাকে 'কারিখাল—অর্থাৎ মৎস্যের খাল বলে। করমণ্ডল উপকূলে এই প্রদেশ। ইহার উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণে তাঞ্জোরজেলা ও পূর্ব্বে বঙ্গোপ-সাগর। এই প্রদেশটীতে ১১০টী গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা ৯১৪৮৭। কাবেরীনদীর পাঁচটী মুখ এই স্থান দিয়া সাগরে পড়িয়াছে। ইহার প্রধান নগরের নামও কারিকাল। নগর অক্ষা° ১০° ৫৫ ১০´´ উঃ দ্রাঘি° ৭৯° ৫২´২০´´ উঃ মধ্যে সমুদ্র হইতে প্রায় তিনপোয়া পথ দূরে অব-স্থিত। সিংহলদ্বীপের সহিত কারিকালের বারমাস চাউলের বাণিজ্য হয়। এতদ্ব্যতীত আণ্ডামান দ্বীপের সহিত ও ফ্রান্সের সহিত বাণিজ্য চলে। এখান হইতে নানাস্থানে ভারতীয় কুলি চালান হয়। কারিকাল বন্দরে একটী আলোকগৃহ আছে। উহা সমুদ্র হইতে ২২ হস্ত ঊর্দ্ধে স্থাপিত।

১৭০৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসিরা কারিকালে আসিয়া একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। অল্পকাল পরেই রাজার সহিত ফরাসীদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রেল তাঞ্জোররাজ সসৈন্যে কারিকাল আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে ২১ ডিসেম্বর তারিখে তাঞ্জোরাধিপতি কারিকাল ও তৎসংলগ্ন ৮১টী গ্রাম ফরাসীদিগকে দান করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনা কারিকাল অবরোধ করেন। ফরাসীরা দশদিন অনবরত যুদ্ধ করিয়া শেষ ৫ই এপ্রেল তারিখে ইংরাজহস্তে আত্মসমর্পণ করেন। তাহার পর আর তিনবার কারিকাল ইংরাজহস্তে আইসে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি, এই স্থান একেবারে ফরাসী-

দিগকে দেওয়া হয়। এখনও ইহা ফরাসী অধিকারে আছে। ভারতে ফরাসীদিগের প্রধান স্থান পুঁদিচারী; পুঁদিচারীর গবর্ণরের কর্তৃত্বাধীনে কারিকালের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। এখানে ও ফরাসীদিগের সাধারণতন্ত্রপ্রথা প্রচলিত। মিউনিসিপালের কৌন্সিল ব্যতীত এখানে আর একটি সভা আছে, তাহাকে লোকাল-কৌন্সিল বলে। তাহাতে নগরস্থ মিউনিসিপালিটীর অধিকার ব্যতীত অপর বিষয়ের আলোচনা হয়। এতদ্ব্যতীত আর একটী সভা আছে, তাহার নাম কাঁসাই জেনেরাল (Consul General) পুঁদিচারীতে ইহার অধিবেশন হয়। ইহাতে ভারতের প্রত্যেক ফরাসী অধিকৃত স্থান হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। প্রতিনিধিগণ অবশ্য প্রজাগণের নির্ব্বাচিত। ইহা ব্যতীত ফ্রান্সের সেনেট সভায় ও ডিপুটী সভায় এক এক জন করিয়া ভারতের প্রতিনিধি থাকেন। সেই প্রতিনিধি এখানকার প্রজাগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। এখানে যন্ত্রবিভাগে, পূর্ত্তবিভাগে ও শান্তিরক্ষার বিভাগে এক এক জন করিয়া (Chief) কর্তা আছে। সকলের উপর শাসনকর্তা। ইনিই স্থানীয় বড় সাহেব। ভারতীয় ইংরাজ গবর্ণমেন্টের এখানে এ জন ইংরাজ-প্রতিনিধি আছেন।

কারিকুরি (দেশজ) শিল্পকার্য্যে যে সকল নিপুণতা দেখান হয়।

গরিগর (পারস্য) কারিকর, শিল্পকারক।

গরিগরী (পারস্য) কারিকুরি, নিপুণতা।

কারিণী (স্ত্রী) করোতি, কৃ-ণিনি ঙীপ্। ১ যে শব্দের পরে থাকে, তৎকার্য্যের নিষ্পাদয়িত্রী, যে স্ত্রী তৎকার্য্যাদি নিষ্পাদন করে।

কারিত (ত্রি) কৃ-ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। অন্য কর্তৃক যাহা সম্পাদিত হইয়াছে।

("বিক্রঃ শরীরগ্রহণমনীশাম এব চ।
কারিতাম্রে বত্তোহবৃত্যাং কঃ বোদ্ধুং শক্তিমান্ ভবেৎ।"
মার্ক ৮১।৬৫।)

কারিতা (স্ত্রী) কারিত-টাপ্। অধিক সুদ। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়—কারিকা ও কারিতা-বৃদ্ধি।

"ঋণিকেন তু যা বৃদ্ধিরধিকা সম্প্রকীর্ত্তিতা।
আপৎকালকৃতা নিত্যং দাতব্যা সা তু কারিতা॥"

কোন ব্যক্তি আপৎকালে অধিক সুদ দিবার অঙ্গীকার করিলে, তাহা নিয়তই দিতে হয়; এই নিয়মের নাম কারিতা। (বিবা° সেতু।)

কারিয়াকোকসা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (A species of Tetrodon.

কারী [ন্] (পুং) করোতি, কৃ-ণিনি। কোন শব্দের পরে থাকিলে তৎকর্ম্মের কারক বা কর্তা বুঝায়।

কারী (স্ত্রী) কৃণাতি হিনস্তি কণ্টকৈরিতি শেষঃ, কৃ-ইঞ্-ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ, কণ্টকারী ও আকর্ষকারী নামে ইহা দুই প্রকার। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কারিকা, কার্য্যা, গিরিকা ও কটুপত্রিকা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কষায় ও মধুর রস পিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক মলরোধক, রুচিকারক, কণ্ঠশোধকারক এবং গুরু।

কারীর (ক্লী) করীরস্য অবয়বঃ, করীর-অণ্। (পলাশাদিভ্যো বা। পা ৪।৩।১৩১।) ১ বাঁশের কাণ্ড। ২ বাঁশের অঙ্কুর।

কারীরী (স্ত্রী) কং জলং ঈরয়তি, ক ঈর-ণিচ্, কারং জলপ্রেরণমীরয়তি, কার ঈর অণ্ ঙীপ্। বৃষ্টির কর্তব্য যজ্ঞবিশেষ।

কারীর্য্য (ক্লী) করীরস্য অবয়বঃ, করীর ষ্যঞ্। কারীর, বংশকাণ্ড বা বংশাঙ্কুর

কারীষ (ক্লী) করীষাণাং সমূহঃ, করীষ অণ্। করীষসমূহ, ঘুঁটের রাশি।

কারীষগন্ধি (ত্রি) কারীষস্যেব গন্ধো যস্য, ইৎসম্। শুষ্ক গোময়ের গন্ধযুক্ত।

কারীষি (পুং) ১ ঋষিবিশেষ। ২ গণবিশেষ।

কারু (পুং) করোতি, কৃ উণ্। (কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্। উণ্ ১।১।) ১ বিশ্বকর্ম্মা। ২ (ভাবে উণ্) শিল্প। ৩ (ত্রি) কারক। ৪ শিল্পী। ৫ সূপকারাদি, পাচক প্রভৃতি।

("যাজেষৈবং বিপ্রাং ভবং বিনশং কার্ষাপণাবরম্।
কর্ম্মোপকরণাঃ শূদ্রাঃ কারবঃ শিল্পিনস্তথা॥" মনু। ১০।১২০)
'কারবঃ সূপকারাদয়ঃ' কুল্লূ। ৬ কর্ম।

কারুক (ত্রি) কারু স্বার্থে কন্। শিল্পী।

("কারুকান্ প্রজাঃ হন্তি বলং নির্দেশকস্ত চ।
গণানাং গণিকানাঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি।"
মনু ৪।২১৯।)

কারুচৌর (পুং) কারুণা শিল্পেন চোরয়তি, কারু-চুর-অচ্। সন্ধিচৌর, যাহারা সিঁধ কাটিয়া চুরি করে।

কারুজ (পুং) কং জলং আরুণদ্ধি, ক-আ-রুধ-ক। ১ কলভ। ২ ফেন। ৩ বল্মীক। ৪ নাগকেশর। ৫ গিরিধাতু। ৬ (কারুভো জায়তে, কারু-জন-ড) শিল্পিনির্ম্মিতচিত্র। ৭ শরীরে আপনা হইতেই তিলের ন্যায় কাল কাল যে চিহ্ন জন্মে।

[তিলকালক দেখ।]

কারুণিক (ত্রি) করুণায়াং দীব্যতি, করুণা-ঠক্। দয়ালু।

কারুণ্ডিকা (স্ত্রী) কারুণ্ডী স্বার্থে কন্ টাপ্ হ্রস্বশ্চ। জলৌকা, জোঁক।

কারুতী (স্ত্রী) কুৎসিতা ঈষৎ বা রুতী মূর্চ্ছনা ইব কোঃ কাদেশঃ। জলৌকা জোঁক।

কারুণ্য (ক্লী) করুণস্য ভাবঃ, করুণা এব বা, করুণা ষ্যঞ্। করুণা, দয়া, স্বার্থপরিত্যাগপূর্ব্বক পরদুঃখনিবারণের ইচ্ছা। ("মুনেঃ শিষ্যসহায়স্য কারুণ্যং সমজায়ত।" রামা ১।২।১৫।)

কারুষ (পুং) করূষস্য রাজা, করূষ অণ্। ১ করূষদেশের অধিপতি, দন্তবক্র। ২ করূষোৎপত্তিজন এবাম, করূষ অণ্। পুরুষানুক্রমে করূষদেশবাসী। এই অর্থে নিত্য বহুবচনান্ত হইয়া থাকে। ৩ মনুর পুত্র।

কারুষক (ত্রি) কারুষ স্বার্থে কন্। ১ করূষদেশবাসী। ২ (পুং) করূষদেশের রাজা।

সার কানিংহামের মতে বর্ত্তমান শাহাবাদজেলাই প্রাচীন করূষদেশ।

কারূষ (পুং) করূষস্য রাজা, করূষ অণ্। ১ করূষদেশের রাজা ২ করূষদেশবাসী। ৩ জাতিভেদ। ব্রাত্য বৈশ্য হইতে সবর্ণ স্ত্রীতে উৎপন্ন।

"বৈশ্যাৎ তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।

কারূষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ॥" মনু ১০।২৩।

কারূষ্য (পুং) করূষস্য রাজা, করূষ ষ্যঞ্। ১ দন্তবক্র। ২ (স্ত্রী) সেরমল।

কারেণব (ত্রি) করেণোরিদম্ করেণু অণ্। হাস্তিসম্বন্ধীয়। কারেণব দুগ্ধাদিগুণ যথা—হস্তিদুগ্ধ—ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুর রস, বলকারক ও গুরুপাক। দধিগুণ—কষায়যুক্ত মধুররস ও মলবদ্ধকারক। ঘৃতগুণ—মলমূত্ররোধক, তিক্তরস, অগ্নিকর, লঘু এবং কফ, কুষ্ঠ বিষরোগ ও কৃমিনাশক। মূত্রগুণ—ঈষৎ তিক্তযুক্ত লবণরস, ভেদক, বায়ুনাশক, পিত্তবর্দ্ধক ও তীক্ষ্ণ। ইহা কিলাসরোগে উপকারী।

কারেণুপালি (পুং) করেণুপালস্য অপত্যম্, করেণুপাল-ইঞ্। হস্তিপালকের পুত্র।

কারেলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Cleome pentaphylla.)

কারোত্তম (পুং) কারেণ সুরাগালনেন উত্তমঃ। সুরার অগ্রভাগ।

কারোত্তর (পুং) কারেণ সুরাগালনক্রিয়য়া উত্তরতি, কার উৎ তৃ-অচ্। সুরামণ্ড, মদের মাত। ২ কূপ। ৩ বংশাদি-নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, চালনী।

কার্কটেলব (স্ত্রী) কর্কটুনাং নিবাসোহস্য, কর্কটু-অঞ্ (ঞ্যঞ্। পা ৪।২।৭১।) কর্কটুপক্ষীর নিবাসস্থল।

কার্কণ (ত্রি) কৃকণস্য ইদম্, কৃকণ-অঞ্। ১ কৃকণ পক্ষি-সম্বন্ধীয়। ২ কৃমিসম্বন্ধীয়। ৩ দেশের বাহুবিশেষসম্বন্ধীয়।

কার্কন্ধব (ত্রি) কর্কন্ধ্বাঃ বিকারঃ অবয়বো বা, কর্কন্ধু-অণ্ (বিল্বাদিভ্যোহণ্। পা ৪।৩।১৩৬।) ১ কর্কন্ধুর বিকার। ২ কর্কন্ধুর অবয়ব।

কার্কলাসেয় (ত্রি) কৃকলাসস্য ইদম্, কৃকলাস ঢক্ (গৃষ্ট্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩।) কৃকলাসসম্বন্ধীয়।

কার্কবাকব (ত্রি) কৃকবাকোরিদম্, কৃকবাকু অণ্। কুক্কুট-সম্বন্ধীয়।

কার্কশ্য (ক্লী) কর্কশস্য ভাবঃ, কর্কশ-ষ্যঞ্। ১ কর্কশতা। ("কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনূরোমাঞ্চমালম্বতে"। ২ কঠিনতা। ৩ নির্দ্দয়তা। [অমরু শঃ। ২৪।)

কার্ষ (পুং) ব্যক্তিবিশেষ।

কার্ষকায়নি (পুং) কার্ষস্য অপত্যম্ পুমান্, কর্ষ-ফিঞ্ কুগাগমশ্চ (বাকিনাদীনাং কুক্ চ। পা ৪।১।১৫৮।) কার্ষের পুত্র।

কার্ষি (পুং) কর্ষ-ফিঞো বিকল্পবিধানাৎ ইঞ্। কার্ষের পুত্র।

কার্কারিন্ (ত্রি) [বৈ] নিন্দের আবাধক।

("যদদূত নমস্তেহস্ত কিং মা কার্কারিণোহব্রবীৎ।"

কারুরিণ ইতি ষষ্ঠী দ্বিতীয়ার্থা ছান্দসী, তেন অস্মাবক্তং কিমুক্তবান্ ইত্যর্থঃ।)"

কার্কীক (ত্রি) কর্কঃ শুক্লোঽশ্বঃ স ইব, কর্ক ঈকক্। শ্বেত-অশ্বতুল্য।

কার্কোটক (ক্লী) নগরবিশেষ। বর্ত্তমান নাম কাল্পী।

কার্থরা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Curcuma Zerumbet)

[কচ্চুর দেখ।]

কার্ণ (পুং) কর্ণস্য অপত্যম্ পুমান্ কর্ণ অণ্। ১ কর্ণের পুত্র, বৃষকেতু। ২ (ত্রি) কর্ণেন্দ্রিয়সম্বন্ধী।

কার্ণগ্রাহিক (পুং) কর্ণগ্রাহস্য অপত্যম্ পুমান, কর্ণগ্রাহ-ঠক্, (রেবত্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।১।১৪৬।) নাবিকপুত্র, মাঝির ছেলে।

কার্ণছিদ্রক (ত্রি) কর্ণছিদ্রস্য ইদম্, কর্ণছিদ্র অণ্ স্বার্থে কন্। কর্ণছিদ্রসম্বন্ধীয়।

কার্ণবেষ্টকিক (ত্রি) কর্ণবেষ্টকাভ্যাম্, সম্পাদি, কর্ণালঙ্কারাভ্যাং অলঙ্কৃতং শোভতে ইত্যর্থঃ। কর্ণবেষ্টক ঠঞ্ (সম্পাদিনি। পা ৫।১।৯৯।) কর্ণবেষ্টন অলঙ্কার দ্বারা যে শোভা পায়।

কার্ণশ্রবস (ক্লী) [বৈ] সামভেদ।

কার্ণাটক (পুং) কর্ণাটঃ অভিজনোঽস্য, কর্ণাট-অণ্ স্বার্থে কন্। কর্ণাটদেশবাসী। ২ (ত্রি) কর্ণাটদেশসম্বন্ধীয়।

কার্ণাটভাষা (স্ত্রী) কার্ণাটানাং কার্ণাটদেশীয়ানাং ভাষা, ৬তৎ। কর্ণাটদেশীয়দিগের ভাষা।

কার্ণায়নি (ত্রি) কর্ণেন নির্ব্বৃত্ত, কর্ণ-ফিঞ্ (সুতং গমিকাদিভ্যঃ কচ্চিত্‌ পাবকৃকিক্রিতাদি। পা ৪।২।৮০) কর্ণ দ্বারা নিষ্পাদিত।

কার্ণি (ত্রি) কর্ণ-ফিঞ্, বিধানত বিকল্পাৎ ইঞ্। ১ কর্ণ দ্বারা নিষ্পাদিত। ২ কর্ণসম্বন্ধীয়।

কার্ণিক (ত্রি) কর্ণস্য ইদম্, কর্ণ-ঠঞ্। কর্ণসম্বন্ধীয়।

কার্ণিশ (দেশজ) ছাদের উপরে চতুর্দ্দিকে যে অল্প বিস্তৃত স্থান বাহির দিকে প্রস্তুত করা হয়।

কার্ত্ত (ত্রি) কৃতঃ কৃৎপ্রত্যয়স্য ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ, কৃৎ-অণ্। ১ কৃৎপ্রত্যয়ের ব্যাখ্যাগ্রন্থবিশেষ। ২ (কৃতস্য ইদম্) কৃতসম্বন্ধীয়। (স্ত্রী) ৩ (কৃতমেব স্বার্থে অণ্) সত্যযুগ।
("কিং কারণং কার্ত্তযুগঃ প্রধানঃ।" ভারত আঃ ৯০ অঃ।)
৪ (পুং) ধর্ম্মনেত্রের পুত্র।

কার্ত্তকৌজপাদি (পুং) পাণিনিব্যাকরণোক্ত গণবিশেষ, দ্বন্দ্বসমাসযুক্ত এই সকল শব্দের পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হয় (কার্ত্তকৌজপাদয়শ্চ। ৬।২।৩৭।) গণ যথা—কার্ত্তকৌজপৌ, সাবর্ণিমাণ্ডূকেয়ৌ, অবন্ত্যশ্মকাঃ, পৈলশ্যাপর্ণেয়াঃ, কপিশ্যাপর্ণেয়াঃ, শৈতিকাক্ষপাঞ্চালেয়াঃ, কটুকবার্চ্চলেয়াঃ, শাকলশুনকাঃ, শাকলশণকাঃ শণকবাভ্রবাঃ, আর্চ্চাভিমৌদ্গলাঃ, কুন্তিসুরাষ্ট্রাঃ, চিন্তিসুরাষ্ট্রাঃ, তণ্ডবতণ্ডাঃ, অবিমত্তকামবিদ্ধাঃ, বাভ্রবশালঙ্কায়নাঃ, বাভ্রবদানচ্যুতাঃ, কঠকালাপাঃ, কঠকৌথুমাঃ, কৌথুমলৌকাক্ষাঃ, স্ত্রীকুমারম্‌, মৌদপৈপ্পলাদাঃ, বৎসজরৎ, সৌশ্রুতপার্থবাঃ, জরামৃত্যু, যাজ্যানুবাক্যে।"

কার্ত্তবন (স্ত্রী) [বৈ] সামভেদ।

কার্ত্তযুগ (পুং) কৃতমেব কার্ত্তঃ, কার্ত্তশ্চাসৌ যুগশ্চেতি, কর্ম্মধা। সত্যযুগ।

কার্ত্তবীর্য্য (পুং) কৃতবীর্য্যস্য অপত্যম্ পুমান্। কৃতবীর্য্য-অণ্। ১ চন্দ্রবংশীয় কৃতবীর্য্য রাজার পুত্র। ইহার নামান্তর—হৈহয়, দোঃসহস্রভৃৎ ও অর্জ্জুন। মাহিষ্মতীপুরী কার্ত্তবীর্য্যের রাজধানী ছিল। ইনি দত্তাত্রেয়ের যোগবলে যুদ্ধসময়ে সহস্র হস্ত প্রাপ্তির বর প্রাপ্ত হইয়া ভুজবলে সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। লঙ্কাপতি রাবণ দিগ্বিজয়কালে ইঁহারই নিকট পরাজিত হইয়া নিগড়বদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে তাঁহার পিতামহ পুলস্ত্যমুনি আসিয়া মুক্ত করিয়া দেন। জমদগ্নির আশ্রম হইতে সবৎসা ধেনু অপহরণ করিয়া, জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের হস্তে কার্ত্তবীর্য্যের মৃত্যু হইয়াছিল। (ভারত অনু° ১৫২অঃ।) ২ জৈনরাজচক্রবর্ত্তিবিশেষ, ইহার অপর নাম সুভূম।

কার্ত্তবীর্য্যদীপ (পুং) কার্ত্তবীর্য্যোদ্দেশেন দীয়মানো দীপঃ, মধ্যলো°। কার্ত্তবীর্য্যের উদ্দেশে প্রদত্ত দীপ। এই দীপপ্রদানের বিধি যথা—উড্ডামেশ্বরতন্ত্রে—কোন শুদ্ধ স্থান গোময়লিপ্ত করিয়া, তাহার মধ্যস্থলে বিন্দুযুক্ত ত্রিকোণ মণ্ডল করিতে হইবে। মণ্ডলের বহির্দিকে কুঙ্কুম ও রক্তচন্দনমিশ্রিত তণ্ডুল দ্বারা ষট্‌কোণ এবং মণ্ডলের মধ্যদেশে মূলমন্ত্র লিখিত হইবে। যন্ত্রের উপর ঘৃতপূর্ণ প্রদীপ স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা সঙ্কল্প করিবে—

"কার্ত্তবীর্য্য মহাবাহো ভক্তানামভয়প্রদ।
গৃহাণ দীপং মদ্দত্তং কল্যাণং কুরু সর্ব্বদা॥
অনেন দীপদানেন কার্ত্তবীর্য্যস্ত প্রীয়তাম্।"

শুভফল কামনায় দীপদানকালে একটী প্রদীপ পশ্চিমমুখে স্থাপন করিবে, অভিচারকার্য্যে তিনটী প্রদীপ দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিমমুখে স্থাপন করিবে এবং বহু বস্তুপ্রাপ্তিকামনায় দীপ দান করিলে, পাঁচটী হইতে ততোধিক বিষমসংখ্যক প্রদীপ স্থাপন করিবে। চতুর্ব্বর্গ ফল পাইবার জন্য একশত দীপ দিতে হয় এবং মারণকার্য্যে এক সহস্র বা দশসহস্র দীপ দান বিধেয়। রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, লৌহ, মৃত্তিকা, পদ্ম, মাষ ও মুগচূর্ণ দ্বারা দীপপাত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করিলে কার্য্যসিদ্ধি, রৌপ্যদ্বারা জগৎ বশীভূত, তাম্রদ্বারা শত্রুমারণ, কাংস্য দ্বারা হিংসাকার্য্য সম্পাদিত হয়, মারণকার্য্যে লৌহদ্বারা, উচ্চাটনে মৃত্তিকা দ্বারা, যুদ্ধে জয়কামনায় গোধূমচূর্ণ দ্বারা, শত্রুমুখস্তম্ভনের জন্য মাষকলায় দ্বারা, সন্ধিকার্য্যে নদীর উভয় কূলের মৃত্তিকা দ্বারা, অথবা অন্য বস্তুর অভাব হইলে সকল কার্য্যেই কেবল তাম্র দ্বারা দীপপাত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। এই দীপে কার্য্যানুসারে এক, তিন, পাঁচ বা সাতটী সলিতা অল্পকার্য্যে অল্প এবং মহৎ কার্য্যে অধিক সংখ্যক দেওয়াই বিধি। শুভ্র, পীত, রক্ত, কুসুম্ভফুলজাত বর্ণ, কৃষ্ণ ও বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট সলিতা কার্য্যবিশেষে ব্যবহার করিতে হয়। অভাবে কেবল শুভ্র সূত্র দ্বারা সলিতা করিলেই চলে।

কার্ত্তবীর্য্যের উদ্দেশে এইরূপ দীপদানবিধি দেখিয়া অনেকেরই সন্দেহ হইতে পারে কার্ত্তবীর্য্য উপাস্য কেন? কার্ত্তবীর্য্য দত্তাত্রেয় হইতে যোগ লাভ করিয়া, অথবা চক্রাবতাররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াই এইরূপ উপাসনার যোগ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার ধ্যানমধ্যে চক্রাবতারের উল্লেখ আছে যথা—

"উদ্যৎসূর্য্যসহস্রকান্তিরখিলক্ষৌণীধবৈর্বন্দিতো
হস্তানাং শতপঞ্চকেন চ দধচ্চাপানিষূংস্তাবতা।
কণ্ঠে হাটকমালয়া পরিবৃতশ্চক্রাবতারো হরেঃ
পায়াৎ স্যন্দনগোহরুণাভবসনঃ শ্রীকার্ত্তবীর্য্যো নৃপঃ।"

কার্ত্তবীর্য্যারি (পুং) কার্ত্তবীর্য্যস্য অরিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। পরশুরাম। কার্ত্তবীর্য্য জমদগ্নির আশ্রম হইতে হোমধেনু অপহরণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম তাঁহাকে বিনষ্ট করেন।

কার্ত্তবেশ (ত্রি) কৃতবেশস্য ইদম্, কৃতবেশ-অণ্। কৃতবেশ-সম্বন্ধীয়।

কার্ত্তস্বর (ক্লী) কৃতস্বরে অনাখ্য-আকরবিশেষে ভবম্, অথবা কৃতাঃ পঠিতাঃ স্বরা যেন সঃ কৃতস্বরঃ সামপাঠকঃ, তস্মৈ দক্ষিণাত্বেন দেয়ম্ কৃতস্বর অণ্ (শেষে পা ৪। ২। ৯২।)

("স তপ্তকার্ত্তস্বরভাস্বরাম্বরঃ।" মাঘ ১। ২০।)

১ স্বর্ণ। ২ কনকধুতুরা।

কার্ত্তান্তিক (পুং) কৃতান্তং বেত্তি, কৃতান্ত-ঠক্ (ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাট্ঠক্। পা ৪। ২। ৬০।) ১ জ্যোতির্বিদ্। ২ দৈবজ্ঞ।

কার্ত্তায়নি (পুং) কার্ত্তস্য অপত্যম্, কার্ত্ত-ফিঞ্ (অণো-দ্ব্যচঃ। পা ৪। ১। ১৫৬) বর্ণাপঃ। কর্ত্তার পৌত্র।

কার্ত্তিক (পুং) কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী যত্র মাসে, কৃত্তিকা-অণ্। ১ বৈশাখাদি দ্বাদশমাসমধ্যে সপ্তম মাস। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—বাহুল, ঊর্জ্জ, কার্ত্তিকিক ও কৌমুদ। ইহা চান্দ্র সৌরভেদে দুই প্রকার, চান্দ্র কার্ত্তিক মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। সূর্য্য তুলারাশিতে গমন করিলে শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত গণনা করিলে ঐ মাসকে মুখ্য চান্দ্র কার্ত্তিক বলা যায় এবং পূর্ব্ব কৃষ্ণ প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে মাস তাহাকে গৌণ চান্দ্র কার্ত্তিক বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আর যে সময় সূর্য্য তুলারাশিতে অবস্থান করিবেন ঐ কালকে সৌর কার্ত্তিকমাস বলা হয়।

"মীনাদিস্থো রবির্যেষামারম্ভপ্রথমক্ষণে।
ভবেত্তেঽব্দে চান্দ্রমাসাস্তৈশ্চান্ত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥" স্মৃতি।

এক্ষণে বঙ্গদেশে এই মাসেরই প্রচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মাসের পূর্ণিমা কৃত্তিকা নক্ষত্রের সহিত মিলিত হয় বলিয়াই ইহার নাম কার্ত্তিক হইয়াছে। শাস্ত্রে ইহা একটী পুণ্যমাস বলিয়া কথিত আছে, এজন্ত উক্তমাসে আস্তিক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

এই মাসে প্রত্যহ অতিপ্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃস্নান করা বিধেয়। যিনি নিজশরীরকে কোনও রূপ ব্যাধিগ্রস্ত করিতে ইচ্ছা না করেন, তিনি কখন প্রাতঃস্নানে পরাঙ্মুখ হইবেন না। ফলতঃ এই কালে উক্ত সময়ে স্নান করিলে সকলেরই স্বাস্থ্যলাভ হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মপিপাসায় স্নান করিবেন, তাঁহাকে নিম্নলিখিত সংকল্পবাক্য ও মন্ত্রপাঠ করিয়া স্নান করিতে হইবে।

সংকল্পবাক্য—ওঁ তৎসদদ্য কার্ত্তিকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথাবারভ্য তুলারাশিস্থরবিং যাবৎ প্রত্যহং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে।

প্রত্যহ স্নান করিবার সময় প্রত্যহ সংকল্প করিতে ইচ্ছা করিলে "তুলারাশিস্থরবিং যাবৎ" ইহা না বলিয়া কেবলমাত্র বার তিথির উল্লেখ করিলেই চলিবে।

স্নানমন্ত্র—"ওঁ কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥"

এই মাসে প্রত্যহই নিশামুখে বিষ্ণুগৃহে বা আকাশাদিতে ঘৃততৈলাদি দ্বারা প্রদীপ প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রদীপ দিবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিতে হইবে।

"ওঁ দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥"

যাহারা প্রদীপ-প্রদানে বিশেষ ফল কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দীপদানের পূর্ব্বে স্নানবৎ সংকল্প করিয়া তদনন্তর মন্ত্রপাঠ করিয়া দীপ দান করিবেন।

কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর দিন অর্থাৎ ভূতচতুর্দ্দশীদিবসে স্নানান্তর যমতর্পণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মস্তকোপরি অপামার্গ ভ্রমণ করাইতে হয়। মন্ত্র যথা—

"শীতলোষ্ঠসমাযুক্তঃ সকণ্টকদলান্বিতঃ।
হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ॥"

ঐ দিবস লোকাচার হেতু চতুর্দ্দশ শাক ভোজন করা বিধেয়। আজকাল এই প্রদেশে যেরূপ প্রচলন দেখা যায়, তাহাতে যে কোন শাক চতুর্দ্দশটী সংগ্রহ করিয়া ভোজন করা হয়। কিন্তু এরূপ না করিয়া শাস্ত্রোক্ত—ওল কেমুক, বাস্তুক, সর্ষপ, কাল, নিম, জয়ন্তী, শালিকা, হিলমোচিকা, পটোল, গুলঞ্চ, গুড়ূচী, ভণ্টাকী ও সুনিষণ্ণ শাক ভোজন করাই বিধেয়। বোধ হয় অনায়াসে এই সমস্ত শাক সংগ্রহ করিতে না পারায় যে কোনও চতুর্দ্দশটী শাক সংগ্রহ করিয়া লোকে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

অনন্তর অমাবস্যার দিন বালক, আতুর ও বৃদ্ধলোক ব্যতিরেকে সকলেরই দিবাভোজন নিষিদ্ধ। ঐ দিবস পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিয়া প্রদোষকালে পিতৃগণের উদ্দেশে উল্কাদান করিবে। যদি কেহ কোনও কারণে শ্রাদ্ধ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে উল্কাদান করিতে হইবে। এই দিবস প্রদোষকালে লক্ষ্মী, নারায়ণ ও কুবেরের পূজা করা আস্তিক ধার্ম্মিকগণের কর্ত্তব্য।

অনন্তর প্রভাতে অর্থাৎ প্রতিপৎতিথিতে অক্ষক্রীড়াদি

করিবে। যদিও দ্যূতক্রীড়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তথাপি এই দিবস সমস্ত বর্ষের শুভাশুভ বিজ্ঞান জন্য ক্রীড়া করা একান্ত আবশ্যক। এই ক্রীড়ায় যাহার জয়লাভ হয়, সংবৎসর তাহারই শুভ হয় এবং যাহার পরাজয় হয়, সংবৎসর তাহার অশুভ হয়। কেবল ক্রীড়া কেন এই দিবস—

"যো যো যাদৃশভাবেন তিষ্ঠত্যস্যাং যুধিষ্ঠির।
হর্ষদৈন্যাদিনা তেন তস্য বর্ষং প্রযাতি হি॥"

যে ব্যক্তি যে ভাবে অর্থাৎ আনন্দে বা অসুখে কালযাপন করিবেন, সংবৎসর তাহার সেইরূপ ভাবে অতিবাহিত হয়। অতএব যাহাতে ঐ দিবস মনঃসুখে অতিবাহিত করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে সকলেরই সচেষ্ট থাকা আবশ্যক।

অনন্তর দ্বিতীয়া তিথিতে অর্থাৎ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবস দীর্ঘজীবন কামনায় ভগিনীহস্তে ভোজন করা বিধেয়। ঐ দিবস সকলেরই স্ব স্ব ভগিনীকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্মান করা এবং ভগিনীহস্তে সাদরে ও আনন্দপূর্ব্বক ভোজন করা একান্ত আবশ্যক। উক্তদিবস যমরাজ, চিত্রগুপ্ত, যমদূতগণ ও যমুনার পূজা করিয়া ভোজনকালে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গণ্ডূষ গ্রহণ করিয়া ভোজন করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইলে এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥"

যদি ভগিনী জ্যেষ্ঠা হন তবে "ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং" এই বলিয়া গণ্ডূষ প্রদান করিবে।

এতদ্ব্যতীত কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষে নবমীতিথিতে সোমবারে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয় বলিয়া ঐ দিবস অতিশয় পুণ্যাহ বলিয়া কীর্ত্তিত। কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চতিথিকে বকপঞ্চক বলিয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে, ঐ সকল তিথিতে বকেরাও মৎস্য ভক্ষণ করে না, অতএব বকপঞ্চকে কাহারও মাংসাদি ভোজন বিধেয় নহে। এতদ্ব্যতীত ভূতচতুর্দ্দশীর পর অমাবস্যায় কালীপূজা, শুক্লা নবমীতে জগদ্ধাত্রীপূজা এবং সংক্রান্তির দিবস কার্ত্তিকপূজা হইয়া থাকে। পূজাপদ্ধতি নানাবিধ বলিয়া এস্থলে তাহার কোনও উল্লেখ করা হইল না।

জ্যোতিষমতে এই মাসে যিনি জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি বুদ্ধিবিশারদ, ব্যবসাপটু, নানাবিধ শিল্পশাস্ত্রবিৎ, সুখী এবং অতিশয় সুন্দরাকৃতি হইয়া থাকেন।

পদ্মপুরাণমতে—এই মাসে বিষ্ণুকে তুলসীদান কর্ত্তব্য, তাহাতে অযুত গোদানের ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে—দেবস্থানে, আকাশে ও মণ্ডপে ঘৃতাদি দ্বারা দীপদান করিলে, ইহাতে অক্ষয় ফল লাভ হয়। ব্রহ্মপুরাণমতে—এই মাসে হবিষ্যান্নভোজন করিলে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি হয়। হবিষ্যদ্রব্য যথা—অগ্নির হৈমন্তিকধান্য, মুগ তিল, যব, কলায়, কঙ্গুধান্য, নীবারধান্য, বাস্তুক (বেতো) ও হেলেঞ্চাশাক, কালশাক, মূল, সৈন্ধব ও সামুদ্রলবণ, গব্যদধি, গব্যঘৃত, যাহা হইতে মাখন তুলিয়া লয় নাই এরূপ দুগ্ধ; কাঁঠাল, আম, হরীতকী, তেঁতুল, জীরা, নারঙ্গালেবু, পিপুল, কলা, লবলীফল, আমলকী, ইক্ষু, গুড়, অতৈলপক্ব দ্রব্য দ্বারা হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা। নারদীয়পুরাণ-মতে—মৎস্য, কূর্ম্ম ও অন্যান্য সকল জন্তুর মাংসই কার্ত্তিকমাসে ভোজন করা নিষিদ্ধ; যেহেতু তাহাতে চণ্ডালতুল্য হইতে হয়। মহাভারতেও সর্ব্বমাংসপরিত্যাগের বিধান আছে। ব্রহ্মপুরাণমতে—তৈল, পটোল, মধু, বেগুন এবং কাংস্যপাত্রে ভোজনও নিষিদ্ধ। এই মাসে উত্থান একাদশী, এইদিনে হরি শয্যা ত্যাগ করেন। মনুষ্যদিগকে যথানিয়মে উপবাস করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে হয়। পুরাণে কার্ত্তিকমাসে এই সকল প্রতিপালন করিলে পুণ্যলাভ হয় বলিয়া বর্ণিত আছে এবং প্রতিপালন না করিলেও নরকাদি বিবিধ যাতনার কথা তাহাতে উল্লিখিত আছে। ২ বর্ষবিশেষ, কৃত্তিকা বা রোহিণী নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় বা অস্ত হইলে, তাহাকে কার্ত্তিক বর্ষ কহে। (মলমাসতত্ত্ব।) ৩ (কৃত্তিকানাং অপত্যম্) কার্ত্তিকেয়।

("দৃষ্ট্বা তান্ কৃত্তিকাঃ সর্ব্বা ভয়বিহ্বলমানসাঃ।
কার্ত্তিকং কথয়ামাসুর্ব্বৃত্তান্তং ব্রহ্মতেজসা॥" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।)

৪ চরকাদি চিকিৎসাশাস্ত্রের অনেক সংগ্রহকার। ৫ বোম্বাই প্রদেশের কসাই জাতিবিশেষ। ইহারা হিন্দুর অস্পৃশ্য।

কার্ত্তিকমহিমা [ন্] (পুং) কার্ত্তিকস্য মহিমা মাহাত্ম্যম্, ৬তৎ। ১ কার্ত্তিকমাসের মাহাত্ম্য। ২ কার্ত্তিকেয়দেবের মাহাত্ম্য।

কার্ত্তিকব্রত (ক্লী) কার্ত্তিকে কর্ত্তব্যং ব্রতম্, মধ্যলো°। প্রাতঃস্নানাদি কার্ত্তিকমাসে কর্ত্তব্য নিয়ম। [কার্ত্তিক দেখ।]

কার্ত্তিকশালি (পুং) কার্ত্তিকে পরিপক্বঃ শালিঃ মধ্যলো° যে হৈমন্ত ধান্য কার্ত্তিকমাসে পাকে তাহার নাম কার্ত্তিকশালি।

কার্ত্তিকসিদ্ধান্ত (পুং) মুগ্ধবোধব্যাকরণের একজন টীকাকার।

কার্ত্তিকিক (পুং) কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী অস্মিন্ মাসে, কার্ত্তিক-ঠক্ (বিভাষা ফাল্গুনীশ্রবণাকার্ত্তিকীচৈত্রীভ্যঃ। পা ৪।২।২৩।) ১ কার্ত্তিক মাস। ২ কার্ত্তিকীযুক্ত পক্ষ। ৩ কার্ত্তিকমাসক বর্ষবিশেষ।

কার্ত্তিকী (স্ত্রী) কার্ত্তিকস্য ইদম্, কার্ত্তিক-অণ্-ঙীপ্। ১ দেশ-

শক্তিবিশেষ। ২ নবপত্রিকার অন্তর্গত দেবীবিশেষ। ৩ কৃত্তিকা-নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা।

কার্ত্তিকেয় (পুং) কৃত্তিকানামপত্যম্ পালয়েন ইতি শেষঃ, কৃত্তিকা ঢক্ (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০।) শিবপুত্র, পার্ব্বতীসহ শিবের কেলি-সময়ে তাঁহার বীর্য্য ভূমিতে পতিত হয়, ভূমি তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, অগ্নি আবার শর বনে নিক্ষেপ করেন, তথা হইতে কৃত্তিকাগণ গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।)

কল্পবিশেষে ইনি পুনর্ব্বার অগ্নিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অগ্নিবীর্য্যে ও গঙ্গাগর্ভে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল, তৎপরে কৃত্তিকাগণ ইঁহার প্রতিপালন করেন। কৃত্তিকাগণের স্তনপানকালে ইঁহার ছয়মুখ উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহাদের প্রতিপালিত বলিয়াই কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। (রামায়ণ।)

ইঁহার জন্মের একরূপ কারণ জানিতে পারা যায়। দুর্দান্ত তারকাসুরের উৎপীড়নে দেবগণ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া বহুচেষ্টায়ও তাহাকে নিধন করিতে পারিলেন না। তখন ব্রহ্মার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করায়, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে বলেন। তদনুসারে তাঁহারা কন্দর্প সাহায্যে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিলে, কন্দর্পবাণবিদ্ধ মহাদেব পার্শ্বস্থ পার্ব্বতীর প্রতি সাভিলাষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহা হইতে প্রথম কার্ত্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবগণের সেনাপতিকার্য্যে নিযুক্ত হওয়া ও তারকাসুর নিধন করেন। অপর কল্পেও ঐরূপ তারকাসুরের উৎপীড়নে ব্রহ্মা দেবগণকে আবার আরাধনা করিতে বলেন, তদনুসারে তাঁহারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। অগ্নি শুকরূপ ধারণ করিয়া অতি গোপনে মহাদেব সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহা জানিতে পারিয়া সুরত বিঘ্ন জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্খলিত বীর্য্য অগ্নির উপরই নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি রুদ্রতেজ ধারণে অসমর্থ হইয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। তাহা হইতে কার্ত্তিকেয় দ্বিতীয়বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার নামান্তর—মহাসেন, শরজন্মা, ষড়ানন, পার্ব্বতীনন্দন, স্কন্দ, সেনানী, অগ্নিভূ, গুহ, বাহুলেয়, তারকজিৎ, বিশাখ, শিখিবাহন, ষাণ্মাতুর, শক্তিধর, কুমার, ক্রৌঞ্চদারণ, আগ্নেয়, দীপ্তকীর্ত্তি, অনাময়, ময়ূরকেতু, ধর্ম্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষার্দ্দন, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিশু, শীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভানন, অমোঘ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কন্যাভর্ত্তা, বিভক্ত, স্বাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, নৈগমেয়, সুদুশ্চর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নকপ্রিয়, খচারী, ব্রহ্মচারী, শূর, শরবণোদ্ভব, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, প্রিয়ক, গাঙ্গ, স্বামী, দ্বাদশলোচন, দেবসেনাপ্রিয়, বাসুদেবপ্রিয়, দেবসেনাপতি, বালচর্য্য, কৃকবাকুধ্বজ, মহাবাহু, দ্বিভুজ, শিখিধ্বজ, পাবকাত্মজ, রুদ্রসুত, ষট্‌শিরা ও দ্বিভ্রাতৃক।

কার্ত্তিকেয়দেবের ধ্যান যথা—

"কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি সংস্থিতম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্॥
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্।
প্রসন্নবদনং দেবং সর্ব্বসেনাসমাবৃতম্॥"

মহাভাগ কার্ত্তিকেয় ময়ূরের উপর অবস্থিত, তপ্তস্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শক্তিহস্ত, বরদাতা, দ্বিভুজ, শত্রুনাশন, নানালঙ্কারবিভূষিত, প্রসন্নমুখ এবং সমুদায় সেনাপরিবৃত। (কার্ত্তিকপুরাণোক্ত।)

অনেকের বিশ্বাস যে, কার্ত্তিকের বিবাহ হয় নাই, তিনি চিরকাল অবিবাহিত অবস্থায় আছেন। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। ইঁহার পত্নী দেবসেনা, এই দেবসেনাকেই আমরা ষষ্ঠীদেবী বলিয়া থাকি। বোধ হয়, কার্ত্তিকের ষষ্ঠী পত্নী বলিয়াই অনেক হিন্দু পুত্রকামনায় কার্ত্তিক পূজা করিয়া থাকেন। দেবসেনার অস্ত্র ও বাহনাদি কার্ত্তিকের সমান, মার্কণ্ডেয়পুরাণে বর্ণিত আছে—

'কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী॥'

কুমারী কার্ত্তিকেয়সদৃশ মূর্ত্তিধারণ ও শক্তিগ্রহণ করিয়া ময়ূরবাহনোপরি আরোহণপূর্ব্বক দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন।

কার্ত্তিকেয়পুর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কুমায়ুন জেলার মধ্যে দানপুর পরগণার কত্যুর উপত্যকার অন্তর্গত নগর। এখন এ স্থানের নাম বৈদ্যনাথ বা বৈজনাথ। ইহা অক্ষাং ২৯° ৫১' ২৮" উঃ ও দ্রাঘিং ৭৯° ৩৯' ২৮" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানে রণচুলা নামক একটী পুরাতন দুর্গ আছে। তাহার মধ্যে এক কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। আরও কয়েকটী পুরাতন মন্দির পড়িয়া আছে, তাহাতে কোন মূর্ত্তি নাই। সেগুলিতে এখন শস্যাদি রাখা হয়। চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াংএর বর্ণনায় জানা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। মন্দিরের দেওয়ালের একস্থানে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। উদয়পালদেবের

খোদিত ২ খণ্ড প্রস্তরলিপি এখানে আছে। তাহার উপর ক্রমাগত জল পড়িয়া তাহার অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে। এখানে ১১২৪ শকে ইন্দ্রদেবের প্রদত্ত একখণ্ড তাম্রলিপি অদ্যাপি আছে। পুরাতন মন্দিরগুলির একটীতে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। তাহার নিম্নে ১০২১ শক ও একটী গণেশের মূর্ত্তির নিম্নে ১১২৫।১২৪৪ শকও লেখা আছে।

কার্ত্তিকেয়প্রসূ (স্ত্রী) কার্ত্তিকেয়ং প্রসূতে যা, কার্ত্তিকেয়-প্র-সূ-কিপ্। দুর্গা, পার্ব্বতী। যদিও পার্ব্বতীতে শিববীর্য্য পতিত হইবার কালে দেবগণ বিঘ্ন উৎপাদন করায়, তাহা ভূমিতে পতিত এবং তথা হইতে শরবনে পতিত হইয়া কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইয়াছিল, তথাপি বীর্য্যপতন বিষয়ে পার্ব্বতীই মূলকারণ, এজন্ত তিনিই কার্ত্তিকেয়প্রসূ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

কার্ত্তিকোৎসব (পুং) কার্ত্তিক্যাং কার্ত্তিকীপৌর্ণমাস্যাং ভবঃ উৎসবঃ। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা।

কার্ত্স্ন্য (পুং) কর্ত্তুরপত্যম্, কর্ত্তৃ-ণ্য (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১।) কর্ত্তার পুত্র।

কাৎস্ন (স্ত্রী) কৃৎস্নস্য ভাবঃ,কৃৎস্ন-অণ্। ১ সমুদায়। ২ সম্পূর্ণতা।

কাৎস্ন্য (স্ত্রী) কৃৎস্নস্য ভাবঃ, কৃৎস্ন ষ্যঞ্। ১ সাকল্য, সমুদায়। ২ সম্পূর্ণতা।

কাৎস্ন্যেন (অব্যয়) সমুদায়রূপে, বিশেষরূপে।

কার্দ্দম (ত্রি) কর্দ্দমেন রক্তম্, কর্দ্দম-অণ্। (শকলকর্দ্দমাভ্যা-মুপসংখ্যানং ইত্যত্র অণপীতি বৃত্তিকারঃ। পা ৪। ২। ২ বাঃ) কর্দ্দম দ্বারা যে বস্ত্র রঙ করা হয়; কাদায় ছোপান কাপড়।

কার্দ্দমিক (ত্রি) কর্দ্দমেন রক্তম্, কর্দ্দম-ঠক্ (শকলকর্দ্দমাভ্যামুপসংখ্যানম্। পা ৪।২। ২। বাঃ) কাদায় ছোপান কাপড়।

কার্পট (পুং) কর্পট ইব আকারোঽস্যাস্তি, কর্পট-অণ্। ১ বস্তু, জো। ২ কার্য্যপ্রার্থী, উমেদার। (কার্পটো বস্তু কার্য্যিণোঃ। মেদিনী।)

৩ (কর্পট এব স্বার্থে অণ্) জীর্ণবস্ত্রখণ্ড, নেকড়া।

কার্পটগুণ্ঠিকা (স্ত্রী) কার্পটেন খণ্ডবস্ত্রেণ গুণ্ঠা, গুণ্ঠ, কার্পটগুণ্ঠা স্বার্থে কন্-টাপ্ অত ইত্বম্। ১ বেচুঁয়া। ২ ঝুলি।

কার্পটিক (পুং) কার্পটং অস্তত্বং বেত্তি, কর্পটেন চরতি বা কার্পট-ঠক্। ১ সর্ব্ববেদী। ২ তীর্থযাত্রাসেবক।

"সায়ং চ তটেষু বহিঃ সমুদ্রতীরস্তরোতসে।
সমাবসৎ কার্পটিকৈঃ সোহক্রদেশাগতৈঃ সহ।" কথাসরিৎসা°।

কার্পণ্য (স্ত্রী) কৃপণস্য ভাবঃ, কৃপণ-ষ্যঞ্। ১ কৃপণতা। ২ দীনতা।

কার্পাণ (স্ত্রী) [বৈ] যুদ্ধ।

কার্পাস (পুং, স্ত্রী) কার্পাস এব, স্বার্থে অণ্। ১ কাপাস-গাছ। বৈদ্যকমতে ইহার পত্রাদি দ্বারা সর্পবিষ নিবারিত হয়। চিকিৎসাক্রম যথা—দংশনমাত্রই রোগীকে কাপাস পাতার রস ২০ তোলা পান করাইবে এবং ক্ষত স্থান জল দ্বারা পরিষ্কার করিয়া এই পাতার রস তাহাতে মর্দ্দন করিবে। এই সময়ে শরীরের যে কোন স্থান ফুলিয়া উঠিবে, সেই স্থানেও এই পাতার রস মাখাইয়া দিবে।

কার্পাস বা তূলা—সূক্ষ্ম কেশবৎ, অথচ নরম শুভ্র পদার্থ। ইহা কাপাস নামক বৃক্ষের ফলের মধ্যে থাকে। কার্পাস-বৃক্ষ এদেশে অনেক আছে এই জাতীয়বৃক্ষ পৃথিবীর উষ্ণ প্রদেশেই প্রায় দেখা যায়। ইংরাজী উদ্ভিত্তত্ববিদ্গণ এই গাছ Malvaceæ শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Gossypium। কার্পাসের কয়েক প্রকার ভেদ আছে। যথা—

১, Gossypium arboreum—বাঙ্গালায় ইহার নাম দেব-কার্পাস, নুরমা, সাঁওতালীরা বুদি কাসকম্, ভোগকাসকম্; বুন্দেলখণ্ডে রোগালি ও নুরমা, উত্তরপশ্চিমে মনুয়া, রাবরা ও নুরমা; পঞ্জাবে কার্পাস, মধ্যভারতে মনুয়া, দেব, বোম্বাইয়ে দেব কার্পাস; মহারাষ্ট্রে দেও কপ্যাস, মহীসুরে দেওকাপাস, তামিলভাষায় সেমপারুথি, তৈলঙ্গীভাষায় পত্তি ও ব্রহ্মদেশে ভুওয়া বলে।

২, Gossyium herbaceum —ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় কাপাস বা তূলা; সংস্কৃত কার্পাসী, কার্পাস; হিন্দিতে রুই বা কপাস, পঞ্জাবে রুই, সিন্ধুদেশে বৌব, বোম্বাইয়ে কাপাস, রুই; গুজরাটে রু, কাপাস, দাক্ষিণাত্যে কপাস; তামিলভাষায় বনপরুতি বা পারুত্তি; তৈলঙ্গীভাষায় পাত্তি, প্রত্তি, পরত্তি বা পত্তি; ব্রহ্মদেশে ওয়া বা বা; আরবীতে কতান্ বা উত্বুন ও পারসীতে পম নামে প্রচলিত।

৩, এদেশে আর একপ্রকার তূলা জন্মে, তাহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Gossypium barbadense; এদেশে মার্কিন তূলা বলে।

কার্পাসবৃক্ষগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। পত্রগুলি করাকার বা হস্তের মত, যেন তিনটি পত্র একত্র সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মধ্যের অংশটী অপেক্ষাকৃত বড়। ডাল হইতে স্বতন্ত্র কুঁড়ি নির্গত হইয়া হরিদ্রাবর্ণের ফুল হয়। কুঁড়ি ফুটিয়া তাহার ভিতর হইতে তূলা বাহির হয়। কুঁড়িগুলি পাতা দিয়া ঢাকা থাকে। ফুটিবার সময় ঢাকা অংশ প্রসারিত হইয়া যায়। বৃক্ষে স্বতন্ত্র ফুলও হইয়া থাকে। ফুল ফুটিলেই

তুলা সংগ্রহ করিতে হয়। নতুবা রৌদ্র ও শিশিরে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। কার্পাসের পাকড়ার মধ্যে বীজ থাকে। তুলার ভিতর হইতে বীজগুলি স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হয়।

স্থানভেদে কার্পাস-বীজ বপনের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। সচরাচর আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসই বপনের উত্তম সময়। ছাই গোবর বা গোয়া অথবা এই তিন একত্র করিয়া জলে গুলিয়া তাহাতে বীজগুলি ভিজাইয়া রাখিতে হয়। একদিন রাখিয়া বীজগুলি লইয়া খানিকক্ষণ রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। অধিক শুষ্ক করাও নিষিদ্ধ। তাহার পর ভালরূপ কর্ষিত জমিতে ১ হাত বা ১॥ হাত অন্তর ৪।৫ অঙ্গুলি পরিমাণ গর্ত্ত করিয়া ৩।৪টী করিয়া বীজ রোপণ করিয়া আল্‌গা মাটী চাপা দিতে হয়। অল্পদিন পরেই চারা বাহির হইবে। চারাগুলির মধ্যে যেগুলি উৎকৃষ্ট, সেগুলির মধ্যে ২টী মাত্র সেইস্থানে রাখিয়া অপরগুলি লইয়া স্থানান্তরে রোপিত করিবে। গাছ বাহির হইলে আগাছা নষ্ট করিতে হয়। কার্পাসের বীজ নষ্ট ফেলিবার নয়। ইহার খইলে উত্তম সার প্রস্তুত হয়। কোন জমিতে উপর্য্যুপরি ২।৩ বৎসর কার্পাস জন্মিলে, তাহার পর তাহাতে আর ভালরূপ জন্মে না। কিন্তু কার্পাসবীজের খইল দিলে জমির উর্ব্বরতাশক্তি কতকটা থাকিয়া যায়। সকল প্রকার খইলই কার্পাসের জমিতে সাররূপে দেওয়া হয়। খইল ভালরূপ চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত শুষ্ক মৃত্তিকা সমান ভাগে মিশাইয়া এক সপ্তাহ রাখিয়া দিবে, তাহার পর উহা ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সচরাচর প্রতি বিঘায় অর্দ্ধ মণ বা একমণ তুলা হয়। কিন্তু বিশেষ যত্ন করিলে এক বিঘায় ৬/ ছয় মণ কার্পাস পাওয়া যাইতে পারে। এক বিঘা চাষের এইরূপ খরচা ধরা যাইতে পারে। যথা—চাষ ১/০, আলিবাঁধা ৸৵০, বপন ৵১০, জলসেচন ৷/০, বাছা ৵০, নিড়ান ২৸/০, গাছ পাতলা করিয়া দেওয়া /০, কার্পাসসংগ্রহ ৵০, সার ও ভূমির কর ২৷৵১০, সমুদায়ে ৮৷০। কিন্তু সকল ভূমিতেই সমান পরিমাণে তুলা জন্মে না, সকল জমিতে খরচও সমান নহে।

বঙ্গদেশে নিম্নলিখিত স্থানে কোন্ সময় বৃক্ষ রোপণ করা হয় আর কোন্ সময় তুলা সংগ্রহ করা হয়, তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে—

	বপনের সময়	তুলিবার সময়।
কটক	জ্যৈষ্ঠ	আশ্বিন
	কার্ত্তিক	চৈত্র
চট্টগ্রাম	বৈশাখ	অগ্রহায়ণ
	জ্যৈষ্ঠ	পৌষ
বাঁকুড়া	কার্ত্তিক	ভাদ্র
	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়	চৈত্র, বৈশাখ
মানভূম	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়	অগ্রহায়ণ, পৌষ
	অগ্রহায়ণ, পৌষ	চৈত্র, বৈশাখ
মেদিনীপুর	জ্যৈষ্ঠ	আশ্বিন
	আষাঢ়	চৈত্র
	কার্ত্তিক	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
লোহারডাগা	কার্ত্তিক	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
	আষাঢ়	অগ্রহায়ণ, পৌষ
সারণ	আষাঢ়	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
	মাঘ	ভাদ্র, আশ্বিন

বঙ্গদেশের মধ্যে কটক, চট্টগ্রাম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মানভূম, লোহারডাগা, সারণ, ত্রিপুরা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানেই অধিক পরিমাণে কার্পাস জন্মিয়া থাকে। পাটনা অঞ্চলে খাকি খাকি রঙের এক প্রকার কার্পাস জন্মে। সাঁওতালগণ উহাকে খড়ুয়া কাপাস বলে। তাহারা শ্বেতবর্ণের কার্পাসকে হাকরা-কাপাস বলিয়া থাকে। সারণে ভাগলা, জোচরি, কড়ুয়া, কোকটা প্রভৃতি নামীয় ভিন্ন রকমের তুলা জন্মে। গয়া অঞ্চলে ভ্রাইন বা বর্ডীয়, মাটী, তোচায় এই তিন প্রকার দেখা যায়। বাঁকুড়া অঞ্চলের কোকটী, জৈরা ও ভাগলা এই তিন প্রকার কার্পাসের নাম প্রচলিত। কটক অঞ্চলে আচুয়া ও হল্‌দিয়া এই দুই প্রকার প্রসিদ্ধ।

ভারতের কার্পাসের কাটতি পূর্ব্বে বিলক্ষণ ছিল। এক্ষণে উৎপন্নের অধিকাংশই রপ্তানি হইয়া যায়। রপ্তানি কার্পাসের অনেক নামভেদ দৃষ্ট হয়। নিম্নে কয়েকটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। ইংরাজ মহাজনের হাত দিয়া রপ্তানি হয় বলিয়া অনেকগুলি ইংরাজী নাম হইয়াছে। যথা—

ধল্লেরা—ধল্লা, কচ্ছ ও কাঠিবাড়প্রদেশ হইতে রপ্তানি হয়। ইহার ভাওনগর, মউরা, বামবাহির, বীরম গাঁ, দেরাবল, কচ্ছ এই প্রকার ভেদ আছে।

বাঙ্গাল—বাঙ্গালা, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম রাজপুতানা ও মধ্যভারতে অধিকাংশ জন্মে।

অমরা বা অমরাবতী—ইহার আবার প্রকার ভেদ আছে।

খান্দেশ—খান্দেশ হইতে আনীত।

ওমরা—বেরার প্রদেশে জন্মে।

বিলাতী খান্দেশ—অমরাবতী প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া থাকে।

জেন্টোমনস্—মান্দ্রাজ, নিজামরাজ্য ও পশ্চিম ভারত।

ধারবার—ধারবার, বিজয়পুর ও দক্ষিণমহারাষ্ট্র হইতে আইসে।

কুমতা—বিজাপুর, বেলগাম, কোলাপুর ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে জন্মে।

বরোচ—বরদা, বরোচ ও সুরাট প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত।

কোকনদ—বর্ণ লাল, মান্দ্রাজের অন্তর্গত কৃষ্ণা জেলায়, নেল্লোরে ও গোদাবরী প্রদেশে জন্মে।

তিনবল্লী—তিনবল্লী, কোয়েম্বাতুর, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া তুঁতকোড়ি হইতে রপ্তানি হয়।

হিঙ্গনঘাট—মধ্য প্রদেশে জন্মে ও বোম্বাই হইতে রপ্তানি হয়।

সিন্ধু—সিন্ধুদেশজাত।

আসাম—আসামজাত।

কার্পাসের অসংখ্য প্রকার ভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উৎপাদন করিবার রীতি ও প্রণালী লক্ষিত হয়।

কার্পাসের আঁশ যত লম্বা হইবে, যত দৃঢ় হইবে, আর যত পরিষ্কার হইবে, তত উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য।

কার্পাসের ইতিহাস।—ভারতবাসী কতকাল হইতে তুলার ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বেদেও ইহার বিবরণ আছে—

"মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ
স্তোতারং তে শতক্রতো বিত্তং মে অস্য রোদসী।"

ঋক্‌সংহিতা ১।১০৫।৮।

মূষিক যেমন সূত্র কাটিয়া নষ্ট করে, সেইরূপ হে শতক্রতো! আমি তোমার স্তোতা, দুঃখ আমাকে সেইরূপ দংশন করিতেছে।

সায়ণ ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, তন্তুবায়ের সূত্রগুলিতে ভাতের মাড় দেওয়া থাকে বলিয়া ইন্দুরেরা খাইতে ভাল বাসে। সুতরাং ইহা স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তৎকালে কার্পাস হইতে বস্ত্রবয়নের প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। [বয়ন দেখ]

সূতায় মাড় দিয়া সূতাকে কঠিন করিবার ব্যবস্থাও তখন প্রচলিত ছিল। এরূপ না হইলে মূষিকের তাহার উপর এত লোভ হইবে কেন? (আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র ৩।৪ ও লাট্যায়নশ্রৌতসূত্র ২।৬।১ প্রভৃতি বৈদিকগ্রন্থে কার্পাস শব্দের উল্লেখ আছে।) কার্পাসের ব্যবহারের কথা মনুসংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

"কার্পাসমুপবীতং স্যা বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।" মনু ২।৪৪

ব্রাহ্মণের উপবীতসূত্র কার্পাসের সূতা হইতেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। এই জন্যই বোধ হয়, মন্দির ও মঠের নিকট কার্পাসবৃক্ষ দেখা যায়।

"ন কার্পাসাস্থি ন তুষান্ দীর্ঘমায়ুর্জিজীবিষুঃ।" মনু ৪।৭৮।

মনুর মতে—তুলার বীজ, তুষ এই সকল দ্রব্যের উপর আরোহণ করিবে না।

"কার্পাসকীটজোর্ণানাং দ্বিশফৈকশফস্য চ।
পক্ষিগন্ধৌষধীনাঞ্চ রজ্জ্বাশ্চৈব ত্র্যহং পয়ঃ॥" মনু ১১।১৬৯

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এরূপ লিখিত আছে—

"শতে দশপলবৃদ্ধিরৌর্ণে কার্পাসসৌত্রিকে।
মধ্যে পঞ্চপলা সূক্ষ্মে সূক্ষ্মে তু ত্রিপলা মতা॥" ২।১৮২।

উর্ণাসূত্র ও স্থূল কার্পাস সূতার শতকরা মাড় দিয়া ১০ পল বৃদ্ধি করিবে, মাঝারি কাপড়ে ৫ পল ও সূক্ষ্ম হইলে ৩ পল দিবে।

"তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেকপলাধিকম্।
অতোঽন্যথা বর্ত্তমানো দাপ্যো দ্বাদশকং দমম্॥" মনু ৮।৩৯৭

তন্তুবায় কাপড় বুনিবার জন্য গৃহস্থের নিকট হইতে ১০ পল সূতা লইলে মাড় দিবার নিমিত্ত গৃহস্থকে ১১ পল সূতা দিতে হইবে। যদি ইহার ন্যূন দেয়, তবে (রাজকর্তৃক) দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

ভারতে বহুকাল হইতে কার্পাসের ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও পাশ্চাত্যদেশে তাদৃশ ব্যবহার ছিল না। ভারত হইতেই পশ্চিমে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ ক্রমে ব্যবহৃত হয়। তাহা বেশ বুঝা যায়।

সম্ভবতঃ আরবী "কাতন" শব্দ হইতেই য়ুরোপের 'ইতালীয়' 'কতোন', ফরাসিস 'কোতান', ইংরেজী 'কটন' শব্দ পাইয়া থাকিবেক। কিন্তু পারসী 'কর্পাস' শব্দ সংস্কৃত কার্পাসের অপভ্রংশ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গ্রীক 'করপসন' শব্দ পাওয়া যায়। গ্রীক ভৌগোলিক হিরোদোতাস্ ভারতের কার্পাসবিষয়ে নিজ পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন, "তথায় বন্য বৃক্ষ হইতে এক প্রকার পশম বাহির হয়, সৌন্দর্য্যে তাহা মেষের লোম হইতেও উৎকৃষ্ট—ভারতবাসী উহা হইতে পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করে।" থিয়ফ্রাষ্টস্ নামক আর একজন ভৌগোলিক কার্পাসের বৃক্ষ দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। আলেকজান্দারের নৌসেনার অধ্যক্ষ নিয়ার্কাস ভারতবাসীর পরিধেয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, উহারা গাছের পশমের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা পরিধান করে। তাহাতে পায়ের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত আবৃত থাকে। তাহার উপর স্কন্ধদেশে একখানি চাদর আর মস্তকে একটী উষ্ণীষ, ইহাই তাহাদের সমস্ত পোষাক।" দুই সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল, ভারতবাসীর এখনও এই পরিধেয়। প্রথম শতাব্দীতে এরিয়ান নামক

একজন গ্রীকভ্রমণকারী আরব উপসাগর হইতে ভারতবর্ষে বরোচ নগরে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি নিজ পুস্তকে লিখিয়াছেন, আরবেরা ভারতবর্ষ হইতে লোহিত সাগরের উপকূলে অদুলি নামক স্থানে কার্পাস লইয়া গিয়া ব্যবসায় করিত। ক্রমে তথা হইতে তাহাদের পাতিয়াক, অরিয়ক ও বারিগাজা (আধুনিক বরোচ) নগরের সহিত বাণিজ্য স্থাপিত হয়। বরোচ হইতে তথায় কার্পাসবস্ত্র প্রধান হইত। পূর্ব্বে ভারতে মসুলিয়া (আধুনিক মসলিপত্তন) নামক স্থানে উৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইত। তাহা হইতেই মসলিন শব্দ হইয়াছে। ঢাকার মসলিন তখনও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল। গঙ্গার কূলে যে সকল বস্ত্র হইত গ্রীকগণ তাহাকে গাঙ্গিটিকি বলিত। চারিদিকেই ভারতের কার্পাসবস্ত্রের আদর দেখা যাইত। ক্রমশঃ আরব হইতে পূর্ব্বদিকে পারস্যে ও পশ্চিমদিকে গ্রীস ও রোমে কার্পাসবস্ত্র রপ্তানি হইতে লাগিল। তুলা যে কি পদার্থ, তখন সেদিকে কেহ লক্ষ্য করিল না। বস্ত্র পাইয়াই তুষ্ট। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তুলার চাষের দিকেও লক্ষ্য পড়িল। তুলার চাষ ক্রমে ক্রমে ভারত হইতে পারস্য পর্য্যন্ত হইতে আরব, আরব হইতে মিসর, মিসর হইতে আফ্রিকার মধ্যভাগ ও পশ্চিমভাগে বিস্তৃত হইতে লাগিল। পারস্য হইতে তুরস্ক ও তথা হইতে য়ুরোপের দক্ষিণ বিভাগে কার্পাসবৃক্ষের চাষ চলিত হইল। য়ুরোপীয়গণ কার্পাসজাত তুলা হইতে লেপ বালিস, কেহ বা কাগজ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

চীনের সহিত ভারতের বহুকাল হইতে বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে কিন্তু চীনে তখনও কার্পাসবৃক্ষের চাষের কোন চেষ্টা হয় নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উটী নামক সম্রাট একখানি কার্পাসবস্ত্রের পরিচ্ছদ উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। তিনি উহার বড়ই আদর করিতেন। সপ্তম শতাব্দীতে চীনের লোক শুনিল যে, একপ্রকার বৃক্ষ হইতে কাপাস জন্মে, ঐ বৃক্ষ বড় শোভাময়, এজন্য চীনেরা বাগানে কার্পাস বৃক্ষ রাখিতে লাগিল। কিন্তু কেহই রীতিমত চাষ করে নাই। এই জাতি রক্ষণশীল, সহসা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে বা নূতন সামগ্রী গ্রহণ করিতে চাহে না। সুতরাং চীনে তুলার অনেককাল আদর হইল না। ক্রমে সেখানেও উহার চাষ বাড়িতে লাগিল। এখন চীনেরা কার্পাসের আদর বুঝিয়াছেন। কি ছোট কি বড় চীনেরা সকলেই কার্পাস-বস্ত্র ব্যবহার করেন। কাপাস ভারত হইতে আসিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকায় গিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু আমেরিকাতেও কার্পাসবৃক্ষ দেখা যায়। কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন তথায় কার্পাসের ব্যবহার দেখিয়াছেন। কিন্তু ভারত হইতে উহা আমেরিকায় গিয়াছে, কি আমেরিকায় স্বভাবতঃ জন্মে কি আমেরিকার লোক আপনারাই উহার গুণ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? সম্ভবতঃ শেষোক্ত অনুমানই গ্রাহ্য হইতে পারে।

মুসলমানদের অভ্যুত্থান সময়ে তাঁহারাই কার্পাসের ব্যবহারপ্রণালী সম্বন্ধে চারিদিকে জ্ঞান বিস্তার করেন। সেই জ্ঞান ইতালী ও স্পেনে বিস্তৃত হইল। ক্রমে ওলন্দাজেরা সূক্ষ্ম কার্পাস হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। ইংলণ্ডের লোকে তাহা দেখিয়া ঐ সকল দ্রব্যের আদর করিতে শিক্ষা করেন ও ওলন্দাজদিগের অনুকরণে কার্পাসের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ড তুরস্ক হইতে কার্পাস সংগ্রহ করিতে লাগিল।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে ভারতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইলেন। তাহার পর হইতে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ইংলণ্ডে কার্পাস ও কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রের আমদানী হইতে লাগিল।

কলিকাট হইতে কার্পাসবস্ত্র আসিত বলিয়া এই বস্ত্রের নাম কেলিকো হইল। কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রের উপর ছাপ দেওয়া হইলে, তাহাকে কেলিকো প্রিণ্টিং বলিত।

কার্পাস ছিট বস্ত্রের বিলাতে তখন এতই সমাদর। সমাদর এত বাড়িল, যে বিলাতের লোক ইংলণ্ডের পশমের বস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া কার্পাসবস্ত্রই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল।

বিলাতের অজ্ঞ লোক পশম ও তুলার প্রভেদ জানিত না, তাহাদের নিকট সকলই পশম। সুতরাং তাহারা বলিতে লাগিল যে, কোথা হইতে গাছের উপর কি একপ্রকার পশম হয়, তাহা লইয়া আমাদের দেশের পশম নষ্ট করিল। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পশমব্যবসায়িগণ দেশের লোকের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিবার জন্য একখানি পুস্তক বাহির করিল। পুস্তকের নাম "The ancient Trades decayed and repaired again"। অসন্তোষ ক্রমশঃ বাড়িতে চলিল, চারিদিকে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে একটি আইন হইল, আইনের আদেশ মতে গার্হস্থ্য প্রয়োজনের জন্য অর্থাৎ নিজের পোষাকের জন্য বা গৃহস্থিত দ্রব্যাদির জন্য কার্পাস ছিট বস্ত্র ক্রয় করিলে ক্রেতার বা

বিক্রেতার ২০০ পাউণ্ড বা দুই হাজার টাকা জরিমানা হইবে। কিন্তু কার্পাসের উপর লোকের এমন ঝোঁক যে, গোপনে উহার ব্যবহার চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডেই ভারতীয় বস্ত্রের উপর ছাপ দিয়া ছিট ও ভারতের ছিট উভয় মিলিয়া পশমের আদর ক্রমশঃই হ্রাস করিতে থাকিল। এদিকে বাতির সলিতার জন্য কার্পাসের মত সামগ্রী আর নাই। ইহা সাধারণের প্রয়োজন, সুতরাং অন্ততঃ ইহার জন্যও কার্পাসের প্রয়োজন। আইন ইহা নিবারণ করিতে চাহেন না। ভারতীয় কার্পাস যে দেশীয় পশমের অনিষ্ট সাধন করিবে, এ সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টে অনেক তর্ক হয়। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ তারিখে পার্লেমেণ্টে ঘোরতর এক বিতর্ক হয়। তাহাতে স্থির হয় যে, বৎসর বৎসর এক কার্পাসের হিসাবে ৮ লক্ষ করিয়া টাকা বিলাত হইতে বাহিরে যাইতেছে। এরূপ অর্থনাশ জাতীয় স্বার্থের বিশেষ অনিষ্টকর। ইতিহাসের সেই কথা এখন ভারতে প্রতিফলিত। মনসাহেব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন ডিরেক্টার ছিলেন। ইনি ১৬২১ খৃষ্টাব্দে হিসাব করিয়া দেখেন যে, বৎসর ৫০,০০০ খণ্ড ঢাকাই কার্পাসবস্ত্র বিলাতে আমদানী হয়। এক খণ্ড ক্রয় করিয়া জাহাজে আনিতে খরচ পড়ে ৩॥০ টাকা, আর বিলাতে উহা বিক্রয় হয় ১০৲ টাকায়। সুতরাং লাভ যথেষ্ট। কোম্পানি এত লাভ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। আমদানী যত অধিক হইতে লাগিল, লাভের ভাগও তত বাড়িতে থাকিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডিফো সাহেব ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে তৎকালিক "Weekly Review" নামক পত্রে লিখিলেন যে, "ভারতের সহিত এই বাণিজ্যে পশমের কারবার অর্দ্ধেক নষ্ট হইল, ইংলণ্ডের অধিবাসীর অর্দ্ধাংশ জন্মের মত অন্নহীন হইয়া গেল।"

১৭২০ খৃষ্টাব্দে আবার একটী আইন হইল, তাহাতে কি ইংলণ্ড, কি স্কট্‌লণ্ড, কি আয়র্লণ্ড কোথাও কোন ব্যক্তি কোন প্রকার কার্পাসবস্ত্র অঙ্গে পরিধান করিতে পারিবেন না, করিলে ৫০৲ টাকা জরিমানা হইবে। আবার বিছানায় বালিসে জানালার পর্দাতে অথবা অন্য কোন প্রকার কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না, করিলে ২০০৲ টাকা জরিমানা হইবে। কিন্তু আইন হইলে কি হয়, ইংলণ্ডীয় মহিলাগণের কার্পাসের দিকে নজর পড়িয়াছিল। বেশভূষার আইন তাহাদের হস্তে। পুরুষের আইন কি করিবে। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পুরুষ জাতিকে আইনের কঠোরতা হ্রাস করিতে হইল। পরে আইন হইল যে, কার্পাসবস্ত্রের টানা যদি [লিনেন] পাটের সূতা হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডে কেহ ইচ্ছা করিলে কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবেন। তাহার পর ৩৫ বৎসরমধ্যে ওয়াট আর্করাইট প্রভৃতি সাহেব নানাবিধ কলের সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে বহুবিধ সুলভ মূল্যে ঐ বস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবস্থাও হইল। কল কারখানার বস্ত্রবয়নের জন্য তখন কার্পাসতুলার প্রয়োজন হইয়া উঠিল। ভারতের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। ভারত হইতে কার্পাসবস্ত্রের পরিবর্ত্তে কার্পাসতুলা ইংলণ্ডে নীত হইল। কল কারখানায় অনেক তুলার প্রয়োজন। ভারতের তুলার উপর আবার আমেরিকার তুলাও তথায় যাইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে মার্কিনতুলা আমদানী চলিল। ইতিপূর্ব্বে আমেরিকার তুলা ইংলণ্ডে আসিত না। ক্রমে মার্কিনতুলা অধিক পরিমাণে ইংলণ্ডে আমদানী হইতে লাগিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইচ্ছা, ভারত হইতে অধিক পরিমাণে তুলা যায়। কিন্তু মার্কিনতুলা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। সেইজন্য আদর বেশী। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা ভারতের গবর্ণরজেনেরলকে ভারত হইতে উৎকৃষ্ট তুলা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, ইংলণ্ডের বাজারে মার্কিন তুলার সহিত ভারতীয় তুলার বিলক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। এই দ্বন্দ্বে কখন ভারতের, কখন বা আমেরিকার জয়লাভ হইয়াছে। আমেরিকার লম্বা আঁশযুক্ত তুলার আদর, আর ভারতের ছোট আঁশযুক্ত তুলার অনাদর ক্রমশঃই অধিক হইতে লাগিল। তাহার উপর ভারতের তুলায় অধিক ভেজাল দেওয়ায় অনাদর আরও বাড়িল। কিন্তু ইংরাজেরা এদেশে আমেরিকার মত তুলা প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখানকার কৃষি ও উদ্ভিদবিদ্যার সভাগণ ও অন্যান্য অনেকে এই উদ্দেশে বিশেষ চেষ্টা করিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিকট আখড়া নামক স্থানে ৫০০ বিঘা জমি লইয়া কার্পাসের চাষ করা হইল। তিন বৎসর পরে দেখা গেল, কোন বিশেষ ফল হয় নাই। এজন্য উহা পরিত্যক্ত হইল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে বীজ ও নূতন নূতন লাঙ্গল লইয়া দশজন পারদর্শী লোক ভারতে আনীত হইল, তন্মধ্যে তিন জন বোম্বাই, তিন জন মান্দ্রাজ, আর চারি জন বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল। অনেক চেষ্টা হইল, কিন্তু শেষে কোন স্থায়ী ফল ফলিল না। শেষে মার্কিন কার্পাসের বীজ এদেশের কৃষকগণকে দেওয়া হইল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যুদ্ধ বাধে। তাহাতে তথাকার

তূলার আমদানী বন্ধ হয়। ইংরাজেরা ভারতে যাহাতে আমেরিকার মত তূলা জন্মে, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভারতের তূলারও খুব কাটতি হইল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনকোটী টাকার কার্পাস মাত্র যাইত। কিন্তু ১৮৬৬ অব্দে ৩৭ কোটী টাকার তূলা রপ্তানি হইল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকার বিবাদ মিটিয়া গেল, অমনি রপ্তানি কমিয়া গেল, সে বৎসর ৮ কোটী টাকারও কম মাল রপ্তানি হয়।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে একজন ও মধ্যপ্রদেশে একজন কটন কমিসনর নিযুক্ত হইলেন। ঐ বর্ষে বোম্বাইয়ে তূলার ভেজাল নিবারণের জন্য আইন হইল। শেষে বিদেশীয় বীজ আনিয়া দিয়া বহু তারা দেশীয় কাপাসের উন্নতির চেষ্টা চলিতে লাগিল। সে চেষ্টা কতকটা ফলবতী হইয়াছে। এখনও বিলাতে ভারতের তূলার যথেষ্ট আদর আছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে যে দেশ হইতে যে পরিমাণ তূলার গাঁইট গিয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া গেল। আমেরিকা ১৬,৬৪,০১০, ভারত ১০,৬৩,৫৫০, ব্রেজিল ৪,০১,৭৬০, মিসর ২,১৯,৯২০, ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ ১,১২,১০০ গাঁইট। ভারতের তূলার সের করা ॥৶০ এগার আনা মূল্য দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের তূলার আদর ইংলণ্ডে কমিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক আছে। ইংলণ্ড ছাড়া য়ুরোপের অন্যান্য দেশেও ভারতের কাপাস রপ্তানি হইয়া থাকে। গত ১৮৮৮।৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ১৭ লক্ষ, ইটালিতে ৭ লক্ষ, অষ্ট্রিয়ায় ৭ লক্ষ, বেলজিয়মে ৮ লক্ষ, ফ্রান্সে ৫ লক্ষ, চীনে ১ লক্ষ, জর্ম্মণিতে ১ লক্ষ ৯০ হাজার, রুসিয়ায় দেড় লক্ষ হন্দর কাপাস তূলা রপ্তানি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড হইতে য়ুরোপের অন্যান্য দেশে উহা নীত হইতেছে। চীনে সর্ব্বত্রই তূলা জন্মে, তথাপি ভারতের কার্পাসে চীনের প্রয়োজন।

কাপাস রপ্তানি করিবার জন্য তূলার গাঁইট প্রস্তুত করিতে হয়। আমদানী-রপ্তানিকার্য্যে জাহাজের সুবিধা অসুবিধা দেখিতে হয়। জাহাজের খোলে অল্প স্থানের ভিতর যাহাতে অধিক মাল পাঠাইবার স্থানের সমাবেশ করিতে পারা যায়, তাহার জন্য নিয়ত চেষ্টা হইয়া থাকে। জাহাজের স্থান অনুসারে ভাড়া নির্ণীত হয়। মহাজনদিগকে স্থানের ভাড়া দিতে হয়, সুতরাং অল্প স্থানে যত অধিক মাল সম্ভব, তাহা পুরিবার চেষ্টা হয়। সেই উদ্দেশে তূলার গাঁইট যত ছোট করিতে পারা যায়, তাহার বিশেষ চেষ্টা হইয়া থাকে।

তূলার পরিমাণ অনুসারে গাঁইট ছোট বড় হয়। জাহাজের জন্য তূলার গাঁইট আরও ছোট করিতে হয়। এইজন্য এদেশে বিলাতী বাষ্পীয় কল প্রস্তুত হইয়াছে। এই কলের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের ২৪৯টি ঐরূপ কলের সংখ্যা ছিল।

ভারতের তূলা ইংলণ্ডে যায়। তাহাতে ইংলণ্ডের অনেক কাল সে দেশের প্রয়োজন সাধিত হইতে লাগিল। কলের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ইংলণ্ড দেশের প্রয়োজনের অধিক কাপাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইল। ইংলণ্ডের বস্ত্র য়ুরোপের অন্যান্য দেশে যাইতে লাগিল। শেষে কলের বস্ত্রাদি ভারতেও প্রেরিত হইল। ভারতেও তাহার কাটতি হইল। ক্রমে মান্‌চেষ্টারের কলে ভারতের লোকের পরিধেয় বস্ত্রের অনুকরণ হইতে লাগিল। তাহা ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রেরিত হইল।—সামান্য লোকে স্বল্প মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া ব্যবহার করাতে ভারতের তাঁতি-কুলের ব্যবসায় ক্রমশঃ লোপ পাইবার অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসামাত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। বিলাতে মজুরির মূল্য অধিক, ভারতে কম। ভারত হইতে বিলাতে তূলা লইয়া গিয়া তথায় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা আবার ভারতে আনিতেও খরচ আছে। ভারতেই বস্ত্র বুনিবার কল প্রস্তুত করিলে এ সকল ব্যয় নিবারিত হইতে পারে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডের লোক আসিয়া এদেশে কল করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতে দেখা গেল যে, ইংলণ্ড হইতে কল আনাইতে আর তাহা বসাইতে প্রথমতঃ ইংলণ্ডের কল অপেক্ষা ভারতের কলে অনেক অধিক খরচ হয়। কিন্তু তাহার পর আর সকলই সুবিধা। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে একটী সমিতি গঠিত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে প্রথম কাপড়ের কল বসিল। সেই অবধি ইংরাজ ব্যবসায়িগণ ক্রমশঃ কলের সংখ্যা বাড়াইতেছেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ইতি মধ্যে ২৩টী ও বোম্বাইসহরে ৫২টী, ইন্দোরে ১টী, জব্বলপুরে ১টী, হিঙ্গনঘাটে ১টী, নাগপুরে ১টী, বুরহানপুরে ১টী, আরঙ্গাবাদে ১টী, হায়দ্রাবাদে ১টী, গুলবর্গায় ১টী, কানপুরে ৪টী, আগরায় ১টী, কলিকাতার নিকট ৭টী, মান্দ্রাজে ৭টী, বেল্লারিতে ১টী, কালিকটে ১টী, কোয়েম্বাটুরে ১টী, তুতিকুড়িতে ১টী, তিনবল্লীতে ১টী, ত্রিবাঙ্কুরে ১টী, বাঙ্গালোরে ২টী, পণ্ডিচারীতে ১টী। এই ১০৮টীর মধ্যে ৫০টীতে সূতা ও কাপড় উভয়ই প্রস্তুত হয়। ৫৩টীতে শুদ্ধ সূতা, আর ৫টীতে শুদ্ধ কাপড় বোনা হয়। এই সমস্ত কলে ২২,১৫৬টী তাঁত এবং ২,৬৮৭৯,৯২২টি টাকু আছে। এই গুলিতে বৎসর ৪৩ লক্ষ মণ তূলা লাগে; ৫৩,৩১৭ জন

পুরুষ, ১৮,০৩১ জন স্ত্রীলোক, ১৫,০০২টি যুবা ও ৩৫৩৯ বালক-বালিকা নিযুক্ত আছে।

কার্পাস পরিষ্কারকরণ।—কার্পাসবৃক্ষ হইতে তুলা সংগ্রহ করিয়া তাহা পরিষ্কার করা হয়। তুলার মধ্যে মধ্যে অনেক বীজ জড়াইয়া থাকে, তাহা স্বতন্ত্র করা আবশ্যক। এইজন্য একটী সমতল প্রস্তরখণ্ডে বা সমতল স্থানে তুলাগুলি বিছাইয়া তাহার উপর একটী এক হস্ত দীর্ঘ লৌহদণ্ড রাখিয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া পা দিয়া মাড়া হয়। তাহাতে বীজগুলি সরে পড়ে, আর পরিষ্কৃত তুলা উপরে থাকিয়া যায়। তুলা হইতে বীজ স্বতন্ত্র করিবার জন্য আর একপ্রকার কল দেখা যায়। তাহাকে চরখি বলে। উহা আকমাড়া কলের মত দুইটী লৌহ বা কাষ্ঠনির্ম্মিত গোলাকার দণ্ড লম্বালম্বি এরূপ সংলগ্ন যে ঘুরাইলে দুইটীই গায়ে গায়ে লাগিয়া ঘুরিতে থাকে। এই দুইটীর মধ্যে একদিকে অপরিষ্কৃত তুলা খাওয়াইতে হয়, আর অপর হস্তে কল ঘুরাইতে হয়। এইরূপ করিলে একদিকে বীজগুলি পড়িয়া যায়, অপরদিকে পরিষ্কৃত তুলা বাহির হয়। কোন কোন স্থানে ইহাকে চরকাও, কোথাও বা বেলনা বলে। আমেরিকায় এই উদ্দেশে স-জিন নামক একপ্রকার কলও গঠিত হইয়াছে। এদেশে তুলা পরিষ্কার করিবার একপ্রকার যন্ত্র আছে, তাহাকে ধুনুচি বলে। যাহারা উহা দিয়া তুলা পরিষ্কার করে, তাহাদিগকে ধুনুরি বলে। হিন্দুস্থানে উহারা 'পিঞ্জারী' নামে অভিহিত। বেহারপ্রদেশে ঐ কাষ্ঠখণ্ডটীর নাম কামান। ইহাতে একটী তাঁত বেশ টান ভাবে বাঁধা। ধুনুরি সম্মুখে তুলারাশি রাখিয়া বামহস্তে কামানটী ধরিয়া ধুনুচির তাঁতটী তুলার মধ্যে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে দস্তর নামক একটী দণ্ড দ্বারা তাঁতের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করে, তাহাতে তাঁতসংলগ্ন তুলা পরিষ্কৃত হইতে থাকে।

কার্পাসবস্ত্র।—পূর্ব্বে বঙ্গদেশে পরিষ্কৃত তুলা লইয়া হস্ত দ্বারা তাহার আঁশগুলি স্বতন্ত্র করা হইত। একার্য্য প্রায় স্ত্রীলোকেরাই করিত। তুলা পিঁজা হইলে চরকা দ্বারা সূতা কাটা হইত। পূর্ব্বে বঙ্গের গৃহস্থমাত্রেরই ঘরে এক একটী চরকা থাকিত। গৃহস্থরমণীরা গৃহস্থালীর কর্ম্ম সারিয়া অবসরকালে চরকায় বসিয়া সূতা কাটিতেন। সূতা নলীতে জড়ান থাকিত। ভিন্ন ভিন্ন রকমের সূতার ভিন্ন ভিন্ন নলী থাকিত, বস্ত্রবয়ন তন্তুবায়জাতির কার্য্য ছিল। তন্তুবায়গণ গৃহস্থের বাটী হইতে নলী ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। তন্তুবায়রমণীগণ খইয়ের মণ্ড দিয়া তাহাকে সুদৃঢ় করিত, ঐরূপ সুদৃঢ় করার নাম পাট করা। তন্তুবায়গণ ঐ পাটকরা সূতা তাঁতে চড়াইয়া বস্ত্রবয়ন করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। পূর্ব্বে দেশের সকল লোকের পরিধেয় এইরূপে প্রস্তুত হইত। বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর কার্পাসবস্ত্র হইত ও তাহা সমাদরে বিদেশীয় বণিক্‌গণ লইয়া গিয়া ধনোপার্জ্জন করিতেন। ঢাকায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র আর কোথাও হইত না। নিম্নে কয়েকটির নাম দেওয়া যাইতেছে।

১। মলমল—আব্‌রোয়ান, তনজেব, মলমল—সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শবনাম, খাসা, ঝুনা, সরকার আলি, গঙ্গাজল ও তেরিন্দম এই কয়েক প্রকার দ্বিতীয় শ্রেণীর। বাফ্‌তা—যথা, হাম্মাম, ডিমটী, সান, জঙ্গলখাসা ও গলাবন্দ প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর বলিয়া গণ্য।

২। ডোরিয়া—ডোরাকাটা, মসলিন (মিহিবস্ত্র), রাজকোট, ডাকান, পাদশাহীদার, ফুলদার, কাগজাহি, কলাপাত।

৩। চারখানা—ছিট মসলিন চারপ্রকার, যথা—নন্দনসাহী, আনারদানা, কবুতরখোপ, সাকুতা বাহাদার ও কুঁচিদার।

৪। জামদানী—সাহেবেরা ইহাকে নয়নসুখ বলিতেন। সাধারণতঃ এগুলি বুটিদার হইত, যথা—পানবুটী, ছাওয়াল, তুরাদার মেল তেরছা।

এতদ্ব্যতীত ঢাকাই ধুতি, উড়ানি ও শাড়ী চিরপ্রসিদ্ধ।

কার্পাসের কত সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হইতে পারে, আর সেই সূতায় কত সৌখীন বস্ত্রবয়ন করা যাইতে পারে তাহা এই ঢাকাই তন্তুবায়গণ সুন্দররূপে দেখাইয়া গিয়াছে ও এখনও দেখাইতেছে, এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। মুসলমান বাদশাহগণের আমলে এই সকল বস্ত্রের যে বিশেষ আদর ছিল, তাহা উপরোক্ত নামগুলি দেখাইলে বুঝা যায়। কথিত আছে, আরঙ্গজেবের এক কন্যা এই ঢাকাই কাপড় পরিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলে পিতা তাহাকে আবরুহীনা বলিয়া ভর্ৎসনা করেন। উত্তরে কন্যা বলিলেন, "তবু আমি সাতপুরু কাপড় পরিয়াছি।" নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে এক তাঁতি একখানি ধোয়া কাপড় ঘাসের উপর শুকাইতে দেয়। তাহার গরুটী ঘাস খাইতে আসিয়া সেখানে যে কাপড় শুকাইতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহার উপর ঘাস খাইতে গিয়া কাপড় শুদ্ধ খাইয়া ফেলে। মিহির (সূক্ষ্মতার) পরিচয় অধিক আর কি হইবে। এই সকল সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগে। ২০ হস্ত দীর্ঘ ও ২ই হস্ত প্রস্থ একরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনিতে ৫।৬ মাস লাগে। তাহাও গ্রীষ্মের সময় বুনিবার যো নাই। বর্ষাকালেই ঐরূপ কার্পাসবস্ত্র বুনিবার উত্তম সময়। উহার মূল্য ৬০০৲। ৪০০৲ টাকার কম নহে। যে সকল

স্ত্রীলোক এই সকল সূক্ষ্ম সূতা কাটিত, তাহারা অনেকেই গতায়ু। দুই একজন এখনও আছে। এখন ঐ সকল বস্ত্রের আদৌ আদর নাই; আর যে কখন হইবে তাহার আশাও নাই। এখন বিলাতী কলের কাপড় দেশ ছাইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে দেশের লোক এখনও দেশীয় কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিতেছেন, তাই এখনও বঙ্গদেশে ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা, সিমলা, শান্তিপুর, কলাম, বরাহনগর, কৈকাল, শ্রীরামপুর, সাতাবিরা, চন্দ্রকোণা, নবাসন, মেগাছি, পাবনা প্রভৃতি স্থানে দেশী ধুতি, উড়ানি ও শাড়ী বোনা হইয়া থাকে। কিন্তু ইংলণ্ড হইতে সূতা আসে। পূর্ব্বে প্রধান বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইত। এখন কেবল তুলা রপ্তানি হয়। সুতরাং যাহারা বস্ত্র বুনিত, তাহারা অনেকে অন্নহীন বা অন্য ব্যবসায়-আশ্রিত। বঙ্গদেশের ধুতি, উড়ানি, শাড়ী ব্যতীত কার্পাসের অন্যান্য দ্রব্যাদি এখনও প্রস্তুত হয়, যথা দরি বা সতরঞ্চী, একহুতি, মলমল, চারখানা, তপি ও লুঙ্গি। দারভাঙ্গা অঞ্চলে মোকটী নামক একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বর্দ্ধমান অঞ্চলে মশারির থান, রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে কোটা, মাগনা, মিথলা, লুঙ্গ, চা[illegible] নামক বহুবিধ ছিট, ডোরাকাটা বস্ত্র মশারির থান প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আসাম প্রদেশে এখনও দেশী কার্পাস হইতে দেশী বস্ত্র তৈয়ার হয়। স্ত্রীলোকেরাই সূতা কাটে ও বস্ত্র বয়ন করে। তবে এখানেও বিলাতী বস্ত্রের আদর ক্রমশঃই বাড়িতেছে। উহাদের গর কাপড়, খনিয়া কাপড়, পরিধিয়া কাপড়, সাবজোনিয়া ও মেখলা নামক বস্ত্রগুলি কার্পাস হইতে প্রস্তুত হয়। মণিপুরে পটসল, তারমেল, খিমডইনী ও সোকনাবীর বস্ত্রগুলি কার্পাস হইতে প্রস্তুত, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সেকেন্দ্রাবাদ ও বুলন্দসহরে উত্তম মসলিন্ (মিহি কাপড়) তৈয়ার হয়। উহার পাড় স্বর্ণসূত্রে বোনা হয়। পাগড়িতেই উহার অধিক ব্যবহার। সেকেন্দ্রাবাদের দোপাট্টাও অতি সুন্দর। আজিমগড়ে একপ্রকার মসলিন্ হয়, নেপালে তাহার কাটতি অধিক। অযোধ্যায় সরবতি, মলমল, আদি ও তারন্দাম নামক সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রসিদ্ধ। রায়বেরিলি জেলায় জৈস নামক স্থানে, কাশীতে ও ফয়জাবাদের তাণ্ডা নামক স্থানে অতি চমৎকার সূক্ষ্ম মসলিন্ প্রস্তুত হয়। কিন্তু অযোধ্যায় অধঃপতন হইতে সে সকল কারুকার্য্যেরও অধঃপতন হইয়াছে। রামপুরের কার্পাসনির্ম্মিত খেস সেদিন কলিকাতার প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হইয়াছে। মুরাদাবাদ, প্রতাপগড়, কানপুর, ললিতপুর, শাহাপুর, মিনাউলি, আলিগড়, ঝাঁসির অন্তর্গত মাউ, আজিমগড়ের অন্তর্গত মাউ, শাহারনপুর, মিরাট ও আগ্রা অঞ্চলে নানাবিধ কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। উহাদের অনেকগুলি এখনও বিদেশে রপ্তানি হয়। এতদ্ব্যতীত গাবরা, গাজি ও ধুতিজোড়া নামক কার্পাসবস্ত্র উত্তরপশ্চিমের প্রায় সকল স্থানেই প্রস্তুত হয়। দেশের সামান্য লোকেরা অধিকাংশই এই বস্ত্র ব্যবহার করে।

পঞ্জাব-প্রদেশে পূর্ব্বে একপ্রকার মসলিন্ হইতে সুন্দর পাগড়ি প্রস্তুত হইত। সে কাপড় এখন আর দেখা যায় না। হোসিয়ারপুর, সিরসা, জালন্ধর, লুধিয়ানা, সাপুর, গুরুদাসপুর ও পাতিয়ালায় এখনও পাগড়ির কাপড় প্রস্তুত হয়, কিন্তু উহা আর পূর্ব্বের মত উৎকৃষ্ট নহে। রোহতকে তাঞ্জেব নামক একপ্রকার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট মসলিন্ দেখা যায়। জালন্ধরে খাটি নামক মার্কিনের মত পুরু কাপড় হয়। ইহার উপর একপ্রকার কারুকার্য্য আছে। বুলবুল পক্ষীর চক্ষুর আদর্শ করিয়া উহা বোনা হয় বলিয়া উহাকে "বুলবুল চসম্" বলে। এখন এই শিল্প লোপ পাইতেছে। এখন কেবল খেস, লুঙ্গি ও ভাপ নামক মিহি ও দোহাত, গাড়া ও গাজি নামক মোটা কাপড় দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible]তেও পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। গোয়ালিয়রের অন্তর্গত চান্দেরি নামক স্থানে যে মসলিন্ তৈয়ার হয়, তাহা উৎকৃষ্ট। ইন্দোরে যাহা হয়, তাহাও বড় মন্দ নহে। দেবাস্‌রাজ্যের অন্তর্গত সারঙ্গপুরে ধুতি, শাড়ী ও পাগড়ি প্রস্তুত হয়।

মধ্যপ্রদেশে নাগপুর, ভাণ্ডারা ও চান্দা জেলায় এখনও কার্পাসের সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হয় ও তাহাতে বস্ত্র তৈয়ার হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, চান্দা প্রদেশে একটী প্রদর্শনী হয়, তাহাতে হস্তনির্ম্মিত (কলের নহে) সূতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ সূতা এত সূক্ষ্ম যে, উহার অর্দ্ধসেরের মাত্র ৫৮ ক্রোশ দীর্ঘ। নাগপুরে তুলার কল হওয়াতে ঐ শিল্পের অনেক গৌরব গিয়াছে। কিন্তু কলের সূতা, এখনও তত উৎকৃষ্ট হয় নাই। এই জন্য গৌরব একেবারে যায় নাই। দেশী বস্ত্র অধিক দিন স্থায়ী হয় বলিয়া সেখানকার দরিদ্র লোকে বিলাতী অপেক্ষা দেশী বস্ত্রেরই অধিক আদর করে। হোসঙ্গাবাদে দেশী বস্ত্রের ব্যবসা বরং বাড়িতেছে।

দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে রাইচুর প্রদেশে খাদিরের মোটা কাপড় ও নন্দের প্রদেশে মিহি মসলিন্ তৈয়ার হয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে আরনি নামক স্থানের মিহি মসলিন্ অতি উৎকৃষ্ট।

বোম্বাই-প্রদেশে বিলাতী কাপড়ের বিলক্ষণ আদর হইলেও

এখনও গ্রামে গ্রামে দেশী মোটা কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। সামান্য লোক মোটা মোটা শাড়ী ও পাগড়ির বিশেষ আদর করে।

অনেক স্থানে কার্পাসের সূতার সহিত রেসম বা পশমের সূতা মিশ্রিত করিয়া রকম রকম কাপড় তৈয়ার হয়। কোথাও কোথাও কার্পাসবস্ত্রে রেসমের পাড় দেওয়া হয়। কোথাও রেসমের ফুল, জরির ফুল ছুঁচে তোলা, কোথাও বা বোনা হয়। উহার নানাপ্রকার নাম আছে। যথা—কারচোপ, কালাবর্ত্তু, কারচিকন বা চিকন, কামদানী ও জামদানী। জামদানীর আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে। যথা—করেলা, তোড়াদার, বুটিদার, তেরছা, জলবার, পান্নাহাজারা ইত্যাদি।

কার্পাসবস্ত্রের উপর ফুলকাটা নানাবিধ বস্ত্র কলিকাতার নিকট প্রস্তুত হয়, সেই সকল বস্ত্র কলিকাতার নিকট হাবড়ার হাটেই অধিক বিক্রীত হইয়া থাকে।

কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রের উপর বিবিধ রং করা হয় ও তাহার উপর নানা প্রকার ছাপ দেওয়া হইয়া থাকে।

কার্পাসবস্ত্র প্রথম কলিকাট হইতে লইয়া যাইত বলিয়া ইংরাজেরা তাহার কেলিকো (Calico) নাম দিয়াছিলেন। রং করার নাম কেলিকো-ডাইং (Calico-dying) আর ছাপ দিয়া ছিট প্রস্তুত করার নাম (Calico Printing) কেলিকো প্রিণ্টিং। কার্পাসবস্ত্রে রং করা বঙ্গদেশে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু পশ্চিমের লোক কলিকাতায় আসিয়া কাপড় রঙ করা ও কাপড়ে ছাপ দেওয়ার ব্যবসা খুলিয়াছে। কোন কোন কাপড়ের উপর সোণালির ছাপও দেওয়া হইয়া থাকে। ছাপ দিয়া নানাবিধ ছিট তৈয়ার হয়। ছিটের কাপড়ে রেজাই, লেপের খোল, তোষক, পালঙ্গপোষ, জাজিম, সামিয়ানা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। রং করা কাপড়ের মধ্যে সালু অতি উৎকৃষ্ট। ছোপান কাপড়ের মধ্যে চুমুরি নামক কাপড় অধিক দেখা যায়।

এ দেশে রজকেরাই কার্পাসবস্ত্র ধোলাই করিয়া থাকে। বঙ্গীয় রজকদিগের মধ্যে ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা ও শান্তিপুরের রজকগণ কার্পাসবস্ত্র অতি সুন্দর ধোলাই করিতে পারে। কিন্তু বঙ্গদেশে ধোলাইকারী রজকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া রজক আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে।

বিলাতী কলের প্রভাবে দেশস্থ কার্পাসশিল্প ক্রমশঃ লোপ হইতেছে। এখনও যাহা আছে, কালে তাহাও থাকিবে না, এরূপ সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে কার্পাসবস্ত্র দেশের প্রয়োজনে লাগিয়া উদ্বৃত্ত হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইত। এখন সেকাল গিয়াছে। এখন শিল্পী অন্নহীন।

ভাবপ্রকাশমতে—কার্পাসবৃক্ষের গুণ—লঘু, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, মধুররস ও বায়ুনাশক। কার্পাসের পাতা—বায়ুনাশক, রক্তকারক ও মূত্রবর্দ্ধক। ইহার ফল—পিড়িকা, আনাহ ও পূয়স্রাবনাশক। বীজ—স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, কফকারক ও গুরু।

২ (ত্রি) কার্পাসস্য বিকারঃ অবয়বো বা, কর্পাসী-অণ্ (বিল্বাদিভ্যোহণ্। পা ৪। ৩। ১৩৬।) কার্পাসজাত বস্ত্রাদি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ফাল ও বাদর।

"শ্লক্ষ্ণং বস্ত্রমকার্পাসমাবিকং মৃদু চাজিনম্।" ভারত ২।৫০।২৪

কার্পাসবস্ত্র (পুং, স্ত্রী) কার্পাস স্বার্থে কন্। কার্পাসগাছ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কার্পাস, কার্পাসী, তুণ্ডকেরী ও সমুদ্রান্তা।

কার্পাসধেনু (স্ত্রী) কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিতা ধেনুঃ, মধ্যলো°। দানের জন্য কার্পাসাদিনির্ম্মিত ধেনু। বরাহপুরাণোক্ত ইহার দানবিধি যথা—"বিষুবসংক্রান্তিদিনে, যুগাদ্যদিনে, গ্রহপীড়া, দুঃস্বপ্নদর্শন ও অরিষ্টদর্শনাদি অমঙ্গল ঘটিলে পবিত্র দেবালয়ে অথবা বিশুদ্ধ গোচারণস্থলে গোময় দ্বারা দানস্থান লেপন করিয়া তাহার উপরে কুশ তিল বিস্তারিত করিতে হইবে, তৎপরে তাহার মধ্যস্থলে ধেনু স্থাপন করিয়া বস্ত্র, মাল্য, অনুলেপন, নৈবেদ্য ও ধূপদীপাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর কুশহস্তে দানমন্ত্র পাঠ করিয়া, শ্রদ্ধা সহকারে তাহা দ্বিজাতিকে প্রদান করিতে হইবে। এই কার্পাসধেনু ৪ ভার বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইলে উত্তম, ২ ভার দ্বারা নির্ম্মিত হইলে মধ্যম এবং ১ ভার দ্বারা নির্ম্মিত হইলে অধম বলিয়া গণ্য। এই পরিমাণের চতুর্থাংশ দ্বারা বৎস প্রস্তুত করিতে হয়। এই ধেনুর দন্তসকল নানাবিধ ফল দ্বারা ক্ষুরসমূহ রৌপ্য দ্বারা এবং শৃঙ্গ স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করিবে, তাহার গর্ভস্থল বিবিধ রত্নপূর্ণ করিতে হইবে। এইরূপে যথাবিধি, ধেনুদান করিলে অন্তিমে ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়।

কার্পাসনাসিকা (স্ত্রী) কার্পাসস্য নাসিকা ইব, উপমি°। তর্কু, টেকো।

কার্পাসপর্ব্বত (পুং) কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিতঃ পর্ব্বতঃ মধ্যলো°। দানের নিমিত্ত কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিত পর্ব্বত। ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণে ইহার দানবিধানাদি এইরূপ লিখিত আছে—"দেবালয় প্রভৃতি পবিত্রস্থানের কিয়দংশ গোময়লিপ্ত করিয়া তাহাতে কুশ ও তিল বিস্তারিত করিবে, তৎপরে তাহার মধ্যদেশে কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিত পর্ব্বত স্থাপন করিয়া, যথাবিধি পূজানমস্কারান্তে কুশহস্তে দানমন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দ্বিজাতিকে দান করিতে হইবে

এই কার্পাসরাশি বিংশতি ভার হইলে উত্তম, দশ ভার মধ্যম এবং পঞ্চভার অধম বলিয়া গণ্য। ইহাতে বিবিধ ধাতু প্রভৃতি নানাপ্রকার ঔষধি ও রত্ন সন্নিবিষ্ট করিতে হয়। কার্পাসপর্ব্বতের চারিদিকে স্বর্ণশিখর, বিবিধ রত্ন এবং নানাপ্রকার ভক্ষ্যভোজ্যযুক্ত চারিটি কুলাচল স্থাপন করিয়া দান করাই বিধি। এইরূপ দান করিলে শীঘ্রবংশ উদ্ধার হয়।"

কার্পাসসৌত্রিক (ত্রি) কার্পাসসূত্রেণ নির্ব্বৃত্তঃ, কার্পাসসূত্র-ঠক্, দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। কার্পাসের সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রাদি।

কার্পাসাস্থি (স্ত্রী) কার্পাসানাং অস্থি, ৬তৎ। কার্পাস-বীজ। ভাবপ্রকাশোক্ত ইহার গুণ—স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, শুক্র-কারক, স্নিগ্ধ, কফকারক ও গুরু।

কার্পাসিক (ত্রি) কার্পাসাজ্জাতম্, কার্পাস ঠক্। কার্পাস দ্বারা নির্ম্মিত।

কার্পাসিক (স্ত্রী) কার্পাসী স্বার্থে কন্-টাপ্, পূর্ব্বহ্রস্বঃ। কার্পাসের গাছ, কার্পাসী।

কার্পাসী (স্ত্রী) কার্পাস জাতিত্বাৎ ঙীষ্। কার্পাসগাছ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—বদরা, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রান্তা, সারিণী, চব্যা, তুলা, গুড়, তুণ্ডকেরিকা, মরুদ্ভবা, পিচু ও বাদর। [গুণাদি কার্পাস শব্দে দেখ।]

কার্ম্ম (ত্রি) কর্ম্মন্ শীলং অস্য, ছত্রাদিত্বাৎ ণঃ। নিপাতনাৎ সাধুঃ (কার্ম্মস্তাচ্ছীল্যে। পা ৬। ৪। ১৭২।) ১ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যে কর্ম্ম করে। ২ কর্ম্মশীল।

কার্ম্মণ (স্ত্রী) কর্ম্ম এব, কর্ম্ম স্বার্থে অণ্ (তদ্যুক্তাৎ কর্ম্মণো-ঽণ্। পা ৫। ৪। ৩৬।) ১ মূলকর্ম্ম, ঔষধাদির মূল দ্বারা যে আসন, উচ্চাটন, মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্য করা হয়, তাহাকেই কার্ম্মণ কহে। ২ মন্ত্রতন্ত্রাদিযোগ। ৩ (ত্রি) কর্ম্মসাধনেন অস্ত্যস্য, কর্ম্মন্-অণ্। কর্ম্মদক্ষ।

(কার্ম্মণং মন্ত্রতন্ত্রাদিযোজনে কর্ম্মঠেঽপি চ। মেদিনী।)

কার্ম্মশেয়ক (পুং স্ত্রী) জনপদবিশেষ।

কার্ম্মার (পুং) কর্ম্মার এব, কর্ম্মার স্বার্থে অণ্। ১ কর্ম্মকার, কামার। ২ (কর্ম্মকারস্য অপত্যম্) কর্ম্মকারের পুত্র।

কার্ম্মারক (ত্রি) কর্ম্মারেণ কৃতম্, কর্ম্মার-বুঞ্ (কুলালা-দিভ্যো বুঞ্। পা ৪। ৩ ১১৮।) কর্ম্মকারকৃত কার্য্য, কর্ম্ম-কার যাহা প্রস্তুত করিয়াছে।

কার্ম্মার্য্য (পুং) কর্ম্মারস্য অপত্যম্, কর্ম্মার-ষ্যঞ্। ১ কর্ম্ম-কারের পুত্র। ২ (ত্রি) কর্ম্মকারস্য ইদম্। কর্ম্মকারসম্বন্ধীয়।

কার্ম্মার্য্যায়ণি (পুং) কর্ম্মারস্য অপত্যম্, কর্ম্মার-ফিঞ্ (কৌশল্যকার্ম্মার্য্যাভ্যাঞ্চ। পা ৪। ১। ১৫৫।) নিপাতনাৎ কার্ম্মার্য্যাদেশঃ। কর্ম্মকারপুত্র।

কার্ম্মিক (ত্রি) কর্ম্মণা চিত্রকর্ম্মণা নির্বৃত্তঃ, কর্ম্ম-ঠক্। বিচিত্র বস্ত্র; যে বস্ত্রে নানাবর্ণের সূত্র দ্বারা চক্রস্বস্তিকাদি চিহ্নে চিত্রিত করা হয়। (মিতাক্ষরা)

("কার্ম্মিকে রোমবদ্ধে চ ত্রিংশদ্ভাগক্ষয়ো মতঃ।"

যাজ্ঞবল্ক্য ২। ১৮৩।)

কার্ম্মিক্য (স্ত্রী) কর্ম্মিকস্য ভাবঃ কার্ম্মিক-ষ্যঞ্ (পত্যন্তপুরো-হিতাদিভ্যো যক্। পা ৫। ১। ১২৮) কর্ম্মশীলতা, পরিশ্রম।

কার্ম্মুক (স্ত্রী) কর্ম্মণে প্রভবতি, কর্ম্মণ-উকঞ্ (কর্ম্মণ উকঞ্। পা ৫। ১। ১০৩।) ১ ধনুঃ। (পুং) ২ কার্ম্মুকং ধনুঃ সাধ্য-ত্বেন অস্ত্যস্য, কার্ম্মুক-অচ্। বাঁশ। ৩ (ত্রি) কার্য্যক্ষম।

(কার্ম্মুকং ধনুষি স্ত্রী বেণৌ কর্ম্মক্ষমেঽন্যবৎ। মেদিনী।)

৪ শ্বেতখদির। ৫ হিজ্জল। ৬ মহানিম্ব। ৭ মেষ প্রভৃতির মধ্যে নবমরাশি।

("কার্ম্মুকস্থ পরিত্যজ্য যদা সংক্রমতে রবিঃ।
প্রভাতে চার্করাত্রে চ স্নানং কুর্য্যাৎ পরেঽহনি।"

কালমাধবধৃত ভবিষ্য"।)

৮ (ত্রি) কৃমুকস্য ইদম্, কৃমুক-অণ্। শ্বেতখদিরসম্বন্ধীয়। ৯ তুলা ধুনিবার যন্ত্র, আচড়া।

কার্ম্মুকভৃৎ (ত্রি) কার্ম্মুকং বিভর্ত্তি কার্ম্মুক ভৃ ক্বিপ্। ধনুর্দ্ধারী।

কার্ম্মুকাসন (স্ত্রী) আসনবিশেষ। "পদ্মাসন করিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বামপদের অঙ্গুলিদ্বয় এবং বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণপদের অঙ্গুলিদ্বয় ধারণ করিলে কার্ম্মুকাসন হয়।" (রুদ্রযামল)

কার্ম্মুকী [ন্] (পুং) কার্ম্মুকং অস্ত্যাস্তি, কার্ম্মুক-ইনি। ধনুর্দ্ধারী।

কার্য্য (স্ত্রী) ক্রিয়তে যৎ তৎ, কৃ ণ্যৎ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩। ১। ১২৪।) ততো বৃদ্ধিঃ। ১ কাজ; যাহা লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তা প্রবর্ত্তিত হয়। ২ কর্ত্তব্য, করিবার উপযুক্ত। ৩ হেতু। ৪ প্রয়োজন। ৫ ঋণাদি বিবাদ।

("নোৎপাদয়েৎ স্বয়ং কার্য্যং রাজা নাপ্যস্য পুরুষঃ।" মনু ৮।৪৩।
'কার্য্যঃ ঋণাদিবিবাদম্।' কুল্লুকঃ।)

৬ অপূর্ব্ব। ৭ উদ্দেশ্য। ৮ ব্যাকরণোক্ত আদেশ প্রত্যয়। ৯ আরোগ্য। ১০ (ভাবে ণ্যৎ) কর্ম্ম, ব্যাপার। ১১ জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত জন্ম-লগ্ন হইতে দশমস্থানের নাম।

("কার্য্যাধীশঃ স্বগৃহে বুধগুরুকবিভিঃ সংযুতো বীক্ষিতো বা।"

জাতক।)

১২ প্রাগভাবের প্রতিযোগী উৎপত্তিবিশিষ্ট, জন্য; যথা—বস্ত্র প্রভৃতি। [কর্ম্ম দেখ।]

কার্য্যকর (ত্রি) কার্য্যং করোতি, কার্য্য-কৃ-ট। যে কার্য্য-নির্ব্বাহ করে।

কার্য্যকর্ত্তা [তৃ] (পুং) কার্য্যং করোতি, কার্য্য-কৃ-তৃচ্। কার্য্যকারক।

কার্য্যকারক (ত্রি) কার্য্যং করোতি, কার্য্য-কৃ-ণ্বুল্। কার্য্যকর।

কার্য্যকারণ (স্ত্রী) কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চ তয়োঃ সমাহারঃ। মিলিত কার্য্য ও কারণ।

কার্য্যকারণতা (স্ত্রী) কার্য্যকারণয়োর্ভাবঃ, কার্য্যকারণ-তল্। কার্য্য ও কারণ উভয়ের পরস্পরাপেক্ষী ধর্ম্ম। যেমন ঘট ও দণ্ড উভয়ের ধর্ম্ম—ঘট দণ্ডের কার্য্য এবং দণ্ড ঘটের কারণ। সুতরাং ঘট ও দণ্ডে পরস্পরের কার্য্যকারণতা-ধর্ম্ম অবস্থিত আছে।

কার্য্যকারণভাব (পুং) কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চ তয়োর্ভাবঃ, ৬তৎ। কার্য্যকারণতা।

কার্য্যকারী [ন] (পুং) কার্য্যং করোতি, কার্য্য-কৃ-ণিনি। কার্য্যকারক।

কার্য্যকাল (পুং) কার্য্যায় উপযুক্তঃ কালঃ, মধ্যলো°। কার্য্যের উপযুক্ত সময়।

কার্য্যকুশল (ত্রি) কার্য্যেষু কুশলঃ দক্ষঃ, ৭তৎ। কার্য্যদক্ষ, যে উত্তমরূপে কার্য্য সম্পাদন করে।

কার্য্যক্ষম (ত্রি) কার্য্যেষু ক্ষমঃ সমর্থঃ, ৭তৎ। কার্য্যসম্পাদনে ক্ষমতাযুক্ত।

কার্য্যগুরুতা (স্ত্রী) কার্য্যাণাং গুরুতা গৌরবম্, ৬তৎ। কার্য্যের গুরুত্ব, কার্য্যের নিতান্ত আবশ্যকতা।

কার্য্যগৌরব (স্ত্রী) কার্য্যাণাং গৌরবম্, ৬তৎ। কার্য্যগুরুতা।

কার্য্যচিন্তক (ত্রি) কার্য্যং চিন্তয়তি, কার্য্য-চিন্তি-ণ্বুল্। কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তাকারক।

কার্য্যচিন্তা (স্ত্রী) কার্য্যস্য কার্য্যেষু বা চিন্তা, ৬ বা ৭তৎ। ১ কার্য্যের চিন্তা। ২ কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা।

কার্য্যচ্যুত (ত্রি) কার্য্যাৎ চ্যুতঃ ভ্রষ্টঃ, ৫তৎ। কার্য্যভ্রষ্ট, নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হইতে যে পরিত্যক্ত হয়।

কার্য্যত্ব (স্ত্রী) কার্য্যস্য ভাবঃ, কার্য্য-ত্ব (তস্য ভাবস্তত্বলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) কর্ত্তব্যতা।

কার্য্যদর্শক (ত্রি) কার্য্যাণাং দর্শকঃ, ৬তৎ। ১ কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক। ২ কার্য্যের পরীক্ষা

কার্য্যদর্শন (স্ত্রী) কার্য্যাণাং দর্শনম্, ৬তৎ। ১ কার্য্যের তত্ত্বাবধান। ২ কার্য্যপরীক্ষা।

কার্য্যদর্শী [ন্] (ত্রি) কার্য্যং পশ্যতি, ঈদৃশং সম্যক্ কৃতং ইত্যাদ্যবলোকনপূর্ব্বকং বিবেচয়তি, কার্য্য-দৃশ-ণিনি। কার্য্যদর্শক, কাজ ভালরূপে সম্পন্ন হইতেছে কি না যে ব্যক্তি তাহা দেখে; তত্ত্বাবধায়ক।

কার্য্যদ্বেষ (পুং) কার্য্যে কর্ত্তব্যসম্পাদনে দ্বেষ অনিচ্ছা, ৭তৎ। ১ কার্য্য করিতে অনিচ্ছা। ২ আলস্য।

কার্য্যনির্ণয় (পুং) কার্য্যস্য নির্ণয়ঃ স্থিরীকরণম্, ৬তৎ। নিশ্চয়রূপে কার্য্য স্থির করা।

কার্য্যনির্ব্বাহক (ত্রি) কার্য্যং নির্ব্বাহয়তি সম্পাদয়তি, কার্য্য নির-বহ-ণ্বুল্। যে কার্য্য নির্ব্বাহ করে, কার্য্যসম্পাদক।

কার্য্যনিষ্পত্তি (স্ত্রী) কার্য্যস্য নিষ্পত্তিঃ সমাধানম্, ৬তৎ। কার্য্যসমাধা, কাজশেষ হওয়া।

কার্য্যপটু (ত্রি) কার্য্যে কার্য্যকরণে পটুঃ নিপুণঃ ৭তৎ। কার্য্যকুশল, যে অতি নিপুণতার সহিত কার্য্য করে।

কার্য্যপুট (পুং) কার্য্যং কর্ত্তব্যেন পুটতি মিথ্যা করোতি পুট-ক, ১ ক্ষপণক বৌদ্ধসন্ন্যাসিবিশেষ। ২ উন্মত্ত। ৩ অনর্থকারক।

(কার্য্যপুটঃ ক্ষপণোন্মত্তানর্থকরেষু চ। মেদিনী।)

কার্য্যপ্রদ্বেষ (পুং) কার্য্যং প্রদ্বেষ্টি অনেন, কার্য্য প্র-দ্বিষ-করণে ঘঞ্। ১ আলস্য। ২ কার্য্যে অত্যন্ত অনিচ্ছা।

কার্য্যপাত্র (স্ত্রী) কার্য্যায় উপযোগিপাত্রম্, মধ্যলো° কার্য্যে আবশ্যক পাত্র।

কার্য্যপ্রেষ্য (ত্রি) কার্য্যেষু প্রেষ্যঃ, ৭তৎ। কার্য্যসম্পাদন জন্য নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত দূত।

কার্য্যভাজন (স্ত্রী) কার্য্যেষু উপযোগি ভাজনম্, মধ্যলো°। কার্য্যে উপযোগী।

কার্য্যভ্রষ্ট (ত্রি) কার্য্যাৎ ভ্রষ্টঃ, ৫তৎ। কার্য্যচ্যুত, যাহার আর কার্য্য করিবার অধিকার নাই।

কার্য্যবত্তা (স্ত্রী) কার্য্যবতো ভাবঃ, কার্য্যবৎ-তল (তস্য ভাবস্তত্বলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কার্য্যবিশিষ্টতা, কার্য্যবানের ধর্ম্ম

কার্য্যবত্ত্ব (স্ত্রী) কার্য্যবতো ভাবঃ, কার্য্যবৎ-ত্ব।

(তস্য ভাবস্তত্বলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) কার্য্যবত্তা।

কার্য্যবশ (পুং) কার্য্যস্য বশঃ বশ্যতা। ১ কার্য্যের অনুরোধ। ২ (ত্রি) কার্য্যের বশীভূত, কার্য্যনির্ব্বাহজন্য আবদ্ধ।

কার্য্যবস্তু (স্ত্রী) কার্য্যার্থং বস্তু, মধ্যলো°। কার্য্যনিষ্পাদন জন্য আবশ্যক দ্রব্য।

কার্য্যবান্ [ৎ] (পুং) কার্য্যমস্যাস্তি, কার্য্য মতুপ্ মস্য বঃ। কার্য্যবিশিষ্ট, কার্য্যে আবদ্ধ।

কার্য্যবিপত্তি (স্ত্রী) কার্য্যেষু বিপত্তিঃ, ৭তৎ। কার্য্যসম্পাদন বিষয়ে যে সকল বিপদ্ উপস্থিত হয়।

কার্য্যশব্দিক (ত্রি) কার্য্যঃ শব্দ ইত্যাহ, কার্য্য শব্দ-ঠক্ (তদাহেতি মা শব্দাদিভ্য উপসংখ্যানম্। পা ৪। ৪। ১। বা ১।) 'কার্য্যঃ শব্দঃ' এইরূপ বাক্যবাদী নৈয়ায়িকবিশেষ; ইহারা শব্দের অনিত্যতা স্বীকার জন্য এইরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন:

কার্য্যশেষ (পুং) কার্য্যস্য শেষঃ, ৬তৎ। ১ আরব্ধ কার্য্যের নিষ্পত্তি। ২ কার্য্যের অবশিষ্ট অংশ।

কার্য্যসন্দেহ (পুং) কার্য্যে কার্য্যস্য নিষ্পত্তিবিষয়ে সন্দেহঃ, ৭তৎ। কার্য্যনিষ্পত্তিবিষয়ে অনিশ্চয়তা।

কার্য্যসম (পুং) ন্যায়মতে চতুর্বিংশতিজাতির অন্তর্গত জাতিবিশেষ। লক্ষণ যথা—

"প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ কার্য্যসমঃ।" (ন্যায় সূ ৫।১।৩৭)

প্রযত্নসম্পাদনীয় বস্তু অনেক বলিয়া কার্য্যসম নামক কার্য্যবিশেষ জাতি হয়। যেমন "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ" ইত্যাদি। মীমাংসকগণ শব্দকে নিত্য স্বীকার করেন, যেহেতু তাঁহাদের মতে শব্দের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু কোন বস্তুতে আঘাত লাগিলে সেই আঘাত দ্বারা শব্দ প্রকাশ হয় মাত্র। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—শব্দ অনিত্য এবং তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহারা "শব্দো হনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ" এই পূর্ব্বোক্ত অনুমান বাক্যকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ এই অনুমানবাক্যে এইরূপ আপত্তি করেন যে,—এই অনুমান দ্বারা শব্দের অনিত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু প্রযত্নসম্পাদনীয় বস্তু অনেক; অর্থাৎ নিত্য ও জন্য সকল বস্তুই প্রযত্ন দ্বারা আত্মলাভ করে। যদিও নিত্য বস্তু সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত, তথাপি প্রযত্ন দ্বারা তাহার উপলব্ধি হইতে পারে, যেমন যত্নপূর্ব্বক বস্ত্র উঠাইয়া ফেলিলে বস্ত্র দ্বারা অনিত্যতা সিদ্ধি স্থির হইতে পারে না। এই দোষকেই তাঁহারা "কার্য্যসম" বা "কার্য্যবিশেষ" জাতি বলেন।

কার্য্যসম প্রভৃতি জাতিসমূহ দোষদাতার স্বপক্ষ ক্ষতিকারক বলিয়া, 'অসদুত্তর' ও 'স্বব্যাঘাতক' উত্তরনামে অভিহিত হয়। [জাতি দেখ।]

কার্য্যসাধক (ত্রি) কার্য্যং সাধয়তি, কার্য্য-সাধ-ণিচ্-ণ্বুল্। যাহা দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হয়, কার্য্যসম্পাদক।

কার্য্যসাধন (ক্লী) কার্য্যস্য সাধনম্ সম্পাদনম্ ৬তৎ। কার্য্যসিদ্ধি, কার্য্য-নিষ্পত্তি।

কার্য্যসিদ্ধি (স্ত্রী) কার্য্যস্য সিদ্ধিঃ, ৬তৎ। ১ কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিষ্পত্তি। ২ অভীষ্টসিদ্ধি।

("বিত্তং ব্রহ্মণি কার্য্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হুতাশে ভয়ম্।" তিথিতত্ত্ব।)

৩ জ্যোতিষোক্ত সহমবিশেষ।

কার্য্যস্থান (ক্লী) কার্য্যস্য স্থানম্ ৬তৎ। ১ কার্য্যনিষ্পাদন করিবার স্থান। ২ চাকুরী স্থান।

কার্য্যা (স্ত্রী) কৃ-ণ্যৎ-টাপ্। কারীবৃক।

কার্য্যাকার্য্যবিচার (পুং) কার্য্যস্য অকার্য্যস্য তয়োঃ বিচারঃ, ৬তৎ। ইহা কর্ত্তব্য ইহা অকর্ত্তব্য এইরূপ বিচার।

কার্য্যাক্ষম (ত্রি) কার্য্যে কার্য্যকরণে অক্ষমঃ অসমর্থঃ, ৭তৎ। কার্য্য করিতে অপারগ।

কার্য্যাধিপ (পুং) কার্য্যস্য অধিপঃ, ৬তৎ। ১ কার্য্যাধ্যক্ষ। ২ জ্যোতিষোক্ত কার্য্যস্থানের অধীশ্বর, অর্থাৎ লগ্নস্থান হইতে দশম স্থানের অধিপতি।

কার্য্যাধীশ (পুং) কার্য্যস্য অধীশঃ অধিপতিঃ, ৬তৎ। কার্য্যাধিপ।

কার্য্যাধ্যক্ষ (পুং) কার্য্যস্য অধ্যক্ষঃ, ৬তৎ। যাহার তত্ত্বাবধানে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

কার্য্যানুরোধ (পুং) কার্য্যস্য অনুরোধঃ, ৬তৎ। কার্য্যের অবশ্য কর্ত্তব্যতা জন্য বন্ধন।

কার্য্যান্ত (পুং) কার্য্যস্য অন্তঃ ৬তৎ। কার্য্যের শেষ।

কার্য্যান্তর (ক্লী) অন্যৎ কার্য্যং, ময়ূরব্যংসকাদিবৎ সমাসঃ। অন্য কার্য্য, এককার্য্য হইতে অপর কার্য্য।

কার্য্যান্বিত (ত্রি) কার্য্যেণ কর্ত্তব্যেন অন্বিতো যুক্তঃ, ৩তৎ। ১ কার্য্যযুক্ত। ২ কার্য্যবোধক পদের প্রতিপাদ্য অর্থবিশিষ্ট।

কার্য্যারম্ভ (পুং) কার্য্যস্য আরম্ভঃ, ৬তৎ। কার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠান।

কার্য্যার্থসিদ্ধি (স্ত্রী) কার্য্যার্থস্য কার্য্যপ্রয়োজনস্য সিদ্ধিঃ ৬তৎ। উদ্দেশ্যসিদ্ধি।

("বলস্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
দ্বিবিধং কীর্ত্ত্যতে দ্বৈধং ষাড়্গুণ্যগুণবেদিভিঃ॥"
মনু ৭। ১৬৭।)

কার্য্যার্থী [ন্] (ত্রি) কার্য্যস্য অর্থী প্রার্থী, ৬তৎ। ১ কার্য্য করিবার জন্য প্রার্থনাকারী। ২ উমেদার, চাকুরী-প্রার্থী।

কার্য্যিক (ত্রি) কার্য্য-বুন্। কার্য্যবিশিষ্ট।

কার্য্যী [ন] (পুং) কার্য্যং অস্ত্যস্য, কার্য্য-ইনি। ১ কার্য্যযুক্ত। ২ কার্য্যপ্রার্থী, উমেদার। ৩ ব্যাকরণোক্ত আদেশস্থান।

কার্য্যেশ (পুং) কার্য্যাণাং ঈশঃ তত্ত্বাবধারণেন সম্পাদকঃ, ৬তৎ। কার্য্যাধ্যক্ষ।

কার্য্যৈক্য (ক্লী) কার্য্যাণাং ঐক্যম্ ৬তৎ। ন্যায়মতে ছয় প্রকার সঙ্গতির অন্তর্গত সঙ্গতিবিশেষ, এককার্য্যানুকূলতা অর্থাৎ কার্য্যের সমানতা।

কার্য্যোৎসুক (ত্রি) কার্য্যে কার্য্যসম্পাদনে উৎসুকঃ ৭তৎ। কার্য্যনির্ব্বাহে ব্যগ্র।

কার্য্যোদ্যম (পুং) কার্য্যেষু উদ্যমঃ চেষ্টা, ৭তৎ। কার্য্যসম্পাদনে চেষ্টা।

কার্য্যোদ্যুক্ত (ত্রি) কার্য্যেষু উদ্যুক্ত উদ্যমশীলঃ, ৭তৎ। কার্য্যসাধনে উদ্যমবিশিষ্ট।

কার্য্যোদ্যোগ (পুং) কার্য্যস্য উদ্যোগঃ ৬তৎ। কার্য্যারম্ভের চেষ্টা।

কার্য্যোদ্ধার (পুং) কার্য্যস্য উদ্ধারঃ সম্যক্‌সাধনম্‌, ৬তৎ। সম্পূর্ণরূপে কার্য্যসিদ্ধি।

কার্লি—একটী পর্ব্বতের গুহা। অক্ষা° ১৮° ৪৫´ ২০´´ উ ও দ্রাঘি° ৭৩° ৩১´ ১৬´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পুনা হইতে বোম্বাই যাইবার পথে অর্দ্ধেক দূরে আসিয়া দক্ষিণভাগে সমুদ্রের দিকে অল্পদূর গমন করিলেই পর্ব্বতের উপত্যকায় কার্লিগুহা দেখা যায়। সহ্যাদ্রিপর্ব্বত হইতে কার্লিপাহাড় স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত। ইহা লানোলি ষ্টেশনের অতি নিকট।

এই গুহায় একটী সুন্দর মন্দির খোদিত আছে। ভারতে পর্ব্বতের ভিতর খোদিত নানাস্থানে নানাপ্রকার মন্দির আছে। কিন্তু গঠনবৈচিত্র্যে কার্লির ন্যায় কোনটীই নহে। সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধগণের নির্ম্মিত। নির্জ্জনে উপাসনা করিবার জন্য বৌদ্ধগণ পর্ব্বতের গুহার ভিতর এই চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। ইহার গঠনপ্রণালী কতকটা এখনকার গির্জ্জার মত। গুহার মুখের গোড়ায় সিংহদ্বার। সিংহদ্বারের দুইদিকে দুইটী প্রস্তরের স্তম্ভ ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এখন একটী মাত্র দেখা যায়। অপর স্তম্ভের স্থানে একটী ছোট প্রস্তর-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে অথবা একটী স্তম্ভই বরাবর ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। স্তম্ভটী গোলাকার, তদুপরি ৩২টী পল দৃষ্ট হয়। উহা ভূমি হইতে সমভাবে ঊর্দ্ধ



কার্লি।

উঠিয়াছে। স্তম্ভের উপরিভাগে কার্ণিস। কার্ণিসের উপর চারিদিকে চারিটী সিংহমূর্ত্তি খোদিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই মূর্ত্তিগুলি একটী চক্রধারণ করিত। সিংহদ্বার পার হইয়াই আর একটী দ্বার। উহার বিস্তার প্রায় ৩৫ হস্ত হইবে। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী স্তম্ভ, দুইটীই অষ্টকোণ বা অষ্টপলবিশিষ্ট। স্তম্ভ দুইটী সাদা সিধা, শিরে বা উপরিভাগে কোন কারুকার্য্য দ্বারা সাজান নহে। তবে উপরিভাগে দুই স্তম্ভে দুইখানি প্রশস্ত প্রস্তরফলক আছে। তাহার পর আবার খানিক ঊর্দ্ধে একটী কার্ণিস। তাহা হইতে চারিটী স্তম্ভাকৃতি কতদূর নামিয়া আসিয়াছে। তাহার পর আর একটু অগ্রসর হইলেই মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য তিনটী দ্বার আছে। এই দ্বার কয়েকটী উন্মুক্ত, কোনরূপ কপাট নাই। তিনটী দ্বারই

এক সারিতে প্রাচীরবৎ প্রস্তরখণ্ড সংলগ্ন। এই প্রাচীর দ্বারের মাথা পর্য্যন্ত সমতল ভাবে অবস্থিত। ইহার উপরিভাগে শূন্য। এই স্থান দিয়া মন্দিরে আলো প্রবেশ করে। শূন্যের উপর প্রকাণ্ড খিলান। খিলানটী মন্দিরের প্রবেশদ্বার হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দ্বার পার হইয়া গেলে, অভ্যন্তরের অপূর্ব্ব শোভাদর্শনে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। কি শিল্পচাতুরী! কি অসম্ভব পরিশ্রম! দুই পার্শ্বে দুইটী বারান্দা দুই দিকে বিস্তৃত। মধ্যস্থলে নাটমন্দিরের মণ্ডপ। প্রবেশদ্বারের অপর দিকে গম্বুজাকৃতি চৈত্যের স্থান। দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিবে, সারি সারি সারি স্তম্ভশ্রেণী দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান। দুই পার্শ্বের স্তম্ভের পরে দুইদিকে বারান্দা। বারান্দা হইতে মধ্যস্থলে মণ্ডপে আসিতে হইলে দুই পার্শ্বের স্তম্ভগুলির মধ্যে মধ্যে স্থান আছে তাহা দিয়া আসিতে হয়। ভূমির মধ্যস্থল হইতে খিলানের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত মাপিলে বোধ হয় ... হস্ত হইবে। এক একটী স্তম্ভের বর্ণনা ... অসম্ভব, সমস্তের বর্ণনা কি করিব। কি কারিকুরি! তলভাগে ক্রমান্বয়ে ৫টী স্তবক বড় হইতে ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিয়াছে। তাহার খানিকটা গোলাকৃতি। তাহার উপর সমান ভাবে অষ্টপল, তদুপরি থামের মস্তক। তদুপরি কার্ণিস। কার্ণিসের উপর দুইদিকে হস্তিমূর্ত্তি, হস্তিপৃষ্ঠে কোথাও দুইটী মানব, কোথাও দুইটীই মানবী, কোথাও বা একটী মানব ও একটী মানবী মূর্ত্তি। মণ্ডপের স্তম্ভশ্রেণী পার হইয়া একটী গম্বুজাকৃতি দেখিতে পাইবে। গম্বুজের উপরিভাগে এই "†" অক্ষরের ন্যায় একটী পদার্থ ও তাহার উপর একটী ছত্র। এক্ষণে এই ছত্রটীর কতক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গম্বুজের পশ্চাদ্ভাগে অষ্টপল বিশিষ্ট আবার ৭টী স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলির গড়ন সাদাসিদা বিশেষ কারুকার্য্যযুক্ত নহে। মন্দিরের দ্বারদেশ হইতে এই স্তম্ভগুলির মূলদেশ পর্য্যন্ত ৮৪ হস্ত হইবে। প্রান্ত দুই দিকের স্তম্ভের মধ্যস্থান ১৬। হস্ত হইবে। বারান্দাগুলির পরিসর অপেক্ষাকৃত ছোট—৬ হস্তের অধিক হইবে না। ঐ বড় খিলানের পরই খিলানের সহিত সংলগ্ন কাঠের কড়ি। কড়িগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া খিলানের একদিক্ হইতে অপরদিক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কড়িগুলি আমাদের গৃহস্থিত কড়ির মত সরল ভাবে অবস্থিত নহে। বক্রভাবে খিলানের সহিত সমভাবে শূন্যে অবস্থিত। এ গুলির আধার নাই। কিরূপে এইগুলি এইরূপ ভাবে সংলগ্ন হইল, তাহা এখন কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। না দেখিলে বর্ণনায় এই মন্দিরের সৌন্দর্য্য অনুভূত হইতে পারে না। ঐ চৈত্য যে কত দিনের পুরাতন, তাহা কে বলিতে পারে? বাহিরের সিংহস্তম্ভে কয়েকটী খোদিত অক্ষর দেখা যায়। কথিত আছে, মহারাজ ভূতি বা দেবভূতি দ্বারা অক্ষরগুলি খোদিত। পাশ্চাত্যমতে, ভূতি রাজা খৃষ্টাব্দের ৭৮ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। তাহার পূর্ব্বে যে গঠিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

কার্শকেয় (পুং) কশকস্য অপত্যম্, কশক-ঢক্। কশক মুনির পুত্র।

কার্শকেয়ীপুত্র (পুং) কার্শকেয্যাঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। কশকঋষির দৌহিত্র, জনৈক শিক্ষক।

কার্শানব (ত্রি) কৃশানোরিদম্, কৃশানু-অণ্। কৃশানুসম্বন্ধীয়, অগ্নিসম্বন্ধীয়।

কার্শাশ্বীয় (ত্রি) কৃশাশ্বেন নির্বৃত্তম্, কৃশাশ্ব ছণ্ (বৃহৎকৃষ্টতিলেভ্যাদি। পা ৪।২।৮০।) কৃশাশ্ব কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন।

কার্শ্মরী (স্ত্রী) কৃশ স্বার্থে ণিচ্ ভাবে মনিণ্, কার্শ্মং রাতি কার্শ্ম রা-ক ঙীষ্ (বিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ১ কাশ্মরী, গাম্ভারীগাছ ২ শ্রীপর্ণীগাছ।

কার্শ্য (পুং) কৃশ স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ শালবৃক্ষ। ২ শটীগাছ। ৩ কর্চ্চূর বৃক্ষ। ৪ (ক্লী) কৃশস্য ভাবঃ, কৃশ ষ্যঞ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্। পা ৫।১।১২৩।) কৃশতা।

কার্ষ (ত্রি) কৃষিঃ শীলমস্য, কৃষি-ণ (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২।) কৃষিকর্মকারক।

কার্ষক (পুং) কার্ষ স্বার্থে কন্, অথবা কর্ষতি কৃষ-ক্বুন্ (কৃষের্বৃদ্ধিশ্চোদীচাম। উণ্ ২।৩৮।) কৃষিকর্ম্মকারক, কৃষক। (কার্ষকঃ কৃষীবলঃ, কৃষকঃ সএব। উজ্জ্বলদত্ত।)

কার্ষাপণ (পুং, ক্লী) কর্ষস্য অয়ম্ কার্ষঃ, পণঃ পরিমাণে—অণ্, কার্ষস্য কার্ষেণ বা আপণঃ ব্যবহারো যত্র, বহুব্রী। ১ ষোড়শপণ, এক কাহন। এক কাহন কড়ির মূল্যপরিমিত তাম্রাদি ধাতু।

কার্ষাপণক (পুং ক্লী) কার্ষাপণ স্বার্থে কন্। কার্ষাপণ, কাহন।

কার্ষাপণিক (ত্রি) কার্ষাপণেন আহার্য্যং কার্ষাপণ-ঠিঠন্ (কার্ষাপণাষ্ট্ঠিন্ প্রতিশ্চ। পা ৫।১।২৫। বার্ত্তি ২।) কার্ষাপণদ্বারা আহরণের উপযুক্ত।

কার্ষি (ত্রি) কর্ষতি কর্ষঃ স্বার্থে ইঞ্। ১ কৃষক। ২ অগ্নিমদনাশক।

কার্ষিক (পুং) কর্ষ স্বার্থে ঠক্। ১ কার্ষাপণ। ২ (কর্ষঃ শীলমস্য, কর্ষ ঠক্) কৃষক। ৩ (কর্ষস্য অয়ম্) শাস্ত্রীয় পণের চতুর্থাংশ। ৪ (কর্ষঃ পরিমাণমস্য) কর্ষপরিমিত মূল্য দ্বারা যে বস্তু ক্রয় করা হইয়াছে।

কার্ষীবণ (পুং) [বৈ] যে কৃষিকার্য্য করে, কৃষক, চাষী।

কার্ষ্ট্য (স্ত্রী) কৃষ্টের ভাবঃ, কৃষ্ট-ষ্যঞ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্। পা ৫।১।১২৩।) কৃষ্টতা, কর্ষিতত্বের ভাব।

কার্ষ্ণ (ত্রি) কৃষ্ণস্য ইদম্, কৃষ্ণ-অণ্। ১ কৃষ্ণমৃগসম্বন্ধীয়। ২ কৃষ্ণদ্বৈপায়নসম্বন্ধীয়। ৩ (কৃষ্ণঃ দেবতা অস্য) কৃষ্ণদেবের অনুগত, কৃষ্ণভক্ত।

কার্ষ্ণাজিনি (পুং) কৃষ্ণাজিনস্য ঋষেরপত্যম্ কৃষ্ণাজিন-ইঞ্। ১ কৃষ্ণাজিনমুনির পুত্র। ২ শিক্ষকবিশেষ। ৩ একজন বিজ্ঞানবিদ্। মীমাংসাসূত্র, ব্রহ্মসূত্র ও কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে ইঁহার নাম দৃষ্ট হয়। ৪ একজন স্মৃতিশাস্ত্র-প্রণেতা। পৈঠীনসি, হেমাদ্রি, মাধবাচার্য্য, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কার্ষ্ণাজিনির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কার্ষ্ণায়ন (পুং) কৃষ্ণস্য ব্যাসস্য গোত্রাপত্যম্ কৃষ্ণ-ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯।) ১ ব্যাসবংশীয় ব্রাহ্মণ। ২ বশিষ্ঠবংশীয়, বাশিষ্ঠ।

কার্ষ্ণায়স (ক্লী) কৃষ্ণস্য অয়সো বিকারঃ, কৃষ্ণ-অয়স্-অণ্। কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত দ্রব্য।

কার্ষ্ণি (পুং) কৃষ্ণস্য অপত্যম্, কৃষ্ণ-ইঞ্। ১ কামদেব। ২ গন্ধর্ব্ববিশেষ। ৩ ব্যাসপুত্র শুকদেব।

কার্ষ্ণী (স্ত্রী) কার্ষ্ণ-ঙীপ্। শতমূলী।
[শতাবরী দেখ।]

কার্ষ্ণ্য (ক্লী) কৃষ্ণস্য ভাবঃ, কৃষ্ণ-ষ্যঞ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্। পা ৫।১।১২৩।) কৃষ্ণবর্ণতা।

কার্ষ্ম [ন্] (ক্লী) কর্ষতি অত্র, কৃষ বাহুলে ণিচ্, আধারে মনিন্। [বৈ] ১ যুদ্ধ। ২ (ভাবে মনিন্) কর্ষণ।

কার্ষ্মরী (স্ত্রী) কার্ষ্ম কর্ষণং রাতি দদাতি, কার্ষ্ম-রা-ক-ঙীষ্। শ্রীপর্ণীবৃক্ষ।

কার্ষ্মর্য্য (পুং) কার্ষ্মর্য্যা বিকারঃ, কার্ষ্মরী-ষ্যঞ্। শ্রীপর্ণীবৃক্ষের অবয়ব।

কার্ষ্য (পুং) কৃষ-ক-স্বার্থে ষ্যঞ্। শালগাছ।

640 I

তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ